বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

সমস্তদেশীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিম মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

ত্রয়োদশ ভাগ।

(বালরোগান্তকরস—মৎস্যতত্ত্ব)

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

বসু এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৯ সাল।

বিশ্বকোষ

ত্রয়োদশ ভাগ।

বালরোগান্তকরস (পুং) বালরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী—পারা ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ, থুলকুড়ি, এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জ্বর ও কাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

বাললীলা (স্ত্রী) ১ বালকের খেলা। ২ বাল্যোপযোগী খেলা।

বালব (পুং) জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ, ইহা দ্বিতীয়করণ, এই করণে শুভকর্ম্মাদি নিন্দিত নহে। এই করণে জন্মগ্রহণ করিলে সমস্ত কার্য্যকর্ত্তা, আত্মীয় ভরণশীল, সেনাধ্যক্ষ, কুল ও শীলযুক্ত, উদারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বলবান্ হইবে।

"কার্য্যস্থ কর্ত্তা স্বজনস্থ ভর্ত্তা সেনাপ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ।
উদারবুদ্ধির্বলবান্ মনুষ্যশ্চেদ্ বালবাখ্যে জননং হি যস্থ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

বালবৎস্য (পুং) কপোত। (বৈদ্যকনি°)

বালবায়জ (ক্লী) বালবায়ে বৈদূর্য্যপ্রভবে দেশবিশেষে জায়তে জন-ড। বৈদূর্য্য। (ত্রিকা°)

বালবাসস্ (ক্লী) বালানাং লোম্নাং বালৈর্নির্ম্মিতং বা বাসঃ। ১ কেশনির্ম্মিত বস্ত্র। ২ বালকের বস্ত্র।

বালবাহ্য (পুং) বালাঃ শিশবো বাহ্যা যস্থ, এতে খলু কস্মিংশ্চিৎ উপস্থিতে ভয়ে শিশূন্ পৃষ্ঠে নিধায় পলায়ন্তে ইতি প্রসিদ্ধে তথাত্বং। ১ বনছাগ। (হারা°) (ত্রি) ২ বালকবহনীয়।

বালব্যজন (ক্লী) বালস্থ চমরীপুচ্ছস্থ বালেন বা নির্ম্মিতং ব্যজনং। চামর, পর্য্যায়—রোমগুচ্ছ, প্রকীর্ণক।

'যস্থার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্ব্বন্তি বালব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ॥"
(কুমার ১।১৩) ২ বালকের ব্যজন।

বালব্রত (পুং) মঞ্জুশ্রী বা মঞ্জুঘোষের নামান্তর। (ত্রিকা°)

বালশাস্ত্রী কাগলকর, প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগপ্রণেতা।

বালশাস্ত্রী, বালবোধিনী ও বালরঞ্জিনী নামে ব্যাকরণপ্রণেতা।

বালশাস্ত্রী গোদে, যোগচিন্তামণিপ্রণেতা।

বালশৃঙ্গ (ত্রি) নবশৃঙ্গযুক্ত। যে পশুর নবশৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

বালসখি (পুং) বাল্যবন্ধু।

বালসন্তোষী, বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর-জেলাবাসী জাতিবিশেষ। বালকবালিকাদিগকে সন্তোষ-দান ও তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা কুণবিদিগের মত। কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া ইহারা বালকবালিকাদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বলিয়া থাকে। সাধারণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ইহারা ধর্ম্মকর্ম্ম সমাপন করে। গ্রামযাজী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে।

বালসমন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে শাম্ভর লবণের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। রাজপুতনা-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় ঐ বাণিজ্যের অনেক অবনতি হইয়াছে।

বালসন্ধ্যাভ (পুং) বালসন্ধ্যা ইব আভা যস্থ। অরুণবর্ণ। (হেম)

বালসরস্বতী, বালসরস্বতীয় কাব্যরচয়িতা। ইনি মদন নামেও পরিচিত।

বালসাত্ম্য (ক্লী) দুগ্ধ। (হেম)

বালসূরি, হেমাদ্রিসর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত-প্রণেতা।

বালসূর্য্য (ক্লী) বালঃ সূর্য্য ইব। ১ বৈদূর্য্যমণি। (ত্রিকা°) (পুং) ২ প্রাতঃকালীন সূর্য্য, সকাল বেলার সূর্য্য।

বালসূর্য্যক (ক্লী) বালসূর্য্য এব স্বার্থে কন্ বৈদূর্য্যমণি। (শব্দরত্না°)

বালস্থান (ক্লী) ১ বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ২ শিশুত্ব।

বালহস্ত (পুং) বালা হস্ত ইব মক্ষিকাদীনাং নিবারকত্বাৎ। বালধি। লোমযুক্ত লাঙ্গূল। (ত্রি) বালানাং কেশানাং হস্তঃ সমূহঃ। ২ কেশসমূহ। (উজ্জ্বলদত্ত)

বালা (স্ত্রী) বালাঃ কেশা ইব পদার্থা বিদ্যন্তে যস্যাঃ, বাল-'অর্শ আদিত্যাদচ্' ততষ্টাপ্। ১ নারিকেল। ২ হরিদ্রা। ৩ মল্লিকাভেদ। ৪ অলঙ্কারভেদ। ৫ মেধ্য। ৬ ত্রুটি। (মেদিনী) ৭ ঘৃতকুমারী। ৮ হ্রীবের। (শব্দরত্না°) ৯ অম্বষ্ঠা। ১০ নীলঝিণ্টী। (রাজনি°) ১১ একবর্ষবয়স্কা গবী।

"বর্ষমাত্রা তু বালা স্যাদতিবালা দ্বিবার্ষিকী।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১২ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী। এই স্ত্রী গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রশংসনীয়া ও হর্ষদায়িনী।

"বালাস্ত্রী প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥" (রতিমঞ্জরী)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বালাস্ত্রী সেবনে বলবৃদ্ধি হয়।

"নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্দ্ধয়তে বলং।" (ভাবপ্র°)

কন্যামাত্রেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চবর্ষবয়স্কা কন্যাকেও বালা কহে।

"পঞ্চবর্ষা স্মৃতাবালা" (হারীত ১।৫)

দুই বৎসরের কম বয়স্কাকেও বালা কহে। ইহাদের মৃত্যু হইলে উদকক্রিয়া ও অগ্নিসংস্কার হইবে না। ইহাদিগকে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে।

"অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া॥" (গরুড়পু° ১০৭অঃ)

বালাই (আরবী) দুরদৃষ্ট।

বালাকি (পুং) বলাকায়া অপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৬) গার্গ্য ঋষিভেদ। "দৃপ্তবালাকির্হানূচানো গার্গ্য আস" (বৃহদারণ্যক উপ°)

বালাক্ষী (স্ত্রী) বালাঃ কেশা ইব অক্ষিসদৃশং পুষ্পং যস্যাঃ। কেশপুষ্পাবৃক্ষ। পর্য্যায়—মানসী, দুর্গপুষ্পী, কেশধারিণী। (শব্দচন্দ্রিকা)

বালাখানা (পারসী) উপরের ঘর।

বালাঘাট, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশের প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। যে জেলাগুলি ঘাট পর্ব্বতমালার উপরে অবস্থিত, তাহাই বালাঘাট এবং যাহা ঘাটের নিম্নদেশে অবস্থিত, তাহাই পয়নঘাট নামে অভিহিত ছিল। অক্ষা° ৮° ১০´ হইতে ৮° ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২০´ হইতে ৮০° ১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীর নিকট বেল্লারী, কর্ণূল ও কড়াপা জেলা এখনও বালাঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

বালাঘাট, মধ্যপ্রদেশের চিফকমিসনরের অধীন নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ১৮´ হইতে ২২° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪২´ হইতে ৮১° ৪´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৩১৪৬ বর্গমাইল। বুর্হানগড় ইহার বিচারসদর।

জেলাটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগ প্রায় সমতল ও সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন। দ্বিতীয়ভাগে মানতালুক নামা উপত্যকা ভূমি এবং তৃতীয়ভাগে রায়গড়বোছিয়া নামক অধিত্যকা-প্রদেশ। প্রথমবিভাগে বেণগঙ্গা, বাঘ, দেব, ঘিস্রি ও শোণনদী প্রবাহিত। ১ম ও ২য় ভাগ প্রায় বনমালাসমাচ্ছন্ন। ৩য় ভাগের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতভূমি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পার্ব্বত্যপ্রদেশের স্থানবিশেষে গভীর জঙ্গল দৃষ্ট হয়। টোপ্লার শালবন তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দেবনদীতটে কটঙ্গ নামে একপ্রকার বাঁশ জন্মে, উহা প্রায় ৯০ ফিট্ উচ্চ হয়। এরূপ সুন্দর বাঁশ ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এই বন্যভাগে গোঁড় ও বৈগা জাতিরই বাস অধিক। কোন কোন ঝরণায় সোণা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন লৌহ, সুর্ম্মা, গেরিমাটী ও অভ্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র আক্রমণের পূর্ব্বে এই স্থানের দক্ষিণভাগের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু ঐ সময়ের শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই নাগপুরের ভোঁসলে-সর্দ্দারগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রগণের অধিকারের পূর্ব্বে উত্তর দিকস্থ উচ্চ ভূমে গড়ামণ্ডলার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রস্তরনির্ম্মিত বৌদ্ধমন্দির হইতে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধি কল্পনা করা যায়। শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই আদিম বনভূমি উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ নায়ক নামক জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে এবং অধ্যবসায়ে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে নানাস্থান হইতে এখানে লোক আসিয়া বাস করে। পরশবাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী ৩০ খানি গ্রাম এখন শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া এই উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

এখানকার মধ্যে বুড়া, বাড়া, শিওনি, শালবাড়া ও কটঙ্গী নগর অনেকটা সমৃদ্ধিশালী। নদীবক্ষে অথবা পার্ব্বত্যপথে

গোরুর গাড়ী করিয়া এখানকার পণ্যদ্রব্য পাঁচেরা, বরাই, বাপর্য়ি ও ভোওবার পার্ব্বতীয় প্রদেশে নীত হইয়া থাকে।

বালাঘাট, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্যভূমি। অজণ্টাপর্ব্বতের উপরিদেশে স্থাপিত। দাক্ষিণাত্য অধিত্যকা ভূমির ইহাই সর্ব্বোত্তর সীমা। লকেনবাড়ীঘাট নামক পার্ব্বত্যদেশ হইয়া বালাঘাটে প্রবেশ করিতে হয়। অক্ষা° ২০° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´ পূঃ।

বালাজী আবজী, মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর শাসনসভায় নিযুক্ত জনৈক প্রভু-কায়স্থ চিট্‌নীস্। ইনি হরিরামাজীর পৌত্র ও আবজীহরির পুত্র। তাঁহার পিতা পুরুষানুক্রমে হাবসীরাজসরকারে দেওয়ানের কর্ম্ম করিতেন। আবজীহরি জেজুরিতে খণ্ডোবার পূজা দিতে গমন করিলে হাবসীরাজের মৃত্যু হয়। জ্ঞাতিশত্রুগণ রটনা করে যে, তাঁহারই পূজায় রাজার মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদে আবজীহরিকে সবংশে সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিতে আদেশ হয়। তাঁহার তিনপুত্র বালাজী আবজী, শ্যামজী আবজী ও চিমনাজী আবজী মাতার সহিত রাজাপুর বন্দরে আনীত হন। এখানে বালাজী আবজীর মাতুল বিসাজী শঙ্কর ২৫ হোণ মুদ্রা দিয়া চারিজনকেই ক্রয় করেন। বালাজীর মাতা পরিশ্রম দ্বারা ৫ মুদ্রা পরিশোধ করেন। পরে শিবাজী বালকের সুন্দর হস্তলিপি দেখিয়া বাকি ২০ হোণ মুদ্রা দিয়া বালাজীকে ক্রয় করিয়া লইলেন এবং ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে আপনার চিট্‌নীসীপদ প্রদান করেন।

চিট্‌নীস (Secretary) পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হয়। শিবাজীর কার্য্যে তিনি প্রাণ-মন-সমর্পণ করেন। তাঁহার সমুদায় গুপ্তকার্য্যই বালাজীর হাত দিয়া চলিয়া ছিল। অফজলখাঁর হত্যা, সম্ভাজী ও জিজিবাঈর মুক্তি, দিল্লীতে শিবাজীর ও সম্ভাজীর বন্দিত্ব মোচন এবং ইংরাজদিগের সহিত রাজকারণোপলক্ষে তিনি স্বীয় প্রভুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনিই মিষ্টান্নের ঝুড়িমধ্যে শিবাজী ও সম্ভাজীকে রক্ষা করিয়া শত্রুর করালকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া শিবাজী বালাজীকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। ক্রমে চিট্‌নীস আবজী সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া পড়িলেন। মুখ্যপ্রধান মোরোপন্ত পিঙ্গলে তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানসে ছল খুঁজিতে লাগিলেন। চিট্‌নীস-পুত্র আবজীবাবার উপনয়ন উপলক্ষে ব্রাহ্মণপ্রবর মোরোপন্ত গোল বাধাইলেন। তিনি বলিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই; সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে কায়স্থের অধিকার থাকিতে পারে না। যাহা হউক অনেক তর্কবিতর্কের পর বালাজী পুত্রের উপনয়নক্রিয়া বন্ধ রাখিলেন। শিবাজী এই সমস্ত অবগত হইয়া কাশীস্থ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সংগ্রহের আদেশ করিলেন, তদনুসারে তিনি কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মতিপত্র সংগ্রহ করেন।

রাজ্যাভিষেককালে শিবাজীর উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই। বালাজী আবজী বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিতবর গাগাভট্টের শাস্ত্রীয় যুক্তিতে প্রৌঢ়বয়সে শিবাজীকে উপনয়নসম্পন্ন ও রাজ্যাভিষিক্ত করেন। শিবাজী প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে চিট্‌নীস (Chief Secretary) পদ প্রদান করিলেন। শিবাজীর অভিষেকের পর চিট্‌নীসপ্রবর নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র আবাজীবাবার উপনয়ন সমাধা করাইলেন। এই উৎসবে গাগাভট্ট প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া যথানিয়মে কায়স্থপ্রভুর সংস্কারাদি সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

সম্ভাজীর রাজ্যাধিকার লইয়া মহারাষ্ট্ররাজ্যে গোল বাঁধে। বালাজী আবজী অন্যান্য অমাত্যবর্গের সহিত এই ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও সম্ভাজীর আদেশে ১৬০৩ শকে (১৬৮১ খৃষ্টাব্দে) তিনি হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত ও তাহাতে নিহত হন।

বালাজীলক্ষ্মণ, খান্দেশের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কোপরগাঁওর সাত হাজার ভীলকে ছলে ভুলাইয়া ধৃত করেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশকে দুইটী কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজীরাও, মহারাষ্ট্ররাজ্যের তৃতীয় পেশবা। ইনি পেশবা ১ম বাজীরাওর পুত্র। বালারাও পণ্ডিত-প্রধান নামে ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাসরাও নিহত হন। তাঁহার অপর দুইপুত্র মধুরাও ও নারায়ণরাও যথাক্রমে পেশবাপদ পাইয়াছিলেন। [পেশবা দেখ।]

বালাজী বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্ররাজ্যে পেশবা নামক ব্রাহ্মণবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি কোঙ্কণপ্রদেশের একটী গ্রামের পাটোয়ারীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে তিনি যাদববংশীয় জনৈক সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানে তাঁহার গুপ্ত প্রতিভারাশি বিকসিত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সম্ভাজীর পুত্র সাহুর রাজ্যকালে তিনি মহারাষ্ট্ররাজসরকারে পেশবাপদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনিই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ১ম বাজীরাও পেশবা হইয়া রাজ্যশাসন করেন।

[পেশবা দেখ।]

বালাডুম্বুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বালাণ্ডা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী পরগণা। কলিকাতার পূর্ব্বে ও সুন্দরবনের উত্তরে অবস্থিত। হারুয়া, গোসাইপুর, হাদিপুর, নায়াবাদ, মাজিয়াণ্টি, বেদারী, খাট্‌রা জনার্দ্দনপুর, চাঁদপুর, হরিপুর, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। হারুয়া-গ্রামে পীর গোরাচাঁদের প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে।

বালাদিত্য (পুং) ১ নবোদিত সূর্য্য। ২ কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৩।৪৭৭) [মগধ ও কাশ্মীর দেখ।]

বালাপুর, ১ বেরার প্রদেশের অকোলা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৭০ বর্গমাইল। ২ উক্ত জেলার একটী নগর। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলওয়ের পারস ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯´ ১৫´´ পূঃ। মুনানদী ইহার উপকণ্ঠে প্রবাহিত। মোগলরাজগণের অধিকারে ইলিচপুরের পর এখানে সেনাবাস স্থাপিত হইয়াছিল। বালা নামক দেবীমন্দির-সম্মুখে এখানে পূর্ব্বে একটী মহামেলা হইত। বালাদেবীর মন্দির এখানে অবস্থিত বলিয়াই এই নগরের বালাপুর নাম হইয়াছে। আইন-ই-অকবরী-গ্রন্থে এই পরগণার সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ এখানে বাস করিতেন। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্-মুল্‌ক্ এই নগরের সন্নিকটে মোগলসৈন্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। মেলঘাটের পার্ব্বত্যদুর্গ ব্যতীত বালাপুরের দুর্গই বেরারের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইলিচপুরের নবাব ইস্‌মাইল খাঁ কর্ত্তৃক ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১০৩২ হিজিরায় নির্ম্মিত এখানকার জুমা মস্‌জিদ ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। নগরের দক্ষিণদিকস্থ নদীতীরে ‘ছত্রি’ নামক ছত্রাকৃতি অট্টালিকা এই নগরের প্রধান শোভা। প্রবাদ, সম্রাট্ আলমগীরের অনুচর রাজা সবাই জয়সিংহ কর্ত্তৃক এই ‘ছত্রি’ নির্ম্মিত হয়। এখানকার বাজারে একপ্রকার স্থানীয় বস্ত্র বিক্রীত হয়।

বালাম (দেশজ) সিদ্ধতণ্ডুলবিশেষ। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ইহার ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বালাময় (পুং) বালস্য আময়ঃ। বালরোগ। [বালরোগ দেখ।]

বালায়নি (পুং) বালায়া অপত্যং তিক্কাদিত্বাৎ ফিঞ্ (পা ৪।১।১৫৪।) বালার অপত্য।

বালারাও, বিখ্যাত নানাসাহেবের ভ্রাতা, অযোধ্যাপ্রদেশের সিপাহিবিদ্রোহের অনেক নেতা। তুলসীপুরের পর্ব্বতমূলে তাঁহার সহিত ইংরাজের (১৮৫৮, ২৩শে ডিসেম্বর) ঘোর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নিজ ভ্রাতা নানার ন্যায় জঙ্গলমধ্যে পলায়ন করেন। তাঁহার পলায়নে অযোধ্যাপ্রদেশে বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছিল এবং প্রায় ১॥০ লক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহীসেনা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

বালারুণ (পুং) বালসূর্য্য, বালার্ক।

বালার্ক (পুং) বালঃ নবোদিতোঽর্কঃ। প্রাতঃকালীন সূর্য্য।

"রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীংতনুং।" (জগদ্ধাত্রীধ্যান)

২ কন্যারাশিস্থিত সূর্য্য। এই সূর্য্যতাপ শরীরে লাগাইলে শরীরের অনিষ্ট হয়।

"শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥" (চাণক্য)

বালাসিনোর, (বাদাসিনোর) গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২° ৫৩´ হইতে ২৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৭´ হইতে ৭৩° ৪০´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৮৯ বর্গমাইল। এখানে মহী নামক নদী প্রবাহিত। চাষবাসের জন্য কূপ খনন করিয়া জল লইতে হয়। এখানকার সর্দ্দারগণ মুসলমান। ইহাদের উপাধি ‘বাবি’ বা দ্বাররক্ষক(১)। ইংরাজরাজ-নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্ম্মচারীর অনুমতি লইয়া ইহারা হত্যাপরাধীর দণ্ড দিয়া থাকেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ও গাইকবাড়রাজকে ইহারা কর দিয়া থাকেন। সৈন্যসংখ্যা ২০৩ জন। ইহারা ইংরাজের নিকট ৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। সলাবৎ খাঁর পঞ্চম পুরুষ অধস্তন সেরখাঁ বাবি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লী দরবার হইতে বালাসিনোর ও বীরপুরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পরে জুনাগড় রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র এখানে ও কনিষ্ঠ জুনাগড়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। গুজরাতে মহারাষ্ট্রপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে) এখানকার সর্দ্দারগণ পেশবা ও গাইকবাড়রাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার অধিকৃত এই স্থান ইংরাজরাজের পলিটিকাল-এজেণ্টের শাসনভুক্ত হয়। ২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। শেরিনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২৪´ পূঃ।

বালাহিসার, কাবুলের সীমান্তদেশবর্ত্তী একটী নগর। ইহাকে কাবুল-প্রবেশের দ্বার বলিলেও চলে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজসৈন্য আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। এখানে শাহসুজার রাজপ্রাসাদ ও তোরণস্তম্ভ আছে। ইংরাজগণ এখানে সেনাবাস স্থাপন করিতে চাহিলে সুজা প্রথমে আপত্তি করেন; কিন্তু অবশেষে সম্মতিদানে বাধ্য হন।

---

(১) মোগল রাজদরবারে এই বংশের আদিপুরুষ দ্বাররক্ষীর কার্য্য করিত।

বালাসন, দার্জ্জিলিঙ্গ জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। জগৎলেপছা নামক ভূভাগ হইতে উথিত হইয়া এই নদী তরাই অভিমুখে আসিয়া দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। নূতন বালাসন নামক শাখা শিলিগুড়ির দক্ষিণে মহানদীতে মিশিয়াছে এবং অপরটী পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য জঙ্গলময় তরাই প্রদেশে নানা দ্রব্যের চাষ হয়।

বালাসুর (পুং) অসুরভেদ। (হেম)

বালাহেরা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার গিরিপথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭´ পূঃ। এখানকার পার্ব্বত্যদুর্গ ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে শিন্দে সেনানী ডি বয়নি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়।

বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ্। কপিবিশেষ। বানরদিগের অধিপতি। পর্য্যায়—ঐন্দ্র, বালী। (ত্রিকা°)

রামায়ণে লিখিত আছে, মেরু নামে এক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের কোন একটী শৃঙ্গে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত। একদিন কমলযোনি ব্রহ্মা এইস্থলে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়। পতিত হইবামাত্র তাহাতে এক বানর উৎপন্ন হইল। ইহার নাম ঋক্ষরাজ। ব্রহ্মা এই বানরকে দেখিয়া কহিলেন, হে বানর! তুমি এই অমরবৃন্দের বিহারভূমি সুমেরু শৈলে আসিয়া নানাবিধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া নিয়ত আমার নিকট বাস কর।

একদা এই বানর তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর মেরু-শিখরে গমন করিল, তথায় একটী সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া অবলোকন করিয়া ভাবিল, আমার সদৃশ ইহাকে দেখিতেছি, এই বানর আমার পরম শত্রু, অতএব ইহাকে অচিরে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া ঐ জলমধ্যে লম্ফ দিয়া পড়িল। পরে ঐ বানর হ্রদ হইতে উঠিয়া মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই এই কামিনীকে অবলোকন করিয়া মন্মথের বশবর্ত্তী হইলেন। ক্রমে ইঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে ইন্দ্র এই রমণীকে লাভ করিতে না পারিয়া তাহার মস্তকে স্খলিতবীর্য্য পাতিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দিবাকরও কন্দর্পের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবায় নিষিক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই মদন-ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর ঐ রমণী বাসবের বীর্য্য অমোঘ জানিয়া তাহা হইতে এক শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন করিল। ইহার নাম হইল বালি। গ্রীবানিপতিত বীজ হইতে সুগ্রীব হইল। এইরূপে ইন্দ্র হইতে বালি এবং সূর্য্য হইতে সুগ্রীবের উৎপত্তি হইল।

সেই দিন অতিবাহিত হইলে ঋক্ষরাজ পুনরায় বানররূপ প্রাপ্ত হইল। পরে দুই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপ-স্থিত হইলে ব্রহ্মা কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া রাজ্য করিতে আদেশ দেন। বিশ্বামিত্র এইখানে একটী মনোরম পুরী নির্ম্মাণ করেন। বালি এই নগরীতে বানরগণের রাজা হইয়া অবস্থান করে। ইহারা দুইজন অতিশয় বলবান্ ছিল, ত্রিজগতে কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। বালির প্রধান মহিষীর নাম তারা। সুগ্রীবের পত্নীর নাম রুমা।

একদিন কোন এক মায়াবী দৈত্যের উপদ্রবে বালি স্বীয় ভ্রাতাকে পাতালদ্বারে রাখিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য পাতালে গমন করিল। কালবিলম্ব দেখিয়া সুগ্রীব ইহার মৃত্যু নিশ্চয় করে, পরে ঐ দ্বারদেশে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া বালির মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে। বালির মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রীরা তাহাকেই রাজা করিল। পরে সুগ্রীব তারার সহিত মিলিত হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বালি ঐ দৈত্যকে বিনাশ করিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রস্তর দেখিতে পাইল। বানরপতি পদাঘাতে সেই প্রস্তর ভাঙ্গিয়া স্বীয় ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বালি আসিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য ও পত্নীভোগ করিতে দেখিয়া রোষাবেগে তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। সুগ্রীব পলায়ন করিয়া মতঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বালী স্বীয়পত্নী তারা এবং ভ্রাতৃপত্নী রুমাকে লইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

কোন সময়ে রাবণ বালিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করেন, তখন বালি দক্ষিণ সাগরে সন্ধ্যা করিতেছিল। রাবণ তথায় উপস্থিত হইলে বালি তাহাকে কক্ষে করিয়া আর তিনটী সাগর পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা শেষ করিল। ইহাতে রাবণ বিশেষরূপে পরাজয় স্বীকার করিলে বালি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। সুগ্রীব বিতাড়িত হইয়া মতঙ্গাশ্রমেই কালাতিপাত করিতে থাকে। রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে গিয়া মতঙ্গাশ্রমবাসী সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করেন। সুগ্রীবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রামচন্দ্র বালিকে বধ করেন। বালিবধ হইলে পুনরায় সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসিল এবং বালিতনয় অঙ্গদ যুবরাজ হইল। লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় এই বালিতনয় অঙ্গদ ও সুগ্রীব সেনাপতি হইয়া বহুলক্ষ বানরবাহিনী দ্বারা রামচন্দ্রের সাহায্য করিয়াছিল। (রামা° কিষ্কিন্ধ্যা ও উত্তরকাণ্ড)

বালি, হুগলী জেলার দারিকেশ্বর নদীতীরবর্ত্তী একটী নগর। অক্ষা° ২২° ৪৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৮´ ৪৬´´ পূঃ।

বালি, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ২২° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´ পূঃ। শ্রীরামপুরের ধানকুণীজলা পর্য্যন্ত বালির খাল বিস্তৃত। নদীমুখে এই খালের উপর একটী পুল আছে। এই গ্রামটী ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল আছে। ষ্টেসন হইতে অনতিদূরে বালির কাগজের ও হাড়ের কলকারখানা স্থাপিত। এই কাগজের কলটী বহু প্রাচীন।

বালি, (বালুকা শব্দের অপভ্রংশ।) জলস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিচূর্ণ পর্ব্বতগাত্র যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, তাহাই বালি (Sand) নামে প্রসিদ্ধ। জলালোড়নে প্রস্তরদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন বালুকাকণা স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইয়া নদী অথবা সমুদ্রোপকূলের স্থানে স্থানে জমিতে থাকে। ঐ বালুকাকণা জলসহযোগে একত্র করিতে পারিলে পুনরায় প্রস্তরে পরিণত হইতে দেখা যায়। এই বালি সাধারণের বিশেষ হিতকর। গৃহাদির ইষ্টকাচ্ছাদনরূপে ইহার বহুল ব্যবহার হয়[১]। ইহা জল পরিষ্কারক। একটী কলসী মধ্যে কয়লা, অপর কলসীতে বালি রাখিয়া সাধারণ লোকে পানীয় জল পরিষ্কার করিয়া থাকেন। বালুকাময় দেশে প্রবাহিত জল অত্যন্ত শীতল হয়। বালু ও সোডা যোগে কাচ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে বালুকাযন্ত্রের দ্বারা সময় নিরূপিত হইত। [বালুকাযন্ত্র দেখ।]

এতদ্ভিন্ন বালি আরও অনেক বিষয়ে মানবের উপকারে আইসে। বালিতে ছাঁচ, ধাতু গালাইবার মুচি, প্রতিমূর্ত্তি গঠন প্রভৃতি কার্য্যও হইয়া থাকে। পাথর কাটিতে হইলে জল ও বালির প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থাভেদে কখন কখন তাহাকে উত্তপ্ত বালুকায় বসান হয়, তাহাকে "Sand bath" বলে। কিন্তু অধিকাংশ সময় রসায়ন-গৃহেই কটাহস্থিত উত্তপ্ত বালুকামধ্যে অপর কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য উত্তপ্ত করিতে উহার ব্যবহার দেখা যায়।

ইস্পাতনির্ম্মিত অস্ত্র বা অপর কোন দ্রব্যে মরিচা পড়িলে, সেই মরিচা উঠাইয়া উহার পূর্ব্ববৎ পালিশরক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার কাগজ (Sand-paper) প্রস্তুত হইয়া শিরীষ কাগজে মাখাইয়া তাহার উপর সূক্ষ্মবালুকাচূর্ণ সঞ্চালন করিলে বালুকা কাগজগাত্রে আঁটিয়া যায়। বর্ত্তমান প্রচলিত এমরি কাগজ উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে। উৎকৃষ্ট ইস্পাত-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি ইহাদ্বারাই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

(১) হুগলীজেলার অন্তর্গত মগরা নামক স্থানের বালি এই কার্য্যে প্রশস্ত।

আইল অব্ ওয়াইটের (Isla of Wight)ও এলাম (Alum bay) উপসাগরোপকূলে নানাপ্রকার রঙ্গিন্ বালু পাওয়া যায়, উহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। একখানি কার্ড-বোর্ডে অভিমত চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে প্রথমে অল্পমাত্রায় রং লাগান হয়, পরে তাহাতে পাতলা শিরীষ বা গঁদ লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত রঙ্গের অনুরূপ বালি দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে কতক বালু আট্‌কাইয়া যায়, অবশিষ্ট ঝরিয়া পড়ে। এইরূপে চিত্রের বিভিন্ন বর্ণের অনুরূপ বালু লইয়া লাগাইতে হয়; কিছুক্ষণ ঐ চিত্র উত্তপ্ত স্থানে রাখিলে বালু সংলগ্ন হইয়া থাকে। অবশেষে বর্ণের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তাহার উপর অল্পে অল্পে তুলিদ্বারা রং মিলান হইয়া থাকে।

বালিকা (স্ত্রী) বালা এব বাল স্বার্থে কন্, টাপ্ অতইত্বং। ১ বালা। ২ কন্যা। ৩ বালুকা। ৪ পত্রকাহলা। ৫ কর্ণ-ভূষণ। (মেদিনী) ৬ এলা। (শব্দরত্না°)

বালিখিল্য (পুং) পুলস্ত্যকন্যা সন্নতিতে উৎপন্ন ক্রতুর ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক পুত্র ঋষিবিশেষ। [বালখিল্য দেখ।]

বালিগঞ্জ, কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। নির্জ্জনতাপ্রিয় য়ুরোপীয়গণ এখানে বাস করায় এই স্থানের মর্য্যাদা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এতদ্ভিন্ন ভারত-বর্ষের বড়লাটের শরীররক্ষী সেনাদল এখানে থাকে। কলি-কাতা যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখানে পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। বালিগঞ্জ জংসন হইতে বজবজের রেল-পথ বিস্তৃত। ষ্টেসনের উত্তরদিকে সখের সেনাদলের লক্ষ্য-শিক্ষার একটা চাঁদমারী আছে।

বালিঘাটিয়ম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্ত-র্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ব্রহ্মেশ্বরস্থ নামক বিখ্যাত শিবালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায়, নানাস্থানের লোক এই পবিত্র তীর্থে দেব-দর্শনে আসিয়া থাকে। অক্ষা° ১৭° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ। যে পর্ব্বতোপরি এই মন্দির স্থাপিত, সেখান হইতে বরাহনদী (পন্দের) প্রবাহিত। এই নদী উত্তরবাহিনী বলিয়া লোকে এই তীর্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই নদীতীরে একটী গর্ত্তমধ্যে ভস্মের মত পদার্থ দেখা যায়। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ ঐ ভস্মরাশিকে বালিচক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্যক্তিকৃত যজ্ঞের হোমাবশেষ বলিয়া থাকেন। এখান-কার দেবমূর্ত্তি পশ্চিমমুখী।

বালিঘুর্ঘুরা (দেশজ) কীটভেদ, একপ্রকার ঘুঘুরে পোকা।

বালি পাড়া, আসামের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী রক্ষিত বনবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৮ বর্গমাইল। ইহার সন্নিকটে রবারের চাষ আছে।

বালিদ্বীপ, ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্রদ্বীপ। 'বলী' অর্থাৎ বলবান্ বীরগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার 'বলিদ্বীপ' নাম হয়, এখন সাধারণতঃ 'বালি' নামেই খ্যাত। একসময়ে এখানে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। নিম্নে তাহার যথাযথ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী যবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে প্রায় ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৮° হইতে ৯° দক্ষিণ এবং দ্রাঘি° ১১৪° ২৬´ হইতে ১৫০° ৪০´ পূঃ। উভয়ের মধ্যস্থলে একটী প্রণালী ব্যবধান আছে। বালিদ্বীপকে অনেকেই যবদ্বীপের অংশ বলিয়া স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ এইস্থানকে বালি বা ক্ষুদ্র যব (Little Java) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপশ্চিমে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ মাইল। ভূ-পরিমাণ ১৬৮৫ ভৌগোলিক বর্গমাইল।

এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থানই গিরিমালা-বিভূষিত। উহা স্থানবিশেষে ৪ হইতে ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই উচ্চতার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অগ্ন্যুদ্গারী শিখর বিদ্যমান আছে। গুনঙ্গ অগুঙ্গ নামক পর্ব্বতশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৩৭৯ ফিট্ উচ্চ। এই গিরিমালার বেতুর নামক শৃঙ্গ (৬১৩৮ ফিট্) হইতে সকল সময়েই দ্রব ধাতবাদি নির্গত হইয়া থাকে। ১৮০৪ ও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে অপর দুইটী শৃঙ্গ হইতে অগ্নি-স্রাব বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল। এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিতে যতদূর জুয়ারভাটা খেলে, ততদূর দেশীয় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতের উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার হ্রদ দেখা যায়। ঐ সুগভীর হ্রদসমূহের জল হইতে এখানকার কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। ধান্য, কলাই, ভুট্টা, তুলা, কমলানেবু, কফি ও নানারূপ চাউল উৎপন্ন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি যব ও মলয়বাসী লোকের অনুরূপ; কিন্তু বেশভূষায় ইহাদের পরস্পরের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। চীনবাসী ও শিলেবিস্-দ্বীপের প্রহুগণের সহিত ইহাদের বাণিজ্য আছে। কার্পাসবস্ত্র, তুলা, নারিকেলতৈল, পক্ষীনীড় ও চর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য-বিনিময়ে বালিবাসীরা উক্ত বণিকগণের নিকট হইতে অহিফেন, সুপারি, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করে, পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে দাসবিক্রয়প্রথা প্রচলিত ছিল। বন্দী শত্রু, ঋণী এবং চোরদিগকে তাহারা চীনদিগের নিকট বিক্রয় করিত।

সমগ্র বালিদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর বালি ও লম্বকের সম্রাট্ বলিয়া পরিচিত। ইনি 'ক্লোঙ্গ কোঙ্গের সিওসোচোয়েনন' নামে খ্যাত। এই দ্বীপসাম্রাজ্য আটটী সামন্তরাজ্যে বিখ্যাত। এক এক ভাগে এক এক জন রাজা শাসনকর্ত্তৃরূপে নিযুক্ত আছে। ইঁহারা প্রায় আট লক্ষ লোকের উপর শাসন করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ যবদ্বীপবাসী অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। সভ্যতা ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাহারা অপরাপর দ্বীপবাসীদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছে। একসময়ে তাহারা যবদ্বীপের ওলন্দাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কাতর হয় নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সহিত ক্লোঙ্গকোঙ্গের নরপতির সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে বালিরাজ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ওলন্দাজদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই।

ইতিহাস।

বালিদ্বীপের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে এখানে রাক্ষসজাতির বাস ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পরে মজপহিত হইতে কতকগুলি হিন্দু আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাসুকির (নাগরাজ বাসুকির) মন্দির হইতেই এখানকার হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনের সময় কল্পনা করা যায়। উশন-বালি নামক গ্রন্থ-লিখিত ময়-দানব ও তদনুচরাদির পরাভব ও দেবগণের আধিপত্য বিস্তারসূচক উপাখ্যান হইতে অনেকে এখানকার হিন্দুধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার করেন।

উশন-যব নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মজপহিত-রাজ দেব অগুঙ্গ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বালির শাসনকর্ত্তাকে দমন করিতে আসেন। বালিরাজের পরাভব হইতে মজপহিত-রাজ-সদস্যগণ এখানে অবস্থান করিবার অধিকার পায়। তৎপরে মুসলমানগণের অভ্যুদয়ে মজপহিত (বিল্বতিক্ত) রাজধানীর অধঃপতন হইলে উক্ত রাজবংশধরগণ বালিদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে[১]।

যব ও বালিদ্বীপের উশনগ্রন্থদ্বয়ে এতদ্বিষয়ের একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। ময়দানববংশীয় মজদানব নামা জনৈক বালির রাক্ষসরাজ রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিলে মজপহিতরাজ আর্য্যডামর ও পতি গজমদ্দনামক সেনানীদ্বয়ের সমভিব্যাহারে আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং গেলগেল্ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। উপাখ্যানমূলে যাহাই থাকুক না কেন, আর্য্যডামরের বালি-জয় এবং মজপহিত-ধ্বংসের পর তদ্রাজবংশ-

(১) আবদুল্লা নামক জনেক মুসলমান ঐতিহাসিকের উপাখ্যানানুসারে জানিতে পারি যে, মজপহিতরাজের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে হিন্দুধর্ম্ম ও জাতিবিভাগ প্রচলিত ছিল। Tijdsch. voor Neerlands Indie, 7, 2, p. 160, কিন্তু বালিদ্বীপবাসীর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভূতগণের আবির্ভাবে তাহারা রাজ্য ও নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

দরগণের বালিদ্বীপে আগমন ও অবস্থানকথা বালিবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

বালিদ্বীপের গেলগেল্ নগরে দেব অগুঙ্গ রাজপাট স্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র বালিরাজ্য স্বীয় সেনানী ও অমাত্যবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। আর্য্য ডামর প্রধানপতি (সচিব) পদে অভিষিক্ত হইয়া তবনান্ প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা দেব অগুঙ্গ আর্য্যডামরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্যই করিতেন না। ক্রমে ডামর 'আর্য্যকেঞ্চেঙ্গ' নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

আর্য্যডামরের ভ্রাতাগণ—আর্য্য সেন্টো, আর্য্য বেবেতেঙ্গ, আর্য্য বরিঙ্গীন, আর্য্য ব্লোগ, আর্য্য কগকিসন্, আর্য্য বিঞ্চলুকু প্রভৃতিও রাজানুগ্রহে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর্য্যমঞ্জুরী দবুনামক স্থানে এবং তন কুবের, তন কবুর (কুমার) ও তনমন্দর নামক প্রভাবশালী বৈশ্যত্রয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ্যশাসন লাভ করিয়াছিলেন। পতিগজমন্দও মেঙ্গুইবিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিয়া বালির শাসন কার্য্য পরিচালিত হইত। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ রাজদূতের বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে, দেব-অগুঙ্গই সমস্ত বালিদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন এবং অপর সামন্ত সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। তৎপরে গেলগেল-রাজধানী-ধ্বংসের পর ক্লোঙ্গ কোঙ্গ, বঙ্গলি, গিয়ানার ও বোলেলেঙ্গ প্রদেশ দেব অগুঙ্গ-রাজপরিবারের শাসনাধীন থাকে। পূর্ব্বোক্ত রাজন্যগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমে বৈশ্যজাতির প্রাদুর্ভাবে তাঁহারা হীনবল হইয়াছিলেন।

সামন্ত-বিপ্লবে বালিদ্বীপে অনেক বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছিল। মেঙ্গুইরাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করঙ্গ-অসেম প্রভৃতি রাজ্য জয়, ডামররাজবংশের বদোঙ্গ আক্রমণ এবং তদ্বংশীয় গোষ্ঠীদিগের বোনানে স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি অনেক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন ক্লোঙ্গকোঙ্গ ও করঙ্গঅসেম-রাজদ্বয়ের পরস্পর বিদ্বেষ আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গেলগেলের রাজদরবারে অবস্থানকালে গজমন্দবংশীয় জনৈক রাজপুত্র দেব-অগুঙ্গের আদেশে নিহত হন। এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মেঙ্গুই ও করঙ্গঅসেমবাসিগণ তদ্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। দেবঅগুঙ্গ পরাজিত হইবার পর তাঁহার গেলগেলের সিংহাসন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দেব অগুঙ্গ করঙ্গঅসেম-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় উভয়পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। এই রাণী বীরোচিত হৃদয়ে উভয় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দেব অগুঙ্গবংশীয় রাজগণের ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছিল। এই বংশ বিজিত হইয়াও বিজয়ীদিগের নিকট হইতে পূর্ব্ববৎ সম্মান পাইলেও, করঙ্গ অসেম-রাজগণ আর তাঁহার করদ রহিলেন না, কেবল তাঁহাকে বালির সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। তৎপরে করঙ্গ-অসেমরাজগণ বোলেলেঙ্গ ও লম্বক জয় করিয়া তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণে তবনানের গোষ্ঠীরাজগণ পশ্চিম বদোঙ্গ ও পূর্ব্বের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। আবার দেব অগুঙ্গবংশীয় দেবমঙ্গীশ নামা জনৈক 'পুঙ্গকন্' গিয়ান্যর লুণ্ঠন করিয়া তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, ক্লোঙ্গকোঙ্গের প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজগণ ব্যতীত অপর সকলেই পতিত বা নিম্নজাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে আটটী সামন্তরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল।—

১ ক্লোঙ্গকোঙ্গ—দেব অগুঙ্গ-বংশপরিচালিত। ইহার অধীনে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। করঙ্গঅসেম ও বোলেলেঙ্গ সামন্তরাজগণ ইহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করেন। ইনি শূদ্রাণীর গর্ভজাত। ইহার বিমাতা করঙ্গ-অসেম-রাজকন্যার গর্ভে এক কন্যা জন্মে। রাজপত্নীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী না হওয়ায় এই শূদ্রাপুত্রই (জ্যেষ্ঠপুত্র) রাজপদ প্রাপ্ত হন।

২ গিয়ান্যর—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে দেবমঙ্গীশের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র দেবপহান রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও শূদ্রত্ব এবং পুঙ্গকন্ বা পতিত আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রপিতামহই এই বংশের স্থাপয়িতা। পূর্ব্বে দেবঅগুঙ্গ পুঙ্গবগণের অধীনে তিনি এই প্রদেশে দুই শত সৈন্যের নায়ক ছিলেন। ছলে বলে তিনি নিজ স্বামীকে হস্তগত করিয়া মেঙ্গুইরাজ্যের অন্তর্গত ক্রামশ দেশ অধিকার করেন। ওলন্দাজগণ বোলেলেঙ্গ আক্রমণ করিলে, গিয়ান্যরপতি দেব অগুঙ্গের আদেশে সদলে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বদোঙ্গরাজের সহিত ইঁহাদের মিত্রতা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া বদোঙ্গ-সীমান্তে রাজা কাশীমন একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইল।

৩ বঙ্গলী—দেব জদে পুটকেবান্ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজা ছিলেন। ইঁহারাও দেব অগুঙ্গের বংশ বলে, কিন্তু অগুঙ্গবংশ অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন। ইঁহারা দেব অগুঙ্গের অধীনতা স্বীকার করেন না; বদোঙ্গ ও তবনানের সামন্তরাজের সহিত ইঁহাদের বিশেষ প্রণয় আছে। এখানকার অধিবাসিগণ সাহসী ও বীর। বঙ্গলীরাজ এক সময়ে দেব অগুঙ্গের সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ আক্রমণের সময় ইঁহারা ওলন্দাজ গবর্মেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য

পারিতোষিক স্বরূপ বোলেলেঙ্গ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন।১০ ইহারা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

৪ মেঙ্গুই—পতিগজমদ্দ এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। বর্ত্তমান রাজগণ আর্য্যডামরের প্রপৌত্রী কি যশনের বংশধর। ইহারা একসময়ে করঙ্গ-অসেম, বোলেলেঙ্গ, লম্বক ও বদোঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। লম্বক, বোলেলেঙ্গ ও করঙ্গ-অসেমের রাজবংশ মেঙ্গুই রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অনক-অগুঙ্গ-কটুট্-অগুঙ্গ রাজত্ব করিতেছিলেন।

৫ করঙ্গ-অসেম—এখানকার অধিপতিগণ গজমদ্দের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু করঙ্গ-রাজপুত্রের সহিত মেঙ্গুই-রাজকন্যার বিবাহও হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, আর্য্যমঞ্জুরী এখানকার দবুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মেঙ্গুই-রাজের করঙ্গ-অসেম-বিজয় এবং বোলেলেঙ্গ অধিকারের পর ক্লোঙ্গ্‌কোঙ্গ্ বোলেলেঙ্গ প্রদেশ হারাইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে নগ্‌রু জদে এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে এই রাজবংশ সফলকাম হইয়াছিল। ইহারা গেলগেল্ ধ্বংস এবং লম্বক ও সেম্বরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। করঙ্গ ও লম্বক-রাজগণের অন্তর্বিপ্লবে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইত্যবসরে মতরমরাজ আসিয়া উভয় রাজাকেই পরাজিত করেন। উক্ত রাজপরিবারের কুল-ললনা ও বালকবালিকাগণ সম্মানরক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ অথবা পরস্পরে পরস্পরের বিনাশসাধনপূর্ব্বক জীবন আহুতি দেয়। ইহাই বালিদ্বীপবাসীর 'বেলা' উৎসব। লম্বকের করঙ্গ-অসেম-রাজগণের অবনতির পর করঙ্গ-অসেম-বালি, বোলেলেঙ্গ ও দেব-অগুঙ্গবংশ পরস্পর স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। করঙ্গ-অসেম রাজ্য পর্ব্বতময়। এখানে ধান্যাদির চাষ হয় না, এখানকার অধিবাসীরা কাষ্ঠের কারুকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। লম্বকরাজগণ নগ্‌রু কটুট্ করঙ্গ-অসেম নামে খ্যাত, সেলাপরঙ্গ ইহাদের উপাধি।

৬ বোলেলেঙ্গ—এখানকার রাজগণ নগ্‌রু মদে করঙ্গ অসেম নামে খ্যাত। ইহারা পতি গজমদ্দবংশীয়। এখানে প্রথমে দেব অগুঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণ সপ্ত পুরুষ রাজত্ব করেন। তৎপরে বৈশ্যবংশীয় নরপতিগণের অভ্যুদয় হয়। আর্য্য বেলেতেঙ্গ-বংশীয় নগ্‌রু পঞ্জি এই বংশের একজন রাজা। ইহার পর করঙ্গ অসেমের রাজগণ এই প্রদেশ অধিকার করেন; কিন্তু রাজপুত্রগণের পরস্পর বিবাদে রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে করঙ্গ-অসেম ও বোলেলেঙ্গ প্রদেশ দুই রাজকুমারকে বিভাগ করিয়া দেওয়ায় ইহাদের বিবাদ মিটিয়া যায়। বর্ত্তমান রাজভ্রাতা গোষ্ঠী জেলন্দেগ এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্তা।

৭ তবানান্—এই রাজবংশ আর্য্যডামর হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন। রাজার উপাধি রটু নগ্‌রু অগুঙ্গ। ইহারা বিশেষরূপে কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মেঙ্গুই-রাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় ইহারা মার্গপ্রদেশ পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তবানানের জনৈক 'পুঙ্গব' মার্গের শাসনকর্ত্তা। ইনি বৈশ্য নহেন। বালিদ্বীপে এই শূদ্ররাজবংশ ব্যতীত আর দ্বিতীয় শূদ্ররাজা নাই। ইহার পূর্ব্বপুরুষ তাড়ি বিক্রয় করিত। মেঙ্গুইরাজের অনুগ্রহ পাইয়া তিনি 'পুঙ্গব' হইয়াছিলেন। মেঙ্গুইরাজের অধিকার হইতে এইস্থান তবানানের শাসনভুক্ত হইলে ইনি স্বীয় পদ রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

৮ বদোঙ্গ—(সংস্কৃত নাম বন্দনপুর) পূর্ব্বে এই প্রদেশে মেঙ্গুই ও আর্য্য বেলেতেঙ্গের পিনতিঃরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবানান্-রাজগোষ্ঠীর জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্য স্থাপন করিয়া যান। ইনি নগ্‌রু বোলা ও অনক অগুঙ্গ রিঙ্গবুয়াহন ভুমি-তবানান (তবানানের অন্তর্গত বুয়াহন ভূমের রাজা) নামে প্রসিদ্ধ হন। এই বংশের নগ্‌রু জদে পঞ্জুত্তনে, মদে নগ্‌রু দেন-পস্‌সর এবং নগ্‌রু জদে কাশীমন প্রদেশে থাকিয়া প্রবল বিক্রমের সহিত রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহাদের যত্নে পিনতিঃ গিয়ান্যর হইতে তঙ্গঙ্গ, গুনুঙ্গরট, সনোর, তমন, ইগুরণ, সুঙ্গ, তোরঙ্গন দ্বীপ, গ্রোবোক্কন, লেগিয়ান, কুটু, তুবন, জেম্বরণ এবং বালিদ্বীপের দক্ষিণকোণাংশ এই রাজ্যের সীমাভুক্ত হয়। উক্ত নগ্‌রু বোলা হইতে ১০ম পুরুষে রাজা কাশীমন এই প্রদেশের কর্তৃত্বলাভ করেন। কাশীমনের প্রপিতামহ হইতেই এই রাজ্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে তবানান হইতে পকেন বদোঙ্গ নামক বাণিজ্যক্ষেত্রে যাইয়া বাস করেন।

নগ্‌রু বোলার পুত্র বা পৌত্র অনক অগুঙ্গ কটুট্‌মণ্ডেশ বুয়াহনহ হইতে গুনুঙ্গবেটুর নামক আগ্নেয় গিরিতে যাইয়া দেবী-দনু বা গঙ্গার উপাসনা করেন। তৎপরে তিনি বদোঙ্গের মকেল-তিঙ্গিগণের সাহায্যে অনেককে স্বদলভুক্ত করেন এবং নিজে মেঙ্গুইএর 'পুঙ্গব' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার পুত্র অনক অগুঙ্গ পেদেদেকন 'পুঙ্গব' আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র গোষ্ঠী বয়হন ত'গে, গোষ্ঠী ঘোমন ত'গে ও গোষ্ঠী কোটুট ক'দি। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ঘোমনই এই রাজবংশের প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ বংশধরগণের জন্য সিংহাসনা-রোহণের পথ মুক্ত করেন। এই ব্যক্তি সাহসী, চতুর ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নিজে প্রমিবংশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন।

তাহার একজন পত্নীর সহিত ক্লোঙ্গ-কোঙ্গের দালেমের বিবাহ হয়। ঐ রমণী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইঁহারই অপরাপর ভগিনীর সহিত মেঙ্গুইর গোষ্ঠী অগুঙ্গদিগের বিবাহ হয়। এইরূপ প্রতাপশালী আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া ২য় জোমন স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তবে তাঁহারা মেঙ্গুইরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এ কথা স্থিরনিশ্চিত না হইলেও তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ যে উক্ত রাজ্যের 'পুঙ্গব' ছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপরে গোষ্ঠী নগুর জথে মিহিক শাসনভার গ্রহণ করেন। ইঁহার দুই পুত্র, অনক অগুঙ্গ জদে গলোগোর ও অনক অগুঙ্গ ত'ল রিঙ্গ বতু ক্রোটোক তগল ও গলোগোরে রাজ্যস্থাপন করেন। ক্রোটোকের বংশধরগণ পঞ্চুস্তন ও দেন-অপসসরের পুঙ্গব নামে পরিচিত হইয়াছিল। ক্রোটোকের পঞ্চুস্তন-রাজধানী একসময়ে হীনবল হইলেও রাজারা অবশেষে সমগ্র বদোঙ্গরাজ্যকে একছত্রাধীন করিয়াছিলেন। ক্রোটোকের পুত্রগণ 'পুত্র' আখ্যায় অভিহিত হইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অনক-অগুঙ্গ-পঞ্চুস্তন বা নগুর শক্তির প্রভাবে পঞ্চুস্তনরাজ্য বহু বিস্তৃত হয়। তিনি নিকটবর্ত্তী অন্যান্য রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বদোঙ্গে স্বাধীন রাজপাট স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচশত বিবাহিতা রমণী ছিল। তন্মধ্যে পাটমহিষী প্রভৃতি কএকজন রাণী উচ্চবংশীয়া ছিলেন।

উক্ত নগুর-শক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র নগুর জদে-পঞ্চুস্তন-দেবতাদি-উকিরণ পঞ্চুস্তন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদেরই কেবল রাজ্যাভিষেক হইয়া থাকে। দ্বিতীয় নগুর মযুন এবং তৃতীয় নগুর বালেরন্-দেনপসসর রাজবংশের অধিষ্ঠাতা। কলেরন্ পুত্র নগুর মদে পঞ্চুস্তন মযুন-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহসূত্রে দুইটী বংশ একত্র হইয়া কাশীমনে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা পকেন বদোঙ্গ প্রদেশে জথেরাজকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। তৎপরে তিনি দেনপসসরে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজপাট লইয়া গেলেন এবং কাশীমনে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।

দেন-পসসররাজের তিন পুত্র। নগুরমদে পঞ্চুস্তন ও নগুর জথে দেনপসসরেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় নগুর কাশীমন কাশীমন্ প্রদেশে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। দেনপসসর-রাজগণ 'দেবতাদি-ক্ষত্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। ইঁহারা গিয়াঞ্জর ও তবানানের সামন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মার্গ, মেঙ্গুই প্রভৃতির রাজাকে আপনাদের সামন্ত করিয়া রাখিতেন। এইরূপে দক্ষিণস্থ চারিটী সামন্তরাজ্য একত্র হইয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত করঙ্গঅসেম ও বোলেলেঙ্গরাজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল।

নগুরমদে পঞ্চুস্তনের পর দেনপসসর-রাজবংশে রাজা কাশীমনই বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে দেনপসসর ও কাশীমন একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। তিনি নগুর মদে পঞ্চুস্তনের পুত্র নগুরজদে ওকাকে দেন-পসসরের সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। জদেওকা বৈরনির্য্যাতনপরবশ হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া মেঙ্গুই প্রভৃতি দেশবাসীকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। পরিশেষে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া কাশীমনের একমাত্র কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায় বটে; কিন্তু বৃদ্ধ কাশীমন দেনপসসরে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পঞ্চুস্তনে নগুরজদে দেবতাদি-উকিরণের বংশে তৎপুত্র দেবতাদি-মুঙ্কুক ও তৎপরে দেবতাদি-গ'দোঙ্গ রাজ্যাভিষিক্ত হন, ইনি কাশীমনের পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা অনকঅগুঙ্গ-লনঙ্গ রাজসেনা লইয়া জেমব্রনা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। জদেরাজবংশ অপুত্রক হওয়ায় তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার 'গুণ্ডিক' পত্নীগর্ভে দুই পুত্র ছিল। ইঁহারা পিতার জীবিতকালে 'পরাকন' (রাজপরিচারক) নামে অভিহিত হয়।

এই রাজপুত্রদ্বয় নীচবংশোদ্ভব হওয়ায় কেহই তাহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে নাই। ইত্যবসরে দেনপসসরে কাশীমনরাজ স্বীয় প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। দেনপসসররাজের অপরাপর ভ্রাতারাও ঐরূপ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন। এই কারণ অনেক 'পুঙ্গব' তাঁহাদের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীমনের অভ্যুদয়ে পঞ্চুস্তন-রাজবংশে তাঁহার পূর্ণ প্রভাব স্থাপিত হয়। বদোঙ্গরাজ্যের দেনপসসর ও পঞ্চুস্তন রাজবংশের তিনিই প্রকৃত অভিভাবক বলিয়া কথিত। বর্ত্তমান পঞ্চুস্তনরাজের অভিষেক হয় নাই; কিন্তু তিনি পিতার মৃতদেহ-দাহান্তে যথানিয়মে পিতৃকার্য্য করিতে অধিকারী আছেন, কিন্তু দেনপসসর-রাজগণ এখনও পিতৃদেহ দাহ করিতে পান না, তাঁহারা সকল আত্মীয়ের মৃতদেহ প্রাসাদে রক্ষা করিয়া থাকেন। মৃতের অবস্থা ও মর্য্যাদানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও তদ্রূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বালিদ্বীপের প্রধান পুঙ্গবগণের বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল :—

বর্ণ বা জাতিবিভাগ।
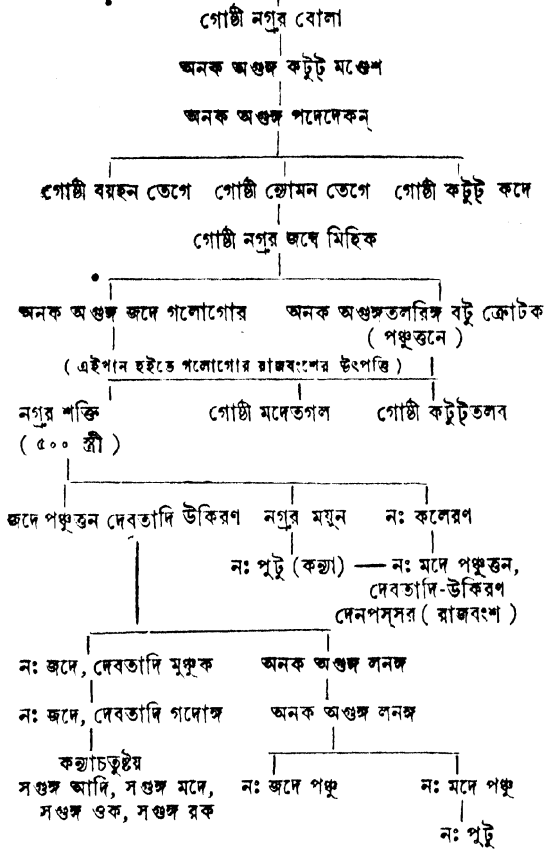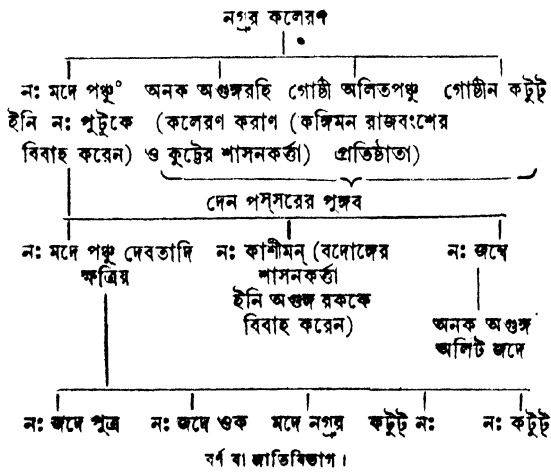
বালিদ্বীপের অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও অল্প বৌদ্ধ। এখানে চাতুর্বর্ণ্যের বাস।—ব্রাহ্মণ, সত্রিয় (ক্ষত্রিয়), বেশ্য (বৈশ্য) ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি ছাড়া আর কোন জাতি নাই।

ব্রাহ্মণের উপাধি 'ইদা', ক্ষত্রিয়ের উপাধি 'দেব' ও বৈশ্যের 'গুষ্টি' (গোষ্ঠী)। শূদ্রের কোন উপাধি বা সম্মানসূচক পদবী নাই। তবে বিদেশী বা নীচজাতি সাধারণে 'কহুল' বা দাস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে যেমন বহুকাল হইতেই চাতুর্বর্ণ্য ব্যতীত নানা মিশ্রজাতির বাস আছে, বালির হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ কোন মিশ্র বা সঙ্কর জাতি নাই। ভারতে যেমন অনুলোম ও প্রতি-লোম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে এরূপ উৎপত্তি ঘটে নাই।

এখানে প্রথম তিন জাতি 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য ও যথাকালে উপনীত হইয়া থাকে। এই তিন জাতিই নিজ নিজ জাতি-মধ্যেই বিবাহসম্বন্ধ করিয়া থাকেন। তবে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে উচ্চবর্ণ যদি তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঔরসজাত সন্তান ভিন্নজাতি বলিয়া গণ্য হয় না, পিতৃজাতিই পাইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মধ্যে শূদ্রা সম্বন্ধ বিরল নহে। এই সকল শূদ্রা অনেক সময়ে ধনীগৃহে দাসী বা ভোগ্যারূপে থাকে এবং তাহাদের সন্তানগণ শূদ্র বলিয়াই গণ্য হয়। তবে যেখানে বিবাহসম্বন্ধ ঘটে, তাহার পিতৃজাতি পাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু এই সকল শূদ্রাসন্তানেরা উচ্চবর্ণাপত্নীজাত সন্তান অপেক্ষা মর্য্যাদায় কিছু হীন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রাবিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ও স্ত্রীকে সংস্কারদ্বারা শুদ্ধ করিয়া ঘরে লইতে হয়। সেই স্ত্রীর সহিত তাহার পিতৃকুলের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। প্রতিলোমবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। এরূপ সম্বন্ধে নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা। কোন ব্রাহ্মণবংশ দুই তিন পুরুষ শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তাঁহারাও শূদ্র বলিয়া গণ্য হন।

আবার ব্রাহ্মণ যদি হীনকর্ম্ম অবলম্বন করেন অথবা স্বকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি নীচশূদ্রবৎ গণ্য হন।[১]

ব্রাহ্মণ।

বালির ব্রাহ্মণেরা ভগবান দ্বিজেন্দ্র বহু রবু (নবাহুত) পদণ্ডের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যবদ্বীপের কেদিরি নামক স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহার বংশধরেরা কেদিরি

(১) এসম্বন্ধে মনুসংহিতার উক্তি অনেকটা খাটিতে পারে।
"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" ১০।২৪।

হইতে মজপহিত এবং তথা হইতে বালিদ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছেন।

অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ভারত হইতে যবদ্বীপে গিয়াছিলেন, ভগবান্ দ্বিজেন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা দলপতি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের বহু পত্নী ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চপত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা বালিদ্বীপে পঞ্চশাখায় বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। এই পঞ্চশাখার নাম—১ কমেমু, ২ গেলগেল, ৩ মুআবা, ৪ মাস, ও ৫ কায়শুক্ত।

গিয়ান্যর প্রদেশে কমেমু নামক স্থানে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই কমেমু-ব্রাহ্মণ। ইঁহারা ব্রাহ্মণপত্নীর গর্ভজাত। গেলগেল্ নামক স্থানে যাঁহাদের বাস ছিল, তাঁহারা গেলগেল্ ব্রাহ্মণ। তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রের ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভজাত। দ্বিজেন্দ্রের ঔরসে এক ক্ষত্রিয়-বালবিধবার গর্ভে মুআবা-ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এইরূপে বৈশ্যকন্যার গর্ভে মাসব্রাহ্মণ ও দাসী বা শূদ্রাণীর গর্ভে কায়শুক্ত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে।

যেখানে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য, তথায় গেলগেল্ ব্রাহ্মণ এবং যথায় বৈশ্যের প্রাধান্য, তথায় মাসব্রাহ্মণেরা সচরাচর যজন যাজন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন বর্ণের রমণীগর্ভে জন্ম অনুসারে সম্মানের কমবেশী আছে বটে; কিন্তু তৎপ্রতি সাধারণের লক্ষ্য নাই। এই পঞ্চশ্রেণীর মধ্যেই যাঁহারা সচ্চরিত্র, সাধুপ্রকৃতি, ধর্ম্মশীল, বিদ্বান্, শাস্ত্রদর্শী ও সুশ্রী, তাঁহারাই সকলের পূজ্য, ও প্রধান বলিয়া গণ্য।

বালিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকল ব্রাহ্মণই রাজা বা ক্ষত্রিয়ের রক্ষণাধীন। কি যুদ্ধ বা কি দৌত্যকার্য্য সকল সময়েই ব্রাহ্মণদিগকে রাজাদেশ পালন করিতে হয়। রাজাদেশ লঙ্ঘন করিলে ব্রাহ্মণও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকেন। তথাপি ব্রাহ্মণগণ রাজগণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত। তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে পারেন না।

বালিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক বলিয়াই সকলের অভাব ঘুচে না। অনেকে সে জন্য দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অনেকে নিজহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিতেছেন, এমন কি মৎস্যধারণ ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জনেও কেহ কেহ বিমুখ নহেন।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও ব্রাহ্মণোচিত সকল ক্রিয়াকলাপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি গুরুর একগাছি দণ্ড পাইয়া 'পণ্ডিতদণ্ড' বা 'পদণ্ড' উপাধি লাভ করেন। গুরুর পদে শিরস্থাপন, অবিরত গুরুর পাদোদকপান এবং সর্ব্বপ্রকারে গুরুর আজ্ঞাপালন প্রভৃতি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 'পদণ্ড' হইতে পারে। যে সকল ব্রাহ্মণযুবক গুরুগৃহে বাস করিয়া 'পদণ্ড' হইবার চেষ্টা করেন, রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান ও সাহায্য করিয়া থাকেন।

পদণ্ডেরাই রাজার দণ্ডাধিকারী ও ধর্ম্মাধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকল অধর্ম্মচারীর দণ্ডবিধানে অধিকারী। এই পদণ্ডের মধ্যে একজন রাজপুরোহিত হইয়া থাকেন। ইদা বা সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরলতায় পদণ্ড হইতে পারেন, তাঁহাকেও রাজা পৌরোহিত্যে বরণ করেন।

কুলপুরোহিতই রাজগুরু হইয়া থাকেন। রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁহার যথোচিত সেবা করিয়া থাকেন। রাজা সকল ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে পুরোহিতের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজ্য বা রাজপরিবারের মঙ্গলার্থ পুরোহিত সর্ব্বদাই যাগযজ্ঞ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও বেদপাঠাদি কর্ম্মে নিরত থাকেন।

বালিদ্বীপে সকল শ্রেণীরই বিভিন্ন পুরোহিত আছেন। কেবল রাজপুরোহিতই 'গুরুলোক' বলিয়া খ্যাত ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত হইয়া থাকেন। সামন্ত-রাজগণও পদণ্ডদিগের মধ্যে এক একজন পুরোহিত বাছিয়া তাঁহাকে 'গুরু' করিয়া থাকেন। এখন বালিদ্বীপে বিভিন্ন স্থানে সাতজন মাত্র 'গুরুলোক' বা রাজগুরু বাস করেন। তন্মধ্যে ক্লোঙ্গকোঙ্গ প্রদেশে দুইজন, গিয়াঞ্যরে একজন, বদোঙ্গ বা বন্দনপুরে দুইজন, তবানানে একজন এবং মেঙ্গুই প্রদেশে একজন। বালির অধিবাসীমাত্রেই এই গুরুলোককে দেববৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। গুরুলোক একবার রাজপথে বাহির হইলে শত শত ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে থাকে, বহুলোক আসিয়া তাঁহার পাদোদক লইবার জন্য ব্যস্ত হয়।

ব্রাহ্মণেরা সকল বর্ণ হইতেই এক বা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিভিন্নবর্ণ-সংশ্রব হইলেও সকলের সন্তানই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। তবে ধনাধিকারকালে শূদ্রাপুত্র গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র যৎসামান্য, শূদ্রাপুত্র অপেক্ষা বৈশ্যাপুত্র ভাগে অধিক, বৈশ্যাপুত্র অপেক্ষা ক্ষত্রিয়াপুত্র পরিমাণে বেশী এবং ক্ষত্রিয়াদি সকলের পুত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণীপুত্র বহু অংশ অধিকারী হইয়া থাকেন। শূদ্রাসংশ্রব ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনপুরুষ শূদ্রাসম্বন্ধ হইলে ব্রাহ্মণও শূদ্র বলিয়া গণ্য হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষেও এই নিয়ম।

ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী যেরূপ সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার শূদ্রাপত্নী তাহার শতাংশের একাংশও পায় না। এমন কি মৃত্যুকালে সবর্ণা স্ত্রীকে ব্রাহ্মণ ভরণপোষণের উপযুক্ত বিষয়াদি দিয়া যান, কিন্তু শূদ্রা স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারেন না।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণা বা নিম্নজাতীয়-রমণীর পক্ষে পতির সহগমনই গৌরব ও সম্মানজনক। কিন্তু ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রীর পক্ষে সহগমন নিষিদ্ধ।

সবর্ণা স্ত্রীগণের পতির ন্যায় বেদপাঠ, হোম ও যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার আছে এবং তাঁহারা রমণীগণের সতী হইবার সময় বা অগ্নিদানাদি কার্য্যে বেলাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণদিগেরমধ্যে যেমন পণ্ডিত বা 'পদণ্ড' থাকেন, সেইরূপ 'পদণ্ড স্ত্রী' অর্থাৎ 'পণ্ডিতা' উপাধিধারী বিদুষী ব্রাহ্মণকন্যাও দেখা যায়।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শৈবব্রাহ্মণ, বৌদ্ধব্রাহ্মণ ও ভুজঙ্গ ব্রাহ্মণ এই তিন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। শৈব ব্রাহ্মণেরা শিবোপাসক, বৌদ্ধব্রাহ্মণেরা বুদ্ধোপাসক এবং ভুজঙ্গব্রাহ্মণেরা নাগোপাসক। শৈব ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বড় বেশী, ভুজঙ্গ ব্রাহ্মণ সংখ্যায় অতি অল্প।

ক্ষত্রিয়।

ভারতে যেমন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অভাব, বালিদ্বীপেও সেইরূপ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বিরল। ভারত হইতে যবদ্বীপে যখন হিন্দুগণ আসিয়া উপনিবেশ করেন, তখন অতি অল্পসংখ্যক ক্ষত্রিয় আসিয়াছিল সন্দেহ নাই। 'উশন-যব' নামক গ্রন্থে কোরিপান, গগ্‌লজ্, কেদিরি ও জঙ্গলা এই চারিপ্রদেশে কেবল ক্ষত্রিয়রাজত্ব শুনা যায়। "রঙ্গলব"-গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, যব বা কেদিরি-রাজসভায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়জাতীয় সামন্ত অবস্থান করিতেন। যবদ্বীপের মধ্যে এই কেদিরি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল এবং এখানে ক্ষত্রিয় বেশী না থাকায় মাহিষ (মাহিষ্য)-গণও রাজত্ব করিতেন।

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেবল দেবঅগুঙ্গ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আর্য্য ডামর এবং অপর ছয় জন মাত্র বালিদ্বীপে আসিয়াছিলেন। [যবদ্বীপ দেখ।] আর্য্য ডামর ও অপর ছয়জনের বংশধরগণ আচারভ্রষ্ট হইয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল দেব অগুঙ্গের বংশধর এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মান পাইয়া থাকেন। বলোঙ, তবানান, মেঙ্গুই, করঙ্গ-অসেম প্রভৃতি স্থানবাসী অনেকেই আপনাদিগকে অগুঙ্গদেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। ক্রোজকোজ, বজলী, ও গিয়াঞ্জর প্রদেশে এখনও ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব করিতেছেন। বোলেলেঙ্গ পূর্ব্বে দেব অগুঙ্গের বংশ রাজত্ব করিতেন, এখন তাঁহাদের বংশধরেরা বলোঙে বাস করিতেছেন।

দেশক, প্রদেব ও পুঙ্গকন্ নামে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আছে, ইঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট শূদ্রাসম্বন্ধ রহিয়াছে।

বৈশ্য (বৈশ্য)।

বালিদ্বীপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যের সংখ্যাই অধিক। করঙ্গ অসেম, বোলেলেঙ্গ, মেঙ্গুই, তবানান, বলোঙ ও লম্বক প্রভৃতি ভূভাগে এখনও বৈশ্যগণ রাজত্ব করিতেছেন। তবানান ও বলোঙের রাজগণ ক্ষত্রিয় আর্য্যডামরের বংশসম্ভূত হইলেও প্রায় ৩০০ বর্ষ হইতে চলিল, দেব অগুঙ্গের প্রভাবে তাঁহারা বৈশ্যশ্রেণীতে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বৈশ্যের মত কেশবন্ধন করিতেন বলিয়াই বৈশ্য হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কেশকলাপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই।

দহা ও মজপহিতের ক্ষত্রিয়েরা এখন 'মাহিষ' (মাহিষ্য) বা 'কাবো' এবং বৈশ্যেরা 'রঙ্গ', 'পতি,' 'দেমাঙ্গ,' ও 'ক্লুমেঙ্গগুঙ্গ' নামেই পরিচিত। পতিশ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষ প্রথম দেবঅগুঙ্গ কর্ত্তৃক মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, সেইজন্য এ বংশের কেহ কেহ 'মন্ত্রী' বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। আর্য্যডামর ও পতি গজমদ্দের বংশধর ব্যতীত আর সকলেই এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বৈশ্যদিগের প্রধানবৃত্তি হইলেও এখন প্রধান গোষ্ঠীরা এ সকল কার্য্য ঘৃণিত মনে করেন। তাঁহারা অহিফেন-সেবন ও কুক্কুট-যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ যৎসামান্য বাণিজ্য করিয়া থাকেন। এখন অপর সকল জাতিও বাণিজ্যে মন দিয়াছে।

শূদ্র।

শূদ্রদিগের কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই। দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম্ম। তাহাদের নিজস্ব বলিবার কিছুই নাই। 'পুঙ্গব' বা রাজা মনে করিলেই শূদ্রগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারেন, তাহাতে শূদ্র কোন কথা বলিতে পারিবে না। রাজা কোন 'দেশ' দিয়া গমন করিলে সে দেশের শূদ্রদিগকে হংস, বক, কুক্কুটাদি খাদ্যসামগ্রী যোগাইতে হয়। এ সময় রাজভৃত্যগণও ইচ্ছামত শূদ্রগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারে, তাহাতেও শূদ্র কোন আপত্তি করিতে পারে না। রাজপরিবারগণ ইচ্ছামত শূদ্রের উপর অত্যাচার করিত, বৃদ্ধ কাঙ্গীমন্ এই প্রথা রহিত করেন। শূদ্রদিগের সকলেরই অবস্থা বড় শোচনীয়, কেবল পরাকন্ বা রাজভৃত্যগণ পুঙ্গব বা রাজকুমারদিগের মত আলস্যে ও শূদ্রদ্রব্য লুটপাট করিয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং অহিফেনসেবন ও কুকড়া-লড়াই লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

মণ্ডিশ (মণ্ডলেশ্বর), প্রবকেন ও অপরাপর রাজকীয়পদে শূদ্র নিযুক্ত হইয়া থাকে। মণ্ডলেশ্বরেরা এক একটী 'দেশ' বা পরগণার সর্দ্দার। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেব অগুঙ্গের

প্রভাবে শূদ্রত্ব পাইয়াছে। মজপহিত হইতে যে সকল বৈশ্য বালিদ্বীপে আসিয়াছিল, তাহারাও সকলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখানকার পতিত ব্রাহ্মণেরাও অনেকটা শূদ্রাচারী। সঙ্গহ নামে এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, তাহারা স্মৃতিপুরাণপাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ব্রাহ্মণ ছিল। 'দলেম মুর' বা কালপূজা করিয়া ইহারা পতিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এরূপও প্রবাদ আছে, যে একজন বিখ্যাত পদণ্ডার পরাক বা পরিচারক ছিল, সে গোপনে গোপনে প্রভুর পূজা অর্চ্চা দেখিত ও বেদপাঠ শুনিত। এইরূপেই সে বেদ শিখিয়া ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে ধরা পড়িল। আর কোন উপায় নাই বুঝিয়া পদণ্ড তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং তাঁহার ও তদ্বংশধরদিগের হইয়া বৈদিককর্ম্ম করিতে অধিকার দিলেন।

বালিদ্বীপের চারিবর্ণই প্রায় বিশ্বাসী, নম্রপ্রকৃতি, সাহসী ও কর্মঠ।

ভাষা ও সাহিত্য।

যবদ্বীপ হইতে এখানকার ভাষাগত সাদৃশ্য অনেক বিভিন্ন। যবদ্বীপের বর্ণমালায় ২০টী অক্ষর; কিন্তু বালি প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে ১৮টী মাত্র অক্ষর দৃষ্ট হয়। ভাষাবিদ্গণ বালিদ্বীপের সহিত সুন্দ, মলয় প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষাগত ঐক্য স্থির করিয়াছেন। সুন্দ ও বালিদ্বীপের শব্দ ও বর্ণমালাগত মিল থাকিলেও ইহাদের মধ্যে তালব্যবর্ণের ত, দ ও ধ র বিশেষ পার্থক্য নাই। সংস্কৃত তালব্যের উচ্চারণানুসারে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। সুন্দ ও বালিদ্বীপের ভাষায় আকারের স্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায়; কিন্তু যবদ্বীপে 'অ' স্থানে 'ও' র প্রয়োগ আছে। ই ও এ-র বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও কখন কখন অনুনাসিকযোগে উচ্চারিত হয়। 'ভ' স্থানে ব এবং ং স্থানে কখন কখন 'ঙ' ব্যবহারও দেখা যায়। ইহাদের অন্তস্থ 'ব' নাই।[১]

যবদ্বীপের ন্যায় এখানকার ভাষাও দুইপ্রকার। উচ্চশ্রেণীর লোকে সাধারণতঃ যে পরিমার্জ্জিত ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, তাহাই সাধু সভ্যভাষা এবং ইতর সাধারণে যে ভাষায় কথা কয়, তাহা নিম্নশ্রেণীর ভাষা বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান যবদ্বীপবাসিগণ যে পরিমার্জ্জিত ও শ্রেষ্ঠতর ভাষায় কথা কয়, তাহা হইতে বালিদ্বীপের উচ্চশ্রেণীর ভাষা অনেক স্বতন্ত্র। যবদ্বীপের নিম্নশ্রেণীর ভাষার অনেক কথা বালির সাধুভাষায় সমাবিষ্ট; কিন্তু তাহাতে যবদ্বীপীয় মার্জ্জিত শব্দের প্রয়োগ নাই। এই কারণে যবদ্বীপবাসী সহজেই বালির ভাবার্থ সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু পরিষ্কাররূপে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের নিম্নশ্রেণীর ভাষায় মলয় ও সুন্দদ্বীপবাসীর অনেক মিল থাকায় এই ভাষা পশ্চিম যবদ্বীপবাসীর সুখবোধ্য হইয়াছে। যবদ্বীপীয়গণের বালি উপনিবেশের পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসিগণ এই ভাষায় কথা কহিত। এই নিম্ন শ্রেণীর ভাষা ক্রমশঃই রূপান্তরিত ও পরিমার্জ্জিত হইলেও ইহাতে পলিনেশিয়-ভাষার স্মৃতি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ভাষাবিদ্গণ আরও বলেন যে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে বালি, মলয় ও সুন্দ প্রভৃতি দ্বীপ অর্দ্ধসভ্য ছিল, সুতরাং তথাকার প্রচলিত ভাষাও যে সেইরূপ বিকৃত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুমাত্রা হইতে বালি ও তৎপূর্ব্বদিকবর্ত্তী দ্বীপসমূহের ভাষায় নৈকট্য অবধারণ করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালিদ্বীপে মলয় ও সুন্দবাসিগণের উপনিবেশই এরূপ ভাষা-সামঞ্জস্যের কারণ। বিজেতা যববাসী আসিয়া বালিদ্বীপের বহুসংখ্যক লোককে এই একই ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া আর তাহাদের ভাষা-পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হন নাই। তৎকালে তাঁহারা যেরূপ ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন, তাহাই বালিদ্বীপের রাজভাষা হইয়া দাঁড়াইল এবং পলিনেশিয়-মিশ্রিত ভাষাই বালির নিম্নশ্রেণীর ভাষা রহিয়া গেল।

পূর্ব্বতন যব-ভাষার সহিত বালিদ্বীপের ভাষার যে নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহা কবিভাষামিশ্রিত ভগল ও মলয় শব্দের অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যায়। কারণ কবিভাষার উৎপত্তি-সময়ে যব-ভাষা তাদৃশ পরিমার্জ্জিত হয় নাই। কবিভাষায় মলয় শব্দের অস্তিত্ব ইহার পলিনেশীয়সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে; কিন্তু বর্ত্তমান যবদ্বীপীয় ভাষায় আদৌ মলয়দেশীয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। বালিদ্বীপে যববাসীর আগমন ও জাতিবিভাগ স্থাপন হইতেই এখানকার ভাষাগত বিভেদ নিরূপিত হয় অর্থাৎ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ অবশ্যই পরিমার্জ্জিত সাধুভাষায় কথা কহিতেন এবং নিকৃষ্ট শূদ্রগণ পক্ষান্তরে যে নীচ ভাষা অবলম্বন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালিদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত হইলেও তাহাদের আদি ও পৈতৃক ভাষায় বিশেষ কোন রূপান্তর ঘটে নাই। কথিত ভাষা ছাড়া বালিদ্বীপে লিখিত ভাষাও ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থনিচয় ব্যতীত প্রাচীন কাব্য গ্রন্থসমূহ কবি[১]

(১) ব্যাস, বাল্মিকী ও বরুণ শব্দগুলি অন্তস্থ 'ব' র পরিবর্ত্তে বর্গীয় বয়ে লিখিত হইয়াছে।

(১) কবি শব্দে কাব্য বা কবিতারচয়িতা বুঝায়। বালিবাসিগণ বলে যে, কবিন্ বা ককবিন্ শব্দ তুল্যার্থক অর্থাৎ পরস্পরের তুলনায় যাহা বলা হয়। মলয় ভাষায় কবিন্ শব্দে বিবাহ বা বিবাহোৎসবকে

ভাষায় এবং ব্রাহ্মণযাজকগণের ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় লিপিবদ্ধ হইত। যে সকল হিন্দু ব্রাহ্মণ যবদ্বীপে সমাগত হইয়াছিলেন, তাহারা যে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ সঙ্গে লইয়াছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইলেও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তাঁহারা যে সহজে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারও অবিশ্বাস নাই। অন্যূনপক্ষে খৃষ্ট জন্মের ৫ শতবর্ষ পরে যদি ভারতবাসীর এদেশে আগমন ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কবিভাষার উৎপত্তি-প্রারম্ভে তাহাতে কেন যে ভারতীয় প্রাকৃত শব্দের বিকৃত সমাবেশ হয় নাই, তাহার অবশ্যই কোন মুখ্যকারণ থাকিতে পারে। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধর্ম্মপ্রচারকল্পে যবদ্বীপে অল্পসংখ্যক আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা প্রাকৃত বা পালিভাষা অবগত হইলে স্বকার্য্যসাধন জন্য অর্থাৎ তদ্দেশবাসীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে সম্ভবতঃ তত্তৎস্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। বৌদ্ধদিগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মোপাসক হিন্দুগণও যব-বালি প্রভৃতি স্থানের ভাষা-শিক্ষায় রত হইয়াছিলেন। কারণ বালিবাসীকে স্বধর্ম্মে ও তত্তৎ শাস্ত্রানুষ্ঠিত পূজাদিতে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করাইবার জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে সহজে বোধগম্য করিবার আশায় তাঁহারা বালিভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রম্বনন ও বুড়োবুদোরের ভগ্নাবশেষ হইতে উপলব্ধি হয় যে, যবদ্বীপে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বিরোধে একত্র অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি এক না হইলেও পরস্পরের মূলমন্ত্রসমূহ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিল। কবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির কতকাংশ শৈবব্রাহ্মণের ও অপরাংশ বৌদ্ধদিগের বিরচিত। দুই শ্রেণীর গ্রন্থই বালিবাসিগণ আদরের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন।

বৈদেশিকগণের এইরূপ সাম্যভাব হইতেই কবিভাষার উৎপত্তি হয়। ভারতাগত বৌদ্ধগণ যবদ্বীপবাসীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া তথায় আর নূতনভাষা-প্রচারে সাহসী হইলেন না, বরং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ তদ্দেশবাসীকে সহজে বুঝাইবার জন্য সেই ভাষার কলেবর সংস্কৃত করিতে চেষ্টা পান। যবদ্বীপবাসীর ভাষায় ঐরূপ অর্থবোধক কোন শব্দ না থাকায় ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহাদের শিক্ষার জন্য বহুশত সংস্কৃত শব্দ ভাষা মধ্যে নিবিষ্ট করেন। সেই মিশ্রিত ভাষা গ্রন্থাদি লিপিকরণে ও ধর্ম্মশিক্ষা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল শব্দ সংস্কৃত ধাতুগত হইলেও তাহাতে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি প্রবিষ্ট হয় নাই। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণানভিজ্ঞ যববাসীর ঐ সকল শব্দরূপ শিক্ষাপক্ষে অতীব কষ্টকর হইবে। যব ও বালিদ্বীপের ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা ভারতীয় ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দরূপ হইতে অনেক অপভ্রংশ। অনেক স্থলে আমরা 'ব' স্থানে ও বা ও স্থানে ব,* য স্থানে এ, উ স্থানে ও, ই স্থানে এ, ঋ স্থানে দ্বিত্ব র, প্র উপসর্গ স্থানে পর এবং শব্দের আদিস্থ অকারের লোপ প্রভৃতি রূপান্তর গৃহীত হইয়াছে। যেমন অনুগ্রহ স্থানে নুগ্রহ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে কবিভাষা গঠিত হইলেও বালিদ্বীপের পবিত্র বেদ ও পুরাণাদি† গ্রন্থ-সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং একমাত্র পুরোহিতগণই ঐ গ্রন্থ-সমূহের আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন।

ধর্ম্ম-ভাব ও পুরাকাহিনীসমূহ সাধারণ লোকের বিজ্ঞপ্তির জন্য কবিভাষায় গ্রন্থসমূহ লিখিত এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরমূদ্রা বিনিবেশিত থাকায় উহা সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য। কবিভাষা ও শ্লোকলিখিত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বালিদ্বীপের ধর্ম্মবিষয়ক গুহ্যমন্ত্রসমূহ ও বেদমন্ত্র সকল ভারতীয় শ্লোকের মাত্রায় লিখিত আছে। এই মাত্রাবৃত্ত শ্লোকভাষা এখানে 'সংক্রেত' (সংস্কৃত) নামে পরিচিত এবং ইহা সাধারণের গোপনীয় বলিয়া 'রহস্য' নামেও কথিত।

কবিভাষার গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়াছে—

১। আয়ের লঙ্গিয়ার রাজ্যকালে কবিভাষায় যে গ্রন্থ রচিত হয়, শৈবব্রাহ্মণদিগের মতে তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন ও সুন্দর। উক্ত রাজা জয়বয়ের পূর্ব্বপুরুষ কেদিরিতে রাজত্ব করিতেন। ইহার সময়ে বালিদ্বীপে শিবপূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল।

২। রাজা জয়বয়ের রাজ্যসময়ে লিখিত 'বারতযুদ্ধ' (ভারতযুদ্ধ)। ইহার রচনাপ্রণালী 'বিবাহ' ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং সাধারণের আদরনীয়। বালিবাসীর মতে জয়বয় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, মহাভারতীয় যুদ্ধের পর

রচিত গীত বুঝায়। বালি দ্বীপে গীতাকারে পুরা কাহিনীসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল বলিয়া সেই ভাষাই কবি নামে গণ্য হইয়াছে। পুরোহিতগণের নিকট কবি ভাষার আদর ছিল না। তাঁহারা বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও তুতুর (তন্ত্র) গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া রাখিতেন।

* "তত্ব সৃজৎ পুনঃ ব্রহ্মা" এখানে 'ততোহসৃজৎ' এই ততোর ওকার স্থলে ব যোগ এবং আদিস্থ অকারের লোপ হইল।

† "অগ্রে সসর্জ্জ ভগবান্ মানসং আত্মনঃ সমম্।"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্ত সংস্কৃত শ্লোকার্দ্ধের বালিভাষায় টীকা এইরূপ।—'মযেগে বতার ব্রহ্মা মতু তন্, ঋষি পতস সিকি সন্ন, সনন্দন সনৎকুমার।'

হইতে যবদ্বীপ ভারতচ্যুত হয়। জয়বয়ের রাজত্বকালে আরও বহুশত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

৩। মজপহিতের রাজ্যকালে রচিত গ্রন্থাবলীতে সংস্কৃতের সহিত গ্রাম্যভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়।

৪। পরবর্ত্তী সময়ে পুরোহিত ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গের রচিত গ্রন্থ।

ভাষাবিদ্‌গণ বালি সাহিত্যের এইরূপ একটী শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—১ম বালিভাষায় লিখিত টীকাসমেত সংস্কৃত গ্রন্থ। বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও তুতুরসমূহ (তন্ত্র), ২য় কবিগ্রন্থাবলী। যথা—(ক) পবিত্র পৌরাণিক গ্রন্থ—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ও পর্ব্ব-সমূহ। (খ) নিম্নতর কবিতা—বিবাহ, বারত-যুদ্ধ প্রভৃতি।

৩য় যব ও বালিদ্বীপের ভাষায় মিশ্র রচনা। কতকগুলি স্থানীয় কিছুঙ মাত্রায় লিখিত যেমন মলৎ, এবং অপর কতক-গুলি গদ্য সাহিত্যে রচিত ঐতিহাসিক উপাখ্যান। যথা—কেনহঙ্গ্রোক, রঙ্গ লবে, উশন, পমেক্সঙ্গ প্রভৃতি।

এতদ্ভিন্ন পুরোহিতদিগের রক্ষিত ব্যবহারশাস্ত্র এবং শ্রোয়ক্কন-নামক সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃতমিশ্র তীব্রভাষায় লিখিত।

কোন শিলালিপি বা তাম্রফলক না থাকায় এখানকার প্রাচীন অক্ষরমালা নিরূপিত হয় নাই। মজমপহিত রাজ্যধ্বংসের পর যববাসীদিগের সঙ্গে এখানে সংস্কৃত হস্তলিপি আনীত হইয়াছিল। এখনও বালিদ্বীপের হস্তলিখিত পুঁথিতে সংস্কৃত ছাঁদের পূর্ণচিত্র রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে পলিনেশীয়ভাষার সংস্রব থাকায় উহা উচ্চারণচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে স্বরের হ্রস্ব ও দীর্ঘ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বালিবাসিদিগের হ্রস্ব উ (সুকু) ও দীর্ঘ (সুকুইলুদ্)-তে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতগণ আকার (তেদুঙ্গ) ও ঊকার (উলুমিজ) চিহ্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বালিদ্বীপে ১ রেগ্‌ বেদ (ঋগ্বেদ), ২ জজুরবেদ (যজুর্ব্বেদ), ৩ সামবেদ ও ৪ অর্ত্তবেদ (অথর্ব্ববেদ) নামে চারিখানি বেদই প্রচলিত দেখা যায়। ভগবান্ ব্যাস (ভারতীয় ব্যাস) উক্ত বেদচতুষ্টয়ের সংগ্রহকর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ। পূজাদিকর্ম্মে পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র ও স্তুতিগানসমূহ দেবপ্রীত্যর্থে অস্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। এখানেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির বেদে অধিকার নাই। পণ্ডিতগণ অপেক্ষাকৃত সুকুমারমতি ব্রাহ্মণবালককেই এই মন্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। চারিখানি বেদেই তাহা টীকা সংস্কৃত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। উক্ত বেদচতুষ্টয়ের অর্থ-বোধের জন্য কবিভাষায় টিপ্পনী আছে। পুরোহিতগণ পাছে মূলশ্লোকের অর্থাদি ভুলিয়া যান, এই ভয়ে সময় সময় ঐ টীকা পাঠ করিয়া থাকেন।

ঐ গ্রন্থ সকল হইতেই প্রাচীনকালে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম-বিস্তারের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সময়ে ভার-তীয় মনীষিগণ পুণ্যময় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সঙ্গে লইয়া যব বা বালি-দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। 'সূর্য্যসেবন' নামে একখানি গ্রন্থ আছে, উহাতে সূর্য্যোপাসনার উপযোগী বেদমন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। সূর্য্যোপাসনাই পুরোহিত-দিগের ধর্ম্ম। প্রাচীন বৈদিক আর্য্য হিন্দুগণ যেরূপ সূর্য্যো-পাসক বলিয়া বিদিত ছিলেন, এখানকার পুরোহিতগণও তাহার অনুকারী। বেদ ভিন্ন এখানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ নামে একখানি পুরাণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা ভারতীয় ১৮শ পুরাণের অন্তর্গত। বালিবাসিগণ শৈব বলিয়াই এখানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের আদর। ইহার ভাষা সংস্কৃত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। ইহারও বালিভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা আছে। এখানকার ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণ, বিভিন্ন মনু হইতে প্রজা সৃষ্টি, জগদ্বর্ণন, পৌরাণিক উপাখ্যান ও প্রাচীন রাজবংশসমূহের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ভগবান্ ব্যাস ইহারও সঙ্কলনকর্ত্তা। [পুরাণ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ দ্রষ্টব্য।] এখানকার পুরোহিতগণ অপর ১৭শ পুরাণের স্মৃতিমাত্রও রাখেন না। তাঁহারা এই যে, বালিবাসী ব্যাসকে পুরাণ ও বেদ এবং বাল্মীকিকে রামায়ণপ্রণেতা বলিয়া জানেন।

পৌরাণিক কাব্য।

এখানকার রামায়ণও বাল্মীকি-প্রণীত। কবিভাষায় লিখিত হইলেও ইহাতে বহুল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এই গ্রন্থে ভারতীয় রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড ২৫ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ৭ম উত্তরকাণ্ড বাল্মীকিরচিত হইলেও উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, উত্তরকাণ্ডখানি উক্ত প্রথম ছয় কাণ্ডের পর কোন এক সময়ে ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল। এই উত্তরকাণ্ডখানির বিশেষত্ব এই যে, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদ্বংশধরগণের চরিত্র ইহাতে বর্ণিত। এতদ্ভিন্ন এখানকার রামায়ণের বালকাণ্ডে রামজন্ম ও বশিষ্ঠসংবাদ প্রভৃতি বিষয় নাই। কিন্তু অপরাপর বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা আছে।

উক্ত ২৫ সর্গ রামায়ণের প্রথম সর্গে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের গৃহে বিষ্ণুর অবতারকথা প্রসঙ্গে—কৌশল্যার উদরে রামচন্দ্ররূপে ভগবান্, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণের জন্মকথা আছে। মুনি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে ধনুর্ব্বেদ ও শাস্ত্র-শিক্ষা দেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র[1] রাক্ষসের উপদ্রব হইতে স্বীয় আশ্রম রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া

(১) বালির রাজবিক্রম ইঁহারই বংশধর বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন।

খান, তৎপরে রাক্ষস-নিধন, পরশুরামের ধনুর্ভঙ্গ, সীতার বিবাহ, ভরতকে রাজ্যস্থাপনার্থ কেকয়ীর বরপ্রার্থনা, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দণ্ডকারণ্যে গমন, লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পণখার নাসাচ্ছেদ, রাবণের ক্রোধ, সীতাহরণ, সুগ্রীবের মিত্রতা, হনুমানের লঙ্কায় গমন, সীতাদর্শন, শ্রীরামপরিচালিত বানর সৈন্যকর্তৃক লঙ্কাপুর অবরোধ, রাম ও সুগ্রীবাদির সীতা উদ্ধারপরামর্শ, বিভীষণ-সম্মিলন, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, পাতাল প্রবেশ, রামচন্দ্রের অযোধ্যাসিংহাসনে উপবেশন ও বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মণদিগের অধিকার, রামায়ণ ও পর্ব্বগ্রন্থ প্রভৃতিতে রাজন্যবর্গের সেইরূপ অধিকার আছে। তাঁহারা এই সকল কাব্যগ্রন্থ-বর্ণিত রাজচরিত্র শিক্ষা করিয়া আপনাদের চরিত্র সংগঠন করিয়া থাকেন। কেবল রাজচরিত্র নহে, ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নির উপাখ্যান হইতে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। উত্তরকাণ্ডে লবকুশের বংশানুকীর্ত্তন ছাড়া, রামের অপর ভ্রাতৃবংশের উপাখ্যানও প্রকটিত হইয়াছে।

রামায়ণের যেরূপ কাণ্ডবিভাগ, মহাভারতও তদ্রূপ অষ্টাদশ-পর্ব্বে বিভক্ত। বালিবাসিগণ এই মহাগ্রন্থকে পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহার মহাভারত নাম তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। ঐ ১৮শ পর্ব্বের প্রকৃত নামও তাহারা জ্ঞাত আছে।[1] এই গ্রন্থে লক্ষ শ্লোক। উহার মধ্যে ২০ হাজার শ্লোকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধপ্রসঙ্গ আছে। ভগবান্ ব্যাস ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।[2] ইহার ভাষাও কবি। পর্ব্ব-নামধেয় ভারত উপাখ্যান ব্যতীত ১ কপিপর্ব্ব—সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি কপিবংশের ইতিহাস। ২ কেতক বা চণ্ডক পর্ব্বনামে কবিদাসীরচিত অভিধান। ৩ অগস্তি পর্ব্ব (অগ্‌গস্তি) প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে।

মনুপ্রণীত মানবধর্ম্মশাস্ত্র না থাকিলেও ইহারা প্রভু মেনুকেই (মনু) ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করে। পূর্ব্বাধিগম বা শিবশাসন নামক গ্রন্থও মনুরচিত। উহার ভাষা কবি ও শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

সাধারণ কবিসাহিত্যের মধ্যে বারতযুদ্ধ[3] নামক গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে ইহাই এখানে মহাভারতের অনুবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আদি মহাভারত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়ায় সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্ব্বের উপাখ্যান লইয়া এই বারতযুদ্ধ সঙ্কলিত হয়। কেদিরি-রাজ শ্রীপদুকাবতার জয়বয়ের আদেশে হেম্পুসদ কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়।

৪ বিবাহ—ম'পুকব-প্রণীত কবিভাষায় একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ৫ স্মরদহন—রামায়ণপ্রণেতা কবি রাজা কুসুমের পুত্র মপু ধর্ম্মজের রচিত। ৬ সুমনাশান্তক—রঘুবংশ অবলম্বনে লিখিত। ৭ বোম (ভৌম) কাব্য—বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ভৌম দানবের উৎপত্তি ও কৃষ্ণহস্তে তাহার নিধন। ম'পু ব্রহ্ম বোধনামা জনৈক বৌদ্ধরচিত। ৮ অর্জ্জুনবিজয়—রাবণকার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধ-মপু তন্তলর বোধ নামক বৌদ্ধপ্রণীত।

৯ সুতসোম—কেতকপর্ব্বের উপাখ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত। ১০ হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট খণ্ড। মপুপেহুলু বোধ নামক জনৈক বৌদ্ধ ইহা কবিভাষায় লিখিয়া যান। পূর্ব্বোক্ত কয়খানি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য।

ববদ বা ঐতিহাসিক বীরগাথার মধ্যে ১ কেন্‌হন্‌গ্রোক্—কেদিরি, মজপহিত ও বালিরাজবংশের আদিপুরুষ ব্রহ্মপুত্র কেন্‌হন্‌গ্রোক হইতে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। ২ রঙ্গ্-গলবে—কেদিরিরাজমন্ত্রী রঙ্গ্‌গলবে কর্ত্তৃক তুমেপেলরাজ শিব-বুদ্ধের পরাজয়প্রসঙ্গে কেদিরি রাজবংশোপাখ্যান। ৩ উশনযব ও ৪ উশনবালি—উক্ত দ্বীপদ্বয়ের রাজেতিহাস। ৫ পেমেদঙ্গ—বালিরাজ্যের আধুনিক ইতিহাস।

তুতুর বা ধর্ম্মবিষয়ক ও তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্য, অধিকাংশই শ্লোকে লিখিত। এতন্মধ্যে ১ ভুবনসংক্ষেপ, ২ ভুবনকোষ, ৩ বৃহস্পতিতত্ত্ব, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ তত্ত্বজ্ঞান, ৬ কন্দপ্পৎ, ৭ সঙ্গোৎ-ক্রান্তি, ৮ তুতুর কামোক্ষ (কামাখ্যাতন্ত্র ?), ৯ রাজনীতি, ১০ নীতিপ্রায় বা নীতিশাস্ত্র, ১১ কামন্দকনীতি, ১২ নরনীতীয়, ১৩ রণযজ্ঞ ও ১৪ তিথিদশগুণিত এই কয়খানি প্রধান।

পূর্ব্বেই ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এখানে ১ আগম, ২ অধিগম,[1] ৩ দেবাগম, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ দুষ্টকালভয়, ৬ স্বয়ম্ভু বা স্বজম্ভু, ৭ দেবদণ্ড ও ৮ যজ্ঞসজ্ঞ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মেনব-শাস্ত্র নামে ভারতীয় মানব-

(১) আদি, বিরাট, ভীষ্ম, মুষল, প্রস্থানিক, স্বর্গারোহণ, উদ্যোগ, আশ্রম-বাস, সভা, আরণ্যক, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, অশ্বমা (অশ্বত্থামা), সৌপ্তিক, স্ত্রীপলপ (স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব) ও অশ্বমেধ যজ্ঞ। বালিদ্বীপবাসী পুরোহিতগণ শান্তিক পর্ব্বকে একখানি স্বতন্ত্র পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(২) ইনি হেম্পু বা ম'ম্পু যোগীশ্বর নামে বালি ও যবদ্বীপে প্রসিদ্ধ।

(৩) ভারতযুদ্ধ। কুরু ও পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহার ভ্রাতাযুদ্ধ এবং অপরে ব্রতযুদ্ধ (ধর্ম্মযুদ্ধ) এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকেন।

(১) পূর্ব্বাধিগম বা শিবশাসন শিবপ্রোক্ত বলিয়া ব্রাহ্মণগণের বিশ্বাস।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুকরণে লিখিত একখানি স্মৃতিগ্রন্থ আছে,[১] কিন্তু তাহা বিশেষ প্রচলিত নহে। পূর্ব্বাধিগম নামক স্মৃতিশাস্ত্রের উপক্রমণিকায় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করা গেল, কেবল সংস্কৃত শব্দের বালি রূপান্তর লিখিত হইল না। এই নমুনা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকার শাস্ত্রীয় ভাষায় কত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ আছে :—

"অতিজ্ঞানমস্ত। লিহন্ পূর্ব্বাধিগমশাসনশাস্ত্রসারোদ্ধৃত পূর্ব্বারম্ভ সঙ্ তপস বৃদ্ধাচার্য্য রাজপুরোহিত সর্ব্বগুণজ্ঞ ভাস্বরশ্মি-সদৃশ-সর্ব্বজন-হৃদয়-তমিস্রহরণ-সকলাগ্র-চূড়ামণি-শিরসি প্রতিষ্ঠিত তম্পণ্ সহন পরাচার্য্যশিবকবেঃ, কনিষ্ঠ মধ্যোত্তম ন'দন শিব পরমাদিগুরু মহাভগবানতঙ্ গেণীর শির পঙ্ক-দারণভস্মাজারনীরসকরি অবনঙ্নীর পণবহন তম্ম তকপ্নিঙ্ সন্তান প্রতিসন্তান সঙ্ তম্মঙ্কুর শির অতঃ প্রমাণকেন পগেঃ মিঙ্রক্ষনিঙ্শাসনাধিগম শাস্ত্রসারোদ্ধৃত রি পর পঙ্কু মকবেহন শহন শঙ্ গুম্ গে শিবাগম, কিমুত সহন সঙ্ বুস্তঙ্গ শিব পিণাক স্থবির রিঙ্ নগর শঙ্ সম্পুন (সম্পন্ন?) কৃত্য অঙ্গুনি বেঃ সঙ্ মহারেপ্ রিঙ্ নগর লাবণ রিঙ্ প্রদেশতলস করুহণ সঙ্বতিকপ্রজীবক ব্যবহারবিচ্ছেদ সঙ্ অব নঙ্ মম গতকেন বিবাদনিঙ্ সর্ব্বজনরিঙ্ সভামধ্য মুঅঙ্ রিঙ্ প্রদেশ ন ত লু ইমনীর, যণন সঙ্ হুঙ্ অধিগমশাস্ত্রসারোদ্ধৃত যুগ পমক্বিঙ্ শাসনক্রমনীয়টীকাকবেঃ।"

তব বা তুতুরকামোক্ষ গ্রন্থে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত করণীয় ধর্ম্মক্রিয়াকলাপ বর্ণিত আছে। পদণ্ডগণ এই স্মৃতি অনুসরণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন। রাজা অথবা ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্মনীতি অনুসারে কার্য্য করিলে 'রাজর্ষি' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ শাস্ত্রলিখিত আচরণ না মানিয়া চলিলে রাজন্যগণের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

মলৎ গ্রন্থে পঞ্জীর বীরকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহার ছন্দ ও মাত্র কিতুঙ্ কবি হইতে অনেক বিভিন্ন। গম্বুঃ নামক নাট্যাগারে এই গ্রন্থের স্থলবিশেষের অভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে কালিদাসাদি সুধীবৃন্দের রচিত হৃদয়গ্রাহী নাটকের আভাস মাত্র নাই। ভারতীয় নাটকের আদর না থাকার দুইটী মাত্র কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হয় ভারত-বাসী ব্রাহ্মণগণের যবদ্বীপে আগমনের পর কালিদাসাদির মহামূল্য নাটক রচিত হইয়াছিল, না হয় সেই ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের বহির্ভূত বলিয়াই ঐ সকল নাটকের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র, পৌরাণিক কাব্য ও ইতিহাস ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কালনিরূপণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রেরও আদর আছে। ইহারা দুই মতে কালগণনা করিয়া থাকে। একটী ভারতীয় এবং অপরটী বালীয় বা পলিনেশিয়।

ভূগুগর্গ নামক পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তাহারা শালি-বাহনরাজপ্রতিষ্ঠিত শক সম্বৎ (৭৮ খৃষ্টাব্দ) হইতে কালগণনা করিয়া আসিতেছে এবং কসঙ্গ বা চৈত্রমাস হইতে তাহারা বৎসরের আরম্ভ কাল ধরিয়া থাকে। মুসলমানপ্রভাবে যবদ্বীপের গণনায় গোল ঘটিলেও এখানকার গণনায় চান্দ্র মাস স্থলে সৌর মাস ব্যতীত অপর কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ব্যতীত সকল মাস নামের সংস্কৃত ও বালি দেশীয় নাম আছে। শ্রাবণ (কস), বাদ্র বা বাদ্রবদ (ভাদ্রপদ) বা করো, অসুজি (আশ্বযুজ বা আশ্বিন), কতিগ (কার্ত্তিক) বা কপত, মার্গশির বা মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) বা কালিম, কনম বা পোষ্য (পৌষ), কপিত বা মাগ (মাঘ), কলুলু বা পাল্গুন (ফাল্গুন), কসঙ্গ বা মধুমাস (চৈত্র), বাদস বা বেশক (বৈশাখ) এবং জেষ্ট (জ্যৈষ্ঠ) ও আষাঢ়। প্রাচীন রোমকদিগের মত বালিদ্বীপে পূর্ব্বে ১০ মাস প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই দুইটী মাস ছিল না এবং তাহার পূর্ব্বে ৩৫ দিনে মাস গণনা করিত। ঐ দিনের নাম পলিনেশিয় ও হিন্দুমিশ্রিত। যথা রদিতি সোম, অঙ্গর, বুঙ্, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনৈশ্চর (হিন্দু)[৩] এবং পহিঙ্, পুঅন, বগি, কালিবনা ও মেনিশ্ (পলিনেশিয়)। এতদ্ভিন্ন তাহারা কতকগুলি গ্রহ নক্ষত্রাদির বিষয় এবং তাহাদের মানব দেহে শুভাশুভ ফল প্রদানে শক্তির বিষয়ও অবগত আছে। তাহাদের চান্দ্রমাস শুক্ল (তঙ্গল) ও কৃষ্ণ (পঙ্লুঅঙ্) পক্ষ ধরিয়া গণিত হয়।

উক্ত ৩৫ দিনে ৩৫টী নক্ষত্রের ফলাফল ছাড়া জাতবালকের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য তাহারা সপ্তাহের প্রতিদিনে ১ দেবতা, ২ নরমূর্ত্তি, ৩ বৃক্ষ, ৪ পক্ষী, ৫ ভূত ও ৬ সত্ত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করে এবং উহাদের প্রভাব মত মানব চরিত্র কল্পনা করিয়া লয়*।

---

(১) শিবশাসনের একস্থানে 'ধর্ম্মশাস্ত্র কুতরমানবাদি' এরূপ বাক্য প্রয়োগ থাকায় মন্বাদি স্মৃতির উল্লেখ কল্পিত হইয়াছে। কুতর শব্দে মনুদণ্ড বুঝায়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহাকে 'উত্তর মনু' এইরূপ স্থির করেন, যেহেতু বালিদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তর মনু স্থলের উত্তরমনু পাঠ দেখা যায়।

* সপ্ত দেবতার নাম—ইন্দ্র, উমা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গুরু, শ্রী ও যম। মতান্তরে ইন্দ্র, পৃথিবী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা গুরু, উমা ও দুর্গা। সপ্ত ভূতগণের নাম—হনু অঙ (কুকুরমুখী), হনুক ক'বো (মহিষমুখী), হনু কুদ (অশ্বমুখী), হনুলেম্ব (গোমুখী), হনুসিংহ (সিংহমুখী), হনুবরা (বরাহমুখী) ও হনুগগক (কাকমুখী)। ঐ সকল পশুর ন্যায় তাহাদের প্রকৃতি হয়।

অমৃত, শূন্ত,* কাল, পত্তি ও লিক্তোক দিবসের এই পঞ্চ ক্ষণ। অমৃত ক্ষণে জন্মিলে সৌভাগ্যশালী, শূন্তে দরিদ্র, কালে রিপুবশ, পত্তি ক্ষণে মৃত্যু এবং লিক্তোকে জন্মিলে মানব অসচ্চরিত্র ও চৌর হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের দিবাভাগ আট ঘটিকায় বিভক্ত। সময় নিরূপণের জন্ত তাহারা এক প্রকার জলযন্ত্র ব্যবহার করে। প্রত্যেক রাজপ্রাসাদে ঐরূপ একটী যন্ত্র আছে। পাত্রে জলপূর্ণ হইলে ঢালিয়া ফেলিবার জন্ত একটী লোক নিযুক্ত থাকে। ঘটিকা পূর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি সাধারণকে জানাইবার জন্ত নিরূপিত সময় দামামায় আঘাত করে।

পঞ্জিকাগণনায় ভৃগুগর্গ ব্যতীত তাহারা সুন্দরীক্রম ও সুন্দরী ভুঙ্ক্ নামক পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করে। জ্যোতিষ-গণনায় তাহাদের রাশিচক্রের ব্যবহার আছে। বৃশ্চিক স্থানে মৃচিক ও কর্কট স্থানে রকত লিখিত হইয়াছে এবং মীনের ঘরে কুম্ভ ও মেষের ঘরে মকর প্রভৃতির অবস্থান দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীকদিগের স্তায় ইহাদেরও তুলারাশি নাই। তুলার ঘর বৃশ্চিকই অধিকার করিয়াছে।

ভারতবাসীর স্তায় ইহাদেরও বিশ্বাস যে রাহুর গ্রাসজন্ত চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণের নাম 'গ্রহ' এবং চন্দ্রগ্রহণের নাম 'রাহু'। গ্রহণের সময় তাহারা নানা যন্ত্র ও চিৎকার দ্বারা বিকট শব্দ করে। বিশ্বাস ঐ শব্দে ভীত হইয়া দস্যু চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবে। আমাদের দেশে এখনও গ্রহণের সময় শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি এবং আনন্দোন্মাদে কোলাহল করিতে করিতে গঙ্গাস্নান প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বালিদ্বীপে কোন সময়ে ব্রাহ্মণাগম হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ করা দুরূহ। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধির সময় বৌদ্ধাচার্য্যগণের নানাদেশে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন, শালিবাহন শকগণনা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর গ্রন্থের অভাব দর্শনে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দের কোন সময়ে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ-সমাগম হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচার যে ক্লিঙ্ (কলিঙ্গ) দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা-সমূহ আনীত হইয়াছে। প্রথমে যবদ্বীপে, পরে তথা হইতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে শস্তের প্রচুরতা দেখিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ বাসস্থাপনে কৃতসংকল্প হন। সর্ব্বপ্রথমে ১ম শতাব্দে ত্রিতুষ্টি নামে একজন ব্রাহ্মণ বহুলোক সমভিব্যাহারে যবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক দক্ষিণ-উপকূল উত্তীর্ণ হইয়া মেরুপর্ব্বতের পাদমূলে বসতি করেন। যবদ্বীপে অধুনা যে শক প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিতুষ্টিনামা এক প্রাচীন রাজা স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ঐ শক আজিশক (আদিশক) নামে প্রসিদ্ধ। যবদ্বীপের বর্ত্তমান শক ১৮২৩; সুতরাং উহাই যে শালিবাহন শক, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ত্রিতুষ্টি যবদ্বীপে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে যে সময়ে শক সম্বতের প্রচার হইয়াছিল অথবা রাজা সাতবাহনের শকপ্রচার যে তাঁহার একটী সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে না।

যবদ্বীপের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, আদিম ঔপ-নিবেশিকদল কতিপয় হিন্দুপরিবারে মিলিত হইয়া এখানে আগমন করেন। তাহাদের সঙ্গে যে স্ত্রীপুত্র ছিল, তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। মহামনা ত্রিতুষ্টিও স্বকীয় স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম ব্রাহ্মণকালি এবং পুত্র দুইটীর নাম মনুমানস ও মনুমাদেব। প্রকৃত পক্ষে ইহারা বৌদ্ধ কি হিন্দু ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩৫০ শক পর্য্যন্ত এতদ্দেশে বহুতর ঔপনিবেশিকের আগমন হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়;—

শেলপ্রবাত—১০০ শকে, ঘোটক—২০০ শকে, সুবিল—৩১০ শকে, হুতম—৩৩১ শকে এবং ত্রিসন্দি ও তৎপুত্র দশবাহু ৩৫০ শকে এখানে আগমন করেন। ৪৮০ শকে কতকগুলি শৈব পণ্ডিত যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মতের সহিত যবদ্বীপবাসিদিগের মতানৈক্য হওয়াতে তাঁহারা দূরীভূত হন। পরে তথাকার রাজা শুতুদামের শরণাগত হইলে আশ্রয় লাভ করেন। রাজা শুতুদাম তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। যবদ্বীপবাসিগণ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কিছুপূর্ব্বে কতকগুলি শৈব মজপহিত নামকস্থানের শেষরাজা ব্রবিজয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মজপহিতরাজ্য বিধ্বস্ত হইলে তাঁহারা বালিদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিপতির নাম চাহুরাহু।

বালিদ্বীপে এখন যে শক চলিতেছে, তাহা যবদ্বীপ অপেক্ষা পাঁচবৎসর কম অর্থাৎ ১৮১৮ শক। এই পাঁচবৎসরের গোলমাল কেন হইল, বালিবাসী পণ্ডিতগণ তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। বোধ হয় চান্দ্রমাস গণনার স্থলে সৌরগণনা পরিবর্ত্তন, পলিনেশীয় গণনার সংমিশ্রণ প্রভৃতি দোষে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব হিসাবে ১০ মাসে বৎসর ছিল, পরে তাহা ১২ মাসে পুনঃ গণনা এবং মলমাসাদি গণনা না করায় ইহাদের সহিত হিন্দুপঞ্জিকায়ও অনেক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শুভাশুভ ঘটনা ও সময় নিরূপণের জন্ত

শুদ্ধই যে তাহারা পঞ্জিকা ও গ্রহসঞ্চারের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। কোন বিশেষ ঋতুতে পার্ব্বতীয় পুষ্পের প্রস্ফুটন, সমুদ্রের সাময়িক গতিপরিবর্ত্তন বা স্থানান্তর গ্রহণ, কোন প্রাকৃতিক নিদর্শন প্রভৃতি ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও তাঁহারা সময় নিরূপণে সফলকাম হইয়াছেন।

ধর্ম্মমত, দেবতত্ত্ব ও বিশ্বাস।

ভারতের দুইটী হিন্দুধর্ম্মশাখা বালিদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণের সঙ্গে সঙ্গে শৈবব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তারকল্পে ক্রমেই বৌদ্ধগণ হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকল প্রকার পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু শৈবসাম্প্রদায়িকগণ গো, কুকুর প্রভৃতি অস্পৃশ্য জীবের মাংস ভক্ষণ করেন না।

বালিদ্বীপের পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায় যে, বুদ্ধ শিবের কনিষ্ঠভ্রাতা। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরে অবিরোধী থাকিলেও, কেহ কাহারও দেবতার পূজা করেন নাই; কিন্তু অনেক পূজা পদ্ধতিতেও পরস্পরের সংস্রব দেখা যায়। পঞ্চবলিক্রম নামক উৎসবে শৈবপণ্ডিতগণ একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া উৎসর্গক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। রাজা বা রাজপুত্রগণের অন্ত্যেষ্টির সময় শিব ও বুদ্ধপূজার পবিত্রবারি তত্তৎ পুরোহিতগণের দ্বারা মৃতদেহের মস্তকে সিঞ্চন করা হয়, এতদ্ভিন্ন কবিগ্রন্থে বৌদ্ধ ও শৈবের পরস্পর সুহৃদ্ভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত আছে।

সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে ইহাদের প্রগাঢ়ভক্তি থাকিলেও ইহারা সাধারণতঃ শিবোপাসক বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ধর্ম্মকাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। পুরোহিতগণের স্বগৃহে গুপ্তপূজা এবং সাধারণ লোকের পূজা। বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণগণের সূর্য্য ও অগ্নি উপাসনার ন্যায় ইহারা স্বগৃহে 'সূর্য্যসেবন" সমাপন করে। এই সূর্য্যকেও তাহারা শিব বলিয়া জ্ঞান করে। কারণ শিবের ত্রিনেত্রই সূর্য্যের রূপান্তর।

প্রত্যেক পদণ্ডই প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যার প্রাতে ৯ হইতে ১০ ঘটিকার মধ্যে গৃহে অভুক্ত থাকিয়া সূর্য্য-সেবন করেন। পণ্ডিতগণ উক্ত দিবসদ্বয় ব্যতীত প্রতি কালিবনে (পলিনেশিয় সপ্তাহের ৫ম দিনে) দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পদণ্ড মদে অলিজ কচিজ প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর যাজকগণ প্রতিদিনই এইরূপ দৈবসেবা করেন; কিন্তু পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ব্যতীত অপর কোনদিনেই পূজার সময় বিশেষ জাকজমক হয় না। বাটীর উঠানমধ্যে (বলি) পূর্ব্বমুখী হইয়া তাহারা সূর্য্যপূজায় বসে। নৈবেদ্যাদি উপকরণ, ফুল, জল, ঘণ্টা প্রভৃতি সকলই সজ্জিত থাকে। যথানিয়মে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা সাঙ্গ করিলে দেবাবেশ হয়। ঐ সময়ে তাহার অঙ্গসঞ্চালন ক্রমশঃই গুরুতর হইতে থাকে। তখন তিনি দেহস্থ দেবতাকে পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তাহার পুত্রগণ স্থিরভাবে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে, আবার সরিয়া যায়। অবশেষে তাহার প্রসাদী অন্ন উপস্থিত রাজা প্রভৃতি প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তাহাদের নিকট উহা অমৃত বলিয়া গণ্য। পূজাকালে পণ্ডিতগণ যে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা "তোয়তীর্থ" নামে পরিচিত। ইহা অতি পবিত্র। সাধারণ লোকে ইহা ক্রয় করিয়া স্ব স্ব দেহে এবং মৃতদেহপূতকরণার্থ ব্যবহার করে। গৃহের এই পূজাসত্ত্বেও তাহারা অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়াকর্ম্মে উপস্থিত হইয়া সাধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নিজ গৃহে থাকিয়া তাঁহারা বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও পবিত্র কবিগ্রন্থসমূহের আলোচনা করেন এবং নিজ পুত্রদিগকে উচ্চশ্রেণীর (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) ছাত্রদিগকে সেই সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের শুভাশুভ ফল-নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা ফলিত ও জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন। বালিদ্বীপের পঞ্জিকার সময় বিভাগ তাঁহারাই নিরূপিত করিয়া থাকেন। যদি কেহ নূতন অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, ইহারা মন্ত্রপূত করিয়া না দিলে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় না।

সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থ তাঁহারা মন্দিরাদিতে পূজা করে। সকল শ্রেণীর লোকই ঐ পূজাকালে সমাগত হয়। গুনুঙ্গ অগুঙ্গপর্ব্বতপাদমূলের বাসুকির মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। এখানকার দেবমূর্ত্তির নাম সঙ্ পূর্ণজয়। এতদ্ভিন্ন তবানানের বতু কহুমন্দিরে সহ জয়নিঙ্রাৎ, বদোঙ্গের উলুবতুমন্দিরে দেবীদনুর, গ্রহ নামক মন্দিরে সাঙ্ মাণিক কুমাবঙ্ গিয়াঙ্করের যে, অরুক মন্দিরে সঙ্ পুত্রজয়, ক্লোঙ্ কোঙ্গের গিবলব মন্দিরে সঙ্গীজয় এবং তবানানের পকেনছুঙ্গন মন্দিরের সঙ্গমাণিক কলেব নামক দেবমূর্ত্তি সমুদায় মহাদেবের সকল দেবমূর্ত্তির হস্তে তরবারি, ধনু, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জিত আছে। এই প্রধান মন্দিরসমূহে রাজগণ প্রজাবর্গের সৌভাগ্যকামনায় পূজা দিয়া থাকেন। উলুবতুর মন্দিরে বালিবৎসরের একবিংশদিনে এবং বাসুকির মন্দিরে কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় মহোৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও কএকটী প্রধানেতর মন্দির আছে, সাধারণ লোকে ঐ সকল দেবমন্দিরের উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

১ সেরঙ্গনদ্বীপস্থ সকম্বন মন্দিরের সঙ্ হুঙ্ ইন্দ্রনামা বজ্রধারী ইন্দ্রমূর্ত্তি। নববর্ষারম্ভের ১২শ দিনে তাঁহার মহোৎসব হইয়া থাকে।

২ বঙ্গলীর জেমপুল মন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন জেম্বো-মার ৩ রথোৎসবি, ৪ সমস্তিগ ও গিয়াঞ্জরের ৫ কিন্তেলগুমি মন্দিরের দেবতার ঐশীশক্তির কথা প্রচারিত আছে।

পনতরনে দুর্গা, কাল ও ভূতদিগের তৃপ্তির জন্য সকলে পূজা দিয়া থাকে। পুরীনামক মন্দিরে উচ্চ শ্রেণীর এবং পজন্তনন মন্দিরে সাধারণ লোকে শিবপূজার্থ গমন করে। পরার্য্যজন নামক মন্দিরসজ্জে দেব ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। কহ্যজন, বড়কহ্যজন সঙ্গর ও মেরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র মন্দিরও শিব-পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত মন্দিরস্থ পদ্মাসনে সদাশিব, পরমশিব ও মহাশিবের তৃপ্তিসাধক মাল্য ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক মন্দিরগাত্রেই লিঙ্গমূর্ত্তি খোদিত আছে। সমুদ্রতীরে বরুণদেবের কএকটী মন্দির এবং পথে ঘাটে সতী-গণের উদ্দেশে স্থাপিত কতকগুলি মন্দিরও দেখা যায়।

বালিদ্বীপে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার না থাকিলেও ব্রাহ্মণেরা শিবপূজাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাই কতকাংশে আমাদের হরিহরমূর্ত্তির একাত্মসূচক। তাঁহারা মেরু, কৈলাস ও গুনুঙ্গ অগুঙ্গকে স্বর্গ বা ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক বা ব্রহ্মলোক এবং শিবলোক বলিয়া কল্পনা করেন এবং উক্ত লোকত্রয়ে শিব সর্ব্বময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। পদণ্ডেরা শিব[১] ব্যতীত অপর কোন দেবতারই চারিহস্ত স্বীকার করেন না।

শিবের প্রধান অঙ্গভূষা—অক্ষমালা, চামর, ত্রিশূল ও পান। কএকটী সশস্ত্র শিবমূর্ত্তির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শিব ও কাল এক হইলেও মঙ্গলময় শিবমূর্ত্তি তুষারধবল এবং মহাসংহারক কালমূর্ত্তি ঘোর তামস। পনতরণে কাল, তৎপত্নী দুর্গা ও অনুচর ভূতগণের পূজা হয়। শিবপত্নী উমা, পার্ব্বতী, গিরিপুত্রী, দেবীগঙ্গা ও দেবীদনু নামে পূজিতা হন। শস্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী এখানে শিবপত্নীরূপে স্বামীর সহিত পূজা পাইয়া থাকেন।[২]

বিষ্ণুর ন্যায় এখানে ব্রহ্মারও কোন মন্দির নাই। কোন কোন মহোৎসবে বিষ্ণু ও ব্রহ্মমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী মন্দির নির্ম্মিত হয়। উৎসবের শেষে উহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এখানে ব্রহ্মা পদ্মযোনি, প্রজাপতি ও চতুর্ম্মুখ নামে খ্যাত। দণ্ডই ব্রহ্মার প্রধানভূষা। যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ দণ্ডধারণ করেন, তিনিই 'পদণ্ড' নামে অভিহিত হয়েন।

ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতী দেবী এখানে বিদ্যা নামে পূজিতা। তাঁহার পূজারও কোন পৃথক্ মন্দির নাই। বতু গুনোঙ্গ সপ্তাহে শনৈশ্চরে বালিবাসী নানা পুঁথি একত্র করিয়া গৃহস্থিত দেবগৃহে সরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

বালিবাসীরা বিষ্ণুর কোন বিশেষরূপ পূজা না করিলেও তাহারা বিষ্ণুর মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবতার স্বীকার করে। শঙ্খ, চক্র, গদা ও দণ্ড বিষ্ণুর প্রধান চিহ্ন। চন্তকপর্ব্বে বিষ্ণুর এই কয়টী নাম পাওয়া যায়—

"বিষ্ণুর্নারায়ণঃ শৌরিশ্চক্রপাণির্জনার্দ্দনঃ।
পদ্মনাভো হৃষিকেশো বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ॥
ইন্দ্রাবরজ উপেন্দ্রো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ।
কেশবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কৃষ্ণঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ॥
বিশ্বক্সেনঃ স্বভূঃ শঙ্খী দানবারিরধোক্ষজঃ।
বৃষাকপির্বাসুদেবো মাধবো মধুসূদনঃ॥[৩]"

তাহারা শ্রী বা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া জানে। যখন বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব (স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা) এই ত্রিশক্তিই এক, তখন লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতিকে শিবপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষ নাই। অভ্যাস বশতঃ তাহারা বিষ্ণুমূর্ত্তির কপালে তিলক দেয়, কিন্তু উহাকে তাহারা তিলক বলিয়া জানে না। শিবের যেমন ত্রিনেত্র, কপালস্থ ঐরূপ অঙ্কিত চিহ্নকে তাহারা শিবের ত্রিনেত্রের অনুরূপ বলিয়া ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবীমূর্ত্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কপালে তাহারা 'পেরযসন' বা বর্ণতিলকদান করিয়া থাকে। প্রাচীন কবিগ্রন্থবর্ণিত অনেক দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত আছে। হিন্দু দেবতত্ত্বের ত্রিত্ব স্বীকার করিলেও তাহারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত অপরাপর দেবতারও উল্লেখ করিয়া থাকে। ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি অষ্টদেবতাকে ইহারা লোকপাল বলিয়া স্বীকার করে। ইন্দ্রের পর যম ও বরুণ সম্মান পাইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বপুরে অপ্সরা, বিদ্যাধরী ও ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া বাস করেন।

'বিবাহ' নামক গ্রন্থে রাবণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের পরাভব বর্ণিত আছে। বালিবাসিদের বিশ্বাস, ইন্দ্রলোকবাসিগণ নরদেহ ধারণ করিতে পারে, ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া জীব বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং তৎপরে শিবলোকে গমন করিলে আত্মার অনন্ত মোক্ষলাভ হয়। শিবলোকপ্রাপ্তি সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য

(১) এখানকার শিবের প্রচলিত নাম—পরমেশ্বর, মহেশ্বর, শ্রীগুরু, কপালভৃৎ, সুখাসীন, শঙ্কর, শর্ব্ব, কৃত্তিবাস, গঙ্গাধর, কামারি, বৃষকেতন, গর্ব্বদৃপ্ত, ত্র্যম্বক, বিরুপাক্ষ, পিনাকী, শূলী, গণাধিপ, ঈশান, ঈশ, ভীম, বাম, মৎসদুরিত, পশুপতি, ত্রিপুরান্তক, শম্ভু, ভব, পরমেষ্ঠী, পীতাম্বর, ভৈরব, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি।

(২) এখানে শিবের অর্দ্ধনারীশ্বররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্জ্জুনপত্নী দেবী বজ্রবতী স্বামীর মৃত্যুসংবাদে আত্মহত্যা করেন। পুলস্ত্যের প্রার্থনায় স্বয়ং সঙ্ হ্যঙ্গ সাগর আনিয়া মৃতসঞ্জীবনীপ্রয়োগে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন।

(৩) অমর হেমচন্দ্র প্রভৃতির অভিধানে এইরূপ নামই পাওয়া যায়।

হইলেও একমাত্র পদণ্ডগণই সাযুজ্য লাভ করেন; অপর সকলের ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বেলা উৎসবে সহমৃতা সতীর এবং রাজ্যরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলে রাজারও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ আত্মোৎসর্গের সময় পুরোহিত উপস্থিত না থাকেন বা শাস্ত্রবিহিত কর্মদ্বারা তাহার স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন, তাহা হইলে কখনও তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না, বরং ভেক, সর্প হইয়া সে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। স্বর্গে গমন করিলেও যম নিরপেক্ষভাবে তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া কখন কখন তাহারা শবদেহকে ২ মাস হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত দাহ করে না।

অপর লোকপালদিগের কাহারও পূজা হয় না। অনিল বা বায়ু হইতে সাধারণের জীবনরক্ষা হয় বলিয়া সকলে বায়ু বা পবন দেবতাকে ভক্তি করে। পদণ্ড ও চিকিৎসকগণ সময় সময় পবিত্র বায়ুসঞ্চালন বা ফুৎকার দ্বারা রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। অনশনব্রতে কেহ কেহ বায়ুমাত্র সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করে।

কার্ত্তিকেয় ও গণেশের পূজা কোথাও দেখা যায় না। প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে এক একটী বিঘ্নবিনাশন গণপতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা চিত্রিত রহিয়াছে। গণপতির হস্তিমুণ্ড হওয়ায় বালিবাসীদের ধারণা যে, এই পশু মানবের মঙ্গলপ্রদ নহে। বোলেলেঙ্ রাজ একটী হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, এইরূপ ব্যবহারেই নিশ্চয়ই তিনি রাজ্যভ্রষ্ট ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ব্যাঘ্রকেও তাহারা নিতান্ত ঘৃণা করে, যেহেতু ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইলে সে রাজ্যের অধঃপতনের আর বিলম্ব থাকে না বলিয়া সাধারণের ধারণা। কিন্তু গণ্ডার দেখিলে ইহজন্মে না হউক, পরজন্মেও তাহারা সম্মান লাভ করিতে পারিবে, এরূপ মনে করে। কোন কোন মহাযজ্ঞে তাহারা গণ্ডার (পইলে) বলি দেয়। ইহার রক্ত, বসা ও মূত্র তাহাদের ব্যবহারে আইসে। অনেকে কামদেবেরও পূজা করে। ইহাদের প্রাচীন কাব্য হইতে বাসুকি, অনন্ত, তক্ষকনাগের কথা, জনমেজয়ের সর্পসত্র, ভগবান্ বশিষ্ঠের রাক্ষসযজ্ঞ এবং কিন্নর, কিংপুরুষ, উরগ, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব ও পিশাচ প্রভৃতি পুরাণোল্লিখিত ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

বালির হিন্দুগণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই মত স্বীকার করে। অণ্ড হইতেই জগতের উৎপত্তি। প্রথমে সনন্দ ও সনৎকুমারাদি চারিজনের উদ্ভব হয়। পরে ব্রহ্মা ক্রমে স্বর্গ, নদ, নদী, পর্ব্বত ও উদ্ভিজ্জাদি এবং মরীচি ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাই পরমেশ্বর শিবের স্রষ্টা, আবার শিবই সেই ব্রহ্মার পিতামহ বলিয়া কীর্ত্তিত এবং ভব, সর্ব্ব প্রভৃতি নামে পরিচিত। শারীরিক উপাদানভেদে তাঁহার ১ আদিত্যশরীর, ২ অপ্‌শরীর, ৩ বায়ুশরীর, ৪ অগ্নিশরীর, ৫ আকাশ, ৬ মহাপণ্ডিত, ৭ চন্দ্র ও ৮ অবতারগুরু সংজ্ঞা হইয়াছে। এই জন্য তিনি অষ্টতনু নামেও পরিচিত। ব্রহ্মা স্বীয় অঙ্গজ, কন্ম ও ধর্ম্মনামক পুত্রত্রয়ের সৃষ্টির পর যথাক্রমে দেব, অসুর, পিতৃ, মানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, গণ, কিন্নর, রাক্ষস ও সর্ব্ব-শেষে পশুদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে স্বায়ম্ভুবাদি মনু, শতরূপা, দ্বাদশ যম, লক্ষ্মী, নীললোহিত (শিব) হইতে সহস্ররুদ্র, অগ্নি ও পর্জ্জন্যের উদ্ভবকথা এবং ধর্ম্ম ও অহিংসা, শ্রী ও বিষ্ণু, সরস্বতী ও পূর্ণমাসের বিবাহাদি প্রসঙ্গ লিখিত আছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আরও একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ ভার্গব প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন।

বালিবাসীরাও পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বলিয়া জানে। তাহাদের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও পৃথিবীর বর্ষ বিভাগ এবং অগ্নীধ্রাদি স্বায়ম্ভুব মনুপৌত্রের শাসনকথা উক্ত আছে। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি প্রভৃতি চারিযুগই তাহারা স্বীকার করে এবং পর পর যুগে মানবের আয়ুসংখ্যা কম হইতেছে তাহাও বলিয়া থাকে।

শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রাহ্মণসন্তানের আচরণীয় অনুষ্ঠানাদির বিষয় এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—১ বালকাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা, ২ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন, ৩ বৈখানস (বানপ্রস্থ) অবলম্বন, ৪ অবশেষে ষড়রিপু জয় করিয়া যতিধর্ম্মগ্রহণ। এখানে যতি শব্দে সাধক বা পদণ্ডকেই বুঝায়। পাঠ্যাবস্থায় যাহারা 'সত্য-ব্রহ্মচারী' হন, তাহাদিগকে তপ, মৌন, যজ্ঞ, দয়া, ক্ষমা, অলোভ, দম, শমতা, জিতাত্মতা (জিতেন্দ্রিয়তা), দান, অনঘঃ, অদ্বেষ, অরাগ, সর্ব্ববিষয়ে বিরাগ, ত্যাগ এবং ভেদজ্ঞাননির্ণয়-কুশলতা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকেই ধর্ম্মপ্রত্যাহারলক্ষণ বলে। অপরাপর বহুবিষয়ে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেও বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না।

প্রত্যেক পণ্ডিতই প্রত্যহ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। রমণীগণ পুজোপকরণ ও নৈবেদ্যাদি সজ্জিত করিয়া দেবতার সম্মুখে উপস্থিত করিলে নিবেদন করা হয়। কেবলমাত্র দেবাদিষ্ট ব্যক্তিন্ পুরুষগণ মহোৎসবের উপকরণ আয়োজন করিতে সমর্থ হন। কাল, দুর্গা ও ভূতাদির সম্বন্ধে তাঁহারা

কুক্কুট, হংস, শূকর এবং মহাপূজায় মহিষ, ছাগ, হরিণ, কুকুর প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। কুকুর প্রভৃতি ঘৃণ্যপশুর মাংস কেহই ভক্ষণ করে না।

গুনুঙ্-অগুঙ্ পর্ব্বতমূলে বাসুকির নিকটে তোরসিদ্ধু ও তথানানে গঙ্গা নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত আছে। পুরোহিতগণ ইহার জল ততদুর পবিত্র বোধ করেন না। তাঁহারা বলেন, পুণ্যসলিলা সিন্ধুনদী ক্লিঙ (কলিঙ্গ অর্থাৎ ভারতবর্ষ)-দেশে প্রবাহিত, উহার জল পাইবার সুবিধা না থাকায়, তাঁহারা জলশুদ্ধির জন্ম যমুনা, নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু, গঙ্গা, সরযূ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করেন। ককুদযুক্ত শ্বেতগাভি ভিন্ন অপর কাহারও দুগ্ধে তাঁহারা দেবোপহার জন্ম ঘৃত প্রস্তুত করিতে পারেন না। তাঁহারা গোধনকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান না করিলেও কখন গোহত্যা করেন না।

সাধারণতঃ দেবপূজায় পদণ্ডগণ বস্ত্র ও দক্ষিণা পান। প্রসাদী উপকরণাদি গৃহস্থই লইয়া থাকে। রাজযজ্ঞে ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পদণ্ডের অনেক লাভ হয়। পূজান্তে ইহাদের মধ্যেও দক্ষিণাবিধি আছে। দেব-অঙ্গে শোভাবৃদ্ধির জন্ম বালিবাসী নানা বেশভূষা পরাইয়া থাকে।

শিবের অলঙ্কার—(মস্তকে) মুলচণ্ডি, পপুচুকন পট্টিশ, মঙ্গলবিজয়, চূড়ামণি; (কর্ণে) কুণ্ডল, সকর ভজি, রোণ রোণ, (গলায়) অপুস কুপক, (উপর হাতে) গ্রন্দকন, (নিম্ন হাতে) গ্রন্জ ও (পায়) গ্রন্জ বটি। এতদ্ভিন্ন নাগবন্ধ শূল প্রভৃতি বহুতর অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। শ্রী উমা প্রভৃতি শিবজায়া ও বিষ্ণু মূর্ত্তির নানা রূপ অলঙ্কার আছে।

প্রত্যেক মন্দিরে মঙ্কু (মাণবক) নামে একজন তত্ত্বাবধায়ক আচার্য্য থাকেন। মন্দির সংস্কার ও উপহার উৎসর্গকালে মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সাহায্য আবশ্যক হয়। পুরুষ বা স্ত্রীলোকে মঙ্কু হইতে পারেন। শূদ্র ভিন্ন সকল বর্ণের পুরুষই উক্ত পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা পত্নী ব্যতীত অপর কোন ব্রাহ্মণরমণীই মঙ্কু হইতে পারিবেন না। মঙ্কু হইতে পদণ্ড পদ শ্রেষ্ঠ এবং পদণ্ড হইতে পণ্ডিতই জ্ঞানে ও ধর্ম্মকর্ম্মে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। ববলেনগণ ঈশ্বরানভিজ্ঞ হইলেও কার্য্যকালে তাহারা মঙ্কুদিগের ন্যায় মন্ত্র-পাঠ করাইতে পারে। ববলেনগণ পণ্ডিতদিগের মত রোগ-চিকিৎসাও করিয়া থাকে। রোগ তাড়াইয়া দিবার সময় তাহারা মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে রোগীর শরীর মধ্যে নিজ নিশ্বাস বায়ু প্রবেশ করাইয়া দেয়।

রাজাদিগের অভিষেকে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় গৃহপূজায় পদণ্ড (পাণ্ডা) গণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন, মাথায় জটা পরেন, আবার জটার বন্ধনী স্বরূপ মাথার কেশাভরণ বাঁধেন। উহা মুকুটের ন্যায় স্বর্ণমণ্ডিত এবং স্থানে স্থানে সূর্য্যকান্তমণিশোভিত, কিন্তু ঐ কেশাভরণের ঠিক মধ্যস্থলে কপালের উপর স্ফটিকনির্ম্মিত একটী লিঙ্গ স্থাপিত থাকে। কুণ্ডল ব্যতীত তাহাদের অন্য কর্ণাভরণও আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা আস্থাভরণ, বাহুভরণ ও হস্তাভরণ নামে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ও চূণীর অঙ্গুরীও ধারণ করেন। ইহারা যে ত্রিদণ্ডী ব্রাহ্মণবন্ধ (উপবীত) ধারণ করেন, তাহার গ্রন্থিস্থলে তিনটী লিঙ্গমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে ত্রিমূর্ত্তিসূচক বিভিন্ন বর্ণের তিনখানি পাথর থাকে[১]। যজ্ঞোপবীতাকারে ঘুরাইয়া তাহারা উত্তরীয় পটী করিয়া বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তের নিম্নে আটিয়া দেয়। পদণ্ড ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মবন্ধ ধারণে অধিকার নাই। যুদ্ধযাত্রাকালে পদণ্ডের আদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি এই সূত্র ধারণ করিতে পারে। তৎকালে ইহাই তাহাদের 'সম্পাৎ' বা কবচ স্বরূপ হয়। দেবতা ও পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তিসাধন জন্য পশু বলি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে একটী মহাভোজেরও আয়োজন হইয়া থাকে। দুর্গা, কাল, ভূত প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজ্য জয়ে, অভিষেকে এবং বসন্তাদিসংক্রামক রোগের সময়, তন্নকালে ও পঞ্চবলিক্রম নামক মহাপূজাতে ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। সকল রাজা এবং রাজপুরুষেরাই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পঞ্চবলিক্রমে বৌদ্ধ পদণ্ডের সাহায্য আবশ্যক। দহ (কেদিরি) রাজ কর্ত্তৃক তুমপেলরাজ শিব-বুদ্ধের (রজলবে) রাজ্য বিপর্য্যয়ের সময় এখানে শৈব ও বৌদ্ধগণের মধ্যে একটী সদ্ভাব সম্মিলন হয়। বোলেলেঙ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। ভারতযুদ্ধে এবং উশনা বালি নামক গ্রন্থে 'ঋষি শিব সুগত' অর্থাৎ শিব ও বুদ্ধ উপাসক মনীষী বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, এখানকার বৌদ্ধধর্ম্ম সকাল ও নিকাল ভেদে দুই প্রকার। সকাল অর্থাৎ কালসাহায্যে বা জীবিতকাল মধ্যে পার্থিব পদার্থ সহযোগে ধর্ম্মাচরণ অনুষ্ঠান এবং নিকাল অর্থাৎ জীবাতীত অনন্তকালের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান। তাহাদের ধর্ম্মমূলের শেষ ভাগের ব্যাখ্যা অতি গুরুতর।

ব্রাহ্মণগণ নিত্যকর্ম্ম সাধনার জন্য যেরূপ ইদা, পদণ্ড ও ব্রহ্মর্ষি আখ্যা লাভ করেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মধ্যে দেব, গোষ্টি ও রাজা উপাধিধারীর যে কেহ নিত্যশৌচ, পবিত্র ও

(১) লালপাথর ব্রহ্মা, কাল বিষ্ণু ও সাদা শিবশক্তিসূচক।

ধর্ম্মসেবার জীবনাতিপাত করেন, তাঁহারা ঋষি বা রাজর্ষি নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

'ওঙ্' শব্দই ত্রিশক্তির বীজ। ভারতে যেমন অ উ ম (ওম্) ত্রিশক্তির আধার বলিয়া কল্পিত। বালিদ্বীপবাসিরা ঐ বর্ণসকলকে অঙ্, উঙ্ ও মঙ্ অর্থাৎ সদাশিব, পরমশিব, মহাশিব বা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাহচর্য্যে শিবের মহত্ত্ব বা মহাশক্তি উপপন্ন হইয়াছে।

সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইলেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখা যায় এবং উহাই তাহাদের ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ইহাদের বিশ্বাস দেহের দাহ হইলেই আত্মার স্বর্গলাভ হয় না। স্বর্গলোক হইতে বিষ্ণু ও তথা হইতে শিবলোকে সাযুজ্য মুক্তি স্বীকার করিয়া তাহারা আত্মার স্বর্গগমনপথ পরিষ্কারের জন্য কতক গুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকে। ইহারা আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করে[১]।

ইহাদের বিশ্বাস—দাহের পূর্ব্বে ও পরে মৃতের স্বর্গকামনায় যে উপহার প্রদত্ত হয়, তাহাতে সেই প্রেতাত্মা নির্ব্বিকার হইয়া পিতৃরূপে দেবলোকে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্রাদি স্বজনগণ পিতৃপুরুষের অবস্থান্তর অর্থাৎ ভিন্নযোনিত্ব প্রাপ্তি না হইবার আশায় এরূপ পূজা ও উপহারাদি দিতে বাধ্য হন। মৃতের মোক্ষকামনায় শাস্ত্রবিহিত দাহ করিতে গেলে অবশ্যই অধিক অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিবন্ধন বহু লোকেই সম্মান-প্রদর্শনে অক্ষম। অসমর্থপক্ষে শবদেহ দাহ না করিয়া পুঁতিয়া রাখিবার নিয়ম আছে। একটী বাঁশের খোপে শবদেহ আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরে উত্তমরূপে কাপড় জড়ায়। পরে গান করিতে করিতে শবদেহ সমাধি-স্থানে লইয়া যায় এবং গর্ত্ত মধ্যে সেই খোঁপ সমেত মৃতদেহ পুতিয়া ফেলে। সামর্থ্যানুসারে সেই সময় কবর মধ্যে মৃতের ভবিষ্যৎ খাদ্য সরঞ্জমের জন্য কএকটী মুদ্রা রাখিতে হয়। পরে সেই কবরের উপর একটী বংশদণ্ডে ভেকাটা প্রস্তুত করিয়া ভূতাদির তৃপ্তির জন্য তদুপরে খাদ্যাদি দিয়া থাকে। এরূপ ক্রিয়াহীন অবস্থায় যাহারা কবরস্থ হন, তাহাদের কখন স্বর্গ-লাভ হয় না। ইহারা বলে, বালিদ্বীপে এই যে নানা বর্ণের কুকুর দেখা যায়, তাহারা পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাদের মধ্যে বিধি আছে যে, এক বংশে দুই বা তিন পুরুষ অন্তরে যদি কেহ ধনবান্ হন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের কবরস্থ অস্থি উঠাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে পারিবেন। এই জন্য বহু পুরুষের আত্মীয় স্বজনের অস্থি সমাধি হইতে তুলিয়া ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক্সে পুরিয়া কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের মুক্তিকামনায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। মহামারী অথবা সংক্রামক রোগে মৃত্যু হইলে রাজাপ্রজা একত্র ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত হইয়া থাকেন। তখন কাহাকেও পৃথিবীর উপর রাখিয়া পোড়াইবার নিয়ম নাই; কারণ তখন জানিতে হইবে, নিশ্চয়ই কুগ্রহের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি কোন কার্য্য দ্বারাই দেবকোপপ্রশমন ও তজ্জন্য প্রেতাত্মার মুক্তিলাভ হইবে না। এ সময়ে গল্গুন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা শবদেহ দাহ বা কবরস্থ না করিয়া বহুকাল গৃহে রাখিয়া দেয়। শূদ্রের বাটীতে মৃতদেহ রাখিলে মাসাধিক অশৌচ হয়, ব্রাহ্মণের অষ্টাহ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মাঝামাঝি। মৃত্যুদিনেই অথবা ১ মাস বা সপ্তাহ মধ্যেই যে অন্ত্যেষ্টি করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই*।

অন্ত্যেষ্টির পূর্ব্বে মৃতদেহের কতকগুলি উপক্রিয়া করিতে হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবদেহকে স্নান করাইয়া† আত্মীয় স্বজনগণ চন্দন, কস্তুরি, দারুচিনি, এলাচ ও সুগন্ধি অনু-লেপনাদি দ্বারা শবশরীর রক্ষা করিয়া থাকে। রাজার মৃত্যু হইলে সামন্তবর্গ আসিয়া উত্তমরূপে সুগন্ধি লেপন করেন এবং প্রত্যঙ্গ বিশেষে এক একটী মুদ্রা রাখিয়া শবদেহ বস্ত্র, মাদুর বা বাঁশের চাকনা দিয়া ঢাকিয়া রাখেন; কিন্তু তাহাতেও শরীর গলিয়া রস নির্গত হইতে থাকে। প্রত্যহ শবদেহ হইতে যে রস বাহির হইয়া নিম্নস্থ বলি নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ছয় মাসের মধ্যে দেহ দাহ না হইলে ক্রমশঃ শুকাইয়া আইসে, কিন্তু ছয়মাসের মধ্যেও যদি ঐ রস না শুকায়, তাহা হইলে তোয়তীর্থের পবিত্রবারি ও নানা উপহার শবের সম্মুখে প্রদত্ত হয়। পাছে শবশরীরে ভূতযোনি প্রবিষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা তাহার মুখে একটী চুনিসংযুক্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দেয়।

দাহের তিনদিন পূর্ব্বে আবরণ উন্মুক্ত করিলে পর আত্মীয়-গণ মৃতকে শেষ দেখা দেখিতে আসে। ঐ সময় পূর্ব্বোক্ত অঙ্গরাগসমূহ ধৌত করিয়া পুনরায় শবকে ঢাকা দেওয়া হয় এবং ঐ স্বর্ণাঙ্গুরীয় পরিবর্ত্তে পাঁচটী ধাতবপাত্রে ওম্ শব্দের সহিত

(১) আত্মপ্রসঙ্গ নামক কিদুন্-গ্রন্থে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

* বলেলেঙ্গে ২০ বৎসরের রক্ষিত শবদেহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। গিয়াঞার-রাজের মৃত্যুর ৪০ দিন পরে দাহ হইয়াছিল। মৃত্যুর পর শুক্লপক্ষে শুভদিনে দাহকার্য্য সম্পন্ন করাই নিয়ম।

† স্নান করানকে 'অভ্যঙ্গকরণ' বলে।

স, ব, ত, ই, ই এই পঞ্চবীজ লিখিয়া শবের মুখে পুরিয়া দেয়।[১] পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদেবই ইহার পর শবরক্ষা করেন। পরে বেদপাঠ ও শবোপরি শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া থাকে।

যে গৃহে শবদেহ রক্ষিত হয়, তাহা অপবিত্র হইয়া যায়। দাহ পর্য্যন্ত ঐ গৃহে তাহার বংশধরগণ কেহই বাস করে না। কিন্তু ভূতের ঘর হইবার ভয়ে প্রত্যহ তথায় লোকজন যাতায়াত করে। বদোঙ্গ ও দেনপসরাজগণের মৃতদেহ রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রাসাদ নিরূপিত আছে। শবরক্ষার ব্যয় সামান্য হইলেও দাহের প্রক্রিয়া অতি গুরুতর ও বহু ব্যয়সাধ্য। শববহনের জন্য প্রাসাদ হইতে "বদে" (চিতাচূড়) পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে একটী বাঁশের সেতু বাঁধিতে হয়। ঐ সেতু উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত হয় এবং ইহার উপর বাঁশ বা কাষ্ঠের মেরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটী চূড়াকার মন্দির প্রস্তুত হয়। উহার সাজসজ্জাও নানাবিধ। অবস্থাভেদে ঐ চূড়া ত্রিতল বা একাদশতল হয় এবং তাহার ভিতরের ঘরগুলিও উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত থাকে। রাজাদির শবদেহ আনিয়া সর্ব্বোপরিতলের গৃহমধ্যে শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও রক্ষিত হয়। এই শবযাত্রাও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শবানয়নকালে মৃতব্যক্তির ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই তাহার সঙ্গে যায়। ইহাদের শবযাত্রা এইরূপ—প্রথম সারে বাহকেরা চন্দনাদি কাষ্ঠভার, তৎপরে বাদ্য ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত সেনাপুরুষ, রাজউপভোগ্য দ্রব্যাদি, রমণীগণের মাথায় ভূতগণের তৃপ্তিসাধন জন্য উপহার, পুনরায় বর্শাধারী সেনা, রাজব্যবহার্য্য সেনা, রাজব্যবহার্য্য বস্ত্রছত্রাদি, তাঁহার প্রিয় অশ্ব আরোহণে রাজপুত্র বা পৌত্র এবং সর্ব্বশেষে সেনাদল ও বাদকশ্রেণী।

দ্বিতীয় স্তবকে শতাধিক রমণীর মস্তকে তোয়তীর্থের জলপূর্ণ কুম্ভ। তৃতীয় স্তবকে ভূত (যক্ষেন দগন)-গণের ফল মূল ও মাংসাদি আহার্য্য। তৎপরে পাল্কী, পদণ্ড ও তৎপশ্চাৎ বদে-সংযুক্ত একটী বৃহদাকার কৃত্রিম সর্প। ঐ সর্প নিহত করিয়া তাহারা শবের সহিত দাহ করেন। বদের উপরিস্থ শবের পশ্চাৎ সহমৃতাকাঙ্ক্ষিণী বেলা ও অপরাপর আত্মীয়গণ। এই মহা-যাত্রায় সময় কবিভাষায় গান হয়। উহা শোকসূচক নহে, রামায়ণ বা ভারতযুদ্ধের সুললিত উদ্ধৃতাংশ।

সিঙ্গারাজপ্রদেশে পর্ব্বতের উপরে একটী স্বতন্ত্র দাহ-স্থান নিরূপিত আছে। উহার চারিদিক্ ইষ্টকস্তম্ভ ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে বলিনামক স্থান। ইহারই পার্শ্বদেশে চারিটী লালস্তম্ভের উপর ছাদ ও গৃহ। এখানে শবদেহ দাহ হয়। যেখানে রাজশরীর ভস্মীকৃত হয়, তথায় একটী সিংহ স্থাপিত থাকে, কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে শ্বেত ও কৃষ্ণদেহ গোচিহ্ন থাকে। সহমরণাভিলাষিণী রমণীগণের দাহের জন্য রাজদাহস্থানের বামভাগে ৩টী 'বেলা' স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সাধারণ লোকের জন্য ঐরূপ চূড়াগৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তাহাদিগকে কাষ্ঠবাক্স মধ্যে থাকিয়াই তস্মে পর্য্যবসিত হইতে হয়। কখন কখন ঐ বাক্স পশুর আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার পৃষ্ঠের ঢাকা তুলিয়া শব রাখিয়া দেয়।

দাহের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করাইয়া পণ্ডিতগণ শবদেহকে চিতাস্থানে দাহার্থ লইয়া যাইতে অনুমতি দেন। ক্ষত্রিয়ের চিতার সম্মুখে তাহারা প্রায় ১২০ হস্তপরিমিত একটী সর্প নির্ম্মাণ করে, উহাকে নাগবন্ধ বলে। পণ্ডিতগণ ঐ কৃত্রিম সর্প নিহত করিয়া শবের সহিত পোড়াইয়া ফেলে।

শব লইয়া যাত্রিদল দাহস্থানে উপনীত হইলে, বদে হইতে শবদেহকে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামান হয় এবং কাপড় ঢাকিয়া সেই বাঁশের ঢাকনা শুদ্ধ গো বা সিংহমূর্ত্তির বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখে। এই সময় উপস্থিত লোকে তাহার বস্ত্রাদি লুটিয়া লয় এবং কতক তাহার গৃহে ফিরিয়া আনা হয়। তৎপরে উপস্থিত পণ্ডিত এক ঘণ্টাকাল মাত্র পাঠ ও শবদেহে পূতবারি সেচন করিয়া চলিয়া যান। পুরোহিতের কার্য্য সমাধা হইলে পর কাষ্ঠবাহিগণ ঐ বাক্সের নিম্নে চিতা সাজাইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। দেহ ভস্মীভূত হইলে উপস্থিত আত্মীয় অস্থিগুলি কুড়াইয়া নানা উপকরণ-সহযোগে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ঐ সময়ে পদণ্ডগণকেও মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। এই কার্য্যের জন্য তাহারা প্রায় ৫শত টাকা, নানাবিধবস্ত্র ও ভোজ্যাদি উপহার পাইয়া থাকেন। এই প্রধান অন্ত্যেষ্টির পর এক বৎসর ধরিয়া প্রতিপক্ষেই ঐরূপ সমারোহপূর্ব্বক বদে লইয়া দাহস্থানে আনিতে হয়। এইরূপ কএকবার শবের পরিবর্ত্তে বদের উপর পুষ্পস্তূপ সাজাইয়া লইয়া যায় ও তাহা অস্থির ন্যায় প্রতিবারেই সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। এইরূপ এক বৎসরের মধ্যে মৃতাত্মার জন্য অনেক উপহার প্রদত্ত হয়; উহা মাসিক শ্রাদ্ধের মত। দাহান্তে বৎসর পরে বার্ষিক শ্রাদ্ধ সমাপনের পর তাহারা মৃতাত্মার স্বর্গলাভ স্বীকার করে।

এখানেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় বালিদ্বীপবাসিগণ একাধিক দারপরিগ্রহ করিতেন। রাজা নগ্‌র শক্তির ৫শত রমণীর পাণিগ্রহণ তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। একটী স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পশ্চাৎ অনেকগুলি রমণীকেই বহ্নিজ্বালায় দেহত্যাগ করিতে হইত। মহাভারতাদি পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থবর্ণিত সতী আখ্যানে এখানকার রমণীগণ এতই উত্তেজিত যে, তাহারা সেই সুযশ লাভের

(১) অর্থাৎ স্বর্ণ, রজত, তাম্র, লৌহ ও শিলকপাত্রে শিবাদি পঞ্চ-দেবতার নাম লিখিত হয়, উহাকে পঞ্চ-সার বলে।

প্রত্যাশায় সহজেই স্বামীর অনুমৃতা হইয়া থাকে। একটী স্বামীর পশ্চাতে বহুসংখ্যক রমণীর আত্মোৎসর্গ বিস্ময়কর।

বালিদ্বীপে একমাত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য (দেব ও গোষ্টির) রাজগণের মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত। শূদ্রগণের মধ্যে সহমরণ নাই, কারণ তাহারা স্বভাবতঃই দরিদ্র। এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় জাঁকজমকের সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও বেলা উৎসব সমাধান করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ইহারা নিম্নশ্রেণীর বলিয়া পুরোহিতগণ ইহাদের উপর ধর্ম্মপ্রভাব বিস্তার করিতে চান না এবং ইহারাও পুরোহিতদিগকে বিশেষ আমল দেয় না। এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কখন কখন সহমরণ দেখা যায়, স্বামিবিয়োগাতুরা যে ব্রাহ্মণরমণী স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সতী নামের যোগ্যা। কিন্তু যশঃপ্রার্থী ললনাগণের মধ্যেও স্বামীভক্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া কেহ যে সতী নামের সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকেন এমত নহে। ব্রাহ্মণ-রমণীগণ সহমৃতা না হইলেও কোন দোষ জন্মে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়রমণী ও বৈশ্যরমণীর মধ্যে অনুমৃতা না হইলে বড়ই নিন্দা হয়।

এখানকার স্ত্রীলোকগণের সহমরণ দুই প্রকার হয়। যাহারা স্বামীর চিতায় মঞ্চোপরি হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করে, সেই স্ত্রীই 'সতিয়া'। বিবাহিতা পত্নী বা রক্ষিতা কামিনীগণ ইচ্ছা মত সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে বেলায় রমণীকে স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র চিতায় ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। সময় সময় পাট-মহিষীকে বা প্রথমা পত্নীকে ও বেলা-প্রথায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দেখা গিয়াছে। অনেক সময়ে ঐরূপ সহমরণে যাইবার জন্য ক্রীতদাসীদিগকে বলপূর্ব্বক হত্যা করিয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত।[১] রাজন্যগণ সহধর্ম্মিণী ব্যতীত যে সকল উপপত্নী রাখিতেন, তাহারা শূদ্রাণী হইলেও ক্রীতা। সতিয়া বা বেলায় ইহাদের আত্মত্যাগ স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু ক্রীতদাসী-হত্যা অবৈধ নরবলিমাত্র। যে মুহূর্ত্তে তাহারা সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন হইতে লোকে তাহাদিগকে পিতৃদিগের সমান সম্মানপ্রদর্শন করে। এই সময় হইতে লোকে তাহাদের প্রীতির জন্য নানারূপ খাদ্য উপহার দেয়। রমণীদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য এবং স্বর্গধামের চিরশান্তিসুখ-কথা বুঝাইবার জন্য একজন বিদুষী পণ্ডিতপত্নী সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করে। কখন কখন ছলনায় ভুলাইয়া অথবা অহিফেন-প্রয়োগে উন্মত্ত করিয়াও তাহাদিগকে চিতা-বহ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

রাজা সামন্ত বা অমাত্যবর্গের মৃত্যুর অষ্টাহ পরে তাহার পত্নীদিগকে সহমৃতা হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। যাহারা সহমরণে স্বীকৃতা হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর যতদিন না অন্ত্যেষ্টি সাধিত হয়, ততদিন তাহারা সসম্মানে অশেষবিধ সুখভোগ করিতে পায়। ফ্রেডেরিক প্রভৃতি কএকজন য়ুরোপবাসী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গিয়াঞ্জররাজ দেবমঙ্গীশের অন্ত্যেষ্টি-কালে উপস্থিত ছিলেন। যথাবিহিত শবযাত্রায় শবদেহের ন্যায় অপর তিনটী বদের উপর তাঁহাদের তিন পত্নীকেও বসাইয়া মঞ্চস্থানে আনা হয়। এখানে তাহারা গাত্রধৌত করিয়া শ্বেত পরিচ্ছদাদি পরিধান করে এবং বেশবিন্যাসাদি সমাপনপূর্ব্বক সতীর ন্যায় সহাস্যবদনে স্বর্গপুরে স্বামীসহবাসে গমন করিতে উদ্যত হয়। এই সময়ে তাহারা নিরাভরণা থাকে। অগ্নিতে ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে তাহাদের কবরীবন্ধন মুক্ত করিয়া কেশ আলুলায়িত করিয়া দেওয়া হয়।

বালিন্ (পুং) বালঃ কেশঃ উৎপত্তিস্থানত্বেন বিদ্যতে যস্য, বাল-ইনি। বানররাজ বালি।

"অমোঘরেতসস্তস্য বাসবস্য মহাত্মনঃ।
বালেষু পতিতং বীজং বালীনাম বভূব সঃ॥"

(রামা° উত্তরা° ৩৭ অঃ)

ইন্দ্রের অমোঘ তেজ বাঁল অর্থাৎ কেশে পতিত হইয়াছিল, এই জন্য বালী নাম হইয়াছে। [বালি দেখ।]

বালিনী (স্ত্রী) অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম)

বালিয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ।

বালিয়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার সময় শ্রীকৃষ্ণের একটী মেলা হয়। হিন্দুভক্তগণ ঐ দিন দেবমূর্ত্তি-সমক্ষে আতপতণ্ডুল উপহার দিয়া থাকে। এজন্য এই উৎসবের 'আলোথাবা' নাম হইয়াছে। প্রায় ৮ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত মেলা থাকে। ঐ সময় এখানে লক্ষাধিক লোকসমাগম ও বিক্রয়ার্থ নানা দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে।

বালিয়া, (বলিয়া) উঃ পঃ প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১১৪৪ বর্গমাইল। গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলের উপরিস্থ সমতলক্ষেত্র লইয়া ১৮৭৯

(১) দেশ্লেদেলের ওলন্দাজ-বিবরণীতে প্রকাশ, Mr. Zollinger দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বীভৎস ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মা আর একটী ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন। মতরমের বৈশ্য-রাজপুত্র ব্রাহ্মণ-কন্যার প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজার প্রার্থনা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া ত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণবর্ণচ্যুত হইয়া সেই কন্যা রাজমহিষীরূপে গৃহীত হয়।

খৃষ্টাব্দে এই জেলা সংগঠিত হয়। গঙ্গার তটবর্ত্তী স্থানগুলি ঘর্ঘরার বালুকাময় কূল হইতে সমধিক উর্ব্বরা। উক্ত নদীদ্বয় ভিন্ন এখানে সরযূনদী প্রবাহিত আছে। আম্রকানন ব্যতীত এখানে অপর বনভাগ দৃষ্ট হয় না। রেহ্ নামক বিভাগ ও ঘর্ঘরা নদীতীরবর্ত্তী তৃণাচ্ছন্ন নিম্নভূমি ব্যতীত অপর সকল উচ্চ ভূমিতেই কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়।

গাজিপুর ও আজমগড় জেলার কতকাংশ লইয়া এই জেলার উৎপত্তি হয়; সুতরাং ইহার প্রাচীন ইতিহাস তত্তৎ জেলায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বর্ত্তমান কোন অট্টালিকার অস্তিত্ব না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণে কুণ্ডলধারী বৌদ্ধ যতিগণের বাস থাকায় এই স্থান বালিয়া নামে খ্যাত হয়[১]। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে উহা ভরনামক অধিবাসীদিগের নির্ম্মিত বলিয়া থাকে। ভরদিগের অধঃপতনের পর এখানে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হয়। সেনগার, কর্চ্চোলিয়া, কৎসিক, বিসেন, বীরবর, নরৌনী, কুম্নবার, নৈকুম্ভ, বাঈ, বয়হিয়া, লৌহতুমিয়া, হরিহোবন প্রভৃতি শাখা এখানকার পরগণাবিশেষে বাস করিতেছে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৭২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক উর্ব্বরা।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। গঙ্গার উত্তর-কূলে সরযূসঙ্গমের দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৩´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৪° ১১´ ৫´´ পূঃ। প্রাচীন নগরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৩-৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নূতন নগর স্থাপিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় গঙ্গাসঙ্গমে স্নান উপলক্ষে দদ্রি নামে একটী মেলা হয়। ঐ সময় প্রায় ৪ লক্ষ লোক আসিয়া থাকে। এই মেলায় গবাদি বিক্রয় হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-পথের ডুমরাওন ষ্টেসনে নামিয়া এখানে আসিতে হয়।

বালিয়াঘাটা, (বেলেঘাটা) বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা-মহানগরীর পূর্ব্ব উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা° ২২° ৩৩´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭´ পূঃ। এখানে বাখরগঞ্জের চাউল ও সুন্দরবনের কাঠের বিস্তৃত আড়ত আছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা এখানে বিস্তৃত থাকায় এবং বালিয়াঘাটা খাল থাকায় উভয় প্রকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে চূণের বিস্তৃত কারবার আছে।

২ কলিকাতার শ্যামবাজার হইতে যে নূতন খাল কাটা হয়, তাহাই বেলেঘাটার খাল নামে প্রসিদ্ধ। উহা কলিকাতার দক্ষিণে বাদাভূমি অতিক্রম করিয়া লবণহ্রদে মিলিত হইয়াছে। এখনও এই খাল দিয়া ঢাকা, যশোর প্রভৃতি স্থানে অনেকে নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়া থাকে।

(১) বৌদ্ধ বালি শব্দে কর্ণকুণ্ডলকে বুঝায়।

বালিয়াতোটক, বীরভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। দেবীবাসুলীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে রাজা গোপাল-সিংহের মন্ত্রী রাজিবের বাসভবন বিদ্যমান আছে।

(দেশা° ৬২।১৫)

বালিয়াসাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে মসিনার বিস্তৃত কারবার আছে।

বালিরঙ্গন, (বিলিগিরিরঙ্গন) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিমালা। মহিসুর হইতে হুসনুর-সঙ্কট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের উত্তর-দক্ষিণ-লম্বমান শাখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট্, ইহার পূর্ব্বাংশের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫৩০০ ফিট্ এবং ইহার বেহুগিরি শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপত্যকাদেশ বনসমাচ্ছন্ন এবং হস্তিসঙ্কুল। গুণ্ডল ও হোর্নোলেনদী এই পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত।

বালিশ্, (পারসী) উপাধান।

বালিশ (ক্লী) বালাঃ সন্তি যত্র ইতি বালী মস্তকস্তেন শেতে যত্র শী আধারে ড। উপাধান। (শব্দমালা) (ত্রি) বাড়-ইন্ ডস্য লত্বং। বালিং বৃদ্ধিং শ্যতীতি-বালি শো 'আতোঽনুপেতি' ক। ২ শিশু।

"বালিশা বত যূয়ং বা অধর্ম্মে ধর্ম্মবৃত্তরঃ।" (ভাগ° ৪।১৪।২৩)

'বালিশা শিশুবৃত্তয়ঃ' (স্বামী) ৩ মূর্খ। (মনু ৩।১৭৬)

বালিসুন্দরী, মৎস্যবিশেষ।

বালিসূনা, বরদারাজ্যের খাড়িবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর।

বালিহন্তা (পুং) বালের্বালিনো বা বানররাজস্য হন্তা। রামচন্দ্র। [বালি দেখ।] ২ উড়ুদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ।

বালিহী, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী অতি-প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৩° ৪৭´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°১৯´ পূঃ। পূর্ব্বকালে এই স্থানের 'বাবাবৎ' বা পাপাবৎ নগরী নাম ছিল, এখানে বালিরাজা পরাজিত হইলে বালিহরী নাম হয়। পূর্ব্বে এই নগরী প্রায় ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ও শত শত দেবালয়ে শোভিত ছিল। তৎকালে জৈনতীর্থযাত্রী দলে দলে এখানে আগমন করিত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এইস্থান মহারাষ্ট্রকরে পতিত হয়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুররাজ হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভোঁসলেগণ এইস্থান বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। সিপাহীবিদ্রোহকালে রঘুনাথসিং বুন্দেলা এখানকার দুর্গ অধিকার করিয়া বসেন; কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজসৈন্য দুর্গ উদ্ধার করিয়াছিল। বর্ত্তমান নগরের চারিদিকে আম্রবন ও মতোন্নত

গিরিরাজিবেষ্টিত, নয়নমনোহর সুবৃহৎ সরোবর, সুনির্মিত বাপী ও প্রাচীন জৈন ও হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে রহিয়াছে।

বালীশ (পুং) মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। (শব্দরত্না°)

বালু (স্ত্রী) বলতেঽনেন-বলপ্রাণনে বল-উন্। ১ এলবালুক নামক গন্ধদ্রব্য। (উণাদি) ২ বালি।

বালুক (ক্লী) বালুরেব স্বার্থে কন্। ১ এলবালুক। (অমর) (পুং) ২ পানীয়ালু। (রাজনি°)

বালুকা (স্ত্রী) বালুক-টাপ্। ১ রেণুবিশেষ, চলিত বালি। পর্য্যায়—সিকতা, সিক্তা, শীতলা, সূক্ষ্মশর্করা, প্রবাহী, মহাসূক্ষ্মা, সূক্ষ্মা, পানীয়চূর্ণিকা। ইহার গুণ মধুর, শীত, সন্তাপ ও শ্রম-নাশক। (রাজনি°) [বালি দেখ।] ২ কর্কটী, কাকুড়। (জটাধর) ৩ কর্পূর। ৪ যন্ত্রবিশেষ। (শব্দচ°)

বালুকাগড় (পুং) বালুকায়াঃ গড়তীতি তস্মাৎ করতি যঃ, বালুকা—গড়ক্ষরণে পচাদ্যচ্, বালুকাজাতত্বাদস্য তথাত্বং। মৎস্যবিশেষ, চলিত বালিয়া মাছ। পর্য্যায়—সিতাঙ্ক। (হারা°)

বালুকাত্মিকা (স্ত্রী) বালুকাবদাত্মা স্বরূপো যস্যাঃ কন্, অত ইত্বং। শর্করা। (শব্দচ°) বালুকা আত্মা যস্য। (ত্রি) বালুকাময়।

বালুকাপ্রভা (স্ত্রী) বালুকানামুষ্ণরেণূনাং প্রভা যত্রাং। অত্যুষ্ণ বালুকাপরিব্যাপ্তাদস্য তথাত্বং। নরকবিশেষ। (হেম)

বালুকাময় (ত্রি) বালুকা-ময়ট্। সিকতাময়। (ভরত)

বালুকাযন্ত্র (ক্লী) বালুকায়া যন্ত্রং। ঔষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ। একটী বিতস্তি পরিমাণ পাত্রমধ্যে একটী ঔষধপূর্ণ কাচকূপিকা স্থাপন করিয়া ঐ কূপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকায় পূর্ণ করিবে। তৎপরে অগ্নিসংযোগে ঐ কূপিকাস্থিত ঔষধ পাক করিলে তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহে।

"ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকা।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্॥" (ভাবপ্র°)

বালুকাস্বেদ (পুং) বালুকাভির্বিহিতঃ স্বেদঃ। তপ্তবালুকা দ্বারা তাপ। (ভাবপ্র°) [স্বেদ দেখ।]

বালুকিন্ (ক্লী) হিঙ্গুল। (শব্দার্থচি°)

বালুকী (স্ত্রী) বলতি বালয়তি বা বল-প্রাণনে উক, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কর্কটীভেদ, পর্য্যায়—বহুফলা স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্রকুহা, কাণ্ডিকা, মূত্রলা। (রাজনি°)

বালুকেশ্বর, সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী শৈবতীর্থ। এখানে শ্রীরামচন্দ্র বালুকা দ্বারা শিবমূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। [বালুকেশ্বর মাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বালুঙ্কী (স্ত্রী) কর্কটী। (ত্রিকা°)

বালুঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটী। (শব্দরত্না°)

বালুঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটী। (শব্দরত্না°)

বালুঘর, বারেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাচীন স্থান। কাসিম-পুরের উত্তরে অবস্থিত।

বালুচর, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বালুয়া, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী বাণিজ্যস্থান। কুশী নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৫´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩´ ১´´ পূঃ। নেপাল, ত্রিহুত ও কলিকাতার সহিত এখানে নানা দ্রব্যের বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

বালুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানকার প্রাচীন রামলিঙ্গ-মন্দিরে ১০৪৭ শকে উৎকীর্ণ লিপি আছে।

বালূক (পুং) বলতে প্রাণান্ হন্তি যঃ, বল-বধে-উক। বিষ-ভেদ। (হেমচ°)

বালেন্দু (পুং) নবোদিত চন্দ্র।

বালেয় (পুং) বলয়ে উপকরণায় সাধুঃ, বলি-(ছদিরুপধিবলে-র্ঢঞ্। পা ৫।১।১৩) ইতি ঢঞ্। রাসভ।

"একছাগং দ্বিবালেয়ং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষং।
ষড়শ্বং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং যত্নাচ্চ শোষয়॥" (মার্কণ্ডেপু° ৫০।৮৫)

বলেঃ স্বনামখ্যাতস্য দৈত্যস্যাপত্যং পুমান্, বলি-ঢঞ্। ২ দৈত্যবিশেষ, বলিরাজার অপত্য। ৩ জনমেজয়-বংশোদ্ভব সুতপা রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার পাঁচপুত্র বালেয়। (হরিবংশ ৩১।৩০-৩৩) ৪ অঙ্গারবল্লরী। (বিশ্ব) ৫ চাণক্যমূলক। (রাজনি°) (ত্রি) বালায় হিতঃ বাল-ঢঞ্। ৬ মৃদু। ৭ বাল-হিত, বালকদিগের হিতকারক। (মেদিনী) ৮ তণ্ডুল। "বালেয়া-স্তণ্ডুলাঃ।" (পা ৫।১।১৩) ৮ বলিযোগ্য।

"পুষ্পং ফলঞ্চার্ত্তবমাহরন্ত্যো বীজঞ্চ বালেয়মকৃষ্টরোহি।" (রঘু ১৪।৭৭)

(ক্লী) ৯ বিতুন্নক নামক বৃক্ষত্বক্। (ভাবপ্র°)

বালেয়শাক (পুং) বালেয়ঃ বলিহিতঃ শাকঃ। ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (অমর)

বালেষ্ট (পুং) বালানাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ। ১ বদর। (রাজনি°) ৪ (ত্রি) বালকের অভিলষিত।

বালেশ্বর উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২০৬৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জরাজ্য, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বৈতরণী নদী ও পশ্চিমে কেঁউঝর, নীলগিরি ও ময়ূর-ভঞ্জের-সামন্তরাজ্য। সম্ভবতঃ বালেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

এই জেলার পূর্ব্বাংশ যেরূপ বালুকাময় পলিসমাবৃত, পশ্চিমাংশও তদ্রূপ পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ। এই অংশে বিস্তৃত শালবন দেখা যায়। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ লবণময়। এখানে একপ্রকার দেশী লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে ধান্তের চাস আছে বটে, কিন্তু সমগ্র জেলার মধ্যে কোথাও বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র নয়নগোচর হয় না। পর্ব্বতভাগ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত বনমধ্য হইতে প্রবাহিত হইয়া স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সুবর্ণরেখা, পাঁচপাঁড়া, বুড়বলঙ্গ, কাঁসবাঁশ ও বৈতরণী নদী এবং জামিরা, বাঁশ, ভৈরঙ্গী, ধামড়া, শালনদী ও মতাই শাখাই প্রধান। উক্ত নদীগুলির কোনটাই বাণিজ্যের উপযোগী নহে। সময় সময় বন্তা ও অনাবৃষ্টি হইয়া এখানে শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

এই জেলায় সমুদ্রোপকূলে সুবর্ণরেখা, সোরাটা, ছান্নুয়া, বাণেশ্বর, লৈছনপুর, চূড়ামন ও ধামড়া প্রভৃতি কএকটী বন্দর আছে। সুবর্ণরেখা নদীর মোহানায় পর্ত্তুগীজদিগের পিপ্পলি-কুঠীর ধ্বংসের পর ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিকগণ এই সুবর্ণরেখায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। নদীমুখে পলি জমিয়া যাওয়ায় সুবর্ণরেখার বাণিজ্যোন্নতি হ্রাস হইলে ১৮০৯ খৃঃ অব্দে চূড়ামন একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়াছিল। তৎপরে সোরাটা ও ছান্নুয়ার আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট কাজ হইতে থাকে। সমুদ্রতীরে খাল কাটা হওয়ায় নদীগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং মোহানাস্থ বন্দরগুলিতে স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ক্রমে ধামড়া, চাঁদবালী ও বালেশ্বর বাণিজ্যক্ষেত্ররূপে মনোনীত হয়। এখনও ঐ সকল স্থানে মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে ষ্টীমারযোগে বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় বাণিজ্য-নির্ব্বাহের জন্য এখানে এক প্রকার সমুদ্রগমনোপযোগী নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উড়িষ্যাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বালেশ্বর ইংরাজের অধিকৃত হইলেও বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ইংরাজ-সংস্রব ঘটিয়াছিল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের কন্যা এবং ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর-পত্নীকে রোগমুক্ত করায়, ডাঃ গেব্রিএল ব্রাউটন পারিতোষিক স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্ত হুগলী ও বালেশ্বরে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়াছিলেন। পিপ্পলীতে ইংরাজের বাণিজ্যের অসুবিধা হইলে বালেশ্বরে কুঠী উঠাইয়া আনা হয় এবং ঐ স্থান সুরক্ষার জন্ত এখানে দুর্গাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আফগান ও মোগলের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধকালে এবং পরে উড়িষ্যার আধিপত্য বিস্তারের জন্ত মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণের ঘোর যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও ইংরাজগণ দৃঢ়তার সহিত আত্মপক্ষরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজের বাণিজ্যোন্নতির সময় এখানে নানা জাতীয় বণিক্ ও বস্ত্রব্যবসায়িগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বুড়বলঙ্গ-নদীমুখে পলি পড়ায় ইংরাজেরা বালেশ্বরের বাণিজ্যাশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাণিজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৫৭ বর্গমাইল। বালেশ্বর, বস্তা, জলেশ্বর, বালিয়াপাল ও সোরো থানা ইহার অন্তর্গত। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও একটী বন্দর, বুড়বলঙ্গনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৩৬´ ৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৫৮´ ১১´´ পূঃ। এই নগরেই জেলার বিচারসদর স্থাপিত আছে। এখানে এখনও নানা দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী আছে।

বালেশ্বর, মলবার জেলার পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের একটী গিরিশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৭৬২ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১১° ৪১´ ৪৫´´ উঃ এবং ৭৫° ৫৭´ ১৫´´ পূঃ। এই পর্ব্বতপাদমূলে মাপিলাগণ কাফির আবাদ করিয়াছে। অপর সকলস্থানই জঙ্গলাবৃত।

বালেহল্লী, ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানকার মৈলারদেব ও মল্লিকার্জ্জুন-মন্দিরে ১০৪৯ শকের উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইতস্ততঃ আরও ১১ খানি শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

বালোত্রা, রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নূনীনদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ২১´ ১০´´ পূঃ। যোধপুর হইয়া দ্বারকাযাত্রিগণ এই নগর দিয়া ভ্রমণ করে। এখানে তাহাদের অবস্থানের জন্য একটী উৎকৃষ্ট বাজার ও ১২৫টী (গাঁথা) কূপ আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এখানে ১৫ দিন ধরিয়া একটী মেলা হয়।

বালোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ, অসংখ্য প্রাচীন মন্দির এবং খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্টিগোচর হয়। তৎকালে এখানে শৈবধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত এবং সতীর সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল।

বালোপচরণ (ক্লী) বালকের উপযোগী চিকিৎসা। বালকের উপযোগী ঔষধ।

বালোপচার (পুং) বালোপচরণ।

বালোপবীত (ক্লী) বালানাং বালকানাং উপবীতং। বালকপরিধানবস্ত্র, পর্য্যায়—পঞ্চাবট, উরস্কট। (হারাবলী) ২ দ্বিজবালকের যজ্ঞসূত্র।

বাল্‌খ, মধ্য এসিয়ার তুর্কীস্থানের অন্তর্গত আফগান-অধিকৃত একটী প্রদেশ। প্রাচীন বাহ্লিকগণ এই দেশের অধিবাসী। [বিস্তৃত বিবরণ 'বাহ্লীক' শব্দে দেখ]

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভারতের সীমা বহির্ভূত হইলেও বাল্হীকগণের সহিত বহুপ্রাচীনকাল হইতে, ভারতবাসীর এত নিকট সম্পর্ক যে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

প্রাচীন বাল্খ নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। ঐ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন হিন্দুপ্রভাবের কোন নিদর্শন্ পাওয়া যায় না, যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা মুসলমান প্রাধান্তেই স্থাপিত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ প্রায় ২০ মাইল। পূর্ব্বতন বাল্খ নগরের পার্শ্বেই নূতন নগর গঠিত হইয়াছে। নগরের তোরণদ্বার হইতে প্রাচীন নগরের উত্তর-সীমা প্রায় ১ ঘণ্টার পথ। নূতন নগরে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে পুরাতনের ভগ্নাবশেষ হইতে ক্রয় করিতে হয়। অধিবাসিগণ ধনলোভে ঐ স্থান খনন করিয়া থাকে। নূতন নগরে এখনও কতকগুলি হিন্দু দেখা যায়। উহারা মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যের জন্ম অবস্থান করিতেছে। এখানকার শাসনকর্ত্তা প্রত্যেক হিন্দু ও য়িহুদীদিগের উপর জজিয়া-কর আদায় করিয়া থাকেন। প্রত্যেক হিন্দুর কপালে তিলক চিহ্ন রাখিতে হয়। মধ্য এসিয়ার লোকে প্রাচীন বাল্খ নগরীকে 'অম্বুল-বলাদ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

নাদিরশাহের মৃত্যুর পর আহ্মদশাহ দুরাণী এই প্রদেশের শাসনভার হাজি খাঁ নামক জনৈক সেনানীর করে অর্পণ করেন। তাঁহার পুত্রের শাসনকালে বোখারাপতির উৎসাহে তথাকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়; কিন্তু তৈমুরশাহ দুরাণী সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া তাহাদের দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বোখারাপতি শাহ মুরাদ এই নগর অবরোধ করেন; কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৯৩ হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাল্খ-রাজ্য আফগানের শাসনাধীন হয়। তৎপরে দুইবর্ষকাল এই স্থান কুন্দুজের অধিপতি মুরাদবেগের শাসনাধীন থাকে। তাহার নিকট হইতে বোখারার আমীর কাড়িয়া লন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান বোখরাপতির হস্তে ছিল। তৎপরে শাহসুজার হইয়া খুরমবাসী মীরবালী এইস্থান অধিকার করে। ঐ সময় হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান কাহার অধিকারে ছিল, জানা যায় না। উক্ত বৎসরে মহম্মদ আক্রাম খাঁ বরকজৈ এই রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে এখনও এইস্থান আফগান-শাসনভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

বাল্‌তি (দেশজ) ১ হস্তভাগ্য। ২ জলপাত্রবিশেষ। টব।

বাল্বজ (ত্রি) বল্বজ-অণ্। বল্বজ তৃণসম্বন্ধীয়।

বাল্বজভারিক (ত্রি) বল্বজানাং ভারং বহতি বংশাদিত্বাৎ ঠক্। উলপতৃণ-ভারবাহক।

বাল্বজিক (ত্রি) ভারভূতান্ বল্বজান্ হরতি বল্বজ-ঠক্। (পা ৫।১।৫) ভারভূত বাল্বজহারক।

বাল্য (ক্লী) বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল-(পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। বালকের ভাব। পর্য্যায়—শিশুত্ব, শৈশব, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্যকাল।

"ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে।" (ভাবপ্র°)

স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনে এবং যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকিবে।

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।" (মনু ৫।১৪৮)

বাল্‌হক (ক্লী) বল্হিদেশে ভবঃ বাহু বুঞ্। কুঙ্কুম।

বাল্‌হায়ন (ত্রি) বল্হে জাতকং ফক্। ১ বল্হিদেশোদ্ভব। (ক্লী) হিঙ্গু।

বাল্‌হি (ক্লী) বাল্খদেশ।

বাল্‌হিক (ক্লী) বল্হি স্বার্থে ঠঞ্। ১ কুঙ্কুম। ২ হিঙ্গু। (মেদিনী) (পুং) ৩ দেশভেদ। ৪ তদ্দেশীয়। ৫ তদ্দেশনৃপ। (হরিব° ২০৬ অঃ) ৬ প্রতীপপুত্রভেদ।

বাল্‌হীক (পুং) ১ গন্ধর্ব্বভেদ। (শব্দরত্না°) ২ বসুদেবপত্নী রোহিণীর পিতা। ৩ জনমেজয়ের একপুত্র। ৪ প্রতীপপুত্রভেদ। ৫ বাল্হিক দেশের লোক।

বাবর, (জহিরুদ্দীন্ মহম্মদ) দিল্লীর মোগল-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। আমীর তৈমূরের ষষ্ঠপুরুষ অধস্তন। বাবরের পিতার নাম উমর শেখ মীর্জা, পিতামহের নাম আবু সৈয়দ মীর্জা, প্রপিতামহের নাম মহম্মদ মীর্জা, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম মীরাণশাহ এবং অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ আমীর তৈমূর। বাবরের মাতৃকুলও সামান্ত নহেন। তাঁহার মাতা কুতলগ্ খাঁ খানম্ মোগলিস্তানের অধিপতি মুনামখানের কন্তা এবং প্রসিদ্ধ চঙ্গেজ খাঁর বংশধর মাহ্মুদখানের ভগিনী।

১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী (৬ মহরম, ৮৮৮ হিজরী) বাবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে (রমজন, ৮৯৯ হিজরী) পিতার মৃত্যুর পর ফরগণারাজ্য প্রাপ্ত হন। অন্দান নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

তিনি একাদশ বর্ষকাল তাতার ও উজবেকদিগের সহিত নানাস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি নিজ রাজ্য ছাড়িয়া কাবুল অভিমুখে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক অল্পায়াসেই তিনি কাবুল, কান্দাহার ও বদক্সান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ২২ বর্ষকাল এই সকল প্রদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি

হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইল।

এ সময়ে পাঠানাধিপতি ইব্রাহিম হুসেন লোদী দিল্লীতে আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে পাণিপথক্ষেত্রে বাবরের সম্মুখীন হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রেল (৭ই রজব ৯৩২ হিজরা) বাবর পাণিপথক্ষেত্রে জয়শ্রী অর্জ্জন করিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতে মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল।

বাবর কেবল বীর নহেন, বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি অতি সুললিত তুর্কী ভাষায় সত্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'তুজক্ বাবরী' নামে খ্যাত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। অকবরের রাজত্বকালে আব্দুল রহিম খান্ খানখানান ঐ গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থে বাবরের সবিস্তার জীবনী ও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়।*

বাবরের রাজত্বকাল সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮ বর্ষ, তন্মধ্যে অন্দ্রানে ১১ বর্ষ কাবুলে ২২ এবং ভারতে ৫ বর্ষ। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর (৯৩৭ হিজরা, ৬ জমাদ) আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথমে যমুনাতীরে রামবাগ উদ্যান মধ্যে তাঁহার কবর হইয়াছিল, তথা হইতে ছয় মাস পরে কাবুলে স্থানান্তরিত হয়, এখানে তাঁহার প্রপৌত্রপুত্র শাহজহান একটী উৎকৃষ্ট মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই গোরস্থান দেখিবার জিনিব। নগর-উপকণ্ঠে গিরির উপর চারিদিকে কুসুমদাম বিকীর্ণ দেখিলে প্রকৃতই মন আকৃষ্ট হয়। তাঁহার কবরের উপর 'বহিস্ত-রোজীবাদ' অর্থাৎ স্বর্গই তাঁহার ভাগ্য এরূপ উৎকীর্ণ আছে।

বাবর মৃত্যুর পরে 'ফর্দ্দোসী-মকানী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন বাদশাহ হইয়াছিলেন। তাঁহার অপর তিন পুত্র—মীর্জা কামরান্, মীর্জা আস্করী ও মীর্জা হন্দাল।

ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, বাবর অতিশয় সুরা ও রমণীতে অনুরক্ত ছিলেন। আমোদ করিবার সময় তিনি কাবুলের নিকটস্থ তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে এক চৌবাচ্ছায় সুরাপূর্ণ করিতেন, তাঁহার উপর এইরূপ কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"দাও মধু দাও সুরা, রমণী যৌবনভরা
আর সব সুখরঙ্গ জানি আমি মিছে।
কর ভোগ হে বাবর, পার যদি নিরন্তর,
এই যৌবন গেলে চলি ফিরিবেনা পিছে।"

[মোগল ও হুমায়ুন দেখ।]

বাবাদেব (পুং) অর্পণমীমাংসানামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা।

বাবাশাস্ত্রিন্ (পুং) বয়োদয়-বিবরণ-রচয়িতা।

বাষ্কল (পুং) ঋষিভেদ। (আশ্ব° গৃহ্য° ৩।৪।৪)

বাষ্কলক (ত্রি) বাষ্কল সম্বন্ধীয়।

বাষ্কলি (পুং) ১ বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ বাষ্কলের অপত্য।

বাষ্কিহ (পুং) বষ্কিহ অপত্যার্থে অণ্। বষ্কিহের অপত্য।

বাস্ (দেশজ) ১ গন্ধ। ২ বস্ত্র। ৩ বাসস্থান বাটী।

বাস (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ।

বাসখারি, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু মথ্দুম্ আস্রফ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ঐ নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ এই নগরের স্বত্বাধিকারী।

বাসড়া (বাঁশড়া) ২৪ পরগণার সুন্দরবন বিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, বিদ্যাধরী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩১´ পূঃ। সুন্দরী কাষ্ঠবিক্রয়ার্থ এখানে বিস্তৃত হাট আছে। ফকির মুবারক গাজীর সমাধি-মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হয়। উহা 'গাজিসাহেবের মেলা' নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ গাজিসাহেব বন্যপশুদিগকে স্তম্ভিত করিয়া ব্যাঘ্রারোহণে এই জঙ্গলময় স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখনও কাঠুরিয়াগণ গাজিসাহেবের পূজা না দিয়া বনে কাষ্ঠাহরণে গমন করে না। নিকটবর্ত্তী প্রায় সকল গ্রামেই গাজিসাহেবের বেদী রচিত আছে। সেই বেদীর সমক্ষে কাঠুরিয়া বা মাঝিগণ পূজোপহার প্রদান করে এবং গাজিসাহেবের বংশধর ফকিরগণ উপস্থিত হইয়া তাহা নিবেদন করিয়া থাকে।

বাসন (দেশজ) ১ গন্ধদ্রব্য দেওয়া। ২ বস্ত্রপরিধান। ৩ কাপড়, আচ্ছাদন, আধার, পাত্র।

বাসর (দেশজ) বিবাহের পর দম্পতির প্রথম মিলনরাত্রি।

বাসা (দেশজ) ১ অস্থায়িভাবে থাকিবার স্থান। ২ নীড়, পক্ষীর বাসা।

বাসাড়িয়া (দেশজ) বাসাবাড়ীতে যাহারা অবস্থান করে।

বাসি (দেশজ) পর্য্যুষিত। ২ অস্নাতভেদ। ৩ পুরাতন।

বাসি, পঞ্জাব প্রদেশের কলসিয়া রাজ্যের একটী নগর।

বাসিতঙ্গ, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের একটী গিরিশ্রেণী ও তাহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। অক্ষা° ২১° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ২৯´ পূঃ।

---

* Translated into English by J. Leyden and Wm Erskine.

বাসিনকোণ্ডা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৮০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উচ্চ শিখরে বেঙ্কটেশ স্বামীর মন্দির বিদ্যমান আছে।

বাসিন্দা (পারসী) অধিবাসী।

বাসিম, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। দক্ষিণ হায়দরাবাদের রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২৯৫৮ বর্গমাইল। বাসিম, মঙ্গরুল ও পুষাদ তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। সমগ্র জেলা পর্ব্বতময়। পুষা, বেনগঙ্গা, কাটাপূর্ণ, অদন, কুচ, অদোল ও চন্দ্রভাগা নদী এই অধিত্যকাভূমে প্রবাহিত।

শ্রীপুর ও পুষাদের বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরাদির আলোচনা ব্যতীত এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের ইলিচপুর-বিজয়কালে এখানে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎপরে প্রায় ১৬শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান প্রায় স্বাধীনই ছিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদ সুলতানা অকবরপুত্র মুরাদের হস্তে এই স্থান সমর্পণ করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং অকবরশাহ এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন এবং বাসিমকে সরকারভুক্ত করিয়া যান।

বেনগঙ্গার উত্তর পর্ব্বতে হেটকরী (বর্গী ধাঙ্গড়) জাতির বাস। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইহারা বাসিমের চতুর্দ্দিকস্থ স্থান অধিকার করে। ইংরাজাধিকার পর্য্যন্ত ইহারা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মোগল বল তেজোহীন দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ নানা স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকেন। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এ স্থান আক্রমণ করিয়া 'চৌথ' কর সংগ্রহ করেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ফরুখশিয়রের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রগণ চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিন্‌কিলিচ্ খাঁ (নিজাম্ উলমুল্‌ক) মোগলদিগকে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্র-সহযোগে এই প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিয়া লয়েন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে নিজাম বাসিমের কতকাংশ ক্রয় করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পেণ্ডারিগণ এই জেলা লুণ্ঠন করে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানকার নায়ক নওসাজী নায়েক মুস্‌কি বিদ্রোহী হইয়া নিজামের বিরুদ্ধে উমারখেড়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি নিজ নবা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি বন্দী হইয়া হায়দরাবাদে প্রেরিত হন। এখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে নিজাম পেশবাধিকৃত উমারখেড় পরগণা প্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজামরাজকে অর্থ সাহায্য করায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই স্থান পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজের সহিত রোহিলাদিগের যুদ্ধ হয়। তৎপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় সন্ধিতে ঐ স্থান পুনরায় ইংরাজের অধিকৃত হয়।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১০৫১ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৫৮ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০° ৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১১´ পূঃ। বহুপ্রাচীন কালে বৎস নামক জনৈক ঋষি এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থান বচ্ছগুলিন্ নামে খ্যাত ছিল। এই নগরের বহির্ভাগে পদ্মাতীর্থ নামে একটী পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ বাসুকি নামক জনৈক রাজা এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। সেই মাহাত্ম্য জন্য এখনও অনেকে ঐ স্থানে স্নান করিতে আইসে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে বাসিমের দেশমুখগণ মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বহু ভূমি ও রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁসলেগণের পর এখানে নিজামরাজ সৈন্যাবাস ও টাঁকশাল স্থাপন করেন। ভোঁসলে-সেনানী ভবানী কালু প্রতিষ্ঠিত বালাজীর মন্দির ও পুষ্করিণী এখানকার দেখিবার জিনিস।

বাসিল্ (আরবী) উপস্থিত, আসা। ২ সাক্ষাৎ হওয়া।

বাসুলী, বিশালাক্ষী দেবীর চলিত নাম। বাঙ্গালার নানাস্থানে এই দেবমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। [বিশালাক্ষী দেখ।]

বাসোদা, মধ্য ভারতের ভোপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২২ বর্গমাইল। এখানকার সামন্তগণ পাঠানবংশীয় ও নবাব উপাধিধারী। ২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৩° ৫০´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫´ পূঃ। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ারাজ এই রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। পরে ইংরাজগণ উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

বাসোলি, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী ভূভাগ ও তদ্দেশের একটী নগর। হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে ইরাবতী-নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৮´ পূঃ। এই স্থান ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের অধীন হয়।

বাস্ত (ত্রি) বস্ত বা ছাগসম্বন্ধীয়। (মনু ২।৪১)

বাস্তায়ন (পুং) বস্তের গোত্রাপত্য। (পা ৪৪।১।১১০)

বাহ (পুং) বাহয়ের পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বাহু।

"অকারান্তোঽপি বাহশব্দো ভুজবাচকঃ, যথাচ বাহোহথ-ভুজয়োঃ পুমানিতি দামোদরঃ," (উজ্জ্বলদ° ১।১৮)

বাহট (পুং) একজন গ্রন্থকার। মল্লিনাথ রঘুবংশটীকায় ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

বাহড় (দেশজ) তুফান।

বাহর দেও, স্বর্ণস্তগড়ের প্রবলপরাক্রান্ত জনৈক হিন্দু রাজা। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে উলঘ খাঁর বিরুদ্ধে তিনি কএকবার ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

বাহব (পুং স্ত্রী) বাহু। (ঋক্ ২।৩৮।২)

বাহবা (হিন্দী) বিস্ময় বা উৎসাহসূচক বাক্য।

বাহলি, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। ইহার উচ্চ শিখর অক্ষা° ৩১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ পূঃ। এই পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ এবং বাহলিনগরে রামপুর ও বসহররাজের গ্রীষ্মাবাস আছে। নোষড়িখোলা নদী ইহার পাদমূল দিয়া প্রবাহিত।

বাহবি (পুং) বাহব গোত্রাপত্য। (আশ্ব° গৃ° ৩।৪।৪)

বাহা (স্ত্রী) বাহ-টাপ্। বাহু। "টাবন্তোঽপ্যয়ং বাহুর্বাহা ভুজাভুজঃ, সুবাহা ইতি বাসবদত্তায়াং সুবন্ধুপ্রয়োগঃ।"(উজ্জ্বল ১।১৮)

বাহাত্তর (দেশজ) দ্বাসপ্ততিসংখ্যা, ৭২।

বাহাত্তরঘর (দেশজ) মৌলিক কায়স্থভেদ। কায়স্থদিগের মধ্যে ৭২ ঘর সাধ্যমৌলিক। [কায়স্থ শব্দ দেখ।]

বাহাদুর (পারসী) ১ বীর, সাহসী। অধুনা রাজকীয় কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিদিগকে গবর্মেণ্ট হইতে 'বাহাদুর' এই উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

বাহাদুর খাঁ, (বাহাদুর খান্-ই-শেবানী)—দিল্লীশ্বর অকবরের প্রসিদ্ধ সচিব খান্ জমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ সৈয়দ। হুমায়ুনের পারস্য হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি বাহাদুরকে দাবরের শাসনভার দিয়া যান। কিছুদিন পরেই বাহাদুর বিদ্রোহী হইয়া কান্দাহার অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। খেলাতের শাহমহম্মদ খাঁ তখন কান্দাহারের সেনাপতি। তিনি পারস্যপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কতকগুলি কাজলবাস বাহাদুরকে আক্রমণ করিয়াছিল,—তিনি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

বাহাদুরের আচরণে দিল্লীশ্বর তৎপ্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। অকবর স্বীয় রাজত্বের ২য় বর্ষে মানকোট অধিকার করেন। এই সময় বৈরাম খাঁর অনুরোধে বাদশাহ বাহাদুরকে ক্ষমা করেন। বাহাদুর মূলতান জায়গীর পাইয়াছিলেন। পরবর্ষে মালব-জয়কালে তিনি বাদশাহ-সৈন্যের যথেষ্ট সাহায্য করেন। বৈরামের পতন হইলে মাহম-অনগার চেষ্টায় বাহাদুর 'বকীল' ও এটাবা সরকারের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। খান্-জমানের বিদ্রোহকালে তিনিও ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তিনি অকবরের আদেশে বন্দী ও শাহবাজ খান্ কম্বুর হস্তে নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় তিনিও একজন পণ্ডিত ছিলেন।

বাহাদুর খান্, খান্দেশের একজন অধিপতি। ফরুখিবংশীয় রাজা আলীখানের পুত্র। রাজা আলীখাঁ অকবরের হইয়া দাক্ষিণাত্য-নরপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি শত্রুকরে নিহত হন। এ সময়ে বাহাদুর খান্ আসীরগড়ে বন্দী ছিলেন। উচ্চ ঘরে জন্ম হইলেও তাঁহার অদৃষ্টে সুখশান্তি ভগবান্ লেখেন নাই, তিনি ৩০ বর্ষকাল বন্দিত্বভোগ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা হইলেন বটে; কিন্তু সুশিক্ষার অভাবে ও নির্বুদ্ধিতার ফলে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে দিল্লীসৈন্য আসিয়া একএকটী ক্ষুদ্রযুদ্ধের পর আসীরগড় অধিকার করিল। বাহাদুর খান্ রাজ্য হারাইলেন।

বাহাদুর খান্, অরঙ্গজেবের একজন প্রিয় সেনাপতি। ইনিই দারশেকোকে সপুত্র বন্দী করিয়া অরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ, বেহারের জনৈক শাসনকর্ত্তা, ইনি স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত করেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে দলবল সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে দিল্লীসৈন্যকে পরাভূত করিয়া শম্ভলপ্রদেশ পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বাহাদুর খাঁ সিস্তানী, মালবরাজ আবদুল্লা খাঁ উজবেগের জনৈক সহকারী সর্দ্দার। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর উজবেগ-বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, মালবরাজের সহকারী সর্দ্দারেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সম্রাটের পদানত হইল; কিন্তু বাহাদুর খাঁ সদলে যমুনা পার হইয়া অন্তর্ব্বেদী মধ্যে মোগলসেনাপতি মীর মইজ্ উল্মুল্ককে আক্রমণ করিলেন। মোগলসৈন্য পরাস্ত হইয়া কনৌজাভিমুখে পলায়ন করে। তৎপরে খাঁ জমানের বিদ্রোহ দমনার্থ অকবরশাহ গাজিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলে বাহাদুর খাঁ সুযোগ বুঝিয়া জৌনপুর অধিকার করিলেন। অকবর বাহাদুর খাঁর ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য জৌনপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া বাহাদুর বারাণসীতে পলাইয়া গেলেন এবং তথা হইতে সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাহাদুর গিলানী, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী রাজবংশের অধঃপতন সময়ে (১৪৭৩-১৪৮৯) যখন বিজাপুর, জুন্নর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তাগণ স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বাধীনতালাভ ও স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন কোঙ্কণপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর গিলানীও স্বাধীনতালাভের চেষ্টা পান।

তিনি বিদ্রোহী হইয়া বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করেন। শঙ্খেশ্বরে নিজ রাজপাট স্থাপন করিয়াই তিনি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে মিরাজ ও জামখণ্ডি জয় করিলেন। তৎপরে কোঙ্কণ উপকূলে নৌসেনা রক্ষার জন্য চেষ্টা করায় ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহ্মুদ-বেগের উদ্যোগে বিজাপুররাজ য়ুসুফ আদিল খাঁ মাহ্মুদ শাহের সাহায্যে গিলানী মিরাজে পরাজিত ও নিহত হন। জামখণ্ডি ও শঙ্খেশ্বর মাহ্মুদশাহের হস্তগত হইয়াছিল। বেলগাম প্রভৃতি তাঁহার সম্পত্তিসমূহ জৈন্-উল্মুল্ককে প্রদত্ত হয়।

বাহাত্বর খাঁ নাহর, রাজপুতনার অন্তর্গত মেবাত প্রদেশের খাঁজাদা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৈমুরের দিল্লী আক্রমণের পূর্ব্বে ও পরে তিনি দিল্লীরাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ফিরোজশাহ তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে নাহর উপাধি দেন। ফিরোজাবাদের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে পর্ব্বতপাদমূলস্থ কোটিলা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই নগররক্ষার জন্য পর্ব্বতোপরি তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে (৭৯১ হিঃ) তিনি ফিরোজাবাদ অধিকার করেন। পরে রাজপুত্র আবুবকরের সাহায্যে তিনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আবুকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্তু মহম্মদ পুনরায় দিল্লীসিংহাসন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলে আবু বক্র পরাভূত হইয়া মেবাতে বাহাদুরের নিকট আশ্রয়লাভ করেন। ৭৯৩ হিঃ মহম্মদ মেবাত আক্রমণপূর্ব্বক বাহাদুরকে পরাস্ত ও আবু-বক্রকে বন্দী করিয়া লইয়াছিলেন। বাহাদুর নাহর ক্ষমা প্রার্থনা করায় সুলতান রাজবেশ প্রদানে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ৭৯৫ হিঃ (১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে) বাহাদুর পুনরায় দিল্লীদ্বার পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। ইহাতে মহম্মদ ক্রুদ্ধ হইয়া মেবাত আক্রমণ ও কোটিলা অধিকার করিলেন। (এই যুদ্ধ-সংবাদ কোটিলার জুম্মা মসজিদের শিলাফলকে বর্ণিত আছে।) বাহাদুর খাঁ ঝরকা ফিরোজপুরে পলাইয়া যান। সুলতান মাহ্মুদ আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে, তিনি দিল্লীদুর্গের রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন।

প্রবাদ, বাহাদুর নাহর তাঁহার হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী শ্বশুর রাণা জয়্দাস কর্তৃক নিহত হন। তদীয় পুত্র আলাউদ্দীন খাঁজাদা মাতামহকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। কোটিলার জুম্মা মসজিদে এখনও বাহাদুরের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ইনি আলবারের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বস্থ বাহাদুরপুর নগর স্থাপন করেন।

বাহাত্বরগঞ্জ, উঃ পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাহাত্বরখেল, পঞ্জাবপ্রদেশের কোহাট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩৩° ১০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৯´ ১৫´´ পূঃ। ইহার দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বত শ্রেণীতে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। ঐ লবণখনির জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। কাবুল, বলুচিস্থান, দেরাজাত, সিন্ধু ও ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নগরেই এই লবণ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

বাহাত্বর গড়, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্বে ইহা একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যের রাজ-ধানী ছিল। অক্ষা° ২৮° ৪০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৭৫´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর সরফাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ ২য় আলমগীর ২৫ খানি গ্রাম সমেত এই নগর বাহাদুর খাঁ নামক জনৈক বলুচ সর্দ্দারকে দান করেন। উক্ত সেনানী একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া এই-স্থানকে স্বনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়ারাজ এইস্থান অধিকার করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঝজ্জ-রের নবাবভ্রাতা ইস্মাইল খাঁ লর্ড লেকের অনুগ্রহে এই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হন। উক্ত নবাববংশ এখানে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ নবাব বাহাদুর জঙ্গ্ খাঁ ইংরাজ বিপক্ষে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় এইস্থান তাঁহার শাসনচ্যুত করা হয়। পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

বাহাত্বর নিজামশাহ, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগরস্থ নিজামশাহী রাজবংশের (১০ম) শেষ রাজা। তিনি নিজাম উল্মুল্ক উপাধি ধারণ করেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় পিতা ইব্রাহিম নিজামশাহের মৃত্যুর পর আহ্মদনগরের সিংহাসন লইয়া গোল-বাধে। বাহাদুর অকবরপুত্র মুরাদকে আপনার সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। মুরাদ উপনীত হইলে তিনি নগররক্ষার ভার চাঁদবিবি ও নাশির খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সম্রাট্-পুত্র মুরাদ আহ্মদনগর অবরোধ করিয়া বসিলেন। বীরোচিত সাহসে ভর করিয়া চাঁদবিবি রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। কিছুতেই অবগুণ্ঠনবতী চাঁদবিবিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় মুরাদ সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিমর্ম্মে তিনি চাঁদবিবির নিকট হইতে কিছু টাকা ও বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধিপত্রানুসারে বাহাদুরশাহ চাবন্দের কারাগার হইতে আনীত হইলেন। চাঁদবিবি বিশেষ অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন; কিন্তু নিজ প্রিয়ামাত্য মহম্মদ খাঁকে মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া সুলতানা বড়ই নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। মহম্মদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাঁদের প্রভুত্ব হ্রাস হইতেছিল। উক্ত বৎসরে মহম্মদের দমনার্থ ইব্রাহিম আদিলশাহ চাঁদের প্রার্থনামত সোহেল-খাঁকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। চারিমাস দুর্গাবরোধের পর মহম্মদ সুলতানার পদাশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে নেহঙ্গ খাঁ মন্ত্রী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য আহ্মদনগর জয় করিয়া বাহাদুরকে সপরিবারে গোয়ালিয়র-দুর্গে আবদ্ধ রাখেন, এখানেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাহার পর দুএকজন নামে মাত্র রাজা হইয়াছিলেন।

[চাঁদবিবি, অকবর ও নিজামশাহী শব্দ দেখ।]

বাহাদুরপুর, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নিম্ন বরাকনদীতটে মাননদীর মোহানার সমীপদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ১৩´ ৪৫´´ পূঃ। এখানে ধান্যাদির সামান্য বাণিজ্য আছে।

বাহাদুর শাহ, বঙ্গের জনৈক আফ্গান শাসনকর্ত্তা। মাহ্মুদ শাহের পুত্র। ৫ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্বের পর তিনি ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে সেলিম শাহ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন।

বাহাদুর শাহ, (সুলতান) গুজরাতের শাসনকর্ত্তা। ২য় মুজঃফর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যু সময়ে জৌনপুরে অবস্থিত থাকায়, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাহ্মুদ শাহ জ্যেষ্ঠ সিকেন্দর শাহকে হত্যা করিয়া রাজা হন। বাহাদুর এই সংবাদে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মাহ্মুদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি মালব জয় করিয়া তথাকার রাজা সুলতান ২য় মাহ্মুদকে বন্দী ও হত্যা করিয়াছিলেন। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হুমায়ুন কর্ত্তৃক তিনি মালবে পরাজিত হন এবং সম্রাটের হস্তে স্বীয় মালব রাজ্য সমর্পণ করিয়া কাম্বে অভিমুখে পলায়ন করেন। এখানে আসিয়া তিনি শুনিলেন যে, দীউদ্বীপের অনতিদূরে একখানি য়ুরোপীয় বহর অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের নৌসেনাপতিকে হত্যামানসে সসৈন্যে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে পর্ত্তুগীজদিগের অস্ত্রাঘাতে তিনি হতচেতন হইয়া সমুদ্রের শীতলক্রোড়ে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সমাধি লইয়াছিলেন। ২০শ বর্ষ বয়সে রাজ্যাধিকারী হইয়া তিনি ১১ বর্ষকাল রাজত্ব করেন; সুতরাং ৩১ বৎসরেই এই যুবককে জীবলীলা শেষ করিতে হয়।

বাহাদুর শাহ ১ম, (শাহ আলম্ বাদশা) মোগল-সম্রাট্ ১ম আলমগীরের দ্বিতীয় পুত্র। আমীর তৈমুর হইতে দ্বাদশ পুরুষ অধস্তন। (১০৫৩ হিঃ) বুর্হানপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুবরাজ মুয়াজিম বা কুতুব উদ্দীন্ শাহ আলম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১১১৪ হিঃ, তদীয় পিতার আহ্মদাবাদে মৃত্যুর সময় তিনি কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজম শাহ অবসর পাইয়া রাজধানীতে আপনাকে ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ওদিকে যুবরাজ মুয়াজিমও কাবুলে থাকিয়াই বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃত রাজদণ্ড লইয়া উভয় ভ্রাতায় বিবাদ বাধিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জম হইতে লাগিল। আগ্রার সমীপবর্ত্তী ধোলপুরে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইয়া ১১১৯ হিঃ ঘোরতর যুদ্ধে রাজপুত্র আজম ও তাঁহার দুই পুত্র বেদার বখৎ ও বালাজার মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া ৫ বৎসরকাল রাজ্য শাসন করেন। উজীর মুনাইম খাঁ প্রভৃতির সাহায্যে তিনি দিল্লী, আগ্রা, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করেন। 'শাহ আলম বাহাদুরশাহ' নামে তিনি মুদ্রাঙ্কন করিয়া খুৎবা পাঠ করান। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে রাজপুত্র মহম্মদ কামবক্স স্বীয় অধিকারচ্যুত হন। ইহাতে জুলফিকার খাঁর প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় এবং তাঁহার যত্নে মহারাষ্ট্রপতি সরদেশমুখী লইবার জন্য আবেদন করেন।

তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১১২১ হিঃ) গুরু গোবিন্দের মৃত্যুতে উত্তেজিত হইয়া শিখগণ বান্দার অধীনে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু খাঁ খানানের যত্নে পঞ্জাবপ্রদেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পাঁচবৎসর রাজত্বের পর বাহাদুর শাহ ৭১ বৎসর বয়সে লাহোর-নগরে দেহত্যাগ করেন। খ্বাজা কুতব উদ্দীনের কবরের পার্শ্বে তাঁহার সমাধি হয়। ঐ সমাধিমন্দির 'খুলদ্ মঞ্জিল' নামে খ্যাত। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে জাহান্দর শাহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাহাদুরশাহ ২য়, দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট্। ইহার পূর্ব্ব নাম—আবুল মুজঃফর সিরাজ উদ্দীন্ মহম্মদ বাহাদুর শাহ। ২য় অকবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম লালবাঈ। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুত্থানে মোগলবল দিন দিন অবলয় হইতেছিল। বাহাদুর মহারাষ্ট্রহস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ছিলেন। কবির ভীরুতাই স্বভাবসিদ্ধ। তিনি পারস্য ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উর্দ্দু কবিতা লেখার জন্য তিনি বিদ্বৎসমাজ হইতে 'জাফর' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার

রচিত দিবান্ অনেক পাওয়া যায়। কবিত্বরসে নিমজ্জিত থাকিয়া তিনি রাজকীয় সকল কার্য্যই ভুলিয়া যাইতেন। সিপাহীযুদ্ধের সহযোগিতা ভিন্ন তাঁহার জীবনে আর বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীযুদ্ধের অবসানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজের নজরবন্দী হইয়া কলিকাতায় আনীত হন। পরে তথা হইতে মেগেরা জাহাজে (H. M. S. Megera) আরোহণপূর্ব্বক তিনি সপরিবারে রেঙ্গুন নগরে নজরবন্দীরূপে অবস্থানার্থ আগমন করেন। নিজ ভরণপোষণের জন্ম তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট মাসিক লক্ষটাকা বৃত্তি পাইতেন। এখান হইতেই ভারতে তৈমুরবংশের রাজ্য লোপ হয়। তদীয় পুত্র মীর্জা মোগল ও মীর্জা খাজা সুলতান এবং পৌত্র মীর্জা আবু বক্‌র বিদ্রোহে যোগদান করায় ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শাহ স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

বাহাদুর সিংহ রাও, অন্তর্ব্বেদীয় গুর্জরবংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। খাসেরা ও কোএল প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি বিনাদোষে নবাব সফ্‌দর জঙ্গের উচ্ছেদ সাধন করায় সম্রাট্ ইহার প্রতিবিধান জন্ম সূর্য্যমল্ল জাটকে প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার রাজ্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে আদেশ দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জাটরাজ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। সুজনচরিতকাব্যে এই বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

বাহাদুর শাহ, আহ্মদাবাদের শেষ মুসলমান রাজা। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলদিগের নিকট হইতে সুরাট কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মোগলসৈন্যের নিকট পরাভূত হইয়া পড়েন। ইহার অধিকারকালে ইংরাজগণ আহ্মদাবাদে বাণিজ্য করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন।

বাহাবা, (দেশজ) ১ বিস্ময় বা উৎসাহসূচক বাক্য। ২ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে।

বাহাবলপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। ইংরাজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেণ্টের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১৫ হাজার বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৮৮০ বর্গমাইল স্থান মরুদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিমে সিন্ধু ও শতদ্রুনদী প্রবাহিত। এই রাজ্যের মধ্যভাগের প্রায় ২০ মাইল স্থান অধিত্যকা ভূমি।

বাহাবলপুর নগরে লুঙ্গী, সুফি প্রভৃতি রেশমীবস্ত্র বয়নের কারবার আছে। নীল, তুলা ও ধান্যাদি শস্যই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। স্থানীয় চাষবাসের সুবিধার জন্ম নানাস্থানে খাল কাটা হইয়াছে। ইণ্ডাস্ ভেলী ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া বিস্তৃত আছে।

দুরানী-সাম্রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা ও শাহ সুজার কাবুল হইতে পলায়ন সময়ে এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। পঞ্জাবে রণজিত সিংহের অভ্যুদয়ে ভীত হইয়া, এখানকার নবাব বহাবল খাঁ ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধিতে রণজিৎ শতদ্রুর দক্ষিণ সীমান্তর্গত স্থানসমূহে অধিকারী থাকিতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধি করেন। পুনরায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাহ সুজার কাবুলসিংহাসনারোহণক্রমে বাহাবলপুররাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, গবর্মেণ্ট বিপদে আপদে নবাবের সহায়তা করিবেন এবং নবাবও আবশ্যকমতে ইংরাজের অধীন থাকিয়া ইংরাজবৈরীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবেন। নবাববংশধরগণ এখানকার একমাত্র অধিকারী থাকিবে। গবর্মেণ্ট শাসন সম্পর্কে কোনবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

প্রথম আফ্‌গানযুদ্ধে তিনি ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মুলতান-যুদ্ধে তিনি সেনানী সর্ হার্বার্ট এডওয়ার্ডিসের সহযোগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ গবর্মেণ্ট হইতে তিনি সব্জলকোট ও ভোঙ্গপ্রদেশ এবং যাবজ্জীবন লক্ষটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছানুসারে ৩য় পুত্র রাজা হন; কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইংরাজাশ্রয় লাভ করিয়া ঐ ৩য় পুত্র বাহাবলপুরের রাজস্ব হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ইংরাজের নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় তিনি লাহোরদুর্গে আবদ্ধ হন। এখানে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

জ্যেষ্ঠের যথেচ্ছাচার ও উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া প্রজাগণ ১৮৭৩ ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হয়। নবাব বীরোচিত সাহসে দুই বারই বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ষড়যন্ত্রকারীরা বিষপ্রয়োগে তাঁহার নিধনসাধন করে। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার চারিবর্ষ বয়স্ক পুত্র সাদিক মহম্মদ খাঁ রাজা হন। বালক রাজার রাজত্বে এবং পূর্ব্ব বিদ্রোহে রাজ্যমধ্যে বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যনাশের আশঙ্কায় স্বহস্তে বালকের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নবাবপুত্র সাবালক

হইলে ইংরাজরাজ তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮-৮০ খৃষ্টাব্দের আফ্‌গান যুদ্ধ সময়ে এই নবাব অর্থ ও সৈন্যবলে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ইঁহারা ইংরাজরাজের নিকট ১৭টী মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না। ইঁহাদের সেনাবল ১২টী কামান, ১০০ কামানবাহী, ৩০০ অশ্বারোহী ও প্রায় ২॥০ হাজার পদাতিক।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের রাজধানী। শতদ্রু নদীর ১ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৭´ পূঃ। এই নগরের চারিধার মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এখানকার নবাবপ্রাসাদই দেখিবার জিনিস। রাজপ্রাসাদের ছাদ হইতে বিস্তানিরের বহুক্রোশব্যাপী মরুদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বাহাদুরী (পারসী) বীরত্ব। বাহাদুরের কার্য্য।

বাহাদুরীকাঠ (দেশজ) বৃহৎ কাষ্ঠভেদ।

বাহানা (পারসী) ১ ছল, ওজর। ২ বায়না, বৃথা চাওয়া।

বাহার (পারসী) ১ বসন্তকাল। ২ সৌন্দর্য্য, চটক।

বাহাল্ (পারসী) ১ কার্য্যে নিযুক্ত। ২ পূর্ব্বাবস্থা।

বাহাবাহবি (অব্য) বাহুভির্বাহুভিঃ প্রবৃত্তং যদ্যুদ্ধং তৎ। বাহুদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ। (মুগ্ধবোধব্যা°)

বাহিক, ইরাবতী নদীর আপগাশাখাপ্রবাহিতপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। মহাভারতে লিখিত—বাহিক নামক দস্যুর বাসস্থান বিতস্তাতীরভূমি বাহিক দেশ বলিয়া কথিত।

বাহির্ (দেশজ) বহিস্।

বাহিরফট্‌কা (দেশজ) বৃথা আড়ম্বর।

বাহির্বৈদিক (ত্রি) বেদীর বাহিরে স্থিত।

বাহীক (ত্রি) ১ বহিস্। ২ বাহ্য। ৩ পঞ্চনদের লোকসম্বন্ধীয়।

বাহু (পুং স্ত্রী) বাধতে শত্রূনিতি বাধ (অর্জিদৃশিকম্যমিপংসিবাধামৃজিপশিতুকধুক্ দীর্ঘহকারশ্চ। উণ্ ১।২৮) ইতি কুপ্রত্যয়োহন্তস্য হকারাদেশশ্চ। কক্ষাদ্যঙ্গুল্যগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব বিশেষ, কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব। পর্য্যায়—ভুজ, প্রবেষ্ট, দোষ, বাহ, দোষ্। (শব্দরত্না°) বৈদিক পর্য্যায়—আয়তী, চ্যবনা, অভীশু, অপ্রবানা,বিনংগৃসৌ, গভস্তী,কবস্নৌ, বাহু, ভুরিজৌ, ক্ষিপস্তী, শক্বরী, ভরিত্রে। (বেদনিঘণ্ট্ ২ অঃ) নৃপত্বসূচক বাহুলক্ষণ—"নির্ম্মাংসৌ চৈব ভগ্নাস্থৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ। আজানুলম্বিনৌ বাহু বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে॥"(গরুড়পু° ৬৩ অঃ)

২ কূর্পরের অধোভাগ।

বাহুক (পুং) নলরাজা। পর্য্যায়—পুণ্যশ্লোক, অশ্ববিদ্, নৈষধ। [দময়ন্তী ও নল দেখ।] ২ কৌরব্যকুলোদ্ভব নাগভেদ।

(ভারত ১।৫৭।১৩)

বাহুকর (ত্রি) হস্ত দ্বারা কর্ম্মকারী।

বাহুকুণ্ঠ (ত্রি) বাহৌ বাহ্বোর্বাবয়বয়োঃ কুণ্ঠঃ। কুণ্ঠিত বাহুযুক্ত, চলিত হুলো, পর্য্যায়—কুম্প, দোর্গড়ু। (জটাধর)

বাহুকুন্থ (পুং) বাহুরিব কুন্থতি আচরতীতি বাহু-কুন্থ পচাদ্যচ্। পক্ষ।

'গরুৎপক্ষচ্ছদাঃ পত্রং পতত্রঞ্চ তনূরুহম্।
দেহধির্দেহকোষশ্চ বাহুকুন্থশ্চ কথ্যতে॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

বাহুকুলেয়ক (ত্রি) বহুকুলে জাতঃ (অপূর্ব্বপদাদন্যতরস্যাং যৎ ঢকঞৌ। পা ৪।১।১৪০) ইতি ঢকঞ্। বহুকুলজাত।

বাহুক্ষদ (ত্রি) বাহুদ্বারা খণ্ডকারী। "বাহুক্ষদঃ শরবে পত্যমানান্" (ঋক্ ১০।২৭।৬) 'বাহুক্ষদঃ বাহুভির্যজমানাচ্ছকলীকুর্ব্বতঃ' (সায়ণ)

বাহুগুণ্য (ক্লী) ১ বহুগুণশালিতা। ২ বাহুল্য।

বাহুচ্যুৎ (ত্রি) বাহুত্তা।

বাহুচ্যুত (ত্রি) বাহু হইতে প্রচ্যুত।

বাহুজ (পুং) ব্রহ্মণো বাহুভ্যাং জায়তে যঃ, বাহু-জন-ড। ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মার বাহু হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এইজন্য ইহারা বাহুজ।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যঃ স্মৃতঃ।
ঊরুস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽভ্যজায়ত॥" (শ্রুতি)

২ কীর। ৩ স্বয়ং জাততিল। ৪ তোতাপাখী। ৫ বাহুজাত।

বাহুজন্য (ত্রি) বাহুজ।

বাহুজূত (ত্রি) বাহু দ্বারা শত্রুপ্রেরক।

'বাহুঃ প্রেরকঃ শত্রূণাং যস্য তাদৃশঃ' (সায়ণ)

বাহুজ্যা (স্ত্রী) ভুজজ্যা Cord of an arc, Sine.

বাহুতা (অব্য) বাহুমূলে।

বাহুত্রাণ (ক্লী) ত্রৈ-ত্রাণে-ল্যুট্, বাহ্বোস্ত্রাণং যস্মাৎ। অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থ (বাহুযুক্ত) লৌহাদি। পর্য্যায়—বাহল। (হেম)

বাহুদন্তক (পুং) বহবশ্চত্বারো দন্তাঃ যস্য কপ, ঐরাবতঃ উপচারাৎ ইন্দ্রঃ, তেন প্রোক্তমণ্। পুরন্দরপ্রোক্ত পঞ্চসহস্রাত্মক নীতিশাস্ত্রভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৫৯ অঃ)

বাহুদন্তিন্ (পুং) বহবো দন্তা যস্য, স বহুদন্ত ঐরাবতঃ স এব বাহদন্তঃ, স্বার্থে অণ্, বাহুদন্তোঽস্যাস্তীতি ইনি। ইন্দ্র।

(ভূরিপ্রয়োগ)

বাহুদন্তেয় (পুং) বহুদন্তশ্চতুর্দ্দন্ত ঐরাবতস্তস্য ইতি ততো ঠ। ইন্দ্র। (হেম)

বাহুদা (স্ত্রী) বাহু দত্তবতী যা বাহু-দা (আতোঽনুপসর্গেতি। পা ৩।২।১) ইতি ক, লিখিতস্য মুনের্বাহুপ্রদানাৎ তন্নামত্বাৎ। নদীবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—বাহুদানদীর অনতিদূরে

শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমে বাস করিতেন। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে গমন করেন। তপোধন শঙ্খ তখন আশ্রমে ছিলেন না। লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া তথায় বৃক্ষ হইতে সুপক্ক ফল সকল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্খ আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফলভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—তুমি এই ফল কোথায় পাইয়াছ? তখন লিখিত কহিলেন, আমি ঐ সকল বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছি। ইহাতে শঙ্খ কুপিত হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফলগ্রহণ করিয়া চোরের কর্ম্ম করিয়াছ। অতএব রাজার নিকটে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড ভোগ কর। তখন লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে সুদ্যম্ন রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ফলভক্ষণপূর্ব্বক চোরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন। ইহাতে সুদ্যম্ন কহিলেন, রাজা অপরাধীর প্রতি যেমন দণ্ডবিধান্ করেন, সেইরূপ আবার তাহার দোষ মার্জ্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পূতস্বভাব, অতএব আমি আপনার দোষ মার্জ্জনা করিলাম।

সুদ্যম্নের এই কথায় লিখিত সন্তুষ্ট না হইয়া বারংবার দণ্ডের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন সুদ্যম্ন লিখিতের বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া সমুচিত দণ্ডপ্রদান করিলেন। লিখিত এইরূপে দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শঙ্খের নিকট আসিয়া কহিলেন, ভূপতি আমাকে এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন, এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন শঙ্খ কহিলেন, আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই, তোমাকে ধর্ম্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এখন তুমি এই নদীতে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগকে তর্পণ কর। লিখিত তাঁহার আদেশানুসারে নদীতে স্নান করিয়া যেমন তর্পণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার পুনরায় হস্তের উদ্ভব হইল। এই নদীতে স্নান করিয়া শঙ্খের তপঃপ্রভাবে লিখিতের হস্ত পুনরুদ্ভূত হইয়া ছিল বলিয়া ইহা বাহুদা নামে বিখ্যাত হয়।

লিখিত ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, আপনার তপঃপ্রভাবে আমি পুনরায় হস্ত প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু আপনি রাজসন্নিধানে না পাঠাইয়া স্বয়ংই আমাকে পবিত্র করিলেন না কেন? ইহাতে শঙ্খ কহিলেন, তুমি পাপ করিয়াছ, রাজার নিকটে পাঠাইয়াছি, রাজাই তাহার দণ্ডবিধান করিবেন, তোমার দণ্ডবিধানে আমার কোনই অধিকার নাই। এখন তুমি ও রাজা উভয়ই পবিত্র হইয়াছ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩, ২৪ অঃ)

হিমালয় হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। হরিবংশে লিখিত আছে,—প্রসেনজিৎ রাজার গৌরী নামে এক পত্নী ছিল, স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেওয়ায় গৌরী 'বাহুদা' নদীরূপে পরিণত হয়।

"লেভে প্রসেনজিদ্ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাং।
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী বৈ বাহুদা কৃতা॥" (হরিবংশ ১২।৫)

২ পুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ নৃপতির পত্নী। (ভারত ১৯৫।৪২)

(ত্রি) ৩ বহুদাত্রী, বহুবিধ দানকারিণী।

বাহুপাশ (পুং) ১ বাহু দ্বারা যুদ্ধকৌশলভেদ। ২ বাহুশৃঙ্খল।

বাহুবল (ক্লী) বাহ্বোঃ বলং। হস্তবল, ভুজবল।

"নির্ভয়স্তু ভবেদ্ যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।" (মনু ৯।২৫৫)

বাহুবলি (পুং) গিরিভেদ।

বাহুবলিন্ (ত্রি) বাহুবলশালী।

বাহুবাধ (পুং) জনপদভেদ।

বাহুভাষ্য (ক্লী) বহুভাষণশীলতা।

বাহুভূষা (স্ত্রী) বাহ্বোর্ভুজয়োর্ভূষা ভূষণং। কেয়ূর। (হেম) বাহুভূষণ মাত্র।

বাহুভেদিন্ (পুং) বাহুং ভিনত্তীতি বাহু-ভিদ্-ণিনি। বিষ্ণু। (ভূরিপ্র°) (ত্রি) ২ বাহুভেদক।

বাহুমৎ (ত্রি) বাহুযুক্ত।

বাহুমাত্র (ত্রি) বাহুঃ প্রমাণমস্য বাহু-মাত্রচ্। বাহুপরিমাণ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৩।৩৭)

বাহুমিত্রায়ণ (পুং) বহুমিত্রের গোত্রাপত্য।

বাহুমূল (ক্লী) বাহ্বোর্মূলং। কক্ষ, বগল।

"কাপি কুন্তলসংব্যান-সংযমব্যপদেশতঃ।
বাহুমূলং স্তনৌ নাভি-পঙ্কজং দর্শয়েৎ স্ফুটং॥" (সাহিত্য° ৩।১২৩)

বাহুযুদ্ধ (ক্লী) বাহ্বোর্জাত্যাং বা যুদ্ধং। ভুজদ্বারা সংগ্রাম, মল্লযুদ্ধ, পর্য্যায়—নিযুদ্ধ। সঙ্কট, কঙ্কট, করঘর্ষণজ ও কিণ প্রভৃতি বাহুযুদ্ধ অনেক প্রকার। ইহা কতকটা কুস্তির মতন।

"ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুম্ভান্তরস্থিতঃ।
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈস্ত্রিদশারিণা॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৩।১৩)

মহাভারতে বিরাটপর্ব্বে ১২ অঃ ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

[মল্লযুদ্ধ দেখ।]

বাহুযোধ, বাহুযোধিন্ (পুং) মল্ল।

বাহুল (ক্লী) বহুল-অণ্। ১ বহুলতাব, বাহুল্য। ২ বাহুত্রাণ। (পুং) বহুলানাং কৃত্তিকানাময়ং স্বামী অণ্। ৩ অগ্নি। (শব্দরত্না°)

বহুলা কৃত্তিকা তয়া যুক্তা পৌর্ণমাসী বাহুলী, বাহুলী পৌর্ণমাসী যস্মিন্। মাস্মিন্ পৌর্ণমাসীত্যণ্। ৪ কার্ত্তিক মাস। (অমর) বহুলেন নির্বৃত্তং; অণ্। (ত্রি) ৫ বহুদ্বারা সাধ্য।

বাহুলক (ক্লী) বহুলেন বহুলগ্রহণেন নির্বৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাৎ অণ্ সংজ্ঞায়াং কন্। ব্যাকরণোক্ত সর্ব্বোপাধিরহিত বিধানাদি। ব্যাকরণে বাহুল্যে প্রত্যয়াদি হয়।

"ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদপ্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্বিভাষা ক্বচিদন্যদেব।
বিধের্বিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চাতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥"
(ব্যাক° পরি°)

স্থানে স্থানে বিধির বিধান বিবিধ দেখিয়া বাহুলক বিধি চারিপ্রকার কথিত হইয়াছে। যথা—কোন স্থলে প্রবৃত্তি, কোথাও অপ্রবৃত্তি, কোথাও বিভাষা এবং কোথাও বা ইহার অন্যথা। বাহুলক অর্থাৎ বাহুল্য বিধান বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে।

বাহুলগ্রীব (পুং) ময়ূর।

বাহুলতা (স্ত্রী) বাহুরেব লতা। রূপককর্ম্মধা°। বাহুরূপ লতা। এ স্থলে বাহুতে লতার আরোপ করায় রূপক সমাস হইল।

বাহুলতিকা (স্ত্রী) বাহুরেব লতিকা। বাহুলতা।

বাহুলেয় (পুং) বহুলানাং কৃত্তিকাদীনামপত্যং পুমান্ বহুলা-ঢক্। কার্ত্তিকেয়। (অমর)

বাহুল্য (ক্লী) বহুল-ষ্যণ্। আধিক্য, প্রাচুর্য্য, বহুলতা।

বাহুবীর্য্য (ক্লী) বাহ্বোঃ বীর্য্যং। বাহুবল, ভুজবল।

"ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ।" (মনু ১১।৩৪)

বাহুযুক্ত (পুং) বাহুদ্বারা যুক্ত দর্ভ। (ঋক্ ৫।৪৪।১২)

বাহুব্যায়াম (পুং) বাহু দ্বারা নানা কৌশল।

বাহুশর্দ্ধিন্ (ত্রি) বাহুভ্যাং শর্দ্ধয়তি অভিভবতীতি (সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ইতি ণিনি। বাহুবলযুক্ত। "বাহুশর্দ্ধ্যুগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা" (ঋক্ ১০।১০৩।৩) 'বাহুশর্দ্ধী শর্দ্ধোবলং, বাহ্বোর্বলং বাহুবলং তদ্বান্ মত্বর্থীয় ইনিঃ।' (সায়ণ)

বাহুশাল (ত্রি) বৃক্ষভেদ। [বহুশাল দেখ।]

বাহুশালিন্ (ত্রি) বাহুভ্যাং শালতে তদ্বিক্রমাধিক্যেন শ্লাঘতে শাল-ইনি। ১ বাহুবীর্য্যাধিক্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। (পুং) ২ শিব। ৩ ভীম। ৪ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। ৫ দানবভেদ। ৬ রাজপুত্রভেদ।

বাহুশিখর (পুং) স্কন্ধ।

বাহুশ্রুত্য (ক্লী) বহু বিজ্ঞতা।

বাহুশোষ (পুং) তন্নামক বাতব্যাধি। ইহার লক্ষণ—

"অংসদেশস্থিতো বায়ুঃ শোষয়েদংসবন্ধনং।
অংশবন্ধনশোষঃ স্যাদ্বাহুশোষঃ সবেদনঃ॥" (মাধব নিদান)

বায়ু অংসদেশে থাকিয়া অংসবন্ধনকে শুষ্ক করে, তখন বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ হয়। [বাতব্যাধি দেখ।]

বাহুসম্ভব (পুং) বাহু ব্রহ্মবাহু সম্ভবোঽস্য। বাহুজ ক্ষত্রিয়। (হেমচ°) (ত্রি) ২ বাহুজাতমাত্র।

বাহুসহস্রভৃৎ (পুং) বাহুনাং সহস্রং বিভর্ত্তীতি কিপ্ (হ্রস্বস্য পিতিকিতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুক্ চ। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। (ত্রিকা°) পরশুরাম পরশুদ্বারা ইহার সহস্রবাহু ছেদ করিয়াছিলেন। প্রভাতে ইহার নাম স্মরণে সকলপ্রকার দুর্গতি খণ্ডে ও মহাপাতক নাশ হয়।

"কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
[কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেখ।]

বাহূবাহবি (অব্য°) বাহুভির্বাহুভির্যৎ যুদ্ধং বৃত্তং। বাহুদ্বারা যে যুদ্ধ হয়, চলিত হাতাহাতি। (মুগ্ধবোধব্যা°)

বাহ্মণগাঁও, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮ বর্গমাইল।

বাহ্মণীবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটী মুসলমান রাজবংশ। ১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গুল, বিজয়নগর ও দ্বারসমুদ্রের হিন্দুরাজগণ একত্র হইয়া দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিলেন দেখিয়া, দৌলতাবাদের মুসলমান শাসনকর্ত্তা অন্যান্য মুসলমান অমাত্যগণের সহিত একযোগে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুগলকের অধীনতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বাধীনতা-ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুলবর্গা (আসনাবাদ) নগরে তাঁহার রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত দৌলতাবাদ রাজপ্রতিনিধি হসন বাল্যাবস্থায় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। গঙ্গ নামক কোন ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি রাজসরকারে প্রতিষ্ঠালাভপূর্ব্বক পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতোপকারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তিনি আলাউদ্দীন্ হসনগঙ্গ বাহ্মণী নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সেই ব্রাহ্মণের স্মরণার্থ 'বাহ্মণী' নামে খ্যাত হয়।

বাহ্মণীরাজবংশ।

১ আলাউদ্দীন্ হসন
গঙ্গো বাহ্মণী
(১৩৪৭-১৩৫৮)

২ মহম্মদ ১ম (১৩৫৮-১৩৭৫) | ৪ দাউদ (১৩৭৮) | ৫ মাহ্মুদ ১ম (১৩৭৮-১৩৯৭)

৩ মুজাহিদ (১৩৭৪-১৩৭৮) | রূপর্কর খাঁ | ৬ গিয়াসউদ্দীন্ (১৩৯৭-৭ সপ্তাহ) | ৭ সামসুদ্দীন্ (১৩৯৭)

মহম্মদ সঞ্জর | ৮ ফিরোজ | ৯ অহম্মদ শাহবালি খাঁন
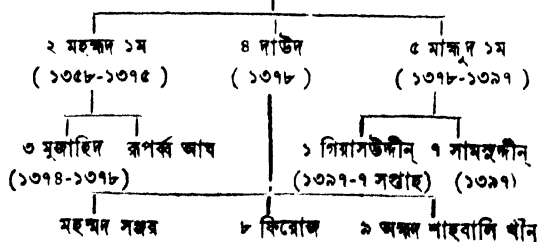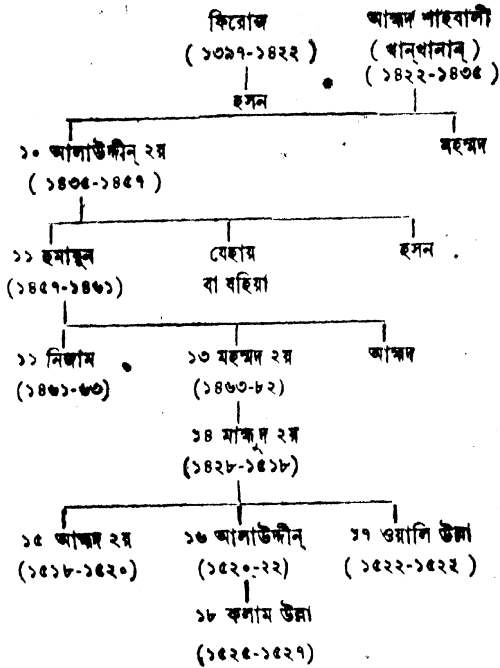
উক্ত অষ্টাদশজন নরপতি প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দ কাল দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গা-রাজপাটে আসীন থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎপরে বরিদশাহী, আদিলশাহী, ইমাদশাহী ও কুতবশাহী রাজগণ দক্ষিণভারতে শাসনদণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীন্ আপন রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। তৎপুত্র মহম্মদশাহ গণপতিরাজ্য লুণ্ঠনপূর্ব্বক বরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বরঙ্গল রাজপুত্র নাগদেব নিহত হন এবং গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হয়। ১৩৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মজাহিদ্ রাজাসনে আসীন হইয়া উপর্য্যুপরি বিজয়নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার কএকবার অভিযানেই অত্যাচারের সীমা ছিল না। শেষ আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার খুল্লতাত দাউদ পথিমধ্যে তাঁহাকে ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে হত্যা করেন। দাউদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মজাহিদের ভগিনীর ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠপুত্র মাহ্মুদ রাজা হন। প্রায় ১৯ বৎসরকাল নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করিয়া তিনি ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয় গিয়াসউদ্দীন্ ও সামসুদ্দীন্ কিছুদিনের জন্ত পর পর রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। জনৈক ক্রীতদাস গিয়াসের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং সামসুদ্দীন্ দাউদ পুত্র ফিরোজ কর্তৃক রাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

ফিরোজ ২৫ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৩৯৮, ১৪০১ ও ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে উপর্য্যুপরি তিনবার বিজয়নগর আক্রমণ করেন। প্রথম দুই যুদ্ধে বিজয়নগররাজ পরাজিত হইলেও তৃতীয় যুদ্ধে ফিরোজ পরাস্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধের জয়লব্ধ ধনস্বরূপ ফিরোজ বিজয়নগর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা আহ্মদশাহ নিরীহ ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তাড়াইয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকার করেন, রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি বিজয়নগররাজকে পরাজিত করিয়া রাজকর আদায় করিয়াছিলেন। পরে বরঙ্গলপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় উক্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়। তিনি বিদরনগর স্থাপন করিয়া ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরগত হন। তৎপুত্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন্ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ মহম্মদ বিজয়নগরপতির যোগে ভ্রাতৃবিরোধী হইয়া একটী বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া সহজেই ভ্রাতার বশীভূত হন। আলাউদ্দীন্ বিজয়নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলে পর ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের দেবরাজ উপর্য্যুপরি বাহ্মণীরাজ্য আক্রমণ করেন। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যায়। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অবিমৃষ্যকারী ও নিষ্ঠুর পুত্র হুমায়ুন ৪ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। রাজকর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিহত হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিজাম রাজপদ প্রাপ্ত হন। নিজাম ৮ বৎসরের বালক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা ও মহামন্ত্রী মাহ্মুদ গবান্ সুচারুরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উড়িষ্যা, তেলিঙ্গ ও মালবসৈন্য আসিয়া বাহ্মণীরাজ্য আক্রমণ করে; কিন্তু সকলেই বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে ২য় মহম্মদ ৮০ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মাহ্মুদ গবানকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণ অধিকার এবং ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজের সহায়তা ও তৈলঙ্গ আক্রমণ, কোণ্ডপল্লী ও রাজমহেন্দ্রীবিজয় প্রভৃতি কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় উড়িষ্যা-অভিযানে গমন করিয়া মসুলীপত্তনে প্রত্যাবৃত্ত হন, পরে তথা হইতে সমুদ্রোপকূল দিয়া কাঞ্চপুর পর্য্যন্ত স্থান

আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ১৪৮১ খৃঃ অব্দে, তিনি স্বীয় দুরদৃষ্টবশতঃই নিজাম উলমুলক ভৈরীর পরামর্শে মাহ্মুদগবানকে পদচ্যুত ও নিহত করেন। মাহ্মুদগবানের জ্ঞানগর্ভ সুপ্রণালী ও রাজ্যপরিচালন-ব্যবস্থা হারাইয়া তিনি যথার্থই যেন নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন। এই ঘটনা হইতেই বাহ্মনীরাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। মাহ্মুদগবানের মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই স্বীয় দল বল লইয়া আপনাপন রাজ্যে বিচরণ করিতেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদগবানের দত্তকপুত্র যুসুফ আদিল খাঁকে গোয়া নগর রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া মহম্মদ জীবলীলা শেষ করেন। তৎপুত্র ২য় মাহ্মুদ রাজা হইয়াই নিজাম উলমুলক্ ভৈরীকে স্বীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যুসুফ আদিল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হয়। যুসুফ সংবাদ পাইয়াই নিজরাজ্য বিজাপুরে পলায়ন করেন। তৎপরে মাহ্মুদ তেলিঙ্গনা আক্রমণে গমন করিলে নিজাম উলমুলক্ নিহত হন। এই সুযোগে মালিক আহ্মদ জুনারে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। বেরারের শাসনকর্ত্তা ইমাদ্ উলমুলক বিদ্রোহী হইয়া রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্ত্রী কাসিম বরিদের মৃত্যুর পর ১৫০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বাহ্মনীরাজ আমীর বরিদের একপ্রকার অধীন হইলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তা কুতব উলমুলক গোলকুণ্ডায় রাজা হইয়া বাহ্মনী-শাসন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বাহ্মনী রাজসৈন্যের সহিত বিজাপুর ও বেরার-সৈন্যের কএকটী যুদ্ধে বাহ্মনী-রাজশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য়আহ্মদ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাই আমীর বরিদের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন্ রাজা হন। তিনি রাজমন্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করায় ১৫২২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ওয়ালি দুই বৎসরের জন্য রাজপদে অভিষিক্ত হন, ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে তাঁহার জীবন নাশ করিয়া আমীর বরিদ তাঁহার বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে কলাম উল্লাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেও কলাম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণভয়ে আহ্মদনগরে পলাইয়া যান এবং আমীর বরিদও স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদারনগরে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। [বরিদশাহী দেখ।]

বাহ্য (ক্লী) বাহ্যতে চাল্যতে ইতি বাহি-ণ্যৎ। যান।

'যানং যুগ্যং পত্রং বাহ্যং বহ্যং বাহনধোরণে।' (হেম)

(ত্রি) বহ-ণ্যৎ। ২ বহনীয়।

"মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।"(রঘু ৬।১০)

বহিস্-ষ্যঞ্। ৩ বহিস্, বাহির।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" (স্মৃতি)

(ক্লী) বহির্ভবং ষ্যঞ্। ৪ বহির্ভব, যাহা বাহিরে হয়।

"বাহ্যোদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা" (মেঘদূত)

বাহ্যকরণ (ক্লী) বাহ্যক্রিয়া।

বাহ্যকর্ণ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৩৩ অঃ)

বাহ্যকুণ্ড (পুং) নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপ° ১০২ অ°)

বাহ্যতস্ (অব্য°) বহির্ভাগে।

বাহ্যতা (স্ত্রী) বহির্বিষয়তা।

বাহ্যায়াম (পুং) ধনুষ্টঙ্কাররোগভেদ। এই রোগ অসাধ্য। [ধনুষ্টঙ্কার দেখ।]

বাহ্যালয় (পুং) বহির্বাটী।

বাহ্লক [বাহ্লীক দেখ।]

বাহ্বঙ্গ (ক্লী) বাহু।

বাহ্বাদি (পুং) বাহু আদি করিয়া ইঞ্ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণ। গণ যথা—বাহু, উপবাহু, উপচাকু, নিবাকু, শিবাকু, বটাকু, উপবিন্দু, বৃষলী, বৃকলা, চূড়া, বলাকা, মূষিকা, কুশলা, ছগলা, ধ্রুবকা, ধুবকা, সুমিত্রা, দুর্মিত্রা, পুষ্করসদ্, অনুহরৎ, দেবশর্ম্মন্, অগ্নিশর্ম্মন্, ভদ্রবর্ম্মন্, সুশর্ম্মন্, কুনামন্, সুনামন্, পঞ্চন্, সপ্তন্, অষ্টন্, অমিতৌজস্, সুধাবৎ, উদঞ্চু, শিরস্, মাষ, শরাবিন্, মরীচী, ক্ষেমবৃদ্ধিন্, শৃঙ্খলতোদিন্, খরনাদিন্, নগরমর্দ্দিন্, প্রকারমর্দ্দিন্, লোমন্, অজীগর্ত্ত, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, সাম্ব, গদ, প্রদ্যুম্ন, রাম, উদঙ্ক, উদক। (পাণিনি)

বিআজ্ (হিন্দী) ব্যাজ, গৌণ।

বিআজখোর (হিন্দী) গৌণকারী।

বিউনী (দেশজ) বেণীর বিনানি।

বিউলী (দেশজ) কলায় ভেদ।

বিওন (দেশজ) প্রসব।

বিধ (দেশজ) বেধ।

বিকান (দেশজ) বিক্রয় করণ।

বিক্রী (দেশজ) বিক্রয়।

বিকিকিনী (দেশজ) ক্রয় বিক্রয়, বেচা কেনা।

বিথারা (দেশজ) যাহারা খারা বা ঠিক নহে।

বিগড় (দেশজ) ১ নষ্ট। ২ দুষ্ট।

বিঘা (দেশজ) চারিদিকে ৮০ হাত, এইরূপ ভূমিকে একবিঘা কহে। ২০ কাঠায় একবিঘা।

বিচি (দেশজ) বীজ।

বিজনৌর, উঃ পঃ প্রদেশের একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১৮৬৭.৭ বর্গমাইল। গঙ্গানদীর সৈকতভূমি ভিন্ন অপর সকল স্থানই পর্ব্বতমণ্ডিত। হিমালয়, গড়বাল ও চণ্ডী নামক পর্ব্বতমালার অধিত্যকা দেশ লইয়া এই জেলা গঠিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূম্যংশে ধান্যাদির চাষ হয়।

এই জেলার কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। অযোধ্যার উজীর কর্ত্তৃক উৎসাদিত হইবার পূর্ব্বে এইস্থান রোহিলাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউ-এন্সিয়াং বিজনৌরের ৪ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী মন্দাবর নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১১৪ খৃষ্টাব্দে মুরারি হইতে আগরবালা বেণিয়াগণ ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দাবর নগর সংস্কৃত করিয়া তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে তৈমুর্‌ লালধঙ্গের নিকট এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাজিত করেন। যুদ্ধজয়ের পর মোগলসৈন্য ভীষণ হত্যাকাণ্ডে এইস্থান জনহীন করিয়াছিল।

সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালে বিজনৌর শম্ভল সরকার-ভুক্ত হয়। মোগলশক্তির অধঃপতনে এখানে রোহিলাগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। রোহিলা-সর্দ্দার আলী মহম্মদ নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার পাওয়ায় তদবধি এইস্থান রোহিলখণ্ড নামে খ্যাত হয়। আলী মহম্মদের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইয়া অযোধ্যার সুবাদার সম্রাট্ মহম্মদ শাহকে তদ্বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন। রোহিলা-সর্দ্দার পরাজিত হইয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রোহিলাবীর হাফিজ রহমৎ খাঁ রাজ্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দল সম্রাট্ শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। রোহিলাগণ এই অসময়ে অযোধ্যার উজীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উজীর বিপদের সময় প্রতারণা করিয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে নিষ্ঠুরতার সহিত রোহিলাদিগকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রোহিলাগণ সমগ্র রোহিলখণ্ড রাজ্য উজীরকে ছাড়িয়া দেয়, কেবলমাত্র ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের সন্ধিমতে আলীর পুত্র ফৈজউল্লা খানের জন্য রামপুর রাজ্য রাখিয়া দেন।

রোহিলা পাঠানগণের সময় এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ নানা নগরাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এইস্থান ইংরাজের অধিকৃত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহ ভিন্ন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আফজলগড়ের নিকট টোঙ্কপতি আমীর খাঁর পরাভব এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইস্থান মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে উহা স্বতন্ত্র জেলাভুক্ত হয়। প্রথমে নগীনা নগরে ও পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিজনৌর নগরে বিচারসদর স্থাপিত হয়।

মিরাটনগরের বিদ্রোহস্রোত বিজনৌর নগরে উপস্থিত হয়। রুড়কির সেনাদলও বিজনৌরে যোগদান করে। নাজীবাবাদের নবাব স্বীয় পাঠান-সৈন্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিছুকালের জন্য উক্ত নবাব এখানকার রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। পরে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাঁধিলে হিন্দুগণ মুসলমান-দিগকে তাড়াইয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সিপাহীবিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এইস্থান পুনরায় ইংরাজের শাসনাধীন হয়।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩০৭৮০ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। অক্ষা° ২৯° ২২´ ৩৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১০´৩২´´ পূঃ। গঙ্গার বামকূলে একটী উচ্চভূমির উপর এই নগর স্থাপিত। এখানে কার্পাস-বস্ত্র, ছুরী ও পৈতা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে এই স্থান চিনির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

বিজনৌর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৪৮ বর্গ মাইল। ২ উক্ত জেলার একটী প্রধান নগর। লক্ষ্ণৌসহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৮৪´ পূঃ।

পাসীবংশীয় বিজলীরাজ এই নগর এবং ক্রোশার্দ্ধ উত্তরে নাথবান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রথম মুসলমান-আক্রমণেই এই রাজবংশ বিতাড়িত হয়। মুসলমান অধিকারে এই স্থান উক্ত পরগণার সদররূপে গণ্য হইয়াছিল। এখানে এখনও অনেক সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে।

বিজা, সিমলাপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী একটী সামন্তরাজ্য। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের নৈতিক শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ৪ বর্গমাইল। (মধ্যস্থল) অক্ষা° ৩০° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২´ পূঃ। এখানকার সর্দ্দার উদয়চাদ রাজপুতবংশীয়। ইঁহাদের উপাধি ঠাকুর। কসৌলীর সেনাবাসের ভূমিদান জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট বাৎসরিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকেন।

বিজাগড়, প্রাচীন নিমার প্রদেশের রাজধানী। এখন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। সাতপুরা পর্ব্বতের উপর ভগ্নাবশেষ বিজাগড় দুর্গ অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০´ পূঃ। দক্ষিণ নিমায়ের অধিকাংশ স্থান লইয়া উক্ত দুর্গের নামে হোলকর রাজ্যের বিজাগড় সরকার ও জেলা গঠিত।

বিজাপুর, (বিজয়পুর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কলাদগি জেলার

অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৬৯ বর্গমাইল। এখানকার ধোউ উপত্যকা ভিন্ন অপর সকল স্থানই অনুর্ব্বর। এই পার্ব্বতীয় বিভাগে বৃক্ষাদি না থাকিলেও স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪৬´ ৫´´ পূঃ। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন—২য় মুরাদের পুত্র খ্যাতনামা ওসমানলি সুলতান বিজাপুরে প্রথম মুসলমানরাজ্য স্থাপন করেন। তদ্বংশধর ২য় মহম্মদ রাজাসনে আসীন হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতে আদেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা কৌশলপূর্ব্বক যুসুফ নামক পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। নানাস্থান ঘুরিয়া যুসুফ আহ্মদাবাদ-বিদার-রাজের অধীনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি আহ্মদাবাদ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাপুরে আসিয়া সাধারণ লোকের অভিপ্রায়ানুসারে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যুসুফ নিজ ভুজবলে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রাজ্য-সীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে গোয়া নগর কাড়িয়া লন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে সুবিস্তৃত দুর্গবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়া যান। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইস্মাইল খাঁ দোর্দণ্ড প্রতাপে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে মুলু আদিল শাহ ছয় মাসকাল রাজত্বের পর রাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিম ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজাসনে আসীন ছিলেন। তৎপুত্র আলী আদিলশাহ বিজাপুর নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং জমামসজিদ ও জলপ্রণালীসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইনি আহ্মদনগর ও গোলকুণ্ডারাজের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগরপতি রাজা রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দিল্লীশ্বর ব্যতীত তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কালিকটের যুদ্ধে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রামরাজা মুসলমানসৈন্যের নিকট পরাস্ত ও বন্দী হন। বিজয়নগর লুণ্ঠনের পর যবনরাজের আদেশে তিনি নিহত হন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়া আলি আদিলশাহ ইহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ২য় ইব্রাহিম আদিল অল্পবয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। মৃতরাজের পত্নী বিখ্যাত চাঁদবিবিই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইব্রাহিম রাজপদে উপবেশন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ আদিলশাহ রাজা হন। ইহারই অধিকার সময়ে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর আবির্ভাব হয়। শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুররাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। এই সুযোগে শিবাজী উক্ত রাজভাণ্ডারের ব্যয়ে ও তথাকার সেনাদল-সহায়ে ১৬৪৬-৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজাধিকৃত অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিবাজী কোঙ্কণপ্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। একদিকে শিবাজীর অত্যাচারে, অপরদিকে অরঙ্গজেবপরিচালিত মোগলবাহিনীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ক্রমশঃই মহম্মদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে কোন কারণে অরঙ্গজেব আগ্রানগরে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় শিবাজীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। মহম্মদ শত্রুর প্রতাপবৃদ্ধিতে ক্রমশঃই ক্ষীণতেজ হইতে লাগিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় ২য় আলি আদিল শাহ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু বিজাপুর-রাজবংশের অধঃপতন-গতি রোধ করিতে পারিলেন না। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র সিকেন্দর আদিল শাহ সর্ব্বশেষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব বিজাপুর দখল করিয়া লন। এতদিনের পর বিজাপুর-রাজবংশের স্বাধীনতা লোপ হয়। দিল্লীর মোগল রাজবংশের অধঃপতনে বিজাপুরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ-সমূহ মহারাষ্ট্রগ্রাসে পতিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ পেশবার পদচ্যুতির পর বিজাপুর ও সাতারা-রাজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। সাতারারাজ বিজাপুরের মুসলমানকীর্ত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাতারারাজ অপুত্রক হওয়ায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। জুম্মা মসজিদ, ইব্রাহিমের রোজা, মাহ্মুদের সমাধিমন্দির, অমুর মুবারকপ্রাসাদ, মেহতুরি মহল ও বক্তৃতাগার নামক অট্টালিকা গুলির শিল্পচাতুর্য্য ও গঠনপ্রণালী দেখিবার জিনিষ।

বিজাপুর, মধ্যপ্রদেশের শম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮০ বর্গমাইল।

বিজাবার, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯৭৩ বর্গমাইল। এখানে প্রচুর হীরক পাওয়া যায়। এখানকার সামন্ত সবাই মহারাজ ভান প্রতাপ-সিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহারা রাজা ছত্রশালের পৌত্র বীরসিংহদেবের বংশধর।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং তাঁহারা রাজা রতনসিংহকে এই স্থান ভোগ করিতে অনুমতি দেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দারগণ দত্তক-গ্রহণে অধিকার লাভ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় সহায়তা করা অবধি এখানকার সর্দ্দারগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১১টা তোপ পাইতেছেন। ইহাদের সৈন্য-সংখ্যা ১০০ অশ্বারোহী,

৮০০ পদাতি ও ৪টী কামান। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শাসননীতিবলে এখানকার সর্দ্দারগণ সকল প্রকার ফৌজদারী কার্য্যভার সমাপন করিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩১´ পূঃ।

বিজিপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী 'মুত্তা' ভূমি। পূর্ব্বে এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল।

বিজেপুর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। চিতোর নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী উপত্যকাদেশে স্থাপিত। নগরের উত্তরদিকে একটী বিস্তীর্ণ বাঁধ আছে। এখানকার সর্দ্দার ৮১ খানি গ্রাম শাসন করিয়া থাকেন।

বজেবাঘে গড়, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূমিভাগ। ভূ-পরিমাণ ১৫০ বর্গমাইল। পূর্ব্বে রাজবংশী সর্দ্দারগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দারের অসদ্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করেন। এখানে লৌহ পাওয়া যায়।

২ উক্ত ভূভাগের প্রধান গ্রাম। এখানে সর্দ্দারের আবাস-বাটী ও একটী দুর্গ আছে।

বিজোলী, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুত সামন্ত বাস করেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৭৬ খানি গ্রাম আছে।

বিজ্‌না, বুন্দেলখণ্ডের অষ্টভাই জায়গীরের মধ্যে একটী জায়গীর। ভূ-পরিমাণে ২৭ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এই স্থান তেহরী ও উর্চ্ছা রাজগণের অধিকারে ছিল। এই স্থানের অষ্ট ভাই নাম হইবার কারণ এই যে, দেওয়ান রায়সিংহ বড়াগাঁও জায়গীর তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এখানকার বর্ত্তমান জায়গীরদার মুকুন্দসিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহার সৈন্ত-সংখ্যা ১৫টী কামান, ৫০ অশ্বারোহী ও ৫৩০ পদাতি।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর, অক্ষা° ২৫°২৭´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫´১৫´´ পূঃ।

বিজ্‌নী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী পূর্ব্বদ্বার। ভূ-পরিমাণ ৩৭৪½ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত। এখানকার রাজগণ কোচবিহার-রাজবংশাবতংস বলিয়া পরিচয় দেন।

২ উক্ত দ্বারের প্রধান নগর। দলানী নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪৭´ ৪০´´ পূঃ।

বিজ্‌লী, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থান পর্ব্বতে ও জঙ্গলে আবৃত। এখানকার দরেকশা গিরিপথের নিকট কচুগড় নামে একটী গুহা আছে। কুয়ারদাস ও বজ্জারা নদীতীরবর্ত্তী স্থান মনোহর দৃশ্যে পূর্ণ। নাগপুর ও ছত্রিশগড়-ষ্টেট্ রেলওয়ে দরেকশা পর্ব্বতের টানেল দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বিট, আক্রোশ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ বেটতি। লোট্ বেটতু। লিট্ বিবেট। লুঙ্ অবেটীৎ।

বিটক (পুং) পিটক। অমরকোষে পিটকের পাঠান্তর বিটক।

বিড় (দেশজ) ১ বিট। ২ পাণ।

বিড়্‌বিড়্‌ (দেশজ) অস্পষ্ট কথা বলা।

বিড়া (দেশজ) ১ পাণ। ২ খড় পাকান। ৩ পাণের গোছা।

বিতারিখ (পারসী) নির্দ্দিষ্ট তারিখ।

বিদল (ক্লী) বিঘট্টিতং দলং যস্ত। ১ দ্বিধাকৃত কলায়াদি। চলিত ডাল। ২ স্বর্ণাদির অবয়ব। ৩ দাড়িম কল্ক। ৪ বংশাদিকৃত পাত্রবিশেষ। (পুং) বিঘট্টিতানি দলানি যস্ত। ৫ রক্তকাঞ্চন। (শব্দরত্না°) ৬ পিষ্টক। (শব্দচ°)

বিদলকারী (স্ত্রী) বংশবিদারিণী, বংশপত্রকারিণী। (মহীধর)

বিদলসংহিত (ত্রি) অর্দ্ধাংশযুক্ত। "বিদলসংহিত ইব বৈ পুরুষঃ" (ঐতরেয়ব্রা° ৪।২২)

বিদলা (স্ত্রী) বিঘট্টিতানি দলানি যস্তাঃ। ১ ত্রিবৃৎ। (রাজনি°) ২ পত্রশূন্যা। "বিশীর্ণা বিদলা হ্রস্বা বক্রা স্থূলা দ্বিধাকৃতা। কৃমিদষ্টা চ দীর্ঘা চ সমিধো নৈব কারয়েৎ॥" (তন্ত্র)

বিন্দবি (পুং) বিদি অবয়বে বাহু° অবি। বিন্দু, অংশ।

বিন্দবীয় (ত্রি) বিন্দবি গর্হাদিত্বাৎ ছ। (পা ৪।২।১৮৮) বিন্দু-সম্বন্ধীয়, অংশসম্বন্ধীয়।

বিন্দু (পুং) বিদি-উ। ১ অল্প অংশ। (অমর) ২ রাজভেদ। ৩ রেখাগণিত প্রসিদ্ধ স্থূলত্বদীর্ঘত্বহীন লক্ষ্যযোগ্য পদার্থ। ৪ যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই। (Point) ৫ সাহিত্যদর্পণোক্ত অর্থপ্রকৃতিভেদ।

"বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরীকার্য্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি॥"(সাহিত্যদ° ১।৩১৭)

নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—

"অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরুচ্ছেদকারণম্।" (সাহিত্যদ° ৬।৩১৯)

৬ অনুস্বারসূচক রেখাভেদ। "বিন্দুদ্বিবিন্দুমাত্রৌ" (মুগ্ধবোধ) ৭ শারদাতিলকোক্ত নাদজন্ত ক্রিয়াপ্রাধান্ত লক্ষণ চিচ্ছক্তির অবস্থাভেদ।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" (শারদাতিলক)

সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। ৮ বীজভেদ।

"বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজ-শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।

সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ ॥" (শারদাতিলক)
৯ রসপদ্ধতিপ্রণেতা।

বিন্দুক (পুং) চিহ্ন, ফোঁটা।

বিন্দুকিত (ত্রি) বিন্দু দ্বারা আবৃত।

বিন্দুঘৃত (স্ত্রী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। (শার্ঙ্গধরসংহি° ২।৯।১১)

বিন্দুচিত্র (পুং) রোহিষ মৃগবিশেষ।

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুরূপঃ চিত্রমস্ত কপ্। মৃগভেদ।

বিন্দুজাল (স্ত্রী) বিন্দুনাং জালং। ১ বিন্দুসমূহ। ২ হস্তিশুণ্ডো-পরিস্থিত বিন্দুসমূহ। (হেম) সংজ্ঞায়াং কন্। বিন্দুজালক গজ-সমুখাদিস্থ তৎসমূহ পদ্মক। (অমর)

বিন্দুতন্ত্র (পুং) ১ শারীফলক। ২ চতুরঙ্গ ক্রীড়ন। (মেদিনী) ৩ পাশক। (হারাবলী)

বিন্দুতীর্থ (স্ত্রী) তীর্থভেদ, বিন্দুসরোবর।

বিন্দুদেব (পুং) বৌদ্ধদেবতাভেদ। শিবের নামান্তর।

বিন্দুনাথ (পুং) হটযোগবিদ্যাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ।

বিন্দুপত্র (পুং) বিন্দুঃ পত্রে যস্ত। ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বিন্দুফল (স্ত্রী) মুক্তা বিশেষ।

বিন্দুমৎ (ত্রি) ১ বিন্দুযুক্ত। ২ বিন্দুর স্তায় আকারপ্রাপ্ত। (ঐত°ব্রা° ৫।২৯) (স্ত্রী) ৩ শার্ঙ্গধরপদ্ধতি-লিখিত কতকগুলি চরণ। ৪ মরীচিপত্নী বিন্দুমতের মাতা। ৫ মান্ধাতাপত্নী, রাজা শশবিন্দুর কন্তা।

বিন্দুমাধব (পুং) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ কাশীস্থিত বেণীমাধব।

বিন্দুরক (পুং) বৃক্ষবিশেষ।

বিন্দুরেখক (পুং) বিন্দুবিশিষ্টা রেখা যত্র, কন্। পক্ষিভেদ।

বিন্দুরেখা (স্ত্রী) বিন্দুসম্বলিত রেখা। (Dotline) ২ রাজা চণ্ডবিক্রমের কন্তা। (কথাস° ৯৬।১৭)

বিন্দুবাসর (পুং) বিন্দুপাতস্ত বাসরঃ। গর্ভে সন্তানোৎপত্তি-কারক শুক্রপাতদিন, যে দিন প্রথম গর্ভসঞ্চার হয়।

বিন্দুসরস্ (পুং) বিন্দুনামকং সরঃ। সরোবরবিশেষ। এই সরোবর অতি পবিত্র এবং পাপনাশক। মহাভারতে লিখিত আছে—কৈলাসের উত্তর মৈনাকপর্ব্বত সন্নিধানে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে মণিময় একটী পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে রমণীয় বিন্দুসরোবর। এই সরোবরতীরে ভগীরথ গঙ্গাদর্শনের জন্ত বহুকাল তপস্তা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রও এইখানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ময়দানব যখন যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ করেন, তখন এইস্থান হইতেই রত্নাদি সংগ্রহ করেন। (ভারত সভাপ° ৩ অং) মৎস্তপুরাণে ১২০ অধ্যায়ে এই সরোবরের বর্ণনা আছে।

বিন্দুসার (পুং) চন্দ্রগুপ্তপুত্র নৃপতিভেদ। [চন্দ্রগুপ্ত ও প্রিয়দর্শী দেখ।]

বিন্দুসেন (পুং) রাজা অজোজসের পুত্র।

বিন্দুহ্রদ (পুং) বিন্দুসরোবর।

বিভিৎসা (স্ত্রী) ভেদ করিবার বলবতী ইচ্ছা।

বিভিৎসু (ত্রি) ধ্বংস বা নাশ করিতে ইচ্ছুক।

বিভক্ষয়িষু (ত্রি) ভোজনেচ্ছু, ভোজনে পটু। (মার্ক°পু° ৮।১৫০)

বিভ্রক্ষু (ত্রি) দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক।
"দেহং বিভ্রক্ষুমত্রাগ্নৌ" (ভট্টি ৫।৫৭)

বিব্বোক (পুং) স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজা ক্রিয়া। অভিমত বস্তু প্রাপ্তিতে গর্ব্বহেতু অনাদর এবং সাপরাধের সংযমন ও তাড়ন।

বিম্ব (স্ত্রী) বী গত্যাদিষু (উণাদয়শ্চ। উণ্ ৩।৯৫) ইতি-বন্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ প্রতিবিম্ব, দর্পণাদিতে ভাস-মান প্রতিবিম্বাশ্রয়। ২ কমণ্ডলু। (উজ্জ্বল) ৩ মূর্ত্তি।
"প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাং।
আদায়ান্তরধাৎ যস্ত স্ববিম্বং লোকলোচনম্॥" (ভাগ° ৩।২।১১)
৪ বিম্বিকাফল। চলিত তেলাকুচাফল, ইহার পর্য্যায়—তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, গুণ্ডী, বিম্বী, বিম্বা বিম্বক, বিম্বজা। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—পিত্ত, কফ, ছর্দি, ব্রণ, শ্বাস ও কুষ্ঠনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশ মতে—শীতল, গুরু, পিত্ত, অস্র ও বাতনাশক, রুচিকর এবং আধ্মান-কারক। (স্ত্রী) ৫ সূর্য্যচন্দ্র-মণ্ডল।
"উৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র-
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তং।" (মার্ক° পু° ৮৪।১১)
৬ মণ্ডলমাত্র।
"নিতম্ববিম্বৈঃ সুদুকূলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ॥"
(ঋতুসংহার ১।৪)
(পুং) ৭ কৃকলাস। (মেদিনী)

বিম্বক (স্ত্রী) বিম্ব-স্বার্থে কন্। ১ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল। ২ বিম্বিকা-ফল। (শব্দরত্না°) ৩ সঞ্চক, চলিত সাঁচ।
"বিধির্বিধত্তে বিধিনা বধূনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন।"
(নৈষধ ২২।৪৭)
'কাঞ্চনস্ত সঞ্চকেন বিম্বকেন' (নারায়ণী টীকা)

বিম্বকি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাস° ৯০।৮৮)

বিম্বজা (স্ত্রী) বিম্বং ফলং জায়তেঽস্তামিতি জন-ড। বিম্বিকা।

বিম্বট (পুং) সর্ষপ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বিম্বর, উচ্চ সংখ্যা।

বিম্বসার (পুং) বিম্বিসার নরপতি। [বিম্বিসার দেখ।]

বিম্বা (স্ত্রী) বিম্বং ফলমস্ত্যস্তামিতি বিম্ব-অচ্-টাপ্। বিম্বিকা।

বিম্বিকা (স্ত্রী) ১ বিম্ব। ২ চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডল। (শব্দরত্না°)

বিম্বিত (ত্রি) বিম্ব-তারকাদিত্বাদিতচ্। প্রতিবিম্বযুক্ত।

"খড়্গাস্ত্র বিম্বিতার্কস্ত ভাস্তির্দ্যোতিতকুণ্ডলং।"(রাজতর° ৫।৩৫৩)

বিম্বিন্ (ত্রি) বিম্ব সম্বন্ধীয়।

বিম্বিসার (পুং) জনৈক প্রাচীন রাজা। অজাতশত্রুর পিতা। বুদ্ধের সমসাময়িক। প্রবাদ ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে শাক্য বুদ্ধ কর্ত্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। [বুদ্ধ দেখ।]

বিম্বী (স্ত্রী) বিম্ব-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বিম্বিকা।

"কাকাদনীং চিত্রফলাং বিম্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ।" (সুশ্রুত)

বিম্বু (স্ত্রী) গুবাক।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ (ত্রি) বিম্ব-ওষ্ঠ 'ওত্বোষ্ঠয়োঃ সমাসে বা' ইতি পাক্ষিকোঽকারলোপঃ, বিম্বে ইব ওষ্ঠৌ যস্ত। যাহার ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায়। সমাস বিকল্পে বিম্ব+ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হইয়া 'বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ' এই দুই পদই হইবে।

বিল্, ভেদন। চুরাদি উভয় পক্ষে তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বেলয়তি-তে। লোট্ বেলয়তু-তাং। লিট্ বেলয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবীবিলৎ-ত। তুদাদিপক্ষে লট্-বিলতি। লোট্-বিলতু। লিট্ বিবেল। লুঙ্ অবেলীৎ।

বিল (ক্লী) বিল-ক। ছিদ্র।

'পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্ব্বে সহ মাত্রা সুদুঃখিতাঃ।
বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মুর্দ্রুতমলক্ষিতাঃ॥" (ভারত ১।১৪৯।১৭)

২ গুহা। (পুং) ৩ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। (মেদিনী) ৪ বেতস। (শব্দচন্দ্রিকা)

বিলকারিন্ (পুং) বিলং করোতীতি কৃ-ণিনি। মূষক। (রাজনি°) (ত্রি) ২ গর্ত্তকারক।

বিলধাবন (ত্রি) যোনিকপাট-প্রক্ষালন। (তৈত্তিসং° ৭।৪।১৯।১)

বিলবাস (পুং) বিলে বাসোঽস্য। গ্রাহক জন্তু। (রাজনি°)

বিলবাসিন্ (পুং) বিলে বসতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ গর্ত্তবাসী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। অলুক্ সমাস হইলে 'বিলে-বাসিন্' এইরূপ পদ হইবে।

বিলশয় (পুং) বিলে শেতে ইতি শী-অচ্। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিলবাসী।

"সকৃদুৎসৃজ্য তং নাদং ত্রাসয়ানো মৃগদ্বিজান্।
মানুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ো মহান্॥" (ভারত ১৪।৯০।৬)

বিলশয়িন্ (পুং) বিল-শী-ণিনি। বিলশয়।

বিলেশয়, জনৈক যোগাচার্য্য। হঠপ্রদীপিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিলেশয় (পুং স্ত্রী) বিলে শেতে শী-অচ্, অলুক্‌সমাসঃ। ১ সর্প। ২ মূষিক। ৩ গোধা। ৪ শশ। ৫ শল্লকী।

"গোধাশশভুজঙ্গাখুশল্লক্যাদ্যাবিলেশয়াঃ।
বিলেশয়া বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ।
বৃংহণা বদ্ধবিণ্মূত্রঃ বীর্য্যোষ্ণা অপি কীর্ত্তিতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

বিলাই (দেশজ) দান করণ।

বিলাৎ (আরবী) ১ বাকি। ২ বিদেশ, ভিন্ন দেশ। ৩ য়ুরোপ ও ইংলণ্ড দেশ সাধারণতঃ বিলাত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

বিলাতী (আরবী) ১ বিদেশভব। ২ ইংলণ্ড বা য়ুরোপে উৎপন্ন।

বিলাতী আনারস (দেশজ) উদ্ভিদ্‌ভেদ।

বিলাতী আলু (দেশজ) আলুবিশেষ।

বিলাতীমেন্দি (দেশজ) মেন্দিভেদ।

বিলান (দেশজ) বিতরণ করণ। ছড়ান, দানকরণ।

বিলেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। এখানে বিল্বেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে।

বিলৌকস্ (ত্রি) বিলং ওকঃ স্থানং যস্ত। বিলবাসী।

বিল্ম (ক্লী) বিল-বাহু° মন্। ১ ভাসন। (ঋক্ ২।৩৫।১২) ২ শিরস্ত্রাণ। (শুক্ল যজু° ৫।৩৫)

বিল্মিন্ (ত্রি) বিল-মিন্। ১ বিলযুক্ত। (পুং) ২ রুদ্রভেদ।

বিল্ল (ক্লী) বিলং লাতি-লা-ক। ১ আলবাল। (ত্রিকা°) ২ হিঙ্গু। (শব্দচ°)

বিল্লমূলা (স্ত্রী) বিল্লমিব মূলং যস্তাঃ। বারাহীকন্দ। (শব্দচন্দ্রি°)

বিল্লসূ (স্ত্রী) প্রসূতদশপুত্রা। যে স্ত্রী দশটী পুত্র প্রসব করিয়াছে।

'সপ্তপুত্রপ্রসূতায়াং সপ্তসূঃ সুতবৎস্করা।
বিল্লসূর্দশপুত্রা স্যাদেকাধিকা তু রুদ্রসূঃ॥' (শব্দরত্না°)

বিল্ব (পুং) বিল-ভেদনে উণাদয়শ্চেতি সাধুঃ। ফলবৃক্ষবিশেষ। চলিত বেলগাছ। পর্য্যায়—শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর, শ্রীফল, মহাকপিত্থ, গোহরীতকী, পূতিবাত, অতিমঙ্গল্য, মহাফল, শল্য, হৃদ্যগন্ধ, শালাটু, কণ্টকাঢ্য, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষ্মীফল, দুরারুহ, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবক্রম, সদাফল, সত্যফল, সুভূতিক, সমীরসার। ইহার ফলগুণ—মধুর, হৃদ্য, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জ্বর ও অতিসারনাশক; রুচিকারক, দীপন। ইহার মূলগুণ—ত্রিদোষঘ্ন, মধুর, লঘু ও বমননিবারক। ইহার কোমলফলগুণ—স্নিগ্ধ, গুরু, সংগ্রাহক ও দীপন। পক্কফলগুণ—মধুর, গুরু, কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহক ও ত্রিদোষনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে বালবিল্বকে—বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেষিকা বলে। ইহা ধারক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ ও শূলনাশক। মতান্তরে ধারক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, কটুকষায়, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফনাশক। পাকাবেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য, বাতবায়ু-দুর্গন্ধিকারক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুররস এবং মন্দাগ্নিজনক। ফলের মধ্যে সুপক্ক ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক হয়; কিন্তু বিল্বের তাহা নহে, ইহার

কাচা কলাই বিশিষ্ট গুণদায়ক। দ্রাক্ষা, বিল্ব ও হরিতকী প্রভৃতির ফল শুষ্কেই গুণাধিক্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে— কমলা প্রতিদিন সহস্রপদ্মদ্বারা মহাদেবের পূজা করিতেন। একদা সহস্রপুষ্প ২।৩ বার গণনা করিয়া পূজার সময় দেখিলেন দুইটী পদ্ম কম হইয়াছে। তখন লক্ষ্মী নিতান্ত কাতর হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু আমার স্তনদ্বয়কে পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, অতএব এই স্তনপদ্ম কর্ত্তন করিয়া মহাদেবের পূজা সমাপন করি। তিনি ইহাই স্থির করিয়া অস্ত্রদ্বারা প্রথমে বামস্তন ছেদন করিয়া মহাদেবের মস্তকে প্রদান করিলেন। যখন কমলা দক্ষিণস্তন কাটিতে উদ্যত হইলেন, তখন মহাদেব স্বয়ং স্বর্ণলিঙ্গ হইতে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, তোমার দ্বিতীয়স্তন ছেদন করিবার আবশ্যক নাই। আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার যে ছিন্ন স্তন মদীয় লিঙ্গোপরি সমর্পিত হইয়াছে, উহা অবনীতলে শ্রীফল নামে পুণ্যপ্রদ বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন হউক। শ্রীফল বৃক্ষই তোমার মূর্ত্তিমতী ভক্তিতুল্য জানিবে। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন তোমার এই কীর্ত্তি থাকিবে। এই বৃক্ষ আমার অতিশয় প্রিয় হইবে। এই বৃক্ষপত্র ব্যতীত কখন আমার পূজা হইবে না। লক্ষ্মী ইহা শুনিয়া নিতান্ত প্রীতা হইলেন।

বৈশাখমাসের শুক্লাতৃতীয়ার দিন বিল্ববৃক্ষের আবির্ভাব হয়। শ্রীফলবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইবামাত্র ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও দেবপত্নীরা সকলে তথায় সমাগত হইলেন। তখন সকলে দেখিলেন, এই বৃক্ষ স্নিগ্ধ, শিবস্বরূপ ও স্বীয়তেজে দেদীপ্যমান। ঐ বৃক্ষ ত্রিপত্রে পরিশোভিত।

ভগবান্ বিষ্ণু তখন কহিলেন, এই বৃক্ষের বিল্ব, মালূর, শ্রীফল, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রদ, দেবাবাস, তীর্থপদ, পাপঘ্ন, কোমলচ্ছদ, জয়, বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বর, ধূম্রাক্ষ, শুক্লবর্ণ, সংযমী ও শ্রাদ্ধদেবক, এই একবিংশ নাম হইল। এই বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শতধনু-পরিমিত স্থান পরমতীর্থস্বরূপ। ঐ বৃক্ষের তিনটী পত্র তিনটী তীর্থতুল্য। ঊর্দ্ধপত্র শিব, বামপত্র ব্রহ্মা এবং দক্ষিণপত্র সাক্ষাৎ বিষ্ণু। বিল্ববৃক্ষের ছায়া বা পত্র লঙ্ঘন ও পাদদ্বারা স্পর্শকরা বিধেয় নহে। এই বৃক্ষলঙ্ঘনে পরমায়ুর হ্রাস এবং পাদস্পর্শে শ্রীহরণ হইয়া থাকে। সহস্র পদ্মপুষ্পে পূজা করিলে যে ফল হয়, একটী বিল্বপত্রদ্বারা পূজায় তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। তুলসীপত্রের ন্যায় বিল্বপত্র চয়নের সময় মন্ত্রপড়িয়া পত্র তুলিতে হয়।

বিল্বপত্র তুলিবার মন্ত্র—

"পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফলপ্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহং ॥"

এই মন্ত্রে বিল্বপত্র তুলিয়া পরে বিল্ববৃক্ষকে প্রণাম করিতে হইবে। প্রণামমন্ত্র—

"ওঁ নমো বিল্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে।
সফলানি সমাঙ্গানি কুরুষ শিববর্দ্ধন ॥"

প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বৃক্ষের মূলদেশে চারিদিকে দশহস্ত পরিমিত স্থান সগোময়জলে মার্জ্জন করিতে হয়। পঞ্চান্ত অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সায়ংকাল ও মধ্যাহ্নকাল এই সকল সময়ে বিল্বপত্র চয়ন করিতে নাই। শাখা ভগ্ন করা অথবা বৃক্ষে আরোহণ করা উচিত নহে, বরং বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পত্র চয়ন করিবে, তথাপি শাখা ভগ্ন করিবে না। রমণীয়, অখণ্ডিত বা খণ্ডিত সকলপ্রকার পত্রেই শিবের অর্চ্চনা হইতে পারে। ৬ মাসের পর বিল্বপত্র পর্য্যুষিত হয়। সূর্য্য ও গণেশ ভিন্ন সকল দেবতাকেই বিল্বপত্রদ্বারা পূজা করা যায়। যেস্থানে বিল্বকানন আছে, সেইস্থান বারাণসী তুল্য পবিত্র। বাটীর ঈশানকোণে বিল্ববৃক্ষ পুতিলে বিপদের আর সম্ভাবনা থাকে না। বাটীর পূর্ব্বদিকে বিল্ববৃক্ষ থাকিলে সুখ, দক্ষিণে শমনভয়নাশ এবং পশ্চিমে প্রজালাভ হইয়া থাকে। শ্মশান, নদীতীর, প্রান্তর ও বনমধ্য, এই সকল স্থানে বিল্ববৃক্ষ থাকিলে তাহা পীঠস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিল্ববৃক্ষ রোপণ করিতে নাই। যদি দৈবাৎ সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শিবজ্ঞানে তাহার অর্চ্চনা করিবে। বিল্ববৃক্ষ ছেদন বা তাহার কাষ্ঠ দহন করিতে নাই। ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কোন কারণে বিল্ববৃক্ষ বিক্রয় করিলে তাহাকে পতিত হইতে হয়। বিল্বকাষ্ঠ-ঘর্ষিত চন্দন মস্তকে ধারণ করিলে নরকভয় থাকে না। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই চারিমাসে বিল্ববৃক্ষে জলসেক করা বিধেয়। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৯-১১ অঃ)

বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে, গোরূপধারিণী লক্ষ্মী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলে তাহার গোময় হইতে বিল্ববৃক্ষের উৎপত্তি হয়।

"ভূগোলশ্রীশ্চ যা ধেনু গোরূপা সা গতা মহীম্।
তদ্গোময়ভবো বিল্বঃ শ্রীশ্চ তস্মাদজায়ত ॥" (বহ্নিপু°)

এই বৃক্ষে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বাস করেন। এইজন্য ইহার নাম শ্রীবৃক্ষ। *

---

* "যজ্ঞানাং চেহ সংভূতো যথা হরিহরজ...
গোময়ো রোচনা ক্ষীরং মূত্রং দধি ঘৃতং পয়াং।
ষড়ঙ্গানি পবিত্রাণি তথা সিদ্ধিকরাণি চ।

তন্ত্রমতে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মী পৃথিবীতে বিল্ববৃক্ষরূপে উৎপন্ন হন। কারণ বিষ্ণু সরস্বতীকে অতিশয় ভালবাসিতেন;* এইজন্য লক্ষ্মী মহাদেবের উদ্দেশে বহুবৎসর ধরিয়া ঘোরতর তপস্যা করেন। ইহাতেও মহাদেবের প্রীতি না হওয়ায় তিনি বৃক্ষরূপে পরিণত হন, শেষে এই বৃক্ষ বিল্ববৃক্ষ নামে খ্যাত হয়। মহাদেব এই বৃক্ষে সর্ব্বদা বাস করেন।

"কথং সা বিষ্ণুবনিতা বিল্ববৃক্ষো বভূব হ।
জ্যোতীরূপং মদংশং প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা॥" ইত্যাদি।

(যোগিনীতন্ত্র পূর্ব্বখণ্ড ৫ পটল)

বিল্ববৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হয়।

"বিল্ববৃক্ষস্তথা দেবী ভগবান্ শঙ্করঃ স্বয়ং।
বিল্ববৃক্ষতলে স্থিত্বা যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিং তস্য তীর্থকোটিভিঃ।"

(পুরশ্চরণোল্লাস ১০ পটল)

দেবপূজায় বিল্বপত্র দিবার সময় অধোমুখে দিতে হয়।

"পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং নেষ্টমধোমুখম্।
যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রাণ্যধোমুখম্॥"

(মাতৃকাতন্ত্র ৫৫ পটল)

বিল্বপত্র ব্যতীত শক্তিপূজাদি হয় না।

[শ্রীফল ও বিল্ববৃক্ষ দেখ।]

বিল্বক (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত অনু° ২৫ অঃ) ২ নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৩৫ অঃ) ৩ পীঠস্থানভেদ। (দেবীভাগ° ৭।৩০ অঃ)

বিল্বকাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। 'বিল্বাদিভ্যশ্ছস্য লুক্' পাণিনির এই সূত্রোক্ত ছ প্রত্যয়-নিমিত্ত শব্দগণ। যথা—বিল্ব, বেণু, বেত্র, বেতস, ইক্ষু, কাষ্ঠ, কপোত, তৃণ, ক্রুঞ্চা, তক্ষন্। (পাণিনি)

বিল্বকীয় (ত্রি) বিল্বাঃ সন্তি যস্যাং নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্ চ। বিল্বযুক্ত ভূমি।

বিল্বজ (ত্রি) বিল্বাৎ জায়তে জন-ড। মালূরজাত, বিল্বজাতমাত্র।

বিল্বজা (স্ত্রী) শালিধান্যবিশেষ।

"বিল্বজা মাগধী পীতা সামাভাস্তা গুণাগুণৈঃ।" (অত্রিস° ১৫ অঃ)

বিল্বতেজস্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৫৭ অঃ)

বিল্বতৈল (ক্লী) কর্ণরোগোক্ত তৈলৌষধভেদ।

প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের ও ১ সের বেলশুঁঠ গোমূত্রে পেষণ করিয়া কল্ক দিতে হইবে। বাধির্য্যরোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—তিলতৈল ১ সের, ছাগীদুগ্ধ ৪ সের, কল্ক বেলশুঁঠা ২ পল। পরে যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° কর্ণরোগাধি°)

বিল্বনাথ (পুং) একজন হটযোগাচার্য্য।

বিল্বপত্র (ক্লী) বিল্বস্য পত্রং। মালূরপত্র, চলিত বেলপাতা।

[বিল্ব ও বিল্ববৃক্ষ দেখ।]

বিল্বপত্রিকা (স্ত্রী) বিল্বকস্থিতা দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

বিল্বপান্তুর (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অঃ)

বিল্বপেষিকা (স্ত্রী) বিল্বস্য পেষিকা। শুষ্কবিল্বখণ্ড, চলিত বেলশুঁঠা।

"কফবাতামশূলঘ্নী গ্রাহিণী বিল্বপোষিকা।" (রাজনি°)

বিল্বমঙ্গলঠাকুর, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার। কৃষ্ণবেধানদীতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বাল্যাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং লাম্পট্যদোষে দূষিত হন। ঐ নদীর অপর পারে চিন্তামণি নামে এক বেশ্যা বাস করিত। তিনি দিবারজনী তাহাতে আসক্ত থাকিয়া প্রেমচর্য্যা করিতেন। এই প্রেমস্রোত একদিন তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শনে লইয়া গিয়াছিল।

একদিন কথাচ্ছলে ঐ বেশ্যা জানিল যে, কল্য বিল্বমঙ্গল মৃতাহ তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন; সুতরাং এদিনে তাঁহার নদীপার হওয়া অসঙ্গত জানিয়া তাঁহাকে রাত্রিতে নদীপার হইতে নিষেধ করিয়া দিল। এদিকে গৃহকর্ম্ম সমাপনের পর বিল্বমঙ্গল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চিন্তামণির-দর্শনলালসায় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ঘোর মেঘ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রাঘাত ও বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, তিনি এসম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নদীতীরে ভেলার অন্বেষণেও উপস্থিত হইলেন। বাত্যাবিতাড়িত জলরাশি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, চারিদিকেই উত্তালতরঙ্গ উঠিয়া নদীবক্ষকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমোন্মত্ত বিল্বমঙ্গল এরূপ অসময়েও স্থির থাকিতে না পারিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলবেগে কখন ডুবিয়া কখন বা ভাসিয়া যাইতে যাইতে কাষ্ঠভ্রমে তিনি একটী গলিতা শব আশ্রয় করিলেন এবং নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই বেশ্যাগৃহসম্মুখে উপনীত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, দ্বারবদ্ধ

* উষিতো বিল্ববৃক্ষস্য প্রোন্নয়াম্ মুনিসত্তম।
তস্যাসৌ বসতে লক্ষ্মীঃ শ্রীবৃক্ষস্তু ন মোচ্যতে।"
(বহ্নিপু° বৈষ্ণবধর্ম্মে গুড়িব্রত নামাধ্যায়)

দেখিয়া তিনি গৃহপ্রবেশের চেষ্টায় বাটীর চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রাচীরগর্ত্তে সর্পপুচ্ছ বিলম্বিত দেখিয়া তিনি রজ্জুজ্ঞানে তাহাই ধরিয়া প্রাচীরে উঠিলেন ও তথা হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভিতরের আঙ্গিনায় পড়িলেন। শব্দ শ্রবণমাত্র চিন্তামণি প্রভৃতি বেশ্যাগণ প্রদীপ লইয়া আসিল এবং বিল্বমঙ্গলকে তদবস্থায় দেখিয়া উঠাইয়া আনিল; কিন্তু তদ্গাত্র হইতে শবের পূতিগন্ধ নির্গত হইতে দেখিয়া, সে স্নান করাইয়া দিল ও প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিগতপ্রাণে বিভোর হইয়া আছেন, তিনি স্বরূপ জ্ঞাত না থাকায় সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তখন সেই বেশ্যা বিল্বমঙ্গলকে তমোমদে উন্মাদ জানিয়া বিস্তর তিরস্কারবাক্যে বলিল—"আমি বেশ্যা, নীচ, অস্পৃশ্য ও নিন্দিত। তুমি ব্রাহ্মণসন্তান; এই প্রেম আমায় না দিয়া যদি তুমি ইহার শতাংশের একাংশও কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইত।"

চিন্তামণির এই ভৎসনাবাক্যে বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে সত্যভাব উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া দেখা দিল। সেই রাত্রি তিনি কৃষ্ণলীলাগানে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে সোমগিরি নামক জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, বিল্বমঙ্গল তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। একবৎসর গুরুসেবার পর সেই প্রেমবৈরাগী বিশুদ্ধ প্রেমধন প্রাপ্ত হন। তৎপরে কৃষ্ণদর্শনে মানসিক উৎকণ্ঠা জন্মিলে তিনি বৃন্দাবন গমনে অভিলাষী হইয়া পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবর তীরস্থ বৃক্ষতলায় উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণধ্যানে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক বণিক্‌পত্নী ঐ সরোবরে স্নান করিতে আসায় তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল এবং পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ কামাবেশে তাঁহার মন ঈষৎ টলিল। তিনি সেই রূপবতী রমণীর অনুগমন করিলেন। বণিক্‌বণিতা নিজ অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন, সাধু বিল্বমঙ্গলও সেই গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন। বণিক্ উপস্থিত হইয়া সাধুকে দেখিয়া নানা মিষ্টবচনে তুষ্ট করিলেন, সাধু বণিক্‌রমণীর দর্শন প্রার্থনা করিলে বৈষ্ণব প্রীতির জন্য বণিক্ স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়া সেই সুন্দরীকে সুবেশা ও সালঙ্কৃতা করিয়া নির্জ্জনে সাধুর সম্মুখে আনিয়া দিল। তখন সেই সাধু রমণীর রূপ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুকে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন—

"রক্তমাংস ক্লেদ বিষ্ঠা মূত্রময় দেহ।
ত্বক্ আচ্ছাদনমাত্র দরশ সুবহ॥"

পরে সেই রমণীর নিকট হইতে সূচীদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগে অন্ধের মত ধীরে ধীরে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া তিনি যে অমৃতময় গীতে ত্রিভুবন পুলকিত করিয়াছিলেন; তাহাই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশে তাঁহাকে খাওয়াইতেন। একদিন তিনি গোপবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত চাপিয়া ধরিলে বালক হাতে ব্যথা লাগিতেছে বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লন, তাহাতে বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎকৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্‌যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩।৯৮)

ভক্তপ্রেমে রাধাকৃষ্ণ আর বিল্বমঙ্গলকে বহুদিন ক্লেশ দিতে পারিলেন না। তাঁহারা নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন। অন্ধের নয়ন ফুটিল, তিনি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মুরলীবদন শ্যামমূর্ত্তি দর্শন করিলেন; পার্শ্বে প্রেমময়ী রাধা—এই যুগলরূপ দেখিয়া তিনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়েন। (ভক্তমাল)

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অপর নাম লীলাশুক। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সন্ন্যাসী হইয়া সাধকচূড়ামণি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণবালচরিত, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী, গোবিন্দস্তোত্র, বালকৃষ্ণক্রীড়াকাব্য, বিল্বমঙ্গলস্তোত্র ও গোবিন্দদামোদরস্তব নামে কএকখানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বিল্ববন (ক্লী) বিল্বস্য বনং। মালূর সমুদায়। তত্ত্ববিষয়ঃ রাজন্যাদিত্বাৎ বুঞ্। বিল্ববনক-তদ্বিষয়।

বিল্ববন, দাক্ষিণাত্যের মদুরানগরের নিকটবর্ত্তী একটী তীর্থ। বেগবতী নদীতীরে অবস্থিত। স্কন্দপুরাণান্তর্গত বিল্বারণ্যমাহাত্ম্যে ও শিবপুরাণের বিল্ববনমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বিল্ববৃক্ষ, চলিত বেলগাছ (Ægle Marmelos) বিভিন্ন নাম হিন্দী—বেল, শ্রীফল, শ্রীফল; বাঙ্গালা—বেল, বিল্ব; আসামী—বেল, বোম্বাই—বেল, বিল; মরাঠা—বেল, গুজরাটী—বিল, সিন্ধু—বিল, কটোরি; সংস্কৃত—বিল্ব, শ্রীফল, মালূর, বিল্বফল, বিল্ব; আরবী—সফর্জলে হিন্দি, সুল; কোল—লোহগসি; মগ—ঔরৎপস্, তামিল—বিল্বফলম্, তেলগু—মরেড়, মালুরমু, বিল্বপণ্ডু, পতির; গোঁড়—মইকা, মহকা, মলয়ালম্—কুবলপ্রজম্, কণাড়ি—বিলপত্রী বা বেলপত্রী, ব্রহ্ম—ওক্ষিৎ, উম্‌সিৎবন্; সিঙ্গাপুর—বেল্লী। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বেলগাছ জন্মে, হিমালয় পর্ব্বতের বনবিভাগের মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে বেলগাছ স্বভাবত উৎপন্ন হয়।

বেলগাছের ছাল কাটিয়া দিলে একপ্রকার আটা বাহির হয়, তাহা কতকাংশে গঁদের ন্যায়। ফলের খোলার মধ্যে বীজশ্রেণী থাকে। প্রত্যেক বেলে বীজ থাকিবার জন্য ১০ হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত গহ্বর আছে। এই কোষ মধ্যে বীজগুলি আটায় জড়িত থাকে, তাহা আস্বাদবিহীন ও দ্রব্যাদি জুড়িবার উপযোগী। বেলের আটা চূণ মিশ্রিত করিলে কাচের বাসন জুড়িতে পারা যায়।

কাঁচা বেলের খোলা হইতে একপ্রকার জরদবর্ণ পাওয়া যায়। হরিতকী সহযোগে উহা কেলিকো নামক বস্ত্র রঙ্গ করিতে ব্যবহৃত হয়।

বেলগাছের বহু ভেষজগুণ আছে। কাঁচা ও পাকা ফল, শিকড় পত্র, খোলা প্রভৃতি স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট।

কাঁচাফল—গৃহস্থ মাত্রেই কাঁচাফল টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া শুকাইয়া রাখে। উহা আমাদের দেশে বেলশুঁঠা নামে খ্যাত। উহার ধারকতা গুণ আছে। বালক প্রভৃতির অজীর্ণরোগে ইহা গরমজলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ খাওয়ান হয়। ইহা পাকাশয়ের উপযোগী ও সহজেই পরিপাক পায়। কখন কখন গ্রহণীরোগেও এই পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমাশয় প্রভৃতি ঔদরিকরোগে কাঁচাবেল পুড়াইয়া গুড় বা চিনির সহিত খাইলে উপকার দর্শে।

২ পাকাফল—সুমিষ্ট, সদ্গন্ধযুক্ত ও শীতল। গ্রীষ্মের সময়ে তেঁতুল বা দধি ও মিষ্টযোগে বেলের সরবৎ বিশেষ সুখপেয় হয়। উহা হৃদ্য, বলকর ও সারক। প্রাতে বরফযোগে বেলের সরবৎ পান করিলে উদরাময় রোগ আরোগ্য হয়। পাকাবেল অল্প মিষ্ট দিয়া খাইলে পেট আটিয়া যায়। দীর্ঘাজীর্ণ বা আমাশয়জনিত দৌর্ব্বল্যে য়ুরোপীয়গণ বেলমার্মালেড (Bel-marmalade) প্রস্তুত করিয়া প্রাতে সেবন করে।

৩ বেলের শিকড়—ইহার ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া সবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করা যায়। দীর্ঘকালস্থায়ী কোষ্টবদ্ধতারোগে শিকড়ের ছাল ১ ঔন্স ১০ ঔন্স গরমজলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার ১ বা ২ ঔন্স সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। চিত্তোন্মাদতা (Hypochondriasis) ও হৃদ্‌রোগে (palpitation of the heart) ইহা উপকারী। বৈদ্যক দশমূল-পাচনে বেলের শিকড় আছে। বেলের শিকড় সাপের মাথায় ঠেকাইলে চক্র নামিয়া যায়। সর্পদষ্ট স্থানে বেড়ের শিকড় লাগাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৪ পত্র—বেলপাতা ছেঁচিয়া সেই রস স্বল্পজ্বরে খাওয়াইলে সামান্য দাস্ত হয় ও জ্বর কমিয়া আইসে। চক্ষুরোগে অথবা গাত্রক্ষতে কখন কখন বেলপাতা বাটিয়া সেইস্থানে কাঁচা পুলটিস্ দিলে যাতনার উপশম হয়। সামান্য জ্বরে বেলপাতার কাথ সেবন করান হইয়া থাকে। বেলপাতায় শিব ও শক্তিপূজার কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

৫ বেলের খোলাও সময় সময় ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

৬ বিল্বপুষ্প হইতে বেশ সুগন্ধ পাওয়া যায়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ বেল হইতে তিনটী ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন Extract of Bel, (খ) Liquid Extract of Bel ও (গ) Powder of the pulp। উক্ত ঔষধত্রয়ই উদর ও জ্বররোগে অবস্থাবিশেষে সেবনীয়।

বিল্বা (স্ত্রী) বিল্ব-টাপ্। হিঙ্গুপত্রী। (রাজনি°)

বিল্বাত্রক (ক্লী) রেবাতীরস্থিত একটী তীর্থস্থান।

বিল্বেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গভেদ।

বিল্বোদকেশ্বর (পুং) শিবমূর্ত্তিভেদ। হরিবংশে ১৩৬ অধ্যায়ে ইহার আবির্ভাবের বিষয় লিখিত আছে।

বিল্‌হণ (পুং) চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কের সভাস্থ একজন কবি। ইনি বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তৎকালের অনেক ঐতিহাসিক কথা বর্ণিত আছে। ইনি 'চোর কবি' নামেও খ্যাত।

বিস, ক্ষেপ। দিবাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্। বিস্যতি। লোট্ বিস্যতু। লিট্ বিবেস। লুঙ্ অবেসীৎ। হরিৎ অবিসৎ।

বিসকণ্ঠিকা (স্ত্রী) বিষমিব কণ্ঠোঽস্যাঃ কপ্। বলাকা।

বিসকণ্ঠিন্ (পুং) বিসমিব কণ্ঠোঽস্ত্যস্য ইনি। বক। (রাজনি°)

বিসকুসুম (ক্লী) বিসস্য কুসুমং। কমল। (রাজনি°)

বিসখা (ত্রি) বিসং মৃণালং খনতি খন-বিট্-ডা। মৃণালখননকর্ত্তা।

বিসখাদকা (স্ত্রী) বিসাখা, মৃণালখননকারী। ২ বাৎস্যায়নের কামসূত্র-বর্ণিত নাটকভেদ।

বিসগ্রন্থি (পুং) বিসস্য গ্রন্থিঃ। মৃণালগ্রন্থি, ইহা জলে দিলে জলের মলিনতা বিদূরিত হয়। "সপ্তকলীয়স্য প্রসাধনানি ভবন্তি। তদ্যথা কনকগোমেদকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবস্ত্রাণি মুক্তামণিশ্চেতি॥" (সুশ্রুত)

বিসজ (ক্লী) বিসাজ্জায়তে জন-ড। পদ্ম।

বিসনাভি (পুং) বিসং নাভিরুৎপত্তিস্থানং যস্য। ১ পদ্মিনী। ২ পদ্মসমূহ। (ত্রিকা°)

বিসনালিকা (স্ত্রী) বিসস্য নালিকেব। মৃণাল। (শব্দার্থকল্প°)

বিসনাসিকা (স্ত্রী) ১ বকভেদ।

বিসপ্রসূন (ক্লী) পদ্ম। (অমর)

"জক্ষুর্বিসং ধৃতবিকাসিবিসপ্রসূনাঃ" (মাঘ ৫।২৮)

বিসল (ক্লী) বিসং লাতীতি লা-ক। পল্লব। (ত্রিকা°)

বিসবৎ (ত্রি) বিস-চতুর্থাদিত্বাৎ মতুপ্ মস্ত ব। মৃণালযুক্তাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

বিসবর্ত্ম ন্ (পুং ক্লী) বিসাখ্য নেত্রবর্ত্মগত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—নেত্রের বর্ত্মদেশ ফুলিয়া উঠিয়া জলপূর্ণ-মৃণালের ছিদ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট হইলে বিসবর্ত্ম হয়।

"শূন্যং-যদ্বর্ত্ম বহুভিঃ সূক্ষ্মৈশ্ছিদ্রৈঃ সমন্বিতম্।
বিসমন্তর্জ্জলইব বিসবর্ত্মেতি তন্মতম্॥" (সুশ্রুত উত্তরত° ৪ অ°)

বিসিনী (স্ত্রী) বিস পুষ্করাদিত্বাৎ ইনি। ১ পদ্মিনী। (অমর) ২ মৃণালাদিযুক্ত দেশ। ৩ তৎসমুদয়।

বিসিল (ত্রি) বিস-কাশ্যাদিত্বাদিল। মৃণালসমীপাদ।

বীজ (ক্লী) বিশেষেণ কার্য্যরূপেণ অপত্যতয়া চ জায়তে 'উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং' ইতি জন-ড, 'অন্যেষামপীতি' উপসর্গস্ত দীর্ঘঃ বা বিশেষণ ঈজতে কুক্ষিং গচ্ছতি শরীরং বা ঈজ-গতিকুৎসনয়োঃ পচাদ্যচ্। ১ কারণ। "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।" (গীতা ৭।১০) ২ শুক্র।

"অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" (মনু ১।৮)

'বীজং শুক্রং' (মেধাতিথি) ৩ শক্তিরূপ।

"যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্‌জা ঋষয়োঽভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে॥" (মনু ১০।৭২)

'বীজং শক্তিরূপং' (কুল্লূক) ৪ অঙ্কুর। ৫ তত্ত্বাধান। (মেদিনী) ৬ মজ্জা। (রাজনি°) ৭ গণিতবিশেষ। বীজগণিত। ৮ বৃক্ষাদির অঙ্কুরাধার।

"উৎপাদকং যৎপ্রবদন্তি বুদ্ধেরধিষ্ঠিতং সৎপুরুষেণ সাংখ্যাঃ।
ব্যক্তস্য কৃৎস্নস্য তদেকবীজমব্যক্তমীশং গণিতং চ বন্দে॥"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি বীজগণিত ১।১)

৮ দেবতাদিগের মূলমন্ত্রের নাম বীজ। তন্ত্রে প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র লিখিত আছে। অতিসংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

অন্নপূর্ণাবীজ—'হ্রীঁ নমো ভগবতি মহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা'। ত্রিপুটাবীজ—'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ'। ত্বরিতাবীজ—'ওঁ হ্রীঁ হুঁ খে চ ছে ক্ষ স্ত্রী হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফট্'। নিত্যাবীজ—'ঐঁ ক্লীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা'। দুর্গাবীজ—'ওঁ হ্রীঁ দুঁং দুর্গায়ৈ নমঃ'। মহিষমর্দ্দিনীবীজ—'ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা'। জয়দুর্গাবীজ—'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা'।

শূলিনীবীজ—'জ্বল জ্বল শূলিনি দুষ্টগ্রহ হুং ফট্ স্বাহা' বাগীশ্বরীবীজ—'বদ বদ বাগ্‌বাদিনী স্বাহা'। পারিজাতসরস্বতী বীজ—'ওঁ হ্রীঁ হসৌঁ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। গণেশবীজ—'গঁ'। হেরম্ববীজ—'ওঁ গূঁ নমঃ'। হরিদ্রাগণেশবীজ—'গ্লঁ'। লক্ষ্মীবীজ—শ্রীঁ। মহালক্ষ্মীবীজ—'ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হসৌঁ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ'। সূর্য্যবীজ—'ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য'। শ্রীরামবীজ—'রাং রামায় নমঃ জানকীবল্লভায় হুঁ স্বাহা'। বিষ্ণুবীজ—'ওঁ নমো নারায়ণায়'। শ্রীকৃষ্ণবীজ—'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। বাসুদেববীজ—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'। বালগোপালবীজ—'ওঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়'। লক্ষ্মীবাসুদেববীজ—'ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ'। দধিবামনের বীজ—'ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা।'

হয়গ্রীবের বীজ—'ওঁ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথসর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর।
সর্ব্বদেবময়াচিন্ত্য সর্ব্বং বোধয় বোধয়॥
নৃসিংহবীজ—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥"

নরহরিবীজ—'আঁ হ্রীঁ ক্ষৌং হুং ফট্'। হরিহরবীজ—'ওঁ হ্রীঁ হৌঁ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ' হৌঁ হ্রীঁ ওঁ। বরাহবীজ—'ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা।' শিববীজ—'হৌঁ'। মৃত্যুঞ্জয়বীজ—'ওঁ জুঁ সঃ'। দক্ষিণামূর্ত্তিবীজ—'ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহ্যং মেধাং প্রযচ্ছ স্বাহা'। চিন্তামণিবীজ—র ক্ষ ম র ব ওঁ উঁ। নীলকণ্ঠবীজ—'প্রোঁ ন্রীঁ ঠঃ নমঃ শিবায়'। চণ্ডবীজ—'রক্ষ ফট্'। ক্ষেত্রপালবীজ—'ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ'। বটুকভৈরববীজ—'ওঁ হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ।' ত্রিপুরাবীজ—'হসরৈঁ' 'হসকলরীঁ' 'হসরৌঁঃ'। সম্পৎপ্রদাভৈরবীবীজ—হসরৈঁ সহকলরীঁ হসরৌঁ। ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবীবীজ—'হসৈঁ, হসকলরীঁ, হসরৌঁ'। কৌলেশভৈরবীবীজ—'সহরৈঁ, সহকলরীং, সহরৌঁ'। সকল সিদ্ধিদাভৈরবীবীজ—সহৈঁ, সহকলরীঁ, সহৌঁ। চৈতন্যভৈরবীবীজ—সহৈঁ, সকলহ্রীঁ, সহরৌঃ। কামেশ্বরীভৈরবীবীজ—'সহৈঁ, সকলহ্রীঁ, নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে সহরৌঃ'। ষট্‌কূটাভৈরবীবীজ—'ড র ল কসহৈঁ, ড র ল ক স হীঁ, ড র ল ক স হৌ'। নিত্যাভৈরবীবীজ—'হ স ক ল র ডৈঁ, হ স ক ল র ডীঁ, হস কলরডৌঁ। রুদ্রভৈরবীবীজ—হসখফরেঁ, হসকলরীঁ হসৌঃ। ভুবনেশ্বরী ভৈরবীবীজ—হসৈঁ, হসকলহ্রীঁ, হসৌঃ। সকলেশ্বরীবীজ—সহৈঁ সহকলহ্রীঁ, সহৌঁ। ত্রিপুরাবালাবীজ—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। নবকূটাবালাবীজ—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। হসৈঃঁ, হসকলরীঁ, হসৌঃ, হসরৈঁ, হসকলরীঁ, হসরৌঃ। অন্নপূর্ণা-ভৈরবীবীজ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

শ্রীবিদ্যাবীজ—ক এ ঈ ল হ্রীঁ। হস ক হ ল হ্রীঁ সকলহ্রীঁ। ছিন্নমস্তাবীজ—শ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।

শ্যামাবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণেকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। গুহ্যকালিকাবীজ—

ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গুহ্যেকালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। ভদ্রকালীবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।

শ্মশানকালিকাবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্মশানকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। মহাকালীবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ মহাকালি ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা। তারাবীজ—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্। চণ্ডোগ্রশূলপাণিবীজ—ওঁ হ্রীঁ হূঁ শিবায় ফট্। মাতঙ্গিনীবীজ—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গিন্যৈ ফট্ স্বাহা।

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীবীজ—সুমুখীদেবী, মহাপিশাচিনী হ্রীঁ ঠঃ ঠঃ ঠঃ। ধূমাবতীবীজ—ধূঁ ধূঁ স্বাহা।

ভদ্রকালীবীজ—হৌঁ কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা।

উচ্ছিষ্টগণেশবীজ—ওঁ হস্তিপিশাচি লিখে স্বাহা।

ধনদাবীজ—ধং হ্রীঁ শ্রীঁ দেবি রতিপ্রিয়ে স্বাহা।

শ্মশানকালিকাবীজ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ।

বগলাবীজ—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা।

কর্ণপিশাচীবীজ—ওঁ কর্ণপিশাচি বদাতীতানাগতশব্দং হ্রীঁ স্বাহা। মঞ্জুঘোষবীজ—ক্রোঁ হ্রীঁ শ্রীঁ

তারিণীবীজ—ক্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণদেবি হ্রীঁ ক্রীঁ ঐঁ। সারস্বত বীজ—ঐঁ। কাত্যায়নীবীজ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ চৌঁ চণ্ডিকায় নমঃ। দুর্গাবীজ—দুঁ। বিশালাক্ষীবীজ—ওঁ হ্রীঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ। গৌরীবীজ—হ্রীঁ গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হূঁ ফট্ স্বাহা।

ব্রহ্মশ্রীবীজ—হ্রীঁ নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতেরাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে গৌরি গান্ধারি ত্রিভুবনশঙ্করি সর্ব্বলোকবশঙ্করি সর্ব্বস্ত্রীপুরুষবশঙ্করি সুযুদ্ধদুর্ঘোররাবে হ্রীঁ স্বাহা।

ইন্দ্রবীজ—ইং ইন্দ্রায় নমঃ। গরুড়বীজ—ক্ষিপ ওঁ স্বাহা। বিষহরাগ্নিবীজ—খঃ খং। বৃশ্চিকবিষহরবীজ—ওঁ সরহ ক্ষুঃ। ওঁ চিলি হিমি চিলি হক্ষুঃ। ওঁ হিলি হিলি চিলি চিলি ক্ষুঃ। ব্রহ্মণে ক্ষুঃ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃক্ষুঃ।

মূষিকবিষহরবীজ—ওঁ গেঁ খঁ ঠঁ। ওঁ গঁ গাং ঠঃ।

মূষিকনাশবীজ—ওঁ সরণে ফুঃ অসরণে ফুঃ বিসরণে ফুঃ।

লূতাবিষহরবীজ—ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং জক্ষং ওঁ স্বাহা গরুড় হূং ফট্।

সর্ব্বকীটবিষহরবীজ—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর হন হন হুং ফট্ স্বাহা।

সুখপ্রসববীজ (মন্ত্র)—ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি মারীচ মারীচ স্বাহা।'

এই মন্ত্র দুইটীর মধ্যে যে কোনটী জলের উপর আটবার জপ করিয়া পরে সেই জল আসন্নপ্রসবাকে পান করাইলে সে অনায়াসে প্রসব করিতে পারে।

আর্দ্রপটীবীজ—ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে অপ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে স্বাহা'। আর্দ্র-রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমুদ্রগামিনী নদী অথবা উষর ভূমিতে দক্ষিণমুখ হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক যদি এই মন্ত্র উর্দ্ধবাহু হইয়া জপ করিতে থাকে, তবে পরিধেয় বস্ত্র শুষ্ক হইবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরও প্রাণ শুষ্ক হইতে থাকে।

হনুমদ্বীজ—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্।

বীরসাধনবীজ—'হং পবননন্দনায় স্বাহা।'

শ্মশানভৈরবীবীজ—শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষণি সিদ্ধিং মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা।

জ্বালামালিনীবীজ—ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হূঁ ফট্ স্বাহা'।

মহাকালীবীজ—ফ্রেঁ ফ্রেঁ ক্রোঁ ক্রোঁ পশূন্ গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা।

নিগড়বন্ধনমোক্ষণবীজ (মন্ত্র)—ওঁ নম ঋতে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা বন্ধমেতং যমেন দত্তং তস্যা সংবিদা নোত্তমে নাকে অধোবোহবৈরং।

ত্র্যম্বকবীজ—ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

মৃতসঞ্জীবনীবীজ—হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিংপুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। ইত্যাদি। (তন্ত্রসার) আকর্ষণাদি যে সকল বীজ আছে তাহা এই স্থলে বাহুল্যভয়ে উক্ত হইল না।

"বীজসঙ্কেতবোধার্থমাহৃত্য' তন্ত্রশাস্ত্রতঃ।
বীজনামানি কানিচিৎ বক্ষ্যামি বিদুষাং মুদে॥
মায়া লজ্জা পরা সংবিৎ ত্রিগুণা ভুবনেশ্বরী।
হৃল্লেখা শম্ভুবনিতা শক্তিদেবীশ্বরী শিবা॥" ইত্যাদি।

(প্রাণতোষিণী) প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে—

পরমেশ্বরীর বীজ হ্রীঁ। লক্ষ্মীর বীজ শ্রীঁ। সরস্বতী বীজ ঐঁ। তারার বীজ হূঁ। কালীর বীজ ক্রীঁ। গুপ্তকালী বীজ ক্লীঁ। শিববীজ হৌং। অস্ত্রবীজ ফট্। (প্রাণতোষিণী) কালী তারা প্রভৃতি প্রত্যেকের বীজ মন্ত্র আছে। [তত্তৎশব্দ দ্রষ্টব্য।]

বীজক (পুং) ১ মাতুলুঙ্গক। (জটাধর) ২ বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী বিজয়াসার। পর্য্যায়—পীতসার, পীতসালক, বন্ধূক পুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, আসন। ইহার গুণ—কুষ্ঠ, বীসর্প, চিত্রমেহ, গুদ, ক্রিমি, শ্লেষ্মা, অস্র ও পিত্তনাশক, কেশহিতকর ও রসায়ন। (ভাবপ্র°) (ক্লী) ৩ বীজ।

"অক্ষকৈর্ব্বীজকৈশ্চৈব মন্দারৈশ্চোপশোভিতম্।"(হরিং১৫৫।২০)

বীজকর্ত্তৃ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৭)

বীজকৃৎ (ক্লী) বীজং বীর্য্যং করোতি বর্দ্ধয়তি কৃ-ক্বিপ্ তুক্-চ। বাজীকরণ। (রাজনি°)

বীজকোশ, বীজকোষ (পুং) বীজানাং কোষ আধার ইব। পদ্মবীজাধারচক্রিকা। চলিত কোঁকল। পর্য্যায়—বরাটক, কর্ণিকা, বারিকুঞ্জ, শৃঙ্গাটক। (শব্দরত্না°)

বীজক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতের নিয়মানুসারে ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্কাদি করা।

বীজগণিত (ক্লী) যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা স্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয়।

[অন্তস্থ 'ব'য় দেখ।]

বীজগর্ভ (পুং) বীজানি গর্ভে অভ্যন্তরে যস্য। পটোল। (রাজ°)

বীজগুপ্তি (স্ত্রী) বীজানাং গুপ্তির্যত্র। ১ শিম্বী। (রাজনি°) ২ ধান্যাদির খোলা।

বীজত্ব (ক্লী) বীজস্য ভাবঃ ত্ব। বীজের ভাব বা ধর্ম্ম।

বীজদর্শক (পুং) অভিনয়-পরিদর্শক। (Stage-manager)

বীজধানী (স্ত্রী) নদীভেদ।

বীজধান্য (ক্লী) বীজপ্রধানং ধান্যং। ধান্যক। (রাজনি°)

বীজপাদপ (পুং) বীজপ্রধানঃ পাদপঃ। ১ ভল্লাতক। (রাজনি) ২ বীজোৎপন্ন বৃক্ষমাত্র

বীজপুষ্প (ক্লী) বীজপ্রধানং পুষ্পং যস্য। ১ মরুবক। ২ মদনবৃক্ষ।

বীজপুষ্পিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। (Andropogon Saccharatus)

বীজপূর (পুং) বীজানাং পূরঃ সমূহো যত্র। ফলপূর। চলিত টাবানেবু, হিন্দী বিজৌরা। সংস্কৃত পর্য্যায়,—বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপূরক, রুচক, বীজফলক, জন্তুর, দন্তুরচ্ছদ, পূরক, রোচনফল। ইহার ফলগুণ – অম্ল, কটু, উষ্ণ, শ্বাস, কাস ও বায়ুনাশক। কণ্ঠশোধনকর, লঘু, হৃদ্য, দীপন, রুচিকারক, পাবন, আধ্মান, গুল্ম, হৃদ্রোগ, প্লীহা ও উদাবর্ত্ত-নাশক। বিবন্ধ, হিক্কা, শূল, ও ছর্দ্দিতে প্রশস্ত। (রাজনি°) ২ তদ্ভেদ, মধুকর্কটী। "বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধু-কর্কটী। মধুকর্কটীকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ॥" (ভাবপ্র°)

বীজপূর্ণ (পুং) বীজেন পূর্ণঃ। ১ ছোলঙ্গ। ২ বীজপূর।

বীজপেশিকা (স্ত্রী) বীজস্য শুক্রস্য পেশিকেব। অণ্ডকোষ।

বীজপ্ররোহিন্ (ত্রি) বীজ হইতে উদ্গমনশীল।

বীজফলক (পুং) বীজপ্রধানং ফলং যস্য কন্। বীজপূর।

বীজমতি (স্ত্রী) বীজ স্থিরীকরণে সমর্থ মন। (গণিত)

বীজমন্ত্র (ক্লী) বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট মূলমন্ত্র।

বীজমাতৃকা (স্ত্রী) বীজানাং বীজমন্ত্রানাং মাতেব জপমালাস্থা-দস্যাস্তথাত্বং। পদ্মবীজ।

'পদ্মাক্ষং পদ্মবীজঞ্চ কর্ণিকা বীজমাতৃকা।' (হারাবলী)

বীজমাত্র (ক্লী) ১ বীজ বা বংশরক্ষার উপযোগিতা। ২ ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডল।

বীজরত্ন (পুং) বীজং রত্নমিব যস্য। মাষকলায়। (হেম)

বীজরুহ (ত্রি) বীজাৎ রোহতীতি রুহ ইগুপধাৎ ক। শালি প্রভৃতি।

'কুরণ্ট্যাদ্যা অগ্রবীজা মূলজাস্তূৎপলাদয়ঃ।
পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যাঃ স্কন্দজাঃ শল্লকী মুখাঃ॥
শাল্যাদয়ো বীজরুহা সংমূর্চ্ছজাস্তৃণাদয়ঃ।
স্যুর্বনস্পতিকা যস্য যড়েতে মূলজাতয়ঃ॥' (হেম)

বীজরেচন (ক্লী) বীজং রেচনং রেচকং যস্য। জয়পাল।(রাজনি°)

বীজল (ত্রি) বীজ-(সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি মত্বর্থে লচ্। বীজযুক্ত।

বীজবৎ (ত্রি) বীজ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ ব্রীহ্যাদিযুক্ত বীজ।

"যেঽক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।
তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং ক্বচিৎ॥" (মনু ৯।৪৯)

বীজবপন (ক্লী) বীজানাং বপনং। ক্ষেত্রে বীজক্ষেপণ। ভূমিতে বীজরোপণ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে উত্তম দিন দেখিয়া বীজ বপন করিতে হয়। জ্যোতিষে লিখিত আছে— পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে রিক্তা, অষ্টমী এবং অমাবস্যা ভিন্ন তিথিতে শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থ হইলে স্থিরলগ্নে জন্মলগ্ন এবং মিথুন, তুলা, কন্যা, কুম্ভ ও ধনুর্লগ্নের পূর্ব্বভাগে বীজবপন প্রশস্ত।

"হলপ্রবাহবদ্বীজবপনস্য বিধিঃ স্মৃতঃ।
চিত্রায়াঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরস্বমনুজোদয়ে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজবপনের দিন প্রাতে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য করিয়া পূর্ব্ব-মুখে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া বীজবপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ত্বং বৈ বসুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধাং শুভে কুরু॥
রোহন্তু সর্ব্বশস্যানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষকাস্তু ভবন্ত্বগ্র্যা ধান্যেন চ ধনেন চ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রে প্রাজাপত্যতীর্থদ্বারা বীজবপন করিতে হইবে। প্রথম বীজ বপনের পর বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত একত্র ভোজন করিতে হয়। বীজবপন বিষয়ে বৈশাখ মাস শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ মধ্যম এবং তৎপরে অধম।

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং মধ্যমং রোহিণীরবৌ।
অতঃপরস্মিন্নধমং ন জাতু শ্রাবণে শুভম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজবর (পুং) কলায়ভেদ (Phaseolus Radiatus.)

বীজবাপ (পুং) বীজস্য বাপঃ। বীজবপন।

"রবৌ রৌদ্রাদ্যপাদস্থে ভূমেঃ সঞ্জায়তে রজঃ।

তস্মাদ্দিনত্রয়ং তত্র বীজবাপং পরিত্যজেৎ॥" (বীরমিত্রোদয়)

আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর তিনদিন বীজ বপন করিতে নাই।

বীজবাপিন্ (পুং) বীজবপনকারী।

বীজবাহন (ত্রি) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৯)

বীজবৃক্ষ (পুং) বীজাদেব বৃক্ষো যস্য, বীজপ্রধানো বৃক্ষ বা। অসনবৃক্ষ। (রাজনি°)

বীজসঞ্চয় (পুং) বীজানাং সঞ্চয়ঃ। বীজসংগ্রহ, বপনজন্য ধান্যাদি সংগ্রহ। মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বীজ সংগ্রহ করিবে।

"মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি সর্ব্ববীজানি সংগ্রহেৎ।

শোষয়েৎ তাপয়েদ্রৌদ্রে রাত্রৌ চোপনিধাপয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। হস্তা, চিত্রা, অদিতি, স্বাতি, রেবতী ও শ্রবণাদ্বয় এই সকল নক্ষত্রে স্থির লগ্নে বৃহস্পতি, শুক্র এবং বুধবারে বীজসঞ্চয় করিবে। বীজসঞ্চয়ের পর পত্রে করিয়া মন্ত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহাতে মূষিকাদির ভয় নিবারিত হয়।

মন্ত্র—"ধনদায় সর্ব্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্যং স্বাহা।

নমঃ ঈহায়ৈ ঈহাদেবী সর্ব্বলোকবিবর্দ্ধিনী

কামরূপিণি ধান্যং দেহি স্বাহা॥"* (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বীজসূ (স্ত্রী) বীজানি সূতে ইতি সূ-কিপ্। পৃথ্বী। (হেম)

বীজস্থাপন (ক্লী) বীজানাং স্থাপনং। ধান্যাদিস্থাপন।

বীজহরা (স্ত্রী)
বীজহারিণী (স্ত্রী) } দুঃসহকন্যা ডাকিনীভেদ।

বীজাকৃত (ত্রি) বীজেন সহকৃতং কৃষ্টমিতি (কৃঞো দ্বিতীয় তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ। পা ৫।৪।৫৮) ইতি ডাচ্। বীজবপনপূর্ব্বক কৃষ্টক্ষেত্র।

বীজাক্ষর (ক্লী) বীজমন্ত্রের আদ্যক্ষর।

বীজাঙ্কুর (পুং) ১ বীজোদ্গত প্রথম অঙ্কুর। ২ বীজ ও অঙ্কুর।

বীজাঢ্য (পুং) ১ জৈপালবৃক্ষ। (ক্লী) ২ তবীজ।

বীজাঢ্য (ত্রি) ১ বীজযুক্ত। (পুং) বীজপূর।

বীজাধ্যক্ষ (পুং) শিব। (ভারত ১৩। ১৭। ৭৭)

বীজার্ণবতন্ত্র (ক্লী) বীজমন্ত্রনির্দ্দেশক একখানি তন্ত্র।

বীজাম্ল (ক্লী) বীজে অম্লোঽম্লরসো যস্য। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

বীজিক (ত্রি) বীজযুক্ত।

বীজিন্ (পুং) বীজমস্ত্যস্যেতি বীজ-ইনি। পিতা। (হেম)

"অসমানপ্রবরৈর্বিবাহ ঊর্দ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্যো

বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধুভ্যঃ পঞ্চমাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

(ত্রি) বীজবিশিষ্ট। (মনু ৯।৫১)

বীজোদক (ক্লী) বীজমিব কঠিনমুদকং, তস্য কঠিনত্বাৎ তথাত্বং। করকা। (ত্রিকা°)

বীজোপ্তিচক্র (ক্লী) বীজানামুপ্তয়ে শুভাশুভসূচকং চক্রং। বীজবপনজন্য শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকারচক্র। বীজ বপন করা হইলে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা এই চক্রদ্বারা জানা যায়।*

বীজ্য (ত্রি) বিশেষেণ ইজ্যঃ, অথবা বীজায় হিতঃ (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ। যে কোন কুলভব, পর্য্যায়—কুলসম্ভব, বংশ্য, কৌলকেয়, কুলজ। (শব্দরত্না°) কুলীন, কুল্য, কুলভব। (জটাধর)

বীভৎস (পুং) বীভৎসতেঽত্র অনেন বধ-সন্ করণে ঘঞ্। ১ অর্জ্জুন। (মেদিনী) (ত্রি) বীভৎসা ঘৃণাস্যাত্র অর্শ আদিত্বাদচ্। ২ ক্রূর।

"কৃতং বীভৎসময়সঞ্চ কর্ম্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"

(ভারত ১।১।২১০)

৩ ঘৃণাত্মা। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।১৮) ৪ বিকৃতি। (মেদিনী) ৫ পাপী। (অজয়) ৬ শৃঙ্গারাদি নবরসের অন্তর্গত ষষ্ঠরস। পর্য্যায়—বিকৃত। ইহার লক্ষণ—

"জুগুপ্সা স্থায়িভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ।

নীলবর্ণো মহাকাল-দৈবতোঽয়মুদাহৃতঃ॥

দুর্গন্ধমাংসপিশিতমেদাংস্যালম্বনং মতম্।

তত্রৈব কৃমিপাতাদ্যমুদ্দীপনমুদাহৃতম্॥

নিষ্ঠীবনাস্যবলননেত্রসঙ্কোচনাদয়ঃ।

অনুভাবাস্তত্র মতাস্তথাস্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥

মোহোঽপস্মার আবেগো ব্যাধিশ্চ মরণাদয়ঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩।২৬৩)

বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা, দেবতা মহাকাল—ইহার বর্ণ নীল। দুর্গন্ধমাংস, পিশিত ও মেদ ইহার আলম্বন এবং

---

* "মন্ত্রং লিখিত্বা পত্রে চ মধ্যে ধান্যস্য ধারয়েৎ।

পরঞ্চ ধান্যরাশেস্তু মূষিকাদিনিবৃত্তয়ে।

দক্ষিণস্থিত মূষকমদং জ্যেষ্ঠভিবামে নাভীযু।

যাবন্তি শস্যফলানাং ন বুধো বুধবাসরে কুর্য্যাৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

* "সূর্য্যভাদ্ভগণঃ স্থাপ্যস্ত্রিনাড্যেকাঙ্গক্রমাৎ।

মুখে ত্রীণি গলে ত্রীণি তান্যশুভদানি তু॥

পুচ্ছে চতুর্বহিঃ পঞ্চ ত্রিসপ্তাহে ফলং বদেৎ।

বদনে চোচকং বিদ্যাৎ গলকেঽঙ্গারকস্তথা॥

উদরে ধান্যবৃদ্ধিঃ স্যাৎ পুচ্ছে ধান্যক্ষয়ো ভবেৎ।

ইতি যোগত্রয়ং জ্ঞেয়ং চক্রে বীজোপ্তিসম্ভবে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কৃমিপাতাদি উদ্দীপন। নিষ্ঠীবন, আস্যবলন ও নেত্রসঙ্কোচাদি অনুভাব। মোহ, অপস্মার, আবেগ, ব্যাধি ও মরণাদি ব্যভি-চারিভাব। ইহার উদাহরণ—

"উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথূচ্ছোথভূয়াংসি মাংসা-
ন্যংসস্ফিক্‌পৃষ্ঠপিণ্ডাদ্যবয়বসুলভান্যুগ্রপূতীনি জগ্ধ্বা।
আর্ত্তঃপর্য্যস্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরঙ্কঃ করাঙ্কা-
দঙ্কস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি॥"

(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি°)

বীভৎসু (পুং) বীভৎসতীতি বধ-সন্-উ। অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের দশটী নামের মধ্যে একটী নাম। ইনি যুদ্ধে ন্যায়পূর্ব্বক শত্রু হনন করিতেন, কখন বীভৎস কর্ম্ম করিতেন না, এই জন্য ইহার 'বীভৎসু' নাম হইয়াছিল।

"ন কুর্য্যাং কর্ম্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন।
তেন দেবমনুষ্যেষু বীভৎসুরিতি বিশ্রুতঃ॥" (ভার° ৪।৪২।১৮)

বীভৎসিত (ত্রি) পরিতপ্ত, নিন্দিত। (ভাগ° ৫।২৬।২৩)

বীরিট (পুং) গণ। "বিশ্‌পতীব বীরিট ইয়াতে" (ঋক্ ৭।৩৯।২) 'বীরিটে গণে' (সায়ণ)

বুঁইচ (দেশজ) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বুঁচগাছ। (Flacourtia Rapida) [বঁইচগাছ দেখ।]

বুঁদিয়া (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, একপ্রকার মিঠাই, ইহাকে বঁদেও বলে। ইহা খাইতে অতি স্বাদু।

বুক (ত্রি) বুক-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপঃ। ভীষণশব্দকারক।

বুক (দেশজ) ১ বক্ষঃ। ২ সাহস।

বুক্‌জামা (পারসী) অঙ্গরক্ষিণী, অঙ্গরাখা।

বুক্‌জ্বালা (দেশজ) বক্ষঃস্থল জ্বালা করা।

বুকড়্ (দেশজ) সাহসী।

বুকড়া (দেশজ) ১ বক্ষঃ। ২ পাকস্থলী। ৩ একপ্রকার তণ্ডুল। মোটাচাউল।

বুক্‌নী (হিন্দী) ১ গুঁড়া। (দেশজ) ২ শ্লেষবাক্য।

বুক্‌বাছাড়্ (দেশজ) উত্তরীয় দ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন।

বুক্‌শূল (দেশজ) বক্ষঃশূল, বক্ষঃস্থলে শূলবেদনা।

বুকাবুকি (দেশজ) বুকে বুকে লাগা, সামনা সামনি।

বুকেফল, ঝিলামনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। মাকিদন-বীর আলেকসান্দারের প্রিয় বৃদ্ধাশ্ব বুকেফলস্ (Bucephalus) যেখানে নিহত হয়, বীরবর সেইখানে অশ্ববরের স্মরণার্থ ঐ নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও ঐ নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান জালালপুর নগরের সন্নিকটে পড়িয়া আছে।

বুকেরা, সিন্ধুপ্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। এখানে চারটী মুসলমান সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে শেখ বনপোত্রা ও পীর ফজলশাহের সমাধিই সর্ব্বপ্রাচীন এবং মুসলমানসমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই সমাধিমন্দিরের সমক্ষে বৎসরে দুইবার মেলা হয় ও তাহাতে বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে।

বুক্ক, কুকুরাদি শব্দ। ২ কথন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ বুক্কয়তি-তে। লোট্ বুক্কয়তু-তাং। লিট্ বুক্কয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অবুবুক্কৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ বুক্কতি। লোট্ বুক্কতু। লিট্ বুবুক্ক। লুঙ্ অবুক্কীৎ, ইরিৎ-অবুক্কৎ।

বুক্ক (পুং) বুক্কয়তি-শব্দায়তে ইতি বুক্ক-অচ্। ১ ছাগ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ হৃদয়স্থ মাংসপিণ্ড। ৩ অগ্রমাংস। ৪ হৃদয়।

"বুক্কাঘাতৈর্বতিনিকটে প্রৌঢ়বাক্যেন রাধা।" (উদ্ভট)

৫ সময়। ৬ শোণিত।

বুক্কচেরলা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার জলবাঁধ একটী দেখিবার জিনিস।

বুক্কন (ক্লী) বুক্ক-ভাবে ল্যুট্। ভাষণ, কুকুরাদির শব্দ।

বুক্কন্ (পুং) বুক্ক-কনিন্। বুক্কপদার্থ। (ভরত)

বুক্কপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রায়দুর্গের পলিগারগণ এই স্থান অবরোধ করে। বেলেরীর পলিগারগণ আসিয়া নগরের অবরোধ মোচন করে এবং বন্ধুরূপে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারাই নগর দখল করিয়া লয়। এখানকার চিত্রাবতীর জলবাঁধ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বুক্করায় (পুং) বিজয়নগরের (বিদ্যানগর) মহাপরাক্রান্ত নর-পতি। ইনি সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের প্রতিপালক ছিলেন। [বিজয়নগর দেখ।]

বুক্করায় সমুদ্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহার সম্মুখস্থ জলবাঁধের অপর পারে অনন্ত-সাগর (অনন্তপুর) অবস্থিত।

বুক্কস (পুং স্ত্রী) পুক্কস পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। চণ্ডাল। (হেম)

বুক্কা (স্ত্রী) বুক্ক-টাপ্। ১ বুক্ক। ২ শোণিত।

বুক্কাগ্রমাংস (ক্লী) বুক্কস্থ অগ্রমাংসং। ১ হৃদয়। ২ হৃদয়স্থ মাংস-পিণ্ডাকার অগ্রমাংস। (রায়মুকুট)

বুক্কার (পুং) বুক্ক কি খাদি শব্দে ভাবে ঘঞ্, বুক্ক' নিনাদস্তস্য কারঃ করণং। 'একবর্ণ্যাত্রয়ো যত্র মধ্যম স্তত্র লুপ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ মধ্যস্থ ককারস্য লোপঃ। সিংহধ্বনি। (হারাবলী)

বুক্কী (স্ত্রী) বুক্ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বুক্ক। (ভরত)

বুক্কুর (বখর) শীকারপুর জেলার মধ্যস্থিত সিন্ধুনদীর খাতবর্ত্তী দুর্গসুরক্ষিত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ২৭° ৪২´ ৪৫´´ উঃ এবং

দ্রাঘি° ৬৮° ৫৬´৩০´´পূঃ। নদীগর্ভস্থিত এই পর্ব্বতখণ্ড ৮ শত ফিট্ লম্বা ও ৩ শত ফিট্ প্রশস্ত। সক্কর নগরের পার্শ্ব দিয়া নদীর একটী শাখা প্রবাহিত এবং পূর্ব্বশাখায় রোহ্রীনগর অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই দুর্গাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সম্রাট্ মহম্মদ তুগলকের রাজত্বকালে জনৈক শাসনকর্ত্তা দ্বারা পরিচালিত হইত। সম্মাবংশীয় রাজগণের অধিকারকালে এই দুর্গ বিভিন্ন রাজগণের অধিকৃত হইয়াছিল। রাজা শাহবেগ আর্ঘুন আলোরের দুর্গ ভাঙ্গিয়া বুক্কুর দুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ নিজ ভৃত্য কেশুখাঁকে এই দুর্গ প্রদান করেন। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে কলহোরার রাজগণ এই স্থান অধিকার করে। তৎপরে ইহা আফগানদিগের শাসনাধীন হয়। খৈরপুরাধিপতি মীররুস্তম খাঁ আফগানদিগের হস্ত হইতে এই স্থান কাড়িয়া লন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় খৈরপুরের মীরগণ ঐ স্থান ইংরাজ-করে সমর্পণ করেন। ইংরাজাধিকারে সিন্ধু ও আফগান অভিযানের সময় এখানে ইংরাজের অস্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কারাগার স্থাপিত হয়।

বুগ (দেশজ) ত্যাগ, ছাড়া।

বুঘানা, হিমালয়পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। ইহারা বারাণসীবাসী গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ কেহ নৈঠান ব্রাহ্মণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহারা সরোলা ও গঙ্গারি ব্রাহ্মণগণের আচারাদি সম্পন্ন। ইহারা সাধারণতঃই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ।

বুজান (দেশজ) পূরণকরা।

বুজুর্গ্ (পারসী) ১ মহৎ। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ মহত্বের ভান।

বুজুর্গী (পারসী) ১ মহত্বপ্রকাশ। (দেশজ) ২ চালাকী। ৩ ভেল্কী দেখান।

বুঝ (দেশজ) বোধ, জ্ঞান।

বুঝা (দেশজ) জানা।

বুঝান (দেশজ) জানান।

বুঝাপড়া (দেশজ) প্রতীকার, অনুসন্ধান।

বুঞ্চি (দেশজ) বইচবৃক্ষ।

বুট্, হিংসা। চুরাদি° উভয়° পক্ষে ভাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বোটয়তি-তে। লোট্ বোটয়তু-তাং। লিট্ বোটয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবুবুটৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ বোটতি। লোট্ বটতু। লিট্ বুবোট। লুঙ্ অবোটীৎ।

বুট্, (হিন্দী) কলাইভেদ। (ইংরাজী) চর্ম্মপাদুকাভেদ।

বুটা (দেশজ) বস্ত্রাদির উপর বর্ত্তুল চিহ্ন, গোল দাগ।

বুটাদার (পারসী) সূচীকার্য্য, বুটাদার।

বুড়, ১ ত্যাগ। ২ সম্বরণ। তুদাদি° সক° পরস্মৈ° সেট্। লট্ বুড়তি। লোট্ বুড়তু। লিট্ বুবোড়। লুঙ্ অবুড়ীৎ।

বুড়া (দেশজ) ১ বৃদ্ধ। ২ জলে নিমজ্জন।

বুড়া আঙ্গুল (দেশজ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

বুড়ামী (দেশজ) ১ বৃদ্ধাবস্থা। ২ বৃদ্ধের কার্য্য।

বুড়ি (দেশজ) ১ বৃদ্ধাস্ত্রীলোক। ২ ডুবে যাওয়া। ৩ বন্যায় ডুবে যাওয়া। ৪ সংখ্যাভেদ, ৫ গণ্ডা বা ২০ কড়ায় একবুড়ি।

বুড়িল (পুং) বুড়-ইলচ্। অশ্বতরের অপত্য রাজভেদ। (ছান্দোগ্য উপ° ৫।১৩।১)

বুড়ো (দেশজ) ১ বৃদ্ধ। ২ বৃক্ষভেদ।

বুড়ীগোপাণ (দেশজ) ক্ষুদ্র লতাভেদ।

বুদ্, নিশামন, আলোচন। ভ্বাদি, উভয়° সক° সেট্। লট্ বোদতি-তে। লোট্ বোদতু-তাং। লিট্ বুবোদ, বুবুদে। লুঙ্ অবুদৎ, অবোদীৎ, অববোদিষ্ট।

বুদ্ধ (পুং) বুধ্যর্ত্তে-স্ম ইতি বুধ-ক্ত, যদ্বা ভাবে ক্ত, বুদ্ধং জ্ঞানমস্যাস্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ভগবানের অবতারবিশেষ। দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার। ইহার পর্য্যায়—সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, ভগবান্, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন, ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুনীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, মুনি, ধর্ম্ম, ত্রিকালজ্ঞ, ধাতু, বোধিসত্ত্ব, মহাবোধি, আর্য্য, পঞ্চজ্ঞান, দশার্হ, দশভূমিগ, চতুস্ত্রিংশজ্জাতকজ্ঞ, দশপারমিতাধর, দ্বাদশকক্ষ, ত্রিকায়, সংগুপ্ত, দয়াকূর্চ্চ, খজিৎ, বিজ্ঞানমাতৃক, মহামৈত্র, ধর্ম্মচক্র, মহামুনি, অসম, খসম, মৈত্রী, বল, গুণাকর, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বক্রী, বাগাশনি, জিতারি, অর্হণ, অর্হন্, মহাসুখ, মহাবল। (অমর, হেম, জটাধর)

[বুদ্ধদেব দেখ]

২ জাগরিত। ৩ জ্ঞানযুক্ত। (ত্রি) ৪ পণ্ডিত।

বুদ্ধকল্প (পুং) বুদ্ধের কল্প, বর্ত্তমান যুগ।

বুদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) বুদ্ধের লীলাভূমি। যে যে স্থলে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে।

বুদ্ধগয়া (স্ত্রী) কীকটস্থ বুদ্ধের গয়াভেদ। [বোধগয়া দেখ।]

বুদ্ধগুপ্ত (পুং) গুপ্তবংশীয় একজন রাজা। [গুপ্তরাজবংশ দেখ]

বুদ্ধগুরু (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

বুদ্ধঘোষ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধচর্য্য (ক্লী) বুদ্ধের কার্য্য বা জীবন।

বুদ্ধজ্ঞানশ্রী (পু) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য।

বুদ্ধত্ব (ক্লী) বুদ্ধস্য ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

বুদ্ধদত্ত (পুং) চণ্ড মহাসেনের মন্ত্রী। (কথাসরিৎসা° ১৫)
(ত্রি) বুদ্ধেন দত্তঃ। ২ বুদ্ধকর্তৃক দত্ত।

বুদ্ধদিশ্ (পুং) রাজভেদ।

বুদ্ধদেব, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজ্ঞানী পুরুষ। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভগবানের দশ অবতার মধ্যে নবম অবতার[১]। [দশাবতার দেখ।]

হিন্দুমত।

সাহিত্যদর্পণকার এই বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন[২], তাহার ভাবার্থ এই—

'বুদ্ধ অবতারে যাঁহার ধ্যান মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়াছিল, কল্কী অবতারে যিনি অধার্ম্মিক লোকসমূহকে খড়্গদ্বারা নিহত করিবেন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে আমরা নমস্কার করি।'

জয়দেব দশাবতারের স্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—[৩] হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণপূর্ব্বক দয়ার্দ্রচিত্তে পশুহিংসার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। এই কলিযুগে তিনি গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে কলিযুগের শেষকালে তিনি বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভগবান্ স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন করিয়া দেবগণকে কহিলেন:—এই মায়ামোহ সমুদয় দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গ বিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে। অনন্তর মায়ামোহ নর্ম্মদা-নদীতীরে গমন করিয়া বলিলেন, হে দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্যা করিতেছ? যদি তোমরা ঐহিক ও পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম কর। আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ করিব, ইহাই মুক্তির উপযোগী। উহা হইতে শ্রেয়োধর্ম্ম আর নাই। এই ধর্ম্মগ্রহণ করিলে স্বর্গ বা মুক্তি যাহা অভিলাষ কর, তাহাই পাইবে।

মায়ামোহের প্ররোচনায় দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইল। এইটী ধর্ম্ম, এইটী অধর্ম্ম, এইটী সৎ, এইটী অসৎ, ইহাতে মুক্তি হয়, উহাতে মুক্তি হয় না, এইটী পরমার্থ, ওটী অলীক, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্ম্ম, উহা বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম্ম, এইরূপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মায়ামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্ম্মত্যাগ করাইল। মায়ামোহ বলিয়াছিল, হে দৈত্যগণ! তোমরা মদুক্ত ধর্ম্ম 'অর্হত' অর্থাৎ মান্য কর। এই জন্য যাহারা মায়ামোহ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা আর্হত নামে খ্যাত হয়। মহামোহের ধর্ম্ম ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনন্তর মায়া-মোহ অসুরগণকে বলিল, যদি নির্ব্বাণলাভ করা তোমাদের বাঞ্ছনীয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি দুষ্টধর্ম্ম ত্যাগ কর। এই জগৎ-প্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। এই জগতের কোন আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও ইত্যাদি।

এইরূপে অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কান্দে হিমবৎখণ্ড প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধদেবতার সম্বন্ধে অল্প বিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ষড়্‌বিংশসূত্রের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'অভাব পদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। এইমত খণ্ডন করিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। তদনন্তর ভগবান্ বুদ্ধ দৈত্যগণকে বিমূঢ় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব রুদ্ররূপী মহাদেবকে সম্বোধন করিয়া বলেন[১]:—হে মহাবাহো রুদ্র, আপনি মোহশাস্ত্রসমূহ বিরচন করুন। হে মহাভুজ, আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমুখ হয়, তাহা করুন। বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতিও স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিকধর্ম্মে প্রবেশপূর্ব্বক লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎ প্রবাহের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং সেই অবিদ্যার

---

(১) "মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥"

(২) "বক্ত্রালীয়ত শঙ্কনীতি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং।
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরো
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥"

(৩) "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয় হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥" (জয়দেব)

(১) "ত্বক রুদ্র মহাবাহো মোহশাস্ত্রাণি কারয়।
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ।
সাগবৈঃ কল্পিতৈরেবং জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥"

নবৃত্তিতেই নির্ব্বাণলাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতিভ্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাষণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই সকল দেখিয়া ব্যাস তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন? ব্যাস শঙ্করের সহ কলহ করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদনন্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইরূপে জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি অগ্নিদেব এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিকমার্গের সমুদ্ধারের অভিপ্রায়ে আমি বেদের সূত্রসমূহ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত মোহ নিবারণ করিয়াছি।'

বৌদ্ধ মত।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ বুদ্ধদেবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নামের পূর্ব্বেই বুদ্ধের নামকীর্ত্তন করিয়া লিখিয়াছেন :—

'সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ।
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥'

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তিশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

'ব্রহ্মাঽবিদ্যাভিভূতোহুরধিগমমহামায়য়ালিঙ্গিতোঽসৌ
বিষ্ণু রাগাতিরেকাৎ নিজবপুষি ধৃতা পার্ব্বতী শঙ্করেণ।
যীতাবিদ্যো বিমায়ো জগতি স ভগবান্ বীতরাগো মুনীন্দ্রঃ
কঃ সেব্যো বুদ্ধিমদ্ভির্বদত বদত মে ভ্রাতরস্তেষু ত্রৈষু॥'

ব্রহ্মা অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত; বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ, শঙ্কর আসক্তিবশতঃ পার্ব্বতীকে নিজ দেহে ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মুনিপুঙ্গব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া ও আসক্তি এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।

বিদেহ নামক কবি সমন্তকূটবর্ণনা নামক পালি গ্রন্থে লিখিয়াছেন :-যাঁহার কীর্ত্তি সর্ব্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয় মেরুর ন্যায় সারবিশিষ্ট এবং যিনি লোকসমাজের কেতুসদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধিশালী, মনোহর শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার সুগতকে নমস্কার।[১]

(১) "সততবিততকিত্তিং ধ্বস্তকন্দর্পদর্পং
ত্রিভবহিতবিধানং সব্বলোকেককেতুম্।
অমিতমতিমবন্ধং সন্তিদং মেরুসারং
সুগতমহমুদারং রূপসারং নমামি।"

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ক্ষেমেন্দ্র অবদানকল্পলতার বুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য্য উদিত হন, পরম অমৃত বর্ষণ করিবার জন্য চন্দ্র পূর্ণতা লাভ করেন; এই জগতে জীবগণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যসেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য পূজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।[১]

অবদানকল্পলতার মহাকাশ্যপাবদান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক পল্লবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্র লিখিয়াছেন :—ইন্দ্র বায়ু বরুণ ও প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামসুখের নিমিত্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া পড়েন, সেই কামসুখকে যিনি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিবেন, তিনি কাহার বিস্ময়ের পাত্র নহেন[২]।

বুদ্ধচরিতকাব্যের প্রারম্ভে অশ্বঘোষ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া লিখিয়াছেন :—যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া যিনি সহস্র রশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোকসন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাঁহার উপমা নাই, সেই বুদ্ধকে বন্দনা করি[৩]।

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তরসূত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতারসূত্র, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংস, মহাপরিনির্ব্বানসূত্র, মহাবগ্‌গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ, কোপান্‌-ভিং চি-চিং প্রভৃতি চীনগ্রন্থ, শাকজিৎসুরোকু, প্রভৃতি জাপানী, মললংগরবত্থু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, গচ্ছের রোল (ক্যাণ্ডুরের সূত্রপিটকের খ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ, ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থের মত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

বুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম।

এই ঘোর তমোবৃত সংসারে অসংখ্য যুগের পর এক এক জন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শাক্যসিংহের পূর্ব্বেও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে মহাভদ্রকল্প বলে। এই

(১) "উদেতি সকললোকালোকসর্গায় ভানুঃ
পরমমমৃতবৃষ্ট্যৈ পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ।
ইয়তি জগতি পূজ্যঃ জন্ম গৃহ্ণাতি কশ্চিৎ
বিপুলকুশলসেতুঃ সত্ত্বসন্তারণায়॥"

(২) "শক্রবায়ুবরুণাদয়ঃ পুরাঃ বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যৎকৃতে।
যাতি তৎ সুরতসুখং তৃণায়তে যস্য কস্য ন স বিস্ময়াস্পদম্॥"

(৩) "শ্রিয়ং পরার্দ্ধ্যাং বিদধৎ বিধাতৃজিৎ তমো নিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ।
নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমা সবন্দ্যতে হর্হন্ ইহ যস্য নোপমা॥"

কল্পের অতীতকাল মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ ও শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ খৃঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে, কনকমুনি খৃঃ পূঃ ২০৯০ অব্দে, কাশ্যপ খৃঃ পূঃ ১০১৪ অব্দে এবং শাক্যসিংহ খৃঃ পূঃ ৬৩৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে আর একশত বিশজন তথাগত প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহাদের পূর্ব্বে অশীতি কোটী বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অনাদি সংসারে সর্ব্বশুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস।

এস্থলে অন্যান্য বুদ্ধগণের চরিত ছাড়িয়া কেবল গৌতমবুদ্ধের বা শাক্যসিংহের পূর্ব্বজন্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে।

শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্বজন্ম।

একদা ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মলোকের অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই ও সেখানে সকলই অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন। বহু সংবৎসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান্ লোক সকল জন্মিতে না পারায় সেখান হইতে কেহই মরণান্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন নাই। এই জন্য ব্রহ্মলোক প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

তখন ব্রহ্মা চতুর্দ্দিক্ বিলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারিবেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, পদ্ম যেমন বিকাশলাভ করিবার আশয়ে সূর্য্যের উদয় প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতেও কএকজন জ্ঞানবান্ লোক বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় কালযাপন করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধত্বলাভের জন্য যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন। তিনিই পরিশেষে গৌতমবুদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে তিনি সৌভাগ্যবৃদ্ধির আশয়ে সুবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার জন্য সমুদ্রতীরে আসিলেন। তিনি নাবিকদিগকে কয়টী রজতখণ্ড পুরস্কার প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে নাবিকগণ, তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধা মাতাকে জলযানে তুলিয়া সুবর্ণভূমিতে লইয়া যাও। তোমাদের অনুকম্পা ব্যতীত আমরা পুরোবর্ত্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" নাবিকগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে অর্ণবযানে আরোপিত করিল; কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে যান জলমগ্ন হইল। উত্তাল তরঙ্গে গৌতম নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজন্তুসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া মহাসমুদ্র সন্তরণ করিবার প্রয়াস করিলেন। গৌতমের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাবিলেন, গৌতমই বুদ্ধত্ব লাভের যথার্থ অধিকারী। গৌতমও ব্রহ্মার সহায়তায় স্বীয় মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন, বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্যক, গৌতমে তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে। গৌতমের মনও তখন বুদ্ধত্বলাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। কিয়ৎকাল পরে গৌতমের মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃপ্রণিধান জন্মিয়াছিল, সেই দিন হইতে অসংখ্য বৎসর অতীত হইয়াছিল ও সংসারে একলক্ষ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌতম তখনও সংবোধি লাভ করিতে পারেন নাই।

সর্ব্বভদ্রকল্পে গৌতম ধন্যদেশীয় সম্রাটের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং এই কল্পেই তাঁহার বাক্প্রণিধান জন্মে। এই কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্ব লাভ করা আমার অভীপ্সিত।"

সারমন্দকল্পে গৌতম পুষ্পবতী নগরীতে রাজা সুনন্দের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কল্পে তিনি তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধের নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ (অনিশ্চিত আশ্বাস) ও দীপঙ্কর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আশ্বাস) লাভ করেন। তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন এবং দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অবশ্যই বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন।

গৌতম সারমন্দকল্পে সুরুচি ব্রাহ্মণ, অতুল নাগরাজ, অতিদেব ব্রাহ্মণ ও সুজাত ব্রাহ্মণ নামে যথাক্রমে পরিচিত ছিলেন। বরকল্পে তিনি যক্ষসিংহ ও সন্ন্যাসিরূপে যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হন। মন্দকল্পে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর অসংখ্য কল্প অতীত হয় ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হয়।

এই সময়ে গৌতম দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। "পঞ্চশত পঞ্চাশ জাতক" নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫০ জন্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ইহার মধ্যে তিনি ৮৩ বার সন্ন্যাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪৩ বার বৃক্ষদেবতা, ২৬ বার ধর্ম্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বার যুবরাজ, ২৩ বার ভদ্রলোক, ২২ বার পণ্ডিত, ২০ বার ইন্দ্র, ১৮ বার মর্কট, ১৩ বার বণিক, ১২ বার ধনী, ১০ বার মৃগ, ১০ বার সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ১২ বার কুক্কুট, ৫ বার ভৃত্য, ৫ বার সৌপর্ণ গরুড়, ৪ বার অশ্ব, ৪ বার বৃক্ষ, ৩ বার কুম্ভকার, ৩ বার অন্ত্যজ জাতি, ২ বার মৎস্য, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার সর্পচিকিৎসক, ১ বার সূত্রধর, ১ বার কর্ম্মকার, ১ বার ভেক, ১ বার শশক ইত্যাদিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল উহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে। গৌতম বুদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সকলের আমূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত দুরূহ। তিনি এক একজন্মে এক একপ্রকার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন জন্মে দাস্য, কখনও শীলতা, কোন সময়ে নৈষ্ক্রম, কখন বা প্রজ্ঞা এবং সময়ান্তরে বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা এই সকল সদ্‌গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত দশটী গুণের নাম দশ পারমিতা। গৌতম কখনও সাধারণভাবে এই দশ পারমিতার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি সমধিক যত্নে এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন ঐ সকলের গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। আর যখন তিনি অতীব নৈপুণ্যের সহ ঐ সকল সম্পন্ন করিতেন, তখন উহাই পরমার্থ পারমিতা বলিয়া গণ্য হইত।

গৌতমবুদ্ধ খদিরাঙ্গার-জন্মে নিজের চক্ষুঃ, মস্তক, মাংস, সন্তান, স্ত্রী ও সর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দানপারমিতার (১) অনুষ্ঠান করেন। ভূমিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শীলপারমিতা (২) সম্পন্ন করেন। ক্ষুদ্র সুপ্ত সোমজন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, মাণিক্য, দাস ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁহার নিষ্ক্রম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত হয়। শক্তুভক্ত জন্মে তিনি প্রজ্ঞা পারমিতা (৪) সমাচরণ করেন। মহজনক জন্মে তিনি বীর্য্য পারমিতার (৫) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ক্ষান্তিবাদ জন্মে তিনি লোকের অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া ক্ষান্তিপারমিতার (৬) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। মহাসুপ্ত সোমজন্মে তিনি সত্যপারমিতা (৭), তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধিষ্ঠান পারমিতা (৮) ও তিনি নরজন্মে শত্রু ও মিত্র, উপকারী ও অপকারী, জ্ঞাতি ও অপরিচিত প্রভৃতি সকলের সমভাব প্রদর্শন করিয়া মৈত্রী (৯) এবং চিত্তের অবিষম ভাব বা উপেক্ষা পারমিতা (১০) প্রদর্শন করেন।

এক একটী পারমিতার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটী পারমিতাবিশেষ নৈপুণ্যের সহ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "দশভূমীশ্বর" হইয়াছিল।

কর্ম্মের বিচিত্র পরিণামবশতঃ গৌতমবুদ্ধ নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখনও অসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। তির্য্যগ্‌যোনিতে সম্ভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিম্নে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটী জন্মের বিষয় বিবৃত হইল, উহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বৌদ্ধচরিতাখ্যায়কগণের বিশ্বাস, গৌতমবুদ্ধ পশ্বাদি জাতিতে জন্মিয়াও সত্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

মর্কটজন্ম।—প্রজ্ঞাপারমিতা।

এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮০০০০ মর্কটের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে বনখণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলের গাছ ছিল। মর্কটগণ ঐ গাছের তেঁতুল খাইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন,—"হে মর্কট-প্রজাগণ, তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না। ঐ তেঁতুলের গাছটী গ্রামবাসিগণ বহুযত্নে সংবর্দ্ধন করিয়াছে এবং ঐ তেঁতুল যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহারা সতর্ক রহিয়াছে।'

মর্কটগণ তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিল না। পরিশেষে রাত্রিকালে প্রায় ৫০০ মর্কট একত্র হইয়া নিঃশব্দে ঐ তেঁতুল খাইতে চলিল। ভাবিল, কেহই জানিতে পারিবে না; কিন্তু তাহারা তেঁতুল খাইতে খাইতে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল। তাহারা হুপ্ হাপ্ করিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল। তখন গ্রামবাসীরা মর্কটের শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে এক একখানি লগুড় লইয়া গাছের তলে আসিল। তাহারা স্থির করিল "আমরা প্রভাত পর্য্যন্ত এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটগণ বৃক্ষ হইতে নামিলেই সকলে মিলিয়া উহাদের প্রাণনাশ করিব।" ক্রমে ঐ সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার সদুপদেশ সত্ত্বেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের জীবন এক্ষণ ঘোর বিপদাপন্ন। যাহা হউক প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি।

তখন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, সকলেই সুষুপ্ত। আর গ্রামের বয়স্ক লোক সকল লগুড় লইয়া তেঁতুলগাছের নিকট গমন করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকলেই নিঃশব্দ, কেবল একটী গৃহে

একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। তাহার নয়নে নিদ্রা নাই, সে কখনও উঠিতেছে, কখনও বসিতেছে এবং কখনও বা শয্যায় শুইতেছে। তখন গৌতম সেই বৃদ্ধার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিলেন; গৃহ জলিয়া উঠিল। বৃদ্ধা চিৎকার করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। অগ্নি নির্ব্বাণের কোন চিন্তাই তাহার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। তেঁতুলগাছের তলায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বৃদ্ধার রোদনধ্বনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইল। মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপদে স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল। এই জন্মে গৌতম প্রজ্ঞা-পারমিতা সম্পন্ন করেন।

কাঠবিড়াল-জন্ম—বীর্য্যপারমিতা।

কোন সময়ে গৌতম কাঠবিড়ালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন নদীর তীরস্থিত বৃক্ষের উপরে তাঁহার আবাস ছিল। তিনি তাঁহার শিশু শাবকদিগের প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে ঐ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। স্রোতোবেগে ঐ বৃক্ষ ও শাবকসমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হয়। তখন গৌতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমুদ্র শোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্র মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া তীরভূমিতে উহা কম্পন করিতে লাগিলেন। সাতদিন ক্রমাগত এইরূপে লেজ ভিজাইয়া জল ছিটাইতেছেন, এমন সময়ে দেবরাজ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু, কাঠবিড়াল, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, এইরূপ ভাবে লেজ জলে ভিজাইয়া তীরে জল ছিটাইয়া কতকালে তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে? সমুদ্র ৮৪ হাজার যোজন গভীর। তোমার ন্যায় লক্ষ প্রাণীতে এইরূপ চেষ্টা করিলেও সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে না।"

তখন কাঠবিড়ালরূপী গৌতম দেবরাজকে বলিলেন "হে বীরপুরুষ যদি সকল লোকেই তোমার ন্যায় সাহসসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। তোমার কতদূর বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথাদ্বারাই বুঝা গিয়াছে। যাহা হউক, তোমার ন্যায় ভীরু কাপুরুষ ও নির্ব্বোধের সহ কথা বলিয়া আমার ফল নাই। তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার কার্য্যে বিঘ্ন করিও না। আমি যাহা আরব্ধ করিয়াছি, তাহা না সম্পন্ন করিয়া বিরত হইব না।" তখন দেবরাজ ঐ কাঠবিড়ালের অদম্য সাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং দেবগণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। গৌতম এই জন্মে বীর্য্যপারমিতা সমাধা করেন।

সিংহজন্ম—সত্যপারমিতা।

এক সময়ে গৌতম সিংহকুলে জন্ম লইয়া কোন পর্ব্বতের উপরিভাগে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট পঙ্কপূর্ণ এক হ্রদ ছিল। সেই পঙ্কাবৃত স্থানে হরিণ প্রভৃতি জন্তু চরিয়া বেড়াইত। একদিন সিংহরূপী গৌতম ক্ষুধার্থ হইয়া একটী হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হ্রদের তীরস্থিত পঙ্কমধ্যে নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিক্রান্ত হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি একটী শৃগালকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, "ভদ্র, আমি অতি কষ্টে অনাহারে কালযাপন করিতেছি। আমার পদদ্বয় এই পঙ্ক মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে যে, আর উহা আমার তুলিবার সাধ্য নাই। আমি সাতিশয় বিপদাপন্ন, অতএব ভাই তুমি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পঙ্ক হইতে উত্তোলন কর।" শৃগাল বলিল, "আপনি বলবান্ ও বিক্রমশীল জন্তু। আপনি এক্ষণে যেরূপ ক্ষুধার্থ হইয়াছেন, তাহাতে আমি আপনার সমীপে গমন করিতে সাহস করি না। আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া শেষে আমার জীবন হারাইব, এইরূপ আমার আশঙ্কা হইতেছে।" তখন সিংহ তাহাকে নানাপ্রকারে অভয়দান করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদনুসারে শৃগাল নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে সিংহের পাদদেশ পর্য্যন্ত একটী পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ করিল। হ্রদের জল সেই প্রণালীদ্বারা সিংহের পাদদেশে প্রবলবেগে আগমন করায় কর্দ্দম জলবৎ তরল হইল। সিংহ নির্ব্বিঘ্নে কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইয়া শৃগালকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিতে লাগিল। তদবধি সিংহ ও শৃগাল বহুকাল একত্র এক গহ্বরে সপরিবারে বাস করিয়াছিল। সিংহ কখনও উক্ত শৃগালকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্যপারমিতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বেশ্যান্তরজাতক—দানপারমিতা।

জম্বুদ্বীপে জয়াতুরা নগরীতে সঞ্জ নামে এক রাজা বাস করিতেন, তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম স্পৃশতী। তাঁহাদের বেশ্যান্তর নামক এক পুত্র জন্মে। চৈত্যরাজকন্যা মাদ্রীদেবীর সহ বেশ্যান্তরের বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটে। কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশ্যান্তরের যে শ্বেত হস্তী আছে, উহা বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে। কথিত আছে, উক্ত হস্তীর একমাত্র আস্তরণের মূল্য ২৪ লক্ষ টাকা। কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গরাজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জয়াতুরা নগরীতে প্রেরণ করেন। উপোষধ দিবসে বেশ্যান্তর দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে অন্নবস্ত্র ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত ৮ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া বলিল, "মহারাজকুমার, আপনার শ্বেতহস্তী

আছে, উহাই আমরা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি।" বেশ্মান্তর বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এই শ্বেতহস্তী গ্রহণ করুন। আপনারা আমার চক্ষুঃ হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি আর যাহা যাচ্ঞা করিবেন, আমি তাহাও আহ্লাদসহকারে প্রদান করিতেছি।' আমাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই, এই বলিয়া তাঁহারা উক্ত হস্তী লইয়া কলিঙ্গদেশে প্রতিগমন করিলেন। নগরবাসিগণ এই হস্তীদান ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ও রাজপ্রাসাদে যাইয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ! আমরা শ্বেতহস্তী হইতে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। আপনার পুত্র সেই হস্তিরত্ন ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করিয়া আমাদের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন।' মহারাজ তখন স্বীয় পুত্রকে শাস্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। তখন প্রজাগণ বলিল, 'মহারাজ, আপনার পুত্রের অপর কোন শাস্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই আমরা আহ্লাদিত হইব।' তদনুসারে বেশ্মান্তর বঙ্কগিরিতে নির্ব্বাসিত হইলেন। সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রী মাদ্রীদেবী তাঁহার অনুগমন করিলেন। এদিকে মহারাণী স্পূশতী, স্বীয়পুত্রের নির্ব্বাসনবার্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'আমি কিছুকাল পরে তোমার পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনয়ন করিব।'

যখন বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবী গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের যে কোন সম্পত্তি বা বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। বেশ্মান্তর সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিয়া কেবল স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে একরথে আরোহণ করিয়া বঙ্কগিরি অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার মাতা যে কিছু ধন তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। পথ মধ্যে দুই জন ব্রাহ্মণ আসিয়া বেশ্মান্তরকে বলিল, 'মহাশয়, যে অশ্বদ্বয় আপনার রথ বহন করিতেছে, উহা পাইলে আমরা পরম উপকৃত হই।' কিছুদূর যাইতে না যাইতে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনার রথখানি পাইলে আমার দরিদ্রতার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়।' উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে বেশ্মান্তর স্বীয় রথ ও অশ্বদ্বয় বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর বেশ্মান্তর পুত্রটীকে ও মাদ্রীদেবী কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া বহু কষ্টে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। চৈত্যদেশের রাজা তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন; কিন্তু বেশ্মান্তর তাঁহার রাজ্যে গমন করেন নাই।

অনন্তর তাঁহারা বঙ্কগিরিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাদের নিমিত্ত দুইখানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবী যথাক্রমে ঐ দুই গৃহে সংযতভাবে বাস করিতেন। সন্তানগণ মাতার অনুপস্থিতিতে পিতার নিকট থাকিত। তাঁহাদের এইরূপভাবে ৭ মাস অতীত হইল। একদিন যুজক নামক একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ্মান্তরের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আমি অনেক কষ্টে একশত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অমুক ব্রাহ্মণের নিকট ন্যস্ত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু সে ব্যক্তি আমার সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়া নিজের আহার্য্য সংস্থান করিয়াছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র; সুতরাং আমার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে না পারিয়া অমিত্রতপা নাম্নী তাহার কন্যা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছে। আমার উক্ত পত্নী (অমিত্রতপা) একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীয় নামক একটী পুত্র ও কৃষ্ণাজিনা নাম্নী কন্যা আছে। আমি ঐ দুইটীকে লইতে ইচ্ছা করি। উহারা আমার পত্নীর দাস ও দাসী হইয়া সমস্ত গৃহকার্য্য করিবে। তাহা হইলে আমার পত্নী কিছু শান্তি অনুভব করিতে পারেন, আমিও গৃহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।' এই কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর বলিলেন, 'মহাত্মন্, আমার সন্তান দুইটীদ্বারা যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে উহাদিগকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই সময়ে জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও তাহাদের মাতা মাদ্রীদেবী তখন বনে ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন বেশ্মান্তর সন্তান দুইটীকে পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। জালীয় আসিয়া বেশ্মান্তরের পদতলে নিপতিত হইয়া বলিল, "পিতঃ! আমাদের মাতা এক্ষণে বনমধ্যে ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, ততক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে বিসর্জ্জন দিবেন না।'

তখন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, 'এরূপ মিথ্যাবাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দয়াশীল বলিয়া খ্যাত, অথচ সন্তান দুইটী দান করিতে স্বীকার করিয়াও দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

ভিক্ষুর কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর স্বীয় পত্নীর অনুপস্থিতিতেও অগত্যা সন্তান দুইটী দান করিলেন। উহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে পথমধ্যে নানাবিধ কষ্ট অনুভব করিতেছিল। বেশ্মান্তর স্বচক্ষে উহা দেখিতে লাগিলেন। মাদ্রীদেবী অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বেশ্মান্তর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 'বুদ্ধত্ব লাভ করা সহজ নহে, আমি স্বীয় পুত্র ও কন্যা দান

করিয়া যদি দানপারমিতা সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরম লাভ বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর দান দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না।'

অনন্তর দেবরাজ মনে করিলেন, বেশ্মান্তর যেরূপ দানশীল, তাহাতে তিনি স্বীয় পত্নীকে বিতরণ করিয়া ফেলিতে পারেন, অতএব আমি ইহার কোন প্রতিবিধান করি। অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বেশ্মান্তরের নিকট গমন করিলেন ও বলিলেন, 'মহাশয়! আমি বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, সেবা শুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। আপনার পত্নী যদি আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, তাহা হইলে আমি সুখী হইতে পারি।"

উক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্মান্তর মাদ্রীদেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীদেবী স্বামীর অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'যদি আমাকে বিতরণ করিয়া আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা আমার সৌভাগ্য বলিতে হইবে।'

ইহার পর বেশ্মান্তর উক্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'আপনি আমার পত্নীকে গ্রহণ করুন। এই সামান্য দান আমার বুদ্ধত্ব লাভের সহায় হউক!' তখন ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ বলিলেন, বেশ্মান্তর, আমি আহ্লাদসহকারে মাদ্রীদেবীকে গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে উহাতে আপনার কোন স্বত্ব থাকিল না। আমি উহাকে আপনার নিকট কিছুকালের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া ভিক্ষুরূপী দেবরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

ওদিকে বৃদ্ধক ব্রাহ্মণ জালীয় ও কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া জয়াতুরা নগরীতে উপনীত হইলেন। সঞ্জ স্বীয় পৌত্র ও পৌত্রীর সন্ধান পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ও বৃদ্ধক ব্রাহ্মণকে প্রচুর পরিমাণে আহার প্রদান করিলেন। অতি ভোজনে বৃদ্ধকের প্রাণবিয়োগ ঘটে। সঞ্জ মহাসমৃদ্ধি সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সঞ্জ কিয়ৎকাল পরে বহুজন সমভিব্যাহারে বঙ্কগিরিতে গমন করিয়া বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবীকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতহস্তীর প্রভাবে কলিঙ্গদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত দেশবাসিগণ হস্তীটী সঞ্জকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মান্তর, মাদ্রীদেবী, মহারাজ সঞ্জ, মহারাণী স্পৃণতী, জালীয় ও কৃষ্ণাজিনা সকলেই পুনর্ম্মিলিত হইলেন। বেশ্মান্তর দেহত্যাগানন্তর তুষিত নামক স্বর্গে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে গোতম দানপারমিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ অপরাপর পারমিতা-সাধন সম্বন্ধে অলৌকিক গল্প বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত হইল না। বৌদ্ধেরা কিরূপভাবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের লীলা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইবার জন্যই লিখিত হইল। নচেৎ এই সকল গল্পের সহিত শাক্যবুদ্ধের জীবনেতিহাসের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষ।

মহাবস্তু গ্রন্থে কোলিয়-রাজবংশের উৎপত্তি-বর্ণন অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।—

সম্মত নামধেয় কোন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাজা সম্মতের পুত্র কল্যাণ, তাঁহার পুত্র রব, রবের পুত্র উপোষধ, উপোষধের পুত্র মান্ধাতা। রাজা মান্ধাতার বংশ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বহুসহস্রবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম সাকেত মহানগরে সুজাত নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। সুজাতের ওপুর, নিপুর, করকণ্ডক, উল্কামুখ, হস্তিকশীর্ষ নামক পাঁচপুত্র এবং শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্যা জন্মে।

রাজা সুজাত জেন্তী (জয়ন্তী) নাম্নী কোন বিলাসিনীর প্রতি আসক্ত হন। জেন্তীর গর্ভে জেন্ত (জয়ন্ত) নামক এক পুত্র জন্মে। একদা রাজা প্রীত হইয়া জেন্তীকে বলেন, আমি তোমাকে কোন বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। জেন্তী বলিলেন, মহারাজ অগ্রে আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিব; তাঁহারা যে বর লইতে বলেন, তাহাই প্রার্থনা করিব। জেন্তী তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণের নিকট যাইয়া বলিল, রাজা আমাকে কোন বর প্রদান করিতে চাহিয়াছেন; আপনারা যে বর প্রার্থনা করিতে বলিবেন, রাজার নিকট আমি তাহাই যাচ্ঞা করিব। তখন যাহার যাহা অভিমত হইল, সে তাহাই বলিল। কেহ বলিল, 'জেন্তী, তুমি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রামের আধিপত্য প্রার্থনা কর' ইত্যাদি। অনন্তর পণ্ডিতা, নিপুণা ও মেধাবিনী কোন রমণী বলিলেন, 'জেন্তি, তুমি রাজার বিলাসিনী স্ত্রী; রাজার রাজ্যে বা পৈতৃক দ্রব্যে তোমার পুত্রের কোনই প্রভুত্ব নাই; রাজা তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন ইহা তোমার সৌভাগ্যের বিষয়; তিনি অতিশয় সত্যবাদী, তাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হয় না। তুমি তাঁহার নিকট বল, মহারাজ, আপনার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচটীকুমারকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার গর্ভসম্ভূত জেন্ত (জয়ন্ত) নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনার মৃত্যুর পর যাহাতে আমার পুত্র সাকেত মহানগরে রাজা হইতে পারে, তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।' জেন্তী তাহাই করিল। রাজা সুজাত জেন্তীর এই প্রার্থনা

শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে অতিশয় ভালবাসিতেন; উহাদিগকে কিরূপে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ জেন্তীর প্রার্থিত বর প্রদান না করিলে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। তখন রাজা জেন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছি; নগর ও জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি আমার পঞ্চপুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। নগর ও জনপদের লোক সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা আমার পঞ্চপুত্রের সহ বনগমন করিবে। রাজা প্রজাপণের অভিপ্রায়ও পূর্ণ করিলেন। প্রজাগণ বলকায় সমন্বিত হইয়া যথার্থই উক্ত পঞ্চকুমারের সহ গমন করিল। তাহারা সাকেত নগর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইল। কতিপয় দিবসের পর কাশিকোশলের রাজা উহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয়রাজ্যে লইয়া গেলেন। উহারা কিয়ৎকাল কাশিকোশলরাজ্যে অবস্থান করিল। অনন্তর কাশি-কোশলের রাজা ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাজনকায় এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। ইহারা যদি দীর্ঘকাল এই স্থানে বাস করে, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণসংহার করিয়া পঞ্চকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। এইরূপে ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া রাজা ঐ মহাজনকায় ও পঞ্চকুমারকে কাশি-কোশল রাজ্য হইতে বিদায় করিলেন।

অনন্তর উহারা হিমালয় পর্ব্বতের প্রত্যন্ত-প্রদেশে শাখোট-বনখণ্ডস্থিত ঋষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিল। সেখানে উহারা পরস্পরের ভগিনী, ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহ পরস্পরের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত করিল। রাজা সুজাত বণিকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্রগণ অনুহিমবৎ প্রদেশে শাখোট বনখণ্ডে ঋষি কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে এবং উহারা ঐ স্থানে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিত ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণ যেরূপ প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছে, উহা শক্য অর্থাৎ ধর্ম্ম সঙ্গত কি না? পুরোহিতপ্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিলেন, কুমারেরা এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে ঐরূপ বিবাহাদি শক্য অর্থাৎ সঙ্গত। ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ কার্য্য শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণের নাম 'শাক্য' হইল। তদবধি কুমারগণ 'শাক্য' নামে পরিচিত হইলেন। তদনন্তর ঐ শাক্যকুমারগণ ঋষি কপিলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এক মহানগর নির্ম্মাণ করিলেন। কপিল-ঋষি উহাদের বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নগর কপিল-বাস্তু নামে প্রসিদ্ধ হইল। উক্ত পঞ্চকুমারের মধ্যে ওপুর জ্যেষ্ঠ। তিনি কপিল-বাস্তু নগরের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, তাঁহার পুত্র করকণ্ডক, করকণ্ডকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ; হস্তিকশীর্ষের পুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, ধৌতোদন, শুক্লোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র ও অমিতা নাম্নী একটী কন্যা জন্মে।

অমিতা অতিশয় রূপবতী ছিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ আলেপন, প্রত্যালেপন, বমন, বিরেচন ইত্যাদি বহু প্রকার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু ব্যাধির প্রশান্তি হইল না। ক্রমে অমিতার সর্ব্বশরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইল ও তিনি জনগণের ঘৃণাস্পদ হইলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যানে আরোপণপূর্ব্বক হিমালয়ের উৎসঙ্গ পর্ব্বতে গুহামধ্যে লইয়া গেলেন। সেখানে এক সুবৃহৎ গর্ত্তখনন করিয়া অমিতাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন। তাহারা গর্ত্তমধ্যে প্রভূতখাদ্য, উদক, উপাস্তরণ, প্রাবরণ প্রভৃতি রাখিয়া আসিলেন। মহাপাংশু রাশিদ্বারা গর্ত্তের দ্বাররুদ্ধ করিয়া তাঁহারা কপিলবাস্তুনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ সংরুদ্ধ থাকায় গর্ত্ত অত্যন্ত উষ্ণ হইয়া পড়িল। ঐ আবৃত্ত স্থানে বাস করিয়া ও এই স্থানের উষ্ণতা সেবন করিয়া অমিতা কুষ্ঠব্যাধি হইতে বিমুক্তা হইলেন। তাঁহার শরীর নিব্রণ হইল। তিনি অমানুষিক সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া একটী ব্যাঘ্র সেখানে উপস্থিত হইল। সে পাদদ্বারা পাংশুরাশি অপসারিত করিল।

সেই স্থানের সান্নিধ্যে কোল নামক এক রাজর্ষি বাস করিতেন। তিনি পঞ্চপ্রকার অভিজ্ঞা ও চতুর্ব্বিধ ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও পানীয় দ্বারা সমৃদ্ধ ও বিভূষিত ছিল। সেই ঋষি আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া ব্যাঘ্র ভয়ে পলায়ন করিল। ঋষি ঐ গর্ত্তের সমীপে উপস্থিত হইয়া উহার দ্বার অনাবৃত করিলেন। সেখানে সেই পরম রমণীয়া শাক্যকন্যাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অমিতা তখন সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিলেন। পরম সৌন্দর্য্যশালিনী অমিতাকে দর্শন করিয়া ঋষির অন্তঃকরণে উৎকট অনুরাগ উৎপন্ন হইল। তিনি ভাবিলেন* সংসারে এমন কি কেহ আছেন, যিনি চির ব্রহ্মচারী এবং

* "কিং চাপি ভার্যাচিরব্রহ্মচারী ন চাস্ত রাগানুশয়ো সমূহতো।
পুনোঽপি সো রাগবিষো প্রকুপ্যতি তিক্তং যথা কাষ্ঠকং অনুহতম্।"

যাঁহার হৃদয়ে আসক্তির লেশমাত্র নাই। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি যেমন লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণের হৃদয়েও অনুরাগ-বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। অবসর প্রাপ্ত হইলেই সেই অনুরাগরূপ আশীবিষ প্রকুপিত হয়।

তখন সেই রাজর্ষি শাক্যকন্যার সাহচর্য্যে ধ্যান ও অভিজ্ঞা হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। তিনি শাক্যকন্যাকে আহ্বান করিয়া আশ্রমপদে লইয়া গেলেন। উক্ত কোল ঋষির ঔরসে ও শাক্য-কন্যা অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের আকৃতি অতি মনোরম এবং উহারা সকলেই অজিনজটা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর অমিতা তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমাদের মাতামহ কপিলবাস্তু নগরের রাজা, অতএব তোমরা সেই স্থানে গমন কর। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক কুমারগণ কপিলবাস্তু নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্তু নগরের শাক্যগণ ঋষিকুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, অনুহিমবৎ প্রদেশে কোল নামক যে রাজর্ষি বাস করেন, আমরা তাঁহার পুত্র ও শাক্যরাজ সিংহহনুর দৌহিত্র। আমাদের মাতা সিংহহনুর দুহিতা। শাক্যগণ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যে কুষ্ঠরোগগ্রস্তা অমিতাকে নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভে ঋষিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা ঐ কুমারগণকে প্রভূত দান করিলেন। শাক্যকন্যাগণের সহ উঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কোল নামক ঋষির ঔরসে কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারা কোলিয়বংশ নামে খ্যাতিলাভ করেন।

শাক্যগণের* দেবদহনামক একটী জনপদ ছিল। সেখানে সুভূতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী শাক্যরাজ বাস করিতেন। পূর্ব্বোক্ত কোলিয়বংশীয় কোন কন্যার সহিত সুভূতির বিবাহ হয়। সুভূতির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া, কোলীসোবা ও মহা প্রজাবতী নামে সাতটী কন্যা জন্মে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সিংহহনু কপিলবাস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিংহহনুর শুদ্ধোদন, শুক্লোদন, ধৌতোদন ও অমৃতোদন নামক চারিপুত্র ও অমিতা নাম্নী কন্যা জন্মিয়াছিল। সিংহহনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেবদহের রাজা সুভূতির যে পাঁচটী কন্যা জন্মিয়াছিল, শুদ্ধোদন উঁহাদের মধ্যে দুইটীকে বিবাহ করেন। এই দুই কন্যার নাম মায়া ও মহাপ্রজাবতী।

শাক্যবুদ্ধের জীবনী।

বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে* মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার হয়। তদনন্তর দশমাস অতীত হইলে মায়াদেবী কপিলবাস্তু নগরের সান্নিধ্যে লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যান মধ্যে একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্রজাতমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি পুত্রের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্তু রাজধানীতে আনীত হন। কুমারের প্রতিপালনের ভার উঁহার মাতৃষ্বসা মহা প্রজাবতী গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়।

বাল্যজীবন।

হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে অসিত নামক এক মহর্ষি বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাগিনেয় নরদত্তের সহিত কপিলবাস্তু নগরে আগমন করেন। সিদ্ধার্থের দ্বাদশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতিপ্রকার অনুব্যঞ্জন দেখিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট জানাইলেন যে, যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে, আর যদি গৃহত্যাগী হয়, তাহা হইলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবে। অনন্তর ঋষি অসিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় লিপি শিক্ষা করেন। গুরুগৃহে গমনের পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, মাঙ্গল্য-লিপি, মনুষ্যলিপি, অঙ্গুলীয়লিপি, শকারিলিপি, ব্রহ্মলিপি, দ্রাবিড়লিপি, কিনারীলিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, সংখ্যালিপি, অনুলোমলিপি, অর্দ্ধধনুর্লিপি, দরদলিপি, খাস্যলিপি, চীন-লিপি, হূণলিপি, মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি, পুষ্পলিপি, দেবলিপি, নাগলিপি, কিন্নরলিপি, মহোরগলিপি, অসুরলিপি, গরুড়-লিপি, মৃগচক্রলিপি, চক্রলিপি, বায়ুমরুল্লিপি, ভৌমদেবলিপি, অন্তরীক্ষদেবলিপি, উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, অপরগৌড়লিপি, পূর্ব্ববিদেহলিপি, উৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, বজ্রলিপি, লেখপ্রতিলেখলিপি, অনুদ্রুতলিপি, শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি, গণনাবর্ত্তলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্ত-লিপি, অধ্যাহারিণীলিপি, সর্ব্বরূতসংগ্রহিণীলিপি, বিদ্যানু-লোমালিপি, বিমিশ্রিতলিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণী-

* অবদানকল্পলতা, মহাবংশ, জাতক, মহাবগ্‌গ, বুদ্ধচরিতকাব্য ইত্যাদি গ্রন্থেও ইহার অনুরূপ আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে।

* এই বৃত্তান্ত ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিতকাব্য, সকোজোছুরিচু, গাসোই য়োলুগ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত হইল।

প্রেক্ষণ-লিপি, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দালিপি, সর্ব্বসারসংগ্রহণী ও সর্ব্বভূতরুতগ্রহণী প্রভৃতি চতুঃষষ্টি প্রকারলিপি অবগত ছিলেন।

ক্রমে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ্ বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইল। তিনি কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রত্যানীত হইলেন। শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের সময় বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, গণিত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। যখন তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত হইবামাত্র "অনিত্যঃ সর্ব্বসংসারঃ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণ মধ্যে প্রবেশ করে। একদিন তিনি কৃষি-গ্রাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একটী বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকেন।

সংসারবৈরাগ্যের কারণ।

অনন্তর একদিন তিনি স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সারথে, রথযোজনা কর, আমি উদ্যানভূমি দর্শন করিব। সারথি রথ যোজনা করিলেন। সেখানে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লোককে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটী দণ্ডধারণপূর্ব্বক অতি কষ্টে স্খলিত গতিতে গমন করিতেছে কেন? ইহার শরীর দুর্ব্বল ও স্থৈর্য্যবিহীন এবং মাংস, রুধির, ও ত্বক্ সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের স্নায়ু সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দন্ত বিরল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি?[১]

সারথি উত্তর করিল, হে দেব, এই ব্যক্তি জরাদ্বারা অভিভূত, দুঃখিত ও বলবীর্য্যহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই ব্যক্তি এখন নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকাষ্ঠ যেমন পড়িয়া থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া কালযাপন করিতেছে।[২]

(১) কিং সারথে পুরুষ দুর্ব্বল অল্পস্থাম
উচ্ছুষ্ক মাংসরুধিরত্বচ স্নায়ুনদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো বিরলদন্ত কৃশাঙ্গরূপ
আলম্ব্য দণ্ড ব্রজতেঽসুখং স্খলন্তঃ।" (ললিতবিস্তর)

(২) "এষো হি দেব পুরুষো জরয়াভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনো।
বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দারু।" (ললিত বিস্তর)

সিদ্ধার্থ সারথিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—এইরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর প্রদান কর, তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত কারণ চিন্তা করিব।[১]

তখন সারথি বলিল, হে দেব, ইহা এ ব্যক্তির কুলধর্ম্ম বা রাষ্ট্রধর্ম্ম নহে। সংসারের সকল লোকই যৌবন ও জরা কর্ত্তৃক অভিভূত হয়। আপনি ও আপনার পিতা, মাতা, বান্ধব ও জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন না। লোকের অন্য গতি নাই।[২]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে সারথে, লোক সকল নির্ব্বোধ। তাহাদের বুদ্ধিকে ধিক্, যে হেতু তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। তুমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি এই জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়াসুখে প্রয়োজন কি?[৩]

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানভূমি প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটী নিজ কুৎসিৎ মূত্র ও পুরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে কেন? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক। এই ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি?[৪]

সারথি উত্তর করিলঃ—হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন ও

(১) "কুলধর্ম্ম এষ অয়মস্য হি তং ভণাহি
অথবাপি সর্ব্বজগতোঽস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ
শ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি সচিন্তয়িষ্যে।" (ললিতবিস্তর)

(২) "নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে জগস্য জরযৌবন ধর্ষয়াতি।
তুভ্যামপি মাতৃপিতৃবান্ধব জ্ঞাতিসঙ্ঘো
জরয়া অমুক্ত নহি অন্যগতির্জনস্য।" (ললিতবিস্তর)

(৩) "ধিক্ সারথে অবুধবালজনস্য বুদ্ধি-
র্যদ্ যৌবনেন মদমত্ত জরাং ন পশ্যে।
আবর্ত্তয়াশিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতস্য।" (ললিতবিস্তর)

(৪) "কিং সারথে পুরুষ রূপ-বিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি বিকলো গুরুপ্রশ্বসন্তঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক উদরাকুলপ্রাপ্ত কৃচ্ছ্রে
মূত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে।" (ললিতবিস্তর)

আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার বল হীন হইয়াছে। রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এই ব্যক্তি অশরণ হইয়া পড়িয়াছে।[১]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার ন্যায় অলীক, ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ঙ্কর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে সুখ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন ?[২]

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যান-ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটী মৃত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটী মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন ? ইহার চতুর্দ্দিকে লোক সকল কেশ ও নখ কম্পন করিতেছে ও মস্তকে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে। ঐ সকল লোক উহাকে বেষ্টিত করিয়া বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কারণ কি ?[৩]

সারথি বলিল, হে দেব, জম্বুদ্বীপে এই লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তি পুনরায় পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতিকে দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে ; জ্ঞাতি প্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।[৪]

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, যৌবনে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশ্যম্ভাবী। জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যে হেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মত্ত। যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে লোকের পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া মহা দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি ? অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া দুঃখ মোচনের উপায় চিন্তা করিব।[১]

অন্য সময়ে সিদ্ধার্থ যখন নগরের উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যান-ভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটী শান্ত দান্ত, সংযত ও ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,[২] হে সারথে! এই লোকটী কে ? এ ব্যক্তি শান্তশীল ও প্রসান্তচিত্ত ; ইহার চক্ষুর্দ্বয় স্থির ও কাষায় বস্ত্র পরিধান। ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ করিয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইনি কে ?

সারথি বলিল, হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ষু। ইনি কামসুখ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ইনি আত্মার শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন এবং আসক্তিহীন ও বিদ্বেষবিহীন হইয়া সামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন।[৩]

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, তাহা সুন্দর সৎ। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই প্রব্রজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হিত ও অন্য জীবের হিতসাধন করিতে পারা

---

(১) "এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো
ব্যাধীভয়ং উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।
আরোগ্য-তেজরহিতো বলবিপ্রহীনো
অত্রাণবীপ্রশরণশ্চপরায়ণশ্চ ॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্নক্রীড়া
ব্যাধির্ভয়ঞ্চ ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্।
কোনাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্টবস্থাং
ক্রীড়ারতিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্ঞিতাং বা॥" (ললিতবিস্তর)

(৩) "কিং সারথে পুরুষ মঞ্চোপরিগৃহীতো
উদ্ধৃতো কেশনখপাংশু শিরে ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব বিহরন্তুরস্তাড়ন্তো
নানাবিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ॥" (ললিতবিস্তার)

(৪) "এষো হি দেবপুরুষো মৃত জম্বুদ্বীপে
নহি ভূয় মাতৃ পিতৃ দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারম্।
অপহায় ভোগগৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংঘং
পরলোকপ্রাপ্ত নহি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিম্॥" (ললিতবিস্তর)

(১) "ধিগ্ যৌবনজরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্যধিক্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ।
যদি জর নভবেয়া নৈব ব্যাধির্ণমৃত্যু-
স্তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্॥" (ললিতবিস্তর)

(২) "কিং সারথে পুরুষ প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্ত চক্ষু ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।
কাষায়বস্ত্রবসনো সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতো বা॥" (ললিতবিস্তর)

(৩) "এষো হি দেবপুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
অপহায় কামরতয়ঃ সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্যাপ্রাপ্তঃ শমমাত্মন এষমাণো
সংরাগদ্বেষবিগতো হিণ্ডতি পিণ্ডচর্য্যা॥" (ললিতবিস্তর)

যায় এবং জীবন সুখে যাপন করিতে পারা যায়। সুমধুর অমৃত অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।১

অভিনিষ্ক্রমণ।

স্বীয় পুত্রের ঐরূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শুদ্ধোদন নানাবিধ উপায়ে উঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি নিশীথসময়ে শুদ্ধোদনের শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, পিতঃ অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিব।

সিদ্ধার্থের চিত্ত তখন চারিপ্রকার প্রণিধানে নিমগ্ন হইয়াছিল। সংসার মহাচারক বন্ধন-প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম প্রণিধান জন্মিল। সংসার মহাবিদ্যান্ধকারগহন প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের প্রজ্ঞা-চক্ষুঃ উৎপাদন করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয় প্রণিধানে অহংকার মমকারাভিনিবিষ্ট লোকসমূহে আর্য্যমার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ প্রণিধানে তাঁহার মনে হইল, যে জীব সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাগমন করে। এই অলাতচক্রসমারূঢ় সংসারী লোকসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশিত করিবার মানস করিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত তিনি ছন্দক নামক স্বীয় সারথিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। ছন্দক সিদ্ধার্থকে বলিল, দেব! সংপ্রতি আপনার একটী পুণ্যলক্ষণ পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুর্দ্বীপের অধিপতি হইবে। আপনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্তু রাজ্য সুবৃদ্ধ ও রমণীয়। হে দেব, মুনিগণ জন্মান্তরে ঈদৃশ সম্পদ্‌ভোগ করিতে পাইবেন বলিয়াই কঠোর তপস্যা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন, আপনার পত্নী অতি রমণীয়া, বিকশিত পদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্টা, বিচিত্র হারশোভিতা, মণিরত্নভূষিতা ও মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে সমুদিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী এবং মনোহরা ও শয়নগতা, এই পত্নীকে উপেক্ষা করিবেন না।২

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে ছন্দক, আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ কাম্য বস্তু ইহলোকে ও দেবলোকে অনন্তকল্পকাল ভোগ করিয়াছি; কিন্তু আমার কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহ ত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় প্রজ্বলিত লৌহ, আগ্নেয় গিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হউক, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ জন্মাইতে পারিবে না।১

সিদ্ধার্থের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ছন্দক রথ সজ্জিত করিল। অর্দ্ধরাত্রি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযোগে সিদ্ধার্থ গৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করিলেন।

তিনি ক্রমে শাক্য, কোড্য, মল্ল ও মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাত্রি প্রভাত হইল। তিনি তখন শরীর হইতে সমস্ত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ছন্দককে গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, ছন্দক যেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। সেই চৈত্য অদ্যাপি ছন্দকনিবর্ত্তন নামে প্রসিদ্ধ।

মস্তক-মুণ্ডন।

তদনন্তর তিনি মস্তক হইতে চূড়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যেস্থানে তাঁহার চূড়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। উহা অদ্যাপি চূড়া-প্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তিনি কাষায় বস্ত্রপরিহিত একটী ব্যাধকে দেখিতে পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের কৌষিক পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন। যেস্থানে তিনি কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়, উহা অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ।

ছন্দক সিদ্ধার্থের আভরণসমূহ লইয়া কপিলবাস্তু রাজধানীতে প্রতিগমন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শুদ্ধোদন মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি সকলেই গভীর শোক-

(১) "সাধু সুভাষিত মিদঃ মম রোচতেৎ
প্রব্রজ্যা নাম বিদুভিঃ সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলঞ্চ।" (ললিতবিস্তর)

(২) "ইমাং বিবুদ্ধাম্বুজপত্রলোচনাং
বিচিত্রহারাং মণিরত্নভূষিতাম্।
ঘনপ্রমুক্তামিব বিদ্যুতাং নভে
নোপেক্ষসে শয়নগতাং বিরোচনাম্।" (ললিতবিস্তর)

(১) "অপরিমিতানন্তকল্পাময়া ছন্দক।
ভুক্তা কামানিমাং রূপাশ্চ শব্দাশ্চ।
গন্ধা রসা স্পর্শতা নানাবিধা
দিব্যা যে মানুষা নোচতৃপ্তিরভূৎ।
বজ্রাশনি পরশুশক্তি শরাশ্মবর্ষে
বিদ্যুৎপ্রভাসজ্বলিতং ক্বথিতঞ্চ লোহং।
আদীপ্তশৈলশিখরাঃ প্রপতেয়ুর্মূর্দ্ধি
নোবা অহং পুনর্জনের গৃহাভিলাষম্।" (ললিতবিস্তর)

সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত আভরণ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি আভরণ নামে খ্যাত।

গোপা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্বামী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। গোপা শয্যা ত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি কেশগুচ্ছ ছেদন করিতে লাগিলেন ও গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত করিলেন। হায়! আমার পরিণায়ক অপগত হইয়াছেন, আমি জীবনের সমস্তপ্রকার প্রিয়বস্তু হইতে অদ্য বিযুক্ত হইলাম।[১]

দীক্ষা গ্রহণ।

বোধিসত্ত্ব ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্যা ও পদ্মা নামধেয়া দুই ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে আরাড়-কালাম নামক কোন উপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আরাড় কালামের তিনশত শিষ্য ছিল। বোধিসত্ত্বও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তদুপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আরাড়-কালাম স্বীয় শিষ্যদিগকে আকিঞ্চন্যায়তনের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত হইয়া সর্ব্বত্যাগী হওয়াই পরম মুক্তি। বোধিসত্ত্ব এই শিক্ষায় বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

অনন্তর তিনি মগধের অন্তর্গত পাণ্ডব-পর্ব্বতরাজ সমীপে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজগৃহের লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। তাহারা রাজগৃহের রাজা বিম্বিসারের নিকট যাইয়া বলিল, মহারাজ, স্বয়ং ব্রহ্মা দেবরাজ চন্দ্র অথবা সূর্য্য আপনার নগর মধ্যে ভিক্ষা করিতেছেন। বিম্বিসার প্রাতঃকালে মহাজনকায় সমভিব্যাহারে পাণ্ডবপর্ব্বতরাজ পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন।

মগধরাজ বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহায় হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাম্য বস্তু ভোগ করুন।[২]

উপকারী ও দয়ার্দ্রচিত্ত বোধিসত্ত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রেমপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে ধরণীপাল, আপনার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক, আমি কোন কামসুখের প্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য ও অনন্ত দোষের আকর। কামের বশে লোক নরক, প্রেত, তির্য্যগ্ ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা শ্লেষ্ম-পিণ্ডের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি কোন্ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন? আপনার কোথায় জন্ম? আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন!

বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীপাল, শাক্যগণের সুসমৃদ্ধিশালী কপিলবাস্তু নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্বলাভের আশয়ে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।

তখন বিম্বিসার বলিলেন, আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। আমরা আপনার পিতার শিষ্য। হে স্বামিন্, যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব। এই কথা বলিয়া বিম্বিসার বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।[১]

এই সময় রুদ্রক নামক কোন উপাধ্যায় রাজগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। রুদ্রক স্বীয় শিষ্যগণের নিকট 'নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির উপায়' ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন, শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী অবলম্বন করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়। বোধিসত্ত্ব রুদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি মগধের গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনপ্রকার আধ্যাত্মিক উপমা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, যাহার কাম্য বস্তুবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই, তিনি কখনই আন্তরিক ও শারীরিক দুঃখ হইতে নির্মুক্ত

---

(১) "গোপা শয্যাতো ধরণীতলে নিপত্য
কেশান্ লুনাতি অবশিরি ভূষণানি।
অহো সুপ্রষ্টং মম পরিণায়কেন
সর্ব্ব প্রিয়েভি ন চিরে তু বিপ্রয়োগঃ।" (ললিতবিস্তর)

(২) "পরমপ্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিষু চ মাগধরাজ বোধিসত্বম্।
ভবহি মম সহায় সর্ব্বরাজ্যং
অনুভব দাস্যে প্রভূতং ভুঙ্‌ক্ষ কামান্॥" (ললিতবিস্তর)

(১) "মাচ পুনর্বনে বসাহি শূন্যে মা ভূয় তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসম্।
পরম সুকুমার তুভ্য কায়ঃ ইহমমরাজ্যি বসাহি ভুঙ্‌ক্ষ কামান॥
প্রভুণাত্তিগিরি বোধিসত্ত্বঃ শ্লক্ষ অকুটিলপ্রেক্ষণীয়াং হিতানুকম্পী।
স্বস্তি ধরণীপাল তেঽস্তু নিত্যং ন চ অহং কামগুণেভিরর্থিকোঽস্মি॥
কামঃ বিষসমা অনন্তদোষা নরকে প্রপাতনপ্রেততির্য্যগ্‌যোনৌ
বিদুভিবিগর্হিতা চাপ্যনার্য্যকামাঃ জহিত ময়া যথা পক্বখেটপিণ্ডম্॥"

হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করিয়া আর্দ্রকাষ্ঠ জলমধ্যে সংস্থাপন করেন এবং ঐ কাষ্ঠ আর্দ্র অরণিদ্বারা সংঘর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না; সেইরূপ যাঁহার চিত্ত রাগাদিদ্বারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি কখনই জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্ত্বের চিত্তে প্রথমে উদিত হয়। তদনন্তর তিনি ভাবিলেন, যিনি আর্দ্রকাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক আর্দ্র অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনিও যেমন উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না, সেইরূপ যাঁহাদের হৃদয় রাগাদিদ্বারা অভিষিক্ত, তাঁহারাও জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় উপমা। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক শুষ্ক অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনি উহা হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। সেইরূপ যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্নি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতীয়তঃ এই উপমা বোধিসত্ত্বের মনে উপস্থিত হয়।

অনন্তর তিনি গয়া প্রদেশে উরুবিল্বা গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনা নদী দেখিতে পান। সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান যুগে জম্বুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপদ্বারা কলুষিত। এক্ষণে আমি জম্বুদ্বীপের মনুষ্যগণকে কিরূপে ধর্ম্মকার্য্যে অভিনিবিষ্ট করিব, ইহা আমার চিন্তনীয়। বোধিসত্ত্ব এইরূপ চিন্তা করিয়া ষড়্‌বর্ষব্যাপিনী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আস্ফানক ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন বলবান্ লোক দুর্ব্বল লোককে অনায়াসেই শাসন করিতে পারে, সেইরূপ বোধিসত্ত্ব চিত্ত ও দেহকে সংযত করিতে লাগিলেন। যখন বোধিসত্ত্ব আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। তাঁহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্রও রুদ্ধ হইল। মুখ, নাসিকা ও কর্ণ সংরুদ্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি ঊর্দ্ধাভিমুখী হইল। শিরঃপিণ্ড ভেদ করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহির্গত হইল। ক্রমে তিনি আহার সংযত করিলেন। পরিশেষে প্রতিদিন একটীমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি যথাবিহিত আসনে উপবিষ্ট ললিতব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন। বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনা তীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন; তখন বলিয়াছিলেন, এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতালাভ করুক এবং আমার ত্বক্ অস্থি ও মাংস এইস্থানে বিলীন হউক; কিন্তু সুদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।[১]

রাজর্ষিবংশোদ্ভব মহর্ষি বোধিসত্ত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিদ্রুম মূলে আসীন হইলে সংসারের সকল লোকেই হর্ষ প্রকাশ করিল; কিন্তু সদ্ধর্ম্মের শত্রু মার ভীত হইল। লোকে যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্পশর নামে অভিহিত করে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন। বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামক তিন পুত্র এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা মারের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পিতঃ, আপনি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন কেন? তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্যাদিগকে বলিল, শাক্য মুনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূপ ধর্ম্ম, সত্ত্বরূপ আয়ুধ এবং বুদ্ধিরূপ বাণ-ধারণপূর্ব্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া বোধিদ্রুমমূলে আসীন আছেন; সেই হেতু আমার মন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছে। যদি উনি আমাকে পরাজিত করিয়া সংসারে মোক্ষধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বৃত্তি লোপ হইল। অতএব যে কাল পর্য্যন্ত শাক্যমুনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ না করেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত তিনি আমার রাজ্যে অবস্থান করেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিব। যেমন নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া সেতু ভেদ করে, আমিও সেইরূপ উঁহাকে ভেদ করিব। তদনন্তর লোকহৃদয়ের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল।[২] তদ-

---

(১) "ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"
(ললিতবিস্তর)

(২) বুদ্ধচরিত কাব্য, ত্রয়োদশ সর্গে—
"তস্মিংশ্চ বোধায় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাজর্ষিবংশপ্রভবে মহর্ষৌ
তত্রোপবিষ্টে প্রজহর্ষ লোকস্তত্রাস সদ্ধর্মরিপুস্তু মারঃ॥
যং কামদেবং প্রবদন্তি লোকে চিত্রায়ুধং পুষ্পশরং তথৈব
কামপ্রচারাধিপতিং তমেব মোক্ষদ্বিষং মারমুদাহরন্তি॥
তস্যাত্মজা বিভ্রমহর্ষদর্পাস্তিস্রো রতিপ্রীতিতৃষশ্চ কন্যাঃ।
পপ্রচ্ছুরেনং মনসো বিকারং স তাংশ্চ তাশ্চৈব বচোহভ্যভাষে॥
অসৌ মুনির্নিশ্চয়বর্ম বিভ্রৎ সত্ত্বায়ুধং বুদ্ধিশরং বিকৃষ্য
জিগীষুরাস্তে বিষয়ান্ মদীয়ান্ তস্মাদয়ং মে মনসো বিষাদঃ॥
যদি হ্যসৌ মামভিভূয় যাতি লোকায় চাখ্যাত্যপবর্গমার্গম্
শূন্যস্ততোঽয়ং বিষয়ো মমাদ্য বৃত্তাচ্চ্যুতস্যেব বিদেহভর্ত্তুঃ॥
তদ্যাবদেবৈষ ন লব্ধচক্ষুর্মদ্গোচরে তিষ্ঠতি যাবদেব
যাস্যামি তাবদ্ ব্রতমস্য ভেত্তুং সেতুং নদীবেগ ইবাতিবৃদ্ধঃ॥"

নশ্বর লোকহৃদয়ের অশান্ত্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে বোধিদ্রুমমূলে উপস্থিত হইল। অনন্তর মার ধনুর অগ্রভাগে বামহস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে যোগাসনে আসীন এবং ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসত্ত্বকে অনেক কথা বলিল। বোধিসত্ত্বের সহ মারের প্রথমে বাগ্‌যুদ্ধ হইল। অনন্তর মার ও তাহার পুত্র কন্যা এবং অসংখ্য সৈন্য একত্র সমবেত হইয়া বিবিধ উপায়ে বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করিল। মারসেনার সহিত বোধিসত্ত্বের যে প্রবল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল; তাহার বিস্তৃত বৃত্তান্ত বুদ্ধচরিতকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে বর্ণিত আছে।[১]

মার সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অতি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়াছিল। তদনন্তর রতি তৃষ্ণা ও আরতি নামধেয়া তিন কন্যা মারকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, হে পিতঃ, আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমরা কৌশলপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে আপনার অধীন করিয়া দিতেছি। অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল।

ইন্দুবদনা ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের নানা প্রকার সুখের কথা বলিয়া বোধিসত্ত্বকে বিমোহিত করিতে লাগিল। সে বলিল, হে বোধিসত্ত্ব, তুমি সাম্রাজ্য সুখ ত্যাগ করিয়া কেন দীনভাবে কালযাপন করিতেছ? সম্পৎসমূহ ত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ? তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে আগমন কর; যদি তুমি বিপথগামী না হইয়া থাক; তাহা হইলে আমাদের নিকট আইস। নিদ্রালু লোক যেমন কাহার কথা শুনিতে পায় না, ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বও সেইরূপ রতির বাক্য শুনিতে পাইলেন না।[২]

রতির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তৃষ্ণা ও আরতি আসিয়া বোধিসত্ত্বকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। অনন্তর উহারা বৃদ্ধার রূপ ধারণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকটও নানা উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিল।

এক সময়ে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি বোধিসত্ত্বের সমীপে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, হে ভগবন্, আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি। আপনি আমাদিগকে প্রব্রজ্যা ধর্ম্ম প্রদান করুন। আপনার কথা শুনিয়া আমরা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সুবর্ণপুর হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছি। আমরা কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাচশত ভ্রাতা। তাহারাও সদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে। আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমি ও আমার ভগিনীগণ আমরা সকলেই আজ বিধবা হইলাম।[১]

নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্ব্বশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ত্ব কন্দর্পের বিজয় সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহারব্যূহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মার সেনাকে পরাভূত করিয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল এবং তাঁহাতে রাগশূন্য সুখভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ সবিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিষ্প্রীতিক এবং চতুর্থতঃ অদুঃখাসুখ ধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ এবং অসৎবৃত্তিসমূহই মঙ্গলদায়ক, এইরূপ বিচার করিয়া তিনি সবিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধের উপশান্ত হওয়ায় তিনি অবিতর্ক সমাধি লাভ করিয়াছেন। যখন প্রীতি ও অপ্রীতি এতদুভয়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল, তখন তিনি নিষ্প্রীতিক ধ্যান লাভ করিলেন। সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত ক্রমে সুনির্ম্মল হইল। তখন তিনি অদুঃখাসুখ ধ্যান লাভ করিলেন।

তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার পূর্ব্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের দুঃখের কারণ ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়া-প্রবাহের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণ-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা নির্ণয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণ ভাবের অখণ্ড্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনাদিসংসারের বাহ্যবস্তুসমূহ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ লাভ করিতেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিক বৃত্তিসমূহ

(১) "ততো ধনুঃ পুষ্পময়ং গৃহীত্বা শরাংস্তথা মোহকরাংশ্চ পঞ্চ।
সোঽশ্বত্থমূলং সসুতোঽভ্যগচ্ছদস্বাস্থ্যকারী মনসঃ প্রজানাম্॥
অথ প্রশান্তং মুনিমাসনস্থং পারং তিতীর্ষুং ভবসাগরস্য।
বিষজ্য সব্যং করমায়ুধাগ্রে ক্রীড়ন্ শরেণেদমুবাচ মারঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

(২) "রতিস্তত্রেন্দুবদনা মোহবিদ্যাদ্যলঙ্কৃতা।
মোহয়ামাস তৈস্তৈস্তং গার্হস্থ্যসুখশংসনৈঃ॥
চক্রবর্ত্তিসুখং ত্যক্ত্বা কিং দীনং দুঃখমাশ্রয়ে।
ত্যক্ত্বা সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যস্মান্ সমুপাশ্রয়॥
নোচেৎ ত্বং বিপ্রতিস্মারী ভ্রষ্টো মম স্মরিষ্যসি।
নিদ্রালুরিব তদ্বাক্যং নাশৃণোদ্ ধ্যানমীলিতঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

(১) "প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন্ ভবচ্ছরণমাগতাঃ।
বার্ত্তামাকর্ণ্যভবতাঃ আয়াতাঃ কাঞ্চনাৎ পুরাৎ॥
গার্হস্থ্যং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য নমুচেরাত্মজা বয়ম্।
পঞ্চশতানাং ভ্রাতৃণাং শিক্ষাসংবরণোৎসুকাঃ॥
যথা ত্বমসি বৈরাগ্যো বয়ং চ ভর্তৃবর্জ্জিতাঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিয়াছে। জগতে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয় ; তাহা চিন্তা করিয়া বোধিসত্ব বলিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। তিনি রাত্রির শেষ যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরূপে নিবৃত্তি হইতে পারে এবং লোক সকল কিরূপে দুঃখ হইতে চিরমুক্তি লাভ করিতে পারে। বহুচিন্তা করিয়া তিনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

বোধিসত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি 'বুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাল তিনি বোধিদ্রুম মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগরাজভবনে এবং ষষ্ঠ সপ্তাহে অজপালের ন্যগ্রোধমূলে অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তারায়ণমূলে বিহার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দুই বণিক্ সহোদর বহুলোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথ গমন করিতেছিল। তাহারা অতি ভক্তিসহকারে বুদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিল।

তদনন্তর তথাগত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বারাণসী মহানগরীতে মৃগদাব নামক স্থানে গমন করেন। বারাণসী গমনকালে আজীবক নামক কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন, হে গৌতম! তুমি কোথায় যাইবে? বুদ্ধ বলিলেন, 'আমি বারাণসী গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।'[১] তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, হে গৌতম! আমি প্রস্থান করিলাম। তোমার গন্তব্যপথ এখনও অনেক দূরে আছে।

অনন্তর গয়া প্রদেশে সুদর্শন নামক নাগরাজ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধ গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহাকাশ্যপ, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচজন শিষ্যের নিকট নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় এই চারিটীকে আর্য্যসত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগ ইত্যাদি সমস্তই দুঃখ শব্দ-বাচ্য। সংক্ষেপতঃ তৃষ্ণাই দুঃখোৎপত্তির কারণ এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীকে আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে এবং ঐ আটটীর অবলম্বনেই দুঃখনিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কিয়ৎকাল পরে ৫৪ জন যুবরাজ ও এক হাজার তীর্থিক বুদ্ধের ধর্ম্মগ্রহণ করেন। এই তীর্থিকগণ প্রথমে অগ্নির উপাসনা করিতেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিম্বিসার এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই দুই জন বুদ্ধের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা অগ্রশ্রাবক নামে কথিত ছিলেন।

অনন্তর বুদ্ধ কপিলবাস্তু নগরে আহূত হন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হন। এই সময়ে বুদ্ধের পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র অনিরুদ্ধ ও আনন্দ এবং শ্যালক দেবদত্ত বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব আনন্দকে প্রধান উপস্থায়কের পদে বরণ করেন। অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীতে গমন করেন। তথায় শিষ্যগণকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি রাজগৃহের সমীপে একটী স্থানে গমন করেন। তথায় তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় জীবক নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক তাঁহার ঔষধের ব্যবস্থা করেন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া কূটদন্ত ও শোলনামক ব্রাহ্মণদ্বয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

এই সময়ে দেবদত্ত, তদানীন্তন মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধদেবের প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন। পরিশেষে দেবদত্তের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে ও অজাতশত্রু বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয়গ্রহণ করেন। দেবদত্ত সানুষ্ঠিত পাপের ফলভোগের নিমিত্ত নিরয়গামী হন।

বুদ্ধদেব প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয়ধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাপতির বিশেষ অনুরোধে ও

(১) "বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্॥"

আনন্দের প্রার্থনায় তিনি উক্ত মাতৃস্বসাকে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে পাঁচ শত স্ত্রীলোক বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক স্ত্রীলোককে তদ্ধর্ম্মে আকৃষ্ট করেন। বিশাখানাম্নী বণিক্‌কন্যাও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভূত উন্নতি বিধান করেন।

শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিক নামক একজন বণিক্ বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে জেতবন বিহার প্রদান করেন। বুদ্ধদেব ঐ বিহারে অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্বয়—সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন নির্ব্বাণ লাভ করেন। আনন্দই বুদ্ধের প্রধান সেবক হন। আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য ভিক্ষুকে রাজগৃহ নগরে উপস্থানশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব উপস্থানশালায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর।

যতদিন তোমরা কর্ম্ম, জল্প, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে রত না হইবে, যতদিন তোমাদের পাপেচ্ছা প্রবল না হইবে, যতদিন তোমরা পাপমিত্রের আশ্রয় না লইবে ও সতত নির্ব্বাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না।"

হে ভিক্ষুগণ! অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্ম শ্রবণ কর, যতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান্, হ্রীমান্, বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর্য্যশালী, স্মৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ থাকিবে, ততদিন তোমাদের ক্ষয় হইবে না।"

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্ম এই—যতদিন তোমরা স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার জ্ঞানাঙ্গ ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না।"

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যতদিন তোমরা অনিত্য, অনাত্ম, অশুভ, আদীনব, প্রহাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাতপ্রকার সংজ্ঞার ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ তোমরা ভাবিবে, সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; সকলই অলীক, সকলেরই পরিণাম অশুভ এবং সকলই পাপময়। এইরূপ ভাবনা করিয়া অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অনুৎপত্তি এই চারিটী বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে। অনন্তর সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া বাসনাসমূহের ক্ষয় করিবে।

অপর ছয়টী অপরিহানীয় ধর্ম্ম—যতদিন ভিক্ষুগণ কায়মন ও বাক্যে ব্রহ্মচারিগণের প্রতি মিত্র-ব্যবহার করিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ না করিয়া শীলবান্ ব্রহ্মচারিগণকে কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দিবেন, যতদিন ভিক্ষুগণ স্বীয় সদাচার রক্ষা করিবেন ও সদ্ধর্ম্মে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিবে; ততদিন তাঁহাদিগের ক্ষয় হইবে না।"

অনন্তর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমভিব্যাহারে অম্বলটিকা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে বহু ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ঐ স্থানে শীলসমাধি ও প্রজ্ঞা বিষয়ে নানা ধর্ম্মালাপ করেন ও বলেন, শীল-পরিশুদ্ধ সমাধি, সমাধিপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপরিশুদ্ধচিত্ত মহাফল প্রসব করে।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আনন্দের সমভিব্যাহারে নালন্দায় গমন করেন। সেখানে সারিপুত্র নামক শিষ্যের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকাম্রবনে বিহার করিতেছেন; এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "হে ভগবন্, আপনার প্রতি আমার এরূপ ভক্তি যে, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে অতীত কালে এমন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। তখন বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সারিপুত্র, অতীতকালে যে সকল জ্ঞানী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ, তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে যে সকল জ্ঞানীলোক আবির্ভূত হইবেন; তাঁহাদের চিত্তের সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, তাঁহাদের শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে? হে সারিপুত্র, তুমি আমার চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমার শীল ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ?

সারিপুত্র উত্তর করিলেন, "হে ভগবন্, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সহ আমার চিত্তের বিনিময় করিতে আমি সমর্থ নহি। আমি কেবল তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রণালী অবগত হইয়াছি। নৃপতিগণ সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উহা দৃঢ় প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার একটীমাত্র বহির্দ্বার বিদ্যমান এবং একজন বিজ্ঞ দ্বারবান্ সতত ঐ বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। দ্বারবান্ পরিচিত

লোকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয়। ঐ বহির্দ্বার ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অপর কোন পথ বিদ্যমান থাকে না। প্রাকারের সন্নিধানে এমন একটী ছিদ্রও থাকে না, যদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বিড়ালও ভিতরে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করিতে পারে। হে ভগবন্, অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের এইরূপ একটী দ্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ কাম, হিংসা, আলস্য, বিচিকিৎসা ও মোহ এই পাঁচ প্রকারের প্রতিবন্ধক নিবারণ করা উচিত। অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষপ্রদান, ঈর্ষ্যা, মাৎসর্য্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, নিহিংসা, অহ্রী, অনপত্রপা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অশ্রাদ্ধ্য, কৌপীন্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য, কৌকৃত্য, সিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চতুর্বিংশতি প্রকার উপক্লেশ অর্থাৎ চিত্তের দূষিতভাব পরিবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর চতুর্ব্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক এই চারিপ্রকার চিন্তার সতত অনুস্মরণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সম্বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ পরম জ্ঞানের পথ ভাবনা করা বিধেয়। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সম্বোধি বা পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতীতকালের জ্ঞানিগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎকালের জ্ঞানিগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধিলাভ করিবেন। ভগবান্‌ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন।”

অনন্তর বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাটলীগ্রামের উপাসকগণ সমবেত হইয়া বুদ্ধদেবের পরিচর্য্যা করেন। তিনি আবসথাগারে আসীন হইয়া উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে উপাসকগণ, অধার্ম্মিক ও দুঃশীল গৃহস্থগণের পঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। (১) দুঃশীল গৃহস্থগণ ঘোর দরিদ্রতার নিপতিত হয়। (২) তাহাদিগের দুর্নাম চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয়; (৩) তাহারা মনুষ্যসমাজে সশঙ্ক অন্তঃকরণে বিচরণ করে; (৪) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের চিত্তের উদ্বেগ নিবৃত্ত হয় না এবং (৫) মরণান্তর তাহারা নিরয়গামী হয়। পক্ষান্তরে সুশীল গৃহস্থগণের পাঁচপ্রকার লাভ দৃষ্ট হয়,—(১) সুশীল গৃহস্থগণ মহাসুখ ভোগ করেন; (২) তাঁহাদের সুনাম চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হয়; (৩) তাঁহারা প্রসন্ন অন্তঃকরণে মনুষ্যসমাজে বিচরণ করেন। (৪) দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না এবং (৫) মরণান্তর তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দ ও ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কোটিগ্রামে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, হে ভিক্ষুগণ, চতুরার্য্য সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় লোক সকল পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে গতায়াত করে। দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারিটী মহাসত্যের সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা ভবতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও পুনর্জ্জন্মের উচ্ছেদ হয়।

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নাড়িকা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং ঐ স্থানে গুঞ্জকাবসথে কিছুকাল বিহার করেন। তথায় তিনি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্ম্মাদর্শ নামক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মাদর্শের সার মর্ম্ম এই,—যে ব্যক্তি অবিচলিত অন্তঃকরণে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে আর নরকে বা প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীতে গমন করিয়া আম্রপালী গণিকার গৃহে ভোজন করেন। আম্রপালী গণিকা নীচ আসন গ্রহণপূর্ব্বক ভক্তি নম্রভাবে বলিল, হে ভগবন্! আমার আম্রবন ভিক্ষুসংঘকে প্রদান করিতেছি; আপনি উহা প্রতিগ্রহ করুন।” বুদ্ধদেব আম্রপালী গণিকাকে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা সমুৎসাহিত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

অনন্তর বুদ্ধদেব বেলুর গ্রামে (বিল্বগ্রামে) গমন করেন এবং সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ পীড়িত হওয়ায় ভিক্ষুগণ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তিনি তখন আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “হে আনন্দ, ভিক্ষুগণ আমার নিকটে কি প্রত্যাশা করেন? আমি তোমাদিগের নিমিত্ত প্রকাশ্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, আমার ধর্ম্মে গুহ্য কিছুই নাই। তোমরা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, ধর্ম্মদীপ প্রজ্বলিত কর, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিও না, নিজেই নিজের আশ্রয় হও। হে আনন্দ, আমার পরিনির্ব্বাণের পর যিনি ধর্ম্মের শরণ লইবেন, ধর্ম্মদীপ প্রজ্বলিত করিবেন, বিমুক্তি লাভের নিমিত্ত নিজের উপর নিজে নির্ভর করিবেন এবং অন্যের আশ্রয় লইবেন না, তিনিই ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবেন।”

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীর চাপাল চৈত্যে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল বিহার করেন। এই সময়ে পাপাত্মা মার আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, “হে ভগবন্! পরিনির্ব্বাণ লাভ করুন। আপনার পরিনির্ব্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে!” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাসমূহ বিনীত, বিশারদ, ধর্ম্মধর ও ধর্ম্মানুধর্ম্মচারী

না হইবেন ; ততদিন আমি পরিনির্ব্বাণগত হইব না, হে মার, যতদিন লোকসমাজে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রচারিত না হইবে ; ততদিন আমি পরিনির্বৃত্ত হইব না ; হে মার, ব্যস্ত হইও না, অদ্যাপি তিন মাসের পর আমি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব।"

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে আনন্দ, বিমোক্ষের আটটী সোপান বিদ্যমান আছে। (১) যাহাদের মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারা বাহ্য জগতে রূপ দেখিতে পায়, ইহাই বিমোক্ষের প্রথম সোপান। (২) মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান নাই অথচ বহির্জগতে রূপ দেখিতে পায়, ইহাই বিমোক্ষের দ্বিতীয় সোপান। (৩) মনের ভিতর রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জগতে রূপ দৃষ্ট হয় না, ইহা তৃতীয় সোপান। (৪) রূপ জগৎ অতিক্রম করিয়া "আকাশ অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশানন্ত্যায়তনে বিহার করে; ইহাই বিমোক্ষের চতুর্থ সোপান। (৫) আকাশানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞান অনন্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের পঞ্চম সোপান। (৬) বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকিঞ্চন্যায়তনে বিহার করে; ইহা বিমোক্ষের ৬ষ্ঠ উপায়। (৭) আকিঞ্চন্যায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞানও নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নৈব-সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের ৭ম সোপান। (৮) নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়ের নিরোধ সাধনপূর্ব্বক সংজ্ঞা-বেদয়িতৃ নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান।

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করেন, তাঁহার আদেশ অনুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্ষুকে কূটাগারশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছি ; তোমরা সুন্দররূপে উহা পর্য্যালোচনা কর। লোকের হিত ও সুখের নিমিত্ত জগতে ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি, তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ সপ্তত্রিংশৎ বিষয় তোমরা সম্যক্‌রূপে ধারণ করিবে। সেই সপ্তত্রিংশৎ বিষয় এই :— চারিটী স্মৃত্যুপস্থান, চারিটী সম্যক্ প্রহাণ, চারিটী ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ অষ্ট মার্গ। কায় অপবিত্র, বেদনা দুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক, এই প্রকার ভাবনার নাম চতুঃস্মৃত্যুপস্থান। অর্জ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের উপার্জ্জন, পূর্ব্বসঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ ও নূতন পাপের অনুৎপত্তি ; এই চারিপ্রকার চেষ্টার নাম চতুঃসম্যক্‌প্রহাণ। অসামান্য ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত অভিলাষ, চিন্তা, উৎসাহ ও অন্বেষণকে চারিটী ঋদ্ধিপাদ বলে। শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্য্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটার নাম পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ পদার্থ আবার পঞ্চবল নামেও অভিহিত হয়। স্মৃতি, ধর্ম্ম, পরিচয়, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাতটীর নাম সপ্তবোধ্যঙ্গ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যগ্ ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীর নাম অষ্ট আর্য্যমার্গ।

এই সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ লইয়া আমি ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছি। তোমরা এই ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে আলোচনা কর ও লোকসমাজে প্রচার কর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তিন মাসের পর পরিনির্ব্বাণ লাভ করিব। তোমরা সাবধান হইয়া কার্য্য কর। অনন্তর তিনি বক্ষ্যমাণ গাথা গান করিলেন :—আমার বয়স পরিপক্ক হইয়াছে, জীবনের অল্প অবশেষ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমি চলিয়া যাইব, আমার নিজের আশ্রয় আমি স্থির করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত সমাহিত ও সুশীল হও ; স্থিরসংকল্প হইয়া স্বীয় চিত্ত পর্য্যবেক্ষণ কর। যিনি প্রমাদপরিশূন্য হইয়া এই ধর্ম্মে বিহার করিবেন, তিনি জন্ম ও সংসারের উচ্ছেদ করিয়া দুঃখের চিরধ্বংস করিবেন।(১)

অনন্তর বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চতুঃপদার্থের অনুশীলনবশতঃ লোকসকল সংসারপথে দীর্ঘকাল সংধাবন করে।'

তদনন্তর বুদ্ধদেব হস্তিগ্রাম, আম্রগ্রাম, জম্বুগ্রাম ও ভোগ নগরে যথাক্রমে গমন করেন। তিনি ভোগ নগরে আনন্দচৈত্যে বিহার করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন "হে ভিক্ষুগণ, যদি কোন ভিক্ষু আসিয়া তোমাদিগকে বলেন, তিনি অমুক বাক্যটী ভগবানের মুখে শুনিয়াছেন বা ভিক্ষুসংঘের নিকট ঐ বাক্যের উপদেশ পাইয়াছেন, অথবা কোন আবাসে কয়েকজন স্থবির ভিক্ষু মিলিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত বাক্য বলিয়াছেন অথবা কোন বিদ্বান্ ভিক্ষুর মুখ হইতে ঐ বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার কথায় প্রথমতঃ আস্থা

(১) "পরিপক্কো বয়ো ময্হং পরিত্তং মম জীবিতং।
পহায় বো গমিস্সামি কতং মে সরণমত্তনো।
অপ্পমত্তা সতিমন্তো সুসীলা হোথ ভিক্খবো।
সুসমাহিতসংকপ্পা সচিত্তম্ অনুরক্খথ।
যো ইমস্মিং ধম্ম বিনয়ে অপ্পমত্তো বিহেস্সতি।
পহায় জাতিসংসারং দুক্খস্সন্তং করিস্সতি।"

বা অনাস্থা কিছুই স্থাপন করিও না। তাঁহার কথিত বাক্যটী সূত্রপিটক বা বিনয়পিটকের সহিত মিলাইয়া দেখিও, যদি সূত্রে বা বিনয়ে উহার অনুরূপ বাক্য বিদ্যমান থাকে; তাহা হইলে জানিবে, উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী সুন্দররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও। আর যদি সূত্রে বা বিনয়ে বাক্যটী দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জানিবে উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী দূষিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইলে তাহার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও না।"

অনন্তর বুদ্ধদেব পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক শিষ্যের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "হে ভগবন্! ভিক্ষু-সঙ্ঘের সহ সমবেত হইয়া আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" বুদ্ধ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধ প্রকার খাদ্য ও প্রভূত শূকর মাংস প্রস্তুত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুন্দের আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে চুন্দ, তুমি শূকর মাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসঙ্ঘকে উহা প্রদান করিও না; মনুষ্য লোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন এমন কেহ নাই, যিনি শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারেন। হে চুন্দ, আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শূকর মাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত কর।" তাঁহার বাক্যানুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল।

চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিত প্রস্কন্দিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তামাশয় জন্মে। তিনি সেই অবস্থায় কুশীনগরাভিমুখে গমন করেন। পথ মধ্যে তিনি আনন্দকে বলেন, হে আনন্দ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি; তুমি একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত্ত করিয়া এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর। অনন্তর বুদ্ধদেব জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

সেই সময়ে পুক্কস নামক আলাড়-কালামের কোন শিষ্য কুশীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। তিনিও সেই সময় কুশীনগরাভিমুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "অহো প্রব্রজ্যার কি অসামান্য প্রভাব। এক সময়ে আলাড়কালাম কোন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন ৫০০ শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না বা উহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না।" পুক্কসের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন "হে পুক্কস, আমি একসময়ে আতুমা নামক স্থানে ভূষাগারে তপস্যা করিতেছিলাম। তখন অবিরত মেঘগর্জ্জন, বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ নিঃসরণ হইতে ছিল। সেই দুর্ঘটনায় ভূষাগারের দুইজন কৃষক ও চারিটী বলীবর্দ্দ প্রাণত্যাগ করে। যেখানে সেই কৃষকদ্বয় ও বলীবর্দ্দ চতুষ্টয় বিনষ্ট হয়, সেই স্থানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশয়, এখানে কি হইয়াছে!" আমি বলিলাম আমি কিছুই জানি না। সেই লোক তখন আমাকে বলিল, "মহাশয়, দেববর্ষণ, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎস্ফুরণ ইহার কিছুই কি আপনি দেখিতে পান নাই?" আপনার কর্ণে কোন শব্দ প্রবেশ করে নাই? অনন্তর সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কি নিদ্রিত ছিলেন?" আমি বলিলাম না, আমি জাগ্রত ছিলাম। তখন সেই লোক বলিল "মহাশয়, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি জাগ্রত ছিলেন অথচ কিছুই জানিতে পারেন নাই।" বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুক্কস অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও সেই দিন তিনি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয় লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুক্কস বুদ্ধকে একখানি সুবর্ণ বর্ণ বস্ত্র প্রদান করেন। আনন্দ ঐ বস্ত্রের দ্বারা বুদ্ধের দেহ আবৃত করেন। অনন্তর বুদ্ধ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ককুৎথা নদীতীরে উপস্থিত হন। তিনি ঐ নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া চুন্দের আম্রবনে আবাস গ্রহণ করেন। চুন্দ একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া বুদ্ধের শয্যা প্রস্তুত করে। বুদ্ধ ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন "হে আনন্দ, চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার বিমোচন করিও। আহার গৃহে ভোজন করিয়া আমার প্রবল ব্যাধি জন্মিয়াছে, ইহা ভাবিয়া সে যেন দুঃখিত না হয়। তুমি তাহাকে বলিও যে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া যে সদ্ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছে; তদ্দ্বারা তাহার স্বর্গলাভ হইবে। চুন্দের পক্ষে ইহা পরম লাভ যে বুদ্ধ তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। যে খাদ্য খাইয়া বুদ্ধ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়া তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন; উভয় খাদ্যই মহাফলদায়ক।"

অনন্তর বুদ্ধদেব বক্ষ্যমাণ উদান গান করিলেন:—দানশীল ব্যক্তির পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জ্জন করিতে পারেন এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ে নির্ব্বাণ লাভ হয়।(১)

(১) "দদতো পুঞ্ঞং পবড্ঢতি সংযমতো বেরং ন চীয়তি।
কুসলো চ জহাতি পাপকং রাগদোসমোহক্খয়া স নিব্বুতো তি॥"

অনন্তর বুদ্ধ হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি উত্তরশীর্ষ হইয়া একটী মঞ্চের উপর শয়ন করেন। অনন্তর আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—হে আনন্দ, চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত, যেখানে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে, যেখানে তিনি সম্যক্‌সংবোধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ও যেখানে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে, এই চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত।

এই সময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "অদর্শন, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।" "হে ভগবন্, যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?" "হে আনন্দ! অনালাপ, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবে না।" "হে ভগবন্, যদি তাহারা আলাপ করে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে?" "হে আনন্দ! উপস্থাপন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও উপাসনা করিবে।"

অনন্তর আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন, "হে ভগবন্, কুশীনগর একটী জঙ্গলপূর্ণ ক্ষুদ্র নগর, আপনি এখানে পরিনির্বৃত হইবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে, সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ভগবানের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা ভগবানের শরীর পূজা করিবেন। হে ভগবন, এই শাখা-নগরে পরিনির্ব্বাণগত হইবেন না।" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "হে আনন্দ! তুমি এরূপ কথা বলিও না। পুরাকালে মহাসুদর্শন নামে এক ধার্ম্মিক ও চতুরন্তবিজয়ী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কুশীনগর বা কুশবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই নগর মহা-সমৃদ্ধিশালী ও বহু-জনাকীর্ণ ছিল। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্তৃত। হে আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে বুদ্ধ এইস্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।" তখন কুশীনগরের মল্লগণ তথায় আগমন করিয়া বুদ্ধের বন্দনা ও পূজা করিল।

এই সময়ে সুভদ্র নামক পরিব্রাজক কুশীনগরে আগমন করেন। সেই দিন রাত্রির শেষ যামে গৌতমবুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তাহা জানিয়া সুভদ্র বলিলেন, আমি প্রাচীন-গণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, সংসারে কদাচিৎ কোন গতিকে বুদ্ধগণের জন্ম হইয়া থাকে। গৌতমবুদ্ধ আজ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন। আমার ধর্ম্মবিষয়ে কএকটী সন্দেহ আছে। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি সন্দেহের ভঞ্জন করিব। সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলে, আনন্দ বলিলেন, মহাশয়! ভগবান্ ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না। বুদ্ধদেব ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দকে বলিলেন, হে আনন্দ, সুভদ্রকে বারণ করিও না, তাহাকে আমার সমীপে আসিতে দাও। তখন সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৌতম, পূরণ-কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয়পুত্র বৈরত্তি ও নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্মোপদেশক তীর্থকর বিদ্যমান আছেন; তাঁহাদের উপদেশ সকল শ্রেয়স্কর কি না এবং তাঁহারা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কি না? বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সুভদ্র, ঐ সকল তীর্থকরের অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই। আমি তোমাকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি; তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। হে সুভদ্র, যে ধর্ম্মে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ নাই, ঐ ধর্ম্মের অবলম্বিগণের মধ্যে কোন শ্রমণ জন্মিতে পারেন না। যে ধর্ম্মে অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ আছে, ঐ ধর্ম্মে শ্রমণও বিদ্যমান আছেন। শ্রমণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণের বাক্য শূন্য অর্থাৎ নিরর্থক। হে সুভদ্র, আমি ঊনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। তদনন্তর ধর্ম্মের অন্বেষণে ৫১ বৎসর প্রজ্ঞা ও সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছি। যাঁহারা আমার আচরিত ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রমণ বিদ্যমান নাই।[১]

অনন্তর সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান দ্বারা অর্হৎ পদ লাভ করেন। সুভদ্রই বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য।

অনন্তর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই তোমাদিগের পরিচালক হইবে। অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নব্য ভিক্ষু-গণকে নাম বা গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহ্বান করিবেন। অথবা 'হে বন্ধো! এইরূপ ভাবে সম্বোধন করিবেন। নবীন ভিক্ষুগণ প্রাচীন ভিক্ষুগণকে মাননীয় বা পূজনীয় বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।"

ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বুদ্ধ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের কাহারও আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন বিষয়ে

(১) একূনতিংসো বয়সা সুভদ্দ যং পব্বজিং কিং কুসলানুএসী।
বস্সানি পঞ্ঞাস সমাধিকানি, যতো অহং পব্বজিতো সুভদ্দ।
ঞায়স্স ধম্মস্স পদেসবত্তী। ইতো বহিদ্ধা সমণো পি নত্থি॥

কোন সন্দেহ বা মতভেদ থাকে জিজ্ঞাসা কর। কিয়ৎকাল পরে আনন্দ বলিলেন, হে ভগবন, আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন বিষয়ে আমাদের কাহারও মতদ্বৈধ নাই।

অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ! সংযোগোৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, তোমরা সাবধান হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিবে, তথাগতের এই শেষ বাক্য।

অনন্তর বুদ্ধ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন। আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন, আকিঞ্চন্যায়তন, নৈবসংজ্ঞা বা সংজ্ঞায়তন ও সংজ্ঞা বেদয়িতৃনিরোধ, এই সকল যোগে বিহার করিলেন। আকাশ অসীম, জ্ঞান অনন্ত, জগৎ অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা উভয়ই অলীক, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের ধ্বংস হওয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। সেই সঙ্গে জগতের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী তিরোহিত হইলেন।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভ হইলে ভিক্ষুগণ ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর অনিরুদ্ধ আনন্দকে বলিলেন, "হে বন্ধো, কুশীনগরে প্রবেশ করিয়া মল্লগণকে বল, ভগবান্ পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।" তদনুসারে আনন্দ কুশীনগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়া মল্লপুত্র, মল্লবধূ ও মল্লগৃহস্থগণ কেশ বিকিরণ করিয়া বাহুতাড়নপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা কুশীনগরের উপবর্ত্তনে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্পমালা, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সপ্তদিন বুদ্ধের দেহের পূজা করিল। সপ্তম দিবসে উহারা বুদ্ধের দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানান্তরিত করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল ও অনন্তর উহা শুদ্ধ কার্পাসদ্বারা আবৃত করিল। এইরূপে যথাক্রমে পাঁচশত বস্ত্র ও কার্পাসদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করা হইল। অনন্তর তৈলপূর্ণ লৌহপাত্রে ঐ দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। তদনন্তর উহারা সর্ব্বগন্ধময় চিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ দেহের দাহ করিতে লাগিল। উহারা চতুর্মহাপথে এক বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বলিল, যে সকল গৃহস্থ ঐ স্থানে মাল্য বা গন্ধ অর্পণ করিবেন, অথবা এখানে আগমন করিয়া স্বীয় চিত্ত সুপ্রসন্ন করিবেন, তাঁহাদিগের জীবন সুদীর্ঘ হইবে ও তাঁহারা সুখে বাস করিবেন।

এই সময়ে মহাকাশ্যপ ৫০০ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশীনগরে আগমন করেন। তিনি মুকুটবন্ধনচৈত্যে উপস্থিত হইয়া তিনবার বুদ্ধের চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন ও অবনত মস্তকে বুদ্ধের পাদ বন্দনা করিলেন। অনন্তর চিতা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ক্রমে বুদ্ধের চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ হইল। কেবল অস্থি অবশিষ্ট থাকিল।

এই সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রু শুনিলেন, বুদ্ধদেব কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে দূত-প্রেরণ করিয়া বলিলেন, 'ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিব।' বৈশালী নগরীর লিচ্ছবিগণ দূত প্রেরণ করিয়া বলিল, "ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি, আমরাও শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিব।" এইরূপে কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকল্পের বুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ ও পাবার মল্লগণ সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশের প্রার্থনা করিলেন। বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণও বুদ্ধের দেহের এক অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই সময়ে কুশীনগরের মল্লগণ বলিল, "ভগবান্ আমাদিগের গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, আমরা কাহাকেও ভগবানের দেহের অংশ প্রদান করিব না।" তখন দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহাশয়গণ! আমার একটী বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন। সেই সাধুপুরুষের দেহভাগ লইয়া আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নহে। আপনারা সকলে সমবেত হউন, আমরা সপ্রণয়ে দেহ অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিতেছি। সমস্ত দিকে স্তূপ সমূহ বিস্তারিত হউক এবং চক্ষুষ্মান্ লোক সকল উহা দেখিয়া প্রসন্নতা লাভ করুন।"*

সকলে সম্মত হইলেন, ও দ্রোণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দ্রোণ বলিলেন, হে মহাশয়গণ, যে কুম্ভে রাখিয়া বুদ্ধের দেহ বিভক্ত করিলাম, ঐ কুম্ভটী আমাকে প্রদান করুন। আমি ঐ কুম্ভের উপর এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিব।

অনন্তর পিপ্পলিবনীয় মৌর্য্যগণ দূত প্রেরণপূর্ব্বক বলিলেন,

---

* সুণন্তু ভোন্তো মম একবাক্যং
অম্হাকং বুদ্ধো অহু খন্তিবাদো।
নহি সাধ্বয়ং উত্তমপুগ্গলস্স
সরীরভাগে সিয়া সম্পহারো।
সব্বেব ভোন্তো সহিতা সমগ্গা
সম্মোদমানা করোম অট্ঠভাগে।
বিত্থারিকা হোন্তু দিসাসু থূপা
বহুজ্জনো চক্খুমতো পসন্নোতি।"

"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি। আমরাও ভগবানের দেহাংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিব।" কিন্তু দূত আসিয়া দেখিল, বুদ্ধের শরীর পূর্ব্বেই অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তখন সে বুদ্ধের চিতা হইতে অঙ্গার লইয়া গেল। পিপ্পলিবনীয় মৌর্য্যগণ ঐ অঙ্গারের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে আটটী শরীরস্তূপ, একটী কুম্ভস্তূপ ও একটী অঙ্গারস্তূপ, সর্ব্বশুদ্ধ দশটী স্তূপ নির্ম্মিত হইল।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও মানব জাতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই বুদ্ধের অনুগামী ও বুদ্ধের ভক্ত। [বৌদ্ধ শব্দে অপরাপর সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]
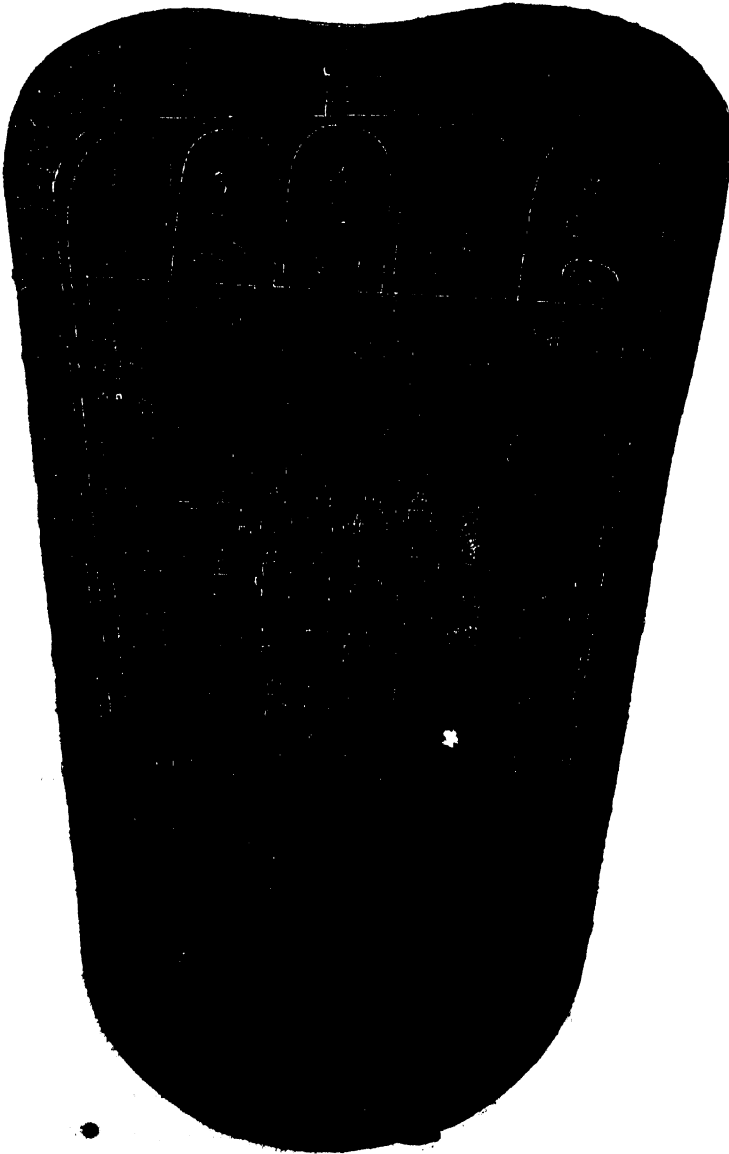
বুদ্ধদ্বাদশী ব্রত (স্ত্রী) বুদ্ধোদ্দেশে অনুষ্ঠেয় ব্রতভেদ। (বরাহপু° ৪৭ অ° ও হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি ব্রতখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

বুদ্ধদ্রব্য (ক্লী) বুদ্ধং স্তূপাকারতো জাতং দ্রব্যং। স্তৌপিক, স্তূপে যে দ্রব্য পাওয়া যায়। (ত্রিকা) ২ অর্থগৃধ্নুতা।

বুদ্ধধর্ম্ম (পুং) বুদ্ধানাং ধর্ম্মঃ। বুদ্ধদেব প্রচারিত অহিংসাদি ধর্ম্ম। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেখ।]

বুদ্ধধর্ম্ম, (বোধিধর্ম্ম) অষ্টাবিংশতি বৌদ্ধ স্থবির, ইনি অনুমান ৫১০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধনাথ, জনৈক কর্ণফটযোগী। [কর্ণফট্ শব্দ দেখ।]

বুদ্ধনির্ম্মাণ, ইন্দ্রজালবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধের মূর্ত্তিগঠন।

(দিব্যাবদান ১৬২।৭১)

বুদ্ধনীলকণ্ঠ, নেপালস্থিত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। ইহার উত্তর পূর্ব্ব কোণের প্রস্রবণ হইতে জলধারা প্রবাহিত দেখা যায়। শঙ্খধারী তিনটী প্রস্তরমূর্ত্তির হস্তস্থিত শঙ্খ দিয়া ঐ জলরাশি হ্রদমধ্যে পতিত হইতেছে। ঐ স্রোতস্বিনী রুদ্রমতী নামে খ্যাত। হ্রদের মধ্যভাগে জলশয়ন নামে বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সূর্য্যবংশীয় রাজা হরিদত্তবর্ম্ম ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

বুদ্ধনন্দি (পুং) অষ্টম বৌদ্ধ স্থবির। উত্তর ভারতে ইহার বাস ছিল।

বুদ্ধধর্ম্মসঙ্ঘ (পুং) বৌদ্ধধর্ম্মের তিন প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এবং তদনুবর্ত্তী শ্রমণসম্প্রদায়।

বুদ্ধপালিত (পুং) নাগার্জ্জুনের শিষ্যভেদ। ইনি আর্য্যদেব-বিরচিত গ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করেন।

বুদ্ধপিণ্ডী, বুদ্ধের স্তূপ। (দিব্যা° ১৬২।১৫)

বুদ্ধপুর, কসাইনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। মধুয়াদির অপর পারে অবস্থিত। এখানে একটী গণ্ড শৈলের উপর কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার অন্তর্নালায় প্রবেশপথ কতকটা বোধগয়ার মত। এখানকার লিঙ্গ মূর্ত্তি বুদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকে গয়াপুরীর গদাধরের ন্যায় বুদ্ধপুরীর বুদ্ধেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

বুদ্ধপুরাণ (ক্লী) ১ বুদ্ধাবির্ভাবাদি জ্ঞাপক পুরাণভেদ। ২ লঘু ললিতবিস্তরের নামান্তর।

বুদ্ধভদ্র (পুং) জনৈক খ্যাতনামা বৌদ্ধ। ইনি নিজ পিতা-মাতার প্রীতির জন্য সুগতাবাস নির্ম্মাণ করেন।

বুদ্ধভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থভেদ।

বুদ্ধমন্ত্র (ক্লী) ১ ধারণী। ২ বুদ্ধের মন্ত্র।

বুদ্ধমার্গ (পুং) ১ বুদ্ধের অবলম্বিত পন্থা, বৌদ্ধধর্ম্ম। ২ জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু। মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধমিত্র (পুং) বসুবন্ধুর শিষ্য নবম বৌদ্ধ স্থবির।

বুদ্ধমিহির, সিংহের পুত্র জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ। ১৪০ শকে তাহার উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়।

বুদ্ধরক্ষিত (পুং) বুদ্ধেন রক্ষিতঃ। ১ বুদ্ধদ্বারা রক্ষিত। ২ বৌদ্ধভিক্ষু ভেদ।

বুদ্ধরাজ (পুং) রাজভেদ।

বুদ্ধ লোকনাথ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি।

বুদ্ধবচন (ক্লী) ১ বৌদ্ধসূত্র। ২ বুদ্ধের বাক্য।

বুদ্ধবন (ক্লী) বুদ্ধৈন নামক পর্ব্বত ভেদ। এখানে বিস্তৃত বাঁশবন আছে।

বুদ্ধবর্ম্ম, চালুক্যবংশীয় নৃপতিভেদ। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

বুদ্ধবিষয় (পুং) বুদ্ধক্ষেত্র।

বুদ্ধসংগীতি (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধ গ্রন্থভেদ। ২ বুদ্ধের সদ্ধর্ম্মরক্ষার্থ তিনটী বৌদ্ধ মহাসভা। [বৌদ্ধ দেখ।]

বুদ্ধসিংহ (পুং) অসঙ্গবোধিসত্বের জনৈক শিষ্য।

বুদ্ধসেন (পুং) রাজকুমারভেদ।

বুদ্ধস্থান, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। জয়পুর হইতে বৈরাট যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধপদ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

বুদ্ধাগম (পুং) বৌদ্ধ শাস্ত্র।

বুদ্ধানুস্মৃতি (স্ত্রী) বৌদ্ধ সূত্রভেদ।

বুদ্ধান্ত (পুং) বুধ-ভাবে-ক্ত, তস্য অন্তঃ পরিচ্ছেদঃ। জীবের অবস্থাভেদ, জাগ্রদবস্থা। (শতপথব্রা° ৭।১।১।১৮)

বুদ্ধাবতারস্থান, ফল্গুনদীর তীরবর্ত্তী বোধগয়া। এখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বুদ্ধি (স্ত্রী) বুধ্যতেঽনয়েতি বুধ-ক্তিন্। ১ নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃ-করণবৃত্তি। (বেদান্তসার) সবিকল্পক জ্ঞান। (চণ্ডীটীকায় নাগভট্ট) পর্য্যায়—মনীষা, ধিষণা, ধী, প্রজ্ঞা, শেমুষী, মতি, প্রেক্ষা, উপলব্ধি, চিৎ, সম্বিৎ, প্রতিপদ, জ্ঞপ্তি, চেতনা, ধারণা, প্রতিপত্তি, মেধা, মনন, মনস্, জ্ঞান, বোধ, হৃল্লেখ, সংখ্যা, প্রতিভা, আম্নজা, পণ্ডা, বিজ্ঞান। (রাজনি° শব্দরত্না°)

"বুদ্ধির্বিচেতনারূপা সা জ্ঞানজননী শ্রুতৌ।"

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ২৩ অঃ)

বিচেতনরূপা এবং জ্ঞানজননী বুদ্ধি।

ভগবদ্গীতায় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার বুদ্ধির উল্লেখ আছে।

সাত্ত্বিকীবুদ্ধি—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥

রাজসী—যথাধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥

তামসীবুদ্ধি—অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি বা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥"
(গীতা ১৮।৩০-৩২)

যাহাদ্বারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোক্ষাদি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সাত্ত্বিকীবুদ্ধি কহে। যাহাদ্বারা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্যাকার্য্যাদি প্রকৃতরূপে না জানিয়া না বুঝিয়া অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তাহাকে রাজসীবুদ্ধি এবং যাহাদ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক জ্ঞানকে তামসীবুদ্ধি কহে।

ইষ্টানিষ্ট বিপত্তি, অর্থাৎ নিদ্রাবৃত্তি, ব্যবসায়, সমাধিতা অর্থাৎ চিত্তস্থৈর্য্য, সংশয় ও প্রতিপত্তি এই পাঁচটী বুদ্ধির গুণ।*

"শুশ্রূষা শ্রবণঞ্চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহোপোহোঽর্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ ॥" (হেম)

শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, উপোহ ও অর্থবিজ্ঞান এই ৭টী বুদ্ধির গুণ। ইহার বৃত্তি পাঁচটী—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে এই বুদ্ধি দুই প্রকার অনুভূতি ও স্মৃতি।

"বিভুবুদ্ধ্যাদিগুণবান্ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।
অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজে ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বুদ্ধি দুইপ্রকার, নিত্য এবং অনিত্য। ইহার মধ্যে নিত্য-বুদ্ধি পরমাত্মার এবং ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাত্মিকা। অনিত্যবুদ্ধি জীবের। স্মৃতি ও অনুভবভেদে ইহা দুইপ্রকার। ইহা আবার দুইপ্রকার, যথার্থ ও অযথার্থ। অনুভব চারিপ্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ। (ন্যায়দ') সাংখ্যমতে ত্রিগুণা-ত্মিকা প্রকৃতির প্রথম বিকার। ইহাকে মহত্তত্ত্বও কহে।

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতত্ত্ব। আদিসর্গকালে অসং-সারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরিত হয়। সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ইহা যাহারপরনাই নির্ম্মল বিকাশ বলিয়া ইহাকে মহত্তত্ত্ব কহে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রাণি-নিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহর মূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থান করি-তেছে। তাহার এক মূর্ত্তি বা পরিণাম মনন ও অধ্যবসায় নামে এবং দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম অভিমান বা অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। 'আমি' 'আমি আছি' 'বস্তু' 'বস্তু আছে' 'আমার' 'আমার কৃতিসাধ্য' ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সহজাতরূপে জীব-নের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে, জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা।

পূর্ণজ্ঞানশক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্বের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন, সেই মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের হিরণ্য-গর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য্যব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক ও ব্রহ্মলোক সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্তত্ত্বনামক ব্যাপক বুদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্রলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্যাদি-ক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের অন্তঃকরণসমষ্টির উপর 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার অভিমান নিঃক্ষেপ করিয়া আছেন।

আমাদের যেমন প্রগাঢ় বা সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞান বিকাশ হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য প্রলয়রূপ জগৎ-সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্ম জগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুরস্বরূপ) তমোভঞ্জকারক, সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত ভগবান্ স্বয়-ম্প্রভ হিরণ্যগর্ভের বা মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। যেমন জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বা বুদ্ধির বিকাশ হইল। জগৎ অলক্ষ্যে তদপাত্রে অঙ্কিত হইল। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের আবির্ভাব হয়। স্থূলতঃ ধরিতে গেলে এই বুদ্ধিতত্ত্বই জগতের মূল।

[প্রকৃতি, মহৎ ও সাংখ্যদর্শন দেখ।]

কালিকাপুরাণে বুদ্ধিক্ষয় ও বুদ্ধির কারণ এইরূপ লিখিত আছে—

"শোকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কামোমোহঃ পরাসুতা।

---

* "ইষ্টানিষ্টবিপত্তিশ্চ ব্যবসায়ঃ সমাধিতা।
সংশয়ঃ প্রতিপত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পঞ্চগুণান্ বিদুঃ।"
(ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

'ইষ্টানিষ্টবিপত্তিঃ ইষ্টানিষ্টানাং বৃত্তিবিশেষাণাং বিপত্তির্নাশঃ নিদ্রা-রূপা বৃত্তিরিত্যর্থঃ। ব্যবসায়ঃ উৎসাহঃ। সমাধিতা চিত্তস্থৈর্য্যং চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ সংশয়ঃ কোটিদ্বয়স্পৃক্জ্ঞানং। প্রতিপত্তিঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবৃত্তিঃ'। (টীকা)

ঈর্ষামানো বিচিকিৎসা কৃপাসূয়া জুগুপ্সতা ॥
দ্বাদশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো মানসা মলাঃ ॥" (কালিকাপু° ১৮অঃ)

শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, ঈর্ষা, মান, বিচিকিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সতা এই ১২টী বুদ্ধিনাশের কারণ এবং মানস মল। মাষকলাই, আসব ও মৃত্তিকা বুদ্ধিক্ষয়কর। নিম্ব ও বাসকের বোঁটা বুদ্ধিবৃদ্ধিকর।

"নিম্বাটরূষবৃন্তাশ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধিকরা মতাঃ।
বুদ্ধিক্ষয়করান্নিত্যং ত্যজেদ্রাজা চ ভোজনে॥"(কালিকাপু° ৮৯অঃ)

বুদ্ধিক (পুং) নাগরাজভেদ।

বুদ্ধিকর শুক্ল, ত্রিবিধ জলাশয়োৎসর্গপ্রমাণদর্শন প্রণেতা।

বুদ্ধিকামা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৭অঃ)

বুদ্ধিচিন্তক (ত্রি) বুদ্ধিপূর্ব্বক চিন্তাকারী।

বুদ্ধিজীবিন্ (ত্রি) বুদ্ধ্যা জীবতি জীব-ণিনি। বুদ্ধিদ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥" (মনু ১।৯৬)

বুদ্ধিতত্ত্ব (ক্লী) সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব।
[বুদ্ধি ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

বুদ্ধিপুর (ক্লী) ১ বুদ্ধিস্থান। ২ তাঞ্জোরের পশ্চিমবর্ত্তী একটী শিবতীর্থ। বর্ত্তমান নাম পোড়লূর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত বুদ্ধিপুরমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বুদ্ধিপূর্ব্ব (ত্রি) ইচ্ছাকৃত, জ্ঞাতপূর্ব্ব।

বুদ্ধিপ্রকাশ, জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার। সারমঞ্জরীতে বনমালী ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমত্ত্ব (ক্লী) বুদ্ধিমতো ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

বুদ্ধিমৎ (ত্রি) বুদ্ধিবিদ্যতে যস্য, বুদ্ধি-মতুপ্। বুদ্ধিযুক্ত, জ্ঞানবান্।

"স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপং।" (গরুড়পু° ১৫৫ অ°)

বুদ্ধিরাজ, বাহ্যকরণতোপস্থানপ্রয়োগ প্রণেতা। ব্রজরাজের পুত্র।

বুদ্ধিরাজসম্রাজ্, পূজারত্নতন্ত্রপ্রণেতা।

বুদ্ধিলগোবিন্দ, তিথিনির্ণয়সংগ্রহরচয়িতা।

বুদ্ধিলিঙ্গ, সারস্বতগচ্ছের জনৈক জৈনাচার্য্য। ইনি নবম দশপূর্ব্বী ছিলেন। (বৃ°হরি' ১।৬৩) পট্টাবলীতে লিখিত আছে মহাবীরের নির্ব্বাণের ২৯৫ বর্ষ পরে ইনি আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন।

বুদ্ধিবসবপ্প নায়ক, বেদনূর-রাজবংশের জনৈক রাজা, ১৭৪০-১৭৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বুদ্ধিবর (পুং) বিক্রমাদিত্যের একমন্ত্রী।

বুদ্ধিবৃদ্ধি (স্ত্রী) জ্ঞানবৃদ্ধি। (পুং) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যভেদ।

বুদ্ধিশক্তি (স্ত্রী) মেধাশক্তি।

বুদ্ধিশালিন্ (ত্রি) ধীশালী, বুদ্ধিযুক্ত।

বুদ্ধিশুদ্ধ (ত্রি) সদ্বুদ্ধিযুক্ত।

বুদ্ধিশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বুদ্ধিসহায় (পুং) বুদ্ধৌ বুদ্ধ্যাকৃতে কার্য্যে সহায়ঃ। মন্ত্রী। (হলা-য়ুধ) বুদ্ধি দ্বারা সাহায্যকারী।

বুদ্ধিসাগর (পুং) অগাধবুদ্ধিযুক্ত। ২ একজন কোষকার।

বুদ্ধিসাগর, জনৈক জৈনসূরি। বর্দ্ধমানসূরির শিষ্য। ইনি সম্ভবতঃ ১০৮৮ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত শ্রীবুদ্ধি-সাগর নামে একখানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।[1]

বুদ্ধিস্থ (ত্রি) বুদ্ধিস্থিত।

বুদ্ধীন্দ্রিয় (ক্লী) বুদ্ধ্যাত্মকং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানেন্দ্রিয়।

"মনঃ কর্ণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্ চ নাসিকে।
বুদ্ধীন্দ্রিয়মিতি প্রাহুঃ শব্দকোশবিচক্ষণাঃ॥" (শব্দরত্না°)

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন ইহাই বুদ্ধীন্দ্রিয়। একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়, এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ই বুদ্ধীন্দ্রিয়।

বুদ্ধেড়ূক (পুং) চৈত্য। যে যে স্থলে বুদ্ধদেবের অবয়ব ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হইয়াছে।

বুদ্বুদ (পুং) বর্ত্তুলাকার জলবিকার। চলিত জলবিম্বকী ও ভুড়্ভুড়ি। "অভ্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নির্নীচসেবা পথে জলম্।
বেশ্যারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ॥"
(গরুড়পু° ১৫)

২ গর্ভস্থ অবয়ববিশেষ। সুখবোধের মতে পাঁচদিনের দিন গর্ভস্থ শুক্রশোণিত বুদ্বুদাকার প্রাপ্ত হয়। হারীতের মতে দশদিনে হয়।

"পঞ্চরাত্রেণ কললং বুদ্বুদাকারতাং ব্রজেৎ।" (সুখবোধ)
"প্রথমেঽহনি রেতশ্চ সংযোগাৎ কললঞ্চ যৎ।
জায়তে বুদ্বুদাকারং শোণিতঞ্চ দশাহনি॥" (হারীত শা° ১অঃ)

বুধ, জ্ঞাপন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ বোধতি-তে। লিট্ বুবোধ বুবুধে। লুট্ বোধিতা। লৃট্ বোধিষ্যতি-তে। লুঙ্ অবোধীৎ অবুধৎ। অবুধতাং, অবোধিষ্টাং, অবুধন্, অবো-ধিষুঃ। অবোধিষ্ট। বুধ-দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্ লট্ বুধ্যতে। লিট্ বুবুধে। লুট্ বোদ্ধা। লৃট্ ভোৎস্যতে। লুঙ্

(১) "শ্রীবুদ্ধিসাগরসূরিশ্চক্রে ব্যাকরণং নবম্।
সহস্রাষ্টকমানং তৎ শ্রীবুদ্ধিসাগরাভিধম্॥"
(প্রভাবকচরিত ১৯।৫।৯১)

অবোধি, অবুদ্ধ, অবুৎসাতাং, অবুৎসত। বুধ-জ্ঞাপন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ বোধতি। লুঙ্ অভোৎসীৎ।

সন্ বুবোধিষতি-তে। বুবুধিষতি-তে। বুভুৎসতে। যঙ্ বোবুধ্যতে। যঙ্লুক্ বোবোদ্ধি। ণিচ্ বোধয়তি। লুঙ্ অবূবুধৎ।

অনু+বুধ=স্মরণ। অব+বুধ=অনুভব। উদ্+বুধ=বিকাশ। ২ স্মরণ। ৩ জাগরণ। নি+বুধ=শ্রবণ। প্র+বু=১ নিদ্রাভঙ্গ। ২ বিজ্ঞাপন। বিকাশ।

"প্রবোধিতঃ শাসনহারিণা হরেঃ।" (রঘু ৩।৬৮)

প্রতি+বুধ=জাগরণ। জ্ঞাপন। বি+বুধ=জাগরণ। সম্+বুধ=সম্যক্ জ্ঞান।

বুধ (পুং) বুধ্যতে যঃ, বুধ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা৩।১।১৩৫) পণ্ডিত, পর্য্যায়—বিদ্বৎ, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, ধীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবৎ, পণ্ডিত, কবি, ধীমৎ, সূরি, কৃতিন্, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্শিন্, দীর্ঘদর্শিন্, বিদগ্ধ, দূরদৃশ্, সূরিন্, বেদ্বিন্, বৃদ্ধ, বুদ্ধ, বিধানগ, প্রজ্ঞিল, ব্যক্ত, প্রাপ্তরূপ, সুরূপ, অভিরূপ, বুধান, কবিতাবেদিন্, বপ্ত্, বিদিত, কবি। (অমর, শব্দর°, জটাধর)

"অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশম্॥" (নবরত্ন)

২ নবগ্রহের অন্তর্গত চতুর্থগ্রহ। বৃহস্পতির ভার্য্যা তারার গর্ভে চন্দ্র হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। অনন্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান্ ব্রহ্মা চন্দ্রকে বহুবার অনুরোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ যাচ্ঞা করিলেও চন্দ্র তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষনিবন্ধন শুক্রও তাহার সহায় হইলেন। এদিকে অঙ্গিরার নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া ভগবান্ রুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া প্রধান প্রধান দানবগণ তাহার পক্ষগ্রহণ করিল। বৃহস্পতি ও চন্দ্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা অসুর ও দেবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন, আমার ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির ঔরসজাত পুত্র ধারণ করা তোমার উচিত নহে।

বৃহস্পতি এই কথা বলিলে তারা ঈষিকাস্তম্ভে (মুঞ্জতৃণগুচ্ছে) সেই গর্ভ পরিত্যাগ করেন। নিক্ষেপমাত্র সমুৎপন্ন পুত্র স্বীয় তেজঃ দ্বারা দেবগণকে অভিভব করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সত্য করিয়া বল, এ সন্তান কাহার? তারা লজ্জায় কিছুই বলিলেন না। তখন ঐ কুমার মাতাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না, তোমার শাস্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহও তোমার ন্যায় এইরূপ মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তখন তারা লজ্জা জড়িতভাবে কহিলেন, এই পুত্র চন্দ্রের। চন্দ্র এই কথা শুনিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি অতিপ্রাজ্ঞ, এই জন্য তোমার নাম বুধ হইল। (বিষ্ণুপু° ৪।৭ অঃ)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—বুধ পূর্ব্বোক্তরূপে জন্ম লাভ করিয়া চন্দ্রের অনুমতি লইয়া কাশীতে বুধেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অযুতবৎসর কঠোর তপের অনুষ্ঠান করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, যে নক্ষত্র লোকের উপর তোমার লোক হইবে এবং সমস্ত গ্রহমণ্ডলের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠরূপে সম্মানিত হইবে। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ আরাধিত হইয়া সকলের বুদ্ধি প্রদান করিবেন এবং অন্তিমে বুধলোকে তাহাদের গতি হইবে। (কাশীখণ্ড ১৫ অঃ) মৎস্যপুরাণে একটু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, বৃহস্পতির গৃহে তারা এক বৎসর পরে সন্তান প্রসব করেন এবং ঐ স্থলেই তাহার সংস্কারাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। (মৎস্যপু° ২৪ অঃ) সকল পুরাণেই বুধের জন্মবৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্তরূপ লিখিত আছে।

গ্রহদিগের মধ্যে বুধ চতুর্থ। [খগোল ও ইলা দেখ।] ইহার বর্ণ দূর্ব্বাশ্যাম, ইনি উত্তর দিগ্বলী, নপুংসক, শূদ্রজাতি, অথর্ব্ববেদাভিজ্ঞ, রজোগুণবিশিষ্ট, মিশ্রিতরস, মিথুনরাশি, মরকতমণিপ্রিয় ও মগধদেশের অধিপতি। ইহার মিত্র রবি ও শুক্র, শত্রু চন্দ্র। বুধগ্রহের এক একটী রাশিভোগের কাল ২৮ দিন। কালপুরুষের বাক্য বুধ। বুধ বালস্বভাব এবং সকল শাস্ত্রাভিজ্ঞ। বুধের আকৃতি ধনুর ন্যায়। বুধ গ্রামচর, পক্ষিজাতি। বুধগ্রহের অবস্থান অনুসারে জাতবালকের শুভাশুভাদি নির্ণয় করা যায়।

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, ধীরপ্রকৃতি, রক্তলোচন, দূর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হৃষ্ট, দক্ষ, স্বকুলতিলক ও নানাবিধ বেশকারী হইয়া থাকে।

বুধের দ্বাদশাংশে জন্মিলে শুচি, সম্যক্‌রূপ শাস্ত্রার্থবেত্তা, সুধী, দীর্ঘায়ু, প্রভু ও মিত্রবর্গের আশ্রয় ও প্রাজ্ঞ হইবে। বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে উৎকৃষ্ট বিভব ও সুখসম্পন্ন, নানা প্রকার রত্নসমন্বিত এবং দিন দিন কোষাগার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বুধ থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া

থাকে। মেষে বুধ থাকিলে বিগ্রহপ্রিয়, অস্ত্রবেত্তা, অতিশয় চতুর, প্রতারক, সর্ব্বদা চিন্তান্বিত, অতিকৃশ, সঙ্গীত ও নৃত্য কর্ম্মরত, অসত্যবাদী, রতিপ্রিয়, লিপিবেত্তা, মিথ্যাসাক্ষ্য-দাতা, বহুভোজনশীল, বহুশ্রমোৎপন্ন ধনধান্য-বিনাশকর, অনেক বন্ধনভাগী, ঋণে অস্থির ও বঞ্চক হয়। বৃষে বুধ থাকিলে দক্ষ, দাম্ভিক, দাতা, জ্ঞানাপন্ন, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বেদজ্ঞ, আরাম, বস্ত্রভূষণ ও মাল্যবিধিবেত্তা, স্থিরপ্রকৃতি, স্ফীততাযুক্ত, স্ত্রীধন-যুক্ত, প্রিয়বর্ণকথনশীল, গান্ধর্ব্ব, হাস্যলীলা ও রতিশীল হইয়া থাকে। মিথুনে বুধ থাকিলে শুভবেশধর, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত, মতিমান্, শ্লাঘান্বিত, মানী, বিখ্যাত অশ্বের ন্যায় ক্রীড়নশীল, স্ত্রীপুত্র-বিবাদরত, শ্রুতিকাব্য ও কলাবেত্তা, কবি, স্বাধীন, প্রিয়তর, প্রমাণরত, অনেককর্ম্ম, অনেকপুত্র ও বহুমিত্রসম্পন্ন হয়। কর্কটে বুধ থাকিলে প্রাজ্ঞ, বিদেশনিরত, স্ত্রীরতি ও গৃহে অতি-শয় আসক্তচিত্ত, চপলতাসম্পন্ন, অনেক প্রলাপশীল, স্বীয় বন্ধু-বিদ্বেষ ও বাদরত, চেষ্টা, চৌরধনযুক্ত, কুৎসিতস্বভাব, সংকবি এবং আত্মবংশকীর্ত্তিদ্বারা বিখ্যাত হইয়া থাকে।

সিংহে বুধ থাকিলে জ্ঞান এবং কলাহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাদী, অল্পশ্রবণশীল, ধনবান্, সত্বহীন, সহজহন্তা, স্ত্রীদুর্ভাগ্য-হীন, অস্বাধীন, জঘন্যকর্ম্মকারী, স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি, সন্ততি-হীন, স্বীয়কুলের বিরুদ্ধ কার্য্যকারক এবং লোকাভিরাম হয়।

তুলারাশিতে বুধ থাকিলে সর্ব্বদা শিল্পকর্ম্ম ও বিবাদে অভি-রত, বাক্‌চাতুর্য্যসম্পন্ন, অতিশয় ব্যয়ী, নানাদিকে বাণিজ্য-কারক, বিদ্বান্, অতিথি ও গুরুভক্ত, কৃত্রিম ব্যবহারকুশল, সম্মানিত, দেব ও বিপ্রভক্ত, শঠতাপরায়ণ, বলহীন, শীঘ্রকোপ ও পরিতোষযুক্ত হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে বুধ থাকিলে শ্রমশোক ও অনর্থপরায়ণ, অত্যন্ত ধর্ম্ম ও লজ্জাশীল, মূর্খ, সাধুশীলহীন, লোভী, দুষ্টাঙ্গনা-রতিশীল, নিষ্ঠুর ও দম্ভনিরত, অস্থিরকর্ম্মকর, লোকবিশিষ্ট, অতিশয় বিরুদ্ধধর্ম্মা, ঋণী ও নীচান্নপ্রিয় হইয়া থাকে।

ধনুরাশিতে বুধ থাকিলে—দাতা, শাস্ত্র, শ্রুত ও বীর্য্যসম্পন্ন, মন্ত্রণাকুশল বা পুরোহিত, কুলপ্রধান, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও অধ্যাপনারত, মেধাবী, বাক্‌পটু, লিপি, লেখ্য ও শব্দকুশল হয়।

মকররাশিতে বুধ থাকিলে—নীচ, মূর্খ, ষণ্ডপ্রকৃতি, পর-কর্ম্মকর, কলাদিগুণহীন, নানাদুঃখযুক্ত, শীঘ্রবিহারী, অতিশয় শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, অসংযতাত্মা, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত ও নিষ্ঠাহীন হয়।

কুম্ভরাশিতে বুধ থাকিলে—বাক্য ও বুদ্ধিকৃত কর্ম্মহীন, ধনশূন্য, লজ্জারহিত, আশাহীন, শত্রুপরাভূত, অশুচি, শীলতা-বর্জ্জিত, অজ্ঞ, অতিশয় দুষ্টাস্ত্রীযুক্ত, শত্রুযুক্ত, ভোগত্যক্ত, সর্ব্বদা বিভাগবেত্তা ও ক্লীবতুল্য হয়।

মীনরাশিতে বুধ থাকিলে—আচার ও শৌচনিরত, দেবতানু-রক্ত, সন্ততিবিহীন, দরিদ্র, সুন্দরীপত্নীযুক্ত, সাধুদিগের প্রিয়পাত্র, পরিহাসরত, শুচ্যাদি কর্ম্মকুশল, পরধনসঞ্চয়শীল, রক্ষাকর্ত্তা ও বিখ্যাত হইয়া থাকে।

বুধ দ্বাদশরাশিতে থাকিলে উপরিউক্ত ফলসমূহ হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন শত্রু বা মিত্রের গৃহে অবস্থান করিলে বা শত্রু ও মিত্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হইয়া থাকে। বুধ যদি মঙ্গলের গৃহে থাকে এবং রবি যদি ইহাকে দেখে ; তাহা হইলে সত্যবাদী, সুখী, রাজসৎকৃত এবং বন্ধুদিগের প্রীতির পাত্র হয়। ঐ বুধ যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যুবতীজনের চিত্তহারী, অতিশয় সেবক, অত্যন্ত মলিনদেহ ও গীতশীল হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—মিথ্যাপ্রিয়, সুন্দরকাব্য ও কলহযুক্ত, পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্, ভূমিপ্রিয় ও শূর হয়। বুধ ও বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুখযুক্ত, কেশসমূহ অতি সুন্দর, প্রভূত ধন-বান্, আজ্ঞাপক ও পাপাত্মা হয়। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপকার্য্যকারী, সুভগ, দুঃখী ও চাতুর্য্যযুক্ত হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় দুঃখযুক্ত, উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন, হিংসারত ও নিত্যকুলজনবিহীন হইয়া থাকে।

এইরূপ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি যে গৃহের অধিপতি যিনি, বুধ তাহার গৃহে থাকিয়া রব্যাদি গ্রহের দৃষ্টিযুক্ত হইলে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় এই স্থলে লিখিত হইল না।

বুধগ্রহ পাপগ্রহের সহিত থাকিলে—পাপ এবং শুভগ্রহের সহিত থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি কাহার সহিত না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী ও দৃষ্টি সম্বন্ধদ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা হইয়া থাকে ; কিন্তু বুধ রবির সহিত থাকিলে দোষের হয় না, তাহাতে বুধাদিত্যযোগ হইয়া থাকে। এই যোগস্থলে বুধের নিম্নে রবির থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ বুধ যে নক্ষত্রে থাকিবে, রবি সেই নক্ষত্রের ন্যূন নক্ষত্রে থাকিবে। বুধের উপরিভাগে রবি থাকিলে এই যোগ হইবে না। এই যোগে জন্ম হইলে চারুচক্ষু, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্, ধনবান্ এবং রাজমণ্ডলে পূজিত হইয়া থাকে। রবির দীপ্তাংশে যে কোন গ্রহ থাকুক না কেন, সেই গ্রহ অস্তমিত হইবে। যে গ্রহ অস্ত-মিত হইবে, তাহার ফল অশুভ। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বুধ অস্তমিত হইলেও তত অশুভ হয় না।

বুধ—জ্যোতির্বিদ্যা, মাতুল, গণিত, বৈদ্য, সৌন্দর্য্য ও শিল্প বিদ্যাকারক। বুধের অবস্থান দেখিয়া এই সকলের নির্ণয়

করিতে হয়। বুধ কন্যারাশির ১৫ অংশে থাকিলে সুচ্চস্থ এবং মীনের ১৫ অংশ সুনীচ। উচ্চস্থানে গ্রহদিগের বল অধিক এবং নীচস্থানে হীনবল। বুধের বক্রগতির কাল ২১ দিন।

বুধারিষ্ট—জাতবালকের কর্কট রাশিতে বুধ অবস্থিতি করিলে ও উহা যদি লগ্নের ষষ্ঠ কিংবা অষ্টমস্থান হয় এবং চন্দ্র কর্ত্তৃক ঐ বুধ যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতবালকের চারিবৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়।

বুধ কেন্দ্রস্থ হইলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, মাননীয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং সুশীলা রমণীর পতি হয়। বুধের তুঙ্গফলস্থলে খনার বচন এইরূপ লিখিত আছে—

"কন্যার বুধ ভাগ্যে পাই, শতেক বৎসর হয় পরমাই।
শব্দ করি বোলে রাজা, গিয়ে কুটুম্বে কর পূজা।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাপে মায়, ধর্ম্ম করে তীর্থ যায়।
নানা সুখে পায় মান, পুণ্য হয় স্থানে স্থান।" (খনা)

বুধের স্বরূপ—বুধ শূদ্র, শ্যামবর্ণ, শিরাযুক্ত শরীর, বর্ত্তুলাকার, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে নিপুণ, কৌতূহলসম্পন্ন, কোমলবাক্যবিশিষ্ট, ত্রিদোষসম্পন্ন, রজোগুণাবলম্বী, মধ্যমাকৃতি, দাতা, কখন শুষ্কতা কখন বা আর্দ্রতা উৎপাদক, গ্রাম, ইষ্টকগৃহ ও শ্মশানভূমিচারী এবং পদ্মপলাশলোচন।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতি ও বিশাখা এই চারিটী নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হয়। বুধের দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর। বুধের দশায় মানব উত্তমা-স্ত্রীসম্ভোগ এবং সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে রত, অশেষবিধ সুখসাচ্ছন্দ্যলাভ, নিত্যধনাগম ও সকল কামনা সিদ্ধ হয়। অন্তর্দশা এবং প্রত্যন্তর্দ্দশা প্রভৃতিরও ফল বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। গ্রহদিগের অবস্থানভেদে স্থূলফলের পার্থক্য হইয়া থাকে।

বিংশোত্তরীয়-মতেও বুধের দশা ১৭ বৎসর। ৯, ১৮, ২৭ নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হয়। এই মতেও অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা স্থির করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। বুধের পীড়া—ঘূর্ণরোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, অস্ফুটবাক্য, স্মৃতি ও বাক্শক্তিহীনতা, বাক্রোগ, অজীর্ণ, ছর্দ্দি ও জিহ্বারোগ বুধ বিরুদ্ধ হইলে এই সকল রোগ হইয়া থাকে।

গোচরে নিম্নলিখিত অনুসারে শুভাশুভ জানা যায়। বুধ জন্মস্থ হইলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শত্রুভয়, চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অসুখ, ষষ্ঠে স্থানলাভ, সপ্তমে বহুপ্রকার শরীরপীড়া, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে পীড়া, দশমে সুখ, একাদশে অর্থলাভ ও দ্বাদশে বিত্তনাশ হয়। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে—তাহার দান, জপ, হোম, মন্ত্র ও কবচ ধারণ করা বিধেয়।

বুধের দান—নীলবস্ত্র, স্বর্ণ, কাঁসা, মুগকলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, দ্রাক্ষা ও হস্তিদন্ত এই সমস্ত সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিলে শুভ হয়।

বুধকে বকুলপুষ্পদ্বারা পূজা করিলে বুধ প্রসন্ন হন। বুধের হোম করিতে হইলে অপামার্গের সমিধ করিতে হয়। বুধের দক্ষিণা কাঞ্চন। মূলিকাধারণস্থলে বুধের বিস্তারকা বৃক্ষমূল ধারণ করিতে হয়। রত্নধারণস্থলে বুধের পদ্মরাগরত্ন ধারণ করিতে হয়। বুধের স্তোত্র—

"প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥" (নবগ্রহস্তোত্র)

গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে লিখিত আছে—বুধ মগধ দেশোদ্ভব, অত্রিবংশজাত, দ্ব্যঙ্গুলদীর্ঘ, পীতবর্ণ, বৈশ্যজাতি, চতুর্ভুজ, বামোদ্ধক্রমে চক্র, বর, খড়্গ ও গদাধারী, সূর্য্যাস্য, সিংহবাহন ও পীতবস্ত্র, ইহার অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে জাত, গ্রামচারী, শুভগ্রহ, নীলবর্ণ, সুবর্ণদ্রব্যস্বামী, বর্ত্তুলাকৃতি, শিশু, ইষ্টকগৃহসঞ্চারী, বাতপিত্তকফাত্মক, স্ত্রীগ্রহ, প্রাতঃকালে প্রবল, পক্ষিস্বামী, সকলরসপ্রিয়। (গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব) মতান্তরে সোমের (চন্দ্রের) ঔরসে রোহিণীর গর্ভে বুধের জন্ম। পুরাণে লিখিত আছে—এক সময়ে চন্দ্র বৃহস্পতিপত্নী তারাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই উপলক্ষে একটা মায়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চন্দ্রপক্ষে দৈত্য দানব এবং বৃহস্পতির পক্ষ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রার্থনায় ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া বুধকে তারকাদেবীর প্রত্যর্পণ জন্য অনুরোধ করিলেন। ঐ সময় তারাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। ঐ পুত্র কাহার হইবে তাহা জানিবার জন্য ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে তারাদেবী উহাকে চন্দ্রপুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন। মতান্তরে বুধ বৈবস্বত মনুকন্যা ইলাদেবীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। তাঁহার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বুধ ঋগ্বেদের মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৌম্য, রৌহিণেয়, প্রহসন, রোধন, তুঙ্গ ও শ্যামাঙ্গ প্রভৃতি কএকটী নামে তিনি পরিচিত।

এই গ্রহ (Mercury) সূর্য্যের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার কক্ষপথ পৃথ্বীকক্ষের মধ্যভাগে সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রাতি সন্ধ্যায় ইহা মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা ইহার আয়তন ক্ষুদ্র। ব্যাস প্রায় ৩১৪০ মাইল। সূর্য্যের তুলনায় ইহার পরিমাণ নিযুতের দুই অংশমাত্র। পৃথিবী অপেক্ষা ইহার উত্তাপ ও আলোক ৭ গুণ অধিক। স্বীয় কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বুধগ্রহ কখন কখন সূর্য্যগোলোকের মধ্যভাগে আসিয়া পড়ে। ঐ সময় সূর্য্যবক্ষে একটী গোলাকার দাগ দেখা যায়। উহাকে ইংরাজীতে Transit of mercury বলে। ১৮৬১,১৮৬৮,১৮৭৮,১৮৮১,১৮৯১ ও ১৮৯৪

খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীবাসিগণ সূর্য্যবক্ষে ঐরূপে গোলবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ২ সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

"তস্মাৎ কৃতিরথস্তস্য দেবামীঢ়স্ততোবুধঃ।
বুধাচ্চ বিবুধশ্চৈব তস্মান্মহাধৃতিস্ততঃ॥" (অগ্নিপু°)

৩ কল্পযুক্তিপ্রণেতা জনৈক কবি। ৪ বেগবান্ রাজার পুত্র। (ভাগ° ৯।২।৩০) ৪ মগধের জনৈক রাজা, ৩৮০০ কল্যব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (কুমারিকা খণ্ড)। [বুধগুপ্ত দেখ।]

বুধগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা। ১৬৫ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার স্তম্ভলিপি পাওয়া গিয়াছে।

বুধকৌশিক, রামরক্ষাস্তোত্রপ্রণেতা।

বুধচক্র (স্ত্রী) বুধস্য গ্রহবিশেষস্য চক্রং। বুধগ্রহের স্বীয় রাশি হইতে অন্য রাশিতে সঞ্চারের সময় সপ্তবিংশতি নক্ষত্রঘটিত নরের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্র।

"ভোগোন্মুখৈকমথ মূর্দ্ধ্নি চতুর্মু রোগঃ
ষট্পাণিকে সুখহৃতং সুখদং ক্রমেত্বত্র।
দুঃখং পদাঙ্ঘ্রিসুযশো হৃদি সপ্তরাজ্যং
নাভীস্থভে দ্বিতগলেতি ধনং বুধস্য॥" (সময়ামৃত)

বুধচার (পুং) বুধস্য বুধগ্রহস্য চারঃ সঞ্চারঃ। বুধগ্রহের শুভাশুভ জ্ঞাপক সঞ্চার। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—চন্দ্রতনয় বুধ কখনই উৎপাতশূন্য হইয়া উদিত হন না। বুধের উদয়কালে ধান্যাদি মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রায়ই জল অগ্নি অথবা ঝড় হইয়া থাকে। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রকে মর্দ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে রোগভয় এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। বুধ আর্দ্রা অবধি মঘা পর্য্যন্ত যে কোন নক্ষত্রকে আশ্রয় করিবে, তাহাতেই শস্ত্রপাত, ক্ষুধা, ভয়, রোগ, অনাবৃষ্টি এবং সন্তাপদ্বারা প্রজাগণ পীড়িত হইবে। হস্তা অবধি জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত ৬টী নক্ষত্রে বুধ সঞ্চরণ করিলে গো-পীড়া, তৈলাদি রসের মূল্যবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে পৃথিবীপূর্ণ হয়। উত্তরফল্গুনী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ, এবং ভরণী নক্ষত্রে বুধ বিচরণ করিলে প্রাণীদিগের ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে। বুধ অশ্বিনী, শতভিষা, মূলা, এবং রেবতী নক্ষত্রকে অভিমর্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিলে পণ্য, বৈদ্য, নৌকাজীবী, জলপদার্থ এবং অশ্বসকলের উপঘাত হয়। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রের কোন একটী নক্ষত্রকে অভিমর্দ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে ক্ষুধা, শত্রু, তস্কর, রোগ এবং ভয় উপস্থিত হয়।

পরাশর প্রথমতঃ বুধের সাত প্রকার গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—১ প্রাকৃত ২ বিমিশ্র ৩ সংক্ষিপ্ত ৪ তীক্ষ্ণ ৫ যোগান্ত ৬ ঘোর ৭ পাপ।

স্বাতী, ভরণী, রোহিণী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে বুধ থাকিলে প্রাকৃতগতি হয়। মৃগশিরা, আর্দ্রা, মঘা ও অশ্লেষা নক্ষত্রস্থ বুধের গতির নাম মিশ্র। পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীতে সংক্ষিপ্ত গতি। পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, অশ্বিনী ও রেবতীতে বুধগতির নাম তীক্ষ্ণ। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যে বুধের গতি হয়, তাহা যোগান্তিক। শ্রবণা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষাতে যে গতি হয়, তাহা ঘোর এবং হস্তা, অনুরাধা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গতি হইলে তাহা পাপ। এই ৭ প্রকার বুধের গতি। পরাশর উদয়াস্ত দিবসদ্বারা বুধের গতিলক্ষণও নিরূপণ করিয়াছেন। বুধের প্রাকৃত গতি ৪০ দিন, মিশ্র ৩০ দিন, সংক্ষিপ্ত ২২ দিন, তীক্ষ্ণ ১৮ দিন, যোগান্ত ৯ দিন ও পাপগতি ১১ দিন।

যে সময় বুধের প্রাকৃত গতি থাকে, তখন আরোগ্য, বৃষ্টি শস্যবৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়। সংক্ষিপ্ত এবং মিশ্রগতিতে মিশ্রফল হয়। আর অন্য গতিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

দেবলের মতে বুধের গতি চারিপ্রকার,—ঋজু, অতিবক্র, বক্র ও বিকল। এই চতুর্বিধ গতির বিদ্যমান কাল ৩০ দিন, ২৪ দিন, ১২ দিন, এবং ৬ দিন মাত্র। ঋজুগতিতে প্রজাদিগের হিত হয়, অতিবক্রগতিতে অর্থনাশ, বক্রগতিতে শস্ত্রভয় এবং বিকলগতিতে ভয় ও রোগ হয়। পৌষ, আষাঢ়, শ্রাবণ, বৈশাখ বা মাঘ মাসে যদি বুধ গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে জগতের ভয়, কিন্তু অস্তমিত হইলে জগতের শুভ হইয়া থাকে। বুধ কার্ত্তিক বা আশ্বিন মাসে নয়নগোচর হইলে শস্ত্র, চোর, অগ্নি, রোগ, এবং জলের ভয় হয়। বুধচারজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, বুধের অস্তগমন-কালে যে সকল নগর রুদ্ধ হয়, বুধের উদয়কালে আবার সেই সকল নগর মুক্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পশ্চিমদিকে বুধ উদিত হইলে সেই পুর সকলে লাভ হয়। বুধের বর্ণ যখন স্বর্ণের ন্যায়, বা শুক পক্ষীর তুল্য, অথবা শস্যকমণির সমান ও স্নিগ্ধ হয় এবং স্বয়ং বৃহৎকায় হন, তখন সকলেরই মঙ্গল, অন্যথা অশুভই হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা বুধচার ৭ অ°)

রবি প্রভৃতি ৬টী গ্রহের মধ্যে নিয়মানুসারে এক একটী গ্রহ বর্ষপতি হন। ইহাদের মধ্যে বুধ বর্ষপতি হইলে মায়া, ইন্দ্রজাল, গান্ধর্ব্ব, লেখ্য, গণিত ও অস্ত্রবিদ্গণের বৃদ্ধি হয়। নৃপতিগণ প্রজাহিতার্থে মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জগতে বার্ত্তা ও ত্রয়ী শাস্ত্র অবিকল থাকে। মনুর ন্যায়দণ্ডনীতি সম্যক্‌রূপে বিরাজিত হয়। বুধ স্বকীয় বর্ষে বা মাসে এইরূপে পৃথিবীতে হাস্যজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ, সেতু, জল ও পর্ব্বতবাসিগণের তৃপ্তি এবং পৃথিবীতে

ওষধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। (বৃহৎস° ১৯।১০-১২)

বুধতাত (পুং) বুধস্য প্রহবিশেষস্য তাতঃ পিতা। চন্দ্র।

বুধদিন (ক্লী) বুধবার।

বুধদৈবজ্ঞ, বর্ষপ্রদীপ প্রণেতা। কৃষ্ণের পুত্র।

বুধপুর, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, কংসাই নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৫৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪৪´ পূঃ। এখানে এবং ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত পাকবীড়া গ্রামে বহু জৈনমন্দির ও তীর্থঙ্করাদির প্রতিমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। [বুদ্ধপুর দেখ।]

বুধরত্ন (ক্লী) বুধপ্রিয়ং রত্নং শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। মরকতমণি। (রাজনি°)

বুধবার (পুং) বুধস্য বারঃ। বুধগ্রহের দিন। এই বারে শুভ কার্য্যাদি করা যায়। এই বারে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিতে নাই। ইহাতে জন্মিলে গুণী, গুণজ্ঞ, ক্রিয়া-কুশল, মতিমান্, বিনীত, মৃদুস্বভাব ও কমনীয়মূর্ত্তি হইয়া থাকে।

"গুণী গুণজ্ঞঃ কুশলঃ ক্রিয়াদৌ বিলাসশীলো মতিমান্ বিনীতঃ।
মৃদুস্বভাবঃ কমনীয়মূর্ত্তি বুধস্য বারে প্রভবো মনুষ্যঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

বুধসানু (পুং) ১ পর্ণ। ২ যজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

বুধসিংহশর্ম্মা, মুলতানবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গ্রহণাদর্শ ও প্রবোধিনী নামে তট্টীকা রচনা করেন। তিনি যশোবন্তের পুত্র ও গোপালের পৌত্র।

বুধসুত (পুং) বুধস্য সুতঃ পুত্রঃ। পুরূরবা।

"বুধস্য তু মহারাজ বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরূরবাঃ" (হরিব° ২৬।১)

বুদ্ধস্য বুদ্ধস্য পুত্রঃ। ২ বুদ্ধপুত্র রাহুল।

বুধহাটা, খুলনা জেলার অন্তঃপাতী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা° ২২°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১২´ পূঃ। এখানে নানা দ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানকার ভগ্নপ্রায় দ্বাদশ শিবালয় সমধিক বিখ্যাত। প্রতিবৎসর রাসযাত্রা, দুর্গা ও কালীপূজা উপলক্ষে এখানে মহামেলা হইয়া থাকে।

বুধা (স্ত্রী) বোধয়তি যোগিনং যা বুধ ণিচ্ উপধেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি কস্ততষ্টাপ্। জটামাংসী। (শব্দচ°)

বুধান (পুং) বোধয়তি বুধ্যতে বা বুধ বোধনে (যুধিবুধি দৃশঃ কিচ্চ। উণ্ ২।৯০) ইতি আনচ্ কিচ্চ। ১ গুরু। ২ বিজ্ঞ। (মেদিনী) ৩ ব্রহ্মবাদী। ৪ প্রিয়বাদী। ৫ কবি। (জটাধর)

বুধানা, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর-নগর জেলার একটী তহসীল। পশ্চিম কালীনদী ও যমুনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২৮৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার-সদর। হিন্দন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°১৬´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´ ১০´´ পূঃ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় খৈরাটিখাঁ বুধানা দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

বুধাষ্টমী (স্ত্রী) বুধবারযুতা অষ্টমী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ব্রতবিশেষ। বুধবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিতে হয়। চৈত্র ও পৌষ ভিন্নমাস এবং হরিশয়ন কাল ব্যতীত এই ব্রত করিবে। এই নিষিদ্ধ কালে যদি বুধাষ্টমী করা হয়, তাহা হইলে পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

"পতঙ্গে মকরে যাতে দেবে জাগ্রতি মাধবে।
বুধাষ্টমীং প্রকুর্ব্বীত বর্জ্জয়িত্বা তু চৈত্রকম্॥
প্রসুপ্তে তু জগন্নাথে সন্ধ্যাকালে মধৌ তথা।
বুধাষ্টমীং ন কুর্ব্বীত কৃত্বা হন্তি পুরাকৃতম্॥" (ব্রতকালবিবেক)

কাল শুদ্ধিতে শুক্ল বা কৃষ্ণ উভয় পক্ষের অষ্টমী তিথিতে বুধবার হইলে তাহাতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত করিলে আর দুঃখভোগ হয় না।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, সত্যযুগে ইল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহাদেবের শাপে হিমালয়ে গমন করেন। যেমন সেইখানে তিনি ভূমিতে পদনিঃক্ষেপ করিলেন, অমনি তিনি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে উমার বনে গমন করেন, তথায় বুধ তাহাকে পাইয়া গৃহে আনয়ন করেন। বুধ অষ্টমীযুক্ত বুধবারে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। এইজন্য বুধবারযুক্তাঅষ্টমী শ্রেষ্ঠা। অতএব ঐ দিনের নাম বুধাষ্টমী হইল। বুধের ঐ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র হয়, তাহার নাম পুরূরবাঃ, ইনিই চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। বুধাষ্টমীর দিন ব্রত করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বুধবারে অষ্টমী তিথি সম্পূর্ণ পাইলে তবে ঐ ব্রত হইবে, খণ্ডা তিথিতে হইবে না।

এই ব্রত আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, জলাশয়ে বুধকে যথাশক্তি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হইবে। পরে বুধাষ্টমী ব্রতের কথা শুনিয়া পারণা করিতে হইবে।

কথার তাৎপর্য্য এইরূপ,—পুরাকালে পাটলিপুত্রে বীর নামে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল। ইহার পত্নীর নাম রম্ভা, পুত্র কৌশিক, বিজয়া নামে কন্যা এবং ধনপাল নামে এক বৃষ ছিল। ব্রাহ্মণ ইহাদের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। তথায় এক গো-পালক বৃষকে হরণ করে, ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে উঠিয়া বৃষকে না দেখিতে পাইয়া দুঃখিতচিত্তে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পিপাসাতুর হইয়া মাতার সহিত সরোবরতীরে গমন করেন, তথায় দিব্য স্ত্রীগণ এই বুধাষ্টমীর ব্রতাচরণ করিতেছিল, তাহাদিগকে ঐ ব্রতাচরণ করিতে দেখিয়া ইহারাও এই ব্রতের

অনুষ্ঠান করেন। এই ব্রতফলে বিজয়ার যমের সহিত বিবাহ হয় এবং কৌশিক অযোধ্যা নগরের রাজা হন।*

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড এবং ব্রতপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

বুধিকোট, মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ১২°৫৪´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৯´৫০´´ পূঃ। এখানে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যবিজয়ী প্রসিদ্ধ হাইদার আলী খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার পিতা ফতে মহম্মদ খাঁ শিরার নবাবের অধীনে এখানকার ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন।

বুধিত (ত্রি) বুধ্যতে স্ম সেট্ বুধ-ক্ত। ১ বুদ্ধ। ২ জ্ঞাত। (অমর)

বুধিয়াল, মহিসুর-রাজ্যের চিত্তল দুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৩৬৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের বিচার-সদর। অক্ষা° ১৩° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৮´ পূঃ। বিজয়নগর রাজকর্ম্মচারি-নির্ম্মিত এখানকার দুর্গে ১৬শ শতাব্দের কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রবিপ্লবে এই দুর্গ ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় রাজদ্রোহিগণ এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে।

* "পুরে পাটলিপুত্রাখ্যে বীরোনাম দ্বিজোত্তমঃ।
তস্য ভার্য্যা চ তস্যাসীৎ কৌশিকঃ পুত্র উত্তমঃ॥
দুহিতা বিজয়ানাম ধনপালো বৃষোঽভবৎ।
গৃহীত্বা কৌশিকস্তঞ্চ গ্রীষ্মে গঙ্গাগতোঽরমৎ॥
গোপালকৈ র্বৃষশ্চৌরৈঃ ক্রীড়ত্যপহৃতো বলাৎ।
গঙ্গাতঃ স চ উত্থায় বনং বভ্রাম দুঃখিতঃ॥
জলার্থং বিজয়া চাগাৎ ভ্রাত্রা সার্দ্ধঞ্চ সাপ্যগাৎ।
পিপাসিতো মৃণালার্থী আগতোঽথ সরোবরং॥
দিব্যস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদি দৃষ্ট্বা চাপ্যথ বিস্মিতঃ।
স চ গত্বা যযাচেঽন্নং সানুজোঽথ বুভুক্ষিতঃ॥
স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ব্রতং কর্ত্তুং দাস্যামশ্চ কুরু ব্রতং।
পবর্ণমন্নপানার্থং পূজয়ামাসতুর্বৃষং॥
পুটকদ্বয়ং গৃহীত্বান্নং বুভুজা তে প্রদত্তকং।
স্ত্রিয়ো গতা গতো তৌ তু ধনপালমপশ্যতাং॥
চৌরৈশ্চ তং গহীত্বার্থ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহং।
বীরঞ্চ দুঃখিতং নত্বা রাত্রৌ সুপ্ত্বা যথাসুখং॥
লগ্নঞ্চ ত্বরিতং দৃষ্ট্বা কস্ত দেয়া সুতা ময়া।
যমায়েত্যব্রবীদ্ দুঃখাৎ স চায়াৎ ব্রতসৎফলাৎ॥
স্বর্গং গতো চ পিতরৌ ব্রতং রাজ্যায় কৌশিকঃ।
চক্রেঽযোধ্যামহারাজ্যং দত্বা চ ভগিনীং যমে॥
যমোঽপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা ত্বং পুরান্তরং।
নোদ্ঘাটয়ামাত্র গতে যমে সা ন তথাকরোৎ॥
অপশ্যদ্যাতনাং স্বাং সা বান্ধিকাং পাপঘাতনাং।
অথোদ্বিগ্না কৌশিকায় আচখ্যাপা বিমুক্তিদং॥
ব্রতং চক্রে ততো মুক্তা মাতা তস্যাশ্চরদ্ব্রতং॥"
(ব্রহ্মপু° বুধাষ্টমীব্রতপদ্ধতি)

বুধিল (ত্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-কিলচ্। বিদ্বান্। (উজ্জ্বল)

বুধ্ন (পুং) বধ্নাতীতি বন্ধ বন্ধনে (বন্ধের্ব্রধিবধী চ। উণ্ ৩।৫) ইতি নক্ বুধাদেশশ্চ। ১ বৃক্ষমূল। ২ মূলদেশ। ৩ অগ্রভাগ।

"নিবেশ্য বুধ্নে চরণং স্মিতাননা
গুরুং সমারোঢ়ুমথোপ চক্রমুঃ॥" (হরবিলাস রাজশে°)

বুধ্নবৎ (ত্রি) বুধ্ন-মতুপ্ মস্য বঃ। মূলযুক্ত। (তৈত্তি° স° ২।৩।৪।৩)

বুধ্নিয় (ত্রি) গার্হপত্য অগ্নি, বুধ্ন্য।

বুধ্ন্য (পুং) বুধ্নে মূলে ভবঃ যৎ। ১ গার্হপত্য অগ্নি। "অহিরসি বুধ্ন্যঃ" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।৪।১১) 'বুধ্ন্যঃ বুধ্নে মূলে। আদৌ আধানকালে প্রথমং জাতোঽসি।' (ভাষ্য) ২ অন্তরিক্ষভব। ৩ রুদ্রভেদ। (নিরুক্ত)

বুন (দেশজ) ভগিনী, যথা—ভাইবুন।

বুনক (দেশজ) বয়নকারী, যে বোনে।

বুনন (দেশজ) ১ বয়ন, বোনা। ২ বপন।

বুনা (দেশজ) ১ বয়ন, বোনা। ২ বপন। ৩ ধান্যবপন। ৪ নিকৃষ্ট জাতি।

বুনা, পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গবাসী একটী জাতীয় সংজ্ঞা। ভুঁইয়া, ভূমিজ, বাগ্দি, বাউরি, ঘাসি, খরবার, কোরা, মুণ্ডা, ওরাওন, রাজবংশী, রাজবাড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতির কোন কোন শাখা কার্য্য উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতেছে। তাহারাই সাধারণতঃ এখানে বুনা বা বুনো নামে পরিচিত। বঙ্গবাসিগণ ছোট-নাগপুর প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের পার্ব্বত্য ভূমি হইতে তাহাদের আগমন জানিয়া বুনা নাম দিয়াছেন।

ইহারা মুরগী, শূকর প্রভৃতি সকল ঘৃণিত পশুর মাংস খায়। পাঁঠার নাড়ি ভুঁড়ি খাইতেও ইহাদের ঘৃণা বোধ হয় না। কেহ কেহ তামাকু খায়, কেহ বা চূণযোগে দোক্তার সুকা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।

বাঙ্গালায় ইহারা সাধারণতঃ ধাঙ্গড় নামে পরিচিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধীনে ইহারা নর্দ্দামা প্রভৃতি পরিষ্কারকরণে নিযুক্ত থাকে। মেঘনা নদীর চর কাটাই ও রাজসাহীর নীল চাষ ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কোদাল দিয়া মাটী কাটিতে বিশেষ পটু। ইহারা স্বভাবতঃই পরিশ্রমী, বনজঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিবার জন্যই অনেকে বুনার সাহায্য গ্রহণ করে।

বাঙ্গালার যে সকল বাজড় বা বুনা বাস করিতেছে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইলেও সকলেই বুনা নামে পরিচিত। বহুকাল একত্র বসবাসে পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মিলে পরস্পরে কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্বজাতিগত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করে না। ইহাদ্বারা বেশ উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার বুনাগণ ক্রমে একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে সংগঠিত হইতেছে। ইহারা স্বভাবতঃই অপরিষ্কার।

বুনটি (হিন্দী) বস্ত্রাদির কারুকার্য্যবিশেষ।

বুনান (দেশীজ) অপরের দ্বারা বয়ন বা বপন।

বুনাপ (দেশজ) জাল।

বুনিয়াদ (পারসী) ভিত্তি।

বুনিয়াদদাসী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নির্গুণ উপাসক। সুতরাং আপনাদের ভজনালয়ে কোন দেবপ্রতিমূর্ত্তি রাখিয়া অর্চনা করে না। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে। এমন কি ইহাদের অঙ্গস্পর্শ করিলে আপনাদিগকে অশুচি ও পাপগ্রস্ত জ্ঞান করে।

বুনিয়াদী (পারসী) ১ ভিত্তির কার্য্য। (দেশজ) ২ আদিম ঘর, কুলীন।

বুনেরা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার সামন্তরাজ উদয়পুররাজের প্রধান সহায়। নগরটী প্রাচীরপরিবেষ্টিত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এখানকার রাজপ্রাসাদ সাধারণের মনোহারী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৯০৩ ফিট উচ্চ।

বুনো (দেশজ) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ।

বুন্দ, নিশামন, আলোচন। ভ্বাদিং উভয়ং সকং সেট্। লট্ বুন্দতি-তে। লোট্ বুন্দতু-তাং। লিট্ বুবুন্দ বুবুন্দে। লুঙ্- অবুন্দৎ অবুন্দীৎ। অবুন্দিষ্ট।

"সম্রংসে শববন্ধেন দিব্যেনেতি বুবুন্দ সঃ।" (রঘু ১৪।৭১)

বুন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের ঝিন্দ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বুন্দী, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। [বিস্তৃত বিবরণ অন্তস্থ 'ব' এ বুন্দী শব্দে দেখ।]

বুন্দারে, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। কন্দজাতির আবাসভূমি। পূর্ব্বে এই স্থানে অবাধে নরবলি প্রচলিত ছিল। উহাই মেরিয়া বা জুন্না উৎসব নামে খ্যাত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই পাপ অভিনয় মহাসমারোহে সম্পাদিত হইত। ভঞ্জক গ্রামের পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও মধ্যস্থলে এক একটী নরদেহ সূর্য্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত। ইহাদের এই উপাস্য দেবতার নাম মাণিকসোরো।

বুন্দালা, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩১° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১´ ৩০´ পূঃ। এখানে শিখ জাতির সংখ্যাই অধিক।

বুন্দেলখণ্ড, আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত একটী দেশ বিভাগ। অক্ষা° ২৩° ৫২´ হইতে ২৬° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৩´ হইতে ৮১° ৩৯´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরে যমুনা নদী, পশ্চিমে ও উত্তরে চম্বল নদী, দক্ষিণে জব্বলপুর নদী ও সাগর বিভাগ এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বাঘেলখণ্ড (রেবা) ও মীর্জ্জাপুর-পর্ব্বতমালা অবস্থিত। হামীরপুর, জলৌন, ঝাঁসী, ললিতপুর ও বান্দা নামক ইংরাজাধিকৃত জেলা, ওর্চ্ছা, দতিয়া, সমথর, অজয়গড়, আলীপুর এবং ধুরবাই, বিজনা-তোরি, ফতেপুর, পাহাড়ী, বাঙ্কা প্রভৃতি অষ্টভায়া জায়গীর; বরৌন্দা, রাওনী, বেরী, বিহাট, বিজাবর, চরখারি ও কালিঞ্জরের চৌবীরাজ্য—পালদেও, পাহরা, তরাওন, ভাইসৌন্দা, কাম্তা, রজৌলা; ছত্রপুর, গড়ৌলী, গৌরীহর, জাসো, জীগ্নি খনিয়াধান, লুঘাসি, নৈগবান, রিবাই, পন্না, বিলহরি ও সরিলা প্রভৃতি সামন্তরাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

[সামন্ত রাজ্যগুলির বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই রাজ্যখণ্ড বিন্ধ্যাচল, পন্না ও বন্দের পর্ব্বতমালায় সমাচ্ছন্ন; এ কারণ ইহার অধিকাংশ স্থানই অধিত্যকাময়। এই অধিত্যকাসমূহের অববাহিকা বাহিয়া সিন্ধু, পহুজ, বেতবা, ধাসন, বীরমা, কেন, বাগই, পাইস্থনি ও তোন্স নদী যমুনাগর্ভে পতিত হইয়াছে। এখানে হীরক, লৌহ, কয়লা ও তাম্র অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়।

স্থানীয় প্রবাদ, গোঁড়গণ সর্ব্ব প্রথমে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে চন্দেলবংশীয় রাজপুতগণ গোঁড় রাজগণকে পরাজয় করিয়া এখানে রাজপাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দেলরাজগণের অধিকার সময়ে এখানে বহুশত শিল্পকার্য্যযুক্ত দেবমন্দির ও তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাদের ভগ্নাবশেষ মাত্র এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন হামীরপুর জেলার জলপ্রণালী, কালিঞ্জর ও অজয়গড়ের বিখ্যাত দুর্গ এবং খজুরাহ ও মহোবার প্রসিদ্ধ মন্দির এখনও তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ফিরিস্তার বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, ১০২১ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদের আক্রমণ সময়ে চন্দেলরাজ ৩৬ হাজার অশ্বারোহী, ৪৫ হাজার পদাতি ও ৬৪০টী হস্তী লইয়া তাহার সম্মুখীন হন। চন্দেল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা চন্দ্রবর্ম্মার অধঃস্তন ২০শ পুরুষে রাজা পরমাল দেও ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর চৌহানপতি পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পরমাল

দেবের অধঃপতনের পর রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং উপর্য্যুপরি মুসলমান আক্রমণে এইস্থান শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অবশেষে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে গড়্ঢ়বাবংশীয় রাজপুত জাতির চন্দেল-শাখা এ প্রদেশে আসিয়া যমুনার দক্ষিণকূলে বাস-স্থাপন করেন। তাঁহারা প্রথমে মউ নামক স্থানে অবস্থিত হইয়া ক্রমে কালিঞ্জর ও কাল্পি অধিকার এবং মাহোনীতে রাজ-ধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৫৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা রুদ্রপ্রতাপ উর্চ্ছা নগর স্থাপন করেন। ইঁহার অধিকার সময়ে বুন্দেলারাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। এই সময়ের পর হইতে ক্রমশঃই বুন্দেলা-প্রভাব যমুনার পশ্চিম প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদবধি এইস্থান বুন্দেলখণ্ড নামে অভিহিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই উর্চ্ছারাজ রুদ্রপ্রতাপের প্রপৌত্র রাজা বীরসিংহদেব মুসলমান আক্রমণে ভীত হইয়া মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন; কিন্তু চম্পৎরায় নামক অপর একজন চন্দেলা-সর্দার বেত্রবা-তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে থাকিয়া মুসলমানসৈন্যকে উৎসাদিত করিয়াছিলেন।

খ্যাতনামা বুন্দেলারাজ ছত্রশাল উক্ত মহাপুরুষের পুত্র; তিনি পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বুন্দেলাগণ কর্তৃক প্রধান সর্দার ও সেনাপতি নিযুক্ত হইবার পর স্বদলবলে পন্না অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তথাকার পার্ব্বত্য দুর্গসমূহ অধিকার করেন। এ প্রদেশে যে সকল স্থানে তাঁহার বিপক্ষগণ বাস করিত তিনি তৎসমুদায় স্থানই অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অবশেষে কালিঞ্জরের দুর্গ অধিকার করিয়া তিনি সেই স্থানে আপনার রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের পাঠান নবাব আহ্মদখান বঙ্গস তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবার শত্রুকরে বিশেষ নিপীড়িত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্র-গণের সাহায্য লইতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্র-পেশবা বাজীরাও সুযোগ পাইয়া বুন্দেলখণ্ডে স্বীয় প্রাধান্যস্থাপনের জন্য সসৈন্যে আসিয়া আহ্মদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া বুন্দেলারাজকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ পেশবা বুন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বভাগের কতকাংশ ও একটী দুর্গ লাভ করেন। তিনি কাশীপণ্ডিত নামা জনৈক ব্রাহ্মণকে ঐ স্থান দান করেন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পূর্ব্বপর্য্যন্ত ঐ স্থান কাশীপণ্ডিতের বংশধরগণের শাসনাধীনে ছিল।

ইহার পর পেশবা উর্চ্ছারাজের নিকট হইতে ঝাঁসী কাড়িয়া লন। তিনি যে সুবাদারের হস্তে এই স্থানের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধরগণ কিছুকাল এখানকার রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজা ছত্রশালের বংশধরগণ সামান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে এই স্থান শাসন করেন। কিন্তু এই অধঃপতনশীল রাজবংশের রাজকর্মচারিগণের বিদ্রোহে মহাবিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়।

এই অরাজকতা এবং অন্তর্বিপ্লবজনিত খণ্ডযুদ্ধে বুন্দেলা-রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া বাজীরাওর পৌত্র আলী বাহাদুর[১] ঘোরতর যুদ্ধের পর এই প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর-দুর্গ অবরোধের সময় আলীর মৃত্যু হয়। অবশেষে পুণা-রাজদরবারের অনুমত্যনুসারে আলীর পুত্র সামশের বাহাদুরের পক্ষ হইয়া হিম্মৎ বাহাদুর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ভার গ্রহণ করেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত রাজগণের বিদ্রোহ ও বসঁইর সন্ধিপত্রের গোলযোগে ইংরাজরাজ বুন্দেলখণ্ডের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সিন্দিয়া, হোল-কর ও বেরারপতি এবং সামসের পরিচালিত মহারাষ্ট্রসৈন্য ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। রাজা হিম্মৎ বাহাদুর আপনার স্বার্থহানি হইবে ভাবিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করেন এবং এই প্রদেশের কতকাংশ পুনরায় ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। এই সময়কার বন্দোবস্তঅনুসারে ইংরাজগণ রাজা হিম্মৎকে সৈন্যরক্ষার জন্য ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং সাহায্যের জন্য জায়গীর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইংরাজ-সেনা বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিল ও সুবিধা পাইয়া সামশেরকে পরাজিত করিল। হিম্মতের মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তি ইংরাজ-রাজ কাড়িয়া লন। তদ্বংশধরগণ কেবলমাত্র জায়গীর ও বার্ষিক বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামশের বাহাদুর ইংরাজরাজের প্রদত্ত ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া বান্দায় বাস করিতে অনুমতি পাইয়া ছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এখানে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জুলফিকার আলী তৎসম্পত্তির অধিকারী হন।

ইহার পর আলী-বাহাদুর সেই সম্পত্তি লাভ করেন। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তাহার বৃত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং ইন্দোর রাজধানীতে তিনি নজর-বন্দী হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদ্বংশধরগণ ইংরাজরাজের নিকট হইতে ১২০০ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

ইংরাজগণ প্রথমে এই প্রদেশে হিম্মৎ বাহাদুর ও পেশবা-প্রদত্ত কতকাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার অধঃপতনের পর সমগ্র বুন্দেলখণ্ডই ইংরাজাধিকারে আইসে।

(১) পেশবা বাজীরাওর মুসলমানরমণীর গর্ভজাত।

তৎপরে জালোন, ঝাঁসি, জাইৎপুর (জৈতপুর), খদ্দি, চিরগাঁও, পুর্ব্বা, বিজয়রাঘবগড় তিরোহা, শাহগড় ও বাণপুর প্রভৃতি স্থানস্থ রাজ্যের শাসনকর্তাদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজগণ এই সকল সম্পত্তি স্বীয় শাসনাধীন করিয়া লন।

বুন্দেলা, বুন্দেলখণ্ডবিবাসী গাহরবাড়-শাখাসম্ভূত রাজপুত জাতি। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর বরে তাঁহারা বুন্দেলা ও তৎপ্রদেশ বুন্দেলখণ্ড নামে আখ্যাত। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, যে ইহারা গাহরবাড় জাতি, ভিন্ন দেশ হইতে যমুনাপারে আসিয়া এখানে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল।[১]

বুন্দেলখণ্ডের রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইহারা অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব। তদ্‌গ্রন্থে ইহাদের বংশতালিকা এইরূপ বর্ণিত আছে,—

রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, তৎপুত্র হরিব্রহ্ম (মহীপাল), তৎসুত উদিম, তৎসুত অলম্যান, তৎপুত্র বিমলচাঁদ, বিমলের পুত্র ছত্রশাল, ছত্রশালের পুত্র বোধপাল ও তৎপুত্র বিহঙ্গরাজ (বিহঙ্গেশ), ইঁহারা সাত জনেই অযোধ্যাপুরীতে থাকিয়া প্রজা-পালন করিয়াছিলেন।

বিহঙ্গের পুত্র কাশরাজ বারাণসী আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন; ইনিই প্রথমে কাশীশ্বর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীরাজের পুত্র গুহিলদেব, তৎপুত্র বিমলচাঁদ, তৎপুত্র গোপচাঁদ, তৎসুত গোবিন্দচন্দ্র, তৎপুত্র তুহিনপাল, তুহিনের পুত্র বিন্ধ্যরাজ, তৎপুত্র নুনিক দেব, তৎপুত্র বিদল দেব, তৎপুত্র অর্জ্জুনব্রহ্ম এবং তৎপুত্র বীরভদ্র। যথাক্রমে কাশীর সিংহাসনে প্রবল প্রতাপের সহিত রাজ্যশাসন করেন। রাজা বীরভদ্রের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে কুমার পঞ্চমকেই তিনি অধিক ভালবাসিতেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তাঁহার অপর ভ্রাতৃগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। মনের বৈরাগ্যে পঞ্চম বিন্ধ্যাচলে আগমন করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপে দেবী প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া তিনি আত্মোৎসর্গে মনস্থ করিলেন। স্বীয় তরবারিদ্বারা মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলে দেবী পঞ্চমের সমক্ষে স্বশরীরে আবির্ভূতা হইলেন এবং প্রীতান্তকরণে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আমার বরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর ও বহু রাজ্য জয় করিয়া একটী সুদূরব্যাপী জনপদ স্থাপনপূর্ব্বক সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। বৎস! তুমি আমার সমক্ষে নিজ জীবন উৎসর্গে যে রক্তবিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহা হইতে তোমার অনুরূপ জাত এই পুত্র বিপদে ও যুদ্ধবিগ্রহে তোমার সহায় হইবে এবং তোমার এই বংশধরগণ বুন্দেলা নামে খ্যাত থাকিবে।

রাজা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পঞ্চম যশী কাশীশ্বর উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং নিজ পুত্র বীরসিংহের উপর অযোধ্যাপুরীর শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। রাজা বীরসিংহ নিজ ভুজবলে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশসমূহ জয় করিয়া আফগানরাজ সত্তর খাঁকে পরাজিত করেন। পরে জয়প্রমোদিত হইয়া তিনি কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারমানসে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। কালিঞ্জর ও কাল্পি বিনা আয়াসেই তাঁহার হস্তগত হয়। তৎপরে তিনি মহোনীতে যাইয়া রাজপাট স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় বীরত্বের জন্য লোহধার আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র রাজা বলবন্ত পিতার ন্যায় রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র অর্জ্জুনপাল কুটহরা গড় অধিকার ও ক্ষেত্রপুরে রাজ্যস্থাপন করেন। অর্জ্জুনের পুত্র সুহিনপাল, তৎপুত্র সহজেন্দ্র, তৎপুত্র নুনিগদেব, তৎপুত্র পৃথ্বীরাজ, তৎসুত রামচন্দ্র, তৎপুত্র মেদিনীমল্ল, তৎপুত্র অর্জ্জুনদেব, তৎপুত্র মালিক হন এবং তৎপুত্র উর্চ্ছাধিপতি খ্যাতনামা রুদ্রপ্রতাপ সিংহাসনে আসীন হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভর্ত্তৃচাঁদ, মধুকর (মধুকর শাহ), উদয়াদিত্য, কীর্ত্তি শাহ, ভগৎশাহ, উমাদাস, চন্দ্রদাস, ঘনশ্যাম দাস, প্রয়াগ দাস, ভৈরব দাস ও খণ্ডেরাও প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র দয়া, মায়া ও যুদ্ধাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন।

রাজা রুদ্রপ্রতাপের জীবলীলা শেষ হইলে ভর্ত্তৃচাঁদ রাজা হন। তাঁহার পর মধুকরশাহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। অপর সকল ভ্রাতাই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু উদয়াদিত্য নিজ ভুজবলে ও বুদ্ধিমত্তায় দলবল সংগ্রহ করিয়া মহোবা নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র প্রেমচাঁদ বহু যুদ্ধে সৈয়দ ও আফগান সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিখ্যাত বীর ভগবন্ত রাও মহোবার সিংহা-

(১) মীর্জাপুরে প্রবাদ, গাহরবাড়বংশীয় অনেক রাজপুত-পরিবার বিন্ধ্যাচলের নিকট পৌড় গ্রামে আসিয়া বাস করে। ঐ বংশের কোন পূর্ব্বপুরুষ পন্নারাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অপুত্রক পন্নারাজের মৃত্যুর পর উক্ত গাহরবাড় রাজকর্ম্মচারী তাঁহার দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু স্বয়ং পুত্রহীন হওয়ায় তাঁহারও এই নূতন রাজপাট ভাল লাগে নাই। তিনি সংসারে উদাসীন হইয়া বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট গমন করেন। তথায় দেবীর প্রসাদলাভার্থ তিনি স্বীয় মস্তক দান করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার শরীরস্থ রক্তবিন্দু হইতে একটী বালক উৎপন্ন হইল। বিন্দু (হিন্দী বুন্দ) হইতে জাত বলিয়াই সেই বালক বুন্দেলা বা বুঁদেলা নামে আখ্যাত হন, তাঁহার বংশধরগণও বুন্দেলা নামে আখ্যাত হইলেন।

সনে, মানসিংহ শাহপুরে এবং কিষণসিংহ সিমুরোহে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ভগবন্তের পুত্র কুলনন্দন অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহার ধন্তারায়, চাঁদরায়, শোভনরায় ও চম্পৎ-রায় নামে চারি পুত্র ছিল। রাজা চম্পৎরায় মোগল সম্রাট্ শাহজহানের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া রাজকর দিতে অস্বীকৃত হন। তদনুসারে সেনানী বকিখাঁ তাঁহাকে শাসন করিতে আসেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়।

রাজা চম্পৎরায়ের পাঁচপুত্র—সর্ব্বাহন্, অঙ্গদরায়, রত্নশাহ, ছত্রশাল ও গোপাল। এই কয় পুত্রের মধ্যে রাজা ছত্রশালই বুন্দেলা জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

[ছত্রশাল দেখ।]

রাজা ছত্রশালের যত্নে বহুশত বুন্দেলা-সর্দ্দার একত্র হইয়া মুসলমান-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ছত্রপুরে ছত্রশালের মৃত্যু হয়। ঐ নগরে তাঁহার বিখ্যাত সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। হৃদয় শাহ, জগৎ রায়, পদ্মসিংহ ও ভর্ত্তচাঁদ প্রভৃতি চারিপুত্র তাঁহার প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত, অপর রমণীতে তাঁহার আরও ১৩টী পুত্র হইয়াছিল।

রাজা ছত্রশাল মৃত্যু সময়ে নিজ সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যান। হৃদয় সিংহ পন্নারাজ্য লাভ করেন এবং জগৎরায় জৈৎপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। [পন্না শব্দে পন্না-রাজবংশের বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

জৈৎপুর-রাজ্যে জগৎরায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মহম্মদ খাঁ বঙ্গসের আদেশ-মতে তৎসেনানী দলিল খাঁ সদলে অগ্রসর হন। নন্দপুরিয়া নামক স্থানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বুন্দেলা রাও রামসিংহকে নিহত দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রুহস্তে আহত হইয়া জগৎরায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হন। ছাউনী মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার পত্নী রাণী অমর-কুমারী স্বামীকে না দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন, পরে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় তিনি স্বামিদর্শন-প্রত্যাশায় রণভূমে উপস্থিত হইলেন। সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রথমে দলিলের শিবির আক্রমণ করেন। অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করায় মুসলমানসেনানী আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইলেন। জয়লাভের পর উল্লসিত সৈন্য-মণ্ডলী মশালের আলোকে রাজার ভূপতিত দেহ অন্বেষণ করিয়া বাহির করিল। শেষে শিবির মধ্যে আনিবার পর রাণীর যত্নে রাজা সংজ্ঞা লাভ করেন।

দলিল খাঁর মৃত্যু ও পরাভবে নিরুদ্যম না হইয়া মহম্মদ পুনরায় বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। এবার নিরুপায় ভাবিয়া জগৎরায় পেশবা বাজীরাওর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাজীরাও তাঁহার কৃতকার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ বুন্দেল-খণ্ডের ৩এক প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে চৌথকর সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি মস্তানীনাম্নী এক মুসলমান-বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যান। এই রমণীর গর্ভে সমসের বাহাদুরের জন্ম হয়।

১৮১৫ সংবতে (১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে) জগৎরায় মাউ নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ত্তিসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং কীর্ত্তির প্রার্থনানুসারে তিনি স্বীয় পৌত্র কীর্ত্তির পুত্র গুমানসিংহকে 'দেওয়ান সিরাই' পদে অভিষিক্ত করিয়া যান।

রাজা জগৎরায়ের মৃতদেহ লইয়া তৎপুত্র পাহাড়সিংহ জৈৎপুরে চলিয়া আইসেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, রাজা মৃত্যুরোগে শায়িত হইয়াছেন, তাঁহার আর রোগ-মুক্তির কোন উপায় নাই। ঐ শবদেহ গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া তিনি নিজে সিংহাসনলাভের আশায় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। গুমানসিংহের পরিবর্ত্তে তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য তিনি সেনাপতিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতে লাগিলেন। কুমার কড়িসিংহ, সেনাপৎ ও বীরসিংহ দেব প্রভৃতি তাঁহার পক্ষ হইয়া গুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন।

পাহাড়সিংহের সিংহাসনাধিকার ও রাজা জগৎরায়ের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গুমানসিংহ দূত পাঠাইয়া তাঁহার প্রাপ্য জৈৎপুর সিংহাসন পাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু পাহাড়সিংহ এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং বলিয়া পাঠান যে, তাঁহার পিতার সিংহাসন-গ্রহণে তিনিই অধিকারী। পুত্র থাকিতে পৌত্রের ইহাতে কোন অধিকার থাকিতে পারে না।

গুমানসিংহ ইহাতে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া জৈতপুর রাজ্য ছার-খার করিতে মানস করিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কুন্দেলার সম্মুখে উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গুমানসিংহ স্বীয় মিত্র নবাব নজফখানের সহিত পরাজিত হন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পাহাড়সিংহ গুমানকে বলিয়া পাঠাই-লেন, আমি ভবধাম [illegible]গ করিয়া যাইতেছি, তোমার ইচ্ছা থাকে, সসৈন্যে আসিয়া আমার আক্রমণ কর। পাহাড়-সিংহ কুলপাহাড়ে থাকিয়া নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে-ছেন। ঐ স্থানে গুমান ও তাহার ভ্রাতা খুমানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি গুমানকে বান্দা ও খুমানকে চরখাড়ির রাজ্যপদ দান করিয়াছিলেন।

ইহার পর বুন্দেলা-রাজগণের আর বিশেষ প্রতিপত্তির কথা শুনা যায় না। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়-কালে তাঁহারা সামান্য সহকারীরূপে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হিম্মৎখাঁর বিদ্রোহ ও ইংরাজ-সমাগম এবং মহারাষ্ট্রযুদ্ধাদির বিষয় বুন্দেলখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে।

বুন্ধ্, নিশামন। ভ্বাদি° উভয়° সক° সেট্। লিট্ বুন্ধতি-তে। লোট্ বুন্ধতু-তাং। লুঙ্ অবুধৎ, অবুন্ধীৎ, অবুন্ধিষ্ট। বুদ্ধ, বদ্ধ। চুরাদি° উভ° সক° সেট্ লট্ বুন্ধয়তি-তে। লোট্ বুন্ধয়তু-তাং। লিট্ বুন্ধয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অবুবুন্ধৎ-ত।

বুবুধান (পুং) ১ আচার্য্য। ২ দেব। ৩ পণ্ডিত। (সংজ্ঞি° উণাদিবৃ°)

"দধিক্রাবাণং বুবুধানো অগ্নিমুক্রব উষসং" (ঋক্ ৭।৪৪।৩)

বুবুর (স্ত্রী) উদক, জল। (নিঘণ্টু প্র°) ইহার পাঠান্তর বর্বুর।

বুভুক্ষা (স্ত্রী) ভোক্তুমিচ্ছা ভুজ-ইচ্ছার্থে সন্, বুভুক্ষ ধাতু (অঃ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অস্ততষ্টাপ্। ১ ক্ষুধা।

"অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ।
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র ততো দুঃখতরং বনম্॥"(রামায়ণ ২।২৮।২৮)

বুভুক্ষিত (ত্রি) বুভুক্ষা ভোজমেচ্ছা সঞ্জাতাহস্য (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ক্ষুধিত, যাহার ক্ষুধা হইয়াছে।

"অজীগর্ত্তঃ সুতং হন্তমুপাসর্পদ্ বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥" (মনু ১০।১০৫)

বুভুক্ষু (ত্রি) ভোক্তুমিচ্ছুঃ ভুজ-সন্-উ। ভোজন করিতে ইচ্ছুক।

বুভূর্ষ (ত্রি) বিভর্ত্তুমিচ্ছুঃ সন্-উ। ভরণ করিতে ইচ্ছুক।

বুভূষক (ত্রি) বুভুষ-কন্। হইতে ইচ্ছুক।

বুভূষা (স্ত্রী) ভবিতুমিচ্ছা ভূ-সন্, অ, টাপ্। হইতে ইচ্ছা।

বুভূষু (ত্রি) ভূ-সন্ উ। হইতে ইচ্ছুক।

বুরুজ (আরবী) ১ চন্দ্র-বাটিকা। ২ দুর্গপ্রাসাদশেখর।

বুরুড়্, (বরুড়্) দাক্ষিণাত্যবাসী অন্ত্যজ জাতিভেদ। বাঁশের ঝুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়, ইহারা পূর্ব্বে মরাঠা ছিল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার পার্ব্বতী দেবীর বটবৃক্ষপূজার জন্য ইহারা ফলপুষ্পবহনোপযোগী ঝারি নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ায় জাতিচ্যুত হয়।

ইহাদের মধ্যে জাট, কা[illegible], লিঙ্গায়ৎ, মরাঠা, পর্ব্বারি ও তৈলঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ অপর কাহারও সহিত আদান প্রদান করে না বা একত্র বসিয়া খায় না। ইহারা গবাদি পালিত জন্তু পুষিয়া থাকে। সাধারণেই মদ্য ও মাংসপ্রিয়, পূজাদি পর্ব্বে ইহারা উপবাস ও নিরামিষ ভোজন করে। ইহাদের বেশ ভূষাও কতকাংশে মরাঠাদিগের ন্যায়। বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ি, দর্ম্মা, ঝাক্‌রি, মাদুর, পাখা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এতদ্ভিন্ন ইহারা ভৈরবা, খণ্ডোবা, কৃষ্ণ, মারুতি ও রামের পূজাও করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও জঙ্গমদিগের প্রতি ইহাদের অচলা ভক্তি। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাশৌচে ইহারা ব্রাহ্মণগণকে পৌরোহিত্যে আহ্বান করিয়া থাকে।

জাত বালকের পঞ্চম দিবসে ইহারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করে। রমণীগণ গীতামোদে রাত্রিজাগরণপূর্ব্বক অতিবাহিত করিয়া থাকে, দ্বাদশদিনের পর জাতাশৌচ যায়, তখন গোবর জল দিয়া সমস্ত বাটীই ধৌত করা হইয়া থাকে। তিনমাসের পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে বালকের চূড়াকরণ হয়। ইহাদের বিবাহপ্রথা ঠিক মরাঠাদিগের মত। মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ দাহ বা কবরস্থ করে। তৃতীয় দিনে কাঁদকাটাদিগের ভোজ হয় এবং দশম দিনে প্রেতোদ্দেশে পিণ্ডদান হইয়া থাকে। ত্রয়োদশদিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

বুরুল (দেশজ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রথমপর্ব্ব, একইঞ্চ পরিমাণ।

বুর্দ্দু, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বুর্হান্ নিজামশাহ ১ম, নিজামশাহী বংশের জনৈক রাজা (১৫০৮-১৫৫৩ খৃঃ) আহ্মদ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

[নিজামশাহী দেখ।]

বুর্হান্ নিজাম শাহ ২য়, নিজামশাহী বংশের ৭ম রাজা (১৫৯০-১৫৯৪ খৃঃ অঃ।) ইনি বুর্হানাবাদ নামে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [নিজামশাহী দেখ।]

বুর্হান্ ইমাদ শাহ, ইমাদশাহী বংশের ৪র্থ রাজা (১৫৬০-১৫৬৪ খৃঃ অঃ)। ইনি তফজ্জুলখাঁর নিকট পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর তফজ্জুল কিছুদিনের জন্য রাজ্য শাসন করেন।

বুর্হান্‌পুর, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ১১৩৮ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। তাপ্তিনদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৮´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৬´ ২৫´´ পূঃ। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের ফরুকিবংশীয় রাজা নসির খাঁ এই নগর দৌলতাবাদের বিখ্যাত মুসলমান শেখ বুর্হান্ উদ্দীনের নামে স্থাপন করিয়া যান। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমানরাজগণ বুর্হানপুর নগর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেও ফরুখি-বংশের ১১শ জন রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শাহ এই নগর স্বীয় শাসনভুক্ত করিয়া লন।

বর্দ্ধিশ্না কিল্লার দুইটী চূড়া ব্যতীত প্রাচীন ফরুখি-রাজগণের আর কোন কীর্ত্তি দেখা যায় না। *উক্ত বংশের যাদশ রাজা আলি খাঁ এখানে জুমা মসজিদ্ প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া যান। অকবর ও তাঁহার বংশধরগণের উদ্যমে এই নগর সৌধমালায় ভূষিত হইয়াছিল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ রাজপুরুষগণ এখানে থাকিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন; পরে তথা হইতে অরঙ্গাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে বুর্হানপুর খান্দেশ সুবার প্রধান নগররূপে পরিণত হয়।

১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদূত সর টমাস রো বুর্হানপুরে আসিয়া এখানকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উহার ৪৪ বৎসর পরে, টাবার্নিয়ার এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল-প্রভাবের সময় এই নগর হইতে নানা দ্রব্য পারস্য, তুরস্ক, মাস্কোভিয়া, পোলণ্ড, আরব ও ইজিপ্ত প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হইত।

সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বুর্হানপুর দাক্ষিণাত্য-যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত অরঙ্গজেব সদলে বুর্হানপুর পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রগণ নগর লুণ্ঠন করে। উহার ৩৪ বৎসর পরে মরাঠাগণ উপর্য্যুপরি যুদ্ধের পর এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে আসফজা নিজাম উলমুলক্ দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এই নগরের চারিধারে প্রাচীর ও বুরুজ এবং ৯টী সিংহদ্বার স্থাপিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির যুদ্ধের পর নিজাম বুর্হানপুর রাজ্য পেশবার করে সমর্পণ করেন। ইহার ১৮ বৎসর পরে সিন্ধিয়ারাজ ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ওয়েলেস্‌লী এই নগর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতেই উহা সম্যক্‌রূপে ইংরাজশাসনাধীন হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ হইয়া একটী ভয়ানক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান অট্টালিকার মধ্যে অকবর শাহের লাল-কিল্লা ও অরঙ্গজেবের জুমা মসজিদই প্রধান। টাবার্নিয়ারের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এখানে রেশম মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রের বিস্তর কারবার আছে।

বুর্হানাবাদ, দাক্ষিণাত্যের আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মোগল-সেনানী শাহবাজ খাঁ এই নগর লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া যান।

বুন্দেলা, রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা রঘুবংশী ও বাঈ সম্প্রদায়ের কন্যা গ্রহণ করে এবং আমেঠিয়াদিগকে আপনাপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকে।

বুর্মা (পারসী) কাষ্ঠচ্ছেদকরণের অস্ত্রবিশেষ, তুরপুন্।

বুল, মজ্জন। চুরাদি° উভয়° অক° সেট্। বোলয়তি-তে। লোট্ বোলয়তু-তাং। লুঙ্ অবুবুলৎ-ত।

বুলন্দসহর, উঃ পঃ প্রদেশে মিরাটবিভাগে অবস্থিত একটী জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ প্রায় ১৯১৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মিরাট জেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী, দক্ষিণে আলীগড় ও পূর্ব্বে গঙ্গা নদী।

গঙ্গা ও যমুনা নদীর অন্তর্ব্বেদী মধ্যে অবস্থিত থাকায় এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা এবং শস্যাদিতে পরিপূর্ণ। সমগ্র জেলাটী অধিত্যকার ন্যায় সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৫০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু উভয় নদীর অববাহিকাদেশে উহা একবারে সোপানকারে নিম্ন হইয়া নদীর সমতলকূলে পরিণত হইয়াছে। উক্ত নদীদ্বয় ব্যতীত কালীনদী (কালিন্দী), হিন্দন, করোন, পটবাই ও ছোইয়া নামক কএকটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে এই স্থান পাণ্ডবরাজধানী হস্তিনাপুরের অধিকারে ছিল। উক্ত নগর গঙ্গা-বিধৌত হইবার পর জনৈক শাসনকর্ত্তা আহর নগরে থাকিয়া এখানকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এক সময়ে এখানে গৌড়-ব্রাহ্মণগণের বসতি ছিল এবং গুপ্তরাজগণ এখানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে যখন গজনীপতি মাহ্মুদ বরণ (বুলন্দসহরের চলিত নাম) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন হরদত্ত নামে জনৈক হিন্দুরাজা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানরাজের তাড়নায় ভীত হইয়া হিন্দুনরপতি সদলে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ঐ সময় হইতে এই অন্তর্ব্বেদী মধ্যে নানা বর্ণের লোক আসিয়া বসতি করে। এখনও সেই সকল জাতি ঐ জেলার কোন কোন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কুতবউদ্দীন বরণ অভিমুখে অগ্রসর হইলে, তথাকার অধিপতি দোরবংশীয় রাজা চন্দ্রসেন সসৈন্যে উপস্থিত থাকিয়া বিপক্ষের প্রতি[illegible]চরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তদাত্মীয় জয়পালের ষড়যন্ত্রে মুসলমানরাজ উক্ত নগর অধিকার করিতে সমর্থ হন। জয়পাল ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর মুসলমান অনুগ্রহে উক্ত নগরের চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ঐ জেলার কতক সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দ হইতে এখানে রাজপুত জাতির সমাগম হয়। ঐ রাজপুতগণ এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের গ্রামাদি অধিকার করে। তৎপরে মোগল আক্রমণ সময়ে এই প্রদেশের দুরবস্থা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অকবরের সুবন্দোবস্তে এখানে শান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু অরঙ্গজেব এখানকার ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু অধিবাসীর উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ছাড়েন নাই। বাহাদুর শাহের রাজ্যারোহণ (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ) হইতে মোগল-শক্তির অধঃপতন আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে গুজর ও জাটসর্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে কোইল-নগরে এখানকার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত থাকে। মহারাষ্ট্রশাসনকর্ত্তারা কোইলে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বরণনগর তৎকালে কোইলের অধীন ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য কোইল ও আলীগড় দুর্গ অধিকার করে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আলীগড় ও মিরাটের কতকাংশ লইয়া বুলন্দসহর একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরগণ, ৯ম সংখ্যক পদাতিক সেনাদল, মালাগড়ের শাসনকর্ত্তা বালিদাদ খাঁ ও ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী রাজপুতগণ ইংরাজবিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে।

[সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

খুর্জা, বুলন্দসহর বা বরণ, সিকন্দরাবাদ, শীকারপুর, জাহাঙ্গীরাবাদ, অনুপসহর, দিবাই, সিয়ানা, জেবার, গালাওটী, অরঙ্গাবাদ ও ধনকউর প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নগর।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। কালীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°১৪´১১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৪´ ১৫´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪১ ফিট্ উচ্চ। ইহার প্রাচীনাংশ একটী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে স্থাপিত এবং নিকটবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রের উপর নূতন নগর নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর মহাত্মা আলেকসান্দারের ও উত্তর ভারতের হিন্দুবাহ্লিক রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপি বরণ নগরের নানা স্থানে পাওয়া [illegible] থাকে। যবন ও বাহ্লিক রাজগণের অধিকারে যে তদ্দেশীয় লোকের এই স্থানে সমাগম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দোরবংশীয় রাজা হরদত্ত ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ও নানা উপঢৌকন পাঠাইয়া গজনীপতি মামুদকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এখানকার শেষ হিন্দুনরপতি রাজা চন্দ্রসেন মহম্মদ ঘোরির যুদ্ধে জীবন দান করেন। ঐ যুদ্ধে মুসলমানসেনানী খাজা লাল-বরণীর মৃত্যু হইয়াছিল। এখনও তাহার কবরসন্নিহিত স্থান তাঁহার নামেই ঘোষিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্যের নিদর্শন স্বরূপ এখানে অপর কোন অট্টালিকা বা দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে নিকটবর্ত্তী স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে ইতস্ততঃ খোদিত স্তম্ভ বা অট্টালিকাদির খণ্ডিত অংশসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ গুলির গঠনকার্য্য দেখিলে নিশ্চয়ই প্রাচীন হিন্দুগঠন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকাদির মধ্যে সম্রাট্ অকবর শাহের প্রধান সেনানী বহলোল খাঁর সমাধিমন্দিরই সর্ব্বপ্রাচীন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন-নগরের মধ্যস্থলে জুমা মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজাধিকারে এখানকার বিশেষ কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই।

বুলান (দেশজ) হস্তাবমর্ষণ, হাতবুলান।

বুলি (স্ত্রী) বুল-ইন্-ক্বিচ্। ১ ভগ, স্ত্রীচিহ্ন। (হেম) (দেশজ) ২ বাক্য। (ইংরাজী) ৩ কাষ্ঠে খোদাই করিবার যন্ত্রবিশেষ (Burine)।

বুলকুকুড়া (দেশজ) গুল্মভেদ।

বুলদানা, পশ্চিম বেরার বিভাগের একটী জেলা। ভূপরিমাণ ২৮০৪ বর্গ মাইল। চিখলি, মালকাপুর ও মেহকর নামক তিনটী তালুকে এই জেলা বিভক্ত।

এই জেলা বেরার বালাঘাট পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। উহার উপত্যকাভূমিসমূহে পবিত্রসলিলা বহু শাখানদী প্রবাহিত থাকায় ঐ সকল স্থান বসবাসের ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়াছে। বেণগঙ্গা, নলগঙ্গা, বিশ্বগঙ্গা, ঘন, পূর্ণা ও কাটাপূর্ণা প্রভৃতি এখানকার প্রধান নদী। জেলার দক্ষিণ-ভাগে লোনার নামক হ্রদ অবস্থিত। উহার তীরভূমে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যযুক্ত একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দির স্থাপিত আছে। হিন্দুমাত্রেরই নিকট উহা পবিত্র বলিয়া গণ্য।

দেউলঘাট নামক স্থানে বেণগঙ্গাতীরে, মেহকরে, সিন্ধখের ও পিম্পল গাঁও নামক স্থানে হেমাড়পন্থীদিগের প্রাচীন মন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন পূর্ণার উপত্যকাভূমি মুসলমানের হস্তগত হয়, তৎকালে জৈন রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীন এ প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং ইলিচপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ক্রমে তাঁহার বংশধরগণের যত্নে দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী ভূভাগসমূহ মুসলমানের শাসনভুক্ত হয়। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বেরার প্রদেশ মুসলমানের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে আজমশাহ

বাহ্মনীর পুত্র আলাউদ্দীন্‌ রোহন-খের নামক স্থানে খান্দেশ ও গুজরাতরাজসৈন্যকে পরাভূত করেন। বাহ্মনীরাজবংশের পর ইমাদশাহী রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপরে আহ্মদনগর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে চাঁদ-বিবি বেরার রাজ্য সম্রাট্‌ অকবরশাহের হস্তে সমর্পণ করেন। সম্রাট্‌পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল যথাক্রমে এখানকার রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত থাকেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অকবরের মৃত্যুর পর আবিসিনীয় সর্দার মালিক অম্বর বেরার অধিকার করিয়া ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন করেন। তৎপরে সিন্ধখেরের দেশমুখ লাকজী যাদবরাওর সাহায্যে সম্রাট্‌ শাহজহান এই রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। উক্ত যাদবরাও মালিক অম্বরের ১০ হাজার অশ্বারোহীর সেনানায়ক ছিলেন। তিনিই শাহজাহানের পক্ষ হইয়া স্বীয় পূর্ব্বস্বামীর অদৃষ্টাকাশ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। এই লাকজী যাদবের এক বীরপ্রসূ কন্যা মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর মাতা। অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করেন। তৎপরে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ ফরুখশিয়রের সময়ে মহারাষ্ট্রগণ এস্থান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী কর-সংগ্রহের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিন্‌ খীলিচ খান্‌ (নিজাম উল্‌মুলক্‌) সখর-খেদলার (ফতেখেদ্‌লা) নিকটে মোগলসৈন্যকে পরাভূত করেন। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে কর সংগ্রহ হইতে নিবারণ করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মেহকর পেশবার হস্তে সমর্পিত হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নিজামও পুণারাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ইংরাজ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাভবের পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের নিজাম ইংরাজানুগ্রহে সমগ্র বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদল পুনবার ফতেখেদ্‌লা অধিকার করেন। পেন্ডারি যুদ্ধের অবসানে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে নিজামের হস্তগত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ আর মস্তকোত্তলন করে নাই। কিন্তু স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, রাজপুত ও মুসলমানগণের উপদ্রবে রাজ্য মধ্যে বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মালকাপুর লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যাদববংশীয়গণের অধিনায়কত্বায় শেষ পেশবা বাজীরাওর আরব সৈন্য নিজাম সৈন্যগণকে পরাভূত করে। এই কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজগণ বাজীরাওর পূর্ব্ব সম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন এবং তাঁহাকে বিঠুরনগরে নজরবন্দী করিয়া রাখেন।

দেউলগাঁও-রাজ, মালকাপুর, নন্দুরা, চিখ্‌লি, ধোনেগাঁও, বুল্‌দানা, দেউলঘাট, মেহকর ও ফতেখেদ্‌লা এখানকার প্রসিদ্ধ নগর।

বুল্‌বুল্‌ (পারসী) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [বুলবুলী দেখ।]

বুল্‌বুল্‌বোস্তা, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় নাইটিঙ্গেল (Nightingale বা Pellorreum rufeceps) ও পারসীতে "বুল্‌বুল্‌বোস্তা" বা "বুলবলহাজার দাস্তান" বলে। অনেকেই বোধ করি এই সুবিখ্যাত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য অতি সামান্য; কিন্তু ইহার স্বর এত সুললিত যে, যে কোন ব্যক্তি একবার এই পক্ষীর গান নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহাকে গায়কবিহগকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ও ইহার এই চিত্তোন্মাদক স্বরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই পাখী সচরাচর ১০০৲ একশত হইতে ১৫০৲ দেড়শত টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, বুল্‌বুল্‌বোস্তার গানোপযোগী শির ও মাংসপেশী সমুদায় অত্যন্ত সবল; অন্য গায়ক পক্ষীদিগের উহা তত পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায় না। এই নিমিত্ত ইহাদের স্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং ইহারা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবিধস্বরে গান করিতে সমর্থ।

দুই-প্রকার বুল্‌বুল্‌বোস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পাখীগুলি সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য মধ্যে বাস করে। ইহাদের শরীরের দীর্ঘতার পরিমাণ প্রায় পাঁচ ইঞ্চি; এই দৈর্ঘ্যের আবার সার্দ্ধ দুই ইঞ্চি পুচ্ছ; চঞ্চু এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ ন্যূন। চঞ্চু সূক্ষ্মাগ্র ও অবক্র। চঞ্চুর ও মুখের অভ্যন্তরভাগ পীতবর্ণবিশিষ্ট। ইহাদের পৃষ্ঠাদি উপরি-ভাগের বর্ণ প্রায় নস্তের ন্যায়, তলভাগ ঈষৎ শ্বেতাভ ও পদদ্বয় ঈষদ্রক্তমিশ্রিত শুভ্রবর্ণ। অপর শ্রেণীর পক্ষীগুলি পর্ব্বতোপরি বাস করে এবং কখন কখন পর্ব্বত নিম্নভাগস্থ অরণ্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অপার্ব্বত্য শ্রেণীর পক্ষীগুলি অপেক্ষা এই শ্রেণীর পাখীগুলির দেহের পরিমাণ প্রায় দুই ইঞ্চি অধিক এবং বর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। প্রথম শ্রেণীর পক্ষী অপেক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীদিগের কণ্ঠধ্বনি অনেক পরিমাণে উচ্চ; বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর বুল্‌বুল্‌বোস্তারাই রজনী-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত। বুল্‌বুল্‌বোস্তা প্রৌঢ়াবস্থাতেই অধিক পরিমাণে গান করিয়া থাকে।

বুল্‌বুল্‌বোস্তার পুংপক্ষীরাই গানকারী; এই পক্ষিগণ বাল্যাবস্থায় প্রায় দুই তিন মাসকাল গান করে এবং দলবদ্ধ হইয়া তিন চারিমাস একস্থানে অবস্থান করে। ঐ সময়ের মধ্যে তাহারা প্রায় দুইবার অণ্ডপ্রসব, শাবকোৎপাদন ও তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকে। শাবকাবস্থাতেই ইহাদিগের পুং স্ত্রী প্রভেদ বিশেষরূপ প্রকাশ পায়। যে সকল শাবকের বক্ষের ও

ডানার পক্ষাগ্র সমুদায় ঈষৎ পীতবর্ণবিশিষ্ট ও গলদেশের বর্ণ শ্বেত হয়, তাহারা পুং; আর যে সকল শাবকের গলদেশ শ্বেতাভ এবং পালকাগ্র সকল পীত নহে, তাহারা স্ত্রী।

এই পক্ষী সমমণ্ডলবাসী; ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডদ্বয়ের অনেকাংশেই এবং আফ্রিকাখণ্ডে কেবল নীলনদের তীরবর্ত্তী দেশ সকলে এই পক্ষী পাওয়া যায়। ইহারা এক একবারে পাঁচ বা ছয়টী করিয়া হরিতাভ কপিশ বর্ণের ছোট ছোট অণ্ড প্রসব করে এবং পনের দিবস ক্রমাগত তদুপরি উপবেশন করিয়া (তা দিয়া) তাহা ফুটাইয়া থাকে। বুলবুল্‌বোস্তা প্রায়ই মৃত্তিকা হইতে অল্প উচ্চে এবং কখন কখন বা দীর্ঘ তৃণাবৃত মৃত্তিকায় নীড় নির্ম্মাণ করিয়া শাবকোৎপাদন করে। ইহাদিগকে শাবকাবস্থাতেই আনিয়া প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহারা পালকের অত্যন্ত বশীভূত হয় এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নির্ভয়চিত্তে গান করিয়া থাকে। ইহারা পালকের এরূপ বশীভূত হয় এবং তাহাকে এত ভালবাসে যে, কখন কখন তাহার বিরহে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এই পক্ষিগণ অধিকাংশই কীট ও পতঙ্গভোজী; ইহারা বন্য ফলাদিও খাইয়া থাকে।

য়ুরোপের কোন কোন প্রদেশে বুল্‌বুল্‌বোস্তা ধরিবার বিশেষ নিয়ম আছে। তথায় যদি কেহ প্রৌঢ়াবস্থার পাখী ধরে, তবে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সেখানে বুল্‌বুল্‌বোস্তার শাবক ধরিয়া বিক্রয়াদি করাই সাধারণ বিধি।

পোষাপাখীর পিঞ্জরেই বাস। এই অবস্থায় কেহ জোড়া জোড়া এবং কেহ বা এক একটী পাখী এক একটী পিঞ্জর মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকেন। পিঞ্জরটী দীর্ঘে ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি এবং উচ্চে একফুট পর্য্যন্ত হইলেই প্রচুর হয়। বেষ্টিন্ (Mr. Bastin) সাহেব বলেন, ঐ পিঞ্জরটী হরিৎবর্ণে রঞ্জিত ও উহার সমস্ত উপরিভাগ (ছাদ) একখণ্ড হরিদ্বর্ণ বসনে মণ্ডিত করা উচিত। যদি কেহ এই মতের পক্ষপাতী হইয়া বুল্‌বুল্‌বোস্তার পিঞ্জর হরিৎবর্ণে রঞ্জিত করেন, তাহা হইলে পাখীকে পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বে তিনি পিঞ্জরটী উত্তমরূপে শুষ্ক ও দুর্গন্ধশূন্য করিয়া লইবেন। পিঞ্জর মধ্যে তিনটী ডাঁড় প্রস্তত করিয়া দিবেন, উহার দুইটী পিঞ্জরের তলার নিকট ও অপরটী তাহা হইতে কিছু উপরে রাখিবেন। পক্ষীগণের কোমল পদ নিরাপদ রাখিবার জন্য উক্ত ডাঁড়ত্রয়ও হরিদ্বর্ণ বসনে (মকমল প্রভৃতিদ্বারা) মণ্ডিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পিঞ্জর মধ্যে একটী জলপাত্র এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যে, পাখী ইচ্ছামত অনায়াসে উহাতে অবতরণ করিয়া স্নান করিতে পারে। পিঞ্জরের নিম্নভাগ সতত জলে আর্দ্র না হয়, এই নিমিত্ত ইহার তলদেশে এক'তা ব্লটীং কাগজ অথবা একখণ্ড অয়েলক্লথ বিস্তৃত করিয়া রাখিবে এবং উহা পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া পিঞ্জরের ময়লাদি বিদূরিত করিবে।

পরীক্ষাদ্বারা এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল বুল্‌বুল্‌বোস্তা উপরোক্তরূপ পরিষ্কৃত পিঞ্জর মধ্যে যত্নসহকারে রক্ষিত হয়, তাহারা উত্তম গান করিয়া থাকে। নির্জ্জন কিংবা বিরক্তিজনক স্থান ইহাদের নিতান্তই অপ্রিয়; এইরূপ স্থানে রক্ষিত হইলে ইহারা তেমন প্রফুল্লচিত্তে গান করে না। গান করার জন্য কখন কখন ছায়াবিশিষ্ট এবং কখন বা রৌদ্রময় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তথায় কতক সময়ের জন্য পিঞ্জর স্থাপন করিবে। এই পাখীকে সাবধানতা ও মৃদুতার সহিত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

ইহারা সুশোভিত উদ্যান ও গোলাপাদি সুন্দর সুমিষ্ট সৌরভযুক্ত কুসুমপ্রিয় এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট। ইহারা সচরাচর শরৎ ঋতুর শেষভাগ হইতে বসন্তকাল পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে গান করিয়া থাকে। তবে শীতাধিক্যের সময় ইহারা কিছু কম গান করে। এই পাখী সকল আপন মদে আপনি মত্ত এবং আপন স্বর সৌরভে আপনি বিভোর থাকে। গান করিবার সময় ইহারা দিবা অপেক্ষা রাত্রিতে অবিশ্রান্ত বিবিধপ্রকার স্বরলহরী ঢালিয়া দিয়া কর্ণকে পরিতৃপ্ত এবং হৃদয়কে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরের রত্নসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে থাকে। এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় ইহাদিগকে নাইটইঙ্গেল (Nightingale) অর্থাৎ রাত্রিগায়ক পাখী বলে। যদি তোমার হৃদয় সাহারার বালুকাময় ভূমির ন্যায় কেবল নীরস বা পাশবভাবপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তুমি সংসারী হও, কি সংসারবিরাগী যোগী হও, তোমার হৃদয় সততই বুলবুলের সুললিত স্বরে আকৃষ্ট ও মোহিত হইবে। যখন ইহারা সমধিক উত্তেজিত হয়, তখন রাত্রিকালে একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও ইহাদের স্বর-বিরতি অনুভূত হয় না। এই অবস্থায় ইহারা কোন্ সময় নিদ্রা যায়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই গভীর নিশীথ সময়ে ইহাদের সুদূরব্যাপিনী সুমধুর স্বরলহরী শ্রবণ করিলে চিত্ত মুগ্ধ হইয়া যায়! ইহারা এক নিশ্বাসে অনেকক্ষণ গান করিতে পারে।

এই পাখী উদ্যান ও কুসুমপ্রিয় বলিয়া সময় সময় কুসুমসুবাসিত সুদৃশ্য উদ্যান মধ্যে পিঞ্জরের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া ইহাদিগকে রাখা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপাদি মধুর গন্ধযুক্ত পুষ্প ইহাদের পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া এবং প্রাতে ও বিকালে অন্যান্য সুস্বরবিশিষ্ট পাখীর স্বর শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহারা অত্যন্ত প্রফুল্ল হয় ও বিপুল স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সহিত গান করিয়া থাকে।

বুলবুলবোস্তাকে ফড়িং, অশ্বপুরীষজাত কীট, পিপীলিকাণ্ড ও তাজা ছোলার সাতু তপ্তঘৃতে মিশ্রিত করিয়া আহারার্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। কখন কখন উক্ত সাতুর সহিত কুক্কুটী বা হংসডিম্বের পীতাংশ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

এই পক্ষীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলে সময় সময় পীড়িত হইয়া থাকে, এই সময় তাহাদের চিকিৎসা আবশ্যক, অতএব যে সকল পীড়া সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহার উপশমনার্থ নিম্নে কএকটী ঔষধের বিষয় বিবৃত হইল।

আহারাদির অনিয়ম নিবন্ধন কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া উচিতরূপ ব্যায়ামের অভাব হেতু কখন ইহাদের মন্দাগ্নি হইয়া থাকে। তাহা হইলে একদিন অন্তর ইহাদিগকে তিন বা চারিটা করিয়া মাকড় খাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতেও যদি ক্রমে এই পীড়ার জন্য দুর্ব্বল হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে পানীয় জলে লৌহশিক্ষান (মরিচা ধরা লৌহ) ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ জল পান করাইবে। তাহা হইলে মন্দাগ্নি ও দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইবে।

প্রথম বৎসর গাইবার সময় এই পাখীর নাসারন্ধ্রের উপর কখন কখন একপ্রকার ফোড়া হইয়া থাকে। তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ ফোড়ার উপর কেবল মাখন দিবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে ফটকিরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া দিবে। যদি ইহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে অগ্নিতে একখানা ছুরিকা উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত ফোড়া দগ্ধ করিয়া দিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ সাবানের জলে ঐ ক্ষতস্থান পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে, তাহা হইলেই উহা আরোগ্য হইবে। এই সময়ে পানীয় জলের পরিবর্ত্তে তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত বিটপালঙ্গের রস দেওয়া উচিত। ঐ রস প্রত্যহ নূতন করিয়া দিতে হইবে।

পক্ষপরিবর্ত্তন কাল পোষা পাখী মাত্রের পক্ষেই বিপদাবহ, কিন্তু বুলবুলবোস্তার পক্ষে আবার বিশেষ বিপজ্জনক। এই সময় প্রায়ই ইহারা দুর্ব্বল হইয়া মরিয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহাদের শারীরিক বলসংরক্ষণার্থ পক্ষপরিবর্ত্তন কালের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈশাখমাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠমাস সম্পূর্ণ ইহাদিগকে কুক্কুটী অণ্ড ও জাফরাণ (কুঙ্কুম) মিশ্রিত সাতু দেওয়া উচিত। পক্ষ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইলে ইহাদের আহারের নিমিত্ত যথেষ্ট কীট ও পতঙ্গ দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাকড় খাইতে দিবে। এইকালে ইহাদের স্নান ও পানীয় জলে জাফরাণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় ইহাদিগকে শীতল বায়ু ও সকল প্রকার বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবে। পক্ষ পরিবর্ত্তন-কালে কোন কোন পক্ষীর নাসারন্ধ্র অবরোধ হইয়া যায়। এইরূপ এক বা দুই দিন পর্য্যন্ত মাখন, গোলমরিচ চূর্ণ ও লশুন রস একত্র মিশাইয়া রুদ্ধ নাসারন্ধ্রে দেওয়া উচিত। ইহাতেও আরোগ্য না হইলে ঐ পক্ষীর নিক্ষিপ্ত একটী ক্ষুদ্র পক্ষ মাখনে ভিজাইয়া তাহা নাসার এক রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করাইয়া অপর রন্ধ্রপথে বাহির করিয়া লইবে। যদি একবারে ইহাদ্বারা নাসারন্ধ্রে মাখন না লাগে, তাহা হইলে পুনরায় ঐ পক্ষটী মাখন লিপ্ত করিয়া উল্লিখিত নিয়মে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইবে। অর্থাৎ নাসারন্ধ্র মধ্যে ভালরূপে মাখন লাগাইতে হইবে এবং দুই দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ নূতন বাদামের সারাংশ জলের সহিত প্রস্তরে ঘসিয়া তাহা দুধের ন্যায় হইলে, ঐ দুগ্ধ পানীয় জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র মুক্ত হইয়া যায়। নাসারন্ধ্র রোধ হইলে কখন কখন ইহাদের পক্ষ পরিবর্ত্তন ক্ষান্ত হয়। তাহা হইলে নাসারন্ধ্র মুক্ত করিয়া পক্ষ-পরিবর্ত্তনার্থ ঐ পক্ষীকে আমিষ জলে (মৎস্য ধৌত জলে) স্নান করাইবে এবং পানীয় জল জাফরাণদ্বারা আরক্ত করিয়া দিবে। এই পক্ষ-পরিবর্ত্তনকাল কখন কখন বুলবুলবোস্তাকে বাতরোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বাতরোগ নয়। উহা প্রায়ই পদের অস্থি-আচ্ছাদক মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। পোষাপাখীর সচরাচর দেড়-বৎসর বয়সের পর হইতেই জঙ্ঘার ও অঙ্গুলির অস্থি-আচ্ছাদক চর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া স্থূল হইতে দেখা যায়। যাহা হউক বাতরোগের ন্যায় পীড়া বোধ হইলেই প্রথমতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বুলবুল্-বোস্তার পদদ্বয় জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা উচিত। পীড়া সহজ হইলে ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের আচ্ছাদক ত্বক্ তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক্ তুলিতে হইলে তৈল বা ঈষদুষ্ণ জলে প্রথমতঃ ১০।১৫ মিনিট ঐ পাখীর পদদ্বয় মগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে সাবধানতার সহিত একএকটী করিয়া অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক্ তুলিয়া পুনর্ব্বার ঐ স্থানে তৈল মাখাইয়া দিবে। এইকালে কখন কখন ইহাদিগের মলের সহিত এরূপ রক্ত নির্গত হয় যে, তাহাকে কেবলমাত্র রক্ত বলিলেও বলা যায় এবং ইহাতে পাখী দুর্ব্বল হইয়া কখন কখন জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এরূপ শোণিত স্রাব দেখা গেলে প্রথমতঃ ইহাদের পানীয় জলের পরিবর্ত্তে পাক করা ছাগ দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগ-দুগ্ধের সহিত মেষমজ্জা পাক করিয়া তাহা পানীয় জলের পরিবর্ত্তে তিন চারি দিন দিবে। তাহা হইলেই ইহাদের ঐরূপ শোণিত-স্রাব নিবারিত হইয়া যাইবে।

পক্ষপরিবর্ত্তনের পর কখন কখন বুলবুলবোস্তার মৃগীরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা হওয়া মাত্রই ঐ পাখীকে বলপূর্ব্বক

শীতল জলে ডুবাইয়া স্নান করাইবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে পায়ের এক অঙ্গুলির কিয়দংশ কাটিয়া বিলক্ষণ রক্ত মোক্ষণ করিয়া দিবে। তাহা হইলেই আরোগ্য হইবে।

যদি পাখী বিষাদযুক্ত হইয়া ঝিমাইতে থাকে ও পালখগুলি উন্নত করিয়া রাখে এবং অধিকাংশ সময় ডানার ভিতর মাথা লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহার উদরের অসুখ হইয়াছে। এই অবস্থায় জলের সহিত একটু জাফরাণ (কুঙ্কুম) বিশেষ উপকারী।

বুলবুলবোস্তার কখন কখন হাঁপানী পীড়া হইয়া থাকে, হাঁপানী হইলে সিরকা (ভিনিগার) ও মধু মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলেই আরোগ্যলাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, পিপীলিকা বুলবুলবোস্তার ভয়ানক শত্রু। বোধ হয় অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পিপীলিকা ভক্ষণ করিলেই বুলবুলবোস্তা মরিয়া যায়, সুতরাং এবিষয়ে বুলবুলবোস্তা-প্রতিপালকের এরূপ সাবধান হওয়া উচিত যে, যাহাতে পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া এই মূল্যবান্ ও চিত্ত-বিনোদনকারী গায়ক পক্ষী অকালে মরিয়া না যায়। যদিও ইহা প্রবাদ কথা হউক, তবু প্রতিপালকের পক্ষে এরূপ সাবধানতাগ্রহণে কোন ক্ষতির কারণ নাই।

বুলবুলবোস্তা বিশেষরূপ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইলে ২৪।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরের মধ্যে ৮।৯ মাসকাল গান করে। যবন সম্রাটদের সময় বুলবুলবোস্তার বিশেষ আদর ছিল, এই নিমিত্ত পারসী গ্রন্থাদিতে এই পাখীর অনেক প্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

বুল্‌বুল্‌সা, বুলবুলজাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ (Muscicapa Paradisiact)।

বুল্‌বুলী (পারসী) পক্ষীবিশেষ (Turdus Cafer)। পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতীয় পক্ষীকে (Merudidœ) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা আকৃতিতে ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ। মুখাগ্রে বড় বড় লোম আছে, পদদ্বয়ের নখগুলি ধারাল। পুচ্ছের নিম্নভাগের পালখগুলি লালবর্ণের হয়। ইহাদের স্বর মধুর। সাধারণতঃ শীতকালে এই জাতীয় পক্ষীর সমাগম হইয়া থাকে। অনেকে লড়াইর জন্য বুলবুলী পোষে। বুলবুলীর লড়াই দেখিতে অতি কৌতুকজনক। ধনী ও সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ আমোদের জন্য বুলবুলীর লড়াই দিয়া থাকে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহারা নীড় নির্ম্মাণ করে এবং এককালে ৪ বা ৫টী ডিম্ব প্রসব করে। পালিত পক্ষী সাধারণতঃ ছাতু খাইয়া থাকে। বন্যপক্ষীগণ পোকা ফড়িং প্রভৃতি খায়।

বুল্‌সার (বলসাদ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সুরাটজেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১টী নগর ও ৯৪ খানি গ্রাম আছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী তিথল গ্রাম স্বাস্থ্যনিবাস মধ্যে পরিগণিত। বোম্বাই নগর হইতে অনেক লোক স্বাস্থ্যপরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ২০° ৩৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৮´ ৪০´´ পূঃ। এখানে জলপথে ও স্থলপথে নানাদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বুস্ব (ত্রি) বুল-ব উন্বাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিরশ্চীন। (শতপথব্রা° ১১।৫।১।১৪)

বুষ (ক্লী) বুসাতে উৎসৃজ্যতে যৎ, ইগুপধেতি ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ ষত্বং। বুস, তুচ্ছধান্য, চলিত আগড়া।

বুস, উৎসর্গ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বুস্যতি। লোট্ বুস্যতু। লিট্ বুবোস। লুঙ্ অবোসীৎ, ইরিৎ অবুসৎ।

বুস (ক্লী) বুস্যতে তুচ্ছত্বাদুৎসৃজ্যতে ইতি (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ তুচ্ছধান্য, চলিত আগড়া, তুষ, পর্য্যায়—কড়ঙ্গর, বুষ। (শব্দরত্ন) ২ উদক, জল।

"আবিঃ স্ব কৃণুতে গূহতে বুসম্" (ঋক্ ১০।২৭।২৪) 'বুসমুদকং' (সায়ণ)

বুসপ্লাবি, কীটভেদ। (Beetles) (দিব্যা° ১২।২৫)

বুস্ত, ১ আদর। ২ অনাদর। চুরাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ বুস্তয়তি-তে। লোট্ বুস্তয়তু-তাং। লিট্ বুস্তয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অবুবুস্তৎ-ত।

বুস্ত (ক্লী) বুস্ত্যতে নাদ্রিয়তে বুস্ত-ঘঞ্। পনসাদিফলের ত্যাজ্য অংশ, চলিত ভূতি। ২ মাংসপিষ্টকভেদ, মাংসের পিটে।

বৃক্ক (ত্রি) বৃক্কয়তি শব্দায়তে ইতি বৃক্ক-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাদ্দীর্ঘঃ। বৃক্ক, হৃদয়। (অমরটীকা রমানাথ)

বৃংহণ (ত্রি) বৃহি-ল্যু। পুষ্টিকারক।

'সংযাবো বৃংহণো গুরুঃ' (শব্দরত্না°)

বৃংহণত্ব (ক্লী) বৃংহণস্য ভাবঃ ত্ব। বৃংহণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৃংহিত (ক্লী) বৃংহ-ক্ত। হস্তিগর্জ্জন।

"শঙ্খদুন্দুভিঘোষৈশ্চ বারণানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ।" (ভারত ৬।১৮।২)

বৃংহিতা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃকাভেদ। ইহার পাঠান্তর বৃংহিলা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত ৩।২২৭ অঃ)

বৃবদুকথ (ক্লী) পদ। (নিঘণ্টু)

বৃবু (পুং) পণির তক্ষা। "অধি বৃবুঃ পণীনাং (ঋক্ ৬।৪৫।৩১) 'বৃবুর্নাম পণীনাং তক্ষা' (সায়ণ)

বৃবূক (ক্লী) জল। (ঋক্ ১০।২৭।২৩)

বৃসয় (পুং) ১ অসুর। ২ ত্বষ্টা। "অবাতিরতং বৃসয়স্য" (ঋক্ ১।৯৩।৪) 'বৃসয়তি সর্ব্বং বেষ্টয়তীতি বৃসয়োঽসুরস্ত্বষ্টা' (সায়ণ)

বৃসী (স্ত্রী) ব্রতস্তোঽস্তাং সীদন্তি পৃষোদরাদিত্বাৎ ব্রবো বৃ-সদ-ড, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঋষিদিগের আসন।

বৃহ, বৃদ্ধি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ বর্হতি। লোট্-বর্হতু। লুঙ্ অবর্হীৎ। ঋদিৎ অবৃহৎ।

বৃহক (পুং) বৃহ-কুন্। দেবগন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।১২৩অঃ)

বৃহচ্চঞ্চু (পুং) বৃহতী চঞ্চুঃ শাকবিশেষঃ। মহাচঞ্চুশাক। (রাজনি°) বৃহতী চঞ্চুর্যস্যেতি। (ত্রি) ২ দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত।

বৃহচ্চিত্ত (পুং) ফলপুর। (শব্দচন্দ্রিকা°)

বৃহচ্ছন্দস্ (ত্রি) বৃহচ্ছাদযুক্ত।

বৃহচ্ছরীর (ত্রি) বৃহদাকারবিশিষ্ট। (বিষ্ণু)

বৃহচ্ছল্ক (পুং) বৃহন্ শল্কো যস্য। চিঙ্গটমৎস্য। (জটাধর)

বৃহচ্ছাল (ত্রি) বৃহৎ শালযুক্ত।

বৃহচ্ছ্রবস্ (ত্রি) বৃহৎ শ্রবো যস্য। মহাযশস্ক। (ভাগ° ১।৪১)

বৃহজ্জাবালোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

বৃহজ্জাল (ক্লী) বড় জাল।

বৃহজ্জীবন্তী (স্ত্রী) বৃহজ্জীবন্তিকা বৃক্ষ। পর্য্যায়—পত্রভদ্রা, প্রিয়ঙ্করী, মধুরা, জীবপুষ্টা, বৃহজ্জীবা, যশস্করী। ইহার গুণ—বহুবীর্য্যদায়ক, ভূতবিদ্রাবণ, বেগপূর্ব্বক রসনিয়ামক। (রাজনি°)

বৃহড্ঢক্কা (স্ত্রী) বৃহতী ঢক্কা। ঢক্কাবিশেষ, বড় ঢাক, জয়-ঢাক। ভেরীবাদ্য।

"বৃহড্ঢক্কা তু ভেরী স্ত্রী পুমান্ দুন্দুভিরানকঃ।
প্রগড়ঃ প্রতিপত্ত্র্যামানকঃ পটহোঽস্ত্রিয়াং॥" (জটাধর)

বৃহতিকা (স্ত্রী) বৃহতী (বৃহত্যা আচ্ছাদনে। পা ৫।৪।৬) ইতি স্বার্থে কন্। ১ উত্তরীয়বস্ত্র। (অমর) ২ বৃহতী। (শব্দমা°)

বৃহতী (স্ত্রী) বৃহৎ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী, চলিত ব্যাকুড়। পর্য্যায়—মহতী, ক্রান্তা, বার্ত্তাকী, সিংহিকা, কুলী, রাষ্ট্রিকা, স্থূলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতনু, কণ্টালু, কটুফলা, বনবৃন্তাকী, (রাজনি°) সিংহী, প্রসহা, রক্ত-পাকী, লতাবৃহতিকা, (রত্নমালা।) ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতজ্বর, অরোচক, আম, কাশ, শ্বাস ও হৃদ্রোগনাশক। Solanum Indicum & Solanum Jacquini. [অক্রান্তা দেখ।] ২ মহতী নারদের বীণার নাম। কাহারও মতে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর বীণার নাম বৃহতী।

"বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী।
মহতী নারদস্য স্যাৎ সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী॥" (মাঘটীকা ১।১০)

২ উত্তরীয়বস্ত্র। ৩ বারিধানী। ৪ বাক্য। ৫ কণ্টকারী। (মেদিনী) ৬ মর্ম্মস্থানবিশেষ। পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে স্তনমূল হইতে সরল রেখায় স্থিত। এই মর্ম্ম ছিন্ন হইলে অতিশয় শোণিত নিঃসরণ হইয়া মৃত্যু হয়। (সুশ্রুত ৩৬) ৭ ছন্দো-বিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপদে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—"ভুজগ শিশুসৃতা নৌন্তঃ" উদাহরণ—

"হৃদতটনিকটক্ষৌণী ভুজগশিশুসৃতা যাসীৎ।
সুররিপুদলিতে নাগে ব্রজজনসুখদা সাভূৎ॥" (ছন্দোম°)

বৃহতীপতি (পুং) বৃহতীনাং বাচাং পতিঃ। বৃহস্পতি। (হেম)

বৃহৎ (ত্রি) বৃহ-বৃদ্ধৌ (বর্ত্তমানে পৃষদ্বৃহৎ মহজ্জগৎ শতৃবচ্চ। উণ্ ২।৮৪) ইতি অতি প্রত্যয়েন। নিপাতনাৎ সাধুঃ। মহৎ।

"বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।
সংভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা-নগাপগা॥" (মাঘ ২।১০)

বৃহৎক (ত্রি) বৃহৎপ্রকারঃ (চঞ্চদ্বৃহতোরুপসংখ্যানং। পা ৫।৪।৩) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা কন্। বৃহৎ।

বৃহৎকন্দ (পুং) বৃহৎকন্দঃ যস্য। ১ গৃঞ্জন। (রত্নমালা) ২ বিষ্ণুকন্দ। (রাজনি°)

বৃহৎকর্ম্মন্ (ত্রি) বৃহৎকর্ম্ম যস্য। ১ মহাকর্ম্মযুক্ত, বৃহৎ কার্য্যযুক্ত।

বৃহৎকায় (পুং) আজমীঢবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২১।২২)

বৃহৎকালশাক (পুং) বৃহন্ মহান্ কালশাকঃ। শোথজিহ্ব, চলিত বৃহৎ কালকাসুন্দিয়া।

বৃহৎকাশ (পুং) বৃহন্ কাশঃ। খক্কাট, চলিত খাগড়া। (হারাবলী)

বৃহৎকীর্ত্তি (ত্রি) বৃহতী কীর্ত্তির্যস্য। ১ মহাকীর্ত্তিযুক্ত। (পুং) ২ আঙ্গিরসাগ্নিপুত্রভেদ। (ভারত বনপ° ২২১ অঃ) ৩ অসুর-ভেদ। (হরিব° ৪২ অঃ)

বৃহৎকুক্ষি (ত্রি) বৃহন্ কুক্ষির্যস্য। তুন্দিল, চলিত ভুঁড়ে।

বৃহৎকেতু (ত্রি) বৃহন্ কেতুর্যস্য। ১ মহাধ্বজযুক্ত। (পুং) ২ রাজভেদ। (ভারত আদিপ° ৬ অঃ)

বৃহৎক্ষত্র (পুং) আজমীঢবংশীয় নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২৬ অঃ)

বৃহত্তাল (পুং) বৃহন্ তালঃ। হিন্তাল। (রাজনি°)

বৃহত্তিক্তা (স্ত্রী) বৃহন্ তিক্তো রসোঽস্যাঃ। পাঠা। (রাজনি°)

বৃহত্তৃণ (পুং) বংশ, বাঁশ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহত্ত্ব (ক্লী) বৃহতোভাবঃ ভাবে ত্ব। বৃহতের ভাব বা ধর্ম্ম, মহত্ত্ব।

বৃহত্ত্বচ্ (পুং) বৃহতী ত্বক্ যস্য। গ্রহণাশনবৃক্ষ, চলিত ছাতিয়ান। (রত্নমালা)

বৃহৎপত্র (পুং) বৃহৎ পত্রং যস্য। হস্তিকন্দ। (রাজনি°)

বৃহৎপত্রা (স্ত্রী) বৃহৎ পত্রং যস্যাঃ। ত্রিপর্ণিকা। (রাজনি°)

বৃহৎপলাশ (ত্রি) বৃহৎ পত্রযুক্ত।

বৃহৎপাটলি (পুং) ধুস্তূর। (ত্রিকা°)

বৃহৎপাদ (পুং) বৃহন্ পাদো যস্য। বটবৃক্ষ। (শব্দমালা)

বৃহৎপারেবত (ক্লী) বৃহৎ মহৎ পারেবতং। মহাপারেবত। বড় পেয়ারা। (রাজনি°)

বৃহৎপালিন্ (পুং) বনজীর। (রাজনি°)

বৃহৎপীলু (পুং) বৃহন্ পীলুঃ কৰ্ম্মধা°। মহাপীলুবৃক্ষ, পাহাড়ে আখরোট। (রাজনি°)

বৃহৎপুষ্প (পুং) ১ মহাকুষ্মাণ্ড। (স্ত্রী) ২ কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বৃহৎপুষ্পী (স্ত্রী) বৃহৎপুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ ঘণ্টারবা। (জটাধর) ২ শণবৃক্ষ। (পৰ্য্যায় মুক্তা°)

বৃহৎপৃষ্ঠ (ত্রি) বৃহৎ সামযুক্ত।

বৃহৎফল (ক্লী) ১ কুষ্মাণ্ড। ২ পনসফল, চলিত কাঁঠাল। ৩ জম্বুফল, জাম। (বৈদ্যকনি°) ৪ চচেণ্ডা। (রাজনি°)

বৃহৎফলা (স্ত্রী) বৃহৎ ফলং যস্যাঃ। ১ অলাবু, চলিত লাউ। ২ কটুতুম্বী, তিতলাউ। ৩ মহেন্দ্রবারুণী, চলিত মাকাল। ৪ কুষ্মাণ্ডী, কুমড়াগাছ। ৫ রাজজম্বু, বড়জাম। (রাজনি°)

বৃহত্যাদি (পুং) সন্নিপাতজ্বরোক্ত কষায়। প্রস্তুত প্রণালী—বৃহতী, পুষ্কর, ভার্গী, শটী, শৃঙ্গী, দুরালভা, বৎসকবীজ ও পটোল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কষায় প্রস্তুত করিতে হইবে, অর্থাৎ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। ইহা সেবনে সন্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত°)

বৃহৎসংবর্ত্ত [illegible] বিবর্ত্তভেদ।

বৃহৎসাম (ক্লী) বৃহৎ সাম নিত্যক°। সামভেদ। গীতায় লিখিত আছে, সামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ।

"বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহং।" (গীতা)

বৃহৎসুম্ন (ত্রি) প্রভূত ধন, প্রভূত সুখ। (সায়ণ)

বৃহৎসেন (ত্রি) ১ মহাসেনাযুক্ত। (পুং) ২ বার্হদ্রথবংশীয় ভাবী নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২২।১৩) ৩ মগধদেশীয় নৃপভেদ। (ভারত আদিপ°) (স্ত্রী) ৪ বৃহতী সেনা।

বৃহৎস্তোম (ক্লী) স্তোমভেদ।

বৃহৎস্ফিজ্ (ত্রি) বৃহৎ স্ফিচ্‌যুক্ত।

বৃহদগ্নি (পুং) নানাবিধ অগ্নিযুত।

বৃহদঙ্গ (পুং) বৃহদঙ্গং যস্য। মতঙ্গজ। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহদনীক (ত্রি) বহু সৈন্যযুক্ত।

বৃহদম্বালিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত)

বৃহদম্ল (পুং) বৃহন্ অম্লো যস্য। কামরঙ্গ, চলিত কামরাঙ্গা।

বৃহদশ্ব (পুং) ঋষিভেদ।

বৃহদাত্রেয় (পুং) বৈদ্যক গ্রন্থভেদ।

বৃহদারণ্যক (ক্লী) উপনিষদ্‌ভেদ। ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণের আরণ্যক অংশই বৃহদারণ্যক নামে খ্যাত। ইহার বহুসংখ্যক ভাষ্য ও টীকা দৃষ্ট হয়।

বৃহদ্দি (পুং) ১ আজমীঢ়পুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) ২ হর্য্যশ্ববংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ৬২ অঃ)

বৃহদুকথ (ক্লী) ১ মহৎ উকথ। (পুং) ২ অগ্নিবংশীয় তপস্য-পুত্র অগ্নিভেদ। "বৃহদুকথোহ বৈ বামদেব্যঃ" (শত°ব্রা° ৩।২।২।১৪)

বৃহদুক্ষ (পুং) জগৎসৃষ্টিকারক প্রজাপতি। (শুক্ল যজু° ৮।৮)

বৃহদুত্তরতাপনী (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

বৃহদেলা (স্ত্রী) বৃহতী এলা। স্থূলৈলা, বড় এলাচ। (রাজনি°)

বৃহদ্গর্ভ (পুং) শিবিনৃপপুত্রভেদ। (ভারত বনপ° ১১৭ অ°)

বৃহদ্গিরি (পুং) ১ প্রভূত স্তুতি। ২ মরুৎ।

বৃহদ্গু (পুং) রাজভেদ। (ভারত আদিপ° ৬ অ°)

বৃহদ্গৃহ (পুং) দেশবিশেষ, কারুষদেশ। এই দেশ বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পশ্চাৎ মালবদেশ সমীপে স্থিত। (হেম)

ত্রিকাণ্ডশেষে বৃহদ্গৃহের পরিবর্ত্তে 'বৃহদ্গৃহ' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহদ্গোল (ক্লী) বৃহদ্গোলং গোলাকারফলং যস্য। শীর্ণবৃন্ত, তরমুজ, চলিত তরমুজ। (শব্দচ°)

বৃহদ্গৌরীব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

বৃহদ্গ্রাবন্ (ত্রি) বৃহৎ প্রস্তরবৎ।

বৃহদ্দন্তী (স্ত্রী) এরণ্ডপত্রাকৃতি দন্তীবিশেষ। ইহার অপর নাম দ্রবন্তী (স্ত্রী) ইহার গুণ—কটু, দীপন, গুদাঙ্কুর, অশ্ম, শূল, অর্শ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও বিদাহনাশক। [দন্তী দেখ।]

বৃহদ্দর্ভ (পুং) কক্ষেয়ুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ২৩ অ°)

বৃহদ্দল (পুং) বৃহদ্ দলং যস্য। ১ পট্টিকালোধ্র, শুক্ললোধ। ২ হিন্তালবৃক্ষ, চলিত হেঁতালগাছ। (রাজনি°) ৩ রক্তরসোন। ৪ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিম। (স্ত্রী) ৫ লজ্জালুকা, চলিত ক্ষুদ্র লজ্জাবতী। (বৈদ্যকনি°)

বৃহদ্দিব (ত্রি) জ্যেষ্ঠ, প্রশস্ততম। "বৃহদ্দিবৈঃ সুমায়াঃ" (ঋক্ ১।১৬৭।২) 'বৃহদ্দিবৈঃ জ্যৈষ্ঠৈঃ প্রশস্ততমৈঃ' (সায়ণ)

বৃহদ্দিবা (স্ত্রী) মহাদীপ্তিযুক্তা (দেবমাতা) "উত মাতা বৃহদ্দিবা শৃণোতি" (ঋক্ ১০।৬৪।১০) 'মহদ্দিবেতি, মহতী দিবা দীপ্তির্যস্যাঃ সা মাতা দেবমাতা' সায়ণ)

বৃহদ্দেবতা (স্ত্রী) বেদের ঋষিপ্রতিপাদক গ্রন্থভেদ।

বৃহদ্দ্যুম্ন (পুং) নৃপভেদ। (ভারত বনপ° ১৩৮ অঃ)

বৃহদ্ধনুস্ (পুং) ১ আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অঃ) (ত্রি) বৃহৎ ধনুর্যস্য। ২ মহাচাপযুক্ত।

বৃহদ্ধর্ম্মন্ (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ২০ অঃ)

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ (স্ত্রী) পুরাণগ্রন্থবিশেষ, ইহা একখানি উপপুরাণ।

বৃহদ্ধন (ত্রি) বৃহৎ ধনং যস্য। ১ মহাধন। (পুং) ২ ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব° ১৫ অ°)

বৃহদ্ধল (ক্লী) বৃহৎ হলং যস্য। মহালাঙ্গল, পর্য্যায়—হলি।

বৃহদ্বীজ (পুং) বৃহৎ বীজং যস্য। আম্রাতক। (শব্দচন্দ্রিকা)

বৃহদ্বৃহস্পতি (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

বৃহদ্ব্রহ্মন্ (পুং) আঙ্গিরস ঋষিভেদ।

"বৃহৎকীর্ত্তির্বৃহজ্জ্যোতির্বৃহদ্ব্রহ্মা বৃহন্মনাঃ।
বৃহন্মন্ত্রো বৃহদ্ভাসস্তথা রাজন্! বৃহস্পতিঃ॥"
(ভারত বনপ° ২৩৭ অঃ)

বৃহদ্ভট্টারিকা (স্ত্রী) দুর্গা। (শব্দমালা)

বৃহদ্ভয় (পুং) সাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১ অঃ)

বৃহদ্ভানু (পুং) বৃহন্ ভানুরশ্মির্যস্য। ১ অগ্নি।

"তপসশ্চ মনুং পুত্রং ভানুঞ্চাপ্যাঙ্গিরাঃ সৃজৎ।
বৃহদ্ভানুস্তু তং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।" (ভারত ৩।২২০।৮)

২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ সত্যভামার পুত্র। (ভাগ° ১০।৬১।১০) পৃথুলাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১১) (ত্রি) ৫ বৃহদ্রশ্মিবিশিষ্ট। "বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্যঃ" (ঋক্ ১।৩৬।১৫)

'হে বৃহদ্ভানোবৃহন্তো ভানবো যস্য তাদৃশ' (সায়ণ) ৬ আঙ্গিরসবহ্নিভেদ। (ভারত বনপ° ২২০ অঃ) ৭ ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে হরির অবতারভেদ। ইন্দ্রসাবর্ণি মন্বন্তরে ভগবান্ হরি বিতানার গর্ভে সত্রায়ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৃহদ্ভানু নামে প্রসিদ্ধ হন।

"সত্রায়ণস্য তনয়ো বৃহদ্ভানুস্তদা হরিঃ।
বিতানায়াং মহারাজ! ক্রিয়াতন্তূন্ বিতায়িতা॥"
(ভাগ° ৮।১৩।৩৫)

বৃহদ্ভাস (পুং) ব্রহ্মপৌত্রভেদ। (স্ত্রী) টাপ্। সূর্য্যকন্যা ও অগ্নিভানুর পত্নী।

বৃহদ্রণ (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভাবি-নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৯)

বৃহদ্রথ (পুং) বৃহন্ রথো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ যজ্ঞপাত্র। ৩ মন্ত্রবিশেষ। ৪ সামবেদাংশ। ৫ তিগ্মপুত্র।

"তিগ্মাদ্বৃহদ্রথোভাব্যো বসুদানা বৃহদ্রথাৎ।" (মৎস্যপু° ৫০।৮৫)

৬ শতধন্বপুত্র। (ভাগ° ১২।১।১৩) ৭ দেবরাত পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।১৫) ৮ তিমির রাজপুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৪৩) ৯ পৃথুলাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১১) ১০ মগধরাজভেদ। (ত্রি) ১১ প্রভূতরথ। 'বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা' (ঋক্ ৫।৮০।২) 'বৃহদ্রথা প্রভূতরথা' (সায়ণ)

বৃহদ্রায়ি (ত্রি) বহু ধনযুক্ত, মহাধন।

বৃহদ্রবস্ (ত্রি) মহাশব্দকারী।

বৃহদ্রাবিন্ (পুং) বৃহদতিশয়ং রৌতীতি ণিনি। ক্ষুদ্রোলূক।

বৃহদ্রি (ত্রি) মহাধন, প্রভূত ধনযুক্ত। "প্রসবহিতার বৃহতে বৃহদ্রয়ে' (ঋক্ ১।৫৭।১) 'বৃহদ্রয়ে মহাধনায়' (সায়ণ)

বৃহদ্রূপ (পুং) মরুদ্গণভেদ। (হরিব° ২০৪ অ°)

বৃহদ্রেণু (ত্রি) বহু পাংশুযুক্ত। 'মহতঃ পাংশোরুপস্থাপকঃ'(সায়ণ)

বৃহদ্রোম (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত জনপদভেদ। সম্ভবতঃ রুম।

বৃহদ্বৎ (পুং) বৃহৎ বৃহৎসাম তদস্যাস্তি স্তোত্রত্বয়া মতুপ্, মস্য ব। বৃহৎসামস্তোত্রস্তুত্য ইন্দ্র, বৃহৎসাম স্তোত্রদ্বারা স্তবনীয়। (মনু ৭।১২২) ২ তৎসাধ্য যজ্ঞ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ)

বৃহদ্বয়স্ (ত্রি) ১ বহুশক্তিশালী। ২ অধিক বয়স্ক।

বৃহদ্বল্ক (পুং) ১ পট্টিকালোধ্র। (রাজনি°) ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

বৃহদ্বল্লী (স্ত্রী) কারবল্লী, চলিত করলা, উচ্ছে।

বৃহদ্বসিষ্ঠ (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

বৃহদ্বসু (পুং) বেদোক্ত জনভেদ।

বৃহদ্বাত (পুং) অশ্মরীহর ধান্যভেদ, দেবধান্য, চলিত দেধান।

বৃহদ্বাদিন্ (ত্রি) যে বড় কথা বলে, বড় অহঙ্কারী।

বৃহদ্বারুণী (স্ত্রী) বৃহতী বারুণী কর্ম্মধা°। মহেন্দ্রবারুণীলতা, বড়মাকাল। ২ রাখালশশা। (রাজনি°)

বৃহদ্বাসিষ্ঠ (ক্লী) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

বৃহদ্বিষ্ণু (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

বৃহদ্ব্যাস (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

বৃহদ্ব্রত (ত্রি) মহাব্রত পালনকারী।

বৃহন্মথী (স্ত্রী) গন্ধদ্রব্যভেদ, গন্ধসারণ।

বৃহন্নল (পুং) বৃহন্‌-নলঃ। মহাপোটগল। (মেদিনী) ২ অর্জ্জুন। "পার্থঃ কিরীটী গাণ্ডীবী গুড়াকেশো বৃহন্নলঃ।
অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনো বিষ্ণুর্বিজয়শ্চ ধনঞ্জয়ঃ॥" (ত্রিকা°)

বৃহন্নলা (স্ত্রী) অর্জ্জুন। (মেদিনী) অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষ বনবাসের পর বিরাটগৃহে বৃহন্নলা নামে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। (ভারত বিরাট প°) [অর্জ্জুন দেখ।]

বৃহন্নারদীয়পুরাণ (ক্লী) পুরাণভেদ। ইহা একখানি উপপুরাণ। [বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ।]

বৃহন্নারায়ণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্র (ক্লী) একখানি তন্ত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্র হইতে ভিন্ন।

বৃহন্নেত্র (ত্রি) ১ বৃহৎ চক্ষুযুক্ত। ২ দূরবর্ত্তী।

বৃহন্নৌকা (স্ত্রী) ক্রীড়নভেদ, চতুরঙ্গ খেলা। [চতুরঙ্গ দেখ।]

বৃহস্পতি (পুং) বৃহতাং বাচাং পতিঃ (পারস্করেতি। পা ৬।১।১৫৭) ইতি সুট্-নিপাত্যতে। অঙ্গিরার পুত্র, দেবতাদিগের গুরু। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। নবগ্রহ মধ্যে পঞ্চম গ্রহ। পর্য্যায়—সুরাচার্য্য, গীষ্পতি, ধিষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরস, বাচস্পতি, চিত্রশিখণ্ডিজ। (অমর) উতথ্যানুজ গোবিন্দ, চারু,

দ্বাদশরশ্মি, গিরীশ, দিদিব, পূর্ব্বফল্গুনীভব, (জটাধর) সুরগুরু, বাক্পতি, বচসাংপতি, ইজ্য, বাগীশ, চক্ষস্, দীদিবি, দ্বাদশকর, প্রাক্‌ফাল্গুন, গীরথ। (শব্দরত্না°)

"এতং তে দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রাহুর্বৃহস্পতয়ে" (শুক্ল যজু° ২।১২) 'দেবানাং যজ্ঞে যো ব্রহ্মা তস্মৈ ব্রহ্মণে বৃহস্পতয়ে চ প্রাহুঃ, বৃহস্পতির্বৈ দেবানাং ব্রহ্মা' (মহীধর) দেবতাদিগের যজ্ঞে বৃহস্পতি ব্রহ্মা হইতেন। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি শব্দের অর্থ—পুরোহিত ও মন্ত্রপালক দেখিতে পাওয়া যায়।

"বৃহস্পতিং যঃ সুভৃতং বিভর্ত্তি" (ঋক্ ৪।৫০।৭) 'বৃহস্পতিং বৃহতাং মহতাং মন্ত্রাণাং পালয়িতারং দেবং উক্তলক্ষণং পুরোহিতং বা' (সায়ণ)

গ্রহযাগতত্ত্বে লিখিত আছে—বৃহস্পতিগ্রহ ঈশানকোণ, পুরুষ, ব্রাহ্মণজাতি, ঋগ্বেদ, সত্ত্বগুণ, মধুর রস, ধনু ও মীনরাশি, পুষ্যানক্ষত্র, বস্ত্র, পুষ্পরাগমণি ও সিন্ধুদেশের অধিপতি। ইহার শরীর ষড়ঙ্গুল, ইনি পদ্মস্থিত, চতুর্ভুজ, এই চারি হস্তে অক্ষ, বর, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া আছেন। ইহার অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধিদেবতা রুদ্র, অঙ্গিরা মুনির পুত্র, প্রাতঃকালে প্রবল, শুভগ্রহ, দেবগৃহস্বামী, বৃদ্ধ, রক্তদ্রব্যস্বামী, বাতপিত্তকফাত্মক, বণিককর্ম্মকর্ত্তা ও অঙ্গিরাগোত্র। (গ্রহযাগতত্ত্ব) দীপিকামতে—

বৃহস্পতির আকৃতি পদ্মের ন্যায়, বর্ণ গৌর, জাতি ব্রাহ্মণ, পুরুষ, তমোগুণের অধিপতি ও সমধাতুবিশিষ্ট, ঋগ্বেদের অধিপতি, রাশিচক্রে সপ্তম, নবম ও পঞ্চম গৃহে পূর্ণদৃষ্টি। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল মিত্র, বুধ ও শুক্র শত্রু এবং শনি সম। বৃহস্পতির মূল ত্রিকোণ ধনু। বৃহস্পতি একরাশি হইতে অন্য রাশিতে যাইতে এক বৎসর এবং সমস্তরাশি ভ্রমণ করিতে ১২ বৎসর সময় লাগে। কর্কটরাশি বৃহস্পতির উচ্চ এবং মকর নীচ, তাহার মধ্যে কর্কটের ৫ অংশ সূচ্চ এবং মকরের ৫ অংশ সুনীচ। বৃহস্পতি উচ্চে থাকিলে শুভফল এবং নীচ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে, উচ্চ ও নীচের মধ্যবর্ত্তী হইলে ভাগহারদ্বারা ফল নির্ণয় করিতে হইবে। বৃহস্পতি কালপুরুষের জ্ঞান ও সুখ। বৃহস্পতির দীপ্তাংশ ৯, অর্থাৎ বৃহস্পতিগ্রহ যখন যে রাশিতে অবস্থান করেন, তখন সেই রাশির যত অংশে তাহার কিরণজাত পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে দীপ্তাংশ কহে; কিন্তু সূর্য্যের দীপ্তাংশ মধ্যে সকল গ্রহই অস্তমিত হন। বৃহস্পতির বক্রগতির কাল একশতদিন। বৃহস্পতি ধন, পুত্র, কাঞ্চন ও মিত্রাদি-কারক।

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, দাম্ভিক, বহুপুত্রযুক্ত, মিষ্টালাপী ও নৃত্যগীতপ্রিয় হয়। বৃহস্পতিরিষ্ট—বৃহস্পতি যদি মেষ কিংবা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া কোন লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত এবং বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে বালকের তিনবর্ষ মধ্যে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি তুঙ্গে অবস্থান করিলে মানব মন্ত্রী, নরশ্রেষ্ঠ, অতিশয় বলবান্, মাননীয়, অতি রাগান্বিত, ঐশ্বর্য্যশালী, হস্তী, অশ্ব, যান ও সুন্দরী স্ত্রী কর্ত্তৃক বিভূষিত ও বহুগোষ্ঠী-পোষক হইয়া থাকে। তুঙ্গ সম্বন্ধে খনার বচন—"কর্কটে জীবা বেদ বাখানে বিনা পড়নে আখর চিনে,

অন্ন খায় বিস্তর আনে ঘরে বসিয়া গীত শুনে,

ধন হয় সর্ব্বকাল আগে পাছে দেখে ভাল॥"

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে :—

মেষে বৃহস্পতি থাকিলে, রাগাদি-সম্পন্ন, কর্ম্মঠ, বক্তা, দাম্ভিক, বিখ্যাতকর্ম্মা, তেজস্বী, বহুশত্রু ও বহু ব্যয়ার্থযুক্ত, ক্রোধী, ক্রূর ও দণ্ডনায়ক হইয়া থাকে।

বৃষে বৃহস্পতি থাকিলে—পীনবিশালশরীর-সম্পন্ন, দেবদ্বিজগুরুভক্তিমান্, দান্ত, সুন্দর, ভাগ্যবান্, স্বদারানুরক্ত, সুন্দরগৃহযুক্ত, ধনাঢ্য, উত্তম বস্ত্র ও ভূষণযুক্ত, নয়নবেত্তা, স্থিরপ্রকৃতি, বিনীত ও ঔষধপ্রয়োগকুশল হয়। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, বাগ্মী, নিপুণ, কর্ম্মকুশল, বিনয়ী, গুরু ও বান্ধবের মান্য ও সৎকবি হয়। কর্কট রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—বিদ্বান্, সুরূপ-দেহসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রিয়, সৎস্বভাবযুক্ত, যশস্বী, ধনী, লোকসৎকৃত, বিখ্যাত, নরপতি, ধার্ম্মিক ও সজ্জনের অনুগত হইয়া থাকে। সিংহে বৃহস্পতি থাকিলে—স্থিরবৈরতাযুক্ত, ধীরপ্রকৃতি, অতিশয় পরাক্রমশালী, ক্রোধী, শিথিলদেহ-সম্পন্ন, দুর্গ, পর্ব্বত বা অরণ্যবাসী হয়। কন্যা রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, ধর্ম্মরত, ক্রিয়াপটু, জ্ঞানবান্, দাতা, বিশুদ্ধ-স্বভাব, নিপুণ, ব্যবহারবেত্তা ও প্রভূত ধনবান্ হয়। তুলারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, বহুমিত্রসম্পন্ন, বিদেশ ভ্রমণে রত, প্রভূত ধনবান্, অধার্ম্মিক, নট ও নর্ত্তকদ্বারা ধনসংগ্রাহক, কমনীয় শরীর হইয়া থাকে। বৃশ্চিকে বৃহস্পতি থাকিলে—অনেক শাস্ত্রে কুশলী, নরপালক, সাধুচরিত্র, অনেকপত্নী, অল্পসন্তান, দুষ্টজনপীড়িত, বহু পরিশ্রমী, দাম্ভিক, ধর্ম্মনিরত ও নিন্দিতাচারী হয়। ধনুরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—ব্রত, দীক্ষা, যজ্ঞাদি কর্ম্মের আচার্য্য, সংস্থানবিহীন, সঙ্গরে অক্ষম, দাতা, স্বীয় সুহৃদ্ পক্ষের প্রিয়ব্যবহারকারী, রাজমন্ত্রী বা মণ্ডলাধ্যক্ষ, নানাদেশনিবাসী এবং যজ্ঞকরণ-মতিযুক্ত হইয়া থাকে। মকরে বৃহস্পতি থাকিলে—অল্পবলবান্, ক্লেশসহিষ্ণু, নীচাচারপরায়ণ, মূর্খ, নিঃস্ব, বাৎসল্য, দয়া, শৌচ, বন্ধুবাৎসল্য ও ধর্ম্মহীন, ভীরু, প্রবাসশীল ও বিবাদী

হয়। কুম্ভে বৃহস্পতি থাকিলে—খল, অসাধুচরিত্র, নীচাশ্রিত, নৃশংস, লোভী, ব্যাধিগ্রস্ত, প্রজ্ঞাদিগুণহীন ও গুর্ব্বঙ্গনাগামী হয়। মীনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—বেদ ও অর্থশাস্ত্রবেত্তা, সাধু ও সুহৃদ্গণের পূজ্য, নৃপতির নেতা, শ্লাঘ্য, ধনবান্, স্থিরোত্তম-বিশিষ্ট, সুনীতিপরায়ণ, বিখ্যাত ও প্রশান্তচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বাদশরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে উপরিলিখিত ফল হইয়া থাকে। (সারাবলী) বৃহস্পতি অন্যের গৃহে অন্য গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হইয়া থাকে।

অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। বৃহস্পতি মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—ধার্ম্মিক, অনৃত, ভীরু, খ্যাতিপরায়ণ, অশুচি ও রোগযুক্ত হয়। ঐ গৃহে চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ইতিহাস ও কাব্যকুশলী, বহুরত্ন ও অনেক স্ত্রীযুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাজ-পুরুষ, ধনী, কুৎসিতপত্নী ও ভৃত্যযুক্ত হইয়া থাকে। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অনৃতবাদী, পাপপরায়ণ, পরবিত্তান্বেষণে নিপুণ, মেধাবী, কপটী ও নীতিবেত্তা হয়। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—সর্ব্বদা গৃহ, শয়ন, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, যুবতী স্ত্রী, বিভব-সম্পন্ন, উত্তম মতিমান্ এবং ভীরুস্বভাব হইয়া থাকে। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মলিনদেহ, লোভী, উগ্রপ্রকৃতি, সাহসিক, প্রসিদ্ধমাননীয় ও অস্থিরমতি হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি শুক্রের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—মনুষ্য ও পশ্বাদির অধিপতি, ধনী, পণ্ডিত ও রাজসচিব হয়। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অতিশয় ধনবান্, মধুরভাষী, জননীর প্রিয়কর, যুবতীপ্রিয় ও উপভোগভোগী হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—বালাস্ত্রীর প্রিয়, প্রাজ্ঞ, শূর, ধনী, সুখী ও রাজ-পুরুষ হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত, উত্তম ভাগ্যবান্, বিভবযুক্ত, সুশীল ও কমনীয় মূর্ত্তি। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অত্যন্ত মলিনদেহ, ধনী, মধুরস্বভাব, শ্রেষ্ঠ-বস্ত্র ও শয্যালাভ হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—প্রাজ্ঞ, ধন-ধান্যসম্পন্ন, গ্রাম ও নগরবাসিগণের মধ্যে অতিশয় প্রধান, মলিনদেহ ও কুৎসিত ভার্য্যাযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি বুধের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—শ্রেষ্ঠ, গ্রামপতি, পুত্র দারা ও ধনযুক্ত। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—ধনবান্, মাতৃবৎসল, সুকৃতিসম্পন্ন, সুখী ও ব্যয়হীন। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শতশত সমরে বিজয়ী, ধনী ও লোক-পূজিত। বুধ দৃষ্টে—জ্যোতিঃশাস্ত্রে কুশল, বহুপুত্র ও দারাযুক্ত, সূত্রকার, অতিশয় বিরূপবাক্য-সম্পন্ন, শুক্র দেখিলে দেব-প্রাসাদের কার্য্যকর, বেশ্যাসক্ত ও কামিনীর হৃদয়হারী এবং শনি দেখিলে—গ্রামপতি, সুখী ও সুন্দর শরীর হইয়া থাকে।

চন্দ্রের গৃহে বৃহস্পতি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—সহোদরদিগের মধ্যে বিখ্যাত, ধন ও দারাবিহীন এবং শেষ বয়সে ধনী। চন্দ্র দেখিলে—অতিশয় দ্যুতিমান্, নৃপতি তুল্য, ধন ও বাহন দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, উত্তমাপত্নী ও পুত্রযুক্ত। মঙ্গল দেখিলে—বাল্যাবস্থায় দাতা, পণ্ডিত ও শূর; বুধ দেখিলে—বান্ধব ও মাতৃ-হেতু ধনবান্, কলহান্বিত, পাপহীন, বিশ্বাসী ও মন্ত্রণাকুশল, শুক্র দেখিলে—অনেক স্ত্রী, ধনী ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে—গ্রাম, সৈন্য বা নগরের প্রধান, বাচাল, বহুবিভবসম্পন্ন এবং বৃদ্ধবয়সে ভোগী ও দাতা হয়।

রবির গৃহে বৃহস্পতি থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—লোক-প্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি ও সুন্দরস্বভাব, চন্দ্র দেখিলে স্ত্রীভাগ্যে ধনবান্, জিতেন্দ্রিয় ও মলিনদেহ, মঙ্গল দেখিলে—সাধু ও গুরুজনসমীপে সত্যবাদী, শূর ও ক্রূরপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে—বিজ্ঞানশাস্ত্রবিদ্, শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত, শুক্র দেখিলে—স্ত্রীপ্রিয়, সুন্দরভাগ্যসম্পন্ন ও রাজপূজিত, শনি দেখিলে—অসুখী, তীক্ষ্ণ-স্বভাব, দেবপত্নীসদৃশ পত্নীসুখবিশিষ্ট ও ভোক্তা হয়।

বৃহস্পতি নিজগৃহে থাকিয়া চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—রাজ-বিরুদ্ধ, সর্ব্বদা পরিতাপগ্রস্ত, ধন ও আত্মবন্ধুহীন; মঙ্গল দেখিলে—সংগ্রামে পরাজয়, ক্রূর, ঘাতক, পরপীড়ক ও তাহার পত্নীর নাশ হয়। বুধ দেখিলে—রাজমন্ত্রী, অথবা নৃপতি, সুত, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, সকল লোকের আনন্দকর ও অতিশয় রূপবান্। শুক্র দেখিলে—সুখী, ধনী ও পণ্ডিত এবং শনি দেখিলে—অতিশয় মলিনদেহ, ভীরুস্বভাব, দীন ও সুখভোগ-রহিত হয়।

বৃহস্পতি শনির গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—পণ্ডিত, ক্ষিতিপালক ও পরাক্রমশালী, চন্দ্র দেখিলে—পিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণ, কুলপ্রধান, প্রাজ্ঞ, দাতা, ধনী, সুশীল ও ধার্ম্মিক; মঙ্গল দেখিলে—শূর, যোদ্ধা, গর্ব্বিত, তেজস্বী, সুবোধ ও বিখ্যাত; বুধ দেখিলে—কামুক, গণপ্রধান, সকলের সহিত মিত্রতা ও পণ্ডিত; শুক্র দেখিলে—ভোজ্য, অন্নপান ও বিভব-সম্পন্ন, উত্তমস্ত্রীযুক্ত এবং শনি দেখিলে অশেষ বিদ্যাবিশারদ, দেশ বা পুরের প্রধান ও ধনী হইয়া থাকে। (সারাবলী)

এই সকল দেখিয়া বৃহস্পতির শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত ফলদশা, অন্তর্দ্দশা বা প্রত্যন্তর্দ্দশা মধ্যে হইয়া থাকে। অষ্টোত্তরী বা বিংশোত্তরী মতে সাধারণতঃ দশা গণনা হইয়া থাকে।

অষ্টোত্তরীমতে ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া ও অভি-জিৎ এবং ২২ শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়। এই দশার পরিমাণ ১৯ বৎসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে চারি

বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল হয়। নক্ষত্রের পরিমাণ ৩০ দণ্ড হইলে এইরূপ সময় হইবে, কম বেশী হইলে তাগহার দ্বারা ভোগ্যকাল স্থির করিতে হইবে।

মানবের এই দশা কালে রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রলাভ, বিবিধ বস্তুভোগ, সুখবৃদ্ধি, বিদ্যা, সুখ্যাতি এবং ধনলাভ হয়।

বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতির দশা ১৬ বৎসর। পুনর্ব্বসু, বিশাখা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা হয়।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতি দশার প্রত্যন্তর্দ্দশা এইরূপ—

অষ্টোত্তরী মতে	বৎ,	মা,	দি,	দণ্ড,	বিংশোত্তরী মতে	বৎ,	মা,	দি,
বৃ, বৃ	৩।	৪।	৩।	২০	বৃ, বৃ,	২।	১।	১৮
বৃ, রা	২।	১।	১০।	১০	বৃ, শ,	২।	৬।	১২
বৃ, শু	৩।	৮।	১০।	০	বৃ, কে,	০।	১১।	৬
বৃ, র	১।	০।	২০।	০	বৃ, শু,	২।	৮।	০
বৃ, চ	২।	৭।	২০।	০	বৃ, র,	০।	৯।	১৮
বৃ, ম	১।	৪।	২৬।	৪০	বৃ, র,	১।	৪।	০
বৃ, বু	২।	১১।	২৬।	৪০	বৃ, ম,	০।	১১।	০
বৃ, শ	১।	৯।	৩।	২০	বৃ, রা,	২।	৪।	২৪
	১৯ বৎসর,					১৬ বৎসর,		

বাহুল্যভয়ে প্রত্যন্তর্দ্দশা লিখিত হইল না। [দশা দেখ।]

বৃহস্পতিগ্রহ একবৎসর পরে এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। গোচরে বৃহস্পতি থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে :—

বৃহস্পতি জন্মরাশিস্থ হইলে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে শারীরিক ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রণয় ভঙ্গ, একাদশে লাভ এবং দ্বাদশে শারীরিক ও মানসিক পীড়া হয়।

গোচরে বা জন্মকালীন বৃহস্পতি বিরুদ্ধ হইলে তাহার শান্তি করিতে অর্থাৎ তাহার জপ, হোম ও দান বিধেয়। বৃহস্পতির দান চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব (অভাবে ২৫ কাহন কড়ি), পীতধান্য, পীতবস্ত্র, রক্তপুষ্প, লবণ ও স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সবস্ত্র ও দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিতে হইবে। অন্য ব্রাহ্মণ ইহা গ্রহণ করিলে তিনি নারকী হইবেন।

নবগ্রহস্তোত্রোক্ত বৃহস্পতির স্তোত্র—

"দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥"

বৃহস্পতিক (পুং) ১ বৃহস্পতি-ভব। ২ বৃহস্পতি-দত্ত।

বৃহস্পতিচক্র (ক্লী) বৃহস্পতেশ্চক্রং। চক্রবিশেষ। বৃহস্পতির সঞ্চারকালীন অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রযুক্ত নরাকার চক্র। এই চক্রদ্বারা বৃহস্পতি সঞ্চারে শুভ কি অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।*

বৃহস্পতিচার (পুং) বৃহস্পতেশ্চারঃ সঞ্চারঃ। বৃহস্পতিগ্রহের সঞ্চার। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, বৃহস্পতি যে মাসে যে নক্ষত্রে উদিত হন, সেই নক্ষত্রের অনুসারে মাসের নাম হয়। ১২টী মাস আছে বলিয়া ১২টী বর্ষ হইবে। কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই নক্ষত্রে কার্ত্তিকাদি বর্ষ হইবে ; কিন্তু ঐ দ্বাদশটী বর্ষের মধ্যে পঞ্চম, একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ তুই তুই নক্ষত্রে হইবে। যেমন কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে কার্ত্তিক নামক বর্ষ হয়। এই বর্ষে শকটাজীবী ও অগ্ন্যাজীবী লোক সকলের ও গোর পীড়া, ব্যাধি এবং শস্ত্রের প্রকোপ হইয়া থাকে, রক্তপীতবর্ণ পুষ্প সকলের বৃদ্ধি হয়। সৌম্যবর্ষে অনাবৃষ্টি, ইন্দুর, শলভ ও পক্ষী প্রভৃতি অশুভ জন্তুদ্বারা শস্য হানি হয়। মানবগণের ব্যাধিভয়, শস্ত্রের প্রকোপ এবং মিত্রদিগের সহিতও শত্রুতা হইয়া থাকে। পৌষ নামক বর্ষে জগতের শুভ হয়। রাজগণ পরস্পরের প্রতি শত্রুতা পরিত্যাগ করেন। মাঘ নামক বর্ষে পিতৃগণের পূজাবৃদ্ধি, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গল, আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও ধান্যের সুলভতা হইয়া থাকে। ফাল্গুনবর্ষে কোন কোন স্থানে শুভ ও শস্যবৃদ্ধি, স্ত্রীগণের দৌর্ভাগ্য, তস্করের প্রবলতা এবং রাজগণের উগ্রতা হয়। চৈত্রবর্ষে সামান্য বৃষ্টি, শস্যবৃদ্ধি, রাজগণের মৃদুতা ও রূপবান্ ব্যক্তিদিগের পীড়া হইয়া থাকে। বৈশাখ বৎসরে রাজা প্রজা উভয়েই ধর্ম্মতৎপর, ভয়শূন্য ও আহ্লাদিত হয়। জ্যৈষ্ঠ সংবৎসরে রাজগণ ধর্ম্মপরায়ণ হয়, কঙ্গু ও শমী-জাতীয় ভিন্ন সকলপ্রকার ধান্যই পীড়িত হয়। আষাঢ় বৎসরে শস্যবৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি ও রাজগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়। শ্রাবণ বৎসরে শস্যবৃদ্ধি ও দুষ্টলোকের পীড়া এবং ভাদ্রপদ বৎসরে কোনস্থলে সুভিক্ষ বা কোথাও দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। আশ্বিন বৎসরে অত্যন্ত জলপাত, শস্যবৃদ্ধি ও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি যখন নক্ষত্র সকলের উত্তরদিকে বিচরণ করে, তখন সকলের পক্ষে আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও মঙ্গল হয়। দক্ষিণদিকে

* "শীর্ষে চত্বারি রাজ্যং জলধিরপি করে দক্ষিণে চাপি সৌখ্যং
চৈকং কণ্ঠে বিভূতিং মদনশরমিতং বক্ষসি প্রীতিসিদ্ধিম্।
পাদস্থাঃ ষট্ চ পীড়াং পুনরপি জলধির্বামহস্তে চ মৃত্যুং
নেত্রে ত্রীণি প্রদদ্যুঃ সুখমপি নিয়তং বাক্পতেঃ সংক্রমর্ক্ষাৎ।"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

অবস্থিতি করিলে উক্ত ফলের বৈপরীত্য হয়। বৃহস্পতি এক বৎসরে দুটী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে শুভ, আড়াইটী নক্ষত্রে মধ্যফল ও তদধিক নক্ষত্রে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির বর্ণ অগ্নির ন্যায় হইলে অগ্নিভয়, পীত হইলে ব্যাধি, শ্যামবর্ণে যোদ্ধাগম, হরিদ্বর্ণে চৌরভয়, রক্তবর্ণে শস্ত্রভয় ও ধূমাভ হইলে অনাবৃষ্টি হয়। বৃহস্পতি দিবাভাগে দৃষ্ট হইলে অতি অমঙ্গল এবং রাত্রিকালে দৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে। কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র বৎসরের দেহ, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র বৎসরের নাভি, অশ্লেষা হৃদয় এবং মঘানক্ষত্র বৎসরের কুসুম। এই সকল নক্ষত্র শুভ হইলে শুভ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির অবস্থানকালে বৎসরের দেহনক্ষত্র যদি পাপগ্রহদ্বারা পীড়িত হয়, তবে অগ্নি ও বায়ুজনিত ভয়, নাভিনক্ষত্র পীড়িত হইলে ক্ষুধাজন্য ভয়, পুষ্পনক্ষত্রে মূল ও ফলক্ষয় এবং হৃদয়নক্ষত্র পাপগ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে শস্যনাশ হয়।

শকাদিত্য রাজার সময় হইতে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাকে দুইস্থানে রাখিয়া একস্থানের অঙ্ককে ১১ দিয়া গুণ করিবে। ঐ গুণফলকে পুনরায় ৪ দিয়া গুণ করিতে হইবে। পরে উক্ত গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ যোগ দিবে। পরে এই যোগফলকে ৩৭৫০ দ্বারা ভাগ করিবে। পরে অন্য স্থানস্থ শকবৎসরের অঙ্কের সহিত ঐ ভাগফল যোগ দিবে। এই যোগফলকে ৬০ দ্বারা ভাগ এবং অবশিষ্টকে ৫ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে সেই লব্ধাঙ্ক সংখ্যার নারায়ণ প্রভৃতি যুগ এবং অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা সেই যুগানুবর্ত্তী তত সংখ্যক বর্ষ চলিতেছে জানা যাইবে। উক্ত বৎসর সংখ্যা যত হইবে, তাহাকে ৯ দিয়া গুণ করিবে। পরে আবার ঐ বৎসর-সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল ঐ নবগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎসংখ্যক নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিদ্যমান আছেন ইহা জানা যাইবে; কিন্তু গণনার সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণনা হইবে। ইহাতে এক লব্ধ হইলে, বুঝিতে হইবে যে ২৫ নক্ষত্র—পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র, ২ থাকিলে ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ইত্যাদি রূপে সকল নক্ষত্র জানা যাইবে।

এই দ্বাদশটী যুগের যথাক্রমে অধিপতি বিষ্ণু, সুরেজ্য, বলভিৎ, অগ্নি, ত্বষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্র, অনিল, অশ্ব ও ভগ। এই যুগাধিপতিদের নামানুসারেই এই যুগগণের নাম হইয়াছে। এই যুগ সকলের অন্তর্বর্ত্তী পাঁচ পাঁচ বৎসরে আবার পাঁচটী করিয়া সংজ্ঞা আছে। যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর। ইহাদের অধিপতি অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মহাদেব। এই পাঁচটী বর্ষের প্রথমবর্ষে সুবৃষ্টি, দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে বৃষ্টি, তৃতীয় বর্ষে প্রচুর বৃষ্টি, চতুর্থের শেষে বৃষ্টি এবং পঞ্চমবর্ষে সামান্য বৃষ্টি হয়।

বৃহস্পতির সঞ্চার, উদয়, অস্ত, মহাস্ত, প্রশস্ত প্রভৃতি দ্বারা এবং প্রভাবাদি ষষ্টিসংবৎসর দ্বারা বৎসরের শুভাশুভ সমস্ত জানা যায়। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না, মলমাসতত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব, বৃহৎসংহিতা ৮ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

বৃহস্পতিদত্ত (পুং) পাণিনির বাহ্বিকোক্ত নামভেদ।

বৃহস্পতি পুরোহিত (পুং) বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ দেবমাত্র। (শুক্লযজুঃ ২।১১)

বৃহস্পতিপ্রসূত (ত্রি) বৃহস্পতিদেব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। (ঋক্ ১০।৯৭।১৫)

বৃহস্পতিমৎ (ত্রি) বৃহস্পতিযুক্ত। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ৬৭।১০)

বৃহস্পতিমিশ্র (পুং) রঘুবংশের জনৈক টীকাকার।

বৃহস্পতিবার (পুং) বারভেদ, রবি প্রভৃতি বারের মধ্যে পঞ্চম বার। এই বার শুভবার, অর্থাৎ ইহাতে সকল প্রকার শুভকর্ম্ম করা যাইতে পারে। এই বারে সাধারণতঃ ক্ষৌরকর্ম্ম নিষেধ। বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে শাস্ত্রবেত্তা, সুন্দর বাক্যবিশিষ্ট, শান্তপ্রকৃতি, অতিশয় কামী, বহুপোষণকর, স্থিরবুদ্ধি ও কৃপালু হয়। (কোষ্ঠীপ্র°) [বার দেখ।]

বৃহস্পতিসব (পুং) যজ্ঞভেদ। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে এই যজ্ঞের বিবরণ লিখিত আছে। ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ রাজসূয় যজ্ঞ, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণের এই বৃহস্পতিসব।

"বাজপেয়েনেষ্ট্বা রাজা রাজসূয়েন যজেত ব্রাহ্মণোবৃহস্পতিসবেন" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৯।৫)

বৃহস্পতিস্তোম (পুং) একাহ যাগভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১।১)

বৄ, ১ বৃত্তি। ২ ভৃতি। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্- বৃণাতি। লিট্ ববার। লুঙ্ অবারীৎ। লুট্ বরীতা। সন্ বিবরিষতি বিবরীষতি, বুবূর্ষতি।

বেঅইব (পারসী) দোষহীন।

বেঅকল্ (পারসী) বেয়াক্কেল্। হিতাহিতবোধশূন্য। অজ্ঞ, মূর্খ।

বেঅকুফ্ (পারসী) ব্যাকুব। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জিত। বোধহীন।

বেঅদব্ (পারসী) যে ব্যক্তির চালচলন দুরস্ত নহে। অসভ্য, নৈতিক শিক্ষাবিরুদ্ধ স্বভাব।

বেঅদবী (পারসী) বেয়াদবী, অসভ্যের কার্য্য।

বেঅদালত্ (পারসী) অন্যায়। যাহা ন্যায় বা নিয়ম মত নহে।

বেআইন্ (পারসী) নীতি বা স্মৃতিবিরুদ্ধ।

বেআইনী (পারসী) চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য।

বেআড়া (পারসী) ১ সাধারণ পরিমাণের অতিরিক্ত। ২ স্বভাব-বিরুদ্ধ, অন্যায় বা কদর্য্য স্বভাব।

বেআন্দাজ্ (পারসী) অপরিমিতাচারী। যথাজ্ঞানবিবর্জ্জিত। যে অনুমান দ্বারা যথাকর্ত্তব্য সাধনে অক্ষম।

বেআন্দাজী (পারসী) অমিতব্যয়ীর কার্য্য। অসময়-ভব।

বেআব্রু (পারসী) ১ আবরণশূন্য। ২ স্ত্রীলোক প্রভৃতির গাত্রাচ্ছাদক বস্ত্রের অপনোদনই মান নাশের কারণ হয়। পর্দ্দার বাহিরে আগন্তা রমণীই বেআব্রু হইয়া থাকে। ২ উলঙ্গ।

বেআবাদ (পারসী) চাষবাসবিহীন স্থান।

বেআমল্ (পারসী) স্বায়ত্ত-বহির্ভূত। অধিকারের বহির্ভূত সময়। মন্দ সময়।

বেআমলী (পারসী) মন্দ সময়ে।

বেআরাম্ (পারসী) ১ সুস্থতাবিহীন। ২ অসুখ। ৩ রোগ।

বেআরামী (পারসী) অসুস্থ, রোগগ্রস্ত।

বেইখ্তিয়ার (পারসী) ১ সীমাবহির্ভূত। ২ রোগাদির যন্ত্রণা বা বিষয় বাসনার বিরক্তি হেতু জড়ীভূতের ক্লেশের চরম সীমা। চলিত ঝালা-কালা। জর্জ্জরিত।

বেইখ্তিয়ারী (পারসী) জর্জ্জরিতের ভাব।

বেইত্তিফাক্ (পারসী) মতদ্বৈধতাযুক্ত। অমিত্রতাসম্পন্ন।

বেইমান্ (পারসী) বিধর্ম্মী। ২ অধার্ম্মিক, অসৎ, দুষ্ট।

বেইমানী (পারসী) অধার্ম্মিকের কার্য্য। অবিশ্বাসিত।

বেউড়বাঁশ (দেশজ) একপ্রকার বাঁশ। [বেহুরবাঁশ দেখ।]

বেএকরার্ (পারসী) বেকবুল, কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা স্বীকার না করণ।

বেএস্তেমাল (পারসী) অনভ্যস্ত।

বেওকর (পারসী) ঘৃণিত ঘৃণার্হ অখ্যাতিসূচক।

বেওকরী (পারসী) যে কার্য্য করিলে সাধারণের ঘৃণা বা অসম্মান জন্মে।

বেওক্ত (পারসী) অসময়। কার্য্য-বহির্ভূত সময়।

বেওজন (পারসী) ১ তৌল না করিয়া। ২ স্রোতের প্রতিকূলে।

বেওজনী (পারসী) যাহা ওজন করা যায় না। অতিশয় গুরু।

বেওয়া (পারসী) ১ বিধবা স্ত্রী। ২ বেশ্যা।

বেওজর্ (পারসী) অনাপত্তি। কোনরূপ বাদ প্রতিবাদ না শুনা।

বেওতন্ (পারসী) ১ গৃহহীন। ২ বিদেশী।

বেওরা (দেশজ) ১ বিবরণ, বার্ত্তা সংবাদ। ২ পাগল। ৩ বাতুল।

বেওস্বাস্ (পারসী) নিঃসন্দেহ।

বেঁউচা (দেশজ) অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গমচকান।

বেঁওত (দেশজ) আকৃতি। প্রকার। সদৃশায়। বাগ।

বেঁওতী (দেশজ) বড় বা বিস্তৃত (জাল)।

বেঁকা (দেশজ) বক্র।

বেঁকি (দেশজ) পদালঙ্কারভেদ।

বেঁজী (দেশজ) বীজের কলা বা গেঁজ। বেঁজী নামক জন্তু, নকুল।

বেঁটে (দেশজ) বামন। ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি।

বেঁড়ে (দেশজ) পুচ্ছহীন।

বেকএদ (পারসী) অবরোধমুক্ত।

বেকনাট (পুং) বে ইত্যপভ্রংশঃ দ্বিত্ববোধকঃ একং গুণং দ্রব্যমুণিকায় দত্ত্বা দ্বিগুণং মহ্যং দেয়মিতি সময়েন ন্যূটয়তি ব্যবহরতি নাটি অচ্-বে একশব্দয়োঃ পৃষো° বেকভাবঃ। কুষীদী, কুষীদজীবী, চলিত সুদখোর। (ঋক্ ৮।৫৫।১০)

বেকবুল্ (পারসী) অভিমতরূপে স্বীকার না করণ।

বেকবুলী (পারসী) অস্বীকাররূপে কার্য্য-করণ।

বেকরার (পারসী) যে যথাসময় নির্দ্দেশ ঠিক করিতে পারে না।

বেকরারী (পারসী) প্রতিমুহূর্ত্তে যে কথা পাল্টাইয়া থাকে।

বেকল (হিন্দী) বিকল শব্দের অপভ্রংশ। ২ যন্ত্রাদির বিকৃতি।

বেকলা (দেশজ) বাকল, বল্কল। ফলাদির উপরের খোসা।

বেকসূর (পারসী) ১ নির্দ্দোষ সপ্রমাণ। ২ দোষশীলতা। ৩ কোন খুঁৎ, ছিদ্র বা গলদহীন। যেমন বেকসুর খালাস।

বেকসূরী (পারসী) দোষহীনতা। নির্দ্দোষ।

বেকাএম (পারসী) অচিরস্থায়ী।

বেকাএমী (পারসী) যাহা বহুদিন স্থায়ী নহে।

বেকানুন্ (পারসী) অবিধিসিদ্ধ। অসম্বদ্ধ।

বেকানুনী (পারসী) অসম্বদ্ধতা।

বেকাবু (পারসী) ১ আক্রমণ হইতে আত্মসমর্পণে অপটু। ২ বিশেষরূপে কাহিল করণ।

বেকায়দা (পারসী) ১ বন্দোবস্তের বাহিরে। ২ অসুবিধা। ৩ উপায়হীন।

বেকার্ (পারসী) যাহার কাজকর্ম্ম নাই। নিষ্কর্ম্মা।

বেকারী (পারসী) নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা।

বেকিম্মৎ (পারসী) তুচ্ছ বস্তু। যাহার কোন মূল্য নাই।

বেকিম্মতী (পারসী) তুচ্ছত্ব। মূল্যহীনত্ব।

বেকুরা (স্ত্রী) ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ।

বেকুরি (স্ত্রী) বাক্য। ইহার পাঠান্তর ভেকুরি ও ভাকুরি।

বেকৈফিয়ৎ (পারসী) জবাববিহীন।

বেকৈফিয়তী (পারসী) কারণ-নির্দ্দেশ না দেওয়া।

বেখবর (পারসী) সংবাদ অবগত না থাকা। অসাবধান, অন্যমনস্ক।

বেখমীর (পারসী) রস বা আস্বাদহীন।

বেখরচা (পারসী) ব্যয়-রাহিত্য।

বেখামিদ (পারসী) প্রভুহীন।

বেথারি (দেশজ) বাঁশ ফাড়িয়া যে ভাগ করা যায়।

বেগড়া (দেশজ) ১ কার্য্যে বাধা। ২ দোষযুক্ত। ৩ বিকৃত গঠন।

বেগম (পারসী) ১ চিন্তাহীন। ২ মুসলমান-রাজমহিষী। ৩ ঔৎসুক্যশূন্য।

বেগর্ (আরবী) ১ ব্যতিরেকে। ২ বিনা পারিশ্রমিকে (কার্য্যকরণ)

বেগরজ্ (পারসী) ১ নিষ্প্রয়োজন। ২ অপক্ষপাত।

বেগরজী (পারসী) ১ অপক্ষপাতিতা। ২ প্রয়োজনশূন্যতা।

বেগল্‌গশ্ (পারসী) চিন্তারাহিত্য।

বেগলৎ (পারসী) যাহাতে ভুল নাই।

বেগল্‌তী (পারসী) ভ্রমহীনত্ব।

বেগানা (পারসী) বিদেশী লোক।

বেগাফিল্ (পারসী) অনলস।

বেগাফিলী (পারসী) আলস্যহীনতা, পরিশ্রমপটুত্ব।

বেগার (পারসী) পরের অনুরোধে বিনা লাভে কাজ করা।

বেগারী (পারসী) অনুরোধে পড়িয়া অলাভে কার্য্য করণ।

বেগুন্ (দেশজ) বার্ত্তাকু। [বার্ত্তাকু দেখ।]

বেগুনা (পারসী) পাপরাহিত্য। নির্দ্দোষতা।

বেগুনাগরী (পারসী) দণ্ড হইতে মুক্তি।

বেগুনাগার (পারসী) দোষশূন্যতা। ২ বেগুণীরঙের ঘর।

বেগুনীয়া (দেশজ) বেগুনবর্ণের রং।

বেঙ্ (দেশজ) ভেক।

বেঙা (দেশজ) যাহার বামহাতে বেশী জোর থাকে।

বেঙাচী (দেশজ) ক্ষুদ্র ভেকশাবক।

বেচা (দেশজ) বিক্রী করা।

বেচান (দেশজ) বিক্রী করান।

বেচারা (পারসী) উপায়হীন। সম্পদহীন। দীন।

বেচাল (হিন্দী) ১ যাহার চালচলনে কোন স্থিরতা নাই। ২ অস্থির, অনিয়ম।

বেচালী (হিন্দী) যাহার চাল চলন দুরস্ত নহে। ২ অস্থিরচিত্ত।

বেজখম্ (পারসী) বিবাদবিসংবাদ।

বেজখমী (পারসী) বিবাদহীনতা।

বেজান্ (পারসী) প্রাণশূন্য।

বেজানিব (পারসী) যাহা অজানিত, যাহা জানা নাই।

বেজায় (পারসী) ১ অত্যন্ত। ২ অসঙ্গত।

বেজায়া (পারসী) যাহা খারাপ হয় না।

বেজার (পারসী) বিরক্তি।

বেজারি (পারসী) যাহা সচরাচর হয় না।

বেজিল্‌দ্ (পারসী) যাহা বাদ্ধা নহে।

বেজী (দেশজ) নকুল।

বেজুম্ (পারসী) গর্ব্বহীন।

বেটা (হিন্দী) ১ পুত্রসন্তান। ২ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বেটা সম্বোধন করা যায়।

বেটাইন্ (মিলিত) ইংরাজী Time শব্দযোগে উৎপন্ন। অসময়।

বেটী (হিন্দী) কন্যা, পুত্রী।

বেটুয়া (দেশজ) ১ বেটোদড়ি। ২ ক্ষুদ্র থলি।

বেঠিক (পারসী) যাহার কোন বিষয়ে স্থিরতা নাই।

বেঠোর (পারসী) অস্থিরমতি। চঞ্চলচিত্ত।

বেড় (দেশজ) ১ ঘের। ২ চতুঃসীমা। ৩ পেঁচ। ৪ ষড়যন্ত্রাদি, কুমৎলব বা পাক।

বেড়া (দেশজ) চতুঃসীমাবর্ত্তী বংশাদি নির্ম্মিত প্রাচীর।

বেড়াঁড়া (দেশজ) অনভ্যস্ত। যাহার স্বভাব আদব কায়দা দুরস্ত নহে। চলিত ঢেট্যা।

বেড়ান (দেশজ) ভ্রমণ করণ।

বেড়ানিয়া (দেশজ) ভ্রমণকারী।

বেড়ী (দেশজ) হস্ত বা পদের শৃঙ্খল। উনান হইতে হাঁড়ি প্রভৃতি নামাইবার সুবিধার জন্য লৌহযন্ত্রভেদ।

বেড়বাঁশ (দেশজ) সরু ও কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্রশ্রেণীর বংশবিশেষ।

বেড়েলা, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Sida cordifolia) তিলতৈল, দুগ্ধ ও বেড়েলা সহযোগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে একপ্রকার বলাতৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। উহা অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ ও মুখমণ্ডলীর পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে মালিস করিলে উপকার দর্শে। [অপরাপর বিবরণ বলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বেডৌল (পারসী) কদাকার গঠন। যাহার আকৃতি প্রকৃতির অনুরূপ নহে।

বেঢব (পারসী) যাহা চলনমত নহে, কদাকার।

বেত (দেশজ) বেত্র শব্দের অপভ্রংশ।

বেতকসীর (পারসী) নির্দ্দোষ।

বেতদ্‌বীর (পারসী) অসম্বদ্ধচিত্ত। অসাবধানী।

বেতন (দেশজ) ১ মাহিয়ানা। কর্ম্ম করিয়া পুরস্কার স্বরূপ যে বিনিময় পাওয়া যায়। ২ জীবিকা। ৩ (পারসী) বেতনভোগী দাস বা ভৃত্য।

বেতন্‌কী (পারসী) ১ যাহার অন্বেষণ লওয়া হয় নাই। ২ অমার্জ্জিত।

বেতমীজ (পারসী) ১ অবিমৃষ্যকারী। ২ সদসৎ বিবেকবিহীন।

বেতমীজী (পারসী) সদসৎবিবেকশূন্যত্ব।

বেত্তর (পারসী) অত্যধিক। স্বভাববিরুদ্ধ।

বেতরঙ্গ (দেশজ) একপ্রকার বৃক্ষ।

বেতরদুদ্ (পারসী) মতলবহীন, চেষ্টাশূন্য বা উদ্যমবিহীন।

বেতরফ (পারসী) অপক্ষপাত। যে কোনও দলভুক্ত নহে।

বেতরফী (পারসী) অপক্ষপাতিত্ব।

বেতরাস্ (পারসী) ১ নির্ভীক। ২ কাটিয়া ছাঁটিয়া পরিষ্কৃত নহে।

বেতর্‌বিয়ৎ (পারসী) অশিক্ষিত। অনভ্যস্ত।

বেতহকীক্ (পারসী) যাহা সত্য বা যথার্থ নহে। অসত্য।

বেতাইন্ (পারসী) ১ ক্ষমতাতিরিক্ত। ২ আজ্ঞা ব্যতিরেকে।

বেতাগীদ (পারসী) যথাসময়ে তাগীদ্ না করা। অনবধানী।

বেতাগুৎ (পারসী) দুর্ব্বল। অসুস্থ।

বেতার (পারসী) ১ আস্বাদবিহীন। ২ তন্ত্রিশূন্য।

বেতাল (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। (দুর্গোৎসবপ°)

বেতালা (স্ত্রী) যে বাদ্য বা সংগীত তাল (বা ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যের) সহগামী নহে। ২ যে সংগীতকালে ঠেকার লয় মত গমন করিতে পারে না।

বেতালীম্ (পারসী) অশিক্ষিত। রীতিনীতি প্রভৃতিতে অনভিজ্ঞ।

বেতুআ (দেশজ) বাস্তুক শব্দের অপভ্রংশ। চলিত বেতোশাক।

বেতোয়াক্কা (পারসী) ১ অবিনীত। ২ কঠোরস্বভাব। ৩ শরীরসেবার অকুশলতা।

বেতোশাক (দেশজ) খাদ্যোপযোগী শাকভেদ। (Chenopodium album) বাঙ্গালায় সরস্বতীপূজা এবং শিবচতুর্দ্দশীর পারণদিনে কুল দিয়া বেতোশাকের অম্বল খাইবার পদ্ধতি আছে।

বেদখল (পারসী) স্বাধিকারচ্যুত।

বেদখলী (পারসী) ভোগদখল না থাকা। স্বাধিকারচ্যুতি।

বেদবদবা (পারসী) প্রভুত্ব, মর্য্যাদা বা রাজগাম্ভীর্য্যহীন।

বেদম (পারসী) রুদ্ধশ্বাস। অধিক পরিশ্রমের পর শ্বাসাবরোধের ন্যায় ক্লান্তি।

বেদরকার (পারসী) অনাবশ্যকীয়। নিষ্প্রয়োজন।

বেদরকারী (পারসী) প্রয়োজনহীনত্ব।

বেদরিয়াফ্‌ৎ (পারসী) অনুধাবনহীন। স্থিরচিত্তে বিচারাক্ষম।

বেদর্দ (পারসী) ব্যথা বা যন্ত্রণাশূন্য।

বেদর্দী (পারসী) বেদনামুক্তি।

বেদলীল (পারসী) ১ তর্ক বা প্রমাণশূন্য।

বেদলীলী (পারসী) প্রমাণাভাব বা তৎসম্পর্কীয় কাগজপত্রের রাহিত্য।

বেদস্ত (পারসী) স্বাধীন। কাহার শাসনভুক্ত নহে।

বেদস্তখৎ (পারসী) স্বাক্ষরহীন।

বেদস্তখতী (পারসী) স্বাক্ষরশূন্য কাগজাদি।

বেদস্তুর্ (পারসী) রীতিনীতি বা চালচলন-বহির্ভূত। অস্বাভাবিক।

বেদস্তুরী (পারসী) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

বেদাঁড়া (পারসী) ১ অপ্রচলিত। ২ যে বালক সহজে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেনা বা মারিলেও সায়েস্তা হয় না। ঢেট্যা, অদম্য।

বেদাগ (পারসী) দাগ বা চিহ্নশূন্য।

বেদাগা (পারসী) ১ কলঙ্কশূন্য। ২ সৎ, ন্যায়পরায়ণ।

বেদাগী (পারসী) বৈলক্ষণ্যচিহ্নযুক্ত। যেমন বেদাগী মুক্ষী। চৌর্য্য বা মারামারি প্রভৃতি বেআইনী অপরাধে যে ব্যক্তি কখন ধর্ম্মাধিকরণ কর্ত্তৃক চিহ্নিত হয় নাই।

বেদানা (পারসী) ১ দানা বা বীজহীন। ২ কাবুল প্রদেশজাত দাড়িম্বভেদ। [দাড়িম্ব দেখ।]

বেদাব (পারসী) ১ শাসনশূন্য। ২ দুঃশাসন, দুর্দ্দর্ষ।

বেদাবা (পারসী) দাবী বা দায়িত্বহীন।

বেদামী (দেশজ) হীনমূল। যাহার মূল্য বা দাম নাই।

বেদিল (পারসী) ১ নির্দ্দয়। ২ উদাসীন, বিরাগী। ৩ শান্তিশূন্য মন বা অন্তঃকরণ।

বিদিলী (পারসী) অন্যমনস্ক। অশান্তচিত্তত্ব।

বেনাম (পারসী) নাম বা উপাধিরহিত। স্বীয় সম্পত্তি অপরের নামে লেখাপড়া করিয়া রাখা।

বেনামী (পারসী) বেনামের ভাব বা কার্য্য।

বেনিশান (পারসী) চিহ্নহীন।

বেপর্দ্দা (পারসী) পর্দ্দা বা আবরণহীন। নির্লজ্জ, যে সকল রমণী পটাচ্ছাদনের বাহিরে আসে।

বেপরবা (পারসী) ১ নির্ভয়ে, সুস্থচিত্তে। ২ স্থির, শান্ত।

বেপরবাঈ (পারসী) বিপন্মুক্তি।

বেপরবানা (পারসী) রাজাজ্ঞাপত্র (Warrant)-বিহীন।

বেপসন্দ (পারসী) অভিমতশূন্য। যাহা দেখিলে কাহারও মনোমত হয় না।

বেপার (দেশজ) ব্যবসা, বাণিজ্য। কার্য্য—যেমন এ বিবাহ বেপারে আমার কোন লাভ নাই।

বেপারী (দেশজ) বণিক, বেনে, দোকানী।

বেপাল্লা (পারসী) ১ সমকক্ষতাশূন্য বা যাহা সম্পাদনে আমার যোগ্যতা নাই। ২ বহুদূর।

বেপোশাক (পারসী) পরিধেয় বস্ত্রবিহীন।

বেফরাগৎ (পারসী) অবসরহীন।

বেফরাগতী (পারসী) সুখস্বচ্ছন্দ বা বিরামাবসরশূন্য।

বেফায়দা (পারসী) মিছামিছি। বৃথা। কোন লাভের না হওয়া।

বেফাস (পারসী) হঠাৎ উক্ত। অপ্রাসঙ্গিক বা অযথা উক্তি। গুরুজনের সমক্ষে অশ্লীলবাক্যপ্রয়োগ।

বেফিকির (পারসী) মন্ত্রণা বা ফন্দিহীন। অবিবেক যুক্তি।

বেফুরসৎ (পারসী) সুযোগ বা সুবিধাশূন্য। অবকাশহীন।

বেফুরসতী (পারসী) অবসরলাভের সুযোগবিহীন।

বেবক্ত (পারসী) অযথা সময়ে।

বেবনাও (পারসী) বনিবানাশূন্য। বন্ধুত্বাভাব।

বেবন্দোবস্ত (পারসী) বন্দোবস্তহীন।

বেবয়না (দেশজ) গুল্মভেদ (Mussaenda frondosa)

বেবল (পারসী) শক্তিরাহিত্য।

বেবশ (পারসী) যে বশতাপন্ন নহে।

বেবাক্ (পারসী) ১ সমস্ত। ২ বাকীশূন্য।

বেবাকিফ্ (পারসী) বে-ওয়াকিফ্। অপরিজ্ঞাত। যিনি সম্যক্ পারদর্শী নহেন।

বেবাকী (পারসী) ১ সম্পূর্ণতা। সমগ্রতা।

বেবাদা (পারসী) ১ যিনি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নহেন। ২ দেয় দ্রব্যের নির্দ্দিষ্ট-সময় নিরূপণ না করণ।

বেবারিস্ (পারসী) ওয়ারিস্ বা উত্তরাধিকারশূন্য। যে দ্রব্য কেহই উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী করে না।

বেবুনিয়াদ (পারসী) ভিত্তিশূন্য।

বেম (দেশজ) তাঁত। বেমা।

বেমকরর্ (পারসী) স্থিরনিশ্চয়তাশূন্য। অনিশ্চিত। নিষ্পত্তি-বিহীন।

বেমকররী (পারসী) যে কার্য্য প্রমাণাদিদ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই।

বেমক্কা (পারসী) অসদৃশ। বেঢপ। বিসদৃশ গঠন।

বেমক্দুর্ (পারসী) অসম্ভব। অপারগ।

বেমজবুদ্ (পারসী) দৃঢ়তাহীন। সামর্থ্যহীন। অশক্ত।

বেমজবুতী (পারসী) দৌর্ব্বল্য। দৃঢ়তাভাব।

বেমজলিস্ (পারসী) দলশূন্য। যে বান্ধবসমিতিতে আমোদের অভাব হয়।

বেমজলিসী (পারসী) মজলিসে আমোদাভাবরূপ কার্য্য।

বেমজা (পারসী) ১ অত্যন্ত গলিত। ২ স্বাদহীন (কদলী প্রভৃতি) ৩ আমোদ বা স্ফূর্ত্তিশূন্যতা।

বেমতালক্ (পারসী) সম্বন্ধবিহীন।

বেমৎলব (পারসী) উদ্দেশ্যবিহীন। পরামর্শ, ইচ্ছা বা অনুরোধ-রাহিত্য। অভিপ্রায়শূন্য।

বেমৎলবী (পারসী) যাহার কোন অসদভিপ্রায় নাই।

বেমঞ্জুর (পারসী) অনভিমত। যাহা মনোমত নহে।

বেমঞ্জুরী (পারসী) অনুমোদন না করার কার্য্য। মনোমত বলিয়া স্বীকার না করণ।

বেমর্জী (পারসী) ইচ্ছাবিরুদ্ধ।

বেমরসুম (পারসী) অসময়। অনুপযুক্তকাল।

বেমার্ (পারসী) অসুখ। জরাদি অসুস্থতা।

বেমারী (পারসী) জরযুক্ত। অসুস্থ।

বেমালিক্ (পারসী) কর্ত্তা বা স্বত্বাধিকারিশূন্য।

বেমালিকী (পারসী) কর্ত্তাশূন্যত্ব। যে সম্পত্তির মালিক নাই।

বেমালুম্ (পারসী) চিহ্ন বা দাগবিহীন। অপ্রত্যক্ষ। অজ্ঞাতরূপ।

বেমালুমী (পারসী) ১ অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাদি অপহরণরূপ কার্য্য। ২ কাচ বা ছিন্নবস্ত্রের দাগবিহীন জোড় দেওয়া।

বেমাসুল (পারসী) শুল্কশূন্য।

বেমিল (পারসী) যাহার পরস্পরে মিল বা সামঞ্জস্য নাই।

বেমিশিল (পারসী) সমাজের অযোগ্য। যে ব্যক্তি মিশিল বা দলে প্রবেশলাভের অপাত্র।

বেমিশিলী (পারসী) দলপ্রবেশের অযোগ্যতা।

বেমুদ্দৎ (পারসী) সময় বা ফুরসদশূন্য।

বেমুদ্দতী (পারসী) সময়াভাব।

বেমুনাসিব (পারসী) অনভিমত। যাহা অভিপ্রেত নহে। অনুপযুক্ত।

বেমেয়াদ (পারসী) মেয়াদ বা নিরূপিত সময়শূন্য।

বেমেয়াদী (পারসী) মেয়াদশূন্যত্ব।

বেমেরামত (পারসী) যাহার মেরামৎ বা পুনঃসংস্কার হয় নাই।

বেমেরামতী (পারসী) জীর্ণ সংস্কার না হওনের কার্য্য।

বেয়ালা (দেশজ) বেহালা। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২ কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বেয়াল্লিশ (দেশজ) ৪২ সংখ্যা, দ্বাচত্বারিংশৎ।

বেরঙ্গ (পারসী) বর্ণবিহীন।

বেরুজু (পারসী) আদালতে মকদ্দমা দাখিল না করা। ২ কোন বাক্যের সামঞ্জস্য-রক্ষার্থ পরস্পরের কথায় মিলান বা রুজু করণ।

বেরুন (পারসী) বাহির হওন।

বেরেবাজ (পারসী) যাহার চলন নাই। আচার ব্যবহারবিরুদ্ধ।

বেরোখ (পারসী) সম্মুখীন বা চড়াও নহে। অবিরুদ্ধ।

বেরোজগার্ (পারসী) দৈনিক অর্থাগমশূন্য। যিনি নিজ পরিশ্রমলব্ধ প্রাত্যহিক বৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে অসমর্থ।

বেরোজগারী (পারসী) জীবিকার্জ্জনে অসমর্থতা।

বেল (দেশজ) বিল্বফল। [বিল্ব ও শ্রীফল দেখ।]

বেলকার (দেশজ) বিলকার। চর্ম্মভেদক যন্ত্রবিশেষ। (Lancet)

বেলদার্ (পারসী) ১ ফুলদার (জামা)। ২ সেনাবাহিনীর অগ্রগামী কর্ম্মচারিভেদ। সম্মুখপথের বাধাবিঘ্ন-নাশ, পুল ও খাত খননাদি পরিদর্শন ইহাদের কার্য্য।

বেলন (দেশজ) রুটী বা লুচীবেলা কাষ্ঠগোলক। বেল্লন।

বেলফুল (দেশজ) সুগন্ধ পুষ্পবিশেষ। (Jasminum Zambac) এই পুষ্পের সুগন্ধ হইতে নানাপ্রকার আতর ও সুগন্ধি রসসার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বেলাবলী (দেশজ) রাগিণীবিশেষ।

বেলুন (ইংরাজী) আকাশে উঠিবার যন্ত্র। (Balloon)

বেল্লিক্ (দেশজ) পাজি। অধার্ম্মিক।

বেল্লিত (দেশজ) কম্পিত। আন্দোলিত।

বেশ (পারসী) সাবাস্। সুখ্যাতিসূচক শব্দ। (দেশজ) পরিচ্ছদ।

বেশক্ (পারসী) নিশ্চয়। নির্ভয়।

বেশভূষা (দেশজ) সাজসজ্জা।

বেশমুলা (পারসী) উচ্চদর। বহুমূল্য।

বেশর (দেশজ) নাসালঙ্কারভেদ।

বেশরম্ (পারসী) লজ্জাহীন। নির্লজ্জ।

বেশরমী (পারসী) লজ্জাহীনতার কার্য্য।

বেশরা (পারসী) যথাপথ বহির্ভূত। অসাধারণ। অস্বাভাবিক।

বেশরাকৎ (পারসী) অংশীদারবিহীন।

বেশাইন (পারসী) অসম্মানিত।

বেশামাল (পারসী) ১ রক্ষা করিতে অসমর্থ। ২ বেশামাল হইয়াছে অর্থে কাপড়ে মলত্যাগ করিয়াছে বুঝায়।

বেশী (পারসী) অধিক।

বেশুমার্ (পারসী) সংখ্যাতীত।

বেশুমারী (পারসী) সংখ্যাতিরিক্ততা।

বেশবাব্ (পারসী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

বেসহবৎ (পারসী) অসামাজিক। যাহার স্বভাব সাধারণের অপ্রিয়।

বেসহবতী (পারসী) সমাজবদ্ধ হইবার অনুপযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট।

বেসাইৎ (পারসী) অসাময়িক। যথাকৃতির বহির্ভূত আকৃতিবিশিষ্ট।

বেসাজ (পারসী) সজ্জাশূন্য। মন্দ সাজযুক্ত।

বেসাৎ (আরবী) মূলধন। মালপত্র।

বেসাতী (আরবী) পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ী।

বেসালিস (পারসী) সালিস্ বা মধ্যস্থশূন্য।

বেসূদ (পারসী) সুদ বা লাভ ব্যতিরিক্ত।

বেসূদী (পারসী) ১ সুদ ব্যতীত টাকা ধার দেওন। ২ লাভ ব্যতীত ঘুরিয়া বেড়ান।

বেসেরেস্তা (পারসী) কার্য্যস্থানের বন্দোবস্ত শৈথিল্য। অসামাজিক।

বেসেড়া (দেশজ) যাহারা বাসা করিয়া প্রবাসে থাকে।

বেস্যাড়া (দেশজ) ১ বৃদ্ধ। ২ ভগ্ন। ৩ পুরাতন। ৪ নিন্দিত।

বেহক্ (পারসী) মিছামিছি। অযথা।

বেহজম (পারসী) অপরিপক্ব। যে খাদ্যাদি উদরে জীর্ণ হয় নাই।

বেহজমী (পারসী) পরিপাকাভাব।

বেহৎ (দেশজ) ব্যাঘাত শব্দের অপভ্রংশ। ১ অকার্য্যকারী। ২ যাহা ফলদায়ক নহে। ৩ গাভীর অসময় শৃঙ্গারে গর্ভধারণ না হওয়া।

বেহদ্দ (পারসী) অসীম, অনেক, বহুৎ।

বেহা (দেশজ) বিবাহ শব্দের অপভ্রংশ।

বেহাই (দেশজ) বৈবাহিক।

বেহাকিম (পারসী) পরিচালক বা পরিদর্শকবিহীন। যাহার কর্তৃত্ব কেহ স্বীকার করে না।

বেহাকিমী (পারসী) কর্তৃত্বাভাব।

বেহাত (দেশজ) ১ হস্তান্তর। ২ লক্ষ্যচ্যুত।

বেহান (দেশজ) বৈবাহিকপত্নী। পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী।

বেহায়া (পারসী) নির্লজ্জ।

বেহারা (ইংরাজী Bearer শব্দের অপভ্রংশ।) বাহক। নিকৃষ্ট কর্ম্মচারী। Office-Bearer শব্দে কার্য্যপরিচালক সমিতিকে বুঝায়।

বেহাল (পারসী) অবস্থান্তর। দুর্দ্দশাপন্ন।

বেহালা (হিন্দী) কাষ্ঠনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (Violin)। ইহার বক্ষের উপরিস্থ ব্রিজের উপর ৪টী তার বান্ধা থাকে। উহার সর্ব্ববামপার্শ্বের তারের নাম খাদ, পরে মধ্যম, সুর ও পঞ্চম। চুলনির্ম্মিত ছড়িদ্বারা বেহালা বাজাইতে হয়।

বেহাসিল্ (পারসী) ১ অসম্পন্ন। ২ যে বা স্থানে কার্য্যে কোন ফল হয় নাই। ৩ রাজকরযুক্ত।

বেহাসিলী (পারসী) লাভ না হওনরূপ ব্যাপার।

বেহিক্মৎ (পারসী) যিনি কুশলী বা বুদ্ধিমান্ নহেন। অজ্ঞান।

বেহিম্মৎ (পারসী) সাহস, আগ্রহ বা আন্তরিক উদ্যমহীন।

বেহিসাব্ (পারসী) নিয়মিতাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক অযথাব্যয়ী, যাহার ব্যয়কার্য্যে কোন গণনা বা হিসাব নাই।

বেহিসাবী (পারসী) যিনি নিয়মিত খরচাদি করে না।

বেহুকুম (পারসী) ১ আদেশ ব্যতীত। ২ আদেশের বিপরীতে।

বেহুকুমী (পারসী) অবাধ্যতা। যিনি আজ্ঞা মানিয়া চলেন না। আদেশাভাব।

বেহুজুর (পারসী) অনুপস্থিত।

বেহুজুরী (পারসী) অনুপস্থিতি।

বেহুরুবাঁশ (দেশজ) একপ্রকার বাঁশ (Bambusa Spinosa) ইহাতে সুন্দর লাটী প্রস্তুত হয়।

বেহুরমৎ (পারসী) অসম্মান।

বেহুরমতী (পারসী) সম্মাননার অভাব।

বেহুশিয়ার (পারসী) অসাবধানী। অমনোযোগী।

বেহুশিয়ারী (পারসী) অসাবধানীর কার্য্য। অমনোযোগিতা।

বেহুশ (পারসী) সংজ্ঞাহীন (মাদকতা-নিবন্ধন)। কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য।

বেহুশী (পারসী) নির্ব্বুদ্ধিতা। জ্ঞানাভাব।

বৈ (দেশজ) পুস্তক, বই, বহি। (অব্য) বাস্তবিক। যথার্থরূপে।

বৈচ (দেশজ) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বুঁইচগাছ। (Flacourtia Sapida)

বৈজবাপ (পুং) বীজবাপের অপত্য। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২০) বৈজবাপায়ন পদও হয়।

বৈজবাপীয় (ত্রি) বৈজবাপি সম্বন্ধীয়। (পা ৪।৩।১৩১)

বৈজি (ত্রি) বীজ সম্বন্ধি। সুতঙ্গমাদিগণ। (পা ৪।২।৮০)

বৈজিক (ত্রি) বীজাদুৎপন্নং বীজ-ঢক্। ১ শিগ্রুতৈল। ২ হেতু। (মেদিনী) ৩ আত্মা। (পুং) ৪ সদ্যোঽঙ্কুর।

বৈজীয় (ত্রি) ৎ বীজসম্বন্ধীয়। (মনু ২।২৭)

বৈজেয় (পুং) বীজভব। শুভ্রাদিগণ (পা ৪।১।১২৩)

বৈঠক (দেশজ) সভা। সমিতি। সাধারণের মতামত প্রকাশার্থ উপবেশন-স্থান।

বৈঠকখানা (পারসী) ১ আরামগৃহ। প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাটীতে আরামের জন্য ঐরূপ গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২ সভা-মন্দির।

বৈঠকীগান (দেশজ) বৈঠকখানায় বসিয়া ওস্তাদেরা যে গীত গাহিয়া থাকেন। কলাবৃত্তি গান।

বৈদল (স্ত্রী) ভিক্ষুকের মৃন্ময়াদি পাত্র।

'পাত্রঞ্চ দারবালাবুমৃন্ময়ঞ্চাপি বৈদলম্।' (জটাধর)

(পুং) বিদলো দালি তস্মাৎ জাতঃ বিদল-অণ্। পিষ্টক-ভেদ, ডালের পিটে, বিদল হইতে হয়, এইজন্য বৈদল নাম হইয়াছে। ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভী ও বায়ুবর্দ্ধক।

(রাজবল্লভ)

বৈন্দবি (পুং) বিন্দুভব। (পা ৪।১।১০৪)

বৈন্দবায় (পুং) বৈন্দবি সম্বন্ধীয়।

বৈল্বক (পুং) বিল্বজাত।

বৈল্ব (ত্রি) বিল্বজাত

"প্রাতে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড় বৈল্বাঃ খদিরস্তথা। তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে॥"

(রামায়ণ ১।১৪।১২)

বৈল্বক (ত্রি) বিল্ব অহীরণাদিত্বাৎ বুঞ্। বিল্বকীয়।

বৈল্বকি (পুং) বিল্বকের অপত্য।

বৈল্বজ (ত্রি) বিল্বজ দেশজাত।

বৈল্বজক (ত্রি) বৈল্বজদিগের দ্বারা অধিবাসিত।

বৈল্ববন (ত্রি) বিল্ববনবাসী জাতি।

বৈল্ববনক (ত্রি) বৈল্ববনদিগের দ্বারা অধিবাসিত।

বৈল্বাময়, পাণিনির জনৈক বার্ত্তিককার।

বৈল্বায়ন (পুং) বৈল্বের গোত্রাপত্য।

বৈহানরি (পুং) বহীনরের অপত্য।

বোঁচা (দেশজ) ১ ছিন্ন নাসা বা কর্ণ। ২ প্রতারক।

বোঁটা (দেশজ) বৃন্ত। ফলাদিতে ক্ষুদ্রশাখাদ্বারা বৃক্ষসংলগ্ন থাকে।

বোআল (দেশজ) মৎস্য বিশেষ, ইহা বোদাল, বা বোয়াল নামে প্রসিদ্ধ। (Silarus pelorius)

বোকড়ী (স্ত্রী) ১ বস্ত্রাস্ত্রী। (রাজনি°) ২ ধান্যবিশেষ।

বোকা (দেশজ) ১ বর্কর শব্দের অপভ্রংশ। ২ পুংছাগ। ৩ মূর্খ। ৪ সরলান্তঃকরণ।

বোকাপাঠা (দেশজ) ১ যে ছাগলের দাড়ি গজায় ও গাত্রে দুর্গন্ধ হয়। ২ তিরস্কারসূচক বাক্য।

বোকাম (দেশজ) মূর্খতা। অজ্ঞতা। সরলতা।

বোকচা (পারসী) পুঁটলি, বাণ্ডিল। দ্রব্যসমূহ একত্র করিয়া গাঁটরি বাঁধার নাম।

বোজা (দেশ) ১ ভার। ২ গাঁট। ৩ জলনিষ্কাশন পথের অবরুদ্ধতা।

বোঝা (দেশজ) জ্ঞান হওয়া। সবিশেষ জানা। গবাদির পৃষ্ঠে ভার চাপান। ৪ গাটরি প্রভৃতি।

বোঝাই (দেশজ) ভারযুক্ত নৌকাদি)

বোট (ইংরাজী) ক্ষুদ্রাকার নৌকা। (Boat)

বোড়া (দেশজ) সর্পভেদ। (Boa Constricter)

বোতল (দেশজ) ইংরাজী Bottle শব্দের অপভ্রংশ। মদিরা বা ঔষধাদি রাখিবার কাচ নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

বোতাম্ (দেশজ) ইংরাজী Button শব্দের অপভ্রংশ জামা প্রভৃতি আটিবার জন্য যাহা ব্যবহার করা হয়।

বোদ (দেশজ) মৃত্তিকাবিশেষ। কয়লার খনিতে কয়লা তুলিবার কালে সময় সময় যে কাল মৃত্তিকাস্তর দেখা যায়।

বোদা (দেশজ) বিস্বাদ। দুর্গন্ধযুক্ত জল।

বোদ্ধব্য (ত্রি) বুধ-তব্য। বোধের যোগ্য, জ্ঞাতব্য।

বোদ্ধৃ (ত্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-তৃচ্। বোধকর্ত্তা, জ্ঞাতা।

"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ।
অজ্ঞানোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্॥" (ভর্ত্তৃহরি)

বোধ (পুং) বোধনমিতি বুধ ভাবে ঘঞ্। জ্ঞান।

"বোধং বুদ্ধি স্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্।
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত॥"
(মার্কণ্ডেয়পু৽ ৫০।২৭) ২ জাগরণ-কাল। ৩ চৈতন্য।
৫ ঋষিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয় পু৽ ৭৬।২৮) ৮ সূর্য্যরূপ ভেদ।
সূর্য্য হইতেই লোকের জ্ঞান হয়।

"বোধশ্চাবগতিশ্চৈব স্মৃতিবিজ্ঞানমেব চ।
ইত্যেতানীহ রূপাণি তস্য রূপস্য ভাস্বতঃ॥"
(মার্ক৽ পু৽ ১০১।১৯)

বোধক (পুং) বোধয়তীতি বুধ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ সূচক। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ বোধজনক।

"বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্হা নন্বিতৈকার্থবোধকাঃ।"
(সাহিত্যদ৽ ২।৪)

বোধকর (পুং) করোতীতি করঃ কৃ-ট, বোধস্য প্রবোধস্য করঃ। নিশান্তে বোধকারক, যাহারা প্রাতঃকালে জাগায় বা ঘুম ভাঙ্গায়। পর্য্যায় বৈতালিক। (অমর)

বোধগয়া (বুদ্ধগয়া) গয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন হিন্দুতীর্থ গয়াধামের* অনতিদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটী প্রধানতম তীর্থক্ষেত্র† বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানের মাহাত্ম্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকনির্ম্মিত স্তূপ ও মহাবোধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষসমূহ তাহার প্রধান সাক্ষ্য। এখানে জগতের অদ্বিতীয় পুরুষ শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব—যিনি হিন্দুশাস্ত্রাদিতেও অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন) বোধিদ্রুমমূলে সমাধিস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই পিপ্পলবৃক্ষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই সুপ্রাচীন গ্রামে উত্তরে হরিহরপুর, পশ্চিমে মস্তিপুর, ধোণ্ডোবা, ভুলুয়া ও তুরী নামক গ্রাম, দক্ষিণে রামপুর এবং পূর্ব্বে লীলাজন* নদী। অক্ষা৽ ২৪° ৪১′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৫° ২′ ৪″ পূঃ। গয়ানগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় আসিতে ইহার ব্যবধান ২॥৽ ক্রোশ এবং শেরঘাটীর নূতন পথ হইতে প্রায় ৩॥৽ ক্রোশ হইবে। বুদ্ধগয়ার পার্শ্ব দেশে তারাডি-বুদ্ধুর্গ† নামক গ্রাম। রাজকীয় রাজস্ব-তালিকায় উক্ত গ্রামদ্বয় স্বতন্ত্র নামে লিখিত হইয়াছে। এই দুই স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী কোলুয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্রপল্লীতেও এখন ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুশত স্তূপের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়‡।

অধিকাংশ স্তূপই বোধগয়ার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। গ্রামের সর্ব্ব মধ্যস্থিত সুবৃহৎ স্তূপটী প্রায় ১৫০০ × ১৪০০ ফিট্ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। বোধগয়া ও তারাডি গ্রামের ব্যবধানে যে রাস্তা কাটা আছে, তাহাই ঐ স্তূপটীকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহার উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশকে একতৃতীয়াংশ বলিলেও চলে। এই দক্ষিণ-খণ্ডের উপরেই ভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ বোধগয়ার মহাবোধি-মন্দির অবস্থিত। উত্তরাংশের পরিমাণ ১৫০০ × ১০০০ ফিট্‡। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে বুকানন হেমিণ্টন এই প্রদেশ পরিদর্শনে আসিয়া এই অংশকে 'রাজস্থান' (রাজপ্রাসাদ) বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ঐ স্থান 'গড়' নামে বিঘোষিত হইতেছে¶।

বোধগয়ার প্রসিদ্ধ মহাবোধি-মন্দির ব্যতীত, লীলাজন নদীর বামতীরবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে একটী সুবৃহৎ মঠ অবস্থিত আছে। ঐ অট্টালিকা চারিতল ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত। উহার দক্ষিণপ্রান্তে বার-দোয়ারী নামক অট্টালিকা এবং উত্তরভাগেও কতকগুলি গৃহাদি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মঠের পশ্চিম-প্রাকারের বহির্ভাগস্থিত স্তূপের উপর চারিটী মন্দিরযুক্ত এক অট্টালিকা শোভিত আছে। মন্দির

* গয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† কপিলবস্তু—বুদ্ধের জন্মস্থান, বোধগয়া—বুদ্ধের সাধনাশ্রম, বারাণসী—তদ্ধর্ম্মের প্রচারক্ষেত্র এবং কুশী যেখানে তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। কাল সহকারে মনুষ্যের মানসক্ষেত্র হইতে কপিলবস্তু ও কুশীর মাহাত্ম্য লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এখনও বুদ্ধগয়া ও বারাণসীর অলৌকিক মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেরই পূজনীয় হইয়াছে। পবিত্র কাশীধাম বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও এখানে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানকার হিন্দুপ্রাধান্য অপসারিত হয় নাই। [কাশী দেখ।]

* সংস্কৃত নাম নৈরঞ্জনা। বুদ্ধগয়ার অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাড়ের নিকট এই নদী মোহনার সহিত মিলিত হইয়া ফল্গু নামে প্রবাহিত হইয়াছে।

† তারাদেবীর প্রাচীন মন্দির এখানে অবস্থিত থাকায় এই গ্রাম তারাডি নামে অভিহিত।

‡ Arch Sur. Rept. Vol. I. p. 11.

¶ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পরিখা ও প্রাচীরাদি দেখিয়া এই স্থানকে গড় বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বৌদ্ধ-প্রাধান্য সময়ে এই স্থানে একটী সঙ্ঘারাম ছিল। কালে তাহাই দুর্গাকারে পরিণত হইয়া থাকিবেক। এই সুপ্রাচীন সঙ্ঘারামই মহাবোধি-সঙ্ঘারাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সুবৃহৎ স্তূপটী সমতল ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বত্রই প্রায় ১০ হইতে ১৫ ফিট্ উচ্চ।

চতুষ্টয়ের মধ্যে একটীতে জগন্নাথ, দ্বিতীয়ে গঙ্গাবাই-প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি এবং অপর দুইটীতে শিবমূর্ত্তি স্থাপিত দেখা যায়। উক্ত মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত প্রাচীর বাহিরে সাধুদিগের সমাধি-স্থান। প্রত্যেক সমাধির উপরে স্তূপ বা লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কেবল মাত্র মোহান্তদিগের সমাধির উপরি সুদৃশ্য ক্ষুদ্রাকার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

মঠাধিকারী প্রধান মোহান্তগণই উক্ত গ্রামদ্বয়ের অধিকারী। গবর্মেণ্টের দেয় রাজস্ব বাদে উঁহার আয় এবং ঐ বোধিদ্রুমমূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদিগের প্রদত্ত উপহার লইয়া তাঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় আশী হাজার টাকা হইবে। এই উপসত্ব হইতে তাঁহাকে প্রত্যহ শতাবধি সন্ন্যাসী ভোজন এবং একটা অতিথিশালা ও বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়।

শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভ কালে এখানে এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। মোহান্তদিগের বংশতালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ধমণ্ডিনাথ গিরি নামা জনৈক শৈব সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া বাস করেন এবং নিজ সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসিগণের বাসের জন্য তিনি একটা মঠ স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার তিরোধান হইলে তদীয় শিষ্য চৈতন্যগিরি মঠাধ্যক্ষ হয়েন। এই সময়ে বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমন্দির প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল*। দেবমূর্ত্তি পরিচর্য্যা ও পূজার জন্য একজন পুরোহিতও সেই বন্য প্রদেশে ছিলনা, কোন যাত্রীও তথায় দেবপূজামানসে গমন করিত না। মুসলমান-প্রভাবে উৎসন্নপ্রায় এই বনভূমে যে একটা সাধু মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আপনার সাধু উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতেছিল, কেহই তৎকালে তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

চৈতন্যের প্রিয়তম শিষ্য মহাজ্ঞানী মহাদেব নিজ বিদ্যাপ্রভাবে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাবোধি-মন্দিরের সম্মুখদেশে নির্জ্জনে বসিয়া তিনি মহাদেবীর সাধনা করিতেন। দেবীর কৃপায় তিনি ঐ ক্ষুদ্র মঠকে একটী সুদীর্ঘ সঙ্ঘারামে পরিণত করিয়া যান। প্রবাদ আছে, সম্রাট্ শাহআলমের ফার্ম্মাণ অনুসারে তিনি এই বুদ্ধ-মন্দিরের একমাত্র সত্বাধিকারী ও প্রধান মোহান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য লালগিরি দয়া-পরবশ হইয়া এখানে অতিথি শালা স্থাপন করিয়া যান। লালগিরির শিষ্য রাঘব, রাঘবের শিষ্য রৈনহিত, তাঁহার শিষ্য শিবগিরি, তাঁহার শিষ্য হেমন্তগিরি মঠাধিকারী হইয়া যথানিয়মে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন*।

এখানকার মোহান্তগণ আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সমধিক জ্ঞানবান্ ও বিদ্যাশালী তিনিই প্রধান মোহান্তের পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু এখন প্রায়ই ঐ নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। শিষ্যদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ এবং যাহার সহিত মঠাধ্যক্ষের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, এরূপ বালকেই মোহান্তের পদে উন্নীত করা হইয়া থাকে। মালপুয়া, মোহনভোগ ও তাজ ইঁহাদের প্রধান খাদ্য। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রচর্চ্চাপরাঙ্মুখ।

বুদ্ধগয়ার প্রাচীনত্ব।

বুদ্ধাবতার-প্রসঙ্গে এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করে। শুদ্ধোদন-তনয় শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিহার-পূর্ব্বক এই নির্জ্জন প্রদেশে এক অশ্বত্থবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিরত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ যোগপ্রভাবে সম্যক্-সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, এই স্থান 'মহাবোধি'†

* ডাঃ বুকানন হেমিল্টন যখন বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন, তখন তিনি তখনকার মোহান্তের নিকট অবগত হন যে, চৈতন্যের সময় এই স্থান বন-জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং এখানে একটীও বৌদ্ধ দেখা যাইত না।

* গয়া কালেক্টারি আপিসের নথিপত্র হইতে জানা যায়, গোলাপগিরি নামক জনৈক মোহান্ত গবর্মেণ্টের নিকট হইতেম স্তিপুর-তারাডি নামক গ্রাম মুকররি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। কেহ কেহ এই গোলাপগিরিকেই শিবগিরির নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন।

† রাজা অমরদেবের অপ্রামাণিক শিলালিপিতে বুদ্ধগয়া নাম উল্লিখিত হইলেও উহা অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ কোন প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দুগ্রন্থে বুদ্ধগয়া নাম নাই। প্রাচীন শিলালিপি ও চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই স্থানের 'মহাবোধি' সংজ্ঞা পাওয়া যায়। আইন-ই-অক্‌বরী পাঠে জানা যায় যে, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াক্ষেত্র তৎকালে ব্রহ্মগয়া নামে বিদিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইলে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে পর, হিন্দুগণ (বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার করিয়া) ধ্বংসপ্রায় এই বৌদ্ধতীর্থের পঙ্কোদ্ধার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা জনসমাজে প্রচার করেন এবং ব্রহ্মগয়া হইতে ইহার ভেদ নিরূপণার্থ বুদ্ধগয়া নাম রাখিয়া দেন। মহাবোধি মন্দির ও বোধিদ্রুম উরেল গ্রামের উত্তরেই অবস্থিত। কিন্তু গয়াধাম হইতে দক্ষিণাভিমুখে ইহার দূরতা প্রায় ৬ মাইল।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং মহাবোধি-বিহার ও মহাবোধি-সঙ্ঘারাম শব্দে মন্দির ও মঠের স্বতন্ত্রতা নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত শতাব্দে অপরাপর চীনপরিব্রাজকগণও ঐ নাম লিখিয়া গিয়াছেন। (Ind. Ant. X. 190-192.) রাজা ধর্ম্মপালের ৮৫০ খৃষ্টাব্দে, রাজা অশোকবল্লের ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং খৃষ্টীয় ১৩০২ হইতে ১৩৩১ অব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহে শাক্যমুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিস্থান 'মহাবোধি' নামেই উল্লিখিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব অশ্বত্থতরুমূলে বসিয়া বোধিমার্গে আরোহণ করেন বলিয়া সেই বৃক্ষও বোধি বা মহাবোধি নামে আখ্যাত হয়।

এবং সেই অশ্বত্থতরু সাধারণের নিকট 'বোধিদ্রুম' নাম খ্যাত হয়।* ললিতবিস্তরপাঠে জানা যায় যে, সম্রাট্ অশোক (প্রিয়দর্শী) বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংস্থাপনে যত্নবান্ হইলে, উপগুপ্ত তাঁহাকে শাক্যসিংহের সমাধিস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। তিনিও এখানে এই মহাবোধিমন্দির-স্থাপনের জন্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। উরুবিল্বা (বর্তমান উরেল) গ্রামসীমান্তে এই মহামন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক এই উরুবিল্বার বনান্তরালপ্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ললিতবিস্তরের গাথা অংশে তাহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। নৈরঞ্জনা তীরবর্ত্তী এই প্রাচীন গ্রাম তৎকালে গুল্মলতাদিতে পূর্ণ ছিল†। শাক্যমুনি যখন জগৎ-ক্লেশ অপনোদনার্থ প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন দুষ্টবুদ্ধি গ্রাম্য-বালকগণ তাঁহার পবিত্র গাত্রে ধূলিবর্ষণ করিত‡।

বোধিসত্ত্ব গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে আসিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে উরুবিল্বা গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। তিনি এই স্থানের রমণীয়তা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মুক্তি-সাধনের প্রকৃতস্থান জ্ঞানে তথায় বাস করেন¶। নন্দিক নামে জনৈক সেনাপতি সেই সময়ে এই গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা সুজাতা প্রত্যহই শাক্যসিংহকে পায়সান্ন দিয়া যাইতেন।

এই স্থান বুদ্ধদেবের প্রীতিকর, রমণীয় এবং বালজনপরিশোভিত হইলেও কালে এই পবিত্র তীর্থ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। রাজপুত্র শাক্যসিংহ এখানে উপনীত হইয়া উরুবিল্ব-কাশ্যপের আশ্রমে গমন করেন*। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মেতিহাসে উরুবিল্বারই প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে "বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে ভারতে আসিয়া বো (বোধি) বৃক্ষ পূজামানসে মগধের অন্তর্গত উরুবেলয় গ্রামে উপস্থিত হন।" শাক্যসিংহ এখানে তপস্যায় আসিবার পূর্ব্বে যে এই স্থান উরুবিল্বা নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই। যেহেতু শাক্যের বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে এই স্থানের 'বোধগয়া' নাম হওয়া একান্ত অসম্ভব। সুজাতার পিতা সেনাপতি নন্দিক কীকটরাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। গয়ানগরী তৎকালে মগধরাজ্যের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে হিন্দু প্রাধান্য স্থাপিত হইলে পর উরুবিল্বার অশোকপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমন্দিরাদি হইতে গয়াক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার্থ হিন্দুগণ এই স্থানের 'বোধগয়া' নাম পরিকল্পিত করিয়া থাকিবেন†। যেহেতু গয়ালীগণ গয়াধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গয়ার কীর্ত্তি ও তীর্থসমূহ সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। উরুবিল্বার (বুদ্ধগয়ার) পূর্ব্বতন অশোককীর্ত্তিসমূহ ক্রমেই কালক্রোড়ে শায়িত হইতেছিল‡। হিন্দুগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া উরুবিল্বার

* খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ স্তম্ভ ও শিলাফলকেও এই বৃক্ষ 'বোধি' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। হিউএন সিয়াং হইতেই মহাবোধি, বোধিদ্রুম ও বোধিমণ্ড এবং রাজা ধর্ম্মপালের শিলালিপিতে 'মহাবোধি-নিবাসিনাং' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

† "রমণীয়াক্ষরণ্যানি বনগুল্মাশ্চ বীরুধঃ।
প্রাচীন উরুবিল্বায়াং যত্র নৈরঞ্জনা নদী॥" (ললিতবিস্তর)

‡ "যে গ্রামদারকাশ্চ গোপালাঃ কাষ্ঠহারতৃণহারাঃ।
পাংশু পিশাচকমিতি মন্যন্তে পাংশুনা চ ম্রক্ষন্তি॥" (ললিতবিস্তর)

¶ "ইতি হি ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো যথাভিপ্রেতং গয়ায়াং বিহৃত্য গয়াশীর্ষপর্ব্বতে জঙ্ঘাবিহারমনুচঙ্ক্রম্যমাণো যেনোরুবিল্বাসেনাপতিকগ্রামকস্তদনুসৃত্য তদনুপ্রাপ্তোঽভূৎ। তত্রাদ্রাক্ষীন্নদীং নৈরঞ্জনামচ্ছোদকাং সুপতীর্থ্যাং প্রাসাদিকশ্চ দ্রুমগুল্মৈরলঙ্কৃতাং সমন্তরঞ্চ গোচরগ্রামান্। তত্র খল্বপি বোধিসত্ত্বস্য মনোঽতীব প্রসন্নমভূৎ। সমো বতায়ং ভূমিপ্রদেশো রমণীয়ঃ প্রতিসংলয়নানুরূপঃ পর্য্যাপ্তমিদং প্রহাণার্থিককুলপুত্রস্যাহঞ্চ প্রহাণার্থ যন্নহমিহৈব তিষ্ঠেয়ম্॥"
(ললিতবিস্তর)

* Manual of Buddhism, p. 189. কাশ্যপ-ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে ইনি উরুবিল্বায় বাস হেতু উরুবিল্ব আখ্যা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আগমনকালে তিনি অগ্ন্যুপাসক ছিলেন। তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের গয়া ও সরিৎ আখ্যা ছিল। সুজাতার একটী সখীও উল্বিল্লিকা নামে খ্যাতা ছিলেন।

† পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অমরদেবের খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বুদ্ধগয়া নামের উল্লেখ আছে। Asiatic Researches Vol, I. p. 284.

‡ ললিতবিস্তরে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহ রাজগৃহ হইতে গয়া নগরে শুভাগমন করেন। মানবের হিতাকাঙ্ক্ষায় এখানে তিনি চিত্তসংযম করিয়া নিবিষ্ট মনে ধ্যান করিবার সংকল্প করিলেন। উরুবিল্বার বনে বুদ্ধের সম্বোধি লাভের পর গয়ানগরীই তাঁহার নির্ব্বাণধর্ম্মপ্রচারের মুখ্যক্ষেত্র হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের প্রারম্ভ কালে (৪০৪ খৃঃ অঃ) যখন চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে আগমন করেন তখন এই স্থানের বৌদ্ধপ্রভাব এককালেই তিরোহিত এবং সমগ্র নগরীই জনশূন্য ভগ্নাবশেষে পূর্ণ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্ সিয়াংএর পরিদর্শনকালে এই স্থানে হিন্দুপ্রভাব স্থাপিত হইতেছিল, সুতরাং গয়ালীগণ গয়ার তীর্থ সমুদায় অধিকার করিয়া তাহারই রক্ষায় যত্নবান্ ছিলেন। অনেকে মনে করেন, মহাবোধি তীর্থ লুপ্তপ্রায় হইলে হিন্দুগণ গয়াধামে সেই বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ রূপান্তরে রক্ষা করিতেছেন। বুদ্ধগয়ার অনেক প্রস্তর ও শিলালিপি এখানকার মন্দিরাদিতে আনীত হইলেও গয়ার প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। এখানকার পিণ্ডদান প্রভৃতি মাহাত্ম্য-কথা রামায়ণ মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে। বায়ুপুরাণান্তর্গত গয়ামাহাত্ম্যে গয়াসুরের যে অত্যদ্ভুত উপাখ্যান সূচিত হইয়াছে।

অত্যন্ত বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। তাঁহারা এই স্থান জঙ্গলে পরিণত দেখিয়া অনাদরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাল সহকারে ইংরাজ-রাজের অনুকম্পায় এবং ব্রহ্মরাজের অর্থসাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় মহাবোধি-মন্দির নবকলেবরে শোভিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়াছে। বুদ্ধগয়ার এই মহাবোধি মন্দিরের জীর্ণ-সংস্কার সময়ে স্থানে স্থানে সামান্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময়ে এইস্থান অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তাহার স্থির করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বৌদ্ধপ্রভাবের অবসানে অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী গয়ালীগণের অভ্যুত্থানে মহাবোধি-মন্দির যে অনাদৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ এই বৌদ্ধ-তীর্থের প্রকারান্তরে বিলোপকামনা করিলেও ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রযত্নে এখানকার পূর্ব্বতন বৌদ্ধ-স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত কীর্ত্তি-সমূহ একবারে বিলয় পায় নাই। এই পবিত্র মন্দির বৃক্ষলতাদি সমাচ্ছাদিত ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইলেও বৌদ্ধগণ সময় সময় এই পুণ্যতীর্থে আগমন করিয়া যথাসম্ভব সংস্কার করাইতেন, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে সম্রাট্ অশোক-প্রতিষ্ঠিত বজ্রাসন ও পুরাতন মন্দির এবং উক্ত বজ্রাসনের সম্মুখে প্রোথিত রৌপ্যমুদ্রাদির মধ্যে শকরাজ হুবিষ্কের (১৪০ খৃঃ অঃ) মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় এই স্থানের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তৎপরে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ও উরুবিল্বায় মহাবোধি-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া যান। হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরের কতকাংশ সংস্কৃত হয়* এবং মন্দিরের প্রাঙ্গনভূমি ও বোধিতরুতলস্থ বজ্রাসন ফল্গু নদীর বালুরাশিতে ভরিয়া যায়†। সুতরাং ইহার পর হইতেই যে এই তীর্থে মানবের আগমনাকাঙ্ক্ষা কম হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধানশত্রু রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক এই বোধিদ্রুম কর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি তদীয় মন্ত্রী পূর্ণবর্ম্মার সুকৌশলে রক্ষা পায়। ঐ মূর্ত্তিও কালসহকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঐ বোধিবৃক্ষকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়নের জন্য ৬২০ খৃষ্টাব্দে রাজা পূর্ণবর্ম্মা উহার চতুর্দ্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর গাঁথাইয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ ঐ বৃক্ষ নষ্ট করিতে না পারে*।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর পর ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যুঅন-চন্ ভারতে আসিয়া চারি বৎসর কাল মহাবোধিতে বাস করেন। তিনি পুনরায় ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহাবোধিতে বজ্রাসনদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন†। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে হয়্-লুন মহাবোধিতে বজ্রাসন-দর্শনে আসিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বৌদ্ধরাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাবে বৌদ্ধ-প্রাধান্য স্থাপিত হইলে চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ ভারতের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। সুতরাং চীনবাসী বৌদ্ধগণের ভারতে আগমন এককালেই রহিত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে মগধের পালবংশীয় বৌদ্ধরাজদিগের অধিকারে পুনরায় উভয় দেশে ধর্ম্মপ্রচার-সম্বন্ধ বিস্তৃত হয়। রাজা মহীপালের অধিকার-কালে (১০০০—১০৪০ খৃঃ অঃ) যে সকল চীন পরিব্রাজক মহাবোধি দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব ভ্রমণের যে স্মৃতি চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান অনুসন্ধানে সেই সমস্ত আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন ইতিহাসে নূতন জ্যোতিঃপ্রদান করিয়াছে‡।

১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে ধর্ম্মরাজ গুরু নামা জনৈক ব্যক্তি ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক মহাবোধি-মন্দির নির্ম্মাণার্থে প্রেরিত হন। উক্ত কর্ম্মচারী ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণরঞ্জিত তাম্রছত্র দান করিয়া যান। দ্বিতীয় আর একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ১০৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ না হওয়ায় উক্ত বৎসরেই আর একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত

বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে তাহা একটী রূপক বলিয়া মনে হয়। দেবাসুরের বিরোধ স্বভাব-সিদ্ধ। ধর্ম্মপ্রাণ গয়াসুরের সহিত দেবগণের কোমল বিক্রম ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধদিগের উপর হিন্দুগণের প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা বলিয়া প্রতীতি হয়। অসুরের 'শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা' বৌদ্ধের অহিংসার সহিত কল্পিত হইয়াছে। গয়াসুরের বিষ্ণুভক্তা-সম্পাদনে দেবগণের কাপুরুষচেষ্টা, ধর্ম্মপ্রাণ-হিন্দুকর্ত্তৃক নিরীহ-বৌদ্ধগণের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কি বলিব।

[বিস্তৃত বিবরণ গয়াশব্দে দ্রষ্টব্য।]

* ব্রহ্মরাজ খদো মেঙ কর্ত্তৃক ঐ নির্ম্মাণকার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া অনেকের ধারণা।

† Julieu's Hwen Thsang, Vol, II. p. 401.

* এতদ্বারা অনুমান হয় যে তিনি সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বোধিতরু মূলস্থ পুরাতন বজ্রাসন উঠাইয়া স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঐ সিংহাসন মেজরের মধ্যগোত্তার ভগ্নাবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

† Indian Antiquary. Vol. X. p 209.

‡ চীন-পুরোহিত যুন-যু ১০২১ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশক কীর্ত্তনগাথা প্রস্তরে অঙ্কিত রাখিয়া যান। Royal Asiatic Society's Journal 1881, Vol XIII p, 557.

হন। তিনি ৭ বৎসর ১০ মাস এখানে থাকিয়া ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণকার্য্য সমাধাপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

তৎপরে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষ ভাগে (অর্থাৎ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে) সপাদলক্ষপতি অশোকবল্ল ইহার কোন কোন অংশ পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া দেন *।

খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দে গয়া প্রভৃতি স্থান মুসলমানের করতলগত হয়। মেবারের রাজেতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, রাজপুত-বীরগণ বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে পবিত্র গয়াধাম রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ভট্টকবিগণের আখ্যায়িকায় বুদ্ধগয়ার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুসলমান-বিজয়ের পরবর্ত্তী ৬ শতাব্দ কাল বিধর্ম্মীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এই স্থানবাসিগণ মহাবোধি-মন্দির ফেলিয়া পলায়ন করে এবং জলবায়ুর প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া সেই প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদায় ক্রমশঃই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল।

বুদ্ধগয়া হইতে যে সমস্ত ভাস্করশিল্প পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে ভারতের শিল্পেতিহাসের একটা অপূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বাড়িয়া যায়। অশোকের মহাবোধি-মন্দির ও প্রস্তর-প্রাচীর একটী অলৌকিক কীর্ত্তি। উক্ত মন্দির ও তৎ-সংক্রান্ত তোরণ-দ্বার, প্রাচীন মহাবোধি-সঙ্ঘারাম, চঙ্ক্রমণ চৈত্য, বোধিদ্রুম এবং প্রাঙ্গণমধ্যস্থ স্তূপ ও বিহার প্রভৃতি খণ্ডকীর্ত্তিসমূহ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগকে নূতন আলোক প্রদান করিয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক তিনজন কর্ম্মচারী মহা-বোধি-মন্দির সংস্কারের জন্য ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে অক্ষম হইলে বাঙ্গালার ছোট লাট (Sir Asley Eden) প্রথমে বেগ্‌লার সাহেবকে (Mr. J. D. Beglar) তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইহাতেও বিশেষ তৃপ্ত না হইয়া তিনি পুনরায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সেই কার্য্যপরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের উভয়ের উদ্যোগে এবং ব্রহ্ম-বাসীদিগের যত্নে বোধগয়ার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বলিতে কি, সেই মহাবোধি-মন্দির উচ্চচূড়াবলম্বী হইয়া পুনরায় বৌদ্ধ-স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এখনও তথাকার কতকগুলি সম্পত্তি কলিকাতায় যাদুঘরে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

* Indian Antiquary, X. 341-346.

বোধঘনাচার্য্য (পুং) জনৈক উপাধ্যায়। ইনি বোধানন্দঘন ও অহোবলশাস্ত্রী নামে প্রসিদ্ধ।

বোধজ্ঞ (পুং) বোধং অভিপ্রায়ং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ অভিপ্রায়বেত্তা, শ্রীকৃষ্ণ।

"সর্ব্বভাববিদাং শ্রেষ্ঠো বোধজ্ঞঃ কামশাস্ত্রবিদ্।
কামিনীং বোধয়ামাস বাসয়ামাস বক্ষসি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৽ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৩ অ:)

বোধন (ক্লী) বুধ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ গন্ধদীপন। (মেদিনী) ২ বেদন। ৩ বিজ্ঞাপন। ৪ উদ্দীপন।৽ "সময়েন তেন চিরসুপ্তমনোভববোধনং সমবোধিষত।" (মাঘ ৯।৩৮) 'মনোভবস্য কামস্য বোধনং উদ্দীপনং যস্মিন্' (মল্লিনাথ) ৫ জ্ঞান। (রঘু ৯।৪৯) ৬ চৈতন্যসম্পাদন। যথা—দুর্গাদেবীর বোধন। আশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য ভগবতী দুর্গার বোধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বোধনের ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥"

অত্র কৃষ্ণাদিত্বাদিষে. ইত্যপি গৌণাশ্বিনপরং' (তিথিতত্ত্ব) রবি কন্যারাশিতে যাইলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে দেবীর যথা বিধানে বোধন করিবে, এই স্থলে 'আশ্বিন' পদ গৌণাশ্বিন বুঝিতে হইবে। নবম্যাদি কল্পস্থলে প্রাতঃকালে কল্পারম্ভ হইয়া সায়ংকালে বিল্বতরুমূলে দেবীর বোধন হইবে। কৃষ্ণা-নবমী হইতে শুক্লাদশমী অর্থাৎ বিজয়া-দশমী পর্য্যন্ত প্রতিদিন পূজা করিতে হয়। নবমী বোধন আশ্বিন মাসেই অভিহিত হইয়াছে। বচনান্তরে লিখিত আছে,

"আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে দ্বয়োরেবানুপালনম্।
যোগাভাবে তিথিগ্রাহ্যা দেব্যাঃ পূজনকর্ম্মণি॥
কৃষ্ণনবম্যামার্দ্রাযোগো বিধৌ মন্ত্রে চ শ্রূয়তে॥'

লিঙ্গপুরাণ-মতে—

'কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পূজয়িত্বার্দ্রভে দিবা।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং মহাবিভববিস্তরৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীর বোধন করিতে হয়, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীই বোধনের প্রশস্ত দিন। কিন্তু প্রতি বৎসর গৌণাশ্বিন কৃষ্ণানবমীতে আর্দ্রাযোগ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ কোন বৎসর হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, এরূপ স্থলে 'আর্দ্রায়াং বোধয়েৎ' ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। ইহার মীমাংসা শাস্ত্রে এইরূপ আছে, নবমীতেই বোধন হইবে, তবে ঐ নবমীতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ হয়, অতি উত্তম

এই মাত্র। নচেৎ আর্দ্রা নক্ষত্র ভিন্ন যে বোধন হইবে না, তাহা নহে।

'অকালে বোধন করিতে হয়' এখানে অকাল শব্দের অর্থ দেবতাদিগের রাত্রি, কারণ উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দেবতাদিগের রাত্রিতে কোন কার্য্য প্রশস্ত নহে। এই জন্য 'অকালে ব্রহ্মণা বোধঃ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রার কাল এইজন্য বোধন করিয়া পূজা করিতে হয়।

"অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরিতি এবঞ্চ
রাত্রাবেব মহামায়া ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
তথৈব চ নরাঃ কুর্য্যুঃ প্রতিসম্বৎসরং নৃপ ॥"

নবমীতিথি যদি উভয় দিনে পূর্ব্বাহ্ণে প্রাপ্ত হয়, এবং পর দিনের নক্ষত্র লাভ অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে। যুগ্মাক্ষর বলিয়া পূর্ব্বদিনে হইবে না এবং উভয়দিনেই পূর্ব্বাহ্ণলাভে এবং নক্ষত্রের যোগ যদি না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে বোধন হইবে। কারণ এই স্থলে কেবল তিথিতেই বোধন হইবে, এবং তিথি-কৃত্য বলিয়া যুগ্মাদরই গ্রহণীয়। "উভয়দিনে পূর্ব্বাহ্ণে নবমী-লাভে পরত্রার্দ্রালাভে পরত্র বোধনং নতু যুগ্মাৎ পূর্ব্বত্র। যুগ্ম-বাধকপূর্ব্বাহ্ণস্য বাধকনক্ষত্রানুরোধাৎ দিবা নক্ষত্রালাভে তু পূর্ব্বাহ্ণ এব নবম্যাং উভয়ত্র পূর্ব্বাহ্ণলাভে পূর্ব্ব দিন এব যুগ্মাৎ। অত্র কেবলনবম্যাং বোধনবিধেনক্ষত্রাপি গুণফলত্বাচ্চ।"
(তিথিতত্ত্ব)

নবমীতেই কেবল প্রশস্ত। যদি নবমী দিনে বোধন না হয়, তাহা হইলে শুক্ল চান্দ্রাশ্বিন ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে বোধন করিয়া পরদিন সপ্তমীতে পূজা করিতে হইবে। ষষ্ঠীতে বোধন অসামর্থ্যপ্রযুক্তই উক্ত হইয়াছে। এখন কুলপ্রথা মত ষষ্ঠী বা নবমীতে বোধন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠীতে বোধনস্থলে যদি পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, এবং পর দিন যদি সায়ংকাল প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে দেবীর বোধন এবং পর দিনে আমন্ত্রণ অধিবাস হইবে। যদি উভয় দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে।

"যদা তু পূর্ব্বদিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভঃ পরদিনে সায়ং বিনা ষষ্ঠীলাভঃ তদা পূর্ব্বেদ্যুর্বোধনং পরদিনে সায়মামন্ত্রণং, যদা তূভয়দিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভস্তদা পরেহহনি পূর্ব্বাহ্ণে ষষ্ঠ্যাং বোধনং, বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।
ষষ্ঠ্যাং বোধনেতু নক্ষত্রানুপদেশায় তদাদরঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বোধনে সকল স্থলে বিশেষ ফলকামী হইলে বোধন এই পদের উল্লেখ হইবে। দেবীর বোধনের মন্ত্র—

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যাং চার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং ॥
ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামাস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্বয়ি কৃতঃ পুরা ॥" (পূজাপদ্ধতি)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, নবমীতে বোধন অষ্টাদশ-ভুজার এবং ষষ্ঠীতে বোধন দশভুজার ইহা সঙ্গত নহে, দশ-ভুজারই ষষ্ঠী এবং নবমী উভয় তিথিতেই বোধন হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ। শরৎকালে দশভুজা দুর্গা দেবীর বোধন উক্ত হইয়াছে, এই জন্য উঁহার নাম 'সারদা' হইয়াছে। অতএব সারদা দশভুজা দুর্গার ষষ্ঠী ও নবমী তিথিতে বোধন হইবে।

বোধনী (স্ত্রী) বুধ ভাবে ল্যুট্, ঙীষ্। ১ বোধ। বোধ্যতে-নয়া বুধ-ণিচ্ করণে ল্যুট্, অনয়াহি মূর্চ্ছিতা বোধ্যতে হতোহস্য তথাত্বং। ২ পিপ্পলী। (মেদিনী)
বুধ্যতেহস্যাং বুধ অধিকরণে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ উত্থানৈকা-দশী। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী—এই দিন ভগবান্ বিষ্ণু জাগরিত হন, এই জন্য ইহার নাম বোধনী, এই দিন অতি পুণ্য দিন, ইহাতে স্নানদানাদি করিলে অনন্ত ফললাভ হয়।
"শয়নী বোধনী মধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বোধনীয় (ত্রি) বুধ্ কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ বোধ্য, বোধযোগ্য, বোধিতব্য।

বোধপৃথ্বীধর (পুং) জনৈক বৈদান্তিক।

বোধয়িতৃ (ত্রি) বুধ-ণিচ্-তৃচ্। যিনি জ্ঞানমার্গ উন্মোচন করিয়া দেন, গুরু। ২ বৈতালিক, যে ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়।

বোধয়িষ্ণু (ত্রি) নিদ্রা ভাঙ্গিতে ইচ্ছুক।

বোধরায়াচার্য্য (পুং) মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু। সত্য-বীরতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

বোধবাসর (পুং) বোধস্য ভাবতো মায়ানিদ্রায়া প্রবোধস্য বাসরঃ। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রবোধ দিন। বিষ্ণু যে দিন প্রবুদ্ধ হন, উত্থানৈকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে:— বৈষ্ণব যাবজ্জীবন ধরিয়া যে কোন পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, যদি বোধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করে, তাহা হইলে তৎকৃত সকল পুণ্য নিষ্ফল হয়।
"জন্মপ্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎ সর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরম্ ॥"
(হরিভক্তিবিলাস)

বোধাত্মন্ (পুং) জৈন মতে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাযুক্ত আত্মা।

বোধান (পুং) বুধ্যতে ইতি বুধ-আনচ্। ১ গীষ্পতি। ২ বিষ্ণু। ৩ বুধভেদ। (শব্দরত্না০)

বোধানন্দঘন (পুং) আচার্য্যভেদ।

বোধায়ন, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিপ্রণেতা। রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহার রচিত ভগবদ্গীতা ও দশখানি উপনিষদের টীকা আছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

বোধারণ্যযতি (পুং) তত্ত্বকৌমুদীব্যাখ্যানপ্রণেতা, ভারতী যতির গুরু।

বোধি (পুং) বুধ-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ সমাধিভেদ। ২ পিপ্পল বৃক্ষ। (মেদিনী) পর্য্যায়—
"পিপ্পলোবোধিরশ্বত্থশ্চৈত্যবৃক্ষো গজাসনঃ।" (বৈদ্যক রত্নমালা)
৩ বোধ। (ত্রিকা০) (ত্রি) ৪ জ্ঞাতা। (উজ্জ্বল)

বোধিত (ত্রি) বুধ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত।
"রাত্রাবেব মহামায়া ব্রাহ্মণা বোধিতা পুরা।" (তিথিতত্ত্ব)

বোধিতরু (পুং) বোধিরেব তরুঃ। অশ্বত্থবৃক্ষ। (হেম)

বোধিতব্য (ত্রি) বুধ-ণিচ্-তব্য। জ্ঞাপিতব্য।

বোধিদ (পুং) অর্হৎভেদ। (হেম)

বোধিদ্রুম (পুং) বোধিরেব দ্রুমঃ। বোধিবৃক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষ। বুদ্ধদেব এই দ্রুমমূলে বোধ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন। [বোধগয়া দেখ।]

বোধিধর্ম্ম (পুং) জনৈক বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য। ইহার পূর্ব্বনাম বোধিধন।

বোধিন্ (ত্রি) জ্ঞাত। প্রবুদ্ধ।

বোধিভদ্র (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

বোধিমণ্ড (পুং) বোধিদ্রুমমূলে যে বজ্রাসনে বসিয়া শাক্যমুনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী হইতে উত্থিত সেই আসনের নাম।

বোধিমণ্ডল (ক্লী) যে আসনে বসিয়া শাক্যসিংহ সম্বোধি লাভ করেন।

বোধিসঙ্ঘারাম, বৌদ্ধ সঙ্ঘারামভেদ। [বোধগয়া দেখ।]

বোধিসত্ত্ব (ক্লী) বোধি-বোধবৎ সত্ত্বং। বুদ্ধ বিশেষ।
"দয়ালুর্বোধিসত্ত্বাংশঃ কোঽপ্যন্যো জীমূতবাহনাৎ।
শক্রাদধিসাৎ কর্ত্তু মপি কল্পদ্রুমং কৃতী॥"
(কথাসরিৎসা০ ২২।৩৫)

বোধিসিদ্ধি, সহস্রাখ্য নামক বেদান্তগ্রন্থ রচয়িতা।

বোধেন্দ্র, আত্মবোধটীকা, ভাবপ্রকাশিকা, নামরসায়ন, নামরসোদয় ও হরিহরভেদধিক্কার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

বোধেয় (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ।

বোধ্য (ত্রি) বুধ-ণ্যৎ। বোধযোগ্য, বোধনীয়।

বোনা (দেশজ) বপন। পশমের মোজা প্রভৃতির গ্রন্থন।

বোনাই (দেশজ) ভগিনীপতি।

বোনাল (দেশজ) বনযুক্ত। অরণ্য সন্নিকটস্থ স্থান।

বোবা (দেশজ) মূক, যাহারা কথা কহিতে পারে না।

বোয়াল (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Silurus Pelorius)

বোর (দেশজ) ১ ধান্যবিশেষ। ২ কাষ্ঠের গুঁড়া। ৩ কোমরের অলঙ্কারভেদ।

বোরা (দেশজ) থলে।

বোরাবন্দি (পারসী) থলিয়াজাত করণ। থলে পুরিয়া গাঁট্‌রি বন্ধন।

বোরো (দেশজ) এক প্রকার ধান্য। সাধারণতঃ এই দেশে তিন প্রকার ধান্য বপন করা হয়, আউস্, আমন ও বোরো। এই তিন প্রকার ধানের মধ্যে আউস্ ও বোরোধান প্রায় ভদ্রলোকে ব্যবহার করে না। [ধান্য দেখ।]

বোল (দেশজ) ১ মুখোচ্চরিত শব্দ বা বাক্য। ২ মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার প্রলেপ দ্বারা মৃৎপাত্রের চাক্‌চিক্য সম্পাদন করা হয়। ৩ রঙ করিবার জন্য প্রস্তুত মদিরাবিশেষ। ৪ বউল শব্দজ, আম্রাদির মুকুল। ৫ আনদ্ধ যন্ত্রাদি বাদনের সাঙ্কেতিক শব্দবিন্যাস।

বোলক (দেশজ) যে মুখে বলিয়া যায়। কথক।

বোলচাল (দেশজ) কথাবার্ত্তা। যে কথায় কথায় সামাজিক উচ্চ শ্রেণীর রীতিনীতি প্রকাশ করে।

বোল্‌তা (দেশজ) মক্ষিকাজাতীয় কীট বিশেষ (wasp)। পর্য্যায় বরট, বরল।

বোলস (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ। (Juglans Pterococca)

বোলা (দেশজ) বাক্যমালা, বক্তৃতা।

বোলী (দেশজ) বাক্য। কথা। ব্রজবুলিতে বাক্যের অপভ্রংশে বোল বা বোলি শব্দের প্রভূত প্রয়োগ আছে।

বোল্লা (দেশজ) বোল্‌তা।

বোহারা (দেশজ) ধান্যবিশেষ।

বৌ (দেশজ) বধূশব্দে অপভ্রংশ।

বৌগুনা (দেশজ) পিত্তলনির্ম্মিত পাত্রভেদ। বোগ্‌নো। এইদেশে বিধবা স্ত্রীরা পাকাদি কার্য্যে এই পাত্র ব্যবহার করে।

বৌদ্ধ (ক্লী) বুদ্ধেন প্রণীতং বুদ্ধ-অণ্। বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। (মৎস্যপু০ ২৪ অ০) বুদ্ধশাস্ত্র। বুদ্ধশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা অণ্। (ত্রি) ২ বুদ্ধশাস্ত্রাধ্যায়ী। ৩ বুদ্ধশাস্ত্রবেত্তা। পর্য্যায় ভিক্ষক, ক্ষপণ, অহ্লীক, বৈনাসিক। (ত্রিকাণ্ড) ৪ বুদ্ধসম্বন্ধিবস্তু। ৫ বুদ্ধমতাবলম্বী ধর্ম্মসম্প্রদায়। [ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ অন্তঃস্থ বএ বৌদ্ধ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৌধ (পুং) বুধস্যাপত্যং পুমান্ বুধ-অণ্। বুধের পুত্র, পুরূরবস্। (হেম)

বৌধভারতী, সাংখ্যবাচস্পতিব্যাখ্যাপ্রণেতা।

বৌধায়ন (পুং) আঙ্গিরস ভিন্ন বোধঋষির গোত্রাপত্য। ২ একজন ঋষি। ইনি শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মসূত্র সমুদায় রচনা করেন।

বৌধি (পুং) বোধ-ঘঞ্। আঙ্গিরস ভিন্ন বোধের গোত্রাপত্য।

বৌধ্য (পুং) বোধ-ঘঞ্। আঙ্গিরস গোত্রাপত্য। মহাভারত-শান্তিপর্ব্বে বৌধ্যগীতা অর্থাৎ বৌধ্যের উপদেশ আছে, তাহার স্থূলতাৎপর্য্য এইরূপ:—একদা যযাতি বৌধ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কাহার উপদেশে শান্তিলাভ করিয়াছেন। তাহাতে বৌধ্য বলেন, আমি পিঙ্গলা বেশ্যা, ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, শরনির্ম্মাতা ও কুমারী এই ছয় জনের উপদেশে শান্তি লাভ করিয়াছি। ইহাদের নিকট এই সকল উপদেশ পাইয়াছি। আশা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, আশা বিনাশ করিতে পারিলেই পরমসুখ লাভ হয়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়া পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরামিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটী ক্রৌঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ করিয়া পরমসুখ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্ম্মাণ করা কখনই সুখের হেতু নহে। সর্প পরনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে পরম সুখে বাস করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভৃঙ্গের ন্যায় পর্য্যটন করিয়া নিরুপদ্রবে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এক শর-নির্ম্মাতা শর নির্ম্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সম্মুখে আসিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কএকজন অতিথিভোজন করাইবার বাসনায় উদূখল মুষলদ্বারা তণ্ডুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সমুদায় বারংবার শব্দায়মান হইতে লাগিল, তখন সে বুঝিল অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই কলহ হয়, এই জন্য ক্রমে শঙ্খ সকল চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ইহাই বৌধ্যের উপদেশের স্থূল-তাৎপর্য্য। (ভারত-শান্তিপ° ১৭৮ অ°)

বোধো দেশভেদোঽভিজনোঽস্য শাণ্ডিকাদিত্বাৎ ঞ্য। (ত্রি) ২ পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাসী।

বৌভুক্ষ (ত্রি) ১ দরিদ্র। ২ অনাহারাবসন্নদর্শন ব্যক্তি। ৩ কৃশ। ৪ ক্ষুধিত।

বৌহার (দেশজ) গুল্ম বিশেষ (Cordia latifolia)

ব্যাঁক (দেশজ) বক্র শব্দজ। পথ বা নদীর বাঁক অর্থাৎ গতি প্রত্যাবর্ত্তন স্থান। রেখাদির বক্রতা।

ব্যাঁকা (দেশজ) বক্র। যাহা সোজা নহে, ঘুরান।

ব্যাঙ্ (দেশজ) ভেক।

ব্রততি (স্ত্রী) ব্রজন্তী ততির্বিস্তৃতির্যস্যাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বা প্রতনোতীতি তন—বিস্তারে (ক্তিচ্‌ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৭৪) ইতি ক্তিচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ লতা। ২ বিস্তার। (অমর)

ব্রধ্ন (পুং) বন্ধ বন্ধনে (বন্ধে ব্রধিবুধী চ। উণ্ ৩।৫) ইতি নক্ ব্রধাদেশশ্চ। ১ সূর্য্য। "যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ" (ঋক্ ১।৬।১) ২ বৃক্ষমূল। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ শিব। (হেম) ৫ দিন। ৬ অশ্ব। (নিঘণ্টু) ৭ চতুর্দ্দশ মনু ভৌত্যের পুত্রভেদ।

"গুরুর্গম্ভীরোব্রধ্নশ্চ ভরতোঽনুগ্রহস্তথা।
তেজস্বী সুবলশ্চৈব ভৌত্যস্যৈতে মনোঃ সুতাঃ ॥"
(মার্ক°পু° ১০০।৩২)

৮ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"যস্য বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শোকশূলকরশ্চরম্।
বঙ্‌ক্ষণাৎ বৃষণৌ যাতি ব্রধ্নস্তস্যোপজায়তে ॥" (চরক ১৮ অ°)

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্ দেখ।)

ব্রহ্মকন্যকা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কন্যকা সুতা। ১ সরস্বতী (ত্রিকা°) ২ ব্রাহ্মী। (রাজনি°)

ব্রহ্মকর (পুং) ব্রাহ্মণ বা গুরু পুরোহিতকে দেয় অর্থ।

ব্রহ্মকর্ম্মন্ (ক্লী) ব্রহ্মবিহিতং কর্ম্ম। ১ বেদবিহিত কর্ম্ম।(ত্রি) ২ ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মফল।

ব্রহ্মকর্ম্মপ্রকাশক (পুং) গোপালের নামান্তর। শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি (পুং) ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রং যস্য বা ব্রহ্মণি কর্ম্মণাং সমাধিঃ। সকল কর্ম্মের কর্ত্তৃাদাজাতের ব্রহ্মরূপে চিন্তন।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥" (গীতা ৪।২৪)

যাঁহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট এই জগৎ এক ব্রহ্মময় বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা হোম করিতে হয়, তাহা তিনি দেখিতে পান না, কেবল তিনি ব্রহ্মের সত্তাই অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বদর্শী যোগিগণ ব্রহ্মাগ্নিতেই আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মে সমাধি করিয়া জীবাত্মার লয় করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মকলা (স্ত্রী) দাক্ষায়ণী। ইনি সকল মনুষ্যের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মকল্প (ত্রি) ১ ব্রহ্মসদৃশ। ২ ব্রহ্মের স্থিতিকাল।

ব্রহ্মকাণ্ড (ক্লী) বেদের যে অংশে পরব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানকাণ্ড। ইহা কর্ম্মকাণ্ডের বিপরীত।

ব্রহ্মকায় (পুং) দেবতা বিশেষ।

ব্রহ্মকায়িক (ত্রি) ব্রহ্মকায় নামক দেব সম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মকার (ত্রি) অন্নকর্ত্তা। "নরঃস্তবন্তো ব্রহ্মকারাঃ" (ঋক্ ৬।২৯।৪) 'ব্রহ্মণোঽন্নস্য হবির্লক্ষণস্য কর্ত্তারঃ' (সায়ণ)

ব্রহ্মকাষ্ঠ (ক্লী) তূলকাষ্ঠ। (রাজনি॰)

ব্রহ্মকিল্বিষ (ক্লী) ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধকারীর যে পাপ।

ব্রহ্মকুণ্ড (ক্লী) ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং কুণ্ডং সরোবরম্। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কামরূপস্থ সরোবর। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পাণ্ডুনাথের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড নামে সরোবর, ইহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বর্গবাসিদিগের স্নানের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার দীর্ঘতা একশত ব্যাম এবং বিস্তার তাহার অর্দ্ধ। এই সরোবর সকল পাপহর, পবিত্র এবং দেবলোক হইতে আগত। এই সরোবরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়—

"কমণ্ডলুসমুদ্ভূত ব্রহ্মকুণ্ডামৃতস্রব।
হর মে পর্ব্বপাপানি পুণ্যং স্বর্গঞ্চ সাধয় ॥"

এই মন্ত্রে স্নান করিয়া ব্রহ্মকূট পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক উমাপতির পূজা করিলে মুক্তি হয়। (কালিকাপু॰ ৮১ অঃ)

ব্রহ্মকুশা (স্ত্রী) অজমোদা, চলিত রাঁধুনী। (ভাবপ্র॰)

ব্রহ্মকূট (পুং) ব্রহ্মা কূটে শিখরে যস্য। পর্ব্বত বিশেষ।

"ব্রহ্মকূটে জলে স্নাত্বা পূজয়িত্বা উমাপতিং।
ব্রহ্মকূটং সমারুহ্য মুক্তিমেবাপ্নুয়ান্নরঃ॥" (কালিকাপু॰ ৮১অ॰)

ব্রহ্মকূর্চ্চ (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য কূর্চ্চমিব। ব্রতবিশেষ।

"রজস্বলে তু যে নার্য্যাবন্যোন্যং স্পৃশতো যদি।
সবর্ণে পঞ্চগব্যন্ত ব্রহ্মকূর্চ্চমতঃ পরম্ ॥" (বৃদ্ধশাতাতপ)

পঞ্চগব্য পান করিয়া একদিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়। এই ব্রত রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শেও করা যায়।

'অহোরাত্রোষিতা ভূত্বা পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ প্রাতর্ব্রহ্মকূর্চ্চবিধিঃ স্মৃতঃ ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চগব্য বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে এই ব্রত হয়। পৌর্ণমাসীতে এই ব্রত করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। যিনি প্রতিমাসে দুইবার এই ব্রত করেন, তাঁহার উত্তমা গতি লাভ হয়। ইহাকে পঞ্চগব্য পানরূপ ব্রতও বলা যায়। ২ কুশোদক সহিত পঞ্চগব্য।

"পঞ্চগব্যেন দেবেশং যঃ স্নাপয়তি ভক্তিতঃ।
ব্রহ্মকূর্চ্চবিধানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥"
"ব্রহ্মকূর্চ্চবিধানেন কুশোদকযুক্তেন" (দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্ব)

ব্রহ্মকৃৎ (ত্রি) ব্রহ্ম তপঃকরোতীতি কৃ-ক্বিপ্। ১ তাপস, তপস্যাকারী। ২ স্তোত্রকারী, যিনি কায়মনোবাক্যে পূজা ও ভজনা করেন। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৩২) ৫ ইন্দ্র।

ব্রহ্মকৃত (ত্রি) ব্রহ্মণা কৃতঃ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত।

ব্রহ্মকৃতি (স্ত্রী) ক্রিয়মাণব্রহ্মস্তোত্র। (ঋক্ ৭।২৮।৫)

ব্রহ্মকোশ (পুং) ব্রহ্মার রত্নভাণ্ডার। ব্রহ্মতত্ত্বাশ্রিত পবিত্র শব্দ বা গ্রন্থ।

ব্রহ্মকোশী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কোশীব। অজমোদা। (রাজনি॰)

ব্রহ্মক্ষত্র, ১ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে উৎপন্ন জাতি বিশেষ। ২ ব্রহ্ম-তেজা ক্ষত্রিয়।

"ব্রহ্মক্ষত্রস্য যো যোনির্বংশো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।"(বিষ্ণুপু॰ ৪।২১।৪)

শ্রীধরস্বামী তট্টীকায় এই ক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়ৈরেব কৈশ্চিত্তপোবিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্য-লব্ধমিতি'। দাক্ষিণাত্যে এই ব্রহ্মক্ষত্রগণ এখনও কায়স্থের ন্যায় আচার-সম্পন্ন অথবা কায়স্থ বলিয়া গণ্য। [কুলীন দেখ]

৩ ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষত্রবীর্য্যশালী। প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয় বীর্য্যে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রদেশে তপস্যার্থ গমন করিয়াছিলেন।

"দক্ষো দত্ত্বাঽথ তাঃ কন্যাঃ ব্রহ্মক্ষত্রং প্রপদ্য চ।
ব্রহ্মণাঽধ্যুষিতং পুণ্যং সমাহিতমনা মুনিঃ ॥" (হরিবংশ ১১২)

ব্রহ্মক্ষেত্র (ক্লী) ব্রহ্মার অধিষ্ঠানস্থান মানবদেহ যতিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মক্ষেত্র নামে উক্ত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণা স্তোত্রসংসিদ্ধা জনিত্রে প্রথমে পদে
ব্রাহ্মণাঽধ্যুষিতত্বাচ্চ ব্রহ্মক্ষেত্রমিহোচ্যতে ॥" (হরিবংশ)

২ বেদমন্ত্রপারগ ব্রাহ্মণ-অধিবসিত পুণ্যস্থান।

ব্রহ্মগন্ধ (পুং) ব্রহ্মের বিকাশ বা জ্ঞানরূপ সৌগন্ধ।

ব্রহ্মগয়া, গয়া তীর্থ। [গয়া দেখ।]

ব্রহ্মগর্ভ (পুং॰) একজন স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা। (স্ত্রী) ব্রহ্মেব গর্ভো যস্যাঃ। আদিত্যভক্তা। (Polanisia Icosandra) (রাজনি॰)

ব্রহ্মগবী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণের অধিকৃত গাভী।

ব্রহ্মগায়ত্রী (স্ত্রী) গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ।

ব্রহ্মগার্গ্য (পুং) ঋষিভেদ। (হরিব॰ ১৫৯ অ॰)

ব্রহ্মগিরি (পুং) ব্রহ্মণো গিরিঃ পর্ব্বতঃ। ব্রহ্মশৈল। এই পর্ব্বত নীলকূট নামক কামাখ্যানিলয়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

"তত্রস্থ নীলকূটাখ্যং কামাখ্যানিলয়ং পরম্।
তৎপূর্ব্বভাগে বসতি ব্রহ্মা ব্রহ্মগিরিং পুনঃ॥"
(কালিকাপু০ ৮১ অ০)

ব্রহ্মগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৪৫০০ ফিট। দাবসীবেট্টা নামক ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর ৫২৭৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা০ ১১°৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ২´ পূঃ। ইহার চারি পার্শ্ব বনজঙ্গলে পূর্ণ। এই বনান্তরাল হইতে কাবেরী নদীর পাপনাশিনী, বলরপত্তন ও লক্ষ্মণ তীর্থ নামক শাখাত্রয় পূর্ব্বাভিমুখে এবং বড়পোলে নামক নদী উত্তর-পশ্চিমে ঘুরিয়া পেরাম্বাড়ি গিরিসঙ্কট অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মগীতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ গীতা ৬তৎ। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রহ্মকর্ত্তৃক কথিত অনুশাসন রূপ গাথা।

"দমস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যথ।
যচ্চৈব মানুষে লোকে যচ্চ দেবেষু কিঞ্চন॥
সর্ব্বং তু তপসা সাধ্যং জ্ঞানেন নিয়মেন চ।
ইত্যেবং ব্রহ্মগীতাস্তে সমাখ্যাতা ময়াঽনঘ॥"

(ভারত অনুশাসনপ০ ৩৫অ০) ২ শিবপুরাণের অন্তর্গত জ্ঞানখণ্ডের ৬ হইতে ৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত, যে বিভাগে বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের অবতারণা হইয়াছে।

ব্রহ্মগীতিকা (স্ত্রী) ব্রহ্মার স্তুতি বা গীত।

ব্রহ্মগুপ্ত (পুং) ১ বিদ্যাধর-ভীম পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার ঔরস জাত পুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা ৪৬।৬১) ২ জনৈক জ্যোতির্বিদ্, অনুমান ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। ৩ ভক্ত সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু।

ব্রহ্মগুপ্তীয় (পুং) ব্রহ্মগুপ্তবংশোদ্ভব রাজপুত্র।

ব্রহ্মগোল (পুং) ভূমণ্ডল। জগৎ। পৃথিবী।

ব্রহ্মগৌরব (ক্লী) ব্রহ্মমহিমসূচক অস্ত্রাদি। ব্রহ্মাস্ত্রের গুণ। (ভট্টি ৯।৭৬)

ব্রহ্মগ্রন্থি (পুং) যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থিভেদ। যজ্ঞোপবীত গ্রন্থি দিয়া ধারণ করিতে হয়।

ব্রহ্মগ্রহ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষস। যিনি পরমপবিত্র বস্তু পাইতে ইচ্ছুক।

ব্রহ্মগ্রাহিন্ (ত্রি) পবিত্র পরমপদার্থ বা ব্রহ্মার্থলাভের উপযুক্ত। (কৌশিকোপনিষৎ ১।১)

ব্রহ্মঘাতক (পুং) ব্রাহ্মণং বিপ্রং হন্তি হন-ণ্বুল্। ব্রহ্মহত্যাকারক (ত্রি) ব্যাসোক্ত পরিভাষিক পাপভেদযুক্ত।

"পঙ্‌ক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ। (ব্যাস)

পঙ্‌ক্তিভেদী প্রভৃতি পঞ্চপাপী ব্রহ্মঘাতক নামে অভিহিত হয়। দ্বাদশীতিথিতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মঘাতক হয়, অর্থাৎ তত্তুল্য পাপভাগী হইতে হয়। "পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রহ্মঘাতিন্ (ত্রি) ব্রহ্ম-হন্-ণিনি। ব্রাহ্মণহত্যাকারী। ভৃগুমুনির নামান্তর। (স্ত্রী) দ্বিতীয় দিবসীয় রজস্বলা স্ত্রী

ব্রহ্মঘোষ (পুং) বেদধ্বনি। (ভারত ৩।২৬।২)

ব্রহ্মঘ্ন (ত্রি) ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং হন্তি হন-ক। ব্রহ্মহত্যাকারক।

"ব্রহ্মঘ্নমপি চণ্ডালং কঃ পতন্তং পুনীমহে।" (মলমাসত০)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ গৃহকন্যা। ৩ ব্রহ্মঘাতিনী।

ব্রহ্মচক্র (ক্লী) ব্রহ্মনির্ম্মিতং চক্রং। কার্য্যকারণাত্মক সংসাররূপ চক্র। জীবগণ এই সংসার চক্রে নিয়ত নিষ্পেষিত হইতেছে, এইজন্য ইহাকে ব্রহ্মচক্র কহে। "সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে" (শ্বেতাশ্বতরোপনি০)

ব্রহ্মচর্য্য (ক্লী) ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং। আশ্রম বিশেষ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। আশ্রম ধর্ম্মের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ২ অষ্টাঙ্গ-মৈথুননিবৃত্তি।

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ।
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (ভারবিটীকা মল্লি০ ১০)

স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিবৃত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন-নিবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সাধারণতঃ জানিতে হইবে।

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥" (মনু ৫।১৬০)

'ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা অকৃতপুরুষান্তরমৈথুনা' (কুল্লূক)

৩ যমভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহের নাম যম। প্রথমে অহিংসা, তৎপরে সত্য ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাতঞ্জল-ভাষ্যে লিখিত আছে, 'ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিয়মঃ, বীর্য্যধারণং বা'। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকারের মত এইরূপ:—যমনামক যোগাঙ্গ সাধন করিতে হইলে প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান, তৎপরে সত্য, সেই সঙ্গে অচৌর্য্য, তৎপরে ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের মূল অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত, স্খলিত বা বিচলিত না হয়, অটল ও অচল থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়, রাগদ্বেষাদি অন্তর্হিত

এবং কামক্রোধাদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থিত শুক্রধাতুকে অবিকৃত, অস্খলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্য কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শন ও স্পর্শন পরিত্যাগ বিধেয়। ক্রীড়া, হাস্য ও পরিহাস, তাহাদিগের রূপলাবণ্য-চিন্তা প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। আলিঙ্গন ও রেতঃসেক নিষিদ্ধ। কিছুদিন এইরূপ নিয়মাচারী হইলে ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ় হয়। তখন আত্মায় আর এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তির (যাহার অন্যনাম ব্রহ্মতেজ, তাহারই) প্রাদুর্ভাব হয়। তখন তাহার মুখজ্যোতিঃ অপূর্ব্ব এবং মানসিক তেজঃ অপ্রতিহত হয়।

ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" (পাতঞ্জলসূ° ৩৮৩।)

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধবিষয়ে সুসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ভ্রমক্রমেও যদি কামোদয় না হয়, স্বপ্নেও যদি চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অদ্ভুত শক্তি সঞ্চার হয় যে, তদ্বলে চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইয়া থাকে। তখন যাহাকে যে উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই সফল হইবে। (পাতঞ্জলদ°)

কলিতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থো ভৈক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র) [ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিষয় ব্রহ্মচারিন্ দেখ]

ব্রহ্মচর্য্যবৎ (ত্রি) ব্রহ্মচর্য্যং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত, ব্রহ্মচারী।

ব্রহ্মচারণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণা বেদেন চারয়তি আচরতীতি ব্রহ্মচর-স্বার্থে ণিচ্, কর্ত্তরি-ল্যু ঙীপ্। মার্গী (রত্নমালা)

ব্রহ্মচারিন্ (পুং) ব্রহ্ম-জ্ঞানং তপো বা আচরতীতি অর্জ্জয়ত্যবশ্যং ব্রহ্ম-চর-আবশ্যকে-ণিনি। প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর নিয়মপূর্ব্বক সাঙ্গবেদাধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান। মনুতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের এবং ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। উপনয়নের পরই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বিধেয়। উপনয়ন হইলেই দ্বিজগণের প্রতি ত্রৈবিদ্যাদি অথবা মধুমাংসবর্জ্জনাদি ব্রতসমূহের আদেশ এবং বিধিপূর্ব্বক বেদগ্রহণের ভার অর্পিত হয়। উপনয়নকালে যে ব্রহ্মচারীর প্রতি যে চর্ম্ম, যে সূত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড ও যে বসন বিহিত হইয়াছে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের সময়ও তদ্রূপ বিধেয়। গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক আপনার অদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেব ঋষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপূজা এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ সমিধ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্মচারীর মধু ও মাংসভোজন, গন্ধদ্রব্যসেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি রসগ্রহণ, এবং স্ত্রীসম্ভোগাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অম্ল হয়, অর্থাৎ দধিপ্রভৃতি দ্রব্যসেবন, প্রাণিহিংসা, তৈল দ্বারা আপাদমস্তক অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষুরঞ্জন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত, বাদন, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যাকথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও পরের অনিষ্টাচরণ, প্রভৃতি হইতে ব্রহ্মচারী নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন এবং কদাচ হস্তব্যাপারাদি দ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি স্নানস্তে সূর্য্যের অর্চনা করিবেন এবং 'পুনর্মাং এতু ইন্দ্রিয়ং' অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ইত্যাদি বেদমন্ত্র তিনবার জপ করিবেন। আচার্য্যের যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্যই আহরণ এবং প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বেদানুষ্ঠান যুক্ত, সন্তুষ্টচিত্তে যাহারা স্ব স্ব বৃত্তিতে কালযাপন করিতেছেন, ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতিকুলে বা মাতুলাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল পরিত্যাগ করিয়া পর পর মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন। আবার পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকলেরই যদি অভাব হয়, তাহা হইলে সংযতেন্দ্রিয় ও ভিক্ষাবাক্যবর্জ্জন অর্থাৎ মৌনী হইয়া গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন ; কিন্তু অভিশপ্ত ও মহাপাতকাদিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কথনও ভিক্ষা লইবেন না। ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধকাষ্ঠ আহরণ করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবেন এবং নিরলস হইয়া সায়ং ও প্রাতে সমিধকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় নিরন্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষাচরণ এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধকাষ্ঠ দ্বারা হোম না করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য, কিন্তু ভিক্ষায় একজন গৃহস্থের নিকট হইতে সংগ্রহ করা উচিত নহে। ভিক্ষায় দ্বারা লব্ধ ব্রহ্মচারীর উপজীবিকাকে ঋষিগণ উপবাসসম পুণ্যজনক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া ইচ্ছামত মধুমাংসাদি-বর্জ্জিত ব্রতবৎ অন্ন এবং পিত্রাদির উদ্দেশ-শ্রাদ্ধে অভ্যর্থিত হইয়া আরণ্যনীবারাদি ঋষিবৎ অন্নগ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ভোজনে ব্রহ্মচারীর একান্ন সেবনের দোষ অথবা ভিক্ষাব্রতের হানি হয় না। মন্বাদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারীর প্রতি এইরূপ শ্রাদ্ধাদিস্থলে একান্ন-ভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতি ভিক্ষাচরণ বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একান্নসেবনের বিধি নাই। ব্রহ্মচারী গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হউন বা না হউন, তিনি প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন। প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। ব্রহ্মচারী সর্ব্বদা গুরু সন্নিধানে গুরুর অপেক্ষা হীনান্নভোজন ও হীনবস্ত্র পরিধান করিবেন। গুরু অগ্রে উত্থান করা ও গুরু যখন শয়ন করিবেন, তৎপরে শয়ন করা বিধেয়। শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিংবা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা অন্যদিকে মুখ করিয়া, গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ বা তাঁহার প্রতি সম্ভাষণ করিতে নাই। গুরুসমীপে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা অনুন্নত হওয়া উচিত। গুরুর অসাক্ষাতেও উপাধ্যায়-আচার্য্যাদি পূজনীয় বাক্যবিহীন গুরুনাম উচ্চারণ করিতে নাই, কিংবা উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অনুকরণ করা উচিত নহে। ব্রহ্মচারী কোনস্থলেই গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিবেন না। ব্রহ্মচারী গুরুর সবর্ণাস্ত্রীগণকে গুরুর ন্যায় পূজা এবং অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মাননা প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তিনি গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলম্রক্ষণ, তাঁহাকে স্নান, তাঁহার গাত্রমর্দ্দন বা কেশ-সংস্কার করিয়া দিবেন না। যুবা ব্রহ্মচারী তরুণী গুরুপত্নীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবে না। ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব। একারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিরদিন সাবধান থাকিতে পরামর্শ দেন। ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় বলবান্, এইজন্য বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেরই সাবধানতা আবশ্যক।

ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত সময়ে কখনই শয়ান থাকিবেন না, কারণ এই সময়ে তাঁহার সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃত হউক, তিনি শয়ান-জন্য পাপের নিমিত্ত সমস্তদিন উপবাস-প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তাহা হইলে তাহার মহাপাতক হইবে।

ব্রহ্মচারী এই সকল নিয়ম পালন করিয়া জীবনের চতুর্থ ভাগ গুরুগৃহে যাপনকরিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবেন। (মনু ২ অ০)

সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রেরই কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতিই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাহৃত অন্ন ভোজন করিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধ-ভোজনে অধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ম মাত্রেরই মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসম্ভোগ, জীব-হিংসা, উদয়াস্ত সময়ে সূর্য্যদর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক পরের দোষোল্লেখন প্রভৃতি বিষয় পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মচারী এক এক বেদ অধ্যয়নে দ্বাদশ বর্ষ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচ বৎসর।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্য্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যপুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য পত্নীর সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী উক্ত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন। ইহ-সংসারে তাঁহাকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

(যাজ্ঞবল্ক্যস০ ১ অঃ)

ব্রহ্মচর্য্য দুই প্রকার—উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যিনি বিধি পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম উপকুর্ব্বাণ এবং যিনি মরণান্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহে।

"ব্রহ্মচার্য্যুপকুর্ব্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ।
যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাব্রজেৎ।
উপকুর্ব্বাণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥"

(কূর্ম্মপু০ ২অ০)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে।

"বালঃ কৃতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ।
গুরুগেহে বসেদ্ভূপ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥" (বিষ্ণুপু০ ৩।৯।১)

২ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"ব্রহ্মচারী বহুগুণঃ সুবর্ণশ্চেতি বিশ্রুতঃ।" (ভারত১।১২৩।৫৫)

ব্রহ্মচারিণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণি বেদে চরতীতি ব্রহ্ম-চর-ণিনি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বেদমাত্রগম্যা চিচ্ছক্তিযুক্তা দুর্গা দেবী।
"বেদেষু চরতে যস্মাত্তেন সা ব্রহ্মচারিণী।" (দেবীপু০ ৪৫ অ০)

২ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী স্ত্রী।

"আসীদামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।" (মনু ৫।১৫৮,

৩ বারুণীবৃক্ষ। (রাজনি০) ৪ ব্রাহ্মীশাক। (রত্নমালা)

ব্রহ্মচোদন (ত্রি) যজ্ঞের প্রতি ব্রাহ্মণদিগের প্রেরক।

'ব্রাহ্মণানাং যজ্ঞং প্রতি প্রেরকঃ।' (মহীধর)

ব্রহ্মজ (পুং) ব্রহ্মণো জায়তে জন-ড। ১ হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হন।

"যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যশ্চাস্মৈ প্রহিণোতি বেদম্।"

(শ্রুতি) যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মকে বিধান করিয়া বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনুতেও লিখিত আছে—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।—ইত্যুপক্রম্য

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১ অ০)

ব্রহ্ম স্বকায় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলে একটা অণ্ড হয়, ঐ অণ্ড হইতে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মা ব্রহ্মজ। ২ ব্রহ্ম-জাতমাত্র, পঞ্চভূতাদি, এই জড়জগৎ প্রভৃতি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূত সকল সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মই এই জগতের মূল, তাহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে।

ব্রহ্মজজ্ঞ (পুং) ব্রহ্মণো জায়তে য ইতি ব্রহ্মজঃ ব্রহ্ম-জন-ড, জানাতীতি জ্ঞঃ, জ্ঞা-ক। ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। সমষ্টি-স্থূলদেহাভিমানী বিরাট্, ইনি হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত, সর্ব্বজ্ঞ।

"ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্যসন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ।

ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥"

(কঠউপ০ ১।১৭)

'ব্রহ্মজজ্ঞমিতি ব্রহ্মজজ্ঞং ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাজ্জাতো ব্রহ্মজঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ' (শাঙ্কর ভাষ্য) জীব ইহাকে জানিতে পারিলে শান্তি লাভ করে।

ব্রহ্মজটা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো জটেব সংহতা। দমনকবৃক্ষ।

ব্রহ্মজন্মন (ক্লী) ব্রহ্মগ্রহণার্থং জন্ম। উপনয়ন-সংস্কার, উপনয়ন হইলেই ব্রহ্মজন্ম হয়।

"উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।

ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" (মনু ২।১৪৬)

'ব্রহ্মজন্ম শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ, অস্মিন্ সময়ে উপনয়নং ব্রহ্মজন্ম, অথবা ব্রহ্মগ্রহণমেব জন্ম।' (মেধাতিথি) 'বস্মাদ্বি-প্রস্য ব্রহ্মগ্রহণার্থং জন্ম উপনয়নজন্মঃ সংস্কাররূপং পরলোকে ইহলোকে চ শাশ্বতং নিত্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলকত্বাৎ' (কুল্লুক) ব্রহ্মজন্ম ফলে ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মজায়া (স্ত্রী) ১ ব্রাহ্মণপত্নী। ২ জুহু, ইনি ঋগ্বেদের ১০।১০৯ সূক্তের ঋষি।

ব্রহ্মজার (পুং) ১ ব্রাহ্মণীর উপপতি। ২ ইন্দ্র।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মাবগতিফলক বিচার। ২ শারীরক সূত্র। [বেদান্ত দেখ]

ব্রহ্মজীবিন্ (পুং) ব্রহ্মণা বেদেন বেদোক্তশ্রৌতাদিকর্ম্মণা জীবতীতি ব্রহ্ম-জীব-ণিনি। বৃত্তির জন্য পরকীয় শ্রৌতাদি কর্ম্মকারক।

ব্রহ্মজুষ্ট (ত্রি) ব্রহ্মণঃ জুষ্টঃ। স্তবে বা মন্ত্রে প্রীত।

ব্রহ্মজূত (ত্রি) স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট। (ঋক্ ৩।৩৪।১)

ব্রহ্মজ্ঞ (পুং) ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রহ্ম-জ্ঞা-ক। শ্রীগোপাল।

"বাগ্দাতা বাক্প্রদো বাণী-নাথো ব্রাহ্মণরক্ষকঃ।

ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মকৃৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মকর্ম্মপ্রকাশকঃ॥"

(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালসহস্রস্তোত্র ৮ অ০) ২ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৩ কার্ত্তিকেয়। (ভারত ৩।২১৩।১১)

(ত্রি) ৪ ব্রহ্মবেত্তা, যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে।

"স ব্রহ্মজ্ঞঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ॥"

(চীনাচারপ্রয়োগবিধি)

ব্রহ্মজ্ঞান (ক্লী) ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিষয়ে যজ্জ্ঞানং। ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য জন্য প্রতিফলিত বৃত্ত্যারূঢ় জ্ঞান। (বেদান্তলঘুচন্দ্রিকা) মিথ্যাবাসনাবিরহবিশিষ্ট আত্মভিন্ন ভিন্নজ্ঞান। (মুক্তিবাদ) ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়-নিবর্ত্তক হিরণ্যগর্ভবিষয়ক জ্ঞান। (বৈজয়ন্তী-ধৃত পাতঞ্জল মত) প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকবিষয়ক জ্ঞান। (সাংখ্যদ০)

ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বেদান্তের মত এইরূপ—আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান এবং তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে; সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি অহং অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন, এ সকল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানও বলা যায়।

একই চৈতন্ত আমাতে ও অন্যান্য জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি)-ভেদে বিভিন্নভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অবভাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদ্বয় মহান্ ব্যাপিচৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান, তাহা অসত্য। সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যক এবং ঐ প্রতীতি সুদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান্ গুরু যখন বিবেকী ও বুভুৎসু শিষ্যকে 'তত্ত্বমসি' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন; তখন তাঁহার তদুক্ত বাক্যের সামর্থ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি, অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ববোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই জ্ঞান সাধনের বলে অপরোক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে কৃতার্থ করে।

শ্রবণাদির পর দুই প্রকারে বাক্যার্থবোধ হইতে দেখা যায়, এক পরোক্ষরূপে, আর অপরোক্ষরূপে। বাক্প্রকাশ্য বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তদ্বস্তুবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসন্নিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্যই শিষ্যের মনুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মই স্বাশ্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে 'আমি অমুক' এই সদ্বয় ভাব বা পরিচ্ছেদ-ভ্রান্তিপ্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। সুতরাং অদ্বয় ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাঁহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করে। তদ্দ্বারা ক্রমে তাঁহার 'আমি অমুক' এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাঁহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয় ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অদ্বয় ব্রহ্মভাবই ব্রহ্মজ্ঞান।

যদিও আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্য পরস্পর বিরোধী, তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবকভাব অপ্রত্যাখ্যেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক ও অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না; তেমনি জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না; ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ স্বীকার করা অন্যায্য। কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র অবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত।

নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপবোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণ করিতে পারে? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে? বস্তুতঃ প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেতনের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্ চেতনে অজ্ঞান সংস্রব নাই? সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংস্রবদৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার্শ্বচর শক্তি। ছায়া যেরূপ আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে কখন নিকটে কখন প্রকাশ্যরূপে ও কখন অন্তর্হিত রূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। সুবিধা এই যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার-কালে আলোকের অপসার, তেমনি অজ্ঞান কালে জ্ঞানের তিরোভাব, ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন-ঘটনা হয়। জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান পলায়ন করিবে, ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানেই সংসার, সংসার অন্য কিছু নহে। অখণ্ড চেতন অদ্বয় ব্রহ্মের পার্শ্বচরশক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ্যপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্যই তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখিয়াছে। সেইজন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। ১ অস্তি—আছে, ২ ভাতি—প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়—ভাল বা বেশ এই ভাব, ৪ রূপ—ইহা এই প্রকার, ৫ নাম—ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চ রূপের প্রথমোক্ত তিনরূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট

দুঃস্বরূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞান-বিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্যই বলা যায়, জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য।

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় 'অহং' আমি এই বৃত্তি অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসার কালের অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞান কালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, কখন বা শরীর অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। পূর্ণ চৈতন্যের দিকে অগ্রসর হয় না। সুতরাং সংসার কালের অহংজ্ঞান অস্থিরতা বিধায় সন্দিগ্ধের ন্যায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর ন্যায় হিতাভিলাষিণী শ্রুতি তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ দ্বারা সেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত আছে। শ্রবণে অকৃতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধিকারিতা-লাভ ও বুদ্ধি-দৌর্বল্য নিবারণের জন্য প্রথমে চিত্তপরিকর্ম্মকারক উপাসনা প্রয়োজন। শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকিলে চিত্ত নির্ম্মলীকৃত হয়। তখন শ্রবণাদি কার্য্যে অধিকার জন্মে। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হয়। প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রবণফল ব্রহ্মজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অনুভব) আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি বা মোক্ষ হয়। অজ্ঞানান্ধ জীব মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্বদা সুখের জন্য দুঃখ ভোগ করিতেছে। জীবের অজ্ঞান নাশের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত কর্ত্তব্য। [ব্রহ্ম ও বেদান্ত শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তব্রহ্মজ্ঞানং বদাম্যহম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়েৎ॥
সূর্য্যে হ্যথোগ্নি বহ্নৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্"॥
ইত্যাদি। (গরুড়পু° ২৪০ অ°)

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বোক্ত বাক্যই সমর্থিত হইয়াছে, এইজন্য বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

ব্রহ্মজ্ঞানিন্ (ত্রি) ব্রহ্মজ্ঞানং বিদ্যতেঽস্য, ব্রহ্ম-জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানী।

"কুশলাকুশলাবৃত্তিরহিতঃ সমদর্শকঃ।
লিঙ্গাশ্রমপরিত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী নিগদ্যতে॥" (শঙ্করানন্দদীপিকা)

ব্রহ্মজ্য (ত্রি) ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারী, ব্রাহ্মণনিগ্রহকর। (বৈদিক)

ব্রহ্মজ্যেয় (স্ত্রী) ব্রাহ্মণনিগ্রহ, ব্রাহ্মণের উপর দৌরাত্ম্য। (বৈদিক)

ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ (পুং) ১ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠসহোদর। (ত্রি) ২ ব্রহ্মপ্রধান।

ব্রহ্মজ্যোতিস্ (ক্লী) ১ শিব। ২ ব্রহ্ম বা দেবতার জ্যোতিঃ। (ত্রি) ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মদ্যুতিঃ।

ব্রহ্মণস্পতি (পুং) ব্রহ্মণঃ পতিঃ অলুক্‌সমাসঃ। ব্রাহ্মণজাতি-স্বামী। (শুক্ল যজু° ১৪। ২৮) ২ মন্ত্রস্বামী। "পবিত্রং বিততং ব্রহ্মণস্পতে" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১।২।৮) "হে ব্রহ্মণস্পতে মন্ত্র-স্বামিন্" (ভাষ্য)

ব্রহ্মণ্য (পুং) ব্রাহ্মণে হিতঃ ব্রহ্মন্ (খলযবমাষতিলবৃষ-ব্রহ্মণশ্চ। পা ৫।১।৭) ইতি-যৎ (যেচাভাবকর্ম্মণোঃ। পা ৬।৪।১৬৮) ইত্যণ্ প্রকৃত্যা। ১ বিষ্ণু।

"ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃৎ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মবিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥"
(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) অপিচ—
"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রাহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ॥"
(আহ্নিকচন্দ্রিকা) ২ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। (অমর) ৩ মুঞ্জতৃণ। ৪ তুলবৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ শনৈশ্চর। (ত্রি) ৬ ব্রহ্মবিষয়ে সাধু। (মেদিনী) ৭ কার্ত্তিকেয়। টাপ্। ৮ দুর্গা। (ভারত ৬।২২।২৬) ৯ স্তোত্র। 'ব্রহ্মণি স্তোত্রাণি হবির্লক্ষণান্নানি বা' (সায়ণ) (ত্রি) ১০ ব্রহ্মসম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মণ্যদেব (পুং) ব্রহ্মণ্যো দেবঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(নারদপু° বিষ্ণুপ্রণাম)

ব্রহ্মণ্যতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্রাহ্মণের ভাব বা ধর্ম্ম। "শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা। ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥" (ভাগ° ৭।১১।২২)

ব্রহ্মণ্যতীর্থ (পুং) আচার্য্যভেদ।

ব্রহ্মতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্রহ্মত্ব।

ব্রহ্মতাল (পুং) চতুর্ম্মুখতাল। ইহা দশ তালাত্মক। ইহাতে মাত্রা ৭, ক চ ট ত প এই পঞ্চাক্ষরের উচ্চারণকাল মাত্রা। প্রথম লঘু মাত্রা, তদর্দ্ধ দ্রুত মাত্রা, তাহার মধ্যে ৪লঘু ৬ দ্রুত। ।০।০০।০০। এইরূপ মাত্রা।

"চতুর্ম্মুখাভিধে তালে লগণানন্তরং প্লুতঃ।"
(সঙ্গীতদামো°)

২ বাদ্যের তাল বিশেষ। চতুর্দ্দশ পদের তাল। ইহার মধ্যে দশটী তাল ও চারিটী ফাঁক। যথা—

+ ধা গেনা । • যেকেটতা । ১ ত্রেকেটতা । ১ থুন্না
° থুন্ থুন্ । • তেটেকেটে । • কেটে । তেটে
১ কেটে তেটে । • খিটিতা । ১ ঘিটি । ১ তা খিটি,
১ তেরে কেটে । ১ তেরে কেটে, । + গেদে ঘেনি। ধা

ব্রহ্মতীর্থ (ক্লী) ব্রহ্মণস্তীর্থং। পুষ্করমূল। (রাজনি°) ১ রেবাতটস্থ তীর্থ, এইতীর্থে স্নান করিলে অন্যবর্ণের ব্রহ্মণ্যলাভ এবং ব্রাহ্মণ পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র! ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মণ্যং লভতে নরঃ।
ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্॥"

(ভারত ৩।৮৩।১০৫)

ব্রহ্মতেজস্ (ক্লী) ১ ব্রহ্মশক্তি। (ত্রি) ব্রহ্মণস্তেজ ইব তেজো যস্য। ২ ব্রহ্মের ন্যায় তেজঃশালী।

ব্রহ্মত্ব (ক্লী) ব্রহ্মণো ভাবঃ (ব্রহ্মণস্ত্বঃ। পা ৫।১।১৩৬) ঋত্বিত্ব। তুর্য্যতুরীয় ব্রহ্মভাব। পর্য্যায় ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্মসাযুজ্য, ব্রহ্মসাপুজ্য। (শব্দরত্না°)

"ব্রহ্মত্বমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতস্তথা।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৬০)

২ ঋত্বিক্ বিশেষ ব্রহ্মার ধর্ম্ম।

ব্রহ্মত্বচ (পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ ব্রাহ্মণযষ্টিকা, বামনহাটী। (শব্দচন্দ্রি°)

ব্রহ্মদ (পুং) ব্রহ্ম বেদং দদাতি দা-ক। বেদদাতা আচার্য্য উপনয়নের পর গুরু, শিষ্যকে বেদ প্রদান করেন। ব্রহ্মদাতা গুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা মাননীয়।

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" (মনু ২।১৪৬)

ব্রহ্মদণ্ড (পুং) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ সিদ্ধযষ্টিঃ। ১ ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (শব্দচ°) ২ বশিষ্ঠের সিদ্ধ যষ্টি।

"ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্।
একেন ব্রহ্মদণ্ডেন বহবো নাশিতা মম।"

(রামা° অযোধ্যাকা° বিশ্বামিত্রবাক্য) ৩ ব্রাহ্মণের শাপরূপ দণ্ড, ব্রহ্মশাপ।

"ব্রহ্মদণ্ডহতা যে চ বিদ্যাদগ্নিহতাশ্চ যে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ বিপ্রের যষ্টি। ৫ কেতুভেদ। (বৃহৎস° ১১ অ°)

ব্রহ্মদণ্ডী (স্ত্রী) ব্রহ্মণে ব্রহ্মোপাসনার্থং দণ্ডী ক্ষুদ্রো দণ্ডঃ। ক্ষুদ্রক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায় অজদন্তী, কটপত্রফলা, ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, কফ, শোফ, ও বায়ুনাশক। (রাজনি°)

"ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্পেণ স্নানে পানে বশীকরাঃ।"

(গরুড়পু° ১৮৬ অ°)

ব্রহ্মদত্ত (পুং) ১ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজবিশেষ। পর্য্যায় ব্রহ্মসূনু। (হেমচ°) (ভারত ২।৮।২০) ২ স্বনামখ্যাত নীপপুত্র। (ভাগবত ৯।২১।২৫) ব্রহ্মণা দত্তঃ। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মকর্ত্তৃক দত্ত।

"অমোঘা ইষবশ্চেমে ব্রহ্মদত্তাঃ সুতেজসঃ।
দত্তা মহ্যং মহেন্দ্রেণ তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ॥" (রামা° ৩।১৮।২৮) ৪ ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। (পুং) ৫ শুকদেবের কন্যা কৃত্বীসমাখ্যার গর্ভে অণুহের পুত্রভেদ। হরিবংশে ১১ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে।

ব্রহ্মদর্ভা (স্ত্রী) ব্রহ্মণে হিতো দর্ভো যস্যাঃ। যমানিকা। ইহার পর্য্যায়—

যমানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্যবসাহ্বয়া॥" (ভা°প্র°)

ব্রহ্মদাতৃ (পুং) ব্রহ্ম-দা-তৃচ্। বেদদাতা আচার্য্য, ব্রহ্মদ। [ব্রহ্মদ দেখ]

ব্রহ্মদান (ক্লী) ব্রহ্মণঃ বেদস্য দানং। বেদদান, বেদাধ্যাপন, সকল দানের মধ্যে বেদদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগো-মহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্॥"

(মনু ৪।২৩৩) 'ব্রহ্মদানং বেদাধ্যাপনং' (মেধাতিথি)

ব্রহ্মদারু (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য হিতকরো দারুঃ। ১ স্বনামখ্যাত অশ্বত্থাকার বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায় নুদ, পুষ, ক্রমুক, ব্রহ্মণ্য, তূল। (অমর) পলাশিক। (বাচস্পতি) তল। (ভরত) পূগ, যূষ। (শব্দরত্না°)

ব্রহ্মদেয়া (স্ত্রী) ব্রহ্মণে দেয়া। ব্রহ্মবিধি অনুসারে দেয়া কন্যা, ব্রহ্মবিবাহের বিধানানুসারে দেয়া কন্যা।

"ব্রহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠ সামগ এবচ।" (মনু ৩।১৮৫)
'ব্রহ্মদেয়া ব্রাহ্মবিবাহেনোঢ়া' (কুল্লূক)

ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রায়োদ্বীপের* অন্তর্গত

* য়ুরোপীয় ভৌগোলিকগণ এই স্থানকে Eastern Peninsula বা India beyond the Ganges বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ইংরাজাধিকৃত একটী রাজ্য। অধুনা ইংরাজ-প্রভাবে ব্রহ্মবাসিগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তাহারা এসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে একটী সুদীর্ঘ ও মহাপ্রভাবশালী সাম্রাজ্য-স্থাপনে সফলমনোরথ হইয়াছিল †। *তৎকালে ইহার উত্তর-সীমা আসাম, তিব্বত ও চীনাধিকৃত যুনানরাজ্য; পূর্ব্বে শান, লেয়স্ ও কাম্বোডিয়া; দক্ষিণে শ্যামরাজ্য এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ভারতসীমা ছিল।

ব্রহ্মবাসিগণের উৎপীড়ন অসহ্য হওয়ায়, ইংরাজরাজ ব্রহ্মদস্যুর আক্রমণ হইতে ভারতসীমান্ত রক্ষাকরণার্থ ১৮২৪ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দুইটী অভিযান করেন। এই যুদ্ধ কালে ইংরাজরাজ ব্রহ্মরাজ্যের কতকাংশ যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহাই ইতিহাসে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম (British Burma) নামে লিখিত হইত। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য ইংরাজরাজ এই লব্ধপ্রদেশকে চারি বিভাগে ও এবং ২০টী জেলায় বিভক্ত করিয়া দেন। য়ান্দাবুর সন্ধির পর আরাকান ও তেনাসেরিম বিভাগ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তদবধি প্রায় ৩৮ বর্ষ কাল এই স্থানের শাসনভার বাঙ্গালার ছোটলাটের উপর ন্যস্ত থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পেগু ও মার্ত্তাবান ইংরাজাধিকারে আইসে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত চারিটী প্রদেশ একত্র করিয়া ইংরাজরাজ সর আর্থর ফেরিকে (Sir Arthur Phayre, The First Chief-Commissioner) স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

বঙ্গসীমাক্রমণরূপ ঔদ্ধত্যের সমুচিত দণ্ডস্বরূপ দক্ষিণ ব্রহ্মের (Lower Burma) কতকাংশ ইংরাজকরে সমর্পণ করিয়া সম্রাট্ আলোমপয়ার বংশধরগণ উত্তরব্রহ্মে (Upper Burma) গমন করেন এবং আবা নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া নিরাপদে রাজকার্য্য সমাধান করিতেছিলেন। স্বাধীনচেতা ব্রহ্মরাজের ঔদ্ধত্যপ্রকৃতিনিবন্ধন, তাঁহার অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক ইংরাজপ্রজার নিপীড়ন এবং সেই অত্যাচার-কাণ্ডের প্রতিবিধানে ব্রহ্মরাজের অমনোযোগিতা হেতু ভারতরাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডাফ্‌রিন্ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষভাগে মান্দালয় অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাদল তথায় উপনীত হইয়া রাজসিংহাসন কাড়িয়া লন এবং ব্রহ্মরাজকে নিরাপদে নজরবন্দি করিয়া ভারতভূমে পাঠাইয়া দেন। বড়লাট প্রথমে মন্ত্রিসভা (Central Council of Burmese Ministers) দ্বারা ব্রহ্মের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রিদলের অসদ্ব্যবহারে এবং জালরাজপুত্রগণের সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্য ইংরাজশাসনাধীন করিয়া লন। প্রথমে প্রধান কমিসনর দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। অবশেষে সমগ্র ব্রহ্মের প্রধান শাসনকর্ত্তা স্বরূপ এখানে একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর উহার সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্যের যে সীমা ছিল, ইংরাজগণ এখনও সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন। অক্ষা০ ৯° ৫৫´ হইতে ২৭° ১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯২° ১০´ হইতে ১০০° ৪০´ পূঃ।

ইংরাজের হস্তগত হইবার পর, ব্রহ্মরাজ্যে কোন কোন দেশীয় শিল্পের অবনতি হইলেও অন্য দিকে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই রাজ্য স্বাধীন থাকিলেও একদিনের জন্যও প্রজাবর্গের মধ্যে সুখস্বচ্ছন্দতা বিরাজ করে নাই। দস্যুবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, গৃহদাহ, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি অশেষবিধ দুষ্ক্রিয়া এখানকার অধিবাসিগণের অঙ্গভূষণ ছিল। ইংরাজশাসনে সমস্ত কঠোর অত্যাচার বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থান পর্ব্বত পরিশোভিত হইলেও এখানে সালবীন নদীর অববাহিকা প্রদেশে ধান্য, ছোলা, ভুট্টা, গম, কলাই, দোক্তা, তামাক, তুলা, সরিষা ও নীল প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ আছে। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মবাসীর অতিশয় প্রিয় চা-বৃক্ষ (Elaeodendron persicum) এবং পিয়ারা, কলা, পেঁপে, তেঁতুল, নেবু, কমলানেবু প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলবৃক্ষও জন্মিতে দেখা যায়। উত্তরব্রহ্মে ইরাবতী নদীর ক্যেঙ্গ-ঘ্যেঙ্গ, ম্যিৎ-ঙ্গে, ও শোয়ে প্রভৃতি প্রশস্ত-শাখা সমুদয় প্রবাহিত। নাম-কথে নামক নদী মণিপুর ও লুসাই গিরিমালার মধ্য দিয়া ক্যেঙ্গঘ্যেঙ্গ নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি স্রোতস্বিনী ইরাবতী সালবীন ও থালবীন নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সেই সুদীর্ঘ স্রোতমালাকে ভারত-মহাসাগরে লইয়া গিয়াছে।

এখানকার বনবিভাগেও প্রচুর শাল ও সেগুন বৃক্ষ আছে। এখানে উৎকৃষ্ট লাক্ষা ও রবার আটা পাওয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্য বাণিজ্যার্থ উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে রেঙ্গুণবন্দরে আনীত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই রাজ্য খনিজ পদার্থের আকর। এখানে সোণা, রূপা, তামা, টিন, সীসক, রসাঞ্জন, বিস্‌মাথ, এবার, কয়লা, শিলা-তৈল (Petrolium), গন্ধক, সোরা, লবণ, লৌহ ও মর্ম্মর

* উত্তর দক্ষিণে যুনান হইতে মাণ্ডই পর্য্যন্ত ৮০০ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে সমুদ্রতীর হইতে শান রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ব্রহ্মবাসীদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ আন্দাজ ৪ লক্ষ মাইল।

† আরাকান রাজ্য, ইরাবতী নদীর অববাহিকাভূমি, পেগু ও তেনাসেরিম ভূভাগ।

প্রস্তরাদি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন মান্দালয়ের ৩৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট নীলা ও চুনী পাথর ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত দেখা যায়। ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতে উত্তোলিত প্রস্তররাশি রাজকোষেই রক্ষিত হইয়া থাকে। এখানকার চুনীই সর্ব্বদেশ-বিখ্যাত।

নাফ্ নদীর মোহানা হইতে নেগ্রীস্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত আরাকান বিভাগ বিস্তৃত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমাস্থিত আরকানযোমা পর্ব্বতমালার অয়েঙ্গ গিরিসঙ্কট দিয়া ইরাবতীর উপত্যকাভূমে অবতরণ করা যায়। সমুদ্রোপকূলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে চেঢবা ও রামরিই প্রধান। এই দ্বীপসমূহ সমধিক উর্ব্বরা। সান্দাওয়ে হইতে নেগ্রিস পর্য্যন্ত উপকূল বন্দরের উপযোগী। নাফ নদী ব্যতীত এখানেময়ু, কুলদন, তলক ও অয়েঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী নদী আছে। কুলদন বা আরাকান নদীর দক্ষিণকূলে আকায়াব নগর অবস্থিত। পেগু ও ইরাবতীবিভাগই বিশেষ শস্যশালী। এখানে ইরাবতী, হ্লৈঙ্গ্ বা রেঙ্গুণ, পেগু ও সিত্তোঙ্গ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত থাকায় তত্তৎ নদীর অববাহিকাদেশসমূহ বিশেষ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। প্রায় ১০৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইরাবতী নদী বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদীতে প্রায় ৬শত মাইল পর্য্যন্ত নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়।

সমুদ্রোপকূলস্থিত তেনাসেরিম বিভাগ ১০° হইতে ১৮° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সালবীন এখানকার প্রধান নদী। ইহার উৎপত্তিস্থান অদ্যাপি আবিষ্কৃত না হইলেও য়ুনান প্রদেশের নিকট হইতে ইহার খরস্রোত অনুভব করা যায়। এই বিভাগের পূর্ব্বসীমায় যে পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়, তাহা পোঙ্গ্-লোঙ্গ্ পর্ব্বতের শাখামাত্র। এই গিরিমালা দ্বারা ব্রহ্ম ও শ্যামরাজ্য পৃথক্ হইয়াছে।

রাজ্যে প্রধানতঃ তিনটী গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়। উহার সর্ব্বপশ্চিমটী আরাকানযোমা-পর্ব্বত—আসাম প্রদেশের নাগাগিরিমালা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া ক্রমে যেন নেগ্রিস অন্তরীপে আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার শেষ শাখায় 'মুদেন' নামক পাগোদা (মন্দির) অবস্থিত। মধ্যস্থলে পেগু-যোমা গিরিমালা। ইরাবতী ও সিত্তোঙ্গ উপত্যকা ভূমির মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়া ইহা উক্ত নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশকে বিভক্ত রাখিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা উত্তরব্রহ্মের খেমে-থিন্ গিরিশ্রেণীর সানুদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে ইরাবতীর 'ব' দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে একটী পর্ব্বতশিখরে ব্রহ্মবাসীর বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ ও শেওদগোন মন্দির অবস্থিত। পোঙ্গ-লোঙ্গ নামক পর্ব্বতমালা সিত্তোঙ্গ ও সালবীন উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যে বিস্তারিত। তৌঙ্গ-গু প্রদেশের সন্নিকটে ইহার কএকটী শিখর ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ।

এখানে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রেঙ্গুণের নিকটবর্ত্তী কন্দব্-গ্যি, হান্‌জাদা জেলার ভূ হ্রদ ও বেসিন্ জেলার দুইটী হ্রদই উল্লেখযোগ্য। পেগু ও সিত্তোঙ্গ এবং রেঙ্গুন ও ইরাবতীনদীর সংযোজক দুইটী খাল বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে।

এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণভাগে তিনটী প্রায়োদ্বীপ সমুদ্র-বক্ষে বিলম্বিত আছে। আরব ও ভারতভূমের সহিত প্রাচীন জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেরূপ সমাশ্রিত, এই ব্রহ্মদেশের তদ্রূপ কোন ঐতিহাসিক বৈভব নাই। বিদ্যোন্নতি, ধর্ম্ম বা বাণিজ্যবিস্তারের কোন প্রসঙ্গই দেখা যায় না। মহাভারতে সভাপর্ব্বে "শর্ম্মক" ও "বর্ম্মক" নামক দুইটী দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই দুটীকেই যথাক্রমে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহাভারতের সময় এইস্থান কিরাতদিগের দেশ ও ভগদত্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ভারতে আর্য্যহিন্দুগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পরে যে বাণিজ্যপ্রভাব পূর্ব্বে সুদূর চীন এবং পশ্চিমে ইজিপ্ত প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহার কিছু যে ব্রহ্ম-রাজ্যে প্রবেশলাভ করে নাই, তাই বা কে বলিবে? কেবল টলেমির ভূগোল বৃত্তান্তে এই স্থানের Aurea Chersonesus অর্থাৎ সুবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত প্রায়োদ্বীপ-দ্বয়ের ন্যায় এখানেও ধীরে ধীরে ধর্ম্ম-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ধর্ম্মস্রোতে ভাসিয়াও অধিবাসিবৃন্দ আনন্দলাভ করিতে পারে নাই। অহিংসার মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহারা প্রতি-হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আপনাদের বাসভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। পরস্পরের উন্নতিতে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ ছারখারে দিয়াছিল।

ইংরাজরাজ প্রথমে ব্রহ্মের যে অংশ অধিকার করেন, তাহাতে আরাকান, থা-তুন, মার্ত্তাবান ও পেগু প্রভৃতি চারিটী রাজ্য ছিল। এই চারিটী রাজ্যের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে ভারতীয় হিন্দুবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাহাদের ধর্ম্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থ যে ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে যে এখানে ভারতীয় সংস্রব ঘটিয়াছিল, টলেমি-লিখিত ইরাবতী নদীর 'ব' দ্বীপবংশবর্ত্তী স্থানসমূহের ভৌগোলিক তালিকা হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনরূপ সুপ্রাচীন ইতিহাস না থাকিলেও রেঙ্গুণ ও রামন্নদেশ হইতে

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যে সমস্ত বহুপ্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে,* তদ্দ্বারাও ভারতীয় হিন্দুর ব্রহ্মগমন সূচিত হইয়া থাকে।

আরাকানের ব্রহ্মরাজেতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্বে জনৈক বারাণসী-রাজপুত্র আরাকান্ জনপদে আসিয়া উপস্থিত হন এবং বর্ত্তমান সান্দাওয়ের সন্নিকটে রামাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রতি বৎসর বারাণসীরাজকে কর প্রদান করিতেন। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পর বারাণসীরাজ শেক্যবতী (যিনি পর জন্মে গৌতমবুদ্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করেন) স্বীয় চতুর্থ পুত্র কন্মিনের উপর ব্রহ্মরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। উক্ত রাজপুত্র ব্রহ্ম, শ্যাম ও মলয়বাসিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় রাজ্যের উত্তর সীমা মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল†। কন্মিন নিজ রাজ্য নানা অসভ্য জাতিতে পূর্ণ করিয়া যান। এই গল্পের মূলে কোন সত্য না থাকিলেও ইহাদ্বারা ব্রহ্মে ভারতীয় সংস্রব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবেশলাভ ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের সূচনা নাই ‡।

আরাকানে প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, কোন এক সময়ে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে পূর্ব্বাঞ্চল হইতেও ব্রহ্মগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। উক্ত ঔপনিবেশিকদলের কেহই আদিম অধিবাসীদিগের বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। তৎপরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থ শাক্যবংশীয় জনৈক রাজা এখানে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। উক্ত রাজবংশের ২৯শ রাজের অধিকারকালে (খৃঃ ১৪৬ অব্দে) এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই সময় ও পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মের বিভিন্ন-প্রদেশ কাম্বোজরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ইঁহাদের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা বৌদ্ধ ছিলেন। [কাম্বোজ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের প্রারম্ভ সময়ে মুসলমানবণিকগণ আরাকান উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত শতাব্দেই আরাকানরাজ বঙ্গবিজয়ে গমন করেন এবং চট্টগ্রামে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে প্রোমরাজ আরাকান আক্রমণ করেন, ঐ সময়ে আরাকান-রাজধানী ম্রোহৌঙ্গ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী পাঁচ শতাব্দ-কাল এই স্থান ব্রহ্ম, শান, তলৈঙ্গ ও প্যুস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

বোধগয়ায় প্রাপ্ত ১২শ শতাব্দের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পগানরাজ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। দিনাজপুরের রাজবাটীতে যে প্রাচীন শিলালিপি আছে, তাহাতে ঐ স্থানে কাম্বোজনরপতি কর্ত্তৃক শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা আছে। সম্ভবতঃ তিনিই এই পগানরাজ হইবেন। খৃষ্টীয় ১১৩৩-১১৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ, পেগু, পগান ও শ্যাম প্রভৃতি প্রদেশের নরপতিগণ আরাকানরাজ গব্-লয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। গব্-লয়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ মহতীমন্দির ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। গব্-লয়ের পরবর্ত্তী শতাব্দাধিককাল শান ও তলৈঙ্গ জাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে এই স্থান বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশেষে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মিন্তি বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করেন এবং পগান ও পেগু রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন* তদ্বংশীয় রাজগণ প্রায় ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করেন। উক্ত বৎসরে রাজা মিন্-সব্ মুনের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং তাহাতেই তিনি রাজ্য-সম্পদ হারাইতে বাধ্য হন। রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি বাঙ্গালার মুসলমান রাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে মুসলমান-সাহায্যে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি আরাকানী মুদ্রার পৃষ্ঠদেশে বিকৃত পারসী ও নাগরী অক্ষরে নামাদি লিখিত হইতে থাকে†।

বিদ্রোহী প্রজাদল আবারাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এখানে ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে আরাকানরাজ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভে পূর্ব্বদিক্ হইতে ব্রহ্মবাসিগণ এবং সমুদ্রপথে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ আরাকানের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করে। পর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রব হইতে ম্রোহৌঙ্গ (পুরাতন আরাকান) নগর

* Dr. Forchhammer ও Major R. C. Temple মহোদয়দ্বয়ের অনুসন্ধানে ব্রহ্মদেশের প্রত্নতত্ত্বের নূতনদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

† ব্রহ্মের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এখানে মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। শাক্যবংশে গৌতমবুদ্ধের জন্ম জানিয়া এবং তাঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ থাকায় তাঁহারা শাক্যের (শেক্যবতী) বুদ্ধজন্মের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা প্রকারান্তরে গৌতমীপুত্র শাক্যের বুদ্ধত্বলাভ হেতু নামান্তর স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

‡ তালপত্রে লিখিত ব্রহ্মরাজেতিহাসে কন্মিনরাজবংশের যে রাজত্বকাল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসজনক।

* ঐ সময়ে আরাকানীগণ দক্ষিণপূর্ব্ব বাঙ্গালায় অগ্রসর হইয়া সোণারগাঁওর বঙ্গীয় নরপতিগণের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিয়াছিল।

† আরাকানে প্রচলিত রাজচিহ্নাঙ্কিত ১২শ শতাব্দীর প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

রক্ষা করিতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ১৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর গ্রথিত হইয়াছিল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উহার চারি পার্শ্বে পুনরায় খাল কাটিয়া দেওয়া হয়। এই সময় হইতে আরাকানীগণ বিশেষ উদ্যোগী হইতে থাকে। ১৫৬০ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরাকানীগণ চট্টগ্রাম জয়পূর্ব্বক এইস্থান শাসন করিতে আরম্ভ করে। আরাকানরাজপুত্র তৎকালে এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার মানসে তিনি পর্ত্তুগীজদস্যুদলকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন এবং সমুদ্রোপকূলে তাহাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। চট্টগ্রামই তাহাদিগের দস্যুতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। এখানে তাহারা প্রকৃষ্টরূপে মোগলরণতরীর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রণনিপুণতার পরিচয় দিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ জয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা ক্রমেই আশ্রয়দাতা আরাকানরাজের অধীনতা উচ্ছেদ করে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উদ্ধতস্বভাব পর্ত্তুগীজগণকে চট্টগ্রামে পৃথকরূপে শাসনবিস্তার করিতে দেখিয়া আরাকানপতি ক্রুদ্ধ হন এবং ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে চট্টগ্রাম হইতে স্বদলে তাড়াইয়া দেন। [বিস্তৃত বিবরণ পর্ত্তুগীজ শব্দে দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৬শ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত এইদেশের ইতিহাসে কেবল যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার অন্তর্গত খণ্ডরাজ্যগুলি পর্ব্বত-বেষ্টিত হইলেও ব্রহ্ম ও তলৈঙ্গ অধিবাসিগণ উপর্য্যুপরি এখানকার রাজাসন অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে আবা ও পেগু রাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এদিকে আরাকানপতি বঙ্গাধিপকে হীনবল দেখিয়া মেঘনা নদী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। তৌঙ্-গুর শাসনকর্ত্তার সাহায্যে তৎপুত্রও পেগুরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশ অধিকারে রাখিবার মানসে তিনি স্বীয় পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারী নিকোটিকে (Philip de Brito y Nicote)ভারার্পণ করেন। নিকোটি এইরূপ পদোন্নতিতে উদ্দৃপ্ত হইয়া রাজানুগ্রহ উচ্ছেদ করিয়া প্রায় ১৩ বৎসর কাল নিজ বাহুবলে তদ্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। অবশেষে আবাপতি ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া এই প্রদেশ পুনরধিকার করেন*।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাজা অলৌঙ্গপয়ার (আলোম্প্রা) অভ্যুদয়ে ব্রহ্মরাজ্য প্রায় একচ্ছত্র হইয়াছিল। এই সময়ে আরাকান-রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে বিদলিত হইলে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র বোদব্-পয়া তদ্রাজ্য আবা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এই যুদ্ধ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসীমান্তে ব্রহ্মবাসিদিগের পদার্পণ হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মবাসিগণের অনধিকার প্রবেশে উত্যক্ত হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত যুদ্ধের ফলে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে য়ান্দাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং ইংরাজরাজ আরাকান ও তেনাসেরিম্ প্রদেশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

থাতুন, পেগু ও মার্ত্তাবন প্রভৃতি জনপদ তলৈঙ্গ (মূন্)* দিগের অধিকারে ছিল। ব্রহ্মবাসিগণ তলৈঙ্গ রাজ্যকে রামন্ন বা রমনিয়া নামে অভিহিত করিতেন। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দ পূর্ব্বে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের দ্বারা থাতুন নগর স্থাপিত হইয়াছিল†। উহার ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। এই নগর সমুদ্র হইতে ৫ ক্রোশ দূরে নদীতীরে অবস্থিত। নদীমুখে পলি জমায় ক্রমশঃই ঐ স্থানের বাণিজ্যহ্রাস হইতে থাকে এবং নগরটী শ্রীহীন হইয়া ধ্বংসে পরিণত হয়। এই স্থানের কোন প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলেও বৌদ্ধেতিহাস হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দের মহাবোধিসঙ্ঘের সময় থাতুন্ নগরে (সুবর্ণভূমে) দুইজন ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৪০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহল হইতে বুদ্ধঘোষ এখানে বৌদ্ধগ্রন্থাদি আনয়ন করেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তৎপরে পগান সম্রাট্ অনরথ এই নগর ধূলিসাৎ করিয়া দেন। রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, এখানে ৫৯ জন রাজা প্রায় ১৬৮৩ বৎসর রাজত্ব করেন।।

প্রবাদ থাতুন হইতে ভারতবাসিগণ ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পেগু নগরে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দ্বারাই পেগু-রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। উহার তিনবর্ষ পরে মার্ত্তাবন নগর নির্ম্মিত হয়। রামন্নদেশবাসিগণ ঐ সময়ে উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করে এবং রামন্নের আয়তন বেসিন্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মার্ত্তাবানরাজবংশের ১৭শ রাজা তিষ্য ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতেই দেশীয় রাজবংশের লোপ হয়। অনরথবিজয়ের পর (অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দ পরে) পেগু

* ভ্রমণকারী বর্বিয়ার লিখিয়াছেন ১৭শ শতাব্দে এই স্থান অসংখ্যজন ফুরোপীয়দিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। নিকোটির পর সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালিস্ সনদ্বীপে পর্ত্তুগীজপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

* ইহারা ব্রহ্মজাতির একটী বিশিষ্ট শাখা। ইহাদের কথিত ভাষা কত কাংশে কাম্বোজ ও আসামীভাষার অনুরূপ।

† দক্ষিণভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে ভারতবাসিগণ ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। কাম্বোজ প্রভৃতি রাজ্যের সহিত ভারতীয় সম্বন্ধ পুরাণাদি হইতে জানা যায়।

সৌভাগ্যশশী প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। মার্ত্তাবানের অনতিদূরবর্ত্তী তকম্বুন্‌নিবাসী মগদু নামা জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহীর দলে মিশিয়া পেগু ও মার্ত্তাবান নগর জয় করেন। তদ্বিরুদ্ধে পগান হইতে প্রেরিত মুসলমানসেনাদলকে পরাজিত করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র তলৈঙ্গরাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। পূর্ব্বে শ্যামরাজের অধীনে কর্ম্ম করায়, এরূপ উন্নত অবস্থায়ও তিনি কখন প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বীয় পূর্ব্বস্বামীকে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে রাজকরও দিতেন। পক্ষান্তরে শ্যামরাজও তাঁহাকে খিলাৎ প্রদান করিয়াছিলেন ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে ২২ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি অনন্তধামে গমন করেন।

১৩২১ খৃষ্টাব্দে টাভয় ও তেনাসেরিম প্রদেশ পেগুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনাসূত্রে শ্যামরাজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। কিছুতেই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয় নাই। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা বিন্য-উর রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে বিশেষ বিপ্লব সংঘটিত হয়। একদিকে চেঙ্গমই-শান জাতির উপদ্রব এবং অপর দিকে গৃহবিবাদে প্রপীড়িত হইয়া তিনি অতিশয় বিব্রত হন। তদনুসারে তিনি মার্ত্তাবান হইতে পেগু নগরে রাজপাট স্থানান্তর করেন। তিনি শান্‌জাতিকে পরিতৃপ্ত করিলেও গৃহবিপ্লবের ষড়যন্ত্র হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তিনি স্বীয় পুত্র বিন্যয়ে কর্ত্তৃক রাজসিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজাসনে আসীন হইয়া বিন্যয়ে রাজাদিরিৎ নাম গ্রহণপূর্ব্বক প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বিপক্ষের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রায় ৩৫ বৎসর তিনি আবা রাজের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে আবারাজ্যে গমনপূর্ব্বক তদধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষ কাল পেগুরাজ্য বর্ত্তমান রাজবংশের শাসনপ্রভাবে শান্তভাব ধারণ করে এবং প্রজাবর্গ ধীরপ্রকৃতিতে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া স্বদেশকে শস্যপূর্ণ করিয়াছিল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংশের শেষ রাজা তক-রুৎ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তানাদি কিছুই ছিল না। আবারাজ্যে শানসর্দ্দারবংশের বিস্তার দেখিয়া, তিনি পিতৃশত্রু হইলেও তৌঙ্গ-গুরাজবংশকেই প্রাচীন ব্রহ্মরাজবংশের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বীকার করিয়া যান; তদনুসারে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তবিন্ শ্বেতি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি উপর্য্যুপরি চারি বৎসর পেগু আক্রমণে বিফলমনোরথ হইলেও, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পেগুরাজধানী হস্তগত এবং তাঁহার শ্যালক বুরিন্-নৌঙ ৭ মাস অবরোধের পর মার্ত্তাবান নগর জয় করেন। এই সময় হইতে তলৈঙ্গদিগের মধ্যে একটী নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

ইঁহার রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ব্রহ্মে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতেই আমরা সেই সময়কার পেগুরাজ্যের ইতিহাস দেখিতে পাই। পেগুর নূতন রাজা আবা ও শ্যামরাজের সহিত যুদ্ধমানসে পর্ত্তুগীজসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদেশিকদিগের সহিত মিত্রতা করায় হিতে বিপরীত হইল। তাহা হইতেই তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্যালক বুরিন নৌঙ* ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে পেগু-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে প্রজাবর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তিনি নিজ ভুজবলে উদ্ধত প্রজাবর্গকে শাসিত করিয়া প্রোম, আবা, শানরাজ্য এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপরে ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ্য জয়পূর্ব্বক স্বীয় শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বর্ষ পরে (১৫৬৯ খৃঃ অঃ) শ্যামরাজ্যে পুনরায় প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি বহুসেনা সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে যুবরাজ নন্দবুরিন্ রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনি দুর্দ্দান্ত শ্যামবাসীদিগকে দমনার্থ চারিবার যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় ক্রমেই তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ-অত্যাচারে এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া করদ সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অবশেষে তাঁহার মাতুল তৌঙ্গ-গু-রাজ আরাকানপতির সহিত মিলিত হইয়া ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ব্রহ্মরাজ্যকে কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্ত করেন।

রাজশক্তির অবনতি দেখিয়া শ্যামবাসিগণ পুনরায় জাগিয়া উঠে। তাহারা সদলে আসিয়া পেগুরাজ্য ছারখার করিতে থাকে। এইরূপ জনশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট জনপদে রাজত্ব করিতে আক্রমণকারীরা কোন আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। তবিন্ শ্বেতির সেই সমৃদ্ধ রাজ্য এই সময় হইতে নিকোটির শাসনাধীন হইয়াছিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে আবাপতি স্বীয় শক্তি অবগত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করেন এবং তদধিকৃত ভূভাগসমূহ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। প্রায় শতবর্ষ

* পর্ত্তুগীজ ইতিবৃত্তে ইঁহার Braginoco নাম লিখিত আছে।

পরে সুপ্রাচীন রামন্নদেশ পুনরায় ব্রহ্মদিগের শাসনভুক্ত হয় *। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে বিজিত তলৈঙ্গগণ বিজেতা আবাপতির বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করেন। তাহারা যে কেবল পেগু হইতে তাহাদের তাড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রায় ২০ বৎসর কাল তাহারা সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সম্রাট্ অলোঙ্গ-পয়া নিজ বীর্য্যবলে সমগ্র ব্রহ্মভূমি করতলগত করেন এবং যুদ্ধাবসানে শান্তিলাভের পর রেঙ্গুন নগর পত্তন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপনা রাখিয়া গিয়াছেন †। কিন্তু ব্রহ্মগণ কখনও শান্তহৃদয়ে তলৈঙ্গরাজ-প্রভাবের সমাদর করে নাই। ১৭৮৩ খৃঃ, পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। যুবরাজ বোদব্-পয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববিস্তারহেতু ব্রহ্মগণ স্বভাবতঃই পালি ভাষার অনুরাগী হইয়া পড়ে। এই কারণ তাহাদের ভাষা মধ্যে অনেক পালি শব্দের অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিলালিপি প্রভৃতিতেও তদ্দেশের বিভিন্ন স্থানগুলির নূতন নামকরণ হইয়াছে *। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী যে প্রদেশকে Chryse Regio নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রহ্মরাজ-দরবারের কাগজাদিতে তাহাই সোণপরান্ত (স্বর্ণাপরান্ত) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'মহারাজ বেঙ্গ' নামক রাজেতিহাসে এখনকার রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বহু প্রাচীন এবং ভারতীয় বৌদ্ধরাজসংস্রব-ঘটিত †।

খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে ব্রহ্মসাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করে। ঐ সময়ে পগান নগরের বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট কান্তিসমূহ বিবিধ সাজে শোভমান ছিল। কুব্লাই খাঁর রাজত্বকালে চীন (মোঙ্গোলীয়) সৈন্যের আক্রমণে উক্ত নগর ও তথাকার রাজবংশ কালক্রোড়ে বিলীন হইয়া যায়। ইহার পর ব্রহ্মসাম্রাজ্য ক্রমশঃই হতবল হইতে থাকে এবং শানবংশ মধ্যব্রহ্মে আধিপত্য বিস্তার করে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রথমে তৌঙ্গ-গু (পেগুর উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত)-প্রদেশের রাজা নিজ বীর্য্যবলে পেগু, আবা ও আরাকান রাজ্য জয় করিয়া শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। পেগু-রাজধানীতেই এই রাজবংশ প্রায় শতবর্ষ কাল রাজত্ব করেন। ১৬শ শতাব্দের ভ্রমণকারীদিগের বিবরণীতে ইঁহাদের মহত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পেগুর রাজশক্তি হ্রাস হইলে আবানগরে নূতন রাজ-

---

* রামন্ন প্রদেশের মৌলমেন (রামপুর) নগরের নিকটে আতরান নদতীরের কম্ম গুহা, সাইজনদীকূলবর্ত্তী দম্মথ গুহা, সালবীনতীরস্থ পাগাৎ গুহা, কোগুণ খড়ির তীরবর্ত্তী কোগুণ-গুহা এবং দোনোয়ামী নদীর তীরবর্ত্তী বিন্জী গুহা মন্দিরাদিতে বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকানেক ভগ্ন অট্টালিকাতে শ্যাম ও কাম্বোজীয় আধিপত্য-স্মৃতি পরিলক্ষিত হয়। Indian Antiquary, Vol. XXII. p. 327-366.

† পো-উ-দৌঙ্গ পর্ব্বতের গুহামন্দির হইতে প্রাপ্ত সম্রাট্ অলোঙ্গ্পয়ার দ্বিতীয় পুত্র রাজা সিন্বুয়িনের ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৫টী সামন্তরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

রাজ্য।		অন্তর্ভুক্ত জেলা।
১ সুনাপরান্ত	...	কলে, তেম্নিান, যো, চিলিন, সালিন ও সগুজেলা।
২ সিরিক্ষেত্তর (শ্রীক্ষেত্রম্)	...	উদে তরিৎ ও পানদৌঙ্গ্।
৩ রামন্ন	...	কুথেন, যৌঙ্গ ম্যা, মুত্তমা ও পেগু।
৪ অযুত্তয় (অযোধ্যা)	...	দ্বারাবতী, যোদয়া ও কমানপেক্।
৫ হরিপঞ্চ	...	জিম্মে, লবোন্ ও অনান্।
৬ খবরট্ঠ	...	চন্দপুরি, সানপাপাথেং ও মৈঙ্গলোন্।
৭ ক্ষেমবার	...	কৈঙ্গতোম্ ও কৈঙ্গকৌঙ্গ্।
৮ জ্যোতিনগর	...	কৈঙ্গোন্ মৈজসে।
৯ মহীংশক	...	মোগোক ও ক্যাৎপ্যিন্।
১০ সেন (চীনরট্ঠ)	...	তামো, কৌঙ্সিন্।
১১ আড়বী	...	মোগৌঙ্গ ও মোনহিয়ন্।
১২ মণিপুর	...	কথে ও যেমিন।
১৩ জয়বর্দ্ধন	...	জয়বতী ও কেতুমতী।
১৪ তাম্রদ্বীপ	...	পগান, মিয়নজৈঙ্গ, পিনা ও আবা।
১৫ কম্বোজ	...	মোনে, ছৌঙ্গ্যবে, খিবো ও মোমেক।

রতনাপুরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, রতনাপুরের বর্ত্তমান নাম আবা মতান্তরে মান্দালয়ও (রতনাপণ্য) হইতে পারে। দুইটী নগরের পরস্পর ব্যবধান যতদূর, উভয়ের নাম পার্থক্যও তদনুরূপ। যাহাই হউক আবা নগর ব্যতীত রতনপুর রাজ্যের নিকটবর্ত্তী মান্দালয়, অমরাপুর প্রভৃতি কোন নগরই ব্রহ্মেতিহাসে ঐরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই।

* রাজা সিনবুয়িন-স্থাপিত শিলাফলক ব্যতীত তামোনগর—ব্রহ্মপুরি, রতনসিংহ—যেদনাখেঞ্জা=যেবো, শেওদগোন—দিগুম্পাচেটী, রেঙ্গুন—তিগুম্প (ত্রিকুম্ভ) নগরেরও এইরূপ নামান্তর পরিলক্ষিত হয়। যে সকল পাগোদায় বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত, তাহা দগোন (তকুন) শব্দে কথিত। উহা সংস্কৃত ধাতুগর্ভ ও সিংহলী ভাষার দাগোব শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

† ব্রহ্মে যে বুদ্ধাগম হইয়াছিল, তাহা অনুমানমাত্র। প্রকৃত কোন সময়ে বৌদ্ধপরিব্রাজকগণ ব্রহ্মে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ইহাদের প্রাচীনতম ইতিহাসাংশ বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও, ভারত-সীমান্তবর্ত্তী চীনাধিকৃত রাজ্যসমূহের মধ্যযুগের ঘটনার সহিত উহার অনেক একতা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় হিন্দু-ইতিবৃত্তে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পেগুরাজ্য জয়পূর্ব্বক আবারাজ-বংশধরগণ ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করেন। তৎপরে তলৈঙ্গগণ বিদ্রোহী হইয়া আবা-পতিকে বন্দী করে। রাজধানী অধিকার করিবার পর তাঁহারা ক্রমে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, মোৎশেবো (খেবো) গ্রামের অধিপতি আলোম্প্রা (অলোঙ্গপয়া) তলৈঙ্গদিগের নিকট হইতে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার-মানসে দল বলে বেষ্টিত হইয়া ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানী জয় করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পেগুবাসিগণ পুনরায় আবানগর আক্রমণের চেষ্টায় রণতরী লইয়া তদ্রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু তাহারা আলোম্প্রার যুদ্ধে পরাজিত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। এদিকে উদ্ধত ব্রহ্মগণ প্রোম, দোনব্য প্রভৃতি নগর হইতে তলৈঙ্গদিগকে তাড়াইয়া দেন। উক্ত বৎসরেই পেগুরাজ পুনরায় প্রোম অবরোধ করেন। অলোঙ্গপয়া সদলে তথায় উপনীত হইয়া নগররক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি ব্রহ্মহস্তে পরাজিত হইয়া তাহারা উত্তরবঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণব্রহ্মে প্রত্যাগত হয় এবং সমুদ্রতীর ও নদীর মোহানা-পার্শ্ববর্ত্তী বাণিজ্যস্থানসমূহ অধিকার করে।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে, পেগুরাজভ্রাতা পুনরুদ্যমে ব্রহ্মরাজবিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু তিনি শত্রুহস্তে পরাজিত হওয়ায় সদলে সিরিয়ম-দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে সম্রাট্ অলোঙ্গপয়া শ্যামবাসীর আক্রমণ ও প্রজাবিদ্রোহ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই তিনি পেগুবাসী-দিগের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল সুস্থির-চিত্তে সিরিয়মদুর্গে বাস করিলেও, তাঁহাদের সুখস্বপ্ন অচিরায় ভাঙ্গিয়া যায়। সম্রাট্ অলোঙ্গপয়া শ্যামযুদ্ধ-জয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিরিয়ম দুর্গ অবরোধ করেন, আত্মরক্ষাপরাঙ্মুখ পেগুবাসিগণ ভীতিপরবশ হইয়া শত্রুকে দুর্গ ছাড়িয়াদিল। এই যুদ্ধে পেগুপক্ষে ফরাসী ও ব্রহ্মপক্ষে ইংরাজ নাবিকগণ সহায়তা করিয়াছিলেন। ডুপ্লে প্রেরিত ফরাসীরণতরী নদীপথে আসিলে ব্রহ্মরাজসৈন্য তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়। ঐ সময়ে এক খানি ফরাসী রণতরী নাবিক সহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

অপরের সাহায্যলাভে বঞ্চিত এবং নদীতীরবর্ত্তীস্থানসমূহ ব্রহ্মরাজের অধিকৃত হইলে পেগুবাসিগণ সহজেই বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অলোঙ্গপয়া ছল-পূর্ব্বক নগরদ্বার উন্মোচন করাইলেন এবং নগর অধিকার করিয়াই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। নগর অধিকৃত হইবার পর, উন্মত্ত সেনাদল নগরলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পর বৎসরে অধীনতা-শৃঙ্খল মুক্ত হইবার জন্য পেগুবাসিগণ বৃথা চেষ্টা করে। টাভয়-জয়ের পর তিনি শ্যামরাজ বিরুদ্ধে একটী অভিযান করেন। পথিমধ্যে তিনি মার্গুই ও তেনাসেরিম অধিকার করিয়াছিলেন, শ্যাম-রাজধানী-অবরোধকালে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথ-মধ্যেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৫০বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তিনি প্রায় ৮ বৎসর রাজত্বের পর এইরূপ একটী সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর তিনি ইংরাজকে পেগু-দিগের সাহায্যকারী সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হন। এই ভিত্তি-শূন্য ভ্রমে পড়িয়া তিনি নেগ্রিসবন্দরে ইংরাজের হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠপুত্র নৌঙ্গদব্‌গ্যি রাজা হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্সিন্-ফ্য-য়িন্ ও জনৈক সেনানী তাঁহার রাজত্ব-সময়ে বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করে। তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে না বসাইয়া খুল্লতাত হ্সিন্‌ফ্য-য়িন্ স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বীয় পিতৃদেবপ্রদর্শিত পথানুসরণপূর্ব্বক ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্যাম ও মণিপুর-রাজ্যও তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিক্রমে স্পর্দ্ধিত ব্রহ্মসৈন্য যখন ধীরে ধীরে দেশ জয় করিতে ছিল, তৎকালে য়ুনান-প্রদেশ হইতে প্রায় ৫০ হাজার চীনসৈন্য ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করে। সুকৌশলী ব্রহ্মরাজের চাতুরীজালে আবদ্ধ হইয়া চীনসৈন্য পরাভব স্বীকার করে। সেই সুবিশাল সেনা-বাহিনীর মধ্যে একটী প্রাণীও স্বদেশে প্রত্যাগমন করে নাই। কেবল মাত্র ২॥০ হাজার সেনা ব্রহ্মবাসীর দাসত্ব করিবার জন্য বন্দিরূপে রাজধানীতে আনীত হইয়াছিল। চীনব্রহ্মযুদ্ধে অবসর বুঝিয়া (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) শ্যামরাজ অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করিবার জন্য ব্রহ্মরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁহার দণ্ডবিধান জন্য সদলে ব্রহ্মসৈন্য দক্ষিণাভিমুখে চলিল। রেঙ্গুন নগরের সম্মুখদেশে পেগু ও ব্রহ্মসৈন্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, পেগুসেনাদল দারুণ নৃশংসভাবে ব্রহ্মসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হ্সিন্-ফ্য-য়িন্ স্বয়ং এই দস্যুদলের কৃতাপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে অগ্রসর হন। প্রথম যুদ্ধেই তিনি পেগুবাসীর নিকট হইতে মার্ত্তাবান-প্রদেশ ও দুর্গ অধিকার করেন। তৎপর বৎসরে তিনি ইরাবতীবক্ষে সসৈন্য অবতীর্ণ হইয়া রেঙ্গুন নগরে উপনীত হন এবং স্বীয় উদ্দীপ্ত

ক্রোধের শান্তির জন্য বৃদ্ধ পেগুরাজকে অমাত্যবহ শমন-সদনে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র ৎসিঙ্গু-মিঙের জন্য একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। নররুধিরপিপাসু এই বালক নিজের যথেচ্ছাচারিতা দোষে রাজ্যচ্যুত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খুল্লতাত ভোদোফ্র (মেন্তরগি) তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন অধিকরেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আরাকানপ্রদেশ ব্রহ্মরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষেই তিনি নূতন অমরাপুর নগরে রাজপাট উঠাইয়া আনেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্যামবিদ্রোহের পর ব্রহ্মগণ পুনরায় শ্যামরাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মার্গুই উপকূলবর্তী কতক গুলি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম-সৈন্য রণতরী লইয়া জলপথে জাঙ্কসিলোন আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত ও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ব্রহ্মবাসীরা নিরুদ্যম হয় নাই। ব্রহ্মরাজ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সদলে আসিয়া শ্যামরাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পূর্ব্বাপমানের পূর্ণ প্রতিশোধ বিধান হইল না বটে; কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মরাজ শ্যামরাজের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তেনাসেরিম প্রদেশ এবং মার্গুই ও টাভয় বন্দর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনজন দস্যু ব্রহ্মরাজের শাসনদণ্ড অতিক্রম করিয়া ইংরাজাধিকৃত চট্টগ্রামপ্রদেশে পলাইয়া আইসে। উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত প্রায় ৫ হাজার ব্রহ্মসৈন্য ভারত সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মসৈন্যের সহিত কোন বাদ বিসম্বাদে লিপ্ত না হইয়া উক্ত দস্যুত্রয়কে প্রত্যর্পণ করিয়া ব্রহ্মরাজের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়াছিলেন।

ক্রমে রাজ্যপিপাসু ইংরাজ ও ব্রহ্মদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ যেরূপ বাঙ্গালার পূর্ব্বদেশ জয়মানসে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, তদ্রূপ জয়দৃপ্ত ব্রহ্মসেনাও পশ্চিমাভিমুখে আসামমণিপুর অতিক্রমান্তে শ্রীহট্টসীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে ইংরাজ-রক্ষিত কাছাড় রাজ্যসীমায় তাহাদের গতিরোধ হয়। ব্রহ্মগণ ইংরাজের বলপরীক্ষার নিমিত্ত সেই সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়াই অত্যাচার আরম্ভ করে। গুপ্তভাবে ইংরাজের সেনাদল আক্রমণ, ইংরাজপ্রজা হরণপূর্ব্বক পলায়ন, চট্টগ্রামে বলপূর্ব্বক পদার্পণ এবং অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নাফনদীর মোহানাস্থিত ইংরাজাধিকৃত শাহপুরী দ্বীপ লুণ্ঠন ও ইংরাজ-হত্যারূপ বহুশত অত্যাচারেও তৃপ্ত না হইয়া, তাহাদের নৃশংস পিপাসাস্রোত দিন দিন প্রবল হইতে থাকে। এই সকল কঠোর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য ইংরাজরাজ বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু প্রতিকার হইল না দেখিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ব্রহ্মরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ইংরাজের একখানি বহর সজ্জিত হইল। সেনানী গ্রাণ্ট ও কাম্বেল (Commodore Grant & Sir Archibald Campbell) যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া সদলে রেঙ্গুন সহরের অদূরে লঙ্গর করিয়া রহিলেন। ইংরাজের গোলাগুলি দেখিয়া ব্রহ্মবাসিগণ ভীতমনে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। এইরূপে যেখানেই ইংরাজসেনা প্রবেশ লাভ করে, সেই জনশূন্য ও খাদ্যাদিবিহীন স্থান ইংরাজের করতল গত হয়। জুলাই হইতে আগষ্টের মধ্যে কএকটী খণ্ড যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আবা ও থরাবর্তী-রাজসৈন্য ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল। প্রাণভয়ে লুক্কায়িত ব্রহ্মসেনার সহিত বিশেষ কোন যুদ্ধের আশঙ্কা না দেখিয়া কাম্বেল ব্রহ্মাধিকৃত টাভয় ও মার্গুই প্রদেশ এবং সমগ্র তেনাসেরিম উপকূল অধিকার করিয়া ফেলিলেন। উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসের মধ্যেই তিনি পেগুনদীর মোহানা-বর্তী পর্ত্তুগীজদিগের প্রাচীন সিরিয়ম্ দুর্গ ও কুঠী এবং মার্ত্তাবন প্রদেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সেনাসমূহের এইরূপ ভীতি ও তন্নিবন্ধন রণবিমুখতা অবলোকন করিয়া আবা-রাজ বিখ্যাত বৃদ্ধসেনানী মহাবন্দুলাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। বন্দুলা সসৈন্যে আসিয়া ইংরাজসেনাদলকে ঘেরিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে তাঁহার অস্ত্রধারণ বৃথা হইয়াছিল। ইংরাজসৈন্য সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ বুঝিয়া ব্রহ্মসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বন্দুলা বিশেষ রণনিপুণতার সহিত আপন সেনাগণকে একত্র করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কামানভয়ে ভীত ব্রহ্মগণ কিছুতেই রণক্ষেত্রে থাকিতে পারিল না। তাহারা প্রাণ লইয়া নদীপথে পলাইয়া গেল। ১৫ই ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

ব্রহ্মপরাজয়ে স্পর্দ্ধিত হইয়া কাম্বেল সাহেব প্রোমনগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীয় সেনাদলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্থল ও জলপথে দোনব্যু নগর আক্রমণ করেন। এখানে সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মসেনানী বন্দুলা ইংরাজের গোলাঘাতে নিহত হন। ইংরাজগণ প্রোম-নগরে প্রবেশপূর্ব্বক বর্ষাভিযাহন করিলেন। শরৎকালে এক মাসের জন্য শান্তি প্রার্থনা করায় যুদ্ধ স্থগিদ্ থাকে। এদিকে তাহুক্তে থাকিয়া ইংরাজগণ আসাম হইতে ব্রহ্মদিগকে তাড়াইয়া দিল এবং আরাকান প্রদেশ জয় করিয়া সেনানী মরিসন্

(General Morrison) ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজশক্তি বিস্তারের ত্রুটি করিলেন না।

অক্টোবর মাসে ব্রহ্মসৈন্য পুনরায় রণরাজে সজ্জিত হইয়া প্রোমনগরস্থ ইংরাজদিগকে তিনদিক্ হইতে আক্রমণ করে, কিন্তু ইংরাজসেনানী বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈন্যভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রহ্মরাজ ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলেও ব্রহ্মরাজের অন্তর্নিহিত ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। পুনরায় কতক গুলি খণ্ড যুদ্ধের পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী য়ান্দাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ব্রহ্ম ও ইংরাজবিবাদের শান্তি ঘটে।

রাজা ফগ্যি-দৌ (নৌঙ্- দৌগ্যি) ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কোনবৌঙ্গ-মেননামা তাঁহার জনৈক জ্ঞাতিভ্রাতা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বল-পূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার করেন। ইংরাজদিগের উপর অনাস্থা বশতঃ তিনি ব্রহ্মসৈন্যসহায়ে ইংরাজের ঘোর বিরোধী হইয়া পড়েন। উক্ত বৎসরের ইংরাজপ্রতিনিধি মেজর বার্ণি (Major Burney) ও ১৮৪০ খৃঃ অঃ সেনানী ম্যাক্লিওড আবা নগরে উপহাসাস্পদ পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া না থাকিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। ক্রমেই ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হয়। ইংরাজের পোতনাশ, নাবিকদিগের লাঞ্ছনা, সেনা-বিনাশ ও ইংরাজরাজকর্ম্মচারীর অবমাননায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিশেষরূপে বিরক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ রাজা পগান-মেঙ্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুখে বন্ধুত্ব দেখাইলেও, ভিতরে ভিতরে ইংরাজের ঘোর শত্রু ছিলেন। তিনি নিজ পিতৃদেবকৃত অত্যাচারের প্রতিকার করিতে অস্বীকার করিলে ইংরাজরাজ ব্রহ্মপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধের ফলে পেগুপ্রদেশ ইংরাজের হস্তগত এবং ঐ বর্ষে ২০শে ডিসেম্বর লর্ড ডালহৌসীর অনুমতিক্রমে উহা ভারতসাম্রাজ্য ভুক্ত হয়।

এদিকে রাজসরকার মধ্যে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ পগানমেঙ্গ স্বীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্য রাজ্য-চ্যুত হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মেঙ্গদুন্‌রাজ আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে ১৮৫৩ খৃঃ অঃ বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। উক্ত রাজা মেঙ্-দুন্‌মেঙ্গ ইংরাজের প্রতি দাম্ভিকতা প্রকাশ করিলেও, ভারত গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার কোন ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। ১৮৫৫ খৃঃ অঃ তিনি লর্ড ডালহৌসীর প্রীতিসম্বর্দ্ধনা জন্য দূত পাঠান, তদনুসারে ভারত-প্রতিনিধিও পেগুর শাসনকর্ত্তা আর্থার ফেরিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ সঙ্গে সেনানী যুল (Colonel H. Yule) ও ভূতত্ত্ববিদ্ ওল্‌ডহাম সহকারী হইয়া গমন করেন। ১৮৬২ খৃঃ অঃ ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। ব্রহ্মদেশস্থ নদীসমূহে বাণিজ্যতরী চালাইবার জন্য ১৮৬৭ খৃঃ অঃ পুনরায় ইংরাজগণ আদেশপত্র এবং ভামো প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে বাণিজ্যপরিদর্শনের এক একজন কর্ম্মচারি-নিয়োগেরও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন। পরবৎসরে মান্দালয়ে অধি-ষ্ঠিত ইংরাজপ্রতিনিধি স্লাডেন (Major Sladen) সাহেবের তত্ত্বাবধানে কাপ্তেন উইলিয়মস্ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজ বাণিজ্যাদি পরিদর্শনের নিমিত্ত ব্রহ্মে গমন করেন। রাজপ্রদত্ত 'যেনানশক্যা' পোতে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহারা পান্থ্যে নগরা-ভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে য়ুনান প্রদেশে মুসলমানগণ বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁহারা আর অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ডাঃ জন এণ্ডারসন্ ঐ সময়ে ব্রহ্মের উদ্ভিদ্-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রোভার সাহেব ভামো নগরে ইংরাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ইরাবতী দিয়া ফ্লোটিলা কোম্পানি লোকদিগের গমনাগমনের সুবিধার জন্য একখানি ষ্টীমার চালনার বন্দোবস্ত করেন। ব্রহ্মরাজও স্বদেশে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া দস্যুহস্ত হইতে বণিক্‌দিগের রক্ষার জন্য কথ্যেন পর্ব্বতের বিপদসঙ্কুল স্থান-সমূহে সৈন্যাবাস স্থাপন করেন।

১৮৭৫ খৃঃ অঃ চীন-রাজ্যের সাঙ্ঘাই প্রদেশে পদার্পণ-মানসে ডাঃ এণ্ডারসন্ প্রভৃতি মার্গারি সাহেবের সহিত ব্রহ্মরাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করেন। চীনসীমান্তে উপনীত হইলে, মানবৈঙ্গের নিকট মিঃ মার্গারি চীনদস্যুহস্তে নিহত হন এবং সেই সঙ্গেই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য বিলীন হইয়া যায়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজা মেনদুনের মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্য-তম পুত্র থিবো সাধারণের অনুমতিক্রমে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ১৮৭৯ খৃঃ অঃ স্বীয় আত্মীয়বর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দুর্দ্দান্ততার জন্য ইংরাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে বিশেষ ভর্ৎসনা করেন। কারণ তাঁহার এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতি ভবিষ্যতে ইংরাজেরও বিপজ্জনক হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব রাজচরিত্র একবারেই দোষমুক্ত না হইলেও, তাঁহার রাজত্ব সময়ে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় নাই। তিনি ধর্ম্ম-ভীরু ও দয়ালু ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল এবং এক মুহূর্ত্তও তিনি ধর্ম্মযাজকদিগের কথার বিপরীতে কার্য্য করিতেন না। তিনি স্বীয় ধর্ম্মমতানুযায়ী কএকটী

নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেন। ইংরাজের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল। ভিন্নদেশীয় রাজন্তগণের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে এবং রাজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

থিবোর রাজকীয় হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই ইংরাজ প্রতিনিধি শ (R. B. Shaw C.I.E.) সাহেবের মান্দালয়-নগরে মৃত্যু হয়। তৎপরে বার্বসাহেব (Mr St. Barbe) নিযুক্ত হন, কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে রাজদরবারে থাকিতে হয় নাই। তিনি সদলে আবানগর পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আইসেন। অত্যাচারী রাজার প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া ব্রহ্মগণ ইংরাজবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে কিছুতেই সাম্য বিধান হইল না। ১৮৮০ খৃঃ অঃ রাজপুত্র নৌঙ্ওকে সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়া রাজবিদ্রোহী হন, কিন্তু সৈন্যবল হীন হওয়ায়, তিনি অধিকক্ষণ রাজসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন নাই। রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে তিনি কিছুকাল কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ ইংরাজের সহিত গোলযোগ মিটাইবার জন্ম সিমলাশৈলে ভারত-প্রতিনিধির নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু এ দৌত্যে কোন ফলোদয় হয় নাই। ১৮৮৮ খৃঃ অঃ লর্ড ডাফ্রিনের আদেশক্রমে ইংরাজ-সৈন্য ব্রহ্মজয় করিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ব্রহ্মরাজ থিবো বন্দিভাবে ভারতে আনীত হন। এখন একজন স্বতন্ত্র ইংরাজ শাসনকর্তার হস্তে ব্রহ্মরাজ্যের কর্তৃত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে।

ব্রহ্মের রাজতন্ত্র যথেচ্ছাচারিতা-দোষে দুষ্ট ছিল। রাজা স্বীয় ইচ্ছামত ব্যক্তি-বিশেষকে কঠোর যন্ত্রণা, কারাবাস বা মৃত্যু পর্য্যন্ত দণ্ডাদেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার মন্ত্রিবর্গের স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মের মন্ত্রিসভা দুইভাগে বিভক্ত। একদল রাজপ্রসাদের পরিদর্শন লইয়াই ব্যস্ত, অপরে শাসনবিভাগীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে নিয়োজিত। ইহাদের হ্লুৎদব্ নামক মহাসভা হইতেই সমস্ত ব্রহ্মসাম্রাজ্যের শাসনাদেশ প্রচারিত হইত। এই সভার অধীনে রাজনিয়ম সংস্কার ও সংগঠন, মন্ত্রিসভা ও মহাধর্ম্মাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। নামতঃ রাজাই এই হ্লুৎ-সভার সভাপতি, তদভাবে যুবরাজ বা অন্য কোন রাজপুরুষ সভাপতির আসনে উপবেশন করিতেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান-মন্ত্রীই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন।

হ্লুৎ সভায় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ১৪টী শ্রেণী ছিল। উঁহাদের কার্য্যপরম্পরাও বিভিন্ন।—

১ বুঙ্গি বা মিঙ্গি—ইঁহারা চারিজন প্রধান সচিব (Secretary of State)। ইঁহাদের পরস্পরের কার্য্যবিভাগ স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকলেই আবশ্যকমতে পরস্পরের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রাজস্ব, রাজস্ব ও আয়ব্যয়-সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যই ইঁহাদিগকে পরিদর্শন করিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত গুরুতর বিচারের ভার ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা যুদ্ধবিগ্রহের সময় সেনাবাহিনীপরিচালনের আদেশ দিতেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এমন কি, আবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে সশরীরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেনাপতির কার্য্যও করিতে হইত। ২ মিন্‌জুগ্যি-বূন্—অশ্বারোহী সেনাপতি এবং ৩ অথি-বূন্—রাজপরিবার ব্যতীত জন সাধারণের পরিদর্শক। হ্লুৎ সভায় ইঁহাদের কোন কার্য্য না থাকিলেও ইঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ৪ বূন্দৌক—প্রধান সচিবের সহকারী (Under-Secretary of State)। ইঁহারাও চারিজন। সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারাও এইপদে নিয়োজিত হইতেন। তৎপরে ৫ নাথনদব্—এই চারিজন ব্যক্তি রাজবাক্যাবলী নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সভায় উপস্থিত করিতেন এবং পুনরায় সভার অনুমোদিত যুক্তি সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাজার কর্ণগোচর করিতেন। ৬ সয়াদব্‌গ্যি—রাজলিপিকার বা সহযোগী সম্পাদক। বাস্তবিক পক্ষে ইঁহারাই রাজ্যের অধিকাংশ কার্য্য সমাধা করিতেন। তৎপরে চারিজন আমেন্দব্যয়—ইহারা রাজকীয় নথিপত্র-রক্ষা ও রাজাদেশ লিপিকার্য্যে নিয়োজিত ছিল। ৭ অথোজসয়দিগের উপর রাজপ্রাসাদ বা রাজকর্ম্মচারিদিগের কর্ম্মস্থান নির্ম্মাণের ভার অর্পিত ছিল। তৎপরে ৮ অক্ষদব্যয় ও অবয্যোক—প্রথমব্যক্তি হ্লুৎ-সভায় অনুমোদিত আদেশাদির লিপিকরণ করিতেন এবং তাহাদের অনুমত্যনুসারে পত্র লিখিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানীয় পত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। তন্মধ্যে যে গুলি মন্ত্রিসভার অনুমতিসাপেক্ষ, এইরূপ পত্রগুলি তিনি মন্ত্রিসভায় দাখিল করিয়া দিতেন। ৯ থৌদব্‌গন—রাজপত্রগ্রাহক। ইহারা কেবল রাজার নামীয় পত্রাদি দেখিতেন, অন্য রাজকীয় পত্রে ইঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। ইঁহারা রাজাদেশানুসারে বৎসরে তিনটী ‘কদওবে’ উৎসব সংঘটন করাইতেন। উক্ত সময়ে সামন্ত ও অমাত্যগণ দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজাও তাঁহাদিগকে স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও অভয়দানে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিতেন। ১০ সেস্সাজসয়—তোষাখানার

দেওয়ান, রাজপ্রদত্ত উপঢৌকনাদির তালিকা প্রস্তুত, তদ্রক্ষা ও দরবার গৃহে উপঢৌকনদাতার নাম পাঠ করাই ইঁহাদের কার্য্য ছিল। যোঙ্গ জোগুণ দরবার বা উৎসবাদির কর্ম্মকর্ত্তা। তৎপরে নেচা ও খিস্‌সদব্যয়দিগের কার্য্য। ইহারা উৎসবসভায় আগত ব্যক্তিগণের আসননির্দ্দেশ ও শপথগ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হ্লুৎ-সভার সদস্য ব্যতীত অপর একটী মন্ত্রিসভা রাজপ্রসাদের পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অত্বিনুবুন্ সর্ব্বপ্রথম। ইঁহারা হ্লুৎ-সভায় রাজবার্ত্তা প্রেরণ এবং তাহাদের কথাও রাজসকাশে জ্ঞাপন করিতেন। তৎপরবর্ত্তী খণ্ডবৃজিন্ তাঁহাদের সহকারী ছিলেন। এই অন্তঃপুরসভার নাম বেঃ-দকে। ব্রহ্মের হ্লুৎ ও বেঃ-দকে সভা ব্যতীত ধনাগাররক্ষার জন্য খ-স্তকে নামে আর একটী সভা আছে। এখানে রাজার বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হইত।

তৎকালে ব্রহ্মদেশের বিভাগগুলি প্রদেশ, জেলা, নগর ও গ্রামাদিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশে একজন ম্যোবুন (শাসনকর্ত্তা) নিয়োজিত ছিলেন। ইঁহারাই প্রজাবর্গের হর্ত্তা কর্ত্তা, কিন্তু ইঁহার আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই মহাসভায় আপত্তির অধিকারী। প্রত্যেক উপবিভাগ ও গ্রামে এক একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ব্রহ্মবাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক একটী মঠ বা ধর্ম্মালয় আছে। পবিত্রতা, মিতাচার ও সত্যরক্ষাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম। ধর্ম্মগত বা জাতিগত কোন বিভাগ না থাকিলেও এখানে ধর্ম্মমন্দিরাদির অধিষ্ঠাতা বা ধনবান্ রাজপুরুষদিগের সহিত সাধারণ লোকের অল্প পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অন্যত্র ধনের কোন বিশেষ গৌরব নাই। বৌদ্ধপুরোহিত পুঙ্গিগণ সর্ব্বত্রই যাজন করিয়া থাকেন।

বুদ্ধ ব্যতীত এখানে 'নাট' গণের (উপদেবতা বিশেষের) উপাসনাপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিবাসীগণের বিশ্বাস এই, উপদেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের যাবতীয় পদার্থের উপর প্রচ্ছন্ন ভাবে আধিপত্য করিতেছে। মনুষ্যের অহিতকারী এই মন্দশক্তিগণের তৃপ্তি বিধান জন্য তাহারা নানা উপচারে পূজা দিয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাববিস্তারে ব্রহ্মবাসিগণ তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও তাহাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত ভূতোপাসনাপ্রভাব তিরোহিত হয় নাই। এখনও করেন, চীন প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে নাটপূজার বহুল প্রচার দেখা যায়। অধুনা করেনগণ আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ব্রহ্মদিগের মধ্যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত নাই। কন্যাগণ সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার অধীন। কোন যুবক রূপমুগ্ধ হইয়া কোন যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, প্রথমে তাহাকে সেই কন্যার পিতার অনুমতি লইতে হয়। সুপাত্র বুঝিয়া পিতাও সেই যুবককে স্বীয় কন্যার প্রীতি-সাহচর্য্য (Courtship) করিতে আদেশ দেন। এই ভালবাসা বিনিময়ের সময় উভয়ের প্রতিই বিশেষ কটাক্ষ রাখা হইয়া থাকে। কন্যার মাতাই সাধারণতঃ বিবাহের ঘটক হইয়া স্বীয় কন্যার অভিমতে উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন এবং কায়মনোবাক্যে উক্ত দম্পতির মধ্যে সুপ্রণয় সংঘটনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পিতার অনুমতিসাপেক্ষ হইলেও, বিবাহে কন্যার সম্মতিই বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত প্রায়ই বিবাহে বিভ্রাট্ ঘটিতে দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবাসিগণ সাধারণতঃই পত্নান্তরগ্রহণে অনিচ্ছুক। ধনবান্ বণিক্ ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের একাধিক পত্নীগ্রহণ সমাজে বিশেষ নিন্দনীয়। পত্নান্তর গ্রহণ করিলে, প্রথমাপত্নীকে স্বতন্ত্র বাটীতে স্থান দিতে হয়। সপত্নী লইয়া তাহারা একত্র বাস করে না। দম্পতির অভিমত হইলে, গ্রামস্থ বয়োজ্যেষ্ঠদিগের আদেশে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারে; কিন্তু যে সকল স্থলে বিশেষ গোলযোগ থাকে, অথবা স্বামী বা পত্নীর মধ্যে কেহ এই বন্ধনচ্ছেদনে অভিলাষী নহেন, এরূপ স্থলে রাজধর্ম্মাধিকরণের নিষ্পত্তিই গ্রাহ্য। এইরূপে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরে ভিন্ন হইলেও সম্পত্তির অংশলাভে বঞ্চিত হন না। কোন কোন স্থলে পরিত্যক্তা রমণী বা পুরুষ সমগ্র সম্পত্তিরই অধিকারী হন।

ব্রহ্মে যথায় রমণীগণ ব্যবসাবাণিজ্যলব্ধ জীবিকা দ্বারা আনন্দে দিনাতিপাত করে, তথায় বিবাহজীবন অতীব সুখকর। করেন, চীন প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বিবাহপ্রথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সকল করেন, ব্রহ্মরাজের শাসনে আসিয়া ব্রহ্মদিগের আচারব্যবহার অভ্যাস ও অনুকরণ করিয়াছে, তাহাদের রীতিনীতি প্রায়ই ব্রহ্মদিগের ন্যায়। পার্ব্বতীয় করেনদিগের আচারব্যবহার সেই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

করেনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু যাহারা ব্রহ্মসংসর্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ একাধিক বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইলে পত্নীত্যাগ করাই নিয়ম। সতীত্বরক্ষাই এই জাতীয় রমণীর প্রধান কার্য্য। চীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্যে বহু শত মঠ আছে। পুঙ্গিগণ ঐ সকল মঠে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মচর্য্যা

ব্যতীত ইহাদের জীবনে আর অন্য কার্য্য নাই। ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ মঠে (কেয়ৌঙ্গ) থাকিয়া গ্রামস্থ বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষাকালে বৌদ্ধ বালকগণকে মঠেই থাকিতে হয়। এখানে প্রাথমিক পাঠ ও লিপি এবং শাক্যবুদ্ধপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের অনুশীলন তাহাদের প্রধান কার্য্য। পিতার দরিদ্রতা নিবন্ধন বালক যথাবিহিত হরিদ্রাবস্ত্র পরিধান ও সংস্কারাদি সম্পন্ন হইতে পারে না সত্য; কিন্তু সকলেই শিক্ষার্থী হইয়া কোঙ্গ্‌থা (মঠবালক) নামের সার্থকতা করিতে পারেন। বালিকাদিগের মঠে প্রবেশাধিকার নাই। নগর এবং বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে বালকবালিকাগণ একত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

উপরি উক্ত জাতিবিভাগ ব্যতীত ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্ম, তলৈঙ্গ (মোন), খ্যোঙ্গ্‌থা, ব্রো, ক্যামি, শান প্রভৃতি কএকটী বিশিষ্ট জাতি এবং উহাদের সহযোগে উৎপন্ন মিশ্রজাতিরও অস্তিত্ব আছে। আরাকান প্রদেশে ঔপনিবেশিক হিন্দু ও ব্রহ্ম জাতির বাস ঘটে*। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশ, সক্, চব্, কুন্, শম্, যবেন্, যব্ প্রভৃতি কএকটী জাতিও দেখা যায়। উহাদের ভাষাগত কতক কতক পার্থক্যও আছে।

ব্রহ্মের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ। নৌকা ও গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ ধর্ম্মমঠাদি তাহার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। শিল্পকার্য্যে তাহাদের কোমল স্বভাবের পরিচয় পাইলেও, অতি সামান্য কারণেই তাহাদের ক্রোধোদ্রেক হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবনের প্রতি তাহাদের অল্পমাত্রও দয়া নাই। সামান্য কারণে ক্রোধ সঞ্চার হইলে অথবা ক্ষুদ্রতর প্রতিশ্রুতিবশেই তাহারা নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এমন কি, একদিন ব্যঞ্জনাদি মন্দ হইলে তাহারা স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণহরণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচার ব্যভিচার তাহাদের জীবনের একটী পৌরুষজনক কার্য্য।

এখনকার রমণীগণ পর্দ্দানশিন নহে। তাহারা স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে। বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় ও গৃহকর্ম্মপালন, পণ্যদ্রব্যবিক্রয় ও রেশমী বস্ত্রাদি বয়ন ইহাদের প্রধান কার্য্য। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাগণ বাজারে ফল মূলাদি বিক্রয় করিয়া যে লাভ সঞ্চয় করে, তাহাতেই তাহারা আপনাপন বেশভূষা করিয়া লয়।

ব্রহ্মদেশে এখন যে যে সম্বৎ প্রচলিত, তাহা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (বৈশাখ) হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ২৯ বা ৩০ দিনের চান্দ্রমাসরূপ ১২ মাসে এই বর্ষগণনা হয়। প্রতি মাসের শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষ ধরিয়া মাসগণনা হয়। ইহাদের দিবারাত্র ৮ প্রহরে, অর্থাৎ দিনে ও রাত্রে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত; ঐ সময়ে একএকবার ঘটিকা ধ্বনি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্মের ভাষায় অনেক পালি ও অপভ্রংশ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে*। ব্রহ্মভাষার প্রত্যেক অক্ষরই ভারতীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত। ইহাদের কাব্যবিভাগ বিশেষ আলোচনা ভিন্ন বোধগম্য হইবার নহে†। ব্রহ্মরাজ্যাস্থিত সমগ্র মঠেই তালপত্র ও বংশ হইতে প্রস্তুত একপ্রকার কাগজে লিখিত পুথি দেখিতে পাওয়া যায়।

[থকুন, পেগু ও প্রোম প্রভৃতি শব্দে তত্তৎস্থানের বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে।] পেগুর শিও-মদ্ পাগোদা ব্রহ্মের একটী প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির। রেঙ্গুন নগরের সন্নিকটবর্ত্তী শিন্-দ্যাগোন মন্দিরও বড় সুন্দর। পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান দূরদেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং ইহার স্বর্ণচূড়া সূর্য্যালোকে বিভাবিত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। এই মন্দিরবাটিকা ও চারিদিকস্থ সৌধমালা দেবকীর্ত্তির অপূর্ব্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে। নগর হইতে এই মন্দিরে আসিতে যে রাস্তা আছে, তাহার স্থানে স্থানে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তিপরিশোভিত। অমরাবতীর রাজপ্রাসাদও শিল্পনৈপুণ্যে কোন অংশে ন্যূন নহে।

ব্রহ্মবাসিগণ উৎসবের বড়ই পক্ষপাতী। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এক একটী মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ধনী ব্যক্তিগণের দাহ কার্য্যে, যুবকদিগের রাহান্ (অর্হৎ = পুরোহিত) দীক্ষায় ইহাদের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ৮ হইতে ১২ বৎসর-বয়স্ক বালকগণ মঠপ্রবেশের অধিকারী। ইহাদের মধ্যে কেহ নিরূপিত সময়ের জন্য কেহ বা আজীবন ধর্ম্মপরিচর্য্যার জন্য

* আর্থর ফেরি লিখিয়াছেন যে, যেরূপ মধ্য এসিয়া হইতে আর্য্য হিন্দু ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অপর একটী জনস্রোত হিমালয়ের পূর্ব্বদিক্ অতিক্রম করিয়া তগৌঙ্গ প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে তথা হইতে পশ্চিমে আরাকান এবং দক্ষিণে প্রোম ও তৌঙ্গগুব নগরে রাজ্যবিস্তার করেন।

* সংস্কৃত শব্দের ব্রহ্মভাষায় পরিবর্ত্তন অমৃত (অমেক) অভিষেক, (ভিসিক), চক্র (চক), দ্রব্য (দ্রপ), কল্প (কপ), ঋষি (রসি) প্রভৃতি।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২১ শে ফেব্রুয়ারী সাইম সাহেব (Micheal Symes) প্রভৃতি কলিকাতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মদেশে ইংরাজের দৌত্যকার্য্যে উপনীত হন। এখানে তিনি পেগুর শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় তাঁহারা অভ্যর্থিত হইয়া সুআলীতাদি দর্শন করেন। ঐ সময়ে রামাগণের রামায়ণপাঠ ও হনুমানের ইন্দ্রজিৎ হইতে ঔষধ আনয়ন অভিনীত হইয়াছিল।

রাহান্দিগের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হয়। ফুঙ্গি বা পুঙ্গিগণ রাহান্দিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর পুরোহিত। ইঁহারা সকলেই হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন এবং নগ্নপদ ও মুণ্ডিতমস্তকে বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকের এক হস্তে তালবৃন্ত ও অপর হস্তে ভিক্ষাপাত্র শোভিত। ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। যদি কাহাকেও কখন স্ত্রীসহবাস করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মমার্গ-বিচ্যুত হয়েন এবং তাঁহার মুখে চুণকালি প্রদানপূর্ব্বক গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজপথে ভ্রমণ করান হয়। যুবক পুরোহিতদিগের দিবসে বা রাত্রিকালে অসদভিপ্রায়ে ভ্রমণ নিষিদ্ধ। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে রাহান্গণ প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্রহস্তে রাজপথে বাহির হন। পথে ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু পান, তাহাতেই তাঁহাদের মঠস্থ ব্যক্তিবর্গের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অংশ দীন-দুঃখীকে দান করা হয়। ইঁহারা নিজে অন্নাদি পাক করেন না। দাতাই পাচিত-অন্ন, ফল মূল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করেন। মঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষের নাম সরিদগী। ইনি রাহান্দিগের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। রাহান্দিগের ন্যায় পূর্ব্বে কুমারীগণও ব্রহ্মচারিণী হইয়া মঠে থাকিতেন। সতীত্ব ও ধর্ম্মরক্ষা তাঁহাদের মুখ্যকার্য্য ছিল। তাঁহারাও মাথা মুড়াইয়া হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রে গাত্রোচ্ছাদন করিতেন। এখন এই কৌমার্য্যপ্রথা রহিত হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্বেতবস্ত্রপরিধানা কতকগুলি প্রাচীনা রমণীই মঠকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। [ব্রহ্মের পুরাতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ Herr Thomann's Archæological Exploration of Pagan, in 1896 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মদৈত্য (পুং) ব্রহ্মা ব্রাহ্মণরূপী দৈত্যঃ। প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ মরিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে ব্রহ্মদৈত্য কহে।

ব্রহ্মদ্বার (ক্লী) ব্রহ্মপ্রাপ্তিকর পন্থা।

ব্রহ্মদ্বিষ (ত্রি) ব্রহ্মণে বেদায় বিপ্রায় চ দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্বিপ্। বেদ ও ব্রাহ্মণদ্বেষক। যিনি বেদ ও ব্রাহ্মণের হিংসা করেন।

"ব্রহ্মদ্বিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এবচ।" (মনু ৩।১৫৪)

ব্রহ্মধর (ক্লী) ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মধাতু (পুং) ১ ব্রহ্মরূপ ধাতু। ২ রুদ্র।

সূর্য্যো মহী জলং বহ্নির্বায়ুরাকাশ এব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ॥ (বায়ু পু॰)

ব্রহ্মন্ (ক্লী) বৃংহতি বর্দ্ধতে নিরতিশয়মহত্ত্বলক্ষণবৃদ্ধিমান্ ভবতীতি বৃহি বৃদ্ধৌ (বৃংহের্নোচ্চ। উণ্ ৪।১৪৫) মনিন্ নকারস্যাকারঃ রত্বঞ্চ। ১ বেদ। "তস্মাদেতদ্ ব্রহ্মনামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" (শ্রুতি) ২ তপস্যা। ৩ সত্য। ৪ তত্ত্ব, যথার্থ। (অমর) সর্ব্বগুণাতীত বিশুদ্ধ তুরীয় চিৎস্বরূপ। বেদান্তসারে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহোঽবস্তু, ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, তদন্যদখিলমনিত্যং" অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু। ব্রহ্ম ব্যতীত অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহ অবস্তু ও অনিত্য। শ্রুতিতে আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূতসমূহের উৎপত্তি হইয়া স্থিতি হইতেছে এবং যাহাতে লীন হইতেছে। তাহাই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রের পরে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (শ্রুতি) এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সন্মাত্র ছিল, নাম ও রূপ কিছুই ছিল না। সমস্ত একমাত্র এবং অদ্বিতীয়।

"এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" (শ্রুতি) এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক অর্থাৎ সদ্বস্তুই এ সকলের আত্মা, সেই সদ্বস্তুই একমাত্র সত্য এবং তাহাই আত্মা বা ব্রহ্ম, হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই ব্রহ্ম। সেই সদ্বস্তু সত্য, ইহা বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য্য অর্থাৎ জগৎ সত্য নহে, অসত্য বা মিথ্যা। তুমি সেই আছ, এরূপ বলাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, ভিন্ন নহে। সেই একই ব্রহ্ম। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'একং' 'এব' 'অদ্বিতীয়ং' এই পদত্রয় দ্বারা সদ্বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। অন্যত্র অর্থাৎ জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়-ভেদ। অবয়বের সহিত অবয়বীর ভেদ স্বগতভেদ অর্থাৎ পত্র, পুষ্প ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগতভেদ কহে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইল যে, পুষ্পফলাদিও বৃক্ষের অবয়ববিশেষ। এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষের ভেদ অবশ্যই আছে। এই ভেদের নাম সজাতীয় ভেদ। কেননা ঐ ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই বৃক্ষজাতীয়। শিলাদি হইতে বৃক্ষের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। অন্যত্র বস্তুর ন্যায় আত্মবস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে ভেদত্রয়ের আশঙ্কা হইতে পারে। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইরূপ হইয়াছে। 'একং' এই পদ দ্বারা স্বগত ভেদ 'এব' সজাতীয় ভেদ, এবং 'অদ্বিতীয়ং' এই পদ দ্বারা বিজাতীয় ভেদ নিবারিত

হইয়াছে। যাহা এক অর্থাৎ নিরংশ বা নিরবয়ব, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। কেন না, অংশ বা অবয়ব দ্বারাই স্বগতভেদ হইয়া থাকে। সদ্বস্তুর অবয়ব নাই। কারণ যাহা সাবয়ব, অবশ্য তাহার উৎপত্তি থাকিবে। অবয়ব সকলের পরস্পর সংযোগ বা সন্নিবেশের পূর্ব্বে সাবয়ব বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অবয়ব সংযোগের পরে সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি আছে। যাহার উৎপত্তি আছে, সে জগতের আদি কারণ হইতে পারে না। কেননা তাহার উৎপত্তি কারণান্তরসাপেক্ষ। সিদ্ধ হইল যে, আদি কারণ বা সদ্বস্তুর অবয়ব নাই। যাহার অবয়ব নাই, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। নাম এবং রূপ সদ্বস্তুর অবয়বরূপে কল্পিত হইতে পারে না। নাম অর্থে ঘটশরাবাদি সংজ্ঞা, রূপ অর্থে ঘটশরাবাদির আকার। নাম ও রূপের উদ্ভবের নাম সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম ও রূপকে অংশরূপে কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারাও সদ্বস্তুর স্বগতভেদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্রহ্মে স্বগতভেদ নাই এবং থাকিতেও পারে না। সদ্বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদও অসম্ভব। কেন না সদ্বস্তুর সজাতীয় বস্তু সৎস্বরূপ হইবে। সৎপদার্থ একমাত্র। কারণ 'সৎ' 'সৎ' এইরূপ এক আকারে প্রতীয়মান বস্তু একই হইবে, নানা হইতে পারে না। দুইটী সৎপদার্থ মানিতে হইলে তাহাদের পরস্পর বৈলক্ষণ্য মানিতে হয়। সৎ পদার্থের স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য অসম্ভব, অতএব সদন্তরকল্পনার কোন প্রমাণ নাই। সৎপদার্থ একমাত্র হইলে, সুতরাং অপর সৎপদার্থ না থাকিলে সৎপদার্থের সজাতীয় ভেদ থাকা একান্ত অসম্ভব। ঘটসত্তা, পটসত্তা ইত্যাদিরূপে সদ্বস্তুর সজাতীয় ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদির ন্যায় ঐ ভেদও ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে। নাম ও রূপ-স্বরূপ উপাধিভেদে সৎপদার্থের ভেদও সৃষ্টির উত্তরকালেই হইতে পারে, সৃষ্টির পূর্ব্বকালে হইতে পারে না। কেন না সৃষ্টির পূর্ব্বকালে নামরূপের উদ্ভবই হয় নাই। অতএব ব্রহ্মে সজাতীয় ভেদ নাই। স্বগত ভেদ এবং সজাতীয় ভেদের ন্যায় সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদ বলা যাইতে পারে না। যে হেতু যাহা সতের বিজাতীয়, তাহা সৎ নহে, অসৎ। যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। যাহা বিদ্যমান, তাহা অপর বস্তু হইতে ভিন্ন এবং অপর বস্তুও তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী বা অনুযোগী কিছুই হইতে পারে না। অতএব সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও অজাতপুত্রের নামকরণের ন্যায় অলীক। এক, এব, অদ্বিতীয়, এই পদত্রয় দ্বারা ব্রহ্মে স্বগতভেদ, সজাতীয় ভেদ এবং বিজাতীয় ভেদ নাই, ইহাই বলা হইল।

সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বৈতত্ব অর্থাৎ 'একং ব্রহ্ম' ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যাহা বস্তুতঃ অদ্বৈত, তাহা কোনও কালে দ্বৈত হইতে পারে না। বস্তুর অন্যথাভাব অসম্ভব। আলোক কখন অন্ধকার হয় না এবং অন্ধকার কখন আলোক হয় না। বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ এ উভয় পরস্পর বিরোধী বলিয়া উভয় সত্য হইতে পারে না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা। অভেদ শব্দের অর্থ একত্ব, ভেদ অর্থে নানাত্ব।

একত্বব্যবহার অন্য নিরপেক্ষ, নানাত্বব্যবহার একত্বসাপেক্ষ। পূর্ব্বসিদ্ধ একত্ব উত্তরকালে ব্যবহ্রিয়মান নানাত্ব দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। বরং পূর্ব্বসিদ্ধ একত্ব দ্বারা পরভাবী নানাত্বই বাধিত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বলিয়া একত্ব প্রবল, এবং সাপেক্ষ বলিয়া নানাত্ব দুর্ব্বল। বিরোধ স্থলে প্রবল দুর্ব্বলকে বাধিত করে, একত্ব বা অভেদ নানাত্ব অর্থাৎ ভেদের উপজীব্য। প্রতিযোগিজ্ঞান ভিন্ন ভেদের জ্ঞান হইতে পারে না। আশ্রয় ভিন্ন কেহ দাঁড়াইতে পারে না। এজন্যও ভেদ অভেদ অপেক্ষা দুর্ব্বল। অতএব অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে ইহা বিবৃত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈত উপদিষ্ট না হইলেও উপনিষদে কোন কোন স্থলে দ্বৈতের আভাস পাওয়া যায়। দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়ের মধ্যে একটী সত্য, অপরটী কাল্পনিক, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না বস্তু একরূপ হইবে, দুইরূপ হইতে পারে না। দ্বৈত পারমার্থিক ও অদ্বৈত কাল্পনিক বলিলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, উপাদানমাত্রের সত্যত্বাবধারণ অসঙ্গত হয়, এবং ব্রহ্মাত্মভাবের সিদ্ধবন্নির্দ্দেশ অনুপপন্ন হয়। সুতরাং অদ্বৈত বা অভেদ পারমার্থিক, দ্বৈত বা ভেদ কাল্পনিক, মিথ্যা বা ব্যবহারিক; এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি-সঙ্গত।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" (শ্রুতি) যে সময়ে দ্বৈতের ন্যায় হয়, সে সময়ে একে অন্যকে দেখিতে পায়। শ্রুতিতে "দ্বৈতমিব" এই "ইব" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্ব প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

"মন্দান্ধকারে রজ্জুঃ সর্প-ইব ভবতি" (শ্রুতি)

অল্প অন্ধকারে রজ্জু সর্পের ন্যায় হয়। এরূপ স্থলে 'সর্প-ইব' বলাতে সর্পের মিথ্যাত্ব যেমন জানান হইয়াছে। তদ্রূপ

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (শ্রুতি)
যিনি এই ব্রহ্মে নানার ন্যায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই স্থলেও 'নানেব' এই 'ইব' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নানাত্ব বাস্তবিক নহে, নানাত্ব মিথ্যা, ইহাই জানান হইয়াছে। "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" (শ্রুতি) এক ব্রহ্মকে অনেকরূপে কল্পনা করে। বাহুল্যভয়ে অধিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইল না। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং বেদান্তদর্শন দেখিলে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

অদ্বৈতমতে সৃষ্টি বস্তুতঃ সত্য নহে, কাল্পনিক মাত্র। কল্পনা দ্বারা পারমার্থিক অদ্বৈতের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। যাহার চক্ষু তিমিরোপহত, সেই ব্যক্তি এক চন্দ্রকে অনেক চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করে, তাহা বলিয়া কিন্তু চন্দ্র অনেক হয় না। কেন না চন্দ্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নহে, উহা তৈমিরিকের কল্পনা মাত্র। কল্পিতরূপ বস্তুকে স্পর্শ করে না, বস্তুর সহিত কল্পিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই রূপ অবিদ্যাদোষে আমরা বিচিত্র বস্তুনিচয় দর্শন করিলেও তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগদাকার প্রতিপন্ন হন না।

কোন কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মের পরিণামবাদের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মক রূপভেদে ব্রহ্মপরিণাম ব্যবহারের গোচর হইলেও দ্বৈত মিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈত সত্যত্ব-বোধক শ্রুতি সকলের মতানুসারে বিবর্ত্তবাদের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু পরিণাম প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য্য নাই। কেন না, তাহা হইলে পরিণামবাদে জ্ঞানের কোনরূপ ফল কীর্ত্তন থাকিত। যাহা নিষ্ফল—তাহা নিষ্প্রয়োজন, তাহা বেদে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু নিষ্প্রপঞ্চ বা সর্ব্বব্যবহারশূন্য ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতি সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। কেন না ঐ রূপ ব্রহ্মাত্মভাব জ্ঞানমোক্ষসাধন। সহজবোধ্য পরিণামপ্রক্রিয়া অনুসারে সৃষ্টি বলিয়া শ্রুতিতে 'নেতি' 'নেতি' অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এক ব্রহ্ম বহুরূপে কল্পিত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'জন্মাদ্যস্য', 'যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি' যে ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে।

"আত্মা বা ইদমগ্রেহভূৎ স ঐক্ষত প্রজা ইতি।
সৃজনাল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ॥
খবাযুরগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোহখিলাঃ॥
বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কাময়ত।
তপস্তপ্ত্বাহসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ॥
ইদমগ্রে সদেবাসীৎ বহুত্বায় তদৈক্ষত।
তেজোহবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ॥"
(পঞ্চদশী দ্বৈত বি° ৩-৬)

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, তৎকালে আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মনে সঙ্কল্প হইল, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব। তাঁহার এই সঙ্কল্পমাত্রেই চরাচর জগৎ-সৃষ্টি হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের সঙ্কল্প মাত্রই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং ওষধি সকল যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম—আমি বহু হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত হইব—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন, এই সঙ্কল্পরূপ তপোবলে তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, নানাকারে জগৎ উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মের সেই সংকল্প বলে এই জগৎ উৎপন্ন হইল।

এই সকল শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মই একমাত্র জগৎকারণ। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। অখণ্ড-চেতন, অরূপ, অস্পর্শ, অশব্দ ও অব্যয় ব্রহ্মের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান। তাহার প্রাদুর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। ঐ অজ্ঞান ঐশীশক্তি, জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মায়া, সৃষ্টিশক্তি, মূলপ্রকৃতি প্রভৃতি নামে পরিভাসিত হইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহ্য প্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্যই তাহা ভ্রান্তির বিজৃম্ভণ বলিয়া অভিহিত।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥"
(বেদান্তদর্শন, শাঙ্কর ভাষ্য)

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইয়াছে। এই জড় জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্র বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। (১) 'অস্তি' আছে, (২) 'ভাতি' প্রকাশ পাইতেছে, (৩) 'প্রিয়' ভাল, উত্তম এইভাব, (৪) 'রূপ' ইহা এই প্রকার, (৫) 'নাম' ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিন রূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুইরূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞানবিকার

বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, সেই জন্যই বলা হইয়াছে, জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত হয়।

স্বরূপ ও তটস্থ এই দুইটী লক্ষণদ্বারা শ্রুতি ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম—জগৎকারণ, ইহা তটস্থ—লক্ষণ, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, ইহা স্বরূপলক্ষণ। ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকের পরমাণুর ন্যায় পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং অভিন্ন নিমিত্তোপাদান বিবর্ত্ত কারণ। অভিন্ন নিমিত্তোপাদানের দৃষ্টান্ত লুতা (মাকড়সা), লুতা সৃজ্যমান সূত্রের প্রতি স্বচৈতন্য প্রাধান্যে নিমিত্তকারণ, এবং স্বশরীরপ্রাধান্যে উপাদান কারণ। লূতা যে সূত্র সৃষ্টি করে, তাহার উপাদান সে অন্য কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে।

জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, বিবর্ত্ত। সত্য সত্যই এক-প্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা, অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে; কিন্তু বিবর্ত্ত। সুতরাং এই দৃশ্য-জগৎ ইন্দ্রজাল সদৃশ তাত্ত্বিকসত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা।

ব্রহ্ম বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়া নামে অভিহিত। গুণবতী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন, সেই প্রভেদেই জীব ও ব্রহ্মে এইরূপ বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্ট সত্ত্ব প্রাবল্যে মায়া এবং মলিন সত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। মায়ায় উপহিত ব্রহ্ম ও অবিদ্যায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। মায়া এক এই নিমিত্ত ব্রহ্মও এক। মালিন্যের অল্পাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা নানা, তদনুসারে জীবও নানা—সুর, অসুর, পশু, পক্ষী মানুষ প্রভৃতি। মায়ায় জ্ঞানশক্তির চরমোৎকর্ষ, সেইজন্য তদুপহিত ব্রহ্মও সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিয়ন্তা। জীব জ্ঞান শক্তির অল্পতাবশতঃ সেইরূপ নহে। যেমন একই আকাশ ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্ত্যাগে মহাকাশ, তেমনই ব্রহ্মও মনুষ্যাদি উপাধিতে জীব এবং তদপগতে ব্রহ্ম।

শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভব এই তিন প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া যায় যে, অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধীন, তাহা তাহাতেই কল্পিত। যেমন তরঙ্গ বুদ্বুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত অর্থাৎ সে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে। তেমনি এই দৃশ্যব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও প্রকাশ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তার অধীন। এতদ্দৃষ্টে স্থির করা যায় যে, সমস্তই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, চৈতন্যে কল্পিত জীব এই ব্রহ্মকল্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ, যেরূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছ স্বভাব প্রচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ স্বীয় অনির্বাচ্য অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহাতেই অজ্ঞ জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। শ্রবণাদি দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জ্জিত হইলে তখন তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পূর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও সত্য। অপর সমস্ত আমাতে ও আমার কল্পিত। আমিই ব্রহ্ম।

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, আর কিছুই ছিল না, এ সকলই ব্রহ্ম। অদ্বয় ব্রহ্মই আদিতে, এই সকল শ্রুতি সুব্যক্তরূপে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎপ্রতিপাদনার্থ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'ত্বং ব্রহ্ম' তুমিই ব্রহ্ম।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসদ্ভাব নাই, বৈষ্ণব আচার্য্যেরা প্রায় সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিযুক্ত এবং নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। জীবাত্মা সকল ব্রহ্মের অংশ, পরস্পর ভিন্ন এবং ব্রহ্মের দাস। জগৎ ব্রহ্মের শক্তি-বিকাশ বা পরিণাম; সুতরাং সত্য। সর্ব্ব-জ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম, সত্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট জগৎ এবং অল্পজ্ঞ ও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মাও জগৎব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ অভিন্ন নহে, কিন্তু আদিত্যের প্রভার ন্যায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে অধিক। যেমন প্রভা হইতে আদিত্য অধিক; সেইরূপ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ ও সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশূন্য জীব তাহার বিপরীত।

ব্রহ্ম ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অনেকান্তবাদ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। ব্রহ্ম একও বটে, অনেকও বটেন। বৃক্ষ যেমন অনেক শাখা-যুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ অনেক শক্তিযুক্ত নানা, অদ্বৈতবাদীদিগের মতে এই মত ভ্রমাত্মক। কারণ বস্তুদ্বয় এককালে পরস্পর ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না। কেন না, ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী। অভেদ কিনা ভেদের অভাব। ভেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক বস্তুতে থাকা অসম্ভব। কার্য্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগৎ ব্রহ্মের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে যেমন মৃত্তিকারূপে ঘটশরাবাদির এবং সুবর্ণরূপে কুণ্ডলমুকুটাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডলমুকুটাদির একত্ব বলা হয় না কেন?

অর্থাৎ ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঐ রূপেই একত্বও বলা হয় কেন? কারণ মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদি এবং সুবর্ণ ও কুণ্ডলমুকুটাদি অভিন্ন হইলে মৃত্তিকা সুবর্ণাদির ধর্ম্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদির ধর্ম্ম নানাত্ব মৃৎসুবর্ণাদিতে অবশ্যই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, কার্য্য ও কারণ যখন এক বস্তু, তখন একত্ব ও নানাত্ব ধর্ম্মও অবশ্যই কার্য্য ও কারণগত হইবে। এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য।

কোন কোন আচার্য্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থা-ভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে ঐকত্ব ও নানাত্ব উভয়ই সত্য। সংসারাবস্থায় নানাত্ব, এবং মোক্ষাবস্থায় একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং তখন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। এ সিদ্ধান্তও সঙ্গত নহে। কারণ 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মভাব অবস্থাবিশেষ-নিয়মিত নহে। কেন না ব্রহ্মাত্মভাববোধক শ্রুতিতে অবস্থাবিশেষের উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারিব্রহ্মাভেদ সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিতে উহা সিদ্ধের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যের অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা করা নিষ্প্রমাণ। 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মভাব কোনরূপ প্রযত্ন বা চেষ্টা-সাধ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। 'অসি' এই পদ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন যে, জীবের ব্রহ্মভাব জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়সাধ্য, তাহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে না। আর বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, যথার্থজ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হইতে পারে না। রজ্জুজ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের নিবর্ত্তক হয়, সুবর্ণজ্ঞান কুণ্ডলাদির নিবর্ত্তক হয় না। একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও বন্ধনাবস্থার ন্যায় নানাত্ব থাকিবে। সুতরাং মুক্তিই হইতে পারে না।

শৈবাচার্য্যেরা বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী। তাঁহাদের মতে চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব অদ্বিতীয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই শিবরূপ ব্রহ্মই কারণ ও কার্য্য। ইহার নাম বিশিষ্ট শিবাদ্বৈত। চিদচিৎ সমস্ত প্রপঞ্চই শিব নামক ব্রহ্মের শরীর। তিনি জীবের ন্যায় শরীরী হইলেও জীবের ন্যায় দুঃখভোক্তা নহেন। অনিষ্ট ভোগের প্রতি শরীরসম্বন্ধ কারণ নহে অর্থাৎ শরীরী হইলেও নিজের অজ্ঞান অনুবর্ত্তনজনিত অনিষ্ট ভোগ করেন না। জীব ঈশ্বরপরবশ। ঈশ্বরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তন না করিলে তাহাদিগকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই জন্য তাহার অনিষ্ট ভোগ নাই। শরীর ও শরীরীর ন্যায়—গুণ ও গুণীর ন্যায়—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শৈবাচার্য্যদিগের অনুমত। মৃত্তিকা ও ঘটের ন্যায় কার্য্য কারণরূপে এবং গুণ ও গুণীর ন্যায় বিশেষণবিশেষ্যরূপে বিনা-ভাবরাহিত্যই প্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের অনন্যত্ব। যেমন উপাদানকারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের ভাব অর্থাৎ সত্তা থাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট থাকে না, সুবর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল থাকে না, গুণী ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ-শক্তি থাকে না। উষ্ণতা ব্যতিরেকে যেমন বহ্নিকে জানিবার উপায় নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে না। যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না, সে তদ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সুতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, এই জন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহাই তাঁহার স্বভাব। দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কারণান্তরনিরপেক্ষ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপ সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্মও সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপে পরিণত হইয়া থাকেন। নানারূপে পরিণত হইলেও তাঁহার একত্ব বিলুপ্ত বা বিকারিত হয় না।

অচিন্ত্য, অনন্ত ও বিচিত্র শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। ব্রহ্মের কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না; অতএব ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব, এরূপ বিচার ব্রহ্মে হইতেই পারে না। লৌকিক প্রমাণ দ্বারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম তৎসমস্ত হইতে বিজাতীয়। তিনি কেবল মাত্র শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্রে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি সেইরূপ। এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে তদ্বিষয়ে বিরোধ আশঙ্কা করা উচিত নহে। কেন না তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক।

ব্রহ্মের মায়াশক্তি অচিন্ত্য, অনন্ত ও বিচিত্র শক্তিযুক্ত। তাদৃশ শক্তিযুক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশ দ্বারা প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং স্বতঃ বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন,

কি ব্রহ্মের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে যদি বলা যায় যে, কৃৎস্ন ব্রহ্ম জগদাকারে অর্থাৎ কার্য্যাকারে পরিণত হন, তবে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে এবং ব্রহ্মের দ্রষ্টব্যত্ব উপদেশ এবং তাহার উপায়রূপে শ্রবণমননাদি ও শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয়। কেন না কৃৎস্নপরিণাম পক্ষে কার্য্যাতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। কার্য্য অযত্নদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবশ্যক। তজ্জন্য শ্রবণমননাদি বা শমদমাদিও অনাবশ্যক। ব্রহ্ম যদি মৃদাদির ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকারে পরিণত বা একদেশ যথাবদবস্থিত এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত ও দ্রষ্টব্যত্বাদির উপদেশও সার্থক হইত। কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্রহ্মাংশ অযত্নদৃষ্ট নহে। ব্রহ্মের কিন্তু অবয়ব স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে শৈবাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রৈকসমধিগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে। শাস্ত্রে ব্রহ্মের কার্য্যাকার-পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কার্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অবস্থান এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত আপত্তি উঠিতেই পারে না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সকল মতের প্রতি দোষ দিয়া বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণামবাদ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ কার্য্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত ব্রহ্মের অবস্থান এই দুইটী পরস্পরবিরুদ্ধ। এক সময়ে এক বস্তুর পরিণাম ও অপরিণাম হইতে পারে না। তদ্রূপ সাবয়বত্ব ও নিরবয়বত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ। এক বস্তু এক সময়ে সাবয়ব ও নিরবয়ব হইবে ইহা একান্ত অসম্ভব। শ্রুতিও অসম্ভব এবং বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন করিতে পারে না। যোগ্যতা শাব্দ বোধের অন্যতম কারণ। সুতরাং শব্দ, অযোগ্য অর্থ প্রতিপাদন করিতে অক্ষম।

"গ্রাবাণঃ প্লবন্তে বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত" অর্থাৎ প্রস্তর জলে ভাসিতেছে, বৃক্ষ সকল যজ্ঞ করিয়া ছিল, ইত্যাদি অসম্ভাবিত অর্থের বোধক অর্থবাদবাক্যের যেমন যথাশ্রুত অর্থে তাৎপর্য্য নাই, অর্থান্তরে তাৎপর্য্য, সেইরূপ পরিণামবোধক বাক্যেরও অর্থবিশেষে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। ব্রহ্ম একাংশে পরিণত এবং অংশান্তরে অপরিণত, এ কল্পনাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহাতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মের কার্য্যাকারে পরিণতি হইল না। কেন না কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অন্যের পরিণামে অন্যের পরিণাম বলা যাইতে পারে না। মৃত্তিকার পরিণামে সুবর্ণের পরিণাম হয় না। পক্ষান্তরে কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হয়, অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তবে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত হয়। পরিণত অংশ ব্রহ্মের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং ব্রহ্ম এক বস্তু হইতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি বলা হয় যে, পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্মের ভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। পরিণত ব্রহ্মাংশ কারণরূপে ব্রহ্মের অভিন্ন, এবং কার্য্যরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পারা যায় যে, কুণ্ডলমুকুটাদি সুবর্ণরূপে অভিন্ন এবং কুণ্ডলমুকুটাদি রূপে ভিন্ন। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা এক সময়ে এক বস্তুতে থাকিতে পারে না, কার্য্যাকারে পরিণত অংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে, না হয় অভিন্ন হইবে। ভিন্নও হইবে অভিন্নও হইবে, ইহা হইতে পারে না। আরও বিবেচ্য এই যে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অমৃত, তিনি পরিণাম ক্রমে মর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মর্ত্ত্য জীব, অমৃতব্রহ্ম হইবে, ইহাও হইতে পারে না। অমৃত মর্ত্ত্য হয় না, মর্ত্ত্যও অমৃত হয় না। কোন মতেই স্বভাবের অন্যথা হয় না। যাঁহারা বলেন যে, শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্য জীবের অমৃতত্ব হইবে, তাহাদের মতও অসঙ্গত। কেন না স্বভাবতঃ অমৃত ব্রহ্মেরও যদি মর্ত্ত্যতা হয়, তবে মর্ত্ত্য জীবের কর্ম্মজ্ঞানসমুচ্চয়সাধ্য অমৃতভাব অর্থাৎ মোক্ষাবস্থা স্থায়ী হইবে, ইহা দুরাশা মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সকল দেখিয়া ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদপক্ষই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ। প্রপঞ্চ সত্য নহে, রজ্জুসর্পাদির ন্যায় মিথ্যা; সুতরাং ব্রহ্মে কোন বিশেষ বা ধর্ম্ম নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু যখন সত্য নহে, তখন ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, ইহা অনায়াসবোধ্য। জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, ইহা একটী সামান্য শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্॥"

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা তাহা বলিব। তাহা এই, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের ইহাই অভিমত। সমস্ত অদ্বৈতবাদীরাই একবাক্যে শ্রুতিকেই অদ্বৈতবাদের মূল প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা যাহা স্থির হইবে, তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য।

শ্বেতকেতুর ব্রহ্মোপদেশের স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। আরুণি শ্বেতকেতুনামক নিজপুত্রকে কহিলেন যে, হে শ্বেতকেতো,গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। যে হেতু আমাদের কুলজাত কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধু হয় না। দ্বাদশবর্ষীয় বালক শ্বেতকেতু পিতার উপদেশানুসারে গুরুকুলে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ সময়ে পিতৃগৃহে সমাগত হইলেন এবং তিনি নিজে আপনাকে অসামান্য বিদ্বান্ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেন না। পুত্রের এইরূপ অবস্থা ও অভিমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরুণি বলিলেন, হে শ্বেতকেতো! তুমি অনুচানমানী অর্থাৎ নিজেকে অতিশয় বিদ্বান্ বিবেচনা করিতেছ এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর যথাবৎ অবগত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত, অমত বিষয় মত এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায়। শ্বেতকেতু ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আরুণি বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন! যেমন একটী মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত মৃণ্ময় অর্থাৎ মৃত্তিকার বিজ্ঞাত হয়, একটী লৌহমণি বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত লৌহবিকার জ্ঞাত হয়, একটী নখনিকৃন্তন (নরুণ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত কার্ষ্ণায়স অর্থাৎ কৃষ্ণলোহের বিকার বিজ্ঞাত হয়—কেন না মৃত্তিকা, লৌহ ও কৃষ্ণায়স ইহাই সত্য, বিকার কেবল বাক্য দ্বারাই আরদ্ধ হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাদির সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটপটাদি নাম হয়। বাস্তবিক কিন্তু মৃত্তিকাদির অতিরিক্ত বিকার নাই—সেইরূপে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। উপাদান মাত্রই সত্য, বিকার মিথ্যা। সুতরাং জগতের উপাদান জানিতে পারিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়। ইহাতে শ্বেতকেতু বলিলেন, গুরু নিশ্চয়ই ইহা অবগত নহেন, অবগত থাকিলে অবশ্যই আমাকে বলিতেন। হে ভগবন্! আপনিই আমাকে উপদেশ করুন। শ্বেতকেতুর এইরূপ প্রার্থনানুসারে আরুণি তাহাকে জগৎকারণের উপদেশ দেন। এস্থলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার উপপাদনের জন্য জগৎকারণের উপদেশ প্রদত্ত হয়। বিকার বস্তুগত্যা সত্য হইলে কখনই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হইতে পারে না। উপাদান বিজ্ঞাত হইলেও উপাদেয় অর্থাৎ তাহার বিকার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উপাদান ভিন্ন বিকারের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। দৃষ্টান্ত-স্থলে—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যং,লোহমিত্যেব সত্যং, কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং" (শ্রুতি) অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, লৌহই সত্য, কৃষ্ণলৌহই সত্য, এইরূপে উপাদানের সত্যতা অবধারণ করাতে বিকারের অসত্যতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহা অসত্য—তাহা মিথ্যা, ইহা বলাই বাহুল্য; উপদেশ দিবার সময়ে আরুণি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

"এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!"

সদেব সেম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"

সেই সৎ বস্তুই একমাত্র সত্য, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই তুমি। তুমিই সমস্ত, একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। এই শ্রুতির তাৎপর্য্যের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রহ্মের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধারণতঃ জীবাত্মা ব্রহ্মভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও বেদান্তশাস্ত্র বুঝাইয়া দেয় যে, জীবাত্মা বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন নহে, ব্রহ্মস্বরূপ। বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন মুক্তি। মুক্তি কি না অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং স্বস্বরূপ আনন্দপ্রাপ্তি। এই মুক্তি জীবব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকার-সাধ্য। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকার হইলেই মুক্তি হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, সংসার দশাতেও স্বস্বরূপ আনন্দের অন্যথাভাব নাই। কেন না বস্তুস্বরূপের অন্যথাভাব অসম্ভব। সুতরাং স্বস্বরূপ আনন্দ নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে পারে, যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আর প্রাপ্তি হইবে কি? স্বস্বরূপ আনন্দের প্রাপ্তি হইতে না পারিলে জীব ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকার ও তাহার সাধনও হইতে পারে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুও মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। ঐ ভ্রম অপনীত হইলে তাহা প্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কণ্ঠগত স্বর্ণহার নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও বিস্মরণ হেতু অপ্রাপ্ত এবং তদপগতে উহাই আবার প্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও সংসারদশায় অবিদ্যাদোষে তাহা সম্যক্ প্রতিভাত হয় না, সুতরাং অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হইলে তাহাই সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয়, বলিয়া তখন উহা প্রাপ্ত হইলরূপে বিবেচিত হয়।

সংসারাবস্থায় অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মের আনন্দরূপত্ব বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সামান্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন কোন গৃহে কতকগুলি বালক বেদাধ্যয়ন করিলে গৃহান্তরস্থিত পিতা সামান্যরূপে জানিতে পারেন

যে, তাহার পুত্রও বেদাধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু তাহার পুত্রের বেদাধ্যয়ন ধ্বনি বিশেষরূপে জানিতে পারেন না। সেইরূপ ব্রহ্মের আনন্দরূপত্ব সংসারদশায় সামান্তরূপে প্রতিভাত হইলেও বিশেষরূপে প্রতিভাত হয় না। বিশেষরূপে প্রতিভাত না হইলেও কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বের অন্যথা হয় না। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, ব্রহ্মচৈতন্যপ্রভাবে জড় সমূহ প্রকাশিত হয়। জড়সমূহ স্বপ্রকাশ নহে। এইজন্য জড়বর্গ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম চেতন ও নিত্য। ব্রহ্মের শরীরাদির এবং তাঁহার সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলেও ব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য, যাহা নিত্য, তাহা অসত্য হইতে পারে না। এইজন্য ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ।

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (শ্রুতি)

জীব ও ব্রহ্ম এক হইলেও অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুইটী শক্তি আছে। অনেক সময়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, রজ্জুর জ্ঞান থাকিলে সর্পভ্রম হয় না। রজ্জুর অজ্ঞান সর্পভ্রমের কারণ। রজ্জুর অজ্ঞান আবরণশক্তি দ্বারা রজ্জুস্বরূপের আবরণ করে, পরে বিক্ষেপশক্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্প উদ্ভাবিত করে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও আবরণশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ করিয়া বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্মের ও আকাশাদি প্রপঞ্চের উদ্ভাবন করে। আকাশে মেঘ হইলে আদিত্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা কিন্তু সত্য নহে। কারণ অল্পমেঘ অনেক যোজনবিস্তৃত আদিত্যমণ্ডল আবৃত করিতে পারে না। মেঘ দ্রষ্টার লোচনপথ আবৃত করে, তাহাতেই আদিত্যমণ্ডলের আবরণ ভ্রম হয়। সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী ব্রহ্মকে বস্তুগত্যা আবৃত করিতে পারে না। কিন্তু অবলোকয়িতা বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে। তাহাতেই ব্রহ্ম আবৃত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত হইলে প্রকৃত ব্রহ্মবোধ হইতে পারে না। তখন অবলোকয়িতা বা বোদ্ধা দিশেহারা হইয়া অব্রহ্মে ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের ধর্মকে ব্রহ্মের ধর্ম বলিয়া বোধ করে। এই বোধের অপর নাম অধ্যাস। আমি মনুষ্য ইহা অব্রহ্মে ব্রহ্মাধ্যাসের উদাহরণ। ইহার নামান্তর তাদাত্ম্যাধ্যাস। আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি ব্রহ্ম বা আত্মাতে দেহধর্মের অধ্যাসের উদাহরণ। কেন না স্থূলত্বাদি দেহধর্ম তাহা ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়াছে। ইহা আমার ইত্যাদি মমকারের নাম সংসর্গাধ্যাস। এই অধ্যাস পরম্পরা অনাদি। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাস বা তজ্জনিত সংস্কার পর পর অধ্যাসের কারণ। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও অদাহ্য। কেহ ব্রহ্মের ইষ্ট বা অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই। সুতরাং যিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ তাহার রাগদ্বেষ হওয়া অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ইষ্ট এবং অনিষ্ট হইতে পারে, অধ্যাসবশতঃ দেহাদির ইষ্ট ও অনিষ্ট আত্মার ইষ্ট ও অনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং ঐ ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে রাগদ্বেষ বশতঃ প্রবৃত্তির আবির্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে আচরিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। কর্ম্মফল ভোগ সুখ দুঃখের উপলব্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শরীর ভিন্ন সুখ দুঃখের উপলব্ধি হইতে পারে না। সুতরাং সুখদুঃখের উপলব্ধির জন্য অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। মোহান্ধ মানব ভোগের জন্য কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মকরিবার জন্য ভোগ করে যে জাতীয় দ্রব্যের উপযোগে সুখানুভব হয়, সেই জাতীয় দ্রব্যের সম্পাদন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদান। অধ্যাসও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া অবিদ্যা মধ্যে পরিগণিত। যখন বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট হয়, তখন ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, ইহাতে তখন 'সোঽহং ব্রহ্ম' এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়।

এইরূপ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম বাস্তবিক অসঙ্গ, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ত এবং সুখদুঃখ-পরিশূন্য হইলেও অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মের সংসার, পুণ্য পাপের লেপ এবং সুখ দুঃখ ভোগ হয়। সুতরাং অবিদ্যাই সমস্ত অনর্থের মূল। বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বানর্থমূল অবিদ্যার বিনাশ সম্পাদন বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, আলোকে অন্ধকারের ন্যায় স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের অনর্থকর মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বন করিবেন ইহাও একান্ত অসম্ভব। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের অনিষ্টকর বিষয় অবলম্বন করিতে পারে না। এতদুভয়ে বক্তব্য এই যে, উভয়ই সম্ভবপর।

স্বপ্রকাশক ব্রহ্মে অবিদ্যা কিরূপে থাকিতে পারে, অবিদ্যা কাহার? এ বিষয়ে বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল।

"স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।
ইত্যাদি তর্কজালানি স্বানুভূতির্গ্রসত্যসৌ ॥
স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা মতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্ ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে কিরূপে অবিদ্যা থাকিবে? অবিদ্যা না থাকিলেই বা কিরূপে ব্রহ্মের স্বরূপের আবরণ হইবে। স্বানুভব ইত্যাদি তর্কজালকে গ্রাস করে, অর্থাৎ নিরাকৃত করে, নিজের অনুভবেই ঐ সকল অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেন না, আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না, এইরূপ অনুভব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বানুভবের প্রতি বিশ্বাস না করিলে যিনি আপনাকে তার্কিক বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি কিরূপে তত্ত্বনিশ্চয় করিবেন? কারণ তর্ক ত অবস্থিত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন তার্কিক যে তর্কের উপন্যাস করেন, অপর তার্কিক তাহা তর্কাভাসরূপে প্রতিপন্ন করেন। তাহার তর্কও অন্য তার্কিক কর্ত্তৃক তর্কাভাসে পরিণত হয়। সুতরাং কেবল তর্ক দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইতে পারে না। অনুভূত বিষয় বুদ্ধ্যারূঢ় হইবার জন্য অর্থাৎ যাহা অনুভব তাহা ভালরূপে বুঝিবার জন্য বা তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনের জন্য তর্কের অপেক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা হইলে নিজের অনুভব অনুসারে তর্ক করা উচিত। কুতর্ক করা উচিত নহে। ফলতঃ যখন সকলেই নিজের অজ্ঞান অনুভব করিতেছেন, তখন অজ্ঞান কাহার? এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অজ্ঞান কিরূপে সম্ভব-পর হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারিলেও তাহার কোন মূল নাই। কেন না, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অজ্ঞান যখন সাক্ষাৎ অনুভূত হইতেছে, তখন অজ্ঞানের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। সুতরাং অজ্ঞানসত্তার কারণ নির্ণয় না হইলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে না। তাদৃশ অনুভব হয় বলিয়া বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন যে, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। কেন না, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে বলিয়া নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে অজ্ঞানের বিরোধী বলা যাইতে পারে না। কারণ বিরোধও অবিরোধ অনুভব অনুসারে নির্ণীত হয়। বিবেক বা বিচারজনিত যথার্থজ্ঞান হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সুতরাং বিবেকজনিত জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী।

রজ্জুগোচর অজ্ঞান রজ্জুস্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে সর্পের উদ্ভাবন করে। রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে রজ্জু-গোচর অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য সর্প বাধিত হয়। রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে রজ্জুগোচর অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সর্প বাধিত বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালেও তাহা বাধিত থাকে। তৎকালেও রজ্জু সর্পের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরে অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য বাধিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য বাধিত বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও তৎকালে উহা বাধিতই থাকে। যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব হইতে পারে না। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত। তাহার বন্ধ বাস্তবিক নহে। সুতরাং মুক্তিলাভও বাস্তবিক নহে। অতএব শাস্ত্রদৃষ্টিতে অবিদ্যা তুচ্ছ, অর্থাৎ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। কিন্তু যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বাচ্য অবিদ্যা নাই, ইহা বলা যায় না; যেহেতু উহা সর্ব্বত্রই স্পষ্ট প্রতীয়মান আছে। অবিদ্যা আছে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তাহা নিত্যবাধিত। যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। লোকদৃষ্টিতে অবিদ্যা ও তৎকার্য্য উভয়ই বাস্তবিক। কারণ সমস্ত লোকে তাহা অনুভব করিতেছে। সমস্ত দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম দেহাদি হইতে অতিরিক্ত। তাঁহার সংসার মিথ্যাজ্ঞানমূলক। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হইলে ব্রহ্মের মোক্ষ লাভ হয়। (বেদান্তদ০)

কুসুমাঞ্জলিবৃত্তিতে ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"সত্যমানন্দমদ্বয়মমৃতমেকরূপং বাঙ্মনসোঽগোচরং সর্ব্বগং সর্ব্বাতীতং চিদেকরসং দেশকালাপরিচ্ছিন্নমপাদমপি শীঘ্রগমপাণি চ সর্ব্বগ্রহমচক্ষুরপি সর্ব্বদ্রষ্টৃ অশ্রোত্রমপি সর্ব্বশ্রোতৃ অচিন্ত্যমপি সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বেষাং সৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তৃ কিমপি বস্তু ব্রহ্মেতি বেদা বদন্তি"

সত্যস্বরূপ, আনন্দময়, মনের অগোচর, সর্ব্বগ, সর্ব্বাতীত, চিদেকরস, দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, অপাদ তথাচ শীঘ্রগামী, অপাণি অথচ সর্ব্বগ্রাহক, অচক্ষু তথাপি সকলের দ্রষ্টা, অকর্ণ হইলেও সর্ব্বশ্রোতা, অচিন্ত্য হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সকলের নিয়ন্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সমুদয়ের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারী এবংবিধ কোন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তুই ব্রহ্ম। বেদই ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ" উপনিষদের মতে শুদ্ধ বুদ্ধস্বভাবই ব্রহ্ম। "আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ" কাপিলগণ আদিবিদ্বান্ ও সিদ্ধপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পাতঞ্জলে ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ" ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও আশয় দ্বারা অপরামৃষ্ট এবং নির্ম্মাণকায় অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়-প্রদ্যোতক ও অনুগ্রাহকই ব্রহ্ম।

"লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ"। লোক ও বেদ বিরুদ্ধ হইলেও নির্লেপ ও স্বতন্ত্রই ব্রহ্ম। ইহাই মহাপাশুপতদিগের মত। "শিব ইতি শৈবাঃ' শৈবদিগের মতে শিবই ব্রহ্ম। "পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ" বৈষ্ণব-

দিগের মত পুরুষোত্তম বিষ্ণুই ব্রহ্ম। "পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ" পৌরাণিকদিগের মতে পিতামহই ব্রহ্ম। "যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ" যাজ্ঞিকদিগের মতে যজ্ঞপুরুষই ব্রহ্ম। "সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ" সৌগতগণ সর্ব্বজ্ঞকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। "নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ" দিগম্বরদিগের মতে নিরাবরণই ব্রহ্ম। "উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ" উপাস্যরূপে যিনি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা মীমাংসকদিগের মত। "লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ" চার্ব্বাকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্ধই ব্রহ্ম। "যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ" যেরূপ যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। "বিশ্বকর্ম্মেতি শিল্পিনঃ" শিল্পীরা বিশ্বকর্ম্মাকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন।

কুসুমাঞ্জলিবৃত্তিতে বিভিন্নবাদীদিগের মত এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাই এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। পঞ্চদশীতে মহাবাক্যবিবেকস্থলে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।*

যে নিত্য চৈতন্যের সাহায্যে চক্ষুঃ দ্বারা রূপাদি দৃশ্য পদার্থ সকল দর্শন করা যায়, যাঁহা দ্বারা বাক্যাদি শ্রবণ করা যায়, যাঁহা দ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ করা হয়, যাঁহার সহায়তায় কণ্ঠনালী প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, এবং যাঁহাতে স্বাদু ও অস্বাদু প্রভৃতি রসের আস্বাদন হয়, সেই জ্যোতির্ম্ময় জীবচৈতন্যই প্রজ্ঞান—এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই জন্য শ্রুতিতে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী এক ব্রহ্মই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দে, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুবর্গে এবং অন্যান্য সৃষ্ট-পদার্থসমূহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং আমাতেও তিনি অবস্থিত আছেন। অতএব উভয় চৈতন্যই এক। সেই একই ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য উভয়ই অভিন্ন। এইজন্য শ্রুতিতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মায়াশক্তির বশীভূত হইয়া মায়াময় সংসার মধ্যে শমদমাদি সাধন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের উপায়স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্ব্বক অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই অহং শব্দে বাচ্য। তাদৃশ 'অহং'ই ব্রহ্ম। যিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণব্রহ্মরূপী পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের বোধ হয়, এবং 'অস্মি' এই শব্দ দ্বারা অহংশব্দপ্রতিপাদ্য চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য, ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে, 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বলেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না এবং ঐরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপস্বরূপ দেদীপ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, এবং এক্ষণেও তিনি তদ্রূপে বিরাজিত আছেন। এই জন্যই উপনিষদে 'তত্ত্বমসি' রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণ স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ স্বয়ংপর ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্মপদের প্রতিপাদ্য। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ। ব্রহ্মোপনিষদে লিখিত আছে—ব্রহ্মের অবস্থানের চারিটী স্থান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা*।

এই চারিস্থানেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয় ইহাই ব্রহ্মের চারিপাদ। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণু, সুষুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষর। উক্ত চারিপ্রকার অবস্থাযুক্ত ব্রহ্মই আদিত্য, বিষ্ণু, ঈশ্বর এবং

* "যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদূ বিজানাতি তৎপ্রজ্ঞানমুদীরিতম্।
চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি॥
পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্"॥
(পঞ্চদশীর মহাবাক্যবি০ ১—৮)

* "অথাস্য পুরুষস্য চত্বারি স্থানানি ভবন্তি, নাভি হৃদয়ং কণ্ঠং মূর্দ্ধেতি।" "তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" জাগরিতং স্বপ্নং সুষুপ্তং তুরীয়মিতি। জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বপ্নে বিষ্ণুঃ সুষুপ্তে রুদ্রঃ তুরীয়ে পরমক্ষরং, স আদিত্যশ্চ বিষ্ণুশ্চেশ্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ স জীবঃ সোঽগ্নিঃ সেশ্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে যৎপরং ব্রহ্ম বিভাতি" (ব্রহ্মোপনি০ ১৪-১৭)

তিনিই প্রাণ, জীব এবং ব্রহ্মা। এই জাগ্রদাদি অবস্থার মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন।

ব্রহ্ম মনোবিহীন, তাঁহার কর্ণ নাই, হস্ত নাই এবং পাদ নাই, তিনি ইন্দ্রিয়াদিরহিত অথচ স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাঁহার নিকটে লোকও লোক নহে, দেবতাও দেবতা নহে, বেদও বেদ নহে, যজ্ঞ, পিতা, মাতা, পুত্রবধূ, চণ্ডাল, অন্ত্যজাতি প্রভৃতি কেহ কিছুই নহে—সকলেই ব্রহ্মের নিকট সমান। কেহই ব্রহ্ম সমীপে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। কেবল ব্রহ্মই সর্বদা প্রকাশ পাইতেছেন।

"অরমমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্বর্জিতং ন তত্র লোকা ন লোকাঃ, দেবা ন দেবাঃ, বেদা ন বেদাঃ, যজ্ঞা ন যজ্ঞাঃ, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, স্নুষা ন স্নুষা, চাণ্ডালো ন চাণ্ডালঃ, পৌক্কসো ন পৌক্কসঃ, শ্রমণো ন শ্রমণঃ, পশবো ন পশবঃ, তাপসো ন তাপসঃ ইত্যেকমেব পরং ব্রহ্ম বিভাতি"

(ব্রহ্মোপনি° ১৮)

হৃদয়াকাশেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তিনি চিন্ময়, আকাশবৎ স্বচ্ছ। ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম-বিজ্ঞান হইলে সকলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥
যদ্ দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃপূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যত্তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥" (আত্মবোধ)

যে লাভ হইতে অধিক লাভ আর নাই, যে সুখই শ্রেষ্ঠ সুখ, যে জ্ঞান হইতে অধিক জ্ঞান আর নাই, তাহাই ব্রহ্ম। যাহা দেখিলে আর কোন দৃশ্যই থাকে না, যাহা হইলে আর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, যাহা জানিলে আর কিছুই জানার বিষয় থাকে না, তাহাই ব্রহ্ম। যিনি পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয়, নিত্য এবং এক, তিনিই ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই নির্গুণ, জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কারক ব্রহ্ম সগুণ।

ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদৈস্ত গুণভেদেন সম্মতম্ ॥
তদ্ ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিবং ॥
মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতস্চ নির্গুণঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ ॥ ইত্যাদি।

(ব্রহ্মবৈবর্তপু° জন্মখ° ৪২ অঃ)

এক ব্রহ্ম গুণভেদে দ্বিবিধ, সগুণ ও নির্গুণ। মায়াশ্রিত ব্রহ্ম সগুণ এবং মায়াতীত ব্রহ্ম নির্গুণ। স্বেচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই সকল সৃষ্টি করেন।

বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যিনি পরাৎপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত, রূপবর্ণাদিরহিত, অজ, বিনাশপরিণাম, বৃদ্ধি ও জন্মবর্জ্জিত, যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অক্ষর ও অব্যয় তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহার চারিটী রূপ ব্যক্ত (মহদাদি), অব্যক্ত (মায়া) পুরুষ ও কাল। ইহার মধ্যে প্রথমরূপ পুরুষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থরূপ কাল। বিভাগানুসারে প্রধানাদিরূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু।

প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ ভূমি, অন্ধকার বা আলোক প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তখন কেবল প্রধান এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। পরে সৃষ্টির সময় ব্রহ্ম ইচ্ছানুসারে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষোভিত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই। যেমন গন্ধ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জন্মে, ব্রহ্মের এই ক্ষোভও তদ্রূপ। পরে আবার কাল প্রভাবে প্রলয় হইয়া থাকে।

(বিষ্ণু পুঃ ১।২ অঃ)

"ব্রহ্মৈবেদং জগৎসর্ব্বং ব্রহ্মণোঽন্যৎ ন বিদ্যতে।
ব্রহ্মান্যৎ ভাতি চেন্মিথ্যা যথা মরু মরীচিকা"। (আত্মবোধ)

এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ব্রহ্মই একমাত্র দীপ্তি পাইতেছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মরু মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা। ভাগবতের একটী শ্লোকেই ব্রহ্মের সম্পূর্ণ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে।

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি" ॥

(ভাগবত ১।১।১)

যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে। যিনি সৃষ্ট বস্তু মাত্রেই সদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া সে সকলের সত্তা, আর আকাশ কুসুমাদি অবস্তুতে তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎতাবতের অসত্তা স্বীকার করা যায়; যিনি সর্ব্বজ্ঞরূপে স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহাতে পণ্ডিতগণও বিমোহিত হইয়া থাকেন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে মন দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তেজ, জল ও কাঁচ এই তিনের পরস্পর ব্যতিক্রম অর্থাৎ তেজে জল জ্ঞান, কাঁচাদিতে বারি বুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম

অধিষ্ঠানের সত্যতা হেতু যেমন সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহার সত্যতা হেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি বাস্তবিক অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা তেজে যেরূপ জল ভ্রম ইত্যাদি যেমন বস্তুতঃ মিথ্যা, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতীত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই অলীক এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কোন প্রকার উপাধিসম্বন্ধ নাই, সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার, [ব্রহ্মের অন্যান্য বিবরণ বেদান্ত দর্শন শব্দ দেখ]

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে সগুণ ব্রহ্মের নয় প্রকার রূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগিনো যং বদন্ত্যেবং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য-রূপং ভক্তা বদন্তি যম্॥
বেদা বদন্তি সত্যং যং নিত্যমাদ্যং বিচক্ষণাঃ।
যং বদন্তি সুরাঃ সর্ব্বে পরং স্বেচ্ছাময়ং প্রভুম্॥
সিদ্ধেন্দ্রা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বরূপং বদন্তি যম্।
যমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো বদেৎ॥
স্বয়ং ধাতা চ প্রবদেৎ কারণানাঞ্চ কারণং।
শেষো বদেদনন্তং যং নবধারূপমীশ্বরম্॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু৽ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখঃ ১২৮অঃ)

(১) জ্যোতীরূপ সনাতন, (২) অভ্যন্তরজ্যোতি নিত্যরূপ (৩) সত্যস্বরূপ, (৪) নিত্য ও আদিপুরুষ, (৫) স্বেচ্ছাময় প্রভু, (৬) সর্ব্বরূপ (৭) অনির্ব্বচনীয় (৮) কারণের কারণ ও (৯) অনন্ত। বিভিন্ন লোকে ব্রহ্মের এই নয় প্রকার নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

গরুড় পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) ৫ সৃষ্টিকর্ত্তৃ দেবতা বিশেষ। "বৃংহতি প্রজা যঃ" যিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্রহ্মা। ইহার পর্য্যায়,—আত্মভূ, সুরজ্যেষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ম্ভু, চতুরানন, ধাতা, অজযোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্চি, কমলাসন, স্রষ্টৃ, প্রজাপতি, বেধস্, বিধাতা, বিশ্বসৃজ্, বিধি, (অমর) নাভিজন্মন্, অণ্ডজ, পূর্ব্বনিধন, কমলোদ্ভব, সদানন্দ, রজোমূর্ত্তি, সত্যক, হংসবাহন, কোন কোন অমরকোষে এইকয়টী পর্য্যায়ও দেখিতে পাওয়া যায়; দ্রুঘণ, বিরিঞ্চি, স্বয়ম্ভু, পদ্মযোনি, পদ্মাসন, বিশ্বসৃজ্, বিধি, (ভরত) দেবদেব, পদ্মগর্ভ, গুণসাগর, বেদগর্ভ, বহুরেতস্, স্বভূ, সন্ধ্যারাম, সুধাবর্ষা, কৃপাদ্বৈত, ধমর্পণ, লোকনাথ, মহাবীর্য্য, সরোজী, মনুপ্রাণ, নাভিজন্মন্, বহুরূপ, জটাধর, সনৎখণ্ডভক্তি, কঞ্জজ, প্রভু, চিন্তামণি পদ্মপাণি, পুরাণগ, অষ্টকর্ণ, হংসরথ, সর্ব্বকর্ত্তা, চতুর্মুখ, (শব্দরত্ন) ক, (একাক্ষরকোষ) আ, শতপত্রনিবাস, স্বায়ম্ভুব মনুপিতা, (কবিকল্প৽) ব, (প্রণবব্যাখ্যা)

ব্রহ্মার উৎপত্তি বিবরণ প্রায় সকল পুরাণাদিতেই আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মনুতে লিখিত আছে, যখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একমাত্র অন্ধকারাবৃত এবং সকলই অপ্রত্যক্ষ ছিল, তখন অব্যক্ত স্বয়ম্ভূ ব্রহ্ম, স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ ধ্যানযোগে জলের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঐ জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন, ঐ বীজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একটী অণ্ড হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জলের নাম নারা, ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ বলে এবং আদিকারণ, অব্যক্ত ও নিত্য পুরুষ হইতে উৎপাদিত বলিয়া উঁহাকে ব্রহ্মা কহে। ব্রহ্মা ঐ অণ্ডে ব্রাহ্মমানের সম্বৎসর কাল বাস করিয়া শেষে উহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ইহার ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও সমুদ্রসকল নির্ম্মাণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা এই জগৎ ও বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন*। [সৃষ্টির বিষয় সৃষ্টি শব্দ দেখ]

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—পূর্ব্বে যখন জগৎ ছিল না, সমস্তই সুপ্তের ন্যায় তমোগুণের দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। তখন দিবারাত্র, পৃথিবী, জ্যোতি, আকাশ, বায়ু ও জল প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই সময় সূক্ষ্ম, নিত্য, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অক্ষয়, জ্ঞানময় পরম ব্রহ্ম এবং সর্ব্বগত, সনাতন, প্রকৃতি পুরুষ ও অখণ্ড কাল বিদ্যমান ছিল। সেই পরম ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনরূপে বিভক্ত হন।

* সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্যতে॥
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাত্তদণ্ডমকরোদ্বিধা॥
তাভ্যাং সশকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥ (মনু ১।৮-১৩)

পরমব্রহ্ম সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রকৃতিকে বিক্ষোভিত করেন। প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হইলে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। পরে ব্রহ্ম শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্ত্তিহীন অনন্ত আকাশ, এবং রসতন্মাত্র হইতে জলের সৃষ্টি করিয়া নিজমায়াবলে ঐ জলরাশি স্বয়ং ধারণ করেন। তৎপরে তিনি গুণত্রয় স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে সৃষ্টির জন্য বিক্ষোভিত করিলেন। অনন্তর প্রকৃতি সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদ্বীজ স্থাপিত করিলেন। সেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুবিশাল সুবর্ণময় অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ক্রমে ঐ অণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জলরাশি তাহার মধ্যে লীন হইল। স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্মস্বরূপে সেই অণ্ড মধ্যে এক দৈববর্ষ বাস করনান্তর উহা ভেদ করিলেন। তৎপরে তাহাতে জরায়ুরূপ সুমেরু ও অন্যান্য পর্ব্বতসমূহের অভ্যন্তরস্থ জলরাশি হইতে সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিগুণময়ী পৃথিবী উৎপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্ম প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে নিজ শরীরকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অখণ্ড শরীরের ঊর্দ্ধভাগ, চতুর্ম্মুখ, চতুর্ভুজ, কমলকেশরসন্নিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চি-শরীরে পরিণত হইল। তাঁহার মধ্যভাগে বিষ্ণু এবং অধোভাগে শিবরূপ—সুতরাং একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ত্রিশক্তির উদয় হইল। ব্রহ্মার উপর সৃষ্টিশক্তি নিহিত থাকায় তিনিই স্রষ্টা হইলেন।

[কালিকাপুরাণের ১২—১৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে,—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ॥" ইত্যাদি।

(ভাগ° ১।৩।১-২) ভগবান্ বিষ্ণু সৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শকলা যুক্ত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া একার্ণবে শয়ান হইলে তাহার নাভিস্বরূপ হ্রদস্থ অম্বুজ হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তাঁহার ঐ বিরাট্‌মূর্ত্তির অবয়বসংস্থান দ্বারা ভূর্লোকাদি সকললোক কল্পিত হয়।

"সত্ত্বং রজস্তমইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥" (ভাগ° ১।২।২৩)

এক পরমপুরুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর রূপে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মা রূপে জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন, ও রুদ্ররূপে সংহার করেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনই পরব্রহ্মের অংশ। এই তিনই এক। প্রভেদ এই যে, যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন।

ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইঁহারাও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসন্তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্।
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥" (মার্কণ্ডেয় পু°)

মৎস্যপুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে। ব্রহ্মার স্বদেহ হইতে একটী কন্যা উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা ঐ কন্যাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। পরে সতৃষ্ণ নয়নে তিনি ঐ কন্যাকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া 'অতি আশ্চর্য্যরূপ' 'অতি আশ্চর্য্যরূপ' ইহাই বারংবার বলিতে লাগিলেন। ঐ কন্যা ব্রহ্মার ভাবগতিক দেখিয়া ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ কন্যাকে অবলোকন করিবার জন্য তাঁহার চারিদিক্ হইতে চারিটী মুখ হইল। (মৎস্য পু° ৩ অ°)

সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার দশটী মানস পুত্র জন্মে। প্রথমে মরীচি, তৎপরে অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

ব্রহ্মার শরীর হইতে দশ প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি, স্তনাস্য হইতে ধর্ম্ম, হৃদয় হইতে কুসুমায়ুধ, ভ্রূমধ্য হইতে ক্রোধ, অধর হইতে লোভ, বুদ্ধি হইতে মোহ, অহঙ্কার হইতে মদ, কণ্ঠ হইতে প্রমোদ, এবং লোচন হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হইয়াছিল [দশপ্রজাপতির বিষয় তত্তৎ শব্দে ও প্রজাপতি শব্দে দ্রষ্টব্য]

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮২ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

কল্পারম্ভে ব্রহ্মা সৃষ্ট হন, এবং কল্পক্ষয়ে ব্রহ্মার ধ্বংস হয়। ব্রহ্মার পূজাদির বিষয় কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

ব্রহ্মার মন্ত্রোদ্ধার যথা—

"পতৃতীয়শ্চ বহ্নিশ্চ শেষস্বরসমন্বিতঃ।
চন্দ্রবিন্দুসমাযুক্তো ব্রহ্মমন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (কালিকাপু°)

পবর্গের তৃতীয়বর্ণ 'ব' তরিয়ে রকার যোগ করিলে 'ব্র' তাহাতে ঐকার এবং চন্দ্রবিন্দু দিলে ব্রহ্মার মন্ত্র হয়। 'ব্রৈঁ'—ইহাই ব্রহ্মার বীজ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পূজা করিলে অভিলষিত বস্তু লাভ হয়।

ব্রহ্মার ধ্যান—

"ব্রহ্মা কমণ্ডলুধরশ্চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্ভুজঃ।
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢ়ঃ কদাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তুঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ।
কমণ্ডলুর্বামকরে স্রুবো হস্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা স্রুবঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্ব্বেঽগ্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রীবামপার্শ্বস্থা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্ব্বে চ ঋষয়ো হ্যগ্রে কুর্য্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥
(কালিকাপু০ ৮২ অ০)

এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়। 'পদ্মাসনায় বিদ্মহে হংসারূঢ়ায় ধীমহি তন্নো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াৎ' ইহা ব্রহ্মার গায়ত্রী। নেত্ররঞ্জন ব্যতীত সকল উপচারই ব্রহ্মাকে দেওয়া যাইতে পারে। রক্তবর্ণ কৌষেয় বস্ত্র ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর। মাংস, পায়স এবং তিলযুক্ত ঘৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য। ব্রহ্মার পার্শ্বে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিতে হয়। ব্রহ্মার করস্থিত স্রুবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস ও পদ্ম ইহাদিগেরও পূজা করা বিধেয়। ইঁহার অর্ঘ দুগ্ধ দ্বারা এবং প্রণাম দণ্ডবৎ হইয়া করিতে হয়। এইরূপে ব্রহ্মার পূজা করিতে হইবে।
(কালিকাপু০ ৮২ অ০)

গৃহদাহাদি হইলে ব্রহ্মার পূজা করা হইয়া থাকে। ৫ ঋত্বিক্‌ভেদ। হোম করিবার সময় ব্রহ্ম স্থাপন করিতে হয়। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অভাবে কুশপত্র দ্বারা ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা অধঃকেশস্তু বিষ্টরঃ।" (উদ্বাহতত্ত্ব) কুশময় ব্রহ্মা যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধ করিয়া দিতে হইবে। সমগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সমান এইরূপ ৫০ গাছ কুশ পত্র দ্বারা ব্রহ্মা প্রস্তুত করিতে হয়। অগ্নির পূর্ব্বাভিমুখে প্রাগগ্র কুশা বিছাইয়া তদুপরি ব্রহ্মা স্থাপন করিতে হয়। ভবদেবে ইহার প্রণালী বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

৫ বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত পঞ্চবিংশ যোগ। এইযোগে সকল শুভকর্ম্মাদি করা যাইতে পারে। এইযোগে বালক জন্ম গ্রহণ করিলে নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত, ধর্ম্মজ্ঞ, চারুকীর্ত্তি, শমদমগুণান্বিত এবং কর্ম্মকুশল হয়।

নানাশাস্ত্রাভ্যাসসঞ্জাতকালো বর্ণাচারৈঃ সংবৃতশ্চারুকীর্ত্তিঃ।
শান্তো দান্তো জায়তে চারুকর্ম্মা সূতো যস্য ব্রহ্মযোগপ্রয়োগঃ॥
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

ব্রহ্মনাভ (পুং) ব্রহ্ম নাভৌ যস্য। বিষ্ণু। (শব্দার্থ চি০।

ব্রহ্মনাল (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তের্নালমিব। কাশী-ধামের মণিকর্ণিকা-সমীপস্থ তীর্থবিশেষ।

"পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং ব্রহ্মনালোপরিস্থিতম্।
পূজয়িত্বা নরো ভক্ত্যা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ॥" (কাশীখ০ ৬১ অ০

ব্রহ্মনালের উপরি মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত, এই লিঙ্গ পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে শুভাশুভ যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ব্রহ্মনির্ব্বাণ (ক্লী) ব্রহ্মণি পরব্রহ্মে নির্ব্বাণং লয়ঃ। ব্রহ্মে নিবৃত্ত, পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়াই ব্রহ্মনির্ব্বাণ। যখন অজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়, তখন ব্রহ্মনির্ব্বাণ হইয়া থাকে।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥" (গীতা ২।৭২)

যিনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিচরণ করেন, তাহারই নির্ব্বাণমুক্তি হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্মসংস্থা বা ব্রাহ্মী-স্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্ব্বার মুগ্ধ হইতে পারে না। জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি করে, তাহা হইলেও জীব ব্রহ্মতেই বিলীন হইয়া যায়। উহাই ব্রহ্মনির্ব্বাণ।

ব্রহ্মনিষ্ঠ (পুং) পারিশপিপ্পল, পলাশপিপুল। (বৈদ্যক নি০) (ত্রি) ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্য। ২ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মনীড় (ক্লী) ব্রহ্মার অবস্থিতি স্থান।

ব্রহ্মনুত্ত (ত্রি) মন্ত্রবলে অপসারিত।

ব্রহ্মপতি (পুং) ১ বৃহস্পতি। ব্রহ্মণস্পতি।

ব্রহ্মপত্র (ক্লী) ব্রহ্মণস্তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধস্য বৃক্ষস্য পত্রং। পলাশ পত্র।

"ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কথয়া লোচনং হরেঃ।
দর্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥"
(পাদ্মোত্তরখ০ কার্ত্তিকমা০ ১১৮ অ০)

ব্রহ্মপথ (ক্লী) ব্রহ্ম প্রাপ্তিকর পন্থা।

ব্রহ্মপদ (পুং) ১ ব্রহ্মের স্থান। ক্লী) ২ ব্রহ্মত্ব। ৩ ব্রাহ্মণত্ব।

ব্রহ্মপন্নগ (পুং) মরুদ্ভেদ।

ব্রহ্মপর্ণী (স্ত্রী) ব্রহ্মেব বিস্তীর্ণানি আমূলং স্থিতানি পর্ণানি যস্যাঃ। পৃশ্নিপর্ণী।

ব্রহ্মপত্রী (স্ত্রী) বারাহীনামক মহাকন্দশাক, চলিত শুয়ার আলু। (রাজনি॰)

ব্রহ্মপর্ব্বত (ক্লী) পর্ব্বত ভেদ।

ব্রহ্মপলাশ (পুং) অথর্ব্ববেদের শাখাভেদ।

ব্রহ্মপবিত্র (পুং) ব্রহ্মণি বেদোক্তকর্ম্মণি পবিত্রঃ। কুশ।

ব্রহ্মপাদপ (পুং) ব্রহ্মা তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ পাদপঃ। পলাশ বৃক্ষ।

ব্রহ্মপার্ষদ্য (পুং) বৃক্ষ বিশেষ, ব্রহ্মপর্ণী (Hemionitis Cordifolia) ২ বৌদ্ধ মতে ব্রহ্মার পরিচারকবর্গ।

ব্রহ্মপাশ (পুং) ব্রহ্মপ্রদত্ত অস্ত্র বিশেষ।

"অবধ্যাদপরিক্লান্তং ব্রহ্মপাশেন বিস্ফুরন্।" (ভট্টি ৯।৭৫)

ব্রহ্মপিতৃ (পুং) ব্রহ্মার পিতা, বিষ্ণু।

ব্রহ্মপিশাচ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষস।

ব্রহ্মপুত্র (পুং) ব্রহ্মণঃ পুত্র ইব কপিলবর্ণত্বাৎ। বিষ ভেদ।

"বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাত্তথা ভবতি সারকঃ।

ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥" (ভাব প্রঃ)

এই বিষের বর্ণ কপিল, এবং অতিশয় সারযুক্ত মলয়পর্ব্বতে ইহার উৎপত্তি হয়। জাতিভেদে ব্রহ্মপুত্র বিষ চারিপ্রকার। পাণ্ডুবর্ণ বিষ ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ বিষ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বিষ বৈশ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ বিষ শূদ্র জাতীয় হয়। এইচারি প্রকার বিষের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ রসায়ণকার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীর পুষ্টির জন্য ও বৈশ্য কুষ্ঠরোগনাশের পক্ষে প্রশস্ত। শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক।

ইহার গুণ—প্রাণনাশক, ব্যবায়িগুণযুক্ত অর্থাৎ উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়। বিকাশিগুণান্বিত অর্থাৎ ওজোধাতু শোষণান্তর সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়। অগ্নিগুণাধিক্য, বাতঘ্ন, কফনাশক ও যোগবাহী অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। মত্ততাজনক এবং তমোগুণাধিক্য হেতু বুদ্ধিনাশক।

এই বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তবে উহা প্রাণরক্ষক, রসায়ণ, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, শরীরের উপচয়কারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। পূর্ব্বে অনিষ্টজনক যে গুণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা অবিশুদ্ধ বিষের জানিবে। বিষ যথোক্তনিয়মে শোধিত হইলে রোগবিশেষে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হয়। (ভাবপ্র॰ পূর্ব্বখ॰)

ইহার পর্য্যায়—কাকোলী, গরল, স্বেড়, বৎসনাভ, প্রদীপন ও শৌক্লিকের, (বৈদ্যকরত্নমালা) ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ। ২ সত্য। ৩ ধর্ম্ম। ৪ মরীচ্যাদি। ৫ মনু।

"মন্বন্তরেচ দশমে ব্রহ্মপুত্রস্তু ধীমতঃ।

সুখাসীনা নিরুদ্ধাশ্চ ত্রিঃপ্রকারাঃ সুরাঃ স্মৃতাঃ॥

(মার্কণ্ডেয় পু॰ ৯৪।১১)

৬ নারদ। ৭ বশিষ্ঠ। ৮ ক্ষেত্রভেদ। ৯ নদভেদ, ব্রহ্মপুত্রনদ। ইহার পর্য্যায় অমোঘানন্দন, লৌহিত্য, লোহিত। *

উত্তর পূর্ব্ব ভারতে প্রবাহিত একটী নদ। হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, তদ্দেশবাসীর পক্ষে ইহার বিস্তীর্ণ জলরাশি বিশেষ উপকারিতা সম্পাদন করিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তর তিব্বতের কৈলাস পর্ব্বতের পাদমূলস্থ একটী ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের হুণদেশ বিভাগের অন্তবর্ত্তী রাখাসতাল (লোঙ্-চো) ও মানস হ্রদের নিকট (অক্ষা॰ ৩১° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮২° পূঃ) হইতে ব্রহ্মপুত্র (সন্ পু) নদ উদ্ভূত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে সন্‌পু উপত্যকাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। তিব্বত রাজধানী লাসা নগরীর উত্তর দিয়া প্রায় ৮ শত মাইল অতিবাহনের পর, বক্রগতিতে এই নদ হিমালয়ের পূর্ব্বশৃঙ্গ ভেদ করিয়া উত্তরপূর্ব্ব আসামে ডিহিঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। তিব্বত সীমা পরিত্যাগ করিয়া যেখানে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় বক্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তদ্দেশ অসভ্য ও বন্য জাতিতে পরিপূর্ণ। এখানে চীনসীমান্ত ও হিমালয়গাত্রপ্রবাহিত কতকগুলি শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে *।

আসাম উপত্যকায় ডিহিঙ্গ সম্মিলনে সানপু-নদ ডিহিঙ্গ-আখ্যা লাভ করিয়াছে। পরে সদিয়ার ১২ ক্রোশ পশ্চিমে আবর ও মিশ্‌মী গিরিমালা প্রবাহিত তালুকা নদীর পবিত্র সলিলে সম্মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই তালুকাপ্রপাতের সন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটী সরোবর আছে। উহার পবিত্র ও পুণ্যময় জলে স্নান করিলে মানবগণ পাপমুক্ত হয়। এই হেতু ভারতের নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ

* য়ুরোপীয় ভৌগোলিকগণ এই মহানদের প্রকৃত গর্ভ অনুসরণে অক্ষম হইয়াছেন। তজ্জন্য তাহারা এই নদীর উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সমস্যায় উপনীত হইয়া থাকেন। তিব্বতের পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও হিমালয়বক্ষ অসভ্যদিগের বাসভূমি হওয়ায় ইহার প্রকৃততত্ত্বানুসন্ধান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে হেতু তদ্দেশে য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের গমনে তাহারা এবং পর্ব্বতশিখর ও গহ্বরসমূহ একান্ত বিরোধী। জলবিদ্যাবিদ্‌গণ ইহার জলনির্গম ও স্রোতোবেগ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। তাঁহারা শীত গ্রীষ্মের সময় ডিব্রুগড়ের নিকটে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রায় ১লক্ষ ৩৪ হাজার এবং গোয়ালপাড়ার নিকট অনুমান ১লক্ষ ৪৭ হাজার কিউবিক ফিট্ জল-নির্গম-পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বর্ষার প্রাবল্যে এই নদীবক্ষ প্রায় ৪০ ফিট্ স্ফীত হয়। তৎকালে গোয়াল পাড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে ৫ লক্ষ কিউবিক ফিট জল নির্গম হইয়া থাকে

এখানে তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতেই উক্ত মিলিত নদীত্রয় ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে।

[ব্রহ্মকুণ্ড দেখ]

আসামের পার্ব্বত্য বক্ষে মহাবেগে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ স্বীয় স্রোতপথে বালুকণাসমূহ সঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরের সৃষ্টি করিতেছে। চোরা বালুর সঞ্চিত চরগুলি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন ও বিস্তীর্ণ জলরাশিপরিবেষ্টিত হওয়ায় অনেকাংশেই দ্বীপের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতেছে। লোহিত্য ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী মাজুলির চর এবং বিশ্বনাথ হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত কদম্বেষ্টিত ভূভাগ উহার প্রধান নিদর্শন। বিশ্বনাথ, শীলঘাট, তেজপুর, সিঙ্গিপর্ব্বত, গৌহাটী, হাতীমোড়া, গোয়ালপাড়া ও ধুব্‌ড়ি প্রভৃতি সহরের পার্ব্বতীয় নদীতীর সমূহ ব্রহ্মপুত্রের প্রবলবেগে কখনও ধসিয়া যায় না। সুতরাং সেই স্রোতলহরী অপ্রতিহত গতিতে নিম্ন ভূমে উপনীত হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে নদীকূল ভাঙ্গিয়া বৃহৎ বৃহৎ খাত বা গাঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

আসাম উপত্যকা হইতে ৪৫০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমে আসিয়া এই নদী গারো পর্ব্বতমালা ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণগামী যমুনাস্রোত পদ্মা ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে একটী খরস্রোতা নদীমালার অবতারণা করিয়াছে। পার্ব্বত্যস্রোতোমালাব্যতীত ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণকূলে সুবর্ণশ্রী, ভোরোলী, মনসা, গদাধর বা সঙ্কোশ, ধর্লা ও তিস্তা এবং বামকূলে নোয়াডিহিঙ্গ, বুড়িডিহিঙ্গ, ডিসঙ্গ, দিখু, ধানশ্রী, কলঙ্গ ও কাপিলী প্রভৃতি শাখা নদী প্রবাহিত। উক্ত নদীমালায় নৌকাযোগে ইচ্ছামত বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

বাণিজ্যাকরে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গার দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পূর্ব্ববঙ্গের সৈকতভূমি সমূহে ধান্য, পাট প্রভৃতি প্রভূতপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডিব্রুগড়, ডিহিঙ্গমুখ, ডিসঙ্গমুখ বা দিখুমুখ (শিবসাগরযাত্রী); কোকিলমুখ (যোড়াহাট ও লখিমপুরযাত্রী); নিগ্রিটিং (গোয়ালঘাট যাত্রী); ধানশ্রীমুখ, বিশ্বনাথ, কালিয়াবর বা শিলঘাট (নওগাঁ যাত্রী); তেজপুর, রাঙ্গামাটী (মঙ্গলদৈ যাত্রী); গোয়ালপাড়া, গৌহাটী ও ধুবড়ী প্রভৃতি নগরে ষ্টীমারযোগে গমনাগমন করা যায়। ঐ সকল নদীতীরবর্ত্তী স্থানও আসামপ্রদেশের বাণিজ্যবন্দর বলিলেও চলে। ষ্টীমার আসিবারকালে বাঙ্গালার কালীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল ও নলছিটি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ঘুরিয়া আইসে।

এই নদের উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। রাজা সগর ঔর্ব্বঋষিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, হরিবর্ষে শান্তনুনামে তপঃপরায়ণ এক মুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ভ মুনির কন্যা অমোঘার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অমোঘা অসামান্যা রূপবতী ছিল। মুনি শান্তনু অমোঘার সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদা শান্তনু ফলপুষ্পান্বেষণে বহির্গত হইলে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় শান্তনুভার্য্যা অমোঘা ছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। অমোঘার রূপলাবণ্য দেখিয়া ব্রহ্মা মদনবশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ধরিতে যান, অমোঘা ভীতা হইয়া নিজকুটীরে পলায়ন করেন। পরে পর্ণশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সক্রোধে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি মুনিপত্নী ও সাধ্বী, ভ্রমেও কখন পাপ করি নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে কখনই পাপ করিব না। যদি তুমি বলাৎকার কর, তাহা হইলে শাপ দিব। অমোঘা এইরূপ বলিলে, বিধাতার তখন রেতঃস্খলন হইল। রেতঃস্খলন হইলে ব্রহ্মা হংসযানে আরোহণ করিয়া লজ্জাপূর্ণচিত্তে সত্বর নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। বিধাতা চলিয়া যাইলে শান্তনু নিজ আশ্রমে আসিলেন। সেইস্থলে হংসকুলের পদচিহ্ন এবং ভূতল-পতিত ব্রহ্মবীর্য্য অবলোকন করিয়া পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুভগে! এখানে কি হইয়াছিল? এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীর্য্য পতিত রহিয়াছে, এ কি? অমোঘা শান্তনুর এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে ও ক্রোধের সহিত বলিয়াছিল, একজন কমণ্ডলুধারী চতুর্ম্মুখ হংসবিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। তৎপরে আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি স্খলিতবীর্য্য হইয়া আমার শাপভয়ে এই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। প্রভো! আপনার উপর আমার এই অনুরোধ, যদি আপনি সমর্থ হন, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার করুন। তবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন, কোন প্রাণীই আমাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে।

শান্তনু অমোঘার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাই এইখানে আসিয়াছিলেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন জগতের হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত-কার্য্য। তদনুসারে তিনি স্বীয় পত্নীকে কহিলেন, অমোঘে! ত্রিভুবনের হিতার্থে এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি এই ব্রহ্মবীর্য্য পান কর। স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার নিকট আসিয়াছিলেন, তোমাকে না পাইয়া মহৎকার্য্য সাধনোদ্দেশে এই বীর্য্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিয়াছেন, এইক্ষণ তুমি আমার এই

অনুরোধ রক্ষা কর। অমোঘা শান্তনুর এই কথায় অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া স্বামীকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! আপনার আদেশ সর্ব্বথা পালনীয়, কিন্তু আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না, আমি অপরের বীর্য্য ধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই ইহা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি এই বীর্য্য পান করিয়া পরে আমাতে নিষেক করুন। শান্তনু তাহাই করিলেন। ইহাতে অমোঘা গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে সেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি প্রসূত হইল। সেই জলরাশির মধ্যে রত্নমালাবিভূষিত নীলাম্বর পরিধান, কিরীটধারী, ব্রহ্মার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, পদ্ম, বিদ্যা, ধ্বজ ও শক্তিধারী, শিশুমার মস্তকে আরূঢ় একটী পুত্র আবির্ভূত হইলেন। ঐ জলরাশি ও বর্ণিতরূপ দেহই তাঁহার শরীর।

এইরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্রকে চারিটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত গহ্বরে স্থাপন করা হয়। উহার উত্তরপার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণপার্শ্বে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্ব্বত এবং পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাদি পর্ব্বতশ্রেণী। ব্রহ্মপুত্র ইহার মধ্যভাগে থাকিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া এই পুত্রের সকল সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

পরে পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপবিমোচনের জন্য পিতার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করেন। এই নদে স্নান করিবামাত্রই তাঁহার পাপ সকল বিমোচিত হয়। তখন পরশুরাম এই তীর্থের প্রতি পরমশ্রদ্ধালু হইয়া পরশুদ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া ইহাকে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্মপুত্রনদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া কৈলাসপর্ব্বতের উপত্যকা হইতে লোহিত সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ পরিষ্কার করিয়া ইহাকে পূর্ব্বদিগ্‌বাহিনী করেন। পরে এই ব্রহ্মপুত্রনদ হেমশৃঙ্গগিরি ভেদ করিয়া কামরূপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার নাম লোহিত রাখিয়াছিলেন এবং লোহিত-সরোবর হইতে নিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর একটী নাম লৌহিত্য হয়। ব্রহ্মপুত্রনদ স্বীয় জলরাশি দ্বারা সমগ্র কামপীঠ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণসাগরে মিলিত হইয়াছে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল, মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগ করিয়া দ্বাদশ যোজনের পর পুনরায় ঐ লৌহিত্য নদে মিলিত হইয়াছে। চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীর দিন জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।

(কালিকাপু° ৮৪।৮৫ অ°)

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি ॥
পুনর্ব্বসৌ বুধে লগ্নে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্।
লৌহিত্যে বিরজে স্নায়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

অশোকাষ্টমীর দিন অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীর দিন পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে ও বুধলগ্নে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিবার সময় এই মন্ত্রে স্নান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্ ॥
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রহ্মপুত্রী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পুত্রী কন্যা। সরস্বতী নদী। (হেম) ২ বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

ব্রহ্মপুর (ক্লী) ব্রহ্মণঃ পুরঃ। ব্রহ্মের উপাসনার্থ হৃদয়স্থান।
"অথ যদিদং ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং" (ছান্দোগ্য উপ°)
"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্‌ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥" (মুণ্ডকোপনি°)
'ব্রহ্মণোঽত্র চৈতন্যস্বরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ ব্রহ্মণঃ পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং' (ভাষ্য)
হৃদয়-পুণ্ডরীকই ব্রহ্মপুর, কারণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম ঐ স্থানে অবস্থিত। (পুং) ২ বৃহৎসংহিতোক্ত ঈশানদিক্‌স্থিত দেশভেদ, (বৃহৎস° ১৪ অ°) ৩ ব্রহ্ম-(বর্ম্মা) দেশ। স্বার্থে-ক। ৪ পূর্ব্বোত্তর কূর্ম্মভাগস্থ দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু°)

ব্রহ্মপুরাণ (ক্লী) বেদব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণভেদ।
"ব্রাহ্মং পুরাণং তত্রাদৌ সর্ব্বলোকহিতায় বৈ।
ব্যাসেন বেদবিদুষা সমাখ্যাতং মহাত্মনা ॥
তদ্বৈ সর্ব্বপুরাণাগ্র্যং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদং।
নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যং দশসাহস্রমুচ্যতে ॥"
(বৃহন্নারদীয়পু° ৯২ অ°) [বিশেষ বিবরণ 'পুরাণ' শব্দে দেখ]

ব্রহ্মপুরি, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। ভূ-পরিমাণ ৩৩২১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং ব্রহ্মপুরি তহশীলের সদর। নগরাংশ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত। উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ স্থানে বিচারালয়, বিদ্যালয় ও পুলিশাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, সূতা এবং পিত্তল ও তামার বাসন প্রস্তুত হয়।

ব্রহ্মপুরী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পুরী। বিধাতার ধাম। "ভূলোকান্তরীক্ষস্বর্গলোকাদিব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তিচ ব্রহ্মাপুরীনামকং ত্রৈলোক্যস্বরূপং মম হৃদয়মধ্যে বাহ্যে চ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি তেজসা চ একীভূতঃ জ্যোতিরহমিতি চিন্তয়ন্ জপং কুর্য্যাৎ। (গায়ত্রীব্যাখ্যা) ২ কাশীধাম।

"বিদ্যাপ্রবোধোদয়জন্মভূমির্বারাণসী ব্রহ্মপুরী দুরত্যয়া।"
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক (

ব্রহ্মপুরুষ (পুং) ব্রহ্মণঃ পুরুষ ইব। ব্রহ্মপালক দ্বারপালরূপ চক্ষু, বাক্, মন, ও প্রাণাদি পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ। ইঁহারা স্বর্গলোকের দ্বারপালস্বরূপ। "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপালাঃ।" (ছান্দোগ্য উপ০)

ব্রহ্মপুরোগব (ত্রি) পুরোগত ব্রহ্ম। (শত পথ ব্রা০ ১৩৷৮৷৪৷১)

ব্রহ্মপুরোহিত (পুং) ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো যস্য। দেবতা। দেবতাদিগের পুরোহিত বৃহস্পতি।

"ত্রয়স্ত্রিংশদ্ধি দেবাঃ ব্রহ্মপুরোহিতা ইতি ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতির্ব্রহ্মপুরোহিতা" (শতপথ ১২৷৮৷৩৷২৯)

ব্রহ্মপূত (ত্রি) ব্রহ্মণা পূতঃ। ব্রহ্মদ্বারা পবিত্র। তপস্যাদি দ্বারা পূতদেহ। (অথর্ব্ব০ ১১৷১৷৩৬)

ব্রহ্মপ্রসূত (ত্রি) ব্রহ্মণা প্রসূতঃ। ১ ব্রহ্মজাত জগৎ। ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। (ক্লী) ২ ব্রাহ্মণারব্ধ কর্ম্ম। "ব্রহ্মণা মিত্রেণ ন হৈবাস্মৈ তৎ সমৃধ্যতে তস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ কর্ম্ম কারিষ্যমাণেনোপসর্ত্তব্য এব ব্রাহ্মণঃ সং হৈবাস্মৈ তদ্ ব্রহ্মপ্রসূতং কর্ম্ম" (শতপথ ব্রা০ ৪৷১৷৪৷৬)

ব্রহ্মপ্রিয় (ত্রি) ব্রহ্মধ্যাননিরত। যিনি সদা ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন।

ব্রহ্মপ্রী (ত্রি) ব্রহ্মণা প্রীণাতি প্রী-ক্বিপ্। সোমলক্ষণ অন্ন দ্বারা প্রীত।

"প্রণয়ন্তি দেবয়ুং ব্রহ্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে" (ঋক্ ১৷৮৩৷২)
'ব্রহ্মপ্রিয়ং ব্রহ্মণা সোমলক্ষণান্নেন প্রীতং সন্তৃপ্তং' (সায়ণ)
২ স্তোত্রপ্রিয়। 'ব্রহ্মপ্রিয়ং স্তোত্রপ্রিয়ং'। (ভাষ্য)

ব্রহ্মবন্ধু (পুং) ব্রহ্মণো বন্ধুরিব। ১ অধিক্ষেপ। ২ নির্দেশ ৩ নিন্দিত ব্রাহ্মণ, অগ্রাহ্য নামক ব্রাহ্মণ—বিপ্রাচাররহিত নিন্দ্যকর্ম্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। ৪ বিপ্রতুল্য ভট্টাদি।

"অস্মৎ কুলীনোঽননূচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি" (ছান্দোগ্য উপ০)

'হে সৌম্যাঽননুচ্যানধীত্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধূন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ' (শাঙ্করভাষ্য)

এইরূপ নিন্দিত ব্রাহ্মণেরও রাজা দৈহিক দণ্ড দিতে পারিবেন না। অর্থাৎ যে কোনরূপ ব্রাহ্মণই বধ্য নহে।

"বপনং দ্রাবিণাদানং স্থানান্নির্য্যাসনং তথা।
এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥" (ভাগ০ ১৷৭অ০)

স্ত্রিয়াং (উঙূতঃ। পা ৪৷১৷৬৬) ইতি উঙ্। ব্রহ্মবন্ধূ।

ব্রহ্মবধ্যা (স্ত্রী) বধ-ভাবে ক্যপ্, টাপ্, ব্রহ্মণঃ বধ্যা। ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণ বধ।

ব্রহ্মবলি (পুং) অথর্ব্ববেদের মন্ত্রবিবর্ত্তক গুরুভেদ।

ব্রহ্মবিন্দু (পুং) ব্রহ্মণি বেদাধ্যয়নকালে বিন্দুঃ। বেদাধ্যয়ন কালে মুখনিঃসৃত লালালেশ। বেদ পড়িবার সময় মুখ হইতে যে লালা পড়ে। বেদাদিতে এই বিন্দু পড়িলে দোষাবহ হয় না।

ব্রহ্মবীজ (ক্লী) ব্রহ্মসংজ্ঞক বীজমন্ত্র। ওম্ (ভাগবত ২৷১৷১৭) ২ বৃক্ষবিশেষ।

ব্রহ্মবেধ্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬৷৯৷৩০)

ব্রহ্মব্রুবাণ (পুং) আত্মানং ব্রহ্মাণং ব্রূতে ব্রূ-শানচ্। আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথক। কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া পরশুরামের নিকট অস্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। (ভারত ৫৷৬১ অ০) ২ ব্রাহ্মণব্রুব, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মভদ্রা (স্ত্রী) ব্রহ্মণি ভদ্রা ৭ তৎ। বিপ্রহিতার্থ ত্রায়মণোষধীভেদ। (নৈঘণ্টু প্র০)

ব্রহ্মভবন (ক্লী) ব্রহ্মার বাসস্থান। ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মভাগ (পুং) ব্রহ্মণো ভাগঃ। ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের হরণীয় যজ্ঞদ্রব্যের ভাগভেদ। "অথাস্মৈ ব্রহ্মভাগং পর্য্যাহরন্তি। ব্রহ্মা বৈ যজ্ঞস্য দক্ষিণত আস্তে অভিগোপ্তা স এতং ভাগং প্রতিবিদান আস্তে" (শত০ ব্রা০ ১৷৭৷৪৷১৮)

ব্রহ্মভাব (পুং) ব্রহ্মণো ভাবঃ। ব্রাহ্ম। ২ ব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্রহ্মভাবন (ত্রি) ব্রহ্ম ভাবয়তি উপদিশতি ব্রহ্ম-ভূ-ণিচ্-ণ্যুল। ব্রহ্মোপদেশক,

"ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যো ব্রহ্মভাবনঃ।" (ভাগ০ ৩৷২৪৷৪)

ব্রহ্ম ভাবনা যস্য। যিনি ব্রহ্মধ্যান করেন।

ব্রহ্মভিদ্ (ত্রি) ব্রহ্ম ভেদক। যে এক ব্রহ্মের বিবিধভেদ কল্পনা করে।

ব্রহ্মভুবন (ক্লী) ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মভূতি (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ভূতিরঙ্গসম্পদিব ভূতির্যস্যাঃ। সন্ধ্যা, (শব্দরত্না০) ব্রহ্মণো ভূতিরুৎপত্তির্যস্যাঃ। (ত্রি) ২ ব্রহ্মজাতমাত্র।

ব্রহ্মভূমিজা (স্ত্রী) ব্রহ্মভূমের্জায়তে যা, ব্রহ্ম-ভূমি-জন স্ত্রিয়াং টাপ্। সিংহলী। (রাজনি০)

ব্রহ্মভূয় (ক্লী) ব্রহ্মণো ভাবঃ। ব্রহ্ম ভূ (ভুবো ভাবে। পা ৩৷১৷১০৭) ইতি ক্যপ্। ব্রহ্মত্ব। (অমর)

"বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (মনু ১২৷১০২)
'অস্মিন্নেব লোকে তিষ্ঠন্ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মত্বায় কল্পতে' (কুল্লূক)
২ মোক্ষ। (গীতা ১৪৷২৬) ৩ ব্রহ্মভাব, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপপ্রাপ্তি।

ব্রহ্মভূয়স্ (ক্লী) ব্রহ্মে লীনভাব। ২ ব্রহ্মধ্যানে একাগ্রতা।

ব্রহ্মভূয়ত্ব (ক্লী) ব্রহ্মাভিন্নরূপে অবস্থান। ২ ব্রহ্মলীনতা। ৩ ব্রাহ্মণত্ব।

ধৃষ্টাদ্ধার্ষ্টমভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ।" (ভাগ০ ৯।২।১৭)

ব্রহ্মমঙ্গলদেবতা (স্ত্রী) লক্ষ্মীর নামান্তর।

ব্রহ্মমঠ (পুং) ব্রাহ্মণের বিদ্যামন্দির। ২ রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত কাশ্মীরস্থ একটী বিদ্যামন্দির।

ব্রহ্মমণ্ডূকী (স্ত্রী) অধ্যাণ্ডায্য ওষধিভেদ। ২ ব্রাহ্মীশাক (কাত্যা০ শ্রৌ০ ২৫।৭।১৭)

ব্রহ্মমতি (পুং) বৌদ্ধমতে উপদেবতা বিশেষ। (ললিতবিস্তর।)

ব্রহ্মময় (ত্রি) ব্রহ্মাত্মকং ব্রহ্মন্-ময়ট্। ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মস্বরূপ।

"দর্শনং তস্য লাভঃ [illegible] ত্বং হি ব্রহ্মময়ো নিধিঃ।"

(ভারত শান্তি০ ৪৬ অ০)

২ ব্রহ্মাস্ত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যথা 'কালী ব্রহ্মময়ী' ইত্যাদি।

ব্রহ্মমহ (পুং) ব্রহ্মণঃ মহঃ। ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব।

(ভারত আদিপ০ ১৬৪ অ০)

ব্রহ্মমাণ্ডূকী, (স্ত্রী) ব্রাহ্মীশাক। [ব্রহ্মমণ্ডূকী দেখ]

ব্রহ্মমিত্র (পুং) ব্রহ্মমিত্রমস্য। মুনিভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৬৩ অ০)

ব্রহ্মমীমাংসা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ মীমাংসা ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞানার্থ বেদান্ত বাক্যবিচারাত্মক ব্যাস-প্রণীত গ্রন্থভেদ।

[বিশেষ বিবরণ 'বেদান্তদর্শন' শব্দে দেখ]

ব্রহ্মমূর্দ্ধভৃৎ (পুং) ব্রহ্মণো মূর্দ্ধভৃৎ শিরোমণিরিব। ১ শিব।

(বটুকভৈরবের বকারাদি-সহস্রনাম,

ব্রহ্মমেখল (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাং মেখলা পুংবদ্ভাবঃ। মুঞ্জতৃণ। (বৈদ্যক নি০)

ব্রহ্মমেধ্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬।৯।৩০)

ব্রহ্মযজ্ঞ (পুং) ব্রহ্মণো ব্রহ্মণে বা যজ্ঞঃ। বিধিপূর্ব্বক বেদাভ্যসন, শিষ্যদিগের বেদাধ্যাপন। ইহা পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"(মনু ৩।৭০)

প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞরূপ বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্রহ্মযশস্ (ক্লী) ব্রহ্মার যশোরাশি (কৌশিকোপনিষৎ ১।৫)

ব্রহ্মযশস (ক্লী) ব্রহ্মার যশোগায়কসামমন্ত্র বিশেষ।

(পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৫।৫।২৬)

ব্রহ্মযশস্বিন্ (ত্রি) অত্যধিক পবিত্রতাশালী।

ব্রহ্মযষ্টি (ত্রি) ব্রহ্মণো যষ্টিরিব। ১ ভার্গী। (শব্দরত্না০)

২ বৃক্ষবিশেষ, বামনহাটী গাছ।

"ব্রহ্মযষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন লেপতঃ।
তেন স্বষ্টং রক্তদোষঃ প্রশাম্যতি ন সংশয়ঃ॥" (গরুড়পু ১৯২অ০)

ব্রহ্মযষ্টির ফল জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে রক্তদোষ প্রশমিত হয়। ৩ ব্রাহ্মণের হস্তস্থিত লাঠী।

ব্রহ্মযাগ (পুং) ব্রহ্মণো যাগঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ। [ব্রহ্মযজ্ঞ দেখ]

ব্রহ্মযাতু (পুং) যাতু ভেদ।

ব্রহ্মযামল (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ।

ব্রহ্মযুগ (ক্লী) ব্রহ্ম বিপ্রস্তদুপলক্ষিতং যুগং। হিরণ্যগর্ভের বিপ্রসৃষ্টিপ্রধান কালভেদ। (হরিব০ ২১০ অ০)

ব্রহ্মযুজ্ (ত্রি) ব্রহ্ম যুজ্-ক্বিপ্। মন্ত্র দ্বারা যুক্ত।

"ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা" (ঋক্ ৩।৩৫।৪)

'ব্রহ্মযুজা ব্রহ্মণা মন্ত্রেণ যোক্তব্যৌ'। (সায়ণ)

ব্রহ্মযোগ (পুং) ব্রহ্মণস্তৎসাক্ষাৎকারস্য যোগঃ সমাধিঃ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধন সমাধিভেদ।

"এষ ব্রহ্মময়ো যজ্ঞো যোগঃ সাংখ্যশ্চ তত্ত্বতঃ।
বিজ্ঞানঞ্চ স্বভাবশ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ॥
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ সম্ভবং নিধনং তথা।
কালঃ কালক্ষয়শ্চৈব জ্ঞেয়ো বিজ্ঞানমেব চ॥ ইত্যাদি।

প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মময় যজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত সাংখ্যযোগ, ও বিজ্ঞান। তিনিই চার্ব্বাকদিগের স্বভাব এবং সাংখ্যদিগের প্রকৃতি ও পুরুষ, স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা। তিনিই কালরূপী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তিনিই আবার কালক্ষয়, জ্ঞেয় ও বিজ্ঞান, অর্থাৎ যিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই তাহার তৎস্বরূপ। ইহাই ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগ অবগত হইতে পারিলে সকল অজ্ঞান তিরোহিত হয়। (হরিব০ ২১০ অ০)

২ বিষ্কুম্ভাদি পঞ্চবিংশ-যোগের অন্তর্গত যোগভেদ।

ব্রহ্মযোনি (পুং) ব্রহ্মণো যোনিরুৎপত্তিরত্র। ১ ব্রহ্মগিরি। ২ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারণ ব্রহ্মধ্যান।

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষট্ কর্ম্মাণি যথাক্রমম্॥" (মনু ১০।৭৪)

'যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারণব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মানুষ্ঠান-নিরতাশ্চ তে ষট্কর্ম্মাণি বক্ষ্যমাণান্যধ্যাপনাদীনি ক্রমেণ সম্যগনুতিষ্ঠেয়ুঃ' (কুল্লূক) ব্রহ্মণো যোনিরুৎপত্তিকারণম্। ৩ সকলের উৎপত্তিকারণ—ব্রহ্ম।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥"

(মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৩)

৪ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩।৮৩।১৩১) ব্রহ্ম যোনিরুৎপত্তি-কারণং যস্য। (ত্রি) ৫ যাহার উৎপত্তিকারণ ব্রহ্ম।

"ত্বয়ৈবং চিন্ত্যমানস্য গুরুণা ব্রহ্মযোনিনা।" (রঘু ১৪।৬)

ব্রহ্মযোনী (স্ত্রী) ব্রহ্ম যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্যাঃ। স্ত্রিয়াং পক্ষে ঙীপ্। কুরুক্ষেত্রস্থ সরস্বতীতীরবর্ত্তী পৃথূদক সন্নিকটে

অবস্থিত তীর্থবিশেষ। এইখানে ব্রহ্মা চারিবর্ণের সৃষ্টি করেন। এই তীর্থে স্নান করিলে মুক্তি লাভ হয়।

"সরস্বত্যাস্তু তীরে যঃ সংত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো নৈনং শ্বো মরণং লভেৎ॥
তত্রৈব ব্রহ্মযোন্যস্তি ব্রহ্মণা যত্র নির্ম্মিতা।
পৃথূদকং সমাশ্রিত্য সরস্বত্যাস্তটে স্থিতা॥ (বামন পু॰ ৩৮ অ॰)

ব্রহ্মরক্ষস্ (স্ত্রী) অপদেবতা বিশেষ।

ব্রহ্মরথ (পুং) ব্রাহ্মণের শকট বা যানবিশেষ। ২ ব্রহ্মার [illegible]বাহন, হংস

ব্রহ্মরত্ন (স্ত্রী) ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ধনরত্ন।

ব্রহ্মরন্ধ্র (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ অধিষ্ঠানায় রন্ধ্রং আকাশঃ, বা ব্রহ্মণে ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে রন্ধ্রং। এতদ্রন্ধ্রে প্রাণোৎক্রমণে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তেরস্য তথাত্বং। উত্তমাঙ্গ, ব্রহ্মতালু।

"জ্ঞাত্বা সুষুম্না সদ্ভেদং কৃত্বা বায়ুঞ্চ মধ্যগম্।
স্থিত্বা সদৈব সুস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিরোধয়েৎ॥"
(হটযোগদীপিকা ৪।১৬)

ব্রহ্মরস (পুং) ব্রহ্মজ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট সুধা।

ব্রহ্মরাক্ষস (পুং) আদৌ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ পশ্চাদ্রাক্ষসঃ কুকর্ম্ম[illegible] রাক্ষসযোনিং গতঃ। ভূতবিশেষ।

"সংযোগং পতিতৈর্গ[illegible]স্ত্রৈব চ যোষিতাম্।
অপহৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥" (মনু ১২।৬০)

যাহারা পতিতের সহিত সংসর্গ, পরস্ত্রী গমন এবং ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, তাহারা ব্রহ্মরাক্ষস হয়। রামায়ণে লিখিত আছে, ইহারা যজ্ঞের বিঘ্নোৎপাদক। (রামায়ণ ১।১১ অ॰)
২ মহাদেবের গণবিশেষ।

"ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্॥
প্রেতমাতৃপিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।"
(ভাগবত ১০।৬অ১০-১১ অ॰)

পারিভাষিক প্রয়োগে—মূর্খ, স্ত্রী, কচ্ছপ, বাজী ও বধির এই পাঁচজন ব্রহ্মরাক্ষস নামে কথিত হয়।

"মূর্খঃ স্ত্রী কচ্ছপ শ্চৈব বাজী বধির এবচ।
গৃহীতার্থং ন মুঞ্চন্তি পঞ্চৈতে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥" (ব্যবহার প্র॰)

ব্রহ্মরাজ (পুং) ১ রাজপুত্র[illegible]ভেদ। ২ ব্রহ্মদেশের অধিপতি।

ব্রহ্মরাত (স্ত্রী) ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানং রাতং যস্মৈ। ১ শুকদেব।

"ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি॥" (ভাগ॰ ২।৮।২৭)
২ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। (হেম চ॰)

ইহার পাঠান্তর ব্রহ্মরাতি। এই ব্রহ্মরাত জনকের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই উপাখ্যান বর্ণিত আছে।

ব্রহ্মরাত্র (পুং) রাত্রেরাং স্বান্ত্রঃ। ব্রহ্মণঃ রাত্রঃ। ব্রাহ্মমুহূর্ত, রাত্রির শেষ চারিদণ্ড। এই রাত্রে সকলের নিদ্রা হইতে উঠিতে হয়।

"ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"
(ভাগবত ১০।৩৩।৪৯)

ব্রহ্মরাত্রি (পুং) ১ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেন বলিয়া ব্রহ্মরাত্রি নামে কথিত হইয়াছেন। হেমচন্দ্র টীকায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে। 'ব্রহ্মজ্ঞানং রাতি দদাতি যঃ, ব্রহ্মশব্দাৎ রাধাতোর্নামীতি ত্রিপ্রত্যয়নিষ্পন্নোঽয়ম্।' (হেমটীকা) (স্ত্রী) ২ ব্রহ্মার রাত্রি। (মনুতে এই ব্রহ্মরাত্রির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাদশ নিমেষে অর্থাৎ চক্ষুর পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশ[illegible]কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক মুহূর্ত, এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়। মনুষ্যদিগের দিবাভাগে জাগরণ, এবং রাত্রিকালে নিদ্রা বিহিত হইয়াছে। মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাদের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কর্ম্ম করিবার, এবং শুক্লপক্ষ নিদ্রা যাইবার সময়। মনুষ্যদিগের একবৎসরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্রি হয়। তাঁহাদেরও আবার এইরূপ বিভাগ আছে,—উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাত্রি। দৈবপরিমাণ চারি সহস্র বৎসরে সত্য যুগ হয়। এই যুগের পূর্ব্ব চারিশত বৎসর সন্ধ্যা ও উত্তর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ কথিত হইয়াছে। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ তিন শত বৎসর। দ্বাপর যুগ দ্বি-সহস্র বৎসর এবং কলিযুগ সহস্র বৎসর ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক এক শত করিয়া কম। মনুষ্যদিগের এই যে চারিযুগের সংখ্যা নিরূপিত হইল, ইহার দ্বাদশ সহস্র পরিমাণে দেবগণের একযুগ হয়। এইরূপ দৈবপরিমাণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ঐ পরিমাণ কালই তাঁহার রাত্রি। ব্রহ্মা স্বীয় রাত্রির অবসানে প্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হন। (মনু ১ অঃ)

ব্রহ্মরাশি (পুং) ১ পবিত্র জ্ঞানরাশি। ২ পবিত্র গ্রহসমূহ। ৩ পরশুরামের নামান্তর। ৪ বৃহস্পতি কর্তৃক আক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্র।

"ব্রহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ।"
(মহাভারত ৬।৩।১৮)

"ব্রহ্মণা বৃহস্পতিনাক্রান্তং রাশিং নক্ষত্রং শ্রবণং (নীলকণ্ঠ)"

ব্রহ্মরীতি (স্ত্রী) ব্রহ্মণো রীতিঃ। পিত্তল ভেদ। (হেম)

"পিত্তলস্যারকূটং স্যাদ্ ব্রাহ্মীরীতিশ্চ কথ্যতে।
ব্রাহ্মরীতি র্ব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি বা॥" (বৈদ্যক রত্ন॰)

২ ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের রাতি।

ব্রহ্মরূপিণী (স্ত্রী) বন্দা চলিত মান্দড়া। ২ ব্রহ্মস্বরূপা (দেবী)।

ব্রহ্মরেখা (স্ত্রী) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নৃ-কপালে লিখিত অদৃষ্টলিপি।

ব্রহ্মর্ষি (পুং) ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ ঋষিঃ বা ব্রহ্ম বেদং পরব্রহ্ম বা ঋষতি বেত্তি। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ।

"ততো বৈশ্রবণোঽভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতং।
বিধিবৎ কুশলং পৃষ্ট্বা ততো ব্রহ্মর্ষিমব্রবীৎ॥"
(মহাভারত ১৩।১৯।৩৭)

ব্রহ্মর্ষিদেশ (পুং) ব্রহ্মর্ষীণাং দেশঃ বাসযোগ্যস্থানং। কুরুক্ষেত্রাদি দেশচতুষ্টয়। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও শূরসেনক প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি দেশ নামে কথিত।

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ। (মনু ২।১৯-২০)

এই ব্রহ্মর্ষিদেশসম্ভূত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকল লোকেরই সদাচার শিক্ষা করা উচিত। ব্রহ্মর্ষিদেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন।

ব্রহ্মলিখিত (পুং) ব্রহ্মলেখ। মানবের অদৃষ্টলিপি।

ব্রহ্মলক্ষণ (ক্লী) ব্রহ্মণঃ লক্ষণং। ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ। ব্রহ্ম-নিরূপণ স্থলে, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। [ব্রহ্ম শব্দ দেখ]

ব্রহ্মলোক (পুং) ব্রহ্মণো লোকঃ ভুবনং। ব্রহ্মাধিষ্ঠান ভুবন, সত্যলোক। ব্রহ্মা এই লোকে অবস্থান করেন।

"সত্যস্তু সপ্তমো লোকঃ হ্যপুনর্ভববাসিনাম্।
ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো হ্যপ্রতীঘাতলক্ষণঃ॥" (দেবীপুরাণ)

বিষ্ণুপুরাণ মতে তপোলোক হইতে ষড়্গুণ উর্দ্ধে সত্য-লোক। ইহাই ব্রহ্মলোক।

"ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকে বিরাজতে।
অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকোহি স স্মৃতঃ॥" (বিষ্ণুপু॰ ২।৭অ॰)

ব্রহ্মৈব লোকঃ। ২ তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত দর্শনে লিখিত আছে, যাঁহারা নাড়ীরশ্মিসম্বন্ধঘটিত অর্চ্চিরাদি পর্ব্ববিশিষ্ট দেবযানপথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেই সকল উপাসকগণ চন্দ্রলোকগত উপাসকদিগের ন্যায় ভোগক্ষয়ে পুনর্ব্বার এ লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার বসতি স্থান। সে স্থানে 'অর' ও 'ণ্য' নামক সমুদ্রতুল্য সুধাহ্রদ, অন্নময় ও মদকর সরোবর এবং অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ আছে। এই স্থান তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মোপাসকব্যতীত অন্যের অগম্য। এই লোক অজেয় ব্রহ্মপুরী, এখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্ম্মিত হিরন্ময় গৃহ আছে। উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। উপাসক ব্রহ্মলোকে গমন করিলে অমর হন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।*

[বেদান্ত ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ]

ব্রহ্মবক্তৃ (পুং) ১ পরব্রহ্মরূপ সত্যধর্ম্মের প্রচারক। ২ বেদ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্য।

ব্রহ্মবৎ (ত্রি) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। (অব্যয়) বেদ-সম্বন্ধীয়।

ব্রহ্মবদ (পুং) সম্প্রদায়বিশেষ।

ব্রহ্মবদ্য (ক্লী) ব্রহ্ম বেদস্তস্য বদনং (বদ-সুপি ক্যপ্ চ। পা ৩।১।১০৬) ইতি ভাবে যৎ। ব্রহ্মার বাক্য।

ব্রহ্মবদ্যা (ত্রি) ব্রহ্মণা বেদেন উচ্যতে যা ব্রহ্মবদ্য-টাপ্। কথা।

ব্রহ্মবধ (পুং) ব্রাহ্মণহত্যা। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মবধ্যা পাঠ হয়।

ব্রহ্মবধ্যাকৃত (ক্লী) ব্রাহ্মণ হত্যাজনিত পাপ।

ব্রহ্মবনি (ত্রি) ব্রাহ্মণানুরক্ত। (মহীধর)

ব্রহ্মবর্চ্চস (ক্লী) ব্রহ্মণো বেদস্য তপসো বা বর্চ্চস্তেজঃ।

(ব্রহ্মহস্তিভ্যাং বর্চ্চসঃ। পা ৫।৪।৭৮) ইতি অচ্। ব্রহ্ম-তেজ, ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নজনিত তেজ। তপস্যা ও স্বাধ্যায়জ যে তেজ, তাহার নাম ব্রহ্মবর্চ্চস।

'তপঃ স্বাধ্যায়জং যচ্চ তেজস্তু ব্রহ্মবর্চ্চসম্।' (জটাধর)

অমরটীকায় ভর[illegible]লিখিত অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বৃত্তাধ্যয়ন ঋদ্ধি। 'বেদবোধিতস্যাচারস্য পরিপালনং বৃত্তং ব্রতগ্রহণপূর্ব্বকং গুরুমুখেন বেদাভ্যাসোঽধ্যয়নং তয়োঋদ্ধিস্তৎপরিপালনকৃতস্তেজস উপচয়ো ব্রহ্মবর্চ্চসং স্যাৎ' (অমর ২।৭।৩৯) মনুতে লিখিত আছে, ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন।

"ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ॥" (মনু ৪।৯৪)

* "নাড়ীরশ্মিসমন্বিতেনার্চ্চিরাদিপর্ব্বণা দেবযানেন পথা যে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি যস্মিন্নরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যামিতো দিবি যস্মিন্নৈরম্মদীয়ং সরো যস্মিন্নশ্বত্থঃ সোমসবনো যস্মিন্নপরাজিতা পূঃ ব্রহ্মণো যস্মিংশ্চ প্রভুবিমিতং হিরন্ময়ং বেশ্ম, যশ্চানেকধা মন্ত্রার্থবাদাদি-প্রদেশেষু প্রপঞ্চ্যতে তং তে প্রাপ্য ন চন্দ্রলোকাদিবৎ বিমুক্ত ভোগা আবর্ত্তন্তে। কুতঃ 'তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি' ইতি 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং না বর্ত্তন্তে ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যন্তে।"

(বেদান্তদ॰ ৪।৪।২২ শঙ্করভা॰)

ব্রহ্মবর্চ্চস্বিন্ (পুং) ব্রহ্মণো বর্চ্চঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অচ্‌সমাসন্তঃ ততোঽস্ত্যর্থে বিনি। ব্রহ্মতেজোযুক্ত।

"ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ।" (মনু ৩।৩৯)

ব্রহ্মবর্ত্ত (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রাহ্মণানাং বর্ত্তঃ বর্ত্তনং যস্মিন্। ব্রহ্মাবর্ত্ত-দেশ (শব্দরত্নাবলী)

ব্রহ্মবর্দ্ধন (ক্লী) ব্রহ্মণস্তপসো বর্দ্ধনং যস্মাৎ। তাম্র। (হেম)

ব্রহ্মবল (পুং) সম্প্রদায়বিশেষ।

ব্রহ্মবল্লী (স্ত্রী) লতাবিশেষ।

ব্রহ্মবাটীয় (পুং) মুনিভেদ। (হরিব০ ১৪১ অ০)

ব্রহ্মবাদ (পুং) ব্রহ্মণো বেদস্য বাদো বদনং পঠনমিতি যাবৎ। বেদপাঠ, পর্য্যায় প্রতাদান, (হারাবলী)

"বৃহস্পতিব্র্রহ্মবাদে আত্মতত্ত্বে স্বয়ং হরিঃ।" (ভাগবত ৪।২২।৬২)

ব্রহ্মবাদো বেদপাঠোঽস্ত্যস্যেতি। (ত্রি) ২ ব্রহ্মবাদবিশিষ্ট, বেদাধ্যায়ী।

ব্রহ্মবাদিন্ (পুং) ব্রহ্মবাদঃ বেদপাঠোঽস্ত্যস্যেতি ব্রহ্মবাদ-ইনি। বেদবক্তা, বেদপাঠক। পর্য্যায়—বেদান্তী। (জটাধর) ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্যং সর্ব্বাত্মকতয়া বদতীতি বদ-ণিনি। ২ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মনির্ণয়ার্থ কথাতেজরূপ বাদযুক্ত।

"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।" (ছান্দোগ্য উপ০)

ব্রহ্মজ্ঞানী—ব্রহ্মের বিষয় যাঁহারা বলিতে সমর্থ।

"তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥" (গীতা ১৭।২৪)

ব্রহ্ম শুদ্ধচৈতন্যং বদতি বোধয়তি [illegible]নি। ৩ ব্রহ্মবোধক শাস্ত্র।

ব্রহ্মবাদিনী (স্ত্রী) ব্রহ্মবাদিন্-ঙীপ্। গায়ত্রী।

"আয়াহি বরদে দেবি! ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।" (গায়ত্রীমন্ত্র)

ব্রহ্মবাদ্য (ক্লী) ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা।

ব্রহ্মবালুক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ০ ৮২অ০)

ব্রহ্মবাস (পুং) ব্রহ্মণো বাসঃ। ব্রহ্মলোক। (হরিব০ ২১৬অ০)

ব্রহ্মবাহস (ত্রি) ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপবেদেন উহ্যতে বহ-কর্ম্মণি বাহ০ অসিচ্ ণিচ্চ। মন্ত্রদ্বারা প্রাপ্যমান। (ঋক্ ১।১০১।৯)

ব্রহ্মবিত্ত্ব (ক্লী) ব্রহ্মবিদো ভাবঃ ত্ব। ব্রহ্মবিদের ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবিদ্ (পুং) ব্রহ্মস্বরূপতয়া বেত্তি আত্মানং বিদ-ক্বিপ্। ব্রহ্মাত্মৈক্যবেত্তা। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম ভবতি' (শ্রুতি)

২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) বেদং বেদার্থং যথাবৎ বেত্তীতি। (ত্রি) ৩ বেদার্থজ্ঞাতা। (পুং) ৪ শিব।

ব্রহ্মবিদ্যা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ব্রহ্মবিষয়িণী বা বিদ্যা। ১ ব্রহ্মজ্ঞান, শুদ্ধচৈতন্যাত্মক ব্রহ্মে আত্মবিষয়ের অভেদ জ্ঞান।

"জ্ঞানাগতধনঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ।
স্বধর্ম্মপালকো নিত্যং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥" (কূর্ম্মপু০ ৩অ০)

২ দুর্গা।

"ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং।
স্কন্দমাতর্ভগবতি! দুর্গে কান্তারবাসিনি!॥" (ভারত ৬।২২।২৭)

৩ উপনিষদ্ভেদ।

ব্রহ্মবিদ্যাতীর্থ (পুং) অনৈক গ্রন্থকার।

ব্রহ্মবিদ্বিষ্ (ত্রি) বেদ বা ব্রাহ্মণের হিংসা, দ্বেষ বা ঘৃণাকারী। ব্রাহ্মণানাং মন্ত্রাণাং বা দ্বেষ্টা, (ঋক্ ২।২৩।৪ সায়ণ)

ব্রহ্মবিবর্দ্ধন (পুং) ব্রহ্মণো বিবর্দ্ধনঃ ৬তৎ। ১ তপোবর্দ্ধক। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) বৃধ-ণিচ্‌ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৩ তপ-আদির বিশেষরূপে বর্দ্ধন।

ব্রহ্মবৃক্ষ (পুং) তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধো বৃক্ষঃ বা ব্রহ্মণো বেদকর্ম্মার্থং যো বৃক্ষঃ। ১ পলাশবৃক্ষ। (হলায়ুধ) ২ উডুম্বর। (রত্নমালা) 'ব্রহ্ম বৈ পলাশঃ (শত০ ব্রা০ ১৩৮।১৩১)

ব্রহ্মবৃত্তি (স্ত্রী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য বৃত্তির্জীবনোপায়ঃ। ব্রাহ্মণের জীবনোপায়, ব্রাহ্মণের জীবিকা।

"স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেৎ তু যঃ।
ষষ্টির্বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥" (স্মৃতিধৃত ভাগ০)

২ ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি।

ব্রহ্মবৃদ্ধ (ত্রি) জপ তপ দ্বারা বর্দ্ধিতশক্তি বা তৎসম্পন্ন।

ব্রহ্মবৃন্দ (ক্লী) ব্রাহ্মণ-সভা।

ব্রহ্মবৃন্দা (স্ত্রী) ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

ব্রহ্মবেদ (পুং) ব্রহ্মণো বেদঃ জ্ঞানং ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান।

"প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুর্ম্মুখঃ।
প্রাণায়ামঃ পদং বিষ্ণোর্ব্রহ্মবেদস্বরূপকম্॥" (গীতাসার)

২ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদভাগ। বেদান্ত।

ব্রহ্মবেদময় (ত্রি) ব্রহ্মবেদযুক্ত।

ব্রহ্মবেদী (স্ত্রী) ব্রহ্মণো বেদিরিব। ১ দেশবিশেষ।

'ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রে পঞ্চরামহ্রদান্তরম্। (হেম)

২ ব্রহ্মার বসিবার আসন।

ব্রহ্মবেদিন্ (ত্রি) ব্রহ্ম-বিদ-ণিন্। ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ।

"ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" (মনু ১।৯৭)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত (ক্লী) বিবৃত্তিরেব বৈবর্ত্তং স্বার্থে অণ্, ব্রহ্মণো বৈবর্ত্তং বিশেষেণ বিবৃত্তির্যত্র। ১ ব্রহ্মের অতুল্যসত্তাক কার্য্য। এই জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে,—বিবর্ত্ত। বিবর্ত্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ।

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তস০)

এক প্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং

অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত। ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। ২ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মহাপুরাণ ভেদ।

"বিবৃতং ব্রহ্মকাৎর্স্যেন কৃষ্ণেণ যত্র শৌনক।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তকং তেন প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু• ১।৫৮)

এই পুস্তকে সমগ্ররূপে ব্রহ্ম বিবৃত হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ]

ব্রহ্মব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। এই ব্রত সহস্র বৎসর ধরিয়া করিতে হয়। যিনি এই ব্রত করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (ভারত সভাপ• ১১ অ•)

ব্রহ্মশল্য (পুং) ব্রহ্মেব সূক্ষ্মং শল্যং অগ্রভাগো যস্য, অতি সূক্ষ্মাগ্রত্বাৎ তথাত্বং। সোমবৃক্ষ, চলিত বাবলা গাছ। (রত্নমালা)

ব্রহ্মশালা (স্ত্রী) তীর্থ ভেদ। (ভারত বনপ• ৮৭ অ•)
২ বেদপাঠার্থ গৃহ।

ব্রহ্মশাসন (ক্লী) ব্রহ্মণঃ শাসনং নির্ণয়ো উপদেশো বা যস্মিন্। ১ ব্রহ্মবিচার গৃহ। পর্য্যায়—ধর্ম্মকীলক। (শব্দরত্না•)
২ ব্রহ্মার আজ্ঞা বা তত্তৎকার্য্যে ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়োজন। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বাক্যসমস্তই ব্রহ্মাজ্ঞা। আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী ব্রহ্মদ্বেষীর নরকে গতি হয়।

"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপদ্যতে ॥" (স্মৃতি)

সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম-শাসনাধীন বা তদাদেশে পরিচালিত।
৩ বিধাতার অনুশাসন বা কর্ত্তব্যরূপ উপদেশ। ৪ বেদ।
৫ নবদ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে গঙ্গাপারে অবস্থিত একখানি গ্রাম।
৬ হিন্দুরাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে যে গ্রামাদি দান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মশিরস্ (ক্লী) অস্ত্রভেদ। দ্রোণাচার্য্য অগস্ত্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারোপায় অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ভারত সৌপ্তিকপ• ১২ অ•)

ব্রহ্মশুম্ভিত (ত্রি) অভিববসাধন মন্ত্র দ্বারা অলঙ্কৃত।

"যস্মৈ শুক্রঃ পবতে ব্রহ্মশুম্ভিতঃ"। (অথর্ব্ব• ৪।২৪।৪)
ব্রহ্মশুম্ভিতঃ ব্রহ্মভির্ম্মন্ত্রৈরভিববসাধনৈরলঙ্কৃতঃ। (সায়ণ)

ব্রহ্মশ্রী (স্ত্রী) সামভেদ। "ব্রহ্মশ্রীর্বৈ সামৈতৎ সাম যৎস্বব্রহ্মণ্যা"। (ষড় বিংশ ব্রা• ১।২)

ব্রহ্মসংশিত (ত্রি) ব্রহ্মণা সংশিতঃ ৩তৎ। মন্ত্রদ্বারা তীক্ষীকৃত।

ব্রহ্মসংসদ্ (স্ত্রী) ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মসদন।

ব্রহ্মসংস্থ (ত্রি) ব্রহ্মে সম্পূর্ণভাবে স্থিত। ২ ব্রহ্মজ্ঞানময়।

ব্রহ্মসংহিতা (স্ত্রী) বৈকবাচারাদিবাচ্য অধ্যায়শতাত্মক গ্রন্থভেদ, ভগবৎসিদ্ধান্ত সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ।

"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ ব্রহ্মসংহিতা।
কিঞ্চোপনিষদাংসারৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্মণোদিতা ॥"
(ব্রহ্মসংহিতায়াং ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলসূত্রাখ্যাপঞ্চমাধ্যায়স্য শ্রীজীবগোস্বামিকৃতটীকা)

ব্রহ্মসতী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী।

ব্রহ্মসত্র (ক্লী) ব্রহ্ম বেদস্তৎপাঠরূপং সত্রং। ব্রহ্মযজ্ঞ। বিধিপূর্ব্বক বেদ পাঠ।

"নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্। (মনু ২।১০৬)
নিত্যানুষ্ঠেয়রূপ যজ্ঞাদিতে বেদাধ্যয়নের নিষেধ নাই। এইরূপ বিরামশূন্য হওয়াতেই ইহার নাম ব্রহ্মসত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মসত্রিন্ (ত্রি) ব্রহ্মসত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রহ্মযজ্ঞকারক।

ব্রহ্মসদন (ক্লী) সীদত্যস্মিন্ সদ-আধারে ল্যুট্। ব্রহ্মণঃ সদনং ৬তৎ। ব্রহ্মার অর্থাৎ ঋত্বিক্‌ভেদের যাজ্ঞীবৃক্ষাদিজাত কুশাবৃত প্রাগগ্র আসন। (কাত্যা• শ্রৌ• ২।১।১২)
২ হিরণ্যগর্ভ-সদন। ৩ তীর্থভেদ।

ব্রহ্মসদস্ (ক্লী) ব্রহ্মার আলয়।

ব্রহ্মসভা (স্ত্রী) ব্রহ্মার সমিতি।

ব্রহ্মসম্ভব (পুং) দ্বিপৃষ্ঠনামক জৈনবিশেষ। (হেম)

ব্রহ্মসরস্ (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে গমন করিয়া একরাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং এ সরোবরে এক শ্রেষ্ঠ যূপ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। এই যূপ প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়। (ভারত ৩।৮৪।৭৭)

ব্রহ্মসর্প (পুং) ব্রহ্মবান্ সর্পঃ। সর্পবিশেষ। পর্য্যায়—হলাহল, অম্বলালা। (ত্রিকা•)

ব্রহ্মসব (পুং) ব্রহ্মযজ্ঞ। (মনু ৫।২৩)

ব্রহ্মসাগর (পুং) তীর্থভেদ।

ব্রহ্মসাৎ (অব্য•) ব্রহ্মাধীনং করোতীতি সাতি। ব্রহ্মাধীন। সাতি প্রত্যয়ের পর কৃঞাদির অনুপ্রয়োগ হয়। যথা— 'ব্রহ্মসাৎ করোতি, ভবতি সম্পদ্যতে বা'।

ব্রহ্মসামন্ (ক্লী) সামভেদ।

"অভীবর্ত্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি" (তাণ্ড্যব্রা•)

ব্রহ্মসাযুজ্য (ক্লী) যুনক্তীতি যুজঃ (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫ ক। ততঃ (তেন সহেতি। পা ২।২।২৮) ইতি বহুব্রীহিঃ, 'বোপসর্জনস্যেতি' সহস্য সঃ, ততঃ সযুজস্য ভাবঃ সাযুজ্যং অথবা যোজয়তীতি যুক্ সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্, ততো বহুব্রীহিঃ, ব্রহ্মণঃ সাযুজ্যং। ব্রহ্মের ভাব। পর্য্যায়—ব্রহ্মভূয়, ব্রহ্মত্ব (অমর) ব্রহ্মসাযুজ্য। (শব্দরত্না•)

ব্রহ্মসার্ষ্টিতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ সার্ষ্টিতা সমানগতিতা। ব্রহ্মতুল্য গতিত্ব।

"যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাম্ ॥" (মনু ৪।২৩২)

ব্রহ্মসাবর্ণি (পুং) ব্রহ্মপুত্রো সাবর্ণিঃ। দশম মনুভেদ। এই মন্বন্তরে বিশ্বক্সেন অবতার, ইন্দ্র শম্ভু, সুবাসন বিরুদ্ধাদি দেবগণ, হবিষ্মৎ প্রভৃতি সপ্তর্ষি ও ভূরিসেনাদি মনুপুত্র উৎপন্ন হইবেন।

"দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকসুতো মনুঃ।
তৎসুতো ভূরিসেনাদ্যা হবিষ্মৎপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥
হবিষ্মান্ সুকৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দ্বিজাঃ।
সুবাসনবিরুদ্ধাদ্যা দেবাঃ শম্ভুঃ সুরেশ্বরঃ॥" (ভাগ• ৮।১৩অ•)

[মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৯৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মসাবর্ণি মনুর বিষয় দ্রষ্টব্য।]

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত (পুং) পৈতামহ জ্যোতিষসিদ্ধান্তভেদ।

ব্রহ্মসুত (পুং) ব্রহ্মণঃ সুতঃ। ১ কেতুভেদ। (বৃহৎস• ১১ অ•) ২ মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্র।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা (স্ত্রী) তন্নামক ওষধিবিশেষ। চলিত হিরণ্যক্ষীরা, ইহার পত্র পদ্মপত্রসদৃশ।

"দেবহ্রদে হ্রদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে।
দৃশ্যতে চ জলান্তেষু মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা ॥" (সুশ্রুত)

২ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৩ ব্রাহ্মীশাক।

ব্রহ্মসূ (পুং) চতুর্ব্যূহাত্মক বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ, অনিরুদ্ধ অবতার। পর্য্যায়—উষাপতি, প্রদ্যুম্ন, কামদেব। ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—অনিরুদ্ধপক্ষে 'ব্রহ্মাণং সুতবান্ ব্রহ্মসূঃ। (সূঙ প্রসবে) অন্যেভ্যোঽপীতি (পা ৩।২।১৭৮) ক্বিপ্। কল্পান্তরে কিলানিরুদ্ধমূর্ত্তের্ভগবতো ব্রহ্মা জাতঃ।' কল্পান্তরে ব্রহ্মা অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

"অনিরুদ্ধাত্ততো ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।" (ব্রহ্মপুরাণ)

কামদেবপক্ষে 'ব্রহ্ম তপঃ সুবতি প্রেরয়তীতি ব্রহ্মসূঃ।' তপঃপ্রবর্ত্তক কাম। তদভিমানিদেবতা, কন্দর্প।

ব্রহ্মসূত্র (ক্লী) ব্রহ্মণি বেদগ্রহণকালে উপনয়নসময়ে ধৃতং যৎ সূত্রং। ১ যজ্ঞসূত্র। পর্য্যায়—পবিত্র, যজ্ঞোপবীত, দ্বিজায়নী, (ত্রিকা•) উপবীত, সাবিত্র, সাবিত্রীসূত্র, (শব্দরত্না•)

"তস্যোপনীয়মানস্য সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ।
বৃহস্পতির্ব্রহ্মসূত্রং মেখলাং কশ্যপোঽদদাৎ ॥" (ভাগ• ৮।১৮।১৪)

২ তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্য বা ব্রহ্মপ্রতিপাদক শারীরকসূত্র।

"ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতং ॥" (গীতা ১৩।৪)

ব্রহ্মসূত্রিন্ (ত্রি) ব্রহ্মসূত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রহ্মসূত্রধারী, যজ্ঞসূত্রী।

"দাক্ষয়ণী ব্রহ্মসূত্রী বেণুমান্ সকমণ্ডলুঃ।
কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্গোবিপ্রবনস্পতীন্ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য স• ১।১৩৩)

ব্রহ্মসূনু (পুং) ব্রহ্মণঃ সূনুঃ পুত্রঃ। ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব রাজবিশেষ। পর্য্যায়—ব্রহ্মদত্ত। ২ ব্রহ্মপুত্র (বশিষ্ঠাদি)।

ব্রহ্মসৃজ্ (পুং) ১ ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা। ২ শিবের নামান্তর।

ব্রহ্মস্তম্ব (পুং) ব্রহ্মার আশ্রয়স্বরূপ জগদ্ব্রহ্মাণ্ড।

ব্রহ্মস্তেয় (পুং) ব্রহ্মণঃ স্তেয়ঃ ৬তৎ। গুরুর অনুমতি ব্যতীত তদাবৃত্তি শ্রবণান্তর অনুরূপে বেদাধ্যয়ন।

"ব্রহ্ম যস্ত্বননুজ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্নুয়াৎ।
স ব্রহ্মস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥" (মনু ২।১১৬)

ব্রহ্মস্থল (ক্লী) নগরভেদ।

ব্রহ্মস্থান (ক্লী) ব্রহ্মণঃ স্থানং ৬তৎ। তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮৪।৯৬)

ব্রহ্মস্ব (ক্লী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য স্বং ধনং। ব্রাহ্মণসম্বন্ধি ধন। ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিতে নাই। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বা গুরুর ধন অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার মহাপাতক হয়, এবং যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকে, ততদিন তাহার নরক হয়।

"ব্রহ্মস্বং বা গুরুস্বং বা দেবস্বং বাপি যো হরেৎ।
স কৃতঘ্ন ইতি জ্ঞেয়ো মহাপাপী চ ভারতে ॥
অবটোদে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রশতং শতম্।
ততো ভবেৎ সুরাপীতী ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ• ৪৯ অ•)

ব্রহ্মস্বরূপ (ত্রি) ১ ব্রহ্ম। ২ জগৎপ্রকৃতির প্রতিরূপ। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপা ও ব্রহ্মস্বরূপিণী পদ হয়। ৩ মূল-প্রকৃতিরূপা ভগবতী।

ব্রহ্মহত্যা (স্ত্রী) ব্রহ্মণো হননং (হনস্ত ৮।৩।১।১০৮) ইতি ভাবে ক্যপ্, তকারোঽন্তাদেশশ্চ স্ত্রীত্বং লোকাৎ। ব্রাহ্মণবধ, ইহা একটী মহাপাতক।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যেব সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥" (মনু)

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন এবং ইহাদিগের সংসর্গও মহাপাতক।

ব্রহ্মহত্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতার স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যথা—

"রক্তবস্ত্রপরীধানা বৃদ্ধাস্ত্রীবেশধারিণী।
সপ্ততালপ্রমাণা সা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥
ঈশাপ্রমাণদশনা মহাভীতক্ক কাতরম্।
ধাবন্তং পরিধাবন্তী বলিষ্ঠা হতচেতনম্ ॥
খড়্গহস্তো হতাস্ত্রং তং দয়াহীনা চ মূর্চ্ছিতম্ ॥
ইন্দ্রো দৃষ্ট্বা চ তাং ঘোরাং স্মারং স্মারং গুরোঃপদম্;
বিবেশ মানসসরো মৃণালসূক্ষ্মসূত্রতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু• শ্রীকৃষ্ণের জন্মখ• ৪৭ অঃ)

ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতকের নিবৃত্তিকল্পে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। এই প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে বিস্তৃত

ভাবে বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ যদি না জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ বধ করে, তাহা হইলে সেই পাপশান্তির জন্য দ্বাদশবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ।
ভৈক্ষ্যাশ্যাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং কৃত্বা শবশিরোধ্বজম্॥
ভিক্ষাশী বিচরেদ্গ্রামং বন্যৈর্যদি ন জীবতি॥" (মনু ১১।৭৩)

এই দ্বাদশবার্ষিক ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ হইলে ১৮০ ধেনু দান করিতে হয়, তাহাতেও অশক্ত হইলে চূর্ণীদান করা আবশ্যক। উহাতে ৫৪০ কাহন কড়ি উৎসর্গ এবং ১০০ কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শাস্ত্রবিহিত এইরূপ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যাপাতক নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে দ্বিগুণ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩৬০ ধেনু দান, তদভাবে ১০৮০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ২০০ কাহন কড়ি দক্ষিণা দিবে। তৎপরে তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ক্ষত্রিয় যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বধের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে ক্ষত্রিয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিতে হইবে।

বৈশ্য অকামতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে ষট্‌ত্রিংশবার্ষিক ব্রতাচরণ করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে তাহাকে ৫৪০ ধেনু দান, এবং তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইলে ১৬২০ কাহন কড়ি দান ও ৪০০ শত কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলে তাহাকে দ্বিসপ্ততিবার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে ১০৮০ ধেনুদান করিবে এবং তদভাবে ৩২৪০ কাহন কড়ি দান ও চারি. শত কাহন দক্ষিণা দিবে। শূদ্র যদি অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অষ্টচত্বারিংশবার্ষিক ব্রত করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে ৭২০ ধেনুদান এবং তদভাবে ২১৬০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ৪০০ কাহন দক্ষিণা দান দিবের। জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে ইহার দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান আবশ্যক। (প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আতিদেশিক ব্রহ্মহত্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে :—

শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পূজায় ভেদজ্ঞান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। গুরু, ইষ্টদেবতা, জন্মদাতা, পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভেদবুদ্ধিতে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যিনি হরির পাদোদকের সহিত অন্যদেবতার পাদোদকের তুলনা করেন এবং যিনি বিষ্ণু, বিষ্ণুপাসক ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতিকে নিন্দা করেন, তাঁহারও ব্রহ্মহত্যাপাতক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অম্বুবাচী দিনে ভূখনন, জলে শৌচাদিত্যাগ, গুরু, মাতা, পিতা, সাধ্বী স্ত্রী ও অনাথাকে পোষণ না করিলে ব্রহ্মহত্যাপাতক হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধৃত হইল না*।

ব্রহ্মহন্ (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং হতবান্ ব্রহ্ম-হন (ব্রহ্মভ্রূণ-বৃত্রেষু ক্বিপ্। পা ৩।২।৮৭) ইতি ক্বিপ্। ব্রহ্মঘ্ন, ব্রাহ্মণবধকর্ত্তা, ব্রাহ্মণ হত্যাকারক।

[ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় ব্রহ্মহত্যা শব্দে দেখ]

ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতককারী বহুবর্ষ নরকভোগ করিয়া পাপক্ষয়ে কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুক্কশপ্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

"শ্বশূকরখরোষ্ট্রাণাং গোহজাবিমৃগপক্ষিণাম্।
চণ্ডালপুক্কশানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।" (মনু ১২।৫৫)

ব্রহ্মহবিস্ (ক্লী) ব্রহ্মৈব হবিরর্পামাণমাজ্যং। অর্প্যমাণ হবিঃ।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥" (গীতা ৪।২৪)

ব্রহ্মহুত (ক্লী) ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণে হুতং দত্তং ব্রহ্মপদমত্র উপলক্ষণং তেন নৃমাত্রে বোধ্যং। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথিপূজনরূপ যজ্ঞবিশেষ।

ব্রহ্মহৃদয় (পুং) নক্ষত্রভেদ। (সূর্য্যসি০ ৮।১১)

ব্রহ্মহ্রদ (পুং) হ্রদবিশেষ। (ব্রহ্মপু০)

ব্রহ্মাক্ষর (ক্লী) ১ প্রণব, ওঁকার।

---

* "শ্রীকৃষ্ণে চ তদর্চ্চায়াং মূর্খয়াঃ প্রকৃতৌ যথা।
শিবে চ শিবলিঙ্গে বা সূর্য্যে সূর্য্যমণৌ যথা॥
গণেশে বা তদর্চ্চায়ামেবং সর্ব্বত্র সুন্দরি।
যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ॥
হরেঃ পাদোদকে ভক্তনৈবেদ্যপাত্রোদকে তথা।
করোতি সমতাং যো হি ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ॥
যে নিন্দন্তি হরিভক্তং তদ্ব্রতোপাসকং তথা।
পতিব্রতাং পবিত্রঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥
যে নিন্দন্তি বিষ্ণুমায়াং বিষ্ণুভক্তিপ্রদাং সতীং।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বমাতরম্॥
সর্ব্বদেবস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বেষাং জন্মবন্দিতাং।
সর্ব্বকারণরূপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥
গুরুঞ্চ মাতরং তাতং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং সুতাং।
অনাথাং যো ন পুষ্ণাতি ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতিখ০ ৩০ অ০)

"ব্রহ্মাক্ষরমভিগৃণানো মুহূর্ত্তত্রয়মুদকান্ত উপবিবেশ।"

(ভাগবত ৫।৮।১)

'ব্রহ্মাক্ষরং প্রণবং' (স্বামী)

ব্রহ্মাক্ষরময় (ত্রি) ব্রহ্মাক্ষর-ময়ট্। মন্ত্র।

ব্রহ্মাগ্রভূ (পুং) ব্রহ্মণোঽগ্রে সম্মুখে ভবতীতি ভূ-কিপ্, যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণো দেহাজ্জাতত্বাং তথাত্বং। ঘোটক। (হারাবলী) ইহার 'ব্রহ্মাজভূ' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাঞ্জলি (পুং) ব্রহ্মণে বেদপাঠার্থং কৃতো যোঽঞ্জলিঃ। নাম-বেদ পাঠের সময় স্বরবিভাগার্থ যে অঞ্জলি করা হয়, তাহার নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।

"অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।

ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোঽধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥" (মনু ২।৭০)

২ বেদপাঠার্থ গুরুনিকটে কর্ত্তব্য বিনয়াঞ্জলি।

ব্রহ্মাণী (স্ত্রী) ব্রহ্মাণমণতি জীবয়তীতি অণ-শব্দে কর্ম্মণ্যণ্ ঙীপ্, বা ব্রহ্মাণমানয়তি জীবয়তীতি অন্ প্রাণনে ণ্যন্তাদণ্ কর্ম্মণি অণি কৃতে (নেরনিটি। পা ৬।৪।৫১) ইতি ণিলোপঃ। ততো ঙীপ্, পূর্ব্বপদাদিতি ণত্বঞ্চ। ব্রহ্মার পত্নী। (শব্দমালা) ব্রহ্মার অর্দ্ধ শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।

"ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্ত্বা দেহমকল্মষম্।

স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ॥

শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।

সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ॥" (মৎস্যপু° ৩ অ°)

ইহার নামান্তর সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী। ২ দুর্গা।

"ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী ব্রহ্মাক্ষরপরা মতা।" (দেবীপু° ৪৫ অ°)

৩ রেণুকানাম গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

ব্রহ্মাণ্ড (ক্লী) ব্রহ্মণো জগৎস্রষ্টুরণ্ডম্। ১ চতুর্দ্দশ ভুবন। গোলক। ব্রহ্মণা বিশ্বস্রষ্টা কৃতমণ্ডম্। ২ ভুবনকোষ, বিশ্ব-গোলক। মনুতে লিখিত আছে—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।

তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১।৮৯)

স্বয়ম্ভূ ভগবান্ প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন। পরে তিনি সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই সুবর্ণ-বর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ অণ্ডে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম মানের সম্বৎসরকাল বাস করিয়া পরিশেষে ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি উহার ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রসকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইজন্য বিশ্বগোলকের নাম ব্রহ্মাণ্ড।

(মনুসংহিতা ১অধ্যায়)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ ব্রহ্মা একটী অণ্ড উৎপাদন করেন, ঐ প্রাকৃত অণ্ড ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ঐ অণ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন। সুমেরু ইহার উল্ব অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম, অন্যান্য মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্রসকল গর্ভোদক হইল। পরে ঐ অণ্ডে সপর্ব্বত দ্বীপ সকল, সমুদ্রসকল এবং সদেবাসুর মানুষ প্রভৃতি সমুদায়ই উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মের অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। (বিষ্ণুপু° ১।২অ:)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতিগ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ খগোল, পৃথিবী ও ভূগোল শব্দে দ্রষ্টব্য]

২ মহাদান বিশেষ।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডবিধিমুত্তমং।

যচ্ছ্রেষ্ঠং সর্ব্বদানানাং মহাপাতকনাশনম্॥" (মৎস্যপু° ২৫০অ:)

পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের বিধানানুসারে এই দান বিধেয়। সুবর্ণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহাতে অষ্টদিগ্গজ, ষড় বেদাঙ্গ, অষ্টলোকপাল, ব্রহ্মাদি দেবগণ, উমা, লক্ষ্মী, বসু, আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি অঙ্কিত করিবে। ঐ সুবর্ণনির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড শত অঙ্গুলিমান হইবে। ইহার পূর্ব্বদিকে অনন্তশয্যা, পূর্ব্বদক্ষিণে প্রদ্যুম্ন, দক্ষিণে প্রকৃতি ও সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমদিকে চারিবেদ ও অনিরুদ্ধ এবং উত্তরদিকে অগ্নি ও বাসুদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিবে। পরে যথাবিধানে পূজা ও হোমাদি করিয়া সুবর্ণ-ব্রহ্মাণ্ডকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। প্রদক্ষিণের সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

"নমোঽস্তু বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিত্রে ভগবন্নমস্তে।

সপ্তর্ষিলোকামরভূতলেশ গর্ভেণ সার্দ্ধং বিতরামি রক্ষাম্॥

যে দুঃখিতাস্তে সুখিনো ভবন্ত প্রযান্ত পাপানি চরাচরাণাম্।

ত্বদ্দানশস্ত্রাহতপাতকানাং ব্রহ্মাণ্ডদোষাঃ প্রলয়ং ব্রজন্ত॥"

(মৎস্য পুরাণ)

এই ব্রহ্মাণ্ড দান্ করিলে অক্ষয় পাতক নষ্ট হয়। উক্ত মৎস্যপুরাণের ২৫০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বরাহপুরাণেও এই দানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা পূর্ণিমায় তিন সুবর্ণ-

নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে পৃথিবীস্থিত বস্তুসমস্ত দানে যে পুণ্য, তাদৃশ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি ভূতানি পার্থিব।
তানি দত্তানি তেন স্যুঃ সমাসাৎ কথিতং তব॥" (বরাহপুং)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একখানি পুরাণ*। এই পুরাণ পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে এবং প্রক্রিয়া, অনুষঙ্গ, উপোদ্ঘাত ও উপসংহার নামক চারিপাদে বিভক্ত। উহার শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহস্র। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে এই মহাপুরাণ যবদ্বীপে গিয়াছিল এবং তথায় কবিভাষায় অনুবাদিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ ও বালিদ্বীপ শব্দে দেখ]

ব্রহ্মাত্মভূ (পুং) ব্রহ্মণ আত্মনঃ শরীরাৎ ভবতীতি ব্রহ্মাত্মন্-ভূ-কিপ্। অশ্ব। (শব্দমালা) বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে, অশ্ব ব্রহ্মের শরীর হইতে উৎপন্ন। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে উহার অর্থ করিয়াছেন, 'অশ্ব নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীর হইতে উৎপন্ন হয়'।†

ব্রহ্মাদনী (স্ত্রী) হংসপদী, রক্ত লজ্জালুকা। (রাজনি॰)

ব্রহ্মাদিজাতা (স্ত্রী) ব্রহ্মণ আদিজাতা সম্ভূতা। গোদাবরী। (রাজনি॰) 'ব্রহ্মাভিজাতা' ইহার পাঠান্তর।

ব্রহ্মাদিত্য, বিবাহপটল ও প্রশ্নজ্ঞান বা প্রশ্নব্রহ্মার্ক নামক গ্রন্থ প্রণেতা। মোক্ষেশ্বরের পুত্র। ইহার অপরনাম ব্রহ্মার্ক।

ব্রহ্মানন্দ (পুং) ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ। এই আনন্দ সকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে যে আনন্দ হয়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ।

"এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবা-নন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" (শত॰ব্রা॰ ১৪।৭।১।৩১)

[ব্রহ্মশব্দ দেখ]

ব্রহ্মানন্দ, ১ মেরুশাস্ত্রীর শিষ্য। ইনি ষট্চক্র দীপিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ভাবার্থদীপিকা আনন্দলহরীটীকা, ত্রিপুরার্চ্চন-রহস্য ও জ্যোৎস্না (হঠপ্রদীপিকা) নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ শিবলালাকৃত প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দগিরি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-টীকা-প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দভারতী, ১ ভাগবতপুরাণৈকদশস্কন্ধসার প্রণেতা। ২ রামানন্দ ও গোপালানন্দের শিষ্য। ইনি শঙ্করাচার্য্যকৃত বাক্যসুধা ও বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যের টীকাপ্রণয়ন কর্ত্তা।

ব্রহ্মানন্দযোগী, বৈদিকসিদ্ধান্ত প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দসরস্বতী, ১ আনন্দদীপনী কর্পূরস্তোত্রটীকাপ্রণেতা। ২ চিৎপ্রতাপরিভাবেন্দুশেখরটীকা রচয়িতা। ২ ঈশাবাস্যোপনিষৎশ্লোকার্থ, ঈশাবাস্যোপনিষদ্রহস্য, মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্য ও বেদান্তসূত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ৪ পুরুষার্থপ্রবোধ প্রণয়নকর্ত্তা। ৫ নারায়ণতীর্থ, পরমানন্দ সরস্বতী ও বিশ্বেশ্বরের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতচন্দ্রিকা বা লঘু-চন্দ্রিকা নামে মধুসূদনকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির একখানি টিপ্পনী এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিদ্যোতন, সিদ্ধান্তবিন্দুন্যায়রত্নাবলী, গৌড়-ব্রহ্মানন্দীয় ও ব্রহ্মানন্দীয় নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সাধারণে গৌড় ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দী, সন্ন্যাসপদ্ধতি প্রণেতা।

ব্রহ্মাপেত (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রহ্মতেজঃস্বরূপং সূর্য্যমুপেত উপগতঃ, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সূর্য্যমণ্ডলসমীপবাসী রাক্ষস ভেদ। মাঘমাসে সূর্য্যমণ্ডলে ত্বষ্টা, যমদগ্নি, কম্বল, তিলোত্তমা, ব্রহ্মাপেত, ঋতজিৎ ও ধৃতরাষ্ট্র, এই সাতজন রাক্ষস বাস করে।

"ত্বষ্টা চ যমদগ্নিশ্চ কম্বলোঽথ তিলোত্তমা।
ব্রহ্মাপেতোঽথ ঋতজিদ্ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সপ্তমঃ॥
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে॥" (বিষ্ণুপু॰ ২।১০।১৫)

ব্রহ্মাভ্যাস (পুং) ব্রহ্মণঃ বেদস্য অভ্যাসঃ। বেদাভ্যাস।

ব্রহ্মায়ণ (ত্রি) ১ ব্রহ্মের আশ্রয় স্থান। ২ নারায়ণের নামান্তর।

ব্রহ্মায়তন (ক্লী) ব্রহ্মণঃ আয়তনং। ব্রাহ্মণের গৃহ। ২ ব্রহ্মমন্দির।

"ব্রহ্মায়তনে বিপ্রান্ বিনিহন্ত্যাপগামিনো গোষ্ঠে।"

(বৃহৎস॰ ৩৩।২২)

ব্রাহ্মণের গৃহে উল্কা পড়িলে বিপ্রগণের বিনাশ হয়।

ব্রহ্মারণ্য (ক্লী) ব্রহ্মণঃ বেদস্য অরণ্যমিব। বেদপাঠভূমি।

ব্রহ্মার্পণ (ক্লী) ব্রহ্মৈবার্পণং। সর্ব্বকর্ম্মাভাবকরণে ব্রহ্মচিন্তন।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।" (গীতা ৪।২৪)

২ পরমাত্মা ব্রহ্মে সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগ। কূর্ম্মপুরাণে যথা—

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দত্ত হইতেছে, তাহাই আবার ব্রহ্মে অর্পিত হইতেছে। আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহি, ব্রহ্মই সকলের কর্ত্তা;

---

* বিষ্ণু, পদ্ম, মৎস্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, বরাহ এবং বায়ু বা শিবপুরাণে মহাপুরাণ মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কূর্ম্ম ও গরুড়পুরাণে এবং মধুসূদন সরস্বতীকৃত প্রস্থানভেদ গ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রিও ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ তিরোহিত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি তীর্থমাহাত্ম্য, অধ্যাত্মরামায়ণ, পুরস্তোত্র ও উপাখ্যানমালা উহার উপপুরাণত্বের পরিচয় দিতেছে।

† "প্রাণা বৈ যশোবীর্য্যং তৎপ্রাণেষূৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতুমধ্রিয়ত তস্য শরীর এব মন আসীৎ। সোঽকাময়ত মেধ্যং ম ইদং স্যাদাত্মন্যনেন স্যামিতি। ততোঽশ্বঃ সমভবদ্যদশ্বত্তন্মেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্যাশ্বমেধত্বং॥"

(বৃহদারণ্যক উপনি॰ ১।২।৬-৭)

"ততঃ অশ্বঃ সমভবৎ, অতোঽশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাক্ষাৎ অত্র ভাতে যস্মাচ্ছূনং সৎ অশ্বৎ তস্মাদশ্বনামা প্রজাপতির্বীর্য্যমনামেধ্যং" (শাঙ্করভাষ্য)

এইজন্ত তাঁহাকেই দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবে কর্ম সকলের অর্পণের নাম ব্রহ্মার্পণ *।

ব্রহ্মাবর্ত (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রহ্মনিষ্ঠব্রাহ্মণানামাবর্ত ইব, বহুল-ব্রাহ্মণাশ্রয়ত্বাদস্ত তথাত্বং। দেশবিশেষ, পর্য্যায়—কপোবষ্ট।

"সরস্বতীদৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মনু ২।১৭-১৮)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত। এই দেশ দেবনির্ম্মিত বলিয়া অতি পবিত্র। এই দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে আচার, তাহাই সদাচার বলিয়া কথিত।

এই দেশের আচারই সকলের শিক্ষণীয়। ইহা ভিন্ন কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল ও মথুরা এই সকল ব্রহ্মর্ষিদেশ। ইহা ব্রহ্মাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হেয়। [ব্রহ্মর্ষিদেশ দেখ।]

২ তন্নামক তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮৩।৫০)

ব্রহ্মাসন (ক্লী) ব্রহ্মণে ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যৈ আসনং। ধ্যানাসন, যোগাসন। যে আসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করা হয়, পদ্ম ও স্বস্তিকাদি আসন। ২ রুদ্রযামলোক্ত দেবপূজার আসন ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"ব্রহ্মাসনং তথা বক্ষ্যে যৎকৃত্বা ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
একপাদমূরৌ দত্বা তিষ্ঠেদ্দণ্ডাকৃতির্ভবেৎ॥" (রুদ্রযামল)

উরুতে এক পাদ দিয়া দণ্ডাকৃতি অবস্থান করিলে ব্রহ্মাসন হয়। এই আসন করিয়া তপস্যা করিলে ব্রহ্মফলাভ করা যায়।

ব্রহ্মাস্ত্র (ক্লী) ব্রহ্মস্বরূপমস্ত্রং। ব্রহ্মস্বরূপ অস্ত্র বিশেষ। ইহা সকল অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রপূত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

"তদা রামেণ ক্রুদ্ধেন ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতি রাবণে।
নারায়ণবিধাতার্থং চিন্তিতং চতুরাননম্॥" (দেবীপু০)

ব্রহ্মাস্য (ক্লী) ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের মুখ।

ব্রহ্মাহুত (ত্রি) কৃতাহুতি, যাহাকে আহুতি প্রদত্ত হইয়াছে।

* "ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সংপ্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দীয়তে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
নাহং কর্ত্তা সর্ব্বমেতৎ ব্রহ্মৈব কুরুতে তথা।
এতৎ ব্রহ্মার্পণং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥" (কূর্ম্মপু০ ৩ অ০)

ব্রহ্মাহুতি (স্ত্রী) ব্রহ্মৈবাহুতিঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন।

"ব্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতম্।" (মনু ২।১০৬)

ব্রহ্মিন্ (পুং) ব্রহ্ম বেদস্তপো বাহস্ত্যস্য সেবকত্বয়া ব্রীহ্যাদিত্বা-দিনি, টিলোপঃ। ১ বেদ ও তপস্যার সেবীভূত পরমেশ্বর।

(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪)

ব্রহ্ম বেদো বেদ্যত্বয়াহস্ত্যস্য ইনি। ২ বেদ ও তদর্থাভিজ্ঞ।

ব্রহ্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ব্রহ্মী ইষ্ঠন্, টিলোপঃ। অতিশয় ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

"ব্রহ্মণা ভগবন্তো যো ব্রহ্মিষ্ঠঃ সএতা উদজতাম্" (বৃহদা০ উপ০)

'ব্রহ্মিষ্ঠঃ ব্রহ্মণোঽতিশয়েনাভিজ্ঞঃ' (ভাষ্য)

ব্রহ্মিষ্ঠা (স্ত্রী) ব্রহ্মিষ্ঠ-টাপ্। দুর্গা। ইনি বেদমাতা বলিয়া ব্রহ্মিষ্ঠা নামে কথিত হন।

"ব্রহ্মিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গায়ত্রী চরণাশ্রয়া।
বেদেষু চরতে যস্মাৎ তেন সা ব্রহ্মচারিণী॥" (দেবীপু০ ৪৫ অ০)

ব্রহ্মী (স্ত্রী) মেধাজনকত্বাৎ ব্রহ্মণে হিতা ব্রহ্ম-অন্ বাহুলকাৎ ন বৃদ্ধিঃ। স্বনামখ্যাত শাকবিশেষ, ব্রহ্মীশাক (Siphonanthus Indica, Herpestis monnieria)। হিন্দী—বরম্ভী। ব্রহ্মী, শ্বেতচমনী; তৈলঙ্গ—শম্বুনীচেট্টু, অথবিশী। বোম্বাই—বাম। তামিল—বীমী, মহারাষ্ট্র—ব্রহ্মমাণ্ডুকী। পর্য্যায়—মৎস্যাক্ষী, সুরসা, বয়স্থা, ব্রহ্মচারিণী, (ব্রহ্মমালা)। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার পর্য্যায়—কপোতবঙ্কা, ব্রাহ্মী ও সোমবল্লী। ইহার গুণ—সারক, শীতবীর্য্য, তিক্ত, কষায়, মধুররস, লঘু, মেধাজনক, শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুষ্য, রসায়ন, স্বর ও স্মৃতিশক্তির বর্দ্ধক, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বরনাশক। (ভাবপ্র০) [ব্রাহ্মী শব্দ দেখ]

২ শকশকুল মৎস্য, চলিত পাঁকালমাছ। (ত্রিকা০)

৩ ফঞ্জিকা, চলিত বামুন হাটী। (মেদিনী)

ব্রহ্মীঘৃত (ক্লী) ব্রহ্মীজাতং ঘৃতং। ঘৃতৌষধি বিশেষ। ইহার অপর নাম সারস্বতঘৃত। প্রস্তুত প্রণালীঃ—মূল ও পত্র সহিত ব্রহ্মীশাক জলে ধুইয়া উদূখলে পেষণ করিয়া তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। পরে ঐ রস ১৬ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল, হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণ এবং পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের দুইতোলা দিয়া যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত পান করিলে স্বরবিকৃতি নিবারিত হয়। যাহারা কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বর ইচ্ছা করেন, তাহারা এই ঘৃত সেবন করুন। ৭ দিন এই ঘৃত সেবনে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয়। মাস পরিমাণ ইহা সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। এই

ঘৃত সেবনে কুষ্ঠ, অর্শ, প্রমেহ, ও কাসরোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী যবক্ষেত্রাধিকার)

ব্রহ্মীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ব্রহ্মী ব্রহ্ম-ঈয়সুন্, টিলোপঃ। ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মেন্দ্রসরস্বতী, ১ বেদান্তপরিভাষা প্রণেতা। ২ অনৈক গ্রন্থকার। কবীন্দ্রকৃত কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মেন্দ্রস্বামী, জনৈক গ্রন্থকার। কবীন্দ্র-চন্দ্রোদয়ে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মেশয় (ত্রি) ব্রহ্মণি তপসি শেতে শী-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কার্ত্তিকেয়। (ভারত বনপ° ২৩১ অ°) ২ বিষ্ণু। (ভারত শান্তি° ২৪০ অ°)

ব্রহ্মেশ্বর, গণপতিরত্নপ্রদীপ প্রণেতা।

ব্রহ্মেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

ব্রহ্মোজ্ঝ (পুং) ব্রহ্ম বেদমুজ্ঝতি উজ্ঝ ত্যাগে অণ্। বেদত্যাগী

"ব্রহ্মোজ্ঝতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃদ্বধঃ।
গর্হিতান্নাদ্যয়োর্জগ্ধিঃ সুরাপানসমানি ষট্॥" (মনু ১১।৫৭)

'ব্রহ্মোজ্ঝতা ব্রহ্মণোঽধীতবেদস্যানভ্যাসেন বিস্মরণম্।' (কুল্লূক)

মনু বেদত্যাগীকে অনুপাতকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মোডুম্বর (ক্লী) তীর্থভেদ। ইহার পাঠান্তর ব্রহ্মোদুম্বর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত বনপ° ৮৩ অ°)

ব্রহ্মোত (ত্রি) ব্রহ্মণি আ-সম্যক্ প্রকারেণ উতং গ্রথিতম্। 'লোপোঽস্তোমাওোঃ' ইতি সূত্রেণ অকারলোপঃ। ব্রহ্মে গ্রথিত।

ব্রহ্মোত্তর (ত্রি) ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ উত্তরঃ প্রধানং যস্য। ব্রাহ্মণস্বামিক ভূম্যাদি, যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহাকে ব্রহ্মোত্তর কহে। ব্রহ্মোত্তর ভূমির কোনরূপ কর দিতে হয় না। কিন্তু যে সকল ব্রহ্মোত্তর ভূমি মিউনিসিপালিটীর অধীন নহে, সেই সকল ভূমির খাজনার প্রতি টাকার উপর গবর্মেণ্ট এক আনা করিয়া রোড্‌সেস্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ২ ব্রহ্মপ্রধান।

ব্রহ্মোদতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)

ব্রহ্মোদ্ভব (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩২)

ব্রহ্মোদ্য (ক্লী) ব্রহ্মণো বেদস্য বদনং ব্রহ্ম বদ-ক্যপ্। ব্রহ্মবাক্য, বেদবাক্য। ২ ব্রাহ্মণের বাক্য। ৩ ব্রহ্মকথন।

ব্রহ্মোদ্যা (স্ত্রী) ব্রহ্ম-বদ-ক্যপ্-টাপ্। ব্রহ্মের কথা।

"ব্রহ্মোদ্যাশ্চ কথাঃ কুর্য্যাৎ পিতৄণামেতদীপ্সিতম্॥" (মনু ৩।২৩১)

'ব্রহ্মোদ্যাঃ পরমাত্মনিরূপণপরাঃ কথাঃ' (কুল্লূক)

ব্রহ্মোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ বিশেষ।

ব্রহ্মোপনেতৃ (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রাহ্মণং উপনয়তে ইতি, ব্রহ্ম-উপ-নী-তৃচ্। উপনয়নহেতুকত্বাৎ তথাত্বম্। ১ পলাশবৃক্ষ। ২ ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তা।

ব্রহ্মৌদন (ক্লী) ব্রহ্মণে দেয়মোদনং। ব্রহ্মে ঋত্বিগ্‌দিগকে দত্ত অন্ন।

"ব্রহ্মৌদনং বিশ্বজিতঃ পচামি শৃণ্বন্তু মে" (অথ° ৪।৩৫।৭)

'ব্রাহ্মণেভ্যো দেয় ওদনো ব্রহ্মৌদনঃ তম্' (ভাষ্য)

ব্রাহুই (বা-রো-ই) বেলুচিস্থানের পার্ব্বত্যদেশবাসী জাতি বিশেষ। খিলাতের খানকেই তাহারা রাজা বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা ব্রাহুইকি ভাষায় কথা কয়, ঐ ভাষা পারসী, পেস্তু বা বলুচী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র *। ঝালাবান ও সারাবান প্রদেশে বহুসংখ্যক ব্রাহুইএর বাস। সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে ৭৪টী থাক আছে। প্রত্যেক থাকের উপর এক একজন সর্দ্দার (বদেরা) আধিপত্য করিয়া থাকে। ইহারা কোথাও স্থায়িভাবে বাস করে না। তোমান নামক পশমনির্ম্মিত তাম্বুই তাহাদের বাসগৃহ এবং শয়ন ও ভোজনোপযোগী পাত্রাদিই তাহাদের আসবাব্। সকলেই হানবেলী সম্প্রদায়ভুক্ত সুন্নী মুসলমান। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, স্বয়ং মহম্মদ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হইয়া তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের জন্য ৪০ জন সাধুকে পাঠাইয়া দেন। বলুচিস্থানের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী চিহল-তৌ নামক পর্ব্বতে উক্ত ৪০ জনের সমাধি আছে। উক্ত ৪০ জন ব্যতীত তাহাদের মধ্যে পীর, মোল্লা বা ফকির প্রভৃতি অপর সাধু-মুসলমান নাই। বহুশত হিন্দু এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ী মুসলমানগণ এই পবিত্র পর্ব্বত পরিদর্শনে আসিয়া থাকেন।

পাঠান ও বলুচজাতি হইতে ইহাদের শারীরিক গঠন অনেক বিভিন্ন। কচ্ছ-গণ্ডাবের প্রখর সূর্য্যকর এবং পার্ব্বতীয় শীত ও হিম সহ্য করিয়া তাহারা স্বভাবতঃই বলশালী হইয়াছে।

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মেসনের মতে এই জাতি পশ্চিম-এসিয়াখণ্ড হইতে বেলুচিস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। ডাঃ কল্ডওয়েল তাহাদিগকে দ্রাবিড়বংশীয় ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আগত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, আর্য্য, শক ও তুর্কমঙ্গোলিয় প্রভৃতির ন্যায় দ্রাবিড়ীয়গণ উত্তরপশ্চিম পথে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ব্রাহুইগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হাব ও আলিপো নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। পটিঞ্জারের সাহেব তাহাদের ভাষায় প্রাচীন হিন্দু শব্দমালার প্রয়োগ পাইয়াছেন। তাঁহার ধারণা, ব্রাহুইগণ শক, তুরাণি বা তামিল শাখার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আলেকসন্দারের অনুগামী শক (Sakæ) সেনাগণ পরোপমিসাস্ পর্ব্বত ও আরালহ্রদের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে ভারতাভিমুখে আগমন করে, সিন্ধুপ্রদেশ হইতে তাহারা পুনরায় মূলাগিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বাস ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে। এখন সেই আরালহ্রদের সমীপদেশে ঝালাবানের ব্রাহুইদিগের ন্যায় একটী অনুরূপ জাতির বাস দেখা যায়।

তাহারা কর্ম্মদক্ষ, কৃষিকার্য্য-নিরত, সহিষ্ণু, সংসাহসী, উদ্যমশীল, শিকারী ও যোদ্ধা। অর্থগৃধ্নু হইলেও তাহারা বিশ্বাসী, বিবাদশূন্য ও হিংসাবৃত্তিহীন।

শীত কিংবা গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহাদের পরিচ্ছদ একই প্রকার থাকে। তাহারা মাথায় পাগড়ী, গায় জামা, পরিধানে পায়জামা, কোমরে কোমরবন্ধ ও পদে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করে। তরবারি, ঢালি ও বন্দুক ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। ইংরাজরাজের বোম্বাই সেনাদলে অনেক ব্রাহুইসৈন্য কর্ম্ম করিতেছে।

খিলাতের খান্ স্বয়ং ব্রাহুই বংশীয়, কুম্বরাণী শাখার প্রতিষ্ঠাতা কুম্বারের বংশধর। এই শাখায় অহ্মদজই, খানী ও কুম্বরাণী নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। কুম্বরাণীগণ অপর থাকদ্বয় হইতে কন্যা গ্রহণ করিয়া থাকে। খিলাতপাত ব্রাহুই জাতির প্রতিনিধিরূপে রাজনৈতিক-সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম (ক্লী) ব্রহ্মণ ইদং, ব্রহ্মন্ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্ (নস্তদ্ধিতে। পা ৬।৪।১৪৪) ইতি টিলোপঃ। ১ ব্রহ্মতীর্থ। এই তীর্থ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মূলে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ আচমন করিবার সময় এই তীর্থে জল লইয়া আচমন করিবেন। হস্তের দক্ষিণে ও অঙ্গুষ্ঠের উত্তরে যে রেখা, উহাই ব্রাহ্মতীর্থ। ঐ রেখায় জল লইয়াই আচমন করিতে হয়।

"অন্তর্জ্জানু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্ বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥
অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যা পাণের্দক্ষিণস্য চ।
এতদ্ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

২ ব্রহ্মপুরাণ। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মসম্বন্ধী।

"ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।" (মনু ১।৬৮)

ব্রহ্মদেবতাহস্য ইতি ব্রহ্মন্ (সাস্য দেবতা। পা ৪।২।২৪) ইত্যন্, টিলোপঃ। ৪ ব্রহ্মদেবতাক অন্নাদি। (রঘু ১২।৯৭) (পুং) ব্রহ্মণোহপত্যং পুমান্ ইতি অন্। ৫ নারদ। (জটাধর) ব্রহ্মণ ইদমিতি অন্। ৬ বিবাহবিশেষ, ব্রাহ্মবিবাহ। মহর্ষি মনু ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব প্রভৃতি ৮ প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন।

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (মনু ৩।২৭)

কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করত যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক যে কন্যা-সম্প্রদান, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া কথিত।

[বিস্তৃত বিবরণ বিবাহ শব্দে দেখ]

৭ মুহূর্ত্তবিশেষ, ব্রাহ্মমুহূর্ত, রাত্রির শেষ চারি দণ্ড। ৮ মনূক্ত রাজাদিগের ধর্ম্মবিশেষ।

"আবৃত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণামক্ষয়ো হ্যেষ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (মনু)

রাজগণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবেন। ইহাতে রাজগণের অক্ষয়পুণ্য হইবে। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ৯ নক্ষত্র। ১০ ব্রহ্মসম্বন্ধী দিন।

ব্রাহ্মক (ত্রি) ব্রহ্মণা কৃতং কুলালাদিত্বাৎ বুঞ্। বিপ্রকৃত।

ব্রাহ্মকৃতেয় (পুং) ব্রহ্মকৃতের গোত্রাপত্য।

ব্রাহ্মগুপ্ত (পুং) ১ আয়ুধজাতি বর্গভেদ। স বর্গো যেষাং ত্রিগর্ত্তাদিত্বাৎ ছ। ২ ব্রাহ্মগুপ্তীয়-আয়ুধজাতিবর্গ ভেদযুক্ত।

ব্রাহ্মণ (পুং) ব্রহ্মণো বিপ্রস্য প্রজাপতের্বা অপত্যং, ব্রহ্ম বেদস্তমধীতে বা ব্রহ্মন্-অণ্ (ব্রাহ্মোঽজাতৌ। পা ৬।৪।১৭১) ইতি ন, টিলোপঃ। বিপ্র জাতিভেদ। ব্রাহ্মণত্বজাতি। পর্য্যায়—দ্বিজাতি, অগ্রজন্মা, ভূদেব, বাড়ব, বিপ্র। (অমর) দ্বিজ, সূত্রকণ্ঠ, জ্যেষ্ঠবর্ণ, অগ্রজাতক, দ্বিজন্মা, বক্ত্রজ, মৈত্র, বেদবাস, নয়, গুরু (শব্দরত্না০) ব্রহ্মা, ষট্কর্ম্মা, দ্বিজোত্তম। (রাজনি০) ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্লক্ষদ্বীপে ইঁহাদের সংজ্ঞা হংস, শাল্মলদ্বীপে শ্রুতিধর, কুশদ্বীপে কুশল, ক্রৌঞ্চদ্বীপে গুরু, শাকদ্বীপে ঋতব্রত। পুষ্করদ্বীপে সকলই একবর্ণ। (ভাগ০) 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ'। (শ্রুতি) ব্রহ্মের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মনুতে লিখিত আছে—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥" (মনু ১।৩১)

পরমেশ্বর পৃথিবীস্থিত লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্য মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করেন। ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়া অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন। এইজন্য ইঁহাদের একটী নাম ষট্কর্ম্মা।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥" (মনু ১।৮৮)

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ সকলের অগ্রে উৎপন্ন হন ও বেদধারণ করেন বলিয়া ধর্ম্মানুশাসনে ব্রাহ্মণই সৃষ্টপদার্থ সমুদায়ের প্রভু। দেবলোক ও পিতৃলোক হব্যকব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তদ্দ্বারা নিখিল জগৎ রক্ষা হইবে বলিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেন। স্বর্গবাসী দেবগণ যাঁহার মুখে হবনীয় দ্রব্যসামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ যাঁহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? সৃষ্টপদার্থের মধ্যে যাহাদের

প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে আবার মনুষ্য শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান্ তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে যাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

বিপ্রের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্ম্মের শাশ্বত মুর্ত্তিমান্ অবস্থা। ধর্ম্মার্থে উপনীত হইয়া বিপ্র ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মসমূহ রক্ষার জন্য সর্ব্বজীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। ত্রৈলোক্যান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় ধনই বিপ্রের নিজস্ব। সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত বলিয়া বিপ্রই সমুদায় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্যপাত্র। বিপ্র যাহা ভোজন করেন, পরিধান করেন বা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব। যেহেতু বিপ্রেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপরলোকে ভোজনপানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।

বিপ্র সদাই আচারানুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকিবেন। আচারভ্রষ্ট হইলে বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না। বিপ্র আচারযুক্ত হইয়া যদি বৈদিক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে বেদফলের সম্পূর্ণ ভাগী হইতে পারেন। (মনু ১ অ০)

মহাভারতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র হয়, সেই পুত্রও ব্রাহ্মণ হয়।

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥"

(ভারত অনুশাসনপর্ব্ব ৪৭।২৭)

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে বিপ্রের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—যাহারা জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, পরমপবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসংকাররূপ ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সর্ব্বদা সত্যনিরত থাকেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কেবল সত্বগুণপ্রধান। (ভারত শান্তিপ০ ১৯০ অ০)

বিপ্রের জীবিকা-প্রভৃতি বিষয়ে ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন বিপ্র জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুসমীপে বাস করিয়া দ্বিতীয়ভাগে কৃতদার হইয়া স্বগৃহে অবস্থান করিবেন। যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ হয়, অথবা অভাবপক্ষে অল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতীত অন্যসময়ে এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণের বিধেয় নহে। সংসার-যাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, এই লক্ষ্য রাখিয়া এবং শরীরকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া বিপ্রের ধনসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। বিপ্র ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু কদাচ শ্ববৃত্তি (চাকুরী) অবলম্বন করিবেন না। ঋত প্রভৃতির অর্থ এইরূপ,—ভূপতিত ধান্যাদির কণাসমূহ এক একটী করিয়া উচ্চয়নরূপ উঞ্ছবৃত্তি অথবা ধান্যাদির মঞ্জরী উচ্চয়নরূপ যে শিলবৃত্তি, এই উঞ্ছশিলবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করার নাম ঋত। অযাচিতভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা অমৃতবৃত্তি। ভিক্ষাজীবনের নাম মৃতবৃত্তি। কৃষিজীবনের নাম প্রমৃত এবং বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি।

এই সকল বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা কুশূল-ধান্যক, কুম্ভীধান্যক, ত্র্যৈহিক ও অশ্বস্তনিক। যে বিপ্র তিন বৎসর অনায়াসে চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন; তাঁহার নাম কুশূলধান্যক। এইরূপ বিপ্র সোমপান করিবার যোগ্য। যিনি এক বৎসরের উপযুক্ত ধান্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাঁহার নাম কুম্ভীধান্যক। কাহারও কাহারও মতে ছয় মাস চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদি সঞ্চয়কারীর নাম কুম্ভীধান্যক। তিন দিন চলিতে পারে, এইরূপ ধান্যাদিসঞ্চয়কারীর নাম ত্র্যৈহিক। যিনি আগামী কল্যের জন্যও কিছুমাত্র সঞ্চয় করেন না, প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহার নাম অশ্বস্তনিক। এই অশ্বস্তনিক বিপ্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তৎপরে ত্র্যৈহিক ও কুম্ভীধান্যক। কুশূলধান্যক ব্রাহ্মণের মধ্যে নিকৃষ্ট।

এই সকল বিপ্রের মধ্যে কেহ বা ঋতামৃতাদি ষট্‌কর্ম্মশালী, কেহ বা ত্রিকর্ম্মশালী, কেহ বা দ্বিকর্ম্মান্বিত, আবার কেহ কেবলমাত্র অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন।

শিলোঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধনসাধ্য পুণ্যকর্ম্মে অক্ষম বলিয়া কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইবেন এবং পর্ব্ব ও অয়নান্তে যে সকল যজ্ঞ করিতে হয় অর্থাৎ দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ করিবেন। যাহা দম্ভাদিশূন্য ও সরল, যে জীবিকালাভে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্র নাই, বিপ্র এইরূপ জীবিকা যজনযাজনাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। সুখার্থী বিপ্র কেবলমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিয়াই ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন। যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত বৃত্তিসমূদয়ের মধ্যে কোন একটী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত নিয়মসকল প্রতিপালন করিবেন। বিপ্র যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্বস্ব আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মসমুদায় সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, এইরূপ কর্ম্ম, অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযাজ্যযাজনাদি, ধন থাকিতে বা ধনাভাব হইলে যে কোন স্থল হইতে ধনসংগ্রহের চেষ্টা করা ব্রাহ্মণের বিধেয় নহে। ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্ত হইবে না, ইন্দ্রিয়গণ কোন বিষয়ে আসক্ত হইলে মনোবল দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে হইবে। যে কোন উপার্জ্জন বেদাভ্যাসের বিরুদ্ধ, তাহা পরিত্যজনীয়। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারিলেই বিপ্রের জীবন সফল হয়। যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশ, ভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া বিচরণ করাই বিধেয়। বিপ্র ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, ভূতযজ্ঞ, (ভূতবলি) মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথিসৎকার) ও পিতৃযজ্ঞ (শ্রাদ্ধ) এই পঞ্চযজ্ঞের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবেন। শক্তি থাকিলে এই সকল যজ্ঞানুষ্ঠান কদাচ পরিত্যাগ করিতে নাই। উদিত হোমকারী ব্রাহ্মণ দিবা ও রাত্রির প্রথমে এবং অনুদিত হোমকারী দিবা ও রাত্রির শেষে সর্ব্বদা অগ্নিহোত্রযজ্ঞ করিবেন। কৃষ্ণপক্ষ শেষ হইলে দর্শনামক-যজ্ঞ ও পূর্ণিমাতে পৌর্ণমাস যজ্ঞ, নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে আগ্রহায়ণ যাগ, ঋতুপূর্ণ হইলে চাতুর্মাস্য যাগ এবং অয়নের প্রথমে পশুযাগ করা কর্ত্তব্য।

বেদবিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বর্ণাশ্রমবৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রতী, বেদবিরুদ্ধতার্কিক ও বকব্রতী বিপ্রদিগকে বাক্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবে না; কিন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই। স্নাতক ব্রাহ্মণ মুণ্ডন হইবে না, কিন্তু কেশ, নখ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, সর্ব্বদা তপঃক্লেশসহিষ্ণু হইবেন ও শুক্লবাস পরিধান করিবেন। ভিক্ষাদির সময় বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও শৌচ প্রস্রাবাদির জন্য জলপূর্ণ কমণ্ডলু সঙ্গে লইবেন। সূর্য্য উদিত হইতেছেন বা অস্ত যাইতেছেন, এইরূপ অবস্থায় সূর্য্যদর্শন করিতে নাই, রাহুগ্রস্ত সূর্য্য ও জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য দেখা নিষিদ্ধ। বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দ্রুতগমন ও জলে স্বকীয় প্রতিবিম্ব দর্শন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন, বিবস্ত্র হইয়া স্নান এবং পথে, ভস্মের উপর, গোচারণ স্থান, ফাল দ্বারা কর্ষিত ভূমি, জল, শ্মশানস্থ চিতা, দেবমন্দির, মৃত্তিকাস্তূপ ও গর্ত্ত এই সকল স্থলে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই।

ব্রাহ্মণ মুখ দ্বারা ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বালাইবেন না। সন্ধ্যাবেলায় ভোজন, ভ্রমণ ও শয়ন নিষিদ্ধ। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিতে এবং পরিহিত মালা স্বয়ং খুলিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্ম্মিক লোক বাস করে, তথায় শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে এবং বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন না। যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবেন না। যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এইরূপ বৃথা চেষ্টা করিতে নাই। অঞ্জলি দ্বারা জলপান, উরুর উপরে রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতূহলী হইতে নাই। অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত অথবা বাদিত্র-বাদন করিবে না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আস্ফোটন ধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ বা অনুরাগ ভরে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার ব্রাহ্মণের বিশেষ নিষিদ্ধ। কাংস্যপাত্রে পদ ধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না। অন্যের ব্যবহার্য্য চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নাই। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেদন কিংবা দন্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করিতে নাই।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবেন। বেদতত্ত্বার্থ পরব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া শয্যা হইতে উঠিবেন। তৎপরে আবশ্যক মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া সমাহিতমনে প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ করিবেন। ইহাতে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ হয়। ইত্যাদি। (মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যের বিস্তৃতবিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদ্বিষয় লিখিত হইল। রঘুনন্দন আহ্নিক তত্ত্বেও ঐ সকল বিষয় সুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

ব্রাহ্মণের প্রতিদিন যথা নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি কোন ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি না করেন, তাহা হইলে দেব ও পিতৃগণ তৎপ্রদত্ত পূজা ও শ্রাদ্ধাদি গ্রহণ করেন না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় দৈব ও পৈত্রকার্য্যে বর্জ্জনীয়।

"ন গৃহ্নন্তি সুরাস্তেষাং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্।
স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ ॥"
"নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাং।
স শূদ্রবদ্বহিঃকার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ২১ অ॰)

বেদান্তসারে লিখিত আছে—সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম। ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। ইহার অনুষ্ঠানে দৈনন্দিন পাপ ক্ষয় হয়। "নিত্যানি, অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি"

(বেদান্তসার)

ব্রাহ্মণের প্রতিদিন সন্ধ্যাকরণের ফল—

"যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যং করোতি যঃ।
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা॥
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ॥
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ°)

যে ব্রাহ্মণ যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি সূর্য্যতুল্য তেজঃসম্পন্ন হয়েন। তাঁহার পাদপদ্ম-পরাগ দ্বারা পৃথিবী পবিত্রা হন এবং তৎসংস্পর্শে তীর্থসকল পূত ও পাপ সকল বিদূরিত হয়।

ব্রাহ্মণের নিন্দিতকর্ম্ম—বিষ্ণুমন্ত্র পরিত্যাগ, ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জন, একাদশী না করা, বিষ্ণুনৈবেদ্যভোজন, শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের শবদাহন, শূদ্রযাজন, কন্যাবিক্রয়, হরিনামবিক্রয় ও বিদ্যাবিক্রয় প্রভৃতি কর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। ইহা ভিন্ন ধাবক, বৃষবাহক, বৃষলীপতি, অসিজীবী, মসীজীবী, অবীরান্নভোজী, ঋতুস্নাতান্নভোজক, ভগজীবী, বার্দ্ধুষিক, সূর্য্যোদয়ে দ্বির্ভোজী, মৎস্যভোজী ও শালগ্রামশিলাপূজাদিরহিত ব্রাহ্মণ নিন্দিত।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১)

"যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ।
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৭ অ°)

যদি ব্রাহ্মণ শূদ্রাস্ত্রী গমন করেন, তবে তাহাকে বৃষলীপতি কহে। এই ব্রাহ্মণ চণ্ডালের অধম। এইরূপ ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধের পিণ্ড বিষ্ঠাসদৃশ, তর্পণ মূত্রতুল্য এবং তাহার কোটি জন্মার্জ্জিত তপস্যার ফল নষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহনিষেধ—কুরুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, পুষ্কর, ভাস্করক্ষেত্র, প্রভাস, রাসমণ্ডল, হরিদ্বার, কেদার, সোমতীর্থ, বদরপাচন, সরস্বতীনদীতীর, বৃন্দাবন, গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী ও নারায়ণক্ষেত্র, প্রভৃতি তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৭ অ°)

পারিভাষিক মহাপাতকী ব্রাহ্মণ—

"শূদ্রসপ্তোত্রিকযাজী গ্রামযাজীতি কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ॥
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রযান্তি তে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ°)

৭ জন শূদ্রের অধিক যজনকারীর নাম গ্রামযাজী। এই গ্রামযাজীব্রাহ্মণ, দেবোপজীবী দেবল, শূদ্রের পাচক ব্রাহ্মণ এবং সন্ধ্যাদিবিহীন প্রমত্ত ব্রাহ্মণগণ মহাপাতকী বলিয়া গণ্য। এই সকল ব্রাহ্মণ কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ প্রসন্নচিত্তে যে আশীর্ব্বাদ করেন, তাহা পূর্ণস্বস্ত্যয়ন।

"আশিষং কর্ত্তুমর্হন্তি প্রসন্নমনসা শিশুম্।
পূর্ণস্বস্ত্যয়নং স্বাস্তো বিপ্রাশীর্বচনং ধ্রুবম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খ° ১৩ অ°)

ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা অপাঙ্‌ক্তেয় বা পঙ্‌ক্তিপাবন হইয়া থাকেন। অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ যথা—কিতব, ভ্রূণহা, যক্ষ্মী, পশুপালক, বার্দ্ধুষিক, গায়ন, সর্ব্ববিক্রয়ী, অগারদাহী, গরদ, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী,সামুদ্রিক, রাজদূত, তৈলিক, কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশস্ত, স্তেন, শিল্পোপজীবী, পর্ব্বকার, সূচী, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক পরিবিত্তি, দুশ্চর্ম্মা, গুরুতল্পগ, কুশীলব, দেবলক, ও নক্ষত্রজীবী, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়, অর্থাৎ ইহাদের সহিত ভোজন করিতে নাই।

[পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের বিষয় 'পঙ্‌ক্তিপাবন শব্দে দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়ের প্রণম্য। পুষ্পহস্ত, পয়োহস্ত, দেবহস্ত, তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহ, দেবগৃহস্থিত, ও দেবপূজার সময় ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে নাই।

"পুষ্পহস্তং পয়োহস্তং দেবহস্তঞ্চ ভূসুর।
ন নমেৎ ব্রাহ্মণং প্রাজ্ঞস্তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহম্॥" ইত্যাদি।

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগ সা° ২ অ°)

আততায়ী ব্রাহ্মণকে বধ করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতি খ° ২৫ অ°)

উপরে বিভিন্নশাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠের ব্রতকর্ম্মাদির বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মের মানসকল্পে মানবাদি সৃষ্ট হইবার পরে, তাহাদের মধ্যে জাতি বিভাগ সংগঠিত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরাপর দেশের অধিবাসিগণ একজাতি বলিয়া গণ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিন্তু এই হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে ব্রাহ্মণাদি-চারিজাতির বিভাগ আছে। মধ্য-এসিয়া হইতে যে সকল আর্য্য ঔপনিবেশিক প্রথমে ভারতাভিমুখে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বর্ণবিভাগ ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। আমরা ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে (১০।৯০।

১১-১২*) দেখিতে পাই যে, পুরুষ বিভক্ত হইলে তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বাজসনেয় সংহিতা (১৪।২৮-৩৬), অথর্ব্ববেদ (১৫।১০।১-৩ ও ১৯।৬।৬), (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪-৯), তৈত্তরীয়ব্রাহ্মণ (১।২।৬।৭ ও ৩।১২।৯।৩) এবং শতপথব্রাহ্মণের (২।১।৪।১৩) সূত্রে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তির উল্লেখ আছে। বেদ ভিন্ন মনুসংহিতা কূর্ম্ম-পুরাণ ও ভাগবত পুরাণেও পুরুষসূক্তানুসারে চারি জাতির উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে (পূর্ব্বভাগ ৮।১৫৪-১৭০) "সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান" এরূপ চিন্তাবৃত্তিধারী প্রজাগণ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঠিক ঐরূপ লিখিত আছে। হরিবংশে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ হইতে, মহাভারত আদিপর্ব্বে মনু হইতে ও শান্তিপর্ব্বে কৃষ্ণের মুখ হইতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৬।২৬-২৯) বিরাট্‌পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মুখ হইতে উৎপত্তি হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের প্রথম ও গুরু হইয়াছিলেন।

পুরাণপ্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন। ইঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন *। বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্য করিবার উল্লেখ আছে।

(ঋক্ ১০।৯৮।৫ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ম পঞ্চিকা)

ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অনুলোমক্রমে হীন বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহা হইলে সেই সন্তান মাতার হীনজাতিত্ব প্রযুক্ত তৎসদৃশ জাতি প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র-কন্যাতে জাতসন্তান নিকৃষ্ট হইলেও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন,— সবর্ণের মধ্যে অনিন্দ্যবিবাহে যে পুত্র জন্মে, তাঁহাকে তজ্জাতীয় বলিয়া জানিবে। জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে (ব্রাহ্মণ্যলাভ), কিন্তু জীবিকায় ব্যতিক্রমে পূর্ব্ববৎ অধর (প্রতিলোমজ) ও উত্তর (অনুলোমজ) হইয়া থাকে †। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। বনপর্ব্বের (২১১।১২-১৩) আমরা দেখিতে পাই, শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়।" এমন কি, একমাত্র সারল্য গুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইতে পারে *।

চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাত্য ও সঙ্করগণের উৎপত্তি হয়। উপনয়নাদি সংস্কারবর্জ্জিত দ্বিজাতি-গণ ব্রাত্য এবং যাহারা ভিন্নজাতীয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন, তাহারাই মিশ্র বা সঙ্করবর্ণ বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হন। কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা আবশ্যক। যে ঋষির বংশে যাঁহার জন্ম, সেই পূর্ব্বপুরুষপরিচায়ক ঋষিই তাঁহার গোত্র। ঋক্‌সংহিতায় যাঁহারা ঋষি, বৌধায়নাদির শ্রৌতগ্রন্থে সেই ঋষিগণের নামেই গোত্র নিরূপিত হইয়াছে। বৌধায়ন আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব, সত্যাষাঢ়, ভরদ্বাজ ও লৌগাক্ষিপ্রভৃতিরচিত শ্রৌতগ্রন্থে প্রায় ৭ শত বিভিন্ন গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রায় দুইশত গোত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন শিলালিপিতে অনেক লুপ্ত গোত্রের প্রমাণ আছে।

[বিস্তৃত বিবরণ গোত্র ও প্রবর শব্দে দেখ]

বহু প্রাচীনকালে বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ব্রাহ্মণগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়েও শাকদ্বীপ হইতে ভারতে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ বিবরণ তত্তৎ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনীত হন। রাজা বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া যান। ঘটক দেবীবর মেল বন্ধন দ্বারা শিথিলপ্রায় কৌলিন্যের পুনরায় দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। এক্ষণে বাঙ্গালায় রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং শাকদ্বীপী ও অন্যান্য হীনবর্ণযাজী ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যত্রেও নানা-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে।

[দেবল, নম্বুরি, বৈদিক প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য]

(ক্লী) ২ মন্ত্রেতর বেদভাগ। "তত্র ব্রাহ্মণস্য লক্ষণং নাস্তি কুতঃ? বেদভাগানামিয়ত্তানবধারণেন ব্রাহ্মণভাগেষ্বন্য-ভাগেষু চ লক্ষণস্যাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্ত্যোঃ শোধয়িতুমশক্যত্বাৎ,

* হরিবংশ ১১ ও ৩২ অঃ, বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।১, ৪।২-৩ অঃ ও ৪।১৯।২১, ভাগবত ৯।২।২৩, ৯।২০।২৭ ও ৯।২১।২১ এবং ব্রহ্মাণ্ড, লিঙ্গ ও মৎস্যাদি পুরাণেও ঐরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ পুরু শব্দে এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ-কাণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর ইহার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

* এখানে মহাভারতকার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের আদিম অবস্থার কথা অবতারণা করিয়াছেন। চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের সেই শৈশবাবস্থায় আমরা শূদ্র কবষকে ব্রাহ্মণ ও বেদমন্ত্রপ্রকাশক ঋষি বলিয়া গণ্য হইতে দেখি। (ঐতরেয় ব্রা° ২।৩।১)

পূর্ব্বোক্তমন্ত্রভাগ একঃ, ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈরুদাহর্ত্তুং সংগৃহীতানি।

"হেতুর্নির্বচনং নিন্দা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ।
পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥"

(ঋগ্বেদ ভাষ্যোদ্ঘাত প্র°)

বেদের ব্রাহ্মণভাগের লক্ষণস্থির করা অতিদুরূহ, কারণ বেদভাগের ইয়ত্তার কোনরূপ অবধারণ না থাকায় ব্রাহ্মণভাগের অন্তভাগের লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এইজন্ত কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ না করাই শ্রেয়ঃ। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রভাগ এক এবং ব্রাহ্মণভাগে হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকল্প ও ব্যবধারণ-কল্পনা প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বেদের মন্ত্রাতিরিক্ত ভাগই ব্রাহ্মণভাগ।

৩ বিষ্ণু (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪)
৫ অগ্নির নামান্তর (শতপথব্রা° ১।১।২।২) ৬ নক্ষত্রভেদ।

ব্রাহ্মণক (পুং) ব্রাহ্মণ কুৎসিতার্থে-কন্। কুৎসিত ব্রাহ্মণ, নিন্দিত ব্রাহ্মণ।

"এবমুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্যাদন্তো ব্রাহ্মণকো ভবেৎ।"

(ভারত শান্তিপ° ১৭১ অ°)

ব্রাহ্মণেন জাতিমাত্রেণ কায়তি কৈ-ক। ২ ব্রাহ্মণকৃত্য-রহিত ব্রাহ্মণজাতি। সংজ্ঞায়াং কন্। ৩ আয়ুধজীবিব্রাহ্মণ-প্রধান দেশ।

ব্রাহ্মণকল্প (পুং) ২ বেদের ব্রাহ্মণ ও কল্পভাগ। (ত্রি) ২ ব্রাহ্মণ সদৃশ।

ব্রাহ্মণকীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণক-ছ (পা ৪।২।১০৪) ব্রাহ্মণক-সম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণকাম্যা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য কাম্যা ৬তৎ। ১ বিপ্রেচ্ছা। ২ ব্রাহ্মণ বিষয়।

"অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥" (প্রায়শ্চিত্তত°)

ব্রাহ্মণঘ্ন (ত্রি) ব্রাহ্মণং হন্তিংহন ক। ব্রাহ্মণঘাতক।

"স্ত্রীবাল ব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্সেবিনস্তথা॥" (মনু ৯।২৩২)

ব্রাহ্মণচক্ষুস্ (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরিব। শ্রুতি ও স্মৃতি-ই ব্রাহ্মণের চক্ষু।

"শ্রুতিস্মৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ম্মিতে।
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (হারীত)

ব্রাহ্মণচণ্ডাল (পুং) ব্রাহ্মণশ্চাণ্ডাল ইব। শাস্ত্রনিষিদ্ধ-কর্ম্মকারী অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

"যস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ সজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ॥" (মনু ৯।৮৭)

ব্রাহ্মণজাত (ক্লী) ১ ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত। ২ বিপ্র জাতি।

ব্রাহ্মণজাতীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণজীবিকা (ত্রি) পৌরহিত্যরূপ যজনযাজনাদি এবং অধ্যাপনাদিরূপ উপজীবিকা।

ব্রাহ্মণতা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২ ব্রাহ্মণত্ব।

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥" (মনু ১০।৬৫)

ব্রাহ্মণত্রা (অব্য°) ব্রাহ্মণায় দেয়ং ত্রাচ্। ব্রাহ্মণকে দেয়।

ব্রাহ্মণত্ব (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য ভাবঃ ত্বল্। ব্রাহ্মণের ভাব বা ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণতা। (মল্লিনাথকৃত কুমারসম্ভব টীকা ৬।৪০)

ব্রাহ্মণদারিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ কন্যা।

ব্রাহ্মণদ্বেষিন্ (ত্রি) ব্রাহ্মণের হিংসাকারী।

ব্রাহ্মণপথ (পুং) বেদের ব্রাহ্মণ বিশেষ। 'ন চায়ং ক্রমোদ্দিষ্টানাং ব্রাহ্মণপথানামন্ততমস্মিন্ ব্রাহ্মণপথে শ্রূয়তে'

(ঋক্প্রা° ১১।৩৬)

ব্রাহ্মণপাল (পুং) রাজপুত্র ভেদ।

ব্রাহ্মণপ্রিয় (ত্রি) ব্রাহ্মণঃ প্রিয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ব্রাহ্মণস্য প্রিয়ঃ। ২ বিপ্রহিত।

ব্রাহ্মণব্রুব (পুং) ব্রাহ্মণবংশোৎপন্নতয়া বেদোক্তকর্ম্মাকুর্ব্বন্নপি আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতীতি ব্রাহ্মণ ব্রূ-ক, বাহুলকাৎ ন বচ্যাদেশঃ। ব্রাহ্মণ জাতিমাত্রোপজীবী, বেদবিহিত কর্ম্মাদিহীন ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ সংস্কৃত হইয়া অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারযুক্ত হইয়া নিত্য ও নৈমিত্তিককর্ম্ম অথবা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণব্রুব কহে। যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ত্তব্যই প্রতিপালন করে না এবং নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।*

"সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
অধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥" (মনু ৭।৮৫)

* "বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যঃ।
নৈমিত্তিকন্তু নো কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুব উচ্যতে।
যুক্তঃ স্যাৎ সর্ব্বসংস্কারৈর্দ্বিজস্তু নিয়মব্রতৈঃ।
কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
গর্ভাধানাদিভির্যুক্তস্তথোপনয়নেন চ।
ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
অধ্যাপয়তি নো শিষ্যান্নাধীতে বেদমুত্তমম্।
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈর্যুক্তঃ স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥" (পাদ্মোত্তরখণ্ড ১০৯অ°)

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন, অব্রাহ্মণে দান করিলে তাহার তুল্যরূপ ফল হয়, ব্রাহ্মণব্রুবকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ, অর্থাত ব্রাহ্মণকে দান করিলে লক্ষগুণ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অনন্ত গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণভোজন (স্ত্রী) ব্রাহ্মণানাং ভোজনম্। ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়ান। কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাহ্মণভোজন করান অবশ্য বিধেয়। মনুতে ব্রাহ্মণ-ভোজনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞে পিতৃতৃপ্ত্যর্থ একটীও ব্রাহ্মণভোজন করান উচিত। বলিবৈশ্বে ব্রাহ্মণভোজনের আবশ্যক নাই।

দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে এক এবং পিত্রাদি পক্ষেও একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। সমর্থ হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করান বিধেয় নহে। কারণ ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলে তাঁহাদের সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধাশুদ্ধ ও পাত্রাপাত্র বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন নিয়ম ঠিক রাখা যায় না। এইজন্য ব্রাহ্মণ বাহুল্য নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ দৈব ও পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। বেদানভিজ্ঞ বহুতর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই। বেদপারগ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি, পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ ছিল, তাহা নিরূপণ করিবে। বংশপরম্পরাশুদ্ধ, বেদপারগ ব্রাহ্মণভোজনই প্রশস্ত। বেদনাভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিদ্ একজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিলে ঐ দশলক্ষ ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইয়া থাকে। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে যে কয়টী গ্রাস ভোজন করে, পরলোকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তপ্ত লোহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ তপস্যাপরায়ণ, কেহ বা তপস্যা ও অধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ এবং কেহ বা কর্ম্মনিষ্ঠ। এই চারি প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে। কিন্তু দৈবকর্ম্মে এই চারি প্রকার ব্রাহ্মণই ভোজনে প্রশস্ত। যাহার পিতা মূর্খ, অথবা যিনি স্বয়ং বেদপারগ বা যিনি নিজে মূর্খ ও পিতা বেদপারগ এই উভয়ের মধ্যে যাঁহার পিতা বেদপারগ তাহাকে ভোজন করাইলে অধিক ফল হয়। বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ, সমুদায় শাখাধ্যায়ী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ, অথবা সামবেদী ব্রাহ্মণ, এই তিন বেদী ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কোন বেদীয় ব্রাহ্মণকে ভোজন করান যাইতে পারে। শ্রাদ্ধে এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, অনুকল্পবিধানে কার্য্য সমাধান করিবে।

অনুকল্পবিধ—মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃস্বস্, পিতৃস্বস্, পুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। কেবল শ্রাদ্ধকর্ম্মেই এইরূপ ব্রাহ্মণ স্থির করা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্য দৈবক্রিয়ায় ব্রাহ্মণভোজনে এই সকল গুণাগুণ দেখিতে হয় না। কিন্তু নিম্নোক্ত নিন্দিত-ব্রাহ্মণকে কি দৈব, কি পৈত্র্য কোনরূপ কর্ম্মেই ভোজন করাইবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহারা ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, বহুযাজী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, প্রতিমাপরিচালক, দেবল, বাণিজ্যোপজীবী, কুনখী, শ্যাবদন্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণদন্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিপরিত্যাগকারী, কুশীদজীবী, পশুপালক ইত্যাদি এবং আরও যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদিগকে ভোজন করাইলে ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয় না, বরং পাপ হইয়া থাকে।

(মনুসংহিতা ৩ অধ্যায়)

অধুনা শ্রাদ্ধে উক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না বলিয়া কুশময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিতে হয়।

ব্রাহ্মণযজ্ঞ (পুং) ব্রাহ্মণমাত্রকর্ত্তৃকো যজ্ঞঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা•। বিপ্রমাত্রকর্ত্তব্য সৌত্রামণীয় যজ্ঞ। "ব্রাহ্মণযজ্ঞঃ সৌত্রামণ্যৃদ্ধিকামস্য" (কাত্যা• শ্রৌ• ১৯।১।১)

ব্রাহ্মণযষ্টিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য যষ্টিরিব, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্ অত ইত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত বামনহাটী। পর্য্যায়—ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, পদ্মা, ভার্গী, অঙ্গারবল্লী, বালেয়শাক, বর্ব্বর, বর্দ্ধক, ব্রহ্মযষ্টি, কঞ্জীকা, যষ্টী, ব্রহ্মযষ্টিকা, দুর্ব্বরা, অঙ্গারবল্লরী, বালেয়, ব্রাহ্মিকা, ভৃগুভবা, পথ্যা, খরশাক, হঞ্জীকা। ইহার গুণ—রুক্ষ, কটু, তিক্ত, রুচিকর, উষ্ণ, পাচন, লঘু, দীপন, গুল্ম, রক্ত, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনসরোগ, জ্বর ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র•) ২ বিপ্রদণ্ড।

ব্রাহ্মণযষ্টী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্য যষ্টীব। ভার্গী। (রাজনি•)

ব্রাহ্মণলক্ষণ (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য লক্ষণম্। বিপ্রের অসাধারণ ধর্ম্মভেদ।

"যোগস্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥" (বশিষ্ঠ)

যোগ, তপস্যা, দম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, ও আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

ব্রাহ্মণবধ (পুং) ব্রাহ্মণস্য বধঃ। ব্রাহ্মণহত্যা।

"কামতো ব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥" (মনু ১১।৮৯)

ব্রাহ্মণবৎ (ত্রি) ১ ব্রাহ্মণতুল্য। ২ ব্রাহ্মণযুক্ত। ৩ বেদের ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুরূপ।

ব্রাহ্মণবর (পুং) ১ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ২ রাজপুত্রভেদ।
(কথাসরিৎসাগর ৩৫।৩২)

ব্রাহ্মণবর্চ্চস (ক্লী) ব্রহ্মণস্য বর্চ্চঃ ততোঽচ্ সমাসান্তঃ। ব্রাহ্মণের তেজ। [ব্রহ্মবর্চ্চস দেখ]

ব্রাহ্মণশস্ত্র (ক্লী) ব্রাহ্মণস্য শস্ত্রমিব তৎকার্য্যকারিত্বাৎ। অভিচারাদিমন্ত্রোচ্চারণাত্মক বিপ্রবাক্য। ব্রাহ্মণ যে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, ঐ বাক্য শস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে বলিয়া ব্রাহ্মণশস্ত্র নামে অভিহিত।

"বাক্ শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ।" (মনু)
'যস্মাদভিচারমন্ত্রোচ্চারণাত্মিকা ব্রাহ্মণস্য বাগেব শস্ত্রং শস্ত্রসাধ্যকার্য্যকারি' (কুল্লূক)

ব্রাহ্মণসম (পুং) ব্রাহ্মণস্য সমঃ। ক্রিয়ারহিত বিপ্র, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্মপরিত্যাগী ব্রাহ্মণ।

"ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেৎ ব্রাহ্মণঃ সমঃ॥" (ব্যাস)

ব্রহ্মবীজে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্র ও সংস্কারাদিবর্জ্জিত হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণসম কহে।

ব্রাহ্মণসাৎ (অব্য০) ব্রাহ্মণাধীনং করোতি ব্রাহ্মণ-সাতি। যাহা ব্রাহ্মণের অধীনে আছে।

ব্রাহ্মণস্পত্য (ত্রি) বৃহস্পতির কার্য্য।

ব্রাহ্মণহিত (ত্রি) ব্রাহ্মণস্য হিতঃ। ব্রাহ্মণের হিতকারী। পর্য্যায়—ব্রাহ্মণ্য। (জটাধর)

ব্রাহ্মণাচ্ছংসিন্ (পুং) ব্রাহ্মণে মন্ত্রেতরবেদভাগে বিহিতানি শাস্ত্রাণি উপচারাৎ ব্রাহ্মণানি তানি শংসতি 'দ্বিতীয়ার্থে পঞ্চম্যুপসংখ্যানং' ইতি অলুক্। সোমযজ্ঞে ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সহকারী ঋত্বিক্‌ভেদ।

"তস্মাদৈন্দ্রং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃ সবনে শংসতি"
(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।৪)

ব্রাহ্মণাচ্ছংসীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো ভাবঃ 'হোত্রাভ্যশ্চ,' ইতি ছ। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ভাব বা কর্ম্ম। (সাংখ্যা০ ব্রা০৩০।৯)

ব্রাহ্মণাচ্ছংস্য (ত্রি) ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণাদি (পুং) ভাব ও কর্ম্মে ষ্যঞ্ প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা—ব্রাহ্মণ, বাড়ব, মাণব, চোর, ধূর্ত্ত, আরাধয়, বিরাধয়, অপরাধয়, উপরাধয়, একভাব, দ্বিভাব, ত্রিভাব, অন্যভাব, অক্ষেত্রজ্ঞ, সংবাদিন্, সংবেশিন্, সংভাষিন্, বহুভাষিন্, শীর্ষঘাতিন্, বিঘাতিন্, সমস্থ, বিষমস্থ, পরমস্থ, মধ্যমস্থ, অনীশ্বর, কুশল, চপল, নিপুণ, পিশুন, কুতূহল, ক্ষেত্রজ্ঞ, মিশ্র, বালিশ, অলস, দুষ্পুরুষ, কাপুরুষ, রাজন্, গণপতি, অধিপতি, গড়ুল দায়াদ, বিশস্তি, বিষম, বিপাত, নিপাত। (পাণিনি)

ব্রাহ্মণায়ন (পুং) ব্রাহ্মণস্যাপত্যং নড়াদিভ্যঃ ফক্। (পা ৪।১।৯৯) ব্রাহ্মণের গোত্রাপত্য, শুদ্ধবংশজাত বিপ্র। (ত্রিকা০)

ব্রাহ্মণিক (ত্রি) ব্রাহ্মণস্য মন্ত্রেতরবেদভাগস্য ব্যাখ্যানো-গ্রন্থঃ ঠক্। মন্ত্রেতর বেদভাগ ব্যাখ্যান গ্রন্থ।

ব্রাহ্মণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ব্রাহ্মণপত্নী।

"ব্রাহ্মণীং যদ্যগুপ্তাস্তু গচ্ছেতাং বৈশ্যপার্থিবৌ।
বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্তু সহস্রিণম্॥" (মনু ৮।৩৭৬)

মনুতে ব্রাহ্মণীগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শূদ্র অরক্ষিতা ব্রাহ্মণী-গমন করিলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ এবং ভর্ত্ত্রাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে তাহার বধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড বিধেয়। বৈশ্য যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার এক বৎসর কারাবরোধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ঐরূপ করিলে উহার সহস্র পণদণ্ড এবং গর্দ্দভমূত্র দ্বারা মস্তক মুণ্ডন বিধেয়। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্যের ৫০০ শত পণ এবং ক্ষত্রিয়ের ১০০০ পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় গুণবতী রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্রবৎ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে সহস্র পণ দণ্ড আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে ৫০০ শত পণ দণ্ড দিবেন। (মনু ৮অ০)

"কুলটা বিপ্রপত্নীনাং গমনে সুরবিপ্রয়োঃ।
ব্রহ্মহত্যাষোড়শাংশং পাতকঞ্চ ভবেৎ ধ্রুবম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতি খ০ ৪৫ অ০)

কুলটা ব্রাহ্মণীগমনেও ব্রহ্মহত্যার ১৬ ভাগের একভাগ পাতক হয়। ২ বুদ্ধি। মহাভারতে 'বুদ্ধি' পারিভাষিক ব্রাহ্মণীরূপে উক্ত হইয়াছে।

"ক নু সা ব্রাহ্মণী কৃষ্ণ! কচাসৌ ব্রাহ্মণর্ষভঃ।
যাভ্যাং সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা তাবুভৌ বদ মেঽচ্যুত॥
মনো মে ব্রাহ্মণং বিদ্ধি বুদ্ধিং মে বিদ্ধি ব্রাহ্মণীম্।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি যশ্চোক্তঃ সোঽহমেব ধনঞ্জয়ঃ॥"
(ভারত ১৪।৩৪।১১-১২)

৩ তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে গমন করিয়া স্নানদানাদি করিলে পদ্মবর্ণ যান দ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (ভারত ৩।৮৪।৫৪)

ব্রাহ্মণীত্ব (ক্লী) ব্রাহ্মণী ভাবে ত্ব। ব্রাহ্মণীর ভাব বা ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ্য (ক্লী) ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণমানববাড়বাদ্যৎ। পা ৪।২।৪২) ইতি যৎ। ব্রাহ্মণসমূহ। ২ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, বিপ্রত্ব।

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥" (মনু ৩।১৭)

ব্রাহ্মণ শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের হানি হয়। (পুং) ৩ শনিগ্রহ। (শব্দমা০)

ব্রাহ্মদণ্ড (পুং) ব্রহ্মার হস্তস্থিত দণ্ড। ২ ব্রহ্মাস্ত্রভেদ।

ব্রাহ্মদত্তায়ন (পুং) ব্রহ্মদত্ত-নড়াদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।১।৯৯) ব্রহ্মদত্তের অপত্য।

ব্রাহ্মপ্রাজাপত্য (ত্রি) ব্রহ্মপ্রজাপতি-সম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত (পুং) ব্রাহ্মো ব্রহ্মদেবতাকো মুহূর্ত্তঃ। অরুণোদয় কালের প্রথম দণ্ডদ্বয়।

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।"

'পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ইতি মদনপারিজাতাৎ তত্রাপি সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অর্দ্ধ-প্রহরে যৌ মুহূর্ত্তৌ তত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ।' (আহ্নিক তত্ত্ব)

ব্রাহ্মরাতি (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের গোত্রাপত্য।

ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুশাস্ত্রসম্মত ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। একমাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভিন্ন তাঁহারা অন্যদেবতার প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বরং সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সর্ব্বত্রই 'ব্রহ্ম বিদ্যমান' এই তত্ত্ববাক্যের দোহাই দিয়া কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এক ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় মূলশক্তি নাই, ইহা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদীদিগের মত। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মমত তাহারই অনুরূপ*। 'ওঁম্ তৎ সৎ' ইহাদের মূলমন্ত্র।

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি-প্রকরণ তৎপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীসহ এতই বিজড়িত যে, তাঁহার জীবনী আলোচনা ব্যতীত উহার প্রকৃতি নিরূপণ করা সুকঠিন। অতএব এই ধর্ম্মসমাজ স্থাপনা-প্রসঙ্গে তৎপ্রবর্ত্তকের কতক জীবনী বিবৃত হউক।

হুগলীজেলার দক্ষিণ-বিভাগে খানাকুল গ্রামের সংলগ্ন রাধানগর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে, সেই রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-বৎসর লইয়া মতভেদ আছে। কেহ ১৭৭৪ এবং কেহ বা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করিয়া থাকেন। রামমোহন রায় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় সুরুই-মেলের রাঢ়ীয় কুলীনব্রাহ্মণ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মুসলমান নবাব-সরকারে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। রামমোহন ইংরাজদিগের প্রথম অধিকারকালে কালেক্টরীর দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলা যাইত। শেষে দিল্লীর পেন্সন-প্রাপ্ত সম্রাট্ রাজা উপাধি দিয়া আপনার পেন্সনবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তাহাতে শেষজীবনে তিনি রাজা রামমোহন রায় নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের পিতৃকুল পৌরাণিকমতের বৈষ্ণব এবং মাতৃকুল তান্ত্রিকমতের শক্তি-উপাসক। উক্ত উভয়কুলের আত্মীয়বর্গের স্ব স্ব ধর্ম্মমতে নিষ্ঠাবত্তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। রামমোহন প্রথমবয়সে পিতৃকুলের আচরিত বৈষ্ণবধর্ম্মে পরমভক্তিমান্ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তদ্ভিন্ন তাঁহার ২২টী পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার কথা শুনা যায়।

রামমোহন স্বগ্রামে বাঙ্গালা ও পারসী শিক্ষা করিয়া আরবী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনানগরে প্রেরিত হয়েন। পরে সংস্কৃতশিক্ষার নিমিত্ত কাশীতে গমন করেন। রামমোহন সামান্য জ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি ঐ সকল ভাষায় উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যখন বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তিনটী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম একপ্রকার অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার লব্ধজ্ঞান হৃদয়কুটীরে সংকীর্ণ হইয়া থাকিবার নহে। তাঁহার বিচারও পল্লবগ্রাহিতামাত্র ছিল না। তিনি যে ব্রহ্ম-বিচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রশ্ন থাকিল যে, তবে আমরা বহু দেবতার আরাধনা ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিসকল পূজা করি কেন? রামমোহন রায়ের প্রাণস্পর্শী এই বিচার উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। এ বিষয়ে তাঁহার পিতার সহিতও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা ক্রুদ্ধ হইলেন। পিতার কোপ দেখিয়া পুত্রও বিমর্ষভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না। অধিকতর জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্ত তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই যাত্রায় রামমোহন তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়া বৌদ্ধলামাদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসরের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। কিন্তু ধর্ম্মের সারতত্ত্বনির্ণয় তাঁহার জীবনের প্রধানকর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনি গৃহবাসে কালযাপন না করিয়া পুনরায় কাশীবাসে

---

* মহাত্মা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মমত প্রচার করিয়া যান, তাহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুমোদিত কি না, একথার মীমাংসা আমরা করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি বেদান্ত ও উপনিষদাদি হইতে যে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকারিত্ব সাধারণের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে যে,—'অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।' যে যাহাই হউক, তাঁহার পবিত্র মতবাক্তি যে কাল-প্রাবল্যে দুষ্ট ভাবাপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন কোন কোন ব্রাহ্মের মধ্যে অনেকগুলি খৃষ্টানী ব্যবহার মিশ্রিত দেখা যায়।

প্রস্থান করিলেন। এখানে বেদান্তাদিশাস্ত্রের প্রগাঢ় আলোচনায় যে ব্রহ্মতত্ব জানিতে পারিলেন, তাহার সহিত প্রচলিত ধর্ম্মসকলের বহু অন্তর দেখিয়া, সেই ব্রহ্মতত্ব উদ্দীপনায় নিমিত্ত তিনি প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর।

অতঃপর রামমোহন ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বিশেষ উদ্যমের সহিত তিনি নূতনভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেও তৎকালে তাঁহার চিত্ত সেই ব্রহ্মতত্ব চিন্তায় বিপ্লাবিত হইয়াছিল; সুতরাং ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইতে লাগিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়। তখন তিনি অর্থসঙ্গতির নিমিত্ত ইংরাজরাজ সরকারে কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হন। ১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত তাঁহার চাকরীর অবস্থা। শেষ কয়েক বৎসর তিনি কালেক্টরীর দেওয়ান হইয়াছিলেন।

তখনকার দেওয়ান পদের কার্য্য কি প্রকার ছিল, তাহা আমরা এক্ষণে ঠিক বুঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই তিনি জটিল বিষয়সকলের মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে তাঁহার সরকারীকার্য্যনির্ব্বাহের পর অন্তকর্ম্ম করিবার যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। সেই সময়ে তিনি ধর্ম্মের আলোচনা করিতে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এক্ষণে তাঁহার তত্বানুসন্ধিৎসার সহিত তাঁহার অর্থশক্তি ও পদমর্য্যাদার যোগ হইল। তাহাতে ভারতের নানাসম্প্রদায়ের লোকের সহিত তাঁহার সমাগম ও শাস্ত্রচর্চ্চার বহু সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি নিগূঢ় শাস্ত্রার্থসকল লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।

তুহফৎ-উল মুওয়াহিদ্দীন্ নামক তদ্রচিত গ্রন্থের মুখবন্ধ আরবীভাষায় এবং অপরাংশ পারসীভাষায় লিখিত হয়। এই গ্রন্থে রামমোহন রায়ের উক্ত উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ খানির মর্ম্ম এই—কোন পথিক যেন বলিতেছেন, আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কোথাও ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের সম্মিলন দেখিলাম না; কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, সকল ধর্ম্মেই এক ঈশ্বরের কথা আছে। কেবল ধর্ম্ম-যাজকেরাই ভেদবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের শেষের কথা এই—লোকের হিত সাধন কর, তাহাই যথেষ্ট। উত্তরকালে সকল শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি পরোপকারকে কোটিগ্রন্থের সারবাক্য বলিয়া প্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভিন্নজাতি দূরদেশ পর্য্যটনের এবং বৌদ্ধসংসর্গের ফল বিবেচনা করিতে হয়। এই গ্রন্থ পূর্ব্বে রচিত হইলেও সম্ভবতঃ ঐ সময়েই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকমধ্যে এই গ্রন্থের অধিক প্রচার বা বিচার হয় নাই।

প্রচ্ছন্নভাবে জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া রামমোহন রায় জীবনের তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। এই অপরিসীম জ্ঞানানন্দে তাঁহার অর্থতৃষ্ণা ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতেছিল। তিনি দেওয়ান হইয়াও স্বয়ং অর্দ্ধ-কালেক্টর ছিলেন। কালেক্টর ডিগ্‌বি সাহেব তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার গুণগ্রামের পরম সমাদর করিতেন। সে মর্য্যাদাও আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সন্ন্যাসিভাবে তিব্বতে গিয়াছিলেন, যখন তথা হইতে ফিরিলেন, তখন সন্ন্যাসধর্ম্মের গূঢ়ভাব তাঁহার অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল অর্থাৎ তিনি প্রকৃতপক্ষে একরূপ উদাসীন সন্ন্যাসীই হইয়াছিলেন। সংসারিক উন্নতির নিমিত্ত তিনি যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবশ্যক বিবেচনায় তৎসমস্তই পরিত্যাজ্য বোধ করিলেন। ৪০ বৎসর বয়সেই তিনি চতুর্থাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়ানীপদ ত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মোন্নতির নিমিত্ত কলিকাতার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাঁহার ত্যাগবুদ্ধি এমন বলবতী যে ইংরাজরাজের সাদর আহ্বানেও তিনি উদাসীনতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তৎকালীন ভারত রাজপ্রতিনিধি (গবর্ণরজেনারল বাহাদুর) তাঁহাকে একটী গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদনের প্রার্থনা করিলেও তিনি স্বীতোক্ত দৈবসম্পৎসাধনায় সর্ব্বান্তঃকরণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কলিকাতা এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যে কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্যাবলীতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমে এখন আর সূর্য্য, চন্দ্র, বা অগ্নি-প্রভাসম্পন্ন হিন্দু রাজন্যগণের আধিপত্য নাই। এক্ষণে ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রশক্তির সংযোগবিয়োগের বিচার নিষ্প্রয়োজন। শাস্ত্রমতে রাজাই যুগপরিচায়ক, অতএব মুসলমানদিগের অধিকার হইতে ভারতে নূতনযুগের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে। সম্প্রতি ইংরাজদিগের অধিকার। এই নবতর যুগের পূর্ব্ব হইতে দূরবর্তী দেশসমূহের সঞ্চিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বর্ত্তিকা এক এক করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রজ্বালিত হইতেছিল। সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার প্রবাহ বিদ্যুদ্বেগে এই প্রাচীনক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অতীতদেশীয় ব্রহ্মবাণী ভারতের অক্ষয় ও চিরন্তন সম্পত্তি। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব্ব-

পুরুষপরম্পরায় যুগযুগান্তর প্রবাহিতা সেই অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে সর্ব্বশ্রেয়োবিধায়িনী সেই 'ওঁম্‌তৎসদাদি' ব্রহ্মবাণী উচ্চারণপূর্ব্বক তৎসবলে মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক কল্যাণসাধনায় দণ্ডায়মান হইলেন।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালায় এক নূতনতর যুগের উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। যখন প্রধান বিচারপতি স্তর উইলিয়ম জোন্স এসিয়াদেশের এবং প্রধানতঃ ভারতবর্ষের জ্ঞানরত্নের অনুসন্ধানার্থ 'এসিয়াটিক-সোসাইটী' স্থাপন করেন, সেই সময় রামমোহন রায় জ্ঞানরত্ন সংগ্রহের নিমিত্ত একাকী ভারতের দেশেদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরে তিনিও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের স্তায় বহুভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উক্ত কার্য্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। সেই বৎসর কলিকাতায় খৃষ্টীয়ান্ বিশপের আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতা 'টাউন' (town) মাত্র ছিল; এক্ষণে সিটি (City) শব্দে বাচ্য হইল। খৃষ্টীয়ান্ মিশনরিগণ কেবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এ দেশে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। তাঁহারা রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাববর্দ্ধনে যত্নবান্ হন। এরূপ কঠিন সময়ে বেদান্তগ্রন্থ হস্তে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল।

রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ স্বদেশীয় লোকের ধর্ম্মমতের বিশোধন চেষ্টা করেন। তন্নিমিত্ত তিনি সর্ব্বাগ্রে বেদান্তসূত্রের সুবিস্তৃত শাঙ্করভাষ্যের মর্ম্মার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের আয়োজন পূর্ব্বক তাহা মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত করিলেন। সেই সঙ্গে বেদান্তশাস্ত্রের সারমর্ম্ম সঙ্কলনপূর্ব্বক একখানি ক্ষুদ্রপুস্তিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। পরে আরও কএকখানি উপনিষৎ ঐ প্রকারে বঙ্গানুবাদ সহ প্রচারিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ইংরাজীভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ কএকখানির ভূমিকায় মহাত্মা রামমোহন রায় স্বাভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি আপনার মনোভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে বাক্যবিন্যাসের ক্রটি করেন নাই। নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে তাঁহার সুব্যক্ত অভিপ্রায় সংক্ষেপে জানা যাইতে পারে।

বেদান্তসূত্রের অর্থব্যাখ্যার প্রথমে তিনি নান্দীবাক্যে বলিয়াছেন,—"বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন।"

ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—"এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের শাস্ত্রানুসারে অতি পূর্ব্বপরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনা মতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণে ব্যক্ত কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন। অথবা সমাধিবিষয়ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হইয়াছেন।"

এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। তদুত্তরে রামমোহন রায় এই সকল সিদ্ধান্ত জানাইলেন:—'যখন জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইবে না, তখন সকলের পক্ষে জ্ঞানসাধনা আবশ্যক। ইহাতে বর্ণ, আশ্রম, বেদাধ্যয়নাদির বিধিনিষেধ ঘটাইয়া লোককে পরমার্থভ্রষ্ট করা অনুচিত। যতির যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার আছে। সাধারণতঃ জ্ঞানসাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণমনন দ্বারা আত্মাতে একনিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্ন, ইহাই আবশ্যক। বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, কিন্তু তদ্ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এমন নহে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়দমন, শমদমাদি অভ্যাস, পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার, এই গুলিন আবশ্যক।'

এবম্প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক রামমোহন রায় গায়ত্রীর অর্থ ও গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং ইত্যাদি পুস্তক-প্রচার করিয়া বিনয়ের সহিত বিজ্ঞাপন করিলেন যে, 'বেদমন্ত্র সকলের অর্থ না জানিয়া তাহার ব্যবহার করাতে কোন ফল নাই; বরঞ্চ দোষ আছে।' পরন্তু তিনি আরও নির্দ্দেশ করেন যে, 'বুঝিবার পক্ষে অনুকূল হইবে বলিয়া শাস্ত্রসকলের অর্থ ভাষায় অনুবাদ করিলাম; আমার আর কোন বক্তব্য নাই; শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।'

স্বদেশীয় জনগণ মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মতত্ত্বকে বেদের মুখ্যতাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিয়া রামমোহন রায় তদ্বিরুদ্ধবাদী বিদেশীয় লোকদিগের প্রবোধ নিমিত্ত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ঐ মর্ম্মে কএকখানি পুস্তক লিখিলেন। ঐ সকল পুস্তকে 'সদ্রূপ পরব্রহ্মের উপদেশই হিন্দুশাস্ত্রসকলের মুখ্যতাৎপর্য্য' ইহাই পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ইংরাজীতে অতি ওজস্বল বচনবিন্যাসে রামমোহন রায় দেখাইলেন যে, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে অনেক দুর্গতি ঘটিতেছে। তাহার উদ্দীপনা ব্যতীত আর আমাদের ঐহিক ও পারত্রিকমঙ্গল সাধনের কোন উপায় নাই। ইতি-পূর্ব্বে

তাঁহার প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার বিদ্বন্মণ্ডলী চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া ছিলেন "হিদেন" নামে হিন্দুদিগের প্রতি কলঙ্কারোপ ও তজ্জন্ত তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা করা একান্ত অবিহিত।*

তৎপরে রামমোহন রায় খৃষ্টের উপদেশ-বাক্যাবলী সঙ্কলনপূর্ব্বক (১৮২০ খৃষ্টাব্দে) যে শান্তিগ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া যান; তিনি আরও বলেন যে, খৃষ্ট এক মহিমান্বিত পুরুষ, তাঁহার উপদেশ পালন করিলেই শান্তিসুখ লাভ হইতে পারে। এই গ্রন্থ-প্রকাশে মর্ম্মাহত হইয়া মিসনরিগণ আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন, 'খৃষ্ট এবং পরমেশ্বর এক' এই তত্ত্বে এবং খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস না করিলে কেবল তাঁহার উপদেশপালন দ্বারা কখনই পরিত্রাণ হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে খৃষ্টানমিসনরিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের

* রামমোহন রায় উত্তরকালে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কি ভাবে এবং কি প্রকারে গঠিত হইয়াছিল তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এই সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা করিতেছি। এতৎ প্রসঙ্গে আর কএকটী বিষয় দ্রষ্টব্য:—

১। রামমোহন পৌরাণিক মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'পুরাণ অল্প বুদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণন করেন, কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম যাহাতে পুরাণে দোষমাত্র স্পর্শে না।'

২। কোন খৃষ্টীয় মিসনরি বলিয়াছিলেন, এদেশের মনুষ্যেরা সর্ব্ব-প্রকার নীতি ও ধর্ম্মের বিনাশকারিণী অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইতেছেন। এই কথায় স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের অবমাননা অনুভব করিয়া রামমোহন রায় তাহার উত্তর দিলেন:—'আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্ক শাস্ত্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলাদেশে এতদ্দেশীয়ের দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য সকল মিসিনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমম দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।'

৩। রামমোহন রায় কোন প্রকারে আপনাকে ধর্ম্মসংস্কারক বা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ইত্যাদি নামের মর্য্যাদার অধিকারী বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার বেদান্তসার গ্রন্থের শঙ্করশাস্ত্রী-কৃত প্রতিবাদে তৎপ্রতি ঐরূপ কলঙ্কারোপ করিলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-লিখন ধরিয়া পরিস্ফুটরূপে দেখাইলেন, 'আমি পূর্ব্ব-পুরুষের ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, আমারদিগের ইহাতে বিশেষ মর্য্যাদা কিছু নাই। তিনি 'A Defence of Hindu Theism' ও 'A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds' নামে দুইখানি পুস্তকে উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌত্তলিকতা সম্বন্ধীয় প্রতিবাদের খণ্ডন করেন।

নানাপ্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে রামমোহন রায় খৃষ্টানদিগের অবগতির জন্ত পর পর তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন*। উক্ত পুস্তকত্রয়ে তিনি হিব্রু ও গ্রীকভাষায় লিখিত মূল-বাইবেল হইতে কোন কোন বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ইংরাজী অনুবাদে মূল-গ্রন্থের ভাব নানা-স্থলে বিঘটিত হইয়াছে। এই বাদানুবাদে রামমোহন রায় প্রাচীন এবং নূতন-বিধানের বাইবেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, ঈশ্বর এক—ঈশ্বরে ত্রিত্ব নাই; খৃষ্টের যত কিছু শক্তি ও মাহাত্ম্য তৎসমস্তই ঈশ্বর-দত্ত; অতএব তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত এক মহাপুরুষ মাত্র; খৃষ্ট সদ্ধর্ম্মের উপদেশ প্রভাবে লোকের পরিত্রাণের হেতুভূত ও পথস্বরূপ হইয়াছেন। শিষ্যদিগের প্রতি খৃষ্টের এই উপদেশ আছে—"তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।" (মথি ১৮; ১৯) খৃষ্টের নামে ধর্ম্ম-প্রচারের ইহাই মূল। রামমোহন এই বচনের বিচারে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টের নববিধানিক শিষ্যগণ ইহুদী বা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিয়া না যায়, এই নিমিত্ত তিনি সংস্কার-প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম প্রথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরন্তু তাহাতেও তিনি "রসূল-আল্লা" মহম্মদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্ম্মবক্তা ভিন্ন অন্য মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই।

এই আলোচনায় মিশনরিদিগের সংস্কারানুযায়ী খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষার পক্ষে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য ছিল যে, খৃষ্টের বিশুদ্ধ ও সুনীতিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোকের নীতি শিক্ষা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিশনরিগণ সে পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছিলেন। পরন্তু রামমোহন রায়ের এই আন্দোলন একান্ত বিফল হয় নাই। তিনি রেভরাণ্ড আদম প্রভৃতি উদারচেতা কএক ব্যক্তিকে বাইবেলের প্রকৃতার্থ বুঝাইয়া তাহাদের দ্বারা ভারতীয়-একেশ্বর- খৃষ্টানসমাজের পত্তন করেন। তাঁহার প্রকাশিত বাইবেলবিচার গ্রন্থ ইউরোপ ও আমেরিকার একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের মতপোষক হইয়াছিল। এই বিচার পাঠ করিয়া তাঁহাদের আন্তরিক দৃঢ়তা জন্মে এবং তাহাদের দলও ক্রমশঃ পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মরস আস্বাদনে সমর্থ দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত শুভলক্ষণদর্শনে রামমোহন রায়ের দ্বিগুণ উৎসাহ জন্মিয়াছিল, এমন কি তিনি তাঁহার বিশ্বাসী বন্ধু

* I, II & III Appeal to the Christian Public.

আদম সাহেবের প্রতিপালন জন্য সকলে দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি আদম সাহেবকে এখানকার একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার পাদ্রী করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বন্ধুবর্গে সমাবৃত হইয়া সেই ভজনালয়ে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন*। তাদৃশ ভজনালয়ে যে বিশুদ্ধভাবে উপাসনা হইত, তাহা তাঁহার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ আছে।

রামমোহন রায় খৃষ্টধর্ম্মের বিশোধনকার্য্যে অনুরক্ত থাকিয়া তদনুকূলে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গির্জ্জা-প্রকরণে উপাসনাবিধি তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত না হইলেও, এই সময়ে তিনি খৃষ্টানদিগের সঙ্গে তাদৃশ উপাসনা কর্ত্তব্য-জ্ঞান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব্বসংস্কার মতে "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপসনাবিধানং" অর্থাৎ গায়ত্রী-জপ ও তদনুযায়ী ব্রহ্মচিন্তন দ্বারা উপাসনা-বিধান সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং তদনন্তর ইংরাজীতে তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইংরাজী পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা শব্দ-ব্রহ্ম বা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের তত্ত্ব বুঝিতে পারিত না, তাহাদিগের নিমিত্ত তিনি ঐ অংশের ব্যাখ্যা লিখিয়া যান।

এদিকে ক্রমশঃ আদম সাহেবের গির্জ্জা লোকশূন্য হইতে লাগিল। তখন এদেশে একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের একটী স্বতন্ত্র গির্জ্জার প্রচলন অসম্ভব বুঝিয়া এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণও অন্য পন্থা ধরিতে লাগিলেন দেখিয়া রামমোহন রায় স্বীয় চেষ্টা-সমূহ ভিন্নদিকে বাহিত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এক দিবস একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের উপাসনালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামমোহন রায়ের নিয়ত সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, 'আমরা পরের সমাজে যাই কেন; আমাদের আপনাদের এক উপাসনালয় হউক।' রামমোহন রায়ও তাহাই চান। ধীরে ধীরে স্বগণের মত বিশোধন করাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহারা আপনাদের সংস্কার, শিক্ষা ও সাধনা অনুসারে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, ইহা অপেক্ষা রামমোহন রায়ের প্রার্থনীয় আর কি হইতে পারে? তাঁহার বন্ধুগণ উদ্যোগী হইলে, অচিরকালমধ্যে বেদবিধিসম্মত এক উপাসনা-সভা স্থাপিত হইল। বহু লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় যাহার উৎপত্তি

* ১৭৪৯ শকে বাঙ্গালা হরকরা নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ের উপরিভাগে সপ্তাহ মধ্যে এক দিবস সায়ংকালে আদম সাহেব ঈশ্বরোপদেশ দিতেন। রামমোহন রায়, তাঁহার ভাগিনেয়, পুত্র, অন্য কোন কুটুম্ব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব তথায় উপস্থিত থাকিতেন। (তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা বৈশাখ, ১৭৬৯ শক।) ইহার পূর্ব্বে স্থানাভাব বশতঃ কখন কখন রামমোহন রায়ের স্কুল-গৃহেও আদম সাহেবের এই শিক্ষা হইত।

হইল, তাহার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষণীয়। তাহাই আজিকার এই অশীতিবর্ষদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মহাত্মা রামমোহন রায় যখন রংপুরে নানা সম্প্রদায়ের উপাসকদিগের সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্মানুশীলনে রত ছিলেন, তখন হইতেই একটী নূতন ধর্ম্মসভার সূত্রপাত হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এক আত্মীয়সভা সংগঠন করেন। এই সভাতে বেদপাঠ ও ঈশ্বর উদ্দেশে স্তুতিগীত হইত। কিছুদিন পরে হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের বহু দেবোপাসকদিগের সহিত বাদানুবাদে এবং সহমরণবিষয়ক মহা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে রামমোহন রায় আর আত্মীয়সভা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ৪ বৎসর কাল যথানিয়মে স্বীয় উদ্দেশ্য সমাধান করিয়া উক্ত সভা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দশ বৎসর পরে নব উদ্যমে এবং প্রশস্ততর পত্তনে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) এই সভা স্থাপিত হয়*। এই সভায় রামমোহন রায় সাধারণ লোকের ন্যায় একজন উপাসক মাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রতি সপ্তাহে (প্রথমে বুধবারে এবং পরে বহুকাল প্রতি শনিবারে) এই সভার অধিবেশন হইত†। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া কিয়ৎক্ষণ রাত্রি পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিত। সভা-গৃহের এক পার্শ্বে দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। সূর্য্য অস্তগত হইলে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ সমাজগৃহে আসিয়া উপনিষদের মূল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। তদনন্তর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তদর্শনাদি আলোচনা করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় মতে ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। গোবিন্দ মালা এই সভার গায়ক এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন‡।

* কলিকাতায় যোড়াসাঁকোস্থিত কমললোচন বসুর বাটীতে এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ১২ বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহে হিন্দু কলেজের কার্য্য হইয়াছিল। উত্তরকালে ১৮৩০ অব্দে এই গৃহে ডফ্ সাহেব জেনেরল এসেম্ব্রিজ্ ইন্স্টিটিউশনের কর্ম্মারম্ভ করিয়াছিলেন। এই সামান্য গৃহের পরিচয় ইতিহাসের যোগ্য বিষয় হইয়াছে।

† রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডগমনের পর শনিবারের পরিবর্ত্তে পুনশ্চ বুধবারে সভা হইতে থাকে।

‡ ১৭৫২ শকে শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পরে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস সম্পাদক হয়েন। ১৭৫৪ শকে রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় এই সমাজের ন্যাসী (ট্রষ্টী) এবং সম্পাদক (সেক্রেটারী) পদের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পরে ১৭৫৫ শকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত হিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে যে সঙ্গীত হইত, তাহা সদ্যঃ পরমার্থ ভাবোদ্দীপক। রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ সঙ্গীত রচনায় নিপুণ ছিলেন। আত্মীয়সভার সময় অবধি গীত রচিত হইয়া সেই সভায় গীত হইত। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও আপত্তি হইয়াছিল। বিচার মুখে রামমোহনকে প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল যে, ধর্ম্মচর্চ্চায় সঙ্গীত হইলে কোন দোষ হয় না; শাস্ত্রে উহার বিধি আছে। বিরোধিগণ আত্মীয়সভা ও ব্রহ্মসভার নামে পূর্ব্বাপর নানা কুৎসা রটনা করিতে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়ের আদ্যন্ত চিন্তাযুক্ত ভাবগম্ভীর ব্রহ্মসঙ্গীতশ্রবণে লোকের সেই বিরুদ্ধমতি বিদ্রাবিত এবং তত্ত্বজ্ঞানের ও পরমার্থ চেষ্টার স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। তদবধি 'ব্রহ্মসভার সঙ্গীত' অথবা 'রামমোহন রায়ের সঙ্গীত" একটী ভিন্ন প্রকৃতিতে পরিচিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

এক বৎসর পাঁচ মাস এই স্থানে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা নির্ব্বাহিত হইলে পর, ১৭৫১ শকে ইহার পার্শ্বে নবনির্ম্মিত গৃহে ব্রাহ্মসমাজ সমানীত হয়। এই স্থানে ইহা অদ্যাপি স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।* উহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে (১৮৩০ খৃঃ অব্দ) ৮ জানুয়ারী দিবসে এই সমাজ গৃহের এক 'ট্রষ্টডিড্' লিখিত হয়। সেই দলিলে বয়োবৃদ্ধ পাঁচ ব্যক্তি, যুবা বয়সের তিন ব্যক্তিকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া নিয়মিত উপাসনার নিমিত্ত তাঁহাদের হস্তে এই সম্পত্তি অর্পণ করেন †।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয়ানদিগের বলসম্বিধান নিমিত্ত যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব রক্ষাহেতু এদেশীয় এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ানগণ তাঁহার প্রতি একান্ত সমদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই, অধিকন্তু সকল সময়েই বেদ মান্য জ্ঞান করিয়া জাতিবন্ধনের সমস্ত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্মব্যক্তি ও কার্য্যপরম্পরা অবলোকন করিয়া কি প্রকারে তাঁহাকে খৃষ্টীয়ান বলিয়া গণ্য করা যায়? এই মর্ম্মে বহুবিধ প্রশ্ন সেই বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয়ানমণ্ডলীমধ্যে সমুত্থিত হয়। তাহাতে আদম সাহেবকে এবং স্বয়ং রামমোহনকে পত্র দ্বারা অনেক জবাব দিহি করিতে হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আদম সাহেবের আশা থাকে যে, তিনি রামমোহন রায়ের সহিত চিরদিন একাসনে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। পর বৎসর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিতে থাকিলে আদম সাহেব ইতস্ততঃ করিয়া শেষে স্থির করিলেন, এই বৈদিক ভাবাপন্ন সভার সহিত তাঁহার একতা হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ট্রষ্টডিড্ পত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে যে, এই উপাসনা-মন্দিরে জাতি, বর্ণ, ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যই বিনম্রভাবে শ্রবণমননাদি দ্বারা জগতের একমাত্র স্রষ্টা পাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন; এস্থানে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিবে না বা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অংশে বিরোধাচরণ হইবে না। এ প্রকার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মলক্ষণ থাকাতেও রামমোহন রায়ের হৃদয়ের বন্ধু আদম সাহেব এই সভার সম্পর্কে তফাৎ হইয়া রহিলেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ না হইলে লোক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয় না। অতএব রামমোহন রায়ের এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভার কার্য্যে বৈদিকলক্ষণ সমুদায় যে যথাসম্ভব প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার উপরি-উক্ত নিরপেক্ষতা হইতে জানা যায়। ইহা যে একটী নির্ব্বিরোধ এবং সার্ব্বজনিক উপাসনা স্থান, তাহা মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যানে বুঝাইয়া দেন। এই ভাব ও গতিতে সভার কার্য্যবিধি পরিচালিত হইতে লাগিল। পর বৎসর তাহারই নিয়ামকরূপে ট্রষ্টডিড্ লিখিত হইয়াছিল।

প্রথম ব্যাখ্যানের মর্ম্ম এই:—

'যেমন মনুষ্য খট্টাতে কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বৃক্ষোপরি শয়ন করিলে পরম্পরায় সে শয়নের আধার পৃথিবী হয়েন, তেমনি কেহ বৃক্ষের বা নদীর বা মূর্ত্তিবিশেষের পূজা করিলে তাহা পরম্পরায় পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অতএব কোন উপাসকের প্রতি দ্বেষ বা গ্লানি শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ অযোগ্য হয়। * * * * * * পরম্পরায় উপাসনা অপেক্ষা সাক্ষাৎ উপাসনা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয়। * * * * নাম রূপাদি নির্দ্দেশে পরস্পর মতবিরোধ হয়। অতএব তটস্থ লক্ষণে অর্থাৎ জগতের স্থিতিভঙ্গাদির কারণস্বরূপ ঈশ্বরে উপাসনা বিহিত। * * * এই সকল মতে বেদবেদান্ত মন্বাদি স্মৃতি এবং সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা দেখা যায়।'

এই নির্ব্বিরোধ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত একান্ত সুসঙ্গত। ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত রামমোহন গোবিন্দাচার্য্যের কারিকা হইতে প্রমাণস্বরূপে বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে উচ্চাবচ স্থানস্থিত মনুষ্যের একভূমি আশ্রয়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র।

* ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ গৃহে কলিকাতা আদি-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত আছে।

† ট্রষ্টদাতাদিগের নাম,—দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়। ট্রষ্ট-গৃহীতা বা ট্রষ্টীদিগের নাম—বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুর।

রামমোহন প্রথম বয়সে শ্রীমদ্ভাগবত নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন। তখনকার "সত্যং পরং ধীমহি" ইত্যাদি শ্লোকের পাঠ তাঁহাকে এই সত্যে সমুন্নত করিয়াছিল।

এই ভজনালয়ের বিশেষ নামকরণ হয় নাই। ইহার প্রকৃতি দেখিয়া যিনি যেমন বুঝেন, তিনি সেইরূপেই ইহার নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। "ব্রহ্মসভা" "বেদান্তসভা" "Society of Vedanta, Unitarian Theophilanthropism, Hindu Theism" ইত্যাদি নামে এই সভার এবং ইহার প্রচারিত ধর্ম্মের পরিচয় হইত। "ব্রাহ্মসমাজ" নাম প্রথমে কোথাও কোথাও উল্লেখ হইত, পরে এই নামেই প্রথিত হইয়া যায়।

আত্মীয়সভার এবং ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা রামমোহন রায়ের সহযোগী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রঘুরাম শিরোমণি, অবধৌত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্র, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, রাজা বদনচাঁদ রায়, কালীশঙ্কর ঘোষাল; বাবু গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, মথুরানাথ মল্লিক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কালীনাথ মল্লিক, বৃন্দাবন মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, নন্দকিশোর বসু, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, হলধর বসু, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন মজুমদার, গোবিন্দ মালা, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরত্ন হালদার, গৌরমোহন সরকার, নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, রামধন দত্ত এবং চৌধুরী কালীনাথ রায় মুন্সী *।

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ৮ ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা উচ্চভাবের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় নিজেও সঙ্গীত রচনা করিতেন।†

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-কল্পে মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মবলে অনুপ্রাণিত হইয়া বেদবিহিত ব্রহ্মোপাসনারূপ ধর্ম্মপ্রচারে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে সমাজসংস্কাররূপ আরও একটী দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাহা ভারতভূমের চিরন্তন প্রচলিত সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথার নিবারণ। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে উক্ত মহাত্মা এই লোমহর্ষণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধিত করিয়াছিলেন*। [সতীদাহ বা সহমরণ দেখ]

একদিকে যেমন এই অমঙ্গল নিবারিত হইল, অপর দিকে তেমনি মঙ্গলমূল ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যসমাধা হইয়াছিল। রামমোহন রায় নারীহত্যার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্যের মঙ্গলদীপ প্রজ্বালিত করিয়া কিয়দ্দিন পরে (১১ মাঘ) ব্রাহ্মসমাজের স্বকীয় নূতনগৃহে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মূলতঃ অনুকূল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রতিকূল হইল। সতীদাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ এই আইনের খণ্ডন নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। ৫ মাঘ ব্রাহ্মসমাজের প্রবল বিরোধী ধর্ম্মসভার পত্তন হইল। ইহার ৬ দিন পরে ১১ই মাঘে ব্রহ্মসভা স্বকীয় নূতনমন্দিরে আসন দৃঢ় করিয়া বসিলেন। তদ্রূপ ধর্ম্মসভাসংস্থাপনার্থ একটী মন্দিরের নিমিত্তও চাঁদা সংগৃহীত হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৭৫১ শকের পৌষ ও মাঘমাসের এই সকল ঘটনায় কলিকাতার হিন্দু-সমাজে কি প্রকার আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়।

যাহা হউক, গীতোক্ত জ্ঞানাগ্নির প্রভাব সত্ত্বেও ভারতভূমে কর্ম্মবীজ হইতে শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এতাদৃশ একটী

* উক্ত মহাত্মগণ ব্রাহ্মসমাজের মূলভিত্তি ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

† সেই সমস্ত সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে রচয়িতার নামের আদ্য অক্ষর শেষভাগে দেওয়া থাকিত। রামমোহন রায়ের নিজের রচিত সঙ্গীতে তদ্রূপ কোন সঙ্কেত থাকিত না। যাঁহারা রামমোহন রায়ের গুণগ্রাহী, তাঁহারা আপনারাও কোন না কোন অসামান্য গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা প্রায়ই তাঁহার সহিত একত্র হইয়া বা স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের এক এক অংশে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের জীবনচরিত অথবা কোন কীর্ত্তিবিবরণ সংগৃহীত নাই। যাহা জানা যায়, আবশ্যক মতে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

* ভারত ভূমিতে যতবার ব্রহ্মজ্ঞানের উদ্দীপনা হইয়াছে, ততবারই স্বর্গসুখ-কামনামূলক যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মনিবারণ তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কর্ম্মপ্রসক্তি জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিরোধী। জ্ঞানীরা বলেন, কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা—রক্ত দ্বারা রক্ত ধৌত করা অথবা পঙ্ক দ্বারা পঙ্কদূষিত স্থান মার্জ্জনা করা অথবা সুরা দ্বারা সুরা শোধন করার—তুল্য হয়। (মনু ৩।১৩২, শ্রীমদ্ভাগবত ১।৮।৫২) গীতা গ্রন্থে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ হইবার কথা আছে। কিন্তু তাহার প্রকরণ অন্য প্রকার। গীতার উপদেশ এই যে, ফল কামনাত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবে, পরন্তু সহমরণপ্রথার প্রবলতাতে এই উপদেশের যৎপরোনাস্তি বিপর্য্যয় হইয়াছে। যে প্রকার স্বর্গসুখের কামনায় সহমরণ অনুষ্ঠিত হইত, সে প্রকার সুখকল্পনা যে দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে দেশে কখন গীতাগ্রন্থের প্রচার হইয়াছিল, অথবা নিষ্কামধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায় না। এখন সেই গীতামন্ত্রের শাণিতধারেই রামমোহন রায় সহমরণরূপ পাপবৃক্ষের ছেদন করিলেন। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় (১৮২৮) তাহার পর বৎসর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর (১৭৫১ শকের ১৬ পৌষ) এই কুপ্রথা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইল।

কণ্টক-বৃক্ষের উদ্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের হস্তে সেই বৃক্ষের ছেদন ও দাহকৃত্য সম্পাদিত হয়। ইহা ভারতের একটী প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ কণ্টক-জালের অপগমে হিন্দু-বিধবাদিগের মনূক্ত ব্রহ্মচর্য্যের এবং শাস্ত্রোক্ত মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

রামমোহনের মন্ত্রণারূপ সূর্য্যরশ্মিতে কঠোর সতীদাহ প্রথার অপকলঙ্ক অপসারিত হইলে, হিন্দুগণ সভ্যজাতির নিকট মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সহমরণ নিবারণের জন্য তাঁহাকে সতীদাহ পক্ষসমর্থনকারীদিগের বিরুদ্ধে বিলাত যাত্রা করিতে হয়। ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহন তৎকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে তদবস্থায় রাখিয়া অকূলসাগরে ঝাঁপ দেন *।

রামমোহন রায় ভারতভূমির নিকট জন্মশোধ বিদায় লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্ব্বক ছয়মাস সমুদ্রপথে তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে করিতে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ এপ্রেল ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন। তথায় তিনি তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর (১৭৫৫ শকের আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে) ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৯ বা ৬১ বৎসর।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড বাসের সম্পর্কে দুইটী বিষয় দ্রষ্টব্য :—

(১) তত্রত্য একেশ্বরবাদিগণ বলেন যে, রামমোহন তিন বৎসর বাস করিয়া তথাকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সহিত ধর্ম্মালোচনা না করিলে তথায় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র পরিপুষ্টি হইত না। (২) সহমরণপ্রথা নিবারিত হইলেও প্রবর্ত্তকদিগের আহুতি প্রভাবে তাহার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু রামমোহন রায় প্রীভিকৌন্সিল পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১১ জুলাই ইহার "আপীল নামঞ্জুর" করাইয়াছিলেন। বিধবা হিন্দুরমণীগণের মনূক্ত ব্রহ্মচর্য্য গৌরব সুদূর বিলাতেও বিঘোষিত হইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের সমস্ত জীবনের কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের কিছু কিছু সংস্রব আছে *। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ যে সকল সঙ্কটে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

উপরি উক্ত বাদবিবাদ ও অন্যান্য প্রতিকূলঘটনার মধ্যে রামমোহন রায়ের অবর্ত্তমানে ব্রহ্মসভাকে রক্ষা করা একটী দুষ্কর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে প্রায় ৫০।৬০ ব্যক্তি সভার উপাসনার সময় উপস্থিত থাকিতেন। সভ্যদিগের মাঝে বহু গ্লানি প্রখ্যাত হওয়াতে তাঁহারা ক্রমশঃ সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের চিরসহায় মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভার প্রথম দিনে যে আচার্য্যের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি কোন ক্রমে বিচলিত হইলেন না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই মহাত্মার নাম ও গুণাবলী বিশেষ উল্লেখের যোগ্য।

হুগলীজেলার অন্তঃপাতী পালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা একজন তান্ত্রিক সাধক, নাম—হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত †। তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের তন্ত্রোপদেষ্টা হয়েন। তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের কলিকাতা বাসের প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। পরে তিনি সংস্কৃত-কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হয়েন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। সর্ব্বত্র তাঁহার সমাদর ছিল। তিনি হিন্দুকলেজের অন্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালায় ছাত্রদিগকে নিয়মিত রূপে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে ব্রতী হন। ১৭৫০ শক হইতে ১৭৬৫ শক পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বৎসর তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে সমারূঢ় ছিলেন ‡। ঐ শকে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কতকগুলি উৎসাহসম্পন্ন যুবাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সঙ্কল্পে ব্রতী হইলে তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি

* সহমরণ-নিবারণ ব্যাপার রামমোহন রায়ের পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের বিষয়, তেমনি আবার উহা কতকাংশে দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। কারণ, ইহার নিমিত্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র লোক সমুত্থিত, এমন কি তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসভা সাক্ষাৎ ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া লোকের বিষম বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিল। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে সুতার উপর সভা করিয়া সতীদাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ বিলাতে আপীল করিতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহনকেও তদনুযায়ী যুদ্ধসজ্জা করিতে হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত এই পরিণত বয়সে তিনি যুবার বল ধারণপূর্ব্বক (ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর মাত্র, তখনই তাহার স্থিতির মূল বিধাতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া) হিন্দু-জাতির সম্পূর্ণ অপরিচিত অকূলসমুদ্রে ভাসমান হইয়াছিলেন।

* রামমোহন রায় শব্দে উক্ত মহাত্মার জীবনী প্রসঙ্গে 'সহমরণ-নিবারণ' ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস পরিব্যক্ত হইবে।

† অবধৌতাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, নন্দকুমার।

‡ ঐ সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন, তন্মধ্যে ১৭ দিনের ব্যাখ্যান পুনঃ পুনঃ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার নূতন সংস্করণের মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক পাওয়া যায়।

পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হয়েন। শেষে তিনি কাশীযাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে ১৭৬৯ শকের ২০ ফাল্গুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতঃপর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি পুরুষায়ুষকাল পবিত্র-জীবন যাপন করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এক প্রকার তাঁহারই হস্তে বিধৃত রহিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে যে যে কার্য্য করেন, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

[দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখ।]

১৭৬০ শকে, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ রামমোহন রায়ের প্রচারিত ঈশোপনিষৎ গ্রন্থের এক ছিন্নপত্রে 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং' এই ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনি পরম পুলকিত হয়েন। ইহাই তাঁহার নবীভূত সাবিত্রীমন্ত্রদীক্ষা। তদবধি,কেবল ত্রিসন্ধ্যায় কেন, পরন্তু দিনেও নিশাথে বেদোপনিষদের মন্ত্রসকল তাঁহার রসনায় বিলাস করিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী-সভা আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে তাহাও ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীসভার স্থাপনাবধি, নানামতের ও নানাভাবের পৃথিবীস্থ সভ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর লোক ব্রাহ্মসমাজের এই দীর্ঘজীবী অশ্বত্থ তরুতলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন *।

১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনীসভা কএকটী প্রধানকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছেন। সে কর্ম্মগুলি এই:—(১) তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ। (২) তত্ত্ববোধিনী-পাঠশালা স্থাপন। (৩) ব্রতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ। (৪) ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী অবধারণ এবং (৫) মাসিকসভা ও সাম্বৎসরিক উৎসবের বিধান।

নিয়মাবলী অবধারণা প্রসঙ্গে দুই সভার একত্র সম্মিলনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। তাহাতে স্থির হইল যে, তত্ত্ববোধিনী সভা স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। তাহার যে মাসিক উপাসনা হইত, তাহা ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সভারূপে প্রতিমাসের প্রথম রবিবারের প্রাতঃকালে সমাহিত হইবে। আরও স্থির হইল যে, এই দুই সভার পৃথক্ সাম্বৎসরিক উৎসব না হইয়া, যে দিবস এই নূতনমন্দিরে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা আরম্ভ হয়, সেই দিন ১১ই মাঘ ইহার সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। ইতিপূর্ব্বে ৬ই মাঘের সাম্বৎসরিক উৎসব উঠিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ১১ মাঘের উৎসবে দুই সভার সাম্বৎসরিক উৎসব স্মরণীয় রহিল।

প্রথমে ব্রাহ্মসমাজ "ব্রহ্মসভা" নামে প্রথিত হইয়াছিল। বিদ্যাবাগীশকৃত মুদ্রিত-ব্যাখ্যানের আখ্যাপত্রে (Title page) "ব্রাহ্মসমাজে" গঠিত হয়,এই কথা সন্নিবিষ্ট থাকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথমে এবং সেই সময়ের কোন কোন পুস্তকে "ব্রাহ্ম্য সমাজ" নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহারই অব্যবহিত পরে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম স্থিরীকৃত হইয়া যায়।

এই সময় বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি-সমূহ ব্যগ্র ছিলেন। এজন্য তত্ত্ববোধিনীসভার মধ্যে "গ্রন্থসভা" ও গ্রন্থসম্পাদকের কর্ম্মের বাহুল্য হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথায় উপনিষদাদি পাঠ হইত। পরে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদুপলক্ষে কএকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা রচিত হইয়াছিল।সুখপাঠ্য বাঙ্গালা-ভাষায় উন্নতজ্ঞানের আলোচনা হেতু তত্ত্ববোধিনীপত্রিকার সর্ব্বত্র সমাদর হইতে লাগিল। এই প্রকারে তত্ত্ববোধিনী-সভা ও ব্রাহ্মসমাজ একযোগে মহত্তা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাহিত্যরসজ্ঞ, বিজ্ঞানপ্রিয়, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, বিদ্যানুরাগী জনগণ এই সংসর্গে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-স্থান লোকপূর্ণ হইতে লাগিল।

শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বিতীয়তলে লোক ধরে না; সুতরাং তৃতীয়তলানির্ম্মাণ আবশ্যক বিবেচনায়,তিনি প্রায় ৫ শত লোকের উপবেশনোপযোগী-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎপরে ধর্ম্মসাধনা-সম্বন্ধে কতদূর কি হইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পূর্ব্বরচিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দ্বারা বহুলোক নিত্য-উপাসনার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু উপাসনাপদ্ধতি তখনও নির্ণীত বা নির্দ্ধারিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ধর্ম্মের বোধ, চিন্তা ও অভ্যাসের উপযোগী একখানি গ্রন্থেরও অভাব অনুভূত হইল। ক্রমে এই দুই অভা-

* শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের সময়ে স্কুল ও কলেজের প্রণালীমতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিতে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত কতকগুলি লোক ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র। হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় লিখিত উচ্চতর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বঙ্গানুবাদপূর্ব্বক বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিতেছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই কৃতবিদ্য ছাত্রমণ্ডলীর ও নবীন গ্রন্থকারদিগের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার সংস্রবে ও উপদেশে এই সম্প্রদায়ের সুশিক্ষিত যুবকগণ দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনীসভায় প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি ও গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বের পূরণ হইতে লাগিল। রামমোহন রায় একটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা-পদ্ধতি রচনা করিয়া ছিলেন। শ্রুতিপাঠ, স্তোত্র ও প্রার্থনাদির দ্বারা তাহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করা হইল। তৎপরে শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহ হইতে সারসঙ্কলন-পূর্ব্বক একখানি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের সংস্কৃতমন্ত্রসকলের সুবোধ বাঙ্গালায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইল। ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্ম-বিষয়ক যে সকল মহামন্ত্র নিত্য পাঠ করিতেন, এত কালের পর সেই সকল শ্রুতিবাক্য সজ্জনদিগের গোচর হইল এবং অর্থবোধ সহকারে নিত্যপাঠ হইতে লাগিল। হৃদয়ের সন্তৃপ্তি-কর এবং গৃহীজনের সর্ব্বমঙ্গলকর সন্নীতির বচনাবলী গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের বিদ্বন্মণ্ডলী প্রাচীন ঋষি-দিগের আশীর্ব্বাদসহকৃত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক পরম মঙ্গলের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পরন্তু এখনও দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। তিনি দেখিলেন, বহুলোক তর্কপ্রিয়, তাহাদের মধ্যে প্রেম নাই, ধর্ম্মসাধনায় সমুচিত নিষ্ঠা নাই; সুতরাং যোগধর্ম্মেরও বিশেষ চর্চ্চা হইতে পারিতেছে না। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিগূঢ় ধর্ম্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় তাঁহার চিত্তসমাধান হইল না। তিনি হিমালয়-প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

দুই বৎসর হিমাচলপ্রস্থে ভ্রমণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ গৃহাভি-মুখে ফিরিলেন। ১৭৮০ শকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী আর এক উৎসাহী যুবকদলকে সন্দর্শন করিলেন। এই যুবকবৃন্দের নেতা শ্রীমৎকেশবচন্দ্র সেন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচারিত নববিধান-সমাজের বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। ১৭৮১ শক হইতে ১৭৮৬ শক পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাকিয়া ইহার যে মহোন্নতি সাধন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে তাহাই উল্লেখযোগ্য। নববিধান-সমাজ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাও পরিশেষে প্রদর্শিত হইবে। [কেশবচন্দ্র সেন ও নববিধান দেখ]

কেশবচন্দ্রের পিতামহ ৺ রামকমল সেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি-যোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী উইলসন সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-সভা স্থাপিত হইলে রামকমল সেই সভার একজন প্রধান নেতা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। পরন্তু বিধাতার বিচিত্রবিধানে সেই রামকমলের পৌত্র "খৃষ্টান" কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাই-লেন এবং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সভার প্রতিষ্ঠা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

প্রথম বয়সে তিনি এক সুপণ্ডিত পাদ্রির নিকট বিশেষ নিপুণতার সহিত খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করেন। রাম-মোহন রায়ের সঙ্কলিত খৃষ্টীয় উপদেশ পাঠ করিয়া তিনি রামমোহন রায়কে খৃষ্টধর্ম্মানুরক্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। অনেক আলোচনার পর তাঁহার সে সংস্কার অপগত হইয়াছিল। তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়েন। অতঃপর শ্রীমদ্-দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের সম্মিলন হয়। অচিরকাল মধ্যে এই মিলন এক অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সৌহার্দ্দে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ। কেশব-চন্দ্রেরও তাহাই। উভয়ের সম্মিলন ও সৌহার্দ্দবন্ধনের ইহাই কারণ। দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতমত ভালবাসেন না। তিনি জ্ঞানী ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় বহুপ্রকারে তত্ত্বসংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাহাই সর্ব্বলোকের গ্রহণীয় করিয়া তুলিলেন। উভয়ে মিলিয়া এক ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ওজস্বল সুস্বাদু সাধুভাষায় এবং কেশবচন্দ্র হৃদয়-গ্রাহী তেজস্কর ইংরাজী ভাষায় এই বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্রকে উপদেশ দিতেন। কেবল এইস্থানে কেন? ঘরে বাহিরে সর্ব্বদা জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা হইত। এবম্প্রকারে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতার এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা, আলোচনা ও প্রচারে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ আপনারাও যেমন মাতিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের শ্রোতা এবং সহচর বর্গও তেমনি সর্ব্বাংশে তাহাদের সমধর্ম্মী হইলেন। একপ্রাণতার বিস্তার সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত কতকগুলি লোক ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিয়া যায়। শ্রীমদ্-দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কে ব্রাহ্মসমাজের বসন্তকাল বলেন। তাঁহার উক্তি এই:—"এ সময়ে হৃদয়ের প্রীতি-কুসুম লইয়া হৃদয়েশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মমাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথ এই সুদিনের অবসানে "গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র ও ঝঞ্ঝাবাত" সহ্য করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বসন্তের মলয়ানিল স্মরণ করিয়াছিলেন। আমরাও ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের সেই অংশে আসিয়া পড়িয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে এই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের লক্ষণ

আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা একমতে কার্য্য করিতেন, সেই পর্য্যন্ত মলয়মারুত-প্রবাহী বসন্তকাল বিবেচনা করিতে হয়। যদবধি ইহারা মত-দ্বৈধ ঘটাইলেন এবং পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তদবধি ইহাদের মধ্যে ঝঞ্ঝাবাত-সমাকুল গ্রীষ্মকালের লক্ষণ দেখা গেল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের একতার ও সদ্ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। তাঁহারা ব্যবস্থাপূর্ব্বক মতদ্বৈত ঘটান নাই। যাহাকে আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া এখন নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহার ব্রাহ্মসমাজ নামই প্রথমে প্রথিত ছিল না।* ইহার পরে মেদিনীপুর, ঢাকা এবং শেষে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, সামান্য সামান্য মতভেদ নিবন্ধন সে সকল সমাজ "ব্রাহ্মসমাজ" নাম গ্রহণ করে নাই।† কিন্তু তথাপি সে সকল সমাজ মূল ব্রাহ্মসমাজের শাখা রূপে গণ্য হইত। তাহাদের মধ্যে সদ্ভাব অপ্রতিহত ছিল। অতঃপর যে চেষ্টা হইল, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের 'ব্রাহ্ম' নামে বিশেষত্ব পাইবার উপক্রম হইল। তাহাদের একটা পৃথক্ সম্প্রদায় গঠিত হইবার প্রক্রিয়াতে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, রামমোহন রায় পক্ষপাতশূন্য নিষ্ঠাবান্ একেশ্বরবাদী হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানগণ তাঁহার ব্রাহ্মণজাতিচিহ্নধারণ ও বেদভক্তি হেতু তাঁহাকে কুসংস্কারবর্জ্জিত এবং আপনাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেই খৃষ্টীয়ানদিগের সংসর্গে ও তাঁহাদের অভিমতসংস্কারে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সুতরাং জাতিচিহ্ন তাঁহার দৃষ্টিতে একান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান হইত। কেবল তাহাই নহে, তিনি হিন্দুসমাজের সমস্ত রীতিনীতি এমন দূষিত জ্ঞান করিয়াছিলেন যেন তাহার সম্পূর্ণ সংশোধন ভিন্ন ধর্ম্মরক্ষার আর উপায়ান্তর নাই; এতদ্বিবেচনায় তিনি হিন্দুসমাজের আমূলসংস্কারে কৃতসংকল্প হইয়া উহার পুনর্গঠন কামনা করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যে উহা নিষ্পাদিত হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজকেই কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী করিতে উদ্যোগী হইলেন। এতন্নিমিত্ত ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাসে তিনি মফঃস্বলের সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে সেই সেই সমাজের এক এক জন প্রতিনিধিকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল প্রতিনিধির অভিমতে আপাততঃ ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্ব-কুসংস্কার-বর্জ্জিত করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশকে বিশোধিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করা যাইবে। ইহার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র (অপৌত্তলিক) ব্রাহ্মধর্ম্মমতে এক বৈদ্যজাতীয় বরের সহিত কায়স্থজাতীয়া এক বিধবাকন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করান। এতদ্দ্বারা তাঁহার মনোভাব কতকাংশে প্রস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল যে, সকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা একমত হইয়া এই আদর্শে দেশের কুরীতি ও কুসংস্কারসমূহের উৎপাটন করিতে থাকিবেন।

বলাবাহুল্য যে, এবম্প্রকার আদর্শে কার্য্য করা শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি আনয়ন ও তাঁহাদের ঐকমত্য সম্পাদন বিষয়ে কিছুই সুসাধ্য হইয়া উঠিল না।

পরন্তু কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস যে, এরূপ না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। সুতরাং তিনি আপনার চেষ্টায় মতাবলম্বী লোকদিগের দ্বারা এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার নির্ব্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তদনুযায়ী প্রচার কার্য্যাদি পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিলেন। পর বৎসর ১৭৮৭ শকে দেবেন্দ্রনাথের পরিচালিত আদিম ব্রাহ্মসমাজ হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন।

কেশবচন্দ্র আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগপূর্ব্বক নূতন উপাসনালয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হইলে, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু উক্ত আদি-ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক-পদ গ্রহণ করেন।

---

* আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রথম 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম কিরূপে প্রখ্যাত হইল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। পরে বৈষয়িক ব্যবহারের নিমিত্ত এই সমাজের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ" নাম অবধারিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় অন্যান্য সমাজের ন্যায় কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে এই সমাজ 'আদিব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক [illegible] বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেন।

† ১৭৬৮ শকে মেদিনীপুরে প্রায় ৫০ জন সভ্য মিলিয়া "ব্রাহ্ম-সভা" নামে এক সভা করেন। তদানীন্তন প্রভাকর পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, 'কলিকাতার ব্রাহ্মসভার ন্যায় এই সভার সকলকর্ম্মই প্রতি রবিবার রাত্রে নিষ্পাদিত হয়।' ১৭৭৫ শকে ভবানীপুরে সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী নামে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহাও কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ছিল। ১৭৮৬ শকে মান্দ্রাজে বেদ-সমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বোম্বাইনগরেও প্রার্থনাসমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। উহা এখনো সেই নামে প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে বিবমোদিনী, তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী ইত্যাদি নানানামে ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশের সকল বিভাগে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিকাশ এবং নীতি ও সদ্ভাবের প্রচার করিয়াছিল। বর্দ্ধমান, চুঁচড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নামেই উহার কার্য্য চলিয়াছিল।

কেশবচন্দ্র স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ ব্রাহ্ম-সমাজের স্থাপন জন্ম সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন *। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হইয়াছে, তথায় কোন জাতীয় চিহ্ন থাকা উচিত নহে, এই সংস্কার বলীয়ান্ হইলে, ভারতের সর্ব্বত্র হইতে কেশব চন্দ্রের সাহায্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল। তিনি নিঃসম্বলে ঈশ্বর-সহায় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পরন্তু সর্ব্বত্র সফলকাম হইয়া, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" ইত্যাদি নামাঙ্কিত ধ্বজা উড্ডীন করিয়া রাশিপ্রমাণ অর্থ সঞ্চয়পূর্ব্বক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার বাহুল্যরূপে চলিতে লাগিল। বহুলোক তাহাদের পরিবারের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৬ মার্চ্চ ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র উপাসনা মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল।†

কেশবচন্দ্র হিন্দুদিগের পোষিত কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের দুর্গ-ভগ্ন করিয়া শুদ্ধমতে পারিবারিক ও সামাজিকক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার প্রতিজ্ঞায় আদিম ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন। তাহার কার্য্যও এই প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে চলিল। এখনও একটী বলবৎ অন্তরায় রহিয়া গেল। নূতন ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি আইনসিদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে এই স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়ের কিছুতেই রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া, তিনি ভারতের বড়লাটের স্মরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল লর্ড লরেন্স বাহাদুর কেশব বাবুর উপাসনাস্থানে আসিতেন এবং তাঁহার পরম সমাদর করিতেন। কেশব তাঁহাকে ধরিয়া একটী সংশুদ্ধ বিবাহ-আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকে আপত্তি উত্থাপন করাতে, কেবল ব্রাহ্মদিগের জন্ম 'ব্রাহ্ম' নামে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আদি-সমাজের ও তদনুগত অপরাপর সমাজের সভ্যেরাও তাহাতে আপত্তি করাতে তাহাও খণ্ডিত হইয়া গেল। পরে রেজষ্টরি দ্বারা সিভিল-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই রেজষ্টরি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ব্রহ্মোপাসনা ও পিতার পক্ষ হইতে কন্যাদানাদি কার্য্য করিবার বাধা রহিল না। কেশবচন্দ্র ইহাকেই আপনাদের আইন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৯ মার্চ্চ এই আইন পাশ হয়। এইরূপে সম্প্রদায়বন্ধনের সর্ব্বোপকরণ সংগ্রহ হইলে কেশবচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ, অভীষ্ট সিদ্ধ ও বিপুল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল।

তাঁহার আরব্ধ অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান এবং জাতি ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার-বর্জ্জিত ক্রিয়াসকল অবাধে চলিতে লাগিল। এতদবধি ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র ও পরিস্ফুট লক্ষণে সর্ব্বজনের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। একদিন দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্ম" লক্ষণ প্রকাশ নিমিত্ত ওঁকারযুক্ত অঙ্গুরীয়ক পরিধানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মদিগকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে হয় *।

ব্রাহ্মদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের পুত্রকন্যার সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। তাহাতে জাতকর্ম্ম, নামকরণ ও বিবাহাদি ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠানের বাহুল্য হইতে চলিল।

বিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইবার ৬ বৎসর পরে কেশব-চন্দ্রের স্বীয় কন্যার বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত হয়। এই বিবাহে কেশবচন্দ্রকে বড়ই বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি বাধ্য হইয়া কন্যাকে বরপক্ষীয় লোকের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার অবলম্বিত আইনের কোন বিধি খাটে নাই। ইহা কোচবিহার-বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ, (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ)।

এই ঘটনায় কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। তিনি আকাশপাতাল-ব্যাপী আন্দোলন করিয়া যে আইনের প্রয়োজন ও অবশ্য-পালনীয়তা দেখাইয়াছিলেন, আপনার বেলা তাহার দিক্ দিয়া চলিলেন না; তিনি ধর্ম্মবুদ্ধিকে অর্থের মন্দিরে বলিদান দিলেন। এইরূপ এবং অন্য সহস্রপ্রকার গ্লানি ও নিন্দাবাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তদ্বিরুদ্ধবাদী ব্রাহ্মগণ তাঁহার সম্পর্কত্যাগ করিয়া নূতন এক সমাজ স্থাপন করিলেন। সেই সমাজে ব্রাহ্ম নামধারী বহুলোক একত্র হইলেন। তাহার নাম হইল—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ মে সাধারণ সমাজ স্থাপিত হয় †।

* কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মসমাজকে এক সূত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেশে তাঁহার স্থাপিত এই সমাজের নাম রাখিলেন, ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহার প্রচার কার্য্যে এবং বিশুদ্ধ আদর্শভূত এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে সকলেই যেন অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন।

† এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে,ব্রাহ্মসমাজ বলিলে একটী গৃহ ও তন্মধ্যবর্ত্তী লোক বুঝায় না। ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্রহ্মোপাসক লোকদিগের সমাজ। উপাসনা-গৃহকে ব্রহ্মের উপাসনা-মন্দির বা কেবল ব্রহ্মমন্দির বলিতে হইবে। কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের ৮৯ নং ভবনে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান-সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে।

* কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

† কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ২১১ সংখ্যক ভবনে এই সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয়।

নামের ব্যবস্থায় ইহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কোচবিহার-বিবাহ-ঘটনাকে বিধাতার বিশেষ-বিধান বলিয়া আইন লঙ্ঘনদোষ কাটাইতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে তাঁহারাও তাঁহাকে ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুলিশের সাহায্যে আপনার স্বাধিকার-রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি ইহা ঘোষণা করিলেন যে, এই মন্দিরটী আমার প্রতি বিধাতার দান। এই প্রকারে ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের অধিকার হইতে সর্ব্ববিষয়ে সম্যক্‌রূপে বঞ্চিত হইয়া সেই মন্দিরের উপাসকগণ এই নূতন সমাজ ও নূতন সমাজ-মন্দিরের গঠন-কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে সাধারণতন্ত্র রাজনীতির অনুসরণ করিলেন। অতএব প্রথমেই ইহার "সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ" নামকরণ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অধিক কিছু বলিতে হইবে না। এই সমাজের সভ্যেরা যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত একযোগে উপাসনাদি করিতেন, তৎকালে তাঁহারা যে ভাবে ও যে প্রকারে উপাসনা এবং পরিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান করিতেন, এখানেও তাঁহারা সেই সমস্ত আচার বিধিবৎ রাখিলেন; কেবল ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য খণ্ডন ও সাধারণতন্ত্রের রাজনীতি স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা বহুনিয়মযুক্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভা ও তাহার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকন্তু ইহারা ইংরাজী গির্জ্জার রীতি অনুসারে বর-কন্যাকে এই সাধারণ উপাসনামন্দিরে আনিয়া তাঁহাদের বিবাহ আইনসঙ্গতরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপাসনাদিতেও অনেক খৃষ্টানী ভাবের আদর দেখা যায়।

এদিকে কেশবচন্দ্র আত্মীয়জনের বিদ্রোহিতায় ব্যথা পাইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি পূর্ব্বাপর ইহা দেখিয়া আসিতেছেন যে, লোকসকল যুক্তি ও তর্কের উপর অধিক নির্ভর করিয়া এক প্রকার নাস্তিক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের [illegible] নাস্তিক্য বা যথেচ্ছাচার নিবারণ জন্য তিনি যে বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে খাটাইতে পারা যায় না দেখিয়া, তিনি 'নববিধান' নামে আত্ম-মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন *।

বর্ত্তমান নববিধান মতে বিশ্বাসিগণ এই সকল সার সত্যের মধ্যে আর সন্দেহ ও তর্ক আনিবেন না, স্থিরবিশ্বাসে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবেন; ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।

নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত এই সকল তত্ত্বকে পত্তন-স্বরূপ করিয়া পূর্ব্বাপর সাধকদিগের জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও বৈরাগ্যের সমন্বয় চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আপন সম্প্রদায় মধ্যে হিন্দুদিগের হোম, খৃষ্টানদিগের জলমজ্জন, শিখদিগের দরবার-ভজনা, বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ত্তন এবং শাক্তদিগের "মা" "মা" বাণী, বিশুদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মগণ মুসলমান ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের ন্যায় কেশবচন্দ্রকে নববিধান-প্রবর্ত্তক "আচার্য্য" বলিয়া প্রথিত করিতেছেন। সম্প্রতি ব্রাহ্ম নামে যে সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই উপরি-উক্ত বিশেষবিধানে একমত না হইলেও কেশবচন্দ্রকে তাঁহাদের মূল বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে একণে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দে দুই প্রকার অর্থ-সঙ্গতি করা যায়—(১) ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায়, (২) ব্রহ্মোপাসকদিগের মণ্ডলী। আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ব্যতিরেকে ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর অধিক বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে যাঁহারা ব্যবস্থা-পূর্ব্বক দেবতাদিগের বহুত্বকে একত্বে অর্থাৎ পরব্রহ্মে সমাবেশ করিতেছেন,—যাঁহারা বাহ্যপূজার পরিবর্ত্তে মানসপূজার বিধান করিতেছেন,—যাঁহারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি প্রকরণে ভক্তিমার্গে এক সর্ব্বেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান্ হইতেছেন,—যাঁহারা নীতিপালনকে অব্যক্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধনা বিবেচনা করেন,—এবং যাঁহারা যোগ-মার্গে পরমাত্মার নির্ব্বিশেষত্ব সাধনা করিতেছেন,—তাঁহারা সকলেই আদি-ব্রাহ্মসমাজের মতের অনুবর্ত্তন করিতেছেন, অথবা আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন, এমন বিবেচনা করিতে হয়। অতএব নববিধানী এবং সাধারণী-ব্রাহ্মদিগের সহিত এই সকল পরমাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আদি-ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসকদিগের মণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন *।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আর একটী বিষয় দ্রষ্টব্য,—

* ১৮০১ শকের ১২ মাঘ বিধিপূর্ব্বক নববিধান ঘোষিত হয়। (১) ঈশ্বর আছেন, (২) তিনি পিতা ও আমরা পুত্র, (৩) ঈশ্বর পবিত্র, আমাদের পাপ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, (৪) সকল ধর্ম্ম হইতে সার ও সত্য গ্রহণ করিতে হইবে, (৫) বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, (৬) মহাপুরুষেরা এক একটী বিধান লইয়া আইসেন, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে এবং (৭) সর্ব্ববিধানের সমষ্টিতে বিধান পূর্ণ হইতেছে, ইহা প্রণিধান পূর্ব্বক জগৎকে পূর্ণ-ব্রহ্মের সত্তায় পূর্ণ দেখিতে হইবে।

* শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের উপনিষদংশের তাৎপর্য্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষায় অনূদিত করিয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এবং বেদোপনিষৎসেবী জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপন নিমিত্ত বিতরণ করিতেছেন। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিবস (৬ ভাদ্র) সাম্বৎসরিক বিধানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে অর্থদান করিতেন। একণকার সাম্বৎসরিক উৎসবে এই গ্রন্থ (বেদ) দান এতৎসময়োচিত মহাদান বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ সময়ে তদুভয়ের যে ভিন্ন সংস্কার প্রবল হইয়াছিল, তাহার কতক পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের ভাব ও গতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুগত এবং বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে তিনি জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে স্বদেশ, স্বজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের নামে উন্নতিসাধক বহু সভা-সমিতি ও গ্রন্থাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। হিন্দু রীতিনীতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ, তাহার রক্ষাপক্ষে আদি-সমাজের দৃঢ়তা জন্মিল। ক্রমে কেশবচন্দ্রের অস্থি-মজ্জাগত হিন্দুভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি হিন্দুর শুদ্ধাচার পরিগ্রহ করিলেন। অতি শৈশব হইতেই তিনি নিরামিষ ভোজন করিতেন। তৎপ্রভাবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মৎস্যমাংসাদি আহারের প্রসক্তি খর্ব্ব হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসী অস্মদ্দেশীয় যুবক-বৃন্দের মধ্যে স্বদেশীয় রীতিনীতি পালনপক্ষে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সমাদৃত কেশবচন্দ্রই গুরুস্থানীয়। সর্ব্বত্র কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর-নিষ্ঠা, উদ্যম ও শ্রমশীলতাদি গুণ-সমূহ তত্তৎ গুণের আদর্শ ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব, তাহা হইতে পুনশ্চ সাধারণ সমাজের উৎপত্তি, ইতিমধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ-আইনের আবশ্যকতা বিষয়ে বাদানুবাদ ;— এই তিন ঘটনায় নানাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিন আদর্শে তিন ব্রাহ্মসমাজ তাহাদের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আর বিবাদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত বিবিধ শুভকর্ম্মোপলক্ষে তিন সমাজেরই লোক একত্র হইয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী সমাজ, এদেশীয় আর্য্য সমাজ, থিওজফিষ্ট সম্প্রদায় এবং পরমহংস ভক্তসম্প্রদায় প্রভৃতি এই ৭৪ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে গঠিত। ব্রাহ্মেরা এক্ষণে এই সমস্ত উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করেন। আদি-সমাজের পুরাতন অশ্বত্থবৃক্ষতুল্য তত্ত্ববোধিনীপ্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে শ্রীমন্মহর্ষি আখ্যায় ভূষিত হইতেছেন। এই পুণ্যবৃক্ষের তলে এক এক সময় বিভিন্নদেশীয় একেশ্বরবাদিগণ (Unitarian) একত্র হইয়া পরব্রহ্মের জয় ঘোষণা করেন।

"গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্র ও ঝঞ্ঝাবাতের পর বর্ষাকাল উপস্থিত হইবে।" "সহিষ্ণু হইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা কর।" শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথের ১৭৮৭ শকের এই কথা এক্ষণে স্মরণ করিতে হয়, যে সকল বৃক্ষের পুষ্প শোভাহীন ও সৌরভশূন্য হইয়া যায়, বর্ষার জলধারায় তাহাদের পুষ্পের নূতন শ্রী ও সৌরভ প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ-বৃক্ষের পুষ্পস্তবকের এক্ষণে সেই অবস্থা দেখিবার আশা করিতেছেন।

ব্রাহ্মাহোরাত্র (পুং) ব্রহ্মণোঽহোরাত্রঃ। ব্রহ্মার দিন ও রাত্রি। ইহা মনুষ্যদিগের কল্পময় কাল। উদয়কল্প দিবা এবং ক্ষয়কল্প রাত্রি। দৈবপরিমাণ কালের সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন ও তৎ পরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়।

"দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥" (মনু ১।৭২)

ব্রাহ্মি (ত্রি) ব্রহ্মন্-ইঞ্, টিলোপঃ। ১ ব্রহ্মার অপত্য। ২ ব্রহ্মার অবয়বভূত। "নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে" (শুক্লযজুঃ ৩১।২০) 'ব্রাহ্ময়ে ব্রহ্মণোঽপত্যং ব্রাহ্মিঃ ইঞি টিলোপঃ ব্রহ্মাবয়বভূতায় বা' (বেদদীপি॰)

ব্রাহ্মিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মী এব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্ অত ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (শব্দরত্না॰)

ব্রাহ্মী (স্ত্রী) ব্রহ্মণ ইয়ং, ব্রহ্মন্-অণ্ টিলোপঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ দুর্গা।

"বৃহদখশরীরং যদপ্রমেয়ং প্রমাণতঃ।
বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তং ব্রাহ্মী দেবী ততঃ স্মৃতা ॥"
দেবীপু॰ ৪৫ অ॰।

২ শিবের অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। ৩ সরস্বতী। ৪ সূর্য্যমূর্ত্তি।

"ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপন্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু ॥"
(মার্কণ্ডেয় পু॰ ১০৯।৭১)

৫ রোহিণীনক্ষত্র। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা। ৬ শাকভেদ, ব্রাহ্মীশাক (Herpestis Monniera)। চলিত নাম বাঙ্গালা—অধবির্ণী, ধোপ[illegible]নী, ব্রিহ্মীশাক; হিন্দি—বরম্ভী, ব্রহ্মী, জলনিম, শ্বেতচম্নী; উড়িষ্যা—উরিষ্কাপর্ণী; বোম্বাই—বাম; তামিল—বীমি, নীর্পিরিমাই নীরব্রহ্মী; মলয়ালম্—বীমি।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ৪০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে অথবা পুষ্করিণ্যাদির তীরবর্ত্তী জলসিক্ত ভূমে এই শাক জন্মিতে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার শিকড়, পত্র ও ডাঁটা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মূত্রকারক ও মৃদু বিরেচক। কেরাসিন্ তৈলের সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস গাঁটে মর্দ্দন করিলে গেঁটেবাত বিদূরিত হয়। উন্মাদ, অপস্মার, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। অর্দ্ধতোলা

পাতার রসের সহিত ২ ক্রুপল পাচক শিকড় মধুর সহিত সেবন করিলে মস্তিকের উম্মাদতা নষ্ট করে। ইহা বিবহর। বালকের ছর্দ্দি (Catarrh) ও বায়ুনলীর প্রদাহে (Bronchitis এক চামক ইহার পাতার রস সেবন করাইলে বমন ও দাস্ত দ্বারা শ্লেষ্মার প্রকোপ উপশমিত হইয়া থাকে।
৭ ফঞ্জিকা, চলিত বামুনহাটী। ৮ পঙ্কগড়ক মৎস্য, চলিত পাকালমাছ। ৯ সোমবল্লরী, চলিত সোমলতা। (মেদিনী) ১০ মহাজ্যোতিষ্মতী। ১১ বারাহীকন্দ। ১২ হিলমোচিকা চলিত হিঞ্চা। (রাজনি০) (ত্রি) ১৩ ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্যা।

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥" (মনু ২।২৮)

১৪ ব্রহ্মভবা।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।"
(গীতা ২।৭২)

ব্রাহ্মীকন্দ (পুং) ব্রাহ্ম্যাঃ কন্দ ইব কন্দো যস্য। বারাহীকন্দ।

ব্রাহ্মীকুণ্ড (ক্লী) স্কন্দপুরাণোক্ত তীর্থভেদ।

ব্রাহ্মৌদনিক (ত্রি) ব্রাহ্মণদিগের পাকাগ্নি।

ব্রাহ্ম্য (ক্লী) ১ বিস্ময়। ২ দৃশ্য। ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মন্-ষ্যঞ্। (ত্রি) ৩ ব্রহ্মসম্বন্ধী।

"চতুর্দ্দশ গুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্ম্যমহঃ স্মৃতম্।"
(মার্কণ্ডেয় পু০ ৬।৩৮)

ব্রুবৎ (ত্রি) ব্রবীতীতি ব্রূ-শতৃ। বক্তা।

"ব্রুতে নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদি ব্রুবন্॥"
(প্রায়শ্চিত্তত০)

ব্রুবাণ (ত্রি) ব্রূতে ইতি ব্রূ-শানচ্। বক্তা।

"ইতি ব্রুবাণো মধুরং হিতঞ্চ তমাজিহন্মৈথিলযজ্ঞভূমিম্।"
(ভট্টি ২।৪০)

ব্রূ, কথন। অদাদি০ উভয়০ দ্বিকর্ম্ম০ সেট্। লট্—ব্রবীতি, ব্রূতে, ব্রুবতে। ব্রূধাতুর লটের 'তি' আদি পাঁচটীর স্থানে লিটের নল আদি করিয়া পাঁচটী হয়। যথা আহ, আহতুঃ, আহুঃ আথ, আহথুঃ। লিঙ্ ব্রূয়াৎ। লঙ্ অব্রবীৎ, অব্রূতাং, অব্রুবন্। অব্রূত, অব্রুবত।

ব্লেক্ষ (পুং) জল। পাশ।

ভ

ভ ভকার। ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্বিংশতিতম বর্ণ, পবর্গের চতুর্থ-বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। এই বর্ণ উচ্চারণ কালে ওষ্ঠের সহিত জিহ্বাগ্রের স্পর্শ হয় বলিয়া ইহা স্পর্শ বর্ণ। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর-প্রযত্ন, বাহ্য-প্রযত্ন, সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ। ভকারের স্বরূপ—

"ভকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং তরুণাদিত্যসংপ্রভম্॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা॥" (কামধেনুত॰)

এই বর্ণ পরমকুণ্ডলীস্বরূপ, মহামোক্ষপ্রদ, তরুণ আদিত্যসঙ্কাশ, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদেবময়। বঙ্গ ভাষায় ইহার লিখন প্রণালী—

"উর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুণ্ডলী।
পুনশ্চাধোগতা সৈব অত উর্দ্ধগতা পুনঃ॥
ব্রহ্মা শম্ভুশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশস্তাসু তিষ্ঠতি॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

উর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুণ্ডলী করিবে, ইহাকে পুনর্ব্বার অধোগত করিয়া পরে উর্দ্ধগত করিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জন উহাতে অবস্থিত আছেন। ধ্যানপূর্ব্বক এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ইহার ধ্যান—

'তড়িৎপ্রভাং মহাদেবীং নাগকঙ্কণশোভিতাম্।
ষড়্ভুজাং বরদাং ভীমাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং রক্তপুষ্পোপশোভিতাম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং দেবীং সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥'

এইরূপে ধ্যান করিয়া পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং প্রিয়ে।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং ভকারং প্রণমাম্যহম্॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ভকারের বাচক শব্দ যথা—ক্লিন্না, ভ্রমর, ভীম, বিশ্বমূর্ত্তি, নিশাভব, বিরজ, ভূষণ, মূল, যজ্ঞসূত্রবাচক, নক্ষত্র, ভ্রমণা, দীপ্তি, বয়ঃ, ভূমি, পয়স্, নভ, নাভি, ভদ্র, মহাবাহু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিতাণ্ডক, প্রাণাত্মা, তাপিনী, বক্সা, বিশ্বরূপী, চন্দ্রিকা, ভীমসেন, সুধাসেন, সুখ, মায়াপুর ও হর *। (বর্ণাভিধান তন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ নাভিতে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ভয়, মরণ, ক্লেশ ও দুঃখ হয়। (বৃত্তরত্না॰ টীকা)

ভ (স্ত্রী) ভাতীতি ভা-দীপ্তৌ বাহুলকাৎ ড। ১ নক্ষত্র।

"প্রাগ্গতিত্বমতস্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।
পরিণাহবশাদ্ভিন্না তদ্বশাদ্ ভানি ভুঞ্জতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত১।২৫)

২ গ্রহ। (শব্দরত্না॰) ৩ রাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) (পুং) ৪ শুক্রাচার্য্য। (মেদিনী) ৫ ভ্রান্তি। (শব্দরত্না॰) ৬ ভূধর। ৭ ভ্রমর। (একাক্ষরকোষ)

ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত আদি গুরু অন্ত্যলঘুদ্বয় বর্ণত্রয়। 'ভাদিগুরুঃ' ছন্দের লক্ষণে 'ভ' এই বর্ণ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম বর্ণটী গুরু এবং শেষ দুইটী লঘু হইবে। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে।

"ভশ্চন্দ্রো যশ উজ্জ্বলম্" (বৃত্তরত্না॰ টীকা॰)

ভইড় (দেশজ) পরিমাণবিশেষ।

ভইল (দেশজ) চিহ্ন, আকৃতি। ব্রজবুলিতে 'হইল' অর্থবোধক।

ভংসস্ (পুং) পায়ু।

"ভাসদাদ্ ভংসসৌ বি বৃহামি তে।" (ঋক্ ১০।১৬৩।৪)

'ভাসদাৎ ভসৎ কটিপ্রদেশস্তংসম্বন্ধাৎ ভংসসো ভাসমানাৎ পায়োস্তে' (সায়ণ)

ভঁইষ (দেশজ) মহিষ শব্দের অপভ্রংশ।

ভঁইসরোরগড়, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও গিরিদুর্গ। ভামনী (ব্রাহ্মণী) ও চম্বল নদীর সঙ্গমদেশে (৩০০ হইতে ৭০০ ফিট্ উচ্চ) একটী গণ্ডশৈলের উপর স্থাপিত। অক্ষা॰ ২৪° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫° ৩৬´ পূঃ। উহার দুরারোহ উত্তরপার্শ্ব ব্যতীত অপর তিন দিকেই নদী, সুতরাং শত্রুসৈন্যের দুর্গাক্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। দিল্লীর পাঠানরাজ আলা উদ্দীন্ (১২৯৫-১৩১৫ খৃঃ) এই

* 'ভঃ ক্লিন্না ভ্রমরো ভীমো বিশ্বমূর্ত্তির্নিশাভবঃ।
বিরজো ভূষণো মূলং যজ্ঞসূত্রশ্চ বাচকঃ॥
নক্ষত্রং ভ্রমণা দীপ্তির্বয়ো ভূমিঃ পয়ো নভঃ।
নাভির্ভদ্রো মহাবাহুর্বিশ্বমূর্ত্তির্বিতাণ্ডকঃ॥
প্রাণাত্মা তাপিনী বক্সা বিশ্বরূপী চ চন্দ্রিকা।
ভীমসেনঃ সুধাসেনঃ সুখো মায়াপুরং হরঃ॥' (বর্ণাভিধানতন্ত্র)

দুর্গ অধিকার করেন। হারাবতী ও মেবার নগরের বাণিজ্য দ্রব্যাদি এই নগরমধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। উদয়পুর রাজ্যের জনৈক প্রধান সামন্ত এখানে বাস ও আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে বরোলীর সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ নয়নগোচর হয়। এই প্রাচীন নগরের নাম ভদ্রাবতী, হূণরাজগণের রাজত্ব সময়ে ইহার যথেষ্ট সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভঁইসরোরগড়ের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ধ্বংসরাশি ও স্তূপরাজিই তাহার নিদর্শন, মহাত্মা টড্ সাহেব এস্থানের ভগ্নপ্রায় শিবমন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য-শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে 'সমগ্র রাজপুতনার বর্ষাধিক রাজস্বেও ইহা নিষ্পাদিত হইতে পারে না।'

ভঁইসবাল, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। যমুনানদীর পূর্ব্ব খালের উপর মুজঃফরনগর হইতে ১৩॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপয়িতা পীর ঘার্গবের ২০ ফিট্ উচ্চ সমাধিস্তূপ বিদ্যমান আছে।

ভকত, (ভগত বা ভক্ত) উঃ পঃ প্রদেশের মধ্য ও নিম্নশ্রেণীর শাক্ত উপাসকমাত্রেই ধর্ম্মপরিচর্য্যার নিমিত্ত এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। মদ্য, মাংস বা মৎস্য পান ও ভোজনে বিরত বলিয়াই তাহারা স্বতন্ত্র থাকবদ্ধ ও ভকৎ নামে পরিচিত হইয়াছে। জৈসবার, বিয়াহুৎ, বিহারবাসী তাম্বুলী এবং কসরবাণী ও কষোধন নামক বেনিয়াগণ ভকত উপাধিতেই ভূষিত। মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার ভকতগণ সাধারণতঃ চটিতেই কার্য্য করিয়া থাকে।

২ ওরাওন্‌জাতির মধ্যে এই নামে একটী বিশিষ্ট থাক দেখা যায়। ধর্ম্মশীলতার জন্য তাহারা এই স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে ওরাওন্ বলিয়া স্বীকার করে এবং ঐ জাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল ওরাওন্ ইহাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত না হয়, ইহারা তাহাদের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করে না। হিন্দুদেবতার সমক্ষে উৎসর্গীকৃত ছাগমাংস ব্যতীত অপর মাংস ভোজন ও মদ্যপান বিশেষ নিষিদ্ধ, কিন্তু মৎস্যাহারে কোন নিষেধ নাই। ইহারা ওরাওন্, তেলি বা মুণ্ডাদিগের সহিত একত্র মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারে।

মহাদেব ও কালী ইহাদের প্রধান উপাস্যদেবতা। প্রতি বুধ ও শনিবারে ইহারা পূজা দেয় এবং প্রসাদী দ্রব্য সপরিবারে ভোজন করিয়া থাকে। পূজাদিতে ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে না, উহাদের মধ্যে পূজাকর্ম্মে দক্ষ জনৈক ব্যক্তি ছাগাদি উৎসর্গ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকে। বিবাহাদি কার্য্যেও জনৈক ভকত পুরোহিতরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দু-প্রথার অনুকরণে কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। কন্যার পণস্বরূপ এক জোড়া বলদ বা তদুপযুক্ত মূল্য দিলেই ইহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য না করিলেও ধর্ম্মোপদেষ্টা বা মন্ত্রদাতা গুরুরূপে ব্রতী হইয়া থাকেন।

অনুকরণপ্রয়াসী ভকত ওরাওন্‌গণ হিন্দু-ধর্ম্মের সাদৃশ্য-রক্ষায় যত্নবান্ হইলেও তাহাদের মধ্যে এখনও অসভ্য ওরাওন্‌দিগের কএকটা কুরাতি প্রচলিত আছে। তাহাদের ধর্ম্মভাব বিবাহসংস্কারে আদৌ জড়িত নহে। ওরাওন্‌দিগের ন্যায় তাহারাও ১৬শ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা যদি অপর পাত্রের সহিত সদ্ভাবস্থাপন করে, তাহাও ততদূর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। ঐরূপ সদ্ভাব-সহবাসে কন্যা গর্ভবতী হইলে, সেই পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে বাধা নাই। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে সামান্য মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের পরিত্যক্ত হইয়া অন্যত্র বিবাহ করিলেই গোলমাল মিটিয়া যায়, অথবা কন্যা গ্রহণ কালে স্বামীকে যে পণ দিতে হইয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিলেই স্ত্রী অব্যাহতি পাইতে পারে।

ইহারাও পদ্ধতিমত শবদেহ দাহান্তে স্বল্প ভস্ম বা হাড় লইয়া রাখে, 'হড্ডিফোঁড়' উৎসবের সময় সেই গুলি লইয়া ভূঁইহারি গ্রামে প্রোথিত করে। ঐ সময় মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে চাউল, শূকরশাবক প্রভৃতি উৎসর্গ করে, কেহ কেহ এমন কি প্রতিদিন খাদ্যের সময় চাল ডালের পিণ্ড মাখিয়া ভূমিতে রাখিয়া দেয় এবং ধূমপানের সময়ও একটু তামাকু পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। সূতিকাগারে ১৫ দিনের মধ্যে প্রসূতির মৃত্যু হইলে পুঁতিয়া রাখে এবং তাহার সমাধিস্থানে মুরগী উৎসর্গ করে। বর্ষাকালে মৃত ব্যক্তিমাত্রকেই পুঁতিয়া রাখা হয়, পরে বর্ষাপগমে তাহাদের শবদেহ কবর হইতে উঠাইয়া পুনরায় দাহ করা হইয়া থাকে।

৩ উঃ পঃ প্রদেশের পশ্চিমে কাঙ্গড়ার বাজেশ্বরী মন্দিরে* এবং জ্বালামুখীর দেবীমন্দিরের নিকট অনেক ভকতের বাস আছে। ইহারা প্রতিমাসের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পূজাদি সমাপন করে। চৈত্র ও কউর (আশ্বিন ?) মাসের শুক্লাষ্টমীই

* গজনীপতি মহ্মূদ ও ফিরোজ তোগলক এই মন্দির লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

প্রধান। প্রতি পূজার দিনে ব্রাহ্মণের 'দেবীপাঠ' শেষ হইলে তাহারা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে এবং তৎপরে কুমারী ভোজন করাইয়া থাকে। নবরাত্র উৎসবই ইহাদের সর্ব্ব-প্রধান।

৪ আগ্রা জেলাবাসী নর্ত্তকী সম্প্রদায় বিশেষ।

ভকক্ষা (স্ত্রী) ভস্য কক্ষা। নক্ষত্রকক্ষা।

"ভবেৎ ভকক্ষা তিগ্মাংশো র্ভ্রমণং ষষ্টিতাড়িতম্।
সর্ব্বোপরিষ্টাদ্‌ভ্রমতি যোজনৈস্তৈর্ভূ মণ্ডলম্॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

ভকার (পুং) ভ-স্বরূপে কার। ভ স্বরূপবর্ণ।

ভকূট (ক্লী ভস্য কূটম্। বিবাহে দম্পতীর শুভাশুভসূচক রাশিসমূহ। "খেটারিত্বং নাশয়েৎ সৎ ভকূটম্" (মুহূর্ত্তচিন্তা॰)

ভক্কর, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইস্‌মাইল খাঁ জেলার একটী তহসীল। সিন্ধুনদের বামকূলে অবস্থিত। বিগত শতাব্দীত্রয় হইতে এখানে জাট ও বলুচ জাতির বসবাস হইয়াছে। এই উপবিভাগটী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—১ থল বা সিন্ধুসাগর দোয়াবের বালুকাময় বিভাগ এবং ২ কচী বা সিন্ধুনদীতীরবর্ত্তী পলিময় নিম্নভূমি। ভূপরিমাণ ৩১১৪ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। সিন্ধু-নদীর বামকূলে কচি ও থল বিভাগের মধ্যে স্থাপিত। অক্ষা॰ ৩১°৩৭´৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭১° ৫´৫৩´´ পূঃ। নগরের পশ্চিমাংশ উর্ব্বর ও শস্যশালী, প্রতি বৎসর বন্যায় উহা ভাসিয়া যায়। পূর্ব্বভাগ তৃণগুল্মাদিবিহীন বালুকাময় মরুভূমি সদৃশ। এখনকার কচিবিভাগের বাঁধ দ্বারা রক্ষিত স্থানে সুন্দর ও সুমিষ্ট আম্রফল জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বতন আফগান রাজগণের অধিকার কালে এখান হইতে আম্রাদি কাবুলে প্রেরিত হইত। ৬২৪ হিজিরায় সুলতান সামস্ উদ্দীন্ ভক্কর দুর্গ অবরোধ ও জয় করেন। ভক্করপতি মালিক নাসীর উদ্দীন্ এই সংবাদে জলমগ্ন হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে জনৈক বলুচ সর্দ্দারের অনুগমনকারী ঔপনিবেশিক দল এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করে। উক্ত সর্দ্দারের বংশধরগণ তদবধি এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অবশেষে আহ্মদশাহ দুরাণী ঐস্থান অধিকারপূর্ব্বক জনৈক ব্যক্তিকে দান করিয়া যান। সেই ব্যক্তি রাজশক্তির সাহায্যে বলুচ-শাসনকর্ত্তাকে রাজ্যবহিষ্কৃত করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিল।

ভক্কিকা (স্ত্রী) ঝিল্লীকীট, ঝিঁঝি পোকা। (বৈদ্যকনি॰)

ভক্ত (ক্লী) ভজ্যতে স্মেতি ভজ সেবায়াং কর্ম্মণি ক্ত। অন্ন, ভক্তের অপভ্রংশে 'ভাত' শব্দ হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—অন্ন, অন্ধ, কূর ওদন, ভিস্‌সা ও দীদিবি এই কয়টী ভক্তের পর্য্যায়। ভক্ত প্রস্তুতের প্রণালী এইরূপ:—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধুইয়া যখন স্ফীত হইবে, তখন ঐ তণ্ডুল তাহার পাঁচ গুণ জলে পাক করিবে এবং সুসিদ্ধ হইলে, উহা নামাইয়া মাড় (ফেন) গালিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু। অধৌত তণ্ডুলের অন্ন ও যাহার মাড় সম্যক্ নিঃসারিত হয় নাই, তাহা শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকর এবং কফবর্দ্ধক। (ভাবপ্র॰)

বৈষ্ণবমতে, ভক্ত বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ বিষ্ণুকে না দিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার সেই অন্ন বিষ্ঠাতুল্য হয়। প্রতিদিন যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজন করে, তাহারা হরির দাসত্ব লাভ করে।

"ন দত্ত্বা হরয়ে ভক্ত্যা ভুঙ্‌ক্তে চেদ্‌ভ্রমাদপি।
পুরীষসদৃশং বস্তু জলং মূত্রসমং ভবেৎ॥
যে বিপ্রা হরয়ে দত্ত্বা নিত্যমন্নঞ্চ ভুঞ্জতে।
উচ্ছিষ্টভোজনাত্তেষাং হরের্দাস্যং লভেন্নরঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ॰ ২১ অ॰)

অন্নদানের তুল্য দান নাই। অন্নদানে সকলপ্রকার পুণ্য হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের অন্ন বর্জ্জনীয়।

"রাজান্নং নর্ত্তকান্নঞ্চ তক্ষ্ণোঽন্নঞ্চক্রকারিণঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষণ্ডান্নঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥" ইত্যাদি।

(কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১৬ অ॰)

রাজার অন্ন, নর্ত্তকের অন্ন, তক্ষা, চক্রকারী, গণ, গণিকা ও ষণ্ডের অন্ন ভোজন করিতে নাই। চক্রোপজীবী, রজক, তস্কর, ধ্বজী, গান্ধর্ব্ব অর্থাৎ নৃত্যগীতোপজীবী, লোহকার, সূতক, কুলাল, চিত্রকর্ম্মা, বার্দ্ধুষিক, পতিত, পৌনর্ভব, ছাত্রিক, অভিশপ্ত, সুবর্ণকার, শৈলূষ, ব্যাধিত, আতুর, চিকিৎসক, পুংশ্চলী, দাম্ভিক, চোর, নাস্তিক, দেবতানিন্দক, সোমবিক্রয়ী, শ্বপাক, ভার্য্যাজিত অর্থাৎ স্ত্রৈণ, শস্ত্রজীবী, ক্লীব, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, রুদিত, ব্রহ্মদ্বেষী ও পাপরুচি প্রভৃতির অন্ন এবং শ্রাদ্ধান্ন, অশৌচান্ন, শৌণ্ডান্নাদি ভোজন করিতে নাই। মানব যে সকল দুষ্কৃত করে, তাহা অন্নে সংক্রামিত হয়, সুতরাং ঐ অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে তাহার পাপ ভোজন করে, এই জন্য পাপীর অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ।

"দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নেষবস্থিতম্।
যো যস্যান্নেন জীবেত স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষম্।"

(কূর্ম্মপু॰ উপবিভাগ ১৬ অ॰)

২ ধন। "যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি॥" (মনু ১১।৭)

'ভক্তং ধনং' (মেধাতিথি) (ত্রি) ভজতে স্মেতি ভজ-সেবায়াং ক্ত। তৎপর, ভক্তিযুক্ত, পূজ্যবিষয়ক অনুরাগ ভক্তি, তদ্‌যুক্ত। ভজ-ভাবে ক্ত। ৪ ভজন। ভক্তের লক্ষণ—

"রতিঃ কৃষ্ণকথায়াঞ্চ যস্তাশ্রুপুলকোদ্গমঃ।
মনো নিমগ্নং যস্যৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥
পুত্রদারাদিকং সর্ব্বং জানাতি শ্রীহরেরপি।
আত্মনা মনসা বাচা স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥
দয়াস্তি সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ।
যো জানাতি মহাজ্ঞানী স ভক্তো বৈষ্ণবোত্তমঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১ অ°)

যাঁহার কৃষ্ণকথায় অতিশয় অনুরাগ, এবং অশ্রু ও পুলকোদ্গম হয়, মন সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন থাকে, তিনিই ভক্ত। যিনি পুত্র ও দারাদি সকলকেই কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বলিয়া জানেন, তিনিই ভক্ত। যাঁহার সর্ব্ব ভূতে দয়া আছে, এবং যিনি এই সমস্ত জগৎই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও ভক্ত।

"প্রেম্ণা সংজাতয়া ভক্ত্যা তনুমুৎপুলকাঞ্চনঃ।
বিভর্ত্ত্যালৌকিকং ভক্তো বদেদ্ধসতি নৃত্যতি॥
পরমানন্দযুক্তোঽসৌ কচিদ্গায়তি নন্দতি।
ক্রন্দত্যচ্যুতভাবেন গদ্গদেন পুনঃ পুনঃ॥
অনুশীলয়তি ভক্তেৎ গোবিন্দমনুমোদতে।
তরেদেবং বিষ্ণুমায়াং দুস্তরাং মুনিমোহিনীম্॥
সর্ব্বত্রেশ্বরবুদ্ধ্যা যো ভজেদীশং সনাতনম্।
স তত্ত্ববাদী ভক্তশ্চ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ॥"(পাদ্ম উ°খ°১০১অ°)

যাঁহার ভক্তির উদ্রেকে শরীরে পুলকোদ্গম হয়, যিনি কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করেন, যিনি সর্ব্বদা পরমানন্দযুক্ত-চিত্ত, কখন বা আনন্দে বিভোর, আবার কখন বা গান, অথবা অচ্যুতভাবে বিভোর হইয়া ক্রন্দন, গদ্গদ ভাষণ ইত্যাদিরূপে ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকেন, ও যিনি সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বুদ্ধিতে সনাতন বিষ্ণুকে ভজনা করেন, এবং যাঁহার সর্ব্বভূতে সমান অনুরাগ, তিনিই ভক্ত।

ব্রাহ্মণ যদি হরিভক্ত হন, তবে তাঁহার প্রভাব অতুলনীয় হয়। হরিভক্ত ব্রাহ্মণের পাদপদ্মরজঃ দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রা হন, তাঁহার পাদচিহ্ন তীর্থ মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে তীর্থকৃত পাপও বিনষ্ট হয়। তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ, তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্নানাদিতে যে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত বিপ্রের দর্শনেই তাদৃশ পুণ্য হইয়া থাকে।

"দ্বিজানাং হরিভক্তানাং প্রভাবো দুর্লভঃ শ্রুতৌ।
যেষাং পাদাব্জরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা॥
তেষাঞ্চ পাদচিহ্নং যৎ তীর্থং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
তেষাঞ্চ স্পর্শমাত্রেণ তীর্থপাপং প্রণশ্যতি॥
আলিঙ্গনাৎ সদালাপাৎ তেষামুচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
ভ্রমণে সর্ব্বতীর্থানাং যৎ পুণ্যং স্নানতো ভবেৎ।
হরিদাসস্য বিপ্রস্য তৎ পুণ্যং দর্শনাল্লভেৎ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ°)

বিষ্ণুভক্তের শরীরে সকল তীর্থই অবস্থান করেন। বিষ্ণুভক্তের পাদরজঃ দ্বারা পৃথিবী, তীর্থ, এমন কি সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়। যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনা করেন, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং বিষ্ণুকেই একমাত্র ধ্যান করেন, সেই সকল বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়। কলির দশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল বিষ্ণুভক্ত থাকিবেন, তৎপরে বিষ্ণুভক্তগণ গত হইলে সকলে এক বর্ণ হইবে, তখন পৃথিবী কলিগ্রস্তা হইবে।

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সুপুণ্যান্যপি জাহ্নবি!
মদ্‌ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততম্॥
মদ্‌ভক্তপাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি সদ্যঃ পূতং জগত্তথা॥
মন্মন্ত্রোপাসকা বিপ্রা যে চ মদুচ্ছিষ্টভোজনাঃ।
মামেব নিত্যং ধ্যায়ন্তে তে মৎপ্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ॥
তদুপস্পর্শমাত্রেণ পূতো বায়ুশ্চ পাবকঃ।
কলের্দশসহস্রাণি মদ্ভক্তাঃ সন্তি ভূতলে॥
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মদ্ভক্তেষু গতেষু চ।
মদ্ভক্তশূন্যা পৃথিবী কলিগ্রস্তা ভবিষ্যতি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১২৮ অ°)

বিষ্ণু ভক্তের কর্ত্তব্য—বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বদা সকল লোকের নিকট বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহার আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন।

"হরেশ্চরিতমীশস্য সর্ব্বলোকেষু কীর্ত্তনম্।
বৈষ্ণবেষু চ কার্য্যেষু ভক্তঃ কুর্য্যাদহর্নিশম্॥
দাসীদাসাংশ্চ যৎ কিঞ্চিৎ স্বকীয়ং বস্তু চাত্মনঃ।
কৃষ্ণভক্তস্য গার্হস্থ্যং সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদনম্॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ১০১ অ°)

ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষও পবিত্র হয়। ভক্ত ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব,

মনুষ, নির্ব্বাণমুক্তি, কিংবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সমুদায়ের কিছুই বাঞ্ছা করেন না। কেবলমাত্র বিষ্ণুর প্রতি একান্ত অনুরাগ বা পরা অনুরক্তি থাকে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কায়মনোবাক্যে একমাত্র ভগবানে অনুরক্ত থাকাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয়। ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, গোবধ, স্ত্রীবধ প্রভৃতিতে যেরূপ পাতক হয়, একমাত্র ভক্তকে ত্যাগ করিলেই তাদৃশ পাতক হইয়া থাকে। তাহার ইহকাল ও পরকাল কোন সময়েই মঙ্গল হয় না।

"ব্রহ্মহত্যা গুরোর্ঘাতো গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্মহাপাপং ভক্তত্যাগাদুদাহৃতম্॥
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যমদুষ্টং ত্যজতঃ সুখম্।
নেহ নামুত্র পশ্যামি তস্মাৎ শক্র দিবং ব্রজ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু০ হরিশ্চন্দ্রোপা০)

[হরিভক্তিবিলাসে ভক্তের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভক্তি-পরায়ণই ভক্ত। উত্তম, অধম ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভক্তের নানা প্রকার ভেদ আছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। যাহারা ভজন করে, তাহারাও ভক্ত। গীতায় উক্ত হইয়াছে।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (গীতা)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আর্ত্ত (পীড়িত), জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারিপ্রকার মানব আমাকে ভজনা করে। গজেন্দ্র আর্ত্ত ভক্ত, সনক সনাতনাদি জিজ্ঞাসু ভক্ত, ধ্রুব আদি অর্থার্থী ভক্ত এবং শুকদেবাদি জ্ঞানিভক্ত।

ভক্তি-যাজনে অধিকারীকে ভক্ত বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহা তিন প্রকার।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥
উত্তম—শাস্ত্র যুক্তে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
মধ্যম—শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান॥
কনিষ্ঠ—যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥ (চৈঃ চরিতা০)

ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে উক্ত অধিকারীত্রয়ের উল্লেখ আছে।

উত্তম—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"
মধ্যম—ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥
কনিষ্ঠ—অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে শ্রবণাদি যে নববিধা ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক ভক্ত্যঙ্গের যজনকারীও ভক্ত নামে অভিহিত হন।

নবধা ভক্তি যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥" (ভা০৭।৫।২৩-২৪)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন।

এই নবধা ভক্তির অধিকারী ভক্ত যথা—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥"

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব০ ২।১২৯)

শ্রবণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত বেদব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত প্রহ্লাদ, পাদসেবনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত লক্ষ্মী, পূজনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত মহারাজ পৃথু, বন্দনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত অক্রূর, দাস্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত হনুমান, সখ্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত বলিরাজ।

এতদ্ভিন্ন পদ্মপুরাণেও ভগবৎ-পূজা-প্রসঙ্গে কতিপয় ভক্তের নাম উদ্ধৃত দেখা যায়।

"মার্কণ্ডেয়োঽম্বরীষশ্চ বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ॥
দাল্‌ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সেব্যা হরিং নিষেব্যামী নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ॥"

হরি-সেবনানন্তর, মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শম্ভু, প্রহ্লাদ, বিদুর, ধ্রুব, দাল্‌ভ্য, পরাশর, ভীষ্ম এবং নারদাদি-ভক্তবর্গের সেবা করা বৈষ্ণবগণের অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে ঘোরতর অপরাধ হয়। পূর্ব্বোক্ত মার্কণ্ডেয়াদি মনীষিগণ ভক্ত এবং প্রহ্লাদ ভক্তরাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "এতেষামপি সর্ব্বেষাং প্রহ্লাদঃ প্রবরোমতঃ॥" প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের মধ্যে পাণ্ডুনন্দনগণ শ্রেষ্ঠভক্ত।

"পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি।"

আবার পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণ শ্রেষ্ঠভক্ত।

"সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ মমতাধিক্যতো হরেঃ।
পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥"(লঘুভাগ)

সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে থাকাতে মমতাতিশয় নিবন্ধন কতিপয় যাদব পাণ্ডবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং এই যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।' এই উদ্ধব হইতেও আবার ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ-ভক্ত। 'ব্রজদেব্যো বরীয়স্য ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।' তাঁহাদিগের মধ্যে সেই কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ভক্ত ছিলেন।

"তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং রাধিকাতি বরীয়সী।
সর্ব্বাধিকেন কথিতা যৎপুরাণাগমাদিষু ॥'

এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই নিরতিশয় গরীয়সী। যে হেতু পুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রে তিনি সর্ব্বাধিকরূপে অভিহিত হইয়াছেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে ভক্তের বিবিধ ভেদ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। সনকসনন্দাদি শান্তরসের ভক্ত। দাসভক্ত চারিপ্রকার—অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। 'চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাশ্রিতপারিষদানুগাঃ।' ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ইত্যাদিকে অধিকৃত দাস ভক্ত বলা যায়।

'ব্রহ্মশঙ্করশক্রাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ।'

আশ্রিত দাসভক্ত—শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ ভেদে তিন প্রকার।

'শরণ্যাঃ কালিয়জরাসন্ধবদ্ধনৃপাদয়ঃ।'

কালিয়-নাগ এবং জরাসন্ধকারাগারে বদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগত দাসভক্ত।

"যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥"

যাঁহারা মুক্তি-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত। শৌনকাদি ঋষিগণ জ্ঞাননিষ্ঠ দাসভক্ত।

"মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।
চন্দ্রধ্বজো হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নৃপঃ।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে ॥"

যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাঁহারাই সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতিই সেবানিষ্ঠ ভক্তের নিদর্শন। পারিষদ দাসভক্ত—

"উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদাযদুপত্তনে।
নিযুক্তাঃ সন্ত্যমী মন্ত্রসারথ্যাদিষু কর্ম্মসু।
তথাপি কাপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বতে।
কৌরবেষু তথা ভীষ্মপরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ ॥"

দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পার্ষদ দাসভক্ত। ইঁহারা মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন সময়ে পরিচর্য্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুর প্রভৃতিকেও পার্ষদদাসভক্ত বলা যায়। অনুগদাস ভক্ত—

"সর্ব্বদা পরিচর্য্যাসু প্রভোরাসক্তচেতসঃ।
পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা ॥"

যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তাহাদিগকে অনুগ বলে; এই অনুগ দাসভক্ত পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে দুই প্রকার,—'সুচন্দ্রো মণ্ডলঃ স্তম্বঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।'

সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ব ও সুতম্ব প্রভৃতি পুরস্থ অনুগ দাসভক্ত।

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ ॥
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ ॥"

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ প্রভৃতি ব্রজস্থ অনুগ দাস ভক্ত।

সখ্যরসের ভক্ত—পুরসম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধী ভেদে দুই প্রকার।

"অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্য চ।
শ্রীদামভূসুরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ ॥"

অর্জ্জুন, ভীম, দ্রুপদনন্দিনী দ্রৌপদী ও শ্রীদাম প্রভৃতি সখ্যরসের পুরসম্বন্ধী ভক্ত বলা যায়।

সুহৃৎ-সখা, সখা, প্রিয়সখা এবং প্রিয়নর্ম্ম-সখা ভেদে ব্রজস্থ সখ্যরসের ভক্তগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, বাৎসল্যগন্ধিযুক্ত, সর্ব্বদা আয়ুধ দ্বারা দুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকারীই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ সখা। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সখাগণও সুহৃৎ-সখা। যাঁহাদিগের সখ্য কিঞ্চিৎ দাস্যমিশ্রিত, যাঁহারা কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিন্ন্যূনবয়স্ক এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখে অভিলাষী, তাঁহারাই সখা।

"কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বদ্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা।
বিশালবৃষভৌজস্বিদেবপ্রস্থবরূথপাঃ।

মরন্দকুসুমাপীড়মণিবন্ধকরন্ধমাঃ।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ ॥"

বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুসুমা-পীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্তগণ সখা বলিয়া বিখ্যাত।

প্রিয় সখা—
"বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ।
শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেনবিলাসিনঃ।
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী।
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভির্বিবিধৈঃ সদা।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদিকৌতুকৈরপি কেশবম্ ॥"

যাহাদের সখ্য শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে দাস্য বা বাৎসল্যের গন্ধমাত্রও নাই, এরূপ সমবয়স্ক, সখাগণকে প্রিয়সখা বলা যায়। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোক-কৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক প্রভৃতি সখাগণ প্রিয়সখা নামে খ্যাত। তাঁহারা বিবিধ কেলি এবং বাহুযুদ্ধ ও দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করেন।

প্রিয়নর্ম্ম সখা—
"প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোঽপ্যভিতো বরাঃ।
আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ।
সুবলার্জ্জুনগন্ধর্ব্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ ॥"

প্রিয়সখা হইতেও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহস্য কার্য্যে নিযুক্ত এবং ভাববিশেষধারীকে প্রিয়নর্ম্ম-সখা বলে। সুবল, অর্জ্জুনগোপ, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত এবং উজ্জ্বল প্রভৃতি প্রিয়নর্ম্ম সখা নামে খ্যাত।

"তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ।
রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যা যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ।
দেবকী তৎসপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথা পূর্ব্বমমী বরাঃ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গই বৎসল-রসের ভক্ত। ব্রজরাজ্ঞী যশোদা, ব্রজেশ্বর নন্দ, রোহিণী, ব্রহ্মা যে সকল গোপীদিগের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী, দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। প্রেয়সীবর্গ মধুর রসের ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় প্রেয়সীবর্গের মধ্যে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাই সর্ব্বপ্রধানা।

'প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী।'

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যিনি অভীষ্ট দেবতার চরণে কায়মন সমর্পণপূর্ব্বক স্থিরচিত্তে তদারাধনায় নিরত নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভক্ত। দেবতায় প্রীতি বা ভক্তি না থাকিলে ভক্ত হয় না, অচল বিশ্বাসই ভক্তের পূর্ণ লক্ষণ। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাভাজীকৃত ভক্তমালের টীকায় প্রিয়দাস লিখিয়াছেন :—

"হরি গুরুদাসনসোঁ সাঁচো সোঈ ভক্ত সহী
গহী এক টেঁক ফিরি উরতে ন টরী হৈ।
ভক্তিরসরূপকো স্বরূপয়হৈ ছবিয়ার
চারু হরি নাম লেত অশ্রুবনি ঝরী হৈ ॥
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার করে
ধরে দূরি ঈশ তাহু পাণ্ডোনীসোঁ করী হৈ।
গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিখাঈ জাহি
গাঈ শ্রীপৈ হরিজুকী রীতি রঙ্গভরী হৈ ॥"

যে ভক্ত অবিচলিতচিত্তে হরিকে গুরু বলিয়া জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য। ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ে উদয় হইলে অনর্থ নাশ ও সর্ব্ব-স্বার্থ লাভ হয়। একমাত্র ভগবান, ভক্ত ও গুরুর চরণ ধ্যান ব্যতীত ভক্তের মনে কিছুতেই প্রেমভাব স্থান পায় না। যিনি স্বীয় স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক আনন্দ-কৌতুকে অথবা প্রীতিভাবে অবিরাম রাধাকৃষ্ণনাম হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ; নতুবা স্বার্থ-জ্ঞানে পূজন ভজনাদি বণিকবৃত্তি মাত্র। যিনি হরি গুণগান ও হরিরস আস্বাদনকেই সর্ব্ববিচারের সার ও সর্ব্বমঙ্গলের সার জানিয়া প্রেমে নিমগ্ন থাকেন, তিনিই ভক্ত। এক কথায় দেবতত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাসীকেই (True Believers in the Faith) ভক্ত বলা যায়।১

পদ্মপুরাণে বিষ্ণুভক্তকে দৈবীসৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে২। হরিপদে শরণার্থী ভক্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়া ভজনসাধন করিবেন৩। বিষ্ণুভক্তিত্যাগী স্বীয় পিতৃ-

(১) "ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥" (ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬২)
বিশ্বাসপূর্ব্বক একমাত্র আমাতে ভজনাকারী শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসানুরূপ সিদ্ধি-লাভ করিয়া থাকে।

(২) "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবোঽসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈবো হ্যাসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥" (পদ্মপুরাণ)

(৩) গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন—
"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" (গীতা ১৮।৬৬)
শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ;—
"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ ॥" (ভা° ১১।১১।৩২)

পুরুষকেও নিরয়গামী করে ১। ভক্তের কামনা থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের সহিত উপাধিরহিত পূর্ণ পুরুষ ভগবানেরই অর্চনা করিবেন ২। একমাত্র অমলা বা নিষ্কামা ভক্তিই শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থ ৩।

ভক্ত ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিবেন, অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রদীক্ষায় হরিভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় না ৪। বিষ্ণুভক্তিহীনের নিকট দীক্ষা গ্রহণে হরিভক্তের হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হইতে পারে না ৫। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণই বিধি, শাক্ত বা শৈবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে হরিভক্তিতে বিঘ্ন জন্মিতে পারে ৬। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভক্তগণ নাস্তিককে বর্জ্জন করিবেন ৭। গুরু ও শিষ্য বিপর্য্যয় পথগামী হইলে কখনই ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় না, বরং তাঁহার ইষ্টবস্তু-সাধন নিষ্ফল হইয়া যায় ৮। প্রকৃতভক্ত স্বীয় উপাস্য-দেবতায় প্রতি অচলা ভক্তি রাখিবেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তদ্ভিন্ন দেবাদিতে ভেদজ্ঞান করিবেন না ৯। হরিভক্তের মধ্যে স্বয়ং মহাদেবই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ১০।

(১) "বিষ্ণুভক্তিং বিনা রাজন্ ন পশ্যন্তি নরাধমঃ।
আত্মনা সহিতং তস্য পিতরঃ নরকং নয়েৎ ॥" (আগম)

(২) "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥" (ভাগবত ২।৩।১০)

(৩) "ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥" (ভাগবত ৭।৭।৫২)

(৪) "গৃহ্ণাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

(৫) "বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০)

(৬) "ন শাক্তাৎ ন চ শৈবাচ্চ গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।" (কালীতন্ত্র)

(৭) "শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাম্ভব এব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বত্রমপি নাস্তিকম্ ॥"

(৮) "বিপর্য্যয়ে চ বর্ত্তেচ গুরুশিষ্যো যদি কচিৎ।
কথং আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভক্তিসুস্থিরম্ ॥" (পদ্মপু০)

(৯) "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥" (পদ্মপুরাণ)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিষ্ণুভক্তগণ অনন্যচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে তুলনার আবশ্যক নাই। অন্যত্র ইহার বিপরীত বর্ণনা আছে।

"বিষ্ণুবিনে শিব যে পৃথক্ না মন্তব্য।
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য ॥" (ভক্তমাল ১৮)

(১০) "নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা ॥" শ্রীমদ্ভাগ০ ১২।১৩।১৬।

শাস্ত্রে শুকদেবগোস্বামী ও মহর্ষি নারদ প্রভৃতির কথা শুনা যায়। কৃষ্ণভক্তগণ চতুর্ব্বর্গ ফল বাঞ্ছা করেন না, তাঁহারা নিষ্কাম ও মাধুর্য্যময়ী ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া প্রেম-রস সিদ্ধ হইয়া থাকেন। অন্যান্য যোগধর্ম্মে ধর্ম্মার্থকাম সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে একমাত্র ব্রজপ্রেমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতভক্ত সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবল প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রার্থনা করেন।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" (ভা০ ৩।২৯।১৩)

কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ত্রিজগৎ তুচ্ছ, তাঁহার চিত্ত সদাই আনন্দময়। ভক্ত নীচ বা উচ্চজাতীয় এরূপ ভেদবিচার করিতে নাই ১। ভক্তবৈষ্ণবের স্পৃষ্ট অন্নজল, বা তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজন অথবা চরণোদক পানে কখনই পরাঙ্মুখ হইবে না ২। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমাঃ মতাঃ ॥" (আদিপু০)

যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য, স্বয়ং ব্রহ্মাও কৃষ্ণভক্তের সমতা লাভ করিতে পারেন না ৩। এইজন্য তিনি অর্জ্জুনকে শ্রীমুখেই বলিতেছেন, বৈষ্ণবসেবা কর, তদ্ব্যতীত কৃষ্ণভক্ত হইবার উপায় নাই ৪। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥"

ভক্ত ও ভগবানের দেহ দুইটী পরস্পর ভিন্ন হইলেও উহাঁদের হৃদয় এক। ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন অপর কিছুরই ধ্যান-ধারণা রাখেন না, ভগবানেরও তাহাই। ভক্তের হৃদয়কোরক

(১) "শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥" (ইতিহাসসমুচ্চয়)

উক্ত গ্রন্থের অপর একস্থলে লিখিত আছে—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥"

(২) "বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা।
য আচামতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥" (গরুড় পুরাণ)

(৩) বিবুধাঃ কিং পুনঃ সর্ব্বে অজঃ শক্রো ভবেদ্যদি।
ন কেঽপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্য নারদ ॥ (পদ্মপু)

(৪) বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
পুনন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে সর্ব্বদেবানিদং জগৎ ॥
মদ্ভক্তো দুর্লভো যস্য স এব মম দুর্লভঃ।
তৎপরো দুর্লভো নাস্তি সত্যং সত্যং ধনঞ্জয় ॥
(দ্বারকা মাহাত্ম্যে প্রহ্লাদবলি সংবাদ)

ভক্তিকুসুম পূর্ণ। ভক্তগণ বিভিন্ন উপায়ে ভগবান্‌কে পাইয়া থাকেন। গোপীজন কামে, নন্দযশোদা স্নেহে, কংস ভয়ে, বৃন্দাবনবাসী পুণ্যফলে, রাবণশিশুপালাদি দ্বেষে, প্রহ্লাদাদি ভক্তিতে ও শুকদেবাদি জ্ঞানে নারায়ণকে লাভ করিয়াছিলেন।১

সকল শাস্ত্রেই হরিভক্ত বৈষ্ণবের মহিমাদি ও আরাধনাবিধি উক্ত হইয়াছে। হরিভক্তকে নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করিলে তাহার নরকে গতি হয়। পবিত্রচেতা গুহককেও ভগবান্ রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন। বামন অবতারে তিনি অসুর-শ্রেষ্ঠ বলিরাজের দাসত্ব স্বীকার করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখারূপে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। যে ভক্তপ্রেমে তিনি বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তপ্রেমেই তিনি পালয়িত্রী যশোমতীর বন্ধন ও গোপপতি নন্দের বাধাবহন-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। ভক্তরাজ অক্রূর ও বিদুর ভক্তি-সাধনায় তাঁহাকে লাভ করেন। ভক্তের মনোরথ পূর্ণকরণমানসে তিনি ভক্তবর প্রহ্লাদের প্রার্থনায় স্ফটিকস্তম্ভ মধ্যে নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে দেখা দিয়াছিলেন।

মহাভারতের রাজধর্ম-পর্ব্বাধ্যায়ে তিনি বলিকে বলিতেছেন,

"নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানাস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে॥" (ভারত)

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বৈষ্ণবগণের নামগুণকীর্ত্তনকারীই কলিতে ভাগবত ও কৃষ্ণতুল্য বিবেচিত হন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥' অতএব ভগবান্ স্বীয় মুখেই স্বীকার করিতেছেন, 'ভক্তের অপার মহিমা, যাহারা বিষ্ণুভক্তের দাস ও বৈষ্ণবান্নভোজী, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে যজ্ঞভুক্‌দিগের গতি লাভ করেন'।২ বিষ্ণুভক্তের অর্চ্চনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর, যিনি তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তিনি দাম্ভিক বা বিষ্ণুবঞ্চক। পাদ্মোত্তর খণ্ডে এই ভাগবত-পূজন প্রশংসিত হইয়াছে ৩। অন্যত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও ভক্তপূজার আধিক্য ও অবশ্য কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন১। হরিভক্তগণের প্রিয়-ব্যক্তি সকলের বন্দনীয় ২।

যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাহার শরীর নিষ্পাপ হয়; সেখানে কৃতান্তেরও অধিকার নাই ৩। স্বয়ং ভগবান্ ভক্তের রসনায় রসাস্বাদন করিয়া থাকেন ৪। নারদপুরাণেও বিষ্ণুভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ৫। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"ভগবদ্ভক্তপাদাব্জ-পাদুকাভ্যো নমোঽস্তু মে।
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিলমুত্তমম্।" (হরিভক্তি বিঃ)

পদ্যাবলীতেও ভগবদ্ভক্তগণের পাদত্রাণ অবলম্বনের কথা আছে ৬। কৃষ্ণভক্তের দর্শনে বা স্পর্শনে সাক্ষাৎ পুরুষও পবিত্র হইয়া থাকে ৭। হরিভক্তের পূজা করিলে ব্রহ্মরুদ্রাদিও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ৮। ভগবান্ ভক্তরূপেই লোকসমূহের বিধান করিয়া থাকেন ৯। হরিভক্তের নামও মহৎ এবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদি পদ হইতেও উৎকৃষ্ট ১১। সেই হরিভক্তিপরায়ণ মহাত্মা

---

(১) "গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।" (শাণ্ডিল্য সূত্রেতা॰)

(২) "বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ।" (পদ্ম)

(৩) "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।"
"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।"
"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ।" (লঘুভাগবত॰ উ॰খণ্ড)

(১) "বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়া।
বায়ৌ মুখ্যধিয়া তোয়ে দ্রব্যৈস্তোয়পুরস্কৃতৈঃ।"(ভাগ১১।১১।৪৪)
"আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।" (ভাগ ১১।১৯।২১)

(২) "হরিকীর্ত্তনশীলো বা তদ্ভক্তানাং প্রিয়োঽপি বা।
শুশ্রূষুর্ব্বাপি মহতাং স বন্দ্যোঽস্মাভিরুত্তমঃ।" (হরিভক্তি বিঃ)

(৩) "বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গহতকিল্বিষাঃ।"(হরিভক্তিবিঃ)

(৪) "নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৫) "সর্ব্বত্র বৈষ্ণবা পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
দেবতানাং মনুষ্যানাং তথৈবোরগরক্ষসাম্।"
"যেষাং স্মরণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহো বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।" (হরি॰ সি॰)

(৬) "জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্ম্মাবলম্বকাঃ।
বয়ং তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ।" (পদ্যাবলী ৫৮)

(৭) "দর্শনস্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কশম্।" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৮) "হরিভক্তিরতান যস্তু হরিবুদ্ধ্যা প্রপূজয়েৎ।
তস্য তুষ্যন্তি বিপ্রেন্দ্রা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।" (ব্রহ্মাণ্ড)

(৯) "অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা।" (ইতিহাসসমুচ্চয়)

(১০) "হরিভক্তিপরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি।" (বৃ॰ নারদীয়)

(১১) "কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম।" (হরিভক্তি বি॰)

সর্ব্বধর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ১। কেশব যাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, সে চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্মময় হইয়া থাকে ২। সেই ভক্ত ব্রহ্মঘাতী হইলেও পবিত্র হন ৩। যাঁহাদের গাত্রে তপ্তমুদ্রাদি ভাগবত চিহ্ন দেখা যায় এবং যাহারা সদাই হরিগুণগানে রত, তাঁহারাই কলিতে দেবতা বলিয়া গণ্য হন ৪।

উপরে ভক্তের লক্ষণ ও মহিমাদি কীর্ত্তিত হইল। সাধন-পরম্পরা সিদ্ধ মহিমসম্পন্ন ভক্তগণের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে। যাহাদিগের অন্তঃকরণ স্বীয় অভীষ্টভাবে ভাবিত, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। সাধক ও সিদ্ধ ভেদে কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ।

"তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ।
তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

বিল্বমঙ্গলঠাকুর একজন সাধকভক্ত ছিলেন। তত্তুল্য ভক্তগণই সাধকভক্ত নামে কথিত।

"বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

আবার যাঁহারা কোন ক্লেশই জানেন না, যাঁহাদিগের কৃষ্ণার্থই সমস্ত ক্রিয়া এবং যাঁহারা নিরন্তর প্রেমসুখাস্বাদনে রত, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত।

"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥"

সিদ্ধ ভক্ত দুই প্রকার—সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধি—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ।

সাধন সিদ্ধ—

"যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতাকবলিতক্লেশোর্ম্ময়ঃ কুর্ব্বতে
দৃক্‌পাতেঽপি ঘৃণাং কৃতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।
তান্ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিতস্বান্তান্ প্রমোদাশ্রুভিঃ
নির্ধৌতাস্য তটান্মুহুঃ পুলকিনো ধন্যানমস্কুর্ম্মহে॥

যাঁহারা ভক্তিপ্রভাবে ক্লেশপরম্পরা কবলিত করিয়া স্বয়ং চরণে প্রণত হন, যাঁহারা মোক্ষাদিতে দৃক্‌পাতেও ঘৃণা বোধ করেন, যাঁহাদিগের উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রেমোৎসবে অন্তঃকরণ স্তবকিত হয় এবং আনন্দাশ্রুজলে বদনমণ্ডল আর্দ্র ও শরীর অতিশয় পুলকিত হয়, সেই ধন্য পুরুষদিগকে নমস্কার করি। মার্কণ্ডেয়াদি সাধনদ্বারা প্রাপ্তসিদ্ধি হইয়াছিলেন।

"মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে কৃপাসিদ্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে :—

"নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।
তথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥"

ইহাদিগের দ্বিজোচিত সংস্কার হয় নাই, ইহারা গুরুগৃহে বাস করে নাই, তপস্যা ও আত্মবিচার করে নাই, এবং শৌচ ও শুভ কর্ম্ম করে নাই, তথাপি উত্তমশ্লোক যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহাদিগের গাঢ়ভক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সংস্কারাদি সত্বেও তাদৃশ ভক্তিতে বঞ্চিত। যজ্ঞপত্নী, বলিদৈত্য ও শুকদেবাদি কৃপাসিদ্ধ। "কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ।" যাদব ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়। ইহারাই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া কথিত।

"আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ।
নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥
* * কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদববল্লবাঃ।
এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা লীলা মুররিপোরিব॥"

সুধী ভক্ত অপরাধদ্বয়ে সাবধান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে শীঘ্রই প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে। নামগ্রহণে সেবাপরাধ বিদূরিত হয়, কিন্তু নামাপরাধে মানবের নরকভোগ ভিন্ন অন্য গতি নাই।

[নামাপরাধ ও সেবাপরাধ দেখ।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার পাদপরিচর্য্যা ও পূজা, তাঁহাকে বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য বা সেবকত্ব, সখ্য বা বন্ধুজ্ঞান এবং আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায় আত্মা তাঁহাকে নিবেদন, এই নয়টীই ভক্তের প্রধান ভক্তি লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও শিক্ষা, সন্মার্গাবলম্বন, কৃষ্ণপ্রিয় বস্তুতে ভোগলালসা বর্জ্জন, একাদশী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান, গো-বিপ্র-বৈষ্ণব সেবা, অপরাধ-বর্জ্জন, অশ্বত্থসেবন, স্তোত্রসম্বরণ, অন্য দেবতা

---

(১) 'স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত।
ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।" (স্কন্দ• রেবা)

(২) "ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তবৈবহি।
শ্বপচোঽপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোঽসি কেশব।" ঐ

(৩) "নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতে।" (স্কন্দ• রেবা)

(৪) "যত্র ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্যতে তু হরির্মুনে।
গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়াস্তে নাস্তি সংশয়ঃ।" (হরিভ বি•)

বা শাস্ত্রে অভেদজ্ঞান, মথুরামণ্ডলে বাস, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-শ্রবণ প্রভৃতি আরও চৌবট্টি প্রকার ভক্তিলক্ষণ সূচিত হইয়াছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভক্তি শব্দে দেখ।]

ভক্তকংস (পুং ক্লী) ভক্তার্থং কংসঃ। ভক্তাহরণার্থ পাত্র।

ভক্তকর (পুং) ভক্তং ভজনং করোতীতি কৃ-ট। ১ কৃত্রিম ধূপ। 'বৃকধূপে ভক্তকরো গিরিঃ স্যাৎ সমগন্ধকঃ।' (শব্দচন্দ্রি॰) (ত্রি) ২ ভক্তিকারক।

ভক্তকার (ত্রি) ভক্তমন্নং করোতীতি কৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। পাচক। পর্য্যায়—সূদ, ঔদনিক, গুণ, ভক্ষকার, সূপকার, আরালিক, বল্লব। (হেম)

ভক্তকৃত্য (ক্লী) ভোজ্যাদির আয়োজন। (দিব্যা ১৮৫।২১)

ভক্তচ্ছন্দ (পুং) ১ ক্ষুধা। ২ আকাঙ্ক্ষা।

ভক্তজা (স্ত্রী) অমৃত। (বৈদ্যকনি॰)

ভক্তভা (স্ত্রী) ভক্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভক্তত্ব, ভক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভক্তভূর্য্য (ক্লী) ভক্তস্য তদ্ভোজনকালস্য আবেদকং বা ভক্তে তদ্ভোজনকালে বাদনীয়ং তূর্য্যং। ভোজনকালে বাদনীয় তূর্য্য। পর্য্যায়—নৃপমান। (ত্রিকা॰)

ভক্তদাস (পুং) ভক্তেন অন্নমাত্রেণ দাসঃ। পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। দুর্ভিক্ষ অবস্থায়ও যাহারা ভাতের জন্য দাসত্ব করে।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ।
দুর্ভিক্ষেঽপি ভক্তেনাঙ্গীকৃতদাস্যঃ।" (দায়ক্রমস॰)

মনুতে ৭ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভক্তদাস দ্বিতীয়। (মনু ৮।৪১৫)

২ একজন রাজা। ইনি অতিশয় রামভক্ত ছিলেন এবং সর্ব্বদাই রামায়ণ শ্রবণ করিতেন। একদা সীতাহরণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আবেগে সীতার উদ্ধারের জন্য অসিহস্তে সমুদ্রে পতিত হন, এমন সময়ে স্বয়ং রামচন্দ্র সীতার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বলেন,আমি রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছি। পরে আবার তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করেন। (ভক্তমাল)

ভক্তদ্বেষ (পুং) ভক্তে দ্বেষঃ। ১ অন্নে অরুচি। ২ ভগবদ্-ভক্তের প্রতি দ্বেষ।

ভক্তদ্বেষিন্ (ত্রি) ভক্ত-দ্বিষ-ণিনি। ভক্তদ্বেষযুক্ত।

ভক্তনিষ্ঠ, (ত্রি) ১ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। ২ ভক্তসেবন বিষয়ে বিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত।

৩ একজন রাজা। আদি পুরাণে তাঁহার সাধুতা ও ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে। একদা দুই চোর বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া চুরির উদ্দেশে এই রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা পরম ভক্তিভাবে তাহাদের পাদপ্রক্ষালন করাইলেন, এমন কি চরণসেবার নিমিত্ত রাণীগণকে নিযুক্ত রাখিলেন। রাত্রিযোগে গৃহবাসী সকলে নিদ্রাগত হইলে বৈষ্ণববেশী প্রতারক দস্যুগণ রাণীকে মারিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি অপহরণপূর্ব্বক পলায়ন করে, কিন্তু ধর্ম্মের কর্ম্ম, পথভ্রম হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রাতে রাজভৃত্যগণ সেই দুই চোরকে ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়ন করিল। পরম ভক্তিমন্ত রাজা বৈষ্ণবের এরূপ বন্ধনদশা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্রমে রাণীর হত্যাবার্ত্তাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। রাণীর হত্যাকারক জানিয়াও রাজা বৈষ্ণব দস্যুদ্বয়কে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের পাদোদক লইয়া রাণীর মুখে দিতে কহিলেন। ভক্তের সহায় ভগবান্, রাজার ভক্তিফলে রাণী জীবন পাইলেন। অনন্তর রাজা ঐ বৈষ্ণব-দ্বয়কে স্তবে তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন। (ভক্তমাল)

৪ অন্য একজন মহারাজ। ইনি বিখ্যাত হরিভক্ত ছিলেন। একদা এক ভক্তপ্রধান আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা যথাবিধানে সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অতিথির অর্চনাদি করিলেন। একবৎসর রাজার সংসর্গে থাকিয়া সেই সাধুভক্ত প্রস্থানে উদ্যত হইলে রাজা প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। ইহা দেখিয়া রাণী স্বীয় পুত্রকে বিষ খাওয়াইলেন। রাজপুত্রের মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিগণ কাঁদিয়া উঠিল। ঐ সময়ে সাধু যাইবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, রাজরাণীকে এ দশায় ফেলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। রাণী ভক্তের সমক্ষে পুত্রের নিধনকারণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে দিনচারি থাকিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন, সাধু সঙ্গে রাজা ও রাণীর প্রীতি দেখিয়া ভক্ত চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে রাণী সেই সাধুর চরণামৃত দানে পুত্রের জীবন দান করিলেন। বৈষ্ণবচরণামৃতে রাণীর অটুট বিশ্বাস দেখিয়া সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদবধি তিনি আর রাজারাণীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। (ভক্তমাল)

ভক্তপুলাক (পুং) ভক্তস্য পুলাক ইব। ১ সিক্থ। অন্নমণ্ড, চলিত ভাতের মাড়। ২ গ্রাসাচ্ছাদনযোগ্য অন্নপিণ্ড।

ভক্তপ্রিয়, জনৈক মহারাজ। বৈষ্ণবে তাঁহার অক্ষুণ্ণ প্রীতি ছিল। ডোম ভাঁড় প্রভৃতি বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া তাঁহার সমক্ষে নৃত্যগীত করিত। তিনিও প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া তাহাদিগকে কখন দণ্ডবৎ (প্রণাম) কখন বা আলিঙ্গন দিতেন। (ভক্তমাল)

ভক্তমণ্ড (পুং ক্লী) ভক্তস্য অন্নস্য মণ্ডঃ। অন্নাগ্রয়স। চলিত ভাতের মাড়। পর্য্যায় মাসর, আচাম, নিঃস্রাব,

ভক্তমল্ল, নূরপুরের জনৈক রাজা। ইনি ৯৭৫ হিজিরায় মানকোট অবরোধের সময় সম্রাট্ অকবর শাহের শত্রু সিকেন্দর স্থরের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিকেন্দরের দুর্গতি দেখিয়া তিনি মোগলসম্রাটের শরণাপন্ন হন। মোগল বাহিনীর সহিত লাহোর নগরে উপনীত হইলে, তিনি বৈরাম খাঁর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

ভক্তমাল, একখানি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ। বৈষ্ণব কবি লালদাস ইহার বাঙ্গালা পয়ার রচনা করেন। ভক্তগণের জীবনী এই গ্রন্থে মালাকারে গ্রথিত বলিয়া ইহার ভক্তমাল নাম হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বীয় রচনা মধ্যে ভক্তচরিত্র ও দেবতত্বাদি বহুতর তাত্বিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, মায়াতত্ব, সৃষ্টিতত্ব ও সাধনতত্ব প্রভৃতি বিষয় ভক্ত-চরিত্রের আনুষঙ্গিক। এই বিবিধ তত্বের আলোচনা থাকায় ভক্তমাল গ্রন্থকে সাধারণতঃ চরিত্র ও তাত্বিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। চরিত্র বিভাগটী প্রধানতঃ নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমাল ও প্রিয়দাসকৃত তৎটীকা হইতে এবং তাত্বিক বিভাগটী উক্ত গ্রন্থদ্বয় ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা, ব্রহ্ম, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম, স্কন্দাদিপুরাণ ও অপরাপর বহুতর ভক্তিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ২৭টী মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। ঐ সপ্তবিংশ মালার শেষে গ্রন্থকার স্বকৃত গ্রন্থের ফলশ্রুতিবর্ণন ও নিজ দৈন্যাদি জ্ঞাপন করিয়া, সর্ব্বশেষে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক একটী গীতে গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অমার্জ্জনীয় দোষ থাকিলেও তাহা ইহার গুণরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এই বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, তুলসীদাস, রঘুনাথ দাস, প্রবোধানন্দ সরস্বতী রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী, শ্রীধর স্বামী বোপদেব, শঙ্কর, রামানুজ, মীরাবাই, করমেতিবাই ও কবীর প্রভৃতি তত্বরসনিমগ্ন মহানুভবগণের জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের বৈচিত্রময়ী জীবলীলা জাগরূক রহিয়াছে।

প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা সংস্থাপনের জন্য এই গ্রন্থে ২৫৭টী শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলী ব্যতীত ইহাতে নাভাজীকৃত হিন্দী মূল ও তাহার টীকা সন্নিবিষ্ট আছে।

ভক্তরাজ (পুং) ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

ভক্তরুচি (স্ত্রী) ১ ক্ষুধা। ২ ভোজনের বলবতী ইচ্ছা।

ভক্তরোচন (ত্রি) ক্ষুধার উদ্রেক।

ভক্তবৎসল (ত্রি) ভক্তেষু বৎসলঃ ৭তৎ। ভক্তের প্রতি বৎসল বা প্রীতিযুক্ত। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৭৯।৯১)

ভক্তবিপাকবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—কজ্জলী ২ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, মনছাল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, মুতা, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজিরা, হিঙ্গু, গুড়, কাঁউলী, সৈন্ধব, বন যমানী, জায়ফল, যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার রস, নিসিন্দপত্র রস, হুড়হুড়ে পাতার রস, লতা-কট্‌কী পাতার রস ও চিতারসে তিন দিন ভাবনা দিয়া বটী করিবে। অনুপান লবঙ্গচূর্ণ ৪ মাষা। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি অচিরাৎ প্রশমিত হয়। (রসকৌ॰)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে 'ভক্তপাকবটী'র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—অভ্র, পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিষ, নৈপালী, দন্তী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, চিতা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, এলাচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, হিঙ্, কট্‌কী, জায়ফল, সৈন্ধব প্রত্যেকে তিন ভাগ। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদা, চিতা, দন্তী, তুলসী, বাসক ও বেলপাতা প্রত্যেকের স্বরসে সাতবার ভাবনা দিয়া তিন রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ, কফ ও ত্রিদোষজনিত মলবদ্ধ, মন্দাগ্নি, বিষমজ্বর ও ত্রিদোষজনিত বিষমজ্বর নাশ হয়। (রসেন্দ্র-সারসংগ্রহ অজীর্ণ চিকি॰)

ভক্তশালা (স্ত্রী) ১ রন্ধন বা ভোজনগৃহ। ২ আবেদনকারীদিগের সম্বর্দ্ধনাগৃহ। ৩ ভক্ত শ্রোতৃগণের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার স্থান।

ভক্তসিক্থ (পুং) ভক্তস্য সিক্থঃ ৬তৎ। ভাতের মাড় বা ফেন।

ভক্তাগ্র (ক্লী) ভোজনশালা। (দিব্যা ৩৩৫।২৪)

ভক্তাদায় (পুং) ধান্যাদির দ্বারা সংগৃহীত কর।

ভক্তাভিলাষ (পুং) ভক্তে অভিলাষঃ ৭তৎ। অন্নের প্রতি অভিলাষ। ২ ভক্তস্য অভিলাষঃ। ভগবদ্ভক্তের ইচ্ছা।

ভক্তি (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভজ-ক্তিন্। ১ বিভাগ। ২ সেবা। ৩ গৌণবৃত্তি। ৪ ভঙ্গী। ৫ উপচার। ৬ অবয়ব। ৭ শ্রদ্ধা। ৮ রচনা। ৯ অনুরাগ বিশেষ। পূজ্য বিষয়ে অনুরাগ ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তি লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শা॰ সূ॰)

ঈশ্বরে পরানুরক্তির নাম ভক্তি।

আরাধ্য-বিষয়ে যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। 'আরাধ্যবিষয়করাগত্বমেব ভক্তিত্বং' ভক্তিসূত্রে ঈশ্বরে পরানুরক্তিই

ভক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই দুই প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে। পরমেশ্বর বিষয়ে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই পরানুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরমপ্রেম. 'নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ' ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধি পূর্ব্বিকা চিত্তবৃত্তির নাম ভক্তি। ইহা প্রীতির অধীন।

"নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" (বিষ্ণু১।২০।১৯-২০)
'ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি॥' (বিষ্ণু১।২০।২৭)

হে ভগবন্! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার ভক্তি নিশ্চলা থাকে, অবিবেকীদিগের বিষয়ে যেরূপ প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী প্রীতিও অবিচলিত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত কৃষ্ণে যাঁহার স্থিরা ভক্তি থাকে, তাঁহার মুক্তি করস্থিত। ধর্ম্মার্থকামে তাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

এই স্থলে যে প্রীতিপদের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ প্রীতি সুখনিরত রাগ বুঝিতে হইবে। যে হেতু উহা সুখনিরত না হইলে উহাতে আসক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহার মূলে সুখ হইবে, এইরূপ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব ঐ যে প্রীতি উহাই সুখনিরত রাগ। পাতঞ্জলে উহার লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—"সুখানুশয়ী রাগঃ" (পাতঃ ২।৭) উহা স্মরণ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা হইয়া থাকে। ভক্ত ভগবন্নাম কীর্ত্তনে বা ভগবন্নামস্মরণে সুখ বোধ করে বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ভক্তির বেগ যতই বৃদ্ধি পায়, ভক্তের ততই কীর্ত্তনাদিতে আসক্তি জন্মে। তখন ভক্ত অনন্যকর্ম্মা হইয়া ভগবচ্চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহারই নামাদি কীর্ত্তনে নিরত থাকে। ভক্ত তদ্গতচিত্ত হইয়া কেবল তাঁহারই ভজনা করে।

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥"(গীতা১০।৯-১০)

'যাহারা মচ্চিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার তত্ত্ব আলাপনপূর্ব্বক পরস্পরকে বুঝাইয়া দেয় ও সেই হেতু অধিকতর আনন্দ লাভ করে এবং আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে ও সেইরূপ যোগযুক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে আমাকে (ঈশ্বরকে) আরাধনা করে, আমিই তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করি। এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে। আমি সেই ভজনকারী ব্যক্তি-বর্গের প্রতি অনুকম্পার্থ তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানস্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকি।' অতএব ভক্তির ফল মুক্তি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ' তৎসংস্থ 'তস্মিন্ ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য' যাঁহাদের ঈশ্বরে অবিচলিত ভক্তি আছে, তাঁহাদের অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥" (গীতা ১২।৭)

যাহাদের চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তৈত্তিরীয় মন্ত্রভাগেও লিখিত আছে—

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥"

'অত্র যজনং ভক্তিঃ' ইহাতেও অভিহিত হইল যে, ভক্তির ফল মুক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রে জ্ঞানও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ভক্তির ফল মুক্তি তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে, মুক্তি হইতে পারে না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। অনুরাগবিশেষই অজ্ঞানের কার্য্য। তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা ভক্তি হইতে কিরূপে মুক্তি আসিতে পারে? ইহার মীমাংসা এইরূপঃ—যেহেতু সেই ভক্তিরূপ-অন্তঃকরণবৃত্তিতে অজ্ঞানের কার্য্য আছে, অতএব তাহা অজ্ঞান জড়িত। অজ্ঞান থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তির প্রধান কারণ ভক্তি নহে, জ্ঞান। অতএব ভক্তির গৌণ ফল মুক্তি, তাহা নিশ্চয়। ভক্তি অবিচলিত হইলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানের কার্য্য যে অনুরাগবিশেষ, তাহাও তখন থাকে না; সুতরাং মুক্তির আর কোন বাধা থাকে না। অতএব ভক্তির অঙ্গ জ্ঞান না বলিয়া জ্ঞানের অঙ্গ ভক্তি বলাই সঙ্গত। এইজন্য শাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে,—'ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে' ঈশ্বরে প্রণিধান, তপস্যা ও স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন হয়, পরে ভক্তি দৃঢ়া হইলে জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়।

বৈষ্ণবগণ ভক্তির ফল মুক্তি ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন, ভক্তির ফল প্রেম। তাঁহারা মুক্তি প্রার্থনা

করেন না। তাঁহাদের মতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ। 'উপায়-পূর্ব্বং ভগবতি মনঃ স্থিরাকরণং ভক্তিঃ' উপায়পূর্ব্বক ভগবানে মনঃস্থিরীকরণের নাম ভক্তি। বিহিতা ও অবিহিতা ভেদে ইহা দ্বিবিধ।

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥" (শাণ্ডিল্যসূত্রভাঃ)

কোন কারণ ব্যতীত দৈব ও বৈদিক কর্ম্মে মনের যে স্বাভাবিক সাত্ত্বিক বৃত্তি জন্মে, তাহাই বিহিতা ভক্তি। মিশ্রা ও শুদ্ধা ভেদে ইহা দুই প্রকার :—

মিশ্রা ভক্তি ত্রিবিধ—কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞান-মিশ্রা। তন্মধ্যে কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী ভেদে তিন প্রকার। তামসী ভক্তিরও আবার হিংসার্থা, দম্ভার্থা ও মাৎসর্য্যার্থাদি ভেদ আছে১। হিংসা, দম্ভ, ও মাৎসর্য্য অভি-সন্ধান করিয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনিই তামস ভক্ত। বিষয়ার্থা, যশোঽর্থা ও ঐশ্বর্য্যার্থা ভেদে রাজসী-ভক্তি তিন প্রকার২। যিনি বিষয়, যশ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য ভগবানে ভক্তি-পরায়ণ হন, তিনি রাজসিক ভক্ত। কর্ম্মক্ষয়ার্থা, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থা ও বিধিসিদ্ধার্থা প্রভৃতি সাত্ত্বিকী ভক্তির লক্ষণ৩। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য বা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে অথবা শাস্ত্রে ভগবানের আরাধনা অভিহিত হইয়াছে, ইত্যাদি কারণে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, তিনিই সাত্ত্বিক ভক্ত। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা।

উত্তমা ভক্তি—যিনি সর্ব্বভূতে আপনার ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন এবং যিনি আপনাতে ও ভগবানে সর্ব্ব-ভূতের অবস্থান দর্শন করেন, তিনি উত্তমভক্ত। মধ্যম ও অধম ভক্তের বিষয় ভক্ত শব্দে বিবৃত হইয়াছে৪।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" ইত্যাদি।
(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য)

আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাতে যাঁহার অবিচ্ছিন্না মতি হয় এবং পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে যাঁহার অহৈতুকী ভক্তি হয়, যিনি আমার সেবা ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি পাইলেও তাহার অভিলাষ করেন না, তাঁহারাই জ্ঞানমিশ্র ভক্ত।

অবিহিতাভক্তি কামজা, দ্বেষজা, ভয়জা ও স্নেহজা ভেদে চারিপ্রকার।

"কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥" (শাণ্ডিল্যসূত্রভা০)

গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, চৈদ্যাদি নৃপ দ্বেষে, সম্বন্ধ ও স্নেহে বৃষ্ণি-নরপতিগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি নয় প্রকার, গৃহস্থগণ এই নয় প্রকার ভক্তির অধিকারী। কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার, বনবাসীরা এই তিন প্রকার ভক্তির অধিকারী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এক, একমাত্র ভিক্ষুগণই এই ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতঃ স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥"
(শাণ্ডিল্যসূত্রভা০)

কায়মনোবাক্যাদি দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, ভক্ত সেই সকলই ভগবান্নারায়ণে সমর্পণ করিবেন। এই ভক্তি একোনবিংশতি প্রকার, যথা—১ ষট্ত্রিংশদ্ বর্গ, ২ ত্রিংশদ্ বর্গ, ৩ ষড়্বিংশতিবর্গ, ৪ পঞ্চবিংশতিবর্গ, ৫ চতুর্বিং-শতিবর্গ, ৬ বিংশতিবর্গ, ৭ একোনবিংশতিবর্গ, ৮ অষ্টাদশবর্গ, ৯ পঞ্চদশবর্গ, ১০ ত্রয়োদশবর্গ, ১১ দ্বাদশবর্গ, ১২ একাদশবর্গ,

১ তামসী ভক্তি—"অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবমপি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥"

২ রাজসী ভক্তি—"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চায়ামর্চ্চয়েৎ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥"

৩ সাত্ত্বিকী ভক্তি—"কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥"

৪ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা উত্তমা ভক্তি—
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা মধ্যমা ভক্তি—
"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥"

কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা অধমা ভক্তি—
"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"
(শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য)

১৩ দশবর্গ, ১৪ নববর্গ, ১৫ সপ্তবর্গ, ১৬ ষড়্ বর্গ, ১৭ পঞ্চবর্গ, ১৮ চতুর্বর্গ, ১৯ ত্রিবর্গ।

এই উনবিংশতিবর্গ ভক্তির বিষয় ভাগবতে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ভাগবতের দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত অভিহিত হইয়াছে।

নারদকৃত ভক্তিসূত্রে ভক্তির বিষয় যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, তাহাও অতিসংক্ষিপ্তভাবে পর্য্যালোচিত হইল। "ওঁ পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ", ওঁ কথাদিষ্বিতি গার্গঃ", "ওঁ আত্মরত্যাবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ", "ওঁ নারদস্তদর্পিতাখিলাচারতাতদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।"

(নারদভক্তিসূ° ১৬-১৯)

ভগবৎ পূজাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি, ইহা মহর্ষি বেদব্যাসের মত। ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক পূজাদির প্রয়োজন। এইরূপে পূজা করিতে করিতে প্রেমের উদয় হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহ্য ও মানস-পূজা নিবৃত্তি পায় এবং ক্রমে বিশুদ্ধা ভক্তি আসিয়া দেখা দেয়।

ভগবৎকথাদিতে অনুরাগের নাম ভক্তি, ইহা গর্গাচার্য্যের মত। ভগবদ্গুণানুবাদ শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সমস্ত সাধনার সার জানিয়া তাহাতেই গাঢ়াভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করাই ভক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।

শাণ্ডিল্যের মতে, আত্মরতির অবিরোধীবিষয়ে অনুরাগের নাম ভক্তি। জগদ্বোধ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র আত্মচৈতন্যে অন্যান্য সমস্ত অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে বিভোর থাকাই আত্মরতি। দ্বৈতভাবেই হউক অথবা অদ্বৈত ভাবেই হউক, আত্মরতির অনুকূল, অনুরাগ বৃত্তির প্রবাহই ভক্তিনামে অভিহিত। লৌকিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্ম দুই প্রকার, মানব যাগ-যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তৎপূজা বিবেচনা করিলেই ভক্তি সাধিত হয়।

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ! তদেব তব পূজনম্॥"

প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যত কিছু লৌকিক ও পারমার্থিক কার্য্য করি, হে জগন্মাতঃ! তৎসমস্ত তোমারই পূজা মাত্র। "ওঁ যথা ব্রজগোপিকানাং" (নারদ ভক্তিসূ° ২১) বৃন্দাবন বিহারিণী গোপরমণীগণই প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ প্রেমে বিভোর হইয়া মদ্যপায়ী মাতালের ন্যায় যাঁহারা গৃহ, সংসার, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, লোকলজ্জা প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই পরমভক্ত। ভগবান্ নিজমুখেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! গোপীগণ আমাতেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ, আমার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আমার জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রক্ষা করিব। গোপীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম বলিয়া জানে। আমি দূরে থাকিলে আমাকে স্মরণ করিয়া তাহারা নিদারুণ বিরহব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। আমি ভিন্ন তাহারা কায়ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে। বৃন্দাবনে আমার পুনর্গমনের শুভসংবাদেই তাহারা জীবিত আছে, আমিই সেই গোপীদিগের আত্মা এবং তাহারাই আমার প্রেমভক্তির বিস্তারকর্ত্তা।*

"ওঁ সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা" (নারদসূ° ২৫) ঐ ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবদ্গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীতা)

এই বাক্যে ভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য দেখাইয়া ভক্তকে যোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানসাধনকালে বর্ণ, আশ্রম, অধিকার ও অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তিসাধনে এ সকলের কিছুমাত্র বিচার নাই। যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও দুর্লভ। "ওঁ ফলরূপত্বাৎ।" (নারদসূ° ২৬) কেন না উহা ফলস্বরূপ, জ্ঞানাভিমানিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভক্তিসাধন দ্বারা জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু নারদের মতে জ্ঞান সাধনের দ্বারা ভক্তি রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। গীতায় কথিত হইয়াছে,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

* "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থে ত্যক্তদেহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্॥
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ॥" (ভাগবত ১০)

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" (গীতা)

এই বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ সাধন দ্বারা মনুষ্য, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল, শান্ত ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানসম্পন্ন হয়। তখন পরমানন্দপূর্ণ হইয়া শোক ও কামনাদিবিহীন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে তাহার পরা-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সকল সাধনের লক্ষ্য ভগবৎকৃপালাভ। কিন্তু ভগবৎ কৃপাদৃষ্টি না হইলে ভক্তির সঞ্চার হয় না, এইজন্য ভক্তি সকল সাধনের ফলস্বরূপ। "ওঁ ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ।" (নারদসূ০ ২৭) ভগবানেরও অভিমানের প্রতি বিদ্বেষ ও দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনকালে সাধকের তত্তৎ সাধনাভিমান উদয় হইলে ভগবান্ প্রসন্ন হন না। অভিমানী তাঁহাকে ভাল বাসিতে পারে না, প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসিলে—আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ না করিলে, 'আমি তোমার ও তুমি আমার' এইরূপ ভাবে বিগলিত না হইলে, ভগবৎ-প্রীতি লাভ করা যায় না।

"ওঁ তস্যাঃ জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে" (নারদভক্তিসূ০ ২৮) কোন কোন পণ্ডিতের মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন।

ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না গৃধ্রগজেন্দ্রাদি জ্ঞানলাভ না করিয়াও ভক্তি-সহকারে ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিল এবং তাঁহার দর্শনও পাইয়াছিল। "ওঁ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে" (নারদভক্তিসূ০ ২৯) অন্য কেহ কেহ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আছে। এ কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কেন না ভক্তি উদয় হইলে আর জ্ঞানতত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিই হয় না। "ওঁ স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ" (নারদসূ০ ৩০) সনৎকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি স্বয়ংই ফলস্বরূপ। কেন না, কোন চেষ্টা বা কৌশল দ্বারা ভক্তি লাভ করা যায় না।

"ওঁ তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ" (নারদসূ০ ৩১)

মুমুক্ষুগণ একমাত্র ভক্তিই গ্রহণ করিবেন। সূত্রকার নারদ বহুবিধ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান মুক্তির সাধন হইলেও উহাতে বিপুল বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। মুক্তিলাভের নিমিত্ত ও ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য ভক্তিই নির্ম্মল পথ। এইজন্য তিনি জীবের প্রতি করুণা করিয়া ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন। মুক্তি ভক্তির লক্ষ্যার্থ ফল নহে। তবে ভক্তিসাধনপথে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যে মুক্তি আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। মুক্তিলাভের পরেও ভক্তির পথ সুদূর বিস্তৃত। মুক্তির জন্য মুমুক্ষু পুরুষকে স্বতন্ত্র সাধন করিতে হয়। ভক্তিই সমস্ত পরমার্থ প্রদাত্রী।

"ওঁ তত্তুবিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ" (নারদসূ০ ৩৫)। ভক্তি বিষয় ও সঙ্গত্যাগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয়াস্বাদে বিরত থাকিলে মন তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকে। বিষয়রুচি মনকে সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত করে, এইরূপে বিষয়ের সঙ্গ, কিংবা লোকের সঙ্গ সর্ব্বদা মনকে বিহ্বল করিয়া রাখিলে মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে ভক্তি-আবেশের সম্ভাবনা নাই। ভক্তি সাধন করিতে হইলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান্ ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবশ্যক। জীবন ধারণের আবশ্যকীয় কার্য্য কাল ভিন্ন যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই ভগবানের নাম জপ ও গুণগান করিবে। কেন না হরিচিন্তন হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন রজ ও তমোগুণের আবেশে আমোদিত হয়, অমনি বিষয়চিন্তা মনকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন ভগবৎপদে বিলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বর্দ্ধিত হয়। যে পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভগবৎ-ভজন সাধনের সামর্থ্য না জন্মে, ততদিন অবকাশ মত লোকের নিকট ভগবৎ কথা শ্রবণ ও স্বয়ং উহা লোকের নিকট কীর্ত্তন করা ভাল; কেন না এইরূপে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়।

"ব্যাবৃত্তোঽপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যজেৎ সদা।
ততঃ প্রেম যথাশক্তি ব্যসনঞ্চ যদা ভবেৎ॥"

যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, ততদিন সময়ে সময়ে হরিকথা শ্রবণাদি করিলে ক্রমে ক্রমে উহাতে আসক্তি বাড়িবে ও ক্রমশঃ ভক্তির বীজ দৃঢ় হইবে। মহাত্মগণের কৃপা বা ভগবানের কৃপাকণাদৃষ্টিই ভক্তির মুখ্য সাধন। "ওঁ মহৎসঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।" (নারদসূ০ ৩৯) মহৎসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ। নিজের শুভাদৃষ্ট ব্যতীত সাধুকে চিনিতে পারা যায় না, সাধু সম্মুখে আসিলেও নিজ মনোমালিন্য জন্য তাঁহাকে সাধু বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য মহৎসঙ্গ দুর্লভ। সাধুকে চিনিতে পারিলেও তাহার সাধনসিদ্ধভাবের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন। এই জন্য মহৎসঙ্গ অগম্য। কিন্তু সাধু-সমাগম কখনও ব্যর্থ হয় না, নিজ অধিকারানুরূপ ফল অবশ্যই লাভ হইয়া থাকে; অতএব মহৎসঙ্গ অমোঘ। "ওঁ লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব" (নারদসূ০ ৪০) ভগবানের কৃপা হইলেই মহতের সঙ্গ হইয়া থাকে। "ওঁ তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ" (নারদসূ০ ৪১)

ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তিযুক্ত সাধুর ক্রিয়াকলাপই তাঁহার লীলা। ভক্তগণের দ্বারাই জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারিত হয়। ভক্ত তাঁহাতে এবং তিনি ভক্তেতে বিরাজমান থাকেন।

"ওঁ তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাং" (নারদসূ° ৪২)

তাঁহারই সাধনা কর, তাঁহারই সাধনা কর। নারদ ভক্তিলাভের অন্য উপায় না দেখিয়া এবং অন্য কোন প্রকারেই জীবের গতি হইবে না জানিয়া তপঃপ্রভাবে একমাত্র ভক্তিকেই সাধনসমুদ্রের অমূল্যনিধি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই জীবের কল্যাণের জন্য তিনি বার বার ভক্তিসাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কি কি কারণে ভক্তির বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে পারে না, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। দূষিত জনসহবাসে প্রকৃতি দূষিতা হয়, এইজন্য ভক্তি লাভেচ্ছুক প্রথমতঃ কুসঙ্গ পরিহার করিবেন। "ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ" "ওঁ কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশকারণত্বাৎ"

(নারদসূ° ৪৩,৪৪)

ঐ কুসঙ্গই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ। কুসঙ্গীর কুপরামর্শে ও অসৎ আদর্শে জীবের ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয়, কোন কারণে ভোগেচ্ছাতৃপ্তির বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধোদয় হইলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসদ্বুদ্ধিবিচারহীন হইয়া পড়ে। তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহবশতঃ চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হইলে চিত্তে সংস্কারাবদ্ধ বিষয়গুলি আর লক্ষিত হয় না। সুতরাং নিজ মঙ্গলসাধনের উপায়ও আর স্মৃতিপথারূঢ় হয় না; স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা জন্মে এবং বুদ্ধিবৈকল্যই মনুষ্যকে ইহ-পরলোকের কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। পরাভক্তির ফল অনির্ব্বচনীয় প্রেম।

"ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং। ওঁ মূকাস্বাদনবৎ। ওঁ প্রকাশ্যতে কাপি পাত্রে। ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্॥"

(নারদভক্তিসূ° ৫১-৫৪)

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। মূকের রসাস্বাদনের ন্যায়। বোবা যেরূপ মিষ্টরস আস্বাদন করিয়া আনন্দে গদ্‌গদ হয়, জিজ্ঞাসা করিলেও রসের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, মানব সেইরূপ প্রেমাবির্ভাব কালে আনন্দে গদ্‌গদ হয়, কিন্তু সে ভাব নিজে অনুভব করিয়াও অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে না, এইজন্য অনির্ব্বচনীয়। ইহা গুণবর্জ্জিত, কামনাতীত, প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং কেবল অনুভবস্বরূপ। ভক্ত উহা প্রাপ্ত হইয়া উহাই দর্শন করেন, উহাই শ্রবণ করেন, উহাই বলেন এবং উহাই চিন্তন করিয়া থাকেন। প্রেমিকের সম্মুখে প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ এবং প্রেমের স্বরূপ একই পদার্থ। যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্‌কেও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই দেখিতে, শুনিতে, বলিতে বা চিন্তা করিতে ইচ্ছা হয় না।

"ওঁ তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি" (নারদসূ° ৫৫)

পরাভক্তির বিষয় আলোচিত হইল। এইক্ষণ গৌণীভক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ওঁ গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা" (নারদসূ°৫৬)

গুণভেদ বা আর্ত্তাদিভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার। এই ভক্তির মধ্যে তমোগুণ অপেক্ষা রাজসিকী এবং রজোগুণ হইতে সাত্ত্বিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ। অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাসু এবং জিজ্ঞাসু অপেক্ষা আর্ত্তভক্ত শ্রেষ্ঠ। কেন না জিজ্ঞাসু বা আর্ত্তব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা।

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তিসাধন সুলভ। কেন না ইহাতে আচার, বিচার, বর্ণ প্রভৃতির কিছুই বিচার করিতে হয় না। ভক্তির গুণে গণিকা বিদ্যাবতী না হইয়াও উদ্ধার পাইল। গোপীগণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া, গৃধ্র ও গজ মনুষ্য না হইয়া এবং গুহক উচ্চবর্ণ না হইয়াও কেবল ভক্তিগুণে ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিল। ভক্তিসাধনে কায়ক্লেশ ও কাতরতা নাই। ভক্তির ন্যায় সুলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তিরাজ্যে বাদবিসম্বাদ প্রভৃতি কিছুই নাই। "ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ। ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ। ওঁ শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ" (নারদভক্তিসূ° ৫৮-৬০)

ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেন না ইহা স্বয়ংই প্রমাণস্বরূপ। ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোনরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। যিনিই ভক্তির উপাসক, তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব করিতে পারেন। ভক্তি হইল কি না, বাদবিবাদের দ্বারা ইহার সংশয়চ্ছেদ করিতে হয় না। ভক্তিসাধনে ক্লেশের উদয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ভক্তি শান্তি ও পরমানন্দস্বরূপ। যেখানে বাদ, বিবাদ, দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, সংশয়, সংকল্প, বিকল্প ও সুখদুঃখাদি তরঙ্গের লেশ মাত্র নাই, তাহাই শান্তিনিকেতন, শান্তি ভবনেই পরমানন্দের প্রকাশ হইয়া থাকে।

"ওঁ ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী" (নারদসূ° ৮১)

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলসময়েই সত্যস্বরূপ ভগবানে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রে যতপ্রকার সাধন কথিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে একমাত্র ভক্তিসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সকল সাধনাই কৃচ্ছ্র-সাধ্য ও বহুল যত্নসুলভ এবং তাহার সকল গুলিতে আবার সকলের অধিকারও নাই। কেবল দীনবেশে ভক্তির আবেশে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই তিনি হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকেন। যোগসাধনায় যুগযুগান্তে যাহা হয় না, ভক্তি-সাধনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। যোগরাজ্যে যিনি বাঙ্‌মনের অতীত, ভক্তিরাজ্যে তিনিই হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত ও বিজড়িত। এইজন্য নারদ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই।'

এই ভক্তি একরূপ হইয়াও একাদশ প্রকার। যথা,—গুণ-মাহাত্ম্যাসক্তি, রূপাসক্তি, পূজাসক্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্যাসক্তি সখ্যাসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, তন্ময়তাসক্তি এবং পরমবিরহাসক্তি।

যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার সকল চেষ্টা ও সকল অঙ্গকে ভালই দেখে, কিন্তু কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের সৌন্দর্য্য বা কোন কোন ভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আসক্ত হইলেও কোন কোন ভক্ত তাহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসক্ত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল রুচিবৈচিত্র্যেরই ফল বলিতে হইবে। রাজা পরীক্ষিৎ, নারদ, হনুমান্‌, পৃথুরাজা প্রভৃতি গুণমহাত্ম্যাসক্ত ভক্ত। কৃষ্ণের বালরূপে নন্দ, উপনন্দ ও যশোদাদি এবং কিশোররূপে ব্রজনারী প্রভৃতি ভজনা করিয়াছিল, এইজন্য ইহারা রূপাসক্ত ভক্ত। পৃথুরাজা পূজাসক্ত, প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত, হনুমান্‌, অক্রূর ও বিদুরাদি দাস্যাসক্ত, অর্জ্জুন, সুগ্রীব, উদ্ধব, কাবের, সুবল, শ্রীদামাদি সখ্যাসক্ত, ব্রজগোপিকাগণ কান্তাসক্ত, নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দশরথ, কশ্যপ, অদিতি প্রভৃতি বাৎসল্যাসক্ত, বলিরাজা আত্মনিবেদনাসক্ত এবং কৌণ্ডিন্য, শুকদেবাদি তন্ময়তাসক্ত ভক্ত ছিলেন। শুকদেব ভক্তি-শিক্ষার একজন প্রধানতম আচার্য্য ছিলেন, যেহেতু ভক্তিরসপ্রধান সেই 'শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং' শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থখানি কথিত হইয়াছিল। (নারদভক্তিসূত্র)

"ভক্ত্যা ভজনোপসংহারাদ্‌গৌণ্যা পরায়ৈ তদ্ধেতুত্বাৎ"

(শাণ্ডিল্যসূ° ৫৬)

ভজন বা সেবাই গৌণীভক্তি। এই গৌণীভক্তিই পরা-ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। পরাভক্তি সাধন করিতে হইলে যে নানাবিধ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, গৌণী ভক্তি সেই বিঘ্নরাশিকে বিনষ্ট করে, এবং পরাভক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে থাকে। এইস্থলে যে ভক্তিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা গৌণী-ভক্তির প্রতিপাদক।

"রাগার্থপ্রকীর্ত্তিসাহচর্য্যাচ্চেতরেষাম্‌" (শাণ্ডিল্যসূ°৫৭)

নমস্কার, নামকীর্ত্তনাদির ফল কেবল অনুরাগ। ভগবানের লীলাভূমি দর্শন, ভগবৎমূর্ত্তির সেবা, অঙ্গরাগ, প্রভৃতি সমস্ত প্রকার সেবাই কেবল ঐকান্তিক অনুরাগ লাভ করিবার জন্য। গৌণী-ভক্তি দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভাগবৎ-সেবা করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া আইসে, চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন নির্ম্মলা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এইজন্য কোন কোন আচার্য্য গৌণীভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

অনেকেই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, শাণ্ডিল্যসূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ লক্ষিত হয়। জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তিসাধনের উপাদান স্বরূপ। জ্ঞান ও ভক্তি—উভয়েই সাধন ও সাধ্য ভেদে দুই প্রকার। যে জ্ঞান দ্বারা বস্তুর পরিচয় উপলব্ধি হয়, তাহা 'সাধনজ্ঞান' এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অতীত যে জ্ঞান, তাহা 'সাধ্যজ্ঞান', এই জ্ঞানস্বরূপই ব্রহ্ম। যে ভক্তি দ্বারা শাস্ত্রাদি পাঠে ও দেবার্চ্চনাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই সাধন-ভক্তি বা গৌণীভক্তি নামে অভিহিত, এবং জ্ঞানযোগাদি দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের পর মুক্তিলাভ করিলে ভগবানের কৃপা-দৃষ্টিতে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম পরাভক্তি বা সাধ্য-ভক্তি। সাধন দ্বারা সাধ্য-ভক্তিলাভ এবং সাধন-ভক্তি দ্বারা সাধ্য-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে উভয়েরই লাঘব ও গৌরব আছে। বস্তুতঃ সাধ্যজ্ঞান ও পরাভক্তিতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই ভক্তি ও জ্ঞান দুইই এক।

"হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ"

(শাণ্ডিল্যসূ° ২১)

অনুরাগের নাম ভক্তি। কোন কোন ঋষির মতে অনুরাগ দুঃখের হেতু স্বরূপ; সুতরাং অনুরাগ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন না সৎসঙ্গের ন্যায় ইহার আশ্রয় উত্তম। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাতে বিয়োগজন্য দুঃখ হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না ঈশ্বরের বিয়োগও নাই বিচ্ছেদও নাই। কুসঙ্গ করিলে দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সৎসঙ্গে দুঃখ পাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। স্ত্রীপুরুষের অনুরাগের ন্যায় দুঃখের আশঙ্কা আছে বলিয়া

উহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরানুরাগ পরম সুখকর এবং মানবের একান্ত প্রার্থনীয়। অতএব ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।

"নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাৎ" "তস্যাং তত্ত্বোচানবস্থানাৎ"

(শাণ্ডিল্যসূ° ২৪,২৫)

ভক্তি ও শ্রদ্ধা এক নহে, কেন না শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হয়। কর্ম্মে শ্রদ্ধা, উপাসনায় শ্রদ্ধা, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা ইত্যাদি প্রকারে শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দোষও ঘটিয়া থাকে। অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবপূজা করিতেছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবপূজার একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, উহা সকল সাধনের একমাত্র শেষফল। অতএব সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে আমার ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(শাণ্ডিল্য সূ°)

হরিভক্তিবিলাসে ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভক্তির সামান্য লক্ষণ—যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত এবং যাহাদের সাহায্যে শব্দ, রূপ ও রস প্রভৃতি অনুগত হইয়া থাকে, সত্ত্বমূর্ত্তি হরির প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক বৃত্তিস্ফুরণ, তাহাই ভগবদ্ভক্তি। ইন্দ্রিয়াদির ঐ বৃত্তিস্ফুরণ বেদপ্রতিপাদিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাদুর্ভূত হয় না।

সাধনভক্তি লক্ষণ—ভগবদ্ভক্তদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাঁহার অর্চ্চনায় অনুমোদন, দম্ভবর্জ্জিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার পূজা, তাঁহার লীলাদি শ্রবণে আসুরক্তি, তদগ্রে নৃত্যগীতাদি, প্রতিদিন তাঁহার নামস্মরণ ও তাঁহার নামে জীবনধারণ, যিনি এই ৮ প্রকার ভক্তি যোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি নীচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাহার দেবতায়, মন্ত্রে ও মন্ত্রদাতা গুরুতে অষ্টবিধ ভক্তি আছে, ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। বিষ্ণুর নাম, লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, কর্ম্মার্পণ, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণান্বিতা ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত কৃতকৃতার্থ হন। হরির শঙ্খচক্র লিখন, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ, তাঁহার অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্ত্তন, শ্রবণ, বন্দন, পদসেবা, পাদোদক ধারণ,তাঁহার নিবেদিত প্রসাদগ্রহণ, বৈষ্ণবদিগের সেবা, দ্বাদশীব্রতে নিষ্ঠাভাব ও তুলসীরোপণ, ভগবান্ বিষ্ণুতে এই যোড়শ প্রকার ভক্তিব্যবস্থা অভিহিত হইয়াছে। ভগবানের মূর্ত্তিসন্দর্শন, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধূপাবশেষাদির আঘ্রাণ, নির্ম্মাল্যগ্রহণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্য, তদগ্রে বীণাবাদন, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নামশ্রবণে তৎপরতা, পদ্ম ও তুলসীমালা ধারণ, একাদশী প্রভৃতিতে রাত্রি জাগরণ, ভগবানের উদ্দেশে গৃহনির্ম্মাণ এবং যাত্রামহোৎসব প্রভৃতিও ভক্তির লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

শ্রবণাদিবিষয়ক যে সকল ভক্তি লক্ষণ লিখিত হইল, এই সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি প্রধান এবং কতকগুলিন অপ্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কারণ প্রেমসাধন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। যেরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে জীবের ভিন্নতা লক্ষিত হয়,তদ্রূপ ভক্তের ভক্তির অনুষ্ঠানেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।* প্রেমভক্তির সিদ্ধি ঘটিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ সকল প্রকার পুরুষার্থ সেবকের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রেমভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যে কার্য্যে আমি আমার এরূপ ভাব না থাকে, যাহাতে ভগবৎ প্রেমরস-মমতা অর্থাৎ ভগবানই আমার এরূপ জ্ঞানের পরিচয় থাকে, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ তাহাকেই প্রেমভক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

প্রেমভক্তির চিহ্ন—যখন আনন্দাতিশয্যনিবন্ধন পুলক ও প্রেমাশ্রু প্রকাশ পায়, যৎকালে লোকে গদ্গদস্বরে উচ্চকণ্ঠে কখনও আনন্দধ্বনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, কখনও গ্রহাভিভূতের ন্যায় হাস্য,রোদন, ধ্যান ও বন্দনা করে, কখনও বা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ! এই নাম উচ্চারণ করিয়া লজ্জা পরিহারপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ভক্তের সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবদ্ভাবে তাহার অন্তঃকরণ ও বাহ্য শরীর প্রধাবিত হইয়া থাকে, অন্য কথা কি, তৎকালে সাতিশয় ভক্তিনিবন্ধন সেই ব্যক্তির অজ্ঞানভাব ও বাসনা একেবারে নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া ভক্তিপথে গমনপূর্ব্বক ভগবান্‌কে লাভ করিয়া থাকে।

(হরিভক্তিবিলাস ১১ বি°)

---

* ভাগবতে ভক্তিসম্বন্ধে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার ভেদের উল্লেখ আছে। তাহাও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে সাত্ত্বিকাদি তিন সংখ্যা ক্রমে ৯টী। ফলকথা ভাগবতের বর্ণনায় শ্রবণকীর্ত্তনাদি ৯ প্রকার ভক্তিতে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া সাকল্যে ভক্তির সংখ্যা ৮১ হইয়া থাকে।

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানু-শীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" (ভক্তির০সি)

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অনুকূল অনুশীলনকে ভক্তি কহে। এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা যায়।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

ইন্দ্রিয় দ্বারা তৎপরত্বরূপে অর্থাৎ অনুকূলতারূপে হৃষীকেশের সেবনকে ভক্তি কহে। এই সেবন সর্ব্বোপাধি রহিত অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মাদিতে অনাবৃত হওয়া আবশ্যক। ভক্তি শাস্ত্রে ইহা ষড়্গুণান্বিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

"ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"

ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী, এই কয়টী উত্তমা ভক্তি।

"ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তৎত্রিধা।"

পাপ, পাপের বীজ এবং অবিদ্যাভেদে ক্লেশঘ্নী ত্রিবিধ। ভক্তি অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপরূপ ক্লেশসমূহ নষ্ট করেন বলিয়াই ক্লেশঘ্নী নামে অভিহিতা হন।

সমুদায় জগতের প্রীতিবিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্গুণ ও সুখ ইত্যাদি শুভ দান করেন বলিয়া ভক্তি শুভদা নামে কথিতা হন। 'ভক্তি হইতে সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তৎত্রিধা।' বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্মসুখ, এবং ঐশ্বরসুখ লাভ করা যায়।

"শুভানি প্রীণনং সর্ব্ব জগতামনুরক্ততা।
সদ্গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ॥"

যাহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্রতি উদিত হইয়াছে, তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন। ভক্তের মোক্ষকামনা না থাকাতেই ভক্তির মোক্ষলঘুকারিতা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥"

ভক্তি সুদুর্ল্লভা যথা—

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা।"

সঙ্গরহিত হইয়া চিরকাল সাধন করিলেও অলভ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকও আশু অদেয়া ভেদে সুদুর্ল্লভা দুই প্রকার। সাধনসমূহ দ্বারাও ভক্তি লাভ হয় না। জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ করা যায় এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্য হইতেই ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে, কিন্তু সহস্রসহস্র সাধনদ্বারাও হরিভক্তি লাভ করা সুকঠিন। ইহাই অলভ্যা ভক্তি।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥"

ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অদেয়া ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥" (ভা০৫।১৬।১৮)

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দ তোমাদের এবং যাদবদিগের পতি, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি এবং কখন কখনও কিঙ্কর হইয়া দৌত্য কার্য্যও করিয়াছেন, তাহা করুন; কিন্তু তিনি ভজনশীল ব্যক্তিকে কখন মুক্তি দেন বটে; কিন্তু ভক্তি দেন না। ইহাতে ভক্তির সুদুর্ল্লভতাই প্রতিপাদিত হইল।

প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিলেন,—

"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥"

হে জগদ্গুরো! আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছি, এখন ব্রহ্মানন্দ সুখও আমার কাছে গোষ্পদ তুল্য বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ সুখ হইতে সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা ভক্তিসুখের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥"

হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী বিশুদ্ধ ভক্তি যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও দান প্রভৃতি আমায় সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি।

ভক্তিতে ভগবান্ আকৃষ্ট হন, তাহা তাঁহার শ্রীমুখেই ব্যক্ত হইয়াছে।

"সা ভক্তিসাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা।"

সেই উত্তমা ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে তিন প্রকার। "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা।" ইন্দ্রিয় প্রেরণা দ্বারা সাধ্যা ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। সেই সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগাভেদে আবার দ্বিবিধ।

'বৈধীরাগানুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা'
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সনাতন-শিক্ষায় লিখিত হইয়াছে,—

এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন॥
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণ উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥
এইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধীভক্তি রাগানুগাভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥

সাধন ভক্তির অঙ্গ যথা—

বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধু মার্গানুগমন॥
কৃষ্ণ প্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস:
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্রী অশ্বত্থ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বহু শিষ্য না করিব।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইব।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থ গৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন।
নিজ প্রিয়দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয়—তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থ অখিলচেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥
সাধু সঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল প্রধান শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবর্ণিত উক্ত ৬৪ প্রকার বৈধীভক্তি যথা—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ম্মানুবর্ত্তনং॥
সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।
নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ॥
ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।
হরিবাসরসম্মানো ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরবং॥
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা।
সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জ্জনৈঃ॥
শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্বং মহারম্ভাদ্যনুদ্যমঃ।
বহুগ্রন্থকলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জ্জনং॥
ব্যবহারেঽপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা।
অন্যদেবানবজ্ঞা চ ভূতানুদ্বেগদায়িতা॥
সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা।
কৃষ্ণতদ্ভক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা॥
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্যাদনুষ্ঠিতিঃ।
অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ॥
ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদিকং।
ধৃতির্বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরের্নামাক্ষরস্য চ॥
নির্ম্মাল্যাদেশ্চ তস্যাগ্রে তাণ্ডবং দণ্ডবন্নতিঃ।
অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিস্থানে পরিক্রমাঃ॥
অর্চ্চনং পরিচর্য্যা চ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ।
বিজ্ঞপ্তিঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদো নৈবেদ্যপাদ্যয়োঃ॥
ধূপমাল্যাদিসৌরভ্যাং শ্রীমূর্ত্তিস্পৃষ্টিরীক্ষণং।
আরত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং তৎকৃপেক্ষণং॥
স্মৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেঽখিলচেষ্টিতং॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং।
তদীয়াস্তুলসীশাস্ত্রমথুরাবৈষ্ণবাদয়ঃ॥
যথা বৈভবসামগ্রী সদ্গোষ্ঠীভির্মহোৎসবঃ।
ঊর্জ্জাদরবিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিষু॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ॥
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে।"
এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদা মার্গ বলেন।

রাগানুগা ভক্তি,—
"বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্মৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে।
রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে॥"

ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। এই রাগানুগা ভক্তি বিবেকের নিমিত্ত। প্রথমতঃ রাগাত্মিকাভক্তির বিষয় কথিত হইতেছে।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগা নামে॥" (চৈতন্য চরি°)
"ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥"

অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশপরাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ। সেই রাগময়ী যে ভক্তি তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।" (চৈতন্য চরি°)

সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা ভেদে দ্বিবিধ। "সা কামরূপা সম্বন্ধ-রূপা চেতি ভবেদ্দ্বিধা॥"

যে ভক্তি সম্ভোগ তৃষ্ণাকে প্রেমময় রূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়।

"সা কামরূপা সম্ভোগ-তৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।"

শ্রীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের জননী, আমি কৃষ্ণের ভ্রাতা, ইত্যাদি অভিমানের নামই সম্বন্ধরূপা ভক্তি।

"সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।"

রাগাত্মিকা ভক্তি দুই প্রকার বলিয়া রাগানুগা ভক্তি ও কামানুগা ও সম্বন্ধানুগাভেদে দুই প্রকার।

"রাগাত্মিকায়া দ্বৈবিধ্যাদ্দ্বিধা রাগানুগা চ সা।
কামানুগা চ সম্বন্ধানুগা চেতি নিগদ্যতে॥"

কেবল রাগানুগাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনের ভাবপ্রাপ্তির জন্য যাহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাহাদের ভক্তিকেই কামানুগা বা সম্বন্ধানুগা বলে।

"কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥"

কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি। ইহা সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও সেই সেই ভাবেচ্ছাময়ী ভেদে দুই প্রকার।

আপনাতে যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব মনন, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি কহিয়াছেন।

"সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥"

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসাদৃশ্যশালী এবং ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষ, তদীয় আনুকূল্যাভিলাষ ও সৌহার্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ, তাহার নাম ভাবভক্তি।

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"
প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলে।
"প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।"
ভক্তহৃদয়ে এই ভাবভক্তি অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইলে,—
"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদারুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"
চৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত হইয়াছে—
"এই নব প্রত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণে গুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥"

প্রেমভক্তি—
"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

যাহা হইতে সমীচীনরূপে চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির (ভাবভক্তির) উদয়।
রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥" (চৈতন্য চরি॰)

সাধকদিগের প্রেমভক্তি প্রাদুর্ভাবের ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"
'কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥

[বিশেষ বিবরণ প্রেমশব্দে দ্রষ্টব্য]

উপরে ঈশ্বরানুগ পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। আরাধ্যদেবতার প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগ এবং তাহার ভজনসাধনরূপ সেবাদিতে আন্তরিক প্রীতিই ভক্তির লক্ষণ। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির এক একটী অঙ্গেরও রসাস্বাদন এবং গুরুপাদাশ্রয়াদি চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের পালনও ভক্তের একান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা সমর্পণ, সর্ব্ববিষয়ে তৎকৃপাবলোকন, জন্ম ও যাত্রাদি মহোৎসব পালন, তাঁহার প্রতি একান্ত শরণাপন্ন হওন ও নিয়ম পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ব্রতাদি সমাপন, সাধুসঙ্গ, ভাগবত আস্বাদন, মথুরামণ্ডলে বাস, নামসঙ্কীর্ত্তন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রীমূর্ত্তিসেবন প্রভৃতি পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গের অশেষবিধ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে *।

ভক্ত কবি নাভাজী মূর্ত্তিমতী ভক্তির যে স্বরূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়দাসের টীকা হইতে আমরা তাহার আভাস পাই। সেই দেবীপ্রতিমার শ্রীঅঙ্গে শ্রদ্ধা, দয়া, নিষ্ঠা, মন, হরিসেবা, সাধুসেবা, স্মরণ ও অনুরাগাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় *। এতদ্দ্বারা কেবল ভক্তিরই উপাঙ্গ নির্ণয় করা হইল। উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি পরস্পর সন্নিবিষ্ট না হইলে মনুষ্যের হৃদয়ে কিছুতেই ভক্তির উদয় হইতে পারে না। ভক্তি উৎপন্ন হইলে আসঙ্গাদিতে পরিলিপ্সা দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞানানর্থ নিবৃত্তি পাইলে নিষ্ঠা হেতু শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে। ক্রমশঃ সেই রুচির বিকাশে হৃদয়ে আসক্তি বলবতী হইলে রতির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, আবার সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণতি পায়। এই চৈতন্যাত্মক প্রেমালোকই অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ। অজ্ঞানমূলক সেই অনুরক্তি-সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রেমমার্গে উপনীত হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ভক্তির সংমিশ্রণ ব্যতীত কেবলমাত্র কর্ম্ম বা জ্ঞান দ্বারা সাযুজ্যলাভ হইতে পারে না। যাহার জ্ঞান ভক্তিমিশ্র, তাঁহার মুক্তি করতলগত হয় †।

অভীষ্ট ও আরাধ্য দেবতার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি একমাত্র সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রবল হইয়া থাকে। নিরন্তর সাধুসেবারূপ বারিসেচনে নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তিবৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হৃদয়াকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্নিগ্ধচ্ছায়া বিতরণ করে। তখন হৃদয়ে একটা সার্ব্বজনীন কোমলতা আসিয়া উপস্থিত হয়, উহা ঈশ্বরপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই একমাত্র ভগবৎ-প্রেম জীবের পাপ, তাপ, মায়া ও দুঃখ দূরীকরণে সমর্থ।

উপাদানভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন ভক্তিতে শান্তি, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার এই পঞ্চরসাত্মক ভাব বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে ভক্তির প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে :—

* একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের্ অর্থাস্বাদন ও সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধু-সঙ্গই ভক্তিসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।
"শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।
সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥" (ভক্তির॰ সি॰ পূঃ ২।৪৩)

* "শ্রদ্ধাই ফুলেল ও উবটনো শ্রবণ কথা মৈল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে।
মনন সুনীর অন্হবায় অঁগুছায় দয়া নবনি বসন প্রনসোঁ ধোলে লগাইয়ে॥
আভরণ নাম হরি সাধুসেবা কর্ণফূল মানসী সুনথ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে।
ভক্তি মহারাণীকো শৃঙ্গার চারু বীরী চাহ রহ সো নিহারি লহে লাল প্যারী পাইয়ে॥

† "শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥"
(ভাগবত ১০।১৪।৪)

"ভক্তিরষ্টবিধা হ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান্ স যতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হরিঃ।"
(গরুড়পু° পূর্ব্বখ° ২১৯।১০-১১)

ম্লেচ্ছেও যদি এই অষ্টবিধা ভক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সে বিপ্রেন্দ্র, মুনি, শ্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয়। সেই ব্যক্তি শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয়। যাহার হৃদয়ে হরিভক্তি বিদ্যমান, সে মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ †।

উপরে ভক্তি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিমত। সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে মানবহৃদয়ে কিছুতেই ভক্তির উদ্রেক হয় না। সাধক গুরুপাদ ও সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন; নচেৎ তাঁহার দীক্ষা নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইবে। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কলিকালে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক নামে চারিটী সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইবে। ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয়ই পৃথিবীর পবিত্রতাবিধায়ক ‡। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী কৃষ্ণনিষ্ঠ ভক্তিবহ পুণ্যাত্মাই কেবলমাত্র ভক্তির অধিকারী। অসাম্প্রদায়িক ও অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগৃহীতার হৃদয়ে ভক্তি আসিতে পারে না, বরং তাহাতে তাহার দীক্ষাবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে §। কৃষ্ণনিষ্ঠ কখনও ব্যভিচারী হয়েন না। ভক্তিমার্গারোহী ভাগবতগণ স্ব স্ব সিদ্ধি পথের আশ্রয় করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন *। শ্রীধর স্বামী তৎকৃত ভাগবতটীকায় এই সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †। [সম্প্রদায় দেখ]

পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তির ফল জ্ঞান এবং তাহা হইতে মানবের মুক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণব সাধকগণ একমাত্র প্রেমকেই ভক্তির মুখ্য-সোপান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনা ও ভজনা দ্বারা যাহা না হয়, ভক্তি থাকিলে অনায়াসেই সেই ইষ্টবস্তু লভ্য হইতে পারে। তবে সাধনা-পরম্পরা ভক্তি সোপানারোহণের অবলম্বিকা মাত্র। একজন বৈষ্ণব কবি জ্ঞান ও যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বলিয়াছিলেন, "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর" এ কথা সত্য এবং সকল গ্রন্থের সারতত্ত্ব।

ভক্তিকর (ত্রি) ১ ভক্তিযোগ্য। ২ যাহাতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিচ্ছেদ (পুং) ১ বিষ্ণুভক্তের বিশিষ্ট চিহ্ন, তিলকাদি। ২ রচনা বা রেখাভঙ্গীবিশেষ।

"ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য"
(মেঘদূ° পূ° ১৯ শ্লোক)

'ভক্তয়ো রচনা রেখা ইতি যাবৎ তাসাং ছেদৈঃ ভক্তিভিঃ'
(মল্লিনাথ)

ভক্তিপূর্ব্বম্ (অব্য) ভক্তি বা সম্মানের সহিত।

ভক্তিভাজ্ (ত্রি) ভক্তিং ভজতে ভজ্-ণ্বি। ১ ভক্তির পাত্র।

ভক্তিমৎ (ত্রি) ভক্তিরস্যাস্তীতি ভক্তি-মতুপ্। ভক্তিযুক্ত।

"গুণবান্ পুত্রবান্ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ ভক্তিমান্ ভবেৎ।
ঐহিকে পরমৈশ্বর্য্যমন্তেনাথপদং ব্রজেৎ ॥"
(শাম্ভবীতন্ত্র মহাকালভৈরবস্তোত্র)

ভক্তিমহৎ (ত্রি) অশেষ ভক্তিসম্পন্ন। ২ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত।

ভক্তিযোগ (পুং) ভক্তেযোগঃ ভক্ত্যা যো যোগঃ। পরমেশ্বরে ভজন সম্বন্ধ।

---

* অষ্টবিধ ভক্তি ১ বিষ্ণুর নাম ও কর্ম্মাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে পুলকাবিসর্জ্জন, ২ শ্রীহরির চরণযুগলই আমার নিত্যকর্ম্ম এইরূপ নিশ্চয় ও তদনুরূপ অনুষ্ঠান, ৩ প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ভগবৎকথিত শাস্ত্রের কীর্ত্তন, ৪ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণের পূজাপূর্ব্বক অনুমোদন, ৫ ভগবৎ-কথা শ্রবণে প্রীতি, ৬ বিষ্ণুতে ভাবনিবেশ, ৭ স্বয়ংই বিষ্ণুর অর্চ্চনা, ৮ বিষ্ণুই আমার উপজীব্য এইরূপ জ্ঞান।

† "চণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥" (মহাভারত)

এই হরিভক্তি যাহার হৃদয়স্থল স্পর্শ করিয়াছে, সেই ভক্ত মুনিজনেরও নমস্য। স্বয়ং সূত এই কথা বলিয়াছেন—

"হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্ যতঃ ॥
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥" (হরি ভ° বি°)

‡ "কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বীরুদ্রসনকা বৈষ্ণবা ভূমিপাবকাঃ ॥" (পদ্মপু°)

অন্যত্র 'শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥' (প্রমেয়রত্না°) এইরূপ নামের পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

§ "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।" (নারদপঞ্চরাত্র)

* "সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শাস্ত্রে সিদ্ধ ॥
শ্রুতিপ্রবর্ত্তক ভাগবতপ্রবর্ত্তক।
যতি প্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক ॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় স্ব স্ব সিদ্ধিপ্রদা ॥" (ভক্তমাল ১৮)

† "সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতন্যতে ॥"
(ভাগবত ১।১।১ টীকার উপক্রমণিকায় স্বামী)

"ভক্তিযোগপ্রকাশায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্॥" (চৈতন্যভা০)

গীতার ১২ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥"(গীতা১২।১)

অর্জ্জুন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এবং সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ-স্বরূপের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সগুণ বা সাকাররূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ হয় অর্থাৎ যিনি একমাত্র 'গতিস্ত্বং' বলিয়া অনন্যভাবে প্রীতি-পূর্ণচিত্তে ভগবানের শরণাগত হন, তিনিই ভগবৎ-স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন। 'আমি ভগবানের উপাসনা করিতেছি, ইনি নিশ্চয়ই আমাকে উদ্ধার করিবেন' এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে যাঁহার সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং যিনি নিজ আরাধ্যরূপকে সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে তাঁহারই ভজনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভক্তযোগী।

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয় না ও যিনি সংকল্প-বিকল্প ছাড়িয়া মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাঁহার দ্বারা কোন লোক সন্তপ্ত হয় না অথবা যিনি অন্য কর্ত্তৃক নিজেও সন্তপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী এবং যিনি ইষ্ট লাভে সন্তোষ বা দুঃখ হেতু দ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি শোক বা আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাঁহার শত্রু ও মিত্র, শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, সুখ ও দুঃখ সমস্তই সমান, তাদৃশ ভক্তিবিশিষ্ট ভক্তই ভগবানের প্রিয়।*

* ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

ভক্তিরস (পুং) ভক্তিঃ ঈশ্বরবিষয়া রতিরেব রসঃ। তৎস্থায়িভাবক রসভেদ। যে রসের স্থায়িভাব ভক্তি।

"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ॥
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

ঈশ্বরে রতি স্থায়িভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। এই স্থায়িভাব বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণতি পায়। তখন ভক্ত এক অপূর্ব্ব ভক্তিরসের স্বাদ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্ত আলম্বন-বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তের ঈশ্বরজন্য চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় (সুখদুঃখাদি বোধশূন্যতা) এই সকল সাত্ত্বিক-ভাব। নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি প্রভৃতি তেত্রিশটী সঞ্চারী-ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা, এই পাঁচপ্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন সাধকে ইহার এক একটী মাত্র প্রকাশ পাইলে, তাহাকে কেবলা রতি কহে এবং উহা বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হইলে, সঙ্কুলা রতি নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এতন্মধ্যে যেটী প্রধানতঃ প্রকাশ পায়, তদনুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে।
(ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে—

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও সঞ্চারিভাব দ্বারা অভিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ি-স্থায়িভাব, শ্রবণাদি দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে আস্বাদাঙ্কুরতা প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরস রূপে পরিণত হয়।

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
(গীতা ভক্তিযোগোনাম ১২ অধ্যায় ২, ১৩-১৯ শ্লোক)

ভক্তিরসের অধিকারী—

"প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।

এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥"

যাহার হৃদয়ে প্রাক্তনী এবং আধুনিকী সদ্ভক্তিবাসনা বিরাজ করে, তাহারই অন্তরে এই ভক্তিরসের আস্বাদন জন্মিয়া থাকে।

ভক্তিরসের বিভাব—

"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।

তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে॥"

রতি আস্বাদনের কারণগুলিকে বিভাব বলে, এই বিভাব আলম্বন এবং উদ্দীপন ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তগণ আলম্বন-বিভাব।

'কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈ রালম্বনা মতাঃ।'

শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন।

যে ভাবকে প্রকাশ করে, তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা প্রসাধন, স্মিত, অঙ্গসৌরভ, বংশ, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং তদ্বাসরাদি উদ্দীপন বিভাব।

"উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।

তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনম্।

স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশশৃঙ্গনূপুরকম্ববঃ।

পদাঙ্কক্ষেত্রতুলসী ভক্তস্তদ্বাসরাদয়ঃ॥"

ভক্তিরসের অনুভাব—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।"

চিত্তগত ভাবের বোধককে অনুভাব বলে। সেই অনুভাব গুলি কিরূপ তাহাই নিম্নশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

"নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।

হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।

লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ।"

সাত্ত্বিকভাব—

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।

ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"

সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতেরা সত্ত্ব বলেন। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম সাত্ত্বিকভাব। এই সাত্ত্বিকভাব স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ ভেদে তিন প্রকার।

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে নস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্।

প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং।

তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী॥"

যে কালে ভগবদ্ভাবে আক্রান্ত চিত্ত অধীর হইয়া আপনাকে প্রাণবায়ুতে অর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করিয়া তুলে, সেই কালে ভক্ত দেহে স্তম্ভাদি ভাব সকল উদ্ভূত হয়।

স্তম্ভাদি ভাব—

"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃস্বরভেদোঽথ বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয়, এই আটটী সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ।

ভক্তিরসের ব্যভিচারী ভাব,—

"নির্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।

শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।

মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াঽবহিত্থা চ।

স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ॥

ঔগ্র্যামর্ষাঽসূয়শ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।

সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥"

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, এবং বোধ এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিকে স্থায়ীভাব বলে। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও হরি-ভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম পূর্ব্ববিভাগ। এই পূর্ব্ববিভাগে চারিটী লহরী আছে। যথা সামান্যভক্তি-লহরী, সাধনভক্তিলহরী, ভাবভক্তিলহরী এবং প্রেমভক্তি-লহরী।

দ্বিতীয়ের নাম দক্ষিণবিভাগ। ইহাতে পাঁচটী লহরী— বিভাব লহরী, অনুভাবলহরী, সাত্ত্বিকলহরী, ব্যভিচারিলহরী এবং স্থায়িভাবলহরী।

তৃতীয় ভাগের নাম পশ্চিমবিভাগ। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চ মুখ্যভক্তিরস পাঁচটী লহরীতে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ভাগের নাম উত্তরবিভাগ। ইহাতে নয়টী লহরী। প্রথম হইতে সাতটী লহরীতে হাস্যাদি সপ্ত গৌণরস বর্ণিত আছে। অষ্টম লহরীতে রসের মৈত্রবৈরস্থিতি এবং নবম লহরীতে রসাভাস বর্ণিত আছে।

এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা মূল ৩৩২৫, টীকা ৩৬৪৪। ইহার টীকাকার শ্রীজীবগোস্বামী। গ্রন্থরচনার কাল—

"রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং।
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ॥"

আমি রূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও রাম (৩) অঙ্গ (৬) শক্র (১৪) অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে গোকুলে অবস্থিত থাকিয়া এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকে উত্তমরূপে উটঙ্কিত করিলাম।

ভক্তিরাগ (পুং) ভক্তির পূর্ব্বানুরাগ।

ভক্তিল (পুং) ভক্তিং ভঙ্গীং লাতীতি লা-ক। সাধুঘোটক, উত্তম ঘোটক।

"প্রভুভক্তা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ।" (শব্দচন্দ্রিকা)

(ত্রি) ২ ভক্তিদাতা।

ভক্তিবাদ (পুং) ভক্তিবিষয়িণী কথা।

ভক্তিসূত্র (ক্লী) 'অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি সূত্রাত্মক শাণ্ডিল্যমুনিপ্রণীত গ্রন্থ বিশেষ।

ভক্তোত্তরীয় (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুলফা, জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মূতা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিরুড়ক এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত ধুতুরা ১০০ টা সমস্ত চূর্ণ করিয়া আহারের পর সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি এবং শ্লীপদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না৹)

ভক্তোদ্দেশক (পুং) বৌদ্ধ সজ্যারামাদিতে নিযুক্ত কর্ম্মচারিবিশেষ, ইঁহারা কে কি ভোজন করিবে, তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন।

ভক্তোপসাধক (পুং) ১ পাচক। ২ পরিবেশক।

ভক্ষ, অদন। চুরাদি৹ উভয়৹ সক৹ সেট্। লট্ ভক্ষয়তি-তে। লোট্ ভক্ষয়তু-তাং। লিট্ ভক্ষয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অবভক্ষৎ-ত। দুর্গাদাস এই ধাতু ভ্বাদি ও চুরাদি উভয়গণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভ্বাদি পক্ষে লট্ ভক্ষতি তে। লোট্ ভক্ষতু-তাং। লিট্ বভক্ষ-ক্ষে। লুঙ্ অভক্ষীৎ-অভক্ষিষ্ট।

ভক্ষ (পুং) ভক্ষ ভাবে কর্ম্মণি বা ঘঞ্। ১ অশন। ২ ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্তু।

ভক্ষক (ত্রি) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ খাদক, ভোজনকারী। পর্য্যায়—ঘস্মর, অদ্মর। (অমর)

"ভক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতির্বিপত্তেঃ কারণং মহৎ।
শৃগালাৎ পাশবদ্ধোঽসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ॥"
(হিতোপদেশ ১।১৩৫)

ভক্ষকার (পুং) ভক্ষং করোতি কৃ-অন্। ভক্ষ্যাপিষ্টকোপজীবী, পর্য্যায়—আপূপিক। (ভরত)

ভক্ষটক (পুং) ভক্ষ-অটন্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ক্ষুদ্রগোক্ষুরক। (রাজনি৹)

ভক্ষণ (ক্লী) ভক্ষ ভাবে ল্যুট্। দ্রবেতরদ্রব্য গলাধঃকরণ,ভোজন। পর্য্যায়,—স্বাদ, স্বদন, খাদন, অশন, নিঘস, বল্ভন, অভ্যবহার, জগ্ধি, জক্ষণ, লেহ, প্রত্যবসান, ঘসি, আহার, প্সান, অবদান, বিঘাণ, ভোজন, জেমন, অদন। (হেম)

"শণশাকং বৃথামাংসং করেণ মথিতং দধি।
তক্রজগ্ধ্যা দন্তধাবশ্চ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্॥" (কল্পলো৹)

ভক্ষণীয় (ত্রি) ভক্ষ-অনীয়র্। ১ ভক্ষ্য দ্রব্য। ২ ভক্ষণ যোগ্য। ভক্ষণীয় দ্রব্য কোন স্থলে কিরূপে স্থাপন করিতে হয়, পাকরাজেশ্বরে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সম্মুখে ভোজন পাত্র, তাহার মধ্যভাগে অন্ন, সূপ, সর্পিঃ,মাংস, শাক, পিষ্ট, মৎস্য দক্ষিণ দিকে রাখিতে হইবে। প্রলেহাদি দ্রব্য,পানীয়,পানক ও চোষ্য প্রভৃতি বামপার্শ্বে এবং ইক্ষুবিকার, পক্কান্ন, পায়স ও দধি অগ্রে স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে ভক্ষণীয় দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করা বিধেয়।

"পুরস্তাদ্বিমলং পাত্রং সুবিস্তীর্ণং মনোরমম্।
তত্র ভক্তং পরিস্রস্তং মধ্যভাগে সুসংস্কৃতম্॥
সূপং সর্পিঃ পলং শাকং পিষ্টমন্নস্ত মৎস্যকম্।
স্থাপয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে ভুঞ্জানস্য যথাক্রমম্॥
প্রলেহাদ্যা দ্রবাঃ সর্ব্বে পানীয়ং পানকং পয়ঃ।
চোষ্যং সন্ধানকং লেহ্যং সব্যপার্শ্বে নিধাপয়েৎ॥
সর্ব্বান্ ইক্ষুবিকারাংশ্চ পক্কান্নং পায়সং দধি।
পুরতঃ স্থাপয়েত্তো দ্বয়োঃ পঙ্ক্ত্যোশ্চ মধ্যতঃ॥"
(পাকরাজেশ্বর)

ভক্ষপত্রা (স্ত্রী) ভক্ষং ভক্ষণীয়ং পত্রমস্যাঃ। নাগবল্লী।

ভক্ষয়িতৃ (ত্রি) ভক্ষি-তৃণ্। ভক্ষণকারী, ভক্ষিতা।

ভক্ষয়িতব্য (ত্রি) ভক্ষ-ণিচ্ তব্য। ভক্ষণীয়। খাদ্যোপযোগী।

ভক্ষালি (পুং) ভক্ষাণামালির্যত্র। ১ দেশভেদ। তত্র ভবার্থে বুঙ্। ভক্ষালিক তদ্দেশভব। (পা ৪।২।১২৭)

ভক্ষিতৃ (ত্রি) ভক্ষ-তৃচ্। ভক্ষক

ভক্ষিতব্য (ক্লী) ভক্ষ-তব্য। ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্তু।

ভক্ষিন্ (ত্রি) ভক্ষ-অস্ত্যর্থে ইনি। ভক্ষণকারী।

"হিংস্রা ভবন্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়োঽভক্ষ্যভক্ষিণঃ।"(মনু ১২।৫৯)

ভক্ষিবস্ (ত্রি) ভক্ষ-কসু বেদে ন দ্বিত্বং। ভক্ষণ। বৈদিক প্রয়োগেই এই পদ সিদ্ধ হয়, লৌকিক প্রয়োগে 'বিভক্ষিবস্' পদ হয়। (অথর্ব্ব৹ ৬।৭৩।৩)

ভক্ষিত (ত্রি) ভক্ষ্যতে স্মেতি ভক্ষ-কর্ম্মণি ক্ত। কৃত-ভক্ষণ বস্তু, যে বস্তু খাওয়া হইয়াছে। পর্য্যায়—চর্ব্বিত, লিপ্ত, প্রত্যবসিত, গিলিত, খাদিত, প্সাত, অভ্যবহৃত, অন্ন, জগ্ধ, গ্রস্ত, গ্লস্ত, অশিত, ভুক্ত, জক্ষিত।

ভক্ষ্য (ত্রি) ভক্ষ্যতে ইতি ভক্ষ-ণ্যৎ। ভক্ষিতব্য, ভক্ষণীয়, ভক্ষণযোগ্য। 'প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং ন ভক্ষ্যং দশম্যাং কলম্বী ন ভক্ষ্যা' (স্মৃতিসর্ব্বস্ব)

সুশ্রুতে ভক্ষ্যদ্রব্য ও তাহার গুণাদির উল্লেখ আছে।

"বক্ষ্যাম্যতঃ পরং ভক্ষ্যান্ রসবীর্য্যবিপাকতঃ।
ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরকৃতা বল্যা বৃষ্যা হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনঃ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬অ০)

রস, বীর্য্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের গুণাদি লিখিত হইল।

ক্ষীরজাত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল—বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, অগ্নিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদের মধ্যে ঘৃতপক্ব পিষ্টকাদি বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাতপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক এবং রক্তমাংসবর্দ্ধক।

গুড়জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল—পুষ্টিকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, অদাহী, পিত্তনাশক, শুক্র ও কফবর্দ্ধক। ঘৃতাদি দ্বারা পক্ব গোধূমচূর্ণজাত পিষ্টকসকল ও মধুমিশ্রিত পিষ্টক বিশেষরূপ গুরুপাক ও বলকর। মোদক সকল অতি দুর্জ্জর, অর্থাৎ সহজে জীর্ণ হয় না। সট্টক—রুচি, অগ্নি, ও স্বরের হিতকর, পিত্ত ও বায়ুনাশক, গুরুপাক এবং বলবৃদ্ধিকারক। বিষ্যন্দন অর্থাৎ কাঁচা গোধূমচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধ সহ প্রস্তুত খাদ্য—মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, মধুর, স্নিগ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, তৃপ্তি এবং বলকর। গোধূম চূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বৃংহণ, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং বলকর; ইহাদের মধ্যে ফেনক অর্থাৎ গুড়মিশ্রিত খাদ্য-দ্রব্য অতিশয় মুখপ্রিয়, হিতকারক ও লঘুপাক। মুদ্গ প্রভৃতি বেসবার—বিষ্টম্ভী, এবং বেসবার মাংসের সহিত হইলে গুরুপাক ও বৃংহণ। পালল অর্থাৎ তিলগুড়াদি দ্বারা প্রস্তুত পিষ্টক শ্লেষ্মজনক, শষ্কুলি কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী ও অতিশয় গুরুপাক। বৈদল (পিষ্টকভেদ) লঘুপাক, কষায়রসবিশিষ্ট এবং বায়ুসঞ্চারক; মাষকলাই সংক্রান্ত পিষ্টক সকল বিষ্টম্ভী, তিক্তগুণবিশিষ্ট, শ্লেষ্মনাশক, মলবৃদ্ধিকর, বল ও শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক। কূর্চ্চিকা অর্থাৎ দুগ্ধ বিকারজাত খাদ্যদ্রব্যসকল গুরুপাক এবং নাতিপিত্তকর। ঘৃতপক্ব খাদ্যদ্রব্যসকল,—হৃদ্য সুগন্ধী, শুক্রবর্দ্ধক, লঘুপাক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, বলকর, বর্ণ ও দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক। তৈলপক্ব খাদ্যদ্রব্যসকল,—বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটুরস বিশিষ্ট, বায়ু ও দৃষ্টিনাশক, পিত্তকর এবং ত্বকের দোষজনক। ফল, মাংস, চিনি, তিল ও মাষকলাই দ্বারা প্রস্তুত তৈল সংস্কৃত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বলকর, গুরুপাক বৃংহণ, হৃদ্য ও প্রিয়। সূপ ভক্ষদ্রব্যসকল,—অতিশয় লঘুপাক। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি দুগ্ধবিকারজাত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল গুরুপাক ও কফবর্দ্ধনকর। কুল্মাষ অর্থাৎ অর্দ্ধসিদ্ধ যব গোধূমাদি বাতকর, রুক্ষ, গুরুপাক এবং মলের হিতকর, ভৃষ্টযব ও গোধূমাদির মণ্ড উদাবর্ত্তরোগনাশক এবং কাস, পীনস ও মেহপ্রতিষেধক। সকল প্রকার শক্তু বৃংহণ, বৃষ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক, গলাধঃকরণমাত্রে বলকর, ভেদক, ও বায়ুনাশক। ঐ শক্তু তরল ও পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং কঠিন হইলে লঘুপাক হয়। শক্তুর অবলেহ মৃদুতা প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ—ছর্দ্দি ও অতিসার নাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, লঘুপাক, তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজ শক্তু—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দাহ, ঘর্ম্ম, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। পৃথুক—গুরুপাক, স্নিগ্ধ বৃংহণ ও কফবর্দ্ধনকর। দুগ্ধ মিশ্রিত পৃথুক বলকর, বায়ুনাশক এবং মলভেদক। নূতন তণ্ডুল অতিশয় দুর্জ্জর, মধুররসবিশিষ্ট ও বৃংহণ, পুরাতন তণ্ডুল ভগ্নসন্ধানকর ও মেহনাশক। চিকিৎসক ভক্ষ্যদ্রব্যের এইরূপ গুণাগুণ স্থির করিয়া ভোক্তার ইচ্ছামত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৬অ০)

ভক্ষ্যকার (ত্রি) ভক্ষ্যং ভক্ষ্যদ্রব্যং করোতীতি কৃ (কর্ম্মণ্যন্। পা ৩।২।১) ইতি অন্। পিষ্টকবিক্রয়জীবী, পিষ্টকশিল্পী (ভরত) পর্য্যায়—আপূপিক, কান্দবিক, পূপিক, পূপবিক্রয়ী, মোদকাদিবিক্রয়ী। (শব্দরত্না০)

ভক্ষ্যাভক্ষ্য (ক্লী) ভক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ। খাদ্যাখাদ্যদ্রব্য, খাদ্য ও অখাদ্য।

"ভক্ষ্যাভক্ষ্যাণ্যনেকানি ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
অত্র শিষ্টা যথা ব্রূয়ুস্তথা কার্য্যবিনির্ণয়ঃ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

লৌহপাত্রে পয়ঃ, গব্য, সিদ্ধান্ন, মধু, গুড়, নারিকেলোদক, ফল ও মূল অভক্ষ্য। দধ্যান্ন, তপ্তসৌবীর, কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রে মধু ও গব্য অভক্ষ্য। কিন্তু তাম্রপাত্রে ঘৃত ভক্ষ্য। তাম্রপাত্রে পয়ঃপান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন, সলবণ দুগ্ধ, মধুমিশ্র ঘৃত বা তৈল ও গুড়যুক্ত আর্দ্রক, পীতশেষ জল, মাঘমাসে মূলক অভক্ষ্য। শ্বেতবর্ণ তাল, প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়াতে বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, তৃতীয়া ও চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে

নারিকেল, নবমীতে তুম্বী, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম্বী, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দ্দশীতে মাষ, পুর্ণিমা ও অমাবস্যায় মাংস। এবং রবিবারে আর্দ্রক অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণদিগের হবিষ্যান্ন ভক্ষ্য। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ২৭ অধ্যায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের ৮৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভক্ষ্যালাবু (স্ত্রী) ভক্ষ্যা ভক্ষার্হা অলাবুঃ। রাজালাবু।

ভগ (পুং ক্লী) ভজ্যতেঽনেনাস্মিন্ বেতি এতদাশ্রিত্যৈব কন্দর্পং সেবতে ইতি ভাবঃ। ভজ সেবায়াং (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) ইতি ঘ। ১ স্ত্রীচিহ্ন। পর্য্যায়— যোনি, বরাঙ্গ, উপস্থ, স্মরমন্দির, রতিগৃহ, জন্মবর্ত্ম, অধর, অবাচ্যদেশ, প্রকৃতি, অপথ, স্মরকূপ, অপ্রদেশ, পুষ্পী, সংসারমার্গ, গুহ্য, স্মরাগার, স্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকুহর, কলত্র, অধঃ। (শব্দরত্নাবলী)

ভগশব্দে লিঙ্গ ও যোনি এই উভয়কেই বুঝায়।

ভজত্যানেনেতি ভগো মেহনং, ভজন্ত্যস্মিন্নিতি ভগং যোনিঃ। (ভাবপ্র০ মধ্যখ০)

রতিমঞ্জরীতে বিস্তীর্ণ ও গভীর এই দুই প্রকার ভগের উল্লেখ আছে—

"বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্।" (রতিম০)

কূর্ম্মপৃষ্ঠ, গজস্কন্দ, পদ্মগন্ধ অথচ সুকোমল, অকোমল, ও সুবিস্তার্ণ এই পাঁচপ্রকার ভগ উত্তম।

"কূর্ম্মপৃষ্ঠং গজস্কন্ধং পদ্মগন্ধং সুকোমলম্।
অকোমলং সুবিস্তীর্ণং পঞ্চৈতে চ ভগোত্তমাঃ॥" (রতিম০)

ভগ শীতল, নিম্ন, অত্যুষ্ণ ও গোজিহ্বাসদৃশ হইলে নিন্দিত।

"শীতলং নিম্নমত্যুষ্ণং গোজিহ্বাসদৃশং পরম্।
ইত্যুক্তং কামশাস্ত্রজ্ঞৈর্ভগদোষচতুষ্টয়ম্" (রতিম০)

ভগের শুভাশুভ লক্ষণাদি সামুদ্রিকে লিখিত হইয়াছে—

কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্কন্ধের ন্যায় উন্নত ভগই স্ত্রীলোকের মঙ্গলদায়ক। ভগের বামভাগ উন্নত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণভাগ উন্নত হইলে পুত্র হইয়া থাকে। যে ভগ দৃঢ়, অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মূষিক গাত্রবৎ বিরল লোমযুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, দুই পার্শ্বে মিলিত প্রায়, গঠন ও বর্ণে কমলদলের ন্যায়, ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম ও সুন্দর এবং আকৃতিতে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় ত্রিকোণ, তাহাই মঙ্গলাবহ ও প্রশস্ত। যে ভগ হরিণের ক্ষুরের ন্যায় অন্নায়ত, উনানের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় গহ্বরবিশিষ্ট, লোম-পূর্ণ এবং মধ্যভাগে প্রকাশিত ও অনাবৃতপ্রায় তাহা অশুভ দায়ক। এইরূপ যোনিবিশিষ্ট স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।*

(পুং) ভজ্যতে ইতি ঘ। ২ রবি। (মেদিনী) সূর্য্যার্থে ভগ শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয়।

'জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্যোনৌ ভগমত্রী তু ভাস্করে।' (রুদ্র)

(ত্রি) ৩ ভজনীয়।

"ইন্দ্রো ভগো বাজদা অস্ত গাবঃ" (ঋক্ ৩।৩৬।৫)

'ভগঃ সর্ব্বৈর্ভজনীয়ঃ স ইন্দ্রঃ' (সায়ণ)

৪ দ্বাদশাদিত্যভেদ। (ঋক্ ২।২৭।১)

৫ ঐশ্বর্য্যাদি ষট্ক। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্রযশ, সমগ্রশ্রী, সমগ্রজ্ঞান এবং সমগ্রবৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্যের নাম ভগ।

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরিতঃ॥" (গীতা১টীকা)

৬ ভোগাস্পদত্ব।

"প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥"(ভা১।১৬।২৯)

'ভগঃ ভোগাস্পদত্বং' (স্বামী)

৭ সুলমণ্ডলাভিমানী। (রামায়ণ ৩।১২।১৮) ৮ ইচ্ছা। ৯ মাহাত্ম্য। ১০ যত্ন (মেদিনী) ১১ ধর্ম্ম। ১২ মোক্ষ। ১৩ সৌভাগ্য। ১৪ কান্তি। ১৫ চন্দ্র। ১৬ জ্যোতিষোক্তযোনি নক্ষত্রদৈবত পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র।

(ক্লী) ১৭ ধন। ১৮ পদ। (নিঘণ্টু) ১৯ গুহ্যদেশ।

ভগঘ্ন (পুং) ভগং তন্নেত্রং হন্তি টক্। মহাদেব। দক্ষযজ্ঞ কালে রুদ্র ভগের চক্ষু নষ্ট করেন, এইজন্য ইহার নাম ভগঘ্ন।

"নমস্তে ত্রিপুরঘ্নায় ভগঘ্নায় নমোনমঃ।" (ভারত ৭।২০২ অ০)

ভগণ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ সমূহঃ। নক্ষত্রসমূহ। কোন গ্রহের একবার দ্বাদশরাশি ভ্রমণের নাম এক ভগণ অর্থাৎ কোন গ্রহের মেষাদি দ্বাদশরাশি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে, তাহাই ভগণ নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত হইয়াছে যে, ষাটি বিকলাতে এক কলা, ষাটিকলাতে এক অংশ, ত্রিশ অংশে একরাশি এবং দ্বাদশরাশিতে এক ভগণ হয়।

---

* "শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভো গজস্কন্ধোপমো ভগঃ।
বামোন্নতস্তেৎ কন্যাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোন্নতঃ।
আখুরোমা গূঢ়মণিঃ সুশ্লিষ্টঃ সংহতঃ পৃথুঃ।
তুঙ্গঃ কমলবর্ণাভঃ শুভোঽশ্বত্থদলাকৃতিঃ।
কুরঙ্গখুররূপো যশ্চুল্লিকোদরসন্নিভঃ।
রোমশো বিবৃতাস্যশ্চ গর্ভনাশোঽতিদুর্ভগঃ।"(শিবোক্ত সামুদ্রিক)

"বিকল্যানাং কলাষষ্ট্যা তৎষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।
তত্রিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণো দ্বাদশৈব তে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

এইরূপে এক একটী গ্রহ সমুদয় নক্ষত্রে থাকিয়া দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকে। নক্ষত্রে ভোগ হয় বলিয়া উহা ভগণ নামে অভিহিত।

"শীঘ্রগস্তান্যথাল্লেন কালেন মহতাল্পগঃ।
তেষান্ত পরিবর্ত্তেন পৌষ্ণান্তে ভগণঃ স্মৃতঃ॥" (সূর্য্যসি০)

গ্রহার্ণবে লিখিত আছে,—প্রথমে দেশান্তর স্থির করিয়া পরে ভগণ নিরূপণ করা আবশ্যক। সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তরদক্ষিণ বিস্তীর্ণ যে একটী রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম মধ্যরেখা, ঐ রেখা হইতে স্বীয়দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই যোজনকে দশ দিয়া পূরণ করিয়া তের দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পল; ঐ পল যদ্যপি ৬০র অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমদেশে হীন করিতে হইবে। আমাদের দেশ কলিকাতা, মধ্যরেখার ২০০ শত যোজন পূর্ব্বে আছে, অতএব এ দেশে দেশান্তর দণ্ড ২।৩৪ পল, ইহা বিষুব সংক্রান্তির বারধ্রুবে যোগ করিতে হইবে।

বিষুব দিনের দিনার্দ্ধ ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে, তাহা যুক্ত-চরার্দ্ধ এবং যত ন্যূন হইবে, তাহা হীন-চরার্দ্ধ। যুক্ত-চরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে যোগ করিতে হইবে এবং হীনচরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুব সংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হইবে, তাহা হইলেই চরার্দ্ধ সংস্কৃত বিষুবধ্রুব হইবে। যে বার যত দণ্ড সময়ে বিষুবধ্রুব হইবে, সেই সময় সূর্য্য মেষে গমন করিবেন। এইরূপে সূর্য্য দ্বাদশমাসে মেষাদি ক্রমে এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইদ্বাদশ রাশি ভোগ করিলে এক ভগণ হয়।

চতুর্যুগে সূর্য্য, বুধ, ও শুক্রের মধ্য (গ্রহদিগের যথার্থ গতির নাম মধ্য) এবং মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্র ৪৪২০০০০ ভগণ, চন্দ্রের ৫৭৭৫৩৩৬ ভগণ, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৫৭২৬৫১৩৭ ভগণ। মঙ্গলের মধ্য ২২৯৬৮৩২ ভগণ। বুধের শীঘ্র ১৭৯৩৭০৭৬, বৃহস্পতির মধ্য ৩৬৪২১২ ভগণ। শুক্রের শীঘ্র ৭০২২৩৬৪ ভগণ। শনির মধ্য ১৪৬৫৮০ ভগণ।" রাহুর মধ্য ২৩২২৪২ ভগণ।

গ্রহদিগের স্বীয় স্বীয় মধ্যভগণ ও শীঘ্র-ভগণ যাহা অভিহিত হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বারা পূরণ করিয়া তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়িহাজার দিয়া ভাগ করিলে ভগণ লব্ধ হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া পূরণ করিয়া উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা রাশি, এবং ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে অংশ লব্ধ হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া পূরণ করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে কলা হইবে। পরে এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিকলাদিও পাওয়া যাইবে। এই লব্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ ত্যাগ করিতে হইবে। পরে রাশ্যাদিতে আপন আপন মধ্য, শীঘ্র, ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে যে সময়ে সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য শীঘ্র হইবে।

স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্রে যোগ করিলে স্বীয় শীঘ্র হইবে। ক্ষেপাঙ্ক রাশ্যাদি—রবির মধ্য ১১।২৭।৫১।৪১।০, চন্দ্রের মধ্য ১১।১।২৪।৩৩।২২, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৮।১।৩৯।৩।২৫, মঙ্গলের মধ্য ১১।২৮।৫১।৪৬।৩৮, বুধের শীঘ্র ১১।২১।৭।১২।৫৮, বৃহস্পতির মধ্য ১১।২৯।৪৯।১০।৫৯, শুক্রের শীঘ্র ১১।২৬।৩১।২৪।৫৪, শনির মধ্য ১১।২৯।৫৫।৩৮।৪৬, রাহুর মধ্য ৫।২৯।৫৩।৬।৩৭, এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সূর্য্য যে সময়ে মেষে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য হইবে।

যে বৎসরের যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনিতে হইবে, প্রথমতঃ সেই বৎসরের বিষুবদিনের মধ্য স্থির করিয়া বিষুব-দিন হইতে সেই অভীষ্ট দিনসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে গ্রহ-গণের স্বীয় স্বীয় ভগণ দ্বারা পূরণ করিয়া কুদিন অর্থাৎ চতুর্যুগ পরিমিত দিন ১৫৭৭৯১৭৮২৮ এই অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ভগণ। পরে পূর্ব্বমত রাশ্যাদি আনয়ন করিয়া ভগণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাশ্যাদি পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বিষুব দিনে যত দণ্ডাদিতে সূর্য্য মেষে গমন করিয়াছেন, সেই দিবসেরও উক্ত দণ্ডাদির মধ্য হইবে *।

গ্রহস্ফুট ও গ্রহণাদি গণনাতে ভগণ স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। (গ্রহার্ণব) [খগোল দেখ]

ভগদত্ত (পুং) ভগমৈশ্বর্য্যং দত্তমস্মৈ ইতি। নরকরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন।

---

* "যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ।
কুজার্কিগুরুশীঘ্রাণাং ভগণাঃ পূর্ব্বযায়িনাম্॥
ইন্দো রসাগ্নিত্রিত্রীষু সপ্তভূধরমার্গণাঃ।
চন্দ্রকেন্দ্রেহঙ্গত্রিরামৈক বাণাঙ্গাশ্বিনগেষবঃ॥
কুজস্য বসুনাগর্ত্তু নন্দলোচনদস্রকাঃ।
বুধ শীঘ্রস্য ষড়সপ্তাগ্নিশৈলাগ্নিনন্দৈকস্রকাঃ॥" ইত্যাদি
(গ্রহার্ণব ৩,৭,৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া ইঁহাকে রাজা করেন। রাজসূয়যজ্ঞের সময় অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার ৮ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে ইনি যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইন্দ্রেরসহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধস্থলে ইনি বিরাট, ভীম, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ ও অর্জ্জুন প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান। দ্রোণ কুরুসৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, একদা ভীমের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হয়। সেইদিন কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম অঞ্জলিকাবিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার গজশরীরে লীন হইয়া গজকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে পাণ্ডবসৈন্যগণ ভীম নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া, ভগদত্তের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে। পরে যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, অভিমন্যু প্রভৃতির সহিতও তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহুতর সৈন্য নাশ হইতেছে দেখিয়া মহাবীর অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবেশ করেন। সেই সময় দুর্য্যোধন ও কর্ণ দুইদিক হইতে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। অর্জ্জুন অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভগদত্তকে আক্রমণ করেন, ভগদত্ত অর্জ্জুনের প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা নিজবক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনহস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। (কালিকা পু° ৩৯ অ°, ভারত সভা ও দ্রোণপ°)

২ জনৈক রাজা। ইনি গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলরাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

ভগনেত্রঘ্ন(হন্) (পুং) শিবের নামান্তর।

ভগন্দর (পুং) ভগং গুহ্যমুষ্কস্থানং দারয়তীতি দৃ-ণিচ্ (পূঃ সর্ব্বয়োর্দারি সহোঃ। পা ২।২।৪১) ইত্যত্র 'ভগে চ দারেরিতি বক্তব্যম্' ইতি কাশিকোক্তেঃ খচ্ (খচি হ্রস্বঃ। পা ৬।৪।৯৬) ইতি হ্রস্বঃ, মুমচ। 'অপানদেশে ব্রণরোগ বিশেষ (Fistula in Ano.)। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

গুহ্যদেশের দুই অঙ্গুলি পরিমিত পার্শ্ববর্তী স্থানে নাড়ী ব্রণের স্থায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। কুপিত বাতাদিদোষ প্র[illegible] ঐ স্থানে একটী ব্রণশোথ উৎপাদন করে, পরে তাহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে অরুণবর্ণের ফেন ও পূয়াদি স্রাব হইতে থাকে। ক্ষত অধিক হইলে সেই পথ দিয়া মল ও মূত্রাদি নির্গত হয়। গুহ্যদেশে কোন রূপে ক্ষত হইয়া ক্রমে পাকিয়া উঠিলে তাহাও ভগন্দর রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। সুশ্রুত পাঠে জানা যায়,—বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সান্নিপাত ও আগন্তু এই পঞ্চকারণে শতপোনক, উষ্ট্রগ্রীব, পরিস্রাবী, শম্বুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দর উৎপন্ন হয়। ভগ, মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে বলিয়া উহা ভগন্দর নামে অভিহিত। ভগদ্বারে যে ব্রণ হয়, তাহা না পাকিয়া উঠিলে পীড়কা এবং পাকিয়া উঠিলে ভগন্দর আখ্যা পাইয়া থাকে। কটি ও কপালদেশে বেদনা এবং মলদ্বারে কণ্ডু, দাহ ও শোথ এইগুলি ভগন্দরের পূর্ব্বলক্ষণ।

শতপোনক-ভগন্দর লক্ষণ—অপথ্য সেবনশীল ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া মলদ্বারের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুলি বা দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করিয়া রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মায়। তদ্দ্বারা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতনা হয়, সত্বর ইহার প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মূত্রাশয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত এবং শতপোনকের স্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের দ্বারা ব্রণ ক্লেদ পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনযুক্ত অজস্র আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে এবং সূচিবিদ্ধের স্থায় যাতনাও অনুভূত হয়। পরে মলদ্বার বিদীর্ণ হইলে সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে দেখা যায়।

উষ্ট্রগ্রীব-ভগন্দর লক্ষণ—পিত্ত কুপিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্বের স্থায় মলদ্বারে অবস্থিত হইয়া রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম, উন্নত উষ্ট্রগ্রীবা সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাহাতে উষ্ণতা, দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় ও প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। ঐ ব্রণে অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ হওনের স্থায় দাহ এবং উষ্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত আস্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে। উহা উপেক্ষিত হইলে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়।

পরিস্রাবী-ভগন্দর লক্ষণ—শ্লেষ্মা কুপিত ও বায়ু কর্ত্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহ্যদেশে অবস্থানপূর্ব্বক শুক্লবর্ণ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা উৎপাদন করে। প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। প্রথমে ব্রণ কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত থাকে, পরে তাহা হইতে বহু পরিমাণে পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসরণ হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে ব্রণ হইতে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। উহাকে পরিস্রাবী ভগন্দর বলা যায়।

শম্বুকাবর্ত্ত-ভগন্দর—বায়ু কুপিত হইয়া কুপিত পিত্ত ও শ্লেষ্মা গ্রহণপূর্ব্বক অধোভাগে গমন করত তথায় পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট পীড়কা জন্মায়। তাহাতে তোদ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি উপস্থিত হয়। উপযুক্ত প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে এবং ব্রণ হইতে নানা বর্ণের আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে।

উন্মার্গী-ভগন্দর—মাংসলোলুপ ব্যক্তি যদি অন্নের সহিত

অস্থিশল্য ভোজন করে,তবে তাহা মলের সহিত মিশ্রিত হয় ও অপানবায়ু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমন কালে মলদ্বার ক্ষত করে। আর্দ্রভূমিতে যেরূপ কৃমি হয়, তদ্রূপ সেই ক্ষতস্থানেও কৃমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্তৃক মলদ্বারের পার্শ্বসকল ভক্ষিত হইয়া বিদীর্ণ হয়। সেই কৃমিকৃত ছিদ্রসমূহ হইতে ক্রমে বাত, মূত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে। উহা উন্মার্গী-ভগন্দর নামে খ্যাত।

সকল প্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্টসাধ্য। যে সকল ভগন্দর দিয়া অধোবায়ু, মল, মূত্র ও কৃমি নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের ন্যায় উন্নত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং পরে বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্ত্তের ন্যায় আকার ধারণ করে, তাহা অসাধ্য।

বায়ু নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প অল্প উপদ্রব ও শোফ বিশিষ্ট রোগ জন্মিয়া শীঘ্র নিবৃত্তি হয়,তাহাদিগের নাম'পীড়কা'। পীড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কা হইতে ভগন্দর জন্মে, তাহা ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগন্দর হয়, তাহা পায়ুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে। ইহা গূঢ়মূল, বেদনা ও জ্বরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যানে গমন কালে বা মলত্যাগ করিলে পায়ুদেশে কণ্ডূ, বেদনা, দাহ, শোফ ও কটিতে বেদনা হওয়া ভগন্দরের পূর্ব্বলক্ষণ। সকল প্রকার ভগন্দরই ঘোর দুঃখের কারণ। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদোষ ও ক্ষত জন্য ভগন্দর অসাধ্য। (সুশ্রুত নিদানস্থা০ ৪ অ০)

ভাবপ্রকাশে এই রোগের উৎপত্তিকারণ ও চিকিৎসাপ্রকরণ এবং পূর্ব্বরূপ ও লক্ষণ লিখিত হইয়াছে—ভগন্দর হইবার পূর্ব্বে কটীফলকে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং গুহ্যে দাহ, কণ্ডূ ও বেদনাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। গুহ্যের এক পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বেদনান্বিত পীড়কা হইয়া ভিন্ন হইলে তাহাকে ভগন্দর কহে। এই ভগন্দর ৫ প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক ও শল্যজ। বাতজন্য শতপোনক নামক ভগন্দর, পিত্তজন্য উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর, শ্লেষ্মজ পরিস্রাবী নামক ভগন্দর, শম্বুক নামক সন্নিপাতজ এবং উন্মার্গী নামক শল্যজ ভগন্দর। ইহাদের লক্ষণ সুশ্রুতোক্ত ভগন্দরেরই তুল্য। কেবলমাত্র শল্যজ ভগন্দরলক্ষণে একটু বিশেষ আছে। গুহ্যদ্বারে কণ্টকাদি দ্বারা বা নখ দ্বারা ক্ষত হইয়া যে শোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবহেলা পূর্ব্বক চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশই বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে কৃমি জন্মে। ঐ কৃমিসমূহ মাংসকে বিদারণ করত বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে বলিয়া উহা উন্মার্গী-ভগন্দর নামে কথিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ভগন্দররোগই ভয়ঙ্কর ও অতিকষ্টদায়ক। তন্মধ্যে সান্নিপাতক ও ক্ষতজ ভগন্দর সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য। এবং যে ভগন্দর হইতে মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও কৃমি বহির্গত হয়, তাহাও অসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—গুহ্যদেশে পীড়কা হইলে অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করাইবে। ঐ পীড়কা যাহাতে পাকিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয় এবং যাহাতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, তাহা করাও আবশ্যক।

বটপত্র, ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা এই সকল পেষণ করিয়া পীড়কাবস্থায় গুহ্যে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। পীড়কার অপক্ক অবস্থায় প্রথমতঃ অতিতর্পণ, তৎপরে ক্রমান্বয় বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশটী ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

[বিরেচনাদি একাদশক্রিয়ার বিষয় ব্রণশব্দে দ্রষ্টব্য]

ঐ পীড়কা পাকিয়া ভিন্ন হইলে এষণী দ্বারা শোষের অন্বেষণ, ছেদন, ক্ষারপ্রয়োগ, ও অগ্নিকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া দোষানুসারে বিবেচনার সহিত ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। তিল, নিম্ব ও যষ্টিমধু, সমভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বেদনাসংযুক্ত ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। জাতিপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ, ও সৈন্ধব এই সকল তক্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর আশু প্রশমিত হয়, তেউড়ী, তিল, হাতীশুড়া, ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃত মধু ও সৈন্ধব সহযোগে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ নিরাকৃত হয়। খদিরকাষ্ঠের কাথ, ত্রিফলা, গুগ্‌গুলু বা বিড়ঙ্গের কাথ পান করিলে ভগন্দর রোগ সারিয়া যায়। শম্বুকের মাংস একমাস পাক করিয়া ভোজন করিলে অজীর্ণ ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। ন্যগ্রোধাদি গণের কাথ ও উহার কল্ক যোগে তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। তিল, লতা ফট্‌কিরী, কুড়, বিষলাঙ্গলা, হাপরমালী, গুলঞ্চা, তেউড়ী ও দন্তী এই সকলের প্রলেপেও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়। এই রোগের শোধন ও রোপণার্থ তিল, হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেড়েলা, লোধ এবং গৃহধূম এই সকল প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। সিজের আটা বা আকন্দের আটা দ্বারা দারুহরিদ্রার চূর্ণ পাক করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক শোষের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ভগন্দর বা সর্ব্বশরীরগত শোষ নিবারিত হয় এবং ত্রিফলার কাথ বিড়ালাস্থির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে। বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, ছোটএলাচ, ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে ভগন্দর রোগ শীঘ্র প্রশমিত হয়।

ইহা ভিন্ন বিষ্যন্দন তৈল, নিশাদ্য তৈল, করবীরাদি তৈল ও নবকার্ষিক গুগ্গুলু প্রভৃতি ঔষধও বিশেষ উপকারক।

শতপোনক ভগন্দররোগে নাড়ীর পার্শ্বে ক্ষত করিয়া দূষিত রক্তাদি স্রাব করাইবে। পরে ঐ ক্ষত পুরিয়া উঠিলে নাড়ীব্রণের স্থায় চিকিৎসা বিধেয়। বহুছিদ্র-বিশিষ্ট শতপোনকরোগে চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, সর্ব্বতোভদ্রক বা গোতীর্থক ছেদ করিবে। মলদ্বারের উভয় পার্শ্বে সমভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক ছেদ এবং এক পার্শ্বে হ্রস্বছেদ করিলে তাহাকে অর্দ্ধ-লাঙ্গলক ছেদ বলে। সেবনীস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুহ্যদ্বার চারিখণ্ডে ছেদ করাকে সর্ব্বতোভদ্রক ছেদ কহে। মল-নির্গম-মার্গের দিকে না দিয়া পার্শ্ব হইতে ছেদ করিলে তাহাকে গোতীর্থক ছেদ বলা যায়। শতপোনকরোগে পূয়াদি স্রাবের সমস্ত মুখই অগ্নি কর্ম্ম দ্বারা দগ্ধ করিবে।

উষ্ট্রগ্রীব ভগন্দররোগে শোথের মধ্যে এষণী প্রবেশ করাইয়া ছেদন করিবে, পরে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং পূতিমার্গ নিবারণার্থে অগ্নিকর্ম্মও হিতকর। স্রাবমার্গ শস্ত্রদ্বারা ছেদ করিয়া ক্ষার বা অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা দগ্ধ করিবে। শোথের অন্বেষণ করিয়া শস্ত্রদ্বারা ছেদ করিবে। ছেদনার্থ খর্জ্জুর পত্রিক, অর্দ্ধচন্দ্র, চন্দ্রবর্গ, সূচীমুখ, ও অবাঙ্মুখ শস্ত্র প্রয়োগ হিতকর। ছেদনের পর অগ্নি বা ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিতে হয়।

শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা যদি অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে উক্ত তৈল পরিষেচন করিবে। শল্যজ ভগন্দরে যন্ত্রের সহিত শোথ ছেদন করিয়া অগ্নিবর্ণ জম্বোষ্ঠ বা তপ্ত লোহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে। ভগন্দররোগী আরোগ্য হইলেও এক বৎসরকাল ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, যুদ্ধ, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ এবং গুরু দ্রব্যভোজন পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্র০ ভগন্দর রোগাধি০)

সুশ্রুতেও ভগন্দররোগের চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দরের মধ্যে শম্বূকাবর্ত্ত ও শল্যজ ভগন্দর দ্বয়ই অসাধ্য। অবশিষ্ট তিন প্রকার কষ্টসাধ্য। ভগন্দর হইলে অপক্ব অবস্থায় রোগীকে অতিতর্পণ হইতে বিরেচন পর্য্যন্ত একাদশ প্রকার প্রতীকার করা বিধেয়। পীড়কা পাকিয়া উঠিলে স্নেহমর্দ্দন ও অবগাহন করাইবে। স্নেহ বা কাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর নিমগ্ন করাকে অবগাহন কহে। পরে রোগীকে শয্যাতে শয়ন করাইয়া অর্শরোগীর স্থায় সূত্রে বা শাটকযন্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক ভগন্দর অধোমুখ, ঊর্দ্ধমুখ, অন্তর্মুখ, কি বহির্মুখ তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া এষণী প্রদান পূর্ব্বক ক্ষতস্থান উন্নত করিয়া পূয়াশয় সহিত ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অন্তর্মুখ ভগন্দর হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বারা সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিয়া প্রবাহণ করিতে অর্থাৎ মলদ্বারে বেগদিতে বলিবে। এরূপ প্রক্রিয়ায় ভগন্দরের মুখ দৃষ্ট হইলে, এষণী প্রদানপূর্ব্বক শস্ত্রপাত করিবে। অগ্নি বা ক্ষার সকল ভগন্দররোগেই প্রয়োগ করা যায়।

শতপোনক ভগন্দরে মলদ্বার মধ্যে অগ্রে ক্ষুদ্র ব্রণ সমস্ত ছেদ করিবে। সেই সকল ঘা পুরিয়া উঠিলে তবে মলদ্বারের মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে। যে সকল শিরা পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে বাহ্যদেশে স্বতন্ত্রভাবে ছেদ করা কর্ত্তব্য। যে নাড়ী পরস্পর সম্বদ্ধ নহে, তাহাও একত্র ছেদন করিলে ব্রণের মুখ অতিশয় বিবৃত হয়; সুতরাং সেই প্রশস্তমুখ দিয়া মলমূত্র নির্গমন হইয়া থাকে এবং বায়ু কর্ত্তৃক আটোপ ও মলদ্বারে কন্‌কনানি জন্মে। এইরূপ ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত করিয়া কখনও ছেদ করিবে না।

এই বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ভগন্দররোগে সার্দ্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, সর্ব্বতোভদ্র অথবা গোতীর্থক ছেদ করা যাইতে পারে। রক্তাদিস্রাবের পথ সকল অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা বিধেয়। ভীরু বা কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির শতপোনক-ভগন্দর হইলে আরোগ্য হওয়া দুষ্কর। এই রোগে শীঘ্র বেদনা ও আস্রাবনাশক স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। কৃশরা বা পায়সের স্বেদ অথবা লাব, তিত্তির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সজলদেশজাত পশুর মাংস সহযোগে বৃক্ষাদনী, এরণ্ড ও বিম্বাদিগণের কাথ বা চূর্ণ স্নেহ কুম্ভে নিহিত করিয়া ব্রণে স্বেদ দিবে। তিল, এরণ্ড, তিসি, মাষকলাই, যব, গোধূম, সর্ষপ, লবণ ও অম্লবর্গ, এই সকল স্থালীমধ্যে রাখিয়া রোগীকে স্বেদ দিতে হইবে। স্বেদ দেওয়া হইলে কুষ্ঠ, লবণ, বচ, হিঙ্গু ও অজমোদা প্রভৃতি দ্রব্য সমভাগে ঘৃত, দ্রাক্ষা বা অম্লরস, সুরা অথবা কাঞ্জীসহ যোগে সেবন করাইবে। তৎপরে ব্রণে মধুকতৈল সেচন এবং মলদ্বারে বায়ুরোগনিবারক তৈল পরিষেচন করিবে। এইরূপ প্রতীকার করিলে মলমূত্র স্ব স্ব পথে নিঃসৃত হইয়া, অন্যান্য তীব্র উপদ্রবেরও শান্তি প্রদান করে।

উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর এষণী দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক ক্ষার পাত করিবে। পরে ইহা হইতে পূতি মাংস সকল নিষ্কাশিত করিতে হয়। সেইজন্য উহাকে অগ্নিদগ্ধ করা আবশ্যক। পূতিমাংস সকল নির্গত হইলে তিল পিষিয়া ঘৃতসংযোগে ইহাতে প্রলেপ দিবে ও তাহা বন্ধন করিয়া ঘৃতে পরিষেচন করিবে। তিন দিনের পর বন্ধন খুলিয়া যদি ব্রণে কোন দোষ দেখা যায়, তবে অগ্রে তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। সংশোধিত হইলে যথাবিধি রোপণ বিধেয়।

পরিস্রাবী ভগন্দরে রসরক্তাদি আস্রাব হইতে থাকিলে তাহার পথ ছেদনপূর্ব্বক ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে এবং পরে তাহাতে ঈষদুষ্ণ অণুতৈল প্রয়োগ করিয়া বমনীয় ঔষধ দ্বারা অল্প পরিমাণে পরিষেচন করিবে। এইরূপ প্রতীকারে ব্রণ কোমল এবং বেদনা ও আস্রাব হ্রাস হইলে তাহার মুখশোষ অন্বেষণপূর্ব্বক ছেদন করিয়া অগ্নিদ্বারা সম্যক্ দগ্ধ করিবে। খর্জ্জূরপত্র, অর্দ্ধচন্দ্র, চন্দ্রচক্র, সূচীমুখ ও অবাঙ্মুখ প্রভৃতি আকারে ভগন্দর ছেদন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ক্ষারের দ্বারাও দগ্ধ করা যায়। তৎপরে ব্রণ কোমল হইলে সংশোধন করিবে।

বালকের বাহ্যমুখ বা অন্তর্মুখ কোন প্রকার ভগন্দর হইলে বিরেচন, অগ্নি, ক্ষার বা শস্ত্র হিতকর নহে। যে সকল ঔষধ কোমল ও তীক্ষ্ণ তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। আরগ্বধ হরিদ্রা ও নালচূর্ণ মধু ও ঘৃতে আপ্লুত করিয়া বর্ত্তির আকারে ব্রণে প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। এই যোগের দ্বারা ব্রণের নালী শীঘ্র আরোগ্য হয়। আগন্তুক ভগন্দরে নালী হইলে শস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া জাম্বোষ্ঠ শলাকা দাহনপূর্ব্বক অগ্নিবর্ণ করিয়া সেই ব্রণের স্থান দগ্ধ এবং প্রয়োজন হইলে কৃমিনাশক ও শল্য-অপনয়ন বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ভ্রমণশীল ব্যক্তির এই রোগ অসাধ্য। ভগন্দরে শস্ত্রপাতজন্য যদি বেদনা হয়, তবে তাহাতে উষ্ণ অণুতৈল পরিষেচন করা কর্ত্তব্য, অথবা স্থালীতে বাতঘ্ন ঔষধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত সরাব আচ্ছাদিত করিবে। পরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাহার মলদ্বারে ঘৃত সেচন করিয়া তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিতে হইবে। অথবা রোগীকে শয়ন করাইয়া নলের দ্বারা বেদনা শান্তিকর নাড়ীস্বেদ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটু, বচ, হিঙ্গু, লবণ, শ্যামা, দন্তী, ত্রিবৃৎ, তিল, কুষ্ঠ, শতমূলী, গোলোমী, গিরিকর্ণিকা, কাসীস, কাঞ্চনবৃক্ষ এবং ক্ষীরীবর্গ, এই সকলের দ্বারা ভগন্দর ব্রণ সংশোধিত করিতে হয়। ত্রিবৃৎ, তিল, নাগদন্তী, ও মঞ্জিষ্ঠা দুগ্ধসহ মধুসৈন্ধব যোগে প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ব্রণের উৎসাদন হইয়া থাকে। রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, ত্রিবৃৎ, গজপিপ্পলী ও দন্তী একত্র ইহাদের কল্কের প্রলেপে ভগন্দরের নালীব্রণ আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ, ত্রিবৃৎ, তিল, দন্তী, পিপুল, সৈন্ধব, মধু হরিদ্রা, ত্রিফলা, ও তুথ প্রভৃতি ব্রণ শোষণের পক্ষে হিতকর। পিপুল, যষ্টিমধু, লোধ, কুড়, এলাইচ, রেণুকা, মঞ্জিষ্ঠা, ধাতকীপুষ্প, শ্যামালতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, সর্জ্জরস, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, কলিচূণ, বচ, লাঙ্গলকী, মোম ও সৈন্ধব প্রভৃতি যোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগন্দররোগ আশুপ্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকি° ৮ অ°)

ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে ভগন্দররোগাধিকারে সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু, বিষ্যন্দন তৈল, করবীরাদ্য তৈল, নিশাদ্য তৈল, সৈন্ধবাদ্য তৈল, নারায়ণ রস, চিত্রবিভাণ্ডক রস, তাম্র প্রয়োগ এবং বিবিধ মুষ্টিযোগ লিখিত আছে। রসেন্দ্র-সারসংগ্রহে— এই রোগাধিকারে বারিতাণ্ডব রস ও ভগন্দরহর রস অভিহিত হইয়াছে। [ইহার প্রস্তুত প্রণালী তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]

গরুড়পুরাণে অর্শ ও ভগন্দর রোগোপশমের এইরূপ ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে ;—

"অটরূষকপত্রেণ ঘৃতং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
চূর্ণং কৃত্বা তু লেপোঽয়ং অর্শোরোগহরঃ পরঃ॥
গুগ্গুলু ত্রিফলাযুক্তং পীত্বা নশ্যেদ্ভগন্দরম্॥" (গ° ১৮৮।৩-৪)

ভগন্দরহররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ;— পারা একভাগ ও গন্ধক দুইভাগ ঘৃতকুমারির রসে তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক তাম্র ও লৌহ তুল্যরূপে মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে স্থাপনানন্তর দুই প্রহরকাল স্বেদ দিবে, পরে ঐ ভস্ম উত্তমরূপে মাড়িয়া কাগ্‌চী নেবুর রসে সাতবার ভাব্‌না দিয়া পুটপাক করিবে। একরতি পরিমাণ বটি সেবনে ভগন্দর আশুপ্রশমিত হয়। চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবেন। (রসেন্দ্রসারস° ভগন্দর চিকি°)

ভগপুর (ক্লী) মুলতানের অন্তর্গত একটী নগর।

ভগভক্ত (ত্রি) ভগে ধনে ভক্তঃ। ধনরত। (ঋক্ ১।২৪।২৫)

ভগভক্ষক (পুং) ভগং যোনিস্তামুপাশ্রিত্য ভক্ষয়তি জীবিকাং নির্ব্বাহয়তীতি ভক্ষ-ণ্বুল্। নায়ক ও নায়িকার মেলক, কুণ্ডাশী চলিত কোটনা। ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভির্ব্রাহ্মণৈরপি।
কুণ্ডাশী যশ্চ তস্যান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥"
(মার্কণ্ডেয় পু° সদাচারাধ্যা°)

ভগল (ত্রি) ভগং তদ্ব্যাপারং লাতি লা-ক। ভগব্যাপার-গ্রাহক।

ভগবৎ (পুং) ভগঃ ষড়ৈশ্বর্য্যং অস্ত্যস্য নিত্যযোগে মতুপ্, মস্য ব। ১ ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত বা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমেশ্বর। ২ বুদ্ধ। (অমর) পরমেশ্বরই ভগবচ্ছব্দ বাচ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। বিশুদ্ধ এবং সর্ব্বকারণের কারণ মহাবিভূতিশালী পরব্রহ্মেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবৎ শব্দের ভকারের দুইটী অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও সমস্তের আধার, গকারের অর্থ গময়িতা, সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান-

ফলের প্রাপক এবং স্রষ্টা। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ৬টীর নাম ভগ। পরব্রহ্মেই এই ভগবৎ শব্দ সার্থক হইয়া থাকে। অন্যত্র ইহা প্রযুক্ত হইলে নিরর্থক হয়। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিদ্যা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্য তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ভগবৎ শব্দের বাচ্য। ব্রহ্ম—শব্দাদির অগোচর, তাঁহার পূজার জন্যই কেবল তাঁহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্ত্তন করা যায়। অতএব একমাত্র পরব্রহ্মই ভগবৎশব্দের বাচ্য *। সর্ব্বদা ভগবন্নামকীর্ত্তন, ভগবৎসেবা প্রভৃতি করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১২৭)

৪ বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, জিনেন্দ্র, সূর্য্য, ব্যাসদেব ও পূজনীয় গুরুপুরোহিতকে ভগবৎ শব্দে অভিহিত করা যায়।

ভগবৎ, বারাণসীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটী পরগণা। গৌতমদিগের আক্রমণ কালে এইস্থান জামিয়াৎ খাঁ গহরবাড়ের অধিকারে ছিল। জামিয়াৎ প্রজাবর্গের সাহায্যে এখানকার পটাট্ দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাচীন নাম হনোয়া।

ভগবৎ, বিষ্ণূপাসক বেনিয়া সম্প্রদায়বিশেষ। [ভকৎ দেখ]

ভগবতী (স্ত্রী) ভগ-মতুপ্, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ পূজ্যা। ২ গৌরী। (মেদিনী) ইনি প্রকৃতিস্বরূপিণী মহামায়া দেবী।

"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মোহমায়া প্রযচ্ছতি॥" (মার্ক পু° ৮১।৪২)

৩ সরস্বতী। ৪ গঙ্গা। ৫ দুর্গা।

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমম্।
দুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা॥
সিদ্ধৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে।
সিদ্ধ্যাদিকে ভগো জ্ঞেয়স্তেন ভগবতী স্মৃতা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° প্রকৃতি° ৫৪ অ°)

৬ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভগবতীচিত্রাঙ্কিত পাগোদা স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

ভগবতীপুর বর্দ্ধমান জেলায় মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৩°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৫´৩০´´ পূ

ভগবত্ত্ব (ক্লী) ভগবতো ভাবঃ, ত্ব। ভগবানের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভগবৎপদী (স্ত্রী) গঙ্গার নামান্তর। বিষ্ণুপদ হইতে তাঁহার উদ্ভব বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত। ভাগবতে লিখিত আছে যে, বলিযজ্ঞে দানগ্রহণ কালে ভগবানের বামপদাঙ্গুষ্ঠনখে অণ্ডকটাহ ভিন্ন হইয়া যে জলধারা নির্গত হয়, তাহাই জাহ্নবী, ভাগিরথী প্রভৃতি নামে কথিত। (ভাগ° ৫।১৭।১)

ভগবৎপাদাচার্য্য, তন্ত্রসার ও প্রাতঃস্মরণস্তোত্র নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণেতা।

ভগবৎপুর, একটী প্রাচীন জনপদ। পরমারবংশীয় মহারাজ বাক্‌পতিরাজদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল।

ভগবৎপুরাণ, অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক একখানি মহাপুরাণ। বৈষ্ণবগণের মতে বিষ্ণুভাগবত ও শাক্তগণের মতে দেবীভাগবতই এই নামে প্রসিদ্ধ। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ]

ভগবদানন্দ, ১ গৌড়পাদীব্যাখ্যা প্রণেতা। ইঁহার অপর নাম আনন্দতীর্থ। ২ স্বপ্রকাশরহস্য প্রণেতা।

ভগবদীয় (পুং) বিষ্ণুর উপাসক। (ভাগ° ৫।৬।১৭)

ভগবদ্গীতা (স্ত্রী) ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগসূচক গ্রন্থ। [গীতা দেখ]

ভগবদ্দাস, রসকদম্বকল্লোলিনী নামে গীতগোবিন্দটীকা প্রণেতা।

ভগবদ্দৃশ্য (ত্রি) ভগবানিব দৃশ্যতে দৃশ-কর্ম্মণি ক্যপ্। ভগবৎতুল্য।

"শ্রুতং মে ভগবদ্দৃশ্যেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ"
(ছান্দোগ্য° উপ°)

ভগবদ্দ্রুম (পুং) মহাবোধি বৃক্ষ। (মেদিনী)

ভগবদ্ভক্ত (পুং) ভগবতো ভগবত্যা বা ভক্তঃ। ১ শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভগবতী-ভক্তিযুক্ত। ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন। ২ দাক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ।

ভগবদ্ভট্ট, নূতনতরিরসতরঙ্গিণীটীকা প্রণেতা।

ভগবদ্ভাবক, ছান্দোগ্যোপনিষদ্বৃত্তি রচয়িতা।

ভগবস্তু, মুকুন্দ-বিলাসকাব্য প্রণেতা।

ভগবস্তুদেব, ভরেহ নগরের অধিপতি। ইনি সেঙ্গর (শৃঙ্গিবর) জাতীয় এবং স্মৃতিভাস্কর গ্রন্থের রচয়িতা নীলকণ্ঠের প্রতি-

---

* "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি বর্ত্ততে।
মৈত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে॥
সম্ভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
স চ ভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ।
এবমেব মহাবাহো ভগবানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্য বাসুদেবস্য নান্যগঃ॥
উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৬ অং° ৫ অ°)

পালক। উক্ত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এই সেঙ্গর রাজবংশের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রাজা কর্ণের পুত্র বিশোক, তৎপুত্র অষ্টশক্র, তৎসুত রায়, তৎপুত্র বৈরাটরাজ, তৎপুত্র বীঢ়রাজ, তৎসুত নরব্রহ্মদেব, তৎপুত্র মন্যুদেব, তৎপুত্র চন্দ্রপাল, তৎপুত্র শিবগণ, শিবের পুত্র রোলিচন্দ্র, তৎপুত্র কর্ণসেন, তৎসুত রামচন্দ্র, রামের পুত্র যশোদেব, তৎপুত্র তারাচন্দ্র, তারাচন্দ্রের পুত্র চক্রসেন, পৌত্র রাজসিংহ এবং প্রপৌত্র সাহিদেব। এই সাহিদেবের পুত্র ভগবন্তদেব বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও সজ্জনপ্রতিপালক ছিলেন।

ভগবন্তনগর, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রায় দুই শতাব্দী হইল, সম্রাট অরঙ্গজেবের হিন্দু-দেওয়ান রাজা ভগবন্ত রায় স্বনামে এই নগর স্থাপনা করিয়া যান।

ভগবন্তসিংহ খীচর, গাজীপুরের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি রাজদ্রোহী হইয়া কোরা অধিকার পূর্ব্বক তথাকার শাসনকর্ত্তা জান্নিসর খাঁকে তাড়াইয়া দেন এবং পরিশেষে তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে রাজমন্ত্রী কামরুদ্দীন খাঁ স্বীয় ভগিনীপতির হত্যাপরাধের প্রতিশোধার্থ তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। মন্ত্রিবরের আদেশে ফরুখাবাদের বঙ্গশ নবাব মহম্মদ খাঁ কোরা অবরোধ করেন, কিন্তু তিনিও বিফলমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। অবশেষে দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক এই রাজ্য বুর্হান্-উল্-মুলুকের হস্তে অর্পিত হইলে, নবাব ও রাজসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। রণক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ভগবন্ত কোরার চৌকীদার দুর্জ্জনসিংহের হস্তে নিহত হন।

ভগবন্ময় (ত্রি) কৃষ্ণার্পিতচিত্ত। যিনি তদ্গতচিত্তে ভগবানের ধ্যানে নিরত।

ভগবানগঞ্জ, আরাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটী সুপ্রাচীন ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ও ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এই স্তূপকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দনির্ম্মিত দ্রোণস্তূপ বলিয়া অনুমান করেন।

ভগবান গোলা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গঙ্গা নদীতীরবর্ত্তী একটী বাণিজ্য স্থান। কলিকাতা হইতে ৬০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২০´ উঃ এবং ৮৮° ২০´ ৩৮´´ পূঃ। নূতন ও পুরাতনভেদে ভগবান গোলা গ্রাম দুইটী ২॥০ ক্রোশ ব্যবধান মধ্যে স্থাপিত। মুসলমান অধিকারে পুরাতন গ্রামাংশ মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। গঙ্গা বন্যাপ্লাবিত হইলে এখনও এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এখানে পুলিশ স্থাপিত আছে। অপর সময়ে নদীর জলগতি পরিবর্ত্তিত হইলে লোকে নূতন নগরে আসিতে বাধ্য হয়, কারণ তখন আর পুরাতন ভাগে পণ্য-দ্রব্যবাহী নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে না।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ দমনার্থ বাদশাহী সৈন্য যখন বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন বিদ্রোহিদলনেতা রহিম শাহ এই ভগবান গোলার নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিয়া জবরদস্ত খাঁ ও বাদশাহী সৈন্যের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভগবান দাস জনৈক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধু। একদা রাজাদেশ প্রচারিত হইল যে, যে কোন বৈষ্ণব তিলক ও তুলসী মালা ধারণ করিবে, তিন দিবস পরে তাহার মস্তকচ্ছেদ করা হইবে। এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে অনৈষ্ঠিকদিগের মনে ভয় উপস্থিত হইল, তাহারা কণ্ঠী ও তিলক ছাড়িয়া দিল; কিন্তু ভগবান দাস এ প্রমাদকালে মৃত্যুকে নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বাঙ্গে তিলকছাব ধারণ করিল। দিবসত্রয় পরে রাজভৃত্যগণ তাহাকে ধৃত করিয়া রাজসকাশে আনয়ন করে। রাজা তাঁহার বিমল ভক্তি-নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (ভক্তমাল ২৫)

ভগবান দাস (রাজা) অম্বরাধিপতি রাজা বেহারীমল্লের পুত্র ও মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহের পিতা। ইঁহারা কচ্ছবাহ বংশীয়। ৯৬৯ হিঃ সম্রাট্ অকবর শাহ যখন আজমীর পরিদর্শনে গমন করেন, তখন ইঁহারা পিতাপুত্রে সম্রাটের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন *।

৯৮০ হিঃ সর্ণালের নিকট ইব্রাহিম-হুসেন-মীর্জার সহিত যুদ্ধকালে তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের জীবন রক্ষা করেন। পরে ইদারের রাণা অমর সিংহকে দিল্লীতে ধৃত করিয়া আনায় তাঁহার যশঃখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাটের রাজ্যকালের ত্রয়োবিংশ বর্ষে কচ্ছবাহগণ তাহাদের তুজুল পঞ্জাবে লইয়া যায়, তদনুসারে রাজা ভগবান দাসও উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হন। ২৯শ বর্ষে ভগবানের কন্যার সহিত সম্রাট-পুত্র যুবরাজ সেলিমের শুভ-পরিণয় সম্পাদিত হয় †। ৩৩শ বর্ষে তিনি ৫ হাজারী সেনানায়ক ও জাবুলীস্থানের শাসনকর্ত্তৃপদে আসীন হইয়াছিলেন। খয়রা-

* রাজা বিহারীমল্ল স্বীয় কন্যাদানে অকবর শাহের সহিত কুটুম্বিতা দৃঢ় করেন। রাজপুতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মোগলরাজের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [বেহারীমল্ল দেখ]

† রাজপুত্র খুস্রুই এই রাজপুত-বালার একমাত্র পুত্র।

বাদে অবস্থিতি কালে তাঁহার মস্তিষ্ক-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখন আত্মনাশের জন্য তিনি নিজ দেহে অস্ত্রাঘাত করেন। তৎপরে আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য সম্রাট্ (৩২শ বর্ষে) বিহারে জায়গীর প্রদান করেন এবং মানসিংহ তথাকার রাজপ্রতিনিধিরূপে অবস্থিত হন।

৯৯৮ হিঃ রাজা টোডরমল্লের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ টোডরমল্লের অন্ত্যেষ্টি সমাপনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার ৫ দিন পরে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

তাঁহার মৃত্যু সময়ে সম্রাট্ কাবুলে ছিলেন, তিনি সেখান হইতেই বঙ্গবিহারের অধিপতি কুমার মানসিংহের উপর রাজা উপাধি ও ৫ হাজারী সেনানায়কের পদ অর্পণ করেন। রাজা ভগবান্ দাস জীবিতকালে লাহোর নগরের জামি-মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভগবান মিত্র বঙ্গের প্রথম ও প্রধান কানুনগো। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী খাজুরডিহির মিত্রবংশে এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে তাঁহার জন্ম হয়। ভগবানের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ বহুকাল কানুনগো পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গবিনোদ উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। তাঁহারই নামগুণে এই মিত্রবংশ 'বঙ্গাধিকারী' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার স্বনামচিহ্নিত বিনোদনগর ও অরঙ্গাবাদ পরগণাই বঙ্গাধিকারীবংশের প্রাচীন ভূসম্পত্তি।

ভগবানলাল ইন্দ্রজী স্বনামখ্যাত জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ইনি স্বীয় বিদ্যাপরাকাষ্ঠার জন্য পণ্ডিত ও ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধার দ্বারা তিনি অনেক ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

পণ্ডিত ভগবানলাল জুনাগড়ের কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ সোরাটের (সৌরাষ্ট্র?) নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া অথবা দেশীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণবংশের চিরন্তন প্রথানুসারে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বালক ভগবান্‌কে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগুলিও অধ্যয়ন করিতে হইত। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে তিনি শীঘ্রই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও শাস্ত্রমূলক সংস্কৃত গ্রন্থাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঐতিহাসিক-অনুশীলনী-শক্তিও দিন দিন উন্মুখীন হইতে ছিল। স্বদেশস্থ গির্ণর পর্ব্বত বক্ষে লুকাইত প্রাচীনতম গৌরবকীর্ত্তিসমূহের ঐতিহাসিক শ্রুতি অবলম্বনে তিনি প্রত্নতত্ত্ববিষয়িণী বহুল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অতি বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। বাল্যকালের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিনিবন্ধন তিনি গির্ণর-পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রায়ই ইতস্তত পর্য্যবেক্ষণে ভ্রমণসময় অতিবাহিত করিতেন। ঐ সময়ে পর্ব্বতোপরি সম্রাট্ অশোকের প্রশস্তি এবং রুদ্রদাম ও স্কন্দগুপ্তের সাময়িক শিলালিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহান্ কৌতূহল উদ্দীপিত হয়। প্রস্তরগাত্রে খোদিত এই বিচিত্র লেখমালার সমাবেশ দেখিয়া প্রথমে তিনি চমৎকৃত হন। উহার পাঠোদ্ধার হইলে সম্ভবতঃ উহা হইতে কোন অলৌকিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই চিন্তা তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ক্রমে তিনি প্রিন্সেপ সাহেবকৃত একখানি 'ভারতীয়-অক্ষরতালিকা' সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধারপূর্ব্বক সাধারণের বোধগম্য করিতে সমর্থ হন। বালকের এই অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া, ফর্বিশ সাহেব (Mr. Kinloch Forbes) ভগবান্‌কে পণ্ডিতকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ডাঃ ভাউদাজীকে বিশেষ অনুরোধ করেন; তদনুসারে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভাউদাজী পণ্ডিতের অধীনে কর্ম্মে ব্রতী হইয়া প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসার প্রশস্তক্ষেত্রে অগ্রসর হন। যে ১২ বর্ষাধিককাল তিনি ঐ পণ্ডিতবরের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার জীবনের শিক্ষানবিশী ও ভ্রমণকাল বলিতে হইবে। ডাঃ ভাউদাজী ও পণ্ডিত গোপালপাণ্ডুরঙ্গ পদ্যে একযোগে যে সকল শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির প্রতিলিপি পাঠ করিতেন, তাহার ভ্রমনিরাকরণের জন্য ভগবানলাল মূলফলকের পাঠ মিলাইতে যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত ভগবানলাল গুজরাত, কাঠিয়াবাড়, উজ্জয়িনী, বিদিশা, আলাহাবাদ, ভিতরী, সারনাথ ও নেপাল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন*। তিনি যে কেবল ঐ কয়টী স্থানে গিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; কার্য্য ব্যপদেশে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজপুতনা, জয়শালমীর পর্য্যন্ত সমগ্র মরুভূমি, মধ্যভারত, মালব, ভোপাল, সিন্দে-

* রুদ্রদাম ও স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় Jour. Bom. Br R. A. S. Vol vii. p118 ও Vol VIII, IX, XI. ভাগে এই এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং উত্তরভারতের যুসুফজৈ জেলার শাহবাজগড় হইতে পূর্ব্বে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানের শিলাফলক ও মুদ্রাদির প্রতিলিপি পাঠ এবং পুথি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ভ্রমণ সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধ্বংসপ্রায় সুপ্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের আমূল বৃত্তান্ত তিনি স্বীয় পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজী ও প্রাকৃতভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

এইরূপ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি শিলালিপি পাঠবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নেপালের কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে ডাঃ ভাউদাজীর মৃত্যু হওয়ায় এবং তদ্বংশধরগণ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে ও পাণ্ডিত্য-সহকারে ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের আলোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি' এবং 'বোম্বে ব্রাঞ্চ অব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি ঐ পত্রিকাদ্বয়ে যে ২৮টী প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডাঃ ক্যানিংহামের 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্ট' ও 'বোম্বাই গেজেটিয়ার' নামক পুস্তকেও তাঁহার কএকটী মহামূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুপারা-স্তূপ আবিষ্কার প্রবন্ধ তাঁহাকে চিরদিন প্রত্নতত্ত্ব-সম্প্রদায়ের সুদক্ষ ও সৌভাগ্য-সূর্য্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিডেন ইউনিভার্সিটী হইতে Doctor of Philosophy আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি Koninklijk Institut vor de Taal Landen Volken Kunde van Nederlandsch Indie ও Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland নামক সভাদ্বয়ের অবৈতনিক সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ডাঃ বার্গেশ, ডাঃ কাম্বেল, ডাঃ সেনার্ট, ডাঃ কোড্রিংটন, ডাঃ বুলার ও প্রোফেসার কার্ণ প্রভৃতি মহামনা য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের সহিত তিনি সর্ব্বদাই পত্রযোগে প্রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে মতামত নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। বোম্বাই নগরস্থ তাঁহার বালকেশ্বর প্রাসাদে সংস্কৃতজ্ঞ য়ুরোপীয় অতিথির সমাগমে তিনি পরম প্রীত হইতেন এবং তাঁহাদের সন্দেহপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানফলের প্রকৃত উত্তরদানে তাঁহাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও তুষ্ট করিতেন। দুঃখের বিষয়, এরূপ উদ্যমশীল ভারতসন্তান, ভারতেতিহাসের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া যান, সে বৃক্ষের মধুর ফল তাঁহাকে আর অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ মে ৪৯ বর্ষ বয়সে তিনি ভবলীলা শেষ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন*।

আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তিনি কখনও সাংসারিক সুখস্বচ্ছন্দলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অবস্থা ততদূর স্বচ্ছল ছিল না। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইলেও তাঁহাকে উদরপূর্ত্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। বুলার সাহেব (G. Buhler) বলেন, তাঁহার সহিত ভগবানলালের পরিচয় কালে ভগবানলাল কোন দেশীয় বণিকের আপিসে কর্ম্ম করিতেন অথবা তিনি ঐ বণিকের অংশীদার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় সাংসারিক ব্যয় সংগ্রহ করিতেন। স্বভাবতঃ স্বাধীন প্রকৃতির পক্ষপাতী হওয়ায় তিনি কখনও গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করেন নাই। কএকবার মাত্র তিনি বার্গেশ ও কাম্বেলের অনুরোধে বোম্বাই-গেজেটীয়ার পত্রিকার সংগ্রহকার্য্যে লিপ্ত হন মাত্র। এতদ্ভিন্ন কাঠিয়াবাড় প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যগণের বদান্যতায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাদি বৃটীশ মিউজিয়মে দান করিয়া যান।

ভগবান সিংহ, নাভাবংশের জনৈক রাজা। [নাভা দেখ]

ভগবেদন (ত্রি) ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক।

ভগশাস্ত্র (ক্লী) ভগব্যাপারবোধকং শাস্ত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা•। কামশাস্ত্র।

ভগস্ (ক্লী) ভগ। "ভর্গো মে বোচো ভগো মে বোচো যশো মে বোচঃ।" (আশ• গৃহ্য ১।২৩।১৫) [ভগ দেখ]

ভগহন্ (পুং) ভগং ঐশ্বর্য্যং সংহারকালে হন্তি হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৩)

ভগহারিন্ (ত্রি) শিব।

ভগাক্ষিহন্ (ত্রি) শিব।

ভগাঙ্কুর (পুং) ভগে গুহ্যস্থানে অঙ্কুর ইব। অর্শোরোগ।

ভগাধান (ক্লী) ভগস্য আধানং। ১ মাহাত্ম্যাধান। ২ সৌভাগ্য।

* মৃত্যুর ৪ মাস পূর্ব্বে ২৭শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে নিজের দৈন্য ও শারীরিক অসুস্থতা জ্ঞাপন করিয়া একপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ানের নিকট হইতে মাসহরা পাইবার প্রত্যাশায় অনুরোধের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

ভগাল (ক্লী) ভজতি সুখদুঃখাদিকং কর্ম্মজন্মনেনেতি ভজ্যতেঽনেনেতি বা ভজ (পীবৃকণিভ্যাং কালনিতি। উণ্‌০ ৩।৭৬) ইতি বাহুলকাৎ ভজেরপীতি উজ্জ্বলদত্তঃ ইতি কালন্, জন্ত্বাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ। নৃ-করোটি, নরকপাল। (জটাধর)

ভগালিন্ (পুং) ভগালং নৃকপালং ভূষণত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ নৃকপালধারী। ২ শিব। (ত্রিকা০)

ভগিনী (স্ত্রী) ভগং যত্নঃ পিত্রাদিতো দ্রব্যাদানে বিদ্যতেঽস্যা ইতি ইনি, ততো ঙীপ্। ১ সোদরা, সহোদরা, স্বসা। ভগং যোনিরস্যা অস্তীতি ভগ-ইনি ঙীপ্। ২ স্ত্রীমাত্র। মনুতে লিখিত আছে, পরস্ত্রী অথবা যে স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে ভবতি, সুভগে বা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

"পরস্ত্রী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥" (মনু২।১২৯)

ভগিনীপতি (পুং) ভগিন্যাঃ পতিঃ। স্বসৃভর্ত্তা। পর্য্যায়, আবুত্ত, ভাব, চলিত বোনাই।

"ভগিনীপতিরাবুত্তো ভাবো বিদ্বানথাবুকঃ।" (অমর)

ভগিনীয় (পুং) ১ ভগিনী সম্বন্ধীয় বা ভগিনীজাত-পুত্র। ২ ভাগিনেয়।

ভগীরথ (পুং) ভং জ্যোতির্ম্মণ্ডলং গীর্বাগ্ময়ং তত্র রথ ইন্দ্রিয়াণি রথ ইব যস্য। সূর্য্যবংশীয় নৃপভেদ। সূর্য্যবংশীয় অংশুমান্ তনয় দিলীপের পুত্র। সগরতনয়গণ কপিলের শাপে ভস্মীভূত হইলে সগরবংশীয় নৃপতিগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নের জন্য বহু চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভগীরথ ইঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। ঐ তপস্যার ফলে তিনি গঙ্গাকে আনিয়া পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগীরথ হইতেই গঙ্গা পৃথিবীতে আইসেন বলিয়া ভাগীরথী নামে প্রসিদ্ধা হন। (মৎস্যপু০ ১২ অ০ রামা০ ১।৪২,৪৩,৪৪ স০)

[গঙ্গা ও ভাগীরথী দেখ]

ভগীরথ অবস্থি, জনৈক বিখ্যাত টীকাকার। তিনি পীতমুণ্ডীবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের পুত্র ও বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর। কূর্ম্মাচলাধিপ জগচ্চন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কাব্যাদর্শটীকা, কিরাতার্জ্জুনীয়টীকা, বিজয়াদেবীমাহাত্ম্যটীকা, নৈষধীয়টীকা, মহিম্নস্তবটীকা, তত্ত্বদীপিকা নামক মেঘদূতটীকা, জগচ্চন্দ্রদীপিকা নামক রঘুবংশ টীকা ও শিশুপালবধের টীকা রচনা করেন।

ভগীরথ মিশ্র, বল্লভাচার্য্যকৃত ন্যায় লীলাবতীর টীকা রচয়িতা।

ভগীরথমেঘ, জনৈক গ্রন্থকার, মেঘ ভগীরথ ঠক্কুর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়দেবের পৌত্র। জয়দেব পণ্ডিতের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কিরণাবলীপ্রকাশ ব্যাখ্যা, দ্রব্য-প্রকাশিকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশপ্রকাশিকা ও ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশব্যাখ্যা নামে তদ্রচিত কয়খানি ন্যায়গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভগেবিত (ত্রি) ধনবিষয় রক্ষণযুক্ত।

"সনেম ভগেবিতাতুর্ফরী ফারিবারং" (ঋক্ ১০।১০৬।৮)

'ভগেবিতা ভগো ধনং তদ্বিষয়রক্ষণযুক্তৌ' (সায়ণ)

ভগেশ (পুং) ভগস্য ঈশঃ ৬তৎ। ঐশ্বর্য্যাদির ঈশ্বর।

"ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশম্" (শ্বেতা০ উপ০)

ভগোল (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রসমূহেন বিরচিতঃ গোলাকারঃ পদার্থঃ। ভপঞ্জর, নক্ষত্রচক্র।

"সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং সুরদ্বিষাম্।
উপরিষ্টাদ্ ভগোলোঽয়ং বক্ষে পশ্চান্মুখঃ সদা॥"(সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

[খগোল দেখ]

ভগ্ন (ত্রি) ভনজ-ক্ত, সন্ধ্যাদ্ বিশ্লিষ্টত্বাৎ তথাত্বং। ১ পরাজিত। ২ মুটিত, চূর্ণিত, চলিত ভাঙ্গা।

"চিরকালোষিতং জীর্ণং কীটনিষ্কুষিতং ধনুঃ।
কিং চিত্রং যদি রামেণ ভগ্নং ক্ষত্রিয়কান্তিকে॥" (ভট্টি)

(ক্লী) ভজ্যতে আমর্দ্দ্যতে বিশ্লিষ্যতে ইতি ভঞ্জ-ক্ত। ৩ রোগবিশেষ। অবয়বগত অস্থিসমূহের স্থানচ্যুতি অথবা ভঙ্গ জন্য শরীর মধ্যে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে ভগ্নরোগ বলা যায়। সুশ্রুতে ইহার নিদানাদি এইরূপ লিখিত আছে,—উচ্চস্থান হইতে পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ, হিংস্রপশুর দংশন প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায়। একসন্ধিস্থল হইতে অপর সন্ধিস্থলের মধ্যবর্ত্তী অস্থিখণ্ডকে কাণ্ড বলে। এইরূপ দুইখানি কাণ্ডাস্থি যে সংযোগস্থলে আবদ্ধ, তাহাই অস্থিসন্ধি নামে পরিচিত। প্রধানত ভগ্নরোগ ২ প্রকার—সন্ধিভঙ্গ (Dislocation) ও কাণ্ডভঙ্গ (Fracture)। কারণ ভেদে সন্ধিভঙ্গ ৬ প্রকার,—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যক্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্ন। সাধারণতঃ এই ৬ প্রকার সন্ধিভগ্ন হইতেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন, পরিবর্ত্তন, আক্ষেপণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষেপ এবং কার্য্যকালে তত্তদঙ্গের শক্তিহীনতা বোধ, অতিশয় যাতনা ও স্পর্শ করিলে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয়পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জন্মে, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাপ্রকার কষ্টদায়ক বেদনা উপস্থিত হয়। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে অল্প শোফ ও সতত বেদনা এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে। সন্ধি বিবর্ত্তিত হইলে অঙ্গ বিকৃত ও উভয়পার্শ্বে তীব্র বেদনা বোধ হয়, তির্য্যক্‌গত হইলে

ঐরূপ বেদনাই হইয়া থাকে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধো ভঙ্গ হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন হয়।

কাণ্ডভঙ্গ সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার—১ কর্কটক, ২ অশ্বকর্ণ, ৩ চূর্ণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত, ৬ কাণ্ডভগ্ন, ৭ মজ্জানুগত, ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাটিত ও ১২ স্ফুটিত। এই রোগে সচরাচর অতিশয় শ্বয়থু, স্পন্দন, বিবর্ত্তন, স্পর্শ করিলে অসহ্য যাতনা, টিপিলে শব্দানুভব এবং অঙ্গসমূহ শ্রস্ত ও নানাপ্রকার বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, এরূপ অবস্থাতে রোগী কখনই সুখলাভ করিতে পারে না।

১ অস্থিদণ্ডের উভয়দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থির ন্যায় উন্নত হইলে কর্কটক, ২ সেই ভগ্নাস্থি অশ্বের কর্ণের ন্যায় উন্নত হইলে অশ্বকর্ণ, ৩ অস্থি চূর্ণ হইলে চূর্ণিত, ইহা শব্দ ও স্পর্শের দ্বারা জানা যায়। ৪ অতিশয় স্থূল এবং অধিক শোফবিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত, ৫ পার্শ্বদ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত, ৬ প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাণ্ডভগ্ন, ৭ কোন অস্থিখণ্ড অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে তাহাকে মজ্জানুগত, ৮ অস্থি নিঃশেষরূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত, ৯ অস্থি ঈষৎ বক্র হইয়া ভগ্ন বা বিশ্লিষ্ট হইলে বক্র, ১০ অস্থি ভগ্ন হইয়া একপার্শ্বে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন, ১১ নানাপ্রকারে বিদীর্ণ হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে পাটিত এবং ১২ শূকপূর্ণ (শুঁড়া ফুটার) সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে স্ফুটিত বলা যায়। এই সকলের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জানুগত এই সকল কৃচ্ছ্রসাধ্য। কৃশ, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাসরোগীদিগের সন্ধিভঙ্গ হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য।

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে এবং কটিদেশের সন্ধি মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘনদেশ প্রতিপিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। যাহার কপালাস্থি বিশ্লিষ্ট ও ললাট চূর্ণিত, যাহার স্তন মধ্য, শঙ্খ, পৃষ্ঠ, ও মস্তক ভগ্ন এবং যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিকৃতিভাব প্রাপ্ত, তাদৃশ রোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন।

(সুশ্রুত নি০ ১৫অ০)

এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অল্পাহারী, অমিতাচারী, অথবা বায়ুপ্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্নরোগ হইলে অথবা ভগ্নরোগে কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটিলে কষ্টে আরোগ্য হয়। লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, সূর্য্যতাপ, ব্যায়াম, অথবা রুক্ষ অন্ন ভগ্নরোগী সেবন করিবেন না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ভগ্নরোগীকে শালিধান্যের তণ্ডুল, মাংসরস দুগ্ধ, ঘৃত, ছোটমটরের যূষ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবেন। মধুক, উডুম্বর, অশ্বত্থ, পলাস, অর্জ্জুন, বংশসাত্র অথবা বটের ত্বক্ ভগ্নস্থলে প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিবে। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, অথবা রক্তচন্দন বা ঘৃত শতবার ধুইয়া পিষ্ট শালিতণ্ডুলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন আরোগ্য হয়। হেমন্ত ও শিশিরকালে প্রতি ৭ দিন অন্তর, শরৎ ও বসন্তকালে ৫ দিন অন্তর এবং আগ্নেয় ঋতুতে প্রতি তিনদিন অন্তর প্রলেপ বদলাইয়া পুনরায় বন্ধন করা কর্ত্তব্য। ভঙ্গস্থানে কোন দোষ ঘটিলে বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করা আবশ্যক। ঐ বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির থাকে না। বন্ধন দৃঢ় হইলে ত্বকে ফুলা ও বেদনা জন্মে, সুতরাং উহা শীঘ্রই পাকিয়া উঠিতে পারে। অতএব ভঙ্গস্থান সমবন্ধনই প্রশস্ত। ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল কাথ ঐ বন্ধন স্থানে সিঞ্চন করিবে। ভঙ্গস্থানে বেদনা থাকিলে পঞ্চমূলী সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ অথবা চক্রতৈল উহাতে সেক দিবে। কাল ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষঘ্ন ঔষধ সহযোগে সেক ও প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভঙ্গের উপর প্রয়োগ করা বিধি। বরাহ বা শূকরের দুগ্ধ ঘৃত ও মধুর ঔষধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে লাক্ষারসের সহিত ভগ্নরোগীকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে। ভঙ্গস্থানে ঘা হইলে সেই ব্রণে প্রতিসারণীয় দ্রব্যের কাথ প্রচুর পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহযোগে সেক লাগাইবে এবং যথাবিধি ভঙ্গের চিকিৎসা করিবে। বালকের অস্থি বা সন্ধিভঙ্গ সহজে আরোগ্য হয়। কোন রোগীর এই ভঙ্গরোগ যদি অল্পদোষবিশিষ্ট এবং শিশির কালে হয়, তবে বাল্যবয়সে একমাসে, মধ্যবয়সে দুই মাসে ও প্রাচীনাবস্থায় তিন মাসে সন্ধিদৃঢ় হইয়া থাকে। ভঙ্গস্থানের অস্থি নত হইয়া পড়িলে তাহাকে উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অস্থি সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইলে সেইস্থান উত্তমরূপে টানিয়া সন্ধিমুখে ভগ্ন অস্থির মিলন করা আবশ্যক। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি অধোগত হইলে তাহাকে ঊর্দ্ধে উন্নত করিয়া পরে বন্ধন ও লেপনাদি প্রয়োগ করিবে।

প্রত্যঙ্গ-ভঙ্গের চিকিৎসাদি নিম্নে লিখিত হইতেছে। নখসন্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা নামক শস্ত্রদ্বারা সেই স্থান মথিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত করিবে। পরে তাহাতে শালিতণ্ডুল পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিবে। অঙ্গুলি ভগ্ন বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সমভাবে

স্থাপিত করিয়া তাহাতে সূক্ষ্ম পট্ট বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেক করিতে হইবে। জঙ্ঘা বা উরু ভঙ্গ হইলে দীর্ঘভাবে টানিয়া উহার সন্ধিস্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষত্বক্ বেষ্টন ও পট্টবস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করা কর্ত্তব্য। কটী ভঙ্গ হইলে কটীর ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ টানিয়া সন্ধিভাগ স্বস্থানে সংযোজিত করিবে। সন্ধি স্বস্থানে সংযোজিত হইলে বস্তিক্রিয়া করিতে হয়। পার্শ্বদেশের অস্থি ভঙ্গ হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ঘৃত মাখাইবে। পরে দক্ষিণ বা বামপার্শ্বের ভগ্নাস্থির উপরি প্রলেপ বাঁধিয়া দিবে। যুবা ব্যক্তির দন্ত ভঙ্গ না হইয়া যদি চলিত হয় এবং রক্ত-নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই দন্ত চাপিয়া বসাইয়া বাহিরে সন্ধানীয় দ্রব্যের শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধের দন্ত চলিত হইলে আরোগ্য হয় না। নাসাদণ্ড ভঙ্গ হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া পড়িলে শলাকা দ্বারা তাহা সমভাবে স্থাপিত করিবে এবং উভয় নাসারন্ধ্রের মধ্যে দ্বিমুখী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া পট্টবস্ত্রের দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক ঘৃত সেক করিতে হইবে। কর্ণভঙ্গ হইলে তাহা ঘৃতে আপ্লুত করিয়া সমভাগে স্থাপনপূর্ব্বক বন্ধন করিবে। সদ্যঃক্ষতের প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

অধিককালের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে স্নেহ-প্রয়োগ করিয়া স্বেদ দিবে ও মৃদু প্রক্রিয়া করিবে। কাণ্ডভঙ্গ হইয়া যদি বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়া উঠে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সমভাবে সংলগ্ন করিয়া প্রতীকার করিবে। ব্রণের মধ্যে শুষ্ক অস্থি থাকিলে তাহা নির্গত করিয়া পুনরায় সংযত করিবে। শরীরের ঊর্দ্ধদেশ (মস্তিষ্ক) ভঙ্গ হইলে কর্ণপূরণ বিশেষ হিতকর, ঘৃতপান ও নস্য উপকারক। কোন প্রশাখা ভঙ্গ হইলে অনুবাসন কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণতিল রাত্রিকালে জলে উত্তমরূপে ধুইয়া দিবাভাগে শুকাইতে হইবে, পরে ঐ তিল তিনদিন বা সাতদিন গাভীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া পুনরায় মধুমিশ্রিত জলে ও পরে দুগ্ধে ভাবিত করিবে, পরে শুকাইয়া সেই তিলচূর্ণ কাকোল্যাদিগণস্থ দ্রব্য, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, কুষ্ঠ, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকল দ্রব্য-চূর্ণের সহিত একত্র করিয়া সর্ব্বগন্ধা সহযোগে দুগ্ধপাক করিবে। পরে তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক তৈল বাহির করিয়া লইবে এবং সেই তৈল চতুর্গুণ দুগ্ধ সহযোগে পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৎপরে এলা, শালপর্ণী, তেজপত্র, জীবক, তগরপাদুকা, লোধ্র, প্রপৌণ্ডরিক, শৈলজ, ঝাঁটী, তরুভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মৌরি ও শৃঙ্গাটক প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক উক্ত তৈলের সহিত মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। সকল প্রকার ভগ্নরোগেই এই তৈল অতিশয় হিতকর। ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ভগ্নস্থানে শিরা, স্নায়ু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে ভগ্নরোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় না। (সুশ্রুত চিকি° অ°)

ভাবপ্রকাশে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বাবলাছাল চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে তিন দিনের মধ্যে ভগ্ন অস্থি জোড়া লাগিয়া বজ্রসদৃশ দৃঢ় হয়। তিন্তিড়ীফল পেষণপূর্ব্বক তৈল ও সৌবীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বেদ দিলে ভগ্নাস্থি পূর্ব্ববৎ যুক্ত হয়। একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ কাকোল্যাদিগণ দ্বারা পাক করিয়া শীতল হইলে ঘৃত ও লাক্ষা প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে ভগ্নরোগ প্রশমিত হয়। অস্থিসংহার, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুন ছাল প্রভৃতি সকল দ্রব্য একত্রেই হউক বা পৃথক্‌রূপেই হউক, ঘৃতের সহিত বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে বিমুক্তসন্ধি ও অস্থিভঙ্গ যুড়িয়া যায়। রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি এই সকল সমভাগে পেষণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ভঙ্গ নিরাকৃত হয়। অর্জ্জুন ও লাক্ষাচূর্ণ, ঘৃত ও গুগ্‌গুলুর সহিত লেহনপূর্ব্বক পরে দুগ্ধ ও ঘৃত ভোজন করিলে ভঙ্গ সংযোজিত হয়। পৃশ্নিপর্ণীমূল চূর্ণ করিয়া মাংসরসের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহের মধ্যে অস্থিভঙ্গ বিদূরিত হয়। ইহা ভিন্ন আভাগুগ্‌গুলু, লাক্ষাদ্যগুগ্‌গুলু এবং গন্ধতৈল প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারক।

ভগ্নরোগী লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, রূক্ষদ্রব্য, পরিশ্রম, স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ভাবপ্রকাশাদি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা লিখিত হইল।

অস্থিবিতান (dislocation) বা সন্ধিস্থান চ্যুত হইলে উপর ও নীচের অস্থিদ্বয় টানিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া কাঠের বাঁধ দিয়া উত্তমরূপ বন্ধন করা আবশ্যক, যেন সেই অস্থি পুনরায় স্থানচ্যুত না হয়। দৃঢ় বন্ধনে ধমনীতে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া বন্ধ হইয়া সহজেই সেই স্ফীতস্থান পাকিয়া উঠিতে পারে। এরূপ সন্ধিচ্যুতিতে সোরা ও চূণ হলুদ একত্র কুটাইয়া, কাঁচা তেতুল পোড়া ও লবণ অথবা হাড়ভাঙ্গার পাতা বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে উপশম হইতে পারে। কোন কোন স্থলে সন্ধিচ্যুতি জন্ত শোফ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। আলোপ্যাথিক মতে বেলেডোনা প্রভৃতি উপকারক।

কাণ্ডভঙ্গ (fracture) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত ;— ১ সরল (Simple)—বাহ্যদেশে আঘাত ব্যতীত যেখানে অভ্যন্তর অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। ২ যৌগিক (Compound)—আচ্ছা-

দন-ত্বক্ ভেদ করিয়া যেখানে অস্থিভঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে। ৩ অস্থিচূর্ণাবস্থা (Comminuted)—যেখানে অস্থিসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধুলা[illegible]য় হয়। ৪উপসর্গযুক্ত(Complicated)—যখন জ্বর প্রভৃতি উপসর্গাদি সম্বলিত থাকে। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার ভগ্নাবস্থার বিভিন্নরূপ চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। চিকিৎসক রোগের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবেন। কাণ্ডাস্থি চূর্ণিত হইলে সে স্থানের উপর হইতে কাটিয়া ফেলাই ভাল। কারণ তাহা না হইলে ধনুষ্টঙ্কারাদি অন্যান্য উপসর্গেও রোগীর প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে।

ভগ্নদূত (পুং) রণ-পরাজয়ের পর ছত্রভঙ্গ সৈন্যের মধ্যে যে প্রাণভয়ভীত সেনা দূতরূপে রাজাকে রণবার্ত্তা প্রদান করে।

ভগ্নপাদর্ক্ষ (স্ত্রী) ভগ্নপাদং ঋক্ষং। পুষ্করাখ্য ৬টী নক্ষত্র, পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্র ও বিশাখা এই ৬টী নক্ষত্রকে ভগ্নপাদর্ক্ষ কহে। এই ভগ্নপাদ নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে দ্বিপাদ দোষ হয়। অশৌচকাল মধ্যেই সেই দোষের শান্তি করা কর্ত্তব্য।

"পুনর্ব্বসূত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ ষড়েতে পুষ্করাঃ স্মৃতঃ॥
ভগ্নপাদর্ক্ষসংযোগাৎ দ্বিতীয়া দ্বাদশী যদি।
সপ্তমী চার্কমন্দারে জায়তে জারজো ধ্রুবম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ভগ্নক্রম (পুং) কাব্যগত প্রক্রমভঙ্গ দোষ। [দোষ শব্দ দেখ]

ভগ্নপাইক (দেশজ) যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে শুভাশুভ সংবাদ দেয়।

ভগ্নপাদ (স্ত্রী) ১ যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদ রাশ্যন্তরে যোগ হয়, এরূপ নক্ষত্র। ২ যাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভগ্নপৃষ্ঠ (পুং) ভগ্নং পৃষ্ঠমস্মিন্। ১ সম্মুখ। ২ মুটিত মেরুদণ্ড।

"ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তব্ধদৃষ্টি হ্যধোমুখম্।
কষ্টেন লিখিতং পুস্তং যত্নেন পরিপালয়েৎ॥" (প্রাচীনবাক্য)

(ত্রি) ভগ্নং পৃষ্ঠং যস্য। ২ যাহার পৃষ্ঠ ভঙ্গ হইয়াছে।

ভগ্নপ্রক্রম (পুং) ভগ্নঃ প্রক্রমো যত্র। কাব্যগত বাক্যদোষ-ভেদ। [দোষ শব্দ দেখ]

ভগ্নপ্রক্রমতা (স্ত্রী) কাব্যের দোষ বিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ।

ভগ্নসন্ধি (পুং) ভগ্নঃ সন্ধিরত্রাস্মাদ্ বা। সন্ধিস্থান ভঙ্গ রোগ বিশেষ।

"অভয়া ত্রিফলা ব্যোষঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্‌গুলুনা যোজ্যা ভগ্নসন্ধিপ্রসারকঃ॥"
(গরুড় পু০ ১৭৫ অ০) [ভগ্নরোগ দেখ]

ভগ্নসন্ধিক (স্ত্রী) ভগ্নো বিশ্লিষ্টঃ সন্ধিঃ সংঘাতোঽত্র। তক্র, ঘোল। (শব্দচন্দ্রিকা)

ভগ্নাংশ ১ মূল দ্রব্যের বিভাগ বা খণ্ড। ২ গণিতশাস্ত্রোক্ত অঙ্ক বিশেষ (Fraction)। কোন বস্তুকে দুই, তিন বা ততোধিক সমান ভাগে বিভক্ত করিলে উহার এক একটী বিভাগকে, অথবা যে রাশি দ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে ভগ্নাংশ কহে। এইরূপ বিভক্ত কোন একটি অবচ্ছিন্ন রাশির সমান অংশের দুই ভাগের এক ভাগকে অর্দ্ধেক এবং তিন সমানাংশের একাংশকে একতৃতীয়াংশ ও দুই অংশকে দুইতৃতীয়াংশ অথবা তিনের দুই বলা যাইতে পারে। তদনুরূপ পাঁচ বা সাত ভাগের দুই ভাগকেও ঐরূপ পাঁচের দুই বা সাতের দুই বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। যেমন এক, দুই বা ততোধিক সংখ্যাগুলি অঙ্ক দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ 'দুই ভাগের একভাগ','চারিভাগের একভাগ' প্রভৃতি কথাগুলিকেও অঙ্কদ্বারা ব্যক্ত করিবার উপায় আছে ;—

১এর নিম্নে একটী রেখা টানিয়া তন্নিম্নে ২ লিখিলে দুই ভাগের একভাগ বুঝায়। একটী আম্রের $\frac{১}{২}$ বা $\frac{১}{২}$ আম্র বলিলে উহাকে ঐ আম্রের দুইভাগের একভাগ বা অর্দ্ধেক বুঝিতে হইবে। $\frac{৩}{৭}$, $\frac{৯}{১৫}$ প্রভৃতি খণ্ডিত রাশিগুলিকে পাঠ করিতে হইলে তিন নিম্নে সাত অথবা তিনের সাত এবং নয়ের পনের এইরূপে পাঠ করিলেই চলিবে।

মনে কর, তিনটী পাত্রের প্রত্যেকটীতে এক এক সের চিনি আছে। প্রথম পাত্রের চিনি পাঁচটী সমান ভাগে ভাগ করিয়া একভাগ লইলাম। এইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের চিনি সমান পাঁচ পাঁচ ভাগ করিয়া উহার এক এক অংশ গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহে উক্ত তিন সের চিনির একপঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হইল। অতএব এক সের চিনির তিনপঞ্চমাংশও যা, তিন সেরের একপঞ্চমাংশও তাই এইরূপ প্রতিপাদিত হয়। তদ্রূপ ১ টাকার $\frac{৭}{৮}$ও যা,৭ টাকার $\frac{১}{৮}$ও তাহাই জানিতে হইবে।

ভগ্নাংশ দ্বারা ইহা ব্যক্ত হয় যে, কোন একটী অংশীকৃত বস্তুর একাংশ বা অনেকাংশ গৃহীত হইয়াছে। যে বস্তুটী যত অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা একটী রেখার নিম্নে রাখিয়া অংশীভূত বস্তুর যত অংশ গৃহীত হইয়াছে, তাহাই উপরে রাখিলে নির্দিষ্ট রাশি অঙ্কিত করা হইবে। ঐ নিম্নস্থ রাশিকে হর ও উপরিস্থ রাশিকে লব কহে। কোন একটী বস্তুকে সমানভাগ করিয়া, ঐ ভাগ কতবার গৃহীত হইয়াছে, লব ও হর দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হয়। রাশি এইরূপ সমানাংশ বিশিষ্ট হইলে ভগ্নাংশ বাচ্য হইয়া থাকে; সংস্কৃত-ভাষায় ইহা ভিন্নরাশি নামে কথিত। ভগ্নাংশের লব ও হর সততই ভাজ্য ও ভাজক

সম্বন্ধে নিবদ্ধ। $\frac{৪}{৫}$ বলিলে ৪ ÷ ৫ অর্থাৎ কোন বস্তুকে ৫ ভাগ করিয়া তাহার ১ ভাগ ৪ বার গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝা যায়, অথবা ৪কে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও সেই ফল লভ্য হইয়া থাকে। উহাই সামান্য ভগ্নাংশের লক্ষণ।

প্রকার ভেদে এই ভগ্নাংশেরও কয়েকটী বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে ;—

১ যে ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা লঘু, তাহাই প্রকৃত ভগ্নাংশ। ২ যাহার লব হর অপেক্ষা গুরু কিম্বা হরের সহিত সমান, তাহার নাম অপ্রাকৃত ভগ্নাংশ। ৩ যে ভগ্নাংশের লব ও হর সরল অর্থাৎ জটিল নহে, তাহা সরল ভগ্নাংশ এবং যাহা পূর্ণ ও ভগ্ন উভয় রাশিতে মিলিত, তাহার নাম মিশ্র-সংখ্যা। ৪ কোন সরল বা মিশ্রিত ভগ্নাংশের যে ভগ্নাংশ তাহার নাম গণ্ডিত ভগ্নাংশ। ৫ যে ভগ্নাংশের লব অথবা হর কিম্বা লব ও হর উভয়েই সরল, মিশ্রিত বা গণ্ডিত তাহাকে জটিল ভগ্নাংশ বলা হইয়া থাকে।

এককে হর করিয়া প্রত্যেক পূর্ণরাশিকেই ভগ্নাংশে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে, যেমন ৪ = $\frac{৪}{১}$; এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কোন একটী বস্তুকে ৪বার গ্রহণ করা হইয়াছে, সুতরাং উহা পূর্ণ চারি হইয়াছে। ঐরূপে কোন ভগ্নাংশকে পূর্ণরাশি দ্বারা গুণ করিতে হইলে, উহার লবের সহিত গুণ করিতে হয় এবং সেই ভগ্নরাশিকে পূর্ণরাশি দ্বারা ভাগ করিতে হইলে, তদ্দারা উহার হরকে গুণ করা আবশ্যক। সেই গুণফলই রাশিফল হইবে। ভগ্নাংশের লব ও হরকে কোন একটী রাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে উহার মান পরিবর্তিত হয় না, ফল একই থাকে। সুতরাং কোন অখণ্ডরাশিকে ভগ্নাংশে পরিণত করিতে আর বাধা থাকে না। কোন একটী অখণ্ডরাশি দ্বারা কোন ভগ্নাংশের লবকে গুণ করা অথবা উহার হরকে ভাগ করা তুল্য ফল-সাধক। যেমন $\frac{৫}{৮}$ এইভগ্নাংশটীর লব ৪ দ্বারা গুণিত হইলে $\frac{২০}{৮}$ উহার ফল হয়, সেইরূপ উহার হরকে ৪দ্বারা ভাগ দিলে $\frac{৫}{২}$ ফল হইয়া থাকে, সুতরাং উভয়ের ফল একরূপই দেখা যাইতেছে।

অপ্রাকৃত ভগ্নাংশকে প্রকৃত অবস্থায় আনিতে হইলে উহার লবকে হর দ্বারা ভাগ করিতে হয়। যদি ভাগশেষ না থাকে, তাহা হইলে উহার ফল একটী পূর্ণরাশি হইবে, আর যদি ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে একটী পূর্ণ ও একটী ভগ্ন উভয়ই ইহার ফল হইবে। যেমন $\frac{২৫}{৫}$ = ৫একটী পূর্ণরাশি এবং $\frac{২৫}{৪}$ = ৬ $\frac{১}{৪}$ একটী মিশ্রিত রাশি। কোন মিশ্রিত ভগ্নাংশকে অপ্রাকৃত ভগ্নাংশে পরিণত করিতে হইলে, পূর্ণরাশিকে ভগ্নরাশির হর দিয়া গুণ করিয়া সেই গুণফলকে ভগ্নরাশির লবের সহিত যোগ করিয়া যে ফল হইবে, তাহা [illegible] উহার লব এবং মিশ্রাবস্থায় যাহা উহার হর ছিল, তাহাই হর থাকিবে। সেইরূপ গণ্ডিত ভগ্নাংশের সমস্ত লবগুলিকে পরস্পর গুণ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই লব এবং সমুদায় হরগুলিকে গুণ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই উহার হর ; যেমন—

$$\frac{২}{৫} \text{ এর } ৩\frac{৩}{৪} \text{ এর } \frac{১}{১২} = \frac{২}{৫} \times \frac{১৫}{৪} \times \frac{১}{১২} = \frac{২ \times ৩ \times ৫ \times ১}{৫ \times ২ \times ২ \times ৪ \times ৩}$$

এইক্ষণে উভয়পার্শ্ব হইতে ৩,২,৫, এই অভিঘাত কয়টী উঠাইয়া লইলে যে ফল লব্ধ হয়, সেই ফল $\frac{১}{৮}$ হইবে।

যে ভগ্নাংশটীর লব ও হরকে কোন অখণ্ড রাশি দ্বারা ভাগ করা যায় না, সেই আকারই সেই ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার জানিবে, আর যে ভগ্নাংশের উভয়পার্শ্বস্থ রাশির কোন সাধারণ অভিঘাত নিষ্কাশিত না হয়, তাহাই তাহার লঘিষ্ঠ আকার। ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তিত করিতে হইলে, উহার লব ও হর উভয়েরই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দ্বারা উভয়কে ভাগ কর, তাহা হইলেই উহার লঘিষ্ঠ আকার পাওয়া যাইবে।

$\frac{২৬১}{৩৪৮}$ এইরূপ একটী ভগ্নরাশিকে লঘিষ্ঠ আকারে রূপান্তরিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করা আবশ্যক ;

```
২৬১)৩৪৮(১
    ২৬১
    ৮৭)২৬১(৩
       ২৬১
```

অতএব ৮৭ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হইল।

```
৮৭)২৬১(৩     ৮৭)৩৪৮(৪
   ২৬১          ৩৪৮
```

সুতরাং উপরোক্ত ভগ্নাংশটীর লঘিষ্ঠ আকার $\frac{৩}{৪}$ হইল। দৃষ্টিমাত্রে যাহাদের অভিঘাত নিষ্কাশিত করিতে পারা যায়, তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করা অনাবশ্যক। কারণ কথায় কথায় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিতে গেলে অঙ্ক কসিবার সময় বড়ই অসুবিধা উপস্থিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে, যে রাশিটী উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হইবে, সেইটীকে সকলের সাধারণ হর করিবে, পরে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দিয়া ঐ সাধারণ গুণিতককে ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তদ্দারা উহাদের আপন আপন লবকে গুণ করিবে এবং ঐ গুণফলকে নূতন ভগ্নাংশের লব করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে উহারা সমান হরবিশিষ্ট হইবে।

$\frac{২}{৭}$, $\frac{৫}{২১}$, $\frac{৯}{৮৪}$ এবং $\frac{৭}{১৬}$ এই কয়টী রাশিকে সাধারণ হর-বিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহার হরগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করা আবশ্যক।

৭	৭,	২১,	৮৪,	১৬
৩	১,	৩,	১২,	১৬
৪	১,	১,	৪,	১৬
	১,	১,	১,	৪

এইরূপে যখন লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক $= ৭ \times ৩ \times ৪ \times ৪ = ৩৩৬$ হইল, তখন আর উদ্দেশ্য ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে বাধা থাকিবে না।

$$\frac{২ \times ৪৮}{৭ \times ৪৮} = \frac{৯৬}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{৭} = ৪৮ \text{)}$$

$$\frac{৫ \times ১৬}{২১ \times ১৬} = \frac{৮০}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{২১} = ১৬ \text{)}$$

$$\frac{৯ \times ৪}{৮৪ \times ৪} = \frac{৩৬}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{৮৪} = ৪ \text{)}$$

$$\frac{৭ \times ২১}{১৬ \times ২১} = \frac{১৪৭}{৩৩৬} \text{ (যেহেতু } \frac{৩৩৬}{১৬} = ২১ \text{)}$$

সুতরাং ঐ (রাশিগুলি) ক্রমে $\frac{৯৬}{৩৩৬}$, $\frac{৮০}{৩৩৬}$, $\frac{৩৬}{৩৩৬}$, $\frac{১৪৭}{৩৩৬}$ দাঁড়াইল। উহাদের মান কিছুই পরিবর্ত্তিত হইল না, কারণ তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর যদি প্রস্তাবিত ভগ্নাংশসমূহের হর পরস্পর মৌলিক হয় কিংবা উহাদের সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে, তাহা হইলে উহাদের সমস্ত হরের গুণফলকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক করিয়া আপন হর ব্যতীত প্রত্যেক লবকে অন্য অন্য সমস্ত হরদ্বারা গুণ করিয়া নূতন ভগ্নাংশের লব করিলেই ক্রমে ক্রমে উহারা সাধারণ হরবিশিষ্ট হইবে ; যথা—

$\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৭}$, $\frac{২}{৫}$ এই রাশিত্রয়কে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক $৩ \times ৭ \times ৫ = ১০৫$ বাহির কর ; তাহা হইলে উদ্দেশ্য ভগ্নাংশগুলির রূপ এই রূপ হইবে।

$$\frac{১ \times ৭ \times ৫}{৩ \times ৭ \times ৫} = \frac{৩৫}{১০৫}$$

$$\frac{২ \times ৩ \times ৫}{৭ \times ৩ \times ৫} = \frac{৩০}{১০৫}$$

$$\frac{২ \times ৩ \times ৭}{৫ \times ৭ \times ৩} = \frac{৪২}{১০৫}$$

উপরে যে কয়েকটী নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল, তদ্দ্বারা ভগ্নাংশের সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার, গুণনীয়ক ও গুণিতক প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্ক কসিতে পারা যায়।

সঙ্কলন কালে ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিয়া তাহাদের লবগুলিকে যোগ কর এবং ঐ সাধারণ হরকে সঙ্কলিত রাশির হর করিলেই সমষ্টিফল লব্ধ হইবে। সঙ্কলনের প্রক্রিয়ার ন্যায় ব্যবকলনেরও প্রক্রিয়া একরূপ। কেবল ইহাতে লবগুলির যোগ না করিয়া অন্তর করিলেই যে নূতন লব লব্ধ হইবে, তাহাই উপরে লব রাখিয়া নিম্নে সাধারণ হর বসাইলেই অঙ্ক নিষ্পাদিত হইবে। গুণনের প্রক্রিয়া কতকাংশে সমান হরকরণের অনুরূপ, গুণনক্রিয়া সম্পাদন কালে সমস্ত লব গুলিকে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে লব এবং হরগুলি পরস্পর গুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে,তাহাই হর রাখিবে। গুণন ক্রিয়ার প্রথমে মিশ্রিত ভগ্নাংশগুলিকে সরল করিবে, পরে উহাকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিন কালে লব ও হরের অভিঘাতগুলি নিষ্কাশিত করিয়া × গুণক চিহ্ন বসাইবে এবং উভয়পার্শ্ব হইতে সমান রাশিগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়মানুসারে গুণ করিলে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাই গুণফল। ভাগহারের নিয়ম অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র। ভগ্নাংশের ভাগহার নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে ভাজককে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ভাজকের লবকে হর ও হরকে লব রাখিয়া ভাজ্যের সহিত গুণ করিলে ভাগক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভাগ করিবার সময় জটিল ও গর্ভিত ভগ্নাংশ গুলিকে সরল করিয়া লইবে।

ভগ্নাংশের গুণনীয়ক ও গুণিতক অঙ্কগুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মের দ্বারা নিষ্পাদিত হইতে পারে। যে দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিতে হইবে, অগ্রে তাহাদিগকে সাধারণ হরবিশিষ্ট করা উচিত এবং ঐ হর যতদূর লঘু হইতে পারে, তাহা করিয়া, পরে উহাদিগের লবদ্বয়ের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিবে ; তাহাতে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে লব এবং পূর্ব্বকৃত লঘিষ্ঠ হরকে উক্ত লবের হর করিলে রাশিদ্বয়ের কথিত গ, সা, গু পাওয়া যাইবে।

$১৭\frac{৩}{৫}$ ও $৮\frac{১}{১৫}$ এই দুইটীর গরিষ্ঠসাধারণগুণনীয়ক নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সরল ও সমান হরবিশিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। উক্ত দুইটী রাশিকে সরল করিয়া $১৭\frac{৩}{৫} = \frac{৮৮}{৫}$ এবং $৮\frac{১}{১৫} = \frac{১২১}{১৫}$ ক্রমে ঐ দুইটীকে সমহরবিশিষ্ট করিলে রাশির রূপ $\frac{২৬৪}{১৫}$ ও $\frac{১২১}{১৫}$ হইল। উপরের বর্ত্তমান লব দুইটীর গ, সা, গু,

```
১২১)২৬৪(২
    ২৪২
    ----
     ২২)১২১(৫
        ১১০
        ---
         ১১)২২(২
            ২২
```

১১ হইলে ∴ $\frac{১১}{১৫}$ এই রাশিটীই কথিত ভগ্নাংশদ্বয়ের গ, সা, গু।

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে কেবলমাত্র লবগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিলেই হইল। প্রথমে নির্দ্দিষ্ট রাশিকে লঘিষ্ঠসাধারণ-হরবিশিষ্ট করিয়া উহার লবের ল, সা, গু, বাহির করিলেই অঙ্ক নিষ্পাদিত হয়।

$\frac{৩}{৪}$, $\frac{৩}{৫}$ ও $\frac{২}{৩}$ এই রাশিত্রয়ের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিতে হইলে প্রথমে পূর্ব্বনিয়মমত উহাকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণবিশিষ্ট করিবে, তাহা হইলে রাশিত্রয়ের রূপ এইরূপ হইবে $\frac{৪৫}{৬০}$, $\frac{৩৬}{৬০}$, ও $\frac{৪০}{৬০}$ তখন ৪৫, ৩৬ ও ৪০ এই লবত্রয়ের ল, সা, গু, অঙ্কিত করিলে

৯	৪৫, ৩৬, ৪০
৫	৫, ৪, ৪০
৪	১, ৪, ৮
	১, ১, ২

৯ × ৫ × ৪ × ২ = ৩৬০ লসাগু পাওয়া যায়। ∴ $\frac{৩৬০}{৬০}$ = ৬

উক্ত রাশিগুলির ল, সা, গু, হইল অর্থাৎ ৬এর মধ্যে $\frac{৩}{৪}$ ৮ বার, $\frac{৩}{৫}$ ১০ বার এবং $\frac{২}{৩}$ ৯ বার আছে জানা যায়। ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠসাধারণগুণিতক কখনও ভগ্নরাশি হয় না।

দশমিক ভগ্নাংশের বিষয় দশমিক শব্দে বিবৃত হইয়াছে। এই দশমিক গণিতাঙ্ক হইতে পুনরায় পৌনঃপুনিক দশমিক নামে আর একটী অঙ্কবিভাগ উদ্ভূত দেখা যায়। দশমিক প্রকরণে সকল ভগ্নাংশকেই অখণ্ড আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। [দশমিক দেখ]

সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে লবের দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পাতিত করিয়া উহার পর আবশ্যক মত শূন্য বসাইবে; তখন উহাতে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ১০ কিংবা ১০এর কোন অভিঘাতককে ভাগ করিতেছি। ভাগহার কালে উহার হর যদি ১০ এর অভিঘাত বা ২ × ৫ উহার কোন একটী শক্তি বিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ভাগ ফলের কখনই শেষ হইবে না। উহাতে একটী কিংবা ততোধিক রাশি উৎপন্ন হইবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়ায় উহার পৌনঃপুনিক দশমিক নাম হইয়াছে। পৌনঃপুনিক দুই প্রকার,—বিশুদ্ধ ও মিশ্র। প্রথম হইতে যাহার ভাগফল পুনঃপুনঃ উদিত হয়, তাহার নাম বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক যেমন ·৩৩৩···; ·২৭২৭২৭······; আর যে রাশির ভাগফলে একটী কিংবা ততোধিক অঙ্কের পর আর একটী রাশি পুনঃপুনিত হয়, তাহাই মিশ্র পৌনঃপুনিক। যথা—·১২৮৮৮···; ·০১১৩৬৩৬···; এই উভয় প্রকার পৌনঃপুনিক দশমিক লিখিবার কালে পুনঃপুনিত রাশির মস্তকে দশমিক বিন্দুর ন্যায় একটী বিন্দুপাত করিতে হয়; যদি ঐ পুনঃপুনিত রাশিটী দ্ব্যক্ষর কিংবা অধিকাক্ষর যুক্ত হয়, তাহা হইলে উহার আদিম ও অন্তিম অঙ্কের মস্তকে এক একটী করিয়া দুইটী বিন্দুপাত করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার ভাগফল ·৩৩৩···তাহাকে ·৩̇; ·২৭২৭···তাহাকে ·২̇৭̇; ·২৯৭৭৭ তাহাকে ·২৯৭̇ এবং ·০১২৩৬৩৬ তাহাকে ·০১২৩̇৬̇ এইরূপ বিন্দুযুক্ত রাখিলেই চলিবে।

ভগ্নাত্মন্ (পুং) ভগ্নঃ ক্রমেণ হীন আত্মা দেহো যস্য; কৃষ্ণ প্রতিপদাদিক্রমেণৈকৈককলাচ্ছেদেন ভগ্নদেহত্বাদস্য তথাত্বং। চন্দ্র।

ভগ্নাশ (ত্রি) ভগ্না আশা যস্য। হতাশ, দীর্ঘতৃষ্ণাভঙ্গযুক্ত।

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥" (আহ্নিকত॰)

ভগ্নী (স্ত্রী) ভগিনী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ভগিনী।

ভঙ্কারী (স্ত্রী) ভমিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-অন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। দংশ। (ত্রিকা॰)

ভঙ্‌ক্তৃ (ত্রি) ভন্‌জ্-কর্ত্তরি তৃণ্। ভঙ্গকর্ত্তা, ভঙ্গকারক।

"প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখানাঞ্চ পূরকম্।
দ্বারাণাঞ্চৈব ভঙ্‌ক্তারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥"(মনু ৯।২৯৯)

ভঙ্গ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভন্‌জ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ তরঙ্গ। ২ পরাজয়। ৩ খণ্ড। ৪ রোগবিশেষ। ৫ ভেদ। ৬ কৌটিল্য। ৭ ভয়। ৮ বিচ্ছিত্তি। ৯ রোগমাত্র। ১০ গমন। ১১ জলনির্গম। ১২ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।৯)

ভঙ্গকার (পুং) ১ অবিক্ষিৎনৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ) ২ সত্রাজিৎপুত্রভেদ। (হরিব॰ ৩৮ অ॰)

ভঙ্গকুলীন, রাঢীয়শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানগণ বংশজকন্যা গ্রহণ করিলে 'ভঙ্গকুলীন' বা স্বকৃতভঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিলে কুলীন একবারেই বংশজ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু দেবীবরের অনুবর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা দুইটী ব্যবস্থা করিয়া দেন, ১, পূর্ব্বে অরি শ্রোত্রিয় কন্যা বিবাহ করিলে কুল নষ্ট হইত, এখন হইতে কুল নষ্ট হইবে না, কেবল দোষ পড়িবে মাত্র। ২ বংশজের কন্যা বিবাহ করিলে একেবারে কুল না যাইয়া সাত পুরুষ পর্য্যন্ত 'ভঙ্গকুলীন' বলিয়া গণ্য হইবে।

ভঙ্গক্ষত্রিয়, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী রাজবংশী ও পলিয়াগণ আপনাদিগকে এই নামে পরিচিত করিয়া থাকেন।

ভঙ্গবাসা (স্ত্রী) ভঙ্গেন বাসঃ সৌরভমস্যাঃ। হরিদ্রা।

ভঙ্গসার্থ (ত্রি) ভঙ্গং বক্রভাবং অনার্জ্জবধর্ম্মিত্যর্থঃ স্যতি ব্যবস্যতি যৎ বা ক্রিয়া ইতি যাবৎ, ভঙ্গসমর্থয়তীতি অর্থ-অচ্, কৌটিল্যব্যবসায়ক্রিয়াধিবাদস্য তথাত্বং। কুটিল। (হারাবলী)

ভঙ্গা (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভন্‌জ-(হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি বাহুলকাৎ ঘঞ্, টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, ভাঙ্, চলিত সিদ্ধি।

পর্য্যায়—গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া, জয়া। ইহার গুণ—কফকর, তিক্ত, গ্রাহক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণোষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক মোহ, মদবায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক। (ভাবপ্র° পূ°) [সিদ্ধি দেখ]

ভঙ্গাকট (স্ত্রী) ভঙ্গায়াঃ রজঃ ভঙ্গা-রজসি কটচ্। ভঙ্গোষধ।

ভঙ্গান (পুং) ভঙ্গেন অনিতি ইতি অন্-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাঙ্গনমাছ। পর্য্যায়—দীর্ঘজঙ্গল। (শব্দমালা)

ভঙ্গারী (স্ত্রী) ভঙ্কারো পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দংশ। (ত্রিকা°)

ভঙ্গাস্বন (পুং) একজন রাজা। তিনি পুত্রকামনায় ইন্দ্র-বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞফলে তাঁহার একশত পুত্র হয়। দেবপতি ইন্দ্র তৎপ্রতি কুপিত হইয়া বিরোধের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজা মৃগয়ায় গমন করিলে ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহিত করেন। তিনি মায়ামোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটস্থিত এক সরোবরতীরে উপস্থিত হন। ঐ সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীত্ব লাভ হয়। তখন তিনি স্বীয় পুত্র-গণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অরণ্যে গমন করেন। তথায় এক তাপসের সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়। উভয়ের সহবাসে স্ত্রীরূপী রাজার গর্ভে পুনরায় এক শত পুত্র জন্মে। তিনি এই পুত্রগণকে ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্রে সুখে কালযাপন করিতে আদেশ করিলেন। এই সকল পুত্রগণ একত্রে বাস করিতে লাগিল দেখিয়া, ইন্দ্র ঐ পুত্রগণের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটাইয়া দিলেন। সেই বিরোধে তাঁহার সকল পুত্রেরই মৃত্যু হইল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদ্বিষ্ট অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞ করিয়াছিলে, তাহার ফলে তোমার সকল পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি ইন্দ্রের পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে তুষ্ট করেন। ইন্দ্র প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার দুই শত পুত্রের মধ্যে এক শতের প্রাণ দান করিব, এখন তোমার পুরুষাবস্থার বা স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের মধ্যে কাহাদের প্রাণদান করিব, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। তদুত্তরে রাজা স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—স্ত্রীলোকের সন্তানস্নেহ পুরুষের অপেক্ষা অনেক অধিক; এইজন্য আমি অঙ্গনাবস্থার পুত্রগণের প্রাণ প্রার্থনা করিতেছি। ইন্দ্র তখন তাঁহার সমুদায় পুত্রগণকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এইক্ষণ পুরুষ বা স্ত্রী ইহার মধ্যে কোনরূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছাকর' তাহাতে রাজা 'আমার স্ত্রীরূপই ভাল' এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। অনন্তর ইন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি নিমিত্ত পুরুষত্ব অনিচ্ছা করিয়া স্ত্রীত্ব লাভে অভিলাষ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন,—দেবরাজ! সংসর্গকালে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকেরই অধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতেই বাসনা করি। আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক প্রীতিলাভ করিয়াছি; এই জন্য ঐ রূপ-পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই। তদবধি ইনি স্ত্রীরূপেই রহিলেন। (ভারত অনুশা° ১২ অ°)

ভঙ্গি (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভনজ-ইন্, ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ বিচ্ছেদ। (রঘু ১৩।৬৯) ২ কৌটিল্যভেদ। ৩ বিন্যাস। ভঙ্গং করোতীতি ভনজ-ণিচ্, ই। ৪ কল্লোল। ৫ ভঙ্গ। ৬ ব্যাজ। ৭ ছলনিভ। ৮ অবয়বাদির ভঙ্গবৎ বিকৃতভাবের অনুকরণ-রূপ কার্য্য। ৯ চেহারা, প্রতিকৃতি।

ভঙ্গিন্ (ত্রি) ভঙ্গ-অস্ত্যর্থে ইনি। ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গশীল।

ভঙ্গিভাব (পুং) বক্রভাব।

ভঙ্গিমৎ (ত্রি) ভঙ্গিঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ভঙ্গিযুক্ত, তরঙ্গের ন্যায় উচ্চ ও নিম্নে পর্য্যায় ক্রমে ঢেউ খেলানে।

ভঙ্গিমন্ (পুং) ভঙ্গ-বাহুলকাৎ স্বার্থে ইমনিচ্। ১ ভঙ্গি, শোভা

"অধরে কজ্জলং চারু দৃশোস্তাম্বূলরঙ্গিমা।
প্রাণনাথ কিমেতত্তে বেশবিন্যাসভঙ্গিমা ॥" (উদ্ভট)

২ তরঙ্গযুক্ত।

ভঙ্গী (স্ত্রী) ভঙ্গি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীপ্। ভঙ্গি।

"জানামি মানমলসাঙ্গি! বচোবিভঙ্গীং
ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি চাতুরীঞ্চ।
আভীরনন্দন-মুখাম্বুজ-সঙ্গশংসী
বংশীরবো যদি ন মামবশীকরোতি ॥" (উদ্ভট)

ভঙ্গী (মিশ্রল) শিখদিগের একটী সম্প্রদায়। পাঞ্জবারবাসী জাঠবংশীয় ছজ্জা সিংহ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শিখগুরু বৈরাগী বান্দার নিকট হইতে 'পহাল' গ্রহণ করেন। বান্দার মৃত্যুর পর ভীমসিংহ, মল্লসিংহ ও জগৎসিংহনামা তাঁহার আত্মীয়ত্রয় তাহার নিকটে দীক্ষিত হন। পরস্পরের প্রীতি-সৌহার্দ্দে ও আত্মীয়তায় সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারা দস্যুবৃত্তির মানসে দলসঞ্চয়ে মনোযোগী হন। ক্রমে মিহান্ সিংহ, গুলাব সিংহ, করুরসিংহ, গুরুবক্সসিংহ, আগর সিংহ, গজোরা ও সনুবনসিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারগণ উক্ত ছজ্জাসিংহের নিকট 'পহাল' লইয়া শিখধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহারা সকলেই ছজ্জাসিংহকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। দলভুক্ত সকলেই ভাঙ্গ-পানে রত ছিল বলিয়া এই সম্প্রদায়ী শিখগণ ভাঙ্গী বা ভঙ্গী নামে খ্যাত হয়।

এইরূপে নানাস্থানের শিখসাম্প্রদায়িকদিগের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ভঙ্গীসর্দ্দার রাত্রিযোগে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করেন। লুঠ-পাটে কৃতকার্য্য হইয়া ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে গোবিন্দের ভবিষ্যৎবাক্য স্মরণ হইল। তিনি ক্রমে রাজ্যপ্রয়াসী হইয়া বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ছজ্জাসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভীমসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই অধিনায়কতায় ভঙ্গীসম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খলতা ও বলাধিক্য সম্পাদিত হয়। নাদির শাহের ভারতাক্রমণের পর, ভীমসিংহ স্বীয় সহকারী মল্লসিংহ ও জগৎসিংহকে লইয়া এই বলশালী শিখসম্প্রদায়ের স্থাপনা করিয়া যান।

ভীমের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র হরিসিংহ এই মিশ্‌লের সর্দ্দার মনোনীত হন। এই নির্ভীক ও সাহসী-নেতার হস্তে থাকিয়া ভঙ্গীগণ লুণ্ঠন দ্বারা বহুল অর্থ উপার্জ্জন করে। তিনি প্রায় বিশ সহস্রাধিক অনুচর লইয়া শিয়ালকোট, কড়ি-য়াল ও মীরোবাল নামক স্থান অধিকার করেন। গিল্‌বালী গ্রামে তাঁহার প্রধান আড্ডা স্থাপিত হয়। চিনিওৎ ও ঝঙ্গ লুণ্ঠনের পর তিনি আবদালীরাজ আহ্মদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কোট খাজা সৈদ আক্রমণ করিয়া লাহোরের আফগান-শাসনকর্ত্তা খাজা ওবেদের যথা-সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আনেন।

তৎপরে হরিসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীগণ সিন্ধুসমতট ও দেরাজাত প্রদেশে লুণ্ঠন করে এবং অপরাপর সেনানীগণ রাবলপিণ্ডি, মালব ও মাঁঝা-প্রদেশ জয়পূর্ব্বক জম্মু লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। জম্মুরাজ রণজিৎদেব তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যমুনা সমীপে ভঙ্গীসর্দ্দার রায় সিংহ ও ভগৎ-সিংহ রোহিলা ও মহারাষ্ট্রসৈন্যের সম্মুখীন হইয়া নাজিব উদ্দৌলাকে বিপর্য্যস্ত ও নিহত করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে রামগড়ীয়া ও কান্‌হিয়াদলের সহযোগে তিনি কসুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তিনি পাতিয়ালারাজ অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

হরিসিংহের দুই স্ত্রী ছিল। প্রথমাপত্নীর গর্ভে ঝান্দাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে চরৎসিংহ, দেওয়ান সিংহ ও বাসুসিংহ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঝান্দাসিংহ দলপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও সাহিব সিংহ, রায় সিংহ, ভাগ সিংহ, সুধা সিংহ, দোধিয়া ও নিধান সিংহ প্রভৃতি সর্দ্দারের সাহায্যে ভঙ্গীশক্তিকে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ঝান্দা বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মুলতান অভিমুখে যাত্রা করেন। মুলতানের শাসনকর্ত্তা সুজা খাঁ ও বহাবলপুরের দাউদপুত্রগণের সহিত শতদ্রুনদীতীরে তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাকপত্তন পর্য্যন্ত স্থান শিখরাজ্যসীমা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। পরে কসুরের পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি পুনরায় ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মুলতান আক্রমণ করেন। প্রায় ১॥০ মাসকাল মুলতান-দুর্গ অবরোধের পর তিনি পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। ঐ সময় আফগানসেনানী জহান খাঁ ও দাউদপুত্রগণ বিশেষ রণনিপুণতার পরিচয় দিয়া ছিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ঝান্দা পুনরায় লহনাসিংহ প্রভৃতি শিখ সর্দ্দারের সহযোগে মুলতান আক্রমণপূর্ব্বক তথাকার শাসন-কর্ত্তা ও দাউদপুত্রগণকে পরাজিত করিয়া মুলতান প্রদেশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ানসিংহকে কিল্লাদার নিযুক্ত করেন। মুলতান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি বেলুচ প্রদেশ, ঝঙ্গ, মানখেরা ও কালবাগ অধিকার করিলেন। তৎপরে অমৃতসর পরিদর্শনে আসিয়া তিনি তথায় ভঙ্গি-কেল্লা * ও একটী বাজার স্থাপন করিয়া যান। রামনগর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি ছট্রদিগের নিকট হইতে বিখ্যাত জমজমা † নামক কামান অধিকার করেন। জম্মুর শুকের্চকিয়া সর্দ্দার চরৎসিংহ ও কান্‌হিয়াপতি জয়সিংহ ব্রজরাজ দেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করায় তিনি সসৈন্যে জম্মু অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানে কয় দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর চরৎসিংহের ও তাঁহার নিজের মৃত্যু হওয়ায় ‡ জয়সিংহ জয়পতাকা উড্ডীন করেন।

ঝান্দা সিংহের হত্যার পর তাঁহার ভ্রাতা গণ্ডাসিংহ দল-পতি নির্ব্বাচিত হইয়া বিশেষ অধ্যবসায়ে স্বীয় দলের পুষ্টি-সাধন করেন। তাঁহার উদ্যমে ভঙ্গীদুর্গের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদিত ও অমৃতসরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত হয়।

কান্‌হিয়া সর্দ্দার জয়সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় স্বীয় জ্যেষ্ঠের মৃত্যুতে গণ্ডাসিংহের হৃদয়বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে ছিল। তিনি বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠান কোট জায়গীর সূত্রে গোল বাধিল§। পাঠানকোট প্রত্যর্পিত

---

* লুণ-মণ্ডীর পশ্চাদ্ভাগে এখনও ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট কেল্লার নিদর্শন আছে।

† ইংরেজসেনানী সর হেন্‌রী হার্ডিঞ্জ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফিরোজসহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করিয়াছিলেন। লাহোর নগরের সেণ্ট্রালমিউসিয়মের সম্মুখ-দ্বারে উহা সজ্জিত আছে।

‡ জনৈক স্বীয় সেনার গুলির আঘাতে ঝান্দাসিংহের মৃত্যু হয়।

§ ঝান্দা সিংহ নন্দসিংহ নামা জনৈক মিশ্‌লদারকে পাঠানকোট সম্পত্তি প্রদান করেন। তদীয় বিধবা পত্নী তারাসিংহ কান্‌হিয়াকে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ঐ সম্পত্তি শীঘ্রই জামাতার হস্তগত হয়। তদীয় সম্পত্তি কান্‌হিয়াদিগের অধিকৃত দেখিয়া গণ্ডা সর্দ্দার উহা প্রার্থনা করেন। এই সূত্রে উভয়দলে গোল বাঁধে।

হইল না দেখিয়া তিনি সদলে পাঠানকোট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তারাসিংহ তাঁহার আগমন সংবাদে ত্রস্ত হইয়া স্বীয় দলপতি গুরুবক্স সিংহের সহায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দীনানগরের সম্মুখে উভয় দলে ১০ দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু হঠাৎ গণ্ডা সিংহের মৃত্যু হওয়ায় যুদ্ধের ফলনিষ্পত্তি হয় নাই। তৎপুত্র দেশাসিংহ নাবালক থাকায়, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চরৎসিংহ অধিনায়কতা গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে শত্রুহস্তে চরৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভঙ্গীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পাঠানকোট পরিত্যাগ করে।

প্রত্যাবৃত্ত ভঙ্গীদল অমৃতসর নগরে আসিয়া বালক দেশাসিংহকে আপনাদের সর্দ্দার বলিয়া ঘোষণা করে। বীর হরিসিংহ ও ঝান্দাসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীসেনা ও সর্দ্দারগণ বালকের অধীনতা উপেক্ষা করিয়া ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মুলতানরাজ মুজঃফার খাঁ বিদ্রোহী হইলে দেওয়ানসিংহ বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহা দমন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আহ্মদ শাহের পুত্র তৈমুর শাহ কাবুল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাঞ্জাব রাজ্য উদ্ধারমানসে সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে শিখগণ সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান প্রদেশে আফ্গান ও শিখসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আফগানসেনানী হাইনী খাঁ এই যুদ্ধে বন্দী হন। শিখগণ বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তোপে উড়াইয়া দেয়। এরূপ কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শাহ তৈমুর পুনরায় পরবৎসর শীতকালে ভঙ্গীদিগের দমনার্থ জঙ্গা খাঁকে প্রেরণ করেন। ঐ দুরাণী সর্দ্দার য়ুসুফজৈ, দুরাণী, মোগল ও কাজলবাসদিগের সহায়তায় শিখগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া মুলতান অধিকার পূর্ব্বক সুজাখাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আফগান-বিপ্লব উপশমিত হইলে ভঙ্গীসর্দ্দার দেশাসিংহ চিনিওৎ-বাসীকে দমনার্থ অগ্রসর হন। শুকের্চ্চকিয়া সর্দ্দার মহাসিংহের সহিত কএকটী খণ্ডযুদ্ধের পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভঙ্গীসর্দ্দার হরিসিংহের বিখ্যাত সেনানী গুরুবক্সসিংহ কিছুকাল স্বীয় উপদ্রবাদি দ্বারা ভঙ্গী গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র লহনাসিংহ ও তাঁহার দৌহিত্র গুজরসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে ঐ সম্পত্তি সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া তাঁহারা গৃহবিবাদের শান্তি করিয়াছিলেন। উক্ত সর্দ্দারদ্বয় ঝান্দা ও গণ্ডাসিংহের সহযোগে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিলেও তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে যে কার্য্যাদি করিয়াছিলেন, ভঙ্গী-ইতিহাসে তাহাও উল্লেখ যোগ্য।

আহ্মদ শাহ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে লাহোর নগরে কাবুলীমল্ল নামে একজন হিন্দুকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। লহনা ও গুজর সদলে লাহোর আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন করেন। লাহোর অধিকারের পর তাঁহারা উভয়ে এবং জয়সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র শোভাসিংহ উক্ত নগর তিন সমান অংশে ভাগ করিয়া লন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ উত্তর পঞ্জাব অধিকারের চেষ্টায় গমন করেন। লাহোর নগরে দুই বৎসর বাসের পর, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহের শেষবার ভারতাক্রমণ সময়ে, উক্ত শিখসর্দ্দারদ্বয়ের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, তাঁহারা আফগানসৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঞ্জবার অভিমুখে পলায়ন করিলেন; কিন্তু আহ্মদ শাহ উক্ত ভঙ্গী সর্দ্দারদ্বয়কে লাহোরের কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া কাবুলবাসী হন। পরবর্ত্তী ৩০ বর্ষ কাল তাঁহারা নির্ব্বিবাদে লাহোর রাজধানীতে থাকিয়া শান্তিরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। শাহ জমান্ কাবুল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনবার উপর্য্যুপরি পঞ্জাব আক্রমণ করেন। প্রথম দুইটী যুদ্ধে সফলমনোরথ না হইলেও শেষবার তিনি লাহোর অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী লহনাসিংহ নগরের চাবি প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করেন। শাহ জমান্ প্রত্যাবৃত্ত হইলে উক্ত বৎসরেই লহনা ও শোভাসিংহ লাহোর অধিকার করিয়া লন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়ায় লহনাপুত্র চেৎসিংহ ও শোভাপুত্র মোহরসিংহ শাসনকর্ত্তৃপদ লাভ করেন। রাজ্যশাসনে অক্ষমতা ও মদ্যপান প্রভৃতি দোষে বিজড়িত হওয়ায় তাহাদের রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, সুযোগ বুঝিয়া বিখ্যাত শুকের্চ্চকিয়া সর্দ্দার রণজিৎ সিংহ লাহোর আক্রমণে সংকল্প করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অন্যান্য ভঙ্গী-সর্দ্দারদিগের ষড়যন্ত্রে আহূত হইয়া স্বসৈন্যে লাহোর নগরে প্রবেশ করিলে চেৎসিংহ ও মোহরসিংহ পলায়ন করেন।

ওদিকে ভঙ্গী-মিশ্‌লের দলপতি দেশাসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় নাবালক পুত্র গুলাবসিংহ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদ লাভ করেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিস্ফুট না থাকায় ভ্রাতা করমসিংহ মিশ্‌লের সকল কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। গুলাবসিংহ প্রথমেই কস্থর হস্তগত করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন উহারশাসনভার বহন করিতে হয় নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কস্থরের পাঠানসর্দ্দার নিজামউদ্দীন খাঁ উহা পুনরায় হস্তগত করিয়া লন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের লাহোর বিজয়ে ভীত হইয়া গুলাবসিংহ ও সাহেবসিংহ ভঙ্গী, জেস্সাসিংহ রামগড়িয়া,

এবং নিজাম উদ্দীন্ একযোগে রণজিতের প্রভাব খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পান। লাহোর ও অমৃতসরের মধ্যবর্ত্তী ভসিন নগরে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। এই যুদ্ধে মিলিত সর্দ্দার সেনাদল পরাভব স্বীকার করে। এই খানেই মদ্যপান-জনিত কম্প-প্রলাপ রোগে গুলাবসিংহের মৃত্যু ঘটে।

গুলাবের মৃত্যুতে ১০ম বর্ষীয় পুত্র গুরুদীৎসিংহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন বটে; কিন্তু মিশ্‌ল-পরিচালনার ভার তাঁহার মাতা ও মুসম্মৎ সুখানের উপর ন্যস্ত ছিল। ভঙ্গীদিগের অমৃতসর দুর্গ অধিকারে অভিলাষী হইয়া রণজিৎ সিংহ বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। জমজমা কামান চাহিয়াও না পাওয়ায় তিনি ভঙ্গী-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ভঙ্গী-সেনাদল ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রাণীমাতা নিরুপায় দেখিয়া পুত্র গুরুদীৎকে লইয়া রাম গড়ে পলায়ন করিলেন (১৮০২ খৃষ্টাব্দে)।

লাহোর বিজয়ের পর, গুজরসিংহ স্বদলে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করেন, তাঁহার বীরবাহিনী বিশেষ উত্তমের সহিত একে একে গুজরাত, জম্মু, ইস্‌লামগড়, পঙ্ক ও দেব ভতালা, পরুড়, ভীমবের ও মাঁঝা-প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক লুণ্ঠন করে; পরে ভক্করদিগের বিখ্যাত রোহতস্ (রোটস্) দুর্গ জয় করিয়া তাহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার মধ্যমপুত্র সাহিব সিংহের সহিত শুকের্চ্চকিয়া চরৎ সিংহের কন্যা রাজকৌরের বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ সুখাসিংহ পিতার সহিত কলহে নিহত এবং মধ্যম স্বীয় শ্যালক মহাসিংহের জন্য পিতার অবমাননা করায় পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হন। বৃদ্ধ গুজরসিংহ অবশেষে কনিষ্ঠ ফতেসিংহকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া লাহোর প্রত্যাগমন করেন। এখানে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এক্ষণে পিতৃসম্পত্তি লইয়া দুই ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া মহাসিংহ ফতেসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সূত্রে শ্যালক ও ভগিনীপতি উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। প্রায় দুই বৎসরকাল এইরূপ মনোবাদে কাটাইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উভয় শত্রুর হৃদয়োদ্দীপ্ত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মহাসিংহ সদলে উপস্থিত হইয়া সোধ্রাদুর্গে সাহেবসিংহকে অবরোধ করেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, যুদ্ধে ভঙ্গীদিগের জয়লাভ হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন শাহ জমান্ চতুর্থবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখনও এই শিখসম্প্রদায় বিশেষ রণনিপুনতার পরিচয় দিয়াছিল।

শাহ জমান্-প্রেরিত দুরাণী সেনানী সহ ৫ হাজার সেনানাশে এবং অপরাপর সাহসিকতার পরিচয়ে সাহিব সিংহের বীরত্বপ্রভা এক সময়ে সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ বিভাসিত করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ঘোর মদিরাসক্ত হইয়া তিনি এতই অলস হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উদ্যম, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি এককালে লোপ পাইল। প্রতিদ্বন্দ্বী সামন্ত ও সর্দ্দারগণের বিরোধী হইয়া তিনি আপনারই বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। রণজিৎসিংহ অবসর বুঝিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি আক্রমণ করিলেন এবং তৎসমস্তই স্বীয় নব-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সাহিব সিংহের মাতা লছমি মায়ীর প্রার্থনায় রণজিৎ ভরণপোষণের জন্য সাহিবকে লক্ষ টাকা লভ্যের একটী জায়গীর প্রদান করেন। মুলতান বিজয়ের পর, তিনি উক্ত মহাত্মার বিধবাপত্নী দয়াকুমারী ও রতনকুমারীকে চাদরান্দজী-প্রথায় বিবাহ করেন। গুজরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কপুরথলার অহলুবালিয়া সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। তাঁহার একমাত্র বংশধর জয়মল্ল সিংহ পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া রামগড়ে জীবনাতিপাত করেন। এইরূপে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়ে এই মহাপ্রভাবশালী ভঙ্গীমিশ্‌ল ছত্রভঙ্গ হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়।

ভঙ্গী, উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ঝাড়ুদারী-কার্য্যই ইহাদের জাতীয়-ব্যবসা। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ মেহ্‌তর,চণ্ডাল বা ডোম হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। মুসলমানাধিকারে ইহারা মেহ্‌তর, হালালখোর, খাক্‌রোব, বাহারবালা, মুসল্লী প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিল। পঞ্জাবপ্রদেশের ভঙ্গীগণ চুহ্‌রা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন লালবেগী, শেখ প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভঙ্গীথাক ধর্ম্মসম্প্রদায় বা তৎপ্রবর্ত্তকের নামে সৃষ্ট হইয়াছে। মতান্তরে ভাঙ্‌পান হেতু ইহারা ভাঙ্গী সংজ্ঞা লাভ করে। বারাণসীবাসী ঝাড়ুদারগণ বলে যে, 'সর্ব্বভঙ্গ' অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত এই অর্থে ভঙ্গী নামে পরিচিত হইয়াছে।

বারাণসীর লালবেগীগণ ৪র্থ পাণ্ডব নকুলকেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহারা পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান, পরে সীতান্বেষণ কালে রামের সহিত নকুলের সাক্ষাৎ,রামানুচর কর্ত্তৃক নকুলের পূজা,নকুলের ব্রাহ্মণবধ ও চণ্ডাল-খ্যাতি এবং চণ্ডালরূপী নকুলের পাপমুক্তির জন্য গুরু-নানকের মর্ত্ত্যাগমন প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছে। যেখানে ঐ চণ্ডাল ঈশ্বরচিন্তায় রত ছিল, তাহাই চণ্ডালগড় (বর্ত্তমান চুনার) নামে খ্যাত। মুসলমানগণ তাঁহাকে গদ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাঁহার আস্থানা গদপাহাড় মুসলমান ও ভঙ্গীগণের পবিত্র তীর্থস্থান।

ঐ চণ্ডালের কালু ও জীবন নামে দুই পুত্র ছিল। কালুর বংশধরগণ ডোম ও চণ্ডাল এবং জীবনের বংশে ভঙ্গীদিগের উৎপত্তি হয়। লালবেগ নামক এক সাধুপুরুষের কল্যাণে জীবন ৭টী পুত্র লাভ করেন। সাধুপুরুষের কৃপালব্ধ বলিয়া তাহার সন্তানগণ লালবেগী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মাকিদান বীর আলেকসান্দার ভারতে আসিয়া কোন অভাবনীয় কারণে জীবনকে উৎপীড়িত করিলে, সে স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করে। তাহার প্রথম পুত্র গ্রীকবীর কর্ত্তৃক যবন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তদ্বংশধরগণ শেখ বা মুসলমান ভঙ্গী, দ্বিতীয়ের পুত্রগণ রাবত-ভঙ্গী, তৃতীয়ের বংশ ধানুক, চতুর্থের বংশ বাঁশফোঁড়, পঞ্চমের সন্তানগণ হেলা, ষষ্ঠের পুত্রেরা হাড়ি এবং সপ্তমের পুত্রগণ লালবেগী নামে পরিচিত হয় *। এতদ্ভিন্ন ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও বহুপ্রকার কিম্বদন্তী আছে।

ভঙ্গীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান শুনা যায়, তদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, এই ঝাড়ুদার বংশ প্রথমে হিন্দু ছিল, পরে কেহ কেহ মুসলমানদিগের প্রতিপত্তিসময়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাদের উপাখ্যান মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণোক্ত পাণ্ডব, বাল্মীকি, শিব, গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, শর্কন্দনাথ প্রভৃতি নাম এবং মুসলমান ইতিহাসোক্ত গজনীরাজ, পীরাণ পীর, আবদুল কাদের জিলাণী, সেখসদ্দু প্রভৃতির প্রসঙ্গ সংমিশ্রিত দেখা যায়।

এই ভঙ্গীজাতির হিন্দুশাখায় ১৩৫৭টী থাক এবং মুসলমান শাখায় ৪৭টী থাক আছে বলিয়া প্রচার। ঐ গুলির মধ্যে বাগ্‌ড়া, বাঈ, বাঈস্‌বার, বালকচামারিয়া, বড়গুজর, বরবার, ভদোরিয়া, বিসেনশোব, বুন্দেলিয়া, চামারিয়া, চন্দেলা, চৌহান, ছিপি, ধেলফোঁড়, গদারিয়া, যাদোন, যাদুবংশী, জইস্‌বার, যোগীয়া, কচ্ছবাহ, কায়স্থবংশী, কিন্নর, সকরবার, টাঙ্ক, ঠাকুরবাঈ, তুর্কীয়া, অন্তর্বেদী, বিলখারিয়া, বনোধ, বরণবার, ভোজপুরা-রাবত, গাজীপুরী-রাবত, জমালপুরিয়া, যমুনাপারী, জনকপুরা, যৌনপুরী, কণ্বপুরিয়া, কাঠোরিয়া, মঙ্গলৌরি, মুলতানী, নানকপুরি, সৈয়দপুরী, শর্করিয়া, উজ্জৈনবাল বা উজ্জয়িনীপুরিয়া, বদ্‌লান, বালঙ্গ, নানকশাহী, চনহিয়া, ভিলৌর, মচাল, দেশবাল, গহলোত, সোদ, বচনবার, ভগবতীয়া, ভোকর, চৌহেলা, চুনার, ধকোলিয়া, গয়োঠিয়া, জল্যারে, জক্কুবলী, নৌরতন, নির্ব্বাণী, পানবাড়ী, ফুলপানবার, রাঠী, রোলপাল, শেখাবত, তর্খারিয়া, চুতেলে, কলাবত, খরোতিয়া, কোঠিয়া, কৌশিকিয়া, মথুরিয়া, পাথরবাড়, চুরেলী পাথরঘোটী, দক্ষমর্দ্দন, রাজোরিয়া, গঙ্গাবতী, বর্চ্চি, ভুমিয়ান্, বসোর, ডোমর, সুপ-ভকত, ঔষিয়ার, দেশী, ডোম, বাঁশফোঁড়ও তুরৈহা, প্রভৃতি শাখাই প্রধান।

ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিরূপণ করা সুকঠিন। লালবেগী ও শেখ-মেহ্‌তরেরা আপনাদিগকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিলেও, কখনও মন্দির বা মসজিদে প্রবেশ করিতে পায় না। ধর্ম্মমতের প্রভেদ জন্য ইহাদের মধ্যেও সামান্য মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। মজ্‌হবি নামক নানকশাহী লালবেগীগণ শেখ-মেহ্‌তরদিগের সহিত একত্রে ভোজন করে। সকলেই হিন্দু ও মুসলমানের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারে। ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহারা অপক্ব দ্রব্য গ্রহণ করে এবং স্বশ্রেণীর নিকট হইতে পাচিত দ্রব্যগ্রহণ বা ভোজনে কোন দোষ মনে করে না। মুসলমানের ন্যায় শেখগণ ত্বকচ্ছেদ করে এবং শূকরমাংস অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া থাকে। হেলারা কুকুর ছোঁয় না। লালবেগী ও শেখ-মেহ্‌তরেরা অপর হীনসম্প্রদায়ের লোকদিগকে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। ইহারা সাধারণতঃ অপরের শব দাহ করে না; কিন্তু দিল্লীর পশ্চিমদিগ্বাসী ভঙ্গীগণ শবদাহ বা ঝাড়ুদারী কার্য্য করিতে ঘৃণাবোধ করে না। অন্যত্র চামারেরা ঝাঁড় দেয় এবং প্রায় ডোমেরাই শবদাহ করিয়া থাকে। মজ্‌হবি ও রঙ্গ্‌রেটাগণ শিখধর্ম্মাবলম্বী। পহাল গ্রহণের পর ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে। ইহারা সাধারণতঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে ভালবাসে। কখনও অপরের মলমূত্রাদি স্পর্শ করে না। তাম্রকূটসেবনে সকলেরই নিষেধ আছে।

শিখসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও, নীচজাতিত্ব হেতু অপরাপর শিখেরা ইহাদের সহিত যোগ দেয় না। ইহারা প্রধান গুরুকে তেগ-বাহাদুর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। লালবেগী ও হিন্দু চুহ্‌রাদিগের মধ্যে ইহাদের আদানপ্রদান আছে। সৈনিক বৃত্তিতে ইহারা বিশেষ পটু। রঙ্গ্‌রেটাগণ আপনাদিগকে মজ্‌হবি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করে। দস্যুবৃত্তির জন্য ইহারা বিশেষ বিখ্যাত।

ভঙ্গীজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কোন ধারাবহিক ইতিহাস না থাকিলেও, বর্ত্তমানে তাহাদের জাতীয় ভিত্তি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবল রহিয়াছে। অমৃতসর, সরহরপুরের মকদুম শাহের কবর, বান্দাজেলার কালিকা মাই, বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী ও চাঁদপাহাড়ী প্রভৃতি তীর্থে ইহাদের সমাগম হয়। ৩০শে চৈত্র ইহারা মহাসমারোহে উক্ত শক্তি-মূর্ত্তিদ্বয়ের পূজা করিয়া থাকে। ঐ দিন তথায় ইহারা

* এক একটী থাকের এরূপ নামকরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গল্প নির্দ্দিষ্ট আছে।

পুত্রপৌত্রাদির চূড়াকরণাদি সমাপনপূর্ব্বক দেবীসমক্ষে যথাযোগ্য বলি ও পূজা দেয়।

বারাণসীর শিবালয়ঘাটস্থিত গুরু-নানকের নামে পবিত্র পঞ্চায়ত-আখড়ায় ইহাদের সামাজিক গোলযোগ মিটান হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও সমাজ-পরিচালক একজন মণ্ডল আছে এবং তাহার নিম্নে আরও কএকজন কর্ম্মচারী এই জাতীয় সভা সংগঠিত। সভার সভাপতি ও তদধীন কর্ম্মচারিগণ সাধারণের নিকট সম্মানার্হ। ইংরাজ-সেনানিবাসে কর্ম্ম করায় তাহারাও আপনাপন দলপতি প্রভৃতির ইংরাজী নামকরণ করিয়াছে। আবশ্যক হইলে ঐসকল কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত করিয়া লইতে হয়। মণ্ডল বা দলপতি ব্রিগেডিয়ার-জমাদার এবং তন্নিম্ন কর্ম্মচারিগণ মুন্‌সিফ, চৌধুরি ও নায়েব প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত। ঐপদ গ্রহণের সময় সেই শাখাগত সমস্ত লোককে একটী ভোজ দিলে পদপ্রাপ্তির আর কোন বাধা থাকে না।

এই সামাজিক সভায় কোন বিষয়ের নালিশ রুজু করিতে হইলে প্রথমে ১।॰ পাঁচ সিকা তলবানা দিতে হয়। ব্যাপার গুরুতর হইলে সভাপতি সেই শ্রেণীর সমুদায় লোককে খবর দিয়া পাঠান এবং যে স্থানে ও যে সময়ে বিচার হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বিচারক্ষেত্রে বিস্তৃত মাদুরের একধারে প্রথমে জমাদার, তৎপরে চারিজন কর্ম্মচারী এবং তদন্তে সাধারণ পুরুষদিগের বসিবার আসন * এই সভায় সাধারণতঃ তিন প্রকার বিচার হইয়া থাকে। ১ অর্থদণ্ড, ২ বলপূর্ব্বক ভোগ বা খানা আদায় এবং ৩ জাতিচ্যুতি (কুজৎ করনা)। যদি কেহ এই সভার বিচার অগ্রাহ্য করিয়া অর্থদণ্ড না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অসতী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গুরুতর সাজার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে স্ত্রীহত্যা পাতক ভোগ করিতে হইত বলিয়া তাহারা এক্ষণে সে প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে। জ্ঞাতি হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি যদি পুনরায় উপযুক্ত অর্থদণ্ড বা ভোজ দিয়া সমাজ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই সভা তাহাকে উঠাইয়া লইতে পারে।

ইহারা স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য; কিন্তু স্বগোত্র (তর) মধ্যে নহে। কিন্তু যদি অপর শ্রেণীর রমণী প্রথমে লালবেগীসমাজভুক্ত হয়, তাহা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপে ইহারা ডোম, চামার প্রভৃতির কন্যাও গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমা পত্নীর অভিমত ভিন্ন, অথবা তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ সাব্যস্ত না করিয়া ইহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না। পিসী বা মোসোর ভগ্নীকে অথবা জ্যেষ্ঠা শালীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অপরাপর থাকেও ঐরূপ কতকগুলি নিয়ম আছে। কিন্তু হেলা ব্যতীত অপর সাধারণে স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে বিবাহ করিতে পারে না। সবর্ণ-বিবাহকে ইহারা 'সাদী' বলে। ডোম, ধোবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কন্যা যদি যথাবিধি ভঙ্গীদীক্ষা লইয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই অসবর্ণ-বিবাহ 'সাগাই' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ঐ রমণী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও আজীবন 'পরজাত' বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তাহার সন্তানগণ ভঙ্গী হইবে। শেখগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিতা ভদ্রবংশীয়া সকল রমণীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ঐ রমণী কুর্ম্মি, আহীর, কোয়েরী প্রভৃতি জাতীয় হইলে কখনও বিবাহ করিবে না।

লালবেগীদিগের দলভুক্ত করিবার দীক্ষাপ্রণালী এইরূপ;—যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাকে সামর্থ্যানুরূপ ১।॰ মন হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাইয়া জাতীয় সভার সম্মুখস্থিত একটী চৌকীর উপর রাখিতে হইবে। পরে যথাপূর্ব্ব কুর্সিনামা (বংশাবলী) ও নানক-কি-বাণী কীর্ত্তনের পর দলপতি ঐ ব্যক্তিকে চরণামৃত ও প্রসাদ খাইতে দেন। পঞ্জাবের ভঙ্গীগণের ধর্ম্মদীক্ষার সময় এই মন্ত্রটী পাঠ করা হইয়া থাকে।

"সোণে কা ঘট, সোণে কা মট
সোণে কা ঘোড়া, সোণে কা জোড়া
সোণে কা কুঞ্জি, সোণে কা তালা
সোণে কা কিবাড়, লাও কুঞ্জি, খোলা কিবাড়
দেখো দাদা পীরকা দীদার।"

* বারাণসীবাসী লালবেগীগণ ৮ টী শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ সদর বা সেনানিবাসের সাধারণ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক রক্ষিত, ২ কালে-পল্টন বা বেঙ্গল পদাতিক সেনাদলের অধীন, ৩ লালকুর্ত্তি বা ইংরাজসেনার পরিচায়ক, ৪ তেথান্ বা রাজঘাট মোগলসরাই প্রভৃতি রেল-ষ্টেসনে কর্ম্মকারী, ৫ সহর বা নগরমধ্যে কর্ম্মকারী, ৬ রামনগর বা বারানসী রাজসরকারে কর্ম্মকারী, ৭ কোঠিবাল বা ভদ্রসাহেব প্রভৃতি গৃহে যাহারা কার্য্য করে এবং জেনেরেলী অর্থাৎ যে সকল ঝাড়ুদার ইংরাজসেনানী কর্ত্তৃক বারাণসীশাসন সময়ে ইংরাজাধীনে কার্য্য করিতে তাহাদেরই বংশধরগণ। এক সমাজগত হইলেও এই ৮টী সম্প্রদায় পরস্পরে একটু ভিন্ন; সেই জন্য তাহাদের মধ্যেও স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইবার সময় দলপতির সম্মুখে উক্ত আট শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ বসিবার আসন পাইয়া থাকে। তৎপরে সাধারণ লোকের স্থান। ইংরাজসেনা মধ্যে কর্ম্ম করিয়া তাহারা আপনাদের মধ্যেও এইরূপ নামকরণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণ লোককে সিপাহী এবং ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দূতরূপে সাধারণের নিকট বিচারবার্ত্তা জ্ঞাপন করে, সে পিয়াদা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইহাই সত্যযুগের কুর্সি। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ঐরূপ সোণাস্থানে যথাক্রমে রূপা, তামা ও মৃত্তিকার উল্লেখ আছে। অনন্তর চিড়া, ঘৃত, পান, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লইয়া লালবেগের পূজা করিতে হয়।

শেখ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ অনেকাংশেই মুসলমানদিগের সাদি বা নিকার অনুরূপ। হিন্দুশাখার মধ্যে প্রথমে ঘটক (বিচৌলিয়া) দ্বারা সম্বন্ধ ও কন্যাপণ স্থির হইলে শুভলগ্ন ধার্য্য হয়। ঐ দিন একটী ভোজ হইয়া থাকে। তৎপরদিন বরের গৃহে ও তাহার একদিন পরে কন্যার গৃহেও একটী বিবাহমঞ্চ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণগণ 'সাইট্' (শুভদিন) নির্দ্দেশ করিলে, বরপক্ষীয়গণ বর লইয়া কন্যার গৃহে যায়। তখন কন্যাকর্ত্তা তাহাদের বসিবার স্থান দিয়া একহাড়ি অন্ন বরের সম্মুখে আনিয়া দেয়, বরের বন্ধুরা উহার আস্বাদ গ্রহণ করিলে বরকর্ত্তা তাহার মধ্যে ৫টী পয়সা দিয়া থাকেন। তৎপরে দুয়ারবাড়-প্রথা অর্থাৎ দ্বারদেশের একপার্শ্বে বর ও কন্যা দাঁড়াইয়া পরস্পরকে অবলোকন করিবেন। উভয়ের মধ্যে চাদর ব্যবধান থাকে, অনন্তর যথারীতি বরণ আরম্ভ হয় এবং তিলকদানের পর গাঁট-বন্ধন হইলেই বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। বাবাজী-আখ্যাধারী সাধুচেতা জনৈক ভঙ্গী অথবা বরের ভগিনীপতি এই বন্ধনের একমাত্র অধিকারী। পরদিন প্রাতঃকালেই বর-কন্যার 'বিদায়'। ঐ সময়ে বর কন্যা পক্ষীয় গুরুজনদিগকে নমস্কার করিলে অবস্থানুরূপ যৌতুকলাভ করিয়া থাকে। তৎপরে তথাকার নাপিতানী, রজকিনী ও ধাত্রীদিগকে কিছু পারিতোষিক দিয়া বর ফিরিয়া আইসে। পিতৃগৃহে আসিবার পর ৪ দিন পর্য্যন্ত বরকন্যার আর সাক্ষাৎ হয় না। ৪র্থ দিনে বরপক্ষীয় সকল স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া একটী কম্বলের উপর বর ও কন্যাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া বসাইয়া লজ্জা ভাঙ্গাইয়া দেয়।

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্বামী ধ্বজভঙ্গ, কুষ্ঠ, বা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে স্ত্রী বিচ্ছেদ-প্রার্থনা করিতে পারে; কিন্তু এই বিচ্ছেদের জন্য তাহাকে ৫ কিংবা ১০ টাকা নগদ ও সামাজিক সভাকে ভোজ দিতে হইবে। উক্ত সভাই বিবাহবন্ধন চুক্তি করিতে একমাত্র অধিকারী। কিন্তু সকল স্থানের ভঙ্গীদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা নাই। শরীরগত রোগে স্বামী-পরিত্যাগ বিহিত নহে। স্ত্রীর চরিত্র দুষ্ট হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যায়। কখন কখন ঐ রমণীকে জাতি-বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিধবা রমণীকে তাহার দেবর বিবাহ করিতে পারে। যদি কোন বিধবারমণী অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে সে তাহার পূর্ব্বস্বামীর সম্পত্তিরও অধিকারিণী হইয়া থাকে; কিন্তু শেখ ও গাজীপুরি-রাবতদিগের মধ্যে অপরে বিবাহিতা বিধবা-রমণীর এরূপ সম্পত্তি ভোগের অধিকার নাই।

গর্ভাবস্থায় রমণীগণ গলায় একটী টাকা বাঁধিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে উপদেবতাগণ ঐ গর্ভিণীর উপর কোনও অত্যাচার করিতে পারে না। পাঁচ বা সাতমাসে তাহারা সতীপূজা দেয়। প্রসবের সময় চামার রমণী-গণই তাহাদের ধাত্রী কার্য্য করে। জাতবালকের নাভি-মূল ছেদনের পর সূতিকাগৃহে পুতিয়া ফেলে এবং তদুপরে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ৬ষ্ঠ দিনে প্রসূতি স্নানান্তে পবিত্র হয়। হেলা দিগের মধ্যে দ্বাদশ দিনে পবিত্র হওয়াই নিয়ম। তৎপরে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া তাহারা বালকের নামকরণ করে, ও মাথার চুল মুড়াইয়া দেয়। বালক ৫ বা ৬ বৎসরের হইলে তাহারা কালিকা মাই বা বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট লইয়া যায় এবং কর্ণবেধ ও চূড়াকরণাদি সমাপনান্তে পূজা দিয়া থাকে। মীর্জাপুরের হেলাগণ সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ কালে হোম ও গঙ্গা মায়ীর পূজা করে।

ইহাদের মধ্যে শবদেহ দাহ বা প্রোথিত করিবার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কেহ কেহ শবদেহ পুতিয়া রাখে, কেহ কেহ মুখাগ্নি বা হাত পা পোড়াইয়া শবদেহ সমাহিত করে। তৎপরে কবরস্থ শবদেহের তৃপ্তির জন্য তদুপরে খাদ্যাদি দেয়। অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দু-ঝাড়ুদারগণ নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারা মুখাগ্নি-মন্ত্র পাঠ করাইয়া আপনাপন শব দাহ করে এবং অবস্থানুরূপ শ্রাদ্ধাদিও করিয়া থাকে। শেখ-দিগের বালকগণ প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কলিমা পাঠ এবং তীজ ও বর্সি উৎসব করিয়া থাকে। লালবেগী ও গাজীপুরী-রাবতগণ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দেয়।

দাক্ষিণাত্যের আহ্মদ নগর, সাতারা, বেলগাম ও ধারবাড় প্রভৃতি জেলায়ও এই ভঙ্গীজাতির বাস আছে। ইহাদের আচারব্যবহার ও কুলপ্রথা পরস্পরে বিভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে উত্তর-ভারতীয় ভঙ্গীশ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায়। বেলগামের হালালখোর ভঙ্গীগণ মদ্য ও মাংসসেবী। অম্বা-ভবানী যেল্লমা ও ব্রহ্মদেব ইহাদের উপাস্য দেবতা। ইহারা হিন্দু-পর্ব্বে উপবাসাদি না করিলেও, তৎসমুদায় পালন পক্ষে কোনও ত্রুটী করে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাত-বালকের ৫ দিনে পাঁচ-ভাই পূজা ও ১২ দিনে নামকরণ হইয়া থাকে। তিন দিনে ইহারা মৃতের কবরের উপর পিণ্ড দেয়। ১০ দিনে অশৌচান্ত ও জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়। সকল ব্রাহ্মণেই ইহাদের পৌরহিত্য করিতে পারে।

সাতারাজেলায় ভঙ্গীদিগের দশেরা ও দেবালী উৎসবই প্রধান। ইহারা স্থানীয় হিন্দুদেবদেবীসমূহের পূজা করিয়া থাকে। বহিরোবা, দেবকাই, জনাই, জ্যোতিবা ও নরশোভ প্রভৃতি ইহাদের কুলদেবতা। ঐ সকল দেবমূর্ত্তি ইহারা আপনাপন গৃহে রাখিয়া পূজা করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নগরের ময়লা পরিষ্কার করাই ইহাদের প্রধানকার্য্য। যখন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহাদের বেশভূষা নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া ইহারা স্ত্রীপুরুষে সন্ধ্যার সময় পরিপাটী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মাংস ও মাদক-দ্রব্য মাত্রই ইহাদের প্রিয়।

আহ্মদনগরবাসী ভঙ্গীরা আষাঢ় ও কার্ত্তিকেয় শুক্লা-একাদশী, দশেরা, দেবালী, গোকুলাষ্টমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্ব্বে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। হুসেনী ব্রাহ্মণগণ হিন্দুভঙ্গীদিগের এবং কাজীগণ শেখ ভঙ্গীদিগের বিবাহ কার্য্যে যাজকতা করে। শবদেহ প্রোথিত করিবার পর ২০ অথবা ৪০ দিনে ইহারা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ দিয়া থাকে। এখানকার ভঙ্গীগণ হিন্দু ও মুসলমানের সকল পর্ব্বই লক্ষ্য করিয়া চলে।

ধারবাড়বাসিগণ প্রায় সকলবিষয়েই দাক্ষিণাত্যের অপর ভঙ্গীদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারতের ভঙ্গীগণ বলে যে, তাহারা গুজরাত ও উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া বাস করিয়াছে। স্থানীয় কতকগুলি আচারব্যবহারের অনুকরণ করিলেও তাহাদের অপর সকল বিষয়েই প্রায় উঃ পঃ ভারতের ভঙ্গীদিগের অনুরূপ।

ভঙ্গোভার দীক্ষিত, সোমপ্রয়োগনামক গ্রন্থ প্রণেতা।

ভঙ্গীল (ক্লী) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৈকল্য।

ভঙ্গুর (ত্রি) ভজ্যতে স্বয়মেবেতি ভনজ (ভঞ্জভাসমিদো ঘুরচ্। পা ৩।২।১৬১) ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি ঘুরচ্, ঘিত্বাৎ কুত্বমিতি কাশিকা। ১ স্বয়ং ভঞ্জনশীল, ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ।

"কামান্ কাময়তে কাম্যৈর্যদর্থমিহ পূরুষঃ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥"(ভাগ ৭,৭।৪৩)

২ কুটিল। (পুং) ৩ নদীর বাঁক। (শব্দমালা)

ভঙ্গুরা (স্ত্রী) ভঙ্গুর-টাপ্। ১ অতিবিষা। ২ প্রিয়ঙ্গু।

ভঙ্গুরতা (স্ত্রী) ভঙ্গুরস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। ভঙ্গুরের ভাব।

ভঙ্গুরাবত্ত (ত্রি) ১ পাপী, রাক্ষসাদি। ২ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তি।

"দিবে দিবে হন্তারং ভঙ্গুরাবত্তাং" (শুক্লযজুঃ ১১।২৬)

'ভঙ্গুরাবত্তাং ভঙ্গুরং ভঞ্জনীয়ং পাপং তদ্যেষামস্তি তে ভঙ্গুরবন্তো বিঘাতকাঃ রাক্ষসাদয়ঃ যদ্বা ভঙ্গুরং অনবস্থিতং মনো যেষাং তে ভঙ্গুরবন্তঃ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তয়ঃ তেষাং' (বেদদীপ০)

বৈদিক প্রয়োগে 'ভঙ্গুরাবৎ' এইরূপ পদ হইয়াছে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে 'ভঙ্গুরবৎ' হইবে।

ভঙ্গোদ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী ভূমিভাগ। এখানে খোণ্ড জাতির বাস আছে। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। [বিসেম-কটক দেখ।]

ভঙ্গ্যা (ক্লী) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি ভঙ্গ (বিভাষাতিল মাষোমাভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি পক্ষে যৎ। ভঙ্গাক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে ভঙ্গা হয়। (ত্রি) ভঙ্গমর্হতীতি ভঙ্গ-দণ্ডাদিত্বাৎ যৎ। ২ ভঙ্গার্হ।

ভঙ্গ্যা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রাপ্তী ও ভাকলা নদীর দোয়াবের উপর অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ আম্রবন।

ভচক্র (ক্লী) ভানাং রাশীনাং চক্রং। রাশিচক্র, রাশিদিগের স্ব স্ব সংস্থানবিশেষ দ্বারা বিরচিত গোলাকার চক্র।

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং তে জলযন্ত্রবৎ সদা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি ॥"
(সিদ্ধান্তশিরো০ গোলাধ্যায়)

২ নক্ষত্রচক্র। ৩ নক্ষত্রসমূহ।

ভজ ১ ভাগ, পৃথক্করণ। ২ সেবা। ৩ ভক্তি। ৪ আশ্রয়। ভ্বাদি-উভয়০ সক০ অনিট্। লট্ ভজতি-তে। লোট্ ভজতু-তাং। লিট্ বভাজ, ভেজতুঃ, ভেজিথ, বভক্থ, ভেজিব, ভেজে। লুট্ ভক্তা। লৃট্ ভক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভাক্ষীৎ, অভাক্তাং, অভাক্ষুঃ;অভক্ত, অভক্ষাতাং, অভক্ষত। সন্ বিভক্ষতি-তে। যঙ্ বাভজ্যতে। যঙ্লুক্ বাভক্তি। ণিচ্ ভাজয়তি। লুঙ্ অবীভজৎ।

ভজ, ১ পাক ২ বিশ্রাণন, দান। চুরাদি, উভয়০ সক০ সেট্। লট্ ভাজয়তি-তে। লিট্ ভাজয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অবীভজৎ-ত।

ভজ ১ দীপ্তি। চুরাদি০ উভয়০ সক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ ভঞ্জয়তি-তে, লুঙ্ অবভঞ্জৎ-ত।

ভজ, পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ভোরঘাট হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত একটী প্রাচীন চৈত্যের (গুহামন্দির) নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভজক (ত্রি) ভজতীতি ভজ-ণ্বুল্। ১ ভজনকারী। ২ বিভাজক।

ভজগ (পুং) রোমক সিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ।

ভজৎ (ত্রি) ভজতি বিভজতীতি বা ভজ্-লটঃশতৃ। ১ ভাগকর্ত্তা। ২ সেবক, ভজনাকারী।

ভজন (ক্লী) ভজ-ভাবে ল্যুট্। ১ ভাগ। ২ সেবা।

"দারান্তে যে ভজনসহায়াঃ পুত্রান্তে যে তদ্ধনকায়াঃ।
ধনমপি তদ্বৎকরিভজনার্থং নো চেদেতৎ সর্ব্বং ব্যর্থম্॥"(মোহমুদ্গর)
বৈষ্ণবদিগের ভজন সাধনার একটী অঙ্গ। দেবাদির উদ্দেশে গীত ও স্তবকে ভজন কহে।

ভজনতা (স্ত্রী) ভজনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভজনের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণ-রচয়িতা। ইনি ভুজরাম নামেও পরিচিত ছিলেন।

ভজনীয় (ত্রি) ভজ-অনীয়র্। ভজনযোগ্য, বিভাগের উপযুক্ত। ২ সেবনীয়, সেবার যোগ্য।

ভজমান (ত্রি) ভজতে ফলমনুবধ্নাতীতি ভজ-(তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্। পা ৩।২।১২৯) ইতি আনশ্, শানচ্ বা। ১ ন্যায্য। ২ ন্যায়াগত দ্রব্যাদি। ভজ-কর্ত্তরি শানচ্। ৩ বিভাগকারী, ভাগকর্ত্তা। ৪ সেবক, সেবাকারী। ৫ সাত্বতনৃপের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৬)

ভজান (দেশজ) বিরোধি বাক্যের যাথাথ্য প্রতিপাদন।

ভজি (পুং) ভজ-ধাত্বর্থনির্দ্দেশে ইন্। ১ ভজধাতু। ২ সাত্বতনৃপের পুত্রভেদ। ইহার পাঠান্তর 'ভজিন্'।
"পুরুহোত্রস্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ॥"(ভা° ৯।২৪।৬)

ভজেন্য (ত্রি) ভজ-বাহু° কর্ম্মণি-এন্য। ভজনীয়। (ভাগ ৫।১৭।১৮)

ভজেরথ (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ১০।৬০।২)

ভজ্জি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯৬ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৩১°৭´৫০´´ হইতে ৩১° ১৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২´৩০´´ হইতে ৭৭°২৩´১৪´ পূঃ মধ্য। এখানকার সর্দ্দারেরা রাজপুতবংশীয় ও রাণা উপাধিধারী। কাঙড়া রাজবংশের কোন বংশধর এইস্থান জয় করিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৮০৩ এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ এইস্থান লুণ্ঠন করে। ইংরাজগণ গুর্খাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রাণাকে সেই সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রদান করেন। এই উপকারের জন্য ইংরাজকে তিনি প্রতিবৎসর ১৪৪০ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিবার অধিকার নাই।

ভজ্য (ত্রি) ভজ-যৎ। ১ বিভাগযোগ্য। ২ সেবনীয়, পূজার্হ।

ভজ্যমান (ত্রি) ভজ কর্ম্মণি শানচ্। ১ বিভজ্যমান, যাহা ভাগ করা যায়। ২ সেব্যমান। ৩ খণ্ড্যমান।

ভঞ্জ ১ আমর্দ্দন। ২ ভঙ্গ। রুধাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ভনক্তি, ভঙ্‌ক্তঃ, ভঞ্জন্তি। লিঙ্ ভঞ্জ্যাৎ। লঙ্ অভনক্, অভঙ্‌ক্তাং, অভঞ্জন্। লিট্ বভঞ্জ, বভঞ্জতুঃ। লুট্ ভঙ্‌ক্তা। লৃট্ ভঙ্‌ক্ষ্যতি। লুঙ্ অভাঙ্‌ক্ষীৎ, অভাঙ্‌ক্তাং, অভাঙ্‌ক্ষুঃ। কর্ম্মণি ভজ্যতে, অভাজি। সন্-বিভঙ্‌ক্ষতি। যঙ্ বম্ভজ্যতে, বম্ভঙ্‌ক্তি। ণিচ্-ভঞ্জয়তি। লুঙ্-অবভঞ্জৎ।

ভঞ্জ, একটী প্রাচীন রাজবংশ। ইহারা উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই ভঞ্জ বংশের এইরূপ দুইটী তালিকা পাওয়া যায়।

আর একখানি শিলালিপিতে এই বংশের অপর কয়জন রাজারও বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে—

ব্রহ্মভঞ্জদেব
|
দিবভঞ্জদেব
|
শিলাভঞ্জদেব
|
মহারাজ বিদ্যাধরভঞ্জ

ভঞ্জক (ত্রি) ভঞ্জ-ণ্বুল্। ১ ভঞ্জনকর্ত্তা, নিরাসক। ২ ভঙ্গকারক।

ভঞ্জন (ক্লী) ভনজ্-ল্যুট্। মোটন, ভঙ্গকরণ।
"বক্তাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাঞ্চ বর্ণিতাঃ।
অবমর্দ্দঃ প্রত্যাঘাতঃ কেতনানাঞ্চ ভঞ্জনম্॥" (ভারত ১২।৫৯।৬২)
২ নিরসন। (ত্রি) ৩ ভঞ্জক। (পুং) ৪ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৫ শিরঃকর্ণাদির আমর্দ্দন। (সুশ্রুত সূ° ২৭ অ°) ৬ বায়ুজন্য ব্রণবেদনাবিশেষ। (সুশ্রুত সূ° ২২ অ°)

ভঞ্জনক (পুং) ভনক্তি আমর্দ্দয়তীতি ভঞ্জ-ল্যু, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। মুখরোগবিশেষ।
"বক্তুং বক্রং ভবেদ্যস্য দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে।
কফবাতকৃতো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ॥"(মাধবকর)
এই রোগে মুখবক্র এবং দন্তভঙ্গ হয়, ইহা কফ ও বায়ুজন্য হইয়া থাকে। [মুখরোগ দেখ]

ভঞ্জনাগিরি (পুং) পাণিনির কিংশুলুকাদিগণোক্ত পর্ব্বতভেদ। (পা ৬।৩।১৭)

ভঞ্জরু (পুং) ভনক্তীতি ভঞ্জ-বাহুলকাৎ অরু। দেবকুলোদ্ভূত তরু। পর্য্যায়—কাচিম। (ত্রিকা°)

ভঞ্জা (স্ত্রী) ভনক্তি ভয়াদিকমিতি ভঞ্জ-অচ, টাপ্। অন্নপূর্ণা
"ভীতিহা ভয়হন্ত্রী চ ভাবনাবশবর্ত্তিনী।
ভীমাঙ্গবাসিনী ভঞ্জা ভিত্তিসংবিত্তিবর্দ্ধিনী॥"
(রুদ্রযামল সপ্তবিদ্যা রহস্য)

ভট, ১ ভৃতি, ভরণপোষণ, ২ কর্ম্মমূল্য গ্রহণ। ৩ ভাষণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ সক০ সেট্। লট্ ভটতি। লোট্ ভটতু। লিট্ বভাট। লুট্ ভটিতা। লুঙ্ অভটীৎ, অভাটীৎ। ণিচ্ ভটয়তি। ঘটাদি। লুঙ্ অবভটৎ।

"যো ভাটয়িত্বা শকটং নীত্বা চান্যত্র গচ্ছতি।
ভাটং ন দদ্যাৎ দাপ্যোসাহবরুঢ়স্যাপি ভাটকম্॥" (বৃদ্ধমনু)

ভট (পুং) ভট্যতে ম্রিয়তে, বা ভটতীতি ভট-অচ্। ১ যোদ্ধা। ২ ম্লেচ্ছভেদ। ৩ বীর।

"পদে পদে সন্তি ভটা রণোদ্ভটা ন তেষু হিংসারস এষ পূর্য্যতে।
ধিগীদৃশং তে নৃপতেঃ কুবিক্রমং কৃপাশ্রয়ে যঃ কৃপণে পতত্রিণি"
(নৈষধ ১। ১৩২)

৪ পামরবিশেষ। ৫ রজনীচর। ৬ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ।

"বন্ধকারাদ্ভটো জাতো নাটিক্যাং বরবাহকঃ।" (পরাশরস০)

বন্ধকার হইতে ভটের উৎপত্তি হয়।

ভটা (স্ত্রী) ভট-টাপ্। ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশসা। (রত্নমা০)

ভটবলাগ্র (পুং) বীরপুরুষ, সেনাপতি। (ক্লী) সেনাসমূহ।
(দিব্যা ৬৬।২৬, ২১৮।১১)

ভটভটম্যাভৃতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপু০)

ভটার্ক (পুং) বল্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে সেনাপতি আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। মৈত্রক জাতিকে পরাভূত করায় তদ্বংশ মৈত্রক নামে প্রসিদ্ধ হয়। [বলভী দেখ]

ভটিত্র (ক্লী) ভটতি ভটাতে বেতি ভট-ইত্র। শূলপক্কমাংসাদি। (পারসী) কাবাব।

ভটেশ্বরা (স্ত্রী) রাজপুতনার আবুপর্ব্বতস্থ শক্তিমূর্ত্তি বিশেষ। দাভি শাখাভুক্ত জনৈক রাজপুত তাঁহার আরাধনা করিয়া শ্রীসমৃদ্ধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ ভটেশ্বরায়া আখ্যা লাভ করে। এখনও দাবেলা নবোত্রী নামক স্থান তাহাদের অধিকারে আছে।

ভটকস্যা (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

ভট্ট (পুং) ভটতীতি ভট বাহুলকাৎ তন্। ১ জাতিবিশেষ,

"বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ ব্রহ্মখ০ ১০অ০)

বৈশ্যার গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলের স্তুতিপাঠক ও বাবদূক। ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ অন্যরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকন্যাতে ভট্টজাতির উৎপত্তি হয়। এই জাতি রাজার শিবির সমীপে বাস করিবে।

'ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টো জাতোঽনুবাচকঃ।'(ব্রবৈ০ব্রখ০ ৭অ

"ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং সচ্ছূদ্রং গণকং শুভম্।
ভট্টং বৈশ্যং পুষ্ককারং স্থাপয়েৎ শিবিরান্তিকে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণ০ ১০১ অ০)

২ স্বামিত্ব। ৩ বেদাভিজ্ঞ। ৪ পণ্ডিত। ৫ তুতাতাভিধ মীমাংসক ভেদ, ইহার মত মীমাংসা-দর্শনে অভিহিত হইয়াছে [মীমাংসা দেখ]

ভট্ট ১ মোক্ষপদ মীমাংসা প্রণেতা। ২ আলঙ্কারিক, অলঙ্কার সর্ব্বস্বে তাহার নামোল্লেখ আছে। ৩ সংস্কৃতজ্ঞ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগের উপাধি।

ভট্ট (বত্তক) সুমাত্রাদ্বীপের মান্দেলিঙ্গ্ উপত্যকাবাসী জাতি বিশেষ। ইহারা যে ভাষায় কথা কয়, তাহা মলয়বাসীর ভাষা হইতে ভিন্ন, কিন্তু উহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভাষাগত অনেক সাদৃশ্য আছে। লিপিদ্বারা ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য ইহারা আপনাদের উপযোগী একটী বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ এই অসভ্য জাতির মধ্যে অক্ষরমালার আবিষ্কার ও ভাষাতত্ত্বের উজ্জ্বল আলোক প্রসারিত হইলেও নরমাংস ভোজনরূপ জঘন্যবৃত্তি ইহাদের হৃদয় বহুকাল হইতে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যভিচার, মধ্যরাত্রে লুটপাট, রণে বন্দী, জাত্যন্তরে দার-পরিগ্রহকারী, অথবা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অন্য গ্রাম, গৃহ বা মনুষ্যকে আক্রমণ ও গ্রামাদি দাহন প্রভৃতি দোষদুষ্ট ব্যক্তিকে ইহারা কাটিয়া খাইয়া ফেলে * ইহারা ভূতযোনি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে।

ভট্টকেদার বৃত্তরত্নাকর প্রণেতা।

ভট্টনায়ক জনৈক আলঙ্কারিক। মল্লিনাথ ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভট্টনারায়ণ, মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চ কনৌজী ব্রাহ্মণের একতম ক্ষিতীশের পুত্র। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ছিলেন। আদিশূরতনয় ভূশূরের সহিত তিনি রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন, তদবধি তাঁহার সন্তানগণ রাঢ়ীয় আখ্যায়

---

* ১২৯০ খৃষ্টাব্দে মার্কোপোলো ও ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সর ষ্টাম্‌ফোর্ড র‍্যাফেল্‌স্ স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং মার্সডেন সাহেব স্বীয় সুমাত্রা ইতিবৃত্তে এই বীভৎস ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী প্রোফেসার বিকমোর সুমাত্রা পরিদর্শনে আসিয়া এই ভট্টজাতির নরমাংস সেবনের বিষয় অবগত হন। তিনি লিখিয়াছেন, ওলন্দাজগণ মান্দেলিঙ্গ উপত্যকা অধিকার করিলে যাহারা পর্ব্বতবক্ষে লুকায়িত হয়, তাহারা এখনও নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ওলন্দাজ সহবাসে সমতলক্ষেত্রে বাস করিতেছে, তাহারা এই নিকৃষ্ট বৃত্তি ভুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সিপিরোকের রাজা পেন্তুজের ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তাকে বলেন যে, তিনি প্রায় ৪০বার নরমাংস ভক্ষণ করিয়াছেন, উহার আস্বাদ অপর সকল ভক্ষণীয় দ্রব্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ভূষিত হইয়াছিল। তাহার বরাহ, বাটু, রাম, নান, নিপো, গুঞ্জি, গুণ, গূঢ়, বিক, গুঠ, নিনো, মধু, দেবা, সোম, কাম ও দীন নামক ষোল পুত্র রাজা ক্ষিতিশূর কর্ত্তৃক ১৬ খানি গ্রামাধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ পুত্রগণ বর্ত্তমান ১৬টী ব্রাহ্মণবংশের আদিপুরুষ। তাহারা ঐ গ্রামে বসবাসহেতু তত্তদ্‌গ্রামীয় আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। বরাহ—বাড়ুরী, রাম—গড়গড়ী, নিপো—কেশরকোণী, নান—কুসুমকুলী, বাটু—পারিহাল, গুঞ্জি—কুলভী, গুঠ—দীর্ঘাঙ্গী, গুণ—ঘোষালী, বিকর্ত্তন—বটব্যাল, (বড়াল), গূঢ়—মাসচটক, নিনো—বসুয়াড়ী, মধু—কড়িয়াল, দেব—সেউ, সোম—বোকট্টাল, দীন—কুশি (কুশারী) এবং কাম ঝিকুয়াড়ী হইয়াছিলেন।

২ বেণী-সংহার নামক নাটক প্রণেতা। ৩ রঘুনাথ দীক্ষিতের পুত্র। তিনি ১৬৮৬ বিক্রমশাকে 'অপেক্ষিত-ব্যাখ্যানম্' নামে উত্তররামচরিতের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

৪ প্রয়োগরত্ন প্রণেতা, শ্রীভট্টরামেশ্বর সূরির পুত্র। বারাণসীধামে থাকিয়া তিনি ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

৪ জনৈক কাশ্মিরী পণ্ডিত। স্তবচিন্তামণিবিবৃতি নামে একখানি গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি মহামাহেশ্বর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভট্টপ্রয়াগ (পুং) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থান।

ভট্টবলভদ্র (পুং) ব্রহ্মসিদ্ধান্তের একজন টীকাকার।

ভট্টবাজক (পুং) জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে।

ভট্টভাস্কর মিশ্র (পুং) জনৈক টীকাকার।

ভট্টমদন (পুং) জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা।

ভট্টভীম রাবণার্জ্জুনীয় নামক কাব্যপ্রণেতা। ইনি বলভী-স্থাননিবাসী ছিলেন।

ভট্টমূর্ত্তি জনৈক তেলগু কবি। ইনি রাজা কৃষ্ণরায়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত 'নরেশভূপালিয়ম্ ও বসুচরিত্রম্' নামক দুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য পাওয়া যায়।

ভট্টমল্ল (পুং) একজন বৈয়াকরণিক। ইনি অখ্যাতচন্দ্রিকা বা একার্থাখ্যানিঘণ্টু, শব্দার্থ-বৃত্তি ও ক্রিয়ানিঘণ্টু নামে কয়খানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

ভট্টযশস্ (পুং) জনৈক কবি।

ভট্টবিশ্বেশ্বর (পুং) মিতাক্ষরার সুবোধিনী নামক টীকাকার। পেটিভট্টের পুত্র।

ভট্টশিব (পুং) একজন দার্শনিক পণ্ডিত, শঙ্করদিগ্বিজয়ে ইহার নামোল্লেখ আছে। ইনি সাংখ্যমত খণ্ডন করেন।

ভট্টশঙ্কর, বৈদ্যবিনোদ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্কলন কর্ত্তা। অনন্তভট্টের পুত্র। অম্বরপতি জয়সিংহের পুত্র রাজা রামসিংহের অনুমত্যনুসারে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

ভট্টশ্রীশঙ্কর (পুং) জনৈক জ্যোতিষী। বৃহজ্জাতকে ইহার নামোল্লেখ আছে।

ভট্টসোমেশ্বর (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। কমলাকরভট্টের শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে ইহার উল্লেখ আছে।

ভট্টসোমেশ্বর, কুমারিলকৃত তন্ত্রবার্ত্তিকের টীকা-রচয়িতা। মাধবভট্টের পুত্র। 'ন্যায়সুধা' তাঁহার উপাধি ছিল।

ভট্টস্বামিন্ (পুং) একজন কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ভট্টাচার্য্য (পুং) ভট্টঃ তুতাতভট্টঃ আচার্য্যঃ উদয়নাচার্য্যঃ তৌ তুল্যতয়া তন্মতাভিজ্ঞত্বেনাস্ত্যস্যেতি অন্। ১ তুতাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্য তুল্য। যিনি তুতাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত, তিনিই ভট্টাচার্য্য। ২ তুতাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের মতাভিজ্ঞ। ভট্টশ্চ আচার্য্যশ্চ, দ্বন্দ্বঃ।

"নাস্তিকানাং নিগ্রহায় ভট্টাচার্য্যো ভবিষ্যতঃ ॥" (প্রাচীনবাক্য)

যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের ন্যায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, তিনিই এই উপাধি পাইবার যোগ্য। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণেরও এই উপাধি।

ভট্টাচার্য্য ১ অশৌচত্রিংশচ্ছ্লোকীটীকা, অশৌচসংগ্রহ ও তাহার বিবৃতি এবং ত্রিংশচ্ছ্লোকী প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ প্রণেতা।

২ কাব্য-প্রকাশ রচয়িতা।

৩ পদ্মমঞ্জরী, শাণ্ডিল্যসূত্রদীপিকা ও সিদ্ধান্তপঞ্চানন নামক ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন কর্ত্তা।

৪ মুক্তাবলী ও তট্টীকা প্রণেতা।

৫ নাদদীপক নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচয়িতা।

ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি (পুং) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী রচয়িতা। ইহার পূর্ণ নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি।

ভট্টাচার্য্যতর্কালঙ্কার, দ্রব্যভাষ্যটীকা নামে প্রশস্তপদাচার্য্যকৃত বৈশেষিকদ্রব্যলক্ষণভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণেতা। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য শতাবধান (পুং) রাঘবেন্দ্রের নামান্তর।

ভট্টাচার্য্যশিরোমণি, নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামান্তর।

ভট্টার (ত্রি) ভটতীতি কিপ্, ভট্ চাসৌ তারশ্চেতি কর্ম্মধা• পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ যদ্বা ভট্টং স্বামিত্বং গচ্ছতীতি অণ্। পূজ্য।

'নোনসিল্লারভট্টারপ্রশস্তকলশাদয়ঃ।

বদ্ধাথ হর্ষদেবেন কারাগারং প্রবেশিতাঃ ॥'(রাজতর ৭।৮৩৭)

ভট্টারক (পুং) ভট্টার সংজ্ঞায়াং কন্। ১ নাট্যোক্তিতে

রাজা ভট্টারক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২ তপোধন। ৩ দেব। (ত্রি) ৪ পূজ্য। (পুং) ৫ সূর্য্য।

"প্রবিষ্টেষু ততঃ কোপাৎ পুরং শুভধরাদিষু।
ভট্টারকামঠে দিদ্ধা ভূয়ঃ পুত্রং ব্যসর্জ্জয়ৎ॥
(রাজতর০ ৮।২৪০)

ভট্টারক, গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের জনৈক সামন্তরাজ। ইনি সেনাপতি ভটার্ক বা ভট্টারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি ক্রমে বলভীর অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। ইঁহার প্রচলিত মুদ্রায় "মহারাজ্ঞো মহাক্ষত্র পরমাদিত্য রাজ্ঞো সামন্ত মহা শ্রী ভট্টারকস্য" এইরূপ পাঠ লিখিত আছে।

২ প্রভাসখণ্ড বর্ণিত গুজরাত প্রদেশের জনৈক রাজা।
(প্রভাসখণ্ড ২৮।২।১৩)

৩ জৈনদিগের সারস্বত-গচ্ছের অন্তর্গত আচার্য্য ধর্ম্মভূষণ প্রথমের নামান্তর।

ভট্টারকমুনি, সারস্বতগচ্ছের অন্তর্গত বর্দ্ধমানশিষ্য ধর্ম্মভূষণ ২য়ের নামান্তর।

ভট্টারকবার (পুং) ভট্টারকঃ সূর্য্যঃ তস্য বারঃ। রবিবার।
"সখে! স্বয়ুনির্ম্মিতাস্তদস্য ভট্টারকবারে কথমেতান্ দন্তৈঃ স্পৃশামি" (হিতোপ০ ১ পরি০)

ভট্টারিকা (স্ত্রী) নদীভেদ। (কালিকাপু০ ২৩২।৮০।১১)
২ অনহিলবাড় পত্তনের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান।

ভট্টি, পঞ্জাববাসী রাজপুতজাতির একটী শাখা। [ভাটি দেখ।]

ভট্টি, ভট্টিকাব্য প্রণেতা ভর্তৃহরির নামান্তর। তিনি ভর্তৃস্বামিন্, ভট্টস্বামী বা স্বামিভট্ট নামেও সাধারণের পরিচিত। বলভীরাজ ভট্টারক পুত্র শ্রীধরসেনের সভায় ৩৮০ সম্বতে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। [ভর্তৃহরি দেখ।]

ভট্টিক (পুং) চিত্রগুপ্তের পুত্রভেদ।

ভট্টিকদেবরাজ, জনৈক হিন্দুরাজ। ইনি প্রতিহাররাজ সিলুক কর্তৃক পরাজিত হন।

ভট্টিকাব্য ভর্তৃহরি-প্রণীত একখানি মহাকাব্য। ইহা রসভাবময় রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও কবি ইহাকে ব্যাকরণের বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারাই সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছেন। রচনাকালে ব্যাকরণের প্রতিই কবির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ব্যাকরণে স্থির-ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার পক্ষে ভট্টিকাব্য বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থ শেষে কবি স্বয়ং এক-স্থানে লিখিয়াছেন—

"দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোঽয়ং শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে॥" (ভট্টি ২২।৩৩)

প্রবাদ আছে, কবি ভর্তৃহরি এক রাজার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন। একদিন রাজা অধ্যয়ন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটী হস্তী সেই স্থানে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার পাঠ কাটাইয়া চলিয়া যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই ঘটনায় পূর্ণ এক বৎসর কাল ব্যাকরণ পড়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। তখন রাজার ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি স্থির রাখিবার জন্য কবি ভর্তৃহরি কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া রাজাকে তাহা অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ভট্টিকাব্য অধ্যয়ন করিয়া রাজার আর ব্যাকরণান্তর অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইল না।

ইহা কেবল ব্যাকরণের কাঠিন্যপূর্ণ নীরসপদপরম্পরা দ্বারাই যে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার অনেক স্থানে সেই রসকদম্বকল্লোলময় কবিত্বপূর্ণ কোমলকান্ত পদাবলীরও অতি সুন্দর অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সহৃদয়বেদ্য শব্দ ও অর্থালঙ্কারাদিরও ইহাতে অভাব নাই।

এই গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যাকরণ ব্যতীত ছন্দ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে ভট্টি ভিন্ন এমন কোন কাব্য নাই, যাহাতে এরূপ সুন্দর ভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার-সমুচ্চয় একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় সর্গের শরদ্বর্ণন ও দশমের কাব্যালঙ্কার সমূহ অতীব রমণীয়।

গ্রন্থশেষে গ্রন্থকর্তা তাঁহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥"

বলভীরাজ শ্রীধরসেনের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

ভট্টিপ্রোল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণানদী তীরবর্তী একটী প্রাচীন নগর। বেল্লতুর নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার লঞ্জাদিব্ব নামক সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ উহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ঐ স্তূপ প্রায় ১৭০০ বর্গ-গজ স্থান অধিকার আছে।

ভট্টিনী (পুং) ভট্টিঃ স্বামিত্বমস্ত্য অস্তীতি ভট্টি-ইনি ঙীপ্। নাট্যোক্তিতে অকৃতাভিষেকা রাজপত্নী। যে রাজপত্নীর অভিষেক হয় নাই, নাটকে তাহাকে ভট্টিনী কহে। ২ ব্রাহ্মণভার্য্যা।

ভট্টিয়ানা পঞ্জাব প্রদেশের শির্ষা জেলার অন্তর্গত একটী ভূভাগ। ভট্টি (ভাটী) নামক দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতজাতির বাস হইতে এই স্থানের ভট্টিয়ানা নাম হইয়াছে। এক সময়ে হরিয়ানা, বিকানীর ও বহাবলপুর প্রভৃতি স্থান এই ভট্টিরাজ্যের

অন্তর্গত ছিল। এখনও ঘাঘর উপত্যকার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকা ও জনশূন্য গ্রামাদি সেই প্রাচীনসমৃদ্ধ জাতির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। মোগলরাজ তৈমুর শাহ ভারতাক্রমণ কালে এই প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া জনহীন করিয়া দেন। এই প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে জনসমূহ এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। সেই সময়ে ঘাঘরনদী বহাবলপুরের নিকট শতদ্রুর সহিত মিলিত ছিল, এক্ষণে বিকানীরের মরুভূমিবক্ষে শুকাইয়া গিয়াছে। ১৮ শ শতাব্দে এই স্থান ভাটি-দস্যুদলের আবাসরূপে পরিণত ছিল। ঐ সময়ে তাহারা বিপদ হইতে আত্মরক্ষার্থ কএকটী গ্রাম দুর্গাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা জর্জ টমাসের বশ্যতা স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের পদানত হয় নাই। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেকের বিজয়ের পর দিল্লী-প্রদেশ সমেত সমগ্র ভট্টিয়ানারাজ্য ইংরাজের করতলগত হয়, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ উক্ত প্রদেশের পূর্ণাধিকার লাভে বঞ্চিত ছিলেন। ভট্টিসর্দ্দার বাহাদুর খাঁ ও জাব্‌তা খাঁকে দমন করিবার জন্য উক্তবর্ষে ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হয়। বাহাদুর খাঁ ইংরাজ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং জাব্‌তা খাঁ অবনত মস্তকে ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জাব্‌তা খাঁ লুক্কাইতভাবে ইংরাজাধিকৃত ফতেহাবাদ আক্রমণ করিলে ইংরাজরাজ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভট্টিয়ানা একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিণত হয়, পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শীর্ষা নামে অভিহিত হইতেছে।

ভট্টিরবার, শ্রীরঙ্গস্তব প্রণেতা, ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

ভট্টীয় (ত্রি) ভট্টসম্বন্ধীয়, আর্য্যভট্ট সম্বন্ধীয়।

ভট্টুবাণ জনৈক রাজা বা তাঁহার বংশ। জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, এই রাজবংশ গুপ্তরাজগণের পূর্ব্বে প্রায় ২৪০ বৎসর কাল ভারতশাসন করিয়াছিলেন। (জৈন হরি° ৬০।৮৬-৮)

ভট্টোজিদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। লক্ষ্মীধর সূরির পুত্র। ইনি ভানুজি (বীরেশ্বর) দীক্ষিতের পিতা ও হরিহরের পিতামহ এবং কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ প্রণেতা কৃষ্ণদত্তের গুরু। রামাশ্রমশিষ্য বৎস্যরাজ (১৬৪১ খৃঃ) ও নীলকণ্ঠ আচারময়ূখে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতকৌস্তুভ, আচার-প্রদীপ, অশৌচত্রিংশচ্ছ্লোকী, অশৌচনির্ণয়, আহ্নিক কারিকা, কালনির্ণয়সংগ্রহ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, চতুর্ব্বিংশতি-মুনিমতব্যাখ্যা, চন্দনধারণবিধি, তত্ত্বকৌস্তুভ, তত্ত্ববিবেক-দীপন ব্যাখ্যা, তন্ত্রসিদ্ধান্তদীপিকা, তন্ত্রাধিকারনির্ণয়, তর্কামৃত, তিথিনির্ণয়, তিথিনির্ণয়সংক্ষেপ, তিথি-প্রদীপক, তীর্থযাত্রাবিধি, ত্রিস্থলীসেতু ও ত্রিস্থলীসেতুসারসংগ্রহ, দশশ্লোকীটীকা, ধাতুপাঠ, প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়, প্রৌঢ়মনোরমা, বালমনোরমা, মাসনির্ণয়, লিঙ্গানুশাসনসূত্রবৃত্তি, শব্দকৌস্তুভ, শ্রাদ্ধকাণ্ড, সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যান, সর্ব্বসারসংগ্রহ, সিদ্ধান্তকৌমুদী, (পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি), দান-প্রয়োগ, ভট্টোজিদীক্ষিতীয় প্রভৃতি তদ্রচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্রকে প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়াছেন।

ভট্টোৎপল, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ৭৮৮ শকে বৃহজ্জাতকের জগচ্চন্দ্রিকা নামে একখানি বিবৃতি রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন যোগযাত্রাবিবরণ, লঘুজাতকটীকা, বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি ও বাদরায়ণ-প্রশ্নটীকা নামক গ্রন্থ কয়খানিও তাঁহার প্রণীত। কোন কোন গ্রন্থে তাহার উৎপল আচার্য্য নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভট্টোদ্ভট্ট, জনৈক প্রসিদ্ধ কাশ্মীর পণ্ডিত। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, তিনি রাজা জয়াপীড়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রত্যহ ১ লক্ষ দীনার প্রাপ্ত হইতেন। তৎকৃত কুমারসম্ভব ও একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র পাওয়া যায়।

(রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৪)

ভট্টোপম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভট্‌ভট্‌ (দেশজ) ১ অযথা বাক্যব্যয়, মিথ্যা বকাবকি। ২ দ্রব্যাদির গলিতাবস্থা।

ভট্যারা, দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমান জাতির একটী শাখা। পাচক-(বাবুর্চ্চি) বৃত্তি বা দোকানদারী ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়া এখানে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুধর্ম্মত্যাগী মুসলমানগণের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া নিম্নশ্রেণীরূপে গণ্য হইয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃই অপরিষ্কার। হানফি সম্প্রদায়ী সুন্নী মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিলেও ইহারা কখনও কল্‌মা পাঠ করে না।

ভড়, ১ পরিভক্ষণ, ২ পরিহাস। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্, ইদিৎ। লট্ ভণ্ডতে। লোট্ ভণ্ডতাং। লিট্ বভণ্ডে। লুঙ্ অভণ্ডিষ্ট।

ভড়, ১ কল্যাণভাষণ। ২ প্রতারণ। চুরাদি° উভ° সক° সেট্, ইদিৎ। লট্ ভণ্ডয়তি-তে। লোট্ ভণ্ডয়তু-তাং। লুঙ্ অবভণ্ডৎ-ত।

ভড় (পুং) ভড় পরিহাসে পরিভাষণে বা অচ্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। লেটের ঔরসে তীবর কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"লেটস্ত্রীবরকন্যায়াং জনয়ামাস যন্নরান্।
মাল্লং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

ভড় (দেশজ) ১ জলযান বিশেষ। ২ তন্তুবায় জাতির উপাধি বিশেষ।

ভড়ক (দেশজ) ১ জাকজমক। ২ বাহ্যাড়ম্বর।

ভড়ঙ্ এক প্রকার শুষির যন্ত্র। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার। উহাতে একটী নল আর একটী নলের ভিতর স্তবকে স্তবকে থাকে। বাজাইবার সময় উহা টানিয়া বড় করিয়া লইতে হয়। প্রাচীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যান্য রণবাদ্যের মধ্যে এই যন্ত্রও বাদিত হইত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভোম্বজ নাম পাওয়া যায়।

ভড়ভুঞ্জা, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। কলাই প্রভৃতি শস্য ভাজিয়া ডাল প্রস্তুত এবং কখন কখন সেই শস্য ভাজিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে পরদেশী ও মরাঠা নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মরাঠা ভুঞ্জাবালাগণ অনেকাংশে মহারাষ্ট্রীবাসীদিগের মত। পরদেশীগণ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া জুন্নর, ঘেড়, সিরুর, বিজাপুর, পুরন্ধর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে।

পরদেশী ভড়ভুঞ্জাগণ সাধারণতঃ কনোজিয়া ও কাশ্যপ-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা পরস্পরের মধ্যে পুত্র কন্যার বিবাহ দেয় এবং ভোজনাদি করে। ইহারা বলিষ্ঠাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণ,মাথায় টিকি ও গোঁফ আছে। মাছ, মাংস ভোজন বা মদ্যাদি পান করিতে ইহারা বিশেষ পটু। শীতলাদেবীর পূজায় ইহারা ছাগবলি দেয়। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু দেবতা-ব্রাহ্মণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। প্রায় প্রতিগৃহেই বহিরোবা, ভবানী, খন্দোবা ও মহাদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি থাকে। পরদেশী-ব্রাহ্মণগণ সকল কর্ম্মেই তাহাদের যাজকতা করেন। আলণ্ডী, কোন্দনপুর, পন্ঢরপুর ও তুলজাপুর প্রভৃতি স্থান ইহাদের পবিত্র তীর্থ। শিবরাত্রি আষাঢ়ী-একাদশী, গোকুলাষ্টমী, অনন্ত-চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিকী-একাদশী এবং 'প্রদোষ' অর্থাৎ প্রতিমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে তাহারা উপবাসকরে এবং সিম্‌গা, নাগ-পঞ্চমী, দশেরা ও দীবালী দিনে তাহাদের উৎসব ও ভোজাদির আয়োজন দেখা যায়।

পুত্রজন্মের ১২শ দিনে প্রসূতির অশৌচান্ত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া বালকের নামকরণ করে। ১ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে শুভদিনে বালকের চূড়াকরণ হয়। যুবকদিগের ৩০ বর্ষের মধ্যে এবং যুবতীদিগের ১২-১৬ বৎসরের মধ্যে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কন্যা বিবাহযোগ্য হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তার নিকট গমনপূর্ব্বক কন্যাগ্রহণের প্রার্থনা জানান। বরকর্ত্তা স্বীকৃত হইলে, এক বা দুই টাকা ও এক ঠোঙ্গা চিনি পাত্রের হস্তে দিয়া কন্যাকর্ত্তা স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। বিবাহের পূর্ব্বদিনে বর ও কন্যার গৃহে একটী বিবাহমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। ঐ দিন স্ব স্ব আলয়স্থিত মঞ্চগৃহে বর ও কন্যার গাত্র-হরিদ্রা দেওয়া হইয়া থাকে, একজন কুমারী আসিয়া বর বা কন্যার গাত্রে হরিদ্রা দিয়া যায়। বিবাহদিনে একটী তালপত্রের ময়ূর বরের মাথায় বসাইয়া বরযাত্রগণ বর লইয়া কন্যার বাটীতে যায়, অনেক সময় কন্যাকেও বরের বাটীতে আনা হইয়া থাকে। যেখানেই হউক, বর ও কন্যা বিবাহস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাদের মাথার উপর রুটী ও জল ঘুরাইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্নান করান হয়। পরে এক জন কামার আসিয়া বর ও কন্যার দক্ষিণ ও বাম হস্তে লৌহ কঙ্কণ দিয়া সুতা বাঁধিয়া যায়। ইহার পর বর ও কন্যাকে চৌকির উপর বসাইয়া পুরোহিত সম্প্রদান কার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তে কন্যাকর্ত্তা বরের পদদ্বয় জলধারা ধৌত করিয়া পূজা করেন এবং উঠিবার সময় বর ও কন্যার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ২ বা ৫ টাকা যৌতুক দিয়া যান। ইহাই ইহাদের কন্যা-দান প্রথা। বিবাহান্তে উভয়পক্ষীয় জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের ভোজ হইলে কন্যা লইয়া বরযাত্রীরা গমন করে, কিন্তু বরের সেই ময়ূর (টোপর) কন্যার পিত্রালয়েই থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত আর একটী শুভ বিবাহ উপস্থিত না হয়, ততদিন ইহারা মাঙ্গলিক জ্ঞানে উহা গৃহমধ্যে যত্নে রাখিয়া দেয়। পরে উহা নদীবক্ষে অথবা পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে।

ইহারা সাধারণতঃ শবদেহ দাহ করে। বসন্তরোগে মৃত্যু হইলে তাহাকে পুতিয়া রাখে। মৃত ব্যক্তির উপর গরম জল ঢালিয়া ইহারা নূতন বস্ত্রে সেই দেহ আচ্ছাদিত করে। বিধবা হইলে সাদা থান, পুরুষ হইলে সাদা তাপ্তা এবং সধবা-রমণী হইলে সবুজবস্ত্র ও জামা পরাইয়া দেয়। তৎপরে সেই শবোপরি ফুল ও পান ছড়াইয়া সকলে নমস্কার করে এবং তাহার দুই হস্তে দুইটী গমের পিণ্ড দেয়। শ্মশানে চিতায় শব রাখিয়া মুখাগ্নির মুখ্য-অধিকারী মুখে জল ও অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক শবদেহ দাহ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইলে সকলে স্নানপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ৩ দিন পরে সেই ভস্মরাশি ধৌত করিয়া দাহস্থান গোময় ও চোনা দ্বারা পরিষ্কৃত করে এবং তথায় মৃতের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য

খাদ্যাদি রাখে। স্ত্রীলোক হইলে ৯ দিনে এবং পুরুষের মৃত্যুতে ১০ দিনে অশৌচান্ত হইয়া ইহারা শ্রাদ্ধাদি করে।

বিজাপুরের ভড়ভুঞারা একটী স্বতন্ত্রশ্রেণী। ইহারা আপনাদের মধ্যেই কন্যাপুত্রের দানগ্রহণ করে। প্রায় স্থানীয় ভোই নামক জাতিকগণ ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অপর সকল বিষয়েই মুসলমানগণের অনুকরণ করিলেও হিন্দুদেবদেবীর পূজা ও পার্ব্বণাদি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু বিবাহ বা সংকার কার্য্যে ইহারা কাজিকে ডাকাইয়া কার্য্য করে। ইহারা হানিফি সম্প্রদায়ী সুন্নীমুসলমান।

হিন্দুভুঞাদিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

ভড়িত (পুং) পাণিনির গর্গাদিগণোক্ত ঋষিভেদ। (পা৪।১।১০৫)

ভড়িয়াদ্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার ধন্ধুকা তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ধোলেরা নগর হইতে ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার পীর ভড়িয়াত্রার রোজা নামক বিখ্যাত অট্টালিকা মুসলমান ও গুজরাতবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থস্থান। ঐ রোজা মধ্যে সৈয়দ বোথারি মন্দুদ শাহ বালিস্ সৈয়দ আবদুল রহ্মনের কবর আছে। প্রায় ৬শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত মহাত্মা ১৫শ বর্ষে তীর্থযাত্রাব্যপদেশে স্বীয় জন্মভূমি উচ্ছ (পঞ্জাবের অন্তর্গত) পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণে বহির্গত হন। ঐ সময়ে ধন্ধুকার ৭ ক্রোশ দক্ষিণে চোক্রি (চক্রাবর্ত্তী) নামক স্থানে একজন রাজপুত রাজত্ব করিতেন। শুনা যায়, উক্ত রাজা উপবাস পরে পারণ দিনে একজন মুসলমান হত্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কোন মুসলমান সন্তান এইরূপে রাজকরে নিহত হইলে তাহার মাতা মন্দুদ শাহের নিকট স্বীয় দুঃখবার্ত্তা জ্ঞাপন করে। সাধুহৃদয় এই নিষ্ঠুর সংবাদে উদ্বেলিত হয়। তিনি মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা নিহত হইলেও তৎপুত্রের প্রবল কোপানল হইতে মন্দুদ শাহ পরিত্রাণ পাইলেন না। রণক্ষেত্রে রাজপুত্রের হস্তে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইল। তাঁহার অন্তিম প্রার্থনানুসারে মুসলমানগণ তাঁহাকে গজবন্‌শাহ নামক স্থানে কবরস্থ করে। ঐ সমাধির উপর ভড়িয়াদের রোজা বিদ্যমান। উক্ত ঘটনার দুই শত বৎসর পরে কাম্বের নবাব রোজা ভবননির্ম্মাণ করাইয়া উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য বার্ষিক ৩৫০ টাকা ধার্য্য করিয়া দেন। প্রতিবৎসর এখানে বহুশত মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে। দরগার মধ্যে ১।০ মন ওজনের একটী লৌহ শৃঙ্খল আছে, উহা অনপরাধীর কোমরে দিয়া ৭ পদ হাটালেই দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। যাহার অদৃষ্টে উহা খণ্ডিত হইত না, তাহাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করিয়া পূর্ব্বে সাজা দেওয়া হইত।

ভড়িল (পুং) ভড়তীতি ভড়ি (সলিকল্যনিমহিভড়িভণ্ডীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ সেবক। ২ শূর। (উজ্জ্বল)

ভড়্কাল (দেশজ) বৃথা জাকজমক-যুক্ত।

ভড়্কান (দেশজ) ভীতিপ্রযুক্ত চমকাইয়া উঠা।

ভড়্কো (দেশজ) ভয়শীল।

ভড়্ভড়ানী (দেশজ) বৃথা বাক্যব্যয়।

ভড়্ভড়্ (দেশজ) ১ অস্ফুট শব্দবিশেষ। ২ দ্রব্যাদির গলিতাবস্থা।

ভণ্, ১ শব্দ, ভাষণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ দ্বিক০ সেট্। লট্ ভণতি। লিট্ বভাণ, ভণতুঃ। লুট্ ভণিতা। লুঙ্ অভণীৎ, অভাণীৎ। ণিচ্ ভাণয়তি। লুঙ্ অবীভণৎ, অবভাণৎ। যঙ্ বম্ভণ্যতে। যঙ্লুক্ বাভণীতি। সন্ বিভণিষতি।

ভণন (ক্লী) ভণ-ল্যুট্। কথন।

ভণিত (ত্রি) ভণ-ক্ত। ১ শব্দিত। ২ কথিত।

"শ্রীজয়দেবভণিতমিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।"(গীতগোবিন্দ)

ভণিতা (দেশজ) গ্রন্থকর্ত্তা বা রচয়িতার নাম প্রকাশকরণ। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অধ্যায়শেষে গ্রন্থকর্ত্তার নাম বা বংশনির্ণায়ক ভণিতা থাকে।

ভণিতি (স্ত্রী) ভণ্যতে ইতি ভণ-ক্তিন্। বাক্য। (ত্রিকা০)

"নিয়ন্ত্রিতা যদ্ভণিতিস্তদ্‌গুণোদীরণাদিয়ম্।"(রাজতর০ ৪।৫৪)

ভণ্টক (পুং) মারিষ ক্ষুপ।

ভণ্টা (স্ত্রী) ১ চিঞ্চোটক। ২ বার্ত্তাকী। (বৈদ্যকনি০)

ভণ্টাকী (স্ত্রী) ভট্যতে ভণ্যতে বা ভট-ভৃতৌ ভণ শব্দে বা (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি নিপাত্যতে চ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বার্ত্তাকী ২ বৃহতী। ৩ বৃন্তাক। (ভাবপ্র০)

ভণ্টুক (পুং) ভড়তীতি ভড়ি-উকন্। শ্যোনাক বৃক্ষ। কোন কোন পুস্তকে 'ভণ্ডুক' এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

ভণ্ড (পুং) ভণ্ডতে ইতি ভড়ি প্রতারণে অচ্। অশ্লীলভাষী, চলিত ভাঁড়, পর্য্যায়—চাটুপটু। ২ বৃথা ধর্ম্মাভিমানী।

"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তপিশাচকাঃ।"
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকদর্শন)

ভণ্ডুক (পুং) ভণ্ড-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ খঞ্জনপক্ষী (জটা০) ২ একজন কবি।

ভণ্ডতপস্বিন্ (ত্রি) ভণ্ডঃ তপস্বী কর্ম্মধা০। ভণ্ডবিটেল, কপট-তপস্বী, বিড়াল-ধার্ম্মিক। যাহারা তপস্বীর ভাণ করে।

ভণ্ডন (স্ত্রী) ভড়ি ভাবাদৌ ল্যুট্। ১ খলাকার, প্রতারণা। ২ কবচ। ৩ যুদ্ধ। (মেদিনী)

ভণ্ডনাদিত্য, চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য কলিমর্দ্দ্যের অনেক সেনাপতি ও সামন্ত। ইনি পট্টবর্দ্ধিনীবংশীয় কালকম্পের বংশধর। শিলালিপিতে ইঁহার বীরত্বকাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভণ্ডহাসিনী (স্ত্রী) ভণ্ডেন খলীকারেণ হসতি বা, হস্-ণিনি ঙীপ্। গণিকা। (শব্দরত্না॰)

ভণ্ডারি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাসী একটী জাতি। মদ্য চোলাই বা তালগাছ হইতে তাড়ীসংগ্রহ ও বিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে কিতে ও সিন্দে নামে দুইটী থাক আছে। উহারা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বা ভোজনাদি করে না। সাধারণতঃ ইহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিলাসী। সকলেই প্রায় মদ্য, তাড়ি, বা গাঁজা সেবন করে। মাদকতার বশীভূত হইলেও তাহারা মিতাচার এবং আতিথ্যাদি সদ্গুণে ভূষিত। পুরুষেরা মাথা কামায় ও টিকি রাখে। স্ত্রীলোক ও বালকগণ নানাকার্য্যে পুরুষদিগের সহায়তা করে। ভূতপতি মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। দেশস্থ ও খর্হাদ-ব্রাহ্মণগণ সকলকর্ম্মেই ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহারা অন্যান্য হিন্দুদিগের মত সকল পর্ব্বোপলক্ষে উপবাসাদি করে। পণ্ঢরপুর, গোকর্ণ ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থগমনে ইহারা বিশেষ উৎসুক। জন্ম ও বিবাহে ইহারা ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে। অন্যান্য সামাজিক গোলমাল জাতীয় সভা হইতে নিষ্পাদিত করিয়া লয়। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং পুতিয়াও রাখে।

ভণ্ডি (স্ত্রী) ভড়ি ইন্। বীচি। (হারাবলী)

ভণ্ডিকা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দরত্না॰)

ভণ্ডিজঙ্ঘ (পুং) পাণিন্যুক্ত ঋষিভেদ। (পা ২।৪।৫৮)

ভণ্ডিত (পুং) ভড়ি-ক্ত। ১ ঋষিভেদ। ততঃ গর্গাদিত্বাৎ যঙ্, ভাণ্ডিত্য—তদ্গোত্রাপত্য। এই অর্থে ফক্ করিয়া ভাণ্ডিত্যায়ন পদ নিষ্পন্ন হয়।

ভণ্ডিন্, হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্টের নামান্তর।

ভণ্ডির (পুং) ভণ্ডিল রলয়োরৈক্যম্। শিরীষবৃক্ষ।

ভণ্ডিল (পুং) ভণ্ড্যতে পরিহসতীবেতি ভাষতে ইবেতি বা, ভড়ি (সলিকল্যানিমহিভড়িভণ্ডীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ শিরীষবৃক্ষ। (ত্রি) ২ শুভ। ৩ দূত। ৪ শিল্পী।

ভণ্ডী (স্ত্রী) ভণ্ড্যতে ইতি ভড়ি-ইন্ কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ শিরীষবৃক্ষ। ৩ শ্বেত ত্রিবৃৎ। পর্য্যায়—"শ্বেতা ত্রিবৃতা ভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপিবা।" (ভাবপ্র॰)

ভণ্ডীতকী (স্ত্রী) ভণ্ডী সতী তকতীতি তক-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মঞ্জিষ্ঠা। (ভাবপ্র॰)

ভণ্ডীর (পুং) ভণ্ডি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমষ্ঠিল ক্ষুপ। ২ তণ্ডুলীয় শাক। ৩ শিরীষবৃক্ষ। ৪ বটবৃক্ষ।

"মালতীকুন্দগুচ্ছৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা।
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কৈতকৈরতিমুক্তকৈঃ॥"

(রামায়ণ ৩।৭৫।২৪)

'ভণ্ডীরো বটঃ' (রামানুজ)

ভণ্ডীরলতিকা (স্ত্রী) ভণ্ডীর ইব লততে ইতি লতিঃ অচ্, স্বার্থে অন্ টাপ্ অত ইত্বং। মঞ্জিষ্ঠা।

ভণ্ডীরী (স্ত্রী) ভণ্ডীর-গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর)

ভণ্ডীল (পুং) ভণ্ডীর-রলয়োরেকত্বং॰ মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দরত্না॰)

ভণ্ডুর (দেশজ) ১ প্রতারক। ২ বৃথা গোলযোগ কারী।

ভণ্ডুলিয়া (দেশজ) যাহারা কাগো গোলমাল বাঁধায়।

ভণ্ডূক (পুং) ভড়ি-উক। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাকুর মাছ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর, গুরুবিষ্টম্ভী ও রক্তপিত্তহর। (ভাবপ্র॰) ২ শ্যোনাকবৃক্ষ। (রত্নমা॰)

ভণ্ ভণ্ (দেশজ) মক্ষিকাদির অস্ফুট শব্দ।

ভণ্ ভণিয়া (দেশজ) ভণ্ ভণ্ শব্দযুক্ত।

ভণ্ ভণিয়ামাছি, (দেশজ) সবুজবর্ণের মক্ষিকাভেদ (Musca vomitoria)। গ্রীষ্মে সুপক্ব আম্রের সময় ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা গলাধঃকৃত হইলে বমন হয়।

ভতালা, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভাণ্ডক নগর হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থান প্রাচীন ভদ্রাবতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি সুরক্ষিত প্রাচীন দেবমন্দির ও দুর্গাদি স্থানীয় প্রাচীনকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পর্ব্বতের পাদমূলস্থ সুরম্য পুষ্করিণ্যাদি এই স্থানের অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে। এখানে উৎকৃষ্ট প্রস্তরখনি আছে।

ভতোলী, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে 'খোউরি দি' নামে একটী (১০০ ফিট চতুরস্র ৩৫·১০ ফিট উচ্চ সুবৃহৎ স্তূপ আছে। স্থানীয় প্রবাদ, ঐ স্থানে চেরু রাজগণের একটী দুর্গ ছিল। মুসলমানাগমনের বহুপূর্ব্বে উহা অগ্নিযোগে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্তূপ খনন কালে দেখা গিয়াছে যে, উহার গঠন কার্য্য ও ইষ্টকাদি প্রাচীন হিন্দুধরণের। এতদ্ভিন্ন সেই স্তূপ মধ্যে আরও অনেকানেক হিন্দুদেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানের অনেক নিদর্শন এখনও কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ভথান, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের ঝালবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৪´ পূঃ। এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ গবমেণ্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে খাজনা দিয়া থাকেন।

ভদ, শুভকথন। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভদ্দয়তি। লোট্ ভদয়তু। লুঙ্ অবভদৎ।

ভদ, ১ হর্ষ, প্রীতি। ২ শুভ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্, হাদিৎ। লট্ ভন্দতে। লোট ভন্দতাং। লুঙ্ অভন্দিষ্ট।

ভদন্ত (পুং) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (ভন্দের্নলোপশ্চ। উণ্ ৩।১৩০) ইতি ঝচ্ নলোপশ্চ। ১ সৌগতাদি বুদ্ধ, মায়াদেবীসুত। (হেম)

"তত্রাবিষ্য যথাবৎ তৎভদন্তমভিগম্য চ।
পরিচর্য্যাপরো ভক্ত্যা ত্রাণি বর্ষ্যাণ্যশেষতঃ॥"(কথা°সা° ৪৯।১৭৯

২ সুতেজঃ। (ত্রি) ৩ পূজিত। ৪ প্রব্রজিত।

ভদন্ত, জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্, বরাহমিহির তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। উৎপলের মতে, তাঁহার অপর নাম সত্যাচার্য্য।

ভদন্ত গোপদত্ত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তঘোষক (পুং) বৌদ্ধাচার্য্য ভেদ।

ভদন্তজ্ঞানবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ভদন্তধর্ম্মত্রাত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তরাম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তবর্ম্মন্ (পুং) জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে তাঁহার উল্লেখ আছে।

ভদন্তশ্রীলাভ (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদাক (পুং ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি আক, নলোপশ্চ। মঙ্গল। (উজ্জ্বল)

ভদারি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন রাজধানী। রাজা চোবনাথ এখানে রাজত্ব করিতেন। ভেরার পার্শ্ববর্ত্তী আজ্মদাবাদ নগরের নিকটে উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

ভদার্বা, বোম্বাই প্রসিডেন্সীর রেবাকাম্বারাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৭ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ রাণা উপাধিতে ভূষিত। ইহারা গাইকবাড় রাজকে কর দিয়া থাকেন।

ভদার্শা, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত মর্হানদীর কূলে অবস্থিত একটী নগর। এই স্থানের প্রাচীন নাম ভায়াদর্শ। প্রবাদ, দশরথতনয় ভরত এইখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ভদৌর, পঞ্জাবের পতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

ভদৌরা, গোয়ালিয়র রাজ্যের গুণা সব-এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। স্থানীয় দস্যুগণের উপদ্রবাদি হইতে দেশ রক্ষা করায়, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ, মানসিংহ নামা জনৈক সর্দ্দারকে এই সম্পত্তি দান করেন। তদ্বংশধর ঠাকুর উপাধিধারী সর্দ্দার মাধোসিংহ ইংরাজের রাজকীয় প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৮´ পূঃ।

ভদোরিয়া রাজপুতজাতির একটী শাখা। চম্বলা নদীর দক্ষিণকূলে আগ্রানগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকৃস্থ ভদাবর জেলায় বাসহেতু তাহারা ভদোরিয়া নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে সকল ভদোরিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করে, তাহারা আপনাদিগকে মিও-বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু অন্যান্য ভদোরিয়াগণ আপনাদিগকে চৌহানবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিলেও, চৌহানগণ তাহাদিগের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করে না। যাহা হউক, বর্ত্তমানে তাহারা পরস্পরে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছে।

আটভাইয়া, কুলহিয়া, মৈনু, তসেলী, চন্দ্রসেনিয়া ও রাবত নামে তাহাদের ৬টী থাক আছে

এই জাতির সামাজিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনা যায়। গোপালসিংহনামা জনৈক সর্দ্দার মুসলমানরাজ মহম্মদ শাহের প্রীতি সম্পাদন করিয়া কতকগুলি ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তদবধি এই সর্দ্দারবংশ পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের বিশেষ সম্মানার্হ হইয়াছে।

চন্দ্রসেনিয়া, কুলহিয়া, আটভায়া ও রাবতগণ চৌহান, কচ্ছবাহ, রাঠোর, চন্দেল, শিরনেত, পানবার, গৌতম, রঘুবংশী, গহরবাড়, তোমর ও গহলোতবংশীয় রাজপুতের কন্যা গ্রহণ করে এবং চৌহান, কচ্ছবাহ ও রাঠোর শ্রেণীর উচ্চ রাজপুতবংশে আপনাদের কন্যা সমর্পণ করে। তসেলীগণ নিম্নশ্রেণীর রাজপুতবংশে বিবাহ করিয়া থাকে। আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, উক্ত জেলার হাটকাণ্টী নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা দিল্লীর নিকটে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা মোগলশক্তিকেও উপেক্ষা করিত এবং প্রায় স্বাধীনভাবে স্বকীয় রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। সম্রাট্ অকবর শাহ তাহাদের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া ভদোরিয়া সর্দ্দারকে হস্তি-পদতলে নিহত করেন। তদবধি তাহারা দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে।

পরবর্ত্তী ভদোরিয়া সর্দ্দার রাজা মুকৎমন্ মোগল সম্রাটের

অধীনে কার্য্য করিয়া ১ হাজারী মনশবদার পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ৯৯২ হিজরায় গুজরাত অভিযানে যুদ্ধ করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অধিকারে রাজা বিক্রমজিৎ মোগলসৈন্যের সহকারিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুতে তৎপুত্র ভোজ রাজা হন। সম্রাট্ শাহ জহানের রাজত্বসময়ে ভদোরিয়া সর্দ্দার রাজা কিষেণ সিংহকে মোগল পক্ষে থাকিয়া ঝাঝরসিংহ, খান্ জহান লোদী, নিজাম-উল্-মুলক ও সাহু ভোঁসলে প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। দৌলতাবাদ অবরোধ সময়ে তাঁহার বীরত্ব গৌরব চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১০৫৩ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় খুল্লতাত পুত্র বদন (বুধ) সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ শাহ জহানের ২১ বর্ষে একদা তিনি রাজ-দরবারে আসীন আছেন, এমত সময়ে এক মত্ত হস্তী আসিয়া কোন ব্যক্তিকে দন্ত দ্বারা বিদ্ধ করে। তদ্দর্শনে বদনসিংহ সেই মত্তমাতঙ্গের সম্মুখীন হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। সম্রাট্ তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে একখানি খিলাত ও তাঁহার ভদাবর রাজ্যের ৫০ হাজার টাকা রাজস্ব মকুব করিয়া দেন। তৎপরে তিনি দেড় হাজারী সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সম্রাটের ২৫ ও ২৬ বর্ষে তিনি অরঙ্গজেব ও দারা-সিকোর পক্ষ হইয়া কান্দাহার অভিযানে গমন করেন। পরবর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র মহাসিংহ ১ হাজার পদাতি ও ৮ শত অশ্বারোহী সেনার নায়ক হন। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি বুন্দেলা বিদ্রোহ ও যুসুফজৈ-দিগকে দমন করিয়া সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং তৎপুত্র ওদৎ (রুদ্র) সিংহ চিতোরের সেনাপতি হইয়াছিলেন।

তারিখ-ই-হিন্দি নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে মহারাষ্ট্রসেনা ভদ্রাবর প্রবেশ করিলে সর্দ্দার অমরু (অমরৎ) সিংহ সদলে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে রাজা দুর্গ মধ্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও মহারাষ্ট্রীয়গণ লুণ্ঠন দ্বারা তদ্রাজ্য ছারখার করিয়া দেয়।

ভদ্গাঁও, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার একটী নগর। গীর্ণানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২০° ৩৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ৬´ পূঃ। এই স্থান পাচুরা উপবিভাগের সদর। এখানে তুলা, নীল ও তিসির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বন্যায় এই নগরের অর্দ্ধাংশ প্রায় ভাসিয়া যায়

ভদ্র (ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (ঋজেন্দ্রাগ্রবজ্র বিপ্র কুব্র চুব্র ক্ষুর খুর ভদ্রোগ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ নিপাত্যন্তে চ। ১ মঙ্গল।

"কিরীটমণিচিত্রেষু মূর্দ্ধসু প্রাণসারিষু।
নাক্রম্য বিদ্বিষাং পাদং পুরুষো ভদ্রমশ্নুতে॥"(কাম০নী০ ১৩।১২)

২ জ্যোতিষোক্ত বব আদি করিয়া সপ্তম করণ। ৩ মহাদেব। ৪ খঞ্জরীট। ৫ বৃষভ। ৬ কদম্ব। ৭ করিজাতিবিশেষ। ৮ নবগুল্মা বলান্তর্গত জিনভেদ। ৯ রামচর। ১০ সুমেরু। ১১ মুস্তী। ১২ চন্দন। ১৩ সাধ্য মৌলিকদিগের পদ্ধতিবিশেষ।

"বিষ্ণুর্নাগঃ খিলপিল গুপ্ত ইন্দ্রো গুপ্তঃ পালোভদ্রঃ।"

(কুলাচার্য্যকারিকা)

(পুং) ১৪ বসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৯।২৪।৪৬) ১৫ সরোবর বিশেষ। (মৎস্যপু০ ১১২।৪৬)

১৬ তৃতীয় উত্তমমনুর অন্তরে দেবগণ ভেদ। (ভাগ০ ৮।২৪) এই শব্দ বহুবচনান্ত। ১৭ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণুর দক্ষিণা-গর্ভজাত তুষিত নামক দেবগণভেদ। (ভাগ০ ৪।১।৬) ১৮ পর্ব্বতভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ভুবনকো০ ৪০ অ০) ১৯ কূর্ম্মবিভাগস্থ মধ্যদেশ তদ্দেশবাসী লোক। (বৃ০স০ ১৪ অ০)

(ত্রি) ২০ শ্রেষ্ঠ। ২১ সাধু। ২২ সুবর্ণ। ২৩ মুস্তক।

'ভদ্রং স্যান্মঙ্গলে হেম্নি মুস্তকে করণান্তরে।
ভদ্রো রুদ্রে বৃষে রামচরে মেরুকদম্বকে॥
হস্তি জাত্যন্তরে ভদ্রো বাচ্যবৎ শ্রেষ্ঠসাধুনোঃ।' (বিশ্ব)

২৪ দিক্-হস্তিবিশেষ। পাতালের উত্তরদিকে ইহার অবস্থিতি স্থান। (রামা০ ১।৪০ স০)

২৫ রামচন্দ্রের একজন সভাসদ্ ও দূত। ইনি রামচন্দ্রকে সীতার নিন্দা কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া সীতাকে বনবাস দেন। (রামা০ উত্ত০ ৪৩ স০) ২৬ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকানন বিশেষ। (ভক্তমাল) ২৭ ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণদ্বারী। ২৮ জনৈক চোলরাজ।

ভদ্রক, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা০ ২০°৪৪´ হইতে ২১°১৫´ উঃ এবং ৮৬°১৮´৪০´´ হইতে ৮৭° পূর্ব্বমধ্য। ভূ-পরিমাণ ৯০৯ বর্গমাইল। ভদ্রক, বাসু-দেবপুর, ধর্ম্মনগর ও চাঁদবালি এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর, অক্ষা০ ২১°৩´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬° ৩৩´ ২৫´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে কটক যাইবার পথে এই নগর স্থাপিত হওয়ায় উহা একটী বাণিজ্যকেন্দ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ভদ্রক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক হিন্দুরাজা। ইঁহারা অম্বা দেবীর ভক্ত ও বৃদ্ধবিষ্ণু মুনির কুলজাত। (সহ্যাদ্রি খ০ ৩৬।৭৮)

ভদ্রক, দাক্ষিণাত্যের সূর্য্যবংশীয় জনৈক রাজা।

ভদ্রক (ক্লী) ভদ্র-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। ১ ভদ্রমুস্তক। (ত্রি) ২ মনোজ্ঞ। (পুং) ৩ দেবদারু। ৪ বৃত্তরত্নাকরোক্ত

ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ২২টী অক্ষর থাকে।
'ম্রৌ নরনারনবথ গুরুদিগর্কবিরসং হি ভদ্রকমিদম্।' (বৃত্তরত্না°)
এই ছন্দের ১,৪,৬,১২,১৬,১৮,২২ অক্ষর গুরু তদ্ভিন্ন লঘু।

ভদ্রকণ্ঠ (পুং) ভদ্রঃ কণ্ঠো যস্য। গোক্ষুর। (রাজনি°)

ভদ্রকন্যা (স্ত্রী) মৌদ্গল্যায়নের মাতা।

ভদ্রকপিল (পুং) শিব, মহাদেব।

ভদ্রকর্ণ (পুং) ভদ্রস্য বৃষস্য কর্ণো যত্র। গোকর্ণরূপতীর্থভেদ।

ভদ্রকর্ণিকা (স্ত্রী) গোকর্ণতীর্থে দাক্ষায়ণী ভদ্রকর্ণিকা নামে অভিহিত হয়েন।
'নন্দাং হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা।' (মৎস্য পু°)

ভদ্রকর্ণেশ্বর (পুং) ভদ্রকর্ণস্য ঈশ্বরঃ। গোকর্ণতীর্থস্থিত শিবলিঙ্গ ভেদ। (ভারত বনপ° ৮১ অ°)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ তীর্থ ভেদ। (ভারত ৩৮৪।৩৬)

ভদ্রকাম, মণিকূট পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকস্থ তীর্থভেদ।
(কালিকাপুরাণ ৭৮।৮৪-৮৬)

ভদ্রকায় (পুং) ১ নাগ্নজিতীতে জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ১৬২ অ°)
(ত্রি) ২ মঙ্গল দেহক। ৩ সুন্দর আকৃতিযুক্ত।

ভদ্রকল্পিক (পুং) বোধিসত্ব ভেদ।

ভদ্রকার (ত্রি) ভদ্রং করোতি কৃ-অন্ উপপদ স°। ১ মঙ্গল-কারক (পুং) ২ দেশভেদ। (ভারত সভা° ১৩ অ°)

ভদ্রকারক (ত্রি) ভদ্রস্য কারকঃ। মঙ্গলকারক।

ভদ্রকালী (স্ত্রী) ভদ্রা মঙ্গলময়ী চাসৌ কালীচেতি কর্ম্মধা° যদ্বা ভদ্রং কল্যাণং কারয়তীতি ভদ্র-কর্ম্মণান্, ততো ঙীপ্। ১ গন্ধোলী। ২ কাত্যায়নী। (মেদিনী)
"শৃণু ত্বং নৃপশার্দ্দূল! ভদ্রকালী যথা পুরা।
প্রাদুর্ভূতা মহাভাগা মহিষেণ সদৈব তু॥"(কালিকাপু° ৫৯ অ°)

কালিকাপুরাণের ৫৯ অধ্যায়ে এই দেবীর আবির্ভাবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভদ্রকালী দেবী ভগবতী দুর্গার মূর্ত্তিবিশেষ। এই দেবী ষোড়শ হস্তযুক্তা। একদিন মহিষাসুর নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন করে, যেন দেবী ভদ্রকালী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন; স্বপ্নদর্শনে ভীত হইয়া মহিষাসুর প্রাতঃকালে অনুচরবর্গের সহিত ভদ্রকালীর পূজারম্ভ করেন, পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে আবির্ভূতা হন। তখন দৈত্যরাজ কহিল, দেবি! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন, ইহা যে ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং আমারও তাহাতে কোন দুঃখ নাই, কারণ নিয়তি লঙ্ঘন করিতে কেহই সমর্থ নহে। আমি তিন মন্বন্তরকাল ব্যাপিয়া শ্রেষ্ঠ অসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি। শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়ন মুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত করিবে। আমি যে আপনার দ্বারা নিহত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব নামে এক অতিশয় সাধুচরিত্র ঋষি হিমালয় পর্ব্বতের নিকট তপস্যা করিতেছিলেন, আমি কৌতুকবশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করি, তাঁহার গুরু ইহা আমার মায়া জানিতে পারিয়া আমাকে শাপ দেন যে,তুমি স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক আমার শিষ্যকে মোহিত ও তপস্যাচ্যুত করিলে, অতএব এই পাপে স্ত্রীজাতিদ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে। 'আমার মৃত্যুকাল আসন্ন; সুতরাং আপনার নিকট আমি ভাবিমঙ্গলের নিমিত্ত একটী বর প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হউন।' দেবী ভদ্রকালী বরদানে প্রতিশ্রুত হইলে, মহিষ বলিল, 'আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, এবং যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততদিন আপনার পদসেবা ত্যাগ করিব না।' তদ্বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া দেবী কহিলেন, 'পূর্ব্বেই সমুদায় যজ্ঞের ভাগ দেবগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে যজ্ঞের এমন একটী ভাগ নাই, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। তবে আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, আমা কর্ত্তৃক নিহত হইলেও কোনও সময়ে তোমাকে আমার চরণ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, তথায় তুমিও পূজা পাইবে। তখন সাহ্লাদে মহিষাসুর কহিল,—উগ্রচণ্ডে! ভদ্রকালি! দুর্গে! আপনি আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। তদনন্তর দেবী কহিলেন,—তুমি যে আমার তিনটী নাম উচ্চারণ করিয়াছ, ঐ তিন মূর্ত্তির সহিত মদীয় পাদলগ্ন থাকিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইবে। (কালিকাপুরাণ)

ভদ্রকালী ও দুর্গা একই। দুর্গাপূজার বিধানানুসারে এই দেবীর পূজাদি হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহাঁর পূজাদির বিধান লিখিত আছে।

৩ মেদিনীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে নৈর্ঋত কোণাবস্থিত একটী পবিত্র তীর্থ। এখানে ভদ্রকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কুর্গ রাজ্যেও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। এই দেবতার সম্মুখে মুর্গী প্রভৃতি বিবিধ বলি হয়। ৪ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। ৫ দক্ষযজ্ঞ সময়ে দেবী ভগবতীর ক্রোধ হইতে ইহাঁর উৎপত্তি হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। (কূর্ম্মপু°, বিষ্ণুপু° ও ভারত শান্তিপ° ২৮৪ অ°)

৬ গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ গ্রামবিশেষ। ৭ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলিয়া। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৮ নাগরমুস্তা। (বৈদ্যকনি°)

ভদ্রকালেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। (বৃং নীল ২১)

ভদ্রকালী (স্ত্রী) ভদ্রার কাশতে ইতি কাশ-অচ্, গৌরা-দিত্বাৎ ঙীষ্। ভদ্রমুস্তা। (রাজনি•)

ভদ্রকাষ্ঠ (ক্লী) ১ দেবদারু বৃক্ষ। ২ তৈল-দেবদারু, চলিত মলঙ্গা-দেবদারু। (বৈদ্যকনি•)

ভদ্রকীর্ত্তি জনৈক জৈনপণ্ডিত। ইনি আমরাজের মিত্র ছিলেন।

ভদ্রকুম্ভ (পুং) ভদ্রস্য ভদ্রায় বা কুম্ভঃ অথবা ভদ্রঃ কুম্ভঃ। পূর্ণকুম্ভ। (অমর)

ভদ্রকৃৎ (ত্রি) ১ কুশলকর, মঙ্গলবিধায়ক। (ঋক্ ৮।১৪।১১) ২ জৈনদিগের উৎসর্পিণীর চতুর্বিংশ অর্হৎ ভেদ।

ভদ্রগণিত (ক্লী) বীজগণিতোক্ত চক্রবিন্যাস দ্বারা নির্ণীত অঙ্কপ্রকরণ বিশেষ।

ভদ্রগন্ধিকা (স্ত্রী) ভদ্রো গন্ধোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি ঠন্ টাপ্। মুস্তক।

ভদ্রগিরি, দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রীর সমীপবর্ত্তী গোণ্ডবন প্রদেশের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। এখানে মরকতাম্বিকা নাম্নী পার্ব্বতী-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভদ্র-গিরি মাহাত্ম্যে ও ভদ্রাচল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভদ্রগুপ্ত, উজ্জয়িনী-(অবন্তি) বাসী জনৈক জৈনাচার্য্য। ইনি খরতর-গচ্ছের ১৬শ বজ্রকে দৃষ্টিবাদ নামক দ্বাদশাঙ্গের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভদ্রগৌড়, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দেশভেদ। (বৃংস• ১৪।৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইস্থান ভদ্রগৌর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। "পূর্ণোৎকটো ভদ্রগৌরস্তথোদয়গিরির্দ্বিজ ॥" (মার্কপু• ৫৮।১৩)

ভদ্রগৌর (পুং) পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দেশভেদ। (মার্কপু• ৫৮ অ•)

ভদ্রঙ্কর (ত্রি) ভদ্রং করোতীতি কৃ-বাহুলকাৎ খচ্, মুমচ। মঙ্গলকারক। পর্য্যায়—ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমকার, মদ্রঙ্কর, শুভঙ্কর অরিষ্টতাতি, শিবতাতি, শঙ্কর। (ভূরিপ্র•)

ভদ্রঙ্করণ (ক্লী) ভদ্রং ক্রিয়তেঽনেন কৃ-খ্যুন্, মুমচ। মঙ্গলসাধন।

ভদ্রঘন (পুং) ১ ভদ্রমুস্ত। ২ পিপাসা। ৩ নাগরমুস্তা।

ভদ্রচন্দনসারিবা (স্ত্রী) কৃষ্ণসারিবা। (বৈদ্যকনি•)

ভদ্রচারু (পুং) রুক্মিণীতে জাত বাসুদেবের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১১৮ অ•)

ভদ্রচূড় (পুং) ভদ্রা চূড়া অস্য। নরাম্বারী বৃক্ষ, চলিত নরাসিজ। (শব্দচ•)

ভদ্রচোল, চোলরাজভেদ। [চোলবংশ দেখ।]

ভদ্রজ (পুং) ভদ্রায় জায়তে ইতি জন-ড। ইন্দ্রযব। (রাজনি•)

ভদ্রজানি (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রীযুক্ত। ২ রুদ্রপুত্রগণ।

"মক্ষূ সো ভদ্রজানয়ঃ" (ঋক্ ৫।৬১।৪)

'ভদ্রঃ স্তুত্যো জানির্জন্ম যেষাং তে তথোক্তা রুদ্রপুত্রা ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

ভদ্রতরুণী (স্ত্রী) ভদ্রা তরুণীব। কুব্জক বৃক্ষ। পর্য্যায়—

"কুব্জকো ভদ্রতরুণী বৃহৎ পুষ্পোঽতি কেসরঃ"। (ভাবপ্র•)

ভদ্রতা (স্ত্রী) ভদ্রস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। ভদ্রত্ব, ভদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুতা, উত্তম ব্যবহার।

ভদ্রতুঙ্গ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ• ৮২ অ•)

ভদ্রতুরগ (ক্লী) ভদ্রা তুরগা অত্র। ১ জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ।

"মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্ত্তি যত্তত্ ভদ্রতুরগং জগুর্বুধাঃ।"

(সিদ্ধান্তশিরো• গোলাধ্যায়)

(পুং) ২ সাধু অশ্ব। সুলক্ষণসম্পন্ন দ্রুতগামী অশ্ব মাত্র।

ভদ্রদন্তিকা (স্ত্রী) ভদ্রা দন্তিকা। দন্তীবৃক্ষ ভেদ, জয়পালী। পর্য্যায়—কেশরুহা, ভিষগ্‌ভদ্রা, জয়াবহা, আবর্ত্তকী, জয়ালী, জয়াহ্বা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ ও রেচন এবং কৃমি, শূল, কুষ্ঠ, আমদোষ ও তুন্দরোগনাশক। (রাজনি•)

ভদ্রদারু (পুং ক্লী) ভদ্রং দারু। দেবদারু। (অমর)

ভদ্রদন্ত (পুং) হস্তী। ২ সরলকাষ্ঠ। (রত্নমা•)

ভদ্রদার্ব্বাদিক (পুং) ভদ্রদারু আদৌ যস্য কপ্। সুশ্রুতোক্ত ঔষধগণ বিশেষ।

দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতবেড়েলা, নীলঝিণ্টী, গণিকারিকা, দুরালভা, সল্লকী, পারুল, অর্জ্জুন বৃক্ষ, পীতঝিণ্টী, শুলফ, এরণ্ড, পাষাণভেদী, শ্বেতআকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, সাম্ভরলবণ, গজপিপ্পলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামন-হাটী, কার্পাস, বৃশ্চিকালী, মালিকশাক, যবফুল, ও কুলথ এই সকল ভদ্রদার্ব্বাদিগণ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা• ৫৯ অ•)

ভদ্রদেহ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

ভদ্রদ্বীপ (পুং) কুরুবর্ষান্তর্গত উপদ্বীপভেদ। (মার্কপু• ৫৯ অ•)

ভদ্রনামন্ (পুং) ভদ্রং নাম যস্য। ১ কাঠঠুকরা পক্ষী, চলিত কাঠঠোকরা। (ত্রি) ২ উত্তম নাম যুক্ত।

ভদ্রনামিকা (স্ত্রী) ভদ্রং নাম যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। ত্রায়ন্তীবৃক্ষ, বলালতা, চলিত বহলা। (রত্নমালা)

ভদ্রনিধি (স্ত্রী) ভদ্রা নিধয়োঽত্র। ১ মহাদান বিশেষ। হেমা-দ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ২ উৎকৃষ্ট রত্ন, যাহা নিকটে থাকিলে লোকের মঙ্গল হয়।

ভদ্রপদা (স্ত্রী) ভদ্রং পদমাসাং। ভাদ্রপদা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। (অমরটীকায় রায়মু•)

"নগা তু পবনবাম্যা নলানিপৈতামহাৎ ত্রিভাস্থিস্রঃ।

গোবীথ্যামশ্বিন্যঃ পৌষ্ণং যে চাপি ভদ্রপদে ॥" (বৃং স• ৯।২)

ভদ্রপর্ণা (স্ত্রী) ভদ্রাণি পর্ণান্যস্যাঃ টাপ্। ১কটভরা বৃক্ষ। ২ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলিয়া।

ভদ্রপর্ণী (স্ত্র) ভদ্রাণি পর্ণান্যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ গান্তারী। ২ প্রসারিণী। (জটাধর)

ভদ্রপর্লা, সুরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বার্দোলী, কেহ কেহ ইহার প্রাচীন নাম বারক্ত-পল্লিকা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভদ্রপাণি জনৈক প্রাচীন রাজা। কশ্যপমুনির গোত্রসম্ভূত এবং মহালক্ষ্মীপাদ-পদ্ম-সেবক ঋতুপর্ণরাজবংশাবতংস রুচিয়ের পুত্র। (সহ্যাদ্রি° ২৭।৪°)

ভদ্রপাদ (ত্রি) ভদ্রপদাসু জাতঃ অণ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ভদ্রপদা নক্ষত্রজাত, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রজাত।

ভদ্রপাল (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

ভদ্রপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। অরিষ্টনেমি-পুত্র মৎস্য এই নগর জয় করেন। (জৈন হরিবংশ ১৭।৩°)

ভদ্রপীঠ (পুং ক্লী) ভদ্রার্থং পীঠঃ। ১ নৃপ ও দেবাদির অভিষেকার্থ পীঠভেদ। ২ সিংহাসন প্রভৃতি।

ভদ্রপীঠ, জনৈক হিন্দুরাজা (সহ্যাদ্রি° ২৭।৫২)

ভদ্রবন্ধু, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি অজন্টা গুহামন্দিরস্থ সৌগত-গৃহের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ভদ্রবলন (পুং) ভদ্রং মহৎ বলনং বলমস্য। বলরাম।

ভদ্রবলা (স্ত্রী) ভদ্রা বলা। ১ লতাবিশেষ, চলিত গন্ধভাদুলিয়া। পর্য্যায়—সরণা, প্রসারণী, কটম্ভরা, রাজবলা (অমর) ২ গন্ধিকা। ৩ মাধবীলতা। (রাজনি°)

ভদ্রবাহু (পুং) ১ রোহিণীগর্ভসম্ভূত বসুদেবের পুত্রভেদ। ২ মগধরাজ ভেদ।

ভদ্রবাহুস্বামিন্ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। চারিত্রসিংহগণিকৃত ষড়দর্শনবৃত্তিতে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভদ্রবাহুস্বামী, জনৈক বিখ্যাত জৈনশাস্ত্রকার, ৬ষ্ঠ শ্রুতকেবলী বলিয়া পরিচিত। ইনি আবশ্যকসূত্র, দশবৈকালিকসূত্র, উত্তরাধ্যয়নসূত্র, সূত্র-কৃতাঙ্গসূত্র, দশাশ্রুতস্কন্ধসূত্র, কল্পসূত্র, ব্যবহারসূত্র, সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তিসূত্র, আচারাঙ্গসূত্র ও ঋষিভাষিতসূত্র নামে ১° খানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করেন। জৈনগ্রন্থে তিনি শ্রুতপারগ ও যোগপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মুনিরত্নসূরি তাঁহার এই দশ নির্য্যুক্তিকে ঋগ্বেদের দশমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তৎকৃত জাতকাম্ভোনিধি, ভদ্রবাহুসংহিতা ও নর্ম্মদাসুন্দরী-কথা নামক কএকখানি গ্রন্থে তিনি জৈনধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। খরতর ও তপাগচ্ছের পট্টাবলীতে তাঁহার জীবন কাল প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি প্রাচীনগোত্র সম্ভূত ছিলেন। ৪৫ বৎসর গৃহবাসে থাকিয়া উপসর্গহর স্তোত্র, কল্পসূত্র, শক্রস্তবকল্প ও ১°খানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া ১৭ বৎসরকাল ব্রতাচারী হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৪ বৎসর কাল যোগপ্রধানরূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি ১৭° বীরগতাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন। [জৈনশব্দ দেখ]

ধর্ম্মঘোষগণিকৃত ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠাননগরে* ভদ্রবাহু ও বরাহ নামে দুই ভ্রাতা বাস করিত। যশোভদ্র নামক জনৈক জৈনাচার্য্যের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহারা জৈনধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভদ্রবাহুর পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া গুরু যশোভদ্র তাঁহাকে সূরি পদাভিষিক্ত করিলেন। এই সময় ভদ্রবাহু পূর্ব্বকথিত দশ খানি নির্য্যুক্তি ও ভদ্রবাহবীসংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তৎপরে যশোভদ্র স্বর্গপুরে গমন করিলে, তাঁহার প্রধানশিষ্য আর্য্যসম্ভূতি ও ভদ্রবাহু আচার্য্য পদগ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ বহির্গত হন।

রাজাবলী-কথা নামক কর্ণাটী ইতিহাসে ভদ্রবাহুর এইরূপ জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে;—ভারতখণ্ডের পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে রাজপুরোহিত সোমশর্ম্মা-পত্নী সোমশ্রী একটী সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন। পিতা শুভলক্ষণসমূহ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া স্বীয় পুত্রের কোষ্ঠীফল নির্ণয় করিয়া দেখিলেন যে, কালে এই বালক জৈনধর্ম্ম পরিরক্ষক হইবে। তদনুসারে তিনি জৈন প্রথামত বালকের চৌল ও উপনয়নসংস্কার সুসম্পন্ন করাইলেন। একদিন বালক ভদ্রবাহু সঙ্গিদলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় মহামুনি গোবর্দ্ধনস্বামী, নন্দিমিত্র ও অপরাজিত নামক চারিজন শ্রুতকেবলী ৫ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে জম্বুস্বামীর সমাধিসন্দর্শনে কোটিকপুরে আগমন করেন। মহামুনি গোবর্দ্ধন বালক ভদ্রবাহুর শুভচিহ্নসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন যে, এই বালকই শেষ শ্রুতকেবলী হইবে। অতএব ইহার শিক্ষাবিধান আবশ্যক। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বালকের হস্তধারণপূর্ব্বক সোমশর্ম্মার নিকট উপনীত হইলেন এবং বালকের শিক্ষাভার গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতা পূর্ব্ব হইতেই বালকের জিন-ধর্ম্মলাভের বিষয় অবগত ছিলেন। গোবর্দ্ধনস্বামীর শুভাগমনে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রণতিপূর্ব্বক আচার্য্যবরের

* মতান্তরে তিনি আনন্দপুর-(বড়নগর)-নিবাসী এবং বল্লভীরাজ ধ্রুবসেনের সমসাময়িক ছিলেন। Ind. Ant. Vol II. p. 139. আবার কেহ কেহ তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্ত বা সম্রাট্ অশোকের সমকালবর্ত্তী বলিয়া মনে করেন।

কথায় স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মাতা সোমশ্রী দীক্ষার পূর্ব্বে একবার পুত্রের দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উভয়ের বাক্যে ও সম্মতিতে প্রীত হইয়া গোবর্দ্ধনস্বামী ভদ্রবাহুকে লইয়া অন্ধ শ্রাবকের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাঁহার অবস্থান, ভোজন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

স্বামীজির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া তিনি শীঘ্রই যোগিনী, সঙ্গিনী, প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞপ্তি নামক বেদের চারি অনুযোগ, ব্যাকরণ ও চতুর্দ্দশ বিজ্ঞান অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানমার্গে যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সংসার-বিষয়ে বিরাগ জন্মিতে লাগিল। দীক্ষাগ্রহণের পর, তিনি যথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান, তপস্যা ও সংযমাদিতে অভ্যস্ত হইয়া আচার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্যপদ প্রাপ্তির পরই গোবর্দ্ধন শ্রুতকেবলীর তিরোধান হয়।

একদা পাটলিপুত্ররাজ চন্দ্রগুপ্ত কার্ত্তিকীপূর্ণিমারাত্রিতে নিদ্রাবেশে উপর্য্যুপরি ১৬টী স্বপ্ন দেখেন।* নিদ্রাভঙ্গে তাঁহার হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিছুতেই তাঁহার চিত্ত সুস্থির হইল না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক তিনি মন্ত্রণাগৃহে নীরবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, ভদ্রবাহু মুনি নানা দিগ্দেশ পরিভ্রমণ করিয়া রাজোদ্যানে উপনীত হইয়াছেন। রাজা অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজার অভিবন্দনায় তুষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে উক্ত ষোলটী স্বপ্নের বিষয় অবগত করাইলে তিনি তাহার এইরূপ অর্থাবগতি করেন;—১ সম্যক্ জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইবে, ২ জৈনধর্ম্মের অবনতি হইবে এবং তোমার বংশধরগণ সিংহাসনে থাকিয়াই দীক্ষাগ্রহণ করিবেন; ৩ দেবতাগণ আর ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন না, ৪ জৈনগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে, ৫ বর্ষার মেঘে জলধারা বর্ষণ করিবে না এবং সেই অনাবৃষ্টি হেতু শস্যাদিও অজন্মা হইবে, ৬ সত্যজ্ঞান লোপ পাইবে এবং কতকগুলি ক্ষীণজ্যোতিঃ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে। ৭ আর্য্যখণ্ডে আর জৈনধর্ম্ম বিস্তার পাইবে না, ৮অসতের প্রতিপত্তি এবং সতের লোপ হইবে, ৯ লক্ষ্মী নিম্নগামিনী হইবেন, ১০ রাজা রাজস্বের ষষ্ঠাংশ লাভে তৃপ্ত না হইয়া অর্থলোলুপ হইবেন এবং অধিক লাভের প্রত্যাশায় প্রজাপীড়ন করিবেন, ১১ মানব যৌবনে ধর্ম্মগতপ্রাণ হইয়া বার্দ্ধক্যে সকলই বিসর্জ্জন করিবেন, ১২ উচ্চবংশীয় রাজা নীচসহবাসে কলুষিত হইবেন, ১৩ নীচ উচ্চকে উৎসাদিত করিয়া সমতা প্রতিপাদিনে প্রয়াস পাইবে, ১৪ রাজন্যবর্গ অযথা কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবেন, ১৫ নিম্নশ্রেণীর লোকে অন্তঃসারশূন্য বাক্যালাপ দ্বারা জ্ঞানীদিগকে উপেক্ষা করিবেন এবং ১৬ দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টিতে বসুন্ধরা শস্যশূন্যা হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বিদায় দিয়া একদা একাকী পরিভ্রমণ কালে একটী বালকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছে*। রাজা চন্দ্রগুপ্ত এই দৈব-প্রকোপ শান্তির জন্য বিবিধ যাগের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া, তিনি দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক বানপ্রস্থাচারী ও ভদ্রবাহুর সহচর হইলেন।

ভদ্রবাহু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, এই মহামারি সময়ে বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে কোনরূপ শস্যাদি হইবে না। অনাহারে লোকে প্রাণত্যাগ করিবে এবং তাহাদের ধর্ম্মও কলুষিত হইবে। তখন তিনি স্বীয় ১২ সহস্র শিষ্য ও অন্যান্য লোক সমভিব্যাহারে

---

* ১ সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন, ২ কল্পবৃক্ষশাখা ভগ্ন ও ভূপতিত রহিয়াছে, ৩ স্বর্গীয় রথ শূন্যে অবতীর্ণ হইতেছে ও উপরে উঠিতেছে, ৪ চন্দ্রমণ্ডল যেন ইতস্ততঃ ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, ৫ দুইটী কৃষ্ণ হস্তী যুদ্ধ করিতেছে, ৬ উষালোকে খদ্যোতিকা দীপ্তি পাইতেছে, ৭ একটী শুষ্কহ্রদ সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, ৮ আকাশ ধূমাচ্ছন্ন হইয়াছে, ৯ বানর সিংহাসনে বসিয়াছে, ১০ স্বর্ণপাত্র হইতে কুক্কুর পায়স-গ্রহণ করিতেছে ১১ বৃষভগণ যুদ্ধ করিতেছে, ১২ ক্ষত্রিয়সন্তান গর্দ্দভারোহণে ভ্রমণ করিতেছে, ১৩ বানরে মরালগণকে তাড়াইতেছে, ১৪ গোবৎসগণ সমুদ্রে ঝম্প দিতেছে, ১৫ ফেরুপাল বৃদ্ধ বৃষভদিগকে তাড়না করিতেছে এবং ১৬ একটী সর্প দ্বাদশটী ফণা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

* রাজাবলীবর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের স্বপ্ন-বিবরণ সত্য না হইলেও দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা শিলালিপি দ্বারা সপ্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের শ্রবণবেলগোড়ের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রগিরি-শিখরস্থ প্রাচীন কণাড়ী অক্ষরে সংস্কৃতভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, গৌতম গণধরের শিষ্য ভদ্রবাহু স্বামী উজ্জয়িনীতে জ্ঞানযোগে এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির বিষয় অবগত হন। সাধারণকে এই ভাবিবিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি আর্য্যাবর্ত্তভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুলোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। নানা গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তিনি কোটিবপ্র পর্ব্বতে আসিয়া আপন মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। এইখানে অন্তিম সমাধিতে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে তিনি সকলকে বিদায় দিয়া একটী মাত্র শিষ্য সঙ্গে রাখিলেন। তৎপরে সন্ন্যাস ব্রতাচরণপূর্ব্বক তিনি সপ্তশত ঋষির অভীষ্ট-পদ লাভ করিয়াছিলেন। Ind. Ant. Vol, III, p. 153.

এই সুপ্রাচীন শিলালিপি লিখিত ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্য-যাত্রা রাজাবলীতেও সমর্থিত হইয়াছে। বিশাখের চোলমণ্ডলে গমন ও চন্দ্রগুপ্তের গুরুসঙ্গে অবস্থিতিরও আভাস নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই।

দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি একটী পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক অন্তিম-ধ্যানে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই স্থানে তখনও দুর্ভিক্ষের পূর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রিয়শিষ্য বিশাখ মুনিকে সদলে চোলমণ্ডলে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তই তাঁহার সঙ্গে রহিল। তিনি স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, তথায় তাঁহার পাদপদ্ম পূজায় নিরত রহিলেন * ।

ভদ্রভীমা (স্ত্রী) কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা ক্রোধার গর্ভজাত কন্যাভেদ। (ভারত ১৬৬ অ॰)

ভদ্রভুজ (পুং) কল্যাণবিধায়ক ভুজ। চলিত পয়মন্ত হাত। (ত্রি) ২ মঙ্গলজনক ভুজশালী। ৩ প্রশস্ত বাহুযুক্ত।

"ভদ্রং কৃতং ভদ্রভুজা মম পুত্রেণ পার্থিবাঃ"(মার্ক॰ পু॰ ১২৫।৮)

ভদ্রভূষণা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তি ভেদ।

ভদ্রমনস্ (স্ত্রী) ১ ঐরাবত-হস্তীর মাতা। (ত্রি) ২ মনস্বী, প্রশস্তচেতা।

ভদ্রমন্দ (পুং) একজাতীয় হস্তী।

ভদ্রমন্দ্রমৃগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ।

* পাটলিপুত্ররাজ এই চন্দ্রগুপ্ত কে? রাজাবলী-কথা নামক কনাড়িগ্রন্থ হইতে একটী ঐতিহাসিক সত্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে। যদি ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্তের আখ্যান রূপক না হয় এবং শ্রবণবেলগোড়ের নির্জ্জন পর্ব্বত শিখরস্থ শিলালিপির মৌলিকত্বে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই বিচিত্র আখ্যানের বিচারে প্রয়োজন নাই। যখন চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে, তখন জৈনধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল; একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে জৈনদিগের শেষতম ৬ষ্ঠ শ্রুত কেবলী ভদ্রবাহু আবির্ভূত হন। কারণ তাঁহার পর আর কেহ এই পদাসীন হন নাই। এ দিকেও দেখা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পর বৌদ্ধধর্ম্মের পুনর্বিস্তার হইয়াছিল। ভদ্রবাহুর গুণকীর্ত্তনকারী জৈনগ্রন্থকারগণ অবশ্যই এরূপ প্রবলপ্রতাপ নরপতির জৈনপাদাশ্রয় গ্রহণে গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই, তাই তাঁহারা তৎসাময়িক রাজা চন্দ্রগুপ্তকে ভদ্রবাহুর অনুচর শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, চন্দ্রগুপ্তপৌত্র অশোকের সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তার পায়। রাজা চন্দ্রগুপ্ত ৩১২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

[প্রিয়দর্শী ও চন্দ্রগুপ্ত দেখ।]

এদিকে ভদ্রবাহু বীর গতাব্দের ১৭০ বৎসরে ৭৬ বর্ষে মোক্ষ লাভ করেন। ঐতিহাসিক আলোচনায় ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বীরনির্ব্বাণ কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং ৫২৭—১৭০=৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ, মতান্তরে শ্রুতকেবলীগণ বীরনির্ব্বাণের পর ১৬২ বর্ষকাল ছিলেন, তাহা হইলে শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু অবশ্যই ৩৬৫ খৃঃ পূঃ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন; এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ে এক সময়েই ভারতভূমে বিদ্যমান ছিলেন।

ভদ্রমল্লিকা (স্ত্রী) ভদ্রা মল্লিকা। ১ গবাক্ষী। ২ মল্লিকাভেদ, নবমল্লিকা। (শব্দমা)

ভদ্রমাতৃ (স্ত্রী) স্নেহময়ী মাতা।

ভদ্রমুখ (ত্রি) ভদ্রং মুখং তদ্‌ব্যাপারোহস্য। ১ সুবক্তা। ২ নাগভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু॰ ১৫।৫৭) ৩ সুন্দর মুখবিশিষ্ট।

ভদ্রমুঞ্জ (পুং) ভদ্রো মুঞ্জ ইতি কর্ম্মধা। মুঞ্জশর, চলিত রামশর ও শরপত। পর্য্যায়—শর, বাণ, তেজন, ইক্ষুবেষ্টন। ইহার গুণ—মধুর ও শিশির, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বিসর্প, অস্র, মূত্র, বস্তি ও চক্ষুরোগে হিতকর, ত্রিদোষ নাশক এবং বৃষ্য।

(ভাবপ্রকাশ)

ভদ্রমুস্তক (পুং) ভদ্রো মুস্তকঃ। নাগরমুস্তক।

ভদ্রমুস্তা (স্ত্রী) ভদ্রা মুস্তা। নাগরমুস্তক, পর্য্যায়—বরাহী, গুন্দ্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাসী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা, কুরুবিন্দাখ্যা, সুগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোত্থা, মুস্তা, অর্ণোদ, বারিদ, অম্ভোদ, মেঘ, জীমূত, অব্দ, নীরদ, অভ্র, ঘন, গাঙ্গেয়। ইহার গুণ—কষায়,তিক্ত,শীতল, পাচন, পিত্তজ্বর ও কফনাশক। (রাজনি॰) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, হিম, তিক্ত, দীপন, পাচন,কষায় এবং কফ, পিত্ত, অসৃক্, জ্বর, অরুচি ও বমিনাশক। অনুপদেশজাত ভদ্রমুস্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (ভাবপ্র॰)

ভদ্রমৃগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ।

ভদ্রযব (পুং ক্লী) ভদ্রঃ শুভদো যবঃ। ইন্দ্রযব। (অমর)

ভদ্রযান (ক্লী) ১ উত্তম যান, গাড়ী। (পুং) ২ জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি ভদ্রায়নীয় শাখার প্রবর্ত্তক।

ভদ্রযোগ (পুং) ১শুভ-সময়। মাহেন্দ্রযোগ বা ক্ষণ। ২ পুরাণ-সর্ব্বস্বের একটী অঙ্গ।

ভদ্ররথ (পুং) কক্ষেয়ুবংশীয় হর্য্যঙ্গ নৃপের পুত্র। (হরিব॰ ৩১ অ॰)

ভদ্ররাম, জনৈক গ্রন্থকার। তিনি রাজা অনুপসিংহের অনুমত্যনুসারে অযুতহোমলক্ষহোমকোটিহোম নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণের নিকট তিনি হোমিগোপ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ভদ্ররুচি (ত্রি) ১ সৎপ্রবৃত্তিশালী। ২ পশ্চিমভারতবাসী জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি হেতুবিদ্যা ও মহাযান সম্প্রদায়ের অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মালবরাজ শিলাদিত্যের সভায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ভদ্ররূপা (স্ত্রী) ১ রমণীয়াকৃতি রমণী। ২ সুরূপা।

ভদ্ররেণু (পুং) ভদ্রা রেণবোঽস্য। ঐরাবত-হস্তী। (ত্রিকা॰)

ভদ্ররোহিণী (স্ত্রী) ভদ্রার্থং রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। কটুরোহিণী, চলিত কট্‌কী।

"দাব্বা ত্বক্ পিপ্পলী শুণ্ঠী লাক্ষাশক্রযবৈর্ম্ম্তম্।
সংযুক্তং ভদ্ররোহিণ্যাং পক্বং পেয়াদিমিশ্রিতম্॥" (সুশ্রুত)

ভদ্রবট (পুং) ১ আশ্রমভেদ। (ভারত বনপ০ ২৩০ অ০) ২ তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮২।৪৮)

ভদ্রবৎ (ত্রি) ভদ্রমস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্, মস্য ব। ১ দেবদারু। ২ কল্যাণবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত।

ভদ্রবতী (স্ত্রী) ভদ্রবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ভদ্রপর্ণী, চলিত কট্‌ফল। (জটাধর) ২ কল্যাণবিশিষ্টা।

"ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর! বাচং ভদ্রবতীং শৃণু।"(ভা০ ৪।২৪।১৮)

৩ শ্রীকৃষ্ণের নাগ্নজিতীগর্ভজাতা কন্যা। (হরিবং ১৬০।১০)

৪ মধুর মাতা। (হরিবং ৩৬।৩) ৫ চণ্ড মহাসেনের পালিতা করিণী। ইহার বেগ অসীম ছিল। বাসবদত্তা এই করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদয়নের সঙ্গে পলায়ন করেন। করিণী বিন্ধ্যাটবী পর্য্যন্ত গিয়া উষ্ণজল পানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। (কথাসরিৎসা০)

ভদ্রবন (ক্লী) বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের কেলিকানন বিশেষ। ইহা দ্বাদশ কেলিকাননের মধ্যে একটী। এই কেলিকানন নন্দঘাটের অগ্নিকোণে যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। একদা নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ এখানে সখীগণের সহিত কৌতুকের জন্য মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভক্তমাল, বৃন্দাবনলীলামৃ০)

ভদ্রবর্ম্মন্ (পুং) ভদ্রেণ বৃণোতি আত্মানমিতি শেষঃ বৃ-মনিন্। নবমল্লিকা। (শব্দচ০)

ভদ্রবল্লিকা (স্ত্রী) ভদ্রা বল্লিকা। গোপবল্লী, অনন্তমূল।

ভদ্রবল্লী (স্ত্রী) ভদ্রা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্মধা০। ১ মল্লিকা। ২ মাধবীলতা। ৩ লতাবিশেষ। চলিত মদনমালী বা হাপরমালী। পর্য্যায়—শাতভীরু, ভূমিমণ্ডা, অষ্টপাদিকা। (রত্নমা০)

ভদ্রবসন (ক্লী) উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ।

ভদ্রবাচ্ (ত্রি) ১ সাধুবক্তা। ২ সাধু কথা বা প্রসঙ্গ।

ভদ্রবাচ্য (ক্লী) বলিবার যোগ্য শুভবাক্য।

"হোতরসি ভদ্রবাচ্যায় প্রেষিতো মানুষঃ" (শুক্লযজু০ ২১।৬১)
'ভদ্রবাচ্যায় বক্তুং যোগ্যং বাচ্যং ভদ্রং শুভঞ্চ তদ্‌বাচ্যম্'
(বেদদীপ০)

ভদ্রবাদিন্ (ত্রি) সুষ্ঠুভাষী, শোভনবাদী। (ঋক্ ২।৪২।২)

ভদ্রবিন্দ (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবং ৯১৮৭ শ্লো০)

ভদ্রবিরাজ্ (ক্লী) বৃত্তরত্নাকরোক্ত অর্দ্ধ-সম-বৃত্তভেদ।

ভদ্রবিহার (পুং) বৌদ্ধসঙ্ঘারামভেদ।

ভদ্রশর্ম্মন্ (পুং) ভদ্রং শর্ম্ম সুখং যস্য। পুত্রাদ্যানন্দ-যুক্ত।

ভদ্রশাখ (পুং) ভদ্রাঃ শাখাঃ সহায়াঃ যস্য। কার্ত্তিকেয়।
(ভারত বনপ০ ২২৭ অ০)

ভদ্রশীল (ত্রি) সচ্চরিত্র, সাধুশীল।

ভদ্রশোচি (ত্রি) ১ কল্যাণদীপ্তি। ২ অগ্নি। (ঋক্ ৫।৫।৭)

ভদ্রশৌনক (পুং) জনৈক চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা। টোড়রানন্দ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভদ্রশ্রয় (ক্লী) ভদ্রায় শ্রীয়তে গৃহ্যতে ইতি শ্রি-কর্ম্মণি-অচ্। চন্দন। (রত্নমা০)

ভদ্রশ্রবস্ (পুং) ধর্ম্মের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৫।১৮।১)

ভদ্রশ্রী (পুং) ভদ্রা শ্রীর্যস্য। চন্দনবৃক্ষ। (অমর)

ভদ্রশ্রুৎ (ত্রি) মধুর শব্দশ্রোতা। ২ সম্যক্ শ্রবণকারী। (ক্লী) ৩ মিষ্টশব্দ শ্রবণ।

ভদ্রশ্রেণ্য (পুং) দিবোদাসের পূর্ব্বে বারাণসীর অধিপতি নৃপভেদ। (হরিবং ২৯ অ০)

ভদ্রষষ্ঠী (স্ত্রী) দুর্গাদেবী।

ভদ্রসরস্ (ক্লী) ভদ্রং সরঃ কর্ম্মধা০। সুপার্শ্বপর্ব্বতস্থিত সরোবরভেদ। ২ উত্তম সরোবর।

ভদ্রসার (পুং) বিন্দুসাররাজের নামান্তর।

ভদ্রসালবন (ক্লী) ভদ্রসালস্য বনং ৬ তৎ। ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত বনভেদ। (ভারত ভীষ্মপ০ ৭ অ০)

ভদ্রসেন (পুং) দেবকীগর্ভসম্ভূত বসুদেবের একটী পুত্র। অসুরপতি কংস ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ ৯।২৪।২৫)
২ ঋষভের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৫।৪।১০),
৩ কুন্তিরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৯।২৩অ০)
৪ মহিষ্মতের পুত্র। (ভাগ০ ৯।২৩।২২) ৫ কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (স্কন্দপু০) ৬ বৌদ্ধমতে 'মারপাপীয়' প্রভৃতি কুমতির দলপতি। ৭ অজাতশত্রুর গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা০ ৫।৫।৫।১৪)
৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুইজন রাজা। (সহ্যাদ্রি০ ৩৩।৩৫,৩৪।২৪)

ভদ্রসোমা (স্ত্রী) ভদ্রঃ সোম ইবাস্যা দ্রব ইতি টাপ্। ১ গঙ্গা। ২ কুরুবর্ষস্থ নদীবিশেষ।

"তস্মিন্ কুলাচলৌ বর্ষে তন্মধ্যে চ মহানদী।
ভদ্রসোমা প্রযাত্যুর্ব্ব্যাং পুণ্যামলজলৌঘিনী॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৯।২৩)

ভদ্রহর্ষ (পুং) সহ্যাদ্রিখণ্ড-বর্ণিত আনন্দিক রাজবংশীয় জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি০ ২৭।৫৭)

ভদ্রা (স্ত্রী) ভদ্র-অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ রাস্না। ২ কৃষ্ণা। ৩ ব্যোমনদী। ৪ তিথিভেদ, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথির নাম ভদ্রা তিথি।

"প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
দ্বিতীয়া দ্বাদশী চৈব ভদ্রা প্রোক্তা চ সপ্তমী॥"
(জ্যোতিঃসারস০)

বুধবারের দিন ভদ্রাতিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধিযোগ সকলকার্য্যেই শুভ। ৫ প্রসারিণী ৬ কট্‌ফল। ৭ অনন্তা। ৮ জীবন্তী। ৯ অপরাজিতা। ১০ নীলী। ১১ বলা। ১২ শমী। ১৩ বচা। ১৪ দন্তী। ১৫ হরিদ্রা। ১৬ শ্বেতদূর্ব্বা। ১৭ কাশ্মরী। (বৈদ্যকর০) ১৮ চন্দ্রশূর।

"চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমোহনকারিকা।
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥" (ভাবপ্র০)

১৯ সারিবাবিশেষ। ২০ গাভি। (রাজনি০) ২১ কাকোড়ু, মরিকা। (রত্নমালা)

২২ ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত নদীভেদ। এই নদী গঙ্গার একটী শাখা স্রোত, উত্তরকুরুবর্ষে প্রবাহিত।

"শীতা শঙ্খাবতী ভদ্রা চক্রাবর্ত্তাদিকাস্তথা।"
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৫৯।৭)

২৩ বুদ্ধশক্তি বিশেষ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, খদূরবাসিনী, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা০) ২৪ ছায়াগর্ভজাতা সূর্য্যকন্যা। (অগ্নিপু০) ২৫ একজন বিদ্যাধরতনয়া। বিদূষক অনেক কষ্টে ইহাকে প্রাপ্ত হন। (কথাসরিৎসা০) ২৬ কেকয়রাজকন্যা, শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রধানা মহিষী। ইহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, শূর, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্য এই কয়জনের জন্ম হয়। (ভাগ) ২৭ কাক্ষীবানতনয়া ব্যুষিতাশ্বের পত্নী। ইনি বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই বিধবা হন। ব্যুষিতাশ্ব নিজশবে আবির্ভূত হইয়া অপুত্র ভদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন।
(ভারত আদিপর্ব্ব ১।১২১ অ০)

২৮ সুভদ্রার নামান্তর।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুণ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ॥"
(স্কন্দপুরাণ)

২৯ বিষ্টিভদ্রা। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধ এবং সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধ, শুক্লপক্ষের একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধ এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধকে বিষ্টিভদ্রা কহে। কর্কট, সিংহ, কুম্ভ, ও মীনরাশিতে ভদ্রা হইলে পৃথিবীতে, মেষ, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিকরাশিতে হইলে স্বর্গলোকে এবং কন্যা, ধনু, তুলা ও মকররাশিতে হইলে পাতাললোকে বিষ্টিভদ্রার অবস্থান হয়। বিষ্টিভদ্রার স্বর্গবাসাবস্থায় কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি, পাতালাবস্থান কালে ধনাগম, ও মর্ত্ত্যলোকাবস্থানে সকলকার্য্য বিনষ্ট হয়। ভদ্রার শেষ তিন দণ্ডের নাম পুচ্ছ, এই পুচ্ছে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। বিষ্টিভদ্রার সময় যাত্রাদি কোন শুভকার্য্যই করিবে না *।

[বিষ্টিভদ্রা দেখ]

ভদ্রা, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। তুঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ইহা তুঙ্গভদ্রা নামে প্রবাহিত হইয়াছে। পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালার গঙ্গামূলা-শিখরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ইহা কদুর জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে কুদালীর নিকট তুঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান বনমালা ও পর্ব্বত-পরিশোভিত। বেঙ্কীপুরের নিকট এই নদীর উপরে একটী সেতু নির্ম্মিত আছে। পুরাণাদিতেও এই ভদ্রা নদীর উৎপত্তি আখ্যান আছে। বরাহরূপী বিষ্ণুর দক্ষিণ দন্ত দ্বারা ভদ্রার জন্ম হয়। [তুঙ্গভদ্রা দেখ।]

২ কামরূপের অন্তর্গত একটী মহানদী। অজদ নদের উর্দ্ধে অবস্থিত। এই নদীতে ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গলোকে গমন করে। (কালিকাপু০ ৭৮ ৩২)

৩ নদীবিশেষ। (প্রভাসখণ্ড ২৬০।২।১)

ভদ্রা, মধ্য-প্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৮ বর্গ মাইল। ১৮শ শতাব্দের শেষ ভাগে লঞ্জীর সুবাদার এই ভূসম্পত্তি পাঠানবংশীয় জৈন্ উদ্দীন্ খাঁকে, জমিদারী-সত্তে দান করেন। ঐ সর্দ্দার বংশ এখনও এই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে। বেলা গ্রামে সর্দ্দারের আবাস বাটী বিদ্যমান আছে।

ভদ্রাকচ্চানা, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুধর্ম্মাচারিণী।

ভদ্রাকরণ (ক্লী) ভদ্র-ডাচ্, কৃ-ল্যুট্। মুণ্ডন। (হেম)

ভদ্রাকাপিলানী, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী জনৈক ভিক্ষুরমণী। ইনি মঠস্থ সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন।

---

* "একাদশ্যাং চতুর্থ্যান্ত শেষার্দ্ধে শুক্লপক্ষকে।
অষ্টমী পৌর্ণমাস্যোস্তু পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিসম্ভবঃ।
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়াং দশম্যাশ্চ পরার্দ্ধতঃ।
সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দ্দশ্যাঃ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিরীরিতা।
বিহায় বিষরোত্রাণি বিষ্টিং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্ডেহি পুচ্ছে কার্য্যে জয়াবহম্।"

তস্যাঙ্গবিশেষ—

"নাড্যস্তু পঞ্চবদনং গণকস্তথৈকা
বক্ষো দশৈকসহিতা নিয়তং চতস্রঃ।
নাভিঃ কটিঃ ষড়থ পুচ্ছলতা চ তিস্রো
বিষ্টে ধ্রুবং নিগদিতোঽঙ্গবিভাগ এষঃ।
স্বর্গে ভদ্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ।
মর্ত্ত্যলোকে যদা ভদ্রা সর্ব্বকার্য্যবিনাশিনী।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ভদ্রাকুণ্ডলকেশা, বৌদ্ধভিক্ষুণী ভেদ।

ভদ্রাঙ্গ (পুং) ভদ্রমঙ্গমস্য। বলরাম। (হেম)

ভদ্রাচল, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ১৭° ৩৫´ ৪৫´´ হইতে ১৭°৫৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৪´৩০´´ হইতে ৮১° ৮´ পূঃ।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে নিজাম কর্তৃক এই স্থান ইংরাজহস্তে সমর্পিত হওয়ায়, ইহা গোদাবরী-কলেক্টরির এজেন্সীভুক্ত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রেকপল্লী ও রম্পা প্রদেশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ভূপরিমাণ সর্ব্বসমেত ৯১১ মাইল।

২ উক্ত তালুকের প্রধাননগর। অক্ষা° ১৭°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°পূঃ। এই নগরের তটভূমি দিয়া খরস্রোতা গোদাবরী নদী প্রবাহিত। নিকটস্থ একটী পর্ব্বতশিখর ভদ্রডুর যজ্ঞকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার রামচন্দ্র মন্দির দাক্ষিণাত্য বাসীর একটী পবিত্র তীর্থ। প্রবাদ, কপিকুল সঙ্গে লইয়া ভগবান্ রামচন্দ্র লঙ্কাযাত্রাকালে গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই সেই শুভাগমন স্মরণ করিয়া আজিও নগরবাসিগণ বৎসরে একটী মহামেলার আয়োজন করিয়া থাকে। ঋষি-প্রতিষ্ঠ নামক জনৈক সাধু-পুরুষ কর্তৃক চারি শতাব্দ পূর্ব্বে এই মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে সময়ে সময়ে সংস্কারাদি দ্বারা উহার আয়তনও বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবতার আভরণ মধ্যে অনেক বহুমূল্য হীরকাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবমূর্ত্তির ব্যয়ভার-বহনের জন্য নিজাম-সরকার হইতে প্রতিবৎসর ১৩ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ মেলা প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের মন্দির ব্যতীত এখানে মরক-তাম্বিকা নামে আর একটী শক্তিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

ঐ মন্দিরগুলি স্থানীয় জমিদার ও নিজাম সৈন্যের অহরহ যুদ্ধে নষ্ট হইয়া যায়। নিজাম এখানকার সম্পূর্ণ রাজস্ব সংগ্রহে বিফলপ্রযত্ন হইয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। প্রায় ১৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে রামদাস নামক জনৈক নিজাম-কর্ম্মচারী এখানকার রাজস্বসংগ্রহে প্রেরিত হন। তিনি রাজসরকারে অর্থ প্রেরণ না করিয়া তদ্দ্বারা একটী মন্দির ও গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া যান। নিজাম তাঁহার ঈদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। তৎপরে তীকুম লক্ষ্মী নরসিংহ রউ নামা অপর এক ব্যক্তি রাজস্ব-সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তিনি নিজামকে যৎসামান্য আদায় দিয়া বক্রী অর্থ মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাদ্রাজবাসী ধনী বরদরাম দাস মন্দির-নির্ম্মাণে তাঁহার সহযোগিতা করেন। বরদরামের মৃত্যু হইলে তিনিও উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজামের ভয়ে ভীত হইয়া গোদাবরীতে ঝাঁপ দেন।

এই তীর্থের অনতিদূরে পর্ণশাল তীর্থ। প্রবাদ, রাক্ষসপতি রাবণ এইস্থান হইতে সীতাদেবীকে হরণ করেন। এখানকার পাণ্ডাগণ তীর্থবাসীদিগকে সীতার পদচিহ্ন, বসিবার আসন প্রভৃতি অনেক প্রাচীনস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

ভদ্রাত্মজ (পুং) ভদ্রঃ হিতকর আত্মজ ইব রক্ষাকরত্বাৎ। খড়্গ। (ত্রিকা°)

ভদ্রানগর (ক্লী) নগরভেদ।

ভদ্রানন্দ, শিবার্চ্চনমহোদধি প্রণেতা।

ভদ্রায়ুধ (পুং) রাক্ষসভেদ। ২ উৎকৃষ্ট অস্ত্রবিশেষ।

ভদ্রারক (পুং) অষ্টাদশ ক্ষুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ।

ভদ্রালপত্রিকা (স্ত্রী) ভদ্রায় অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্, ভদ্রালং পত্রং যস্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। গন্ধালী।

ভদ্রালী (স্ত্রী) ভদ্র-অল্ অচ্ ভদ্রাল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গন্ধালী। (শব্দমালা) ২ মঙ্গলশ্রেণী।

ভদ্রাবকাশা (স্ত্রী) পুণ্যসলিলা নদীভেদ।

ভদ্রাবতী (স্ত্রী) ভদ্রমস্যা অস্তীতি মতুপ্, মস্য বঃ, সংজ্ঞায়াং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। কট্ফলবৃক্ষ। (রাজনি°)

ভদ্রাবতী, একটী প্রাচীন নগর। পাণ্ডবগণ এখান হইতে যুবনাশ্বের অশ্বমেধ হয় অপহরণ করিয়াছিলেন। [ভদ্রেশ্বর দেখ।]

ভদ্রাব্রত (ক্লী) বিষ্টিব্রত।

ভদ্রাশ্রম (পুং) আশ্রমভেদ। (স্কন্দপু° শতরুদ্রমাহাত্ম্য)

ভদ্রাশ্রয় (পুং) ভদ্রস্য আশ্রয়ঃ। চন্দন। (শব্দচ°)

ভদ্রাশ্ব (ক্লী) ভদ্রা অশ্বা অত্র। জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ভাগবতে এই বর্ষের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বত, উত্তরে নীলপর্ব্বত এবং দক্ষিণে নিষধাচল পর্য্যন্ত দুই সহস্র যোজন বিস্তীর্ণ কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ব-বর্ষের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুমেরুর চতুর্দ্দিকে মন্দর, মেরুমন্দর, সুপার্শ্ব, এবং কুমুদ নামে চারিটী অবষ্টম্ভ পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের বিস্তার ও উচ্চতা অযুত যোজন। উক্ত পর্ব্বত চতুষ্টয় মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের পর্ব্বত দক্ষিণোত্তর বিস্তীর্ণ এবং দক্ষিণ ও উত্তরদিকের পর্ব্বত পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। উক্ত চারিপর্ব্বতে আম্র, জম্বু, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ নামে চারিটী প্রধান পাদপ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত যোজন। ইহাদের শাখা সকলও শতযোজন বিস্তৃত।

উক্ত চারিটী বৃক্ষের অদূরে চারিটী হ্রদ আছে। তন্মধ্যে একটী দুগ্ধজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরসজল এবং চতুর্থ

শুভ্র জল। ঐ চারি হ্রদেরই সলিল অতিশয় আশ্চর্য্য। উপদেবতারা উহা সেবন করিয়া স্বাভাবিক যোগৈশ্বর্য্য ধারণ করিতেছেন। ঐ স্থানে উল্লিখিত চারিটী হ্রদ ব্যতীত নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র নামে চারিটী উৎকৃষ্ট উদ্যান আছে। ঐ সকল উদ্যানে প্রধান দেবগণ, এবং উত্তমা রমণীগণ বিহার করিয়া থাকেন।

মন্দরপর্ব্বতের ক্রোড়স্থলে দেবচূত নামে একটী বৃক্ষ আছে। তাহা একাদশ শত যোজন উন্নত। সেই তরুর অগ্রভাগ হইতে সর্ব্বদা ভূরি ভূরি অমৃততুল্য ফল পতিত হয়। সেই সকল ফল পর্ব্বতশৃঙ্গের তুল্য স্থূল। ঐ সকল ফল বিশীর্ণ হইয়া অরুণোদা নামে একটী নদী হইয়াছে। ঐ নদী মন্দর-পর্ব্বতের শিখর হইতে নির্গতা হইয়া পূর্ব্বদিকে ইলাবৃত বর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই নদীর জলসেবনেই ভবানীর অনুচরী যক্ষাঙ্গনাদিগের অঙ্গসৌগন্ধ হয়। পবন এই গন্ধ দশযোজন বহন করে। এইরূপে জম্বুফল সকল উচ্চ হইতে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হওয়াতে উহার রসে জম্বুনদী নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদী মেরুমন্দরের শিখর হইতে অযুত যোজন অন্তরে অবনীতলে পতিত হইয়া সমুদয় ইলাবৃতবর্ষ ব্যাপিয়া আছে।

ঐ নদীর উভয়তটের মৃত্তিকা প্রবাহিত জল ও রসে অনুবিদ্ধ হইয়া বায়ু ও সূর্য্যসংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় জম্বুনদ নামে সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে।

সুপার্শ্বপর্ব্বতের পার্শ্বদেশে মহাকদম্ব নামে যে প্রকাণ্ড কদম্বতরু আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পাঁচটী মধুধারা নিঃসৃত হইয়া ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ নিষিক্ত করতঃ পশ্চিমে স্বীয় সৌগন্ধ দ্বারা ইলাবৃতবর্ষকে আমোদিত করিতেছে। কুমুদপর্ব্বতে শতবর্ষ নামে যে বিস্তীর্ণ বট বিটপী আছে, তাহার স্কন্ধ হইতে অধোমুখে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, গুড়, অন্ন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাদি সমুদয় অভিলষিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল ঐ পর্ব্বতের অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই জন্য এখানকার জনগণের কখন অঙ্গবৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্ম্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্য বৈবর্ণ্য এবং অন্যান্য উপসর্গ কিছুই হয় না, তাহারা যাবজ্জীবন কেবল নিরতিশয় সুখ-সম্ভোগে কাল যাপন করে।

(ভাগবত ৫।১৬অ•)

বরাহপুরাণমতে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত নববর্ষের মধ্যে একটী বর্ষ। মাল্যবান্ পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্বে ভদ্রশালবনসমন্বিত এই বর্ষ অবস্থিত। এখানকার পুরুষেরা শ্বেতবর্ণ ও স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণা। এই বর্ষে শৈলবর্ণ পর্ব্বত, মালাপর্ব্বত, বরজম্ব, ত্রিপর্ণ ও নীল নামে ৫টী কুলপর্ব্বত আছে। এখানে সীতা, সুবাহিনী, হংসবতী, কাবেরী, সুরসা, শাখাবতী, ইন্দ্রনদী, অঙ্গারবাহিনী, হরিতোয়া, সোমাবর্ত্তা, শতহ্রদা, বনমালী, বসুমতী, হংসা, পর্ণা, পঞ্চাঙ্গা, ধনুষ্মতী, মণিবপ্রা, সুব্রহ্মভাগা, বিলাসিনী, কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যোদা, নাগবতী, শিবা, শৈবালিনী, মণিতটা, ক্ষীরোদা, বরুণাবতী, বিষ্ণুপদী, মহানদী, হিরণ্যস্কন্ধবাহা, সুরাবতী, বামোদা প্রভৃতি প্রধানা নদী সকল এবং ইহা ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। (বরাহপু•)

২ সহ্যাদ্রিখণ্ডোক্ত ৫ জন রাজা।

(সহ্যাদ্রিখ• ৩৩।৪৪,৭৭,৯৫,১৪০,১৫৩)

ভদ্রাসন (ক্লী) ভদ্রায় লোকহিতায় আস্যতে আস-আধারে ল্যুট্। নৃপাসন, রাজাসন, অভিষেকের সময়ে রাজা যে আসনে বসিয়া অভিষিক্ত হন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—প্রশস্ত লক্ষণযুক্ত বৃষচর্ম্ম পূর্ব্বদিকে, তদুপরি সিংহ এবং বৃষচর্ম্ম আস্তরণ করিতে হইবে। তাহার উপর কনক, রজত ও তাম্র ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত আসন বা ক্ষীরতরুনির্ম্মিত আসন তদুপরি পাতিতে হইবে। এই আসন ত্রিবিধ পরিমাণবিশিষ্ট—একহস্ত, পাদাধিক একহস্ত বা সার্দ্ধ একহস্ত হইবে। এইরূপ আসনই ভদ্রাসন। (বৃহৎস• ৪৮ অ•)

২ তন্ত্রসারোক্ত যোগীদিগের আসনবিশেষ।

"সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্যেদ্গুল্ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্।

ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্॥" (তন্ত্রসার)

গুল্ফদ্বয় স্থির করিয়া সীবনীর পার্শ্বে বিন্যাস করিলে এই আসন হয়। ৩ বসতবাটী, যে বাটীতে বাস করা হয়, তাহাকে ভদ্রাসন কহে। [বাস্তু শব্দ দেখ]

ভদ্রাহ (ক্লী) ভদ্রং অহঃ কর্ম্মধা•। পুণ্যাহ, পুণ্যদিন।

ভদ্রি, অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার একটী নগর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভদ্রিকা (স্ত্রী) ভদ্রা স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ভদ্রা তিথি, দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি। ২ যোগিনী দশান্তর্গত পঞ্চমী দশা।

"মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রমরী ভদ্রিকা তথা।

উল্কা সিদ্ধা সঙ্কটা চ যোগিন্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"(বৃহজ্জাতক)

ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে ভদ্রিকার দশা হয়। এই দশা ভোগকাল ৫ বৎসর। এই দশাকালে মানবের সুখ, লাভ, যশ, ধর্ম্ম, ভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও সন্তোষ হয়। এই সকল দশায়ও অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা আছে। তদনুসারে ফল স্থির করিতে হয়। (ক• জ্যো•)

৩ বৃত্তরত্নাকরোক্ত নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ।

ইহার লক্ষণ "ভদ্রিকা ভবতি রৌ নরৌ" (বৃত্তরত্না•)

ভদ্রিলপুর একটী প্রাচীন নগর। (জৈন হরি০ ১৮।১১)

ভদ্রেশ (পুং) শিবলিঙ্গভেদ।

ভদ্রেশ্বর (পুং) ভদ্রঃ শুভদশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি ভদ্রাত্মকঃ মঙ্গলময় ঈশ্বরো বেতি। কল্পগ্রামস্থিত শিবমূর্ত্তি। এই ভদ্রেশ্বর শিব দর্শন করিলে চক্রতীর্থগমনের ফল লাভ হয়।

"উত্তিষ্ঠ কান্ত ! গচ্ছাবঃ কল্পগ্রামং সুশোভনম্।
তয়া সার্দ্ধং জগামাথ কল্পগ্রামং বসুন্ধরে॥
ভদ্রেশ্বরনিমিত্তং হি দ্রব্যঞ্চ কথিতং শুভম্।
নিত্যঞ্চ ভুঞ্জতে যত্র পাত্রদ্রব্যং সমর্পিতম্॥"
(বরাহপু০ মথুরামা০ চক্রতীর্থপ্রভাবাধ্যায়)

২ মহাদেবকে লাভ করিবার জন্য পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আরাধিত হিমালয়স্থিত পার্থিব শিবলিঙ্গ। (বামনপু০ ৪৬ অ০)

৩ গঙ্গার পশ্চিমতীরে গরিট্যাখ্য গ্রামের উত্তরে অবস্থিত পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও গ্রাম। ৪ তীর্থবিশেষ।

"শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা।" (মৎস্যপু০)

এখানে ভদ্রা নামে শক্তিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

ভদ্রেশ্বর, মহার্থমঞ্জরী-টীকা-প্রণেতা।

ভদ্রেশ্বর, রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনৈক রাজকর্ম্মচারী। ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইনি সাধারণের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছিলেন। (রাজতর০ ৭।৩৮-৪৪)

ভদ্রেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছ-প্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ভদ্রাবতী নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাসমূহের প্রস্তরাদি লইয়া অন্যত্র গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। দুইটী ধ্বস্তপ্রায় মসজিদ্ এবং একটী শিবমন্দিরের স্তম্ভ ও গম্বুজ এখনও ইহার প্রাচীন স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটী কুণ্ডের সম্মুখে মাতা আশাপুরীর মন্দির বিদ্যমান। বহুপূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এখানকার জৈনমন্দির সাধারণের বিশেষ আদরের জিনিস। যে সকল প্রাচীন নিদর্শন এখনও মন্দিরাদির গাত্রে গ্রথিত দেখা যায়, তাহা ১১২৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তীকালে জগদেব শাহ নামা জনৈক বণিক কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত মহাজন ভদ্রেশ্বরনগর দানসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া উহার মন্দিরাদির জীর্ণসংস্কার করেন। সেই সময় প্রাচীন নিদর্শনসমূহ স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে এইস্থান একটী তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়। ঐ সময় হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়াছিল, স্তম্ভগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে মুসলমানগণ এই মন্দির লুণ্ঠন করে। ঐ সময় জৈনতীর্থঙ্করদিগের অনেকগুলি মূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মুসলমানগণের এই উপদ্রবের পর এইস্থান একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহার মন্দির ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্রের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। স্থানীয় পীর লালশোবের দরগায় আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলাফলক আছে। প্রাচীন ভদ্রাবতীর কতকাংশ বর্ত্তমান নগরবক্ষে অবস্থিত।

ভদ্রেশ্বর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২২° ৪৯´ ৫°´ এবং দ্রাঘি০ ৮৮° ২৩´৩°´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির ষ্টেসন থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বর আচার্য্য, জনৈক গ্রন্থকার। গণরত্নমহোদধিতে তাঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভদ্রেশ্বর সূরি, জনৈক বৈয়াকরণ। দীপক নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণেতা। ২ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত সূরিভেদ। ইনি অভয়দেব ও দেবভদ্রের গুরু। সিদ্ধসেনকৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও বালচন্দ্রের বিবেকমঞ্জরীটীকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি ১২শ সম্বতের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ৪ অপর একজন জৈন সূরি। তিনি রাজা জয়সিংহের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য দেবসূরির শিষ্য। তাঁহার সতীর্থ রত্নপ্রভাসূরিকৃত ধর্ম্মদাসগণির উপদেশমালাটীকায় জানা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১২৩৮ সম্বতের সন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

ভদ্রৈলা (স্ত্রী) ভদ্রা এলা। স্থূলৈলা, বড়এলাচ। (রাজনি০)

ভদ্রোদনী (স্ত্রী) ভদ্রং উদনিতি অনয়েতি, উদ-অন্ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বলা। ২ নাগবলা। (রাজনি০)

ভদ্রোদয় (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত ঔষধভেদ।

ভদ্রোপবাস ব্রত, (স্ত্রী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ)

ভদ্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর-কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষা০ ২২° ১´ এবং দ্রাঘি০ ৭১° ৩৫´ পূঃ।

ভদ্বা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর হলার জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ জুনাগড়ের নবাবকে ও ইংরাজকে রাজস্ব ভাগ দিয়া থাকেন। ভদবা নগর এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা০ ২২° ১´ উ এবং দ্রাঘি০ ৭° ৫৭´ পূঃ।

ভদ্বানা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালবার জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য।

ভন, অর্চ্চন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ ভণতি। লোট্ ভণতু। লিট্ বভাণ। লুঙ্ অভাণীৎ। ণিচ্ ভণয়তি। লুঙ্

অবীভণৎ। সন্ বিভণিষতি। যঙ্ বস্তণ্যতে। যঙ্‌লুক্ বাভণীতি।

ভন্দ, ১ অর্চ্চন। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভন্দতে। লোট্ ভন্দতাং। লুঙ্ অভন্দিষ্ট। লিট্ বভন্দে, বভন্দে। কর্ম্মবাচ্যে ভন্দ্যতে।

ভন্দড় (দেশজ) প্রাণিবিশেষ (Viverra Bundur)। চলিত ভোঁদড়। ইহারা আকৃতিতে নেউলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। পারাবত, হংস প্রভৃতি পালিত পক্ষী এবং পুষ্করিণী হইতে মৎস্যাদি ধরিয়া ভক্ষণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু।

[ভোঁদড় দেখ।]

ভন্দদিষ্টি (ত্রি) স্তুতিরূপা ইষ্টিযুক্ত।

"সুখাদয়ে তবসে ভন্দদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায়" (ঋক্ ৫।৮৭।১)

'ভন্দদিষ্টয়ে স্তুতিরূপা ইষ্টির্যস্য তদ্ভন্দদিষ্টি তস্মৈ' (সায়ণ)

ভন্দন (ত্রি) কল্যাণকারী।

"আধুনোমি ভন্দনানাং ত্বা" (শুক্লযজু° ৮।৪৮)

'ভন্দনানাং ভদি কল্যাণে সুখে চ ভন্দন্তীতি ভন্দনাঃ কল্যাণকারিণ্যঃ সুখয়িত্র্যঃ বা' (বেদদীপ°)

ভন্দিল (ক্লী) ভদি-ইলচ্। ১ শুভ। ২ কম্প। ৩ দূত।

ভন্দিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় স্তোতা, অত্যন্ত স্তবকারী।

"আ ভন্দিষ্ঠস্য সুমতিং চিকিদ্ধি" (ঋক্ ৫।১।১০)

'ভন্দিষ্ঠস্য অতিশয়েন স্তোতুঃ' (সায়ণ)

ভন্দুক (পুং) ভারতবর্ষের অন্তর্গত জনপদ বিশেষ।

"লক্ষাশ্চত্বার এবাপি গ্রামাণাং ভন্দুকাঃ স্মৃতাঃ।"

(স্কন্দপু° কুমারিকাখ° ১১৫।১১২)

ভন্‌সালী, কচ্ছপ্রদেশবাসী রাজপুতজাতির একটী শাখা। ইহারা সোলাঙ্কীবংশীয়, কিন্তু আচারভ্রষ্ট হওয়ায় এখন আর সোলাঙ্কীদিগের সহিত মিশিতে পারে না। সকলেই উপবীত ধারণ করে এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, ইহারা জাড়েজাদির সহিত এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এখানে ইহারা বেগু নামেও পরিচিত।

ভপঞ্জর (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং পঞ্জরম্। নক্ষত্রচক্র।

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

ভপতি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ। চন্দ্র। (হেম)

ভপ্পট (পুং) জনৈক আচার্য্য। ইনি কাশ্মীরে ভপ্পটেশ্বর নামে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

"আচার্য্যো ভপ্পটো নাম বিদধে ভপ্পটেশ্বরম্।"(রাজতর° ৪।২১৫)

ভমণ্ডল (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং মণ্ডলং। নক্ষত্রচক্র। রাশিচক্র। (সূর্য্যসি° ১২।৪০)

ভম্ভ (পুং) ভম্ ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতীতি ভা-ক। ১ মক্ষিকা। (শব্দরত্না°) ২ ধূম। (ত্রিকা°)

ভম্ভরালিকা (স্ত্রী) ভম্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য ভবং বাহুল্যমালাতি গৃহ্লাতীতি আ-লা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্, পূর্ব্বস্য হ্রস্বশ্চ। ভঙ্কারী, চলিত ডাঁশ। (ত্রিকা°)

ভম্ভরালী (স্ত্রী) ভম্ভরাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মক্ষিকাভেদ।

ভম্ভাসার (পুং) মগধরাজবিশেষ। পর্য্যায়—শ্রেণিক। (হেম)

ভয় (ক্লী) ভী-(এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ইত্যত্র 'ভয়াদীনামুপসংখ্যানং নপুংসকে ক্তাদিনিবৃত্ত্যর্থম্' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা অপাদানে অচ্। ১ ভয় হেতু। ২ দৈন্যাত্মক, পর হইতে স্বীয় অনিষ্ট সম্ভাবনারূপ চিত্তবৃত্তিভেদ। পর্য্যায়—দর, ত্রাস, ভীতি, ভী, সাধ্বস, রুগ্রাস, সাধুসম্ভব, প্রতিভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা, ভিয়া।

পর হইতে অনিষ্ট সম্ভাবনার নাম ভয়। যথা 'ব্যাঘ্রাদ্বিভেতি' এই স্থলে—ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে, অর্থাৎ ব্যাঘ্র হইতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে—এই অনিষ্টাশঙ্কার নাম ভয়।

'পরতঃ স্বানিষ্টসম্ভাবনা ভয়ং যথা ব্যাঘ্রাদ্বিভেতি ব্যাঘ্রাধীনত্বেন স্বীয়মরণং সম্ভাবয়তি' (ব্যুৎপত্তিবাদ গদাধর ভট্টা°)

ইহার লক্ষণ—

'রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ম্।'(সাহিত্যদ° ৩ প°)

রৌদ্র রসের শক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। ইহাতে চিত্তে বিকলতা জন্মিয়া থাকে।

ভয় উপস্থিত হইলে অভীত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভয় করা উচিত।

"তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতম্।
উৎপন্নে তু ভয়ে তীব্রে স্থাতব্যং বৈ তৈরভীতবৎ॥"

(গারুড় নীতিসার ১১১অ°)

৩ ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। ৪ কুব্জকপুষ্প। (ত্রি) ৫ ঘোর। (পুং) ৬ রোগ। সুকুমারমতি বালকগণ পলিতকেশা কোটরপ্রবিষ্টচক্ষু কোন রমণীকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়। এই ভয় জন্য বালকের হৃৎকম্প (Palpitation) রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উত্তাপজনিত জ্বরের আবির্ভাব হয়। গৃহস্থেরা ইহাকে 'ডাইনে খাওয়া' বলে অর্থাৎ ঐ বৃদ্ধের কুদৃষ্টিতে বালকের শরীর শীর্ণ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, দুর্ব্বলহৃদয় বালকের ফুসফুসস্থ ঝিল্লীসমূহ ভীতি জন্য শোণিতস্রোতে প্রতিঘাত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।

৭ নির্ঋতির পুত্রভেদ। (ভারত ১৬৬।৫৫) ৮ দ্রোণ বসুর অভিমতিনাম্নী পত্নীজাত পুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।৬।১১)

৯ যবনরাজবিশেষ।

"ততো বিহতসঙ্কল্পা কন্যকা যবনেশ্বরম্।
ময়োপদিষ্টমাসাদ্য বব্রে নাম্না ভয়ং পতিম্ ॥" (ভাগ০ ৪।২৭।২৩)

ভয়কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, ভয়স্য করঃ। ভয়কারক।

ভয়কর্ত্তৃ (ত্রি) ভয়স্য কর্ত্তা। ভয়কারক।

ভয়কৃৎ (ত্রি) ভয়ং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ ভয়কারক। ভয়ং কৃন্ততি কৃত-ছেদনে ক্বিপ্। ২ পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯।১০২)

ভয়ঙ্কর (ত্রি) ভয়ং করোতীতি ভয়-কৃ (মেঘর্ত্তিভয়েষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৪৩) ইতি খচ্, মুম্‌চ। ভয়জনক। পর্য্যায়—ভৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীম, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, প্রতিভয়, ভয়াবহ।
"বৃকৈর্ভয়ঙ্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমস্যোপকূল্যতে।" (মার্ক০পু০ ১৪।৮৬)
(পুং) ডুণ্ডুলপক্ষী। (রাজনি০)

ভয়জাত (ত্রি) ভয় হইতে উৎপন্ন (রোগাদি)।

ভয়ডিণ্ডিম (পুং) ভয়ায় শত্রুভয়জননায় ডিণ্ডিমঃ। সংগ্রাম-পটহ, রণবাদ্য।

ভয়ত্রাতৃ (ত্রি) ভয়স্য ত্রাতা ৬তৎ। ভয় হইতে রক্ষাকারী।

ভয়দ (ত্রি) ভয়-দা-ক। ভয়দানকারী, যে ভয় জন্মায়।

ভয়দায়িন্ (ত্রি) ভয়-দা-ণিনি। ভয়দাতা।

ভয়দ্রুত (ত্রি) দ্রু-কর্ত্তরি-ক্ত ভয়েন দ্রুতঃ। ভীতি দ্বারা পলায়িত। পর্য্যায়—কান্দিশীক। ভয় জন্য পলায়িত।

ভয়নাশন (ত্রি) ভয়ং নাশয়তি নাশি-ল্যু। ১ ভয়নিবারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০২)

ভয়নাশিন্ (ত্রি) ভয়ং নাশয়তীতি ভয়-নশ-ণিচ্, ণিনি। ভয়নাশকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ত্রায়মাণা লতা। (রাজনি০)

ভয়প্রদ (ত্রি) ভয়ং প্রদদাতীতি দা-ক। ভয়দ, ভয়দাতা।

ভয়ব্রাহ্মণ (পুং) ভয়েন ব্রাহ্মণঃ সম্পদ্যতে। ভয়েতে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাপনকারী।

ভয়ভঞ্জন, যমল-রহস্য ও যমল-রহস্যসংগ্রহপ্রণেতা।

ভয়ভীত (ত্রি) ভয়েন ভীতঃ। ভয়দ্বারা ভীত।
"একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্।
নাতো গুরুতরো ধর্ম্মঃ কশ্চিদন্তোঽস্তি খেচর ॥" (অগ্নিপু০)

ভয়ভ্রষ্ট (ত্রি) ভয়েন ভ্রষ্টঃ। ভয়দ্রুত, ভয়ে পলায়িত।

ভয়ব্যূহ (পুং) ভয়ে সতি ব্যূহঃ। রাজাদিগের ব্যূহভেদ। যুদ্ধের সময় ভয়ব্যূহ প্রস্তুত করিতে হয়, কারণ ভয় উপস্থিত হইলে এই ব্যূহে আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় *। [ব্যূহ দেখ]

ভয়ানক (পুং) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-(ভীঙ্ ভিয়ঃ। উণ্ ৩।৮২) ইতি আনক। ১ ব্যাঘ্র। ২ রাহু। ৩ শৃঙ্গারাদি অষ্টরসের অন্তর্গত ষষ্ঠরস। ইহার লক্ষণ—
"ভয়ানকো ভয়স্থায়িভাবঃ কালাধিদৈবতঃ।
স্ত্রীনীচপ্রকৃতিঃ কৃষ্ণো মতস্তত্ত্ববিশারদৈঃ ॥
যস্মাদুৎপদ্যতে ভীতিস্তদত্রালম্বনং মতম্।
চেষ্টা ঘোরতরাস্তস্য ভবেদুদ্দীপনং পুনঃ ॥
অনুভাবোঽত্র বৈবর্ণ্যং গদ্‌গদস্বরভাষণম্।
প্রলয়স্বেদরোমাঞ্চ-কম্পদিক্‌প্রেক্ষণাদয়ঃ ॥
জুগুপ্সাবেগসম্মোহ-সংত্রাসগ্লানিদীনতাঃ।
শঙ্কাপস্মারসংভ্রান্তি-মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ ॥" (সাহিত্যদ০৩প০)
ভয়ানকরসে স্থায়িভাব ভয়। যম ইহার অধিদেব। ইহার বর্ণ কৃষ্ণ। স্ত্রী ও নিকৃষ্ট লোক ইহার প্রধান আশ্রয় এবং যাহা হইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তাহাই ইহার আলম্বন। ঘোরতরা চেষ্টা ইহার উদ্দীপন বিভাব এবং বিবর্ণতা, গদ্‌গদস্বরে ভাষণ, প্রলয়, স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, ও দিক্‌-প্রেক্ষণাদি ইহার অনুভাব। জুগুপ্সা, বেগ, সংমোহ, সংত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, ভ্রান্তি ও মৃত্যু প্রভৃতি এই রসের ব্যভিচারিভাব।
উদাহরণ যথা,—
"নষ্টং বর্ষবরৈর্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপা-
মন্তঃ কঞ্চুকিকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি০)
(ত্রি) ২ ভয়ঙ্কর।
"বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।"
(গীতা ১১।২৭)

ভয়াপহ (পুং) ভয়ং অপহন্তীতি হন্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।১০১) ইতি। ১ রাজা। (ত্রি) ২ ভয়নাশক।

ভয়াবহ (ত্রি) আবহতীতি আ-বহ-অচ্, ভয়স্য আবহঃ। ভয়ঙ্কর, ভয়ানক।
"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥" (গীতা ৩।৩৫)

ভয্য (স্ত্রী) ভী-ভাবে যৎ, বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভয়। লৌকিক প্রয়োগে 'ভেয়' এইরূপ পদ হইবে।

ভর (পুং) ভরতীতি ভৃ পচাদ্যচ্। অতিশয়। (অমর)
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।"
(গীতগোবিন্দ ৪১)
২ ভার। (ভাগবত ১।৩।২৩) (ত্রি) ৩ ভরণকর্ত্তা।
"ভরায় সুতরস্তভাগমুত্তিরং" (ঋক্ ১০।১০০।২)
'ভরায় সর্ব্বেষাং পোষকায়" (সায়ণ)

* "যায়াৎ ব্যূহেন মহতা মকরেণ পুরো ভয়ে।
শ্যেনেনোভয়পক্ষেণ সূচ্যা বাধীরবক্ত্রয়া।
পশ্চাদ্ ভয়ে তু শকটং পার্শ্বয়োর্ব্বজ্রসংজ্ঞিতম্।
সর্ব্বতঃ সর্ব্বতোভদ্রং ভয়ব্যূহং প্রকল্পয়েৎ ॥" (কামন্দকী নীতিস০)

৪ সংগ্রাম। "অনুক্রোশক্ষিতয়ো ভরেষু" (ঋক্ ৪।৩৮।৫) 'ভরেষু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

ভর, উঃ পঃ প্রদেশ, অযোধ্যা ও পশ্চিম-বাঙ্গলাবাসী নিম্নশ্রেণীর ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। * ইহারা সাধারণে রাজভর, ভরত বা ভরপুত্র নামে পরিচিত।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাস্থানে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সামাজিক ও কৌলিক আচারাদিতে সমুন্নত হইয়া তাহারা ক্রমে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কেহ কেহ বলে যে, ইহারা ক্ষত্রিয়রাজ ভরদ্বাজের বংশধর। অযোধ্যা ও উঃ পঃ প্রদেশের ভরগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অযোধ্যার পূর্ব্বাংশে রাজত্ব করিত। অযোধ্যার সেই সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজগণের শাসনপ্রভাব বিলুপ্ত হইলে এখানে ভরজাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়। সূর্য্য-বংশীয় রাজা কনকসেনের রাজত্বকালে এই অনার্য্য ভরজাতি হিমালয়ের পার্ব্বতীয় নিবাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া অযোধ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজা কনকসেন দুর্দ্ধর্ষ ভরদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার সঙ্গে হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়-সন্তানেরাও নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

ভরেরা স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ও তেজস্বী; কিন্তু সাধারণতঃ কৃষ্ণ-বর্ণ, কদাকার, পানাসক্ত ও অধার্ম্মিক। দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠনাদি ইহাদের প্রধান কার্য্য। আপনাদের মধ্যে কাহাকেও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে দেখিলে ইহারা তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনা ও তাড়না করে। এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি যে এক সময়ে সুদূর বিস্তৃত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, গাজিপুর, বস্তি, মার্জাপুর, বরাইচ প্রভৃতি জেলাস্থিত দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌশিক রাজপুত কর্ত্তৃক তাহারা গোরক্ষপুর হইতে বিতাড়িত হয়। বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী পম্পাপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। †

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কেবলমাত্র কিম্বদন্তীর উপর আস্থা-স্থাপন করিয়া ভরজাতির পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সাহাবুদ্দীন্ ঘোরীর ভারতাক্রমণ ও কনোজপতি জয়পালের অধঃপতন সময়ে রাজপুতজাতি পূর্ব্বাঞ্চলে অধ্যুষিত হয়েন। ঐ সময়ে ভরগণ রাজপুতের নিকট পরাভব স্বীকার করে। আজমগড় ও গাজীপুর হইতে সেনগার কর্ত্তৃক, মীর্জাপুর ও আলাহাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে গহরবাড় কর্ত্তৃক, গোরক্ষপুর হইতে কৌশিক কর্ত্তৃক, ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা হইতে বাঈ এবং ভাদ্রোহি ও প্রয়াগের পশ্চিমাঞ্চল হইতে মোণা, বাঈ, সোনাক প্রভৃতি জাতি কর্ত্তৃক ইহারা বিতাড়িত হইয়াছিল।

এইরূপে ভর-শক্তির অধঃপতন হইবার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ রাজপুতজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর সর্দ্দারদিগের শাসনাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত রাজপুতগণ ছত্রি নামে পরিচিত হয়। ‡ উপরি উক্ত ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা কোন ঐতি-হাসিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ একমাত্র প্রবাদ ভিন্ন এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

ইহাদের মধ্যে ভরদ্বাজ, কনোজিয়া ও রাজভর নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মীর্জাপুরী ভরগণ আবার ভর, ভূঁইহার, রাজভর ও দুসাদ নামক তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত। এই ভূঁইহারগণ আপনাদিগকে সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভররাজদিগের বংশধর এবং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা যজ্ঞসূত্রও ধারণ করে।

ইহারা সগোত্রে, অথবা মাতৃ বা পিতৃ কুলে বিবাহ করে না; কিন্তু যদি ৪ বা ৫ পুরুষে পিণ্ড না বাধে, তাহা হইলে

---

* অনার্য্য আকৃতিবিশিষ্ট এই ভরজাতি কোন সময়ে ভারতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণাদিতেও এই ভর জাতির প্রতিপত্তির কোন উল্লেখ নাই। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহারা টলেমী বর্ণিত বর্হৈ (Barrhai) বা প্লিনির উবারি (Ubarae) হইবেন। কেহ ব্রহ্মপুরাণবর্ণিত তালধ্বজ বংশাবতংশ ভারতগণ অথবা মহাভারতোক্ত ভীমসেনপরাজিত ভর্গ জাতিকেই বর্ত্তমান ভরদিগের পূর্ব্বপুরুষ নিরূপণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ পার্ব্বতীয় ভরত (শবর, বর্ব্বর প্রভৃতি) জাতি হইতে ভর জাতির অভ্যুদয় স্বীকার করেন। শেরীং সাহেব লিখিয়াছেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে দস্যু ও অসুর শব্দে অনার্য্য জাতি উল্লিখিত হইয়াছে। অনার্য্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া আর্য্যগণের ইতস্ততঃ গমন ও উপনিবেশ স্থাপন, উনাও প্রদেশের রাজেতিহাস-বর্ণিত কনকসেনের পরাভব ও পলায়ন তাহার সমর্থন করিতেছে।

† বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভরজাতির এই পূর্ব্বতন গৌরবকাহিনী স্বীকার করেন না। পূর্ব্বে যে সকল ধ্বংসাবশেষ ভরজাতির কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন বহু প্রমাণ-প্রয়োগ প্রাপ্তে সেই সকল প্রাচীনতম নিদর্শনের কতকগুলি বিভিন্ন রাজবংশে আরোপিত হইয়াছে।

‡ কার্ণেগি সাহেব বলেন, পূর্ব্বাভিমুখী বিশাল রাজপুতবাহিনী নাগবংশীয় রাজগণের নিকট পরাভূত হয়। যে ছত্রিগণ এখন উক্ত প্রদেশে প্রবল রহিয়াছে, তাহারা ভর ভিন্ন আর কেহ নহে। মিলেটের মতে, ইহারা শাকদ্বীপীয়। ভারতে আর্য্য-প্রবাহের সময় ইহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। অপরে ইহাদের গঠন-সাদৃশ্য দ্বারা অনুমান করেন যে, ইহারা দ্রাবিড়ীয়, কোল অথবা শবর জাতীয় হইবেন। বিন্ধ্যাচলের কৈমূর-অধিত্যকাবাসী অনার্য্যজাতির সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

পিতৃহনা কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। স্বঘরে বিবাহ দেওয়াই ইহাদের বিশেষ অভিপ্রেত। আজমগড়ের রাজভরগণ প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু। ইহাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দুর মত। এই হিন্দু ভরগণ পতৈৎ নামে খ্যাত। নিম্নশ্রেণীর ভর।ণ খুষ্টৈৎ শব্দে অভিহিত। পতৈৎগণ আচারাদি দ্বারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে এবং খুষ্টৈৎগণ শুকরপালনরূপ নিকৃষ্ট ব্যবসায়ে দিনযাপন করিতেছে। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিলেও শুকর-ব্যবসায়ীর গৃহে উন্নত ব্যক্তিগণ কন্যা-পুত্রের বিবাহ দেয় না। শুকরপালী ভরগণ সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা স্বজাতীয় কোন যুবকের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয়-সভা সেই কন্যার পিতার নিকট হইতে জরিমানা গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সমাজ-গ্রহণীয়া করে। দশ বর্ষের অধিকবয়স্কা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই কন্যা সমাজে 'রজস্বলা' বলিয়া নিন্দনীয় এবং কেহই সেরূপ কন্যাকে গ্রহণ করিতে চাহে না। সাধারণতঃ ৫ বা ৭ বর্ষ বয়স্ক কন্যাই বিবাহযোগ্যা বলিয়া গৃহীত হয়।

প্রথমা পত্নী থাকিতে দ্বিতীয় দারগ্রহণে নিষেধ নাই। কিন্তু বন্ধ্যাদি কারণ না দেখাইতে পারিলে, সে বিবাহ গ্রাহ্য হয় না। যদি কোন রমণী স্বইচ্ছায় স্বামীকে পত্ন্যন্তর গ্রহণে অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আর সংসারের কোন কার্য্যই করিতে হয় না। তাহার সপত্নীই গৃহকর্ম্ম করিতে বাধ্য। দ্বিতীয় পত্নী অবশ্যই স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী বা নিকটাত্মীয়া হওয়া আবশ্যক। বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে 'সাগাই' প্রথামত বিবাহ করিতে পারে। সামাজিক সকল বিষয় পঞ্চায়ৎ-সভার প্রতিনিধি চৌধুরী কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রী অথবা স্বামীর স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য,শরীরগত রোগ বা ব্যভিচার প্রভৃতি কারণে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও পঞ্চায়ৎ-সভার অনুমতিসাপেক্ষ।

বিবাহে বরের মাতুলই ঘটক হইয়া থাকেন। কন্যার পিতা ১৲ টাকা দিয়া বরের মুখ দেখিয়া বিবাহ পাকা করেন। 'পানী-কা-দিনে' কন্যার পিতা স্বজনে পরিবৃত্ত হইয়া বরের বাটীতে যায় এবং উঠানস্থ একটী চৌকায় বরের সম্মুখে কন্যার পিতা বসিয়া জামাতার কপালে চাউল ও দধি মাখাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণে শুভদিন দেখিয়া দিলে বর ও কন্যার গৃহে বিবাহ-মণ্ড নির্ম্মিত হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দম্পতির মঙ্গলকামনায় অযবান্ দেব, পাঁচপীর ও ফুলমতীদেবীর পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াই পুরোহিত প্রথমে গৌরী ও গণেশের পূজা করে। তৎপরে বর ও কন্যাকে (গাঁইটবন্ধনের পর) বিবাহমণ্ডস্থ মধ্যদণ্ডের চারিদিকে লইয়া ৫ বার প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে।

কোন রমণী গর্ভবতী হইলে গৃহকর্ত্রী তাহার মাথার উপর পয়সা ও চাউল ঘুরায় এবং সুপ্রসবের জন্য ফুলমতীদেবী ও গ্রাম্য-দেবতাদিগের পূজা দেয়। প্রসূতির ৬ দিনে ষষ্ঠীপূজা ও ১২ দিনে অশৌচান্ত হয়। ৫ বা ৬ বৎসরে কর্ণবেধ হইবার পর বালককে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম পালন এবং ভোজ্যাদিরও বিচার করিতে হয়।

বিসূচিকা, বসন্ত বা অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে শবদাহ করে, কিন্তু অপর সকল সময়ে শবদেহ পুতিয়া রাখে বা জলে ভাসাইয়া দেয়। ৬ মাসের মধ্যে শেষোক্ত প্রেতদিগের উদ্দেশে প্রতিকৃতি গঠনপূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়। ইহাদের মৃতাশৌচ ১০ দিন থাকে। অশৌচের প্রধান অধিকারীকে ঐ দশ দিন কুশ তৃণে জল ঢালিতে এবং মৃতের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান দিতে হয়। দশদিনে ক্ষৌরকর্ম্মের পর পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিন ব্রাহ্মণকে অপক্ক দ্রব্য দান করে এবং জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা প্রায় সকল কার্য্যেই অযবান দেব, ফুলমতীদেবী ও পাঁচপীরের পূজা দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কালিকা ও কাশীদাস বাবার পূজাদিও ইহারা বিশেষ ধূমধামে সম্পন্ন করে। ফগুয়া, দশমী, দীবালী, খিচুরী ও তীজ্ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। গ্রামস্থ বটবৃক্ষস্থিত প্রেতযোনির পূজায়ও ইহারা শুকর বলি দেয়। কেহ কেহ গয়াধামে পিণ্ডদান করিতে গমন করে। প্রতি অশ্বত্থ বৃক্ষকে নারায়ণের বাসভূমি জানিয়া ইহারা পূজা করে এবং ভর রমণীগণ অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিলেই ঘোমটা দিয়া পাশ কাটাইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও ছোট-নাগপুরের ভরগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। অনেকে পঞ্চকোট (পাঁচেট) রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মঘবা ও বাঙ্গালী নামে দুইটী থাক আছে। উহারা পরস্পর বিবাহাদি করে না। প্রায় সকল বিষয়ে ইহারা হিন্দুর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অবস্থাবিভেদে বয়স্থা কন্যার বিবাহও গ্রাহ্য হইতেছে। বিধবাবিবাহ আদৌ চলিত নাই। মৃতদেহ দাহ ও ১৩শ দিনে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি, ইহারা গোঁড়া হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। পাঁচেট-রাজসরকারে কার্য্যগ্রহণ করিয়া ইহারা সমাজে অনেক উন্নত হইয়াছে। মানভূমে ইহারা তাম্বূলী ও ময়রার সমশ্রেণী বলিয়া গৃহীত হয়। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেই ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করিতে পারে।

ভরট (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃ- (জনিদাচ্যুস্বৃমদিশমিনমি ভূঞ্ভ্যা ইষ্যন্নিতি। উণ্ ৪।১০৪) ইতি অটচ্। ১ কুম্ভকার। ২ ভৃত্য।

ভরটক (পুং) সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিশেষ।

ভরটিক (ত্রি) ভরটেন হরতি ভস্ত্রাদিত্বাৎ ষ্ঠন্ (পা ৪।৪।১৬)। ভরট দ্বারা হরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভরটিকী।

ভরণ (ক্লী) ভ্রিয়তেঽনেনেতি ভৃ-করণে ল্যুট্। ১ বেতন। ২ ভৃতি। (মেদিনী) ভৃ-ভাবে ল্যুট্। ৩ পোষণ।

"ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্যত্নেন তং ভরেৎ॥" (দায়ভাগ)

(পুং) ভরতীতি ভৃ-ল্যু। ৩ ভরণী নক্ষত্র। (শব্দরত্না॰)

ভরণপোষণ (দেশজ) লালন পালন। খাওয়ান পরান।

ভরণী (স্ত্রী) ভরণ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ঘোষকলতা। ২ অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় নক্ষত্র। পর্য্যায়—যমদৈবত। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। ইহা ত্রিকোণাকৃতিবিশিষ্ট। ইহার কোণত্রয়ে তিনটী দীপ্যমান তারকা আছে।

"তারকাত্রয়মিতে ত্রিকোণকে মধ্যগে দিবিষদধ্বনো যমে।
পঙ্কজাক্ষি গণিতাঃ কুলীরতঃ সায়কাক্ষি ভুজসংখ্যকাঃ কলাঃ॥"

(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্নমান)

এই নক্ষত্র উগ্রগণ ও অধোমুখগণের অন্তর্গত। শতপদ-চক্রানুসারে নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রে প্রথমাদি চারিপদে লি, লু, লে, লো, ইত্যাদি অক্ষর হইবে। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মেষরাশি ও শুক্রের দশা হয়। সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা ধান্যাদি বস্তুর ক্রয়বিক্রয়ে নিযুক্ত, ক্রূরস্বভাব, দীর্ঘশরীর সম্পন্ন, উত্তম বীর্য্যবান্, বিদেশবাসী ও বৈরিপক্ষবিজয়ী হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীকলাপ)

ভরণীভূ (পুং) ভরণী ভূরুৎপত্তিস্থানং যস্য। রাহুগ্রহ। (হেম)

ভরণীয় (ত্রি) ভৃ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ভরণযোগ্য, পোষ্য।

"সর্ব্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চগ্রামান্ বিসর্জ্জয়।
অবশ্যং ভরণীয়া হি পিতুস্তে রাজসত্তম।" ভারত (৫।১৫০।১৭)

ভরণ্ড (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃ (অণ্ডন্ কৃসৃ ভৃ বৃঞঃ। উণ্ ২।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ স্বামী। ২ ভূপাল। ৩ বৃষ। ৪ ভূ। ৫ কৃমি। (সংক্ষিপ্তসা॰ উণাদি॰)

ভরণ্য (ক্লী) ভরণে সাধুঃ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ইতি যৎ। ১ মূল্য। ২ বেতন। (অমর)

ভরণ্যভুজ্ (ত্রি) ভরণ্যং বেতনং ভুনক্তি ইতি ভুজ-ক্বিপ্। কর্ম্মকর, মূল্য গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকারক।

ভরণ্যা (স্ত্রী) ভরণ্য অজাদিত্বাৎ টাপ্। বেতন।

ভরণ্যাহ্বা (স্ত্রী) ভরণ্যা আহ্বা যস্যাঃ। পর্ণপুষ্পী, রামদূতী।

ভরণ্যু (পুং) কণ্ড্বাদিগণীয় ভরণ্য ধাতু বাহুলকাৎ উন্। ১ শরণ্য। ২ মিত্র। ৩ অগ্নি। ৪ চন্দ্র। ৫ ঈশ্বর।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

ভরত (পুং) বিভর্ত্তি স্বাঙ্গমিতি বিভর্ত্তি লোকানিতি বা (ভৃ-মৃদৃশিযজীতি। উণ্ ৩।১১০) ইতি অতচ্। ১ নাট্যশাস্ত্র। ২ মুনিবিশেষ। ইনি অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের সূত্রকর্ত্তা। ভরতস্য শিষ্যাঃ, তস্যেদমিত্যণ্, অণো লুক্। ৩ নট। ৪ রামচন্দ্রের অনুজ ভ্রাতা। ৫ দুষ্মন্তের পুত্র। (মেদিনী) ৬ শবর। ৭ তন্তুবায়। (বিশ্ব) ৮ ক্ষেত্র। ৯ ভরতাত্মজ। (হেম) দুষ্মন্তরাজপুত্র ভরতের পর্য্যায়,—শাকুন্তলেয়, দৌষ্মন্তি, সর্ব্বদমন। (ত্রিকা॰) ১০ বহ্নিপুত্রভেদ।

"পাবনো লৌকিকো হ্যগ্নিঃ প্রথমো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
ব্রহ্মৌদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ॥"

(মৎস্যপু॰ ৪৮ অ॰)

১১ ভৌত্যমনুপুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ১০০ অ॰)

১২ আয়ুধ-জীবিসঙ্ঘভেদ। ১৩ ঋত্বিক্ (নিঘণ্টু)

ভরত (পুং) কৈকেয়ীগর্ভ-সম্ভূত দশরথের পুত্র। রামায়ণ-পাঠে জানা যায়, অপুত্রক রাজা দশরথ বশিষ্ঠের পরামর্শে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। লোমপাদতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ এই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু হন, যজ্ঞ শেষ হইলে স্বয়ং অগ্নিদেব বহ্নিকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া দশরথের হস্তে পায়স অর্পণ করেন। রাজা দশরথ পত্নীদিগের মধ্যে ঐ পায়স বিভাগ করিয়া দেন।

সেই পায়স ভোজন করিয়া কৌশল্যা দেবী রামচন্দ্রকে, কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করেন। ভরত মীনলগ্নে ও পুষ্যা নক্ষত্রে এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ভরত স্বীয় মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। কুশধ্বজতনয়া মাণ্ডবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পুনরায় ভরত শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ বনগমন করিলে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয়। এই সময় ভরত মাতুলালয়ে অতিশয় দুঃস্বপ্ন দেখেন, পরে অযোধ্যা হইতে দূত যাইয়া ভরতকে লইয়া আইসে। ভরত অযোধ্যায় আসিয়া পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। কৈকেয়ীর আদেশে রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া, ভরত মাতা কৈকেয়ীকে অতিশয় তিরস্কার করেন। বিমাতৃতনয় হইলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই প্রবল-ভক্তিবশেই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রকে আনিবার জন্য চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন, এখানে পর্ণকুটীরে

জটাবল্কধারী রামচন্দ্রকে অবস্থিত দেখিয়া তিনি শোকে মুহ্যমান হন এবং রামচন্দ্রকে লইয়া আসিবার জন্য বিস্তর অনুনয় করেন। রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করিয়া কিছুতেই আসিতে স্বীকৃত হন নাই। তখন ভরত তথা হইতে রামচন্দ্রের পাদুকা আনয়ন করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে নন্দীগ্রামে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রামচন্দ্র প্রত্যাগত হইলে ভরত তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন।

ভরতের তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্র ছিল। ভরত পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সপুত্র গন্ধর্ব্বরাজ শৈলুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্ব্বদেশ সকল জয় করেন এবং এই প্রদেশ দুইভাগে বিভাগ করিয়া দুই পুত্রকে দেন। তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুষ্করাবতী নামে দুই নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। পরে ভরত রামচন্দ্রের সহিত স্বর্গারোহণ করেন। [রাম দেখ।]

(রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত)

২ ঋষভদেবের পুত্র। তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হইয়া তিনি বিশ্বরূপাত্মজা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন, আবরণ ও ধূম্রকেতু নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। রাজা পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। একদা তিনি নদীতটে স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে এক আসন্নপ্রসবা হরিণী সেইখানে আসিয়া জলপান করিতে লাগিল। মৃগীকে জলপানে নিরত দেখিয়া নদীতটবর্ত্তী অরণ্যস্থিত সিংহ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ে পলায়মানা হরিণী ক্ষিপ্রগতিতে পদস্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং সেই পতন জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ও গর্ভভ্রষ্ট হইল। ভরত মৃগীকে পতিত ও মৃত দেখিয়া মৃগশিশুকে স্বীয় আশ্রমে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! নিঃসঙ্গ তাপসও মৃগের মায়ায় ক্রমে তপ ভুলিলেন এবং মৃগ চিন্তা করিতে করিতে কালে দেহত্যাগ করিলেন। পর জন্মে তিনি মৃগদেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগবৎপ্রসাদে জাতিস্মর হইয়া কালঞ্জর পর্ব্বতে পুলহাশ্রমে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। জন্মান্তরে তিনি আঙ্গিরসগোত্রে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহার নয়টী বৈমাত্রেয় অগ্রজ ও একটী সহোদরা ভগিনী জন্মে। তিনি লোকসঙ্গবিবর্জ্জিত হইবার জন্য জড়বৎ থাকিতেন। কালক্রমে তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হইল। তাঁহাকে যত্ন বা অযত্ন যে যাহাই করুক না কেন, তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃপত্নীগণ তাঁহাকে বড়ই অযত্ন করিতেন। এমন কি অখাদ্য পর্য্যন্তও খাইতে দিতেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পর্য্যায় মন্ত্রণায় তাঁহাকে ক্ষেত্ররক্ষার্থ নিযুক্ত করেন।

একদিন চৌররাজ পুত্রকামনায় নরপশু বলি দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি যাহাকে বলি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি পলায়ন করিলে, তাঁহার অনুচরগণ জড়রূপী ভরতকে ধরিয়া লইয়া যায়। দেবী ভদ্রকালী ইহাতে কুপিতা হইয়া চৌরবংশ ধ্বংস করেন। একদা সিন্ধুসৌবীরগণের রাজা রহূগণ ইক্ষুমতীতীরে উপস্থিত হন। তাঁহার শিবিকাবাহকের একজনের পীড়া হইলে, তিনি ভরতকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভরত শিবিকাবহন সময়ে পাছে পদাঘাতে জীব নষ্ট হয়, এইজন্য অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত নত করিয়া সম্মুখস্থিত জীব সরাইয়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে উপহাস করেন। রাজার উপহাসে বিচলিত না হইয়া ভরত তাঁহাকে অনেক তত্ত্ব-উপদেশ দেন। রাজা তাঁহার প্রতি পরমভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তিনি দেশপর্য্যটনে বহির্গত হন এবং কিছুদিন পরে মুক্তিলাভ করেন। (ভাগ০) [জড়ভরত দেখ]।

৩ শকুন্তলাগর্ভসম্ভূত দুষ্মন্তের পুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে;—চন্দ্রবংশীয় মহারাজ দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রমে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করেন। এই সময় শকুন্তলা গর্ভবতী হন। এই গর্ভে এক পুত্র হয়, মহর্ষি কণ্ব এই বালকের সর্ব্বদমন নামকরণ করিয়া বালক সহ শকুন্তলাকে রাজা দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। শকুন্তলা রাজসমীপে সকল বৃত্তান্ত বলিলে, রাজার বিস্মৃতিবশতঃ কোন কথাই স্মরণ হইল না। তিনি পুত্রের সহিত শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সেই স্থানে এইরূপ দৈববাণী হইল, 'রাজন! শকুন্তলা যাহা বলিয়াছে, সকলই সত্য, আপনি আমাদের বাক্যানুসারে এই বালককে ভরণ করুন, ভরণ করুন' এই আকাশবাণী হইতে বালকের নাম ভরত হইল। মহারাজ দুষ্মন্ত তখন পত্নী ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ভরত সকল রাজগণকে পরাজয় করিয়া সার্ব্বভৌম রাজা হন। ইনি যমুনাতীরে একশত, সরস্বতীতীরে তিন শত এবং গঙ্গাতীরে চতুঃশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরে পুনরায় সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয়যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। এই ভারতীকীর্ত্তি ভরত হইতেই হইয়াছে। ভরতের বংশধরগণ ভারত নামে খ্যাত হন। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর

অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজকে পালন করেন। (ভারত ১।৭৩ অ°, বিষ্ণুপু°,ভাগ°)

৪ সঙ্গীতাচার্য্য জনৈকমুনি। ইনি জগতে সর্ব্বপ্রথমে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন।

ভরত, মিবারের জনৈক রাজা। মিবাররাজ সমরসিংহের ভ্রাতা শ্যামলের পুত্র। সমরসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র কর্ণ পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হন। কর্ণ রাজসিংহাসনে সমাসীন হইলে ভরত শত্রুর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক সিন্ধুদেশে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি তথাকার মুসলমানরাজের নিকট হইতে অরোর নগর প্রাপ্ত হন। তিনি পুগলের ভট্টিবংশীয়া কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণীর গর্ভে রাহুপ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই পুত্র মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন।

এদিকে রাজা কর্ণ প্রিয়তম ভ্রাতা ভরতের দেশান্তরে গমন এবং পুত্র মাহুপের অনুপযুক্ততা হেতু নিতান্ত মনঃকষ্টে কাল যাপন করিয়া অল্পদিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ঝালোরের শণিগুরুবংশীয় সর্দ্দার কর্ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্যার গর্ভে রণধবল নামে এক পুত্র হয়। ঝালোরপতি জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনপূর্ব্বক চিতোরের প্রধান প্রধান গিহ্লোটগণকে নিহত করিয়া তথাকার সিংহাসনে স্বায় পুত্র রণধবলকে সংস্থাপিত করেন। কর্ণপুত্র মাহুপ স্বায় স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপেই অক্ষম ছিলেন। পিতৃরাজ্য অপর এক এক ব্যক্তির দ্বারা অধিকৃত হইল, তথাপি অকর্ম্মণ্য মাহুপ তদুদ্ধারে অণুমাত্রও উদ্যোগ করিলেন না। বাপ্পার সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত, বাপ্পার কীর্ত্তিস্তম্ভ উন্মূলিত প্রায়, হয় ত অল্পদিনের মধ্যে চিতোর হইতে বাপ্পা রাবলের নাম অন্তর্হিত হইবে, এই চিন্তা একজন উন্নতমনা কুলপাঠকাচার্য্যের (রাজভাটের) হৃদয়ে সমুত্থিত হইল। তিনি এই অনিষ্টপাতের প্রতিবিধানের জন্য ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রনষ্টরাজ্য ও গৌরব উদ্ধারমানসে সিন্ধুদেশীয় সেনাদল সমভিব্যাহারে ভরত মিবার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চিতোরেশ্বরের অধীনস্থ সমস্ত সর্দ্দারগণ এই শুভসমাচার শ্রবণে সানন্দহৃদয়ে আপনাদের উদ্ধার-কর্ত্তার প্রোড্ডীন পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল। পল্লি নামক স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী শনিগুরুবংশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিনি চিতোর সিংহাসনে সমারূঢ় হন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে ভরততনয় রাহুপ চিতোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অল্পদিন পরেই তিনি নাগোর নামক স্থানে যবনসেনাপতি সামসুদ্দীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। এই নরপতির রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যে দুইটী মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মিবারের রাজপুতগণ গিহ্লোট নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহারা সেই নামের পরিবর্ত্তে শিশোদীয় আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত বাপ্পার বংশধরগণের রাজোপাধি 'রাওল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাণা' হইল।

রাহুপ অতি দক্ষতার সহিত ৩৮ বৎসর স্বরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। [রাহুপ দেখ]

ভরত, জনৈক টীকাকার। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকৃত সমরসার ও সমরসারসংগ্রহ গ্রন্থের দুইখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

ভরত আচার্য্য, জনৈক সঙ্গীতাচার্য্য। ইনি নাট্যশাস্ত্র বা ভরতশাস্ত্র এবং সঙ্গীতনৃত্যাকর নামে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভরতখণ্ড (ক্লী) ভারতবর্ষের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ড।

"কুমারিকেতি বিখ্যাতা যস্যা নাম্না প্রকথ্যতে।
ইদং কুমারিকাখণ্ডং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥
যথা কৃতাবনীয়ঞ্চ নানা গ্রামাদিকল্পনা।
ইদং ভরতখণ্ডঞ্চ যয়া সম্যক্ প্রকল্পিতম্॥"

(স্কন্দপু° কুমারিকাখ° ভূসংস্থিতিনামাধ্যায়)

ভরতগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরিজেলার একটী গিরি দুর্গ। বালবলি খাঁড়ির দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এই দুর্গের চূড়াপরে দাঁড়াইয়া মম্বুরের মালবন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। গড়ের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকার ১৮ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট্ প্রশস্ত। উহার উত্তরপূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে দুইটী বুরুজ আছে। এতদ্ভিন্ন গড়ের বহিঃপ্রাচীরের উপর প্রায় ১২টী অর্দ্ধগোলাকার বুরুজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরও প্রস্থে প্রায় ১২ফিট। প্রাচীরের সম্মুখ দেশে বিস্তীর্ণ খাত আছে।

ভরতদ্বাদশাহ (পুং) ভরতকৃত দ্বাদশাহসাধ্য যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এই যজ্ঞের বিধান বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে। এই যজ্ঞে সকল প্রকার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিতে হয়।

"সর্ব্বাগ্নিষ্টোমঃ ভরতদ্বাদশাহঃ" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৭।১২)

ভরতপক্ষী, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজাতিবিশেষ (Alauda gulgula)। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই জাতিকে Alaudidæ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। সাধারণতঃ খাস্তক্ষেত্রাদিতে এই পক্ষিগণ

বিচরণ করিয়া থাকে। কৃষকগণ তাড়না করিলে পলায়ন কালে যতই তাহারা ধীরে ধীরে বায়ুবক্ষে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের সুমধুর কলধ্বনি মানবের শ্রুতি-গোচর হইতে থাকে। তাহাদের সেই গীতধ্বনির ন্যায় স্বর-পরম্পরা মানবহৃদয় মোহিত করিতে সমর্থ।

ইংলণ্ডে এই জাতীয় পক্ষী Sky Lark (Alauda arvensis), ফ্রান্সে—Alouette, ইটালীতে—Lodola, জর্ম্মণিতে—Feld Lerche, স্কটলণ্ডে—Lavrock, পশ্চিমভারতে—ভরত,ভরুত; বাঙ্গালায়—ভরুই,ভরত; তেলগু—বরুত-পিট্ট, নিয়ালাপিচিক; তামিল—মনব-বড়ি, ব্রহ্মে—বি-লোন্ এবং সিংহলে—গোমরিট নামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভারতসাম্রাজ্য, সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ, হিমালয় পর্ব্বত এবং য়ুরোপের স্থানে স্থানে এই পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান-বিশেষে উহাদের গাত্রবর্ণেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। হিমালয়জাত ভরতপক্ষী (A. arvensis) অনেকাংশে বাঙ্গালার ভরুই পক্ষীর সমান। গাত্রবর্ণের বিভেদ আদৌ নাই বলিলেই চলে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তগুলির অপেক্ষা শেষোক্তগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার।

ভারতের সর্ব্বত্রই বৈশাখ হইতে আষাঢ় এবং ব্রহ্মে পৌষ হইতে চৈত্র মাসে তাহারা এক কালে প্রায় ৪ বা ৫টী ডিম্ব প্রসব করে। ঐ সময় তাহারা মৃত্তিকার উপর ঘাস দিয়া নাড়নিম্মাণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের A. arvensis গুলির ডিম্ব হরিতাভ শ্বেত ও ধূসর বিন্দুযুক্ত। হিমালয় ও বাঙ্গালার ভরুইগুলির ডিম্ব হরিদ্রাভ বা ঈষৎ বেগুনিয়া ও ধূসর। পার্ব্বতীয় পক্ষী অপেক্ষা বাঙ্গালার পক্ষীগুলির ডিম্ব কিছু ক্ষুদ্র।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। য়ুরোপীয় 'স্কাই-লার্ক' গুলি যে গুণে ভূষিত, ভারতের ভরুইএরও সে গুণের অভাব নাই। যখন তাহারা নাচিতে নাচিতে সুতানে বায়ুভরে উপরে উঠিতে থাকে, তখন আকাশবক্ষ যেন সুস্বর-লহরীতে পূর্ণ হইয়া যায়। নিবিড় বনান্তরালে দাঁড়াইয়া এই আকাশচারী স্বভাবস্বাধীন পক্ষিজাতির প্রাকৃতিক গীতি বড়ই মনোরম। শীতকালে ধান্যক্ষেত্রাদিতে প্রায়ই ইহাদের সমাগম হয়। ইহারা শস্যকণা ও পোকা মাকড় খাইতে ভালবাসে।

ভরতপুত্রক (পুং) ভরতস্য নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতুঃ পুত্রকঃ। নট।

ভরতপুর, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী হিন্দুরাজ্য। ভারতের বড়লাটের অধীনস্থ রাজকীয়-এজেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। ইহার উত্তরে ইংরাজাধিকৃত গুরগাঁও জেলা, পূর্ব্বে মথুরা ও আগ্রা, দক্ষিণে ঢোলপুর, কেরৌলী ও জয়পুর রাজ্য এবং পশ্চিমে আলবার প্রদেশ। ভূপরিমাণ ১৯৭৪ বর্গ মাইল।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৬০০ ফিট্। সর্ব্বত্রই প্রায় সমতল, কেবল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তদেশে গণ্ডশৈলমালা বিরাজিত থাকায় দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। সমগ্রস্থান পলিময় হইলেও এখানে বনামালার অভাব নাই। ঐ পলিময় মৃত্তিকা কঠিন ও শুষ্ক এবং স্থানে স্থানে মরুভূ-সদৃশ বালুকারাশিতে পূর্ণ। দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের যত্নে এরূপ স্থানেও প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে। বৃষ্টির সময় বন্যা প্রবাহে এখানকার নিম্নতম স্থানগুলি জলমগ্ন হইয়া যায়।

ভরতপুর, ফিরোজপুর, আলবার, গোপালগড় ও পাহাড়ী প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তী উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গিরিমালার কএকটী শৃঙ্গ সমধিক উন্নত, অপর স্থানগুলি গণ্ডশৈলের প্রাচীর-পরিশোভিত বলিয়া বোধ হয়। কালাপাহাড় নামক পর্ব্বতের আলিপুর শিখর (১৩৫১ ফিট্) ভরতপুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এতদ্ভিন্ন আলবারের ছাপরা ১২২২ ফিট্, দমদমা ১২১৫, রসিয়া ১০৫৯, মধোনা ৭১৪, এবং উষেরা-শৃঙ্গ ৮১৭ ফিট্ উচ্চ। উষেরায় বংশী-পাহাড়পুরের বিখ্যাত প্রস্তরখনি অবস্থিত আছে।

এখানকার পর্ব্বতগুলিতে গৃহনির্ম্মাণযোগ্য প্রস্তর ভিন্ন অন্য কোন মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া যায় না। মোগলসম্রাট্-গণের আগ্রা, দিল্লী ও ফতেপুর-সিক্রিস্থ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং মথুরা, দীগ ও ভরতপুরের অট্টালিকাদি এখানকার সংগৃহীত প্রস্তর স্তবকে নির্ম্মিত।

এই রাজ্য মধ্যে এমন নদী নাই, যাহাতে নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়। বাণগঙ্গা বা উত্তঙ্গন, রূপরেল, গম্ভীরা ও কাকন্দ নামক নদীগুলি এখানকার প্রধান। সময় সময় ঐ নদীগুলি বন্যাপ্লাবিত হইলেও, হাটিয়া পার হওয়া যায়। বাণ-গঙ্গা নদী ভরতপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভরতপুর, দীগ্, ব্যানা (বিয়ানা), কমান, কুম্ভের ও রুপ্বাস এখনকার প্রধান নগর।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, এখানে জাটগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময় হইতে তাহারা এখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফিরিস্তার লিখিত আছে যে, গজনীপতি মাহ্মুদ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জাটদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণকালে তৈমুরলঙ্গ্ জাটদস্যুদিগের

সহিত যুদ্ধ করেন, এই যুদ্ধে জাটগণ সদলে নিহত হয়। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে জাটগণ মোগলসম্রাট্ বাবরকে পঞ্জাবপ্রদেশে বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। জাট-সর্দ্দারগণের এইরূপ উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া, মোগলসম্রাট্ কঠোর-শাসনে তাহাদের দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য-মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, জাটগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন করে। এই সময়ে জাটসর্দ্দার চূড়ামন মোগলসম্রাট্ আলমগীরের দাক্ষিণাত্যগামী সেনাদল লুণ্ঠন করিয়া বহুল অর্থসংগ্রহ করেন। সেই অর্থ লইয়া তিনি থুন্, সিন্‌সিনিবার ও ভরতপুরে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া সদলে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এই বীরত্বে প্রীত হইয়া জাটগণ তাঁহাকে দলপতি মনোনীত করেন। তাঁহার বংশধরগণ রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভরতপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

চূড়ামন-ভ্রাতা বদনসিংহের প্ররোচনায় জাটদল চূড়ামনের প্রভুত্ব ত্যাগ করে। তাহাদের সাহায্যে বদনসিংহ 'ঠাকুর' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দীগনগরে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ও কুৎব-উল্-মুল্ক সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর যুদ্ধে চূড়ামন নিহত হইলে তাঁহার পুত্র বদনসিংহ ভরতপুরের সিংহাসনে সমারূঢ় হন।

বদনসিংহের পুত্র সূর্য্যমল্লের রাজত্বকালে ভরতপুরের বীরত্ব-গৌরব চারিদিকে বিভাসিত হইয়াছিল। সূর্য্যমল্ল জয়পুর-রাজের সাহায্যে দীগরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভরতপুর-দুর্গের দুর্ভেদ্যতা ও জাট-সৈন্যগণের বীরত্বকাহিনী বিঘোষিত হইতে থাকে। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সূর্য্যমল্ল একাকী উজীর গাজী-উদ্দীন্, মহারাষ্ট্র ও জয়পুররাজের সেনাবাহিনীর মিলিতশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পুনরায় এই যুদ্ধে তাঁহার অধিক বলক্ষয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া, তিনি অবশেষে ৭ লক্ষ টাকা দিয়া মিত্রতাস্থাপন করিলেন। ইহার ৬ বৎসর পরে, তিনি মহারাষ্ট্রসেনানী শিবদাস ভাউর সহযোগে আহ্মদশাহ-দুরাণীর বিরুদ্ধে গমন করেন; কিন্তু মহারাষ্ট্র-সেনানীর অবাধ্যতা ও সেনাপরিচালনশক্তির অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন *।

এদিকে পাণিপথের যুদ্ধবিগ্রহে যখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সেই অবকাশে সূর্য্যমল্ল আগ্রা অধিকার করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন এ সুখরাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি আক্রান্ত ও নিহত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে ৩ জন যথাক্রমে ভরতপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩য় পুত্র নবালসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রণজিৎসিংহ বিদ্রোহ হয়েন। রণজিৎ মোগলসেনাপতি নজফ্ খানের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, নজফ্ আসিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন, কিন্তু ঐ সময়ে নজফ্‌কে পুনরায় রোহিলা-বিদ্রোহদমনে গমন করিতে হইয়াছিল। নবাল সিংহও সুবিধা পাইয়া শত্রু নজফের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাতে নজফের ক্রোধ দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া ভরতপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কেবলমাত্র ভরতপুর দুর্গ ও ৯লক্ষ টাকার সম্পত্তি রণজিৎকে দিয়া, অপর সকলই নিজে গ্রাস করিয়া বসিলেন। নজফের মৃত্যুর পর সিন্দেরাজ এই রাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। তিনি রণজিতের বয়োবৃদ্ধা মাতার প্রার্থনায় উক্ত সম্পত্তি পুনরায় দান করিয়া যান। ইংরাজসেনানী পেরোঁর (General Perron) সহায়তা করায় ইংরাজরাজ তাঁহাকে তিনটী পরগণা দান করেন।

উত্তরভারতের মধ্যে একমাত্র রণজিৎসিংহই প্রথমে ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লাসবারীর যুদ্ধে সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজ-অভিযানে তাঁহার অশ্বারোহী সেনাদল লর্ড লেকের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইংরাজ-রাজ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে (১৮০৩ খৃঃ) কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া মিত্রতার বিনিময়স্বরূপ ৭ লক্ষ টাকা রাজস্বের ৫ খানি জেলা এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন। কিন্তু হোলকর-রাজের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধিলে, তিনি সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং শত্রুতাই করিয়াছিলেন। হোলকর-সেনাদল রণে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়মান হইলে ইংরাজ সেনাদল তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করে। ঐ সময়ে দীগ দুর্গে থাকিয়া তাঁহার সেনাগণ ইংরাজের উপর গোলাবৃষ্টি করিয়াছিল। ভরতপুররাজের ঈদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া লর্ড লেক দীগ অধিকারপূর্ব্বক ভরতপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। ভরতপুরে আসিয়া তাহারা উপর্য্যুপরি চারিবার জাটদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই জাটসেনাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সেই দুর্দ্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইংরাজসেনা কিছুতেই নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। এই যুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে কালুঘোষ নামা জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ ইংরাজপক্ষে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। [কালুঘোষ দেখ]

রাজা জয়ী হইয়াও সদাই ইংরাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। উভয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন জন্য সন্ধির প্রস্তাব হইল।

* সৌভাগ্য বলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুরাণীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। নচেৎ পাণিপথের বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-সেনার সহিত তাঁহাকেও সদলে ধরাশায়ী হইতে হইত।

রণজিৎ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজহস্তে দীগ-দুর্গ সমর্পণ করিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রণধীর ১৮ বৎসর এবং তৎপরে মধ্যম বলদেব সিংহ ১৮ মাস রাজত্ব করেন। বলদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলবন্ত সিংহ সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু রণজিতের পৌত্র দুর্জ্জনশাল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরদুর্গ অধিকারপূর্ব্বক বলবন্তকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য লর্ড কম্বারমিয়ার (Lord Combermere) ২৫ হাজার সেনা লইয়া ভরতপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অবরোধ কালে দুর্গ-প্রাকার দুর্ভেদ্য দেখিয়া তিনি তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটাই স্থির করিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ খাত প্রস্তুত হয়। ১৮ই জানুয়ারী সেই ছিদ্র পথে ইংরাজ-সৈন্য প্রবেশ করিয়া দুর্গ জয় করে এবং দুর্জ্জনশাল ইংরাজ হস্তে বন্দী হন।

ইংরাজের অনুগ্রহে বালক বলবন্ত সিংহ পিতৃপদ ও মর্য্যাদা লাভ করিলেন এবং তাঁহার মাতা রাজকার্য্যের পরিদর্শক হইলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বহস্তে শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার এক-বর্ষ বয়স্ক পুত্র মহারাজ যশোবন্ত সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার এই নাবালক অবস্থায় ইংরাজের রাজকার-কর্ম্মচারী ও ৭ জন সামন্তরাজ-গঠিত একটী সভা হইতে রাজকার্য্যের পরিচালনা হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি সমস্ত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি ১৭টী মান্যসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারতের বড়লাট কুর্জ্জন বাহাদুর ভরতপুররাজের অবাধ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও তৎপুত্রকে সিংহাসন দান করেন।

রাজার সেনাবিভাগে ৮৫০০ পদাতি, ১৪৬০ অশ্বারোহী ও ২৫০টী কামান আছে। এতদ্ভিন্ন রাজ্যরক্ষার্থ প্রায় ৩৮৫০ জন প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। চূড়ামন জাট কর্তৃক ভরতপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার পর, এখানে নিম্নলিখিত নরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন—

ভরতপুরের রাজবংশ।

চূড়ামন জাট—

রাজা বদনসিংহ—চূড়ামনের পুত্র।

,, সূর্য্যমল্ল—বদনের পুত্র।

,, জবাহির সিংহ } সূর্য্যমল্লের পুত্র।

,, রাওরতনসিংহ }

রাজা খড়্গসিংহ—রতনসিংহের পুত্র।

,, নবালসিংহ—সূর্য্যমল্লের তৃতীয় পুত্র ও রতনের ভ্রাতা।

,, রণজিৎ সিংহ—নবালের ভ্রাতুষ্পুত্র

,, রণধীর—রণজিতের পুত্র।

,, বলদেব—রণধীরের ভ্রাতা।

,, বলবন্ত—বলদেবের পুত্র

মহারাজ যশোবন্ত—বলবন্তের পুত্র।

এই জাটরাজ্য চূড়ামনের পূর্ব্বে ব্রজ নামক জনৈক জাট সর্দ্দার কর্তৃক দীগের অন্তর্গত সিন্‌সিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়; চূড়ামন স্বীয় বীরোচিত সাহসে লুণ্ঠনাদি দ্বারা বহুল অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া তিনি দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ দ্বারা জাটজাতি ও ভরতপুর-রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

এখানকার কমান নগরস্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হিন্দুদিগের একটী পবিত্রতীর্থ বলিয়া গণ্য। কুম্ভার নগরের সন্নিকটেও বলদেব, রোহিণী, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কএকটী মহাপুরুষের মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যানা (বিয়ানা) তহশীলের ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজয়গড় গিরিদুর্গে যৌধেয়রাজবংশের এক খানি শিলালিপি পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এখানে বিস্তৃত লবণের ব্যবসা ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এখানকার লবণের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। উহা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১৩´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩২´২০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫৭৭ ফিট উচ্চ। এখানে রাজপুতনার রাজকীয় রেলপথ বিস্তৃত থাকায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এখানকার বর্ত্তমান দুর্গ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বদন সিংহ কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড লেক ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কম্বারমিয়ারের অবরোধের জন্য এই দুর্গ ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এখানে উৎকৃষ্ট চামর প্রস্তুত হয়। উহা চামরীর পুচ্ছে নির্ম্মিত না হইয়া, হস্তিদন্ত বা চন্দন কাষ্ঠের সুক্ষ্মতারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাৎসরিক মহামেলায় ঐ সকল শিল্পদ্রব্যের প্রভূত আমদানী হইতে দেখা যায়।

ভরতপুরের অধিবাসিগণ কৃষ্ণভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ এখানে 'বিহারী' নামে পূজিত হন। নিরীহ-স্বভাব পরম-বৈষ্ণব হইলেও তাহারা শত্রুনাশে পরাঙ্মুখ নহে। সাধারণ লোকে বৃন্দাবনের ন্যায় এই রাজ্যকেও ব্রজপুরী বলিয়া থাকে।

ভরতপ্রসূ (স্ত্রী) প্রসূতে ইতি সূ-ক্বিপ্ প্রসূ, ভরতস্য প্রসূঃ। ভরতের মাতা কৈকেয়ী। (শব্দরত্না৽)

ভরতবীণা (স্ত্রী) বীণাযন্ত্র বিশেষ। ভরতবীণার নাম শুনিয়াই অনেকে ইহার যৌগিক অর্থ—ভরত ঋষি প্রণীত বীণা—গ্রহণ করিয়া, ইহাকে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রানুমত অতি প্রাচীন যন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই বীণা অতি আধুনিক। রুদ্রবীণা ও কচ্ছপীবীণার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ভরতবীণার ধ্বনি-কোষটী অবিকল রুদ্রবীণার মত কাষ্ঠনির্ম্মিত ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং দণ্ড, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন, ধারণ ও বাদন-প্রণালী প্রভৃতি সমুদায়ই কচ্ছপীবীণার অনুরূপ। মোটের মধ্যে, এই যন্ত্রে পিত্তলনির্ম্মিত কএকটী পার্শ্বতন্ত্রিকা সংযোজিত থাকে, সেই পার্শ্বতন্ত্রিকাসমূহ পৃথক্‌ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরতবীণার নায়কী তারটী লোহের হয়; কিন্তু অপরাপর তারগুলি কোন ধাতুর না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। এই বীণাধ্বনির মধুরতা রবাব কিংবা কচ্ছপীর সদৃশ নহে, বরং অপেক্ষাকৃত নীরস বলিয়া বোধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

ভরতমল্ল (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

ভরতমল্লীক, বৈদ্যকুলোদ্ভব জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রায় দুইশতাব্দ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তিনি কল্যাণমল্লের আশ্রিত এবং বৈদ্যকুল-তিলক হরিহর খানের বংশধর গৌরাঙ্গ মল্লীকের পুত্র।

উপসর্গবৃত্তি, একবর্ণার্থসংগ্রহ, কারকোল্লাস, কিরাতার্জ্জুনীয় টীকা, কুমারসম্ভব টীকা, ঘটকর্পর টীকা, দ্রুতবোধ-ব্যাকরণ ও দ্রুতবোধিনী নামে তাহার ব্যাখ্যা, দ্বিরূপধ্বনি সংগ্রহ, নলোদয়টীকা, মুগ্ধবোধিনী টীকা, ভট্টিকাব্যটীকা, অমরকোষ-টীকা, সুখলেখন নামে তাঁহার রচিত কএক খানি গ্রন্থ এবং রাঢ়ীয় বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা পাওয়া যায়। [ভরতসেন দেখ]

ভরতবর্ষ (ক্লী) ভরত নৃপতির রাজ্য। [ভারতবর্ষ দেখ]

ভরতসেন, প্রসিদ্ধ বৈদ্যকবি ভরতমল্লিকের নামান্তর। গৌরাঙ্গ (মল্লীক) সেনের পুত্র এবং হরিহর খানের বংশ-সম্ভূত। স্বীয় বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় ও যশশ্চন্দ্র রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের একজন প্রধান কুলীন ছিলেন। তৎকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি দ্বিজ ও বৈদ্যদিগের সেবক এবং রাজপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উপসর্গবৃত্তির শেষ শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ১৭৫৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন;—

"শাকেঽষ্টশরসপ্তেন্দুমিতে চাষাঢ়কে কুজে।
সমাপ্তা চোপসর্গাণাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্দুভে॥"

ভরতস্বামী, ১ জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। নারায়ণের পুত্র। ইনি হোসলাধীশ্বর রামনাথের প্রতিপালিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের শেষভাগে শ্রীরঙ্গে থাকিয়া ইনি সামবেদ-বিবরণ (দেবরাজ এই বেদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন) ও বৌধায়নকল্পসূত্রবিবরণ নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। আল্‌বিরুণী ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ভরতাগ্রজ (পুং) ভরতস্য অগ্রজঃ। দাশরথি, শ্রীরাম।

"শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকূর্ম্ম-
কালোঽভবন্ নৃহরিবামনজামদগ্ন্যঃ।
যোঽভূদ্বভূব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ
কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেঽরীন্॥" (বোপদেব)

ভরতাশ্রম (পুং) ভরতস্য আশ্রমঃ। ভরতমুনির আশ্রম।

ভরতেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

ভরথ (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃঞ্ (ভৃঞশ্চিৎ। উণ্ ৩।১১৫) ইতি অথ, সচ চিৎ। লোকপাল। (উজ্জ্বল)

ভরদ্বাজ (পুং) দ্বাভ্যাং জায়তে ইতি জন-ড ততঃ পৃষোদরা-দিত্বাৎ দ্বাজঃ সঙ্করঃ, ভ্রিয়তে মরুদ্ভিরিতি ভৃ-অপ্ ভর, ভরশ্চাসৌ দ্বাজশ্চেতি কর্ম্মধা৽। মুনিভেদ। ইঁহার জন্ম-বিবরণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—একদা উতথ্য-বণিতা মমতার সসত্ত্বাবস্থায় বৃহস্পতি গোপনে ঐ ভ্রাতৃভার্য্যায় মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎকালে গর্ভমধ্যে এক সন্তান ছিল, সে সময় তন্মধ্যে দ্বিতীয় গর্ভের স্থান ছিল না, এইজন্য গর্ভস্থিত বালক বৃহস্পতিকে বীর্য্যসেক করিতে নিষেধ করেন। বৃহস্পতি কামান্ধ হইয়াছিলেন, গর্ভস্থ বালকের বারণে ক্রুদ্ধ হইয়া 'অন্ধ হও' বলিয়া, তাহাকে অভিশাপ দেন এবং বল পূর্ব্বক বীর্য্যসেক করেন। বৃহস্পতির শাপে এই পুত্র অন্ধ হয়। পরে গর্ভস্থিত বালক পাষ্ণি প্রহার দ্বারা বৃহস্পতির বীর্য্য যোনির বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দেয়। ঐ শুক্র বাহিরে পতিত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ এক পুত্র হয়।

স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী জানিয়া পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে ভীতা হইয়া উতথ্যবনিতা মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঈদৃশ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে, তাঁহার সহিত মমতার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময় বৃহস্পতি মমতাকে বলেন যে, এই বালক একের ক্ষেত্রে অন্যের বীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এ তোমার স্বামীরও পুত্র। ভর্ত্তা হইতে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা বলেন, তুমিও ইহাকে

পোষণ কর। আমাদের দুইজন হইতে অন্যায়রূপে এই বালক উৎপন্ন হইয়াছে, আমি একা কেন পোষণ করিব। পিতা ও মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার বাক্যে বিবাদ করিতে করিতে ঐ বালককে পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কারণে বালকের নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে। বৃহস্পতি ও মমতা ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে মরুদ্‌গণ এই বালককে লইয়া প্রতিপালন করেন।

ভরতের পুত্র-সম্ভাবনা বিতথ হইলে অর্থাৎ পুত্র হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি মরুৎস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মরুদ্‌গণ এই যজ্ঞে প্রীত হইয়া ভরতকে এই পুত্র দান করেন। এই জন্য ভরদ্বাজের নাম বিতথ হয়। ইহার পুত্র মন্যু।
(ভাগ° ৯।২০, ২১ অ°, বিষ্ণু পু ৪।১৯ অ°)
মহাভারতে লিখিত আছে, কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে তপস্যা করিতে গমন করেন। ইহার কিছু কাল পরে, ইনি একদিন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, সেই সময় ঘৃতাচী অপ্সরা সেইখান দিয়া গমন করিতেছিল, দৈবাৎ বায়ুযোগে তাহার বসন খসিয়া যায়, ঘৃতাচীকে এরূপ নগ্নাবস্থায় অবলোকন করিয়া মুনির রেতঃস্খলন হয়। ঐ রেতঃ দ্রোণ মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে দ্রোণাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন।
[দ্রোণাচার্য্য দেখ।]

রৈভ্যের সহিত ইহার সাতিশয় বন্ধুতা ছিল। ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত ঐ রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নাশ করিলে, রৈভ্য তাহাকে নিহত করেন। ভরদ্বাজ এই বৃত্তান্ত সবিশেষ না জানিয়া রৈভ্যকে এই শাপ দেন যে, তিনি বিনাপরাধে জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তৃক হত হইবেন। পরে ইনি সমস্ত অবগত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অনলে দেহত্যাগ করেন এবং রৈভ্যতনয় অর্ব্বাবসুর তপঃপ্রভাবে পুনর্জ্জীবিত হন। প্রয়াগে ইহার আশ্রম ছিল। দ্বাদশ-দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাস ছিলেন।

"একাদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে॥"(দেবীভা° ১।৩।২৯)

ভাব-প্রকাশ হইতে ভরদ্বাজের এইরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। দৈবযোগে একদা বহুসংখ্যক মহর্ষি হিমালয় পর্ব্বতের কোন এক নিভৃতস্থলে মিলিত হইয়া প্রাণীদিগের ব্যাধি-প্রশমনের উপায়-চিন্তায় নিরত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার সদ্‌যুক্তি স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সকলে মিলিত হইয়া ভরদ্বাজ মুনিকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব আপনি সুরপুরে গমন করিয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে আমরা আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম অবগত হইয়া এই জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারি।

ভরদ্বাজ মুনিদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া সুরপুরে গমন করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ হেতু, লিঙ্গৌষধ ও জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং তাহার ঔষধজ্ঞাপক সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া মর্ত্ত্যধামে আগমনপূর্ব্বক মুনিদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শিক্ষা হইতেই ক্রমে আয়ুর্ব্বেদের প্রচলন হয়। (ভাবপ্র°)

২ পক্ষিবিশেষ। চলিত ভরুইপাখী, পর্য্যায়— ব্যাঘ্রাট, ভরদ্বাজক। ৩ গোত্রভেদ।

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥" (মনু)
[গোত্র শব্দ দেখ]

(ত্রি) ৪ সংভ্রিয়মাণ হবির্লক্ষণান্নযুক্ত যজমানাদি।
"দিবোদাসায় বর্ত্তিভরদ্বাজায়াশ্বিনাহয়ন্তা।" (ঋক্ ১।১১৬।১৮)
'ভরদ্বাজায় সংভ্রিয়মাণহবির্লক্ষণান্নায় যজমানায়' (সায়ণ)

৫ মনোরূপ সচেতন ঋষিভেদ।
"মনো বৈ ভরদ্বাজঋষিরন্নং বাজো যো বৈ মনো
বিভর্ত্তি সোঽন্নং বাজং ভরতি তস্মান্মনো ভরদ্বাজ ঋষিঃ"
(শতপথ ব্রা° ৮।১।১।৯)

প্রজাদিগকে ভরণ করিতেন বলিয়া ভরদ্বাজ নাম হইয়াছিল।
"ভরেঽস্মুতান্ ভরেঽশিষ্যান্ ভরে বেদান্ ভরে দ্বিজান্।
ভরে ভার্য্যাং ভরদ্বাজং ভরদ্বাজোঽস্মি শোভনে॥"
(ভারত অনুশাসনপ° ৯৩ অ°)

ভরদ্বাজ ১ কালেরকুতূহলপ্রহসনপ্রণেতা। ২ বাস্তুতত্ত্ব-রচয়িতা। ৩ বেদপাদস্তোত্রপ্রণয়নকর্ত্তা।

ভরদ্বাজক (পুং) ভরদ্বাজ-স্বার্থে-কন্। ১ ব্যাঘ্রাটপক্ষী। ভরুই পক্ষী। (শব্দরত্না°) ২ ভরদ্বাজশব্দার্থ।

ভরপুর সিংহ, নাভারাজবংশের জনৈক রাজা। তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-যুদ্ধে তিনি দিল্লী, লুধিয়ানা, জালন্ধর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করেন, অম্বালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার এই উপকারের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড এলগিন্ তাঁহাকে লেজিস্লেটিভ্ কৌন্সি-লের সদস্য মনোনীত করেন। উক্ত বর্ষে ৯ই নবেম্বর অত্যধিক পরিশ্রমজনিত জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র না থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ভগবান্ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। [নাভা দেখ]

ভরম (ত্রি) ভৃ-বাহুলকাৎ অমচ্। ভরণকর্ত্তা। তস্য অপত্যং শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্। ভারমেয়—ভরণকারীর অপত্য।

ভরস্ (পুং) ভৃ-অসুন্। মরণ। (ঋক্ ৫।১৫।৪)

ভরহপাল, কাষ্ঠার জনৈক অধিপতি। ইনি টাকবংশীয় ছিলেন।

ভরহুত, মধ্যপ্রদেশের নাগোদরাজ্যের (উচহর) অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনস্থান১। উচহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং প্রয়াগ হইতে ৬০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। সুত্না রেলষ্টেসন হইতে ৩৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে এইস্থানে উপনীত হওয়া যায়।

বহুকাল হইতে এই প্রাচীন নগর নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল। ডাঃ কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধিৎসাগুণে ইহার অভ্যন্তরস্থ লুক্কায়িত ঐতিহাসিক-রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দে এইস্থান বৌদ্ধকীর্ত্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি জগতের একটী প্রাচীন রত্ন। এই ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তিস্তূপের ব্যাস প্রায় ৬৮ ফিট এবং উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের ব্যাস ৮৮ ফিট। প্রস্তরগঠিত এই বহিঃপ্রাচীর ভগ্ন ও উহার কতকাংশ নিকটস্থ গ্রামবাসী কর্ত্তৃক গৃহনির্ম্মাণার্থ অপহৃত হইলেও অদ্যাপি উহার অর্দ্ধাংশ রক্ষিত আছে।

ইহার অভ্যন্তরস্থিত স্তম্ভশ্রেণী, দ্বারদেশ ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের শিল্পনৈপুণ্য ও গঠনাদি দেখিলে উহাকে কিছুতেই সাঁচি স্তূপের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার কনিংহাম উহার দ্বারদেশস্থ শিলালিপির অক্ষরমালা দেখিয়া অনুমান করেন যে, সিন্ধুপারস্থিত বৈদেশিক কারিকরগণ শুঙ্গরাজ কর্ত্তৃক মধ্যভারতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের সেই অক্ষয় কীর্ত্তি আজিও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পূর্ব্বগৌরব ঘোষণা করিতেছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এই সুবৃহৎ বৌদ্ধ কীর্ত্তির বহিঃপ্রাচীর সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, তাহা বৌদ্ধদিগের জাতকগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে ২। এতদ্ভিন্ন কএকটী চিত্রের নিম্নে তদ্বিবরণজ্ঞাপক লিপিও খোদিত আছে ৩। বৌদ্ধ চিত্র ভিন্ন, এখানে হিন্দু চিত্রেরও অভাব নাই। তথায় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র, জনকরাজ, শীতলাদেবী, যক্ষ ও যক্ষিণী প্রভৃতি মূর্ত্তি এবং অন্যান্য নানাচিত্র পরিশোভিত আছে। এই চিত্রগুলির বেশভূষা হইতে তৎকালের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষের কতকাংশ লইয়া নিকটে আরও একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহাতেও অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

ভরাড়ি, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা কুনবি জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। পথে পথে ডমরু বাজাইয়া ইহারা অম্বাবাই বা সপ্তশৃঙ্গীদেবীর মহিমা গান করিয়া বেড়ায়। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে, গদ অর্থাৎ শুদ্ধ ভরাড়ি এবং কদু বা সঙ্কর ভরাড়ি। উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ চলিত নাই। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ। গো ও শূকরমাংস ব্যতীত অন্য মাংস, মৎস্য ও মদ্যে ইহাদের বিলক্ষণ প্রীতি আছে। আকারানুরূপ ভোজন করিতে সমর্থ হইলেও ইহারা রন্ধনকার্য্যে বিশেষ নিপুণ নহে। মদ্য ব্যতীত গঞ্জা ও তামাকুসেবনে ইহাদের আসক্তি অধিক।

ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয় এবং সাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয়ের ন্যায় বেশভূষা করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ধারণ করে। পুরুষেরা মাথা নেড়া করিয়া টিকি রাখে। 'গোঁদল' নৃত্যের সময় ইহারা নানালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বাদ্য সহকারে তুলজা-ভবানী ও ভৈরবনাথের গীত গায়। নবরাত্র উৎসবের সময় এই নৃত্যগীতের জন্য ইহারা প্রত্যেক কৃষকের নিকট বার্ষিক কিছু কিছু ধান্যাদি পাইয়া থাকে। এই নৃত্য ও দেবদেবীর সঙ্গীত সূর্য্যাস্ত হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত হয়। এইরূপে নাচিয়া গাহিয়া ইহারা যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাতেই ইহাদের উদরান্নের সংস্থান হয়। ইহারা কখনও ভবিষ্যতের জন্য অন্নসংস্থাপন করিয়া রাখে না। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও আলস-প্রকৃতি।

---

১ ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে Bardaotis নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মানচিত্রে ইহার বর্দাদি নাম লিখিত আছে।

২ হংসজাতক, কিন্নরজাতক, মৃগজাতক, মঘাদেবীয় জাতক, যবমঝকিয় জাতক, বিষহরণীয়-জাতক, লতুব-জাতক প্রভৃতি।

৩ অজাতশত্রুচিত্রে "অজাতশত্ত ভগবতো বন্দতে," মায়াদেবীর শ্বেতহস্তি-স্বপ্নদর্শনে 'ভগবতো উকন্তি'। একটী বৌদ্ধসঙ্ঘে—'জটিল সভা,' অপর বৌদ্ধসঙ্ঘে—'সুধম্ম রেব সভা ভগবতো চুড়া মহা' এইরূপ পদ লিখিত আছে।

এই রেবসভা বৌদ্ধাচার্য্য রেবতকৃত মহাবোধিসত্ত্ব বলিয়া মনে হয়। উক্ত চিত্রাদি ব্যতীত, এখানকার খণ্ডলিপি হইতে ভ্রুগু, পাটলিপুত্র, বিদিশা, কোশাম্বী, নাসিক, অসিতমসা প্রভৃতি নগরের নাম পাওয়া যায়।

দরিদ্র হইলেও ইহাদের ধর্ম্মে বিলক্ষণ মতি আছে। ইহারা হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্। প্রত্যেক পূজোপলক্ষে এবং পর্ব্বাদিতে ইহারা উপবাস করে। জেজুরি, মাহুর, পণ্ঢরপুর, সোণারি, তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থস্থ দেবদর্শনে ইহারা অত্যন্ত উৎসুক। ইহারা সাধারণে নাথ-সম্প্রদায়ী বলিয়া পরিচিত। গ্রামস্থ জোষীগণ ইহাদের পৌরাহিত্য করিলেও ইহারা 'কাণফাটা' গোসাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে। গুরুর প্রতি ইহাদের অচলা ভক্তি আছে।

ডাইন, প্রেতযোনি প্রভৃতিতে ইহাদের বিশ্বাস আছে। জন্ম, মুদ্রা (কর্ণবেধ), বিবাহ ও মৃত্যুবিষয়ক চারিটী সংস্কার ইহাদের যথারীতি সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। ৫ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে মুদ্রা সংস্কার সাধিত হয়। ঐ সময়ে গুরুর সম্মুখে বালক বা বালিকার কর্ণ-তল বিদ্ধ করিয়া পিত্তল বা শৃঙ্গের কড়া পরান হইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের সংস্কার প্রায় অন্যান্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর মত। সামাজিক কোনরূপ গোল ঘটিলে ইহাদিগকে পঞ্চায়ৎ-সভার আদেশ মান্য করিতে হয়। চৌগুলা, পাটিল ও থার্ডারি নামধেয় ব্যক্তিবর্গ ইহাদের সমাজের নেতা। অন্যান্য সকলে উক্ত মণ্ডলদিগকে বিশেষ সম্মান করিতে বাধ্য।

ইহারা শবদেহ একটী থলের মধ্যে পুরিয়া সমাধিক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। ঐ সময় অশৌচের প্রধান অধিকারী মৃৎপাত্রে অগ্নি রাখিয়া অগ্রে অগ্রে এবং অপর সকলে শিঙ্গা বাজাইয়া মৃতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে, ইহারা শবগাত্রে ভস্ম মাখায় এবং সেই দেহ গর্ত্ত মধ্যে রাখিয়া উহার উপর ফুল, বিল্বপত্র ও জল দেয়। অশৌচাধিকারী ধূপ হস্তে এবং অপর সকলে তৎপশ্চাৎ কবর প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। শববাহিগণ মৃতের গৃহে আসিয়া নিম্বপত্র চর্ব্বণের পর স্ব স্ব গৃহে গমন করে। তৃতীয় দিনে অশৌচাধিকারী সমাধিভূমে যাইয়া কবরের উপর পূর্ব্ববৎ ফুল প্রভৃতি ছড়াইয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে শববাহীদিগের স্কন্ধদেশ মর্দ্দন করিয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অশৌচ বা পিণ্ডদানাদির ব্যবস্থা নাই। তিন দিনের পর ১১ দিনের মধ্যে, যে কোন দিনেই হউক, ভোজ দিলে সকল কার্য্যের শেষ হইয়া যায়।

ভরাবান, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

ভরিণী (স্ত্রী) মনো বিভর্ত্তি হরতীতি ভৃ-ণিনি গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পূর্ব্বাদীর্ঘে সাধুঃ। হরিদ্বর্ণ। (উজ্জ্বল)

ভরিত (ত্রি) ভরোঽস্য জাতঃ ইতচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ হরিদ্বর্ণ। ২ পুষ্ট। ৩ ভারযুক্ত।

ভরিমন্ (পুং) ভৃ (হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্য ইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ভাবে ইমনিচ্। ১ ভরণ। ২ কুটুম্ব। (উজ্জ্বল)

ভরিষ (ত্রি) ভরণকুশল। (ঋক্ ৪।৪০।২)

ভরু (পুং) ভরতি বিভর্ত্তি জগদিতি ভৃ-ঞ-ভরণে (ভৃমৃশীতৃচরিৎসরিতনিধনিমিমস্জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৭) ১ বিষ্ণু। ২ সমুদ্র। ৩ স্বামী। ৪ স্বর্ণ। ৫ শিব। (মেদিনী)

ভরুক (পুং) দক্ষিণদেশভেদ। (বৃহৎসংহিতা ১৪ অ০)

ভরুকচ্ছ (পুং) প্রাচীন দেশভেদ। ইহা ভরোচ নামেই প্রসিদ্ধ। [ভরোচ দেখ।]

ভরুজ (পুং) ভেতি শব্দেন রুজতীতি রুজ-ক। শৃগালশৃগাল।

ভরুটক (স্ত্রী) ভৃ-বাহুলকাৎ উট, সংজ্ঞায়াং কন্। ভৃষ্টামিষ।

ভরে (অব্য০) ভৃ-বাহুলকাৎ এ। সংগ্রাম। (নিঘণ্টু)

ভরেঙ্গ, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী উপত্যকা বিভাগ। শ্রীনগরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩৩° ২০´ হইতে ৩৩°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ১০´ হইতে ৭৫° ৩৬´ পূঃ। এইস্থান সুরম্য গিরিকন্দর ও নির্ঝরাদিতে পরিশোভিত। আচাবাদ নামক বিখ্যাত প্রস্রবণ হইতে ভরেঙ্গী নদী প্রবাহিত হইয়াছে। বীরবল নামক গিরিসঙ্কট দিয়া এই উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়।

ভরেঙ্গী, কাশ্মীর-রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। ভরেঙ্গ উপত্যকাদেশে প্রবাহিত বলিয়া ইহার ভরেঙ্গী নাম হইয়াছে। বর্দ্ধমান গিরিপথের একটী দক্ষিণাভিমুখী স্রোত ও উত্তরপশ্চিম পঞ্জাবের তুষার বিগলিত জলরাশি আপনাপন ঢালুপথ বাহিয়া একত্র সম্মিলনে নদীরূপ ধারণ করিয়াছে। পরে ভূগর্ভমধ্যে অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় আচাবাদ নির্ঝরিণী-মুখে উদিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণা।

ভরেযুজা (ত্রি) সোমের নামান্তর।

"ভরেযুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং।" (ঋক্ ১।৯১।২১)

"ভ্রিয়ন্ত এবু হবীংষীতি ভরা যাগাস্তেষু প্রাদুর্ভবন্তং ॥" (সায়ণ)

ভরেহনগরী (স্ত্রী) চর্ম্মণ্বতী নদীর সঙ্গমনিকটবর্ত্তী নগরী ভেদ। এখানে রাজা ভগবান্ দেবের রাজ্যকালে পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধময়ূখ রচিত হয়।

ভরোচ (ভরুচ বা ব্রোচ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর বিভাগস্থ একটী জেলা। ইহার উত্তর সীমায় মাহীনদী, পূর্ব্বে বরোদা ও রাজপিপলীর সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে কিম্ নদী এবং পশ্চিমে কাম্বে (খম্ভাৎ) উপসাগর। ইহার উপকূল বিভাগ প্রায় ৫৪ মাইল বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ মাইল।

খম্বাৎ উপসাগরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ পলিময় মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। মধ্যে মধ্যে বালুকাস্তূপের স্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কএকটী গণ্ডশৈল সাগরোপকূলের বাঁধরূপে দণ্ডায়মান আছে। মাহী ও কিম্ নদী ব্যতীত এখানে ধাধর ও নর্ম্মদা নামে আরও দুইটী নদী প্রবাহিত দেখা যায়। তীরভূমি অধিক উন্নত হওয়ায়, ইহাদের জলে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। সমতলক্ষেত্রের জলরাশি খাত মধ্যে প্রবাহিত হইয়া নদীবক্ষে অথবা স্বয়ং পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী ঢালুদেশ বিধৌত করিয়া খাড়িমুখে পতিত হইতেছে। ধাধর নদীর বিস্তৃত মোহনা ব্যতীত এখানে মোটা, ভুখি ও বন্ধ নামে কএকটী খাড়ি আছে।

এখানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাযুক্ত সমতলক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে আম্র, তাল, তেঁতুল, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। ঐ তালগাছের রসের এক প্রকার মদিরা প্রস্তুত হয়। ভরোচ নগরের ৬ ক্রোশ উত্তরে নর্ম্মদা নদীর বক্ষঃস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে 'কবীরবট' নামে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, প্রবাদ সাধুশ্রেষ্ঠ কবীর ইহার ডালে দাঁতন করিয়াছিলেন *।

বর্ত্তমান ভরুচ (Broach) জেলার প্রাচীন নাম ভরুকচ্ছ। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি ও পেরিপ্লাস 'বরুগজ' (Barugaza) শব্দে এই স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুজাতির সুপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে এই জনপদ ও তদ্দেশবাসীর উল্লেখ থাকিলেও ইহার সেই প্রাচীনতম কালের ইতিহাস পাওয়া যায় না †। শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে ভরুকচ্ছবিষয়ে গুর্জ্জরবংশীয় দদ্দবংশধরগণ রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন ‡। বলভীরাজ ৪র্থ ধ্রুবসেন ৩৩০ শাকে ভরুকচ্ছ জয় করিয়া আপন শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

গুর্জ্জররাজ জয়ভট্ট ও দদ্দ ১ম প্রথমে সমন্তরাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছিলেন১। ৪০০-৪১৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় দদ্দের (প্রশান্তরাগ) শিলালিপিতে একমাত্র মহারাজাধিরাজ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে এখানে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। কাবী নগর হইতে প্রাপ্ত রাজা ৩য় গোবিন্দের ৭৪৯ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ভরোচ নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল ২।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যবিস্তারকল্পে ইংরাজগণ এখানে একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই স্থান দেশীয় সামন্তগণের ও মুসলমান নবাবগণের অধিকারভুক্ত ছিল; কিন্তু সেই সময়ে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাষ্ট্র-দুর্গ অবরোধের পর, ইংরাজগণ প্রথমে স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরাষ্ট্রে রাজকীয় শাসনদণ্ড ধারণ করিবার অনতিপরে রাজস্বসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে ইংরাজের সহিত ভরোচপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসারে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে সুরাট হইতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরাজসেনা এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু পরবৎসর ভরোচ-নবাব ইংরাজকে স্বীকৃত ৪ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা দিতে অক্ষম হইলে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পুনরায় ভরোচরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে ভরোচ নগর ও ১৬২ খানি গ্রাম ইংরাজের অধিকৃত হয় এবং ইংরাজসেনানী ওয়েডারবরণ নিহত হন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কলেশ্বর, হাসোঁত, দেহেজবাড় ও আমোদ প্রভৃতি প্রদেশ ইংরাজাধীনে থাকে। সালবাইর সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজগণ পূর্ব্বজিত রাজ্য গুলি মহাদজি সিন্ধিয়াকে এবং পরবর্ত্তী অধিকৃত স্থান গুলি পেশবার হস্তে সমর্পণ করেন। ১৯ বৎসর কাল এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা সিন্দেরাজের অধিকৃত গুজরাত প্রদেশ আক্রমণ করে ও ভরোচ নগর অধিকার করিয়া লয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পুণা সন্ধির পর আরও তিনটী উপবিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত

---

* য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই বৃক্ষের ৩৫০টী বড় ও ৩ হাজার ছোট ছোট শুঁড়ি ছিল এবং উহার মূল শুঁড়ির পরিধি প্রায় ২০০০ ফিট ছিল। এক সময়ে এই বৃক্ষের নিম্নে ৭ হাজার সৈন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার (Bishop Heber) ঐ বৃক্ষ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল নদীর বন্যায় ইহার কতকাংশ ভাসিয়া গিয়াছে, এখনও যাহা আছে, তাহার দ্বিতীয় আর জগতে নাই। 'Enough remains to make it one of the most noble groves in the world.' কাল ও বন্যা প্রভাবে ইহার সে পূর্ব্বগৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

† ভারুকচ্ছ (মৎস্যপু০ ১১৪।৫০), ভীরুকচ্ছ (মার্ক০পু০ ৫৭।৫১) ভারুকচ্ছ (বামনপু০ ১৩।৫১), ভৃগুকচ্ছ (রেবাখণ্ড ৫১।১।১০) ভরোচ্ছ (বৃহৎস০ ১৪।১১) এবং সোমেশ্বরকৃত কীর্ত্তিকৌমুদী ৪।৪২-৬৫, প্রভাসখ০ ১৭৩ অ০ ও জৈনহরিবংশ ১৩৯।২।১ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের নাম ও তদ্দেশবাসীর উল্লেখ আছে।

‡ Indian Antiquary, Vol. V. p. 110-115.

(১) কারণ শিলালিপিতে তাঁহাদের ঠাকুর, সমধিগত পঞ্চমহাশব্দ ও মহাসামন্তাধিপতি প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। Ind. Ant. Vol III p. 633, Vol. VII. p. 199.

(২) Indian Antiquary, Vol. V. p. 151.

হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের কোলিবিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মুসলমান ও পার্সীগণের পরস্পর বিবাদ এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বিচার-বিভাগের সুবিধার জন্ত এই জেলা আমোদ, ভরোচ, অঙ্কলেশ্বর, জম্বুসর ও বগ্রা নামক পাঁচটী প্রধান নগরের নামেই উক্ত পাঁচটী তহশীলের সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে ১৫টী প্রধান তীর্থ আছে, তন্মধ্যে ১১টী হিন্দুর ও ৪টী মুসলমানের। শুক্লতীর্থ, ভারভূত ও করোড় নামক স্থানে দেবপূজোপলক্ষে মহামেলা হয়। ঐ সময়ে কখন কখন লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে এখানে দেগম, টঙ্কারি, গন্ধার, দেহেজ, ও ভরোচ নামে পাঁচটী বন্দর ছিল। তন্মধ্যে ভরোচ ও টঙ্কারি বন্দরে আজিও প্রভূত বাণিজ্য চলিতেছে।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০২ বর্গ মাইল। এখানকার নর্ম্মদা নদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিক উর্ব্বরা।

৩ গুজরাত প্রদেশের ভরোচ জেলার প্রধান নগর। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণকূলে, মোহনা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে, অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ২´ পূঃ। উক্ত নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া নগরের শোভা দেখিতে অতীব মনোরম। স্থানীয় প্রবাদ, অনহিলবাড়পতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহ ১২শ শতাব্দে নদীতীরে প্রস্তর প্রাচীর এবং অপর দিক্‌ত্রয়ের প্রাকার ও পরিখাদি নির্ম্মাণ করেন। মিরাট্‌ ই-সিকেন্দরি নামক মুসলমান ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, আহ্মদনগররাজ সুলতান বাহাদুরের আদেশ ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে এখনকার গড় ও পরিখা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্‌ অরঙ্গজেব নগর-প্রাচীর নষ্ট করিয়া দেন। উহার ২৫শ বৎসর পরে, মহারাষ্ট্র-সৈন্যের আক্রমণ হইতে নগররক্ষার জন্ত তিনি আবার ঐ প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভূমিভাগের প্রাকারাদি কালসহকারে বিলয় পাইয়াছে, এমন কি, কোথাও কোথাও তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। নদীর বন্যা হইতে নগররক্ষার্থ দক্ষিণদিকে যে প্রাচীর আছে, তাহা প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ও ১ মাইল লম্বা। সেই প্রস্তরপ্রাচীর এখনও পূর্ণসংস্কার রহিয়াছে। উহার কোন স্থান ভগ্ন হয় নাই। এই প্রাচীরে ৫টী বৃহৎ দ্বার আছে। প্রাচীরের উপরিভাগ এরূপ প্রশস্ত যে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করিতে পারে। এই দেউলের মধ্যস্থল ৬০ হইতে ৮০ ফিট উচ্চ।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, ভৃগু নামক জনৈক মুনি এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থান ভৃগুপুর নামে কথিত হয় †।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এইস্থান বরুগজা বা বড়গজ নামে ঘোষিত হইতে থাকে। তৎকালে এই নগর পশ্চিমভারতের একটী প্রধান বন্দর ও রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। দুই শতাব্দ পরে, এই নগরে রাজপুত রাজবংশের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াংএর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এখানে ১০টী বৌদ্ধসঙ্ঘারাম, ১০টী মন্দির ও ৩ শত ভিক্ষু ছিল। উহার অর্দ্ধ শতাব্দ পরে ভরোচনগরের সমৃদ্ধিগৌরব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয়া মুসলমানগণ ঐ সময়ে পশ্চিমভারতে যুদ্ধার্থ আগমন করেন। অনহিলবাড়ের রাজপুতরাজগণের রাজত্বকালে (৭৪৬-১৩০০ খৃঃ) ইহার বাণিজ্য প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অনহিলবাড়-রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে, ভরোচরাজ্য বিভিন্ন রাজগণের হস্তগত হয় এবং সেই বিশৃঙ্খলতার সময় বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৩৯১-১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান আহ্মদাবাদের মুসলমান রাজবংশের অধিকারে থাকে। তন্মধ্যে ১৫৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দ দুই বৎসর কাল সম্রাট্‌ হুমায়ুনের জনৈক সেনাপতি এখানকার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে ১৫৩৬ ও ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ দুইবার এই নগর লুণ্ঠন করেন *। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরের শেষ মুসলমানরাজ ৩য় মুজঃফর শাহ সম্রাট্‌ অকবর শাহকে ভরোচ সমর্পণ করেন। ১০ বৎসর পরে মুজঃফর স্বাধীন হইয়াও মোগলরাজের করায়ত্ত হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিকগণ এবং ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিকগণ এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। অরঙ্গজেবের শাসনকালে মোগলশক্তিকে ক্রমশঃ হীনবল দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৬৭৫ ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। তাহাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর সম্রাট্‌ অরঙ্গজেব ইহার প্রাকারাদি পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ দেন। নগরভাগ সংস্কৃত হইলে তিনি উহার সুখাবাদ নাম রাখিয়া ছিলেন। নিজাম-উল্‌-মুল্ক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভরোচের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে নবাব

† এখানে বহুসংখ্যক ভার্গব ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাহারা মহর্ষি ভৃগুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

* পর্ত্তুগীজগণ এই নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নগর অট্টালিকা পরিশোভিত এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত সুচিক্কণ দ্রব্য ও পুষ্পময় সমূহে পূর্ণ ছিল। তৎকালে এখানকার তন্তবায়গণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত। Decadas de Conto, V. p. 325.

উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইয়া পুনরায় নব উদ্যমে ইংরাজগণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভরোচ বন্দর অধিকার করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ হস্তে সমর্পণ করিয়া, পুনরায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উহা কাড়িয়া লন।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই ভৃগুকচ্ছ নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। এই ভরোচ নগর হইতে পণ্য দ্রব্যাদি পোতযোগে পশ্চিমে আদেন ও লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী বন্দরসমূহে এবং পূর্ব্বে বাঙ্গালা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সুদূর চীন পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইত। এক্ষণে বোম্বাই, সুরাষ্ট্র ও কচ্ছ দেশের মাণ্ডবীবন্দর পর্য্যন্ত ভরোচের জলপথের বাণিজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। কার্পাসবস্ত্র, লৌহ, কাষ্ঠ, সুপারী, গুড়, চাউল প্রভৃতি এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখানকার 'বাস্তা' নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র ও অন্যান্য প্রকার কেলিকোবস্ত্রের জন্য ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিক্‌গণ এখানে কুঠী করিতে বাধ্য হন। বোম্বাই, সুরাষ্ট্র, আহ্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রবয়নের কল স্থাপিত হইলেও, এখানকার হাতের তাঁত (দেশীয় বস্ত্রবয়নযন্ত্র) অদ্যাপি অপ্রতিহত রহিয়াছে। কেবলমাত্র কতকগুলি তন্তুবায় উন্নতির আশায় বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছে।

এই প্রাচীননগরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তি রক্ষিত আছে। মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারই প্রস্তরাদি লইয়া মুসলমানের মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১ জুমা মসজিদ, ২ বাবা রহন্ সাহেবের দারগা, ৩ ইদ্রুস্ মস্‌জিদ, ৪ ছত্রপীরের সমাধি-মন্দির, ৫ মাদ্রাসা-মসজিদ, ৬ শেঠের-হাবেলী, ৭ ভৃগুস্থান বা আশ্রম, ৮ কবীরস্থান, ৯ গঙ্গানাথ মহাদেব, ১০ অম্বাজীমাতা, ১১ পিঙ্গলেশ্বর (দশাশ্বমেধ তীর্থ), ১২ লালুভাইয়ের বাব্, ১৩ খেরুদ্দীনের বাব্, ১৪ ফাটাতলাও বাব্, ১৫ ওলন্দাজদিগের কবরস্থান, ১৬ আদীশ্বর ভগবান্, ১৭ বহুচারাজীমাতা, ১৮ নারায়ণস্বামী, ১৯ সাটু খোবনের ধর্ম্মশালা, ২০ সোমনাথ, ২১ ভৃগুভাস্করেশ্বর, ২২ ভূতনাথ, ২৩ কাশীবিশ্বেশ্বর, ২৪ মনসুব্রতস্বামী, ২৫ দেরাসর (জৈন মন্দির), ২৬ চোবিবট্টো মন্দির, ২৭ পার্শ্বনাথমন্দির, ২৮ সাগরগচ্ছের আদীশ্বর, ২৯ ওলন্দাজদিগের কুঠী, ৩০ তীড়-ভঞ্জন কূপ, ৩১ নীলকণ্ঠ মহাদেব ও ৩২ সিদ্ধবাই মাতার মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ। পার্সিদিগের শ্মশানপুরী (Tower of Silence) দেখিলে অনুমান হয় যে, পার্সিগণ এখানে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন।

ভরোষ্টী, ওড়বজাতীয় রাগবিশেষ। পুরিয়া, গৌরী ও শ্যাম-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

ভর্গ (পুং) ভৃজ্যতে কামাদিরনেনেতি ভৃজ-'হলশ্চেতি' ঘঞ্। ১ শিব।

"প্রত্যুবাচ ততো ভর্গঃ পুরা দক্ষপ্রজাপতেঃ।
দেবি ত্বঞ্চ তথান্যাশ্চ বহ্ব্যোঽভজায়ন্ত কন্যকাঃ॥"
(কথাসরিৎসাগর ১।৩৪)

২ বীতিহোত্রের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৯)

৩ আদিত্যান্তর্গত তেজঃ।

"আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ॥
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যং সূর্য্যমণ্ডলে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভাবে ঘঞ্। ৪ ভর্জ্জন। ৫ ধৃষ্টকেতুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবংশ ২৯ অ°) ৬ দেশভেদ।

ভর্গতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (বারাহী ৫।২।৯)

ভর্গভূমি (পুং) নৃপপুত্রভেদ। (হরিবংশ)

ভর্গস্ (ক্লী) ভর্জ্জতে ইতি ভৃজ-ভর্জনে (অঞ্চ্যঞ্জিযুজিভৃজিভ্যঃ কুশ্চ। উণ্ ৪।২১৫) ইতি অসুন্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। জ্যোতিঃ।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" (ঋক্ ৩।৬২।১০)

ভর্গস্বৎ (ত্রি) দীপ্তিমৎ, মধুর। (অথর্ব্ব° ৬।৬৯।২)

ভর্গাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা—ভর্গ, করূষ, কেকয়, কশ্মীর, সাল্ব, উরস্, কৌরব্য। (পাণিনি)

ভর্গায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, প্রবরষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

ভর্গ্য (পুং) ভৃজ্-(ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ, চজোরিতি কুত্বং। ভর্গ। (অমরটীকা ভরত)

ভর্চ্চু, জনৈক কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভর্জ্জন (ক্লী) ভৃজ্-ল্যুট্। ভৃষ্টি, চলিত ভাজা, তণ্ডুলাদির পাকভেদ। (শব্দমালা)

ভর্ণস্ (ত্রি) ভৃ-অসুন্, নুগাগমঃ। ভরণকারক।

"ইন্দুং সহস্রচক্ষসং সহস্রভর্ণসং" (ঋক্ ৯।৬০।২)

ভর্ত্তব্য (ত্রি) ভৃ-তব্য। ভরণীয়, পোষণীয়।

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥" (দায়ভাগ)

ভর্ত্তৃ (পুং) বিভর্ত্তি, পুষ্ণাতি, পালয়তি, ধারয়তীতি বা ভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ (ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ইতি তৃচ্। অধিপতি।

"সোঽপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তম্ভকারণম্।
ভাবিতাত্মা ভুবো ভর্ত্তুরথৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥"

(রঘুবংশ ১।৭৪)

পর্য্যায়—অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবৃঢ়, অধিভূ, পতি, ইন্দ্র, স্বামী, নাথ, আর্য্য, প্রভু, ঈশ্বর, বিভু, ঈশিতৃ, ইন, নায়ক, (হেম) ভার্য্যাকে ভরণ করেন বলিয়া পতির নাম ভর্ত্তা।

"ভর্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সসুতং তদা ॥
নিত্যকালং শ্রমেণার্ত্তান ভরেয়ং মহাতপঃ ॥"

(ভারত ১।১০৪।২৮)

২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ ধাতা ও পোষ্টা। (ঋক্ ১০।১২২।৩)

ভর্ত্তৃকৃত্য (ক্লী) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য। পত্নীর স্বাস্থ্যরক্ষা এবং গর্ভাধানাদি সম্বন্ধে পতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে :—

"আয়ুঃক্ষয়ভয়াদ্ভর্ত্তা প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্।
দ্বিতীয়েঽপি দিনে রত্যৈ ত্যজেদৃতুমতীং তথা ॥
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি।
আহিতো যস্তৃতীয়েঽহ্নি স্বল্পায়ুর্বিকলাঙ্গকঃ ॥
অতশ্চতুর্থী ষষ্ঠী স্যাদষ্টমী দশমী তথা।
দ্বাদশী বাপি যা রাত্রিস্তস্যাং তাং বিধিনা ভজেৎ।"

ভর্ত্তৃঘ্নী (স্ত্রী) ভর্ত্তারং হন্তীতি হন-টক্ ঙীপ্। পতিঘাতিনী।

ভর্ত্তৃত্ব (ক্লী) ভর্ত্তুর্ভাবঃ ত্ব। পতিত্ব, পতির ভাব বা ধর্ম্ম।

ভর্ত্তৃদারক (পুং) ভর্ত্তা দ্রিয়তে ইতি দৃঙ্ আদরে কর্ম্মণি ঘঞ্ ততঃ স্বার্থে কন্। নাট্যোক্তিতে যুবরাজ, নাটকে বর্ণনাস্থলে যুবরাজকে ভর্ত্তৃদারক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। (অমর)

ভর্ত্তৃপ্রাপ্তিব্রত, স্বামিলাভ জন্য স্ত্রীগণের আচরণীয় ব্রতভেদ। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, বাসন্তী শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। (বরাহপুরাণ ২৬৯ অধ্যায়)

ভর্ত্তৃভট্ট, গুহিল বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। তিনি মঙ্গলের পর চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তৎপ্রতিষ্ঠিত অজয়গড় ও ধরণগড় অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার ১৩শ পুত্র মালব ও গুর্জ্জররাজ্যে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভাট্টেয়া গিহ্লোট নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ভর্ত্তৃমতী (স্ত্রী) ভর্ত্তা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। স্বামিযুক্তা স্ত্রী, সধবা স্ত্রী।

ভর্ত্তৃমেণ্ঠ, জনৈক প্রাচীন কবি। শ্রীকণ্ঠরচিত শার্ঙ্গধরপদ্ধতি ও সুবৃত্তিতিলকে ইঁহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কবি রাজশেখরকৃত প্রচণ্ডপাণ্ডব গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"বভূব বল্মীকভবঃ পুরা কবিস্ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্ত্তৃমেণ্ঠতাং।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥"

ভর্ত্তৃযজ্ঞ, জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের একখানি ভাষ্য ও শ্রাদ্ধকল্প প্রণয়ন করেন। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্যপ্রণেতা অনন্ত ও যাজ্ঞিকদেব এবং হেমাদ্রি, শূলপাণি প্রভৃতি ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভর্ত্তৃব্রতা (স্ত্রী) ভর্ত্তা এব ব্রতং যস্যাঃ। পতিব্রতা স্ত্রী।

ভর্ত্তৃসাৎ (অব্য০) ভর্ত্তৃ-সাতি। ভর্ত্তার অধীন।

"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্ত্বেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্ত্তৃসাৎকৃতাঃ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য০ ২।১৪৪)

ভর্ত্তৃস্থান (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত বনপ০৮৪অ০) ২ পতিস্থান।

ভর্ত্তৃস্বামিন্, জনৈক প্রাচীন কবি। [ভট্টি দেখ।]

ভর্ত্তৃহরি (পুং) স্বনামখ্যাত জনৈক বৈয়াকরণ ও কবি। তিনি উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা। রাজাবলীতে লিখিত আছে, গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে দাসী গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

"অথ কালেন কিয়তা রমমাণো মহীতলে।
দাস্যাং গন্ধর্ব্বসেনস্তু পুত্রমেকমজীজনৎ ॥
তস্য ভর্ত্তৃহরীত্যেবং নাম চক্রে মহামতিঃ।"

(রাজাবলী ৪।১-২)

বত্রিশ-সিংহাসনে তাঁহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের পিতার ঔরসে তদীয় মাতৃসখীর গর্ভে ভর্ত্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের পরামর্শে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করেন। তিনি অতিশয় স্ত্রৈণ ছিলেন। পরে স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া সংসারত্যাগী হন। তাঁহার প্রণীত হরিকারিকা, বাক্যপদীয় ও শৃঙ্গারশতকাদি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেকে তাঁহার এই রাজভ্রাতৃত্ব অনুমান সাপেক্ষ বলিয়া কল্পনা করেন। প্রবাদ, রাজা ভর্ত্তৃহরি আপন প্রিয়তমা পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীধামে আগমন করেন। এখানে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি যোগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে ১০০ শ্লোকাত্মক ৩ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ কয়খানি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ফরাসী ভাষায় এবং তৎপরে লাটিন, জর্ম্মণ ও ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাগ্রন্থ পাণিনির ন্যায় আদৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তিনি মহাভাষ্যদীপিকা ও মহাভাষ্যত্রিপদী ব্যাখ্যানামে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। কেহ কেহ

তাঁহাকে ভট্টিকাব্য প্রণেতা বলিয়া মনে করেন *। প্রবাদ তিনি স্বীয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হন।

[বিক্রমাদিত্য দেখ।]

২ রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর ভাটিয়ারি বা ভেটিয়ালা এই রাগিণী ললিত ও পরজ যোগে উৎপন্ন। সা বাদী, ম সম্বাদী। ষড়্‌গ্রাম।

"ঋ গ ম্ম ম্প ধ নি সা :" (সঙ্গীতরত্না৹)

ভর্তৃহরি যোগী, সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিত্যভ্রাতা ভর্তৃহরি এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। রাজা ভর্তৃহরি কোন যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা বাদ্যযন্ত্রহস্তে ভর্তৃরাজের গুণকীর্তন করিয়া বেড়ায়। কাশীধামের রাওরি-তলাও নামক স্থানে তাহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা গেরুয়া বসন পরে এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে।

ভর্তৃহেম, 'শৃঙ্গারশতক' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ভর্তৃহরির নামান্তর।

ভর্ৎস, অধিক্ষেপ। চুরাদি৹ উভয় সক৹ সেট্। লট্ ভর্ৎসয়তি-তে। লোট্ ভর্ৎসয়তু-তাং। লুঙ্ অবভর্ৎসৎ-ত।

ভর্ৎসক (ত্রি) ভর্ৎস-ণ্বুল্। ভর্ৎসনাকারী, তিরস্কারক।

ভর্ৎসন (ক্লী) ভর্ৎস-ল্যুট্। অপকার-বচন, অধিক্ষেপ, অপকার-গী। পর্য্যায়—কুৎসা, নিন্দা, জুগুপ্সা, গর্হা, গর্হণ, নিন্দন, কুৎসন, পরিবাদ, পরীবাদ, জুগুপ্সন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্বাদ, অপক্রোশ। (শব্দরত্না৹) ভর্ৎস-যুচ্ টাপ্।

"ইত্যাদি ভর্ৎসনাং কৃত্বা গচ্ছন্তিস্তৈঃ সমং স চ।
বিবশঃ প্রযযৌ বিষ্ণুস্তস্তুষ্টীং বভূব চ॥"

(কথাসরিৎসা৹ ৩২।৫৩)

ভর্ৎসপত্রিকা (স্ত্রী) ভর্ৎসতে স্মেতি ভর্ৎস-ঘঞ্, ভর্ৎসং নিন্দিতং পত্রং যস্যাঃ, কপ্ টাপ্ অত ইত্বং। মহানীলী। (রাজনি৹)

ভর্ত্ত, হিংসা। ভ্বাদি৹ পরস্মৈ৹ সক৹ সেট্। লট্ ভর্ত্তি। লোট্ ভর্ত্তু। লিট্ বভর্ত্ত। লুঙ্ অভর্ত্তীৎ।

ভর্থনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। চম্বল ও কুমারী নদীর তীরবর্ত্তী বন্যপ্রদেশ, যমুনা উপত্যকা ও উত্তর দোয়াব লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূ-পরিমাণ ৪১৫ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম এবং তহসীলের সদর। এতাবা নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেশন আছে।

ভর্থর, গুজরাতবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা শস্যাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করে।

ভর্দাগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। জনৈক গোঁড় সর্দার এখানকার জায়গীরদার। টাকধানা বা পাজুয়া গ্রামে তাঁহার বাসবাটী বিদ্যমান।

ভর্দ্দম্, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক রাজা। তিনি বাজকদিগের অধিপতি ছিলেন। প্রভাসে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালের ১৪৩১ ও ১৪৪২ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়।

ভর্সিয়ান, সুলতানপুরবাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। ভঁইসোল গ্রামে বাস হেতু তাহারা ভঁইসোলিয়ান বা ভর্সিয়ান সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহারা মৈনপুরবাসী চৌহানদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। করণসিংহ নামক তাহাদের জনৈক সর্দার অযোধ্যাপ্রদেশে আসিয়া বাঙ্গি কন্যার পাণিগ্রহণ করে। তাহার জনৈক বংশধর রাজসিংহ শের শাহের রাজত্বকালে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খান্-ই-আজম ভঁইসোলিয়ান্ আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিল। আইন-ই-অকবরী-বর্ণিত চৌহান-ই-নৌ-মুস্‌লিম নামক মুসলমানগণ এই বংশীয় বলিয়া পরিচিত।

ভর্ম্ম (ক্লী) ভ্রিয়তেঽনেনেতি ভৃ-বাহুলকাৎ মন্। ১ স্বর্ণ। ২ ভৃতি। ৩ নাভি। (ত্রিকাণ্ডশেষ?) (দ্বিরূপকো৹)

ভর্ম্মণ্যা (স্ত্রী) ভর্ম্মণি ভরণে সাধুরিতি ভর্ম্মন্-যৎ-টাপ্। বেতন। (হেম)

ভর্ম্মন্ (ক্লী) ভরতি ভ্রিয়তে বেতি ভৃঞ্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। ১ বেতন। (হেম) ২ স্বর্ণ। ৩ ধুস্তূর। (অমর) ৪ নাভি। (বিশ্ব) ৫ ভরণ।

"তস্য ভর্ম্মণে ভুবনায় দেবাঃ" (ঋক্ ১০।৮৮।১)
'ভর্ম্মণে ভরণায়' (সায়ণ)

ভর্ম্ম্যাশ্ব (পুং) ভরতবংশীয় নৃপভেদ।

(ভাগবত ৯।২১।২৪)

ভর্ব, হিংসা। ভ্বাদি৹ পরস্মৈ৹ সক৹ সেট্। লট্ ভর্বতি। লোট্ ভর্বতু। লিট্ বভর্ব। লুঙ্ অভর্বীৎ।

ভলগমড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগের ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারগণ ইংরাজরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভলগাম-বুলদোই, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভলগাম নামক গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা৹ ২২° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৭০° ৫৪´ পূঃ।

* ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা নহেন, ইনি বলভীরাজ শ্রীধরসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্রে ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

ভন্দ, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভন্দতে। লোট্ ভন্দতাং। লিট্ বভন্দে। লুঙ্ অভন্দিষ্ট। ভন্দ-নিরূপণ। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভান্দয়তে। লিট্ ভান্দয়াঞ্চক্রে। লুঙ্ অবীভন্দত।

ভলতা (স্ত্রী) ভাতীতি ভা-বাহুলকাৎ ড। ভা চাসৌ লতা চেতি কর্ম্মধা°। রাজবলা (শব্দরত্না°)

ভলন্দন (পুং) ১ কান্যকুব্জদেশীয় নৃপবিশেষ।

"কলাবতী কান্যকুব্জে বভূবাযোনিসম্ভবা।
জাতিস্মরা মহাসাধ্বী সুন্দরী কমলাকলা॥
কান্যকুব্জে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ।
স তাং সংপ্রাপ যোগান্তে যজ্ঞকুণ্ডসমুত্থিতাম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৭ অ°)

এই রাজা যোগাবসানে অযোনিসম্ভবা কলাবতীকে লাভ করিয়াছিলেন। ২ দিষ্টবংশীয় নৃপভেদ। নাভাগের পুত্র। [নাভাগ দেখ।]

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইনি ভনন্দন নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাভাগ সুপ্রভা নাম্নী জনৈক বৈশ্যকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পিতার অনভিমতে তদীয় পাণিগ্রহণ করেন বলিয়া পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হন। তাঁহার তনয় ভনন্দন মাতার আদেশে গো-পালন করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়শৈলে গমনপূর্ব্বক তথায় তপঃপরায়ণ নীপ নৃপতির অনুগ্রহে বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় বলীয়ান্ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। ইঁহারই ঔরসে বিখ্যাত বৎসপ্রী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১৪-১১৬ অঃ)

ভললা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভললা গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। অক্ষা° ২২° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫৬´ পূঃ।

ভলানস্, ঋগ্বেদ-বর্ণিত একটী প্রাচীন জাতি। জাতিতত্ত্ববিদ্ অপার্ট (Dr. Oppert) ইহাদিগকে বোলান-গিরিসঙ্কটবাসী ব্রাহুই জাতি বলিয়া অনুমান করেন। (ঋক্ ৭।১৮।৭)

ভলোট, নিম্নশ্রেণীর রাজপুত জাতিবিশেষ। ভলোট গ্রামে বাস হেতু তাহারা এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভল্ল, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভল্লতে। লোট্ ভল্লতাং। লিট্ বভল্লে। লুঙ্ অভল্লিষ্ট। এই ধাতু পরস্মৈপদীও হইয়া থাকে।

ভল্ল (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল-অচ্। ১ ভল্লুক। (অমর) ২ দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪।৩০) (স্ত্রী) ৩ শস্ত্রভেদ। হারীতে লিখিত আছে;—এই শস্ত্র দ্বারা দেহবিদ্ধ শল্যাদি উদ্ধার করা যায়।

"স চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচ্যতে বৈদ্যকাগমে।
নারাচবাণশূলাদ্যৈর্ভল্লৈঃ কুন্তৈশ্চ তোমরৈঃ॥"

(হারীত প্রথমস্থা° ২ অ°)

ভল্লক (পুং) ভল্ল-স্বার্থে কন্। ১ ভল্লুক (ত্রিকাণ্ডশেষ)
২ পক্ষিভেদ।

"কাকগৃধ্রবকশ্যেন-ভাসভল্লকবর্হিণঃ।
হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলূকাদয়ঃ খগাঃ॥"

(ভাগ° ৩।১০।২৩)

৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। ৪ ভল্লাতক বৃক্ষ। ৫ সন্নিপাতবিশেষ।

ভল্লকমৎস্য (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত ভাটা মাছ। ইহার গুণ শীতল, গুরু, বলকর, মধুর ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (রাজনি)

ভল্লকীয় (ত্রি) ভল্লস্য অপত্যং ছ। ভল্লকের অপত্য।

ভল্লট, কাশ্মীরবাসী জনৈক কবি। ইনি রাজা শঙ্করবর্ম্মার আশ্রিত ছিলেন। (রাজতর° ৫।২০৩)

তৎকৃত ভল্লটশতক ও পদমঞ্জরী নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কবিকণ্ঠাভরণ ও শার্ঙ্গধর পদ্ধতিতে তাঁহার রচিত শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভল্লতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (প্রভাসখণ্ড)

ভল্লপাল (পুং) ভল্লং পালয়তি পালি-অণ্ উপপদ স°। ভল্ল-পালক, ভল্লদেশপালক।

ভল্লপুচ্ছী (স্ত্রী) ভল্লস্য পুচ্ছমিব পুচ্ছং যস্যাঃ। গবেধুকা নামক ক্ষুপভেদ। চলিত গোরক্ষতণ্ডুলা। (শব্দচ°)

ভল্লবি (পুং) ঋষিভেদ। (ছান্দোগ্য উপ° ৫।১১) তস্যাপত্যং ইঞ্। ভাল্লবি—তাহার অপত্য।

ভল্লাক, রাজপুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

ভল্লাক্ষ (পুং) ভল্লস্যেবাক্ষি যস্য অচ্ সমাসান্তঃ। ১ মন্দদৃষ্টি। ২ হংসভেদ। (ছান্দোগ্যউপ° ৪।১।২)

ভল্লাট (স্ত্রী) ১ শশিধ্বজ-রাজপুর। ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি অবতার হইয়া প্রথমে সেনা সহ এই নগরে গমন করেন।

"সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ কল্কির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ভল্লাটনগরং প্রাযাৎ খড়্গধৃক্ সপ্তিবাহনঃ॥"

(কল্কিপু° ২২ অ°)

(পুং) ২ দণ্ডসেনের পুত্র। (হরিব° ২০।৩২) ৩ পর্ব্বতভেদ।

ভল্লাত (পুং) ভল্লং ভল্লাস্ত্রমিব অততি আত্মানং জ্ঞাপয়তীতি অত-অচ্। ভল্লাতক বৃক্ষ।

ভল্লাতক (পুং) ভল্ল ইব অততীতি অত- ক্বুন্ বা ভল্লাত-স্বার্থে কন্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ, (Semecarpus Anacardium বা The marking nut tree) চলিত ভেলাগাছ। বস্ত্রাদিতে চিহ্ন দিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। ইহার রসে কার্পাস

বস্ত্রাদি কাল রঙ্গে রঞ্জিত করা যায়। শতদ্রু হইতে আসাম পর্য্যন্ত পর্ব্বতের নিম্নতটে, ভারত-মহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়।

স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—ভেলা, ভিলাবা, ভিলরণ, ভ্যোলা, বেলতক; বাঙ্গালা—ভেলা, ভেলতকি; সাঁওতাল—শোসো, কোল—লোসো, উড়িষ্যা—ভল্লিয়া; গারো—বৰরী, আসাম—ভোলগুটা; নেপাল—ভলৈয়ো, ভলৈ; লেপ্চা—কোঙ্কী, মলয়া—চেরুণকুরু, কম্পিয়া; গোঁড়—কোকা, বিবা; উঃ পঃ প্রদেশ—ভিলাবা, ভেলা, ভাল, ভলিয়ান্; পঞ্জাব—ভিলাব, ভেলা, ভিলাদর; মধ্যপ্রদেশ—ভিলাবা, কোক, ভল্লিয়া; বোম্বাই—বিব, ভীব, ভালম, বিলম্বী; মরাঠী—বিব্ব, বিবু, বিভ; গুজরাটী—ভিলামু; দাক্ষিণাত্য—ভিলবন, বেলতক; তামিল—শন-কোট্টই, সেরামকোট্টৈ, সৈঙ্গ, সেয়রঙ্গ; তেলগু—জিড়ি-বিট্টলু, জিড়ি, নেল্ল-জেডি, নল্ল-জিড়ি, চেট্টু, জীড়িচেট্টু, তুম্মেদ, মামিড়ি; কণাড়ি—গেড়ু, ঘেরু, করিঘেরু, ঘেড়; ব্রহ্ম—চৌবেন্, খিসি; সিংহল—কিরি-বদুল্ল; পারসী—ভিলাদুর এবং আরব—ভিলদিন, হব্বুল্-ফহম, হবেল কল্ব; সংস্কৃত পর্য্যায়—অরুষ্কর, ভল্লাত, শোথকৃৎ, বহ্নিনামা, বীরতরু, ব্রণ-কৃৎ, ভূতনাশন, ভল্লাতকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, নির্দহন, তপন, অনল, কৃমিঘ্ন শৈলবীজ, বাতারি, স্ফোটবীজক, পৃথক্‌বীজ, ধনুর্বৃক্ষ, বীজপাদপ ও বহ্নি। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, কৃমি, কফ, বাত, উদর, আনাহ ও মেহনাশক। ইহার ফলগুণ—কষায়, মধুর, কোষ্ঠ, কফ, শ্রম, শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শূল, জঠর, আধ্মান ও কৃমিনাশক।

ইহার মজ্জগুণ বিশেষরূপে দাহ ও পিত্তনাশক। তর্পণ, বাত ও অরুচিনাশক এবং দীপ্তিজনক। (রাজনি॰)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ এই কয়েকটী ভল্লাতকের প্রসিদ্ধ নাম। ভল্লাতকের পক্বফল—মধুরকষায়রস, মধুরবিপাক, লঘু, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক এবং কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, আনাহ জ্বর ও কৃমিনাশক। ইহার মজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, মাংসবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক। ভল্লাতক—কষায়, মধুরস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, বায়ু, শ্লেষ্মা, উদরানাহ, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি ও ব্রণনাশক।

এই বৃক্ষ হইতে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হয়। উহা দ্রব্যাদি বার্নিস্ করিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার বীজকোষ তিক্ত ও ধারক গুণবিশিষ্ট। উহাতে যে কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস পাওয়া যায়, তাহা বস্ত্রে লাগাইয়া তদুপরি চুণের জল দিলে সে চিহ্ন আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহার কাল রসে ফট্‌কিরি দিয়া কাপড় রঙ্গ করা হইয়া থাকে। মালেশ্বর জেলায় উপরের হাঁড়িতে ভেলাফল রাখিয়া নিম্নের হাঁড়িতে জাল দেওয়া হয়। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উপরের হাঁড়ির নিম্নস্থ ছিদ্রপথে রস গড়াইয়া নিম্নের হাঁড়িতে আসিয়া পড়ে। তখন সেই রস লইয়া তাহাতে তৈল ও চূণের জল মিশাইয়া কাপড় রঙ্গ করে। হাজারিবাগে প্রথমে বস্ত্রখানি উত্তমরূপে কাচিয়া ফটকিরির জলে ভিজায়, তৎপরে তাহা শুকাইয়া ভেলার রঙ্গে ডুবাইয়া লয়। এইরূপে বস্ত্রে উপযুক্ত রং ধরিলে বস্ত্রখানি শুকাইয়া কাচিয়া লইতে হয়। সরিসার তৈলে ভেলা চূর্ণ করিয়া চর্ম্মে মাখাইলে চর্ম্ম পচিয়া নষ্ট হয় না। গণ্ডার ও মহিষের চর্ম্ম পরিষ্কার করিতে প্রধানতঃ ভেলার ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইহার শাঁস ও বীজকোষ হইতে একপ্রকার সুমিষ্ট তৈল পাওয়া যায়। বায়ুসংযোগে উহা কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। পোটাসিয়াম মিশাইলে উহা সবুজ হইয়া যায়। ইহার ফলের শাঁস ঝাল, অগ্নিতে উহা দগ্ধ করিয়া লইলে খাইতে মন্দ লাগে না। ইহার আটা গায় লাগিলে ঘা হয়। হস্ত পদাদির গাঁইটে এই তৈল মর্দ্দন করিয়া সেই স্থানে ধুম লাগাইলে উহা তৎক্ষণাৎ ফুলিয়া উঠে। বাতরোগে স্ফীত স্থানে এবং দন্ত মাড়ীতে লাগাইলে ইহাতে উপকার দর্শে, কিন্তু ব্যথাবিহীন স্থানে লাগাইলে ঘা হইবার সম্ভাবনা। ইহার প্রয়োগে ত্বক্‌দেশ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে নারিকেল তৈল বা তেঁতুলের জল দিয়া সেই স্থান ধুইলে যন্ত্রণার আশু উপশম হইয়া থাকে।

ইহার পত্রে ভোজনপাত্র প্রস্তুত হয়। কাষ্ঠ কেবল জ্বালাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভল্লাতকগুড় (পুং) অর্শোরোগাধিকারে পক্ব গুড়ৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—ভেলা ২০০০, জল ৬৪ শরাব, শেষ ১৬ শরাব, গুড় ১২॥ শরাব, ছিন্ন-ভল্লাতক ৫০০, ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিলে গুড় প্রস্তুত হয়। অর্শোরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা সেবনে ঐ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (চক্রদত্ত অর্শোরোগাধি॰)

ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে কুষ্ঠাধিকারে এক মহাভল্লাতক গুড়ৌষধের ব্যবস্থা লিখিত আছে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—নিমছাল, গুলঞ্চলতা, আতইচ, কট্‌কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, হাকুচবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ,

রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুড়চি-মূলের ছাল, বিল্বত্বক, রাখালশসার মূল, মুরগা-মূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোঁড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোঁদাল ফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কালিয়া লতা, ওক্ড়াফল, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ, শিরীশছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ পল, ভেলা তিন হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের এবং এক হাজার ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিতে হইবে। পরে প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব, যমানী, প্রত্যেকে ১ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ্, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ তোলা এবং গন্ধক ৪ পল। ইহাদিগকে যথাবিধি পাক করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হইবে। ইহা গুলঞ্চের কাথ ও দুগ্ধ অনুপানে সেবনীয়। পথ্য উষ্ণ অন্ন। এই ঔষধ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্য রত্না০ কুষ্ঠাধি০)

ভল্লাতকঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধ বিশেষ। চক্রদত্তের চিকিৎসিত স্থানের ৫ম অধ্যায়ে এই ঘৃতের প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে। ইহা সেবনে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে অমৃত-ভল্লাতক নামে ঘৃতৌষধের উল্লেখ আছে। ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারক বলিয়া উহা অমৃত ভল্লাতক নামে প্রথিত। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—বৃক্ষ হইতে পতিত ভূ-পক্ব ভেলা ৮ সের ইটের গুঁড়া দিয়া ঘসিয়া পরে জলে ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। শুষ্ক হইলে ঐ সকল ভেলা দ্বিখণ্ড করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে, ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল কাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। পরে পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ৮ সের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। চিকিৎসক স্থল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিবেন। এই ঘৃত প্রাতে সেবনীয়। এই ঘৃত সেবনাবস্থায় আহারবিহারাদিতে কিছু নিষেধ নাই। মাত্রা ।০ আনা হইতে ২ তোলা। ইহা সেবনে কুষ্ঠাদি নানারোগের ধ্বংস হইয়া বল, বীর্য্য ও বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

(ভৈষজ্যরত্না০ কুষ্ঠাধিকা০)

ভল্লাতক তৈল (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত তৈলৌষধভেদ। (সুশ্রুত)

ভল্লাতক বিধান (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত সহস্র ভল্লাতক-ফল সেবন-প্রকার ভেদ। অর্শ প্রভৃতি রোগে উপকারী। সেবন বিধি—পক্ব-ভল্লাতক ফল দুই তিন বা চারিখণ্ড করিয়া কাথপাকের বিধানানুসারে (অর্থাৎ ভল্লাতক সরস থাকিলে অষ্টগুণ এবং শুষ্ক হইলে ষোড়শগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে) পাক করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে ঘৃত মাখাইয়া সেই কাথ শীতল অবস্থায় এক শুক্তি (ঝিনুক) পরিমাণে সেবন করিতে হইবে। তৎপরে অপরাহ্ণে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন সেবন বিধেয়। ক্রমে এই ঔষধ এক এক ঝিনুক বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। যখন পাঁচ ঝিনুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে, তৎপরে প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ ঝিনুক করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ৭০ ঝিনুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ৭০ ঝিনুক বৃদ্ধির পরে আবার পাঁচ পাঁচ ঝিনুক কমাইয়া আনিবে। পাঁচ ঝিনুক মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে এক এক করিয়া কমাইতে হইবে। এইরূপে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিলে কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নিরাকৃত হয়। ইহাতে শরীর অতিশয় বলবান্, অরোগী ও শত বৎসর পরমায়ু হয়।

ভল্লাতক তৈল প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ঝিনুক পরিমাণে পান করিয়া এই তৈল জীর্ণ হইলে দুগ্ধ ও ঘৃতযোগে অন্ন আহার করিতে হইবে, অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জা হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন করিয়া লইবে, পরে বায়ুশূন্য গৃহে যাইয়া সেই স্নেহ প্রসৃতি পরিমাণ অন্নে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও অন্ন ভোজন বিধেয়। এই নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিয়া, আহারের নিয়ম তিন মাস কাল পালন করিবে। ইহাতে রোগী রোগমুক্ত হইয়া বল ও বর্ণবিশিষ্ট এবং শ্রবণ, গ্রহণ ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জীবিত থাকে। ইহা মাসে একবার সেবনে শতবর্ষ পরমায়ু এবং দশমাস নিয়ত সেবন করিলে সহস্র বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

(সুশ্রুত অর্শচিকি০)

ভল্লাতকসর্পিস্ (ক্লী) রসায়নঘৃতবিশেষ। (চক্রদ০ চি ১ অ০)

ভল্লাতকাস্থি (ক্লী) ভল্লাতকস্য অস্থি। ভল্লাতক ফলের অস্থি। চলিত ভেলার মুটি। (রাজনি০)

ভল্লাতকাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী,—তৈল ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ ভেলার মুটী, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈলে বাতশ্লৈষ্মিকনাড়ী ও সকল প্রকার ব্রণ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ নাড়ীব্রণাধি০)

ভল্লাতকী (স্ত্রী) ভল্লাতক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভল্লাতকবৃক্ষ

ভল্লাদ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২১।২৩)

ভল্লারী জনৈক প্রাচীন ঋষি। (লিঙ্গপু° ৭।৪৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহার ভল্লাবি নাম পাওয়া যায়।

ভল্লিকা (স্ত্রী) ভল্ল অচ্ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ভল্লাতক।

ভল্লাল জনৈক গ্রন্থকার। ইনি ভল্লাল-সংগ্রহ রচনা করেন। কমলাকরকৃত নির্ণয়সিন্ধুতে ইঁহার ভল্লাট নাম পাওয়া যায়।

ভল্লী (স্ত্রী) ভল্ল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্-ভল্লি, ভল্লাতক বৃক্ষ।

ভল্লু (পুং) সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ অন্তরে দাহ, বাহিরে শীত, অত্যন্ত পিপাসা, দক্ষিণপার্শ্বে বক্ষঃস্থলে, মস্তকে এবং গলদেশে অতিশয় বেদনা, কষ্টের সহিত কফপিত্ত উদ্গিরণ, মলভেদ, শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধি এবং সর্ব্বদা চক্ষুঃদ্বয় মুদ্রিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণে ভল্লু নামক সন্নিপাত জানিবে। ইহাকে ভালুক-জ্বরও কহে।

(ভাবপ্র° জ্বরাধি°) [জ্বররোগ দেখ]

ভল্লুক (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ভালুক। স্বনামখ্যাত চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ (Bear), চলিত ভালুক। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই প্রাণিদিগকে Plantigrade Mammalia আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মাংসাশী জীব (Carnivora) মধ্যে পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁহারা ভল্লুকদিগকে Ursidæ শ্রেণীমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

বনমালা-সমাকীর্ণ পর্ব্বতকন্দরে, তুষারাবৃত হিমালয়ে, শীতপ্রধান রুষ-সাম্রাজ্যে এবং সুমেরু-সন্নিকটবর্ত্তী মহাসাগরোপকূলের নিভৃতবক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া, ইহারা যেন নির্জ্জনতাকেই অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। দিবাভাগে নিবিড় জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ইহারা নিশীথে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক অথবা কোন ক্ষুদ্রপ্রাণী ইহাদের সম্মুখীন হইলে, ইহারা আততায়ীর ন্যায় আক্রমণ করে এবং পদস্থিত সুদীর্ঘ নখর দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। এরূপ হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট হইলেও ইহারা পোষ মানে। পর্ব্বতবাসী নিম্নশ্রেণীর লোকে ভল্লুকশাবক ধরিয়া নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দেয়, পরে সেই সকল কৌশলে অভ্যস্ত হইলে তাহারা সেই ভল্লুককে নগরে আনিয়া কৌতুকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক ইহাদের বশ্যতার অদ্ভুত প্রমাণ দিয়া থাকে।

ইহাদের বাহ্য-সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহারী নহে। দেহ খর্ব্বাকার ও স্থূল। পঞ্চ নখবিশিষ্ট চারিপদে ইহারা আপনাদের স্থূলদেহ বহন করিতে সমর্থ। পশ্চাদ্ভাগে অতি ক্ষুদ্র পুচ্ছ আছে। মুখপ্রদেশ শরীর অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি ও ছুঁচাল। মুখবিবর মধ্যে ইহাদের উপর মাড়িতে ৬টী কর্ত্তক, ২টী শৌবন ও ১২টী চর্ব্বণ দন্ত এবং নিম্ন মাড়ীতেও তদনুরূপ দন্তরাজি বিরাজিত আছে। বিশেষের মধ্যে কেবল চোয়ালের নিম্নভাগে আরও দুইটী অধিক চর্ব্বণদন্ত দেখা যায়। একমাত্র সুদীর্ঘ নখযুক্ত থাবাই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। ইহারা নখদ্বারা একবার কাহাকে ধরিলে,তাহার সহজে নিস্তার নাই। বনমধ্যে থাবা বিস্তারপূর্ব্বক আক্রমণকারী ভল্লুককে অগ্নি দেখাইতে পারিলে রক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবনা। ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে, এইরূপে আক্রান্ত অনেক পথিক গাত্রবস্ত্র জ্বালাইয়া আত্ম-নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে আরও একটী উপায় আছে। অনেক সময় ভল্লুক-শীকারিরা সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। দুইটী লাঠী থাকিলেই সহজে ভল্লুককে বশ করা যাইতে পারে। ভল্লুক যখন সম্মুখের দুইপদ উত্তোলন করিয়া মনুষ্য-শত্রুকে আক্রমণ করে, সেই সময় বামহস্তস্থিত যষ্টিদণ্ড সমান্তরাল করিয়া ধরিলে ভল্লুক অগ্রে সেই যষ্টির দুই পার্শ্ব নিজ উত্তোলিত দুই হস্ত বা পদে এরূপ সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করে যে, সেই মনুষ্য স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্থিত লগুড়াঘাতে তাহার নাসাপ্রদেশ বা মস্তক ভিন্ন করিলেও, ভল্লুক কিছুতেই তাহার বামহস্তধৃত যষ্টি পরিত্যাগ করে না। মৃত্যুমুখে পতিত বা শত্রুকর্তৃক অর্দ্ধমৃতাবস্থায় ধৃত হইলেও তাহারা আপনাদের স্বাভাবিক একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করে না।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যকারী বানরগণের ন্যায় জাম্ববান্ নামে এক ভল্লুকরাজেরও উল্লেখ আছে। ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ ৫৬ অধ্যায়ের স্যমন্তকোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পরাভব সূচিত হইয়াছে। আরিষ্টটলকৃত জীবতত্ত্বে (Nat. Hist., VIII. 5) লিখিত আছে যে, ভল্লুকগণ প্রায় সকল দ্রব্যই খাইয়া থাকে। মাংসে তাহাদের বিশেষ রুচি নাই। শরীরের কমনীয়তাবশতঃ তাহারা সহজেই বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিতে পারে। বৃক্ষস্থ ফল, কলাই, মধুচক্র প্রভৃতি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। কর্কটক, পিপীলিকা প্রভৃতি পাইলেই তাহারা আহার করে। এতদ্ভিন্ন কখন কখন তাহারা হরিণ, শূকর, গো প্রভৃতি মারিয়া তন্মাংসে উদরপূরণ করিয়া থাকে। ভল্লুকে যদি বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল বা শাঁকালু প্রভৃতির ন্যায় উৎকৃষ্ট মূল পায়, তাহা হইলে মাংস পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উহাই ভক্ষণ করে। নিতান্ত অভাব বা ক্ষুধাক্লিষ্ট না হইলে তাহারা উদরান্নের চেষ্টায় জীবহত্যা করে না। তাহাদের ঘ্রাণশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে,

মধুর গন্ধ পাইবামাত্রই ইহারা সেই গাছ নিরূপণ করিয়া তদুপরিস্থ চক্র পাড়িয়া খাইয়া থাকে। ইহাদের নখ গাছে উঠিবার বা গর্ত্ত খুঁড়িবার যত উপযোগী, জীবদেহবিদারণে সেরূপ উপযোগী নহে। শীতকালে ইহারা নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভালবাসে। ভল্লুকীগণ শীতকালেই শাবক প্রসব করে।

বিভিন্ন দেশে ভল্লুকজাতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংলণ্ডে—Bear, চীন—হিউঙ্গ, ইথিওপিয়া—দোব্, আরব—দুব্, ফ্রান্স—Ours, জর্ম্মণি—*Arktos, Bär*, হিন্দী—ভলু, বরফ কা রিখ; ইতালী—Orso, লাটিন—Ursus, সুইডেন—Björn, সংস্কৃত—ঋক্ষ, কাশ্মীর—হরপুত, লাদক—দ্রিন্‌মোর, বাঙ্গালা···ভল্লুক, ভালুক; ভোট—থোম, লেপচা—সোনা, মহারাষ্ট্র···অস্‌বৈল, তেলগু···ইলেগু, গুড়েলগু; কণাড়ি···কড্ডি, করড়ি; গোঁড়—খেরিদ্, কোল—ভন্ন, পারস্ত—দীপ, স্পেন—Oso, তামিল—কড়ড়ি।

ধূসরবর্ণের ভল্লুক Brown-Bear বা *Ursus Arctos* পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কামস্কাটকাবাসীরা ভল্লুককে একটী উপভোগ্য-দ্রব্য মধ্যে গণ্য করে। সংসার সুখের আবশ্যকীয় অধিকাংশ পদার্থই তাহাদের ভল্লুক হইতে সংগৃহীত হয়। তাহারা গাত্রবস্ত্র, জামা, দস্তানা, মাথার টুপি, গলাবন্ধ, পায়জামা, জুতা এবং শীত হইতে রক্ষার্থ যাবতীয় উপকরণ এই লোমবহুল চর্ম্মদ্বারাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। বরফের উপর ভ্রমণকালে পাছে পদস্খলিত হয়, এই ভয়ে তাহারা এই চর্ম্মে জুতা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক প্রকার গাত্রাচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহার কোমল মাংসপিণ্ড ও চর্ব্বি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য।* এতদ্ভিন্ন ইহার নাড়ীভুঁড়ি হইতে তাহারা এক প্রকার মুখোস প্রস্তুত করে। উহা বসন্তের প্রখর সূর্য্যরশ্মি ও শীতের প্রভাব হইতে মুখ ও চক্ষুকে রক্ষা করিতে সমর্থ। উহা এরূপ স্বচ্ছ যে তাহাতে দৃষ্টি-শক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কখন কখন কাচের পরিবর্ত্তে উহা জানালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লাপলণ্ডবাসিগণ ইহাদিগকে ঈশ্বরের কুকুর জানিয়া বিশেষ ভক্তি করে। নরওয়েবাসীদের বিশ্বাস, এক ভল্লুকে ১০ জন মনুষ্যের বল ও ১২ জনের বুদ্ধি ধারণ করে। এই জন্য তাহারা ভুলিয়াও তাহাদের 'গোজ্যা' (Guouzhja=ভালুক সংজ্ঞাবাচক) নামে অভিহিত করে না। ভয়—পাছে তাহারা এইরূপ অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, তাহারা ভল্লুক দেখিলেই Moedda Aigja অর্থাৎ রোমাচ্ছাদিত বৃদ্ধ মনুষ্য বলিয়া প্রীতি-সম্বোধন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নির্জ্জনতাপ্রিয় এই ভল্লুক-জাতি সন্তান-প্রসবের সময় বৃক্ষকোটর বা পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লয়। কিন্তু যখন তাহারা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট নিবাস-সন্ধানে অক্ষম হয়, তখন তাহারা স্বীয় করাল নখর দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া, অথবা ডালাপালা ও শৈবালদল সমাচ্ছাদনে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া শীতের প্রারম্ভেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে ভল্লুকীগণ গর্ভ গ্রহণ করে এবং সেই সময়ে সানন্দচিত্তে বিহার ও আহারাদিতে পুষ্টদেহ হইয়া শীতাগমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট-নিলয় মধ্যে শয়ান থাকে। তথায় শাবক প্রসবান্তে ভল্লুকী ও ভল্লুকশাবক নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত থাকিয়া অনাহারে দিন যাপন করে, প্রসূতাবস্থায় তাহাদের শাবকগুলি কুকুর ছানার মত দেখায়। ভল্লুকে প্রায় ৩১ হইতে ৪৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। স্থূলকায় হইলেও তাহারা বিশেষ সন্তরণপটু।

ভল্লুককে শিক্ষা দিলে সে স্বীয় প্রভুর অভিমত বিষয়-গুলি সহজে অভ্যাস করিতে পারে। ইহাদের বোধশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ যে,একবার কোন কথা তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, কখনই তাহা ভুলিয়া যায় না। কিন্তু যখন দুর্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ অবাধ্য হয়, তখন তাহার প্রভু লাঠী মারিয়াও তাহাকে সোজা করিতে পারে না। ভল্লুকের ক্রীড়া অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। কঠোর পরিশ্রমের পর ভল্লুকক্রীড়া-সন্দর্শন চিত্তবিনোদের একটী প্রধান উপায়। ইহাদের নৃত্য, ও অপরাপর শিক্ষিত বিষয়ের অনুকরণ এবং প্রতিক্ষণে জ্বর, কম্প প্রভৃতি বড়ই হাস্যকর। কেবল যে বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এইরূপ ভল্লুক-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, সুদূর ইংলণ্ডে মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বসময়ে এইরূপ ভল্লুক-ক্রীড়ার সমাদর ছিল। তৎকালে এই ক্রীড়া দেখিবার জন্য লর্ড, আরল্ প্রভৃতি বড়লোকে ভল্লুক পুষিতেন। বিশ্রামের সময় তাঁহারা ক্রীড়াস্থলে উপনীত হইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন *।

প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও ভল্লুকের আদর ছিল। তাহারা দুষ্ট ব্যক্তিদিগকে বন্যভল্লুকের সহিত যুদ্ধ করিতে দিত। এরূপ কঠোর দণ্ড তৎকালে অপর কোন সভ্যজাতির মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ। ঐ ব্যক্তি যদি পশুটী নিহত করিয়া সুস্থ বা ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরিয়া আসিতে পারিত, তাহা হইলে সে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত †।

* Eng Cyclo. Nat. Hist. Vol. I. p 403.

† মর্শাল ওজস্বী ভাষায় এই বীভৎস ব্যাপারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। লৌরেওলাস্ নামক জনৈক দোষী ব্যক্তিকে ভীষণদর্শন এক ভল্লুকের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া একস্থানে রাখা হইয়াছিল।

মন্দিরে ঐ ভবচক্রের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, অর্থানুগতি প্রায়ই একরূপ।

মহাযান-মতাবলম্বীরা বলেন, অহমিকা বা আত্মবাদ পিশাচ সদৃশ। ইহা সর্ব্বদাই মানবের অহিতসাধনে রত, সুতরাং মানবমাত্রেই এই অমঙ্গলকর প্রেতরূপী পিশাচকে পরিত্যাগ করিয়া সাধুপথানুবর্ত্তন করিবে। নির্ব্বাণমোক্ষাভিলাষী মানব সৎকর্ম্মে নিরত থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনায় কালাতিপাত করিবেন, তিনি কখনও যেন ভ্রমক্রমে 'আমিত্ব' উপলব্ধি না করেন। একমাত্র কর্ম্মফলেই মানুষের সুগতি ও দুর্গতি হইয়া থাকে। সাধুচেতা দান ধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি মাত্রেই সন্মার্গাবলম্বন জন্য শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং দুষ্ক্রিয়াশীল অধার্ম্মিক মাত্রেরই নীচলোকে গতি হইবে।

উক্ত ভবচক্র চিত্রে জীবাত্মার কর্ম্মজন্য বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ ফল যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—
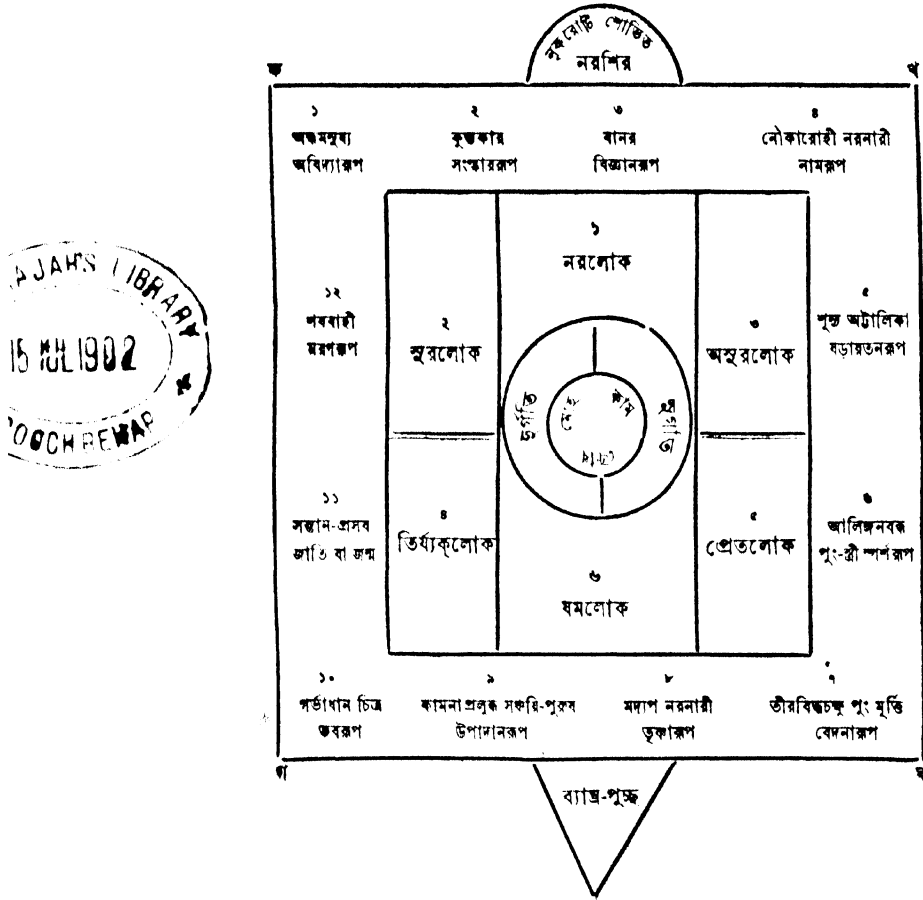
চিত্রখানি একটী চতুষ্কোণ দৃশ্যপট। উহার উপরের ক, খ, কোণ এক ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী পুরুষের দক্ষিণ ও বাম হস্তে এবং নিম্নের গ, ঘ, কোণ পদদ্বয়ের গুল্ফাস্থির উপর সংরক্ষিত। সেই ব্যক্তির শিরস্থিত জটামধ্যে নৃকরোটি বিলম্বিত, যেন উহা বীভৎস মৃত্যুরই পরিচায়ক। তাঁহার পরিধৃত ব্যাঘ্রচর্ম্ম সন্ন্যাস, দান, ধর্ম্ম ও ধ্যান যোগের আশ্রয় প্রকাশ করিতেছে। চিত্রপটের মধ্যস্থলে ছয়লোক এবং বহির্ভাগে মানব-জন্মের দ্বাদশ নিদান প্রকল্পিত হইয়াছে। উহার ১ চিত্রে মনুষ্য জন্মের সুখ শান্তি প্রকটিত হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ চিত্রে যম লোকের বীভৎস চিত্র অঙ্কিত আছে। ২য় চিত্রে ব্রহ্মাদি সুর-লোক, ৩য় চিত্রে অধার্ম্মিকের অসুরলোক, ৪র্থ চিত্রে পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্‌লোক এবং ৫ম চিত্রে প্রেতলোক বিদ্যমান।

অজন্টা-খোদিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। উহার প্রতিকৃতি একখানি চাকার ন্যায়। চক্রের কেন্দ্রস্থলে বা নাভিদেশে কপোত,

সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি—রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ অঙ্কিত। এই তিনকে কেন্দ্র করিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাহার নেমিদেশে ১২টী ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশ মূর্ত্তি, মনুষ্য-জীবনের ইতিহাস প্রকটিত করিতেছে। ১ম ঘরে এক অন্ধ উষ্ট্রকে চালনা করিতেছে। উষ্ট্র অবিদ্যার প্রতিরূপ, চালক স্বয়ং কর্ম্ম। জন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। ২য় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কাররূপ মালসায় বা মৃত্তিকায় মনুষ্যের অন্তঃশরীররূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে। ৩য় ঘরে বানরমূর্ত্তি অপূর্ণ মনুষ্যের বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। ৪র্থ ঘরে বৈদ্য, রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব বা 'নামরূপ' বাহজগতের সহিত স্পর্শলাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। ৫ম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটী চক্ষু উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ 'ষড়ায়তন'-রূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির মধ্য হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্যজগতে চাহিতেছে।

এই অবস্থায় ভ্রূণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষ্যের সহিত বাহ্যজগতের ক্রিয়া যথারীতি বিকাশ পায়। ৬ষ্ঠ ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী মনুষ্যের সহিত জগতের—অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা বা দুঃখাদি অনুভূতির আরম্ভ। ৭ম চিত্রে অপরের নিক্ষিপ্ত তীর একের চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভূতির পরিচয় দিতেছে। ৮ম ঘরের সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার বিকাশ করিতেছে। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে; সংসারের গাছ হইতে আগ্রহ ও আসক্তির সহিত ফলসংগ্রহে প্রবৃত্ত। ৯ম ঘরের ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদান বা সংসারশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। ১০ম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব', অর্থাৎ মনুষ্যের সংসারে গৃহস্থরূপের অস্তিত্ব-পরিচায়ক, মনুষ্য এখন ঘর কন্না পাতিয়া গোটামানুষ হইয়াছে। তারপর ১১শ চিত্রে নবপ্রসূত শিশুসহ জননামূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থবোধক—জন্মের পর মনুষ্যের আর কোন কার্য্য নাই। উপসংহারে জরামরণ; ১২শ ঘরে 'বাঁশের দোলার' উপর শয়ান শবমূর্ত্তি।

ভবচক্র-অঙ্কিত চিত্রে ১২টী নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মনুষ্যের ১০ দশার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণ মনুষ্যের দ্বাদশ দশা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক চিত্র। তিব্বতে প্রসিদ্ধি আছে,—মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

মনুষ্য যদি বোধিসত্ত্বের প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া কামক্রোধাদি রিপুগণকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সম্যগাচারী হন, অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া ধ্যানযোগ ও দানধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সাধুকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুগতি লাভ হইয়া থাকে। আর যদি তিনি লোভক্রোধাদির বশীভূত হইয়া কুক্রিয়াম্বিত হন, তাহা হইলে তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মবলে ইন্দ্রিয়বিজয়ী অহংবাদ-পরিশূন্য জীবাত্মা নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি মোহ ও মাৎসর্য্যে বিমোহিত থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যভোগ সমাপ্ত হইলে, বর্ত্তমান জন্মের পাপভোগ-নিবন্ধন নিকৃষ্ট লোকে গতি হইয়া থাকে। মানবের এই সুগতি ও দুর্গতি তাহার ইচ্ছাধীন কর্ম্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে।

সাধনসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নির্ব্বাণলাভ যেরূপ আয়াস-সাধ্য, বাসনাসক্ত ব্যক্তির কামলোকে নিমজ্জনও সেইরূপ অবহেলাসাপেক্ষ। বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবের শোকদুঃখের উপাদানভূত ১২শটী নিদানের উল্লেখ আছে। উক্ত চিত্রে ১ হইতে অঙ্কিত ১২শটী স্থানে তাহাদের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। শাক্যবুদ্ধ মনুষ্য-জন্মে সাধনা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁহারও জীবযোনিভ্রমণের উল্লেখ আছে। ভবচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় সুকৃতি-বলে তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তিরূপ উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। [বুদ্ধ দেখ।]

বুদ্ধ, জীবের দুর্গতি দেখিয়া দয়াপরবশ হন। তিনি চিত্রবর্ণিত ষড়বিধ অবস্থাতেই জীবের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভবচ্ছেদ (পুং) ১ সংসারবন্ধন উন্মোচন। ২ জগতের ধ্বংস। ৩ গ্রামভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৩।৩৮১)

ভবৎ (ত্রি) ভাতি বিদ্যাতে ইতি ভা-ডবতু। যুষ্মদর্থ। তুমি। এই শব্দের ত্রিলিঙ্গে 'ভবান্, ভবতী, ভবৎ' এই তিনটী রূপ হইবে।

"ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৮৫।৫)

২ মান্য, পূজ্য। ভূ-শতৃ। ৩ বর্ত্তমানার্থ, উৎপদ্যমান, এই অর্থে ভবৎ শব্দের ত্রিলিঙ্গে ভবন্, ভবন্তী ও ভবৎ রূপ সাধিত হইবে।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবৎ ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥" (মনু ১২।৯৭)

৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪)

ভবতী (স্ত্রী) ভবৎ-ঙীপ্। ১ বিষাক্ত বাণভেদ। (শব্দরত্না°) ২ দীপ্তিমতী। ৩ মান্যা, পূজ্যা।

"স্বর্গারোহণবৈজয়ন্তিং ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ॥"

(বাল্মীকিকৃত গঙ্গাস্তোত্র)

ভবত্রাত (পুং) ১ ধর্ম্মোপদেশক, গুরু। সংসার-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণকর্ত্তা।

ভবদত্ত, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি নৈষধীয়-টীকা ও তত্ত্বকৌমুদী নামে শিশুপালবধ-টীকা রচনা করেন। ইনি দেবদত্তের পুত্র, নারায়ণের পৌত্র এবং দিবাকরের প্রপৌত্র ছিলেন।

ভবদা (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ০ ৪৭অ০)

ভবদারু (পুং ক্লী) ভবপ্রিয়ং দারু। দেবদারুবৃক্ষ। (রাজনি০)

ভবদীয় (ত্রি) ভবৎ-ছস (ভবতষ্ঠক্ছসৌ। পা ৪।২।১১৫) যুষ্মৎসম্বন্ধীয়, তোমার, তোমার সম্বন্ধি।

"শ্রুত্বাভিদূরে ভবদীয়কীর্ত্তিং কর্ণৌ চ তুষ্টৌ ন চ চক্ষুষী মে। তয়োর্বিবাদং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্ সমাগতোঽহং তব দর্শনায় ॥"(উদ্ভট)

ভবদেব, পাণ্ডববংশীয় জনৈক রাজা। উদয়নের পুত্র। ইনি রণকেশরী ও চিন্তদুর্গ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভবদেব, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ অপরাজিতাপৃচ্ছা-নামে বাস্তুশাস্ত্র প্রণেতা। ২ জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, মদন পারিজাতে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩ কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি-রচয়িতা। ৪ কারকবাদটিপ্পন, তর্কপ্রকাশটিপ্পন ও পক্ষ লক্ষণীটিপ্পন নামে গ্রন্থত্রয়প্রণয়নকর্ত্তা। ৫ তন্ত্রবার্ত্তিক-টীকা-প্রণেতা। ৬ নির্ণয়ামৃত-রচয়িতা। ৭ ব্রহ্মসূত্রটীকা-রচয়িতা। ৮ মহালসাখ্যায়িকা প্রণয়নকর্ত্তা। ৯ ব্যবহারতিলক-প্রণেতা। ১০ সন্নিপাতচন্দ্রিকা নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা। ১১ সাংখ্য-কারিকা বৃত্তি প্রণেতা। ১২ ভক্তিতত্ত্বকোষ রচয়িতা।

ভবদেবন্যায়ালঙ্কার, স্মৃতিচন্দ্র-প্রণেতা। ইনি হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

ভবদেব পণ্ডিতকবি, বৈশেষিকরত্নমালা-প্রণেতা।

ভবদেব ভট্ট, ১ সম্বন্ধ-বিবেকপ্রণেতা। ২ দানধর্ম্মপ্রক্রিয়াকার। ৩ পাতঞ্জলসূত্র-ভাষ্য-রচয়িতা। ইনি মিথিলাবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণদেব মিশ্রের পুত্র। মহামহোপাধ্যায় ইঁহার উপাধি ছিল। ৪ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ বা নিরূপণ-প্রণেতা জনৈক স্মার্ত্ত। ইনি বঙ্গবাসী ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিগ্রন্থ মিথিলাবাসীর বিশেষ আদরের ধন। উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ কুলপ্রশস্তি হইতে ইঁহার এইরূপ বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় ;—

'সাবর্ণগোত্র-সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ (রাজা হইতে) শতশাসন গ্রাম লাভ করেন। তন্মধ্যে রাঢ়দেশের সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বপ্রথম। যিনি সিদ্ধল গ্রাম লাভ করেন, তাঁহার উচ্চবংশে মহাদেব, ভবদেব ও অট্টহাস নামে তিন মহাত্মার জন্ম হয়। ভবদেব বিদ্যা ও বুদ্ধিতে গণ্যমান্য হইয়া গৌড়াধিপের নিকট হইতে হস্তিনী গ্রাম প্রাপ্ত হন। এই ভবদেবের রথাঙ্গ প্রভৃতি ৮টী পুত্র জন্মে। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র আদিদেব ; ইনি বঙ্গাধিপের বিশ্রামসচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রাহক ছিলেন। ইঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যঘটী-কুলোদ্ভবা এক ধর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। তাহারই গর্ভে পণ্ডিতপ্রবর ভবদেব ভট্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভবদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবে রাজা হরি-বর্ম্মদেব ও তৎপুত্র বহুদিন রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকদিগের মত খণ্ডন করেন। সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের নিবন্ধসমূহের উদ্ধার ব্যতীত তিনি নবীন হোরাশাস্ত্র, ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার অপর নাম 'বালবলভীভুজঙ্গ'। তিনি রাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করিবার জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত অনন্তবাসুদেবের মন্দির এই মহাত্মার কীর্ত্তি এবং মন্দিরপার্শ্বস্থ সরোবর তাহা-রই যত্নে নির্ম্মিত।'

এই ভবদেবভট্ট বালবলভীভুজঙ্গের পদ্ধতি অনুসারে আজও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে*। ইনি ছন্দোগপদ্ধতিও প্রণয়ন করেন।

ভবদেব মিশ্র, ১ বৃহজ্জ্বরত্নটীকা-প্রণেতা। ২ সুবোধিনী নাম্নী রঘুবংশটীকা-রচয়িতা। ৩ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, কৃষ্ণদেবের পুত্র। ইনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে পট্টনে থাকিয়া পাতঞ্জলীয়াভিনব-ভাষ্য, যোগদর্পণটীকা, যোগবিন্দুটীকা, যোগসংগ্রহ, যোগ-সূত্রবৃত্তিটিপ্পন, রামলীলা ও শাণ্ডিল্যসূত্রাভিনবভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভবদ্দেব (পুং) স্মৃতিকৌস্তভবর্ণিত জনৈক পণ্ডিত।

ভবাদৃশ (ত্রি) ভবতো বিধা এব বিধা যস্য। যুষ্মৎসদৃশ।

ভবন (ক্লী) ভবত্যস্মিন্নিতি, ভূ-অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ। (মনু ১১।১৮) ২ প্রাসাদ।

"দেবরাজস্ত ভবনং বিবিশাতে সুপূজিতৌ।" (ভারত৩অ৫৪।১৩)

ভূ-ভাবে ল্যুট্। ৩ ভাব। ৪ জন্ম। ৫ সত্তা। (মেদিনী)

---

* ভবদেবের এই কুলপ্রশস্তি খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দে উৎকীর্ণ হয়। তাহা হইলে, তাঁহার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ-পিতামহ ১ম ভবদেব অবশ্যই ৮ম বা ৯ম শতাব্দের লোক হইতেছেন, সুতরাং সিদ্ধল গ্রাম-প্রাপ্তি ও পঞ্চ-ব্রাহ্মণের গৌড়াগমন যে তৎপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,—ব্রাহ্মণকাণ্ডে কুলপ্রশস্তির প্রতিকৃতি ও পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভবনদ (পুং) ভবসাগর, সংসার-সমুদ্র।

ভবনন্দ (পুং) জনৈক প্রাচীন অভিনেতা। (কথাসরিৎসা ২।৩৫)

ভবনন্দিন্ (পুং)ভবের পুত্র।

ভবনপতি (পুং) ভবনস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ গৃহস্বামী ২ রাশ্যধীশ, রাশিচক্রের প্রতিঘরের অধিপতি।

ভবনাগ, ১ আশ্বলায়নসূত্রভাষ্য বা প্রয়োগ-ভাষ্যপ্রণেতা। ২ ভারশিব জাতির জনৈক অধিপতি।

ভবনাথ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা রচয়িতা।

ভবনাথ মিশ্র, ১ অনর্ঘরাঘবটীকা প্রণেতা। ২ মীমাংসানয়-বিবেকরচয়িতা। ৩ ভাবপ্রকাশ-রচয়িতা ভাবমিশ্রের নামান্তর।

ভবনাধীশ (পুং) ভবনস্য অধীশঃ। ভবনপতি, গৃহস্বামী।

ভবনাশিনী (স্ত্রী) ভবং সংসারং জন্মাদিকং বা নাশয়তি উৎসাদয়তি নাশয়িতুং শীলমস্যেতি বা নশ-ণিচ্-ণিনি। সরযূ নদী, এই নদীতে স্নান করিলে পুনর্বার আর জন্ম হয় না, এই জন্য ইহাকে ভবনাশিনী কহে। (পুরাণ)

ভবনীয় (ত্রি) ভবিতুমর্হামিতি ভূ-অনীয়র্। ভবিতব্য, ভব্য, উৎপত্ত্যর্হ।

ভবন্ত (পুং) ভবত্যত্রেতি ভূ- (তৃ ভূ বহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্, স চ বিদ্‌ভবতি। বর্ত্তমান কাল। (উজ্জ্বল) ভাতি ইতি ভা-ডবতু—ভবৎ। ভবৎ শব্দের পুংলিঙ্গে প্রথমার বহুবচনে 'ভবন্তঃ' হয়।

"কে বৈ ভবন্তঃ কশ্চাসৌ বস্তাহং দূত ঈপ্‌সিতঃ।"

(ভারত ৩,৫৪।২)

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবার সময়, ব্রাহ্মণকে ভবৎ-পূর্ব্ব, ক্ষত্রিয়কে ভবন্মধ্য এবং বৈশ্যকে ভবদন্ত সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা করিবে।

"ভবৎপূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।

ভবন্মধ্যং তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরম্॥" (মনু ২।৪৯)

ভবন্তি (পুং) ভূ (ভুবো ঝিচ্। উণ্ ৩।৫০) ইতি ঝিচ্। বর্ত্তমান কাল। (উজ্জ্বল)

ভবন্নাথ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৫)

ভবমন্যু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ভবপীঠ, শিবলিঙ্গাধিষ্ঠিত পীঠভেদ। (শিবপুরাণ)

ভবভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি তত্ত্বকৌমুদী নামে শিশুপালবধ-টীকা ও সুবোধিনীনামে রঘুবংশটীকা প্রণয়ন করেন।

ভবভাবন (পুং) বিষ্ণু।

ভবভূত (স্ত্রী) ভবরূপ, অবিতথস্বরূপ পরমেশ্বর।

"বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং" (শ্বেতা৹ উপ৹)

ভবভূতি (পুং) ভবেন শিবেন ভূতিরৈশ্বর্য্যাদিকং যস্য ভব এব ভূতির্যস্যেতি বা, শিবোপাসনয়ৈবাস্য বিদ্যা উৎপন্নেতি তথা ত্বং। মালতীমাধবাদি নাটককর্ত্তা, একজন কবি। পর্য্যায়—শ্রীকণ্ঠ। (জটাধর)

প্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি মালতীমাধব ব্যতীত উত্তররাম-চরিত ও বীরচরিত নামে আরও দুইখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া নাট্যজগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে নাট্যকারের অত্যদ্ভুত রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নাটকাঙ্ক মধ্যে অভিনব দৃশ্য-সমূহের অবতারণা করিয়া স্বীয় নাট্যশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণ প্রস্ফুরণ সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। নাটকের ভাব-গভীরতা ও অভিনয়-নিপুণতা অনুধাবন করিলে অন্তঃকরণে যুগপৎ বিস্ময় ও অপূর্ব্বত্ব সমুদিত হয়। উত্তরচরিতে শম্বুকনিধন-কামী রামচন্দ্রকে জনস্থানে আনাইয়া কিরূপ কৌশলে কবি সকল দিক্ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাছে সেই পূর্ব্বস্মৃতিসমূহ সন্দর্শনে তাঁহার চিত্তে অবশ্যম্ভাবী পরিতাপ ও বেদনা সমুপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য ভাবী কোন দুর্ঘটনা সম্পাদিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া কবি অপূর্ব্ব-কৌশলে রামহৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য ছায়ারূপী সীতাকে আনয়ন করিয়া নাট্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমাঙ্কে, তিনি রাম-চরিত্র অভিনয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র সীতাচরিত্রের অভিনয় অবতারণা করিয়া নাট্যশক্তি ও বুদ্ধির অপূর্ব্ব-বিকাশ প্রকটন করিয়া-ছেন। নাট্যাভিনয়ের এই অলৌকিক আলোকরশ্মি তিনিই স্বীয় প্রখর-কুশলী বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন সংস্কৃতজগতে প্রদীপিত করিয়া গিয়াছেন *।

গ্রন্থকারের জীবনেতিহাসের কোন বিশিষ্ট ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই কারণে তাঁহার বাল্যজীবন ও বার্দ্ধক্যের কোন অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় কবি সূত্রধার মুখে এইরূপ আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন;—দক্ষিণাপথের বিদর্ভদেশের অন্তঃপাতি পদ্মপুর নগরে কবির জন্মভূমি। ঐ নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত, ধর্ম্মানুষ্ঠানরত, পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিক ও সোমযজ্ঞকারী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ গণের বাস ছিল। তাঁহাদের বংশে বাজপেয়যজ্ঞসম্পাদনকারী

* উক্ত উত্তরচরিতের অনুবাদক পণ্ডিতবর উইলসন্ লিখিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় কবি Shakespear, Beaumont ও Fletcher প্রভৃতি নাট-কাঙ্ক মধ্যে নাটকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভারতীয় মহাকবি ভবভূতির পরবর্ত্তী।

পূজ্য মহাকবি গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। এই গোপালের পৌত্র ও পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্ররূপে ভবভূতি জন্ম গ্রহণ করেন *।

তাঁহার পিতৃপুরুষগণ বেদবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বংশগত বিদ্যানুশীলন গুণে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত রচনায় পারদর্শিতার জন্য তিনি অনন্য-সাধারণ শ্রীকণ্ঠ উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম জাতুকর্ণী ছিল †। বাল্যকালে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করেন ‡।

বিদর্ভদেশে § জন্মগ্রহণের পর, ভবভূতি তাঁহার বাল্য-জীবন কোথাও কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার কোন সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। মালতীমাধব প্রকরণ পাঠে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, তাঁহার সময়ে কুণ্ডিনপুরে বিদর্ভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ¶। যে পদ্মপুর তাঁহার জন্মস্থান তাহা এক্ষণে জনশূন্য ঘোর অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ ভবভূতির আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ে গভীর গবেষণার সহিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভবভূতিকে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লোক বলিয়া কল্পনা করা যায়। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিতাখ্যান লইয়া যতগুলি নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির উত্তরচরিত ও বীরচরিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন **। কালিদাস ও ভবভূতিকৃত কাব্যের পরস্পর তুলনায় কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের কবিতা সরল ও স্বাভাবিক, ভবভূতির কাব্য দীর্ঘ-সমাস প্রয়োগে জটিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাববর্ণনা প্রকৃতির বিশেষ অনুকারী।

তাঁহার রচনাশক্তি ও বর্ণনাশক্তি যুগপৎ বিস্ময়োদ্দীপক। এরূপ ভাষাধিপত্য অপর কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। তাঁহার লেখনীপ্রসূত চরুহপদসমন্বিত দীর্ঘসমাস-বিন্যাস মেঘমন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও চিত্তগ্রাহী। মালতীর প্রণয়ে নিরাশ হইয়া মাধব আত্মবিসর্জ্জনার্থ শ্মশানঘাটে উপনীত হইয়াছেন। কবি বিভীষিকাপূর্ণ সেই ভীষণ শ্মশানের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল ;—

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটা
ঘূৎকারসংবল্গিতক্রন্দৎ ফেরব
চণ্ডাৎকৃতিভৃতপ্রাগ্ভারভীমৈস্তটৈঃ।
অন্তঃশীর্ণ-করঙ্ক-কর্পরপয়ঃ সংরোধকূলঙ্কষ।
স্রোতোনির্গমঘোরঘর্ঘররবা পারে শ্মশানং সরিৎ।"

নিশীথসময়ে ভীষণ শ্মশানভূমে আগমনকারী মানবের হৃদয়ে স্বভাবতই ভীতিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার উপর নৈশান্ধকার-বিজড়িত সেই চিতাগ্নির ক্ষীণদীপ্ত প্রভায় গাঢ় অন্ধকারময় শ্মশানপুরীর দৃশ্যসমূহ আরও বিভীষিকাময় হইয়াছে। ভূতসঙ্গপ্রসূত ভয়, ক্ষীণালোক প্রকটিত পিশাচগণের অমানুষিক আকৃতি, সমীরণের সোঁ সোঁ শব্দ, শবকঙ্কাল, প্রতিহতপ্রবাহা শৈবলিনীর ঘোর ঘর্ঘর নাদ, পেচকের উদাস-কারী রব ও শৃগালের দীর্ঘশব্দ—সেই ভীষণ শ্মশান-প্রদেশকে আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে *। উক্ত শ্লোকের দীর্ঘসমাস

---

* "অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনা পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উড়ুম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমসুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তের্নীলকণ্ঠস্যাত্ম সম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতিনামজাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিমিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্র ভবন্তো বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু।"

† ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণ-গোত্রসম্ভূতা ছিলেন। 'জাতুকর্ণগোত্রসম্ভবত্বাৎ ভবভূতিজননিত্রী জাতুকর্ণী ইত্যভিধাধি।' (উত্তরচ০ টীকা)

‡ "শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণামিবাঙ্গিরাঃ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ ॥" (বীরচ০ ১)

§ বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ।

¶ এক্ষণে বিদার নামে খ্যাত।

** অধ্যাপক উইলসন, আনন্দরাম বড়ুয়া প্রভৃতি মনীষিগণ নানাযুক্তি সহকারে একথা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বালরামায়ণ ও প্রচণ্ডপাণ্ডব-নাটক প্রণেতা রাজশেখর রামচরিত্র-রচকদিগের এইরূপ পৌর্ব্বাপৌর্য্য লিখিয়া গিয়াছেন—

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তৃমেণ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥" (প্রচণ্ড পাণ্ডব)

* ঐতিহাসিক এল্ফিনষ্টোন তাঁহার শ্মশান-বর্ণনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন ;—

'Among the most impressive descriptions is one where his hero repairs at midnight to a field of tombs, scarcely lighted by the flames of the funeral pyres and evokes the demons of the place whose appearance filling the air with shrill cries and unearthly forms is painted in dark and powerful colours, while the solitude, the moaning of the wind, the hoarse sound of the brook, the wailing owl and the longdrawn howling of the jackals which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect, the presence of their supernatural terrors.'

এবং সংবলিত, ঘুৎকার, চণ্ড, তাৎকৃত, ভূত, প্রাগ্‌ভার, ভীম, ঘোর ঘর্ঘর ও শ্মশান প্রভৃতি পদ ভীতি-সঞ্চারের প্রধান সহায় হইয়াছে।

ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘ-সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ তাঁহাকে বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতির সমযুগবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন *। রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জানা যায় যে, কবি ভবভূতি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেন†। বাক্‌পতিরাজকৃত গৌড়বধ-গ্রন্থে ভবভূতিসমুদ্র হইতে কাব্যামৃত-মন্থনের কথা লিখিত হইয়াছে।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, প্রচণ্ডপাণ্ডব, বাল-রামায়ণ, ভোজপ্রবন্ধ, প্রৌঢ়মনোরমা, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভবভূতির উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা হইতে তাহার কাল-নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা নাই।

ভবভূতিকৃত মালতীমাধব-প্রকরণ অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে তৎসাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। কুমারিল প্রভৃতি সেই বৌদ্ধ-মত-প্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ও বৈদিকক্রিয়াকলাপাদি স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় নাট্যকাব্যে পরোক্ষভাবে সেই মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর কার্য্যকলাপ অবলোকন করিলে, তৎকালে বৌদ্ধ-সমাজের ভগ্নাবস্থা বলিয়াই মনে হয়। মালতী-মাধবকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং মালতীর সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে শিবপূজার্থ পুষ্পচয়ন দেখিয়া অনুমান হয় যে,তখন হিন্দুধর্ম্ম পুনরভ্যুদিত হইতেছিল; বস্তুতঃ ঐ সময়ে বৌদ্ধগণ শিবারাধনা করিবেন—কি বুদ্ধমার্গ অনুসরণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তৎকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বৈরভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ভূরিবসু ও দেবরাত বৌদ্ধ-কন্যা কামন্দকী ও সৌদামিনী প্রভৃতির সহিত একত্র এক গুরুর পাঠশালে অধ্যয়ন করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কের 'শীতশ্চায়মর্থোঽঙ্গিরসা' ইত্যাদি বাক্যে বৌদ্ধগণের হিন্দু-সংহিতাদি অধ্যয়ন সূচিত হইয়াছে।

ভবভূতির সমসাময়িক তান্ত্রিক-সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। সৌদামিনী, কপালকুণ্ডলা ও অঘোরঘণ্টের চরিত্রে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। সৌদামিনী-চরিত্রে বৌদ্ধগণের স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক অঘোরশৈব বা তান্ত্রিক উপাসনার আভাস আছে। প্রথমে সৌদামিনী বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বিনী ছিলেন, পরে অঘোরঘণ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক গুরুচর্য্যা, তপস্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ, অভিযোগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই তান্ত্রিক ধর্ম্মগ্রহণে বৌদ্ধেরা বিশেষ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে নাই।

পঞ্চমাঙ্কে চামুণ্ডা সমীপে বলিদানের ব্যবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, তৎকালে দাক্ষিণাত্যে নরবলি প্রচলিত ছিল। অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা এই পিশাচ-প্রকৃতির চরম নিদর্শন *।

তাঁহার বীরচরিত ও উত্তরচরিত পাঠ করিলে বৈদিক সমাজের বিশিষ্টলক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যায়। লব ও কুশের জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন এবং

---

* বাণভট্ট, ময়ূর প্রভৃতি সংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

† "কবির্ব্বাক্‌পতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাম্‌॥" (রাজতর০ ৪।১৪৪)

রাজা যশোবর্ম্মা সংবৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে কান্যকুব্জ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভবভূতি যে তাঁহারই রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ আমরা কাশিকাবৃত্তির শেষাংশ-রচয়িতা বামনপ্রণীত ধ্বন্যালোক-লোচন হইতে জানিতে পারি, বামন উক্ত গ্রন্থে উত্তরচরিতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বামন ৭ম শতাব্দের শেষভাগে বা ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত মালতীমাধবের হস্তলিপির অঙ্কশেষে 'ইতি কুমারিল-শিষ্যকৃতে', 'ইতি কুমারিলস্বামীপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্বৈভব শ্রীমদুম্বেকাচার্য্যবিরচিতে,' ও 'ইতি ভবভূতি বিরচিতে,' পাঠ লিখিত থাকায় কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। কুমারিলকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য ৫৫৭-৫৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভবভূতি যে কুমারিলের মতানুসৃত হইয়াছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত নাটকের বৌদ্ধবিরোধ হইতে প্রতিপন্ন করা যায়।

মালতীমাধবের ভূমিকায় ডাঃ ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন, 'পণ্ডিতসমাজে ভবভূতি কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে।' উক্ত প্রবাদটী এই—ভবভূতি উত্তররামচরিত রচনা করিয়া কালিদাস সমীপে গ্রন্থসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস তৎকালে চতুরঙ্গক্রীড়ায় রত থাকায় ঐ নাটকখানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কালিদাস সন্তোষ-সহকারে বলিলেন গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু—

'কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা-
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো-
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ॥' (উত্তর ১)

এই শ্লোকের ৪র্থ চরণে 'এবং' শব্দে একটী অনুস্বার অধিক হইয়াছে।' তাঁহার উপদেশ মত ভবভূতি 'রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ' পাঠ লিখিয়া লইলেন। এই ক্ষুদ্র প্রবাদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ভবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক বলিতে পারা যায় না।

* ভবভূতিবর্ণিত এই নরবলি-প্রথা অনার্য্যরীতি-সমুদ্ভূত বলিয়া য়ুরোপীয়-গণের বিশ্বাস। Asiatic Researches, IX. p 203.

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; ভাণ্ডায়নাদির ব্রহ্মচর্য্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বৈদিক-আচার বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভবভূতি-অঙ্কিত প্রাচীন সমাজ-চিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত। কিরূপে উহা প্রতিপালন করিতে হয়, গ্রন্থকার রামচরিতদ্বয়ে তাহারই আভাস দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি বৈদিক-সমাজের আদর্শ গঠন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচারব্যবহারের অনুবর্ত্তন করেন, নাটকত্রয়ে এই গূঢ় উদ্দেশ্য বিমিশ্রিত রহিয়াছে। তাহার বর্ণিত বৈদিক-সমাজের পবিত্রতা, মহত্ব এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের ভীষণ নীতিভ্রষ্টতা ও হিংসাপ্রবণতা অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, তিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের ন্যায় তাঁহার বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল *। প্রণিধানপূর্ব্বক উত্তররামচরিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভবভূতি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। † তাঁহার বিদ্যাপ্রভাব চতুর্দ্দিকে প্রতিভাত হইলে, তিনি ক্রমে উজ্জয়িনীরাজের সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার নাটকত্রয় উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতৃদেব কালপ্রিয়নাথের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল *।

ভবময় (ত্রি) ভব-স্বরূপে ময়ট্। ভবস্বরূপ।

ভবমোচন, তীর্থভেদ। (তাপীখণ্ড)

ভবরুৎ (স্ত্রী) ভবে জন্মাদিপ্রদে সংসারে রোদিতি অনেনেতি, ভবে জন্মান্তে রোদিত্যনেনেতি বা রুদ-ক্বিপ্। প্রেতপটহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে বাদনীয় বাদ্যবিশেষ। (ত্রিকা০)

ভবর্গ (পুং) নক্ষত্রবর্গ।

ভবশর্ম্মন্, মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি মিথিলারাজ নৃসিংহের মন্ত্রী রামদত্তের আদেশে ষোড়শমহাদানপদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

ভবসার, গুজরাতবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। বস্ত্রাদি রং করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ভবস্বামী, ১ কল্পবিবরণ-প্রণেতা। ২ বৌধায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্য, অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, বৌধায়নচাতুর্ম্মাস্যসূত্রভাষ্য ও বৌধায়নদর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। কেশবকৃত প্রয়োগসারে ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভবস্রক্ (পুং) ১ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু।

---

* "বিদ্যাকল্পেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি।
ব্রহ্মণীব বিবর্ত্তানাং ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ ॥" (উত্তরচ০ ৬)
ইহাতে বিবর্ত্তবাদের কতক আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

† উক্ত গ্রন্থের ৪র্থ অঙ্কের 'অন্ধতামিস্রা হ্যসূর্য্যা নাম তে লোকাঃ তেভ্যঃ প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাতিন ইত্যেবং ঋষয়ো মন্যন্তে।' বচন-দৃষ্টে অনুমান হয় যে, গ্রন্থকার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—

"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥" (বাজসনেয়উঃ)

কেবলমাত্র উক্ত শ্লোকটীর শব্দার্থের উপর লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি তাহা স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বাজসনেয়োপনিষদ্-ভাষ্যে উহার এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—'অথ ইদানীং অবিদ্বন্নিন্দার্থোহয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অসুর্য্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োহপি অসুরাস্তেষাং চ অসুর্য্যাঃ। নামশব্দোহনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্ম্মফলানি লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাস্তান্ স্থাবরান্তান্ প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহং অভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ। আত্মানং ঘ্নন্তীতি আত্মহনঃ। কে তে যে অবিদ্বাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি। অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্য আত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্য আত্মনো যৎ কার্য্যং ফলং অজরামরত্বাদিসংবেদনাদিলক্ষণং তৎ হতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতা অবিদ্বাংসো জনা আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হি আত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে।' (শাঙ্করভাষ্য ৩)

ভবভূতির ও শঙ্করের ব্যাখ্যার বৈষম্য দেখিয়া কেহ অনুমান করেন যে, উত্তরচরিত-রচনা-কালে উক্ত উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ছিল না। শঙ্করের অভিনব ও মনোরম ব্যাখ্যা পাইলে কখনই ভবভূতি উপনিষদ্ বাক্যটীর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতেন না। ভবভূতি যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা কোন মতে অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

* ভবভূতি-প্রকটিত কালপ্রিয়নাথ কোন্ দেবমূর্ত্তি এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জগদ্ধরের মতানুসরণ করিয়া উঁহাকে পদ্মনগরস্থ দেবমূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বালরামায়ণ, কথাসরিৎসাগর, রঘুবংশ (৬।৩৪) ও মেঘদূত (১।৩৫) প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরীর প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তিই মহাকালনাথ, মহাকাল-নিকেতন, মহাকালবপু প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে। ভবভূতি যখন উজ্জয়িনীপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন, তখন তিনি সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতৃদেবকে কালপ্রিয়নাথ নামে সম্বোধন করিয়া থাকিবেন। উজ্জয়িনী নগরীর শিপ্রানদীর পূর্ব্বতীরস্থ পিশাচ-মুক্তেশ্বর ঘাটের পূর্ব্বদক্ষিণাংশে মহাকালের প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত।

ভবাচল (পুং) ভবস্থ মহাদেবস্থ অচলঃ। মন্দর পর্ব্বতের পূর্ব্ববর্ত্তী শৈলভেদ, কৈলাস পর্ব্বত।

"শীতান্তশ্চক্রমুঞ্জশ্চ কুলীরোঽথ সুকঙ্কবান্।

মণিশৈলোঽথ বৃষবান্ মহানীলো ভবাচলঃ॥"(মার্ক-পু০ ৫৫অ)

ভবাত্মজা (স্ত্রী) ভবস্থ শিবস্থ আত্মজেতি। মনসাদেবী।

ভবাদৃক্ষ / ভবাদৃশ্ / ভবাদৃশ (ত্রি) ভবানিব দৃশ্যতে যঃ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবচ্ছব্দপূর্ব্বক দৃশ্ ধাতোঃ কর্ম্মণি ক্রমেণ সক্, ক্বিপ্, টক্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। যুষ্মৎসদৃশ।

ভবানন্দ (পুং) একজন নট, ইনি বররুচির পিতার বন্ধু ছিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

ভবানন্দ, ১ জনৈক প্রাচীন কবি। পদ্যাবলীতে তাঁহার রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে। ২ জনৈক বৈদান্তিক। ইনি কল্পলতা নামে বেদান্তগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ৩ সদর্পকন্দর্পকাব্য প্রণেতা।

ভবানন্দ তর্কবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি রঘুনাথ শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের একখানি টিপ্পনী প্রণয়ন করেন।

ভবানন্দপুর, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুলিকনদীর পশ্চিমতীরে ১ পোয়া পথ অদুরে অবস্থিত। এখানে একটী আম্রকাননের মধ্যে পীর নেকমর্দ্দের সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ ঐ পীরের উদ্দেশে একটী মেলা হয়। এই সময় প্রায় ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত এখানে মেলা ও দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভবানন্দ মজুমদার, কৃষ্ণনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ রামচন্দ্র সমাদ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি অতিবাল্য-কালেই সংস্কৃতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৪ বর্ষ বয়সে জনৈক মুসলমান ফৌজদারকে হুগলীর পথ প্রদর্শন করায়, ফৌজদার তাহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন এবং তাহার সাহস ও সরলতায় সন্তুষ্ট হইয়া ফৌজদার তাহাকে লইয়া সপ্তগ্রামে আগমন করেন। এখানে তিনি পারস্তভাষা ও রাজকার্য্যে শিক্ষালাভ করেন। উক্ত হুগলির ফৌজদারের যত্নে বঙ্গের নবাব তাঁহাকে কানন্‌গোই পদ অর্পণ করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে সনন্দ ও মজুমদার উপাধি আনাইয়া দেন। প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের সময় তিনি সসৈন্তে মানসিংহকে সপ্তদিনব্যাপী ঝড়বৃষ্টির সময় আহার্য্য দানে রক্ষা করেন। প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া দিল্লী-গমনকালে মানসিংহ ভবানন্দকে লইয়া যান। এখানে তিনি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করিয়া মহৎপুর, নদীয়া, মারুপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাসিমপুর, বয়সা, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ পরগণার ফরমাণ্ ভবানন্দকে দেওয়াইয়াছিলেন। (হিজরী ১০১৫, খৃঃ ১৬০৬ অঃ)

সম্রাটের নিকট হইতে ফরমাণ্-গ্রহণকালে তিনি নহবৎ, ডঙ্কা, ঘড়ি, নিশান প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মাটিয়ারিতে রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাজকার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহার কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া সম্রাট্ পুনরায় তাঁহাকে সাতবৎসর পরে উখ্ড়া প্রভৃতি আর কএকখান পরগণা দান করেন (খৃঃ ১৬১৩)। শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ নামে তাহার তিনটী পুত্র ছিল। গুণ-জ্যেষ্ঠ মধ্যমপুত্র গোপাল পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। (ক্ষিতীশবংশাবলি)

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ। তিনি খ্যাতনামা পণ্ডিত বিদ্যানিবাসের পিতা ও রুদ্র তর্কবাগীশের পিতামহ। ভট্টাচার্য্য শতাবধান রাঘবেন্দ্র ও জগদীশ ভট্টাচার্য্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

তিনি তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা ভবানন্দী বা শব্দার্থসারমঞ্জরী, অনুমানদীধিতি-সারমঞ্জরী, অবয়ব, অবয়বগ্রন্থরহস্য, আখ্যাতবাদটিপ্পন, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপনয়নলক্ষণটীকা, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারকবাদ, কারকাদ্যর্থনির্ণয়, কারকার্থ, কারণবাদার্থ, কেবলান্বয়িগ্রন্থটীকা, তৃতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, তৃতীয় প্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, দশলকারবিচার, দ্বিতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়স্বলক্ষণটীকা, পক্ষতাগ্রন্থরহস্য, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পরামর্শগ্রন্থরহস্য, পুচ্ছলক্ষণটীকা, পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রথমপ্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, প্রথমস্বলক্ষণটীকা, প্রামাণ্যবাদরহস্য, বাদবুদ্ধিবিচার, মিশ্রলক্ষণ, লড়ার্থবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, সঙ্গতিলক্ষণ, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সহচার, সামান্যনিরুক্তিটীকা, সিদ্ধান্তলক্ষণটীকা ও হেত্বাভাস প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভবানী (স্ত্রী) ভবস্য ভার্য্যা ভব (ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি স্ত্রিয়াং ঙীষ্, ততঃ আনুক্। দুর্গা, ভবপত্নী।

"রুদ্রো ভবঃ সমাখ্যাতো ভবঃ সংসারসাগরঃ।

ভবঃ কামস্তথা সৃষ্টিভবানী পরিকীর্ত্তিতা॥"(দেবীপু০ ৪৫)

ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নীলগিরি পর্ব্বতের কুন্দশাখাবাহী একটী নদী। অক্ষা০ ১১°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৩৭´ পূর্ব্বে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে বক্রগতিতে প্রায় ১০৫ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়া ভবানী-নগরে কাবেরী নদীতে মিশিয়াছে। মোয়ার প্রভৃতি ক'একটী

শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কাবেরী-সঙ্গম স্থানের ভবানীনগর ব্যতীত ইহার তীরে মেট্টুপালয়ম্, সত্যমঙ্গলম্, অট্টানি, দেনৈঙ্কক্কোটিয়া প্রভৃতি ক'একটা প্রধান নগর অবস্থিত আছে। ইহার চারিটী আনিকট দিয়া অরকক্কোট্টই, তাড়াপল্লী, কোড়িবল্লী ও কলিঙ্গরয়ন নামক স্থানের জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৭২২ বর্গ মাইল। ভবানীনগর ইহার সদর। এতদ্ভিন্ন এখানে আপ্তিয়ূর, আপ্পকুড়ল, অন্থৈ, কাবেরীপুর, পাগমদৈ ও শামবল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন শিব-মন্দির ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিগন্থ পার্ব্বতীয় বন্যপ্রদেশে বন্যজাতির বাস আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর, কাবেরী-ভবানী-সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ১১° ২৬´ উঃ দ্রাঘি° ৭৭°৪৪´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান মদুরা-রাজের জনৈক সামন্তের অধিকারে ছিল। এখন কাবেরী ও ভবানী নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত আছে। উহার উপর দিয়া মান্দ্রাজ-কোয়ম্বাতুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার রাস্তা অবস্থিত। এখানে সঙ্গমেশ্বরের বিখ্যাত শিব-মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে এখানে বহু তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। নিকটে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে সুন্দর কার্পেট ও কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভবানী, স্বনামখ্যাতা হিন্দু-দেবী। হিমাচলের কন্যা এবং মহাদেবের স্ত্রী। শক্তিরূপিণী ভবানীর শান্ত ও ভয়াবহ ভেদে দ্বিবিধ প্রকৃতি। সচরাচর তাঁহার শেষোক্ত প্রকৃতিরই পূজা হইয়া থাকে। শান্ত প্রকৃতিতে তিনি উমা, গৌরী, পার্ব্বতী, হৈমবতী, জগন্মাতা ও ভবানী নামে খ্যাত এবং ভীমা প্রকৃতিতে তিনি দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চণ্ডিকা ও ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

দক্ষযজ্ঞত্যক্তপ্রাণ সতীদেহ বিষ্ণু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে তাহার অঙ্গবিশেষে এক একটী দেবীপীঠ স্থাপিত হয়। স্থানেশ্বরে ভবানী পীঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

'স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা।' (মৎস্যপুরাণ)

চৈত্রশুক্লাষ্টমীতে ভবানীর জন্ম হয়। এই উদ্দেশে ঐ দিবস ভবানীব্রত আচরিত হইয়া থাকে। (ব্রতপ্রকাশ)

সেবকসেবিকাগণের বুদ্ধিশক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে হিন্দুর ভবানী দেবী নানারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর ভবানী দেবীর সহিত মিসরদেশীয় আইসিস্ এবং গ্রীক্‌দেবী হুমে, হিকেট, পলোস্ ও ভিনাসের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

পার্ব্বতীরূপে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার শক্তিকে ত্রিধা করিয়া তিনি তাঁহাদিগের শক্তিরূপে বিরাজিত আছেন। শৈবগণ লিঙ্গরূপী শিব এবং যোনিরূপিণী ভবানীর যুগলমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। নেপাল-রাজধানী ভাতগাঁও নগরে মহাধুমধামে ভবানীর পূজা হয়। দাক্ষিণাত্যেও ভবানী-পূজা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারকালে ভবানী পূজা অধিকতর বিস্তার পাইয়াছিল। তথাকার তুলজাভবানীর মন্দির সাধারণের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। সমগ্র রাজপুতনায় বিশেষতঃ মিবারে মহাসমারোহপূর্ব্বক নয় দিবস ভবানীর পূজা হইয়া থাকে। মহারাণা আপন প্রধান প্রধান অমাত্য ও সামন্তরাজগণে পরিবৃত হইয়া ঐ পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন।

এরূপ কথিত আছে যে, ভবানী কর্ত্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী বিজয়পুর-সেনাপতি আফ্‌জল খাঁকে 'ভবানী' নামক খড়্গ দ্বারা নিহত করেন*। শিবাজী দেবীদত্ত ঐ অস্ত্রের অর্চ্চনার নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদ মধ্যে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইংরাজ-অভ্যুদয়ের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপতির সন্ততিগণ উহাঁর পূজা করিতেন।

ভবানী, নাটোর-রাজকুল-লক্ষ্মী। রাজা রামকান্তের মহিষী। 'রাণী ভবানী' নামে সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্যে পরিচিতা। তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী ব্রাহ্মণপ্রতিপালিনী ও দীনদুঃখী-জননী ছিলেন। বঙ্গভূমিতে হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যরক্ষার এবং স্বীয় স্নেহাঞ্চলে দীনদরিদ্রের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য তিনি প্রকৃত ভবানীরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরপশ্চিম-বঙ্গে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যিনি রাণীভবানীর প্রদত্ত ভূসম্পত্তি বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে সুদূর কাশীধাম পর্য্যন্ত তাঁহার অক্ষয় পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী বড়নগরে আজিও তাঁহার অতুলনীয় দেব-ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগীরথীতীরে আপন সাধুজীবন অতিবাহিত-করণ-মানসে তিনি স্বীয় প্রিয়তর বাসভূমি বড়নগরেই জীবনের শেষ সময় যাপন করিয়া ছিলেন। এই খানেই দ্রবময়ী গঙ্গার পুণ্যময় সলিলে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

---

* প্রবাদ—ভবানীর প্রসাদে তিনি ঐ খড়্গ লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের বিশ্বাস ভবানীর নামোচ্চারণপূর্ব্বক ঐ অস্ত্র পর্ব্বতে নিক্ষিপ্ত হইলেও তরবারির দৈবশক্তিপ্রভাবে পর্ব্বত দ্বিখণ্ডিত হইবে।

বড়নগরের সহিত রাণী ভবানীর জীবনী অধিক সংস্থষ্ট। বড়নগর তাঁহার অতিশয় আদরের ছিল বলিয়া অগ্রে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তিনি এই স্থানকে দেব-মন্দিরে পরিপূর্ণ করিয়া বারাণসীর সমতুল্যই করিয়াছিলেন। এক্ষণে বড়নগর ঘোর জঙ্গলে সমাবৃত হইলেও সর্ব্বত্রই একটী না একটী দেবমন্দির নয়নগোচর হইয়া থাকে। মহারাণী ভবানী-স্থাপিত এখানকার ভবানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরামূর্ত্তি বারাণসীর বিশেশ্বর ও অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিত আছে। ভবানীর পুণ্যবতী কন্যা তারা দেবীর স্থাপিত গোপালমূর্ত্তি, বিন্দুমাধব ও অষ্টভুজ গণেশ ঢুণ্ডিরাজের স্থল অধিকার করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু শত দেবালয় থাকায় এই স্থান বাঙ্গালীর একটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

নাটোর-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায়-রায়াঁ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের নায়েব কানুনগোর কার্য্য করিয়া স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে যে সকল জমিদারী লাভ করেন, রামজীবন পুত্র-বধূ রামকান্ত পত্নী ভারত বিখ্যাতা রাণীভবানী তাহার সদ্‌ব্যয় করিয়া পুণ্যশ্লোক নাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। [নাটোর দেখ।]

বাঙ্গালা ১১৫৩ সালে রাজা রামকান্ত পরলোক-গমন করিলে, রাজবধূ রাণীভবানী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। তৎকালে তাঁহার সমদায় ভূসম্পত্তি হইতে দেড় কোটী টাকা কর আদায় হইত, তন্মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে রাজস্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হইত। *

তিনি রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিমগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা, তাঁহার মাতার নাম কস্তুরা দেবী †। নাটোর-রাজসরকারের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারামের ‡ উদ্‌যোগিতায় এই অলোকসামান্যা ব্রাহ্মণ-কুমারী রাজ-সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারী-শাসনে ও যথারীতি রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ দেবীপ্রসাদের উপর রাজশাহী জমিদারীর ভারার্পণ করেন। দেওয়ান দয়ারাম বালিকা ভবানীকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা ও রাণী মুর্শিদাবাদে আগমনপূর্ব্বক জগৎশেঠ ফতেচাঁদের শরণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুরোধে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। স্বামীর লোকান্তরপ্রাপ্তির পর রাণীভবানী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র দয়ারামই তাঁহার পরামর্শদাতা ও রাজ-কার্য্য-পরিচালক ছিলেন।

অল্প বয়সে বৈধব্যদশায় উপনীত হইয়া তিনি হিন্দুরমণীর অবশ্যকর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা, দীনহীন পালন, জলাশয়-খনন ও বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জনসাধারণে ধন্য হইয়াছেন। তারা নাম্নী তাঁহার একটী মাত্র কন্যা ছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম*নিবাসী রঘুনাথ লাহেড়ী † নামা জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত তিনি স্বীয় তনয়া তারাদেবীর বিবাহ দেন। কিন্তু রঘুনাথ অল্পবয়সে তারাকে চিরব্রহ্মচারিণী ও রাণী দেবীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন। অগত্যা রাণীভবানীকে একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে হয়। এই গৃহীত পুত্রই বঙ্গের সাধকচূড়ামণি রাজযোগী রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী তাঁহার হস্তে বিষয়-ভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বড়নগরে তাঁহাদের বাসবাটী ছিল, মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে আসিয়া বাস করিতেন, এখন সাংসারিক বিপ্লব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবসেবায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার যত্নে বড়নগর দেবমন্দিরাদিতে কাশীতুল্য সুশোভিত হইয়াছিল। মাতার সঙ্গে তারা দেবীও ‡ গঙ্গা-বাসিনী হন।

রাণী ভবানীর সমুদায় সংকীর্ত্তির একটী ধারাবাহিক তালিকা সংগ্রহ করা দুরূহ। এখনও কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে তাঁহার

---

* Holwell's Interesting Historical Events p, 192.

† মতান্তরে তাঁহার মাতার নাম জয়দুর্গা। তিনি মাতৃপূজার জন্য ছাতিনা গ্রামে স্বীয় জন্মস্থানে অর্থাৎ সূতিকাগৃহের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এক সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জয়দুর্গার পূজা চলিতেছে। কিন্তু এখনও বড়নগরে কস্তুরীশ্বর শিবমূর্ত্তি কস্তুরী দেবীর নাম ঘোষণা করিতেছে।

‡ দিঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। ভবানীর বিবাহপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর আছে।

* মতান্তরে এই গ্রাম রাজশাহী জেলায় নাটোরের নিকট অবস্থিত।

† বাহারবন্দের অধিকারিণী রঘুনাথরায়-পত্নী রাণী সত্যবতী ভবানীর মাতৃস্বসা ছিলেন। তিনি উত্তরকালে কাশীবাসী হইয়া উক্ত সম্পত্তি ভগিনী-পুত্রীকে দান করিয়া যান। রামকান্তের মৃত্যুর পর, রাণীভবানী উক্ত সম্পত্তি জামাতা রঘুনাথকে অর্পণ করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর উহা কিছুকাল রাজা গৌরীপ্রসাদের ও পরে রাণী ভবানীর হস্তে আইসে।

‡ প্রবাদ—ভাগীরথীবক্ষে নৌকাবিহারকালে সিরাজ প্রাসাদোপরি আলুলায়িতকেশা রূপলাবণ্যবতী তারাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনি তারা-হরণ-মানসে বড়নগরে লোকজন পাঠান। রাণীভবানী এই দুঃসংবাদ পাইয়া পরপারস্থিত সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজীকে সংবাদ প্রেরণ করেন। বাবাজী বহুসংখ্যক বৈষ্ণব আনিয়া সিরাজের মনোরথব্যর্থ করিয়াছিলেন। সিরাজের নামে এই অপবাদ নানাকারণে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

অক্ষয়কীর্ত্তিসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বড়নগরে থাকিয়া তিনি নিত্য যে সকল পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয়ে এত বল ও অধ্যবসায় থাকিতে পারে, তাহা ধারণার অতীত।

প্রতিদিন রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে রাণীভবানী গাত্রোত্থান করিয়া জপ করিতে বসিতেন। রাত্রি অৰ্দ্ধদণ্ড থাকিতে জপ সমাধা করিয়া তিনি স্বহস্তে পুষ্পচয়নার্থ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতেন। অন্ধকাররাত্রে ভৃত্যগণ তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্পচয়নের পর প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি ঘাটে প্রায় বেলা দুই দণ্ড পর্য্যন্ত বসিয়া জপ, গঙ্গাপূজা ও শিবপূজা করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গৃহাগমনপূর্ব্বক পুরাণপাঠশ্রবণ, শিবপূজা ও ইষ্টপূজায় অভিনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে তাঁহার বেলা দুই প্রহর সময় অতিবাহিত হইত। তাহার পর, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া দশজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। তদন্তে পরিবারস্থ অপর ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ২॥০ প্রহরের পর হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মুখশুদ্ধি করিয়া তিনি কর্ম্মচারিগণকে বিষয়-কর্ম্মের আজ্ঞা দিতেন। তাহারাও আজ্ঞামত আদেশ-বাক্য লিখিয়া লইত। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর পুনরায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে পুরাণপাঠ-শ্রবণ করিতেন। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে তাঁহার পুরাণ-শ্রবণ শেষ হইত। সেই সময়ে কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী লিখনাদি শ্রবণ করাইয়া রাণীমাতার স্বাক্ষর লইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাসমীপে ঘৃতপ্রদীপ প্রদানান্তর বাসভবনে প্রত্যাগত হইয়া চারি দণ্ডকাল মালা জপ করিতেন। অনন্তর জলগ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে আসিয়া বিষয় কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যথাযথ আজ্ঞা দিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় তিনি প্রজাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া বিচার করিতেন, অবশেষে পৌরজন কে কি ভাবে আছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া, রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বিশ্রামার্থ শয়ন করিতেন।

রাণীভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেবালয়ের জন্য প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তৎসমস্তই দেবকার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি উহার এক কপর্দ্দকও কখন গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের জন্য এবং তাঁহার সহচরী বিধবামণ্ডলীর জন্য গবর্মেণ্টের নিকট বৃত্তিপ্রার্থিনী হন। এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক, ইংরাজের বৃত্তি-ভিক্ষা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা বলিতে হইবে।

এইরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেবব্রাহ্মণ ও দীনজনের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া রাণীভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে দেহ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমান বঙ্গভূমিতে সেই রাণী হিন্দুবিধবার আদর্শ-চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাণীভবানীর জীবনকালেই রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে; সুতরাং তৎপুত্র বিশ্বনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বনাথ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ায় তদীয় মহিষী রাণী জয়মণি রাণীভবানীর নিকট বড়নগরে আসিয়া বাস করেন। ভবানী জয়মণিকে সমস্ত দেবোত্তর-সম্পত্তি দানপত্রসূত্রে অর্পণ করিয়া যান *। এতদ্ভিন্ন তাঁহার স্বনামে একটী বৃত্তি ছিল তাহা এক্ষণে লোপ পাইয়াছে।

কাশীধামে রাণী ভবানীর স্থাপিত ভবানীশ্বর-মন্দির-গাত্রের শিলাফলকে লিখিত আছে,—

"বাণব্যাহৃতিরাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে।
নিবাসনগরে শ্রীমাদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ॥
ধরামরেন্দ্র-বারেন্দ্র-গৌড়ভূমীন্দ্রভামিনা।
নিন্যমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, ১৬৭৫ শকে কাশীর ভবানীশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। প্রবাদ, ঐ একই সময়ে বড়নগরে ভবানীশ্বর-মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বড়নগরে রাজরাজেশ্বরীমন্দির, করুণাময়ীমন্দির, চারি বাঙ্গালা মন্দির, জোড়বাঙ্গালা প্রভৃতি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। কএকটী প্রধান প্রধান দেবমন্দির ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। রাণীভবানী রাজপ্রাসাদের নীচের তলায় বাস করিতেন। এখন ঐ রাজবাটী ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। উহার দক্ষিণে দেওয়ানখানা, তাহার দক্ষিণে রাণী ভবানীর ব্রাহ্মণভোজনের বাটী। এখানে তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন।

ভবানী-কবচ (ক্লী) পাপগ্রহাদির প্রকোপ-নিবারণার্থ দেবীনামীয় মাদুলী বিশেষ। (রুদ্রযামল)

ভবানীদাস, পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেওয়ান সম্রাট্ আহ্মদ শাহের মন্ত্রী ঠাকুরদাসের পুত্র। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে তিনি মুসলমানরাজ শাহসুজার সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ

* পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রাণীভবানী তাঁহার দেবোত্তর সম্পত্তি জয়মণিকে দান করিয়া যান। ঐ দানপত্রের লিখনদোষে জয়মণির পোষ্যপুত্রের সহিত নাটোর-রাজবংশের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার-নিষ্পত্তির পর উক্ত সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। নাটোরবংশীয়েরা রাজরাজেশ্বরীর, বড়নগরের কুমারেরা তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত গোপালের এবং মঠবাটীর ঠাকুরেরা সমস্ত শিবলিঙ্গের সেবাইত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

করিলে, মহারাজ রণজিৎসিংহ তাহাকে দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। মহারাজের রাজস্ব ও সেনা-বিভাগের আয়ব্যয় সংস্কার করিয়া তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে সেনাদল লইয়া তিনি জম্মুবিজয়ে গমন করেন। একমাস অবরোধের পর জম্মু-অধিকার করিয়া তিনি তথাকার বিদ্রোহি-সর্দ্দার দেহুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে হরিপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া তিনি রণজিৎসিংহ কর্ত্তৃক বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মুলতান, পেশবার ও যুসুফজৈ-অভিযানে জয়ী হইয়াছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মিশ্র বেলিরাম কর্ত্তৃক তিনি তহবিল-ভঙ্গ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, রণজিৎ সিংহ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সভা মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি দ্বারা আঘাত করেন ও একলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে রণজিৎ তাহাকে পার্ব্বত্য প্রদেশে একটী চাকরী দিয়া নির্ব্বাসিত করেন, কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা ও কর্ম্মদক্ষতার জন্য রণজিৎ পুনরায় তাঁহাকে লাহোরে আনয়ন করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে ভবানীদাসের জীবলীলা শেষ হয়।

ভবানীদাস (পুং) গড়াদেশের জনৈক অধিপতি।

ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিষাঙ্কুরপ্রণেতা।

ভবানীপতি (পুং) ভবান্যাঃ পতিঃ ৬তৎ। মহাদেব। কাব্যাদিতে ভবানীপতি এইপদ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধ দোষ হইয়া থাকে। কারণ 'ভবস্য পত্নী' এই বাক্যে ভবানী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, আবার 'ভবান্যাঃ পতিঃ' এইরূপ বাক্যে ভবানীপতি হয়, ইহাতে ভবানীর পত্যন্তরাশঙ্কা হইয়া থাকে। অতএব ভবানীপতি প্রয়োগ সাধু নহে। "ভূতয়েঽস্তু ভবানীশঃ' অত্র ভবানীশশব্দো ভবান্যাঃ পত্যন্তরপ্রতীতি-কারিত্বাৎ বিরুদ্ধমবগময়তি" (সাহিত্যদ° ৭ পরি°)

ভবানী পাটনা, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অধীন কালাহাণ্ডী সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর।

ভবানীপাঠক, বারেন্দ্র ভূমিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। দস্যু-সর্দ্দার বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির দুঃখে কাতর হন। মুসলমান-রাজের যদৃচ্ছশাসন হইতে স্বদেশীয় দীনদুঃখী প্রজাবর্গের ক্লেশাপনোদন জন্য তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিসেনা-সাহায্যে মুসলমানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত প্রজার হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও দেবী রঙ্গপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা ইতিহাসে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

প্রায় ৫০ সহস্র সন্ন্যাসী অনুচরে পরিবৃত পাঠক খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিলরাশি ও তীরভূমি আলোড়িত করিয়া ইংরাজ-হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনুশাহ। শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শ দেবী ও মজনুর করাল-কৃপাণের সহযোগিতা পাইয়াছিল। একে এই সময়ে দেশ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, তাহাতে হেষ্টিংস বাহাদুরের অমানুষিক অত্যাচার। অনাহারে প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপূর্ব্বক প্রজার রক্ত-শোষণে তিল মাত্র বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া নিরীহ শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তিনি অন্ন-বস্ত্রহীন দুঃখী প্রজাদিগকে 'রাজার দোষে প্রজার কষ্ট' দেখাইয়া উত্তেজিত করিলেন, ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহি-দলে পরিণত হইল। কিন্তু ইংরাজের কামান গুলির সম্মুখে তরবারি, তীর ও সড়কী লইয়া বাঙ্গালীসৈন্য কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। যে সময়ে তিনি ইংরাজের বল অধিক দেখিতেন, তখন নিবিড় অরণ্যে লুক্কায়িত হইয়া আত্ম-রক্ষা করিতেন। শুভাবসর পাইলেই, তিনি ইংরাজকে শাস্তি দিতে বিরত হইতেন না। এইরূপে সেনানী টমাস প্রভৃতি সসৈন্যে বিদ্রোহীর হস্তে জীবনদান করেন। তিন জনের উপদ্রবে অস্থির হইয়া রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্টার গুডল্যাড সাহেব লেপ্টনাণ্ট ব্রেনানকে একদল সিপাহীর সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেহ ভবানীপাঠকের সহিত ব্রেনানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সন্ন্যাসিগণ পরাজিত না হইলেও পরিণামদর্শী ভবানীপাঠক ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন *।

ভবানীপুর, কলিকাতার দক্ষিণাংশবর্ত্তী একটী সহর। আদি-গঙ্গা-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৩´ পূঃ। এখন এইস্থান কলিকাতা রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার সন্নিকটে আলীপুরের পশুশালা ও ছোট লাটের প্রাসাদ অবস্থিত। এখানে সুঁদরিকাষ্ঠের বিস্তৃত কারবার আছে।

২ বারেন্দ্রভূমে নাটোরের তিন যোজন উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে সতী দেবীর অঙ্গুলিপীঠ আছে। (দেশাবলী)

* শুনা যায়, ইংরাজ-বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাঁহার অধীনস্থ তিনজন সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।

ভবানীপ্রসাদ, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি পূজামালিকা ও সারচিন্তামণি নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভবানীবল্লভ (পুং) শিব।

ভবানীশঙ্কর, ১ গুরু ভূদেবকৃত ধর্ম্মবিজয় নাটকের টীকাকর্ত্তা। ২ চেতসিংহকল্পদ্রুমতত্ত্ব, চন্দ্রচিন্তামণি, স্মৃতিচরণ ও স্বপ্রকাশতা-বিচার নামক চারিখানি গ্রন্থপ্রণেতা।

ভবানীশঙ্কর সেতুপতি, রামনাদের সেতুপতিবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ১৭২৪-১৭২৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [সেতুপতিবংশ দেখ।]

ভবান্তকৃৎ (পুং) অন্তং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্, ভবস্য জন্মনঃ অন্তকৃৎ ৬তৎ। বেধাঃ, ব্রহ্মা। ব্রহ্মার নিদ্রিতাবস্থায় সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়।

"যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং প্রলীয়তে।" (মনু)

২ সংসারনাশক জ্ঞান। 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ।' জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়, তখন আর জন্ম মৃত্যু কিছুই হয় না।

ভবাভীষ্ট (পুং) ভবস্য অভীষ্টঃ। ১ গুগ্‌গুলু। (রাজনি০) ভবে অভীষ্টঃ ৭তৎ। (ত্রি) ভবে ঈপ্সিত।

ভবায়না (স্ত্রী) ভবঃ শিব এব অয়নমাশ্রয়স্থলমস্যাঃ, শিবশিরসি স্থিতত্বাদস্যাস্তথাত্বং। গঙ্গা। (শব্দরত্না০) কেহ কেহ গৌরাদিত্বপ্রযুক্ত ঙীপ্ করিয়া 'ভবায়নী' এই পদ নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। (ত্রি) ২ শিবতৎপর, শৈব।

ভবাস্থ্য, চাতুর্ম্মাস্য-প্রয়োগপ্রণেতা।

ভবিক (ক্লী) ভবঃ প্রভাবঃ ঐশ্বর্য্যাদিকমিত্যর্থ উৎপাদ্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ মঙ্গল। (ত্রি) মঙ্গলযুক্ত। (অমর)

ভবিচারিন্ (ত্রি) আকাশচারী। (ঋ০ সং০ ৫।৪)

ভবিত (ত্রি) ভবো মঙ্গলং জাতোঽস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। অতীতোৎপত্তিক, ভূত। (জটাধর)

ভবিতব্য (ত্রি) ভবিষ্যৎকালে কদাপি ভাবে শক্যার্হপ্রৈষ্যাপুষ্ট প্রাপ্তকালার্থে চ ভূ ধাতোস্তব্যঃ। ভবনীয়, ভব্য, ভাবী, অবশ্যম্ভাবী, ভবিষ্যতে যাহা অবশ্য হইবে।

"ন ভবন্তমহং শোচ্যো নায়ং রাজাপরাধ্যতি।
ভবিতব্যমনেনৈব যেনাহং নিধনং গতঃ॥" (অগ্নিপু০)

ভবিষ্যতে সুখ বা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, যাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই, তাহাই ভবিতব্য।

"ভবিতব্যং হি ধাত্রাপি ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্।" (কথাসরিৎসা০)

বিধাতাও ভবিতব্যের অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। ইহাকে ভাগ্য বা অদৃষ্ট কহা যায়। ভবিতব্যের ফলে কখন কি হইবে, তাহা স্থির করা দুরূহ। ভবিতব্যের দ্বার সকল স্থলে বিদ্যমান।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র॥"
(শকুন্তলা ১ অ০)

ভবিতব্যতা (স্ত্রী) ভবিতব্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাগ্য, অদৃষ্ট। (জটাধর)

"তন্মমাচক্ষ তাবত্ত্বং কথয়িষ্যাম্যহঞ্চ তে।
যদস্য কোঽন্যথা কর্ত্তুং শক্তো হি ভবিতব্যতাম্॥"
(কথাসরিৎসা০ ২৭।৮৬)

ভবিতৃ (ত্রি) ভূ-শীলার্থে তৃচ্। ১ ভবনশীল (ভারত) সাধুভবনশীল। (মুকুট) পর্য্যায় ভূষ্ণু, ভবিষ্ণু। (অমর) ভূ-ধাতু ভবিষ্যদর্থেও তৃচ্ প্রত্যয় হয়।

"নান্যা ভার্য্যা ভবিত্রীতি বর্জ্জয়িত্বা মদালসাম্।"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ২৪।২৯)

ভবিত্র (ত্রি) ভুবন, অন্তরীক্ষ ও উদক। (ঋক্ ৭।৩৫।৯)।

ভবিন (পুং) ভবায় কাব্যাদিপ্রকাশায় ইনঃ সূর্য্য ইব ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাব্যকর্ত্তা। (ত্রিকা০)

ভবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

ভবিল (পুং) ভূ (সলিকল্যানিমহিভড়িভণ্ডিশণ্ডিপিণ্ডিতুণ্ডিকুকিভূভ্য ইলচ্। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ বিড়্গ, জার। (ত্রিকা০) ২ ভব্য, ভবিষ্যৎ। (উজ্জ্বল)

ভবিষ্ণু (ত্রি) ভূ (ভুবশ্চ। পা ৩।২।১৩৮ ইতি ইষ্ণুচ্, ভবতে ধাতোশ্ছন্দসি বিষয়ে তাচ্ছীল্যাদিষু 'ইষ্ণুচ্' প্রত্যয়ো ভবতীতি কাশিকা। ভবনশীল, ভবিতা।

ভবিষ্য (ত্রি) ভূ-লৃটঃ সদ্বেতি শতৃস্যটচ, ততো বিভাষায়াং পৃষোদরাৎ তস্য লোপঃ। ভবিষ্যৎ কাল। (হেম)

"অয়ং ভবিষ্যো কথিতো ভবিষ্যৎকুশলৈর্দ্বিজৈঃ।"
(হরিবং০ ৮১।২৮)

২ ভবিষ্যৎ কালসম্বন্ধী। (ক্লী) ৩ পুরাণ বিশেষ, ভবিষ্যপুরাণ। ৪ ফলবিশেষ। [পুরাণ দেখ]

ভবিষ্য, রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি। দেবরাজের পুত্র। [রাষ্ট্রকূটবংশ দেখ।]

ভবিষ্যগঙ্গা (স্ত্রী) শম্ভলেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটী পুণ্যতোয়া সরিৎ (স্কন্দপুরাণ শম্ভলমাহাত্ম্য)

ভবিষ্যৎ (ত্রি) ভূ লৃটঃ শতৃস্যট্ চ। কালবিশেষ, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকাল। বর্ত্তমান কালের উত্তরকালীন যে কাল, তাহাই ভবিষ্যৎ।

'বর্ত্তমান-কালোত্তরকালিনোৎপত্তিকত্বম্' (শিরোমণি)

সারমঞ্জরীমতে 'বর্ত্তমান প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব'ই ভবিষ্যৎ। পর্য্যায়—অনাগত, শ্বস্তন, প্রগেতন, বৎস্যৎ, বর্ত্তিষ্যমাণ,

আগামী, ভাবি। (রাজনি॰) অদ্যতন যাহা ঘটিবে তাহার উত্তর ভী এবং যাহা পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার উত্তর তী প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা শ্বো ভবিতা [illegible]রে ভবিষ্যতি।

ভবিষ্যত্তা (স্ত্রী) বর্ত্তমান উত্তরণপূর্ব্বক ভবিষ্যমুখে লীনতা (বৃ॰ আ॰ উপনি॰ ৩৯) (ক্লী) ভবিষ্যত্ব, ভবিষ্যতের ভাব।

ভবিষ্যদাপেক্ষ (পুং) অবশ্যম্ভাবী কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচনারূপ অলঙ্কার-ভেদ।

"সত্যং ব্রবীমি ন ত্বং মাং দ্রষ্টুং বল্লভ লপ্স্যসে।
অন্য-চুম্বন-সংক্রান্ত-লাক্ষারক্তেন চক্ষুষা॥"
"সোঽয়ং ভবিষ্যদাপেক্ষঃ প্রাগেবাতিমনস্বিনী।
কদাচিদপরাধোঽস্য [illegible]বীত্যেবমরুন্ধ যৎ॥"
(কাব্যাদর্শ ২।১২৬)

ভবিষ্যপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ-ভেদ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি নারদপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

"অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
ভবিষ্যং ভবতঃ সর্ব্বলোকাভীষ্টপ্রদায়কম্॥
তত্রাহং সর্ব্বদেবানামাদিকর্ত্তা সমুদ্যতঃ।
সৃষ্ট্যর্থং তত্র সঞ্জাতো মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা॥" (নারদ পু॰)
[বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্যোত্তর (ক্লী) পুরাণভেদ, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।

ভবীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন বহুঃ বহু-ঈয়সুন্, বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ' ইতি ভূয়াদেশঃ বেদে ন ঈলোপঃ। বহুতর। "পৃণক্ষি বসুনা ভবীয়সা" (ঋক্ ১।৮৩।১)

লৌকিক প্রয়োগে এই পদ হইবে না, 'ভূয়স্' হইবে।

ভবুয়া, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল। ভবুয়া চাঁদ ও মোহনীয় লইয়া ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই উপবিভাগ সংগঠিত হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এখানে বিচারাদালত স্থাপিত আছে। অক্ষা॰ ২৫°২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৩°৩৯´ ৩৫´´ পূঃ।

ভবেশ (পুং) শিবের নামান্তর।

ভবেশ, জনৈক হিন্দু-নরপতি। সাঙ্খ্য-প্রবচন-ভাষ্য-প্রণেতা রাজা হরসিংহ দেবের পিতা।

ভবেশ, জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি শ্রীপতিকৃত জাতক-পদ্ধতির টিপ্পন প্রণয়ন করেন।

ভবেশকবি, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পরিভাষাবিবেক-প্রণেতা বর্দ্ধমানের পিতা ছিলেন।

ভব্য (ক্লী) ভবতীতি ভূয়তে ইতি বা ভূ (ভব্যগেয়েতি। পা ৩।৪।৬৮) ইতি যৎ। ভব্যাদয়ঃ শব্দাঃ কর্ত্তরি বা নিপাত্যন্তে ইতি কাশিকা। ফলবিশেষ, চলিত চালতা। পর্য্যায়—ভব, ভবিষ্য, ভাবন, বক্তৃশোধন, লোমফল, পিচ্ছিলবীজ, ইহার গুণ অম্ল, কটু, উষ্ণ। কচি-চাল্‌তার গুণ—বাত ও কফ-নাশক, পক্কের গুণ—মধুরাম্ল, রুচিকারক,শ্রম ও শূলনাশক। (রাজনি॰)

"ভব্যং স্বাদু কষায়াম্লং হৃদ্যমাস্যবিশোধনম্।
তদেব পক্কং দোষঘ্নং গুরু গ্রাহি বিষাপহম্॥" (রাজবল্লভ)

(ত্রি) ২ শুভ। ৩ সত্য। ৪ যোগ্য। ৫ ভবি, ভবিষ্যৎ। (মেদিনী)

"ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃণু চৈতৎ ত্রয়ং দ্বিজ।" (মার্ক॰ পু॰ ৭১।৭)

৬ শ্রেষ্ঠ। (ভাগ॰ ১।১৫।১৭) ৭ প্রসন্ন।

"স মে নাথো হ্যনাথস্য ভবভব্যেন চেতসা।"(রামা॰১।৬২।৭)
'ভব্যেন প্রসন্নেন চেতসা' (রামানুজ)

(পুং) ৮ কর্ম্মরঙ্গবৃক্ষ, চলিত কামরাঙ্গা গাছ। (মেদিনী)
(পুং ক্লী) ৯ রসভেদ। ১০ নিম্ববৃক্ষ। ১১ কারবেল্ল।
(শব্দরত্নাবলী)

ভব্যজীবন (পুং) নির্যুক্তিভাষ্য নামক জৈনগ্রন্থ-রচয়িতা।

ভব্যতা (স্ত্রী) ভবস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভব্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভব্যা (স্ত্রী) ভব্য টাপ্। ১ উমা। ২ গজপিপ্পলী। (মেদিনী)

ভব্যিরাজ জনৈক প্রাচীন বৌদ্ধরাজমন্ত্রী। ইনি অশোকরাজের প্রধান সচিব ছিলেন।

ভশিরা (স্ত্রী) কন্দ বিশেষ (Beta Bengalensis)

ভষ্ ১ বুক। ২ পিশুনোক্তি, কুক্কুরাদির শব্দ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ ভষতি। লোট্ ভষতু। লিট্ বভাষ। লুঙ্ অভষীৎ, ণিচ্ ভাষয়তি।

'ভষতি শ্বা, ভষত্যন্যদোষং খলঃ সূচয়তি, ভর্ৎসনে ইতি প্রাঞ্চঃ, ভষতি শ্বা পান্থং শব্দেন নির্ভর্ৎসয়তীত্যর্থঃ'। (রমানাথ)

ভষ (পুং) ভষতীতি ভষ-কুক্কুরাদি শব্দে, অচ্। কুক্কুর। (রত্নমা॰)

ভষক (পুং স্ত্রী) ভষতীতি ভষ-(ক্বুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২) ক্বুন্। কুক্কুর। (অমর)

ভষণ (ক্লী) ভষ-ল্যুট্। বুক্কন, কুক্কুরশব্দ। (হেম)

ভষা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী। (রত্নমালা)

ভষী (স্ত্রী) ভষ-স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। শুনী, কুক্কুরী। (শব্দর॰)

ভস ১ দীপ্তি। ২ ভর্ৎসন। জুহোত্যাদি॰ পরস্মৈ॰ সেট্, দীপ্তি অর্থে অক॰, ভর্ৎসন অর্থে সক॰। লট্ বভস্তি। লোট্ বভস্তু। লিট্ বভাস। লুঙ্ অভাসীৎ অভসীৎ। এই ধাতু বৈদিক।

ভস, ভক্ষণ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ ভসতি। লট্ ভসতু। লিট্ বভাস। লুঙ্ অভাসীৎ অভসীৎ।

ভসৎ (স্ত্রী) বভস্তীতি ভস্ (শৃদৃ ভসোঽদিঃ। উণ্ ১।১২৯) ইতি অদিঃ। ১ কাষ্ঠ। ২ অধমাংস। ৩ জঘন। ৪ ভাস্কর। ৫ যোনি। (মেদিনী) ৬ মাংস। ৭ কারণ্ডবপক্ষী। ৮ প্লব। (উজ্জ্বল) ৯ কাল। ১০ হৃৎপিণ্ড।

ভসদ্য (ত্রি) কটিপ্রদেশভব, তৎসম্বন্ধীয়। (অথর্ব্ব ২।৩৩।৫)

ভসন (পুং) বভস্তীতি ভস্-ল্যু। ভ্রমর। (ভূরিপ্র০)

ভসন্ত (পুং) বভস্তীতি ভস-বাহুলকাৎ ঝচ্। কাল। (ত্রিকা০)

ভসন্ধি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সন্ধিঃ। নক্ষত্রদিগের সন্ধ্যাত্মক কালভেদ।

"সার্পেন্দ্রপৌষ্ণ্যাধিষ্ণ্যানামন্ত্যাঃ পাদাঃ ভসন্ধয়ঃ।

তদগ্রভেষ্বাদ্যপাদো গণ্ডান্তং নাম কীর্ত্ত্যতে॥" (সূর্য্যসি০)

অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ নক্ষত্রদিগের সন্ধি।

ভসমূহ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সমূহঃ। নক্ষত্র সমূহ।

ভসিত (ক্লী) ভস্-ক্ত। ভস্ম। (হেম)

"চন্দনং বামদেবাখ্যে হরিতালঞ্চ পৌরুষে।

ঈশানে ভসিতং কেচিদালেপনমিতীদৃশম্॥"(বায়ুসং ২৯।৪১)

ভসূচক (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সূচকঃ। দৈবজ্ঞ। (শব্দরত্না০)

ভস্ত্রকা (স্ত্রী) ভস্যতে ইতি ভস দীপ্তৌ ত্রন্ টাপ্। ভস্ত্রা ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ (ভস্ত্রৈষা জ্ঞাজ্ঞেতি। পা ৭।৩।৪৭) ইতি ইত্বং ন। চর্ম্মপ্রসেবিকা, ভস্ত্রা।

ভস্ত্রা (স্ত্রী) ভস্যতে হনয়েতি ভস (হুয়মাশ্রুভসিভাস্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। অগ্নিদীপক চর্ম্মনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। চলিত ভাথী ও যাঁতা। পর্য্যায় চর্ম্মপ্রসেবিকা, ভস্ত্রাকা, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রী, ভস্ত্রিকা। (শব্দরত্না০)

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।

ভরস্ব পুত্রং দুষ্মন্ত! মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥"(ভাগ০ ৯।২০।২১)

২ চর্ম্মস্থালী।

ভস্ত্রাকা (স্ত্রী) ভস্ত্রা। (শব্দরত্না০)

ভস্ত্রিক (ত্রি) ভস্ত্রয়া হরতি (ভস্ত্রাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১৬) ইতি ষ্ঠন্। ভস্ত্রা দ্বারা হরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ভস্ত্রী (স্ত্রী) ভস্যতেঽনয়েতি ভস-ত্রন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভস্ত্রা। (শব্দরত্না০)

ভস্ত্রীয় (ত্রি) ভস্ত্রা উৎকরাদিত্বাৎ-ছ (পা ৪।২।৯০) ভস্ত্রার অদূরদেশাদি।

ভস্মক (ক্লী) ভস্ম-সংজ্ঞায়াং কন্, বা ভস্ম করোতি কৃ-ড। ১ রোগভেদ, বহুভোজনকারক রোগভেদ, ভস্মকীটরোগ।

ভাবপ্রকাশে এই রোগের নিদানাদি লিখিত আছে, পরিমাণে অধিক ও রুক্ষদ্রব্য ভোজনশীল ব্যক্তির কফ ক্ষীণ এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া জঠরাগ্নি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয় এবং ঐ বর্দ্ধিত অগ্নি বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্ষিত দ্রব্যকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে, একারণ উহাকে ভস্মকরোগ কহে। ভস্মকরোগে রক্তাদি ধাতুসমূহ পরিপাক হইয়া যায়, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। পিপাসা, ঘর্ম্ম, দাহ ও মূর্চ্ছা এই কএকটী ভস্মকরোগের উপদ্রব। ভস্মক রোগে ভুক্ত সামগ্রী সহসা পরিপাক হইয়া যগুপি ধাতুসমূহ পরিপাক হয়, তাহা হইলে সত্বরই রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্র০ জাঠরাগ্নিবিকারা০) ২ অতিশয় বুভুক্ষা। ৩ স্বর্ণ। ৪ রূপ। ৫ বিড়ঙ্গ। ৭ ভাগী। (বৈদ্যকনি০)

ভস্মাগ্নি (পুং) তন্নামক রোগবিশেষ, ভস্মকীটরোগ।

ভস্মাকার (পুং) ভস্ম করোতীতি কৃ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। রজক। (শব্দমা০)

ভস্মকূট (পুং) কামরূপাস্থিত পর্ব্বতভেদ। এই পর্ব্বতে স্বয়ং মহাদেব বাস করেন।

"নন্দনাৎ পূর্ব্বভাগে তু ভস্মকূটো মহাগিরিঃ।

যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ॥"

(কালিকাপু০ ৮অ০)

ভস্মগন্ধা (স্ত্রী) ভস্মেন ইব গন্ধো যস্যাঃ। রেণুকা। (ভাবপ্র০)

ভস্মগন্ধিকা (স্ত্রী) ভস্মগন্ধোঽস্ত্যস্যা ইতি ভস্মগন্ধ (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্, টাপ্। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভস্মগন্ধিনী (স্ত্রী) ভস্মনঃ ইব বাহুল্যেন গন্ধোঽস্ত্যস্যা ইতি ভস্মগন্ধ-ইনি ঙীপ্। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য। (অমর)

ভস্মগর্ভ (পুং) ভস্ম গর্ভে যস্য। ১ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি০)

ভস্মগর্ভা (স্ত্রী) ভস্ম গর্ভে যস্যাঃ ইতি টাপ্। কপিলশিংশপা। (অমর) পর্য্যায়—

"শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সা গুরুঃ।

কপিলা সৈব মুনিভি র্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥" (ভাবপ্র০)

২ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভস্মজাবাল (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

ভস্মতা (স্ত্রী) ভস্মনো ভাবঃ তল্ টাপ্। ভস্মের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভস্মতূল (ক্লী) ভস্ম তুলতি তুলয়তি বেতি তুল-ক। গ্রামকূট। ২ পাংশু-বর্ষণ। ৩ হিম। (মেদিনী)

ভস্মন্ (ক্লী) বভস্তীতি ভস্-ভর্ৎসনদীপ্ত্যোঃ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। দগ্ধ কাষ্ঠাদি-বিকার, চলিত ছাই, শিবাঙ্গভূষণ।

'অস্ত্রাঙ্গভূষণং ভস্ম বিভূতি র্ভূতিরস্ত্র তু।' (শব্দরত্না০)

মদন ভস্ম হইলে সেই ভস্ম মহাদেব সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছিলেন।

"মহাদেবোঽথ তদ্ভস্ম মনোভবশরীরজম্।
আদায় সর্ব্বগাত্রেষু ভূতিলেপং তদাকরোৎ॥
লেপশেষাণি ভস্মানি সমাদায় তদা হরঃ।
সগণোঽন্তর্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে॥"
(কালিকাপু॰ ৪১ অ॰)

ভস্ম ললাটে মাখাইয়া পরে শিবপূজা করিতে হয়। ভস্ম, ত্রিপুণ্ড্রক, রুদ্রাক্ষ-ধারণ ও বিল্ব পত্র ভিন্ন শিব পূজা করিলে তাহার সম্যক্ ফল লাভ করা যায় না, ইহাতে কেহ কেহ বলেন, একেবারে যে পূজার ফল হইবে না, তাহা নহে, তবে তুল্য ফলের অভাব হয় মাত্র।

"বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাদস্য ফলপ্রদঃ॥"(আহ্নিকত॰)

ভস্ম ধারণ করিয়া তদুপরি চন্দনাদি ধারণ করিতে নাই। কিন্তু চন্দনাদির উপর ভস্ম ধারণ করা যাইতে পারে।*

বিধিপূর্ব্বক জাবালোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বারা ভস্ম ধারণ বিধেয়। ভস্ম মাখিলে তাহাকে আগ্নেয় স্নান কহে। [স্নান দেখ]

"আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ কৃতম্।" (যামল)

কাংস্য পাত্র ছাই দিয়া মাজিলে বিশুদ্ধ হয়।

"অম্ভসা হেমরূপ্যায়ঃ কাংস্যং শুধ্যতি ভস্মনা।
অম্লৈস্তাম্রঞ্চ রৈত্যঞ্চ পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ং॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ অশ্মরীবিকার, এক প্রকার পাথুরী রোগ।

"শর্করা সিকতা মেহো ভস্মাখ্যোঽশ্মরীবৈকৃতম্।
অশ্মর্য্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়া তুল্যব্যঞ্জনবেদনা॥"
(সুশ্রুত নিদানস্থা॰ অশ্মরীনি॰) [অশ্মরী ও পাথুরী দেখ]

ভস্মপ্রিয় (পুং) শিবের নামান্তর।

ভস্মমেহ (পুং) মেহজনিত অশ্মরী রোগভেদ। (সুশ্রুত)

ভস্মরোহা (স্ত্রী) ভস্মনি রোহতীতি রুহ-অচ্-টাপ্। দগ্ধ বৃক্ষ।

ভস্মবেধক (পুং) ভস্ম ইব বেধকঃ। কর্পূর (শব্দরত্না॰)

ভস্মসা (অব্য॰) চর্ব্বণ জন্য শব্দানুকরণ। "সর্ব্বং তে ভস্মসা কুরু" (শুক্ল যজু॰ ১১।৮০) 'ভস্মসা কুরু, চূর্ণীকুরু, চর্ব্বিত্বা ভক্ষয় ইত্যর্থঃ। ভস্মসা শব্দো ভাজন্তো নিপাতঃ, চর্ব্বণ শব্দানুকরণবাচী' (বেদদীপ) চূর্ণন। চর্ব্বণ।

ভস্মসাৎ (অব্য) ভস্ম কার্ৎস্নেন সম্পন্নং করোতি ভস্মন্-সাতি। সমুদায়ের ভস্মরূপতাকরণ, ছাই হওয়া, ভস্মাকারে পরিণত, ছাই করিয়া ফেলা। ২ সম্যক্ ভস্মীভূত।

ভস্মাগ্নি (পুং) উদরাগ্নিজ রোগভেদ। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য সকল অচিরে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ইহাকে বৃকোদর বা বাকোড় বলে।

ভস্মাঙ্গী, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। এই পর্ব্বতের শিখরদেশে ভস্মাঙ্গেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। অক্ষা॰ ১৩°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭°৬´ পূঃ। পর্ব্বতের চারি দিকে গিরিদুর্গ স্থাপিত আছে। দেখিয়া অনুমান হয় যে বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তিরক্ষার জন্য এই সকল দুর্গাদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এখানে বেদার নামক পার্ব্বতীয় জাতির বাস আছে।

ভস্মাঙ্গেশ্বর, দাক্ষিণাত্যস্থ ভস্মাঙ্গী পর্ব্বতের শিবলিঙ্গ-ভেদ।

ভস্মাচল (পুং) কামরূপস্থিত পর্ব্বতভেদ।

"মুনিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুক্তিভস্মাচলং গতে॥"(কালিকাপু॰ ৮১অ॰)

ভস্মাহ্বয় (পুং) ভস্ম আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে ইতি আ-হ্বে-বাহুলকাৎশ। কর্পূর। (ত্রিকা॰)

ভস্মাসুর, অসুর বিশেষ। এই অসুর মহিসুর জেলার ভৈরব লিঙ্গের ধ্বংস চেষ্টা করিয়াছিল।

ভস্মীভূত (ত্রি) ভস্ম অভূত তদ্ভাবে চ্বি। ভস্মিত, ভস্ম-প্রাপ্ত। ২ বিনাশিত।

ভস্মেশ্বর, জ্বরৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বিলঘুঁটে ভস্ম আট-তোলা, মরিচ ১॥ তোলা, বিষ ১॥ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া পাঁচ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে সন্নিপাতাদি নিবারিত হয়।

ভা, দীপ্তি। অদাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ অনিট্। লট্ ভাতি। লোট্ ভাতু। লিট্ বভৌ, বভতুঃ বভুঃ, বভিথ, বভাথ, বভিব। লুট্ ভাতা। লৃট্ ভাস্যতি। লিঙ্ ভায়াৎ। লুঙ্ অভাসীৎ, অভাসিষ্টাং, অভাসিষুঃ। সন্ বিভাসতি। যঙ্ বাভায়তে। যঙ্-লুক্ বাভেতি, বাভাতি। ণিচ্ ভাপয়তি। লুঙ্ অবীভবৎ। বি+অতি+ভা=ব্যতিভাব। আ+ভা=আভা। প্র+ভা=প্রভা। প্রতি+ভা=প্রতিভা।

ভা (স্ত্রী) ভা-দীপ্তৌ (ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্, টাপ্। প্রভা, দীপ্তি, আলোক। ২ কান্তি। ৩ কিরণ।

"ভায়ৈ দার্ব্বাহারমিতি" (শুক্লযজু॰ ৩০।১২)

ভাই (দেশজ) ভ্রাতা, সহোদর, ভ্রাতৃশব্দের অপভ্রংশ।

---

* "চন্দনাদ্যুপরি প্রাজ্ঞো ধারয়েদ্ভস্ম বৈদিকম্।
লৌকিকং চন্দনাদ্যং তু ভস্মোপরি ন ধারয়েৎ।
ভস্মবচ্চন্দনাদীনাং ত্যাগেনার্থে ন বিদ্যতে।
চন্দনাদীন্যতো লৌকিকান্যেবাত্র ন সংশয়ঃ॥
উপরিষ্টাচ্চন্দনাদের্ধৃতেঽস্মিংস্তভস্মনি।
চন্দনাদ্যাথভূষায়াং ফলাপ্তেঃ কো নিবারকঃ॥
মন্ত্ররহিতং ভস্ম ন ধার্য্যং—
জাবালোক্তাদিকৈর্ম্মন্ত্রৈর্ধার্য্যং ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রকম্।
অন্যথাচেজ্জলং যাবত্তজ্জন্তুররকং ব্রজেৎ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

ভাইজ, (দেশজ) ভ্রাতৃজায়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। ভ্রাতৃজায়া শব্দের অপভ্রংশ।

ভাইজী, প্রিয় ভ্রাতা, ভাইকে আদর করিয়া ভাইজী বলা হয়।

ভাইঝী (দেশজ) ভ্রাতার কন্যা।

ভাইদ্বিতীয়া (দেশজ) ভাতৃদ্বিতীয়া, যমদ্বিতীয়া।

ভাইপো (দেশজ) ভাতৃপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র।

ভাইফোটা (দেশজ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতাকে যে ফোটা দেয়, তাহাকে ভাইফোটা কহে। [ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ]

ভাইবৌ (দেশজ) ভাইবধূ, ভ্রাতার স্ত্রী।

ভাউই (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, ভাদ্রবৌ।

ভাউজ (দেশজ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ।

ভাউদাজী, বোম্বাই প্রদেশবাসী জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ্। কোঙ্কণ বিভাগের সাবন্তবাড়ীর নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে তিনি বিদ্যার্জ্জন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি এল্‌ফিনষ্টোন ও গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয়দ্বয়ে পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে বোম্বাই সহরে সংস্কারসভা (Bombay Reform Association), শিক্ষা-সমিতি (Board of Education) যাদুঘর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। ঊনবিংশতি শতাব্দের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে অনুসন্ধিৎসার প্রসার বাড়াইয়া গিয়াছেন।

ভাউসাহেব, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-সেনাপতি। ইনি পাণিপথের ৩য় যুদ্ধে বিশাল মহারাষ্ট্রবাহিনী লইয়া আহ্মদ শাহের সম্মুখীন হন। [সদাশিব ভাউ দেখ।]

ভাও (দেশজ) বর্ত্তমান বাজার দর। ২ দ্রব্যাদির চলিত মূল্য। ৩ (মরাঠী) ভ্রাতা শব্দের অপভ্রংশ।

ভাওলী (দেশজ) খাজনার পরিবর্ত্তে জমিদার প্রজার নিকট হইতে যে শস্য বিভাগ করিয়া লন।

ভাইত (দেশজ) ভ্রমোৎপাদক উপহাস। যেরূপ বিদ্রূপে ভ্রম জন্মায়।

ভাঁউর (দেশজ) ভঙ্গুর শব্দের অপভ্রংশ। বিকৃত।

ভাঁওতা (দেশজ) আবর্ত্ত শব্দজ। অসংলগ্ন বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা কোন অনিশ্চিত বিষয়ের যাথার্থ্যপ্রতিপাদনচেষ্টা।

ভাঁজ (দেশজ) ১ বস্ত্রাদির পাট। ২ সোণারূপার খাদ। ৩ গুটান বা পাকান।

ভাঁজন (দেশজ) ১ পাটকরণ, ঘোমড়ান। ২ রাগালাপ।

ভাঁজা (দেশজ) ১ মুখোচ্চারিত শব্দে সুরসংযোজনা-করণ। ২ বস্ত্রাদি গুটান।

ভাঁজাল (দেশজ) খাদমিশ্রিত।

ভাঁট (দেশজ) গুল্মভেদ। (Volkameria infortunata)

ভাঁটা (দেশজ) বর্ত্তুল, বাটুল, গণ্ডক। ২ নদীবক্ষে জুয়ারের হ্রাস। [জোয়ার ভাটা দেখ।]

ভাঁটি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ভেঁট ফুলের গাছ। (Volkameria odorata)

ভাঁটুই (দেশজ) এক প্রকার তৃণ। (Andropogon aciculatus)

ভাঁড় (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ, ভাণ্ড শব্দের অপভ্রংশ। ২ পরিহাসক, যাহারা খুব হাসাইতে পারে।

৩ পরিহাসরসিক সম্প্রদায়বিশেষ। রাজা বা সম্ভ্রান্ত লোকের সভায় নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী বা সুললিত বাক্যবিন্যাস বা তোষামোদ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহারা 'নকল' (অনুকরণকারী) নামে অভিহিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রাজামুচর বিদূষকই বর্ত্তমান ভাঁড়ের অনুরূপ। কিন্তু ভাঁড় হইতে বিদূষকের কার্য্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের বিদূষক কালে ভাঁড় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিখ্যাত গোপালভাঁড় কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

মুসলমানরাজগণের সময়েও ভাঁড়ের আদর ছিল। এরূপ কথিত আছে যে, মোগলপতি তৈমূরলঙ্গ পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল নিয়ত বিলাপ করিয়াছিলেন। সৈয়দ হোসেন নামক তাঁহার জনৈক পারিষদ আরবী ভাষায় একখানি সুললিত হাস্যোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার শোকাপনোদন করেন; তজ্জন্য তিনি মোগলরাজ কর্ত্তৃক 'ভাঁড়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সৈয়দ হোসেনই ভাঁড়সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রমে এই ভাঁড়গণ স্বতন্ত্র ব্যবসা করায় শাখা-জাতিরূপে পরিগণিত হয়। হোসেন সৈয়দ-বংশীয় হইলেও, বর্ত্তমান মুসলমান ভাঁড়গণ সেখ বা মোগলবংশসম্ভূত। শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ভেদে ইহাদের বিবাহ দিয়া থাকে। আচার ও ব্যবহারে ইহারা প্রায়ই মুসলমানের ন্যায়, তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দু-আচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাঁড় জাতি চেঁড় ও কাশ্মীরি এই দুই শাখায় বিভক্ত। অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দীন্ কাশ্মীরি ভাঁড়দিগকে আনয়ন করেন।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু ভাঁড়গণ কৈথেলা (কাপিষ্ঠলী), বাজনিয়া কামার, উজহার, বহেলা, গুজর, নোনিয়া, কড়া, পিতহজর, বরহা, নখটিয়া ও শাহপুরী এবং মুসলমান ভাঁড়গণ বরবা, ভন্দেলা, বুড়দিয়া, দেশী, গাওবাসী, হমলপুরী, হর্ধা-

জরেহা, জবোয়া, কৈথলা, কায়স্থ, কাশীবালা, কাশ্মীরি, কাঠিয়া, কতিলা, কব্বাল, খা খারিয়া, ক্ষত্রী, ক্ষেতি, মোথরা, মুসলমানি, নকল,নৌমস্লিক,পাঠান, পাটুয়া, পুরবিয়া, রাবত, সাদিকি, সেখ, তারাকিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসরই বিবাহের যোগ্য কাল বলিয়া ধার্য্য। বিধবাগণ স্ব স্ব স্বামীর বংশে বিবাহ করিতে পারে, অন্যত্র বিবাহ করিতে কোন নিষেধ নাই। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে ইহারা তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয় এবং ঐ স্ত্রীলোক আর কখন ঐ বংশে বিবাহ করিতে পারে না। মুসলমান রীত্যনুসারে ইহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। লক্ষৌনিবাসী ভাঁড়গণ শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর মুসলমান ভাঁড় মাত্রেই সুন্নী।

লক্ষৌ অধিবাসিগণ পাঁচপীর (গাজীমিঞা) এবং সৈয়দ হোসেনকে ভক্তি করিয়া থাকে। উহারা পাঁচপীরকে মলিদা, সরবৎ, ও পুষ্পমালা দ্বারা এবং সৈয়দ হোসেনকে হালুয়া, মলিদা ও মিষ্টান্ন দ্বারা পূজা করে। শবই-বরাত উৎসব উপলক্ষে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে খাদ্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করা হয়। চেঁড়গণ ঢোলক ও কাশ্মীরিগণ তবলা ও সারঙ্গ বাদ্য বাজাইয়া থাকে। ভাঁড় জাতি আমোদ উৎসবের প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত। পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান-গৃহে বিবাহ বা জন্ম উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহারা পরিহাস কৌতুকাদি দ্বারা সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

ভাঁড়ান (দেশজ) ১ ঠকান। ২ প্রবঞ্চনা করণ। ৩ মিথ্যাকথন।

ভাঁড়ানি (দেশজ) যাহারা ধান ভানিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ভাঁড়ানিয়া (দেশজ) যাহারা দিব এই ভাণ করিয়া আজ নয় কাল নয় এইরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে দিন কাটায়।

ভাঁড়াভাড়ি (দেশজ) আজ কাল করিয়া মিথ্যা ওজরাপত্তি।

ভাঁড়াম (দেশজ) ভাঁড়ের কার্য্য। ঠকের কার্য্য।

ভাঁড়ামি (দেশজ) ১ ভণ্ডতা। ২ পরিহাস। ৩ প্রবঞ্চনা।

ভাঁড়ার (দেশজ) ধনাগার, কোষ। যেখানে তৈল লবণ প্রভৃতি দ্রব্যাদি থাকে,তাহাকে ভাঁড়ার কহে, ভাণ্ডার শব্দজ।

ভাঁড়ারি (দেশজ) ভাণ্ডাররক্ষক, যাহার জিম্মায় ভাঁড়ার থাকে

ভাঁড়ি (দেশজ) ক্ষুরাদি রাখিবার কোষ।

ভাঁতি (দেশজ) ১ ভ্রম। ২ বিদ্রূপ, পরিহাস।

ভাকমিশ্র, জনৈক কলচুরিরাজ-মন্ত্রী, এই নামে এক নাট্যকারেরও উল্লেখ দেখা যায়।

ভাকুট (পুং) ভয়া দীপ্ত্যা কুটতীতি কুট-ক। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভেকুট বা ভেকৃটী মাছ। ইহার গুণ মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মকারী ও গুরু। (রাজনি॰)

ভাকুরি (পুং) ভাং কুর্চ্চতি কুর্চ-কি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দীপ্তিকারক। "ভাকুরয়ো নামৈতে ভাং হি নক্ষত্রাণি কুর্ব্বন্তি" (শত॰ ব্রা॰ ৯।৪।১।৯)

ভাকূট (পুং) ভাযুক্তাঃ কূটাঃ শিখরাণি যস্য। ১ পর্ব্বতভেদ। ২ মৎস্যবিশেষ। (মেদিনী)

ভাকোষ (পুং) ভানাং দীপ্তীনাং কোষ ইব। সূর্য্য। (ত্রিকা॰)

ভাক্ত (ত্রি) ভক্তেঃ গৌণ্যাবৃত্তেরাগতমিতি ভক্তি-অণ্। ১ পারিভাষিক, নিয়ত গৌণীবৃত্তি দ্বারা বোধিত অর্থ। গৌণ, লাক্ষণিক, ঔপচারিক,। "নন্বেবং পরত্র সপ্তমে মাসি ক্রিয়মাণস্য কথং ষাণ্মাসিকত্বম্" (তিথিতত্ত্ব) সপ্তমমাসে যে মাসিক শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে কি করিয়া ষাণ্মাসিক কহা যায়, ঐ শ্রাদ্ধ সপ্তম মাসে হইলেও উপচারবশতঃ উহাকে ষাণ্মাসিক কহা যায়, উহাই ভাক্ত। যে স্থলে উপচারবশতঃ অথবা লক্ষণা শক্তিদ্বারা অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে ভাক্ত কহে। ভক্তস্যেদমিতি অণ্। ২ ভক্তসম্বন্ধী। ভক্তমস্মৈ দীয়তে নিযুক্তমিতি ভক্ত (ভক্তাদনগুতরস্যাম্। পা ৪।৪।৬৮) ইত্যণ্। ৩ অন্নদ্বারা পোষ্য। ৪ নিয়ত অন্নদান। ভক্তায় হিতং অণ্। ৫ ভক্ত সম্পাদন-সাধন তণ্ডুল।

ভাক্তিক (ত্রি) ভক্তমস্মৈ নিযুক্তং দীয়তে ইতি ভক্ত (ভক্তাদনগুতরস্যাং। পা ৪।৪।৬৮) ইতি পক্ষে ঢক্। অন্নদ্বারা পোষ্য। ২ অন্নদান।

ভাক্ষ (ত্রি) ভক্ষা শীলমস্য ছত্রাদিত্বাদণ্ (পা ৪।৪।৬২) ভক্ষণশীল।

ভাক্ষালক (ত্রি) ভক্ষালিদেশে ভবঃ (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। ভক্ষালিদেশ ভবমাত্র।

ভাগ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভজ ভাগসেবয়োঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ অংশ। ২ রূপার্দ্ধক। ৩ ভাগ্য। ৪ একদেশ। (শব্দরত্না॰) ৫ রাশির ত্রিশভাগের এক ভাগ।

"ত্রিংশাংশকস্তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে।" (তিথিতত্ত্ব)

ভজ্ ভাবে ঘঞ্। ৬ ভজন। ভগানামৈশ্বর্য্যাণাং সমূহঃ অণ্। ৭ ঐশ্বর্য্যসমূহ। ভগো দেবতাহস্য অণ্। ৭ পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র। ৮ তৎসমসংখ্যা, একাদশ সংখ্যা। ৯ অঙ্কশাস্ত্রোক্ত ভাগহার। [ভাগহার দেখ]

ভাগক (ত্রি) ১ অংশভাগ সম্বন্ধীয়। (পুং) ভাজক।

ভাগকর (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৩) করোতীতি কৃ-ট কর, ভাগস্য করঃ। ২ ভাগকারক, বিভাগকারী।

ভাগজাতি (স্ত্রী) ভাগস্য জাতিঃ। বিভাগের প্রকারভেদ, ইহা চারি প্রকার, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি, ভাগানুবন্ধ ও ও ভাগাপবাহ। যে স্থলে অংশসমূহের সমচ্ছেদকরণ হয়, তথায় ভাগজাতি হইয়া থাকে।

"অংশানাং সমচ্ছেদকরণং ভাগজাতিঃ—

"অন্যোন্যহরাভিহতৌ হরাংশৌ রাশ্যোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবং।
মিথোহরাভ্যামপবর্ত্তিতাভ্যাং যদ্বা হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যৌ॥"
(লীলাবতী)

ভাগণ (পুং) ভানাং গণঃ। ১ সূর্য্যাদির প্রভাসমূহ।
"উদ্ধসত্তড়িদম্ভোদ-ঘটয়া নষ্টভাগণে।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্॥"(ভাগ॰ ৩।১৭।৬)
'ভাগণঃ সূর্য্যাদিপ্রভাসমূহঃ' (স্বামী) ২ ভগণসম্বন্ধী।
"দ্বীপবর্ষ-সরিদদ্রিনভঃসমুদ্র-
পাতাল-দিঙ্ নরক ভাগণলোকসংস্থা।" (ভাগ॰ ৫।২৬।৪০)

ভাগদা (স্ত্রী) ভাগং দদাতি দা-অঙ্। ভাগপ্রদাতা।
"দেবানাং ভাগদা অসৎ" (শুক্লযজু॰ ১৭।৫১)
'ভাগদা অসৎ ভাগং দদাতি ভাগদাঃ যজ্ঞেষু দেবানাং ভাগপ্রদাতা ভবতু' (বেদদীপ॰)

ভাগদুঘ (পুং) বিভাগপ্রদ। "স্বর্গায় লোকায় ভাগদুঘং" (শুক্লযজু॰ ৩০।১৩) 'ভাগদুঘং ভাগং দুগ্ধে ভাগদুঘস্তং বিভাগপ্রদম্' (বেদদীপ॰)

ভাগধ (ত্রি) প্রাপ্য বস্তুর অংশপ্রদান। "এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অস্মৈ মনুষ্যা ভবন্তি" (তৈত্তি॰ সং ২।৫।৬।৬)

ভাগধেয় (ক্লী) ভাগ এব ভাগরূপ নামভ্যো ধেয়ঃ। ইতি অভিধানান্নপুংসকত্বং। ১ ভাগ্য, অদৃষ্ট। ভাগেন ধীয়তেহসৌ বা কর্ম্মণি যৎ (পুং) ২ রাজদেয় কর।
"অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোষিতাম্।
উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাদ্দর্ভেষু বিকিরশ্চ যঃ॥" (মনু ৩।২৪৫)
ভাগো ধীয়তেহস্মৈ ধা সম্প্রদানে যৎ। ৩ দায়াদ, সপিণ্ড।

ভাগন্দর (ত্রি) ভগন্দরস্যেদং অণ্। ভগন্দরসম্বন্ধী।

ভাগভাজ্ (ত্রি) ভাগং ভজতে ভজ-ণ্বি। বিভাগকর্ত্তা।
"অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং
যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।" (ভাগ॰ ৪।৬।৫)

ভাগভুজ্ (পুং) রাজা। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ২০।১১)

ভাগমণ্ডল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কুর্গ বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা॰ ১২°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫° ৩৬´ পূঃ। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। টিপুসুলতানের সহিত কুর্গরাজের যুদ্ধের সময় এই স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়া ঐতিহাসিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হায়দারপুত্র টিপু এই নগর অবরোধপূর্ব্বক অধিকার করে। ঐ সময় তিনি প্রায় পাঁচ হাজার কুর্গবাসীকে মহিসুরে লইয়া গিয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কোড়গরাজ দদ্দবীর রাজেন্দ্র পুনরায় ভাগমণ্ডল দুর্গ অধিকার করিয়া লন। এখানে একটী প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তীর্থযাত্রিগণ কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-দর্শন-মানসে এখানে আসিয়া থাকেন।

ভাগমাতৃ (স্ত্রী) ভাগহার-নিষ্পন্নের প্রণালী বিশেষ।

ভাগল (পুং) ভগল ঋষির গোত্রাপত্য। (সাংখ্যকারিকা)

ভাগলক (ত্রি) ভগল অর্হারণাদিত্বাৎ বুঞ্। ভগব্যাপারাদি হইতে নিবৃত্ত।

ভাগলক্ষণা (স্ত্রী) ভাগে লক্ষণা ৭৩৫। শক্যার্থাংশের ভেদ পরিত্যাগ করিয়া ইতরাংশবোধক লক্ষণাভেদ। জহৎ, অজহৎ ও স্বার্থলক্ষণা। যে স্থলে বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করিয়া অপর দেশ গ্রহণ করা যায়। [লক্ষণা দেখ]

ভাগলপুর, বঙ্গপ্রেসিডেন্সীর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ছোটলাটের অধীনে জনৈক কমিসনর দ্বারা পরিচালিত। অক্ষা॰ ২৩° ৪৫´ হইতে ২৬°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৫° ৪০´ হইতে ৩৫´ পূঃ। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, মালদহ, মুঙ্গের এবং পূর্ণিয়া এই পাঁচটী জেলা লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ১১৯৪২ বর্গ মাইল।

২ ভাগলপুর বিভাগের একটী জেলা। অক্ষা॰ ২৪°৩৪´ হইতে ২৬°৩৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৬° ২৫´ হইতে ৮৭° ৩৩´ ৩১´´ পূঃ; ভূপরিমাণ ৪১৫৮ বর্গ মাইল।

ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহারী না হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু সাধারণের সুখপ্রদ। চতুর্দ্দিকে গণ্ডশৈলসমূহ বনমালা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রান্তরভূমি শ্যামলভূষায় ভূষিত করিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে আম্রবন ও মহুয়া বৃক্ষসমূহ সুমিষ্ট ফলফুলে শোভিত হইয়া জগতের সৃষ্টিকুশলতার পরিচয় দিতেছে। এখানকার ন্যাংড়া নামক আম্রফল বিশেষ উপাদেয় এবং মহুয়া দীনদুঃখীর উদরপূরণের উপায়ান্তর স্বরূপ বিদ্যমান।

এখানে পর্ব্বত ও বনমালা ভেদ করিয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া এই জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর বিভাগস্থ পলিময় সমতলক্ষেত্র ত্রিহুত জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার মধ্য ভাগে হিমালয়-বাহিনী কতকগুলি শাখানদী প্রবাহিত থাকায় উহার সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও উর্ব্বরত্বের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। দক্ষিণপূর্ব্বভাগেও অসংখ্য শাখা নদী বিরাজিত থাকায় জমির উৎপাদিকা শক্তির ও কৃষিকার্য্যের অনেক সহায়তা করিতেছে। গঙ্গার উপকূল দেশে বন্যার জলই কৃষির প্রধান অবলম্বন। কুশী-নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যে নিম্ন-তরাই-প্রদেশ শ্যামল ধান্য

ক্ষেত্রে শোভিত থাকিয়া উর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইত, এখন তাহা অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়া ব্যাঘ্রমহিষাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। ভাগলপুর নগরের দক্ষিণদিকে ভূমিভাগ ক্রমে উন্নত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। মহুয়া ও আম্রকানন ব্যতীত এখানে বহুল পরিমাণে কার্পাস বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়।

গঙ্গানদীই এখানকার সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন উত্তরাংশে কুশী, তিলযুগা, বতী, দিমড়া, তলবা, পরবাণ, ধুমান, চলৌনী, লোরণ, কটনা, দৌস ও ঘাগ্‌রী প্রভৃতি কএকটী শাখানদী প্রবাহিত আছে। দক্ষিণাংশে একমাত্র চন্দনা নদীই উল্লেখযোগ্য। বড় বড় নদীতে বৎসরের সকল সময় নৌকাযোগে যাতায়ত করিতে পারা যায়; কিন্তু ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রাবৃট্‌ধারায় স্ফীত না হইলে গমনোপযোগী হয় না।

এখানে রেশমের চাষ আছে। খনিজ পদার্থের মধ্যে গন্ধক, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এখানকার চম্পানগরী মহাভারতোক্ত অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। স্থানীয় কর্ণগড় পর্ব্বত ও অনেকানেক কীর্ত্তি এখনও মহাবীর কর্ণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। হিউএন্‌সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এখানে বহুসহস্র সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে সেই সমস্তই প্রায় ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। তৎকালে হীনযান-মতাবলম্বী প্রায় দুইশত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন এখানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিংশত্যধিক দেবমন্দির নির্ম্মিত ছিল। তন্মধ্যে পাথরঘাটা পর্ব্বত শিখরের মন্দিরগুলিই উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, মগধের গুপ্তবংশীয় মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক আদিত্যসেন দেব* ও পালবংশীয় রাজা নারায়ণপাল দেব † এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

মুসলমান অধিকারে ইহা বেহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং চম্পা প্রভৃতি স্থান সামান্য পরগণারূপে পরিগণিত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করায় এই জেলা মুঙ্গের সরকারের পূর্ব্বসীমারূপে গণ্য হইয়া মুসলমান নবাবের অধীন ছিল। তৎকালে গঙ্গার দক্ষিণাংশবর্ত্তী চৈ-পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্ ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানকার রাজস্বসংগ্রহ ও শাসনকার্য্যের ভার জনৈক দেশীয় কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। ঐ বৎসরের শেষভাগে রাজস্ব ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত রাজমহল হইতে জনৈক ইংরাজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই দেশের সুশাসন স্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কোম্পানী বাহাদুর স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে ও স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে কলেক্টর ক্লিভল্যাণ্ড দ্বারা অল্পদিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উহার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে পার্ব্বত্য জাতির অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। তাহারা উক্ত স্থান পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া এরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল যে, উহার শাসননির্দ্দেশক কোন সীমা ধার্য্য ছিল না। উহার সীমানির্দ্দেশের জন্য ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী-নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

রাজস্বসংগ্রহ ও দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার সীমার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৭৭৭ হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দস্যুদল প্রায় ৪৪ খানি গ্রাম লুণ্ঠনপূর্ব্বক জ্বালাইয়া দেয়। রাজস্বসংগ্রাহক ক্লিভল্যাণ্ডের যত্নে (১৭৮০ খৃঃ) এখানকার দস্যুপ্রভাব বিদূরিত হয়। দস্যুদলের প্রভুত্ব খর্ব্ব হইলে, এখানে কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী ৭০০ বর্গমাইল পরিমাণ ভূমি ইহার অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে খরকপুর পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্ করিয়া মুঙ্গের জেলার অধীন করা হয়।

এখানকার বিভিন্ন স্থানে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগলপুর নগরের সন্নিকটস্থ দুইটী মুসলমান তীর্থ বা মসজিদ এবং জৈন অস্‌বাল সম্প্রদায়ীদিগের দুইটী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার কর্ণগড় পর্ব্বতের ক্লিভল্যাণ্ডস্তম্ভ ও গুহাদি দেখিবার জিনিষ। এতদ্ভিন্ন পাথরঘাটা, মায়াগঞ্জ, কাহালগাঁও প্রভৃতি স্থানে বহুশত হিন্দুমন্দির ও গুহাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। বঙ্গের শেষ স্বাধীন মুসলমান-ভূপতি মামুদসহ কাহালগাঁয়ে প্রাণত্যাগ করেন। উমারপুর, খন্দৌলী, বলুয়া, সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুলতান-গঞ্জের দুইটী গণ্ডশৈলের শিখর দেশের একটীতে মসজিদ্ ও অপরটীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সিংহেশ্বরস্থান নামক গ্রামে মেলা উপলক্ষে হস্তিবিক্রয় হইয়া থাকে।

* Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 11.

† Indian Antiquary, Vol. XV. p 304-8.

এখানকার মন্দার পর্ব্বত হিন্দুর একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। পর্ব্বতটী প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে সমুদ্রমন্থনজ্ঞাপক সর্প খোদিত হইয়াছে। তীর্থের মাহাত্ম্য ব্যতীত এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরণীয় অনেক জিনিস আছে। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গাদি ব্যতীত বৌদ্ধ যুগের বহু মন্দিরাদির নিদর্শন পাওয়া যায়।

এখানে নানাপ্রকার ধান্ত ও নীলের চাষ হইয়া থাকে। ঐ নীল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়। প্রজাদিগের সহিত ভূমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমির প্রকৃত উন্নতিপক্ষে প্রজাবর্গ বিশেষ মনোযোগী নহে, পূর্ব্বে এইস্থানে বহুল পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হইত। কিন্তু এখন তাহার হ্রাস হইয়াছে। যে বিস্ময়কর ডেঙ্গু-জ্বরের কথা আজও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগরুক, তাহা সর্ব্বপ্রথমে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই জেলায় উদ্ভূত হয়। বর্ষা ও শীতের প্রারম্ভে এখানে অন্যান্ত রোগেরও অভাব নাই।

৩ উক্ত জেলার একটী মহকুমা। অক্ষা° ২৫° ৩´৩০´´ হইতে ২৫°২০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৬°৪১´-১৫´´ হইতে ৮৭°৩৩´৩০´´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৯৩৬ বর্গ মাইল। ভাগলপুর, কুমারগঞ্জ, কাহালগাঁও ও বিহিপুর থানা ইহার অন্তর্গত।

৪ উক্ত জেলার সদর গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত। এইখানে ইংরাজদিগের কেল্লা আছে। ইহা কলিকাতা হইতে ২৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী। অক্ষা° ২৫° ১৫´১৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২´ ২৯´´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনের একটী ষ্টেসন আছে। সহর ও সহরতলীতে মুসলমানদিগের কয়েকটী মসজিদ্ ও অন্যান্য জৈনদিগের দুইটী বিখ্যাত মন্দির আছে। মন্দিরদ্বয়ের একটী জগৎশেট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুসলমান অধিকারে এখানকার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালার আফগান-শাসনকর্ত্তাদিগকে দমন করিবার জন্ত, সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৭৩ ও ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্ত প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে মানসিংহ-পরিচালিত সেনাদল এই নগরে ছাউনী করে। তদবধি এখানে মোগল-সৈন্তের সেনানিবেশ হয়।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য উড়িষ্যাবিজয়ে প্রেরিত হইলে এই স্থান জনৈক ফৌজদারের শাসনাধীন হয়।

ভাগলপুরের রাজস্বসংগ্রাহক ও সুশাসন-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ অগাষ্টস্ ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের স্মরণার্থ এখানে দুইটী স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। উহার ইষ্টক নির্ম্মিতটী স্থানীয় জমিদারবর্গের কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত এবং প্রস্তরেরটী কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

ভাগলপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলান্তর্গত ঘর্ঘরানদীতীরস্থ একটী নগর। অক্ষা° ২৬°১০´ ৪০´´ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫২´ পূঃ। সাধারণের বিশ্বাস, জামদগ্ন্য পরশুরাম এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটী সুপ্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। কাহার মতে পরশুরাম অপর কাহারও মতে রাজা ভীমসিংহ ঐ স্তম্ভের স্থাপয়িতা। এতদ্ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে।

ভাগলি (পুং) ভগলা অপত্যার্থে বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৬) ১ ভগলের গোত্রাপত্য। ২ তন্নামক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

ভাগলেয় (পুং) ভাগলির গোত্রাপত্য।

ভাগবত (ক্লী) ভগবতো ভগবত্যা বেদং ভগবৎ 'তস্যেদং' ইত্যণ্। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত একখানি মহাপুরাণ।

"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥"
"লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্।
প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদম্॥"
(মৎস্যপু° পুরাণদানপ্রস্তাব)

এই মহাপুরাণ যিনি লিখিয়া প্রোষ্ঠপদী পূর্ণিমাতে দান করেন, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা বেদব্যাসপ্রণীত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ।

ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তের টীকাস্বরূপ, বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মের যে নিগূঢ় তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভাগবত-গ্রন্থ অমৃতস্বরূপ। ভাগবতের প্রথমেই লিখিত আছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"
(ভাগ° ১।১।৩)

এই বাক্য যথার্থই সত্য। বেদান্তের প্রথমসূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' প্রভৃতি সূত্র নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাগবতেরও প্রথমে "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে বেদান্তের মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া যায়। ভাগবতের মত ভগবদ্ভক্তিপ্রধান ও বেদান্তের তাৎপর্য্য একাধারে বর্ণিত এইরূপ গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবত মহাপুরাণ কি উপপুরাণ এই বিষয় লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, এই সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাকে উপপুরাণ এবং দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়া থাকেন।

[পুরাণশব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

ভাগবত (ত্রি) ভগবান্ হরিঃ ভগবতী দুর্গা বাস্য দেবতেতি ভগবৎ (সাস্য দেবতা। পা ৪।২।২৪) ইতি অণ্। ভগবদ্ভক্ত। ইহার লক্ষণ—

"সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয়সেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ৯৯ অ°)

যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, এবং তাঁহার সেবায় রত থাকেন, তিনিই ভাগবত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" (হরিভক্তিবি°)

যিনি সকল ভূতে আপনার ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন, এবং ভগবানে ও আত্মাতে ভূত সকলকে দেখেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

"শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
সমবুদ্ধ্যা প্রবর্ত্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥"(হরিভক্তিবি°)

যাঁহারা শিব, পরমেশ্বর, বিষ্ণু ও পরমাত্মাতে সমান বুদ্ধিতে দেখেন, তাঁহারাই ভাগবতপ্রধান। এই শ্লোকের সহিত 'সর্ব্বদেবান্ পরিত্যজ্য' এই শ্লোকের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পূর্ব্বে অভিহিত হইল, যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আশ্রয় করেন, আর এইস্থলে বলা হইল যিনি শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতিকে সমান দেখেন, তিনিই মহাভাগবত। একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা বাস্তবিক বিরোধ নহে। বিষ্ণুকে ভক্তি করিবে, আর অন্য দেবতার নিন্দা করিবে, এরূপ অভিপ্রায় নহে। অনন্যচিত্তে ভগবান্‌কে ভজনা করাই ইহার তাৎপর্য্য। যাঁহার সমীপে সর্ব্বদা ভাগবত থাকে, যিনি ঐ শাস্ত্র প্রতিদিন পূজা করেন ও ইহাই যাঁহার জীবনের অধিক প্রিয়, তিনি মহাভাগবত।

"যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধৌ।
পূজয়ন্তি চ যে নিত্যং তে স্যুর্ভাগবতা নরাঃ॥
যেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ।
মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ॥"
(হরিভক্তিবি° ১০ বি°)

হরিভক্তিবিলাসের ১০ম বিলাসে ভাগবতের (ভগবদ্ভক্তের) বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

যিনি তুলসীকানন দেখিয়া ভক্তিসহকারে নমস্কার করেন, তুলসীকাষ্ঠের মালাধারণ, ও তুলসীর গন্ধে পরম পুলকিত হন, তিনি ভাগবতপ্রধান। যিনি সর্ব্বদা বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করেন, বিষ্ণুর মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করেন, বিষ্ণুর কথায় যাঁহার পরম প্রীতি হয়, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

যিনি সর্ব্বদা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে অর্চনা করেন, এবং শুভ বিষ্ণুক্ষেত্রে বিষ্ণুর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার পূজা করেন, ও কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুপরায়ণ হন, তিনিই ভাগবত। যে ব্রাহ্মণ তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুক্ত, নব ইজ্যা-কর্ম্মকারক, অর্থপঞ্চক-বিশিষ্ট তিনিই ভাগবতপ্রধান। যিনি মহাবিপদে পতিত হইয়াও ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি রাখেন, যাঁহার চিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র নিবিষ্ট হয় না, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

"তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি সঃ॥
যস্য কৃচ্ছ্রগতস্যাপি কেশবে রমতে মনঃ।
ন বিচ্যুতা চ ভক্তির্বৈ স বৈ ভাগবতো নরঃ॥
আপদ্গতস্য যস্যেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো নরঃ॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১০বি°)

ভাগবতোৎপল, স্পন্দপ্রদীপ নামক তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা।

ভাগবিত্তেয় (পুং) সাংখ্যকারিকাধৃত দার্শনিক ভেদ।

ভাগবিত্ত (পুং) ঋষিভেদ।

ভাগবিত্তায়ন (পুং) ভাগবিত্তির গোত্রাপত্য।

ভাগবিত্তি (পুং) চূড়নামক ঋষিভেদ। "এতমুহৈব চূড়ো ভাগবিত্তিঃ" (শতপথব্রা° ১৪।৯।৩।১৮)

ভাগবিত্তিক (পুং) ভাগবিত্তিঃ কুৎসায়াং যুন্যপত্যে বা ঠক্। তদীয় কুৎসিত যুবা অপত্য। পক্ষে ফক্। ভাগবিত্তেয়।

ভাগবৃত্তি (স্ত্রী) উণাদিবৃত্তিভেদ।

ভাগশস্ (অব্য°) ভাগ-বারার্থে শস্। ভাগে ভাগে।
"তাম্বেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ।" (মনু ১২।২২)

ভাগসিংহ, পঞ্জাবের জনৈক অহলু-বালিয়া সর্দ্দার। ইনি জেসাসিংহের পর মিশলের অধিপতি হইয়া রামগড়িয়াদিগের সহিত কএকবার যুদ্ধ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভাগহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্, ভাগস্য হরঃ। ১ অংশগ্রাহী। অংশগ্রহণ।

ভাগহার (পুং) ভাগস্য হারো হরণম্। লীলাবত্যুক্ত অঙ্কপরিকর্ম্মাষ্টক মধ্যে ভাগহরণরূপ ব্যাপারভেদ।

"ভাজ্যাদ্ধরঃ শুধ্যতি যদ্ গুণঃ স্যাদন্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে।
সমেন কেনাপ্যপবর্ত্য হারভাজ্যৌ ভজেদ্বা সতি সম্ভবে তু॥"
(লীলাবতী)

কোন রাশিকে ইচ্ছানুরূপ নানাঅংশে বিভাগ করার নাম

ভাগহার। যে রাশিকে ঐরূপে ভাগ করা যায়, তাহার নাম ভাজ্য, যদ্দ্বারা বিভক্ত হয়, তাহার নাম ভাজক। ভাজ্য হইতে ভাজক (হর) যতগুণে শোধিত হয়, ভাগহার ক্রিয়াতে তাহাই প্রকৃত ফল।

ভাজ্য যদি ১২ এবং ভাজক ৪ হয়, তবে ঐ ভাজ্য হইতে ভাজক ৩ গুণে শোধিত হয়, অতএব এই তিনই প্রকৃত ফল। পাটীগণিতে ভাগহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যদ্দ্বারা একটী রাশি অপর একটী রাশির ভিতর কতবার আছে জানা যায়, তাহাকে ভাগহার কহে। যে রাশিকে ভাগ করা যায়, তাহাকে ভাজ্য, আর যাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়, তাহাকে ভাজক কহে; ভাগ করিয়া যে ফল হয়, তাহার নাম ভাগফল। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ভাগশেষ।

ভাগহার দুই প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র। যখন ভাজ্য ও ভাজক উভয়েই অনবচ্ছিন্ন কিংবা এক জাতীয় অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তখন তাহাকে অমিশ্র ভাগহার কহে। আর যখন ভাজ্য অথবা ভাজক, উভয়েই নানা অংশের অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তখন তাহাকে মিশ্র ভাগহার কহে।

যদি ÷ এইরূপ চিহ্ন কোন দুই সংখ্যার মধ্যে থাকে, তবে প্রথমটীকে দ্বিতীয়টী দিয়া ভাগ করিতে হয়, ইহার নাম বিভক্ত। ভাগহারে যদি ভাজ্যটী অবচ্ছিন্ন এবং ভাজকটী অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তাহা হইলে ভাগফল অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হইবে। যেমন ৩০ টাকাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, আর ৩০কে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, অর্থাৎ ৬ টাকা ৩০ টাকার মধ্যে ৫ বার আছে।

অমিশ্র ভাগহার—ভাজ্য ভাজককে এইরূপে বসাও:—ভাজক ভাগফল। ভাজ্যের অঙ্কগুলির মধ্যে বামদিক্ হইতে এমন কতকগুলি অঙ্ক লও, যাহা ভাজক অপেক্ষা অধিক; পরে নামতা দ্বারা দেখ যে, এই বামস্থিত অল্প সংখ্যাটীর ভিতর ভাজক কতবার আছে, যতবার আছে, তাহা ভাগফলের স্থানে বসাও; এই অঙ্ক ভাজকের সহিত গুণ কর, এবং এই গুণফল ভাজ্য হইতে যতগুলি অঙ্ক লইয়াছ, তাহা হইতে অন্তর কর, যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহার ডানি দিকে ভাজ্যের পর অঙ্কটী বসাও এবং পূর্ব্বের মত করিয়া যাও। যদি ভাজকটী অবশিষ্ট অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলে শূন্য দিয়া ভাজ্য হইতে পর অঙ্ক নামাইয়া কসিয়া যাও, এইরূপে যতক্ষণ না ভাজ্য হইতে সমস্ত অঙ্কগুলি নামান হইবে, ততক্ষণ কসিতে হইবে এবং সর্ব্বশেষে যদি অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে কেবল ভাগফল স্থির হইল, আর যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ভাগফল ও ভাগশেষ স্থির হইল।

যদি কোন গুণফল তাহার উপরের অঙ্ক গুলি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অঙ্কটী কমাইয়া দিতে হইবে। আর যদি অবশিষ্টটী ভাজক অপেক্ষা অধিক হয়, কিংবা তাহার সমান হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অঙ্কটীকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। যদি ভাজকটী ২০ অপেক্ষা অধিক না হয়, তাহা হইলে ভাগহারটী নামতা দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে।

উদাহরণ—২৩৩৮২৬৮ কে ৬৭৫৮ দিয়া ভাগ কর।

৬৭৫৮) ২৩৩৮২৬৮ (৩৪৬
২০২৭৪
———
৩১০৮৬
২৭০৩২
———
৪০৫৪৮
৪০৫৪৮
———
ভাগফল = ৩৪৬

এই স্থলে ভাজকটী ছয় হাজার সাতশত আটান্ন, আর ভাজ্যটীর প্রথম ৫টী অঙ্ক তেইশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশ ইহার ভিতর ভাজকটী ৩০০ বার আছে, এবং ৬৭৫৮ × ৩০০ = ২০—২৭৪০০ ; কিন্তু কষিবার সুবিধার জন্য শূন্য না রাখিয়া ৪কে ২ এর নীচে রাখিলাম, এবং এই গুণফল অন্তর করিয়া ৩১০৮ পাইলাম, যাহাতে তিন লক্ষ দশহাজার আটশ বুঝায়। নিয়মানুসারে আমরা ৬ নামাইলাম, এই ৬এ, ছয় দশ কিংবা ৬০ বুঝায়, কিন্তু উপরোক্ত কারণে শূন্যটী রাখিলাম না। এক্ষণে সমস্ত সংখ্যাটীতে তিন লক্ষ দশ হাজার আটশ আটষট্টি বুঝায়, ইহার মধ্যে ভাজকটী ৪০ বার আছে, ৬৭৫৮ × ৪০ = ২৭০৩২০ পূর্ব্বের মত শূন্য ছাড়িয়া দিয়া ২৭০৩২, ৩১০৮৬ হইতে অন্তর করিলাম এবং অবশিষ্ট ৪০৫৪ রহিল, তাহাতে চল্লিশ হাজার পাঁচ শত চল্লিশ বুঝায় এবং নিয়মানুসারে ৮ নামাইয়া সমস্ত সংখ্যাটী চল্লিশ হাজার পাঁচশ আটচাল্লিশ হইল। ইহার ভিতর ভাজকটী ৬ বার আছে। নিম্নের প্রক্রিয়া দেখ।

৬৭৫৮) ২০২৭৪০০ + ২৭০৩২০ + ৪০৫৪৮ (৩০০ + ৪০ + ৬ = ৩৪৬
২০২৭৪০০
———
\+ ২৭০৩২০
২৭০৩২০
———
\+ ৪০৫৪৮
৪০৫৪৮
———

যদি ভাজকের শেষে শূন্য থাকে, তাহা হইলে প্রক্রিয়াটীকে নিম্নোক্ত নিয়ম দ্বারা কমাইতে পারা যায়। ভাজকে যতগুলি শূন্য আছে, তাহা একটী চিহ্ন দ্বারা পৃথক্ কর, এবং যতগুলি শূন্য পৃথক্ করিলে, ভাজ্যের ডানি দিক্ হইতে ততগুলি অঙ্ক পৃথক্ কর, পরে নিয়মানুসারে ভাগ কর, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পর ভাজ্যের পৃথক্ অঙ্ক গুলি বসাইয়া দিলে সমস্ত অবশিষ্ট বাহির হইবে।

ভাজ্য ও ভাজক উভয়ের শেষে যখন শূন্য থাকে, তখনও উক্ত নিয়ম মতে করিতে হয়। যদি একটী রাশিকে আর একটী রাশি দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় রাশিটীকে প্রথম রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে। যথা ২ দিয়া ১২ কে ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, এই নিমিত্ত ২কে ১২র উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে।

মিশ্র-ভাগহার।—একটী মিশ্ররাশিকে কতকগুলি সমান অংশে বিভাগ করিবার কিংবা একটী মিশ্র রাশি আর একটী মিশ্র রাশির ভিতর কতবার আছে, তাহা জানিবার উপায়কে মিশ্রভাগহার কহে। যখন ভাজকটী অনবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তখন এইরূপে কার্য্য করিতে হয়।

অমিশ্র ভাগহারে ভাজ্য ও ভাজক যেরূপে রাখিতে হয়, এখানেও সেইরূপে রাখিতে হইবে। পরে ভাজক ভাজ্যের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ রাশির ভিতর কতবার আছে দেখ, যতবার আছে, তাহা ভাগফল স্থানে বসাও, পরে সামান্য ভাগহারে যেরূপ গুণ ও বিয়োগ বলা হইয়াছে, সেইরূপে করিতে হইবে। যদি কোন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ রাশিতে পরিণত কর, এবং যে ফল হইবে, তাহাকে ভাজক দিয়া ভাগ কর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত ভাগ করিতে হইবে।

ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার ভাগহার তাহার নাম সমানুপাতিক ভাগহার। যখন কোন সংখ্যাকে এইরূপে ভাগ করিতে হয়, যে অংশ গুলি কোন নির্দ্দিষ্ট সমানুপাতানুসারে হইবে। এই সময় নিম্ন নিয়মানুসারে করিতে হয়।

নিয়ম—কতকগুলি ভগ্নাংশ কর, যাহাদের সাধারণ হর, সমস্ত অনুপাতগুলির সমষ্টি হইবে, আর অবয়ব গুলির ভিন্ন ভিন্ন লব হইবে, পরে প্রত্যেক ভগ্নাংশ গুলির প্রদত্ত সংখ্যা গুণ কর, যে গুণফল হইবে, সেই গুলিই নির্ণীত অংশ হইবে। (পাটীগণিত) ২ বিভাগগ্রহণ।

ভাগহারিন্ (ত্রি) ভাগং হরতি হৃ-ণিনি। অংশগ্রাহী।

"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দ্দোষা ভাগহারিণঃ।
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্ত্তব্যা যাবদ্বৈ ভর্তৃসাৎকৃতাঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।১৪৪)

ভাগা, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী গিরিনদী। বড়লাছা গিরিসঙ্কটের উত্তরপশ্চিমস্থিত তুষারাবৃত হিমশিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া জনশূন্য পর্ব্বতবক্ষে প্রায় ৩০ মাইল পথ বিচরণ করিয়া লাহুল উপত্যকার কৈলঙ্গ গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পরে তণ্ডী নগর সন্নিকটে চন্দ্র নামক শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়া 'চন্দ্রভাগা' নাম ধারণ করিয়াছে।

ভাগাড় (দেশজ) মৃতগবাদি নিঃক্ষেপ-স্থান।

ভাগাপহারজাতি (স্ত্রী) ভগ্নাংশের হর যদ্দ্বারা সমান করা যায় অথবা যোগ বা বিয়োগ দ্বারা কোন একটী ভগ্ন রাশিকে অপর রাশির সহিত সমান করা যায়, এরূপ অঙ্কপ্রকরণবিশেষ।

ভাগার্থিন্ (ত্রি) ভাগং অর্থয়তি অর্থ-ণিনি। ভাগপ্রার্থী।

ভাগার্হ (ত্রি) ভাগস্য অর্হঃ। ভাগের যোগ্য।

ভাগাসিদ্ধ (ত্রি) হেত্বাভাসভেদ। পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যের অভাব। "পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন সাধ্যাভাবঃ, যথা পৃথিবী গন্ধবতী ঘটত্বাদিত্যাদৌ পৃথিবীত্বসামানাধিকরণ্যেন ঘটাদৌ ঘটত্বাভাবঃ" (গদাধর)

ভাগাসুর (পুং) অসুর বিশেষ। (গণেশপুরাণ)

ভাগিক (ত্রি) ভাগ (ভাগাদযশ্চ। পা ৫।১।৪৯) ইতি পক্ষে ঠন্। বৃদ্ধির জন্য দত্ত মুদ্রাদি, সুদ স্থির করিয়া যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হয়। "ভাগো বৃদ্ধ্যাদিরস্মিন্ দীয়তে ভাগ্যং ভাগিকং শতং, ভাগ্যা ভাগিকা বিংশতিঃ" (সিদ্ধান্তকৌ°)

ভাগিন্ (ত্রি) ভজ-ঘিনুণ্। ১ অংশবিশিষ্ট। (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৩) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"দুঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী।"
(গৌঃ রামা ২।৭।২০)

ভাগিনেয় (পুং) ভগিন্যা অপত্যং ভাগিনা (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ভগিনীপুত্র। পর্য্যায় স্বস্রীয়, স্বস্রিয়। (শব্দরত্না°) ভগিনীপুত্র মুখ্য প্রতিনিধি, অর্থাৎ প্রতিনিধি দিতে হইলে ভাগিনেয়ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"ঋত্বিক্‌পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োহথ বিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি।" (তিথিতত্ত্ব)

ভাগিনেয় অবশ্যপোষ্যের মধ্যে গণনীয়। যেরূপ পুত্রাদিকে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ ভাগিনেয়কেও করা উচিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাগিনেয়কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, কিন্তু শূদ্রের নিষেধ নাই।

"দৌহিত্রো ভাগিনেয়শ্চ শূদ্রেস্তু ক্রিয়তে সুতঃ।
ব্রাহ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়সুতঃ ক্বচিৎ॥"
(দত্তকচন্দ্রিকা)

ভাগিনেয়ের মৃত্যু হইলে মাতুলের পাক্ষিণী অশৌচ হয় এবং মাতুলের মৃত্যুতেও ভাগিনেয়ের ঐরূপ অশৌচ হয়।
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

ভাগিনেয়ী (স্ত্রী) ভগিনী-ঢক্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ভগিনীর কন্যা। চলিত ভাগ্নী।

ভাগীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ভাগীয়-ঈয়সুন্, ইনোলোপঃ। অতিশয় ভাগযুক্ত। (হরিবং° ১৩১অ°)

ভাগীরথ (ভগীরথ) ভারতী, জনৈক পরিব্রাজক পরমহংস। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্থলপথে দক্ষিণাভিমুখে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে আসাম-সীমান্তবর্ত্তী পর্ব্বতমালা, পশ্চিমে কাবুল, কান্দাহার, হিঙ্গলাজ ও খোরাসান এবং উত্তরপথে হিমালয়পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ভোটদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চীনতাতারের অন্তর্গত য়ারকন্দ নগর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি একদঙ্গলী গোঁসাইর জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক আরবদেশের মস্কট নগরে উপনীত হন। তথা হইতে পুনরায় সমুদ্রপথে মরিসস্ দ্বীপে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন-কালে তিনি আদেন ও মক্কা নগর পশ্চাতে রাখিয়া ১৭।১৮ দিন পরে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমোত্তরদেশে একটা পর্ব্বতের উপর জ্বালামুখী দর্শন করিয়াছিলেন *।

ভাগীরথী (স্ত্রী) ভগীরথস্যেয়ং অণ্ ঙীপ্। গঙ্গা, ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, এইজন্য তাহাকে ভাগীরথী কহে।

"ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা।
ইত্যেব কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ গঙ্গোপাখ্যা॰)

[বিশেষ বিবরণ গঙ্গা দেখ]

ভাগীরথী, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর একটী শাখা। মুর্শিদাবাদ জেলার সুঁতী থানার অন্তর্গত ছাপঘাটী গ্রামের মূলনদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র বিধৌত করিয়া নবদ্বীপের নিকট এই নদী জলঙ্গীর সহিত মিশিয়াছে। তৎপরে হুগলী সংজ্ঞা লাভ করিয়া কলিকাতা রাজধানীর সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জলঙ্গী ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলার বাঁসলোই, পাগলা, চোয়া, ডেকরা, অজয় ও খেরী নামক কএকটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি নগর ভাগীরথীতীরে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে।

হিন্দুর নিকট এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীবারি পরম পবিত্র। পুরাণে সগরবংশের উদ্ধার জন্য সূর্য্যবংশাবতংস ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়নের যে কিম্বদন্তী আছে, এই পবিত্রসলিলা শাখা নদীর উপর তাহাই আরোপিত হইয়াছে। ভগীরথ বঙ্গদেশ দিয়া গঙ্গাদেবীকে লইয়া যান বলিয়া এখানে দেবনদী ভাগীরথী নামে গৃহীত হইয়াছেন। ভগীরথ কপিলশাপে ভস্মীভূত সগরবংশের প্রকৃত পথ দেখাইতে অসমর্থ হইলে গঙ্গা শতধা বিভক্ত হইয়া তাহাদের অন্বেষণে গমন করেন। এই জন্য ভাগীরথীর শতমুখী মোহানা নদীজালে বিজড়িত। এই নদীর মোহানা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সাগরদ্বীপে সাগরযাত্রীগণ সগরবংশের লীলাভূমি দর্শন করিয়া থাকেন।

২ উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় প্রবাহিত গঙ্গার অঙ্গভূত নদীবিশেষ। গঙ্গোত্তরী শিখরের তুঙ্গভূমি হইতে উদ্ভূত হইয়া গড়বাল রাজ্যের পার্ব্বতীয় বক্ষ জলসিক্ত করিয়া এই নদী দেবপ্রয়াগের নিকট অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে। অলকানন্দা হইতে ক্ষুদ্রকলেবরা হইলেও, হিন্দুগণ ইহাকেই ভগীরথ-আনীত পবিত্র বারিধারা বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকের বিশ্বাস, এই ভাগীরথী অলকানন্দা-সম্মিলনে গুপ্তভাবে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদের নিকট স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া ভাগীরথী নামে সাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। [গঙ্গা দেখ।]

ভাগীরথী, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশৃঙ্গ। ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান গঙ্গোত্তরী-শিখরের অদূরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ৩০° ৫৬' ৫" উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৮° ৫৯' ১" পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই শিখরভূমি ২১৩৯০ ফিট উচ্চ।

ভাগুরিমিশ্র, জলাশয়প্রতিষ্ঠা ও প্রসাদপ্রতিষ্ঠা নামক গ্রন্থদ্বয়-প্রণেতা।

ভাগুরি (পুং) ১ ভাগুরিস্মৃতিপ্রণেতা মুনিবিশেষ। কমলাকর ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক বৈয়াকরণ ও আভিধানিক, হলায়ুধ, ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

"বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।" (সিদ্ধান্তকৌ)

৩ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ (বৃ॰ স॰ ৪৮।২) পর্য্যায়—শতলুম্পক। (জটাধর)

ভাগোজীনায়ক, মহারাষ্ট্রদেশবাসী জনৈক ভীলসর্দ্দার, ভীলদলের নায়কতা গ্রহণ করিয়া ইংরাজবিদ্রোহী হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন উত্তরভারত সিপাহীবিপ্লবে আলোড়িত, ভাগোজী তৎকালে দক্ষিণভারতে বৈরনির্য্যাতনকল্পে অসি হস্তে লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন।

প্রথমে এই ভীলসর্দ্দার আহম্মদনগরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে পুলিসে কর্ম্ম করিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সে দাঙ্গাহাঙ্গামায় জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। এই সময়ে

* পরমহংস বলেন, ঐ পর্ব্বত রুমশাম দেশের নিকটবর্ত্তী। তুরুষ্কের নাম রুম ও সিরিয়ার পারসিক নাম শাম। সুতরাং ঐ জ্বালামুখীকে সিনাই-দ্বীপস্থ আরবের গিরি বলিয়া মনে হয়।

পার্শ্ববর্ত্তী ভীলরাজ্যেও বিদ্বেষাগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে। পাছে নিজামরাজ্য হইতে ভীলগণ আসিয়া আহ্মদনগর আক্রমণ করে, এই ভয়ে ইংরাজগণ বিশেষ সতর্ক হইতে ছিলেন। উত্তর-ভারতের সিপাহীবিদ্রোহের ভাবীফল আশঙ্কা করিয়া অগ্রেই অস্ত্রত্যাগের জন্ত সাধারণ্যে আদেশ হইল। ভাগোজী কারামুক্ত হওয়া অবধি প্রতিহিংসানলে জর্জ্জরিত হইতেছিল। মহাসাহসী ভাগোজীর এই সংবাদ ভাল লাগিল না। সে স্বীয় জন্মভূমি নান্দুর সিঙ্গোট-গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক অনতিদূরবর্ত্তী পুণা হইতে নাসিক যাইবার পথে দলবলসহ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার গম্ভীর প্রকৃতি তাহার শক্তির পরিচায়ক ছিল। একদিনে তাহার ছত্রতলে প্রায় ৫০ জন আত্মীয় আসিয়া জুটিল। তাহারা সকলেই ইংরাজনির্য্যাতনে সমুৎসুক।

এই সংবাদ ইংরাজমহলে পৌঁছিলে লেফ্টেনান্ট হেনরী খেচার ৫০টী মাত্র পুলিস সেনাসহযোগে তাহাকে দমনার্থ অগ্রসর হন। উভয় দলের সংঘর্ষে একটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ভীলদিগের হস্তে হেনরী প্রভৃতি কএকজনের মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া সমগ্র ভীল জাতিই তাহার সহিত আসিয়া যোগ দেয়। এইরূপে ক্রমে তাহার অধীনে প্রায় ৭ হাজার ভীল আসিয়া সমবেত হয়। উক্ত যুদ্ধে ১৪ দিন পরে (১৮ই অক্টোবর) আকোলার অন্তর্গত শামশেরপুর পর্ব্বতে ভাগোজীর সহিত ইংরাজ-সেনানী মেকনগি-পরিপালিত ২৬সংখ্যক পদাতিকদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধেও ইংরাজ পক্ষে লেফ্টনান্ট গ্রেহাম ও মিঃ চাপম্যান আহত হইয়াছিলেন।

একদিকে ভীলবিদ্রোহ-দমনের জন্ত ইংরাজগণ যেরূপ ব্যাপৃত ছিলেন, অপর দিকে বিদ্রোহী দল সেইরূপ মত্ততার সহিত নাসিক, খান্দেশ ও নিজাম রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা আহ্মদনগর-সীমান্তে পদার্পণ করে নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে ভাগোজী ও হরজী নায়ক ভীল-সেনাদল লইয়া আহ্মদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গমনেরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অস্তোরাদর নামক স্থানে ভীল ও ইংরাজ দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভীলপক্ষে ভাগোজীর পুত্র যশোবন্ত হত ও কএকজন আহত হয়।

পুনরায় শীতের প্রারম্ভে ভাগোজী ভীলদল একত্র করিয়া কোর্হালা ও কোপরগাঁও লুণ্ঠন করে। এই সংবাদে ইংরাজ-সেনানী তুটাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ক্রমাগত কৌশদিন অহোরাত্রি কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শত্রুর চক্ষে ধূলি দিয়া পুনরায় আহ্মদনগরে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত বৎসর ১১ই নবেম্বর নাসিক জেলার অন্তর্গত সিন্নর উপবিভাগের মিঠসাগর গ্রামে ভাগোজীর সহিত ইংরাজসেনানী তুটালের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভাগোজী সদলে নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পর দুএকটী ভীল-সম্প্রদায় তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইংরাজহস্তে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল।

ভাগ্য (ক্লী) ভজ্যতেঽনেন ইতি ভজ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১। ১২৪) ইতি ণ্যৎ (চজোঃ কু ঘিণ্ণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কুত্বং। প্রাক্তন, শুভাশুভকর্ম্ম, পর্য্যায় দৈব, দিষ্ট, ভাগধেয়, নিয়তি, বিধি, প্রাক্তন-কর্ম্ম, ভবিতব্যতা, শুভাশুভ কর্ম্ম।

আমরা শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি না কেন, তাহার একটী সংস্কার আত্মাতে বদ্ধ থাকিবে, ঐকর্ম্ম জন্ত সংস্কারই ভাগ্য বা অদৃষ্ট নামে খ্যাত। দান ও পুণ্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে ইহলোকে যশঃ ও খ্যাতি প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ ভাবে ঐ কর্ম্ম জন্ত আত্মাতে বাসনা বা সংস্কার জন্মে, যাহা ভাবিকালে ফল প্রসব করিয়া থাকে। যখন যে পরিমাণে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম বা শুভাশুভ চিন্তা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই সংস্কার বা ভাগ্যরূপে পরিণত হয়, ঐ ভাগ্যানুসারেই মানব সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মরাশিই ইহজন্মের ফলদাতা, ইহজন্মের কর্ম্ম পরজন্মের ভাগ্য হয়, সামান্ত বা বৃহৎ যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই করা যাউক না কেন, তাহাতে শুভাদৃষ্ট বা ভাগ্য হয়।

"সমুদ্রমন্থনে লেভে হরিল্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥" (উদ্ভট)

ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহার অন্তথা করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

২ উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। "শ্রবণানিলহস্তার্দ্রা ভরণী-ভাগ্যোপগঃ সুতোঽর্কজঃ।" (বৃহৎস৹ ১০।১)

ভাগো বৃদ্ধাদিরস্মিন্ দীয়তে ইতি ভাগ-(ভাগাদ্ যচ্চ। পা ৫।১।৪৯) ইতি যৎ। (ত্রি) ৩ ভাগিক।

ভাগমর্হতি ভাগ-যৎ। ৪ ভাগার্হ। ভজ-ণ্যৎ। ৫ ভজনীয়।

ভাগ্যবৎ (ত্রি) ভাগ্য অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্ত ব। ভাগ্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ ভাগ্যবতী।

ভাগ্যভাব (পুং) ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিষয়। জাতকের জন্ম লগ্ন হইতে নবম স্থানে ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। জাতকাভরণে লিখিত আছে—

"ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেয়ং বিহায় ভবনান্তরম্।
আয়ুর্বিদ্যা যশো বিত্তং সর্ব্বং ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥
বিহায় সর্ব্বং গণকৈর্বিচিন্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্র যত্নাৎ।
আয়ুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যান্বিতেনৈব ভবন্তি ধন্যাঃ॥"

তনু প্রভৃতি অন্যান্য স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান চিন্তা করা বিশেষরূপে আবশ্যক, যে হেতু আয়ু, বিদ্যা, যশঃ ও বিত্ত এ সকলই ভাগ্যাধীন। এই কারণে জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ অন্যান্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যত্নসহকারে ভাগ্যচিন্তা করিবেন। ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিতা ও বংশ সকলই ধন্য।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে নবম স্থানকে ভাগ্যালয় কহে। ঐ স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তৎস্থান স্থিত হয়, কিংবা ঐ স্থানে উক্ত শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য স্বদেশোদ্ভব ভাগ্যফল ভোগ করে। আর যদি ঐ ভাগ্যস্থান অধিপতি ভিন্ন স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে মানব দেশান্তরে ভাগ্যবান্ হয়। কিন্তু ক্রূরগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভাগ্যহীন হইয়া বিবিধ দুঃখ ভোগ করে। ভাগ্যেশ্বর যদি বলবান্ হইয়া ভাগ্যস্থানে কিংবা স্বগৃহে বিরাজ করেন, তাহা হইলে ঐ স্থানের গ্রহসংস্থান বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ বিবেচনা করিবে। যাহার জন্মকালে লগ্নস্থ তৃতীয়স্থ ও পঞ্চমস্থ বলবান্ গ্রহের নবম স্থানে দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তি রূপবান্, বিলাসশীল ও বহু অর্থযুক্ত হয়। যে জন্ম কালে নবমস্থ গ্রহ স্বগৃহস্থিত হইয়া শুভগ্রহ কর্তৃক লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালী ও কুলভূষণ হইয়া থাকে। নবমস্থ রবি এবং মঙ্গল যদি পূর্ণেন্দুযুক্ত ও বলবান্ হয়, তাহা হইলে মনুষ্য স্বীয় বংশের মর্য্যাদানুসারে শুভ গ্রহের দশায় রাজমন্ত্রী কিংবা রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্য স্থানে অবস্থিতি করে এবং গৃহ তাহার উচ্চ স্থান হয়, তবে ঐ মনুষ্য ঐশ্বর্য্যশালী হয় এবং শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য বলবান্, বিলাসশীল এবং পতি হয়। এইরূপে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে হয়। (জাতকাভরণ)

ভাঙ্গ, মাদকতোৎপাদক শণজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গাঁজার (Canabis sativa) সমশ্রেণী বলিয়া কথিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গাঁজা গাছ পুংস্ত্রীভেদে দুই প্রকার। পুংবৃক্ষগুলি ফুল-ভাঙ্গ নামে এবং স্ত্রীগুলি গুল্‌ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। উহাদের পুষ্পাদি হইতে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য-লক্ষ্য করা যায়। এই গুলি পরিপক্ক হইলে তাহার পুষ্প বীজকোষ ও পত্রাদি সমেত শাখাগ্রবর্ত্তী পাতারকোঁড় হাতে চাপিয়া যে আটা পাওয়া যায়, তাহাই 'চরস' নামক মাদক দ্রব্য। জটা গাঁজা এবং পাতা সিদ্ধি বা ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। গঞ্জিকা বৃক্ষের সমশ্রেণীর একপ্রকার ঝাড়ঁ বৃক্ষ দেখা যায়, তাহার পাকা পাতাই সিদ্ধি নামক দ্রব্য। কেহ কেহ ইহাকে বনসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। গাঁজার জটাসংলগ্ন পত্রগুলি গাঁজাপাতি সিদ্ধি নামে পরিচিত। [গাঁজা দেখ।]

বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গ শব্দ গাঁজা ও সিদ্ধি উভয়ের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। হিন্দী—সব্‌জা, সবজি, সিদ্ধি। বাঙ্গালা—ভাঙ্গ, সিদ্ধি। সংস্কৃত—ভঙ্গা। পঞ্জাব—ভঙ্গী, ভাঙ্গ বেঙ্গী, সব্‌জী। কাশ্মীরী—বঙ্গী। মহারাষ্ট্র—ভাঙ্গ, ঝাড়। দাক্ষিণাত্য—সিদ্ধি, গাঁজেকা ঝার। তামিল—ভঙ্গী-ইলাই। তেলগু—ভঙ্গীঅকু, কাণাড়ী-ভঙ্গী ভঙ্গীগীড়। পারস্ত—দরখতে বঙ্ক, ব্রহ্ম—কেন্‌বিন্ এবং সিন্ধু—সুখো-সওলা।

এই বৃক্ষ হইতে জগতের হিতকর দুইটী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উহার দুইটীই মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। জটা ও পত্র হইতে যে গাঁজা ও সিদ্ধি নামক মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা মাদকতা-দোষ-দুষ্ট হইলেও ভেষজগুণে সাধারণের বিশেষ উপকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ভঙ্গার গুণ লিখিত আছে।

[ভঙ্গা ও সিদ্ধি দেখ।]

হিন্দুর প্রাচীন বেদাদিগ্রন্থেও ভাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে ইহা সোমের অঙ্গভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞে ঋষিগণ সোমের পরিবর্ত্তে ইহা পান করিতেন। ইহার ছাল হইতে শণ নামক এক প্রকার দড়ি প্রস্তুত হয়। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে তাহারও ব্যবহার ছিল। ঋগ্বেদান্তর্গত কৌশিকী ব্রাহ্মণের 'ভঙ্গাজাল' ও 'ভঙ্গশয়ন' শব্দ তাহারই পরিচয় দিতেছে। উক্ত গ্রন্থে ভঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত থাকায় দুই প্রকার বৃক্ষেরই অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে।

পুরাণাদিতে শিবের ভাঙ্গপানে রক্তনেত্রত্বের উল্লেখ আছে। দুর্গাপূজার বিজয়া-বরণের সময় দুর্গা দেবীর মুখে ভাঙ্গ ও পাণ দেওয়া হয়। যাত্রাকালে সিদ্ধি প্রদান করে বলিয়া ভাঙ্গের অপর একটী নাম সিদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার বিজয়াদশমীর দিন উহা দুর্গার প্রসাদী পবিত্র দ্রব্য বোধে সাধারণে পানীয় রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ দিন হিন্দু মাত্রেই গৃহে সমাগত বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া শুভালিঙ্গন করেন।

পূর্ব্বে গাঁজা ও চরস শব্দে উহার সেবনাদির বিবর লিখিত হইয়াছে। ভাঙ্গ (সিদ্ধি) নানামসলাদি সহযোগে পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সেবনে শোণিত ও শরীর

উষ্ণ, মস্তিষ্ক বিকৃত, মন একাগ্র, দুঃখের হ্রাস ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ প্রভৃতি মাদকতা লক্ষণসমূহ একে একে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। মাত্রা মত সেবন করিলে ইহাতে কফ পিত্তাদি দোষ নাশ করে এবং উদরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

সাধারণতঃ মরিচ, মৌরি, এলাচ, লবঙ্গ, মৈত্রী, জায়ফল, পোস্তদানা, গোলাপপাতা, শসাবীজ, খরবুজাবীজ প্রভৃতি দ্রব্য যোগে ভাঙ্গ সেবনীয়। প্রাতে অল্প পরিমাণে ভাঙ্গ জলে ভিজাইয়া,বৈকালে তাহা উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক ধৌত করিবে। তৎপরে তাহা ঘোট্‌না (পাথরের বাটী বিশেষ) ও নিম্বের পেষণদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জল, কাচা দুগ্ধ, নারিকেল জল প্রভৃতি মিশ্রণে তরল করিয়া সেবন করা হয়। শর্করাযোগে সেবনই প্রশস্ত। উত্তরপশ্চিমের মুসলমান, রাজপুতসেনা, বৃন্দাবনের ব্রজবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে ভাঙ্গপানের প্রচার আছে।

ভাঙ্গক (ক্লী) ছিন্নবস্ত্র।

ভাঙ্গড় (দেশজ) সিদ্ধিখোর, যে ভাঙ্ অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি প্রভৃতি সেবন করে। 'ভাঙ্গড়ের নামি যম' (অন্নদাম°)

ভাঙ্গড়মাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভাঙ্গড় নামক খালের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩৯´ পূঃ। এখানে চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। প্রতি বৎসর এখানকার মুসলমান সাধুর উদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভাঙ্গন (দেশজ) ১ ভগ্নকরণ, নদ্যাদির স্রোতোবেগে বেলা ভূমির ধস ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিয়া যাওন। ২ ভাঙ্গা। ৩ ভিন্ন, চূর্ণীকৃত।

ভাঙ্গনবাটা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ভাঙ্গনি (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণতা। ২ মুদ্রাদির বিনিময়।

ভাঙ্গান (দেশজ) ভেঙ্গে ফেলা। ২ কৃতবিনিময় মুদ্রাদি।

ভাঙ্গা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

ভাঙ্গা, অযোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটী নগর, রাপ্তী ও তাকুলা নদীর অন্তর্ব্বেদীর উপর অবস্থিত। এখানে একটী বিস্তীর্ণ আম্রকানন আছে। ২ ফরিদপুরের একটী উপবিভাগ।

ভাঙ্গিমুঙ্গি (দেশজ) ১ ভাঙ্গপানে প্রমত্ত। ২ বিমূঢ়।

ভাঙ্গাসুরি (পুং) ঋতুপর্ণের বংশসম্ভূত রাজভেদ। (মহা° ৩ পর্ব্ব)

ভাঙ্গিন (ত্রি) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি (বিভাষাতিল-মাষোমা ভঙ্গাণুভ্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি পক্ষে খঞ্। ভঙ্গাক্ষেত্র।

"এবং মাষ্যন্ত মাষীণং কৌদ্রব্যং কোদ্রবীণবৎ।
তথা ভাঙ্গ্যঞ্চ ভাঙ্গীনমুম্যমৌমীনমিত্যপি॥" (শব্দরত্না°)

ভাঙ্গিল (ক্লী) কাশ্মীরস্থ নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৭।৪৯৯)

ভাঙ্গিলেয় (পুং) ভাঙ্গিলদেশজাত মাত্র।

ভাজ, পৃথক্‌করণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ°সক° সেট্। লট্ ভাজয়তি। লোট্ ভাজয়তু। লুঙ্ অবভাজৎ।

ভাজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কার্লির রেল-ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। সন্নিকটবর্ত্তী শৈলোপরি ১৭টী গুহা-মন্দির ও চৈত্যাদি বিদ্যমান আছে। ঐগুলি বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দ মধ্যে) নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভাজক (ত্রি) ভজ-ণ্বুল্। ভাগকারক অঙ্কভেদ, বিভাজক, যাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়।

ভাজকাংশ (পুং) ভাজকোংংশঃ। গুণনীয়ক।

ভাজন (ক্লী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-পৃথক্ করণে ল্যুট্। ১ পাত্র। ২ আধার। ৩ যোগ্য। (মেদিনী)

"তস্মাজ্জিতাত্মা রাজা স্যাদ্ যুক্তদণ্ডো বিশেষবিৎ।
প্রজানুরাগাদেবং হি স ভবেদ্ভাজনং শ্রিয়ঃ॥"
(কথাসরিৎ° ৩৪।২০৫)

৪ আঢ়ক পরিমাণ। (বৈদ্যকপরি°)

ভাজনতা (স্ত্রী) ভাজনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাজনত্ব, যোগ্যতা। "আম্নাতপ্রবরগুণগণৈকান্তভাজনতয়া"(ভাগ° ৫।১।৬)

ভাজিত (ত্রি) ভাজ্যতে স্মেতি ভাজ-ক্ত। ১ পৃথক্‌কৃত। ২ বিভক্ত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ ভাগ।

ভাজিন্ (ত্রি) ভজ-সেবায়াং ণিনি। সেবক। (কামন্দকী)

ভাজী (স্ত্রী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-কর্ম্মণি-ঘঞ্, ভাজ (জানপদ-কুণ্ডগোনস্থলভাজনাগেতি। পা ৪।১।৪২) ইতি ঙীষ্। ব্যঞ্জন-বিশেষ। অন্যত্র ভাজা।

ভাজ্য (ত্রি) ভজ্যতে ভজ-কর্ম্মণি ণ্যৎ। বিভজনীয়।

"ভাজ্যা হরঃ শুধ্যতি যদ্‌গুণঃ স্যাৎ" (লীলাবতী)

২ ভাগার্হ, ভাজনীয়।

ভাট, নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ, রাজাগমনকালে স্তুতি পাঠ প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য। শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ ও স্তুতিবাদহেতু ইহারা নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গদেশে এই নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। ইঁহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ক্ষত্রিয়পিতা ও বিধবা ব্রাহ্মণী মাতা হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি। অপরের বিশ্বাস, যে ইহারা মনু-বর্ণিত মাগধ জাতিরই বংশধর হইবে। কাহারও মতে ভাট বৈশ্য পিতা এবং কায়স্থ মাতা

হইতে উদ্ভূত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরূপ বলেন যে, মহাদেব তদীয় বৃষ ও সিংহরক্ষার নিমিত্ত ভাটের সৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাট স্বীয় দুর্ব্বলতাবশতঃ সিংহের হস্ত হইতে বৃষকে রক্ষা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইত না। সিংহ প্রত্যহই বৃষের প্রাণ সংহার করিত। তদ্দর্শনে শূল-পাণি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাট অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ চারণের সৃষ্টি করেন। তদবধি সিংহ বৃষকে সংহার করিতে অকৃতকার্য্য হইল। মতান্তরে ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে দুইটী পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাকালী তাহাদিগকে পিপাসাতুর দেখিয়া স্তন্য প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করেন। তাহাদিগের নাম মাগধ ও সূত। ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে। ইহাদিগের সন্ততিগণ ভাট নামে অভিহিত।

মতান্তরে কালী রাক্ষসনিধনকালে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ মানব-সমাজের সম্যক্ অবগতির জন্য স্বীয় স্বেদকণা হইতে ভাটের সৃষ্টি করেন। কাহারও মতে যে সকল নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ রাজ-সভায় এবং সেনাসহ সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তনপূর্ব্বক রাজা ও সৈন্যদিগকে উৎসাহিত ও উল্লাসিত করিত, বর্ত্তমান ভাটগণ তাহাদিগেরই বংশধর। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনা-প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ইহাদিগের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। উক্ত মহাকাব্যে ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই কথিত। এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, নীচজাতিগণ ইহাদিগকে মহারাজ বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে; ইহারা স্ব স্ব প্রভুকে যজমান এবং আপনাদিগকে যজ্ঞযাজক বলিয়া থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, রাজপুত প্রভৃতি জাতি ব্যবসাহেতু ভাট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চারণগণ ভাটদিগের অনুরূপ। ইহাদের উৎপত্তি ও কার্য্যাদি ভাটদিগের ন্যায়। [চারণ দেখ]

উপরি উক্ত কিংবদন্তী ও ভাটদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা লইয়া অনুধাবন করিলে বোধ হয় যে, তাহারা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে সমাজচ্যুত হইয়া নিকৃষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা পূর্ব্ববর্ণিত মাগধাদি সঙ্কর বর্ণ হইতে রাজবংশানুকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা রাজপ্রসাদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাহারা ক্রমে উক্ত বর্ণের বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাহাই হউক, বাঙ্গালার ভাটগণ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিধবা ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত এরূপ উৎপত্তির কিংবদন্তী স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, বাঙ্গালার আদিশূর কর্ত্তৃক কনোজানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ রাঢ়দেশে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল যাগযজ্ঞবিহীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের একতম শাখা যাঁহারা ঘটকতাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। বল্লালসেনের কৌলীন্যমর্য্যাদা গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহারা বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। এইরূপ রাজানুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় এবং বাঙ্গালার সীমান্ত দেশে নিরুপায় অবস্থায় আসিয়া পড়ায় ক্রমশঃই তাহাদের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে এবং ক্রমশঃ শ্রাদ্ধাদি হেয় দানগ্রহণে বাধ্য হইয়া তাহারা এইরূপ নিকৃষ্ট বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাস্তবিক এখনও শ্রীহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগের সহিত একত্র ভোজন করে, কিন্তু ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহারা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। তথায় ইহারা ছত্রাদি প্রস্তুত করিয়া উদর পূর্ত্তি করে।

ইহারা ভরদ্বাজ, বিরম, দশৌন্ধি, গজভীম, যাগ, কেলির, মহাপাত্র, রায় ও রাজভাট এই নয়টী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উপশাখার মধ্যে বুলন্দ সহরের দসহর, মথুরার বড়ুয়ার, এতাবার, আটসৈল ও বর্ম্ম, কানপুরের লাহোরি; আলাহাবাদের গজবর; গাজিপুরের বন্দীজন, আজমগড়ের দখৌরিয়া; উনাও ও সীতাপুরের কনোজিয়া; রায়-বরেলির আবলখিয়া, ফৈজাবাদের আটসৈল, বন্দীজন দক্ষিণবার ও গজবর, গোণ্ডার বখরিয়া, সুলতানপুরের পা, গজবার, মধুরিয়া ও রাণা; প্রতাপগড়ের গধব, গজবার ও জুঝহৈন ও রায় বাছির বসোধীয়া প্রভৃতি নানা উপশাখায় বিভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জাতিতত্ত্ববিদ্ এলিয়টের মতে, ভাট ও যাগ জাতি এক। কার্য্যের বিশেষত্ব হেতু ইহারা বরমভাট বা বাদী, যাগ-ভাট ও রাজভাট নামক সংজ্ঞায় অভিহিত। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভাটগণ নিয়োজিত হয়। শেষোক্ত ভাটগণ বিবাহ কিম্বা নিমন্ত্রণে পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ গান করে এবং প্রত্যেক বংশের ধারাবাহিক তালিকা রাখিয়া থাকে। তাহারা দুই বা তিন বৎসরের পর স্ব স্ব যজমানদিগের নিকট গমন করে এবং তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ও জন্মমৃত্যুর বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যজমানগণের অবস্থানুরূপ তাহাদের নিকট অর্থ, গরু ও বস্ত্রাদি লইয়া প্রত্যাগমন করে। রাজপুতনা ও দিল্লী অঞ্চলের দক্ষিণে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্যয়নগর ও অযোধ্যার উত্ত-

রাংশে ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান। রোহিলখণ্ডে গৌড় ব্রাহ্মণেরাই ভাটের কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাদিগকে প্রধানতঃ আঠশৈল, মহাপাত্র, কেলিয়া, মৈনপুরীবাল, জলির, ভটর ও দশৌন্ধি এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলে চৌরাশী জাতীয় প্রভৃতি থাক কোন ক্রমেই ইহার অন্তর্গত করা যায় না।

যে সকল ভাট মুসলমান প্রাদুর্ভাবে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহারা তুর্কভাট বা মুসলমান ভাট নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে তাহারা মুসলমানের ন্যায় ক্রিয়াশীল হইলেও তাহারা পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত বংশানুকীর্ত্তনপ্রথা পরিত্যাগ করে নাই।

বিবাহপদ্ধতি।—উচ্চ জাতির ন্যায় ইহাদিগের গোত্রানুসারে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। মীর্জাপুর প্রভৃতি স্থানে ভগিনীর কন্যা, পিতৃষসার কন্যা, শ্যালককন্যা ও মাতুলকন্যাসহ এবং সগোত্রে বিবাহ হয় না। স্ত্রীর ভগিনী জ্যেষ্ঠা না হইলে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। সচরাচর অল্প বয়সেই যথাসাধ্য যৌতুক দিয়া কন্যাগণকে পাত্রস্থ করা হয়। পিতা সঙ্গতিপন্ন না হইলে অধিক বয়সেও কখন কখন কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। দরিদ্র পিতা শুল্ক গ্রহণ করিলেও পণগ্রহণপ্রথা সমাজে অপবাদজনক। বিধবাবিবাহ ও নিঃসন্তান ভ্রাতৃজায়া-বিবাহ নিষিদ্ধ।

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ও কন্যাদান সময়ে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু আইনানুসারে উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বর্ত্তমান থাকিলে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

মুসলমান ভাটগণ 'তুর্কভাট' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বাঞ্চলের মুসলমান ভাটগণ বলে যে, তাহারা রাজা চেংসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিত। জোনাথান ডনকান সাহেব হিংসাপরতন্ত্র হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং পশ্চিমদেশবাসিগণ সাহেব-উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় জাতিরই আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহারা হিন্দুদিগের ন্যায় বিবাহকালে পুরোহিত দ্বারা হিন্দুপ্রথানুরূপ কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন করে। তৎপরে তাহারা মুসলমানকাজী দ্বারা নিকা প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া থাকে। মুসলমান ভাটগণ ধনীদিগের গৃহে গান বাদ্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুরীদিগের মধ্যে বাগ, কাজরীগৃণ, খাবা[illegible] রাজভাট ও কবীজন উপশাখা দৃষ্ট হয়।

তাহারা বালকগণের ত্বক্‌চ্ছেদ ও মৃতদেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত করিলেও হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

হিন্দুভাটগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রচলিত হিন্দুদেবদেবী ভিন্ন তাহারা বড়বীর, মহাবীর ও শারদার আরাধনা করিয়া থাকে। বৈশাখসংক্রান্তিতে রন্ধনশালায় লাড্ডু ও হোম দ্বারা গৌরীপতি অর্থাৎ শিবের অর্চ্চনা করা হয়। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক লাড্ডু, উপবীত, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা মহাবীরের পূজা হইয়া থাকে। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহারা ভবানী দেবীর আরাধনা করে।

ভাট (পুং) ১ বর্ণসঙ্করজাতি বিশেষ। ২ স্তুতিপাঠক। ৩ রাজদূত।

ভাটক (পুং ক্লী) ভাটতীতি ভট পোষণে ণ্বুল্। ব্যবহারার্থ দত্তশকটাদি লভ্য ধন। (হলায়ুধ) চলিত ভাড়া।

"পরভূমৌ গৃহং কৃত্বা ভাটয়িত্বা বসেত্তু যঃ।

স তদ্ গৃহীত্বা নির্গচ্ছেত্তৃণকাষ্ঠেষ্টকাদিকম্॥" (কাত্যায়ন)

ভাটকল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কাণাড়া জেলার অন্তঃপাতী হোনাবার মহকুমার অন্তর্ভূত একটী প্রাচীন সহর। ইহার পূর্ব্বতন নাম মণিপুর। খৃঃ চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নগর বটিকল, বটিকল প্রভৃতি নামে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর নিকট বিখ্যাত ছিল। অক্ষা° ১৩°৫৯´ উঃ, দ্রাঘি ৭৪° ৪´ ৩৪´´ পূঃ।

পূর্ব্বকালে এই নগর চাউল ও চিনির বাণিজ্য জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোয়া, অরমুজ প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ এই স্থানে সর্ব্বদা বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এই নগরে একটী কুঠী সংস্থাপন করেন। কিন্তু গোয়ানগর অবরোধের পর হইতে তাঁহারা এই স্থানের আশা একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে এই স্থানে দুইটী এজেন্সি সংস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাপ্তেন হামিল্টন বলেন যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে অনেক হিন্দু ও জৈন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ছিল।

ভাটকুলী, অমরাবতী জেলার একটী নগর। এই নগর অমরাবতী সহর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত।

ভাটনের, হনুমানগড় জেলার অন্তঃপাতী একটী সহর। এই স্থানের গিরিদুর্গ ইতিহাসে বিখ্যাত। রাজস্থানপ্রণেতা টড এবং কাপ্তেন পাউলেট প্রভৃতি মহাশয়গণ এই দুর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই-হিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, সুলতান মামুদ ১০০১ খৃঃ

অব্দে ভারত আক্রমণ-কালে এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজস্থানে লিখিত আছে যে, এই দুর্গ তৈমুর লঙ্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি স্ববংশীয় জনৈক সম্রান্ত লোকের হস্তে ঐ দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ভাটিগণের নিকট পরাস্ত হইয়া মোগলেরা এই দুর্গ পরিত্যাগ করে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে খেৎসিং কোন্ধালৎ সদাছায়ল-রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া ভাটনের পুনরধিকার করিয়া লয়। ১৫৪৯ খৃঃ অব্দে হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরান খেৎসিংহ ও পাঁচ হাজার রাজপুতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই দুর্গ জয় করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিকানের-রাজ জেৎসা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে ফিরোজ ছয়াল তদ্বিরুদ্ধে পুনরায় এই দুর্গ হস্তগত করিলে রাও জেৎসা স্বীয় তনয়কে প্রেরণ করেন। ঐ পুত্র মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করে।

সম্বৎ ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ অব্দে হোসেন মাহ্মুদ নামক একজন ভাটিনেতা এই নগর জয় করিবার স্বল্প সময় মধ্যে পরাজিত হয়েন। সম্বৎ ১৮৭১ অব্দে বিকানীর-সেনাগণ বহু কষ্টের পর এইস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে জর্জ টমাস কর্ত্তৃক এই দুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অধিক দিন ইহা স্বাধিকারে রাখেন নাই। পরিণামে এই দুর্গ বিকানীর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এই সহর এখন হনুমানগড় নামে প্রসিদ্ধ।

ভাটনগর, উঃ পঃ প্রদেশবাসী লালা কায়স্থগণের একটী শাখা। বিকানীর রাজ্যের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হনুমানগড় জেলার অন্তর্গত ভাটনের বা ভাটনগরে বাস হেতু তাহারা এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। লালা কায়স্থের মধ্যে ইহারা বিশিষ্ট হিন্দু, ব্রাহ্মণ-সেবায় ইহাদের বিশেষ অনুরাগ।

ভাটপুর, অযোধ্যার অন্তর্গত হরদাহি জেলার একটী গ্রাম। ইহা গোমতী নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত।

ভাটশোলা (স্ত্রী) জলজাত তন্নামক উদ্ভিদ্ বিশেষ (Æschy nomene Paludosa)

ভাটশালিক (দেশজ) শালিকপক্ষিবিশেষ। [শালিক দেখ]

ভাটা, (দেশজ) নদ্যাদির স্বাভাবিক স্রোত। নদীর স্রোত যখন সমুদ্রের দিকে যায়, তখন ভাটা হয়। [জোয়ার ভাটা দেখ]

ভাটি, (দেশজ) রজকেরা কাপড় কাচিবার জন্য ক্ষার মাখাইয়া রাখাকে ভাটি কহে।

ভাটি, (ভট্টী) রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহারা চন্দ্রবংশীয় যদু-কুল-সম্ভূত। প্রবাদ আছে যে ভাটিগণ অতি প্রাচীনকালে তাহাদিগের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুস্থলী ও গজনীতে রাজ্য সংস্থাপন করে। তদনন্তর ক্রমের বাদশাহ এবং খোরাসানাধিপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভাটি নামক নেতার অধীনে ইহারা পুনর্ব্বার সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। দুশাল ও জয়শাল নামক ভাটির দুইটী পুত্র ছিল। জয়শাল হইতে জশলমীর রাজ্যের সৃষ্টি হয়। দুশাল ভাটিয়ানার স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। জাঠ ও বত্তু শাখা দুশাল হইতে উৎপন্ন।

রাঠোর জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে জশলমীর রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। জশলমীর রাজগণ ভাটিবংশীয়। পঞ্জাবের প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতির বসতি আছে। কিন্তু ভটিয়ানার অন্তর্গত ভাটনের নগর ইহাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জাট ও ভাটিগণ অধুনা এরূপ মিশ্রিত যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের মধ্যেও বত্তু ও জইমবর প্রভৃতি উপশাখা আছে। ভাটিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমান-অধিকার সময়ে অনেকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাটিগণ উচ্চবংশীয় রাজপুতদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া থাকে।

ভাটি, সুন্দরবনের যে অংশ হিজিলি পরগণা ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্ত্তী, উহা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক ভাটি নামে অভিহিত হইয়াছে। অক্ষা° ২০° ৩০´ হইতে ২২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° হইতে ৯১° ১৪´ পূঃ। জোয়ারের সময় জল প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় জাগিয়া উঠে বলিয়া উহাকে 'ভাটি' কহে। বর্ত্তমান সময়ে সুন্দরবনের যে অংশ বাখরগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত, তাহা 'ভাটি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাটিয়া, রাজপুত জাতিভেদ। প্রধানতঃ মথুরা, সিন্ধু, গুজরাত, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোম্বাই, কচ্ছ, পঞ্জাবের সিন্ধু ও তৎশাখা-তীরস্থ প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে ইহাদিগের বাসস্থান। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মথুরার ভাটিয়াগণ ভাটিসিংহকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। পুরাণোল্লিখিত যদুবংশ-ধ্বংসকালে ওধু ও বজ্রনাভ নামধের দুইজন যাদব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বজ্রনাভ কিয়ৎকাল রাজা বানাসুরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। তৎপরে মহারাজাধিরাজ পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ, মাতৃগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জীবনরক্ষার প্রতিদানস্বরূপ, অসহায় বজ্রনাভকে মথুরা ও ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যপ্রদান করেন। বজ্রনাভ ও তদ্বংশীয় অশীতি জন নরপতি নির্ব্বিঘ্নে মথুরা নগরীতে রাজত্ব করেন। যদুবংশীয় শেষ রাজা জয়সিংহের রাজত্বকালে যবনাধীশ্বর [illegible]পাল, মথুরা

আক্রমণ করিয়া জয়সিংকে পরাজিত ও নিহত করেন। বিজয়পাল, অজয়রাজ এবং বিজয়রাজ নামক জয়সিংহের তিনপুত্র কনৌজে পলায়নপূর্ব্বক তথায় একটী রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের কলহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা করৌলির নিকটবর্ত্তী এক ভয়াবহ জঙ্গলে গমন করিয়া দেবী অম্বা-মাইর আরাধনা করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাদিগের অর্চনায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তাঁহারা রাজ্যলাভ বর প্রার্থনা করেন। অতঃপর দেবীর আদেশে অজয়রাজ ভাটিসিংহ নামধারণপূর্ব্বক জশলমীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু জশলমীরের প্রচলিত কিম্বদন্তীর সহিত উল্লিখিত মথুরা-প্রবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর যাদবগণ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দুই পুত্র সিন্ধুতীরে উপনিবাস স্থাপন করেন। তদনন্তর উঁহার দিগের মধ্যে শালিবাহন নামক একব্যক্তি পঞ্জাব জয় করিয়া তথায় স্বীয় নামানুসারে একটী নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে উঁহারা গজনীরাজ সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া জশলমীরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন।

এরূপ কথিত আছে যে, ভাটিয়াগণ পাশ্চাত্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিয়া অবস্থান করিলে রাজপুতগণ তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে অস্বীকার করেন। তজ্জন্য উঁহারা মুলতানে একটী সভা আহ্বান করেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পাত্র ও পাত্রী পূর্ব্বপুরুষ হইতে ৪৯ পুরুষ ব্যবধানে স্বগোত্রীয় হইলেও পরস্পরে বিবাহ চলিতে পারে। এইরূপ বংশ-ব্যবধানে তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মুখ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও একমুখ্ মধ্যে হইতে পারে না। ঐ সমস্ত থাকের নামকরণ কোন কোন ব্যক্তি বা নগর অথবা ব্যবসার নামানুসারে হইয়াছিল। সপ্তগোত্রে সর্ব্ব শুদ্ধ ৮৪ নাম আছে।

ভাটিয়াগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং হিন্দু রীত্যনুসারেই ইহাদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের বিবাহে কুলাচার্য্যের আবশ্যক হয় না। বরকন্যার পিতা অথবা অভিভাবকগণই বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির করেন। কন্যার পিতা মনোনীত ভাবী জামাতার নিকট কিঞ্চিৎ শর্করা, একটী টাকা ও একটী নারিকেল প্রেরণ করেন। ইহাকে 'সগুণ' বলে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সমক্ষে তাহাকে প্রদান করা হয়। এইরূপে পাকা দেখা হইলে আর বিবাহের কোন বাধা জন্মিতে পারে না। কিন্তু যদি বর অথবা কন্যার কোন অঙ্গহানি থাকে, তাহা হইলে বিবাহ হয় না। বালিকাদিগের দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা, রোগগ্রস্ত অথবা ব্যভিচারিণী না হইলে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে ইহারা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে না। অসতী স্ত্রী ও পরদারাসক্ত পুরুষদিগকে সমাজচ্যুত করিয়া থাকে।

ভাটিয়াগণ প্রায় ব্যবসায়ী। ইহারা কৃষিকার্য্য, চাকরী ও দোকানদারী প্রভৃতি দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ভাটিয়াধান (দেশজ) এক প্রকার ধান্য।

ভাটিয়ারা, * (ভাটিয়ারা) সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্গামী খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়কারী জাতিবিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী মুসলমান। সরাই প্রভৃতিতে পাচকবৃত্তি ও তামাক প্রভৃতি বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা আপনাদিগকে শেরশাহ-পুত্র সেলিম শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন কর্ত্তৃক শেরশাহের পরাজয়ের পর ইহারা দৈন্যদশায় উপনীত হওয়ায় দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত প্রবাদ-মূলে যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের মধ্যে শেরশাহী ও সেলিমশাহী নামক দুইটী থাক বিদ্যমান থাকায় অনুমান হয় যে, ইহারা ঐ প্রবাদ অবলম্বনে দুইটী থাকের উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে।

অপর একটী কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ইহারা হিন্দু ভাটি জাতি হইতে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর বর্ত্তমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাটিয়ারা ও হরিচারা নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। বেশভূষার পার্থক্য হইতে ইহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে প্রায় ৫২টী শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। কালে ভাটি জাতি অথবা অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণ যে ইহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তীল, চৌহান, জালন্ধরী মুখেরী, নামধারী প্রভৃতি হিন্দুনামধেয় শ্রেণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইহারা সকলেই সুন্নীসম্প্রদায়ী মুসলমান। গাজীমিঞা ও পাচপীরের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি আছে। মৃতদেহ-সমাধির পর প্রেতাত্মার কুশলপ্রার্থনার জন্য ইহারা তৃতীয় দিবসে 'তীজ' ও চত্বারিংশ দিবসে 'ছেহলম্' নামে উৎসব করিয়া থাকে। বিবাহের শুভ দিন নির্দ্দেশের জন্য ইহারা পূর্ব্বে

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সংস্কৃত ভৃইকার শব্দের অপভ্রংশে তাহাদের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইত, কিন্তু এখন প্রায় সকল কার্য্যই মুসলমানী প্রথায় আচরিত হইয়া থাকে। শেরসাহী ও সেলিমশাহী রমণীগণ ব্যভিচারদোষে দুষ্ট। সরাই মধ্যে যাত্রীদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিতে ইহারা বিশেষ পটু।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডস্থিত সরাই গুলি প্রায়ই এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের দ্বারা রক্ষিত। ইহারা সরাই মধ্যে পথিককে শুইবার ঘর এবং খাদ্য ও রন্ধনাদির উপকরণ সরবরাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুর প্রদেশের পশ্চিমবাসী ভাঠিয়ারীগণ 'মহীগীর' নামে খ্যাত। ইহারা মৎস্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ভাটিয়ারী, রাগিণীবিশেষ। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়ী প্রাচীন রাগিণী নহে। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি ইহার সঙ্কলন করেন, এইজন্য ইহা ভর্ত্তৃহারিকা, ভটিয়ারী বা ভাটিয়ারী নামে প্রসিদ্ধ।

এই রাগিণী ললিত ও পঞ্চমযোগে উৎপন্ন। সা বাদী, ম সম্বাদী, স্বরগ্রাম—

"ঋ গ ম প ধ নি সা ::" (সঙ্গীতরত্না৹)

ভাটী (দেশজ) নদীর স্বাভাবিক স্রোত।

ভাটীবেলা (দেশজ) ভাটার সময়।

ভাটুই (দেশজ) এক প্রকার তৃণ।

ভাটুয়াঘোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্র ও ক্ষীণবল অশ্বজাতি বিশেষ। চলিত বেটো ঘোড়া।

ভাট্যা, (ভাটিয়া) দাক্ষিণাত্যবাসী বণিক্‌সম্প্রদায় বিশেষ। ভাটিজাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা সর্ব্বতোভাবে হিন্দু, সকলেই নিরামিষভোজী, মদ্য মাংস বা মৎস্যভোজন ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, গোপাল, কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাসক, অপরে শৈব। দেবদ্বিজে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। স্থানীয় সকল দেবতা-বিগ্রহের প্রতি ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্।

ভাড়ভূত, (ভারভূত) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভরোচ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। নর্ম্মদার উত্তরকূলে অবস্থিত। এখানে ভারভূতেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে ২০ বৎসর অন্তর একটী মহা মেলা হয়। ঐ মেলা প্রায় এক মাস কাল থাকে। সেই সময়ে লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়। এখানকার দেবমন্দিরের ব্যয়কল্পে গবর্মেণ্টের দান আছে।

ভাড়া (দেশজ) কেরায়া, যে কোন দ্রব্য ক্রয় না করিয়া কিঞ্চিৎ পণ দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য লওয়াকে ভাড়া লওয়া কহে। যেমন গাড়ীভাড়া, বাটীভাড়া।

ভাড়াট্যা (দেশজ) ভাড়াটিয়া, যাহারা ভাড়া করিয়া লয়।

ভাণ (পুং) ভণ্যতে হত্রেতি ভণ-অধিকরণে ঘঞ্। নাটকাদি দশরূপকের অন্তর্গত রূপক বিশেষ। ইহার লক্ষণ—এক অঙ্কে সম্পূর্ণ, হাস্যরসপ্রধান। ধূর্ত্তের চরিত্র নানা অবস্থার সহিত ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। নিপুণ, পণ্ডিত বা বিট ইহাতে নায়ক হইবে। আকাশভাষিত দ্বারা উক্তি প্রত্যুক্তি হইবে। শৌর্য্য ও সৌভাগ্যবর্ণন দ্বারা বীর ও শৃঙ্গার রস সূচিত হইবে। কৌশিকী বৃত্তি দ্বারা ইহার বর্ণনা করিতে হয়। * [নাটক দেখ।]

৩ কপট, ব্যাজ। ৪ জ্ঞান, বোধ।

ভাণক (পুঃ) ভাণ এব স্বার্থে কন্। ভাণ

ভাণকস্থান (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত স্থানভেদ।

ভাণিকা (স্ত্রী) ভাণ, এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান নাটক।

ভাণ্ড (ক্লী) ভণ্যতে ভণতি বেতি ভন্ শব্দে (ঞমন্তাড্ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ইতি ড, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ পাত্র। চলিত ভাঁড়।

"হৃত্বা তু কাংস্যং ভাণ্ডং কৃমিযোনৌ প্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১।১০৩)

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, বাহকের দোষে যদি ভাণ্ড নষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। যদি উহা দৈবকৃত বা রাজকৃত হয়, তাহা হইলে কিছুই দিতে হয় না।

"অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাণ্ডং দাপ্যস্তু বাহকঃ।
প্রস্থানবিঘ্নকৃচ্চৈব প্রদাপ্যো দ্বিগুণাং ভৃতিম্।
ভাণ্ডং ব্যসনমাগচ্ছেৎ যদি বাহকদোষতঃ।
দাপ্যো যৎ তত্র নশ্যেত্তু দৈবরাজকৃতাদৃতে॥" (মিতাক্ষরা)

২ বণিকের মূলধন। ৩ ভূষা। ৪ অশ্বভূষা। (মেদিনী) ৫ নদীকূল দ্বয় মধ্য। (হেম)

ভণ্ড্যতে ইতি ভণ্ড-অচ্, ভণ্ডস্য ভাবঃ ইত্যণ্। ৬ ভণ্ড বৃত্তি। চলিত ভাঁড়ামি। (অজয়পাল) (পুং) ৭ গর্দ্দভাণ্ড-বৃক্ষ। (শব্দচ৹)

ভাণ্ডক, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। চান্দানগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা৹

* "ভাণঃ স্যাদ্ধূর্ত্তচরিতো নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
একাঙ্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ॥
রঙ্গে প্রকাশয়েৎ স্বেনানুভূতমিতরেণ বা।
সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্য্যাদাকাশভাষিতৈঃ॥
সূচয়েদ্বীরশৃঙ্গারৌ শৌর্য্যসৌভাগ্যবর্ণনৈঃ।
তত্রেতিবৃত্তমুৎপাদ্যং বৃত্তিঃ প্রায়েণ ভারতী॥
অত্র আকাশভাষিতরূপং পরবচনমপি স্বয়মেবানুবদন্নুত্তরপ্রত্যুত্তরে কুর্য্যাৎ শৃঙ্গারবীররসৌ চ সৌভাগ্যবর্ণনয়া সূচয়েৎ।" (সাহি[illegible] ৹ পরি৹)

২৬°৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৯´১৫´´ পূঃ। এই নগরের পশ্চিমাংশে একটী সুপ্রাচীন জঙ্গল আছে। উহা ভন্তালা হইতে ঝরপৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাদ, এখানে মহাভারতোক্ত ভদ্রাবতী নগরী স্থাপিত ছিল। ভীমসেন এখানে যুদ্ধ করিয়া যুবনাশ্ব-রাজের সকর্ণ নামক যজ্ঞীয় হয় অপহরণ করিয়া লইয়া যান। লোকে দিবালা পর্ব্বতে এখনও ভীমের পদচিহ্ন দেখাইয়া থাকে।

ভাণ্ডকের গুহামন্দির এবং দিবালা ও বিন্ধ্যাসন পর্ব্বতের মন্দিরাদি, গিরিদুর্গসমূহ, ভদ্রাবতীর মন্দির, রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষভিত্তি, নিকটস্থ হ্রদোপরিস্থ সেতু ও বহু শত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এক্ষণে ইহার সে সমৃদ্ধি অপহৃত হইয়াছে।

জৈন হরিবংশে এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। ইহা প্রাচীন কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম্ ইহাকে শিলালিপিকথিত বাকাটক রাজ্য বলিয়া কল্পনা করেন। পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানে পার্শ্বনাথ, বদরীনাথ ও চণ্ডীদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। এখানকার বিন্ধ্যাসনে এখনও অনেকগুলি সুপ্রাচীন বৌদ্ধগুহামন্দিরের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়।

ভাণ্ডক, ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, ছোট ছোট ভাড়।

ভাণ্ডগোপক (পুং) বৌদ্ধ সংঘারামাদিতে যাহারা ভাণ্ডাদি রক্ষা করে, বৌদ্ধভাণ্ডারী।

ভাণ্ডপতি (পুং) বণিক্, ব্যবসাদার। (রাজতর° ৬।৩৭)

ভাণ্ডপুট (পুং) ভাণ্ডে পুটো যস্য। নাপিত। (জটাধর)

ভাণ্ডপুষ্প (পুং) সর্পবিশেষ। পর্য্যায়—কোকুণ্টকন্দল। (ত্রিকা°)

ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক (ক্লী) ১ বিনিময়, এক দ্রব্য দিয়া অন্য দ্রব্য গ্রহণ। বাটা দিয়া দ্রব্যের বিনিময়।

২ লীলাবত্যুক্ত অঙ্ক বিশেষ। ইহার নিয়ম এইরূপ, বিনিময় প্রক্রিয়ার ফল ত্রৈরাশিক অনুসারে ও অপেক্ষাকৃত সহজে নির্ণীত হইয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ে বহুরাশিকের সহিত এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। বিশেষ এই যে, উভয় শ্রেণীর ফল ও হর বিনিময়ের ন্যায় ইহাতে মূল্যেরও পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

"তথৈব ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডকে বিধি-
বিপর্য্যয়স্তত্র সদা হি মূল্যে।" (লীলাবতী)

নিম্নে ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—

৩০০ আনারসের মূল্য ১৬৲ টাকা, ৩০ আম্রের মূল্য ১৲ টাকা, ১০টী আনারসের পরিবর্ত্তে কয়টী আম্র পাওয়া যায়।

৩০০	৩০	পরিবর্ত্তন	
১৬	১	৩০০	৩০
১০	—	১	১৬
			১০
			গুণফল

$$\frac{৩০০ + ৪৮০০}{\text{ভাগফল}\quad ১৬}$$

অথবা ৩০০ আনারসের দাম যদি ১৬ টাকা হয়, তাহা হইলে ১০টীর দাম কত হইবে? ইহাতে ১০টী আনারসের দাম $\frac{১৬ \times ১০}{৩০০} = ৮\frac{৮}{১৫}$ আনা জানা গেল; পুনশ্চ ৩০টী আম্রের মূল্য ১৲ টাকা হইলে ঐরূপ প্রক্রিয়ায় ১টী আম্রের মূল্য ২ $\frac{২}{১৫}$ পয়সা হইবে। এখন দেখা যাউক, ১টী আম্রের মূল্য ১০টী আনারসের মধ্যে কয়বার আছে:—

$$৮\frac{৮}{১৫}\text{আনা} + ২\frac{২}{১৫} = \frac{১২৮ \times ৪}{১৫} \times \frac{১৫}{৩২} = ১৬$$

সুতরাং দশটী আনারসের পরিবর্ত্তে ১৬টী আম্র পাওয়া যাইবে। (লীলাবতী)

ভাণ্ডভাজক (পুং) বৌদ্ধ মঠাদিতে ভাণ্ডবিভাগকারী।

ভাণ্ডমূল্য (ক্লী) ১ ভাণ্ডই মূলধন। ২ ভাঁড়ের মূল্য।

ভাণ্ডল (ত্রি) ভাণ্ডং লাতি লা-ক। ভাণ্ডগ্রাহক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাং ঙীষ্।

ভাণ্ডব (ত্রি) ভাণ্ডোরদূরাদি অণ্। ভণ্ডুসমীপাদি।

ভাণ্ডশালা (স্ত্রী) ভাণ্ডানাং শালা। ভাণ্ডাগার, ভাঁড়ার।

ভাণ্ডাগার (পুং) ভাণ্ডানাং পাত্রাদীনামাগারঃ। গৃহবিশেষ, চলিত ভাঁড়ার, পর্য্যায় মন্থর। (শব্দমালা)

"ভাণ্ডাগারায়ুধাগারান্ যোধাগারাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
অশ্বাগারান্ গজাগারান্ বলাধিককরাণি চ॥"

(ভারত ১২।৬৯।৫৪)

ভাণ্ডাগারিক (পুং) ভাণ্ডাগারে নিযুক্তঃ (অগারান্তাট্ঠন্। পা ৪।৪।৭০) ইতি ঠন্। ভাণ্ডারী, ভাণ্ডাগারে নিযুক্ত।

ভাণ্ডাপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৫।২৩১)

ভাণ্ডায়নি (পুং) ভাণ্ড ঋষির গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডার (ক্লী) ভাণ্ডং তদাকারমৃচ্ছতি ঋ-অণ্, উপপদ সমাস। গৃহভেদ, ভাঁড়ার ঘর।

ভাণ্ডারা, নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। মধ্যপ্রদেশের চিফ্-কমিসনরের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শিওনি ও বালাঘাট, দক্ষিণে চান্দা, পূর্ব্বে রায়পুর এবং পশ্চিমে নাগপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৩৯২২ বর্গ মাইল। ভাণ্ডারা নগরে জেলার বিচার-বিভাগ স্থাপিত।

এই জেলার পশ্চিমাংশ বেণগঙ্গাতট পর্য্যন্ত সমতল। এখানে

চাসবাসের সুবিধাও আছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিক্ নিবিড় জঙ্গলাবৃত গণ্ডশৈলে আচ্ছন্ন। গোঁড় প্রভৃতি অসভ্য অনার্য্য জাতি এই নিভৃতনিলয়ে থাকিয়া ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা আরও হিংস্রতর হইয়াছে। সেই দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য জাতির ভয়ে এই পার্ব্বত্য-বন্য-ভূমে কেহই পদার্পণ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সাতপুর পর্ব্বতমালার কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ইহার দক্ষিণবিভাগ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। অম্বাগড় বা সিন্দুরঝরি, বহাহি, কণেড়ী ও নবাগাঁও প্রভৃতি পর্ব্বতশৃঙ্গ পার্ব্বতীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ।

এখানে বেণগঙ্গা, গরবী ও বাঘ নদীর কূলে এবং স্থানীয় গিরিমালায় নানাবর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বেণ-গঙ্গায় সকল ঋতুতেই জল থাকে, এই জন্য উহার গর্ভস্থিত প্রস্তরসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না। বাবনথরি, বাঘ, কনুহান, চুলবন প্রভৃতি অগণিত পার্ব্বত্যস্রোত বেণগঙ্গায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে, কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মের সময় তাহাদের অনেকেই শীর্ণ-কলেবরা হইয়া শুকাইয়া যায়। উক্ত নদীমালা ভিন্ন এখানে প্রায় ৫ হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্করিণী বা তড়াগ সদৃশ না হইলেও কখনও মনুষ্য কর্ত্তৃক খনিত হয় নাই। স্বভাব-নিম্ন শৈলবক্ষে অজস্র পার্ব্বতীয় জলধারা সঞ্চিত হইয়া হ্রদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কোথাও বাঁধ দ্বারা রুদ্ধ-গতি হইয়া এই জলরাশি একটী বিস্তীর্ণ খাত পূর্ণ করিয়া সুবিস্তৃত হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। নবাগাঁও, শিরেগাঁও, শিওনি প্রভৃতি স্থানের হ্রদগুলি পরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রায় ৫॥০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সকল হ্রদের স্থানে স্থানে সমুত্থিত পর্ব্বতখণ্ডসমূহ নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জীবে পরিবৃত হইয়াছে। এই স্থান মুহুর্মুহু শ্বাপদসকুলের গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া সাধা-রণের ভীতিপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে।

বন্যবিভাগে শাল, সেগুন প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণযোগ্য বৃক্ষ না থাকিলেও একমাত্র মহুয়া বৃক্ষে সমগ্রস্থান পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। লোকে রুটী বা মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য মহুয়া-ফুল সঞ্চয় করিয়া রাখে। এতদ্ভিন্ন বন মধ্যে গঁদ, নানাপ্রকার সুমিষ্টফল ও ভেষজাদি পাওয়া যায়। গোঁড়, গোয়ালা, প্রধান ও ধিমার প্রভৃতি জাতিরা খনি হইতে লৌহ আনিয়া গালাইয়া বিক্রয় করে। চিতা, নেকড়ে প্রভৃতি ব্যাঘ্র ও পার্ব্বতীয় বিষধর সর্প এখানকার অধিবাসিগণের কৃতান্তসদৃশ। প্রতিবৎসর ব্যাঘ্র-কবলে বা সর্পাঘাতে শত শত লোক ভবলীলা শেষ করিয়া সংসারের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতেছে।

এই জেলার প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। শুনা যায়, এক সময়ে গৌলীগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এখনও তাহারা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে থাকিয়া গ্রাম বা নগরে আসিয়া গোমেষাদি অথবা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। পরে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ এইস্থান পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দ হইতে ভাণ্ডারার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে দেবগড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোঁড়রাজ ভক্ত বুলন্দ ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন। তাঁহারই অধিকার-কালে রাজপুত, লোদী, পোণবার, কোরী, কড়া ও কুন্তী জাতীয় বহুলোক এখানে আসিয়া বেণগঙ্গাতীরে বসবাস করে। তাহাদের যত্নে এবং কৃষিকৌশলে পৌণীর সন্নিকটবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্র-সমূহ অচিরে ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ১ম, এইস্থান অধিকার করেন; কিন্তু ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইস্থান নাগপুররাজের শাসনাধীন হয় নাই।

ভোঁসলেদিগের আধিপত্যসময়ে মারবারী, আগরবালা, লিঙ্গায়ৎ ও মরাঠা-কুণবী প্রভৃতি কএকটী জাতি এই জেলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাহারা সৈনিকবৃত্তি অথবা বণিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যুদ্ধসময়ে আপ্পা সাহেব স্ত্রীপুত্র ও ধনরত্ন লইয়া ভাণ্ডারা নগরে পলায়ন করেন। পরে নাগপুর ইংরেজের করকবলিত হইলে তিনিও সপরিবারে ইংরাজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া নাগপুরে আনীত হন। পরবৎসরে কামঠা ও বরুড়-তালুকের ভূম্যধিকারী ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে অচিরেই ইংরাজের পদা-শ্রিত হইতে হয়। এই সময় হইতে কাপ্তেন উইল্‌কিন্সন (Captain Wilkinson) কাম্ঠায় ইংরাজ প্রতিনিধিরূপে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডারায় বিচারবিভাগ আনীত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা রঘুজী ৩য়, সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বি-রোধে এইস্থানের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এলিয়ট সাহেব (Captain C. Elliot) এখানকার ডেপুটী-কমিসনার নিযুক্ত হন। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। তখন যে সকল ইংরাজসেনা ভাণ্ডারায় অবস্থিত ছিল, তাহা-দিগকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি এখানে আর অন্য কোন রাষ্ট্র-বিপ্লবের চিহ্নও দেখা যায় নাই।

এখানকার অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই স্থূলবুদ্ধি ও দুঃশীল। একদিকে যেমন তাহাদের মানসক্ষেত্র নষ্ট-[illegible] ও দুষ্ট-প্রবৃত্তি

দ্বারা কলুষিত, অপরদিকে আবার তাহা সরলতা ও সাহসিকতাদি সুগুণ সমূহেও বিভূষিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের নিষ্ঠুর-প্রকৃতি অপকর্ষই কিছুতেই অপসারিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে একাধারে দুইটী ভিন্ন-প্রকৃতির প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে ;—১ গার্হস্থ্যধর্ম্মের চরম নিদর্শন 'সর্ব্বভূতে সমদয়া' এবং ২ বুদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ 'প্রবঞ্চনা'। গোঁড় ও পোণবার প্রভৃতি জাতির উপর সরল ও সদয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কঠোর প্রকৃতি কোমল হইয়া পড়ে। তাহারা অপর জাতি অপেক্ষা পরিশ্রমী ও কৃষিজীবী। অপর সাধারণে আলস্য-প্রিয় ও ভোগবিলাসশূন্য। [জাতিতত্ত্বের বিবরণ গোঁড় প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

ভাণ্ডারা, পৌনী, তুম্সর ও মোহরী এখানকার প্রাচীন নগর। উক্ত পৌণীনগরে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাগপুররাজের চেষ্টায় পৈঠান, বুর্হানপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সহর হইতে উৎকৃষ্ট তন্তুবায়সকল এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা সাধারণে 'কোষ্টী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের সূক্ষ্মবস্ত্র এবং অন্যান্য স্থলের পিত্তল ও প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রাদি ভারতের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বেণগঙ্গা-নদীকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৯´ ২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪১´ ৪৩´´ পূঃ। এখানে কার্পাস বস্ত্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

ভাণ্ডারিক (পুং) ভাণ্ডারে নিযুক্তঃ ঠন্। ভাণ্ডারী, ভাণ্ডারাধ্যক্ষ।

ভাণ্ডারিন্ (পুং) ভাণ্ডারোঽধিকারিত্বেনাস্ত্যস্যেতি, ভাণ্ডার-ইনি। ভাণ্ডারাধ্যক্ষ, চলিত ভাঁড়ারী। নিদ্রিত অবস্থায় কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে নাই, কিন্তু ভাঁড়ারী নিদ্রিত হইলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইলে দোষ হয় না।

"ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ কামী বিদ্যার্থী কৃষিকারকঃ।
ভাণ্ডারী চ প্রবাসী চ সপ্তসুপ্তান্ প্রবোধয়েৎ ॥"(ব্যবহারপ্রদীপ)

২ ধান্য ও রত্নাদির অধিকারী দাস্যভক্তিপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সেবক গণভেদ।

"স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ আদি করি।
ধান্য আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে ভাণ্ডারী ॥
পীঠ আদি দাহন তক্ষ্য স্থানাদি করণে।
কমল বিমল আদি পট্ট সুরজনে ॥" (ভক্তমাল)

শ্রীকৃষ্ণসেবারত এরূপ অনুচরই ভাণ্ডারী পদবাচ্য। ২ নাপিত জাতির একটী শাখা। [নাপিত দেখ।]

ভাণ্ডারিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ গাইকবাড়-রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভাণ্ডি (পুং) ভড়ি-ইন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নাপিতের ক্ষুরাদির আধার, চলিত ভাঁড়ি।

ভাণ্ডিক (পুং) ভাণ্ডিল, নাপিত। (হেম)

ভাণ্ডিজঙ্ঘি (পুং) ভণ্ডিজঙ্ঘের গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডিত (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।২।১১১)

ভাণ্ডিতায়ন (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১০)

ভাণ্ডিত্য (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৫)

ভাণ্ডিনী (স্ত্রী) পেটিকা। ২ মঞ্জুষা। ৩ চুবড়ী।

ভাণ্ডিল (পুং) ভাণ্ডিরস্ত্যস্যেতি ভাণ্ডি-লচ্। নাপিত।

ভাণ্ডিলায়ন (পুং) ভাণ্ডিলস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) নাপিতের গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডিবাহ (পুং) ভাণ্ডিং ক্ষুরাদ্যাধারং বহতীতি বহ-অণ্। নাপিত। (শব্দমালা)

ভাণ্ডিশালা (স্ত্রী) ক্ষৌরগৃহ।

ভাণ্ডীর (পুং) ভণ্ড ঈরচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বট বৃক্ষ। (জটাধর) ২ ব্রজমণ্ডলের অন্তরে ষোড়শ বট-বন মধ্যে দ্বিতীয় বট-বন। "সঙ্কেতবটমাদৌ তু ভাণ্ডীরাখ্যং বটং দ্বয়ং।"
(নারায়ণভট্টকৃত ব্রজভক্তিবি°)

২ ক্ষুপবিশেষ। ভাণ্ডীর ফুলের গাছ (Clerodendron infortunata.)।

ভাণ্ডীরলতিকা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

ভাণ্ডীরবন, বৃন্দাবনের চুরাশী বনের অন্তর্গত একটী বন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ইহা একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। এখানে সুদাম সখা ও বলরামের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

ভাণ্ডের, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঝান্সী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। অক্ষা° ২৫°৪৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´৫৫´´ পূঃ মধ্যে। পলুজ নদীর বামকূলে ঝান্সী হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২০৮ একর। এই নগরের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোহর। ইহা ক্রমনিম্ন সমতল ভূমি হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্ব্বতোপরি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম, অসংখ্য মন্দির, তড়াগ ও কূপাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অধিকারকালে নির্ম্মিত একটী মসজিদে বৌদ্ধকীর্ত্তির অনেক পূর্ব্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ এবং ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব বশতঃ এই নগর ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। এই স্থানে খারুয়া নামক বস্ত্র ও সাদা কম্বল প্রস্তুত হইয়া ঝাউ, গোয়ালিয়র, কাল্পি প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

ভাণ্ডেশ্বর, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলান্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত; উচ্চতা ১৭৫৯ ফিট। এই পাহাড় দুরারোহ ও বাসের অযোগ্য। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক গুলি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

ভাত (ক্লী) ভা দীপ্তৌ-ক্ত। ১ প্রভাত। (শব্দমা॰) ভা-ভাবে-ক্ত। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ দীপ্তিযুক্ত।

ভাতগাঁও, নেপাল রাজ্যান্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। অক্ষা॰ ২৭°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৫°২২´ পূঃ। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম ভক্তপুরী। পূর্ব্বে এই নগর নেপালবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রিয়তর বাসভূমি ছিল। নেবার জাতির অভ্যুদয় হইতে এখানে হিন্দু-নেবারগণের অধিক বসবাস হইয়াছে। গোর্খা-দিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে মল্লবংশীয় রাজগণ আধিপত্য করিতেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা গোর্খাগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এখানে নেপালরাজ্যের একটী সেনানিবেশ আছে। এই নগর ৮ মাইল দীর্ঘ একখানি কাষ্ঠসেতু দ্বারা রাজধানী কাটমাণ্ডুর সহিত সংযোজিত। ভাতগাঁওর ভবানী মন্দির ইতিহাসে সমধিক বিখ্যাত। স্থানীয় ব্যবহা-রোপযোগী পিত্তল ও তাম্রের বাসন এই স্থানে প্রস্তুত হয়।
[নেপাল দেখ।]

ভাতগাঁও, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলাস্থ একটী জমিদারী। অক্ষা॰ ২১°৩৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮২°৫১´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৭২ বর্গ মাইল। বীঞ্জা জাতীয় সামন্তগণ এখানকার অধিকারী।

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান গ্রাম ও শিবনারায়ণ তহশী-লের সদর।

ভাতগাঁও, বাঙ্গালার পুর্ণিয়া জেলাস্থ একটী সহর।

ভাতি (স্ত্রী) ভা-ক্তিন্। শোভা।

"যত্তদ্ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ॥"
(ভাগ॰ ৮।১৮।১২)

ভাতার (দেশজ) ভর্ত্তা। স্ত্রীলোকের স্বামী।

ভাতু (পুং) ভাতীতি ভা (কমিমণি-জনিগাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৩) ইতি তু। ১ সূর্য্য। ২ দীপ্ত। (উজ্জ্বল)

ভাতু, নিকৃষ্ট জাতি বিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও দাক্ষি-ণাত্যে ইহাদিগের বাস। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা নারায়ণ ও বাঁশের পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহারা কোন রূপ মূর্ত্তির পূজা করে না। ইহারা ব্যায়াম, কুর্দ্দন ও ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা সংগীর, বেরীর, হাবুর কোলাহাটী, ঢুম্বং, ঢুম্বের-বর প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাতুড়িয়া, একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ভাতুড়িয়া জেলার প্রধান নগর। ইহার পশ্চিমে মহানন্দী ও পুনর্ভবা, দক্ষিণে গঙ্গা, পূর্ব্বে করতোয়া ও উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। মুসলমান-অধিকারে মালদহের পূর্ব্বাংশ ভাতুড়িয়া নামে খ্যাত ছিল। ভাতুড়িয়া-রাজ কংস এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরে ব্রাহ্মণবংশীয় জমিদার রামকৃষ্ণের পত্নী শর্ব্বাণী দেবী এই সম্পত্তি ভোগদখল করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থান নাটোর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দনের হস্তগত হয়।

২ বর্দ্ধমান জেলার একটী গণ্ড গ্রাম। অক্ষা॰ ২৩°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৮° ২০´ পূঃ।

ভাতুড়িয়া (দেশজ) পরের ভাতে যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভাতুয়া (দেশজ) ভাতুড়িয়া, যাহারা ধনিগৃহে থাকিয়া কেবল অন্নধ্বংস করে।

ভাতোড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্ত-র্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আহ্মদনগর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে মেহকরী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ৪র্থ নিজামশাহী-রাজ মুর্ত্তজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খৃঃ) প্রধান মন্ত্রী সালাবৎ খাঁর নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ হ্রদ আছে। উহাতে প্রায় ৪৪বর্গ মাইল ভূমির জল পতিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক উহা সংস্কৃত হইয়াছিল। ইহার জলে সন্নিকটবর্ত্তী স্থানের চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এখানকার নরসিংহ-মন্দির শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ।

ভাদর, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদাবাদ জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। রণপুরের সন্নিকটে ভাদর-গোমাসঙ্গমে আজম খাঁ নামক গুজরাতের জনৈক সুবাদারের প্রতিষ্ঠিত (১৬৩৮ খৃঃ অঃ) একটী ভগ্নদুর্গ বিদ্যমান আছে। ২ ভাদ্র মাস।

ভাদালিয়ামুথা (দেশজ) ভদ্রমুস্তক।

ভাদু, বাঁকুড়া ও মানভূম জেলাবাসী বাউরী জাতির অনুষ্ঠিত উৎসববিশেষ। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি ও তৎপূর্ব্ব দিনে ইহার অনুষ্ঠান হয় বলিয়া ইহা ভাদু নামে খ্যাত। প্রায় প্রত্যেক বাউরী গৃহে, ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে রমণীগণ পদ্মোপরি অথবা চতুরস্র একখানি তক্তে একটী কুমারী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহাকে দেবীমূর্ত্তিজ্ঞানে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত করে। ঐ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় বয়োজ্যেষ্ঠা রমণী ও বালিকাগণ সেই দেবীপ্রতিমার চতুর্দ্দিকে একত্র হইয়া নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকে। মাসের শেষ দুই দিন দিবারাত্র তাহারা নৃত্যগীত ও মাদল বাজাইয়া মহাধূমধামের সহিত তাহাদের ভাদুব্রত সমাপন করে।

প্রবাদ, জনৈক পাঁচেট-রাজকন্যা বাউরী জাতির দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের দারিদ্র্য-নিবারণের জন্য বিশেষ অর্থ-সাহায্য করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া বাউরীগণ তাঁহার দেবীমূর্ত্তি সংগঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই মাসে ভাদু উৎসব আরম্ভ হয়। মতান্তরে জনৈক পাঁচেট-রাজমহিষী স্বীয় কন্যা ভাদ্রবতীর অকাল মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া কন্যার স্মরণ জন্য একটী মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। ভাদ্রমাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাউরীগণ সেই রাজকন্যার স্মরণার্থ এই উৎসব করিয়া আসিতেছে।

ভাদুই (দেশজ) ভাদ্র মাসোৎপন্ন দ্রব্য, যথা ভাদুই ধান্য, ভাদুই আম্র ইত্যাদি।

ভাদ্র (পুং) ভাদ্রী পৌর্ণমাস্যস্মিন্নিতি ভাদ্রী (সাস্মিন্ পৌর্ণমাসীতি। পা ৪।২।২১) ইত্যণ্। বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত পঞ্চম মাস। এই মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ভাদ্রপদ নক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া এই মাসের নাম ভাদ্র হইয়াছে। প্রথমতঃ এই মাস দুই প্রকার সৌর ও চান্দ্র। সূর্য্য ও চন্দ্র লইয়া সৌর ও চান্দ্র হইয়াছে। সিংহরাশিতে যতদিন সূর্য্য অবস্থান করেন, ততদিন সৌরভাদ্র। চান্দ্রমাসও মুখ্য ও গৌণচান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সিংহস্থ রব্যারব্ধ শুক্ল প্রতিপদাদি অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্য চান্দ্র ভাদ্র এবং সিংহস্থ রব্যারব্ধ পূর্ণিমা-পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র। (মলমাসতত্ত্ব) ইহার পর্য্যায় নভস্য, প্রোষ্ঠপদ, ভাদ্রপদ। (অমর) এই মাসে জন্মগ্রহণ করিলে ধীর, বরাঙ্গনাদিগের প্রিয়, রিপুসংহর্ত্তা, কুটিল ও সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত হয়।

"নভস্যমাসে খলু জন্ম যস্য ধীরো মনোজ্ঞশ্চ বরাঙ্গনানাম্।
রিপুপ্রমাথী কুটিলোঽতিমর্ম্মা প্রপন্নভর্ত্তা স ভবেৎ সহাসঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

যদি ভাদ্রমাসে কাহার বাটীতে গাভী প্রসব করে, তাহা হইলে তাহার ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, অতএব ভাদ্রমাসে গাভীপ্রসব হইলেই তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ঐ গাভী দান করিবে। পরে যথাবিধানে হোম করা আবশ্যক। এইস্থলে ভাদ্রমাস বলিতে কেবল সৌরভাদ্রই বুঝিতে হইবে। চান্দ্রভাদ্রে গাভী প্রসব করিলে দোষাবহ হইবে না।

"ভানৌ সিংহগতে চৈব যস্য গোঃ সম্প্রসূয়তে।
মরণং তস্য নির্দ্দিষ্টং ষড়্ভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ॥
তত্র শান্তিং প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্।
প্রসূতাং তৎক্ষণাদেব তাং গাং বিপ্রায় দাপয়েৎ॥"

হোমাদি শান্তি করিতে হইবে না। সংক্রান্তিতে এই পুণ্যকালের পর প্রসব হইলে শান্তি করিতে হইবে, গাভীদান অনাবশ্যক।

"সংক্রমণোত্তরষোড়শদণ্ডাত্মকপুণ্যকালাভ্যন্তরে গোঃপ্রসবে বিপ্রসম্প্রদানক-গোপ্রদানপূর্ব্বকশান্তিঃ কার্য্যেতি বিশেষঃ তদতিরিক্তসিংহস্থরবৌ গোঃপ্রসবে শান্তিমাত্রং কর্ত্তব্যং ন গোঃপ্রদানম্।" (নির্ণয়সিন্ধু)

ভাদ্র মাসে কোন্ কর্ম্ম অবশ্যকর্ত্তব্য তাহার বিষয় কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে,—শ্রাবণী পূর্ণিমার পরে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীব্রত সকলেই করা কর্ত্তব্য।

[জন্মাষ্টমী ব্রতের বিষয় জন্মাষ্টমী শব্দে দেখ।]

ভাদ্রমাসের শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা করিতে হয়। যিনি যথাবিধানে কর্কোটকাদি নাগপূজা করেন, তাহার আর সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নাগভয় থাকে না। এই ভাদ্রপঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। *

ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীর দিন ভগবান্ বিষ্ণুর পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয়, এইজন্য পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদশী অবশ্যকর্ত্তব্য। ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশীর দিন সায়ংকালে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"ওঁ বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্তেয়ং দ্বাদশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তস্ব সুখং স্বপিহি মাধব॥"

পরে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

"ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিতি।
প্রবুদ্ধে ত্বয়ি বুধ্যেতে জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দর্শন করিতে নাই। দৈবাৎ যদি চন্দ্র দর্শন ঘটে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। †

* "তথা ভাদ্রপদে মাসি পঞ্চম্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
যথালিখ্য নরো ভক্ত্যা কৃষ্ণবর্ণাদিবর্ণকৈঃ॥
পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পৈশ্চ সর্পিগুগ্গুলুপায়সৈঃ।
তস্য তুষ্টিং সমায়ান্তি পন্নগাস্তক্ষকাদয়ঃ॥
আসপ্তমাৎ কুলাত্তস্য ন ভয়ং সর্পতো ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নাগান্ সংপূজয়েন্নরঃ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

† "নারায়ণোঽভিশপ্তস্তু নিশাকরমরীচিষু।
স্থিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যানাপতেচ্চ সঃ।
অতশ্চতুর্থ্যাং চন্দ্রস্তু প্রমাদাদীক্ষ্য মানবঃ।
পঠেন্মন্ত্রেরিকাবাক্যং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥"

অভিশপ্তো· মিথ্যাপবাদবিবরীভূতঃ, সোঽভিশাপঃ অদ্যাপি মনুষ্যান পতেৎ। অতশ্চ প্রাঙ্মুখউদঙ্মুখো বা কুশতিলজলাঞ্জয় ওঁ অদ্যেত্যাদি সিংহার্কচতুর্থীচন্দ্রদর্শনজন্য-পাপক্ষয়কামো ধাত্রেয়ীবাক্যমহং পঠিষ্যে।" ইত্যাদি।
(কৃত্যতত্ত্বে ভাদ্রকৃত্যম্)

ভাদ্র মাসে অগস্ত্যকে অর্ঘ্য দান সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহা সৌর মাসেই দিতে হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্ব তিন দিনের মধ্যে প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া সংকল্প করিতে হইবে। 'ওঁ অগ্যেত্যাদি সর্ব্বাভিলষিতসিদ্ধিকামোঽগস্ত্যপূজনমহং করিষ্যে' এইরূপ সংকল্প করিয়া শালগ্রাম বা জলে দক্ষিণা-মুখে অগস্ত্যকে পূজা করিতে হইবে। পরে সিতপুষ্পাক্ষত-যুক্ত জল শঙ্খে করিয়া লইয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে ॥"

পরে এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হয়।

"আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভাদ্রদারব (ত্রি) ভদ্রদারু সম্বন্ধীয়।

ভাদ্রপদ (পুং) ভাদ্রপদা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী ভাদ্রপদী সা যত্র মাসে সঃ, ভাদ্রপদী-অণ্। ভাদ্রমাস।

ভাদ্রপদা (স্ত্রী) পূর্ব্ব ভাদ্রপদা নক্ষত্র। ২ উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্র। পর্য্যায়—প্রোষ্ঠপদা। (অমর)

ভাদ্রমাতুর (পুং) ভদ্রমাতুরপত্যমিতি ভদ্রমাতৃ (মাতুরুৎ-সংখ্যাসম্ভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্, উকারশ্চা-স্তাদেশঃ ইতি কারিকা। সতীপুত্র।

'সত্যাস্তু তনয়ে যাম্মাতুরবদ্ভাদ্রমাতুরঃ।' (হেম)

ভাদ্রমৌঞ্জ (ত্রি) ভদ্রমুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা।

ভাদ্রবর্ম্মণ (পুং) ভদ্রবর্ম্মার গোত্রাপত্য।

ভাদ্রবিক (পুং) চীন ধান্য, চলিত চীনা ধান। (পর্য্যায়মু॰)

ভাদ্রশর্ম্মি (পুং) ভদ্রশর্ম্মার গোত্রাপত্য। (পা॰ ৪।১।৯৬)

ভাদ্রসাম (পুং) ভদ্রসামের গোত্রাপত্য।

ভাদ্রবধূ (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, ভাদ্র বৌ।

ভান (ক্লী) ভা ভাবে ল্যুট্। ১ প্রকাশ। ২ দীপ্তি। ৩ জ্ঞান, প্রকাশ।

ভানপুর, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল।

ভানপুরা, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর রাজ্যের ভানপুরা তহ-সীলের প্রধান নগর। রেবানদীতীরে একটী গণ্ডশৈলের তটদেশে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৪° ৩০´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫°৪৭´৩০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৩৪৪ ফিট্ উচ্চ। নগরের চারি দিকে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যে যশোবন্ত রাও হোলকরের অসম্পূর্ণ প্রাসাদ ও দুর্গ অবস্থিত। ঐ প্রাসাদ মধ্যে যশোবন্তের প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ভানপুরার ছাউনীর মধ্যে অবস্থান-কালে যশোবন্তের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার ভস্মাবশেষ যেখানে পতিত ছিল, তদুপরি একটী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত ছত্রি হইয়াছে।

ভানরের, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার দক্ষিণ-পূর্ব্বশাখা। নর-সিংহপুর জেলার নর্ম্মদা নদীতীরস্থ সঙ্কলঘাট পর্ব্বত হইতে মৈহির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার কালুমার নামক গিরিশ্রেণী ২৫৪৪ ফিট্ উচ্চ।

ভানিয়ার, কাশ্মীর রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উরি হইতে নৌসেরা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত একটী হিন্দু দেবমন্দির আছে। উহার শিল্পনৈপুণ্যের কতকাংশ গান্ধারপ্রদেশীয় বলিয়া অনুমিত হয়।

ভানবীয় (ত্রি) ১ ভানুসম্বন্ধীয়, ভানুকিরণ। (ক্লী) ২ দক্ষিণ চক্ষু।

ভানান (দেশজ) নিস্তুষীকরণ, যথা ধান ভানান।

ভানিকর (পুং) কিরণসমূহ, আলোক।

ভানু (পুং) ভাতি চতুর্দ্দশভুবনেষু স্বপ্রভয়া দীপ্যতে ইতি ভা (দাভাভ্যাং নুঃ ৩।৩২) ইতি নু। ১ সূর্য্য।

"অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্ব্বতোমুখঃ।"
(ভারত ৩।৩।২৪)

২বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৭) ৩ প্রাধার পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৮) ৪ অঙ্গিরঃসৃষ্ট তপসের পুত্রভেদ। (ভারত ৩।২২০।৮) ৫ যাদব বিশেষ।

"কন্যাং ভানুমতীং নাম ভানোর্দুহিতরং নৃপ।
জহারাস্তবধাকাঙ্ক্ষী নিকুম্ভো নাম দানবঃ।"
(হরিব॰ ১৪৭।২)

৬ কিরণ। "শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্" (ঋক্ ৬।৬৪।২) "ভানবো রশ্ময়ঃ" (সায়ণ) ৭ অর্ক বৃক্ষ। (অমর) ৮ প্রভু। ৯ রাজা। (ধরণি) ১০ বৃত্রারিংপিতা। (হেম) ১১ গন্ধর্ব্ব-ভেদ। (ভারত ১।৬৫ অ॰) ১২ উত্তম মন্বন্তরে দেবতা-ভেদ। (হরিব॰ ৯ অ॰) এই অর্থে এই শব্দ বহুবচন হয়। ১৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত অনেক রাজা। (সহ্যা॰ ৩০।১৫)

ভানু (স্ত্রী) ভানুমতী। (শব্দরত্না॰) ২ দক্ষকন্যাভেদ।

"শৃণুধ্বং দেবমাতৄণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ।
মরুত্বতী বসুর্যামী লম্বা ভানুররুন্ধতী॥" (মৎস্যপু॰ ৫।১৫)

৩ ধর্ম্মপত্নীভেদ। (হরিব॰ ১অ॰)

ভানু, রামসহস্রনামপ্রণেতা।

ভানুক, সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত অনেক রাজা। (সহ্যাদ্রি ৩৩।৭৮)

ভানুকর, জনৈক কবি। পদ্যামৃততরঙ্গিণীতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

ভানুকম্প (ক্লী) সূর্য্যের কম্পনরূপ দুর্ল্লক্ষণবিশেষ। জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহা বিশেষ অমঙ্গলসূচক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভানুকেশর (পুং) সূর্য্য।

ভানুখেরা, বৃন্দাবনস্থিত কুণ্ডবিশেষ। এই কুণ্ডের জল অতি উপাদেয়। ইহার চতুর্দ্দিকে বৃষভানু রাজার গো সকল থাকিত। (শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল)

ভানুগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা।

ভানুচন্দ্র, কাব্যপ্রকাশটীকা ও কাদম্বরীটীকাপ্রণেতা।

ভানুচন্দ্রগণি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। ইনি মোগল-সম্রাট্ অকবর জলাল-উদ্দীনের (১৫৫৪-১৬০৫ খৃঃ) সভায় থাকিয়া বসন্তরাজকৃত শকুনার্ণব গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্য সিদ্ধচন্দ্র উহা সংশোধন করিয়াছেন।

ভানুচূড়ামণি, ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, রসসিন্দুর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপত্র, যমানী, শুণ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমাক্ষিক সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর নাশ হয়।

ভানুজ (পুং) ভানোর্জায়তে জন-ড। ভানুর পুত্র, সূর্য্যপুত্র।

ভানুজিদীক্ষিত, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজি-দীক্ষিতের পুত্র। ইনি রাজা কীর্ত্তিসিংহদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ব্যাখ্যাসুধা বা সুবোধিনী নামে অমরকোষটীকা প্রণয়ন করেন। স্বীয় সাধুজীবনের পরিচয়স্বরূপ পরবর্ত্তী কালে ইনি 'রামভদ্রাশ্রম' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুজিৎ, খেচরভূষণনামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

ভানুদত্ত, ১ জনৈক বৈয়াকরণ। দেবরাজ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২ কুমারভার্গবীয় ও গীতগৌরীশ নামক গ্রন্থদ্বয়প্রণেতা। ৩ মুহূর্ত্তসার নামক জ্যোতিগ্রন্থ-রচয়িতা। ৪ মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। গণপতিনাথের পুত্র। ইনি অলঙ্কারতিলক, রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী ও শৃঙ্গারদীপিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভানুদত্তা, সংযতির পত্নীভেদ। (নৃসিংহপু° ২৮।১৯)

ভানুদিন (ক্লী) ভানোর্দিনং। সূর্য্যের দিন, রবিবার।

ভানুদীক্ষিত, শুক্লবালপ্রবোধিনী নামে অমরকোষটীকা ও লিঙ্গভট্টীয় নামে একখানি অভিধানপ্রণেতা।

[ভানুজিদীক্ষিত দেখ।

ভানুদেব (পুং) ভানুরেব দেবঃ। ১ সূর্য্য। ২ পাঞ্চাল দেশীয় পাণ্ডবপক্ষীয় একজন বীর। ইনি ভারতযুদ্ধে নিহত হন। (ভারত কর্ণপ°) ৩ রাজপুত্রভেদ। (সাহিত্যদর্পণ ১৯৩) ৪ উমাঙ্গাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। তিনি ১৪৫০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

৫ উড়িষ্যার জনৈক নরপতি। ইনি চালুক্য-রাজকন্যা জাকল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬ উক্ত রাজবংশীয় ২য় নরসিংহদেবের পুত্র।

ভানুনাথদৈবজ্ঞ, ভৌয়াল-বংশীয় চন্দ্রনানন্দের পুত্র। ইনি ভক্তিরত্ন ও ব্যবহাররত্ন নামে দুই খানি গ্রন্থ বিরচন করেন।

ভানুপণ্ডিত (পুং) ১ সজ্জনবল্লভপ্রণেতা। ২ জনৈক কবি, শ্রীবৈদ্য ভানুপণ্ডিত নামে পরিচিত। শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভানুপাক (পুং) সূর্য্যকিরণে লৌহপাক। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার পাকের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,—লৌহচূর্ণ বারংবার ছাকিয়া লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে প্রক্ষালন করিয়া শুষ্ক হইলে ভানুপাক দিতে হইবে। লৌহের সমান ত্রিফলা দ্বিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে এই ক্বাথ বারংবার দিয়া সূর্য্যসন্তাপে শুষ্ক করিতে হইবে। ইহাই ভানুপাক। (রসেন্দ্রসারস°)

ভানুফলা (স্ত্রী) ভানুরিব দীপ্তিমৎ ফলমস্যাঃ। কদলী। (জটাধর)

ভানুভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার, নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র ও শঙ্করভট্টের পৌত্র। ইনি একবস্ত্রস্নানবিধি, হোমনির্ণয় ও দ্বৈতনির্ণয়-সিদ্ধান্তসংগ্রহ নামে স্বীয় পিতামহকৃত ধর্ম্মাদ্বৈতনির্ণয় গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করেন।

ভানুভট্ট (পুং) প্রশ্নার্ণবপ্রণেতা নারায়ণদাস সিদ্ধের গুরু।

ভানুমৎ (পুং) ভানবঃ সন্ত্যস্যেতি ভানু-মতুপ্। ১ সূর্য্য।

"অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতোময়ূখৈর্ম্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্॥"
(কুমারস° ৩।৬৫)

২ কলিঙ্গ দেশজ নৃপতিবিশেষ। (ভারত ৬।৫১।৩৩)

৩ কেশিধ্বজের পুত্র। (ভাগ° ৯।১৩।২১) ৪ ভর্গের নামান্তর। ৫ কৃষ্ণপুত্রভেদ। (ত্রি) ৬ দীপ্তিযুক্ত।

"চর্ম্মণ্যপি চ গাত্রেষু ভানুমন্তি দৃঢ়ানি চ।" (ভারত ১।৩০।৪৭)

ভানুমতী (স্ত্রী) ভানু-মতুপ্ ঙীপ্। বিক্রমাদিত্যরাজের স্ত্রী, ভোজরাজের কন্যা।

"দেবগুরোঃ প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥" (কালিদাস)

ইনি পরম রূপবতী ছিলেন। ভোজবংশের প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ইঁহার অভ্যস্ত ছিল। অস্মদ্দেশীয় ভোজ-

বিভাব্যবসায়িগণ এখনও তাহাদের ভোজক্রীড়াকে 'ভানুমতী কা-খেল' বলিয়া থাকে।

২ কৃতবীর্য্যের দুহিতা। অহংযাতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। (ভারত ১।৯৫।১৫) ৩ অঙ্গিরসের প্রথমা কন্যা। (ভারত ৩।২১৭।৩) ৪ যাদব ভানুর কন্যা। (হরিব° ১৪৭।২) ৫ দুর্য্যোধনের পত্নী। (বেণীসংহারনা° ২ অ°) ৬ গঙ্গা।

"ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ভেনী ভক্তস্বর্গাপবর্গদা।
ভাগীরথী ভানুমতী ভাগ্যং ভোগবতী ভৃতিঃ॥"
(কাশীখণ্ড ২৯।১২৯)

৭ নগরপত্নীভেদ। (লিঙ্গপু° ৬৬।১৫)

ভানুময় (ত্রি) রশ্মিসবলিত। আলোকমালাসমাকীর্ণ।

ভানুমালী (ত্রি) সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত জনৈক রাজা।
(সহ্যাদ্রি ৩৩।১৪৯)

ভানুমিত্র (পুং) ১ চন্দ্রগিরি-নৃপপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°) ২ গয়াদেশাধিপতি নরপতিভেদ।

৩ জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি মৌর্য্যবংশীয় পুষ্যমিত্রের পর রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন।

ভানুমিশ্র, জনৈক কবি। পদ্যামৃততরঙ্গিণীতে ইহার রচিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভানুরথ (পুং) চন্দ্রগিরিরাজপুত্র। বৃহদশ্বপুত্রভেদ।

ভানুল (পুং) ভানুদত্তের নামান্তর। (পাণিনি ৫।৩।৮৩) ২কার্ত্তিক।

ভানুবন (ক্লী) ভার্গবন নামক অরণ্যানি। (হরিবংশ)

ভানুবর্ম্মন্ (পুং) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পলাশিকার কাদম্ববংশীয় নরপতিভেদ।

ভানুবার (পুং) ভানোর্বারঃ। রবিবার, সূর্য্যের দিন।

"অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥"
"অত্র স্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং স্মৃতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সকল দিনে স্নান, জপ, হোম, দেবতাপূজা ও উপবাস বিশেষ পুণ্যকর।

ভানুবিক্রম, চেরবংশীয় নরপতিবিশেষ, ত্রিবাঙ্কোড়রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ভানুশক্তি, সেন্দ্রকবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি কাদম্বরাজ হরিবর্ম্মার সমসাময়িক।

ভানুসেন (পুং) কর্ণের পুত্রভেদ। (ভারত কর্ণপ° ৪৮অ°)

ভানেমি (পুং) ভানাং প্রভাচক্রাণাং নেমিরিব। সূর্য্য। (ত্রিকা°)

ভান্তু (পুং) ভাষাঃ দীপ্তেঃ পঞ্চদশাহমধ্যে অন্তোযস্ত। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশাহমধ্যে কান্তির উপচয় ও অপচয়যুক্ত চন্দ্র।

"ভান্তঃ পঞ্চদশঃ" (শুক্লযজু° ১৪।২৩) 'ভান্তশ্চন্দ্রঃ, পঞ্চদশাহানি পূর্য্যমাণত্বাৎ পঞ্চদশঃ, ভা কান্তিরেব অন্তঃ স্বরূপং যস্য, তদ্রূপাসি, চন্দ্রমা বৈ ভান্তঃ পঞ্চদশঃ' (বেদদীপ°) ভস্য অন্তঃ। ২ নক্ষত্র ও রাশির অন্ত।

ভান্দ (পুং) অতিপুরাণভেদ। (কূর্ম্মপু°)

ভান্ডুপ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থানা জেলাস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। ইহা একটী রেলওয়ে ষ্টেসন। অক্ষা° ১৯°৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৫৯´ ১৫´´ পূঃ।

ভাপ, (দেশজ) বাষ্প, ভাবওঠা।

ভাপশাহ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল।

ভাপসাগন্ধ (দেশজ) একপ্রকার গন্ধ, দুর্গন্ধভেদ।

ভাপীপুলি (দেশজ) জলের উষ্ণ বাষ্পে প্রস্তুত মিষ্ট পিষ্টকভেদ।

ভাভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্সীর অন্তর্গত ভাভর রাজ্যের প্রধান নগর। পালানপুর হইতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৩´ পূঃ।

ভাম, ক্রোধ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভামতে। লোট্ ভামতাং। লিট্ বভামে। লুঙ্ অভামিষ্ট। ভাম—কোপন। অদন্ত চুরাদি। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভাময়তি। লুঙ্ অবভামৎ।

ভাম (পুং) ভামনমিতি ভাম ক্রোধে ঘঞ্। ১ক্রোধ। "যদেচিদস্য প্রক্রন্তি ভামা নবরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ" (ঋক্ ৫।২।১০) 'ভামা ক্রোধা দীপ্তয়ো বা' (সায়ণ)। ভা-(অর্ত্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষিক্ষু ভায়াবাপদীতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ৩ সূর্য্য। ৪ ভগিনীপতি। (শব্দরত্না°)

"গুরুং মিত্রং তথা ভামং পুত্রঞ্চ ভগিনীং তথা॥"
(দেবীভাগ° ৬।১৬।৪৯)

ভাম, বেরারের বুন জেলাস্থ একটী জনশূন্য সহর। অক্ষা° ২৫° ১৩´ ৩৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩´ পূঃ। এই নগর য়েওৎমলের ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রঘুজি-ভোঁসলের সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে যে, এখানে কোন সময়ে পঞ্চসহস্র বৈরাগীর বাস ছিল। পূর্ব্বে এই নগর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত মতে প্রজাদিগের দ্বারা আবাদ হওয়ায় ইহা অধুনা একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে পরিণত হইয়াছে।

ভাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলান্তর্গত নদীবিশেষ। এই নদী সহ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভামক (পুং) ভাম এব স্বার্থে কন্। ভগিনীপতি।
(শব্দরত্না°)

ভামকবি, ষড়ভাষাচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

ভামগড়, মধ্যপ্রদেশান্তর্গত নিমার জেলাস্থ একটী সহর; কন্দসহরের ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

ভামচন্দ্র, পুণা জেলান্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। ইহাতে ভামচন্দ্র (শিবের) মন্দির ও সীতাকুণ্ড নামক জলপ্রপাত আছে। এই পর্ব্বত চাকনের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উক্ত শিবমন্দির ব্যতীত এই পর্ব্বতভাগে অনেক গুহামন্দির ও মঠোব প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্ত্তি রহিয়াছে।

ভামণ্ডল (ক্লী) ভানাং মণ্ডলং। ১ রশ্মিমেখলা। ২ অঙ্কিত ঋষি বা রাজার মুখের চতুর্দ্দিকস্থ কিরণমালা।

ভামতা, জাতিবিশেষ। ইহারা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহাদিগের আচার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদ উচ্চ জাতির হিন্দুদিগের ন্যায়। ইহাদিগের প্রায় সকলই সঙ্গতিপন্ন। [ভামতীয় দেখ।]

ভামতী, ষড়দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতি-মিশ্রকৃত বেদান্তসূত্রের টীকা। এই টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল।

ভামতীয়, দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণশীল জাতিবিশেষ, ভিক্ষাবৃত্তি ও চৌর্য্যবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা মরাঠী বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া নিজের অভীষ্ট সাধন করিয়া বেড়ায়। পুণার পশ্চিমে ভাম্বুর্দা, গণেশখণ্ড প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস আছে।

ভামনী (পুং) ভামং নয়তি নী-ক্বিপ্। পরমেশ্বর। "ভামনীয়েষ সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ" (ছান্দোগ্য উপ০)

ভামহ (পুং) ১ জনৈক অলঙ্কারশাস্ত্রপ্রণেতা। ২ রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি।

ভামহ, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বররুচিকৃত প্রাকৃত-প্রকাশের মনোরমাবৃত্তি নামে টীকা ও একখানি অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভামা (স্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-অচ্-টাপ্। কোপনা স্ত্রী।

ভামিন্ (ত্রি) ভাম-ণিনি। ১ ক্রোধযুক্ত। ২ তেজস্বী।
(ঋক্ ১।৭৭।১)

ভামিনী (স্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-ণিনি ঙীপ্। ১ কোপনাস্ত্রী। ২ স্ত্রী মাত্র। "একদা দানবেন্দ্রস্য শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা।
সখী সহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥" (ভাগবত ৯।১৮।৬)
৩ তুম্বর নামক গন্ধর্ব্বের দুহিতা। (মার্কণ্ডেয়পু০ ১২৮।৭)

ভামের, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলান্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন এখানে পূর্ব্বতন নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহা নিজামপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

ভামো, উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী। ইরাবতীনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৪°১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯৭°৫৪´ পূঃ। চীনরাজ্যের সহিত এই নগরের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন এই নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। নগরের উপকণ্ঠে দুইটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।
[ব্রহ্মদেশ দেখ।]

ভাম্বুর্দা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলান্তর্গত মুথাতীরস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম পুণার অনতিদূরে অবস্থিত এবং কাষ্ঠসেতু দ্বারা পুণানগরের সহিত সংযোজিত। এখানে পশুক্রয়-বিক্রয় নিমিত্ত প্রতি বুধবারে একটী হাট বসিয়া থাকে। শীতকালে ঐ হাটে পশুর সংখ্যা গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ অধিক হইয়া থাকে। গ্রামের প্রান্তভাগে অনেক ইংরাজের বসতি এবং বিখ্যাত পাঞ্চালেশ্বর-মন্দির আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত যশোবন্ত রাও হোলকরের ভ্রাতা বিঠোজে হোলকর এখানে বাজীরাও কর্ত্তৃক ধৃত হন। বাজিরাও পেশবা সিন্দেরাজের প্রীতি উৎপাদনার্থ বিঠোজিকে হস্তিপদে বন্ধন করিয়া হত্যা করিতে আদেশ দেন।

ভাম্বোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অধুনা ইহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত। অক্ষা০ ২৪°৪০´ উঃ, দ্রাঘি০৬৭°৪১´ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম দেবল, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এই নগরের নাম মহায়া বা মানসর ছিল।

ভায়জাত্য (পুং) কপিবলের গোত্রাপত্য।

ভায়রাভাই (দেশজ) শ্যালিকাপতি।

ভায়া (ভ্রাতৃশব্দজ) ১ ভাই। (লাটিন) ২ পথিমধ্য।

ভায়াবদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির হালার জেলাস্থ একটী নগর। অক্ষা০ ২১°৫১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭০°১৭´১৫´´ পূঃ।

ভায়িল, ১ রাজমালবংশীয় জনৈক নরপতি। ২ গৃহনির্ম্মাণ।

ভার, কচ্ছদেশীয় জাতি বিশেষ। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে তৎপুত্র শাহজহান ইহাদিগকে পরাজিত করেন।

ভার (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভৃঞ্ ভরণে (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১৯) ইতি ঘঞ্। ১ পরিমাণবিশেষ, বিংশতি তুলা পরিমাণ, ইহা আট হাজার তোলা।
"অবিশ্রামং বহেদ্ভারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দতি।
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্দভাৎ ॥" (চাণক্য)
২ বিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ গুরুত্ব, গুরুত্বগুণবিশিষ্ট বস্তু, চলিত বোঝা। ৪ বীবধ। (মেদিনী)

ভারক (ক্লী) পরিমাণবিশেষ, ভার।

ভারকী (স্ত্রী) ভৃ বাহুলকাৎ অকচ্। পোষণকর্ত্রী স্ত্রী।

তত: কার্য্যাদিত্বাৎ ঠক্। ভারঙ্গিক—তত্র ভব।

ভারণ্ড (পুং) উত্তরকুরুদেশজ শকুনপক্ষী।

"অসংহতা বিনশ্যন্তি ভারণ্ডা ইব পক্ষিণঃ॥

একোদরাঃ পৃথক্‌গ্রীবা অন্যোহন্যফলভক্ষিণঃ।" (পঞ্চতন্ত্র)

ভারত (ক্লী) ভারতান্ ভরতবংশীয়ানাধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইত্যণ্। বা ভারং চতুর্ব্বেদাদিশাস্ত্রেভ্যোপি সারাংশং তনোতীতি তন ড। গ্রন্থভেদ, মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত নামক ইতিহাস গ্রন্থ।

"ভারতং শৃণুয়ান্নিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তয়েৎ।

ভারতং ভবতে যস্য তস্য হস্তগতো জয়ঃ॥" (ভারত).

[ইহার বিশেষ বিবরণ মহাভারত শব্দে দেখ।

২ বর্ষভেদ, জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। ভরতস্য মুনেরয়ং ভরত-অণ্। (পুং) ৩ নট। (জটাধর) ৪ অগ্নি। (ত্রিকা°) ভরতস্য গোত্রাপত্যমিতি ভরত-অণ্। ৫ ভরতের গোত্রাপত্য।

"তত্রাশ্রৌষমহং ভৈতৎ কর্ম্ম ভীমস্য ভারত।"(ভারত ৩।১১।৭৪)

ভারত, সমরসারোদাহরণপ্রণেতা।

ভারত আচার্য্য, তন্ত্রসারধৃত জনৈক তন্ত্রগ্রন্থকার।

ভারত কর্ণ, তন্ত্রকর্ণিকা-রচয়িতা।

ভারতচন্দ্র রায়, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি। তিনি কালিকা-মঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) লিখিয়া আপনাকে বঙ্গবাসীর নিকট চির-পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা অশ্লীল হইলেও উহার রচনাবৈচিত্র্য ও কবিত্বপূর্ণ শ্রুতিমধুর সরল পদবিন্যাস দেখিলে এককালে চমৎকৃত হইতে হয়। সাহিত্য ও কাব্যাদি হইতে সাধারণতঃ সাময়িক সমাজ-চিত্র সঙ্কলিত হইতে পারে। কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে যে সকল অমার্জ্জিত রুচির বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা তৎকালীন সামাজিক বিপ্লবের পরিচায়ক। নবাবী আমলে মুসলমানগণের অত্যাচার ও সুখবিলাসী ভূস্বামিগণের যথেচ্ছা-চারিতা তৎকালে সমাজে একটী বিশেষ উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত করিয়াছিল। সেই বিলাসিতা ও কামিনীকাঞ্চন-লালসার মধ্যে পড়িয়া সেই সময়ে সকলেই প্রায় আদিরসের অনুরাগী হইয়াছিল। তাই আদিরস-সুধাস্বাদনোৎসুক নবদ্বীপাধি-পতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে অস্মদ্দেশীয় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত-চন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় আদিরসপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি সাময়িক রুচির বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণায় পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামের নিকট নরেন্দ্রপুরে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু কোন্ অব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোন প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত 'সত্যপীরের কথা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এইরূপে বংশপরিচয় লিখিত আছে—

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পোথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষনা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হৌন্ বরদায়,
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥"

উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যের 'সনে রুদ্র চৌগুণা' হইতে গ্রন্থসমাপ্তিকাল বাঙ্গালা ১১৩৪ সাল ধরা যায়। শুনা যায়, তখন ভারতচন্দ্র পঞ্চদশবর্ষীয় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার জন্ম সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে হইয়া থাকিবেক।

কবির পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার প্রায় বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তিনি স্বীয় অতুল সম্পত্তি-রক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর গ্রাম গড়বন্দী করেন। জনরব এইরূপ,—পরস্পরের অধিকারভুক্ত ভূমিসীমাসংক্রান্ত বিবাদসূত্রে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে কোপা-ন্বিতা হইয়া রাজমাতা দুইজন রাজপুত সেনানীকে ভুরসুট অধিকারের আদেশ প্রদান করেন। তাহারা সদলে আসিয়া রজনীযোগে ভবানীপুরগড় ও পেঁড়োর গড় বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লয়।

ইহার পর নরেন্দ্ররায়ের দৈন্যদশার আরম্ভ। হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া তিনি কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কবি ভারতচন্দ্র সেই গোলযোগের সময়ে মণ্ডলঘাট পরগণার গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলাশ্রয়ে যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাজপুর-গ্রামে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যে উক্ত দুইখানি গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। পরে তাজ-

পুরের নিকটস্থ শারদাগ্রামবাসী জনৈক কেশরকুনী আচার্য্যের কন্যা বিবাহ করিয়া তিনি স্বীয় অগ্রজ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কৃতশিক্ষাই এই অনিষ্টকর কার্য্যের মূলহেতু বলিয়া সকলেই তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।*

স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া ভারত অভিমানবশে গৃহত্যাগপূর্ব্বক হুগলী বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ দেবানন্দপুরনিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও মুন্সীবাবুদিগের যত্নে পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি মুন্সী বাবুদিগের নিকট যে সিধা পাইতেন, স্বহস্তে পাক করিয়া তাহাতেই উদরপূর্ত্তি করিতেন। এ সময় তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অল্প অল্প কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পূজা হইবে। সত্যনারায়ণের কথা শুনাইবার জন্য ভারতকে পুথি পড়িতে আদেশ করা হয়। তদনুসারে ভারত স্বরচিত ত্রিপদীছন্দাত্মক একটী 'সত্যনারায়ণকথা' পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। উক্ত পূজোপলক্ষে দ্বিতীয়বার কথাপাঠে আদিষ্ট হইলে ভারত চৌপদী ছন্দে অপর একখানি গ্রন্থের পাঠ শুনাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' এইরূপ সন নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সময়ে তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই।

পারস্যভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অনুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতা মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমানরাজের নিকট হইতে সামান্য একটী সম্পত্তি ইজারা লন। ভারতকে সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় বিশেষ কৃতবিদ্য দেখিয়া তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহাকে স্বকীয় সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমান নগরে প্রেরণ করেন। এক সময়ে তাঁহার সহোদরেরা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রেরণে অক্ষম হইলে বর্দ্ধমানরাজ ঐ ইজরাটী খাস করিয়া লন। ইহাতে ভারতচন্দ্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু স্বীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। এই কারা যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি কারারক্ষককে বশীভূত করিয়া রাত্রিযোগে বর্দ্ধমান পরিত্যাগপূর্ব্বক মহারাষ্ট্র অধিকারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পলায়নকালে রঘুনাথনামক জনৈক নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তিনি মহারাষ্ট্ররাজধানী কটকনগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে দয়াশীল মহারাষ্ট্র সুবেদার শিবভট্টের অনুগ্রহে তিনি শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তমধামে বাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। সুবেদার তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া কর্ম্মচারী, মঠধারী ও পাণ্ডাদিগের উপর আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, 'ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য বিনা করে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থবাসী হইতে পারিবেন এবং যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন সেই মঠে সসম্মানে স্থান পাইবেন'। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটী বলরামী-আট্‌কে ধার্য্য হইয়াছিল।

এখানে শঙ্করাচার্য্যমঠে বাসপূর্ব্বক ভারত রাজপ্রসাদ ও দেবপ্রসাদ ভোগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা বৈষ্ণব সহবাস ও বৈষ্ণবের সহিত আলাপ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ ও শ্রীভাগবতশ্রবণ হেতু তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক উদাসীনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। একদা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বৃন্দাবনধাম দর্শনের বাসনা জানাইলে ভারত হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের অনুগামী হন। শ্রীক্ষেত্র হইতে পদব্রজে বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তথাকার গোপীনাথ জীউর মন্দির দর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন যে, কীর্ত্তনকারী গায়কসম্প্রদায় 'মনোহরশাহী' কীর্ত্তনারম্ভের অনুষ্ঠান করিতেছে। বৈষ্ণব সঙ্গে দেবমন্দিরে প্রসাদ পাইয়া তিনি কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃতপানে গুণাকর কবিবর প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

ঐ খানাকুল গ্রামে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি-ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ তাহা জ্ঞাত ছিল। যখন তিনি তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, তখন রঘুনাথ অবসর বুঝিয়া গোপনে ভট্টাচার্য্যের ভবনে যাইয়া তাঁহার শ্যালী ও ভায়রা-ভাইকে সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত করান। তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে ভট্টাচার্য্য পরিবারস্থ সকলে কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন এবং নাপিত ডাকাইয়া তাঁহার দাড়ি গোপ চুল ও নখ প্রভৃতি ফেলাইয়া দেন। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র পরিধানান্তর অনেক অনুরোধ উপরোধের পর গৃহধর্ম্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি এ সময়ে স্বীয়

* বলিতে পারি না, সংস্কৃতাধ্যয়নকালে ঐ কন্যার সহিত ভারতের কোন বাল্যপ্রণয়মূলক প্রণয় জন্মিয়াছিল কিনা? কিন্তু এই বিবাহে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা অনেক লাঘব হইয়াছিল।

আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন যে, 'যে পর্য্যন্ত না বিষয় কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারি, ততদিন আর আমি গৃহে গমন করিব না।'

কএক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য ভায়রাভাই ভারতকে সঙ্গে লইয়া সারদাগ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। বিবাহবাসর ব্যতীত ভারতচন্দ্র আর একদিনও প্রণয়িনীর মুখদর্শন-সুখ ভোগ করেন নাই। অনেক দিনের পর স্ত্রীদর্শনে তাঁহার চিত্তে প্রেম ও প্রীতি-ভাবের উদয় হইয়াছিল। শ্বশুরালয় হইতে যাত্রাকালে তিনি স্বীয় পত্নী ও শ্বশুর মহাশয়কে বলিয়া যান যে, যতদিন না আমি অর্থোপার্জ্জন দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে বাটীনির্ম্মাণ করিতে পারি, ততদিন আপনি কিছুতেই আপন কন্যাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না। গৃহত্যাগী ভারতের এই দৃঢ়তা, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল।

শ্বশুরবাটী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় যান। এখানে ফরাসী গবর্মেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য শ্রোত্রিয় পালধি-বংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চৌধুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উমেদারী কালে তিনি গোন্দালপাড়া নিবাসী ৺ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আহারাদি করিতেন।

টাকা কর্জ্জের আবশ্যক হইলে নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের বাটীতে আগমন করিতেন। এই সূত্রে একদিন দেওয়ানজী মহারাজের সহিত নানা সদালাপের পর ভারতের কবিত্বশক্তি, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান দৈন্যদশার পরিচয় জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রতিপালনভার গ্রহণে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অঙ্গীকার মত ভারতকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রতি দিন প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় রাজসাক্ষাৎ তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তদনুসারে তিনি প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে দুএকটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। তদ্দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। একদিন মহারাজ বলেন, 'ভারত তোমার কবিতায় আমার সবিশেষ প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণ) কৃত চণ্ডী-গ্রন্থেরপ্রণালীক্রমে কালিকামঙ্গল রচনা কর।'

সেই আদেশপালন জন্য কবিবর ভারত কালিকামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ তিনি যতটুকু রচনা করিতেন, নীলমণি সমাদ্দার নামক জনৈক গায়ক ইহাতে গীতের সুর ও রাগ সমাবেশ করিয়া রাজাকে প্রতিদিন শুনাইতেন। রচনা শেষ হইবার পূর্ব্বে রাজা উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যাসুন্দর সংযোজনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে তিনি সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান * রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রিয় সভাসদরূপে গণ্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি উপসংহারে মানসিংহের বঙ্গাগমন ও ভবানন্দ মজুমদারের পালা লিখিয়া গ্রন্থ সমাপন করেন।

[ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।

উক্ত কালিকামঙ্গলের (অন্নদামঙ্গলের) শেষে গ্রন্থসমাপ্তি-কাল এইরূপ লিখিত আছে—

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

ইহার অর্থ ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া কালিকামঙ্গল সমাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং ৪০ বৎসর বয়সের কিছু পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বীকার করা যায়।

রায় গুণাকরের রসমঞ্জরী-গ্রন্থের কবিত্ব ও লালিত্য উপলব্ধি করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি এরূপ সদ্ভাবপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোন সময়ে তাঁহার সহিত রহস্যকৌতুক করিতে বিরত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের নায়ক নায়িকার

---

* তদ্রচিত বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানটী রূপক বলিয়া মনে হয়। বর্দ্ধমান-রাজসরকারের উপর জাতক্রোধ হইয়া তিনি বিদ্যাকে বর্দ্ধমান-রাজদুহিতা সাজাইয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অনুরূপ। তৎকালে নবদ্বীপে অগাঢ় বিদ্যানুশীলন হইত এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দ নদীয়ায় ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার জন্য আগমন করিত। জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যায় কূট তর্কের মীমাংসা শাস্ত্রাধ্যায়ী সুন্দররূপ যুবকের আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। সুন্দর বিদ্যালাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সুদূর কাঞ্চীপুর হইতে নবদ্বীপে আগমন করেন। বিদ্যাসুন্দরগ্রন্থে তাহাই সুন্দরের মশান রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মালিনীর সাহায্য ব্যতীত সুন্দরের বিদ্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দ্দেশ ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞানলাভও তদ্রূপ দুঃসাধ্য। বিদ্যালাভপ্রত্যাশায় সুন্দরের মালাগাঁথা ও মালিনীর নিগ্রহ, বিদ্যার্থীর অসীম অধ্যবসায় ও উপায়ে টোলগের প্রভাব বর্ত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন জন্য জানাথীর অনুরাগ, যুবকের যুবতী প্রেমাকাঙ্ক্ষার অনুরূপে সূচিত হইয়াছে। তাই ভাব বিপর্য্যয়ে ইহার ভাব ও ভাষা একান্ত অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্ণমালার পদবিন্যাস সহকারে শব্দযোজনা অতি রমণীয় হইয়াছে।

বর্ণনা শুনিয়া মহারাজ তাঁহাকে সুরসিক প্রেমিক জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি বহুদিন এখানে রহিয়াছ, তোমার স্ত্রীপরিবারের কোন তত্ত্বাবধান কর নাই ত?" তদুত্তরে ভারত বলিয়াছিলেন, 'আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বয়ং বাটী প্রস্তুত না করিতে পারিলে আর গৃহী হইব না। সুতরাং কিরূপে আর বাড়ীতে মুখ দেখাই, গঙ্গাতীরে একটু জমি পাইলে বাটী প্রস্তুত করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে পারি।" নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিল। ভারতের প্রার্থনা মত তিনি তাঁহাকে মূলাজোড় গ্রাম খানি ৬০০ টাকা রাজস্বে ইজারা দেন এবং বাটীনির্ম্মাণের জন্য ১০০০ টাকা দান করেন।

ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাস করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বর্দ্ধমানপতি তিলকচন্দ্রের মাতা বর্গীর ভয়ে মূলাজোড়ের পার্শ্বস্থ কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পাছে রাণীমাতার হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশ্বাদি ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের ইজারাভুক্ত মূলাজোড় গ্রামে যাইয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করে এবং তিনি ব্রহ্মস্বহরণপাপে পতিত হন, এই ভয়ে তিনি স্বীয় কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পত্তনী লইয়াছিলেন। ইহার বিনিময় স্বরূপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মূলাজোড়ে ১৬ বিঘা ও আনরপুরের অন্তর্গত গুস্তে গ্রামে ১০৫ বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপে প্রদান করেন। মূলাজোড়বাসীর অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্তনিদার রামদেবের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে একখানি পত্রসহ অষ্টশ্লোকী 'নাগাষ্টক' লিখিয়া পাঠান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাগাষ্টকের রচনা-কৌশলে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নাগের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। মূলাজোড়ে থাকিয়া ভারত তাঁহার পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কএক বৎসর হাস্য পরিহাসে কাল হরণ করিয়া তিনি ১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র হইতে রোগের সূত্রপাত হইয়া শেষে তাঁহার ভগন্দররোগ জন্মিয়াছিল।

ভারতমণ্ডল, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতাখ্য দেশভেদ।

[ভারতবর্ষ দেখ।

ভারতবর্ষ, জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—

"ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মনুর্ভরত উচ্যতে।
নিরুক্তবচনাচ্চৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্মৃতং।" (পূর্ব্বভাগ ৪৮।১০)

প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া মনু ভরত নামে আখ্যাত। আবার ভরত নামক মনুপ্রতিপালিত বলিয়া এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। কেহ আবার দুষ্মন্তপুত্র ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নামের নিরুক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কুমারিকাখণ্ড ও নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে, জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাভি হিমালয়ের আধিপত্য লাভ করেন। তৎপুত্র ঋষভ এবং তাঁহার পুত্র ভরত। এই ভরত বহুকাল ধর্ম্মানুসারে যে বর্ষ শাসন করিয়াছিলেন, তাহাই তন্নামানুসারে ভারতবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। * মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে, ভরতকে তৎপিতা এই রাজ্য দিয়াছিলেন বলিয়া এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। †

পৌরাণিক সীমা ও ভূবৃত্তান্ত।

ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে ভারতবর্ষের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমবদ্দক্ষিণঞ্চ যৎ।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম যত্রেয়ং ভারতী প্রজা॥"

যে দেশ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ। এখানকার প্রজাগণ ভারতী নামে প্রসিদ্ধ।

পৌরাণিক বিভাগ।

উক্ত পুরাণসমূহে লিখিত আছে,—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তেত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্তথ বারুণঃ॥
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরং॥
আয়তো হ্যাকুমারিকাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
তির্য্যগুত্তরবিস্তীর্ণঃ সহস্রত্রয়মেব চ॥
দ্বীপো হ্যুপনিবিষ্টোঽয়ং ম্লেচ্ছৈরন্তেষু নিত্যশঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শূদ্রাশ্চ ভাগশঃ।
ইজ্যাযুদ্ধবণিজ্যাদ্যৈর্ব্বর্ত্তয়ন্তো ব্যবস্থিতাঃ॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮।১২-২৭)

---

* "নাভেঃ পুত্রশ্চ ঋষভস্তরতো চাভবত্ততঃ।
তস্য নাম্না ত্বিদং বর্ষং ভারতং চেতি কীর্ত্ত্যতে॥" (কুমারিকা ৩৬ অ;)
(নারসিংহপুরাণ ৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

† "হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা।
তস্মাচ্চ ভারতং বর্ষং"—(মার্কণ্ডেয় পু০)

এই ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ কথিত হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেক ভাগই সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত থাকায় পরস্পর অগম্য। এই নয়টী বিভাগের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব্ব ও বারুণ। উক্ত অষ্টদ্বীপ, এতদ্ভিন্ন এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপই নবম। এই নবম দ্বীপের উত্তরদক্ষিণে আয়ত সহস্র যোজন, কিন্তু কুমারিকা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ইহার উত্তর দক্ষিণে বক্রভাবে বিস্তার তিন সহস্র যোজন। এই নবম দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্ব্বদা বহুতর ম্লেচ্ছ বাস করে। ইহার পূর্ব্বসীমায় কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনগণ এবং ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ যজ্ঞ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি অবলম্বনপূর্ব্বক বাস করিতেছে। বামনপুরাণে এই নবমদ্বীপ কুমারদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে।*

বামনপুরাণ মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ।
আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর তুরুষ্কাশ্চাপি চোত্তরে॥"

অর্থাৎ এই কুমার-দ্বীপের পূর্ব্বসীমায় কিরাত রাজ্য, পশ্চিমে যবন রাজ্য, দক্ষিণে আন্ধ্র রাজ্য এবং উত্তরে তুরস্ক রাজ্য অবস্থিত। এই কুমারদ্বীপই অধুনা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। এই নবম দ্বীপ ভিন্ন অপর আটটী দ্বীপ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগের মধ্যে তাম্রবর্ণ ও নাগদ্বীপ বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপের অংশ বিশেষ বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রদ্বীপাদির প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করা এক প্রকার দুঃসাধ্য।

পুরাণমতে ভারতীয় অনুদ্বীপ।

উক্ত নয়টী দ্বীপ ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আর কয়েকটী ভারতীয় অনুদ্বীপের উল্লেখ আছে। যথা—

"অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥
অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলং।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরং॥
হেমবিদ্রুমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্মিতং লবণাম্ভসা॥
তত্র চক্রগিরির্নাম নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
তত্র সা তু দরী চাস্য নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া॥
স মধ্যে নাগদেশস্তু নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
কোটিভ্যাং নাগ-নিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিং॥
যবদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরান্বিতম্।
তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ॥
সমুদ্রগানাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু।
তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্॥
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্য চ।
আকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রানাং তথাকরং॥
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদীপর্ব্বতমণ্ডিতং।
তত্র শ্রীমাংস্ত্র মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ॥
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ।
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদা ক্ষিতৌ॥
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতং।
তথা কাঞ্চনপাদস্তু মলয়স্যাপরস্তু হি॥
নিকুঞ্জেন্তৃণসোমাঙ্গেরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতং।
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে॥
তথা ত্রিকূটনিলয়ে নানাধাতুবিভূষিতে।
অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে॥
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণা।
নির্যূহবলভী চিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী॥
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী॥
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাং।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিদ্যাদেব বিদ্বিষাং॥
মানুষাণামসম্বাধা দুর্গম্যা সা মহাপুরী।
তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্ব্বে তীরে নদনদীপতেঃ॥
গোকর্ণনামধেয়স্য শঙ্করস্যালয়ো মহান্।
তথৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপ-সমাস্থিতং॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ং।
তত্র শঙ্খগিরির্নাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ॥
নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতঃ।
শঙ্খনাগা মহাপুণ্যা যস্মাৎ প্রভবতে নদী॥
যত্র শঙ্খমুখো নাম নাগরাজকৃতালয়ঃ।
তথৈব চ কুশদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্॥
নানা গ্রামসমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম্।
কামদা নাম বিখ্যাতা হৃষ্টচিত্তনিবর্হণী॥
মহাভাগা ভগবতী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে।
তথা বরাহদ্বীপে চ নানা ম্লেচ্ছগণাকুলে॥
নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে।

---

* "অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
কুমারাখ্যপরিখ্যাতো দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।" (বামনপুরাণ)
ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে এই নবম দ্বীপ 'কুমারিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

ধনধান্যযুতে স্ফীতে ধর্ম্মিষ্ঠজনসঙ্কুলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্বহুপুষ্পফলোপগৈঃ॥
বরাহপর্ব্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেককন্দরদরী-গুহা-নির্ঝর-শোভিতঃ॥
তস্মাৎ সুরসপানীয়া পুণ্যাতীর্থতরঙ্গিণী।
বারাহী নাম বরদা প্রবৃত্তাস্ত মহানদী॥
বারাহরূপেণ তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
অনন্তদেবতাস্তস্মৈ নমস্কুর্ব্বন্তি বৈ প্রজাঃ॥
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ॥"(ব্র০পু০৫১।১৪-৪২)

অর্থাৎ অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ বহুবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ নানা রত্নের আকর ছয়টী দ্বীপ আছে। বিশাল অঙ্গদ্বীপে ম্লেচ্ছজাতি অবস্থান করে এবং ইহাতে সুবর্ণ, প্রবাল ও নানাবিধ রত্নের খনি আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ নদী, পর্ব্বত ও বন দ্বারা অলঙ্কৃত এবং লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে চক্র নামে এক পর্ব্বত আছে। তাহার গুহাসমূহ অতি বিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপরে বহু প্রদেশ আছে। পর্ব্বতের প্রান্তভাগদ্বয় সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে।

যবদ্বীপ বহুবিধ রত্নের আকর, ইহাতে নানাধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান্ নামক একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে অনেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে নানাবিধ রত্ন পাওয়া যায়।

মলয়দ্বীপে বহুবিধ চন্দন, স্বর্ণ, মণি ও রত্ন পাওয়া যায়। এখানে অনেক ম্লেচ্ছ বাস করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ বন ও উপবন দ্বারা পরিশোভিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোহারিণী। এখানে রজতাকর মলয় পর্ব্বত আছে। ইহা মহামলয় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে মন্দার নামে আর একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতে দেবাসুরপূজিত অগস্ত্য মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত মলয় পর্ব্বতের স্বর্ণময় পাদে মনোহর তৃণাদিনির্ম্মিত অতি পবিত্র এক আশ্রম আছে। সেই স্থান সর্ব্বদা বহুবিধ পুষ্প ও ফল দ্বারা অলঙ্কৃত এবং তথায় প্রতি পর্ব্বেই স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তথায় ত্রিকূট-নিলয়ে নানাধাতুবিভূষিত অত্যুচ্চ নানাবিধ সানু ও গুহাশোভিত মনোহর শৃঙ্গে, স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণযুক্ত প্রাসাদমালায় শোভিত লঙ্কাপুরী পরিশোভিত আছে। ইহা শত যোজনবিস্তৃত ও ত্রিশত যোজন দীর্ঘ। এখানে সুরদ্বেষী কামরূপী মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থান করে। এই স্থান মনুষ্যগণের অগম্য বলিয়া কখনও মানব কর্তৃক পরিপীড়িত হয় নাই।

এই দ্বীপের পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রের নিকটে শঙ্খদ্বীপ। তথায় গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলয় ও শত যোজন বিস্তৃত একটী রাজ্য আছে। ইহাতে বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি অবস্থান করে। এখানে বহুবিধ রত্নপরিপূর্ণ শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অতি মনোহর শঙ্খ নামক এক পর্ব্বত আছে। ইহাতে সৎকর্ম্মশালী প্রাণিগণ বাস করেন। এই পর্ব্বত হইতে শঙ্খনাগা নাম্নী পূতসলিলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতেই শঙ্খমুখনামক নাগরাজের আলয় আছে।

নানাবিধ কাননাদিপরিশোভিত, বহুগ্রামসমাকীর্ণ, নানারত্নাকর, ও বহুবিধ পুণ্যবান্ লোক-পরিপূর্ণ কুশদ্বীপ ভারতপ্রান্তে অবস্থিত আছে। এখানকার মনুষ্যগণ, দুষ্টচিত্তবিনাশিনী মহাভাগা ভগবতী কামদা দেবীর পূজা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে।

বরাহদ্বীপ অধিকসংখ্যক ম্লেচ্ছগণের আবাস স্থান। এখানে অপরাপর জাতিও আছে। ইহা বহুবিধ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এই দ্বীপে বহুবিধ নদী, পুষ্পফলশোভিত বন এবং বরাহ নামক শিলাময় অতি রমণীয় এক পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত হইতে নির্ম্মলসলিলা তরঙ্গময়ী বারাহী নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার মনুষ্যগণ একাগ্রচিত্তে সেই সর্ব্বলোকপ্রসবকারী অনন্ত বিষ্ণুকে নমস্কার ও পূজাদি করিয়া থাকে, অন্য দেবতার উপাসনা বা ভজনা করে না। এইরূপে দক্ষিণদিকে বহুবিধ ভারতদ্বীপ রহিয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু০)

উপরে যে ছয়টী ভারতীয় অনুদ্বীপের কথা লিখিত হইল, ঐ দ্বীপগুলি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, এতন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ এখন অন্নম্ বা কম্বোজ নামে [কম্বোজ দেখ।], যবদ্বীপ এখনও যবদ্বীপ নামে, মলয়দ্বীপ এখন সুমাত্রা নামে [উপনিবেশ শব্দ দেখ।], শঙ্খদ্বীপ এখন সম্বব নামে এবং বরাহ-দ্বীপ এখন অষ্ট্রেলিয়া নামে খ্যাত আছে। বর্ত্তমান ভৌগোলিকেরাও ঐ গুলিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Indian-Archipelago) নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পৌরাণিক খণ্ড বা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ।

প্রায় প্রতি পুরাণেই ভারতবর্ষের বিষয় অল্পবিস্তর আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে, একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও পাপ বা পুণ্যের ফলভোগ করিতে হয় না। এখানেই স্বর্গ ও এইখানেই অপবর্গ।

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী ভারতবর্ষের কুলপর্ব্বত। এই সকল পর্ব্বতের সমীপে সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। ইহাদের সানু সকল বিস্তৃত, উচ্ছ্রিত, বিপুলায়ত এবং মনোজ্ঞভাবযুক্ত।

এই ভারতবর্ষে কোলাহল, বৈভ্রাজ, মন্দর, দর্দ্দুর, বাতন্ধন, বৈদ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, পাণ্ডর, পুষ্প, উর্জ্জয়ন্ত, রৈবত, অর্ব্বুদ, ঋষ্যমূক, গোমন্ত, কূটশৈল, কৃতস্মর, শ্রীপর্ব্বত, ক্রোর এবং অন্যান্য শত শত যে পর্ব্বত আছে, তাহাদের দ্বারা জনপদ সকল ম্লেচ্ছ ও আর্য্য এই দুইভাগে বিমিশ্রিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ঐরাবতী, কুহূ, গোমতী, ধূতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, বংক্ষু, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, কৌশিকী এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে।

বেদস্মৃতি, বেদবতী, বৃত্রঘ্নী, সিন্ধু, বেণ্বা, নন্দিনী, সদানীরা, মহী, পারা, চর্ম্মণ্বতী, তাপী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা, ও তরণী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়াছে। শোণ, নর্ম্মদা, সুরথা, অদ্রিজা, মন্দাকিনী, দশার্ণা, চিত্রকূটা, চিত্রোৎপলা, তমালা, করমোদা, পিশাচিকা, পিপ্পলী, শ্রোণি, বিপাশা, বঞ্জুলা, সুমেরুজা, শুক্তিমতী, শকুলী, ত্রিদিবা, ক্রমু, এবং বেগবাহিনী ইহারা ঋক্ষ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রসূতা হইয়াছে। শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্বিন্ধ্যা, তাপী, নিষধাবতী, বেণ্বা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্বতী, করতোয়া, মহাগৌরী, দুর্গা, অন্তঃশিরা, ইহারা বিন্ধ্যপাদপ্রসূতা এবং সকলেই পুণ্যতোয়া ও পবিত্রস্বভাবা। গোদাবরী, ভীমরথা, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্যা, ও কাবেরী এই সকল নদী বিন্ধ্যপাদ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছে। কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পজা ও উৎপলাবতী মলয়াদ্রিসম্ভূতা এই সকল নদীর জল অতি সুশীতল। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী ও বংশকরা, প্রভৃতি নদী সকল মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন। ঋষিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা, পলাশিনী, ইহারা শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে প্রসূত হইয়াছে। হিমবৎ পাদবিনিঃসৃতা সরস্বতী ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল পরম পবিত্রস্বরূপা। এই সকল মহানদী ভিন্ন সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র নদীও আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষাকালে প্রবাহিত, অবশিষ্টগুলি সদাকালপ্রবাহিণী।

মৎস্য, অশ্মকূট, কুল্য, কুন্তল, কাশি, কোশল, অথর্ব্ব, কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই সকল জনপদ মধ্যদেশে অবস্থিত। যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহ্যপর্ব্বতের সেই সকল উত্তর বিভাগে যে সকল দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশ পরম রমণীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্দ্ধনপুর, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়, অপরান্ত, শূদ্র, পল্লব, চর্ম্মচণ্ডিক, গান্ধার, যবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রুজ, কলিঙ্গ, পারদ, হারভূণ মাঠর, বহুভদ্র, কৈকেয়, দেশমালিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ, বৈশ্য ও শূদ্রকুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্ব্বর, হর্ষবর্দ্ধন, চীন, তুখার, বাহতী, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুষ্কল, কশেরুক, লম্পাক, শূলকার, চূলিক, জগুড়, ঔপক, আনিভদ্র, কিরাত, তামস, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গন, শূলিক, কুহক, ঔর্ণ, দর্ব্ব, এই সকল জনপদ উত্তর দিকে অবস্থিত।

প্রাচ্য জনপদ—অধ্রাবক, মুদকর, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, মালবর্ত্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, মল্লক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মদক, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মল্ল, মগধ ও গোমন্ত ইহারা প্রাচ্য জনপদ। দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ—পুণ্ড্র, কেরল, গোলাঙ্গুল, শৈলূষ, মূষিক, কুসুম, বাসক, মহারাষ্ট্র, মহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশ্যিক, আঢ্যক, শবর, পুলিন্দ, বিন্ধ্যমৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, অশ্মক, ভোগবর্দ্ধন, নৈষিক, কুন্তল, অন্ধ্র, উদ্ভিদ ও বনদারক এই সকল দেশ দাক্ষিণাত্য।

অপরান্তদেশস্থিত জনপদ—সূর্পারক, কালিবর্ণ, দুর্গ, তালিকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, শ্বাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, নাসিক্য, উত্তর নর্ম্মদ, ভরুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, সুরাষ্ট্র, আবন্ত্য, ও আর্ব্বুদ এই সকল অপরান্ত দেশ।

সরজ, করুষ, কেরল, উৎকল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিষ্কিন্ধ্যা, তোশল, কোশল, ত্রৈপুর, বৈদিশ, তুম্বুর, তুম্বুল, পটু, নৈষধ, অন্নজ, তুষ্টিকার, বীতিহোত্র ও অবন্তি এই সকল জনপদ বিন্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত। নীহার, হংসমার্গ, কুরু, গুর্গণ, খস, কুন্ত, প্রাবরণ, ঊর্ণ, দার্ব্ব, ত্রিগর্ত্ত, মালব, কিরাত ও তামস এই সকল পার্ব্বত্য দেশ। এই সকল স্থানেই সত্য ও ত্রেতাদি চতুর্যুগের বিধি প্রচলিত আছে। এই ভারবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্বে মহাসাগর। হিমালয় পর্ব্বত ইহার উত্তরে ধনুর্গুণাকারে অবস্থিত। কেবল এই ভারতবর্ষেই মানব শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কর্ম্মভূমি, সংসারে ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কর্ম্মভূমি নাই। দেবগণও দেবত্ব

হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এখানে মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন। মনুষ্যেরা এখানে যাহা করে, সুর বা অসুরেরাও তাহা করিতে পারে না। (মার্কণ্ডেয় পু॰ ৫৭ অ॰)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ভারতবর্ষ স্বর্গ ও মোক্ষগামী পুরুষদিগের কর্ম্মভূমি। এইখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্ ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী কুল পর্ব্বত আছে। এইস্থান হইতে স্বর্গাদি এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্য কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। ইহার পূর্ব্বে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবন, এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র যজ্ঞ যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে। শতদ্রু ও চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। নর্ম্মদা ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে, তাপী ও পয়োষ্ণী প্রভৃতি নদী ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে, গোদাবরী, ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি সহ্য পর্ব্বত হইতে, কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী-আদি মলয় পর্ব্বত হইতে, ত্রিসোমা ও ঋষি-কুল্যাদি মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে এবং কুমারী আদি নদীসকল শুক্তিমান্ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল নদীর সহস্র সহস্র শাখা-নদী ও উপনদী আছে। কুরু-পঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসিজনগণ, পূর্ব্বদেশবাসিগণ, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং ইহা ভিন্ন অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্ব্বুদ, কারুষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ, সৌবীর, সৈন্ধব, হূণ, শাল্ব ও শাকলবাসিগণ এবং মদ্র, আরাম, অম্বষ্ঠ ও পারসীকাদি বিভিন্ন দেশবাসিগণ ঐ সকল নদীতীরে বাস এবং ঐ নদীর জলপান করিয়া থাকে। (বিষ্ণুপুরাণ)

পুরাণে ভারতবর্ষের যেরূপ সীমা ও জনপদাদির উল্লেখ আছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আকার বর্ত্তমান ভারতের আকৃতি অপেক্ষা কিছু বৃহৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ে পুরাণাদি সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎকালে পশ্চিমে যবননিবাস আয়োনিয়া বা পারস্য, পূর্ব্বে পূর্ব্বোপদ্বীপের সীমান্তস্থ কম্বোজ বা আনাম; উত্তরে তুর্কিস্থান এবং দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্তর্ভুক্ত ছিল। নানা বৈদেশিক আক্রমণে ইহার আয়তন ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়াছিল।

প্রাকৃতিকদৃশ্য ও ভূ-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষের আকৃতি একটী ত্রিভুজের ন্যায়। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় তাহার ভূমি এবং পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট বাহুদ্বয়। অক্ষা॰ ৮° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৬৬° ৩৮´ হইতে ৯৮° ৩২´ পূঃ।

উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর পার হইলে তিব্বতের মালভূমি। দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের একটী শাখা আরবসাগর পশ্চিমে কিছুদূর পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয় শাখা বঙ্গোপসাগর পূর্ব্বে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম কোণে হিমালয় হইতে নির্গত সালিমান ও হালা পর্ব্বতের প্রাচীরপার হইলে আফগানিস্থান ও ইংরাজের রক্ষিত বলুচিস্থান। পূর্ব্বে হিমালয়নির্গত অনুন্নত গিরিশ্রেণী বঙ্গোপসাগরতটে নিগ্রেস্ অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাত্যুচ্চ গিরিপ্রাচীর পার হইয়া ইংরাজরাজ ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ভারতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের ক্রোড়ে প্রত্যন্ত পর্ব্বতের উপর পার্ব্বত্যীয় স্বাধীন রাজ্য নেপাল ও ভুটান এবং সিকিমদেশ।

বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য। আর্য্যাবর্ত্ত আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা হিমালয়প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রাচ্য প্রদেশ ও প্রত্যাচ্য প্রদেশ। দাক্ষিণাত্যও চারিভাগে বিভক্ত। যথা, নর্ম্মদাপ্রদেশ, গোদাবরীপ্রদেশ, কৃষ্ণাপ্রদেশ ও কাবেরীপ্রদেশ।

আর্য্যাবর্ত্ত।—উত্তরে তিব্বতের তিন মাইল উচ্চ মালভূমি ও দক্ষিণে দক্ষিণাপথের অর্দ্ধ মাইল উচ্চ মালভূমির মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপশ্চিমবিস্তারী নিম্নক্ষেত্র। উত্তরের ও দক্ষিণের মালভূমির জলস্রোত নদীর আকারে এই নিম্ন ভূমিতে পতিত হইতেছে; ও উভয় মালভূমি হইতে কর্দ্দম আনিয়া কতকালে এই প্রান্তরকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। এই মৃত্তিকার কত নীচে গেলে তবে পাষাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণে মালভূমির উপরে কোমল মৃত্তিকা জমে নাই, পাষাণ বাহির হইয়া আছে। কাজেই আর্য্যাবর্ত্ত যেমন উর্ব্বর শস্যশালী প্রদেশ, দক্ষিণাপথ তেমন নয়। আর্য্যাবর্ত্তে তিনটী বৃহৎ নদী। ১ পশ্চিমে সিন্ধু; হিমালয়ের উত্তর হইতে বাহির হইয়া হিমালয়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া পঞ্জাবক্ষেত্রে নামিয়াছে। শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, ও বিতস্তা এই পাঁচ নদী ক্রমে সিন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চনদবিধৌত প্রদেশের নাম পঞ্চনদ দেশ বা পঞ্জাব। পঞ্জাবের পর সিন্ধুনদী সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বলুচিস্থানের মরুভূমি যেন হালা পর্ব্বত পার হইয়া এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। সেই মধ্য দিয়া চলিয়া সিন্ধুনদী আরবসাগরে মিলিতেছে। পশ্চিমে যেমন সিন্ধু পূর্ব্বে তেমনি ২ ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রও হিমালয়ের উত্তর ক্রোড়ে উৎপন্ন। পূর্ব্ব প্রান্তে রাস্তা কাটিয়া বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র কিছুদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখী। উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে ভুটান দেশ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত

বিস্তৃত উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র চলিয়াছে। এই খাতের নাম আসাম উপত্যকা। আসাম উপত্যকা যেন বাঙ্গালা প্রদেশের পূর্ব্বদ্বার। এই দরজা দিয়া ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালার সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণমুখে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উভয়ের মিলিত স্রোত বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত।

মধ্যে ৩ গঙ্গা। গঙ্গা হিমালয়ের দক্ষিণ ক্রোড়ে উৎপন্ন। দ্রবীভূত তুষারের ধারা আশেপাশে স্রোত সঞ্চয় করিতে করিতে হরিদ্বারের নিকট সমতটে আসিয়া গঙ্গার বেগ ক্রমে মন্দীভূত। গঙ্গা কিছুদূর দক্ষিণামুখে চলিয়াছে। প্রয়াগে যমুনাসঙ্গমের নিকট দক্ষিণাপথের মালভূমির উচ্চ পাষাণদেহ সম্মুখে পড়ায় আর দক্ষিণ মুখে চলিতে না পাইয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। দক্ষিণ মালভূমির জল চর্ম্মণ্বতী নদীর আকারে যমুনার জলস্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত গঙ্গা মালভূমির ধারে ধারে পূর্ব্ববাহিনী। এই প্রদেশে উত্তরে হিমালয় হইতে যে সকল নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিতেছে, তাহাদের মধ্যে গোমতী, সরযূ, গণ্ডকী, ও কৌশিকী প্রধান। দক্ষিণের মালভূমি হইতে শোণ নদীর জলও এই অঞ্চলে গঙ্গার সহিত মিলিত। রাজমহলের পর গঙ্গা দুই ধারায় বিভক্ত। প্রথম ক্ষীণধারা ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী; দ্বিতীয় প্রবল ধারা পদ্মা পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী। পদ্মার সহিত ব্রহ্মপুত্রের মিলনের পর উভয়ের মিলিত স্রোত দক্ষিণমুখে প্রবাহিত।

রাজমহল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত দেশ ত্রিকোণাকৃতি 'ব'দ্বীপ। ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে ভাগীরথী; ভাগীরথী পার হইলেই ছোট নাগপুরে দক্ষিণাপথের মালভূমির আরম্ভ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত ধারা; এই ধারা পার হইয়া কিছুদূর গেলেই ত্রিপুরার উচ্চ মালভূমি। উভয় দিকের উচ্চ পাষাণময় মালভূমির মধ্যে এই প্রদেশটা এককালে সাগরগর্ভে ছিল। বঙ্গোপসাগর রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাপ্রবাহবাহিত কর্দ্দম কালক্রমে সাগরগর্ভ পূর্ণ করিয়া বৎসরের পর বৎসর মৃত্তিকার আস্তরণ বিছাইয়া এই বৃহৎ প্রদেশ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মা হইতে নির্গত সহস্র জলধারা এই ভূমির উপর উর্ণনাভের জালের মত বিস্তৃত আছে। বর্ষার সময় সমগ্র দেশটা জলমগ্ন হয়। বর্ষার পর জল আবার নদীর খাত দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু দেশের উপর মাটির ও পলির আস্তরণ রহিয়া যায়।

গঙ্গার স্রোতে যত কাদা ও মাটি ভাসিয়া চলে, পৃথিবীর মধ্যে আর কোন নদীর স্রোতে তত চলে না। কাজেই দেশনির্ম্মাণশক্তিতে গঙ্গা অতুলনীয়া।

গঙ্গা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশের জননী। গঙ্গা কর্তৃক এই বঙ্গভূমি সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত ও গঠিত। বাঙ্গালার পশ্চিমস্থ দেশসমূহ গঙ্গা ও তাহার উপনদী-প্রবাহিত পলি দ্বারা উর্ব্বর ও শস্যশালী প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। জননীরূপে তিনি সাধারণের পালয়িত্রী, প্রতিবৎসর প্রবাহবক্ষে নূতন পলি বিছাইয়া ভূমির উর্ব্বরতা ও শস্যসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভারতের কোটি কোটি লোক অনায়াসলব্ধ এই শস্যসম্ভার পাইয়া প্রাণ ধারণ করে। অন্যান্য দেশে শস্য উৎপাদনের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হয়। গঙ্গামাতৃক দেশে কৃষক কেবল বীজ বপন করে ও ফল আহরণ করে, এইমাত্র তাহার পরিশ্রম।

আবার এই অযত্নলব্ধ শস্যসম্পত্তি নৌকা বোঝাই করিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দাও; এক প্রদেশের সম্পত্তি গঙ্গাপ্রবাহ বিনা ব্যয়ে অন্য প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; তুমি কেবল নৌকার উপর তুলিয়া ও নৌকা হইতে নামাইয়া খালাস। আর্য্যাবর্ত্তে অন্তর্বাণিজ্যের জন্য প্রকৃতি-নির্ম্মিত এই রাজপথ; পথের স্থানে স্থানে মনুষ্য দল বাঁধিয়া বাস করে ও গঙ্গার প্রবাহে স্বদেশের পণ্যদ্রব্য ভাসাইয়া দেয় ও বিদেশের দ্রব্য উঠাইয়া লয়। এইরূপে গঙ্গাতীরে বড় বড় সমৃদ্ধিশালী নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের যত বড় নগর সকলই গঙ্গার তীরে অথবা গঙ্গার কোন উপনদীর বা শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত দেখিতে পাইবে।

আর্য্যাবর্ত্ত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত বিস্তৃত সমতট ক্ষেত্র। ইহার প্রদেশ গুলির নাম করিতেছি। পশ্চিমে সিন্ধুতীরে পঞ্চনদধৌত ১ পঞ্জাব; তদ্দক্ষিণে মরুভূমি তুল্য ২ সিন্ধুপ্রদেশ। পূর্ব্বে যমুনাতীরে পৌঁছিয়া প্রদেশের নাম ৩ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ। তাহার আবার একাংশ গোমতীধৌত ৪ অযোধ্যা। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ পার হইয়া ৫ বিহার। বিহারের পূর্ব্বে আমাদের ৬ বাঙ্গালা। বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তরকোণে ব্রহ্মপুত্রখোদিত ৭ আসাম-উপত্যকা। এই সাত প্রদেশ ব্যতীত উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে পার্ব্বত্য প্রদেশ কয়েকটির নাম করিয়াছি। তন্মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রধান।

দক্ষিণাপথ।—আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণে উচ্চ পাষাণময় মালভূমি তাহার নাম দক্ষিণাপথ। এই মালভূমি ত্রিকোণাকৃতি। উচ্চতা অর্দ্ধ মাইল। এককালে মালভূমি আরও উচ্চ ছিল, ইহার উপরটা আরও সমতল ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর বৃষ্টির ধারায় ও নদীর স্রোতে মালভূমি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে

সকল স্থান ক্ষয় পায় নাই, তাহা এখনও উচ্চ থাকিয়া পর্ব্বতের মত দেখাইতেছে; যে সকল স্থানে নদী বহুকাল ধরিয়া রাস্তা কাটিয়া খাল করিয়া দিয়াছে, সেই স্থানে উপত্যকা হইয়াছে। মোটের উপর মালভূমির উপরিভাগ এখন আর সমতল নাই; সমগ্র মালভূমি খণ্ড বিখণ্ড উচ্চ নীচ হইয়া পর্ব্বত ও উপত্যকায় বিভক্ত হইয়াছে। পর্ব্বতগুলি কোথাও বা একটানা চলিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মত দেখায়; কোথাও বা খণ্ডিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমষ্টির মত দেখায়। এইরূপে উৎপন্ন পর্ব্বতশ্রেণী মালভূমির ত্রিভুজকে তিন দিকে ঘেরিয়া আছে।

পশ্চিমে আরবসাগরের ধারে ধারে একটা পর্ব্বতশ্রেণী নাম পশ্চিম ঘাট বা সহ্যাদ্রিশ্রেণী—গুজরাত হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র হইতে এই উচ্চ শ্রেণী ঠিক সোপানবদ্ধ ঘাটের মত দেখায়। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের ধারেও আর একটা পর্ব্বতশ্রেণী উড়িষ্যা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার নাম পূর্ব্বঘাট। এই শ্রেণী পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ নয়; তেমন একটানা অখণ্ডও নহে। অনেকগুলি নদী এই শ্রেণীকে কাটিয়া বাহির হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। তন্মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রধান। উচ্চতর পশ্চিমঘাটকে কোন নদী কাটিতে পারে নাই, সেই জন্য ইহা অখণ্ড ও একটানা। কেবল উত্তরপ্রান্তে দুই জায়গায় নর্ম্মদা ও তাপ্তী ইহাকে ভেদ করিয়া কাম্বে উপসাগরে প্রবাহিত।

মালভূমির পশ্চিম ঘাটশ্রেণী, পূর্ব্ব সীমায় পূর্ব্বঘাট শ্রেণী, কুমারিকা হইতে প্রায় উভয় সমুদ্রের ধারে ধারে উত্তর মুখে গিয়াছে। মালভূমির উত্তর সীমাতেও একটা পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার নাম বিন্ধ্যশ্রেণী। কিন্তু বিন্ধ্যাচলকে পর্ব্বতশ্রেণী বলিলে ভুল হয়। ইহা একটা পর্ব্বতপ্রাচীরের মত দেখায় না। ইহা সর্ব্বত্রই খণ্ডিত ও ছিন্ন হইয়া একটা সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পার্ব্বত্য প্রদেশে পরিণত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের দৈর্ঘ্য গুজরাত হইতে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত; ইহার বিস্তার এক দিকে নর্ম্মদা হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত; অন্য দিকে মহানদী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত। এই ভূভাগটা পর্ব্বতসঙ্কুল দুর্গম দেশ। এই প্রদেশের একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্যক।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পশ্চিম সীমায় আরাবল্লী পর্ব্বত, গুজরাত হইতে যমুনাতীরে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গুজরাতের নিকট আরাবল্লীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু বা অর্ব্বুদ পর্ব্বত জৈনমন্দিরে অলঙ্কৃত। আরাবল্লীর পশ্চিমাংশে ও পূর্ব্বাংশে কিছুদূর লইয়া রাজপুতানা-প্রদেশ। রাজপুতানার পশ্চিমাংশে সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি প্রসারিত। পূর্ব্বাংশ পর্ব্বতময়। এই পর্ব্বতগাত্র দিয়া চর্ম্মণ্বতী উত্তরমুখে যমুনা অভিমুখে প্রবাহিতা। রাজপুতনা ও নর্ম্মদার মধ্যে মালভূমি মালবপ্রদেশ; মালবের পশ্চিমে উপদ্বীপ গুজরাত। রাজপুতনার ও মালবের পূর্ব্বে পর্ব্বতময় স্বদেশীয়ের অধীন মধ্য ভারত প্রদেশ ও ইংরাজাধিকৃত মধ্যপ্রদেশ। এই প্রদেশ হইতে উত্তরমুখী শোণ গঙ্গা অভিমুখে ও পূর্ব্বমুখী মহানদী বঙ্গোপসাগরমুখে ধাবিত। মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বে আরও দুইটা প্রদেশ; একটা পর্ব্বতসঙ্কুল ছোট নাগপুর ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ছোটনাগপুরে পার্শ্বনাথ গিরিশৃঙ্গ জৈনমন্দিরে শোভিত হইয়া অর্ব্বুদ পর্ব্বতের অনুকরণ করিতেছে। দ্বিতীয় পর্ব্বতসঙ্কুল উড়িষ্যা বঙ্গোপসাগরসৈকতে সমাপ্ত। ছোট নাগপুরের কতক জল অজয়, দামোদর, কাঁসাই, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদীর সৃষ্টি করিয়া ভাগীরথীতে পড়িতেছে। কতক জল সুবর্ণরেখা, বৈতরণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীর আকারে উড়িষ্যা দিয়া বঙ্গসাগরে মিলিতেছে। মহানদীও উড়িষ্যা মধ্যে প্রবাহিত।

পার্ব্বত্য প্রদেশের দক্ষিণে মালভূমি আর তেমন পর্ব্বতসঙ্কুল নহে। তবে ভূমি সর্ব্বত্রই উচ্চ নীচ। উভয় ঘাটশ্রেণী দক্ষিণে একত্র হইয়া নীলগিরির উৎপত্তি করিয়াছে। মোটের উপর মালভূমির ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে। পশ্চিম উচ্চ, পূর্ব্ব নিম্ন; কাজেই নর্ম্মদা ও তাপ্তী ভিন্ন আর আর নদী পশ্চিম ঘাটে উৎপন্ন হইয়া মালভূমি পার হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। নদীগুলির একই ভাব। উচ্চ হইতে নীচে নামিবার সময় নদী বেগে চলে; পর্ব্বতে পথ কাটিয়া নামিবার সময় গর্জ্জন করে; সমতলে চলিবার সময় আবার ধীরে চলে।

নর্ম্মদা ও তাপ্তী মালভূমি কাটিয়া চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পাষাণভূমি উন্নত থাকিয়া পর্ব্বতশ্রেণীর মত দেখাইতেছে। এই শ্রেণীর নাম সাতপুরা পর্ব্বত।

মালভূমির মধ্যে তিনটা বৃহৎ প্রদেশ দেশীয় রাজার অধিকারে; হায়দরাবাদ, মহিসুর ও ত্রিবাঙ্কোড়। ইহাদের উত্তরে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ইংরেজাধিকার। পূর্ব্বাঞ্চলকে মান্দ্রাজ প্রদেশ বলা হয়। হায়দরাবাদের উত্তরে বেরার।

বর্ত্তমান নাম।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যগণের নিকট হিন্দুস্থান নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ জন্দ্ ভাষায় হিন্দু হইয়াছে। এই হিন্দু আবার প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট হিন্দোস বা ইন্দিকোস্ এবং প্রাচীন পারসিকরাজ দরায়ুসের শিলাফলকে হিদুস্, চীনদিগের নিকট সিন্ধু বা ইন্দু নামে এবং হিব্রু গ্রন্থে

হন্দু, সিরীয়ক গ্রন্থে হান্দু, পারসিক গ্রন্থে 'হিন্দু' এবং আরবীয়দিগের নিকট হিন্দ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ সিন্ধুনদপ্রবাহিত পঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব্বে বাস করিতেন। তাঁহারা 'সপ্ত সিন্ধবঃ' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পারসিকদিগের উচ্চারণানুসারে তাহা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে পশ্চিম সীমান্তবাসিগণের নিকট সিন্ধুবাসী আর্য্যগণ হিন্দু নামে পরিচিত থাকায় যানপ্রভাবকালে সমস্ত উত্তর ভারত বা আর্য্যাবর্ত্ত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত হইয়াছিল, তাহা হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে।

রাজকীয় বিভাগ।

অধুনা ভারতবর্ষকে চারিটী রাজকীয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—১ ইংরাজাধিকৃত রাজ্য, ২ করদ ও মিত্ররাজ্য, ৩ স্বাধীনরাজ্য এবং ৪ অপর যুরোপীয় জাতির অধিকৃত রাজ্য।

ইংরাজাধিকৃত রাজ্য।

ইংরাজ-শাসিত রাজ্য ১৪টী প্রধান প্রাদেশিক ভাগে বিভক্ত। যথা—১ বাঙ্গালা, ২ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যা (যুক্তপ্রদেশ), ৩ পঞ্জাব, ও ৪ ব্রহ্মপ্রদেশ এক এক জন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বা ছোটলাটের অধীন; ৫ বোম্বাই ও ৬ মান্দ্রাজ প্রদেশ এক একজন গবর্ণর বা শাসনকর্ত্তার অধীন; ৭ আসাম, ৮ মধ্যপ্রদেশ, ৯ কোড়গ (Koorg), ১০ আজমীর, ও মেহেরবাড়া, ১১ বেরার, ১২ আন্দামান ও নিকোবর, ১৩ বৃটীশ বলুচীস্থান, ও নবগঠিত ১৪ সীমান্ত প্রদেশ। এই ভাগগুলি সুপ্রিম গবর্মেণ্টের অধীন, গবর্ণর জেনারল (বড়লাট) তাহার সর্ব্বোপরি কর্ত্তা। ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে স্বতন্ত্রই ছিল, বড়লাট ডাফরিণ ভারতবর্ষের সামীল করিয়া লইয়াছেন।

বাঙ্গালাপ্রদেশ।—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাঙ্গাল প্রদেশের অন্তর্গত। প্রধান রাজধানী কলিকাতা। বাঙ্গালা প্রদেশীয় গবর্মেণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৬টী জেলা আছে। নিম্নে বিভাগ, তদন্তর্গত জেলা ও তাহার সদর উক্ত হইল।

১। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ চব্বিশপরগণা—সদর আলিপুর। ২ নদীয়া, কৃষ্ণনগর। ৩ যশোহর, যশোহর। ৪ খুলনা, খুলনা। ৫ মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর

২। রাজসাহী বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—
১ দিনাজপুর, দিনাজপুর। ২ রাজসাহী, রামপুর-বোয়ালিয়া। ৩ রঙ্গপুর, রঙ্গপুর। ৪ বগুড়া, বগুড়া। ৫ পাবনা, পাবনা। ৬ দার্জিলিং, দার্জিলিং। ৭ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

৩। ঢাকা বিভাগে ৪ টী জেলা আছে, যথা—১ ঢাকা, ঢাকা। ফরিদপুর, ফরিদপুর। ৩ বাকরগঞ্জ, বরিশাল। ৪ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ।

৪। চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টী জেলা আছে,—যথা ১ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম। ২ নোয়াখালি, নোয়াখালি। ৩ ত্রিপুরা, কুমিল্লা।

৫। বর্দ্ধমান বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা ১ হাবড়া, হাবড়া। ২ হুগলী, হুগলী। ৩ বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমান। ৪ বাঁকুড়া, বাঁকুড়া। ৫ বীরভূম, সিউড়ি। ৬ মেদিনীপুর, মেদিনীপুর।

৬। ভাগলপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা ১ ভাগলপুর, ভাগলপুর। ২ মুঙ্গের, মুঙ্গের। ৩ মালদহ, ইংরেজবাজার। ৪ পুর্ণিয়া, পুর্ণিয়া। ৫ সাঁওতাল পরগণা, নয়াছুম্‌কা।

৭। পাটনা বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা ১ পাটনা, বাঁকিপুর। ২ গয়া, গয়া। ৩ শাহাবাদ, আরা। ৪ দারভাঙ্গা, দারভাঙ্গা। ৫ মুজঃফরপুর, মুজঃফরপুর। ৬ শারণ, ছাপরা। ৭ চম্পারণ, মতিহারী।

৮। উড়িষ্যা বিভাগে ৪টী জেলা আছে, যথা—১ বালেশ্বর, বালেশ্বর। ২ কটক, কটক। ৩ পুরী, পুরী। ৪ অঙ্গুল, অঙ্গুল।

৯। ছোটনাগরবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ হাজারিবাগ, হাজারিবাগ। ২ লোহার্দ্দগা, রাঁচী। ৩ পালামো, দালতনগঞ্জ। ৪ সিংহভূম, চাঁইবাসা। ৫ মানভূমি, পুরুলিয়া।

উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশ।—উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশীয় গবর্মেণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৮টী জেলা আছে।

১। আলাহাবাদ বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—
১ আলাহাবাদ, আলাহাবাদ। ২ ফতেপুর, ফতেপুর। ৩ কাণপুর, কাণপুর। ৪ বাঁন্দা, বান্দা। ৫ হামিরপুর, হামির পুর, ৬ ঝাঁন্সি, ঝাঁসি। ৭ ঝালন, ঝালন।

২। বনারস বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ বনারস, বারাণসী বা কাশী। ২ বালিয়া, বালিয়া। ৩ গাজিপুর, গাজিপুর। ৪ জৌনপুর, জৌনপুর। ৫ মীর্জাপুর, মীর্জাপুর।

৩। গোরক্ষপুর বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা—
১ গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর। ২ বস্তি, বস্তি। ৩ আজমগড়, আজমগড়।

৪। আগ্রা বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা ১ আগ্রা, আগ্রা ২ এতাবা, এতাবা। ৩ মৈনপুরী, মৈনপুরী। ৪ ফরুখাবাদ, ফরুখাবাদ। ৫ ইটা, ইটা ও খাসগঞ্জ। ৬ মথুরা, মথুরা।

৫। মিরাট বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা,—১ দেরাহুন দেরা। ২ মিরাট, মিরাট। ৩ আলিগড়, আলিগড় ও কোয়েল।

৪ বুলন্দসহর, বুলন্দসহর। ৫ মুজঃফরনগর, মুজঃফরনগর। ৬ শাহারণপুর, শাহারণপুর।

৬। কুমায়ুন বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা ১ আলমোরা, আলমোরা। ২ নৈনিতাল, নৈনিতাল। ৩ গড়বাল, শ্রীনগর।

৭। রোহিলখণ্ড বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ শাহজহানপুর, শাহজহানপুর। ২ পিলিভীত, পিলিভীত। ৩ বরেলী, বরেলী। ৪ বুদাওন, বুদাওন। মুরাদাবাদ, মুরাদাবাদ। ৬ বিজনৌর, বিজনৌর।

৮। লক্ষ্ণৌ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ লখ্‌নৌ, লখ্‌নৌ। ২ সীতাপুর, সীতাপুর। ৩ হর্দোই, হর্দোই। ৪ উনাও, উনাও। ৫ রায়বরেলী, রায়বরেলী। ৬ খেরী—লক্ষ্মীপুর।

৯। ফৈজাবাদ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ ফৈজাবাদ, ফৈজাবাদ। ২ বরাইচ, বরাইচ। ৩ গোঁড়া, গোঁড়া। ৪ বড়বাঁকী, নবাবগঞ্জ। ৫ সুলতানপুর, সুলতানপুর। ৬ প্রতাপগড়, প্রতাপগড়।

পঞ্জাব প্রদেশ।—পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনে ৬টী বিভাগ ও ৩১টী জেলা আছে।

১। দিল্লী বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—১ দিল্লী, দিল্লী। ২ গুড়গাঁও, রিবাড়ি। ৩ রোহতক, রোহতক। ৪ হিসার, হিসার। ৫ কর্ণাল, কর্ণাল। ৬ অম্বালা, অম্বালা। ৭ সিমলা, সিমলা।

২। জালন্ধর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ জালন্ধর, জালন্ধর। ২ হুসিয়ারপুর, হুসিয়ারপুর। ৩ কাঙ্‌ড়া, কাঙড়া। ৪ লুধিয়ানা, লুধিয়ানা। ৫ ফিরোজপুর, ফিরোজপুর।

৩। লাহোর বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ লাহোর, লাহোর। ২ অমৃতসর, অমৃতসর। ৩ গুরুদাসপুর, গুরুদাসপুর। ৪ মূলতান, মূলতান। ৫ ঝঙ্গ, ঝঙ্গ। ৬ মণ্টগোমরী, মণ্টগোমরী।

৪। রাবলপিণ্ডী বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ রাবলপিণ্ডী, রাবলপিণ্ডী। ২ ঝিলম, ঝিলম। ৩ গুজরাত, গুজরাত। ৪ শাহপুর, শাহপুর। ৫ গুজরাণবালা, গুজরাণবালা। ৬ শিয়ালকোট, শিয়ালকোট।

৫। ডেরাজাত বিভাগে ৪টী জেলা আছে, যথা—১ ডেরাইস্মাইলখাঁ, ডেরাইস্মাইলখাঁ। ২ ডেরাগাজিখাঁ, ডেরাগাজিখাঁ। ৩ বন্নূ, বন্নূ। ৪ মুজঃফরগড়, মুজঃফরগড়।

৬। পেশবার বিভাগে ৩টী জেলা আছে যথা,—১ পেশবার, পেশবার। ২ হাজারা, হাজারা। ৩ কোহাট, কোহাট।

এই বিভাগ এক্ষণে নবগঠিত সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত।

বোম্বাইপ্রেসিডেন্সি।—বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীন ৪টী বিভাগ ও ২৩টী জেলা আছে। (বোম্বাই নগর এই প্রেসিডেন্সির রাজধানী)।

১। উত্তর বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ আহ্মদাবাদ, আহ্মদাবাদ। ২ বরোচ, ভরোচ। ৩ খেড়া, খেড়া। ৪ পঞ্চমহল, গোদড়া। ৫ টানা, টানা। ৬ সুরাট, সুরাট।

২। মধ্য বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ খান্দেশ, ধুলিয়া। ২ নাসিক, নাসিক। ৩ আহ্মদনগর, আহ্মদনগর। ৪ পুণা, পুণা। ৫ সাতারা, সাতারা। ৬ শোলাপুর, শোলাপুর।

৩। দক্ষিণ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ কোলাবা, আলীবাগ। ২ ধারবাড়, ধারবাড়। ৩ কানাড়া, কানাড়া। ৪ রত্নগিরি, রত্নগিরি। ৫ বেলগাম, বেলগাম। ৬ বিজাপুর, বিজাপুর।

৪। সিন্ধুবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ করাচী, করাচী। ২ হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ। ৩ শিকারপুর, শিকারপুর। ৪ থর ও পাকর, অমরকোট। ৫ উত্তর-সিন্ধুসীমা, জেকোবাবাদ।

মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সি।—মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টের অধীনে ৪টী বিভাগ ও ২১টী জেলা আছে। রাজধানী মান্দ্রাজ।

১। উত্তর বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা—১ গঞ্জাম, বহরমপুর। ২ বিশাখপট্টন, বিশাখপট্টন। ৩ গোদাবরী, কোকনদ (কাকনাড়া)।

২। মধ্য বিভাগে ৮টী জেলা আছে, যথা—১ কৃষ্ণা, মছলীপট্টন। ২ নেল্লূর, নেল্লূর। ৩ চেঙ্গলপট্ট, সৈদাপেট। ৪ উত্তর আর্কাড়ু, চিত্তূর। ৫ কডপা, কডপা। ৬ কর্ণূল, কর্ণূল। ৭ বল্লারী, বল্লারী। ৮ অনন্তপুর, অনন্তপুর।

৩। দক্ষিণ বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ দক্ষিণ আর্কাড়ু, কডালুর। ২ তাঞ্জোর, তাঞ্জোর। ৩ মদুরা, মদুরা। ৪ তিনেবেল্লী, পালমকোট। ৫ ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিচিনাপল্লী।

৪। পশ্চিম বিভাগে ৫টী জেলা আছে যথা—১ মলবার, কালিকট। ২ দক্ষিণ কানাড়া, মঙ্গলুর। ৩ কোয়ম্বাতোর, কোয়ম্বাতোর। ৪ সেলম্, সেলম্ (চের)। ৫ নীলগিরি, উতকামন্দ।

ব্রহ্মদেশ।— এই প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তরব্রহ্ম ও নিম্নব্রহ্ম। ১। উত্তর ব্রহ্ম (শাণরাজ্য সহ)—মান্দালে।

২। নিম্নব্রহ্ম ৪ বিভাগে বিভক্ত। ১ আরাকান, আকায়েব। ২ পেগু, পেগু। ৩ তেনাসেরিম, মৌলমীন। ৪ ইরাবতী, রেঙ্গুন।

আসাম প্রদেশ।—এই প্রদেশ ১২টী জেলায় বিভক্ত, যথা,— ১ গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী। ২ কামরূপ, গৌহাটী। ৩ দরঙ্গ, তেজপুর। ৪ লক্ষীপুর, ডিব্রুগড়। ৫ শিবসাগর, শিবসাগর। ৬ নওগাঁ, নওগাঁ। ৭ নাগাপাহাড়, কোহিমা। ৮ খসিয়া ও জয়ন্তিয়া, শিলং। ৯ গারোপাহাড়, তুরা। ১০ কাছাড়, শিলচর। ১১ শ্রীহট্ট, শ্রীহট্ট বা শিলহট্ট। ১২ উত্তর ও দক্ষিণ লুসাই পাহাড়—লুংলে।

মধ্যপ্রদেশ,—৪টী বিভাগ ও ১৮টী জেলায় বিভক্ত যথা,— ১ নাগপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে,—১ নাগপুর, নাগপুর। ২ ভাণ্ডারা ভাণ্ডারা। ৩ চাঁদা, চাঁদা। ৪ বন্ধা, হিঙ্গনঘাট। ৫ বালাঘাট, বড়া।

২। জব্বলপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ জব্বলপুর, জব্বলপুর। ২ সাগর, সাগর। ৩ দমো—দমোহ। ৪ সিওনি, সিওনি। ৫ মণ্ডলা, মণ্ডলা।

৩। ছত্রিশগড় বিভাগে ৩টী জেলা যথা,—১ বিলাসপুর, বিলাসপুর। ২ রায়পুর, রায়পুর। ৩ সম্বলপুর, সম্বলপুর।

৪। নর্ম্মদাবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ বৈতুল, বৈতুল। ২ ছিন্দবাড়া, ছিন্দবাড়া। ৩ হোসঙ্গাবাদ, হোসঙ্গাবাদ। ৪ নিমার, খাণ্ডব। ১৮ নরসিংহপুর, নরসিংহপুর।

অজমীর ও মেরবাড়া, অজমীর।

কোড়গ, (কুর্গ) মেরকরা বা মহাদেবপট্টনম্।

বেরার, অমরাবতী।

বৃটাশ বলুচিস্থান,—কোয়েটা।

আন্দামান ও নিকোবর,—পোর্ট ব্লেয়ার।

করদ ও মিত্ররাজ্য।

ভারতবর্ষে করদ ও মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ছয় শতেরও অধিক হইবে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির নাম প্রদত্ত হইল—

নিজামরাজ্য, সিন্দিয়ারাজ্য, গাইকবাড়, মহিসুর, তিরুবাঙ্কোড় ও কাশ্মীর রাজ্য প্রধান। এ ছাড়া রাজপুতানা এজেন্সীর অধীনে ১৮টী এবং মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অধীনে ৭১টী রাজ্য আছে। রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, যোধপুর বা মাড়বার, উদয়পুর বা মেবার, ভরতপুর, জশলমীর, বিকানীর, কোটা, আলবার ও ঢোলপুর; মধ্যভারতের মধ্যে রেবা, পন্না, ভূপাল ও বুন্দেলখণ্ড এই কয়টী রাজ্য প্রধান।

বঙ্গীয় গবমেণ্টের অধীন কোচবিহার, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় গবমেণ্টের অধীনে রামপুর ও গড়বাল, পঞ্জাব গবমেণ্টের অধীনে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কর্পূরতলা, বহাবলপুর ও চম্বা; বোম্বাই গবমেণ্টের অধীনে কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, কাম্বে, সাবন্তবাড়ী, কোল্হাপুর প্রভৃতি প্রধান।

স্বাধীন রাজ্য।

নেপাল ও ভূটান এই দুইটী মাত্র স্বাধীন রাজ্য।

য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতির অধিকার।

চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, মহী, করিকাল ও য়ুনান এই কয়টী স্থান ফরাসী অধিকারে এবং গোয়া, দমন ও দীউ এই কএকটী স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে আছে।

[পূর্ব্বোক্ত প্রতি শব্দের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎশব্দে দ্রষ্টব্য]

জলবায়ু ও কৃষি।

এই বিশাল ভারতভূমি নানা নদ, নদী, বন, উপবন, হ্রদ ও গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন। বন, গিরিনদী ও শস্যক্ষেত্রাদির প্রাকৃতিক সমাবেশহেতু স্থানবিশেষে জলবায়ুরও উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষিত হয়। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের তুষারমণ্ডিত শিখরসমূহ গগনতল স্পর্শ করিতেছে। বিশাল বাহুবেষ্টনে গিরিরাজ যেন ভারতের উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব কোণদ্বয় অঙ্কগত করিয়া রাখিয়াছে। মেঘমালাসমন্বিত এই সকল পর্ব্বতবক্ষে প্রতিহত হইয়া বায়ু সকল বিভিন্ন গতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। তাই সমতলক্ষেত্র ও হিমালয়-প্রদেশের বায়ুগতি স্বতন্ত্র।

ইহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমায় যথাক্রমে আরব্যোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের প্রশান্ত জলধি স্বীয় বিস্তীর্ণ বক্ষে উর্ম্মিমালা ধারণ করিয়া নানা রঙ্গে বায়ু-তরঙ্গে খেলা করিতেছে। সেই বিশাল বারিধি-হৃদয়ে কর্কট ও মকরক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যে সূর্য্যের প্রখর কিরণজালে আলোড়িত বায়ুরাশি একটী প্রবল প্রবাহ প্রাপ্ত হয়। উহা সাধারণে মন্সুমবায়ু নামে খ্যাত। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভারতপ্রবেশোন্মুখ বায়ুরাশি গিরিকন্দর ও সমতলক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া ভারতবক্ষে যে বায়ুর ক্রিয়া উপনীত করে, তাহাতেই ঝড় বৃষ্টি ও ভূমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ সমানীত হইয়া দেশের একটী মহামঙ্গল সাধিত হয়।

কিরূপে এই আবহক্রিয়া ভারতবাসীর উপকারিতা সাধিত করিয়াছে, তাহা ভারতভূমের প্রাকৃতিক অবস্থান-নির্ণয় ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। তাই এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটী সংক্ষেপ চিত্র প্রদত্ত হইল।—

উত্তরে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ হিমালয়-পর্ব্বতমালা বিশাল বাহু ধারণ করিয়া ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ববিভাগ আচ্ছন্ন করিয়াছে। উহার অসংখ্য উপত্যকা, অধিত্যকা,

কন্দর, গিরিসঙ্কট, নদী ও সঙ্কিত হ্রদাকার জলরাশিসমূহ এই সঞ্চরমান বায়ুর ক্রীড়াভূমি। এসিয়া মহাদেশ হইতে ভারতখণ্ডকে বিযোজনকারী এই হিমালয়প্রদেশ ভারতের উত্তর বিভাগ বলিয়া কল্পিত। ইহার পাদসমুদ্ভূত শতদ্রু, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা ও শাখাপ্রশাখাপ্রসৃত ব্রহ্মপুত্র নদপ্রবাহিত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি ইহার মধ্যবিভাগ এবং তৎপরবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দাক্ষিণাত্য ভূভাগ ভারত মহাদেশের তৃতীয় বিভাগ বলিয়া গণ্য। এই দক্ষিণ-ভারতে নর্ম্মদ, তাপ্তী, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রভৃতি নদীসমূহ স্ব স্ব অববাহিকাপথে প্রধাবিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চভূমি হইতে সমতলক্ষেত্রসমূহকে পৃথক্ করিয়াছে।

বনরাজিসমাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশের বিশাল শালবন,সেগুন, শিশু, সিরীষ, পিপ্পল, বাব্‌লা, মহুয়া, ঝাউ প্রভৃতি উচ্চশির বৃক্ষসমূহের বিস্তীর্ণ প্রান্তরভাগ এবং নদীমালাসমাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের আম্রকাননসমূহ বসন্তের মলয় হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহে ফলভারাবনত ও পক্কতা প্রাপ্ত হইতেছে। বিস্তৃতায়তন শাখাপ্রশাখাবাহী বট, অশ্বত্থ (পিপল), কাপাস, তিন্তিড়ী, বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া নদীতীরবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহে বিরাজ করিতেছে। প্রশস্ত প্রান্তর দেশে ঐ সকল পবনান্দোলিত তরুরাজির শোভা অতীব রমণীয়।

নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে অবতরণ করিয়া যতই ধীরে ধীরে নিম্নবর্ত্তী 'ব' দ্বীপাংশে উপনীত হওয়া যায়, ততই নূতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হইতে থাকে। নদীজলপ্লাবিত সৈকতদেশের বিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বাঁশ ঝাড়, নারিকেল, খর্জ্জুর, সুপারি ও সুলশিরা তালবৃক্ষসমূহ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বভাবের সমতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। সেই বিশাল প্রান্তর দেশের নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে গ্রাম বা পল্লীসমূহ তদ্দেশবাসীর অত্যাবশ্যকীয় কদল্যাদি উপবনে পরিশোভিত ও সমাচ্ছাদিত হইয়া দৃষ্টিপথারূঢ় হইতেছে। গ্রামসংলগ্ন বাঁশ-ঝাড় ও নারিকেল বৃক্ষ সাধারণতঃ বিশেষ উপকারী। ইহাতে দড়ি, তৈল, খাদ্য দ্রব্য ও চৌরী ঘরের উপকরণাদি পাওয়া যায়। যে গ্রামে বাঁশ ও নারিকেল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকে, তথায় ঝড়ের প্রকোপ অধিক হয় না। নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ বৃক্ষাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন না থাকায় সদাই ঝড়ের আশঙ্কায় শঙ্কিত।

নদী যতই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিম্নাভিমুখে অবতীর্ণ হইতে থাকে, ততই প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা যায়। শুষ্ক ও উচ্চভূমি ও উত্তর ভারতের গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার ও বজ্‌রা শস্য এবং 'ব' দ্বীপাংশবর্ত্তী ধান্যাদি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। কৃষকগণ স্ব স্ব বাসভূমির সন্নিকটে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ধান্য বপন করিতে শিখিয়াছে। রঙ্গপুরের কঠিন মৃত্তিকা এবং প্রায় ১২ ফিট নিম্ন জলাভূমেও ধান্যের চাস আছে। বাঙ্গালার শস্যভাণ্ডার বাখরগঞ্জ জেলায়ও এইরূপ গভীর জলাভূমিতে ধান্যের চাস হইয়া থাকে। ধান্যের শিস্‌সমূহ, সেই জলগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া মৃদুল বাত্যাবীজনে কম্পিতদেহে আত্মরক্ষায় তৎপর হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

ইক্ষু, তিল, তিসি, সরিষা, তামাকু, তুলা, নীল, জাফরান, কুসুমফুল, হরিদ্রা, আর্দ্রক, ধন্যাক, লঙ্কা, জীরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মসলা ও রঙ্গের দ্রব্য জলবায়ুর গুণে উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারত এবং নিম্ন বঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মুসব্বর, এরণ্ড প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রজাত দ্রব্য ব্যতীত গুল্মাচ্ছাদিত বনভাগে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া জন্মিয়া থাকে। রঞ্জন, গঁদ, শিরীষ ও ভোগবিলাসের উপযোগী নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য, নিবিড় বনভূমি ও পার্ব্বতীয় আরণ্য প্রদেশ হইতে সমানীত হইয়া বাণিজ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আসামের উপত্যকাজাত চা, উত্তরপশ্চিমের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অহিফেন বা পোস্তগাছ, নিম্নবঙ্গের রেশম, পাট, শণ এবং জঙ্গলের লাক্ষা ও তসর সুখাভিলাষী মানবজীবনের আবশ্যকীয় সামগ্রী। বনজাত মহুয়া পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতীয়ের প্রধান আহার্য্য এবং উহাতে প্রস্তুত মদিরাবিশেষও তদ্দেশবাসীর আদরের জিনিষ। বঙ্গগৃহস্থের ছাদোপরিস্থ চাল কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া এবং প্রাঙ্গণস্থিত তরমুজ, আলু, বেগুন প্রভৃতি জলবায়ুর গুণে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শাল, শিশু ও তৃণ নামক বৃক্ষসমূহ নানাবর্ণের পুষ্পশালিনী লতিকাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যেন বনভূমিকে মালাকারে গ্রথিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে বৃহদাকার পুষ্করিণী বা হ্রদ সকল কমল, কহ্লার ও কুমুদমালায় বিমণ্ডিত হইয়া স্বভাবের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। যে সকল উদ্ভিদ্ হইতে ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন, অঙ্গাচ্ছাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহা তত্তদ্দেশবাসীর উপযোগিতা অনুসারে সেই সেই স্থানেই উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুনদের উৎপত্তিসন্নিহিত হিমালয়কন্দর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়-ভূমে কএকটী গিরিসঙ্কট ব্যতীত আর কোথাও নদীর অববাহিকা-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কৈলাস-

শৃঙ্গ-নিঃসৃত একমাত্র শতদ্রু নদীই পার্ব্বতীয় উপত্যকা ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। এই পর্ব্বত-প্রাচীরের ১৬।১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে দিবা ভাগে তিব্বত অধিত্যকা অভিমুখী একটী শুষ্ক উত্তর বায়ুর সঞ্চার অনুভব করা যায়। ঐ সময়ে দক্ষিণবাহী কোন বায়ুপ্রবাহ পর্ব্বত-ভূমি আলোড়িত করে না; কিন্তু নিশাযোগে দক্ষিণ ঢালু প্রদেশ হইতে একটী দক্ষিণাভিমুখী শীতল বায়ু নদীর সমতলপ্রপাত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রভাতস্নিগ্ধ শীত-সমীরণ অধিকতর প্রখর বলিয়া অনুমিত হয়। সমতল-ক্ষেত্র হইতে পর্ব্বতের উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত এই শীতল প্রবাহ পার্ব্বতীয় বায়ুর শীতকটিবন্ধ বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পাদভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পলিময় সিন্ধুবিভাগ, কচ্ছের লবণাক্ত সৈকতভূমি, জশলমীর ও বিকানীরের পর্ব্বতসমাকীর্ণ মরুভূপ্রদেশ এবং লুসাই নদীর প্লাবিত উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রসমূহে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরাবল্লীশিখর-সন্নিহিত স্থানসমূহে ও উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মন্সুমবায়ু ও তদ্‌বিপরীত কালের শীত ঋতুতে প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের দক্ষিণ-দিগ্বর্ত্তী মুলতান ও শার্ধা বিভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭ ইঞ্চি।

বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপ ভাগে দুইটী বিস্তৃত ক্ষেত্র বিরাজিত দেখা যায়। উহার প্রথমটী আসাম উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি-ময় অববাহিকা প্রদেশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় হিমালয়পাদপ্রসৃত গণ্ডশৈলমালা এবং দক্ষিণে গারো খসিয়া ও নাগাপর্ব্বত। অপর বিভাগটী উক্ত পর্ব্বতত্রয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত ঝিল ও জলা-সমাকীর্ণ স্থান ত্রিপুরা ও লুসাই রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এই প্রদেশের জলবায়ু সাধারণতঃ জলসিক্ত। পর্ব্বতমালার দক্ষিণদিকে প্রবল বারিধারা বর্ষণ হেতু স্থানীয় স্বাস্থ্যের অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে। শিবসাগর ও শিলচর নামক স্থানের বৈকালিক বায়বীয় চাপের পরিণতি আবহবিদ্যাবিদ্‌গণের আলোচনার জিনিষ।

আর্য্যাবর্ত্তের অনুগাঙ্গ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বতমালার বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহার উত্তরে কর্কটক্রান্তি, পূর্ব্বের সীমান্ত প্রদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমে কাম্বে উপসাগর। ভারতবর্ষে স্থাপিত এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি ভূতত্ত্বের ভৌগোলিক আলোচনার বিশেষ উপযোগী। ইহার প্রধান প্রধান অববাহিকাবিধৌত স্রোতস্বিনীসকল উত্তরে গঙ্গা ও নর্ম্মদায় এবং দক্ষিণে তাপ্তী, গোদাবরী, মহানদী ও অন্যান্য শাখাস্রোতে সম্মিলিত হইয়াছে। সুদূর পশ্চিমে নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদী-প্রবাহিত সীমান্তরাল উপত্যকাদ্বয়ে পূর্ব্বপশ্চিমাভি-মুখী বায়ু প্রবাহিত। দক্ষিণপশ্চিম মন্সুমের সময় এখানে প্রভূত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

বিন্ধ্যগিরিমালা বিস্তীর্ণ অধিত্যকা দেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে মালব ও বুন্দেলখণ্ডের অধিত্যকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা নর্ম্মদা উপত্যকা হইতে পূর্ব্বে শোণ নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমদেশে আরাবল্লী পর্ব্বত আহ্মদাবাদ হইতে দিল্লীর সমীপদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। এখানে এই পর্ব্বতমালা বিরাজিত থাকায় স্থানীয় ও পূর্ব্ব দিগ্বর্ত্তী আজমীর প্রদেশের জলপাত ও বায়ু ভিন্নগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্ব্বুদ শিখরের পার্শ্ববর্ত্তী দেশে বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিমগতিতে প্রবাহিত। এখানে দক্ষিণপশ্চিম মন্সুমবায়ু প্রবাহের সময় অজস্র ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহার পশ্চিম পাদদেশে বিকানীরের মরুভূ প্রান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান প্রাবৃট্ সিঞ্চনে আদৌ সিক্ত হয় না।

সাতপুরা শৈলমালার দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী ত্রিকোণাকার দাক্ষি-ণাত্য-অধিত্যকা ভূমি পশ্চিমে সহ্যাদ্রি (পশ্চিমঘাট), দক্ষিণে নীলগিরি ও পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতপরিবেষ্টিত তটভূমি দ্বারা সংগঠিত। এখানে অহরহ দক্ষিণপশ্চিম মন্সুম-বায়ু প্রবাহিত থাকায় বৃষ্টিপাতেরও অভাব হয় না, কিন্তু যখন সেই বায়ু পশ্চি-মাভিমুখে ঘাট প্রাচীরের উপর আরোহণ করে, তখন তন্নিকট-বর্ত্তী পুণা প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। ঐ সময়ে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী স্থানসমূহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পর্ব্বতমালায় প্রতি-হত হইয়া তাহা পুনরায় ঘুরিয়া আসিবার কালে বঙ্গোপসাগর প্রবাহিত একটী পূর্ব্ব বায়ুগতির সহিত সম্মিলিত হয়। উহা উত্তরাভিমুখে অনুগাঙ্গ প্রদেশে প্রবাহিত না হইয়া পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্ব ভারতকূলে প্রবাহিত হয়। ইহাই পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মন্সুনবায়ু নামে প্রথিত ছিল। (এখনও অনেকে ইহাকে দক্ষিণপূর্ব্ব মন্সুনবায়ু বলিয়া অবধারণ করেন।) উহা সেই দক্ষিণপশ্চিম মন্সুম বায়ুর এক ভিন্নগতি মাত্র। ইহাতে প্রভূত জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের কোণাকার সংযোগ স্থলে নীল-গিরির অধিত্যকাপ্রদেশ। ইহার দক্ষিণে অনমলয়, পালনি ও ত্রিবাঙ্কোড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ। এতদুভয়ের ব্যবধানে ৩৫ মাইল বিস্তীর্ণ পালঘাট নামক গিরিসঙ্কট। এখানে দক্ষিণপশ্চিম মন্সুম বায়ুর ক্রীড়া অতীব রমণীয়। ঐ সময়ে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু উত্তরপূর্ব্ব মন্সুমের সময়

বেলুরের নিকটবর্ত্তী মলবার উপকূলে ঝটিকার প্রবল বেগ অনুভূত হইয়া থাকে। এখানে সামুদ্রিক বায়ুর স্বচ্ছন্দ বিহার হেতু উতকামন্দ উপত্যকা সাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়াছে। কাপ্তেন নিউবোল্ড বলেন যে, এই স্থানের প্রবহমাণ বায়ু পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া কখন কখনও বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝটিকা সঞ্চার করিয়া থাকে।

ঘাটদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী ভারতোপকূল ও পর্ব্বততট সাধারণতঃ বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বাণিজ্যবন্দরগুলি পরিচ্ছন্ন ও শস্যাদিপরিপূর্ণ। এখানে বর্ষাগমে প্রবল বারিধারা নিপতিত হয়। এই জন্য এখানকার বায়ু উষ্ণ হইলেও জলসিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশে আবানগরীর উত্তরবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ পর্ব্বতময়। ভূমিকম্পে সময়ে সময়ে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আবানগরী শ্রীহীন হইয়াছিল। পর্ব্বত ও উপত্যকাদির অবস্থানভেদে এখানকার স্থান বিশেষের বায়ুগতিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ুপরিস্থ মেঘমালার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ডাঃ এণ্ডার্সন স্থির করিয়াছেন যে, এখানেও হিমালয়প্রদেশের ন্যায় একটী দক্ষিণপশ্চিম বায়ুগতি বিদ্যমান আছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকা-নিম্নে অর্থাৎ পেগু বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও সাধারণের মনোরম; কিন্তু পেগুর উত্তরবর্ত্তী উপত্যকাবিভাগ শুষ্ক ও বৃক্ষাদিবিহীন মরুভূমিসদৃশ। এখানে বায়ু নাই বলিলেই চলে।

আবহবিদ্যাবিদ্‌গণ অনুসন্ধিৎসা-পরবশ হইয়া বায়ুমান যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের উচ্চ ও নিম্নস্থান হইতে বায়ুর উত্তাপ চাপ গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বায়বীয় অবস্থাভেদে বৃষ্টিপাত-নিরাকরণে সমর্থ। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কএকটী স্থানের নাম, তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত প্রদত্ত হইল।

স্থানের নাম	বায়বীয় তাপ	চাপ	বৃষ্টিপাত	
কলিকাতা	৭৯·২°	২৯·৮৪১	৬৬·১৯	ইঞ্চ
বোম্বাই	৭৮·৮°	২৯·৮২২	৬৭	"
মান্দ্রাজ	৮২·৪°	২৯·৮৫৬	৪৪	"
দার্জিলিং	৫৩·৯°	২৪·০৫৮	১১৯·২৫	"
সিমলা	৫৬·৩°		৭০·৪২	"
দিল্লী	৯৪·৩° (জুন)		২৭·৫	"
মুলতান	৯৫° ঐ		৭·১৭	"
পোর্টব্লেয়ার	৮০·৫°		১১৮·২৫	"
সাগর দ্বীপ	৭৯·৫°		৭৩·৮৫	"
ফল্‌স্ পয়েণ্ট	৮০·২০°	২৯·৮২১		

উপরের নির্দ্দিষ্ট *পরিমাণ-তালিকা বার্ষিক হিসাবের সামঞ্জস্যানুসারে উদ্ধৃত হইল। কখন কখন স্থানবিশেষে জলপাত ও তাপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়া যায়। বায়বীয় তাপ ও চাপের এরূপ উন্নমন ও অবনমন দৃষ্টে আবহবিদ্‌গণ মেঘ, জল ও ঝড়ের তারতম্য নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন। তাই মেঘমণ্ডিত আকাশে ঘোর ঘনঘটা ও বারিসিঞ্চন সহ সাইক্লোন, টর্ণাডো প্রভৃতি ভীষণ ঝটিকাপ্রবাহ কখন কখন ভারতভূমি আলোড়িত করিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা এক একটা দৈব বিপৎপাত বলিয়া সূচিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় আবহবিদ্যাবিদ্‌গণ বাহ্য প্রকৃতির সহিত বায়ুর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

বায়ুর চাপ অধিক হইলে শীতকালে বৃষ্টি ও হিমাচলের পশ্চিমদেশে প্রভূত পরিমাণে তুষারপাত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম বায়ু বহিতে থাকে। ঐ বায়ুর বেগ ক্ষীণ হওয়ায় এক এক স্থানে উপর্য্যুপরি বৃষ্টিপাত এবং কোথাও কোথাও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং দুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া দেখা দেয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বায়ুপ্রবাহের এই নিয়মিত কারণেই বাঙ্গালা ও মলবার অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিয়া থাকে। চাপাধিক্য হেতু বায়ু বিপর্য্যয়েই পূর্ব্ব হইতেই এই শস্যপূর্ণা ভারতে বহুবার দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালীন বায়বীয় পরিবর্ত্তন-সময়ে সূর্য্য মধ্যে একটা বিন্দুপাত দেখা যায়। যে এক সময় হইতে অপর সময়ের মধ্যে সূর্য্যবক্ষে ঐরূপ বিন্দুপাত হয়, তাহা সৌরবিন্দু সম্বৎসর (Sun-spot Cycles) নামে খ্যাত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ঘোর ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ সৌরবিন্দু ও ভানুকম্প লক্ষিত হইয়াছিল। উহা ভাবী দুর্ঘটনাসূচক দৈবচিহ্ন মাত্র।

জলবায়ুর প্রভাবেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও অবনতি। প্রকৃতির সমতা রক্ষা করিয়া বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ আপনাপন কার্য্যে তৎপর হইলে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বিশেষ অমঙ্গলকর। স্থানবিশেষে ১২ ফিট নিম্ন জলপঙ্ক হইতে ধান্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু একাদি ক্রমে জলপাত হইয়া উহা যদি ধানের শীষ ছাপাইয়া উঠে, তাহা হইলে ধান্যনাশের অধিক সম্ভাবনা। ঐরূপ ধান্যবপনের পর উচ্চ শুষ্ক ভূমিতেও অধিক জলপাত হইলে গোড়া পচিয়া ধান্যের বিশেষ ক্ষতি করে। সেই হেতু কৃষকগণ স্বভাবের আবশ্যক

অনুরূপ বৃষ্টি প্রার্থনা করে। বৃষ্টির অভাব হইলে নদ্যাদি হইতে খাত কাটিয়া শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহ করা হয়, কিন্তু উপর্য্যুপরি ৪।৫ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে নদীজলের অভাব হেতু স্থানীয় দুর্ভিক্ষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও বাণিজ্যের সুবিধা থাকায় এক্ষণে ভারতবর্ষকে স্থানীয় দুর্ভিক্ষে বিশেষরূপে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে না। দাক্ষিণাত্য-ভূমের পার্ব্বত্যবিভাগে গমনাগমনের সুযোগ না থাকায় তদ্দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক হয়। অনাবৃষ্টি হেতু সুদূরব্যাপী দুর্ভিক্ষে এবং বাণিজ্যব্যাপদেশে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইলে, ভারতবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া থাকে।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ছয় কোটিলোক কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। এই শ্রমজীবী কৃষকসম্প্রদায় স্ব স্ব বন্দোবস্ত-ভূমির অবস্থানুসারে সার দিয়া ও পাট করিয়া উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। উহাতে সাধারণ জমির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য জন্মিয়া থাকে। জমিতে বীজ বপনের পূর্ব্বে ভূমি কর্ষণ করিয়া মই দিতে হয়। তদুপরে বীজ ছড়াইয়া পুতিয়া দিলে অঙ্কুর উঠে। ধান্যচাসের প্রথা স্বতন্ত্র। উহাতে প্রথমে কোন কর্ষিত জলময় ভূমে বীজধান্য ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ গাছগুলি বাহির হইলে, অন্য এক পরিষ্কৃতক্ষেত্রে তুলিয়া রোপণ করা হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ধান্য, গম, যব, জোয়ার বজ্‌রা, কলাই প্রভৃতি শস্য; রাই, তিসি, রেড়ী ও তিল প্রভৃতি তৈলকর বীজ; বেগুণ, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, পেঁয়াজ, রশুন, গাজর, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি শাকসবুজী; আম্র, কদলী, দাড়িম্ব, আনারস, পিয়ারা, তেঁতুল কাঁটাল, পেঁপে, তরমুজ, নেবু প্রভৃতি যাবতীয় সুমিষ্ট ও অম্ল-মধুর ফল; সুপারি, নারিকেল, খর্জ্জুর এবং ইক্ষু, তুলা, পাট, নীল, অহিফেন, শণ, তামাকু, কফি, চা, সিনকোণা, রেশম (গুটী) ও লাক্ষা প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবিগণ স্ব স্ব ভূ-ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ভূমির রাজস্ব ও জীবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে। দক্ষিণে নীলগিরি হইতে উত্তর হিমালয়ের ঢালুদেশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে খসিয়া পর্ব্বত চট্টগ্রাম ও ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চা, আলু, কফি ও সিনাকানা নামক উদ্ভিদের চাস হয়। উক্ত পদার্থসমূহের চাসবাস তত্তৎ শব্দে আলোচিত হইতেছে। ইংরাজ-শাসিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে পরিমাণ জমিতে যে যে দ্রব্যের অধিক চাস হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নিম্নে জমির পরিমাণ আন্দাজমত একারে লিখিত গেল। কিন্তু কোন কোন বিভাগে এখন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

জাতদ্রব্য	মান্দ্রাজ	বোম্বাই	সিন্ধু	পঞ্জাব	মধ্যপ্রদেশ	নিম্নব্রহ্ম	মহিসুর	বেরার
ধান্য	৪৬০০০০০	১১৯৫০০০	৫১২০০০	৪০০০০০	৪৫৫০০০০	২৫৫৫০০০	৫৪০০০০	৩১০০০
গম	১৬০০০	৪৬১০০০	৩৫৪০০০	৭০০০০০০	৩৬০০০০০	...	১১০০০	৫২৫০০০
ক্ষুদ্রশস্য	১০৬০০০০০	৫৮০০০০০	৯৩৪০০০	৬০০০০০০	৫১৪০০০০	...	৩৪০০০০০	২৭৬০০০০
কলাই	১৬০০০০০	৮৩০০০০	১১৫০০০	৩২০০০০০				১৮০০০০
তৈলকরবীজ	৮০০০০০	৬২৮০০০	১৮০০০০	৮০০০০০	১৩৬০০০০	১৫০০০	১৩০০০০	৪৬০০০০
তুলা	১০০০০০০	১৩৫০০০০	৭০০০০	৬৬০০০০	৮৪০০০০	১০০০০	১৫০০০	২০৮০০০০
তামাকু	৬০০০০	৩৫০০০	৬০০০	৮০০০০	৪৮০০০	১৭০০০	১০০০০	১৭০০০
নীল	১২০০০০	১৪০০০	১০০০০	১১০০০০	...	৭০০	...	...
ইক্ষু	২১০০০	৫০০০০	৪০০০	৩৮০০০০	১০০০০০	৪০০০	১৩০০০	৫০০০

বাঙ্গালায় ধান্য ও পাট প্রধান কৃষিদ্রব্য। সমগ্র বাঙ্গালা সুবায় যে পরিমাণ ভূমির উপর ধান্যের চাস বাস হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। [পাট, নীল, ইক্ষু, তামাকু ও তৈলকর বীজ প্রভৃতি চাসের বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও বঙ্গ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

লাঙ্গল, মই প্রভৃতি দ্রব্য এবং গো, মহিষ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি জীব কৃষিকার্য্যের প্রধান উপকরণ। উক্ত জন্তুর সাহায্য ব্যতীত ভূমিকর্ষণ একান্ত অসম্ভব। উদ্ভিদোৎপাদনের নিমিত্ত কৃষকদিগের যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখা যায়, বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়বিশেষে তদ্রূপ পশুপালনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়াছে। তাহারা কৃষাণদিগের ন্যায় স্ব স্ব গোরাড়ে রক্ষিত পশুপক্ষ্যাদি পালন ও তাহাদের শাবকোৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে। পঞ্জাব ও তৎপশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ের জন্য অশ্ব ও অশ্বতর, দুগ্ধের জন্য মহিষ, যান ও কৃষির জন্য উষ্ট্র, বিক্রয়ের জন্য হস্তী, পশমের জন্য ছাগল এবং ভেড়া, চর্ব্বি ও খাদ্যের জন্য শূকর প্রভৃতি জীব লালিত পালিত হইয়া থাকে।

লোভ ও লাভের বশবর্ত্তী হইয়া গবর্মেণ্ট বাহাদুর যেরূপ ময়মনসিংহ-রাজবংশের হস্তিবিক্রয় ব্যবসা কাড়িয়া লন, তদ্রূপ দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম-ভারতের বহুপ্রদেশ হইতে অর্থসঞ্চতি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা দেশীয় সামন্তরাজগণের

অধিকৃত বন্য বিভাগগুলি হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। যাহাতে মূল্যবান্ শাল, সেগুন, শিরীষ, তুণ, আসন প্রভৃতি বন্যপাদপ-সমূহ প্রকৃতির অধীন থাকিয়া পুষ্টকলেবরে বিরাজ করিতে পারে এবং দাবদগ্ধ না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবর্মেণ্ট বাহাদুর বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট বন্য বিভাগ অধিকারে অধিকতর প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে লভ্যাংশ অধিক জানিয়া গবর্মেণ্ট ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্রাণ্ডিস্‌কে বন্য-বিভাগের প্রধান পরিদর্শক (Inspector General of Forest) নিযুক্ত করেন। তৎপর বৎসরেই বনরক্ষণ-সংক্রান্ত একটী আইন বিধি-বদ্ধ হয়।

গবর্মেণ্টের অধিকৃত অরণ্যভূমিসমূহ সাধারণতঃ রক্ষিত (Reserved) ও মুক্ত (Open) ভেদে দ্বিবিধ। রক্ষিত-বনগুলি বন্য বিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের 'খাস' অধীনে স্থাপিত। বন্যদিগের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ভয়ে, ইহার চারি দিকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিরা চাসবাস করিতে পারে না। 'মুক্ত' বনগুলি রক্ষার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত নাই। বন্যজাতীয়েরা ইচ্ছামত উহার মধ্যে চাসবাস করিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ যে যে খণ্ডে শালবৃক্ষ আছে, তাহা রক্ষিত। যে সকল প্রদেশে আবাদের জন্য বন্য বিভাগ (Forest Department) বাৎসরিক প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশ, আসাম, চট্টগ্রাম, আরাকান, ব্রহ্ম, মধ্যভারত ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্ব্বতমালায় নানা অসভ্য জাতির বাস। উহারা স্বতন্ত্র প্রথায় কৃষিকার্য্য-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ব্রহ্মে 'তোঙ্গ্যা',উঃ পঃ সীমান্তে 'ঝুম্',হিমালয়ে 'কিল্' মধ্যপ্রদেশে 'দহ্য' এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় 'কুমারী' প্রথায় চাসবাস সম্পন্ন হয়। ঐ সকল দেশে কথন লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষিত হয় না। কোথাও বন্যভূমি পুড়াইয়া, কোথাও কাস্তে দিয়া মৃত্তিকা আঁচ্‌ড়াইয়া, কোথাও বা কুদ্দাল কুঠার দ্বারা মৃত্তিকা উৎখাত করিয়া বীজ রোপিত হইয়া থাকে। ইহারা এক ভূমির উপর দুই বৎসর চাস করে না। বৎসরান্তে ভ্রমণশীল জাতির ন্যায় এক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য-ক্ষেত্রে গমন করে। ইহারা ভূমিতে কোনরূপ সার দেয় না বা শিক্ষিত কৃষকদিগের ন্যায় জমিরও কোনরূপ পাট করে না। তথাপি তাহাদের পালিত শস্যক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্য প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

বাণিজ্য।

পণ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ই বাণিজ্য। ভারতীয় প্রজার পরিশ্রমে ও কৃষিকৌশলে উৎপন্ন দ্রব্যেরই নাম পণ্য। সারা বৎসর রৌদ্র ও বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করিয়া কষ্টসহিষ্ণু কৃষকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে সকল ফসল উৎপন্ন করে, তাহারই কিয়দংশ ভরণ-পোষণ ও বীজের জন্য রাখিয়া, রাজস্বাদি আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহনের জন্য উহার উদ্বৃত্তাংশ মহাজনদিগকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কোথাও কোথাও দাদনদারগণ ঐ উদ্বৃত্তাংশের অধিক পরিমাণ শস্যও গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে অত্যাচার-নিবন্ধন প্রজাবর্গ কষ্টে পতিত হয়। ক্রমে দুর্ভিক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি বিপৎপাতসমূহ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় নীলকর-দিগের অত্যাচার,১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসিবিদ্রোহ এবং ১৮৩১-২ খৃষ্টাব্দের কোলবিদ্রোহ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলতা এই প্রজানিগ্রহের প্রধানতম কারণ। রাজা প্রজার কষ্ট দেখিতেন না বলিয়াই প্রজাবর্গ এরূপ উদ্ধতভাব ধারণ করিয়াছিল।

প্রজাবর্গ স্ব স্ব শ্রমোপার্জ্জিত ধান্যাদি মহাজনদিগের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। নিরীহস্বভাব দীন দুঃখী কৃষকদল একমাত্র জমির উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান্ রহিয়াছে; কিন্তু মহাজনগণ লাভের প্রত্যাশায় একস্থানজাত-দ্রব্যসমূহ অন্যস্থানে লইয়া বিক্রয় করিতেছে। ফলে, কৃষি-প্রধান স্থানে শস্যের অভাবহেতু লোককষ্ট ঘটিতেছে এবং কোন সমৃদ্ধিশালী নগরে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া, উহা আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে। মহাজনগণ দ্বিগুণ মূল্য-লাভে স্ফীত হইয়া আপন বাণিজ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিলাভে মনঃসংযোগী হইয়া রহিয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকারে পরিচালিত হইয়া থাকে। ১ অর্ণবযান সহযোগে বৈদেশিক রাজ্যের সহিত, ২ উপকূলবর্ত্তী নগরসমূহে, ৩ হিমালয়ের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যসমূহের সহিত এবং ৪ ভারতসাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকিলেও ভারতের উপ-কূলদেশে বাণিজ্যের উপযোগী বন্দর নাই। গঙ্গা ও ব্রহ্ম-পুত্র নদের সমগ্র অববাহিকাপ্রদেশ-জাত দ্রব্যের বাণিজ্য একমাত্র কলিকাতা রাজধানীপথেই সমানীত হয়. বঙ্গবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অপর সমুদায় জাতদ্রব্য দেশীয় ও বৈদেশিক বণিক্‌সম্প্রদায় দ্বারা উত্তমরূপে চালান-বন্দ (গলে ভরাই বা বস্তাবন্দী) হইয়া শকট, নৌকা বা রেলপথে কলিকাতা বন্দরাভিমুখে আনীত হয়। নিম্ন বঙ্গ-জাত যে পরিমাণ দ্রব্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে স্বদেশীয়ের

ব্যবহারার্থ নীত হয়, তাহাই অন্তর্বাণিজ্য এবং যাহা বৈদেশিকের অর্ণবপোতসমূহে পূর্ণ হইয়া সুদূর পথে দেশ-দেশান্তরে নীত হয়, তাহাই সামুদ্রিক বৈদেশিক-বাণিজ্য নামে খ্যাত। ঐরূপ গুজরাত, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের যাবতীয় পণ্যসম্ভার বোম্বাইনগরী দিয়া, সিন্ধুপ্রদেশের ধনধান্যাদি করাচী নগর দিয়া এবং ইরাবতীপ্রবাহিত নিম্ন-ব্রহ্ম প্রদেশজাত দ্রব্যসমূহ রেঙ্গুন বন্দর দিয়া সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। নদী ও রাস্তা ব্যতীত এই চারি বন্দরে মালপত্র আনয়নের সুবিধার জন্য রেলপথ বিস্তৃত আছে। এতদ্ভিন্ন মলবার উপকূলে গোয়া, কোচিন, মঙ্গলুর, কোয়ানোর ও বেপুর এবং করমণ্ডল উপকূলস্থ মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ, পণ্ডিচেরী ও নাগপত্তন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দরে ভারতের ঔপকূলিক বাণিজ্য সমাহিত হইয়া থাকে। মলবার উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্যবন্দরসমূহে অথবা তথাকার নদীমুখে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু, করমণ্ডল-উপকূলবর্ত্তী মান্দ্রাজ প্রভৃতি নগর-প্রবেশের নিরাপদ পথ নাই। বৈদেশিক পোতসমূহ অদূরে সমুদ্রগর্ভে ভাসমান থাকে। তথায় ষ্টীমার বা নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজ ভরাই করা হইয়া থাকে। ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের চত্বারিংশ ভাগ কলিকাতা ও তদনুরূপ সংখ্যা বোম্বাই পথে; ষষ্ঠাংশ মান্দ্রাজ, চতুর্থাংশ রেঙ্গুন, ব্যংশ করাচী এবং অপর অষ্টাংশ উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র বন্দরসমূহে পরিচালিত হইতেছে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ভারতীয় বণিক্‌গণ বিভিন্ন দেশে স্বদেশীয় পণ্য দ্রব্যসমূহ লইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে গমন করিত। চীন, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ, আরব, ইজিপ্ত, ও রোম পর্য্যন্ত সুদূরদেশে ভারতীয় ধনরত্ন ও খাদ্যাদি শস্য বিক্রীত হইত। ভারতোৎপন্ন মুক্তা, প্রবাল, মরকত, হীরক, চূণী প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরের সুখ্যাতি সমৃদ্ধ রোম-সাম্রাজ্য মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নেমুর, বালি প্রভৃতি স্থানে সেই প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাঠেও সেই প্রাচীন বাণিজ্যস্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে।

ভারতবাসীর সে বাণিজ্য-গৌরব অপসৃত হইলেও এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় (হিন্দু) বণিক্‌গণের বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও, ভারতীয় বাণিজ্যের কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। এখন বৈদেশিক বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতের সমগ্র বাণিজ্যশক্তি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ভারতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইলে, ক্রমে বিধর্ম্মী মুসলমানগণের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির ভারতাক্রমণের পর উত্তর ভারতে মুসমানদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে মুসলমানগণ ভারতজাত নানাপ্রকার দ্রব্য আফগানস্থান, তুর্কিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশে লইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে তদ্দেশজাত ছাগ, রোম, শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে আনিয়া বিক্রয় করিত। এখনও মুসলমান ও স্বল্পসংখ্যক পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানবাসী বণিক্‌দল আফগান-সীমান্তে ও তুর্কিস্থানে থাকিয়া পার্ব্বত্য বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। আলাউদ্দীন খিলিজির দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূট, যাদব, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। ঐ হিন্দুরাজাধিপত্যকালে হিন্দু-বণিক্‌গণ বাণিজ্যলক্ষ্মীর পদসেবায় অভিনিবিষ্ট ছিল। তৎকালে আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতে আসিয়া ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দাক্ষিণাত্য ভূমে মোগল ও মুসলমান প্রভাব দৃঢ়ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি প্রায় দাক্ষিণাত্যের সমগ্র বাণিজ্য মুসলমান রাজপুরুষগণের করতলগত হয়। অত্যাচারী মুসলমান রাজপুরুষগণের উপর জাতক্রোধ হইয়া সম্ভবতঃ হিন্দুবণিক্‌গণ মুসলমানের বাসভূমি আরব প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক পণ্য দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন, অথবা ইস্‌লাম ধর্ম্মদীক্ষাপ্রয়াসী মুসলমানগণের কঠোর শাসনে প্রপীড়িত হইয়া বিদ্বেষবশতঃ হউক আর জাতিচ্যুতির ভয়েই হউক, তাহারা মুসলমানদিগের সহবাস পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বতোভাবে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসী হিন্দুর বৈদেশিক বাণিজ্যের অবসান হইয়াছে।

যেরূপ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য এক সময়ে ভারত হইতে দূর দেশে রপ্তানী হইত, সেইরূপ তথাকার কোন না কোন জিনিষ তৎকালে ভারতবাসীর অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্যের ফলে দাক্ষিণাত্য হইতে যেরূপ প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি সমুদ্রজ মূল্যবান্ দ্রব্য উত্তরভারতে সমানীত হইত, তদ্রূপ সুদূর অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে এখনও মুক্তা, প্রবালাদি ভারতে আনীত হইতেছে। ভারতে যবনরাজগণের অধিকার [illegible] নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অঙ্গরাখা প্রভৃতি প্রচলন হইয়াছিল। [illegible]শিল্পময় গ্রীক্ ও শক চিত্রসমূহে তাহার [illegible]পূর্ণ আভাস পাওয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যস্রোত ক্ষীণ হইলে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, জর্ম্মণ ও ইংরাজবণিক্‌গণ বাণিজ্যব্যপদেশে

একে একে ভারতে পদার্পণ করেন। পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে ভারতে আসিয়া ভারতমহাসাগর-তীরে কিরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, পর্ত্তুগীজ শব্দে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। জর্ম্মণবণিক্সম্প্রদায় অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধনই হউক অথবা পরামর্শদাতাদিগের পরস্পর বিরোধেই হউক, অকালে সমুদ্রগর্ভে জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া যায়। ওলন্দাজগণ কিছুদিনের জন্য ভাগীরথীতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রামে থাকিয়া বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ হইয়া তাঁহারা শ্রীরামপুরের কুঠী ইংরাজবণিক্-সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিয়া নিম্নবঙ্গের বাণিজ্যাশা বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ভারতে দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন জন্য ফরাসি ও ইংরাজবণিকে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসি ও ইংরাজ-বিরোধ ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদিগকে ও শেষে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া ইংরাজবণিক্দল লর্ড ক্লাইবের অধিনায়কতায় বঙ্গরাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবিজয়ের পর সমস্ত দাক্ষিণাত্যভূমে ইংরাজবণিকদিগের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহি-বিদ্রোহের পর হইতে ইংরাজবণিক্সম্প্রদায় অপ্রতিহতপ্রভাবে ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজ, ফরাসী, গ্রীক, জর্ম্মাণ, হিন্দু, পর্ত্তুগীজ, য়িহুদী, পারসীক, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিক্সম্প্রদায় ভারতের বাণিজ্যরজ্জু ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সকলকেই ইংরাজ সরকারে শুল্ক দিতে হয়।

বৈদেশিক বণিক্সমিতি কর্তৃক ভারতে আমদানী দ্রব্য—ছাতি, কয়লা, কোরা, ধোয়া ও ছিট প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্পাস বস্ত্র, লোহনির্ম্মিত দ্রব্যমাত্র, ছুরি, কাঁচী ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র, কলকব্জা, বিভিন্ন প্রকার মদ্য, তাম্র, লোহ, সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য, রেলগাড়ীর আসবাব, লবণ, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গরম-মসলা, চিনি, পশমী বস্ত্রাদি, নারিকেল-তৈল ও ঔষধি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপকরণ।

রপ্তানী দ্রব্য—কফি, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, সূতা, নীল ও অন্যান্য রঙ, ধান্য, তণ্ডুল, গম, কলাই প্রভৃতি শস্য, পশুচর্ম্ম, (পরিষ্কৃত ও কাঁচা) পাট ও চটের থোলে, গালা (লাক্ষা) তৈলাদি, অহিফেন, সোরা, মসিনা, তিল, রাই, রেড়ী প্রভৃতি তৈলকর বীজ, রেশম ও তজ্জাত পরদাদি বস্ত্র, গরম-মসলা, চিনি, চা, শাল ও সেগুণকাষ্ঠ, তামাকু, পশম ও পশমিবস্ত্র প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বস্তুও বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

[তত্তৎ শব্দের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ত্তমান যুগে একমাত্র ইংরাজবণিক্গণই জাগতিক বাণিজ্যের পূর্ণাধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রাচ্য দেশোৎপন্ন যাবতীয় পণ্য দ্রব্য ইংলণ্ড-রাজধানী লণ্ডন-ভাণ্ডারে আনীত হইয়া থাকে। য়ুরোপের বিভিন্নদেশবাসী বণিক্গণ লণ্ডননগরে আসিয়া আপনাপন প্রয়োজনানুসারে পাট, পশম প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যান। পূর্ব্বে দক্ষিণ-আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া পণ্যবাহী জাহাজ সকল য়ুরোপে উপনীত হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ সংযোজনে খাল কর্ত্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি ও সুবিস্তৃত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন বণিক্দলকে আর বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। ভারতীয় পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া অর্ণবপোত সকল একমাস মধ্যেই সুদূর ইংলণ্ডে উপনীত হইতেছে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ভারতীয় সভ্য জাতিমাত্র দ্বারাই পরিচালিত। সুপ্রাচীন আর্য্যযুগে যে সকল লোক বাণিজ্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা মনু কর্তৃক বৈশ্যনামে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে ঐ বৈশ্য বর্ণের অনেক লোক বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত আছেন। বোম্বাই প্রদেশের পার্শী, গুজরাতী, বাণিয়া ও রাজপুতনার জৈন মারবাড়িগণ বাণিজ্য ব্যাপারে সমধিক উন্নত। দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ মহিসুর বিভাগে লিঙ্গায়তগণ, করমণ্ডল উপকূলে শেঠী ও কোমাটীগণ এবং বাঙ্গালার উন্নতশীল শূদ্র, মারবাড়ী, শেঠী ও নাখোদারগণ দেশীয় বাণিজ্য-বিস্তারে কৃতসংকল্প হইতেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশের বাণিজ্য হস্তগত করিবার জন্য অনেক জৈন মারবাড়ি মুর্শিদাবাদ নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা উত্তরে চীন-সীমান্ত ও পূর্ব্বে খসিয়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দেশবাসিগণের সহিত স্বচ্ছন্দে দ্রব্যাদির ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বাণিয়াদিগের করতল-গত। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্রিনামক হিন্দুস্থানী বৈশ্যসম্প্রদায় বাণিজ্যবিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশীয় বণিক্গণ ভারতসীমান্তবর্ত্তী আফগান ও তৎসংলগ্ন পার্ব্বত্য রাজ্য, কাশ্মীর, লাডক, তিব্বত, নেপাল, চীন, আসাম সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশ, উত্তর ও নিম্নব্রহ্ম এবং শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিয়া আপনাপন বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে।

প্রত্যেক নগরস্থিত বাজারে বা গণ্ডগ্রামসমূহের হাট প্রভৃতিতে স্থানীয় এক একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্য চলিয়া থাকে। কোন কোন হাটে কৃষকগণের আনীত ধান্যাদি শস্যেরও প্রভূত কারবার হইয়া থাকে। আড়তদার মহাজনগণ ঐ সকল স্থানে থাকিয়া ক্রয়বিক্রয় করে। দেবোদ্দেশে মেলা বা উৎসবাদি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে ঐরূপে ধান্যাদি শস্য ও গবাদি প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় হইতে দেখা যায়।

ভারতে রেলপথ-বিস্তারের পূর্ব্বে রাস্তা ও নদী দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য স্থানে স্থানে সরবরাহ হইত। কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার জন্য খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আফগান সম্রাট্ শের শাহ কর্ত্তৃক 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্করোড' নামক সুবিস্তৃত পথ প্রবর্ত্তিত হয়। বড়লাট বেণ্টিক বাহাদুর উহার সংস্কার করিয়া বাণিজ্যের পন্থা সুবিস্তার করেন। ঐ প্রশস্ত পথ হইতে কতকগুলি রাস্তা উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান নগরে সংযোজিত আছে। ঐ পথসমূহ ধরিয়া এক সময়ে বণিক্-সম্প্রদায় পেশবার সীমান্ত পর্য্যন্ত গমন করিত। এমন কি হিমালয়, নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্ব্বতমালার উপরিতন গিরিসঙ্কট দিয়া গো-শকটে মাল পূর্ণ করিয়াও বাণিজ্য চলাইত। এক্ষণে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগের সর্ব্বত্রই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। উহার কতকগুলি বণিক্-সম্প্রদায়ের অধীন। তদ্ভিন্ন ইংরাজরাজ ও সামন্তরাজগণের যত্নে ও ব্যয়ে পরিচালিত কএকটী রেলপথ আছে। তন্মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া, ইষ্টকোষ্ট, গ্রেট পেনিনসুলার, রাজপুতনা-মালব, বেঙ্গল-নাগপুর ও ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলপথ প্রভৃতি প্রধান।

[রেলপথ দেখ।]

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অনাবৃষ্টি, অজন্মা ও রপ্তানা-বাহুল্যহেতু দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রেলপথ বিস্তারে গমনাগমন ও বাণিজ্য-পরিচালন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশবাসীর অসুখ ও অশান্তি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। যেখানে রেল বা গমনযোগ্য পথ নাই, কোন বণিক্ই তথাকার মালপত্র লইয়া বাণিজ্যের অভিলাষী নহেন, কিন্তু রেল-বিস্তারে সুবিধা হওয়ায় এক্ষণে তদ্দেশীয় দ্রব্যসমুদায় লাভার্থীর ইচ্ছানুসারে ভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইতেছে। পূর্ব্বে তাহারা ইচ্ছামত ঐ সকল দ্রব্য উপভোগে সমর্থ হইত। কিন্তু এক্ষণে তদ্দেশবাসী স্বদেশ জাতদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতেছে। ইহার উপর আবার বায়ু ও জলের গোলযোগে উপর্য্যুপরি দুই বর্ষকাল বৃষ্টিপাত না ঘটিলে এবং পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার শস্য সঞ্চয় না থাকিলে তদ্দেশে অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ-প্রবেশের সম্ভাবনা।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে নিম্ন গাঙ্গপ্রদেশে (বাঙ্গালায়) একটী মহামারী উপস্থিত হয়। ১৭৮০-১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কণরাজ্য হাইদার কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার পর তথায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইয়াছিল। মহামতি বাক ওজস্বিনী ভাষায় তাহার চিত্র প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে বহুকালব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু উঃ পঃ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের সাহায্যার্থ কএকটী ধান্যগোলা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাটনানগরের গোলা এখনও বিদ্যমান আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর একবার মাত্র ইংরাজরাজ ঐ গোলা খুলিয়া দরিদ্রের উদর পূর্ত্তি করিয়াছিলেন। ১৭৯০-৯২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ প্রদেশে দুই বর্ষ কালব্যাপী মহামারী ঘটে। তৎপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্ভিক্ষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া দেখা দেয়। তৎকালে দুর্ভিক্ষের কঠোর প্রপীড়নে প্রজাবর্গ যে কষ্ট পাইয়াছিল এবং চারিদিক্ হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তৎকালের রাজ্যশাসনের শিথিলতা হইতে তাহার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায় *। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উড়িষ্যাপ্রদেশে মহাদুর্ভিক্ষ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। ঐ সময়ে লক্ষ লক্ষ উড়িষ্যাবাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বাঙ্গালা ১২৭১ সালের (ইং ১৮৬৪ খৃঃ) আশ্বিন মাসের ভীষণ ঝড় ও বন্যায় নিম্নবঙ্গ প্লাবিত হইয়া শস্যভাণ্ডারের বিশেষ ক্ষতি করে। ঐ সময় হইতে ধান্যাদি মহার্ঘ হইতে আরম্ভ হয়। উহার ২।৩ বর্ষ পরে ১২৭৪ সালের ২১এ কার্ত্তিক শুক্রবার 'কার্ত্তিকের ঝড়ে' বাঙ্গালা প্রদেশ এরূপ বিপর্য্যস্ত হয় যে, তদবধি ধান্যাদি শস্যের মূল্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, আশ্বিনের ঝড়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ৸০ আনা মূল্যে ১৲ মণ চাউল বিক্রয় হইত। কার্ত্তিকের ঝড়ের পর ৮।১০ টাকা পর্য্যন্ত চাউলের দাম বাড়িয়াছিল। ঐ সময়ে অনেক দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনাহার-ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৮-৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি হেতু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও রাজপুতনায় দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়।

---

* No useful lesson of administrative experience is to be learned from the long list of famines and scarcities which afflicted the several provinces of India at recurring periods during the first half of the present century. [W. W. Hunter 'India']

ইহার পর ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে বেহার অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় গবর্মেণ্ট স্থানীয় প্রপীড়িত ব্যক্তিবর্গের কষ্ট দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। অনতিবিলম্বে ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সমগ্র ভারতে একটী দীর্ঘব্যাপী দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ভারতের অদৃষ্টে আর কখনও ঘটে নাই। ঐ সময়ে অনাহারে ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে দক্ষিণ-ভারত প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দক্ষিণভারতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। তখন ভারতের বড়লাট মহামতি লর্ড কর্জন ও তৎসহধর্ম্মিণী কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনালব্ধ অর্থভাণ্ডারে দানদুঃখীর উদরপূর্ত্তি হইয়াছিল। গবর্মেণ্টের রাজকোষ হইতেও প্রজাবর্গের দুঃখমোচনার্থ অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দেও স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট সমভাবে রহিয়াছে।

শাসন-প্রণালী।

ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ সুশৃঙ্খলরূপে শাসন করিবার জন্য বিলাতের পালিমেণ্ট কর্ত্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য এক একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি ও তদীয় মন্ত্রিসভা ভারতের আবশ্যকায় আইন প্রস্তুত ও শাসনকার্য্য-নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বড়লাট বাহাদুর মন্ত্রিসভায় পরামর্শ না লইয়া স্বমতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত মন্ত্রিসভায় বড়লাটবাহাদুর ব্যতীত আর ছয় সাতজন সুদক্ষ ও বিজ্ঞ ইংরাজকর্ম্মচারী আছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতীয় আইন ও শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিচার এবং বৈদেশিক রাজনীতি আলোচনা ও মীমাংসা উহার উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতিনিধি, এবং কতিপয় মনোনীত দেশীয় ও বৈদেশিক সুযোগ্য সভ্য লইয়া একটী সভা সংগঠিত হয়। যে প্রদেশে ঐ ব্যবস্থাপকসভার অধিবেশন হয়, তথাকার শাসনকর্ত্তাও সেই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। এই সভার কার্য্যবিবরণী জনসাধারণের জ্ঞাত হইবার কোন বাধা নাই।

বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাইকোর্ট নামক এক একটী সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় আছে। তাহাতে প্রদেশীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানীসংক্রান্ত যাবতীয় মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পঞ্জাবে তিন জন জজ লইয়া একটী চিফ্‌কোর্ট আছে। মধ্য প্রদেশ, অযোধ্যা ও বেরার প্রদেশে শাসনকার্য্য পরিচালন জন্য এক একজন কমিশনর আছেন। আসামের চিফ্-কমিশনরই তথাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জেলায় ছোটলাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অধীনস্থ জজ ও সব্‌জজ এবং প্রত্যেক মহকুমায় ২।৩ জন মুন্সেফ বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সমষ্টিক গবর্ণর-জেনারেল ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বয়ং সমস্ত কার্য্য করেন না। শাসন কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত ইংরাজাধিকৃত ভারত কয়েকটী প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে লেফ্‌টনাণ্ট-গবর্ণর, গবর্ণর, চিফ্-কমিশনার বা কমিশনার-উপাধিধারী এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। উঁহারা বড়লাটের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া স্ব স্ব প্রদেশ শাসন করেন। লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর এবং চিফ্ কমিশনরগণ সিবিলসার্ভিস হইতে এবং গবর্ণরগণ পার্লিমেণ্ট সভা হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে শাসনকর্ত্তা ভিন্ন অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের স্বতন্ত্র আইন সংগঠনের ক্ষমতা নাই। আজমীর, কুর্গ ও বেরার সামান্য জেলার ন্যায় হইলেও তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তাগণের ন্যায় বড়লাটের অধীন। প্রত্যেক প্রদেশ কমিশনার-অধীনস্থ কয়েকটী বিভাগে এবং প্রত্যেক বিভাগ আবার কয়েটী জেলায় গঠিত। জেলার মাজিষ্ট্রেট-কলেক্টরগণ বিভাগীয় কমিশনারের অধীন থাকিয়া জেলার শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটী করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা এবং প্রত্যেক মহকুমায় তদধীন পল্লীসমূহে শান্তিরক্ষার জন্য কতিপয় থানা আছে। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ ও আদেশানুসারে মহকুমার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কয়েকটী জেলা ভিন্ন ভারতের কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। অন্যান্য স্থানে প্রজাগণ কয়েক বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে গবর্মেণ্টকে রাজস্ব প্রদান করে। পরে মেয়াদঅন্তে পুনরায় জরিপ হইলে, নূতন বন্দোবস্তানুসারে খাজনা দিয়া থাকে। লবণের শুল্ক হইতে গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লবণের শুল্ক সর্ব্বত্র সমান ছিল। পরে ১৮৭৮ সালে সর্ জেমস্ ষ্ট্রাচি মহোদয় লবণের শুল্ক সর্ব্বত্র সমান করিয়া দেন। বর্ত্তমান সময়ে লবণের শুল্ক প্রতি মণে ✓৫ পয়সার কিছু অধিক।

শিল্পজাত দ্রব্য।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে শিল্পের চর্চ্চা ছিল।

দুই তিন শতাব্দ পূর্ব্বে, ভারতবর্ষ শিল্পবিদ্যায় পৃথিবীর অন্ত কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। কিন্তু অধুনা কয়লার ব্যবহার-প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কৃত হওয়াতে, ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্পবিদ্যায় পরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে কোনক্রমেই তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। পূর্ব্বের গৌরব হারাইয়া ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইতেছে। বাষ্প-পরিচালিত কলের শক্তির সহিত দৈহিক বলের প্রতিযোগিতা একান্ত অসম্ভব মনে করিয়া, ভারতের শিল্পজীবিগণ হতাশ মনে স্ব স্ব জাতীয়বৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষিবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

বহুপ্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশীয় কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেন এবং স্বদেশে তাহা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেন। সূক্ষ্মতা, চাকচিক্য ও নির্ম্মাণকৌশলে ভারতীয় বস্ত্র অদ্যাপি জগতে অতুলনীয়। কিন্তু ম্যানচেষ্টারের বস্ত্র অতিশয় সুলভ মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় ঐ ব্যবসা দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে।

রেশমবস্ত্র প্রায় ভারতের সর্ব্বস্থানে প্রচলিত। আসামে ও ব্রহ্মদেশে প্রায় সকলেই রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে। ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করে। ব্রহ্মদেশে চীনদেশ হইতে রেশম আনীত হয়। আসামে গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বস্থানে রেশমের আবাদ আছে। পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সহরসমূহে এবং আগরা, হাইদ্রাবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে সূতামিশ্রিত রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারাণসী মুরশিদাবাদ, আহ্মদাবাদ এবং ত্রিচীনপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধুনা বোম্বাই সহরে রেশম-বস্ত্র তৈয়ারির জন্ত একটী কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার কলে নানাবিধ রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ ব্রহ্মদেশে প্রেরিত হইতেছে।

ঢাকা, পাটনা ও দিল্লীতে মস্‌লিন বস্ত্রে রেশম-সূতা দ্বারা ফুল তোলা হয়। এখানে সলমার কাজও হইয়া থাকে। গুজরাটে চামড়ের জিনিসের উপর সলমার কাজ করা হয়। জাকজমক ও সমারোহ ব্যাপারে যে সমস্ত সল্‌মার কার্য্যযুক্ত উৎকৃষ্ট মখমলের চাঁদোয়া, হস্তী ও ঘোটকের হাওদা এবং ছাতা ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা গোলবর্মা ও আরঙ্গাবাদে প্রস্তুত হয়।

বাঙ্গালার এবং ভারতের উত্তরাংশের অনেক স্থানে সতরঞ্চি ও তোষক প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশ্মীর, পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে এবং আগরা, মির্জাপুর, জব্বলপুর, বরাঙ্গল, মালবার ও মুছলিপত্তন প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পশমী গালিচা প্রস্তুত হয়। কাশী এবং মুর্শিদাবাদে মখমলের কার্পেট প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঞ্জোর এবং সালেমে রেশমের কার্পেট প্রস্তুত হয়।

ভারতের অনেকস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা কটকের রৌপ্যনির্ম্মিত জিনিসের কারুকার্য্য বিশেষ বিখ্যাত। ত্রিচীনপল্লী, দিল্লী এবং কাশীধামের সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত জরি ও সাটী প্রভৃতি কারুকার্য্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানীসমূহে উৎকৃষ্ট লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে অনেক উৎকৃষ্ট তরবারির খাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের অনেক স্থানে বন্দুক নির্ম্মিত হয় ও অনেক স্থানে স্থানীয় ব্যবহারোপযোগী তাম্র ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশীর তামা পিত্তলের বাসন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

মুর্শিদাবাদের খাগরার বাসন অতিশয় বিখ্যাত। ভারতের ঘণ্টা অতিশয় সুন্দর ও সুমধুর শব্দযুক্ত। সিন্ধু প্রদেশে বহুবিধ সুন্দর মাটির বাসন প্রস্তুত হয়।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব কালে যে সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তি ও গুহা মন্দির খোদিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অনেক স্থলে কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহাদিতে শিল্পকার্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। মুর্শিদাবাদ, অমৃতসর, কাশী ও ত্রিবাঙ্কুরে হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য তৈয়ারি হয়। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুতুল সাতিশয় উৎকৃষ্ট।

খনিজ পদার্থ।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। এখানকার খনিজ অপরিষ্কৃত লৌহ পৃথিবীর অন্যান্ত স্থানে প্রাপ্ত লৌহ অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। দেশীয় প্রথানুসারে খনিজ ধাতু হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রথা অতিশয় ব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং ভারতীয় লৌহ, ইংলণ্ড হইতে আমদানী লৌহের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম। বাঙ্গালার রাণীগঞ্জে এবং মধ্যপ্রদেশের বরোরা ও মোহপাণিতে কয়লার খনি আছে। ইহাদিগের মধ্যে রাণীগঞ্জের খনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাণীগঞ্জের কয়লার খনির আয়তন ৫০০ বর্গ মাইল। এখানে ৬ দল য়ুরোপীয় কোম্পানি এবং বহুদেশীয় অন্যান্ত কোম্পানিও ব্যবসা করেন। সাঁওতাল ও বাউরিগণ এখানকার খনিতে কাজ করে। য়ুরোপীয় কয়লাতে শতকরা ৩ হইতে ৬ ভাগ ছাই দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয়

কয়লায় ১৪ হইতে ২০ ভাগ পর্য্যন্ত ছাই থাকে। কেবল দেশীয় কয়লার মধ্যে বরোয়ার কয়লায় ছাইএর ভাগ কম আছে। উহা প্রায় পাশ্চাত্য কয়লার ন্যায় বিশুদ্ধ।

করমণ্ডল উপকূল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহে সমুদ্রের জল জ্বালাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। রাজপুতানার শাম্ভর হ্রদের জলেও লবণ হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের পর্ব্বতসমূহে অনেক লবণের খনি আছে। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় বিলাতী ও সৈন্ধব লবণের ব্যবহার দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে বিলাতী লবণের সমধিক প্রচলন।

বেহারান্তর্গত ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ প্রভৃতি জেলা হইতে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কাণপুর, গাজীপুর, আলাহাবাদ ও বারাণসী জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১৫০০০০ সোরা কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। তথা হইতে ঐ সোরা বিক্রয়ার্থ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

ভারতের অনেক স্থানে সুবর্ণ পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য নদী হইতেও অনেক স্থানে সুবর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত উপায়ে যে পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরিশ্রমের মূল্য হওয়া কঠিন। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে কুমায়ুনের মধ্যবর্ত্তী হিমালয় প্রদেশে অনেক তাম্রের খনি আছে। ঐ সমস্ত খনি হইতে নেপালী খনিকরগণ অগ্নিপ্রস্তর কাটিয়া লয় এবং তাহা হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তুত করে। ছোটনাগপুরের সিংহভূম জেলায় অনেক অপরিষ্কৃত তাম্র পাওয়া যায়। পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে সীসা উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের পার্ব্বত্য সামন্ত-রাজ্যসমূহে এবং মহিসুর ও ব্রহ্মদেশে রসাঞ্জন বা সুর্ম্মা পাওয়া যায়। পঞ্জাবে, আসামে ও ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। খাসিয়া পাহাড়ের সিলেট চুণ এবং বাঁকুড়া কাটনী চুণ কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজপুতানার মারবল প্রস্তর দ্বারা বিখ্যাত আগরার তাজমহল প্রস্তুত হইয়াছিল। বরণ-কোম্পানির রাণীগঞ্জের টালি ও অন্যান্য পাথরের জিনিস সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কাল হইতে ভারত রত্নপ্রসূ বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত। এক সময়ে গোলকুণ্ডার হীরক অতিশয় আদরের ও মূল্যবান্ সামগ্রী ছিল। কিন্তু অধুনা তথায় হীরক দুষ্প্রাপ্য। কেহ কেহ বলেন যে, গোলকুণ্ডার হীরক মান্দ্রাজের গঞ্জাম্ ও গোদাবরী জেলা হইতে নিজাম রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পাওয়া যাইত। ১৮১৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মহানদী-তীরবর্ত্তী সম্বলপুরে হীরক পাওয়া যাইত। আজকাল কেবল পন্না রাজ্যে হীরক পাওয়া যায়।

প্রাণিতত্ত্ব।

পশুরাজ সিংহ ভারতের পশুদিগের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে গুজরাতের মরুভূমিতে এই অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সিংহের কেশর না থাকায় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে প্রকৃত সিংহ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। হিংস্র পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র প্রধান ও অনিষ্টকর। প্রতি বৎসর ভারতের অসংখ্য মনুষ্য ও পশু ইহাদিগের হস্তে অকালে প্রাণ হারায়। হিমালয় হইতে সুন্দরবন পর্য্যন্ত এ দেশের প্রায় সর্ব্বস্থানে এই জন্তু দেখা যায়। ইহারা প্রায় ৮ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তরক্ষু, চিতাবাঘ, ধবলবাঘ, মেঘবর্ণ ও মারবল-বর্ণ বন্য বিড়াল প্রভৃতি ব্যাঘ্রজাতীয় জন্তুগণ ভারতের জঙ্গলে বাস করে। তরক্ষু ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাণি-হত্যা করিয়া থাকে। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত লম্বা। চিতাবাঘ দাক্ষিণাত্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ হরিণ শিকারার্থ ইহাদিগকে কুকুরের ন্যায় শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পশু অপেক্ষা দ্রুতগামী। নেকড়েবাঘ, শৃগাল ও বন্যকুকুর প্রভৃতি কুকুরজাতীয় প্রাণী উল্লেখযোগ্য। নেকড়ে বাঘ, মেষ ছাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু শিকার করে। কিন্তু সুযোগ পাইলে, শিশুসন্তান ও বালক-বালিকাগণেরও প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। বন্য কুকুরগণই গৃহ-পালিত হইয়া পরে শিকারী কুকুর হইয়া পড়ে। এদেশের বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গলে ও পাহাড়ে কাল ভল্লুক বাস করে। তাহারা পিপীলিকা, মধু ও ফল খাইয়া জীবন ধারণ করে। উত্তেজিত হইলে উহারা কখন কখন মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতের উত্তরাংশে ছোট-ভল্লুক দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে কুর্গ, মহিসুর ও আসামের পর্ব্বতোপত্যকায় হস্তিগণ বাস করে। আজকাল হস্তীর ব্যবসা গবর্মেণ্টের একচেটিয়া। গবর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কেহ হস্তী ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবে না, এই মর্ম্মে ১৮৭৯ সালের ৬ আইন নামক একখানি স্বতন্ত্র আইন প্রস্তুত হইয়াছে। যদি কেহ গবর্মেণ্টের অনুমতি না লইয়া হস্তি-শিকার অথবা ধৃত করে, তবে প্রথমবার তাহার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড, দ্বিতীয় অপরাধে ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাবাসের বিধি আছে। ভারতীয় হস্তী ন্যূনাধিক ৮ হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ খেদা করিয়া হাতী ধরা হয়। উপযুক্ত জায়গা দেখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ২।০ হাত অন্তর বড় বড় শালগাছ পোতা হয়। ঐ সমস্ত গাছের অবলম্বনে

চারিদিকে দৃঢ়তর উচ্চ বেড়া দেওয়া হয় এবং ঘের৷ স্থানের মধ্যে অনেক কলাগাছ রোপিত হইয়া থাকে। এইরূপ খেদা প্রস্তুত হইলে, পোষা কোটনা হাতী দ্বারা বন্য হস্তীদিগকে খেদার ভিতর আনয়ন করিয়া দ্বার সকল উত্তমরূপে বন্ধ করা হয়। খাদ্যের অভাবে হস্তিগণ যেমন দুর্ব্বল হইতে থাকে, অমনি পোষা হাতীর সাহায্যে এক এক করিয়া সমস্ত বন্যহস্তীর পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহারা ক্রমে পোষ মানিয়া থাকে। ভারতে হস্তীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষে চারি জাতীয় গণ্ডার দেখা যায়। এক জাতীয় গণ্ডার ব্রহ্মপুত্র-নদতটে এবং সুন্দরবনে বাস করে। ইহাদিগের কপালে একখানি করিয়া খড়্গ আছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে যবদ্বীপীয় গণ্ডারও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। সুমাত্রা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশেও গণ্ডার আছে। এই সকল গণ্ডারের কপালে দুই দুই খানি খড়্গ দৃষ্ট হয়।

বন্য-শূকর ভারতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা শস্যের প্রধান অন্তরায়। বরাহজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু নেপালের তরাই ও সিকিমে দেখা যায়। সম্প্রতি এই জাতীয় একটী শূকর আসামে ধৃত হইয়াছিল। সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশের মরুভূমিতে সচরাচর বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের জঙ্গলে অনেক জাতীয় বন্য মেষ ও ছাগল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই ১২০০০ ফিটের নিম্নে বাস করে না। গুজরাত এবং উড়িষ্যার উপকূলে দলে দলে কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে। উহাদিগের প্রত্যেক দলে একটীর অধিক পুরুষ-মৃগ দেখা যায় না। ইহাদিগের মাংস হিন্দুদিগের খাদ্য। হিন্দুস্থানে এবং গুজরাতে অনেক নীলগাই পাওয়া যায়। ইহারা মৃগজাতীয় হইলেও গাভীর সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায় হিন্দুদিগের অবধ্য এবং ইহাদিগের মাংস অস্পৃশ্য। এতদ্ভিন্ন শাম্বর, বারশৃঙ্গ, চিতাল প্রভৃতি অনেক জাতীয় মৃগ ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়। শাম্বর মৃগ ধূসরবর্ণ। ইহাদিগের সিংহকেশরের ন্যায় এক প্রকার কেশর আছে। বারশৃঙ্গ হরিণ বঙ্গদেশ ও আসামের জঙ্গলে বাস করে। চিতাল হরিণ দেখিতে অতিশয় সুন্দর। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতে, মধ্যভারতে, আসামে এবং ব্রহ্মদেশে গৌর ও গয়াল প্রভৃতি অনেক বন্য গোরু পাওয়া যায়। আসামের ও ব্রহ্মদেশের বন্য মহিষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যান্য স্থানে মহিষ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক ইন্দুর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা মৃত্তিকার নিম্নে গর্ত্ত করিয়া বাস করে। এক জাতীয় ইন্দুরকে নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষ বহুবিধ সুন্দর ও বলিষ্ঠ পক্ষীর বাসস্থান। ময়ূর, ময়না, কাকাতুয়া, চন্দনা, শুক, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিগণ গৃহপালিত হইয়া থাকে। শ্যেন, শকুনি, গৃধ্র প্রভৃতি বিহঙ্গম প্রাণীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করে। বক, মাছরাঙ্গা প্রভৃতি পক্ষিগণ মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। হংস ও অন্যান্য জলচর পাখীর সংখ্যা বিরল নহে।

সরীসৃপ জন্তু ভারতে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। সর্প, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটী প্রভৃতি জন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বর্ষাকালে এদেশের সর্ব্বস্থানে, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে সর্পের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর বাঙ্গালার বহুসংখ্যক ব্যক্তি সর্প-দংশনে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বিষধর সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউটা, পাতরাজ ও শঙ্খচূড় প্রভৃতি প্রধান। সর্প-দংশনে 'আমোনিয়া' সেবন করাইলে অনেক উপকার হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় সমস্ত জলাশয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নানাবিধ মৎস্য দ্বারা পরিপূর্ণ। চুনো, পুটী, ট্যাঙ্গরা, কাঁকড়া, কই, মাগুর, শৃঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় মৎস্য সুলভ, বলকর ও নিত্য-খাদ্য। রোহিত, কাৎলা, মৃগেল, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্য আকারে অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য নদীসমূহে মহশির বা মহাশোল নামক এক প্রকার মৎস্য পাওয়া যায়। উহা কখন কখন ৩০ সের বা একমণ ভারি হইয়া থাকে। শুশুকও মৎস্য জাতীয় জন্তু। এদেশে অনেক জাতীয় পোকা মাকড় দেখা যায়। মধুমক্ষিকা, তুতপোকা প্রভৃতি কীটের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম নিয়ত মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছে। মশক, পিপীলিকা প্রভৃতির দংশন অতিশয় কষ্টকর। কয়েক জাতীয় কীট ও পতঙ্গ নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিশ্বপাতা বিধাতার মহিমা ও অনন্ত কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উদ্ভিদ্।

ভারতবর্ষে বহুবিধ উদ্ভিদ্ জন্মে। উদ্ভিদ্-বিদ্যার প্রথানুসারে যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদিগের নাম দিলে গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া যায়। সুতরাং এদেশীয় উদ্ভিদের স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। কার্য্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইল। যথা হিমালয়প্রদেশ, উত্তরপশ্চিমবিভাগ, পশ্চিম ভারত ও আসাম প্রদেশ। হিমালয় প্রদেশে চীনদেশীয় বৃক্ষ ও লতা গুল্মাদি জন্মে। এখানে য়ুরোপের দেবদারুজাতীয় বৃক্ষ সকলও দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমবিভাগে বৃক্ষাদির সংখ্যা ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম। এখানে পারস্য, আরব ও মিসর দেশীয় বৃক্ষাদি

জন্মে। সিন্ধুপ্রদেশের অধিকাংশ বৃক্ষই আফ্রিকা হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম ভারতের খেজুরগাছ সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে নারিকেল ও তালেরও চাষ হইয়া থাকে এবং তুণ, শাল, বিড়া প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আসামবিভাগে মলয়োপদ্বীপজাত বৃক্ষলতাদিজন্মিয়া থাকে।

শিক্ষা-প্রণালী।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিবিধ বিদ্যার আলোচনা ছিল। শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতে ভারতবাসী হিন্দুগণ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে সময়ে পাশ্চাত্য সুসভ্য জাতিগণের পূর্ব্বপুরুষ স্বভাবের অনাবৃত বক্ষে জঙ্গলে ও পর্ব্বতগুহায় জীবজন্তুর ন্যায় বাস করিতেন, সেই সময় ভারতবর্ষে আর্য্য সন্তানগণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, দর্শন, স্মৃতি, ন্যায়, অলঙ্কার, নাটক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। অঙ্ক, জ্যোতিষ, সংগীত, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিল্প ও কলাবিদ্যা এবং নালিকাদি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ বিষয়েও তাঁহাদের বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যাইত।

ইংরাজাধিকৃত বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষাবিভাগ ইংরাজ-গবর্মেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থসমূহ মুনি-ঋষিগণের আয়ত্ত ছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছামত শিষ্য-পরম্পরায় উহার প্রকৃতার্থ আবৃত্তি করিতেন। মন্ত্রাদি সঙ্গীতের সুরে হৃদয়মধ্যে গ্রথিত থাকিত। কালে বেদজ্ঞ ঋষির অভাবে তদ্বংশীয় ব্রাহ্মণেরাই উহার আলোচনার ভার গ্রহণ করেন। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষা ব্রাহ্মণগণের একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা মুখে মুখে অথবা হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বংশানুক্রমে ছাত্রশিক্ষক হইতে সেই সকল সুপ্রাচীন মহামূল্য শাস্ত্রাদি সাধারণে পরিরক্ষিত ও প্রচলিত হইয়াছে। যদিও ভারত বহুদিন পর্য্যন্ত নানা বৈদেশিক আক্রমণে প্রপীড়িত ছিল, তথাপি টোল, পাঠশালা, মঠ ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতিতে বহুবিধ উপায়ে বিদ্যা চর্চ্চা হইত। বড় বড় গ্রাম ও নগরে এবং ভদ্র ও উচ্চবংশীয় বণিকদিগকে দেশীয় ভাষায় আবশ্যকীয় বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত। মুসলমান নরপতিগণের অধিকারকালে রাজ্যের ও রাজসভার পণ্ডিতদিগকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত করা হইত। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। পৌরাণিক উপাখ্যানে এবং রামায়ণ মহাভারত মধ্যে যে সকল রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আনুষঙ্গিক অনেকগুলি ঘটনা রূপকবর্ণিত হওয়ায় রাজোপাখ্যানগুলি মূলতঃ অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মুসলমান-প্রাধান্যে ইতিহাস লিখন-পদ্ধতি সমধিক উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি প্রথমে ভারতের বিদ্যাবিস্তার-বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালায় শাসনকর্ত্তৃত্ব কালে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ সংস্থাপন করিয়া স্বীয় উদার-নীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন-কালে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্কের সময় কলিকাতায় মেডিকাল-কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজানুগ্রহে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে উঃ পঃ প্রদেশে পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার্থে দেশীয় ভাষা শিক্ষা ও তৎতৎ ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ শ্রীরামপুর গ্রামে 'ব্যাপ্তিষ্ট মিশন'-সম্প্রদায় বিদ্যা-শিক্ষার উন্নতিকল্পে পুস্তকাদি মুদ্রণবিষয়ে মনোযোগী হন। ক্যারি, মার্সম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও সমাচার-চন্দ্রিকা নামক সাপ্তাহিক পত্র মুদ্রিত করিয়া বিদ্যাশিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যোন্নতি-বিষয়ে মিসনরীগণের এরূপ বলবতী আগ্রহ দেখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর ভারত-গবর্মেণ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। সেই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রত্যেক জেলায় একটী স্কুল স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য পাঠশালা ও বাঙ্গালাবিদ্যালয়ে অর্থসাহায্য প্রদান করা হয়। শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন ডিরেক্টর এবং কয়েক জন করিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের যোগ্যতানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কতকগুলি বৃত্তি দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ঐ বৃত্তিবলে দরিদ্র ছাত্রবৃন্দ অনায়াসে বহুব্যয়সাধ্য ইংরাজী শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে।

ইতিহাস।

ভারতের আদি ইতিহাস অতীত কালের গভীর গহ্বরে নিহিত। ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ, এবং রামায়ণ, মহাভারত ও নানাপুরাণ হইতে যে আদি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়,

যাহা এতই রূপক ও কল্পনামিশ্রিত যে,—তাহা হইতে খাঁটী সত্য বাহির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যাহা হউক, কি দেশীয়, কি পাশ্চাত্য বর্ত্তমান পুরাবিদ্‌গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের ঋকসংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ। এই আদি গ্রন্থ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, পঞ্চনদ-তীরবাসী বৈদিক আর্য্যগণ যখন অন্তর্ভারতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত নানাস্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দস্যু জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল।

আর্য্যগণের পূর্ব্বগত্তী ভারতবাসী।

সেই কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দস্যুগণই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঋকসংহিতায় সেই দস্যু বা দাসগণ 'অনাস' অর্থাৎ নাসিকারহিত, অক্রতু বা যজ্ঞহীন, গ্রথী অর্থাৎ জনক;'মৃধ্রবাচ্' বা হিংসিতবাক্, শ্রদ্ধাহীন, ও বুদ্ধিশূন্য ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। (ঋক্ ৫।২৯।১০, ৭।৬।৩) তাহারা যাগ যজ্ঞাদি করিত না, কিছুই মানিত না, আর্য্য হইতে তাহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র। আর্য্যগণ তাহাদিগকে মনুষ্য-মধ্যেই গণ্য করিতেন না। (ঋক্ ১০।২২।৭-৮) তথাপি তাহারা বহুগ্রামনগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের যত্নে বহু দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃত্র, নমুচি, শম্বর, বল প্রভৃতি দাস বা অসুরগণ সেই আদিম জাতির অধিনায়ক। ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে যে, আর্য্যদিগের মুখ্যদেবতা ইন্দ্র সেই দস্যু বা দাস জাতির প্রভাব নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। (ঋক্ ৬।১৮।৩) আর্য্যগণের প্রভাবে সেই দস্যুগণ পরাজিত হইয়া কেহ বন-জঙ্গলে দূরদেশে পলায়ন করিয়াছিল, কেহ বা আর্য্যগণের অধীনতা স্বীকার-পূর্ব্বক শূদ্ররূপে আর্য্যসমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল। তাহারা অন্যব্রত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার আর্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। (ঋক্ ৮।৫৯।১০) তাই ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—'আজও যে ব্যক্তি দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা যজ্ঞহীন, তাহাকে আসুর বা অসুরধর্ম্মা বলা হইয়া থাকে। অসুরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম্ম—তাহারা শবদেহ অর্থ, বসন ও অলঙ্কার দ্বারা সাজাইয়া থাকে; তাহারা মনে করে যে,এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই বুঝি ইহলোকে পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল।' * ছান্দোগ্যোপনিষদে অসুর বা দাস জাতির বিশেষ লক্ষণ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান পার্ব্বত্য বা বন্য কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি অনার্য্যজাতির আচার ব্যবহারে তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজও আদিম জাতিগণের মৃতোদ্দেশে নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তম্ভগুলি খনন করিয়া দেখিলে, তাহার তলদেশ হইতে পিত্তল, তাম্র বা স্বর্ণের একরূপ অলঙ্কার পাওয়া গিয়া থাকে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের আদিম জাতিগণ দুর্ভেদ্য গিরি গহ্বর আশ্রয় করিলেও এই প্রাচীন প্রথা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। দুর্ভেদ্য গিরি বা অরণ্য-মধ্যে বাস ও নগরবাসী সুসভ্য জাতির সহিত সংস্রব না থাকায় ইহাদের আদিভাব এখনও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বরাহমিহির পর্ণশবর নামে যে প্রাচীন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সে দিন পর্য্যন্ত তাহাদের পাতুয়া নামক শাখা কেবল পত্রাচ্ছাদনই লজ্জা রক্ষা করিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের চেষ্টায় তাহারা প্রথম বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এই পার্ব্বত্য বা বন্য জাতির শাখা হিমালয় হইতে নীলগিরি পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সমুদায় পার্ব্বত্য প্রদেশে অল্প বিস্তর বাস করিতেছে, নির্জ্জন গিরি-গহ্বর দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে রক্ষা করায় ও বৈদেশিক সংস্রব না ঘটায় বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারা একভাবেই এক নিয়মেই কাটাইতেছে। এখন পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কালে ইহারাও আবার সুসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার সূচনা হইতেছে।

ঋক্‌সংহিতায় সেই আদিম জাতির সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সভ্যতা কোথায় গেল? অধিক সম্ভব আর্য্যজাতির প্রভাবে সকলেই দাসরূপে গণ্য হওয়ায়, দাসত্ব ব্যতীত অপর কার্য্যে অধিকার না থাকায় এবং অন্যান্য সকলে বন জঙ্গল আশ্রয় করায় তাহারা আর উন্নত হইতে পারে নাই। আর্য্যসমাজের প্রধান অঙ্গ চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু সকলেই দৃঢ় একতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাহাদের মত একপ্রাণতা অনেক উচ্চ জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। [অসামী নাগা, জুয়াঙ্গা, কোল প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

আর্য্য-প্রভাব।

বৈদিক জ্যোতিষাদ্ আলোচনা দ্বারা এক্ষণে মোটামুটি স্থির হইয়াছে, খৃষ্টাব্দের প্রায় ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই বৈদিক আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। সুতরাং ৮ হাজার বর্ষ হইতে চলিল, পঞ্চনদের আর্য্যসভ্যতা ক্রমশঃ ব্রহ্মাবর্ত্তে বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চনদের আর্য্যগণ প্রথমে অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতির উপাসনা করিতেন। [আর্য্য ও বেদ দেখ।]

* "তস্মাদপি অদ্যেহ আদদানং অশ্রদ্দধানং অযজমানং আহুরাসুরো বতেতি। অসুরাণাং হ্যেষোপনিষৎ প্রেতস্য শরীরং ভিক্ষয়া বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কুর্বন্ত্যেতেন হ্যমুং লোকং জেষ্যন্তো মন্যন্তে।" (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৮।৮।৫)

সরস্বতী ও দৃশদ্বতীপ্রবাহিত ব্রহ্মর্ষিদেশই ভারতে ভাবী আর্য্য-সভ্যতা-বিস্তারের আদি স্থান বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। বেদ-সংহিতা-প্রচার-কালে আর্য্য-সভ্যতা এই ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষিদেশ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই আর্য্যঋষিগণ বেদের সমুদয় সংহিতা গান করিয়াছিলেন ও যজুর্ব্বেদের কর্ম্মকাণ্ড এখানেই অনুষ্ঠিত হইতেথাকে। এখানেই রুদ্রের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ও আদি আরণ্যক-সমূহ প্রচারকালে আর্য্য জাতি মগধ অতিক্রম করিয়া সদানীরা-কূলে উপনীত হইয়াছিলেন, এই সময়ে শবর, পুণ্ড্র, অন্ধ্র, মূতিব প্রভৃতি অনার্য্য জাতির সহিত আর্য্য-সংস্রব ঘটে। এমন কি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐ সকল জাতি বিশ্বামিত্র-সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক-সূত্র গ্রন্থরচনা-কালে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন।

ভারতীয় আর্য্যসমাজের প্রধান বিশেষত্ব চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, আদি বৈদিক যুগে যে সময়ে আর্য্যগণ পঞ্চনদে বাস করিতেছিলেন, সে সময় তাঁহাদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ গঠিত হয় নাই। কিন্তু এ মত এখন আর সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে, কোন সমাজের সর্ব্বাদিম অবস্থায় জাতিবিভাগ সম্ভবপর নহে। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের সহিত সকল জাতির মধ্যেই অবস্থা অনুসারে উচ্চ-নীচ ভেদপ্রথা অবশ্যম্ভাবী; নহিলে কোন উচ্চ সমাজ রক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ উচ্চ নীচ বিভাগ কেবল ভারতীয় আর্য্য বলিয়া নহে, যে সকল সুসভ্য জাতি এখন আর্য্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত রহিয়াছে। যখন বৈদিক আর্য্যগণ পঞ্চনদে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহারা সভ্যতায় অনেক উন্নত হইয়াছিলেন, তাহা ঋক্সংহিতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় এবং এই ঋক্সংহিতাতেই যখন চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন যে আর্য্যসমাজে বহু পূর্ব্ব কাল হইতেই বর্ণবিভাগ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

[আর্য্য ও ঋক্সংহিতা দেখ।]

পুরাবিদ্গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মিশরের সভ্যতাই জগতে সর্ব্বাদিম। কিন্তু তথায় পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার এক হস্তে ন্যস্ত থাকায় শক্তির অপলাপ ঘটে, তাই মিশরীয় সভ্যতা স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু আর্য্যগণ পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার ভিন্ন হস্তে রাখিয়া সভ্যতার সহিত স্থায়ী শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই আর্য্যগণের বিশেষত্ব।

যাঁহারা বেদের মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রাদি বৈদিক-দেবগণের স্তুতি করিতেন, বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের অপত্যগণই বেদে 'ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর যাঁহারা নিজ বাহুবলে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন ও বৈদিক-স্তোতাগণের রক্ষায় তৎপর ছিলেন, তাঁহারা এবং তাঁহার অনুগামী বীরগণ ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের অনুগত প্রজা-সাধারণই 'বৈশ্য' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন; এই ত্রিবর্ণই বৈদিক-আর্য্যসমাজের শক্তি।* কেবল ভারতীয় আর্য্য বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরমদ্র, উত্তর পারস্য ও শাকদ্বীপীয় আর্য্যদিগের মধ্যেও ঐ ত্রিবর্ণই সমাজের শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; পারসিকদিগের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র 'জন্দ্-অবস্থা' হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।† বিজিত অনার্য্যগণ ও সমাজভ্রষ্ট অনধিকারী নীচ আর্য্য ক-একজনকে লইয়াই শূদ্র-সমাজের সৃষ্টি। এই শূদ্র সমাজ হইতে পার্থক্য রাখিবার জন্যই প্রথম ত্রিবর্ণ 'দ্বিজ' বলিয়া পরিগণিত হন এবং দ্বিজাতি-শুশ্রূষাই শূদ্রের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হয়। ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার, বিভিন্ন জাতির সংস্রবে নানা মিশ্র ও সঙ্কর জাতির উৎপত্তি এবং নানা বিপ্লবে ক্রমে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ দৃঢ়তর ভিত্তিতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ সংগঠিত করিয়াছিলেন। গৃহ্যসূত্র ও নানা স্মৃতিগ্রন্থে তাহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ গত হইয়াছে, নানা বিধর্ম্মীর প্রবল আক্রমণেও সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উৎপাটন করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। গৃহ্যসূত্রে ও স্মৃতিমধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের যেরূপ বিধিনিষেধাদি বিবৃত হইয়াছে, আজও তদনুসারে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে।

গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ যে সময় প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা কেবল বেদস্তোতা বা সামান্য পুরোহিতরূপে গণ্য ছিলেন না, তৎকালে তাঁহারা কি রাজা, কি প্রজা, অপর সকল জাতির উপরই প্রাধান্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়েই কম্বোজ, শক প্রভৃতি ভারতবহির্বাসী ক্ষত্রিয়জাতি 'বৃষল' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকালেই কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করেন, এমন কি কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র ও দেবাপির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের চরমকালে পরশুরামের অবতার কীর্ত্তিত হইয়াছিল। কতকাল পরে ক্ষত্রিয়াভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইল,

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১মাংশে ২৭-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৪র্থাংশে দ্রষ্টব্য।

সেই সময়েই রামচন্দ্রের হস্তে পরশুরামের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রধান সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের জ্ঞানচর্চ্চা ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রধান ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা তাঁহারা রাজাধিরাজ অপেক্ষা সম্মানিত। কুরু-পাণ্ডবদিগের সময় ক্ষত্রিয়-প্রভাবের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে, রাজার মৃত্যুর পরই কুল-পুরোহিত রাজ্য অধিকার করিতেন, তিনিই পরে উপযুক্ত অধিকারীকে রাজ্যশাসন করিতে দিতেন। কিন্তু মহাভারতে রাজার মৃত্যু হইলে, কুল-পুরোহিতের সে অধিকার ছিল না। মহাভারতকার "বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজানঃ" (আদিপর্ব্ব ১৩০।১৯) বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর মহাসমর হইতেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর দুর্দ্ধর্ষ জাতিগণও ভারত-প্রবেশের সুবিধা পায়। সেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব-হ্রাসের সঙ্গে, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবগণও যেন পূর্ব্বসম্মান-লাভে বঞ্চিত হইলেন। এ সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তখনও ঐ সকল প্রদেশে অনার্য্য-প্রভাব এককালে তিরোহিত হয় নাই। পঞ্চনদ ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের প্রশান্ত প্রকৃতি পূর্ব্ব-ভারতে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, গঙ্গার ভীমপ্রবাহে জনপদের নিত্য অবস্থা-পরিবর্ত্তন, নিত্য ঝটিকার উৎপীড়নাদি প্রকৃতি-বিপর্য্যয়, এবং দেশভেদে মানবের অবস্থা ও আচার-পার্থক্য পর্য্যালোচনা করিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা ও সেই সঙ্গে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী নানা দেব-দেবী-মূর্ত্তিরও উপযুক্ত পূজা প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদিকে যেমন সরল নিম্নশ্রেণীর উপাসকদিগের নিমিত্ত নানা মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইতেছিল, অপর পক্ষে পরমজ্ঞানী আর্য্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানচেষ্টার সহিত নানা দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছিল। যে সময়ে যুরোপীয় জগৎ এক প্রকার বন্য সুষুপ্তিতে নিস্তব্ধ ছিল, সেই সময় ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের হৃদয়ে উচ্চতর দার্শনিকতত্ত্ব-বিকাশ কম গৌরবের কথা নহে। এমন কি তাহার বহু শত বর্ষ পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে যবনদূত মেগস্থেনিস্ ব্রাহ্মণদিগকে নির্জ্জন উপবনে জন্মমৃত্যুর আলোচনায় লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক আত্মসংযম ও আত্মোৎকর্ষ-লাভে অনুরাগ ব্রাহ্মণ সমাজে যেরূপ প্রবল ছিল, জগতের ইতিহাসে কোথাও সেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না।

[দর্শন, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ যে বিজ্ঞান, যে ভাষাতত্ত্ব ও যে চিকিৎসাশাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সভ্যজগৎ বিস্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। [বিজ্ঞান, ভাষা, পাণিনি, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।] এই ভারতীয় আর্য্য ব্রাহ্মণগণই অঙ্কশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদাদি নানা শাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়া পাশ্চাত্যগণ ঐ সকল শাস্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বিবিধ দর্শনের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা মত ও নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায় স্ব স্ব মতের প্রাধান্য-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। পরস্পর দার্শনিক-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রাহ্মণ-সমাজের একতাগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল। এই মতভেদরূপ অন্তর্বিপ্লবে ব্রাহ্মণশক্তি খর্ব্ব হইতেছিল। পণ্ডিত-সমাজের এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দর্শন করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজ প্রাধান্য-লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সেই চেষ্টার ফলে ক-এক শতাব্দ পরে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হইল।

জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব।

৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনি যে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা লইয়া দার্শনিক ব্রাহ্মণ-সমাজে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। যদিও ছান্দোগ্যোপনিষদের সময় হইতে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ অধিকারী ছিলেন, এমন কি বহু বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই বিদ্যালাভের জন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপনিষদাদি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্ববৎ জ্ঞানচর্চ্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র, রথসূত্র, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। (মহাভারত ২।৫।১১০,১২০) কিন্তু ব্রাহ্মণ-সমাজে দার্শনিক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলনের সময় ক্ষত্রিয়েরাও জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রাধান্য অবহেলা করিয়া মস্তকোত্তলন করিতে কোন ক্ষত্রিয়ই সাহসী হন নাই। পার্শ্বনাথই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অস্বীকার করেন এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানবলই মানবকে শ্রেষ্ঠ করিতে সমর্থ এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু বহুসংখ্যক লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেও ব্রাহ্মণ-সমাজের তখনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

দুই শতাব্দ পরে মহাবীর ও সিদ্ধার্থ নামে দুইজন ক্ষত্রিয়-কুমার অপরিসীম বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রভাবে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন।

[জৈন, মহাবীর, বুদ্ধ, বৌদ্ধ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

জৈনতীর্থঙ্কর মহাবীর ও শাক্যসিংহ উভয়েই সমসাময়িক। ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মহাবীর ও ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে শাক্যবুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করেন। উভয় মহাপুরুষই আব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে সমভাবে দেখিয়াছিলেন। উভয়ের স্বার্থত্যাগ, জীবের প্রতি অনুরাগ, সর্ব্বসাধারণের হইয়া মুক্তিকামনা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ গুণে উচ্চ নীচ সকল জাতিই দলে দলে আসিয়া মহাপুরুষদ্বয়ের পদানত ও তত্তন্মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। এই দুই ধর্ম্মবীরের প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বহু দ্বিজাতি বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবহিংসা প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয় হইতে ক্রমে অপসারিত হইতেছিল এবং পরোক্ষে সকলেই ক্ষত্রিয়প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শূদ্রের কোন শাস্ত্রে অধিকার ছিল না, শূদ্রগণও জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মচিন্তা করিবার অবসর পায় নাই, এ সময় তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ অধিকার পাইয়া সকলেই নবধর্ম্মের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহাতে এই নবধর্ম্ম নির্ব্বিরোধে ভারতভূমে প্রচারিত হয়, তৎপক্ষে সকলেই বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিল *।

প্রথমে মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধের ধর্ম্মমতে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য ছিল না, সর্ব্বজীবে দয়া ও সকলের মুক্তি কামনা উভয়েরই মুখ্য লক্ষ্য ছিল। প্রভেদ এই,—মহাবীর আত্মার বহুত্ব ও ক্ষত্রিয়প্রাধান্য স্বীকার করেন, তিনি শূদ্রদিগকে উপাসক ও উপাসিকা মধ্যে নিযুক্ত করিলেও তাহাদিগকে 'অভূম' অর্থাৎ জিনপূজায় সম্পূর্ণ অনধিকারী বলিয়া স্থির করেন †। এ দিকে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় প্রাধান্য স্বীকার করিলেও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ধর্ম্মকায় অক্ষর ও অবিনশ্বর, জীবমাত্রেই কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। নির্ব্বাণলাভই পুরুষার্থসিদ্ধির মুখ্য উপায়। পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েই সমান সম্মানের পাত্র বটে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যাবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়-জাতিই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল জাতিই জ্ঞান-চর্চ্চায় ও নির্ব্বাণলাভে সমান অধিকারী। বলিতে কি, উভয় মহাপুরুষই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবপূজা অনাবশ্যক মনে করিয়া সিদ্ধ-নরপূজাই প্রবর্ত্তন করেন, এই জন্য জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে জিন ও বুদ্ধের পূজা প্রচলিত। মহাবীর শূদ্রকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে পারেন নাই, সে জন্য তাঁহার মত সার্ব্বজনীন হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধের সাম্য ধর্ম্মে সকলেই বিমোহিত ও স্বেচ্ছায় অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। সেইজন্যই মহাবীর-প্রবর্ত্তিত জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা শাক্যবুদ্ধের প্রণোদিত বৌদ্ধধর্ম্ম অল্পদিন মধ্যেই বহুপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।

সাধারণের বুঝিতে ও ভাবিতে সুবিধা হইবে বলিয়াই উভয় মহাপুরুষই দেশপ্রচলিত ভাষায় স্ব স্ব ধর্ম্মমত প্রচার

---

* মহাবীরের মতানুবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এজন্য ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পাঁচ দিন, ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১২ দিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন। যথা জিনসংহিতায় —

" ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু দেহশুভ্রতপরায়ণাঃ।
সৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চান্নরতেনাত্মমেধসা ॥ ৪। ১৮।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চ বাসরান্ ॥ ৪। ৩৯।
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্যাদ্দ্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ।
শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং স্যাত্রৈতেয়ু পতপম্বিনোঃ ॥ ৪। ৪০।"

(চন্দ্রপ্রভসূরিবিরচিত জিনসংহিতা)

এমন কি ব্রাহ্মণদিগের পুরাণে, ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইবার কথা থাকায় তদুত্তরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যকালে সহস্রার্জ্জুনপুত্র সুভৌম কর্ত্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিবার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতেও জৈনশাস্ত্রকারগণ বিস্মৃত হন নাই। [পুরাণ শব্দ ১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

† মজ্‌ঝিম-নিকায়ের কন্নকত্থালসুত্তে লিখিত আছে —

"চত্তারো' মে মহারাজ বণ্ণা—খত্তিয়া ব্রাহ্মণা বেস্‌সা সুদ্দা। ইমে সংখো মহারাজ চতুন্নং বণ্ণানং দ্বে বণ্ণা অগ্গম্ অকখায়ন্তি, খত্তিয়া চ বম্ভণা চ যদিদং অভিবাদনপচ্চুপট্‌ঠান অঞ্জলিকম্ম সামীচিকম্মন্ তি।"

অর্থাৎ এই চারি বর্ণ — ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ ও শূদ্রগণ। এই চারি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-গণই অভিবাদন ও সেবার যোগ্য এবং অঞ্জলিকর্ম্ম ও যাজনক্রিয়ার অধিকারী। উক্ত সূত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উল্লেখ থাকায় ক্ষত্রিয়েরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করি-তেছে, যাহা হউক দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বট্ঠসূত্রে আমাদের এই সন্দেহ নিবারিত হইয়াছে।

অম্বট্ঠসূত্রে লিখিত আছে, এক সময়ে একজন অম্বট্ঠ ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করেন যে,—শাক্য যুবকগণ নিতান্তই অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণের সম্মান করে না। তাহা শুনিয়া বুদ্ধদেব অম্বট্ঠকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বল দেখি, ব্রাহ্মণযুবকের ঔরসে ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, অথবা ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, এই মিশ্রোৎপন্ন সন্তান কোন্ জাতি হইবে? তদুত্তরে ব্রাহ্মণযুবক উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, উভয়ের উৎপন্ন উভয় প্রকার সন্তানই ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হয়। ইহার পর বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঐরূপ সন্তানকে ক্ষত্রিয়েরা নিজ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করে কি না?' 'কখনই গ্রহণ করে না—ব্রাহ্মণ-সন্তান এই উত্তর দিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি কোন ক্ষত্রিয় সমাজচ্যুত হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণেরা স্ব-সমাজে গ্রহণ করেন কি না? অম্বট্ঠ ব্রাহ্মণও উত্তর করিয়াছিলেন যে সেই সমাজচ্যুত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া শেষে পরিচিত হইয়া থাকে।' তখন বুদ্ধদেব সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, তবেই বিবেচনা করিয়া দেখ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ক্ষত্রিয়ই হইতেছে। সেই জন্যই সনৎকুমার বলিয়াছেন —

' খত্তিয়ো সেট্‌ঠো জনে তস্‌মিন্ যে গোত্তপটিসারিনো।
বিজ্জাচরণসম্পন্নো সো সেট্‌ঠো দেবমানুসে।"

মজ্‌ঝিমনিকায়ে ও সংযুত্তনিকায়ে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

করেন এবং ভবিষ্যতে তদনুবর্ত্তী হইবার জন্য শিষ্য-প্রশিষ্য-মণ্ডলীকেও আদেশ করিয়া যান। সেই জন্যই গাথা ও পালিভাষায় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ এবং মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষায় প্রাচীনতম জৈন-গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। পুরাবিদগণ বহু আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে,—প্রাচীনতম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় হইতে ৪র্থ শতাব্দ মধ্যে সঙ্কলিত হইয়াছিল। [জৈন, প্রিয়দর্শী ও বৌদ্ধ দেখ]

উক্ত উভয় মহাপুরুষের উচ্চ উপদেশ,সেই সময়ের রাজন্য-মণ্ডলী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উভয় মত প্রচারিত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

৫১৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পারস্যাধিপ দরায়ুস (Dareios Hystaspes) বিস্তাষ্প সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত গান্ধার, সিন্ধু, আর্কোদ ও হরবতী অধিকার করিয়াছিলেন। কাহার মতে, কাইরসের (Cyrus) সময় হইতে জরক্সেসের (Xerxes) সময় পর্য্যন্ত ঐ অংশ পারস্যাধীন ছিল। তৎকালে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময়ে শাক্যদিগের প্রভাব অক্ষুন্ন ছিল। কিন্তু ৪৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কোশলাধিপ প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক শাক্যবংশ ধ্বংস করেন। তাঁহারই কিছুকাল পরে অজাতশত্রুর শেষ বংশধর মহানন্দী আবির্ভূত হন। তৎপরে মহাপদ্ম নন্দের অভ্যুদয়। পুরাণে ইনিই ক্ষত্রিয়ান্তকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চাণক্যের কৌশলে নন্দবংশের মূলোচ্ছেদ এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক সাধিত হয়।

শ্রাবণ-বেলগোলের শিলাফলকে দেখিতে পাই যে, সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুকে সম্মান করিতেছেন ও তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহেন। ৩৪৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই ভদ্রবাহুর মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্য-ঐতিহাসিকগণ নন্দবংশ-ধ্বংসকারী উক্ত চন্দ্রগুপ্তকেই আলেক্সান্দারের সমসাময়িক ও Sandrokottos ধরিয়া ভারতীয় ইতিহাসের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,এই Sandrokottosকে না পাইলে তাঁহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি কিছুতেই মোচন করিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ যে চন্দ্রগুপ্তকে ধ্রুব তারা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় ইতিহাস-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আলেক্সান্দরের পূর্ববর্ত্তী। ৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেকসান্দর সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কিন্তু ৩৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক এবং ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্তি ঘটে। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোক-প্রিয়দর্শীই আলেক্সান্দারের শিবিরে উদ্ধত যুবক Sandrokottos নামে পরিচিত। এই উদ্ধত যুবকই কালে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত, তৎপরে জিনধর্ম্মানুরাগী ও বৌদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল এসিয়া নহে, সুদূর য়ুরোপেও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সভায় থাকিয়া গ্রীকদূত মেগস্থিনেস্ ভারত-চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে অশেষ যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিলেও তাঁহার পৌত্র দশরথ আজীবক নামক জৈনদিগের প্রতিই যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। বরাবরের নিকটস্থ নাগার্জ্জুনীশৈলে খোদিত দশরথের অনুশাসনলিপিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সমস্ত ভারতবর্ষ এক সময়ে মৌর্য্যবংশের একচ্ছত্রাধীন হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশ-বিলোপের সহিত পশ্চিম-সিন্ধুপ্রদেশে যবনগণ, উত্তরে লিচ্ছিবিগণ ও দক্ষিণে পাণ্ড্য ও চোলরাজগণ প্রবল হইয়াছিল, এমন কি এই সময় ভারতভূমি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নামে মাত্র শুঙ্গগণ রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

পুষ্যমিত্র শেষ মৌর্য্যরাজ বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন। বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তিনিই আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে মৌর্য্যরাজ্য প্রদান করেন, তাহা হইতেই মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠা। [যবন, পুষ্যমিত্র, মৌর্য্য প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

শুঙ্গবংশীয়েরা বিদিশায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক হইতে তাহার সন্ধান পাই। তৎকালে সমস্ত কলিঙ্গ খারবেল ওরফে ভিখুরাজ নামক একজন জৈননৃপতির অধীন ছিল, তিনি লালকের পৌত্র হথিসাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং কুসুমক্ষত্রিয়দিগের সাহায্যে মূষিক, শাতকর্ণি ও রাজগৃহরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাইয়া গিয়াছিলেন। এ সময় দক্ষিণাপথে সাতবাহনবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হইতেছিল। [সাতবাহন-রাজবংশ দেখ।]

প্রায় ১৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মিলিন্দ (Menander) নামক পঞ্জাবের যবন-নৃপতি অতি প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজধানী সাকেতনগরী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে সংগ্রামের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ১১৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয় ও শকগণ প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতে শকাধিকার।

হরিবংশ ও নানা পুরাণ হইতে জানা যায় যে, সগরের

পিতা বাহুরাজ শক, কাম্বোজ, তালজঙ্ঘ প্রভৃতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই শকগণ হৈহয়-রাজগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে সগর হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, সে সময়ে শক,কাম্বোজ প্রভৃতি জাতি আসিয়া বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বশিষ্ঠের কথায় সগর আর শকদিগের প্রাণ সংহার করিলেন না, কেবল মাথার অর্দ্ধেকটা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মনুসংহিতায় (১০।৪৩-৪৪) আছে,—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।"

ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন-হেতু এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা পৌণ্ড্রক, উড্র, শক, যবন, কাম্বোজ দ্রবিড়, প্রভৃতি।

মনুসংহিতা হইতে জানা যাইতেছে, শক যবন প্রভৃতি বহু জাতি পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য ছিল। স্ব স্ব বৃত্তি পরিত্যাগ করায় ও ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, সগর বা অপর কোন প্রবল হিন্দু-রাজের প্রভাবে ভারতবাসী শক, কাম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়-জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও ব্রাহ্মণহীন হইয়াছিল। যেমন অধিক দিনের কথা নয়, গৌড়াধিপ বল্লালসেন বৈশ্যজাতীয় বঙ্গের বণিকদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের পরামর্শে তাহা-দিগের জল অস্পৃশ্য বলিয়া প্রচার করেন এবং গুরু ও পুরোহিত বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া গণ্য করেন*; ভিন্ন দেশ হইতে আগত শক কাম্বোজাদির ভাগ্যেও বোধ হয়, সেইরূপ দশাই ঘটিয়াছিল।

মধ্য এসিয়াবাসী কাম্বোজদিগের মধ্যেও এক সময় বৈদিক আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের নিরুক্ত হইতে জানা গিয়াছে। শাক, কাম্বোজ প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াবাসী বিভিন্ন জাতি যে বহু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পুরাণ হইতেই পাওয়া যায়।

যে জাতির যেখানে অবস্থিতি, তন্নামে সেই জনপদ পূর্ব্ব-কালে প্রসিদ্ধ হইত। গরুড়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে দক্ষিণাপথে কর্ণাট ও কম্বোজঘণ্ট এবং ভারতের দক্ষিণপশ্চিমে অম্বষ্ঠ, দ্রবিড়, লাট, কাম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও আনর্ত্ত জনপদ অবস্থিত ছিল*। ভারতের দক্ষিণপশ্চিমে যে কাম্বোজ ও শকদিগের বাস ছিল; তাহা পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন গ্রন্থ ও নানা সুপ্রাচীন শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, পারস্যসম্রাট্ দরায়ুসের অধীনে ভারতে যে ছত্রপ রাজ্য (Satraphy) ছিল, তাহা তাঁহার পারস্যের সকল প্রদেশ হইতে সমৃদ্ধিশালী এবং তাহা হইতে তিনি প্রায় ৬০০ তোল (talents) সুবর্ণ পাইতেন। দরায়ুসের সময় পঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশ পারস্যাধীন হইয়াছিল। পারস্যা-ধিপের অধীনে এখানে যে শকরাজ আধিপত্য করিতেন, তিনি 'ছত্রপ' (Satrap) † (প্রাচীন শিলালিপিবর্ণিত ক্ষত্রপ) নামে খ্যাত ছিলেন। মাকিদনবীর আলেক্‌সান্দারের সহিত পারস্যপতির মহাসংগ্রামে ভারতীয় শক প্রজাগণই (Indo-Scythians) তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ ছিলেন। এই সকল বীরগণের মধ্যে 'শকসেন' (Sacasenae) নাম দৃষ্ট হয়। যবন-সমরে পারস্যসম্রাটের জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন।

রাজপুত ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ টডসাহেব লিখিয়াছেন, জিট (Indo-scythic Getes= জাট), তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শকগণ খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়েই শকেরা এসিয়া-মাইনর ও পরে স্কন্দনাভ (Scandinavia) পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। ইহারই অনতিকালপরে শকজাতীয় অসি (অশ্ব) ও তোচারি তুষারগণ বক্ট্রিয়া রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। বাল্‌টিক-সাগরতীর হইতে সমাগত শকজাতীয় অসি, কাঠি (Cathi) ও কম্বরী-‡ (Cimbri) গণের শক্তি রোমকগণও সম্যক্ বিদিত হইয়াছিল §।"

যাহাই হউক, পূর্ব্ববর্ণিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

* আনন্দভট্টকৃত বল্লাল-চরিত (পুথি)

* "কর্ণাটাঃ কাম্বোজঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
অম্বষ্ঠা দ্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ।
আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ দক্ষিণপশ্চিমে ॥" ৫৫।১৫।

† ছত্রপ বা ক্ষত্রপ হইতেই পরবর্ত্তিকালে 'ছত্রপতি' উপাধি প্রচলিত হইয়া-ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীও 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

‡ রাজস্থানে যে 'শাকম্ভরী' দেবী আছে, টড সাহেবের বিশ্বাস যে তিনি প্রথমতঃ শাকদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। Tod's Rajasthan, Vol. I p.63.

§ Tod's Rajasthan. Vol. I

বিবরণ হইতে জানিতেছি, বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত শাক বা শকজাতির সংস্রব ঘটিয়াছে *।

এখন দেখা যাউক, ভারতের শকেরা কোন্ স্থানে ও কিরূপভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল?

পারস্তের অখমনি-বংশীয় (Aohaemenidae) রাজগণের সময়ে শকেরা পঞ্চনদ-প্রদেশে আধিপত্যলাভ না করিলেও এই সময় হইতেই শকসংস্রব ঘটিতেছিল। এই সময়ে (খৃঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে) পঞ্চনদ প্রদেশে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর-যুক্ত মুদ্রা প্রচলন এবং পারস্তস্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। কানিংহাম্, ডাক্তার বুহ্‌লর প্রভৃতি কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্থির করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ মগপুরোহিত অগ্নিপূজা-প্রবর্ত্তক 'জরথুস্ত্র' নামই উচ্চারণভেদে 'খরোষ্ঠ' হইয়াছে। সেই মগপুরোহিত-প্রবর্ত্তিত অক্ষরই খরোষ্ঠী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে †। অধিক সম্ভব, পঞ্জাবে তাঁহাদের বংশধর হইতেই এই লিপি প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পঞ্চনদে যে 'শাকল' নগর ছিল, সম্ভবতঃ শক বা শাকগণের বাস হেতু এই স্থানের 'শাকল' নাম হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দরের সহিত দরায়ুসের যুদ্ধকালে দরায়ুসের ক্ষত্রপ ভারতীয় শকবীরগণ তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই শক-ক্ষত্রপগণ ভারতের কোন্ অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

সম্ভবতঃ তৎকালে পশ্চিম-পাঞ্জাবে ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে শক-ক্ষত্রপগণ সামান্যভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু মাকিদনবীরের অনুচর যবনগণের প্রভাব-বিস্তার ও মৌর্য্য-বংশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রপগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল। মৌর্য্যরাজ অশোকের সময় তুষাস্প নামক একজন যবন-সৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে বা ইহার কিছু পূর্ব্বেই সৌরাষ্ট্রে যবন-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। শক সম্বন্ধে এ সময় আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তৎপরে যবন-প্রভাব লুপ্ত হইলে, শক-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৎস্য-পুরাণেও দেখা যায় যে, ৭ জন গর্দ্দভিল, ১৮ জন শক, ৮ জন যবন, ১৪ জন তুষার ও ১৩জন মুরুণ্ড, ১৯ জন হুণ রাজা ভারতে রাজত্ব করেন*। ইঁহাদের মধ্যে তুষার, মুরুণ্ড ও হুণ এই কয়জাতি শকজাতিরই শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়।

শকগণের পুনরভ্যুদয় ঠিক কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতীয় ও গ্রীকগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট জানা যায় না। চীনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। †

যে সময়ে বাহ্লিক (Bactria) দেশে যবন-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে চীনের দক্ষিণাংশ হইতে 'সেক' (শক) জাতি আসিয়া সোগ্‌দিয়ানা ও ত্রান্স-ক্সিয়ানা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থান সেস্তান বা শকস্থান নামে খ্যাত হইয়াছিল। এই শকেরাই এক সময়ে পারস্তের অখমনিবংশ ও মাকিদনবীর-গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল।

১৬৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এই শকেরা য়ুচি (Yueh-chi) নামক অপর এক শকশাখার নিকট পরাজিত হইয়া ও সোগ্‌দিয়ানা হারাইয়া বাহ্লিক-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তথায় যবন-দিগের সহিত শকগণের কিছুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই সময় পার্থিব (পারদ)-গণ আসিয়া শকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে যেমন মিত্রতা, আবার তেমনি শত্রুতা দেখা যাইত। যাহা হউক, এই জাতি শেষে পরস্পরে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ও পরে এক জাতি বলিয়া পরিচিত হয়।

শকজাতীয় য়ুচিরা শকস্থান হইতে আসিয়া ১২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বাহ্লিকদেশ অধিকার করিল; যবনেরা ক্রমেই তাড়িত হইল। অনতিকাল মধ্যেই কুষন নামক এক শক-জাতি পরোপনিষদ্ (পৌরাণিক নিষধগিরি) উত্তীর্ণ হইয়া কাবুল উপত্যকায় আসিয়া যবনশাসনচিহ্ন বিলুপ্ত করিল ও ক্রমে উত্তর-ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কেহ মনে করেন, শক-প্রভাবে অযোধ্যা-প্রদেশের অধিকাংশ এই সময়ে 'সাকেত' ‡ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

শকাধিকারে ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল শিলা-

* টড সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, অধিকাংশ রাজকুলেই শক-রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকলেই সূর্য্য-চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

[রাজস্থান দ্রষ্টব্য।]

† Cunningham's Coins of Ancient India, p. 36-37.

* "সপ্ত গর্দ্দভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু।
যবনাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি তুষারাশ্চ চতুর্দ্দশ।
ত্রয়োদশ মুরুণ্ডাশ্চ হুণা হ্যেকোনবিংশতিঃ॥" (মৎস্যপুরাণ ২৭৩ অধ্যায়)

† Drouin's Reveue Numis. 1888. p. 18.

‡ শকদিগের জন্মভূমি গ্রীকভৌগোলিকেরা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামের সহিত 'সাকেত' শব্দের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, 'শাকদ্বীপ' নামই যবনদিগের নিকট Sakita বা Scythia নাম লাভ করিয়াছে।

লিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মোঅস বা মোগ নামক শকরাজের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় *। কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন, এই মোগ নামক শকরাজের অধিকার-কালে আরাকোসিয়া (Arachosia) বর্ত্তমান গজনী ও ড্রাঙ্গিয়ানা (Drangiana) প্রদেশ 'শকস্থান' † নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং সিন্ধু ও পঞ্চনদের কতকাংশ শকরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ‡।

মোগের পর অজেস্ ও অজিলেস উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। (প্রায় ১০০ খৃঃ পূঃ) ইহাদের সহিত পার্থিব বা পারদ Parthian রাজগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সময়ে পার্থিবরাজ বোনোনেস্ ও শকপতি স্পলগদম § শকস্থানে এবং মোগের বংশধর অজেস্ সিন্ধুনদ-প্রবাহিত জনপদে আধিপত্য করিতেছিলেন। তৎকালে শকস্থানের পার্থিবরাজ সিন্ধুপতির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মোগবংশীয়গণের তক্ষশিলা (পশ্চিম পঞ্জাব), শাকল (পূর্ব্ব পঞ্জাব) এবং কাবুলে রাজধানী ছিল। অল্পকালমধ্যেই এই মোগবংশের অধিকার পূর্ব্বে মথুরা ও দক্ষিণে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শকরাজের অধীনে মথুরায় একজন, সৌরাষ্ট্রে একজন ও মালবে একজন ক্ষত্রপ (Satrap) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ক্ষত্রপের ক্ষমতা এক এক জন পরাক্রান্ত নরপতি অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। ইহাদের উদ্যমে ও বলবীর্য্য-প্রভাবে শকাধিকার বহুবিস্তৃত হইতেছিল।

মথুরার শকক্ষত্রপ বংশ।

মথুরায় শক-ক্ষত্রপগণের মধ্যে রঞ্জুবুল বা রাজুবুলের নাম প্রথম। প্রথমে ইনি কেবল ক্ষত্রপ ছিলেন, অবশেষে ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধির সহিত 'মহাক্ষত্রপ' পদ লাভ করেন। মথুরার সিংহস্তম্ভে ইঁহার 'রাজুল' নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত সিংহস্তম্ভে লিঅক-কুসুলক নামে আর এক জন ছত্রপের নাম পাওয়া যায়। রাজুবুলের পর তৎপুত্র সোদাস ও হগমাস এবং তাঁহার সহযোগী হগামের নাম প্রাচীন মুদ্রায় পাওয়া যায়। মথুরাস্তম্ভে সোদাসের কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তক্ষশিলা হইতে শকরাজ মোগের ৭৮ অব্দে উৎকীর্ণ লিঅক কুসুলকের পুত্র ছত্রপ কুসুলক-পতিকের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কুসুলকের পূর্ব্বে মনিগুল, তৎপুত্র জিহোনিস (৮০ খৃঃ পূ) স্ব স্ব মুদ্রায় 'ছত্রপ' পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন মোগবংশধর অজেসের সহযোগী ইন্দ্রবর্ম্ম, তৎপুত্র অস্পবর্ম্ম এবং বিজয়মিত্রপুত নামে কএক জন ক্ষত্রপের নাম উত্তর ভারত হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ হইতে বাহির হইয়াছে। এই শকক্ষত্রপগণ শক-কুষন-রাজগণের পূর্ব্বে প্রবল হইয়াছিলেন।

শকজাতি নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে কুষন একটী প্রধান। শকরাজ মিঅউস্ বা হেরউসের মুদ্রায় তিনি 'শক-কুষন' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শকাধিপ কনিষ্কও 'গুষনবংশসংবর্দ্ধক' বলিয়া স্বীয় মুদ্রায় পরিচিত হইয়াছেন *।

চীন-ইতিহাস-মতে যিন্-মো-ফু নামে এক ব্যক্তি ৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে কিপিন (কাবুল) অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই ব্যক্তি ও মিঅউসকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

শক-কুষন-বংশ।

শকজাতির য়ুএচি শ্রেণী আবার পঞ্চ শাখায় বিভক্ত, তন্মধ্যে কুষন একটী। প্রায় ২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুষন-শাখা অপর চারি শাখার উপর প্রাধান্য লাভ এবং এক কুষন-দলপতির অধীনে পঞ্চ শাখা সম্মিলিত হইয়া কাবুল প্রদেশ অধিকার করে। এই দলপতির নাম কুজুলকস Kujula Kadphises ইঁহার মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে,—'কুজুল-কসস কুষনযবুগস ধ্রমঠিদস'। অশীতিবর্ষ বয়সে প্রায় ১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুজুলকর Kujulakar Kadphises নামক 'দেবপুত্র' উপাধিধারী এক শক-কুষনরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, ইনি কুজুলকসের পুত্র এবং ইঁহারই সময়ে ভারতের অন্তর্ভাগে কুষন-আধিপত্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপরে হিম-কদ্‌ফিসস্ (Hima Kadphises) উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি পরম শৈব ছিলেন এবং ইঁহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি ও খরোষ্ঠী লিপিতে এই উপাধি দৃষ্ট হয়—

---

* তক্ষশিলা হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে 'মোগ' এবং তাঁহার নিজ মুদ্রায় 'রজতিরজস মহতস মোঅস' নাম দৃষ্ট হয়। (Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 54; Numismatic Chronicle, for 1890, p. 103, Grundriss der Indo-Arischen Philologie, Vol. II. Part 3. p. 7)

'মোঅস' নাম বৃষ্টেই বোধ হয়, পুরাণে 'মখস' নামক শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয়ের নাম বর্ণিত হইয়াছে।

† এখন শকস্থানের কিয়দংশ 'সেস্তান' নামে পরিচিত।

‡ E. G. Rapson's Indian Coins, p. 8.

§ খরোষ্ঠীযুক্ত মুদ্রায় 'স্পলহোরপুত্রস ধ্রমিঅস স্পলগদমস' অর্থাৎ 'স্পলহোরপুত্রক ধর্ম্মিষ্ঠ স্পলগদমত' এইরূপ আছে।

* Indian Antiquary, 1881. p. 122.

"মহরজস রজতিরজস সর্ব্বলোগ ঈশ্বরস মহীশ্বরস হিমকপ্‌ফিসস *"। হিম-কপ্‌ফিসের পর প্রসিদ্ধ শককুষন-রাজ কনিষ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে হুষ্ক, যুষ্ক ও কনিষ্ক এই তিন জনেই 'তুরুষ্কান্বয়' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে তুরুষ্কদিগকেও শকবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছে।

কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব।

কাহারও বিশ্বাস, শককুষনবংশীয় কনিষ্ক হইতেই শকসংবৎ বা শকাব্দ প্রচলিত হয় †। অনেকে আবার ইহা বিশ্বাস করেন না ‡। পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেবের মতে, প্রসিদ্ধ শকক্ষত্রপ চষ্টন যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহাই শকাব্দ বা শক নামে খ্যাত হইয়াছিল §। শকসংবতের পূর্ব্বে কনিষ্কের অভ্যুদয়।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্যই তাঁহার সভায় ২য় ধর্ম্মসঙ্গীতি হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধপণ্ডিতের বিশ্বাস যে,—এই শকাধিপ কনিষ্কের চেষ্টাতেই নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক মহাযান মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি বৌদ্ধ হইলেও শাক, আবস্তিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না, তাঁহার মুদ্রায় শাক, আবস্তিক ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকায় তাহা কতকটা প্রতিপন্ন হইতেছে। উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে মথুরা, দক্ষিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত কনিষ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থমতে, কনিষ্ক সমস্ত ভারতে মহাযান-মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কনিষ্কের পর হুবিষ্ক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তৎপরে শকাধিপ বাসুদেব সিংহাসন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধপ্রিয় হইলেও শেষে শৈব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। বাসুদেবের নামের সহিত 'দেবপুত্র' উপাধি থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে ভারতীয় হিন্দু মনে করেন। কিন্তু ভারতে তাঁহার জন্ম ও হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও তাহার গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি দর্শন করিলে আর তাঁহাকে হিন্দুকুল-জাত বলিয়া মনে হয় না। 'দেবপুত্র' উপাধি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, চীনের সম্রাট্‌ যেমন 'বগপুত্র' * স্থানে 'বগপুর' উপাধি ধারণ করিতেন, এই দেবপুত্র উপাধিও তদনুরূপ। কনিংহাম্‌ এই বাসুদেব ও পুরাণোক্ত কাণ্বায়ন দ্বিজবংশীয় বাসুদেব নামক রাজাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পুরাণোক্ত কাণ্বায়ন বাসুদেবের যে সময় নিরূপিত হইয়াছে; শকাধিপ দেবপুত্র বাসুদেবও ঠিক সেই সময়েরই হইতেছেন। কাণ্বায়ন বাসুদেব, স্বীয় প্রভু শুঙ্গ বা মিত্রবংশীয় শেষ রাজা দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় ৫১ খৃষ্টাব্দে দেবপুত্র বাসুদেবের রাজ্যাবসান হইয়াছিল।

সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও মালবে শকাধিকার ও দাক্ষিণাত্যে আন্ধ্র রাজ্য।

যে সময়ে উত্তরভারতে শকক্ষত্রপগণ অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, সে সময়েও দক্ষিণভারতে ভিন্ন ভিন্ন শকক্ষত্রপগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মালব ও রাজপুতানায় চষ্টনের পিতা এবং পশ্চিম ভারতে নহপানের পিতা ক্ষত্রপ ছিলেন। খহরাত নহপানও প্রথমে সামান্য ক্ষত্রপ ছিলেন, শেষে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ, উত্তর কোঙ্কণ, গুর্জ্জর, সুরাষ্ট্র, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়) ও কচ্ছপ্রদেশস্থ জনপদ করায়ত্ত করিয়া নিজ বলবীর্য্য-প্রভাবে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, । তাঁহার জামাতা দীনীকপুত্র উষবদাত (ঋষভদত্ত) শককুলে একজন অতি গণ্যমান্য ভূপতি হইয়াছিলেন। সুরাষ্ট্র হইতে নাসিক পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শককুলে তাঁহার জন্ম হইলেও দেবদ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও সদ্ধর্ম্মে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়গণের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন ও মহাক্ষত্রপের আদেশে তাঁহাদের সাহায্যার্থ মালয়দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে,—"তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং চাতুর্ম্মাস্যের সময় বহু ভিক্ষুর অশন বসন যোগাইতেন।" অধিক সম্ভব, ব্রাহ্মণানুরক্তিপ্রযুক্তই শকাধিপগণ সহজেই ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং শক-রাজ্য বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। কোন কোন শকক্ষত্রপগণ ব্রাহ্মণানুকূল্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ বিদেশীয় অহিন্দু রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণকে অন্নগ্রহণ করান সহজ-সাধ্য হইত না। এখনও কোন নীচ জাতির গৃহে সহজে

* খরোষ্ঠিতে আকার পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহার সংস্কৃতরূপ 'মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য সর্ব্বলোকেশ্বরস্য মাহেশ্বরস্য হিমকপ্‌ফিসস্য'।

† Oldenberg in Indian Antiqury, 1881, p. 214.

‡ Bhandarkar's Dekkan, p. 261.

§ Numismatic Chronicle. 1892. p. 44.

* যদি 'বগপুত্র' বা 'মগপুত্র' স্থানে 'দেবপুত্র' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কাণ্বায়ন দ্বিজ যদি মগপুত্রই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কাণ্বায়[illegible] শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কি না, এ সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিতে চান না। এরূপ স্থলে প্রায় সেই দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে শকগৃহে লক্ষ ব্রাহ্মণের আহার-গ্রহণ, শকদিগের নীচজাতিত্বের পরিচায়ক নহে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন যে, এই শকরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন * ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহারা উচ্চজাতি বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, শকরাজ নহপানের অয়ম নামে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন †।

উষবদাত নহপানের জামাতা হইলেও তিনি যে শ্বশুরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেব শিলালিপি ও মুদ্রা-সাহায্যে লিখিয়াছেন, নহপানবংশের রাজত্বের পর চষ্টন, মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই শকগৌরব স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে শকাব্দ প্রচার করেন ‡। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী এই রাজাকেই 'Tiastanes' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

মৎস্যাদিপুরাণ হইতে জানিতে পারা যায়, মৌর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের পূর্ব্বেই ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল §। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, আন্ধ্রভৃত্য বা সাতবাহনবংশীয় রাজা গোতমীপুত্রের পূর্ব্ব হইতেই শকেরা পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া, সিন্ধু এমন কি রাজপুতানাতেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল ¶। প্রাচীন তাম্রশাসনাদিতে যে শকনৃপকালের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ মহাপ্রতাপশালী কোন শকবিজেতার প্রবর্ত্তিত অব্দ বলিয়াই মনে হয়। তিনিই এখানে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অধীনে নহপান এবং চষ্টন অথবা তাঁহার পিতা পশ্চিম-ভারত ও মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন।

নহপানের শেষাব্দ ১২৪ খৃষ্টাব্দে পড়িতেছে। তৎপরে গোতমীপুত্র বা পুড়ুমায়ি মহারাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। *

কনিংহাম্, উজ্জয়িনীপতি চষ্টনকে নহপানের বহু পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে নহপান ও চষ্টনকে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে।

জৈনদিগের কালকাচার্য্য-কথা-পাঠে জানা যায় যে, উজ্জয়িনীতে ৭৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত শকাধিকার ছিল, তৎকালে প্রতিষ্ঠানে সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণি রাজত্ব করিতেন। অধিক সম্ভব, বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সাতবাহনবংশীয় কোন আন্ধ্র-নৃপতিই মালবে শকদিগকে পরাজয় করিয়া মালব-স্থিত্যব্দ বা বিক্রমসম্বৎ প্রচার করেন। কিন্তু এই আন্ধ্ররাজের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। তাঁহারা পরাক্রান্ত শকনৃপতিগণের সহিত যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে শকক্ষত্রপ চষ্টন মালবে প্রবল হইয়াছিলেন।

তিনি শনৈঃ শনৈঃ সাতবাহনদিগের অধিকারভুক্ত বহু জনপদ অধিকার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতবাহনবংশ তৎকালে দক্ষিণাপথের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি চষ্টন এই সাতবাহনবংশীয় কোন অধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'শকসংবৎ' প্রচলন করিয়াছিলেন। শকেরা বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি শকরাজ চষ্টন দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ অধীশ্বরদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহসূত্রে চষ্টনের বংশধরগণ সকলেই শকনাম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শকজাতির মধ্যে খহরাত (খগারাত) একটী প্রসিদ্ধ কুল। নহপান ও চষ্টন উভয়েই এই কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নহপান সম্ভবতঃ চষ্টনের অধীনেই প্রথমে পশ্চিম-ভারতে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, তিনি অথবা তাঁহার জামাতা উষবদাত উজ্জয়িনীপতির শাসন উপেক্ষা করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিম-

* Bhandarkar's Dekkan, p. 11.

† Archaeological Survey of Western India, Junner Inscriptions, No. 10.

‡ Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 3.

§ "বৃহদ্রথস্তু বর্ষাণি তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ ॥
ষট্ত্রিংশৎ তু সমা রাজা ভবিতা শক এব চ।
সপ্তানাং দশ বর্ষাণি তস্য নপ্তা ভবিষ্যতি ॥
রাজা দশরথোঽষ্টৌ তু তস্য পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ।
ইত্যেতে দশমৌর্য্যস্তু যে ভোক্ষ্যন্তি বসুন্ধরাম্ ॥"

(মৎস্যপুরাণ ২৭১।২২-২৫)

¶ শুঙ্গ বা মিত্রবংশ এবং কাণ্বায়নবংশের আচরণ আলোচনা করিলে, তাহাদিগকেও শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়া রাজ্যগ্রহণ—এটী শাকদিগের স্বভাবের বিশেষত্ব। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের কিছুকাল পরেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতে প্রবেশ করেন। পুষ্যমিত্রাদির ন্যায় ইহাদের মিত্র উপাধিও অনেকের বংশগত ছিল।

[বঙ্গের জাতীয় ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য় অংশ দ্রষ্টব্য]

* Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed. p. 27.

ভারতে সুবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি শকরাজ ম্রিয়মাণ ও তাঁহাদের কুটুম্ব সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৪ খৃষ্টাব্দে নহপানের রাজ্য শেষ হয়। তৎকালে উজ্জয়িনীতে চষ্টনের পুত্র জয়দাম রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেবল ক্ষত্রপ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই সাতবাহন-কুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকর্ণি (প্রায় ১৩৩ খৃষ্টাব্দে) খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া আবার দক্ষিণাপথে সাতবাহন-কুল-গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাতকর্ণির প্রভাবে পশ্চিম ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ অধিকারচ্যুত ও রাজপুতানা হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাতকর্ণির একচ্ছত্রাধীন হইয়াছিল*।

খহরাত-বংশাধীন শকসৈন্যগণ দক্ষিণাপথে শাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়া অধিক সম্ভব মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যে জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম আবার পশ্চিমভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গির্ণর হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের সুবৃহৎ শিলাফলকে লিখিত আছে,—

'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত ও অনুরক্ত সকল প্রজাবৃন্দের যিনি বিশেষ আশ্রয়দান করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী (মালবপ্রদেশ), অনূপ (দ্বারকা অঞ্চল), নীবৃদ্, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়), সুরাষ্ট্র (সোরঠ), শ্বভ্র, ভরুকচ্ছ (ভরোচ), সিন্ধু, সৌবীর (পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কুকুর (রাজপুতানার কিয়দংশ), অপরান্ত (কোঙ্কণ প্রদেশ), নিষাদ (ভাটনের অঞ্চল) প্রভৃতি জনপদ যিনি নিজ বীর্য্য-প্রভাবে উপার্জ্জন ও তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সকল ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে অন্যায়রূপে 'বীর' পদবীপ্রাপ্ত যৌধেয়দিগকে যিনি সমূলে উৎসাদন করিয়াছিলেন, যিনি দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণিকে পুনঃ পুনঃ জয় করিয়াও তাঁহার সহিত নিকট সম্বন্ধ-প্রযুক্ত উৎসাদন না করিয়া মহাযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও রাজ্যভ্রষ্ট অধিপতিকে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ম্বরসভায় বহুরাজকন্যার মাল্যদাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম সহস্র বর্ষব্যাপী গোব্রাহ্মণহিতার্থ এবং ধর্ম্মকীর্ত্তিবৃদ্ধির জন্য এই সেতু পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন*।'

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, রুদ্রদাম রাজপুত্র হইলেও মহাক্ষত্রপ উপাধি তাঁহার পিতার ভাগ্যে ঘটে নাই। তিনি বহুলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অধিক সম্ভব, তাহারাই তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অধিপতি করিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে রুদ্রদাম মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদ হইতে কোঙ্কণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ছিল, সেই জন্য তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। শাতকর্ণির সহিত তাঁহার কিরূপ নিকট সম্বন্ধ বা কুটুম্বিতা ছিল, তাহা উক্ত শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত নাই। অধিক সম্ভব, তিনি সাতবাহনবংশীয় কোন রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শাতকর্ণি-বংশীয়দিগের নাসিকস্থ শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, "গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মূরক, সুরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনূপ, বিদর্ভ, আকর, অবন্তী, বিন্ধ্যাবৎ, পারিপাত্র, সহ্য, কৃষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্ঠগিরি ও চকোর পর্ব্বতের রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন†।"

উক্ত জনপদ-সমূহের অবস্থান আলোচনা করিলে জানা যায়, উপরোক্ত জনপদের অধিকাংশই নহপান বা উষবদাতের অধিকারভুক্ত ছিল এবং গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শকাধিপকে সমরে পরাজিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার বংশধরগণ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে

* সাতবাহনবংশীয় বাশিষ্টীপুত্র পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপিতে (তাঁহার পিতা গোতমীপুত্র শাতকর্ণি সম্বন্ধে) লিখিত আছে—"খগারাতবংস-নিরবসেসকরস সাতবাহনকুলযসপতিঠাপনকরস খতিয়দপমানমদন সক-যবনপহ্লবনিসূদনস" অর্থাৎ খগারাত বা খহরাত নামক শকবংশ-নিরবশেষকারী সাতবাহন-কুল-প্রতিষ্ঠাপনকারী ক্ষত্রিয়-দর্পমানমর্দ্দক শক-যবনপহ্লবনিহন্তা। (Transactions of the 2nd Oriental Congress, p. 307.)

* "আগর্ভাৎ প্রভৃত্যবিহতসমুদিতরাজলক্ষ্মী-ধারণাগুণতঃ সর্ব্ববর্ণৈরভিগম্য-রক্ষণার্থং পতিত্বে বৃতেন...স্বয়মভিগত-জনপদ-প্রণিপাতিবিশেষণদেন স্ববীর্য্যার্জ্জিতানামানুরক্ত-সর্ব্বপ্রকৃতীনাং পূর্ব্বাপরাকরাবন্ত্যনূপনীবৃদানর্ত্তসুরাষ্ট্র-শ্বভ্রভরুকচ্ছসৌবীর-কুকুরাপরান্তনিষাদানাং সমগ্রাণাং তৎপ্রভাবাদ্য সর্ব্বক্ষত্রাবিষ্কৃত-বীরশব্দজাতোৎসেকাবিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং প্রসহ্যোৎসাদকেন দক্ষিণাপথপতে-র্সাতকর্ণের্দ্বিরপি নীর্ব্যাজমবজীত্যাবজীত্য সম্বন্ধাবাবদূরতয়া অনুৎসাদনাৎ প্রাপ্তযশসা মাদ...সুবিজয়েন ভ্রষ্টরাজপ্রতিষ্ঠাপকেন স্বয়মধিগত-মহাক্ষত্রপ-নাম্না নরেন্দ্রকন্যা-স্বয়ংবরা নেকমাল্যপ্রাপ্তদাম্না মহাক্ষত্রপেণ, রুদ্রদাম্না বর্ষসহস্রায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতার্থং ধর্ম্মকীর্ত্তিবৃদ্ধ্যর্থং...সেতুং বিধায় সর্ব্বনগর-সুদর্শনতরং কারিতং।"

Indian Antiquary, VII. p. 261. পত্রে সমস্ত শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে, আবশ্যক মত উদ্ধৃত হইল।

† 'অসিক-অসক-মূলকসুরঠকুকুরাপরন্ত অনুপবিদভ আকরাবন্তিরাজস বিঝ-বতপারিচাতসহকণহগিরিমচসিরিটন-মলয়মহিন্দ-সেটগিরি-চকোরপবতপতিস।"
(পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপি।)

যে রুদ্রদামের শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ ব্যতীত ক্ষত্রপাধিকারভুক্ত সুরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদয় জনপদ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে সুবিশাখ নামক একজন পহ্লব সুরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। কিন্তু রুদ্রদাম সহ্য, কৃষ্ণগিরি প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত জনপদসমূহ অধিকার করেন নাই, ঐ সকল জনপদ তাঁহার কুটুম্ব শাতকর্ণি-রাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত শাতকর্ণির প্রিয়পুত্র বাশিষ্ঠী-পুত্র শাতকর্ণি (চতুরপন) মহাক্ষত্রপকন্যার পাণিগ্রহণ করেন *। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, বাশিষ্ঠীপুত্র পুড়ুমায়ি ১৩০ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দে, তৎপুত্র গোতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি ১৫৪ হইতে ১৭২ খৃঃ অঃ এবং তৎপুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র শাতকর্ণি (চতুরপন) ১৭২ হইতে ১৯০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন †। এদিকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসমূহ আলোচনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, তিনি প্রায় ১৩০ হইতে ১৭০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন করেন ‡। এরূপ স্থলে রুদ্রদামের লিপিতে যে শাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি যজ্ঞশ্রী শাতকর্ণি হইতেছেন। অধিক সম্ভব, তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রুদ্রদামদুহিতা মঢ়রীর সহিত নিজপুত্র বাশিষ্ঠীপুত্র চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আত্মীয়তাসূত্রেই রুদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাশিষ্ঠীপুত্র চতুরপনের ঔরসে শকরাজকন্যার গর্ভে মঢ়রীপুত্র-শকসেন জন্ম গ্রহণ করেন। চতুরপনের পর এই মহাক্ষত্রপ-দৌহিত্র শকসেন দাক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয়াছিলেন (১৯০ হইতে ১৯৭ খৃঃ অব্দ)।

শকাধিপ রুদ্রদামের পিতামহ যে শকাব্দ প্রচার করেন, কালে তাঁহার ও তাঁহার বংশীয়গণের চেষ্টায় সেই অব্দ সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

নিম্নে রুদ্রদামবংশীয় মহাক্ষত্রপ-রাজগণের বংশাবলী ও রাজ্যকাল উদ্ধৃত হইল;—

উক্ত তালিকায় ও মুদ্রা-সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিম ভারতে শকবংশীয় ২৮জন নৃপতি ১ম শকাব্দ হইতে ৩১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৪শ ও ১৫শ ক্ষত্রপের মধ্যবর্ত্তিকালে (প্রায় ২৫৫ খৃষ্টাব্দে) ঈশ্বরদত্ত নামে এক ব্যক্তি শকশাসন উৎসাদন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৭শ ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ নিজ মুদ্রায় 'ক্ষত্রপ মহারাজ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত এবং দক্ষিণাপথে চেদি ও চালুক্যগণের অভ্যুদয়ে ক্ষত্রপরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কালক্রমে রাজ্যসম্পদ্‌হীন ক্ষত্রপ-বংশধরগণ হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিখ্যাত শকজাতির নামও লুপ্ত হইয়াছে।

রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড্ সাহেবের অনুবর্ত্তী হইলে বলা যাইতে পারে,—শকরাজবংশীয়গণই পশ্চিম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজস্থানের মরুদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন।

* Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed, p. 29,

† Bhandarkar's Dekkan, 2nd, ed, p, 36.

‡ Cunimngham's Coins of Mediaeval India, p. 11.

গান্ধারে শকরাজ্য।

যে সময় মথুরায় কুষনবংশীয় বাসুদেব ও পশ্চিম ভারতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ শকরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তৎকালে কিদার নামে মহাকুষনবংশীয় এক দলপতি পরোপনিষস্ গিরি পার হইয়া কুষনদিগের হস্ত হইতে গান্ধার জয় করেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত কাবুল-উপত্যকা ও পঞ্জাবের কতকাংশ তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই কিদারবংশ ৪২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বর্ষে পারস্যপতি ৫ম বরহ্রান্ কিদারবংশীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। কিদারেরা পারস্যাধীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে হূণেরা প্রবল হইয়া গান্ধাররাজ্য অধিকার করিল।

হূণদিগের বাসভূমি হুঙ্গেরিয়া। তাহারা পূর্ব্বকালে অক্সাস্‌তীরে বাস করিত। তাহারাও আদিশকবংশসম্ভূত। ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইলে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরাক্রান্ত কুষন ও খহরাতবংশের অধিকারকালে তাহারা কেহই মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপশ্চিম ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

তৎকালে মধ্য-এসিয়াবাসী হূণেরা নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা আপনাদের সৌভাগ্যপথ উন্মুক্ত করিবার জন্য পারস্যের শাসনবংশীয় রাজগণের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতেছিল। যজ্দেগার্দের সময় প্রায় ৪৪০ খৃষ্টাব্দে শাসনসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া হূণেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিল। এই সময়ে তাহারা ভারতাধিকারেরও চেষ্টা করিতেছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, তিনি নানা যুদ্ধে হূণদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন (৪৫২ হইতে ৪৮০ খৃঃ অঃ)।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ ও রাপ্‌সন্ প্রভৃতি অনেকের মতে, হূণদিগের দলপতি কিদারকুষনদিগের নিকট হইতে গান্ধাররাজ্য অধিকারপূর্ব্বক ৪৬৫ হইতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শাকলে রাজধানী স্থাপন করেন। চীন-ইতিহাসে তিনি 'লএ-লিহ' এবং প্রাচীন মুদ্রায় 'রাজা লখন উদয়াদিত্য' নামে খ্যাত।

লখনের পুত্র মহাবীর তোরমাণ কাশ্মীর হইতে রাজপুতানা পর্য্যন্ত হূণাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন (৪৯০—৫১৫ খৃঃ অঃ)। তৎপুত্র সুপ্রসিদ্ধ মিহিরকুল। এই মিহিরকুলের প্রতাপে কাশ্মীর হইতে বিন্ধ্যাদ্রি পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত প্রকম্পিত ও গুপ্তসাম্রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছিল। অবশেষে যশোবর্ম্ম, মালবপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং মগধাধিপ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের অধিনায়কতায় সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ একত্র হইয়া ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে মিহিরকুলকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে হূণজাতির প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছিল। অল্পকাল পরে গান্ধারের কিদারকুষনবংশীয় শাহিরাজ হূণদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন *। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দ পর্য্যন্ত গান্ধাররাজ্য কুষনবংশের অধিকারে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ্ আল্‌বেরুণি গান্ধারের কিদারবংশীয় রাজগণকে কনিক (কনিষ্ক)-রাজের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন †। আবার তিনিও রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের মত এই কিদারবংশকে তুরুষ্ক বংশোদ্ভব অথচ কাবুলের হিন্দুরাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে ৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মুসলমান ভৌগালিক মসুদী কান্দাহারকে (গান্ধারকে) রাজপুতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ‡।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি কোন কোন শকাধিপ 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 'দেবপুত্র' কালে 'রাজপুত্র' হইয়া পড়ে। তাহা হইতেই 'রাজপুত' শব্দের উৎপত্তি। পূর্ব্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি যে, শকরাজগণের খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রায় 'া' কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলেই সংস্কৃত 'রাজপুত্র' স্থানে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'রজপুত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এখনও রাজপুতানার অধিবাসিগণ আপনাদিগকে 'রজপুত' বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন।

রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক টড্‌সাহেবও লিখিয়াছেন,—রাজপুতানায় আসিবার পূর্ব্বে রাজপুতেরা জাবুলিস্থান ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন §। তাঁহারা শকবংশসম্ভূত হইলেও সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। টড্‌সাহেব খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের একখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদবকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ¶। বহু জৈনপ্রবন্ধে হূণেরাও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। ছত্রিশটী ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হূণ জাতিও স্থান পাইয়াছে ‖।

---

* Rapson.s Coins of India, p, 29—30.

† Alberuni's India, translated by E. C. Sachau, Vol. II. p, 13.

‡ Elliot's Muhammadan Historians, Vol, II. p. 22.

§ গান্ধার হইতে আবিষ্কৃত শকমুদ্রায় 'জবুল' উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে শকদিগের বাসভূমি জাবুলিস্থান নামে খ্যাত হয়।

¶ Tod's Rajasthan. Vol, I. p. 796.

‖ Epigraphia Indica, Vol I. p. 225.

গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট (কল্লর) নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আল্‌বেরুণি তাঁহাকে লগ-তুরমান (অল্ কিতোরমান্) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়া লন। এই ব্রাহ্মণবংশ বেশী দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। আবার কিদারবংশ প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ-হস্ত হইতে গান্ধার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইঁহারা "শাহী" বলিয়া গণ্য ছিলেন। গান্ধারে বহুশত বর্ষ রাজত্বের পর, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের রাজ্যাবসান ও মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইল। এই রাজবংশের সহিত কাশ্মীরের ক্ষত্রিয়-রাজগণ বহু সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের বহু রাজমহিষী এই গান্ধার-রাজবংশসম্ভূতা; রাজতরঙ্গিণী পাঠে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। গান্ধার রাজবংশ জঞ্জুহ (জজহ্) রাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন *। টড্‌সাহেব লিখিয়াছেন, গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুত-শাখা রাজপুতানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন †।

শক-সংস্রব।

শকাধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইল, তৎপাঠে সকলেই বুঝিবেন, শাকদ্বীপ ও তথাকার শকদিগের সহিত ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহারা সকলেই সূর্য্যোপাসক ছিল। মগাচার্য্য জরথুস্ত্র কর্ত্তৃক অগ্নি-পূজাপ্রচার ও পারস্যাধিপতিগণ কর্ত্তৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর শকগণ অগ্নিপূজক হইয়াছিল। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহাতে সূর্য্যোপাসনা ও অগ্নিবেদী উভয়েরই চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহারা প্রথমতঃ সৌর ও অগ্নিপূজক বলিয়া গণ্য ছিল। এক্ষণও যে রাজপুতগণ আপনা-দিগকে সূর্য্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা সম্ভবতঃ সেই পূর্ব্বতন শকগণের ধর্ম্মপরিচায়ক ক্ষীণ-স্মৃতিমাত্র।

ভারতে যখন প্রথম শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তৎকালে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এই দুই ধর্ম্মই প্রবল ছিল। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিবোপাসনা বিলুপ্ত হয় নাই। শকাধিপগণ প্রথমে 'শৈব' হইয়াছিলেন, পরে কনিষ্কের সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে শকেরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। ভারতায় ক্ষত্রিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে। সেই ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত করিবার জন্য নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ সম্ভবতঃ শকরাজগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে শকরাজগণও আপনাদিকে গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম যত দিন বিশেষ প্রবল ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণভক্ত শকরাজগণও সামান্যতঃ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দান করিতেন। অবশেষে বৌদ্ধানুরক্তি শক-হৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা নিতান্ত গোব্রাহ্মণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই সকল রাজগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় এবং পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য-বিলয়ের সহিত ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে।

শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলে তাঁহাদের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ-ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ ও ভট্ট কবিগণ বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনী প্রচার করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত বিবরণ বলিয়া রাজপুত সমাজে গৃহীত হইয়াছে। এখন আর কোন রাজপুত আপনাকে শকবংশীয় বলিয়া মনে করেন না। যাহাই হউক, মহাত্মা টড্ সাহেব নানা প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন, এখনও রাজপুতদিগের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ও উৎসবাদিতে পূর্ব্বতন শক-প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

শক ও আন্ধ্র-(সাতবাহন) গণের অধিকার কালে, কাঞ্চী-পুরে পল্লবেরা আধিপত্য করিতেছিলেন। [পল্লব দেখ।] এই সময় শকগণ সৌর ও ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের অনাদর করিতেন না, তাঁহাদের কুটুম্ব আন্ধ্রগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের যত্নে নাসিক প্রভৃতি স্থানে বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি স্থাপিত হয়। আন্ধ্রগণের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে এবং শক, পল্লব ও কাদম্বগণের প্রভাবে, আবার ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। শকাধিকার-কালে ঈশ্বরদত্ত নামে ত্রৈকূটকবংশীয় একজন মহাক্ষত্রপ কোঙ্কণে প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে শকাধিকার বিচলিত হইয়াছিল। এই ত্রৈকূটকবংশই পরে কলচুরি বা চেদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—এই মহাক্ষত্রপ ঈশ্বরদত্তের রাজ্যারম্ভ হইতেই ত্রৈকূটক বা চেদি সংবৎ আরম্ভ হয়। শকাধিপ বীরদামের পুত্র রুদ্রসেন আবার শকদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করেন।

গুপ্তপ্রভাব।

তৃতীয় ৪র্থ শতাব্দে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, শকদিগের প্রভাব

* Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 56.

† Tod's Rajasthan, Vol II দ্রষ্টব্য।

দমন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্তের সময়, পশ্চিমদক্ষিণ ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতে বৈদিক মার্গ স্থাপন করেন। গুপ্তরাজেরা বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের অধিকারকালে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের শেষে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমান প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। ৪২২ খৃঃ অব্দে বাঘেলখণ্ডে উচ্চকল্প নামক এক রাজন্য বংশের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তাধিকারের শেষভাগে ৪৭৬ খৃঃ অব্দে কুসুমপুরে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। ৪৯৫ খৃঃ অব্দে সেনাপতি ভটার্কের অভ্যুদয়ে সৌরাষ্ট্রে বলভীরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হওয়ায় সেই সুযোগে শাকলপতি হূণরাজ তোরমান মধ্যভারত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি, গুপ্তরাজ নরসিংহ ও বলভীপতি ভটার্কের সমবেতচেষ্টায় পরাজিত হন। তোরমান পরাজিত হইলেও তৎপুত্র মিহিরকুল পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি গুপ্তপ্রভাব ধ্বংস করিয়া পশ্চিম ও মধ্যভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৫৩০ খৃঃ অব্দে কোরুরের রণক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণের সমবেত-চেষ্টায় মিহিরকুল পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫৩৩ খৃঃ অব্দে মালবপতি যশোধর্ম্ম নিজ ভুজবীর্য্যবলে নানাস্থান জয় করিয়া ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির অবস্থান করিতেন। সেই সময় সৌরাষ্ট্রে বলভী ও বাতাপিপুর বা বাদামিতে চালুক্যগণ প্রবল হইয়াছিলেন। এদিকে উত্তর ভারতে মৌখরিবংশ গুপ্তরাজদিগের হস্ত হইতে পশ্চিম মগধ অধিকার করিয়া কান্যকুব্জে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

[বলভী, চালুক্য ও মৌখরি-রাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্থাণ্বীশ্বরের বর্দ্ধনবংশ।

এই সময় থানেশ্বরে বর্দ্ধনবংশ মস্তকোত্তলন করিতেছিলেন। বর্দ্ধনবংশীয় চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন, উত্তরে হূণ ও দক্ষিণে গুর্জ্জরদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জপতি গ্রহবর্ম্মা তাঁহার জামাতা ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন হূণদিগের সহিত যুদ্ধার্থে উত্তরদিকে প্রেরিত হন। এই সময় প্রভাকরের মৃত্যু হয়। রাজ্যবর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে হূণদিগকে পরাজয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সেই সময়ে মালবপতি সুযোগ পাইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণপূর্ব্বক গ্রহবর্ম্মাকে বিনাশ করেন। কিন্তু অত্যল্প কাল পরেই রাজ্যবর্দ্ধন, মালবপতিকে পরাজয় করিয়া কান্যকুব্জ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই অভিযান কালে তিনি কর্ণ-সুবর্ণরাজ শশাঙ্ককে দমন করিতে আসিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধিদ্রুম ছেদন করায় তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য রাজ্যবর্দ্ধনের আগমন হইয়াছিল। সুচতুর শশাঙ্করাজ তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধিস্থাপন করেন এবং আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহার হত্যাসাধন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রিয়তম সহোদর হর্ষবর্দ্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্যে গৌড়ে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস করেন। অল্পকাল মধ্যেই হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়।

আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ে সমধিক মত্ত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলভীপতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেও চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশি তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষদেব পুলিকেশির নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথজয়াকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন। তাঁহারই রাজ্যকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং ভারতে আগমন করেন। পুলিকেশিও এই সময় 'মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্বকীর্ত্তি শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা ইলোরার গুহামন্দিরে খোদিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট, ময়ূর, দণ্ডী, দিবাকর ও মানতুঙ্গ যেরূপ হর্ষদেবের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, পুলিকেশির সভাতেও সেইরূপ রবিকীর্ত্তি নামে একজন বিখ্যাত জৈনকবি থাকিতেন, তিনি আপনাকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে চাপবংশীয় রাজা ব্যাঘ্রমুখের সভায় সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ব্রহ্মগুপ্তকে দেখিতে পাই। ইহারই দুই বর্ষ পরে সুবিস্তৃত চালুক্যরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়, পূর্ব্বভাগে বিষ্ণুবর্দ্ধন স্বাধীন নৃপতি হইয়া বেঙ্গীতে রাজধানী স্থাপন করেন। [চালুক্য দেখ।] এই সময়েই সিন্ধু প্রদেশে চচ নামক একজন ব্রাহ্মণ নিজ প্রভুর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন। প্রায় ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষদেবের মৃত্যু হয়। তৎপরে অর্জ্জুন নামে তাঁহার এক সেনাপতি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন হইতে আগত বহুসংখ্যক বৌদ্ধসৈন্য কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন।

অল্পকাল পরে যশোবর্ম্মদেব কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া বসিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন।

এই সময়ে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বিদলিত করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জ, মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি বহু জনপদ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই কএকবর্ষ পরে মগধে গোপাল ও গৌড়ে জয়ন্তের অভ্যুদয় ঘটে।

হিন্দুধর্ম্মাভ্যুদয়।

গৌড়াধিপ জয়ন্ত নিজ জামাতা কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে প্রায় ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আদিশূর উপাধি ধারণপূর্ব্বক পঞ্চ গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ও কান্যকুব্জাধিপ যশোবর্ম্মের সভা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আনাইয়া গৌড়মণ্ডলে হিন্দুধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপাল আদিশূরের পুত্র ভূশূরের হস্ত হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য-অধিকার করেন। মহারাজ ভূশূর রাঢ়দেশে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। বহুদিন উত্তরাংশে গৌড় প্রভৃতি স্থানে পালবংশ এবং দক্ষিণাংশে রাঢ়দেশে শূরবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশের কীর্ত্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে এখনও দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্ম্মের অনাদর করিতেন না। তাঁহাদের সাম্যনীতি-প্রচার-কালেই বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্ম মিশ্রিত তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাব আজও বাঙ্গালা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পালরাজদিগের সময়ে তাঁহাদের পরিচালিত নালন্দা-বিহার জ্ঞানচর্চ্চার জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। চীন, তাতার, আনাম, শ্যাম প্রভৃতি নানা দূরদেশ হইতে শত শত ছাত্রমণ্ডলী এখানে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিতেন, দশ সহস্রাধিক ছাত্র এখানে বিনা ব্যয়ে বিদ্যাভ্যাস করিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজকও নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রভাবে ভারতের জ্ঞাননিকেতন নালন্দাবিহার বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিহারের নিকট বড়গাঁও নামক স্থানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য স্মৃতির চিহ্ন মাত্র পড়িয়া আছে।

শূরবংশের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া সেনবংশ প্রথমে রাঢ়অঞ্চলেই প্রবল হইয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা পালবংশদিগকে পরাজয় করিয়া মিথিলা, গৌড় ও সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন দেবের নাম বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত। ইনি মহাতান্ত্রিক ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কুলবিধি প্রচলন করিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়েই বঙ্গ মুসলমান-কবলিত হইয়াছিল। সেনবংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণ পূর্ব্ববঙ্গে ও চন্দ্রদ্বীপে বহুকাল রাজ্য করিলেও তাঁহাদের আর পূর্ব্ব-প্রতাপ ছিল না।

[শূর, পাল ও সেনরাজবংশ এবং চন্দ্রদ্বীপশব্দ দ্রষ্টব্য।]

মগধ ও গৌড়ে পালবংশের প্রভাবকালে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্ম-বংশীয় চক্রায়ুধ ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎপরে ভোজ ও রাঠোরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [ভোজ, রাঠোর ও রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।] খৃষ্টীয় ৯।১০ম শতাব্দে, কালঞ্জরে চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল ও নর্ম্মদাতটে ত্রিপুরী বা তেওয়ার নামক স্থানে হৈহয় বা চেদিবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ চাহমানবীর পৃথ্বীরাজ চন্দেল্লরাজ পরমর্দ্দিদেবকে পরাজিত করিয়া কালঞ্জররাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্য ভুক্ত করিলেও হৈহয়বংশীয় চেদিরাজগণ কাহারও বশ্যতাস্বীকার করেন নাই। মুসলমানাধিকারেও এই বংশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিনায়ক রঘুজী ভোন্‌স্লে হৈহয়রাজধানী রত্নপুর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এখনও রত্নপুরের হৈহয়বংশ মধ্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুরাজ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে সিন্ধুপ্রদেশে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বহুদিন অধিকার ভোগ করিতে পারেন নাই। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বন কাসিম সিন্ধুতে আসিয়া ব্রাহ্মণরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ সময়ে আরবদিগের অত্যাচারে সিন্ধুপ্রদেশ বিশেষ উৎপীড়িত হইয়াছিল। ৭৫০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া সৌবীর রাজপুতগণ সিন্ধুপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। গুজরাতের চালুক্যরাজগণ অনেকবার তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষে নাসিরুদ্দীন কুবাচ সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করেন। এই ভূভাগ ২৪ বর্ষ মাত্র তাঁহার অধীন ছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'জাম' উপাধিধারী সৌমনরাজপুতগণ উত্তরসিন্ধু অধিকার করিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হিন্দুরাজ তিমজী জামের মৃত্যু হয়, তাঁহার বংশধরগণ সকলেই ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হয়।

[সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

দিল্লীর হিন্দুরাজ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থে একসময়ে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়নৃপতিগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ক্ষেমক হইতে এই বংশের অবসান হয়। তৎপরে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি শকদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে (প্রায় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে) অনঙ্গপালের চেষ্টায় এখানে তোমরবংশীয়গণ আধিপত্য-বিস্তার করেন। এই বংশীয় ১৯ জন নরপতির রাজত্বের পর ১১৫১ খৃষ্টাব্দে আজমীরপতি চাহমানবংশীয় বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন। সেই সূত্রে তোমরবংশীয় শেষ নৃপতি অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ও প্রতিজ্ঞা করেন যে, সোমেশ্বরের পুত্র দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীর রাজ্য লাভ করেন। এই চাহমান-নৃপতি এক সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে আপন অধিকার-বিস্তারে সমর্থ হইলেও দেশবৈরি রাঠোরকুল-কলঙ্ক জয়চাঁদের ষড়যন্ত্রে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-হস্তে পরাস্ত ও নিহত হন এবং সেই সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুসাম্রাজ্যেরও অবসান হয়।

[পরমার, চাহমান, পৃথ্বীরাজ ও রাজস্থান শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইলেও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজগণ তখন স্বাধীন ছিলেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আরব, মিশর, গ্রীস ও সিরিয়ার সহিত দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। [দাক্ষিণাত্য দেখ।] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে শকাধিপত্য বিস্তৃত ছিল; এবং তৎকালে সাতবাহন, পল্লব, পাণ্ড্য, কাদম্ব প্রভৃতি রাজগণ নানা স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন।

বৌদ্ধ সাতবাহনগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে হিন্দু কাদম্বগণের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এই সময় মহামতি শঙ্করাচার্য্য কেরলে আবির্ভূত হন। তিনি বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদান্তের সারধর্ম্ম লইয়া মায়াবাদ (অদ্বৈতবাদ) প্রচার করেন, তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ,জৈন ও বিভিন্ন তান্ত্রিক-প্রভাব নিবারিত হয়।

[শঙ্করাচার্য্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সাতবাহন, পল্লব, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, গঙ্গ ও চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যদিগের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। মিতাক্ষরারচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মান্যখেটে রাষ্ট্রকূটগণ, চের (বর্ত্তমান সালেম নামক-স্থানে) গঙ্গগণ ও কাঞ্চীতে চোলরাজগণ রাজধানী স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং অনেক সময়েই তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন।

[চালুক্য,রাষ্ট্রকূট,গঙ্গ,মৌর্য্য,চোল, কাঞ্চীপুরাদি শব্দ দেখ।]

খৃষ্টীয়১১শ শতাব্দে সূর্য্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল সমস্ত দাক্ষিণাত্য আপন করায়ত্ত করিয়া রাঢ়,বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি নানা জনপদের অধিপতিগণের নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। [গৌড় দেখ]

১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেদিকুলোদ্ভব বিজ্জলদেব চালুক্যরাজ ৩য় তৈলপকে পরাস্ত করিয়া চালুক্যরাজধানী কল্যাণ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বাসব লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। [লিঙ্গায়ত দেখ।] বিজ্জলের বংশধরগণ ২০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করিবার পর কর্ণাটের হোয়শল-বল্লালবংশীয় ২য় বল্লাল তদ্রাজ্য অধিকার করেন। অল্পকালপরেই চালুক্য-বংশীয় ৪র্থ সোমেশ্বর নিজ মহাসামন্ত কাকতেয়-রাজগণের সাহায্যে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাবীর ২য় বল্লাল তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে যাদবরাজ্য।

বল্লালগণ যাদববংশীয়। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের আদিনিবাস মথুরা। এই বংশের দৃঢ়প্রহারনামে এক ব্যক্তি দক্ষিণাপথে একটী ক্ষুদ্ররাজ্য পত্তন করেন এবং রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যরাজগণের অধীনে মহা-সামন্তরূপে তাঁহাদের ১৮ পুরুষ কাটিয়া যায়। তৎপরে ১৯শ রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ অধিকার করিয়া রাজ্য বিস্তার ও দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হোয়শল বল্লালদিগের সহিত তিন পুরুষব্যাপী বিবাদের পর, যাদবেরাই দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বপ্রধান অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-রত্নাকর-প্রণেতা বিখ্যাত কায়স্থ পণ্ডিত সোঢ়ল ও তৎপরে চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি-রচয়িতা হেমাদ্রি যাদবরাজগণের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবও এই যাদবরাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাদবরাজগণের অধীনে যে সকল মহাসামন্ত ছিলেন, তন্মধ্যে নিকুম্ভেরা প্রধান। এই নিকুম্ভরাজ-সভায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য অবস্থান করিতেন।

হোয়শল বল্লালেরাও যাদববংশীয়। প্রথমে ইহারা প্রাচ্য-চালুক্য রাজগণের অধীনে মহাসামন্তরূপেই গণ্য ছিলেন। এই বংশীয় ১ম বল্লালই আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার বংশধর বিষ্ণুবর্দ্ধন ১১১৩ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অধিকার বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ এই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যাদবপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন তাঁহার

নিকট বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিলে, হোয়শল বল্লালেরা মহিসুর ও বহু প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বংশীয় ২য় বল্লাল 'সম্রাট্' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে তদ্বংশীয় ৫ জন নৃপতির রাজ্যশাসনের পর আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর আসিয়া বল্লাল-রাজ্য ধ্বংস করেন।

[যাদব-রাজবংশ দেখ।]

এক সময়ে কাকতেয়-রাজগণ চালুক্যদিগের অধীন ছিলেন এবং একবার চালুক্যদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্যও কাকতেয়-রাজ বোম্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবনির্ব্বন্ধে চালুক্যদিগের অধঃপতন ঘটিলে বোম্ম স্বাধীন হইলেন। বর্ত্তমান নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ওরঙ্গলে স্বাধীন কাকতেয়-রাজগণের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ এই কাকতেয়রাজসভায় বিরাজ করিতেন। আলাউদ্দীন্ কাকতেয়-প্রভাব-ধ্বংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাহ্মণীবংশের সহিত এই কাকতেয়-রাজগণের শতাব্দব্যাপী ঘোর সমর চলিয়াছিল। আহ্মদ শাহ বাহ্মণীর সহিত যুদ্ধে কাকতেয়-প্রতাপরুদ্র জীবন বিসর্জ্জন করেন, তথাপি এই হিন্দুবীরবংশ ১৫০ বর্ষ কাল ওরঙ্গলে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে ওরঙ্গলরাজ্য বাহ্মণী-রাজ্যের অধীন হয়। [কাকতেয় দেখ]

কাকতেয়বংশের অভ্যুদয়ের সহিত কলিঙ্গে গঙ্গবংশও প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ দৌহিত্র মহাবীর চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইনি উৎকল জয় করিয়া স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিবার জন্য জগন্নাথের প্রসিদ্ধ মহামন্দির ও ভুবনেশ্বরের কেদারগৌরী প্রভৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গঙ্গবংশীয়গণ প্রায় শতাধিক বর্ষ উৎকল শাসন করিয়াছিলেন। [গাঙ্গেয় শব্দ দেখ]

গঙ্গরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, ইহাদিগের অবসানে সূর্য্যবংশীয় রাজগণ উৎকল শাসন করেন। এই বংশের কপিলেন্দ্রদেবের নাম ভারত-বিখ্যাত। ইনি বাহুবলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-নৃপতিগণকে বহুবার পরাজয় করিয়াছিলেন। অধিক কি, দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।

[কপিলেন্দ্রদেব, উৎকল ও গোপীনাথপুর শব্দ দেখ]

এই বংশীয় প্রতাপরুদ্রের পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তেলিঙ্গা মুকুন্দদেব কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার করেন। এই সময় হিন্দুগণের অন্তর্বিবাদে উৎকলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণপূর্ব্বক (১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গের মুসলমানশাসন-ভুক্ত করেন।

ভারতে বৈদেশিক বিপ্লব ও মুসলমানাগম।

ভারতে আর্য্য-উপনিবেশের পর, বিভিন্ন দেশবাসীর সমাগম হইয়াছিল। পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বহু পূর্ব্বকালে ইজিপ্ত দেশীয় ওসিরিস্, ফেরাও, রামসেস্ ও আসিরীয় সাম্রাজ্ঞী সেমিরামিস্ ভারত-সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় কোন প্রকৃষ্ট আখ্যান লিপিবদ্ধ না থাকায়, উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণে বিশেষ সন্দিহান। কিন্তু পারস্য-রাজ দরায়ুসের ভারতাক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ প্রায় ভারতীয় স্বর্ণ-মুদ্রায় সংগৃহীত হইত। বিজেতা পারস্যরাজ-শক্তির অবসান-সময়ে পুনরায় পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য স্থাপিত হয়, তাই আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে মাকিদনপতি আলেকসান্দারের ভারতাক্রমণ হইতে পশ্চিমভারতে যবন-রাজবংশের সমাবেশ দেখিতে পাই। আলেকসান্দারের সহিত ক্ষত্রিয়-রাজ পুরু ও মৌর্য্যরাজ অশোক কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [আলেকসান্দার, পুরু, প্রিয়দর্শী ও যবন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যবন-রাজবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ভারতে শক ও হূণ জাতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইহারা কেহই ভারতের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ভারতে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মাবলম্বী ম্লেচ্ছগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ৬ শতাব্দের শেষভাগে ও ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভ-কালে ভারতভূমে একটী প্রবল সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ধীর অভ্যুত্থান হেতু বৌদ্ধ-প্রাধান্য বিলুপ্ত হইতেছিল। যে সময়ে প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ-সংগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইয়া হিমালয়ের অত্যুচ্চ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবক্ষে বিচরণ করিতেছিলেন; ঠিক সেই সময়ে সুদূর পশ্চিম আরবে ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ জীবলীলার অবসান করিয়াছিলেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মোন্মাদমত্ত উদ্ধতস্বভাব মুসলমানগণ একে একে উত্তর আফ্রিকা, রোমসাম্রাজ্য ও পূর্ব্বে ভারত পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ করায়ত্ত করিয়াছিল। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ওস্‌মান ঠানা ও ভরোচ-জয়মানসে সেনা প্রেরণ করেন। ৬৬৩ ও ৬৬৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের চেষ্টা হয়। অতঃপর মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় অশীতিবর্ষ পরে বোগদাদের অধীশ্বর খলিফা ৱালিদের মহম্মদ্‌বীন্-কাসিমনামা আরবসেনানী ৭১১ খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্থানের মরুরাজ্য অতিক্রম করিয়া সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দাহির নামা জনৈক ব্রাহ্মণ নরপতি

সিন্ধু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি উদ্ধত ও উন্মুক্তকৃপাণ আরবসৈন্যের সম্মুখীন হইতে সমর্থ না হইয়া স্বরাজ্য মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করেন। যুদ্ধ-সময়ে আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ নামক নগরদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। কাসিম ও তদ্বংশীয় মুসলমানগণ বহুদিন এখানে আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারেন নাই। সৌবীর-ক্ষত্রিয়গণ উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে মুসলমান দিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে সিন্ধুরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন।

এই সময় হইতে ভারতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য সমুপস্থিত হয়। মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজয়ের পর হইতে সকল ক্ষত্রিয়-সন্তানই আত্মরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের পর, আর কোন হিন্দুনরপতিই ভারতে একচ্ছত্রাধিপত্য-স্থাপন করিতে পারেন নাই। বঙ্গ, মগধ, কনোজ, কালঞ্জর, মালব, রত্নপুর, গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী, আজমীর ও সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিবর্গের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূট, চালুক্য, পরমার, চৌহান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজবংশ স্বতন্ত্ররূপে স্বীয় স্বীয় স্বাধীনতা-কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত থাকায় পরস্পরে বাহ্যতঃ পরস্পরের সহিত সদ্ভাব-স্থাপনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কিন্তু অন্তরে সকলেই পরশ্রী-কাতর ও ঈর্ষাপরবশ ছিলেন।

ভারতের এইরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা উপলব্ধি করিয়া ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সবক্তগিন্ ক্রমশই ভারত-সীমান্তে পদার্পণ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। ভাবী বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া লাহোরাধিপতি জয়পাল তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। ঐ সময়ে দিল্লী, আজমীর, কালঞ্জর ও কনৌজ প্রভৃতির রাজন্যবর্গ তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা জয়ী হইতে পারেন নাই। সবক্তগিন্ পেশাবর প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তৎপুত্র মাহ্মুদ ১০০১ হইতে ১০২৬খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ১৭বার ভারত আক্রমণ করেন। তাহার ফলে পশ্চিমে পঞ্জাব, দক্ষিণে গুজরাত, পূর্ব্বে কানোজ, উত্তরে কাশ্মীর পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার করতলগত হইল। তিনি ভারতে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই। কেবল অর্থলুণ্ঠন দ্বারাই পরিপুষ্ট হইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আদৌ ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১০৩০ খৃঃ অঃ মাহ্মুদের মৃত্যুর পর লাহোর ও নাগরকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দুগণ স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লাহোর নগর কিছু দিনের জন্য মাহ্মুদ-রাজবংশধর বৈরামের শাসনাধীন ছিল, আফগানস্থানে ঘোর ও গজনীবংশের পরস্পর বিরোধে গজনী-রাজবংশ উৎসাদিত হয় এবং ঘোররাজবংশ ক্রমশঃ কাবুল-রাজ্যে প্রতিপত্তি-বিস্তার করিতে থাকে। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গজনীবংশ লাহোর-রাজধানীতে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

ঘোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর অধিকার করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খুশ্রু মালিককে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লাহোর অধিকারপূর্ব্বক সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

যে সময়ে আফগানস্থানে গজনী ও ঘোর সর্দ্দারগণের পরস্পর বিরোধ চলিতেছিল, ঠিক ঐ সময়ে ভারতসাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেছিল। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহান-কুলোদ্ভব পৃথ্বীরাজ এবং কান্যকুব্জাধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্র পরস্পরে উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত করেন। ঘোরি-রাজধানী লাহোরের নিকটস্থ রাজন্যগণকে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচারী দেখিয়া, সুযোগমত ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ দিল্লী আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তিরোরীর-যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরি-রাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের থানেশ্বর-রণক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ ধৃত ও নিহত হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দু-শাসন বিলুপ্ত হইল। চন্দ্র-বংশীয় পাণ্ডবগণের বলবীর্য্যলব্ধ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী এতদিনের পর মুসলমান-রাজবংশের করায়ত্ত হইল।

দিল্লী নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া মহম্মদ ঘোরী পর বৎসর (১১৯৪ খৃঃ অঃ) কনোজ ও বারাণসী আক্রমণ করেন। এতোবার যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলে, তদ্রাজ্য মুসলমানরাজের শাসনভুক্ত হয়। বারাণসী ও কনোজ-বিজয়ান্তে জয়লব্ধ ধন রত্ন লইয়া মহম্মদ গজনী-অভিমুখে প্রস্থান করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীনকে রাজ্য-শাসনার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। কুতব দিল্লী রাজধানী হইতে শাসন-সম্পর্কীয় সুব্যবস্থা করিয়া ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন। তাঁহার খ্যাতনামা সেনাপতি মহম্মদই-বখ্তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গরাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণপূর্ব্বক বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিক্রমপুরাভিমুখে পলায়ন করেন।

সবক্তগীনের অধিকার কালে (৯৭৭ খৃঃ) পেশাবর প্রদেশ আফগানরাজ্যের সীমাভুক্ত হইয়াছিল। মাহ্মুদ ঐ সীমা পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া যান। তৎপরে

মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুর মোহানা হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তবিভাগে মুসলমান-প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর (১২০৬ খৃঃ) হইতে প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ গজনীর অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লী-রাজধানীতে রাজত্ব করিতেছিলেন; সুতরাং তাঁহাকেই ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান-সম্রাট্ বলিয়া গণনা করা যায়। তাঁহার রাজত্ব হইতে ইব্রাহিম লোদির অধিকার পর্য্যন্ত (১২০৬-১৫২৬ খৃঃ অঃ) সময়কে পাঠানবংশের অধিকারকাল বলা যায়।

দাসবংশ।

কুতবউদ্দীন প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন; এজন্য তদ্বংশীয় ১০ জন নরপতি ইতিহাসে 'দাসরাজ' নামে অভিহিত। কুতবউদ্দীনের শাসন-সময়ে নাসিরুদ্দীন্ মূলতান ও সিন্ধু প্রদেশে এবং বখ্তিয়ার বঙ্গ ও বেহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আল্তিমিশ্ নামক তাঁহার জনৈক ক্রীতদাস রাজানুগ্রহে জামাতৃপদ লাভ করেন। এই ব্যক্তি কুতবপুত্র আরামকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মালব জয় করিয়া রাজপুতানা ভিন্ন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত-ভূভাগে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১২৩৬ খৃষ্টাব্দে আলতিমিশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকুণ্ উদ্দীন্ ও পরে কন্যা সুলতানা রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। রিজিয়া ভিন্ন ভারতের মুসলমান-সিংহাসনে আর কোন রমণী আরোহণ করেন নাই। জনৈক ক্রীতদাসের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকায় রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হন। তদনন্তর তদ্‌ভ্রাতা বহরাম, রুকুণপুত্র মসাউদ ও আলতিমিশ-তনয় নাসিরুদ্দীন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। আলতিমিশের রাজত্বকালে তাতার দেশে চেঙ্গিস্ খাঁ নামে মোগলবংশের যে সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হইয়াছিল, তাহারই প্রখরতর কর-প্রসারণে নাসিরের ভারত-সাম্রাজ্য ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মোগলগণ কএকবার ভারত আক্রমণ করিয়াও দাসবংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। নাসিরের পরলোকান্তে তাঁহার ভগিনীপতি গয়াসুদ্দীন্ বুলবন খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজ্যকালে বাঙ্গালার নবাব তুগ্‌রিল খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বীয় পুত্র বখরা খাঁকে বঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বখরা খাঁর পুত্র কৈকোবাদ দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তিনি রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ হইলে, খিলিজিবংশীয় পরাক্রান্ত অমাত্যগণ তাঁহাকে নিহত করিয়া জলাল উদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

দাসরাজগণের সিংহাসনাধিরোহণ-কাল।

কুতব উদ্দীন্	……১২০৬	বহরাম	……১২৩৯
আরাম	……১২১০	মসাউদ	……১২৪১
আলতিমিশ	……১২১১	নাসির উদ্দীন্	……১২৪৬
রুকন্ উদ্দীন্	……১২৩৫	বুলবন	……১২৬৬
সুলতানা রিজিয়া	……১২৩৬	কৈকোবাদ	……১২৮৬

খিলিজিবংশ।

কৈকোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া খিলিজি-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জলাল উদ্দীন্ দিল্লী-সিংহাসনে সমাসীন হন। তাঁহার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন বুন্দেলখণ্ড, মালব ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া পিতৃব্যের শাসনসীমা বিস্তার করিয়া যান। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহারাষ্ট্রের যাদববংশীয় নরপতি রামরাজকে আক্রমণ করেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, তিনি নিজ রাজধানী দেবগিরি রক্ষায় সমর্থ হন নাই, সুতরাং বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হন। জয়োদ্দৃপ্ত আলাউদ্দীন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজধানী অভিমুখে ফিরিতেছেন শুনিয়া, জলাল উল্লসিত মনে তাঁহাকে আলিঙ্গনার্থ অগ্রসর হইতেন, কিন্তু ক্রূরমনা আলাউদ্দীন স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন।

আলা উদ্দীনের চিতোর-আক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাণা ভীমসিংহের পত্নী প্রথিতনামা পদ্মিনী দেবী এই যুদ্ধে চিতানলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত সেনানী রাজপুতবংশীয় মালিক কাফুর কর্ত্তৃক পরিচালিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়-বাহিনী দেবগিরি ও দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজ এবং ওরঙ্গলের কাকতেয়দিগকে পরাভূত করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত উৎসাদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম সেনানী উলঘ খাঁ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া গুজরাত অধিকার করেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ও কর্ত্তব্যহীনতা হেতু দিল্লীশ্বরকে আর অধিক দিন এ সুখ-সাম্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার অধীনস্থ মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের বিদ্রোহ, কুতলু খাঁ-পরিচালিত মোগলসৈন্যের আক্রমণ এবং চিতোর, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের হিন্দুনরপতিগণের স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস, শেষ জীবনে তাঁহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার মৃত্যুসময়ে হরপালদেব দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুর সিংহাসন-অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্রাটের তৃতীয় পুত্র মুবারক তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি, আপন ভ্রাতা ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্যবর্গের নিধন সাধন করেন। অনন্তর দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হইয়া হরপালদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। মালিক খসরু নামক ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী জনৈক হিন্দু তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রাজানুগ্রহে ঐ ব্যক্তি রাজ্যের চর্ত্তা কর্ত্তা হইয়াছিল। দিল্লীতে মদ্য-পান-নিরত ও সুখশয্যায় শয়িত থাকিয়া মুবারক যখন স্বীয় ঐশ্বর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলেন; তখন তাঁহার প্রিয়তম খসরু দাক্ষিণাত্য ও মলবার-উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ জয় করিয়া তাঁহার সমৃদ্ধিরাশি গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সসৈন্যে প্রত্যাগত হইয়া মুবারককে হত্যা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন লাভের সুখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়া গেল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াস উদ্দীন্ তোগলক, সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্ব্বক খসরুকে নিহত করিলেন (১৩২১)।

খিলিজিবংশের অধিকার-কাল (১২৮৮-১৩২১)।

জলাল উদ্দীন্ ... ...১২৮৮ মুবারক ১৩১৬
আলা উদ্দীন্ ... ...১২৯৫ খসরু ১৩২১

তোগলকবংশ।

মালিক কাফুর ও মালিক খুস্‌রু সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি মুসলমান-শাসনাধীন করিলেও তৎকালে মহারাষ্ট্রভূমি হিন্দুরাজন্যবর্গের প্রাধান্য-পূর্ণ ছিল, কিন্তু গিয়াস্ উদ্দীন্ তদ্দেশ অধিকার করিয়া হিন্দুশাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বিদর ও ওরঙ্গলরাজ কর দিয়া অব্যাহতি পান। তিনি সুবর্ণগ্রাম জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, পুত্র জুনা খাঁর (আলুফ খাঁ) ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

বৃদ্ধ পিতাকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া 'মহম্মদ তোগলক' নাম গ্রহণপূর্ব্বক আলুফ খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাঠানরাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও নানা বিদ্যার পারদর্শী হইলেও একমাত্র অবিমৃষ্যকারিতাই তাঁহার সমস্ত অনর্থ বা দোষের আকর হইয়াছিল। দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি দিল্লীর অধিবাসিবৃন্দকে যেরূপ নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহারই অনুরূপ হঠকারিতায় তাঁহার চীন ও পারস্য-অভিযান অকালে বিলয় পাইয়া যায়। প্রভূত ধন ও অসংখ্য সেনা বৃথা নষ্ট হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। তিনি স্বীয় রাজকোষ পূরণকল্পে (নোটের ন্যায়) তাম্রখণ্ড প্রচলনে বৃথা চেষ্টা পান। অভিমত বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া, তিনি প্রজাবর্গের উপর অসঙ্গত কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইয়া পড়ে এবং এই বিদ্রোহের সময় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কতকগুলি জনপদ হিন্দুরাজবংশের ও স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তাদিগের করতলগত হয়।

মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে, খ্বাজা জহান একটী ৬য় বৎসরের বালককে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সময়ে ফিরোজ তোগলক সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহম্মদের অন্তিম-প্রার্থনানুসারে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে উপবেশন করান হয়।

মহম্মদ নিজবীর্য্য ও বুদ্ধিবলে যে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, শেষজীবনের দুর্ব্বুদ্ধিতা হেতু তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া যান। পরবর্ত্তী মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ স্বীয় অপূর্ব্ব মৈত্রী-কৌশলে যে দৃঢ়বন্ধনে ভারতসাম্রাজ্য আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক অরঙ্গজেবের বুদ্ধিহীনতায় তাহার দৃঢ়গ্রন্থি শিথিল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তৎকালে পাঠান-সেনা-মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের সমাবেশ হওয়ায় রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলতার সূত্রপাত হয়। তুর্ক, আফগান, মোগল ও ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণ পরস্পরে পরস্পরের প্রাধান্য-স্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ী সেনাদল ও শাসনকর্ত্তাগণের পরস্পর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল।

ফিরোজ তোগলক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমেই দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালার নরপতিদিগকে দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের উদারপ্রকৃতিগুণে স্বল্পমাত্র কর লইয়াই তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনাপন রাজকার্য্য-পরিচালনা করিতে আদেশ দিলেন। ফিরোজাবাদ নগর-স্থাপন, মসজিদ্, প্রাসাদ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, সেতু, সরাই, মুসাফির-খানা, কূপ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, শতদ্রু, কাগার ও যমুনা নদী হইতে খাল-কর্ত্তন, বাঁধ-নির্ম্মাণ ও সুদীর্ঘ জলাশয়-নির্ম্মাণ প্রভৃতি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। রাজ-ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ হইয়া তিনি ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র নাসির উদ্দীন মহম্মদের জন্য সিংহাসনত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ বালক স্বীয় বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে ভ্রাতৃবর্গের বিরোধী হওয়ায় দিল্লীনগরে মহাহত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনার পর ফিরোজ

পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পৌত্র গিয়াস উদ্দীন্ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নিরন্তর মদ্যপানে আসক্ত থাকায় তাঁহার স্বসম্পর্কীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে ৫ মাস রাজ্যভোগের পর নিহত করেন।

গিয়াসকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া পুণ্যাত্মা ফিরোজের অন্যতম পৌত্র আবুবথর দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। দশমাস রাজত্বের পর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে ফিরোজের অপর পুত্র যুবরাজ মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক আবুবথর রাজ্যচ্যুত হন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি নাসির উদ্দীন্ মহম্মদ তোগলক নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তাঁহাকে আবুবথর ও মেবাতী রাজপুতগণের বিদ্রোহ-দমনে বদ্ধপরিকর হইতে হয়। আবুবথর তাঁহাকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করে এবং মেবাতীবিপ্লবে তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। উভয় যুদ্ধের দারুণ পরিশ্রমে তিনি রোগগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই (১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ৪৫ দিন রাজত্বের পর হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন, সুতরাং সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অতঃপর মৃতরাজা নাসির উদ্দীন্ মহম্মদের অন্যতম পুত্র মাহ্মুদকেই সিংহাসনে বসান সাধারণের অভিপ্রেত হয়। পাঠান-রাজবংশের অধঃপতনের প্রাক্কালে যে শাসন-বিশৃঙ্খলতা সমুপস্থিত হয়, তাহাই সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া স্বাধীনরাজ্যসমূহ সংগঠন করে। বালক মাহ্মুদের রাজত্ব সাধারণের অভিমত ছিল না। একদল মাহ্মুদকে লইয়া প্রাচীন দিল্লী-প্রাসাদে রহিলেন। অপরে ফিরোজ তোগলকের পৌত্র নসরৎ খাঁকে লইয়া ফিরোজাবাদে রাজমুকুট পরা-ইলেন। অমাত্যগণের গৃহ-বিপ্লবে দিল্লী নগরী জনশূন্য হইতে লাগিল। ৩ বর্ষ অজস্র রক্তপাতের পর, ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে একবাল খাঁ মাহ্মুদকে হস্তগত করিয়া নসরৎ খাঁকে নগর হইতে তাড়াইয়া দেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বাঙ্গালা, মালব, খান্দেশ, গুজরাত প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীন হইলেন। জগদ্বিখ্যাত মোগল-সম্রাট্ তৈমুরলঙ্গ সমর-কন্দে থাকিয়া এই পাঠান-বিপ্লবের বিষয় অবগত হন। তিনি অবসর বুঝিয়া স্বীয় বিপুল সেনাদল দিল্লী-অভিমুখে পরিচা-লিত করেন।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি পঞ্জাব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে জানুয়ারী মাসে পাণিপথের পথ ধরিয়া ফিরোজাবাদের সম্মুখে উপনীত হন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাহ্মুদ উজীর গুজরাত প্রদেশে পলায়ন করেন। তৈমুর আপনাকে ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সৈয়দ খিজির খাঁকে লাহোর-রাজধানীতে আপনার প্রতিনিধিরূপে রাখিয়া যান। ইহার পর বিভিন্ন স্থানের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাগণ স্বাধীনভাবে শাসন-বিস্তার করিতেছিলেন। প্রথমে নসরৎ খাঁ দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করেন, পরে মাহ্মুদ উজীর একবাল খাঁর সহযোগে দিল্লীধামে প্রবেশপূর্ব্বক নষ্ট রাজ্য উদ্ধারের প্রয়াস পান। এখানে ১৪১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তোগলকবংশের রাজ্য লোপ হয়।

তোগলকবংশের অধিকার-কাল।

গিয়াস্উদ্দীন ১৩২১ খৃ: অ:
মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খৃ: অ:
ফিরোজ (ঐ) ১৩৫১ খৃ: অ:
নাসির উদ্দীন্ মহম্মদ ১৩৮৭ খৃ: অ: মাসারকাল।
ফিরোজ (পুনরায়) ১৩৮৮ খৃ: অ:
গিয়াস উদ্দীন্ ১৩৮৮ অক্টোবর হইতে ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী
আবুবথর ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত।
নাসিরউদ্দীন মহম্মদ (২য়) ১৩৯০-১৩৯০ খৃ: অ:
হুমায়ুন······৪৫ দিন মাত্র।
মাহ্মুদ······১৩৯৪-১৪১২, মধ্যে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ দিন তৈমুরলঙ্গ রাজত্ব করেন।

সৈয়দবংশ।

মহম্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণের অনুরোধে উজীর-প্রধান ও সেনাপতি দৌলৎ খাঁ লোদীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। লাহোর-প্রতিনিধি খিজির খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। বন্দি-অবস্থায় ১৪১৬ খৃ: অ: দৌলতের মৃত্যু হয়। ১৪১৬-২১ খৃ: অ: পর্য্যন্ত খিজির খাঁ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ শাসন করিয়াছিলেন। ১৪২২ খৃ: অ: তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুবারক সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বীয় বেতনভোগী হিন্দুকর্ম্মচারীদিগের হস্তে নিহত হন। তৎপরবর্ত্তী সৈয়দ-রাজ মহম্মদ (১৪৩৫-১৪৪৫ খৃ: অ:) ও আলাউদ্দীনের (১৪৪৫-১৪৭৮ খৃ: অ:) রাজ্যকালে বিভিন্ন শাসনকর্ত্তাগণের বিদ্রোহ-দমন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আলা-উদ্দীন্ সাত বৎসর রাজত্বের পর ১৪৫২ খৃ: অ: স্বীয় ভ্রাতার জন্য সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকীয় কোলাহল হইতে

অবসর গ্রহণ করিয়া বদাউনের নিভৃত নিলয়ে ধর্ম্মালোচনায় নিরত হন। তাঁহার অবসরসময়ে বহ্‌লোল লোদীনামা জনৈক সম্ভ্রান্তবংশীয় আফগান, রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আলাউদ্দীন্ তাঁহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

লোদীবংশ।

বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া লোদীবংশীয় আফগান-গণ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। খিজির খাঁর সহিত তোগলকাধীন উজীর একবাল খাঁর যুদ্ধসময়ে বহ্‌লোল লোদীর খুল্লতাত স্বহস্তে একবালের প্রাণ সংহার করেন। কৃতোপকারের পারিতোষিক স্বরূপ তিনি সৈয়দ-প্রতিনিধি কর্ত্তৃক সরহিন্দের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি ভ্রাতুষ্পুত্র বহ্‌লোলের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন *। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি সরহিন্দের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার যশোভাতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সৈয়দরাজ তাঁহাকে উজীর পদ দিয়া বিশেষ সম্মাননা করেন। ১৪৭৮ খৃঃ অঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৪৫২ (মতান্তরে ১৪৫০) খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের বুদাউন প্রস্থানের পর হইতেই বহ্‌লোলের দিল্লীরাজ্যশাসনকাল কল্পনা করা যায়। ২৭ বৎসর যুদ্ধের পর তিনি শর্কি রাজগণের নিকট হইতে জৌনপুর কাড়িয়া লন। বহ্‌লোল নিজ অধিকৃত হিমালয় হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহার পাঁচ পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু অমাত্যবর্গের প্রার্থনায় তাঁহার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। অমাত্যগণ তাঁহার এক পৌত্রকে এবং বেগম সাহেবা তাঁহার পুত্র নিজাম খাঁর জন্ম সিংহাসন রাখিতে বহ্‌লোলকে অনুরোধ করেন। এরূপ গোলযোগের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটে।

পৌত্রকে সিংহাসন দিতে বহ্‌লোলের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্বাক খাঁর অভিমত থাকিলেও অমাত্যগণ যুবরাজ নিজাম খাঁকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সিকেন্দর লোদী নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লী-সিংহাসনে আসীন হইয়াই বিরুদ্ধাচারী স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বার্ব্বাকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মালব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরাজগণ তাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃবিরোধ ও তাঁহার পিতার হিন্দুবিরোধ ইতিহাসে অতুলনীয়।

তাঁহার রাজত্বকালে বেহারের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খাঁ লোহানী ও পঞ্জাবপতি দৌলৎ খাঁ লোদী দিল্লীর অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করেন। দৌলতের সাদর আমন্ত্রণে মোগলসম্রাট্ বাবর, সসৈন্যে কাবুল হইতে আসিয়া পাণিপথের রণক্ষেত্রে ১৫২৬ খৃঃ অঃ ইব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীরাজ-সিংহাসন অধিকার করেন, ইব্রাহিমের পতন হইতে পাঠান-বংশের নিষ্ঠুর অত্যাচার ভারত হইতে লোপ পাইয়াছিল।

পাণিপথ-যুদ্ধের অবসান হইলে, মোগলের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোগল-রাজবংশের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে, পাঠানশাসনে প্রপীড়িত হইয়া যে সকল মুসলমানবংশ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পাঠান-রাজত্বে ভারতের প্রকৃত অবস্থা।

মহম্মদ তোগলকের কঠোর অত্যাচারই পাঠান-সাম্রাজ্যের অবনতির মূল কারণ। তাঁহার পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দ মধ্যে পাঠানরাজবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এই পতন-প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে কএকটী স্বাধীন-মুসলমানরাজ্যের অভ্যু-দয় হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ পাঠানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন।

এই সকল মুসলমান-শাসনকর্ত্তাগণ সময়ে সময়ে হিন্দু কর্ম্মচারিগণের উপর বিশ্বাসস্থাপনপূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু যেখানে মোল্লাদিগের প্রভাব বিস্তৃত ছিল, সেইখানেই হিন্দুগণ বিশেষরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতেন। এই বিদ্বেষী ম্লেচ্ছগণের উপদ্রবে কাশী ও পুরীধাম ব্যতীত কুরু-ক্ষেত্র, প্রভাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও গুজরাত প্রদেশের নানা তীর্থক্ষেত্র ও মন্দিরাদি উৎসাদিত এবং তৎপরিবর্ত্তে অনেক মসজিদ্ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই নিগ্রহের সময় অসংখ্য তেলী, জোলা, নিকারি, পাঁজারি, পটুয়া ও পার্ব্বতীয় বিভিন্ন জাতি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। হিন্দুশক্তির অভাব

* মুসলমান ইতিহাসে বহ্‌লোলের জন্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। বহ্‌লোল যখন মাতৃগর্ভে জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন বিধির বিপাকে গৃহছাদ ভগ্ন হওয়াও তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়; কিন্তু গর্ভস্থ শিশু জীবিত থাকায় গর্ভ বিদারণ করিয়া সেই ভ্রূণকে পিতৃব্য শাহ লোদী বিশেষ যত্নে লালন পালন করে। বহ্‌লোলের অলৌকিক সুলক্ষণ দেখিয়া শাহ লোদী তাঁহার বহ্‌লোল নাম রাখিয়া দেন। পিতৃব্যের কর্ত্তৃত্বাধীনে তিনি বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। [বহ্‌লোল লোদী দেখ।].

হেতু ধর্ম্মলোপ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিয়ম-সংস্কারের জন্য স্মৃতিসংগ্রহ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই আমরা মুসলমান প্রাদুর্ভাবের বিভিন্ন সময়ে মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, আচার্য্য চূড়ামণি, প্রতাপরুদ্র, রঘুনন্দন ও কমলাকর প্রভৃতিকে হিন্দুধর্ম্মরক্ষায় তৎপর দেখিতে পাই।

পাঠান-সংঘর্ষণের বিশেষ আলোড়নে হিন্দুসমাজে একটী মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মুসলমানের একেশ্বর উপাসনার অনুকরণ করিয়া হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ-প্রাদুর্ভাবের সময় ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও আচার্য্যগণের হস্তে যেরূপ ধর্ম্মবিস্তারের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় ১৫শ বা ১৬শ শতাব্দেও তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ব্যতীত সাধু সন্ন্যাসীর যত্নে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সময়ে পালি ও মাগধী প্রভৃতি ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ রচিত হইয়া তত্তদ্ভাষা যেরূপ পুষ্ট ও পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, এই সময়েও চৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা, নানক হইতে পঞ্জাবী, কবীর হইতে হিন্দী ও তুকারাম হইতে মহারাষ্ট্রী ভাষায় নানাগ্রন্থ প্রচারিত হয়।

একদিকে যেমন ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমাবেশে ভারতীয় হিন্দুগণের ধর্ম্মপ্রাণ উত্তেজিত হইয়া ছিল, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রবাহে ভারতের নানাস্থানে খণ্ডরাজ্যসমূহ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-শাসন বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতে দাক্ষিণাত্যে কএকটী হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলেও মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষে দেশোৎসাদনকর মহৎ অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের শাসন-বিশৃঙ্খলায় সুবর্ণগ্রাম ও গৌড়ের শাসনকর্ত্তারা বিদ্রোহী হন। অবশেষে গৌড়েশ্বর সামস্-উদ্দীন্ সমগ্র বাঙ্গালা অধিকারপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ফিরোজ তোগলক ইঁহাকে দমন করিতে না পারিয়া, ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার পর দিনাজপুরের হিন্দু রাজা গণেশ (কংস) সামস্ উদ্দীনের পৌত্রকে নিধন করিয়া ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার বংশীয়গণ প্রায় ৪০ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪৪৫ খৃ: অ: তাঁহার বংশধরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় সামস্ উদ্দীনের বংশধর ইলায়সশাহী রাজগণ ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বের শেষ সময় খোজা ও হাব্‌সিগণের বিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল। হাব্‌সি-সর্দ্দার ফিরোজ পুরবী (১৪৯১-৯৩ খৃ:অ:) বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তৎপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মুজঃফর হাব্‌সি সিংহাসন অধিকার করিলেন; কিন্তু অমাত্যবর্গ ১৪৯৬ খৃ: অ: ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিধন-পূর্ব্বক উজীর সৈয়দ সরিফকে সিংহাসন প্রদান করেন।

মন্ত্রিপ্রধান আলাউদ্দীন্ হুসেন-শাহ নামধারণ করিয়া বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খোজা হাব্‌সিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বাল্যকালে সুবুদ্ধি খাঁ নামক জনৈক কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীর অধীনে কর্ম্ম-কালে তিনি হিন্দুর সৌজন্যে বিশেষ প্রীত ছিলেন। হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া তিনি রূপ ও সনাতন নামক ধার্ম্মিক হিন্দুপ্রবরকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তৎপুত্র নসরৎ শাহ ও মাহ্মুদ সাহের রাজত্বের ১৫৩৬ খৃ: অ: শেরশাহ মাহ্মুদকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার সুলতান হন। তদ্বংশীয়-গণ দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়েন। ১৫৬৩ খৃ: অ: করাণীবংশীয় সুলিমান তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গসিংহাসন কাড়িয়া লয়েন।

সুলিমানের হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী বিখ্যাত সেনানী কালাপাহাড় ১৫৬৫ খৃ: অ: মুকুন্দদেবকে পরাজিত ও জগন্নাথ-মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৫৭২ খৃ: অ: সুলিমানের মৃত্যুর পর তদ্ভ্রাতা [illegible] খাঁ বাঙ্গালার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার সহিত মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালা প্রদেশ ১৫৭৫ খৃ: অ: মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের শাসনকর্ত্তা মালিক উস্ শর্ক (খোজা জহান্) ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে স্বাধীনশাসন বিস্তার করেন। তদ্বংশীয় ৬ জন রাজা জৌনপুরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী কর্ত্তৃক জৌনপুর বিধ্বস্ত হইলে শর্কিবংশের অবসান হয়। [জৌনপুর দেখ]

তৈমুর-লঙ্গের ভারতাক্রমণ-সময়ে (১৪৪৩ খৃ:অ:) দিল্লীশ্বর মুলতান প্রদেশে শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনে অক্ষম হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ সেখ য়ুসুফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনো-নীত করে। ১৪৪৫ খৃ: অ: লুঙ্গবংশীয় রায় শিহরা তাঁহাকে নিহত করিয়া মুলতান অধিকার করেন। [illegible]৩৭ খৃ: অ: পর্য্যন্ত লুঙ্গবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎ-পরে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা শাহ হুসেন অর্ঘুণ মুলতান জয় করেন। সম্রাট্ অকবর শাহ অর্ঘুনরাজ্য নিজ শাসনা-ধীন করিয়াছিলেন। [মুলতান দেখ]

গুজরাতের শাসনকর্ত্তা ফর্হাৎ-উল্-মুলক্ হিন্দুর পক্ষাব-লম্বন করিয়া হিন্দুমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন শুনিয়া, দিল্লী-

পর ১৩৯১ খৃ: অ: জাফরনামা জনৈক বিধর্ম্মী রাজপুতকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১০৩৮ খৃ: অ: মামুদ-বিধ্বস্ত সোমনাথ-মন্দির ভীমদেব কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইলেও আলাউদ্দিনের হস্তে পুনরায় নষ্ট হইয়াছিল। ঐ সঙ্গে অন্যান্য মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রসমূহ জাফর কর্ত্তৃক অপবিত্রীকৃত হয়। ১৩৯৬ খৃ: অঃ জাফর সুলতান মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার বংশধর আহ্মদ তাঁহার মৃত্যুর পর (১৪১২ খৃ: অ:) অনহিলপত্তন হইতে আহ্মদাবাদে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। মালবরাজ হুসঙ্গ শাহ এবং খান্দেশের ফরুকি-রাজগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তদ্বংশধর মামুদ-বিগাড়া জুনাগড় ও চম্পা নগরের হিন্দুসামন্তরাজা এবং ২য় মুজঃফর মালব জয় ও পর্ত্তুগীজদিগকে সমুদ্রবক্ষে পরাজিত করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃ: অ:, বাহাদুরশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মালব আক্রমণ করেন। ১৫৩১ খৃ: অ: মালবরাজ্য তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ মালব-রাজ্যের সহায়তা করায় ১৫২৯ খৃ: অ: তিনি চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর অধিকার করিলে, রাজপুত-কুলললনাগণ চিতারোহণপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করেন। এই অবরোধের সময় ভারতে সর্ব্বপ্রথম কামানের ব্যবহার হইয়াছিল।

রাণা সংগ্রামসিংহের বিধবা-পত্নী রাণী কর্ণাবতী বৈরনির্য্যাতন-পরবশ হইয়া মোগলসম্রাট্ হুমায়ুনের শরণাপন্ন হন এবং 'রাখি' প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন। তদনুসারে হুমায়ুন চিতোর অধিকারপূর্ব্বক গুজরাত আক্রমণ করিলে, বাহাদুর শাহ দীউ দ্বীপে পলাইয়া যান। পর্ত্তুগীজগণ বহুকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য দীউ দ্বীপের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। হুমায়ুন কর্ত্তৃক তাড়িত বাহাদুরশাহ পর্ত্তুগীজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে দীউ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। তৎপরে শেরশাহ-বিপ্লবে হুমায়ুন বিতাড়িত হইলে তিনি স্বাধীন হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। পর্ত্তুগীজগণের সহিত সন্ধি-ভঙ্গের প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া, পর্ত্তুগীজনেতাগণ ১৫৫৭ খৃ: অ: তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক হত্যা করেন। গুজরাতের শেষ রাজা ৩য় মুজঃফর স্বীয় রাজ্য সম্রাট্ অকবর শাহকে সমর্পণ করিয়া ১৫৭২ খৃ: অ: দিল্লীর মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা পান, কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় তিনি শেষজীবন কাঠিয়াবাড়ের হিন্দু নরপতি রায়-সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। [গুর্জ্জর দেখ।]

দিলাবর খাঁ ঘোরি নামা ফিরোজ তোগলকের জনৈক অমাত্য মালবের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪০১ খৃ: অ: স্বীয় স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া মাণ্ডুনগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হোসেঙ্গাবাদ-স্থাপয়িতা তৎপুত্র হোসঙ্গ বিশেষ রণদক্ষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মামুদ খিলিজি মালব জয়পূর্ব্বক আজমীর, করোলী ও রণস্তম্ভপুর অধিকার করেন। প্রথম হইতে তৃতীয় খিলিজি-রাজের অধিকারে মালবে অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৫১২ খৃ: অ: নসর উদ্দীন্ খিলিজির রাজত্বে সংঘটিত রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় মালবরাজ ২য় মামুদ মেদিনীরায় নামক একজন রাজপুত সর্দ্দারের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন। মুসলমানগণ মেদিনীরায়কে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য গুর্জ্জরপতি ২য় মুজঃফরের শরণ লয়। এদিকে গুর্জ্জররাজের আক্রমণে আত্মরক্ষায় অক্ষম বুঝিয়া মেদিনীরায় রাণা সংগ্রাম-সিংহের শরণাপন্ন হইলেন। এই সূত্রে চিতোর-রাজপুতগণের সহিত গুজরাতীয় মুসলমানসেনার যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধে আহত ও বন্দী হইয়া সুলতান মামুদ মাণ্ডুতে আনীত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গুর্জ্জরপতি বাহাদুর শাহের নিকট স্বীয় দুঃখবার্ত্তা জানাইলে, ১৫২৬ খৃ: অঃ তিনি মালব প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। [মালব দেখ।]

১৩১৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের ফরুখিরাজগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। বুর্হানপুরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।

[খান্দেশ ও ফরুখি দেখ।]

১৩৮৭ খৃঃ অঃ জাফর খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লী-সৈন্য পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্বীয় স্বাধীনতা বিস্তার করেন। বাল্যকালে তিনি গঙ্গ নামক একজন ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন। ব্রাহ্মণের ভাবী উক্তিতে তিনি রাজপদে আসীন হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের সদয় ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ উন্নতি-বচনের সার্থকতায় কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া তিনি হুসেন-গঙ্গ-বাহ্মণী নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর পবিত্র নামে ব্রাহ্মণীরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বাহ্মণী-রাজ্য সমৃদ্ধির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল। তৎকালে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, পশ্চিমে গোয়া, উত্তরে মালব ও উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে মসলীপত্তন পর্য্যন্ত দক্ষিণাঞ্চল তাঁহাদের করতলগত ছিল। ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ এবং মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধে বাহ্মণীরাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। [বাহ্মণীরাজবংশ, কুলবর্গ ও বিদর দেখ]

বাহ্মনী-রাজ্যের অধঃপতনের পর দাক্ষিণাত্যে পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

(১) আদিলশাহী-বংশ। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ য়ুসুফ আদিল শাহ এই রাজ্য স্থাপন করেন। বিজাপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৬৮৮ খৃঃ অঃ মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব ইহা অধিকার করেন।

(২) কুতবশাহী-বংশ। ১৫১২ খৃঃ অঃ কুৎব উল্ মুলক্ বিদরের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া গোলকোণ্ডায় স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। পরে হায়দরাবাদ নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ওরঙ্গল, দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রদেশের হিন্দু-সামন্ত-রাজগণ কুৎবশাহীর অধীনতা স্বীকার করেন। ১৬৮৮ খৃঃ অঃ ইহা মোগলের শাসনাধীন হইয়াছিল।

(৩) নিজাম-শাহীবংশ। বেরারবাসী ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণাধম নিজাম উল্-মুলক্ মাহ্মুদ গবান কর্ত্তৃক জুন্নরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তৎপুত্র আহ্মদ ১৪৯০ খৃঃ অঃ আহ্মদনগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬৩৬ খৃঃ অঃ শাহজহান কর্ত্তৃক ইহা মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

(৪) ইমাদশাহী-বংশ। হিন্দুকুলাধম ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী ফতে উল্লা ইমাদশাহ মাহ্মুদ গবান কর্ত্তৃক বেরারপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ গাবিলগড়ে ও পরে ইলিচপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৫৭১ খৃঃ অঃ ইহা আহ্মদনগরের নিজামশাহী-রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল।

(৫) বরিদশাহী-বংশ। বাহ্মনীরাজ মাহ্মুদের মন্ত্রী কাসিম বরিদ (১৪৯২ খৃঃ) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৎপুত্র আমীর বরিদ ১৫২৭ খৃঃ অঃ বিদর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বংশধর আলিবরিদ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। এই বংশীয় রাজগণের শাসন-বিশৃঙ্খলা হেতু বিদররাজ্য অনতিবিলম্বে বিজাপুরের অধীন হইয়াছিল। ১৬০৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বরিদশাহী-বংশধরগণ বিদারে অবস্থিত ছিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ অঃ ইহা মোগল-শাসন-ভুক্ত হইয়াছিল।

পাঠান-সাম্রাজ্যশক্তি অবসন্ন হইলে, যে সময়ে তন্মধ্যবর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ বিদ্রোহী হইয়া স্ব স্ব স্বাধীনতাসংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে বিজয়নগর, উড়িষ্যা, বাঘেলখণ্ড, মেবার প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজগণ প্রভূত শক্তি-সঞ্চয়ে বলীয়ান্ হইয়া মুসলমানগণের সহিত পূর্ণ প্রতাপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা ও রাজপুতানার বীরপুত্রগণ বীর্য্যপ্রভাবে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরবরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ যেরূপ উন্নতমস্তকে ও বীরদর্পে মুসলমান-শাসন-কর্ত্তাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন; ইতিহাসে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর বিপ্লবের সময় পর্ত্তুগীজগণ ভারতে পদার্পণ করেন।

বিজয়নগররাজ্য।

আলাউদ্দীন্-সেনানী মালিক কাফুর কর্ত্তৃক দ্বারসমুদ্রের হোয়শল বল্লালগণ পরাস্ত হইলে পর, মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের উপদ্রবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি শাসন-শৃঙ্খলাবর্জ্জিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বিজয়নগরে একটী স্বাধীন হিন্দুরাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। প্রতিষ্ঠাতা বুক্করায় বিজয়নগর-সিংহাসনে স্বীয় প্রভুত্বস্থাপন করেন। তৎপুত্র সঙ্গম এবং পৌত্র হরিহর ও বীর বুক রায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ১৩৩৬ হইতে ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য শাসন করেন। তাঁহাদের অধিকার-কালে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বেদভাষ্য ও দর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বীর বুক্কের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোয়ার মুসলমানগণ এবং বাহ্মনীরাজ তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে সমর্কন্দ-রাজদূত আব্দর্ রজ্জক বিজয়নগরের সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হন। ২য় দেবরায়ের শাসন-শৃঙ্খলাদোষে মন্ত্রিবর্গ পরস্পর বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং মন্ত্রিবর নরসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি নরসিংহ-পুত্র কৃষ্ণদেবরায়ের ১৫০৯-১৫৩০ (খৃঃ অঃ) অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎপুত্র অচ্যুতরায় ১৫৩০-১৫৪২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সদাশিব, রামরাজ ও তিরুমল্ল নামে তিন পুত্র ছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে বীর্য্যবান্ রামরাজই মুসলমানের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ একযোগে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজ নিহত হন এবং তাঁহার রাজধানী বিধ্বস্ত হয়। মান্দ্রাজের বেল্লারিবিভাগে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রামরাজের অধঃপতনের পর, সদাশিব পেন্নাকোণ্ডায় ভ্রাতা তিরুমল্লের নিকট গমন করেন। তিরুমল্লপুত্র বেঙ্কটপতি তথা হইতে গিয়া চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তদ্বংশীয় ৪র্থ বেঙ্কটপতির নিকট হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অঃ ইংরাজবণিক্গণ মান্দ্রাজনগরে স্থান প্রাপ্ত হন। আনগুণ্ডির বৃত্তিভোগী সর্দ্দার নরসিংহ-রাজবংশ-সম্ভূত। [বিজয়নগর দেখ।]

রেবারাজ্য।

গুর্জ্জর প্রদেশে চালুক্যশক্তির হ্রাস ঘটিলে, বাঘেলাগণ তদ্দেশে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ঐ বংশের

একতম শাখা বাঘেলখণ্ডে (বুন্দেলখণ্ডে) আসিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। গৌড় ও চেদিসৈন্য-সহায়ে তাঁহারা মধ্য-ভারতে প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী, বাবর ও অকবর শাহ বাঘেলাদিগকে বিশেষ সমাদর করিতেন। অকবরের আশ্রিত প্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন বাঘেলারাজ রামচন্দ্রদেবের সভা আলোকিত করিতেন। রেবানগরে ঐ বংশীয় সর্দ্দারেরা এখনও রাজ্যপালন করিতেছেন। [বুন্দেলখণ্ড ও রেবা দেখ।]

মেবার-রাজ্য।

রাজপুত-সামন্তরাজগণের মধ্যে মেবার কখনও মুসলমানের অবনতি স্বীকার করে নাই। বাপ্পারাওল, সমরসিংহ প্রভৃতি প্রথম হইতেই মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের-চিতোর আক্রমণ ও পদ্মিনী-চিতারোহণ ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। রাজপুত-কুলতিলক হামির, মুসলমানের নিকট হইতে চিতোর অধিকার করেন। তদ্বংশীয় মহারাণা কুম্ভ ও সংগ্রাম-সিংহ মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ গয়া অধিকার করিলে, সংগ্রাম-পরিচালিত রাজপুতসৈন্য তদ্বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি বাবরের সহযোগী হইয়া ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাবরকে ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী দেখিয়া তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর-সিক্রিতে মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হন। এই ভীষণ যুদ্ধে রাজপুতগণ হতবল হইয়াছিল। শেরশাহ কর্ত্তৃক হুমায়ুন-পরাজয়ের পর, বাহাদুরশাহ চিতোর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। তৎপরে উদয়পুরে রাজপুত-রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। হল্‌দীঘাট-বিজয়ী মহারাণা প্রতাপসিংহ অকবর শাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া অক্ষয় যশঃখ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

[প্রতাপসিংহ শব্দ দেখ।]

উড়িষ্যারাজ্য।

বিখ্যাত গঙ্গবংশীয় রাজন্তগণের প্রাধান্ত যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কলিঙ্গাধিপ রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব উৎকল বিজয় করেন। তদ্বংশীয় ৫ম নরপতি অনঙ্গভীমদেব জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন। আলাউদ্দীন খিলিজির রাজত্ব কালে, রাজা নরসিংহদেব বঙ্গের মুসলমানদিগকে বিশেষরূপে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। প্রবাদ ঐ সময়ে হুগলী জেলার পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীঘাট পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজগণের রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। উক্ত বংশে রাজা প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম্মের উপাসনায় মগ্ন হন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তেলিঙ্গানগর-অধিবাসিগণ এই সুযোগে মুকুন্দদেবকে রাজাসন দান করেন। রাজবংশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িষ্যার রাজশক্তির হ্রাস হইয়াছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় দুর্ব্বল উড়িষ্যাপতিকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশ বঙ্গ-শাসনসীমাভুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই পাঠানরাজ-বংশের অধঃ-পতনের প্রাক্কালে পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডাগামা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া কালিকটে সামরীরাজ সকাশে সমুপস্থিত হন। ঐ সময়ে আরবদেশীয় বণিক্‌গণ ভারতে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা পর্ত্তুগীজ-সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পায়। আরবদিগকে বাণিজ্যের ঘোর শত্রু জানিয়া পর্ত্তুগীজ স্বদেশ হইতে নৌসেনাদল আনয়ন করেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গুজরাত ও ইজিপ্তের মিলিত মুসলমান-নৌসেনা পর্ত্তুগীজের নিকট পরাজিত হয়। গোয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশস্থাপন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য-প্রভাববিস্তার প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। [পর্ত্তুগীজ শব্দ দেখ]

চঙ্গিস্ খাঁ ও তৈমুরকুলতিলক বাবরশাহ, দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রণে ভারতে আসিয়া ১৫২৬খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিম ভারত অধিকার করেন। জৌনপুরে দরিয়া খাঁ লোহানী স্বাধীনতা প্রয়াসী হইয়া আফগান-রাজ্য-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে বাবরহস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বারাণসী ও পাটনা অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাণা সংগ্রাম-সিংহকে ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বহু মোগলসৈন্য ক্ষয়েও হতবল করিয়াছিলেন। [বাবর দেখ।]

মোগল-রাজবংশ।

বাবরপুত্র হুমায়ুন পঞ্জাব ও অযোধ্যা প্রদেশ মোগল-শাসনভুক্ত করেন। মেবাররাণী কর্ণাবতীর প্রার্থনায় তিনি গুর্জ্জরপতি বাহাদুরশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময় দিল্লী-পূর্ব্বপ্রদেশে শের খাঁ নামক শূরবংশীয় জনৈক আফগানসর্দ্দার রাজত্ব করিতেছিলেন। সিকেন্দর লোদীর পুত্র মাহ্মুদ লোদীর অধীনে শের খাঁ কর্ম্ম করিতেন। মাহ্মুদকে পরাজয় করিয়া বাবর দরিয়া খাঁর পুত্র বালক জলালকে রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দাহুখাঁর উপর রাজ্যপরিচালন-ভার সমর্পিত হয়। শের খাঁ দাহুকে বশীভূত করিয়া বেহার রোহতস্ ও চুণার দুর্গের আধিপত্য লাভ করেন। শেরখাঁর ভয়ে ভীত হইয়া বঙ্গেশ্বর মাহ্মুদ হুমায়ুনের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে হুমায়ুন সসৈন্যে আসিয়া পাটনা অধিকার করিয়া

লন। বর্ষাগমে শের খাঁ মোগল-সৈন্তকে পরাজিত করিয়া বেহার, বারাণসী, চুণার, কনোজ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান জয় করেন। হুমায়ুন আগ্রা-অভিমুখে পলায়ন করিলে, বক্সর-রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে হুমায়ুন গঙ্গাগর্ভে ঝাপ দিয়া পলায়নের চেষ্টা পান। জলনিমগ্ন হইলে জনৈক জলবাহক তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

আগ্রায় উপনীত হইয়া হুমায়ুন যুদ্ধায়োজন করেন। কনৌজের সন্নিকটে পুনরায় মোগল ও পাঠানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন সপরিবারে ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ভ্রাতা কামরান্ পঞ্জাব-প্রদানপূর্ব্বক শের খাঁর রাজ্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন। শের খাঁ হইতে পুনরায় ভারতে পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

পাঠান-রাজবংশ।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া শের খাঁ দিল্লী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। পাশ্চাত্যগণের আক্রমণ হইতে স্বীয় সাম্রাজ্য-রক্ষণমানসে তিনি বিতস্তাতীরে বিখ্যাত রোতাস্ দুর্গ স্থাপন করিয়া যান। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে মালবদেশ বশীভূত করিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রায়সিনের (রায়সিংহ) দুর্গ অধিকার করেন। মারবার-রাজ্য অধিকার-পূর্ব্বক তিনি কালঞ্জর অবরোধ করিলেন। কালঞ্জরাধিপতি কীর্ত্তি-সিংহ অসীম সাহসে শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে অবরোধ-কালে শত্রুপক্ষীয় একটী জ্বলন্ত গোলা শেরশাহের বারুদখানায় আসিয়া পড়ায় শের শাহের মৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র শেলিম-শাহ কালঞ্জর অধিকার করিলে চন্দেল রাজবংশের অবসান হয়। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়া শেলিম গতাসু হইলে, তাঁহার শ্যালক মুবারিজ খাঁ স্বীয় ভাগিনেয় ফিরোজ খাঁকে অন্তঃপুর মধ্যে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া স্বয়ং 'মহম্মদশাহ' শূর-নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করেন। সাধারণের নিকট তিনি আদিলি নামেই পরিচিত ছিলেন; দিল্লীনগরে হিমু-নামক জনৈক হিন্দু দোকানদারের বাস ছিল। রাজচরিত্র কলুষিত ও ব্যসনাসক্ত হইলে হিমু রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ এই ব্যক্তি রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা এবং অধীশ্বর আদিলির প্রধান পরামর্শ-দাতা হইয়াছিলেন। হিমু স্বীয় স্বোপার্জ্জিত বুদ্ধিবলে সাম্রাজ্য-শাসনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজার ব্যয়াধিক্যে রাজকোষ শূন্য হওয়ায় অমাত্যগণের ভূসম্পত্তি-হরণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। তন্নিবন্ধন রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা সমুপস্থিত হয়। চুণারবিদ্রোহে অবকাশ পাইয়া ইব্রাহিম খাঁ নামক আলার কোন নিকটাত্মীয় আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন। এদিকে রাজ-শ্যালক সিকেন্দর শাহ্ পঞ্জাব প্রদেশে স্বীয় রাজচ্ছত্র বিস্তার করিলেন। সিকেন্দর-হস্তে পরাজিত হইয়া ইব্রাহিম রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন। পথে কাল্পির নিকট চুণার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হিমুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হিমু পশ্চাদনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বয়না দুর্গে অবরুদ্ধ করেন। বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শাহশূরের বিদ্রোহ-দমনের জন্য হিমু বয়ণার অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালায় তিনি বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়া যান।

হিমুকে পূর্ব্বাঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত দেখিয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করেন। সিকেন্দর শূর পরাজিত হইলে, ১৫৫৫ খৃঃ অঃ আগ্রা ও দিল্লী মোগলের করায়ত্ত হয়। ছয় মাস দিল্লীতে অবস্থানের পর, মন্দির-সোপান-ভ্রষ্ট হইয়া হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটে। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদে উৎসাহিত হইয়া হিমু আগ্রা অধিকার করিয়া মোগলবাহিনীকে দিল্লী হইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য-নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

এই সময়ে চতুর্দ্দশবর্ষীয় কুমার অকবর স্বীয় অভিভাবক বৈরাম খাঁ সহ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিমু তাঁহাকে দমনার্থ পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসর হইলে, পাণিপথক্ষেত্রে উভয় দলের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৫৫৬ খৃঃ অঃ ২য় পাণিপথ যুদ্ধে হিমু বন্দিভাবে অকবর শাহ সমীপে আনীত বৈরাম খাঁ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া মোগলকণ্টক দূর করেন। যে সময়ে মোগলের হস্তে হিমুর মৃত্যু হয়, সেই সময়ে আদিলী চুণারে অবস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালায় বিদ্রোহ-দমনে আদিলীর মৃত্যু ঘটিলে, শূর-বংশের লোপ হইয়াছিল।

মোগলবংশ।

কনোজযুদ্ধে শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যোধপুরাভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি পুনরায় অমরকোট রাজসমীপে উপস্থিত হন। এখানে ১৫৪২ খৃঃ অঃ বালক অকবরের জন্ম হয়। অমরকোটপতি রাণা প্রসাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় হুমায়ুন পারস্যে প্রস্থান করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় ভ্রাতা কামরাণের হিরাটস্থ শাসনকর্ত্তা হিন্দালের নিকট প্রিয়পুত্র অকবরকে রাখিয়া যান। বাল্যকালে অকবর দুইবার স্বীয় খুল্লতাত কামরাণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর, অকবর দিল্লী ও আগ্রার অধীশ্বর হইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈরাম খাঁর উপর

রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খাঁর উপর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খাঁ অতিশয় দুর্দান্ত ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে সকলেই ত্রস্ত হইয়া পড়ে; স্বয়ং অকবর শাহ মাতৃদর্শনের ভাণ করিয়া দিল্লীগমন করেন এবং তথায় বৈরামের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া ১৫৬০ খৃ: অ: স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অতঃপর মক্কাযাত্রাকালে গুজরাত-প্রদেশে বৈরাম খাঁ গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন।

১৫৫৬ খৃ: অ: হুমায়ুনের অপঘাত মৃত্যুর পর, রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ১৬০৫ খৃ: অ: পর্য্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি পঞ্জাবের আফগান-বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজ্যাধিকারলাভের পর সপ্তবর্ষকাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় সিংহাসন দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে জৌনপুর, মালব, গড়মণ্ডল প্রভৃতি স্থান তাঁহার শাসনভুক্ত হয়। প্রথমে দিল্লী ও আগ্রার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ করতলগত করিয়া তিনি ১৫৫৮ খৃ: অ: চিতোর ও আজমীর, ১৫৭০ খৃ: অ: অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র, ১৫৭২ খৃ: অ: গুজরাত ও বাঙ্গালা, ১৫৭৮ খৃ: অ: উড়িষ্যা, ১৫৮১ খৃ: অ: কাবুল, ১৫৮৬ খৃ: অ: কাশ্মীর, ১৫৯২ খৃ: অ: সিন্ধু ও ১৫৯৪ খৃ: অ: কান্দাহার রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষাংশ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অতিবাহিত হয়। ১৫৯৫ খৃ: অ: আহ্মদনগর অবরোধকালে চাঁদবিবির সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। চাঁদ বিবি আহ্মদনগর রক্ষার জন্য তাঁহাকে বেরার প্রদেশ প্রদান করেন। আহ্মদনগর অবরোধের পর তিনি খান্দেশরাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহের মৃত্যু হয়।

রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন ও হিন্দুগণের সহিত সদয় ব্যবহার তাঁহার সাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ়ীকরণের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহার ৪১৫ জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন। প্রজাবর্গের হিতকামনায় তিনি জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন। টোডরমল্লের জরিপ ও রাজস্ব-বধারণ তাঁহার রাজত্বের একটী প্রধান ঘটনা।

তিনি যে কেবল হিন্দুরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহার নিকট সমাদৃত হইতেন। বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক সেণ্ট জেভিয়ারের ভ্রাতা খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারে ভারতে আসিয়া অকবর শাহের সান্ধ্যসম্মিলনে সমবেত ও পূজিত হইয়াছিলেন। আবুল-ফজলের পরামর্শ মতে ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি 'ইলাহীধর্ম্ম' প্রচার করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মূলস্বরূপ সূর্য্যদেবই তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঈশ্বরত্বের প্রধান আলম্বন—তিনিই জগৎপ্রকৃতির আধারভূত, সুতরাং পরব্রহ্ম—রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

তিনি সংস্কৃত ও পারস্যভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যে ব্যক্তি সংস্কৃতভাষা পারস্যভাষায় রূপান্তর করিতে না পারিত, তাঁহার রাজকীয় পদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি সুললিত সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁহারই উৎসাহে পারস্যভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। মিঞা তান্‌সেনের সঙ্গীতালাপে তাঁহার সভা প্রতিধ্বনিত হইত। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজী প্রথমে সংস্কৃতভাষায় ষড়্দর্শন শিক্ষা করেন।

১৬০৫-১৬২৭ খৃ: অ: পর্য্যন্ত অকবর-পুত্র সেলিম শাহ জাহাঙ্গীর নামে মোগল-সাম্রাজ্য শাসন করেন। নুরজহানের বিবাহ, মহব্বৎ-বিরোধ, ইংলণ্ড-রাজদূত সর্ টমাস্‌রোর মোগল-সভায় আগমন ও সুরাটে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী-স্থাপন এবং পর্ত্তুগীজ-বণিক্ কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে তাম্রকূট আনয়ন, তাঁহার রাজত্বে সংঘটিত হয়। [জাহাঙ্গীর ও নুরজহান দেখ।]

১৬২৭-১৬৫৮ খৃ: অ: পর্য্যন্ত মোগল-সম্রাট্ শাহজহান রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোগলবংশের কুলপ্রথানুসারে তিনিও পিতৃবিরোধী ছিলেন। ১৬৩৬ খৃ: অ: তিনি আহ্মদনগর জয় করিয়া বিদ্রোহি-সেনানী খাঁ জহান লোদীর বিশেষ শাস্তি বিধান করেন। নিজামশাহী-রাজ্য-আক্রমণকালে মহারাষ্ট্র-সেনানী শাহাজী (শিবাজীর পিতা) তাঁহার বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পরে কাবুল ও বদক্‌সান জয় করিয়া তিনি মোগল-বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অকবর শাহ সুকৌশলে যে সাম্রাজ্যভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তাহা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শাহজহান তাহার সর্ব্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে মোগলের সৌভাগ্য-কেন্দ্র শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। তাজমহল, মতিমস্‌জিদ ও ময়ূরাসন মোগল-গৌরবের নিদর্শন।

অকবরের যত্নাতিশয় লব্ধ যে মোগল-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে শাহজহানের সময়ে শাসনসমৃদ্ধিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, দুর্বৃত্ত হিন্দু বিদ্বেষী অরঙ্গজেবের কঠোর-শাসনের ফলে তাহার অবনতির সূত্রপাত ঘটে। হিন্দু ও মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া অকবর শাহ যে সখ্যতাসূত্র গ্রথন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেবের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে সে বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। অরঙ্গজেব বিদ্রোহরূপ যে বিষময় বীজ রোপণ করিয়া যান, তাহারই অনর্থকর ফলপ্রভাবে মোগল সাম্রাজ্যের বিলোপ সাধিত হইয়াছিল।

দারাসিকো, শাহসুজা, মুরাদ ও অরঙ্গজেব নামে শাহজাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দারা অকবর শাহের ধর্ম্মমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কএকখানি উপনিষদ্ গ্রন্থ পারস্ত-ভাষায় অনুবাদ করেন। পুত্রের নানা গুণ ও বিদ্যাবত্তায় প্রীত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকেই সিংহাসন দানের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃ: অ: আগ্রা-রণক্ষেত্রে দারাকে পরাজিত করেন। তৎপরে স্বীয় ভ্রাতা মুরাদ ও বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি শাহসুজাকে আরাকানে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃ: অ: দারা সিন্ধুপ্রদেশে ধৃত ও পরে নিহত হন।

১৬৫৮ খৃ: অ:, ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অরঙ্গজেব প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। তাঁহার অধিকারে মোগল-শাসনশক্তি সৌভাগ্যের শিরোমার্গে অবস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৭০৭ খৃ:অ: তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল প্রাধান্যের অবসান হয়। যখন অরঙ্গজেব সীমান্তবর্ত্তী পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে শাসন-বিস্তারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তখন দিল্লী রাজধানীতে সৎনামী নামক হিন্দু-সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মোগলগণের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। কোন সামান্য সূত্রে জনৈক সৎনামীর সহিত একজন মোগল-পদাতিকের বিরোধ ঘটে। কএকটী খণ্ড যুদ্ধে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জয় লাভ হয়। অবরোধে সম্রাট্ স্বয়ং মোগলসৈন্যকে উত্তেজিত করিয়া দিল্লীর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ইহার পর স্বভাবজাত হিন্দুবিদ্বেষে মোগলসম্রাট্ দিল্লীর অধীনস্থ হিন্দু-সেনা মাত্রেরই প্রাণ সংহার করেন, এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি প্রত্যেক হিন্দুর উপরে জজিয়া নামে একটী স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন দাক্ষিণাত্য-বিজয় (গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর অধিকার) এবং ১৬৮৬ খৃ: অ: রাজপুত-বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ শক্তির অভ্যুত্থান তাঁহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা।

[অরঙ্গজেব দেখ]

মহারাষ্ট্র-অভ্যুদয়।

যে রাজপুতগণ মোগলের চির সহায় ছিলেন। অরঙ্গজেবের বিদ্বেষ-বশতই. তাঁহারা মোগল-পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মোগল-বিপক্ষে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ বিশেষ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর ছত্রতলে মহারাষ্ট্রগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল। শিবাজী বিজাপুর রাজের অধীনে ঘাটগিরি দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি সামা, মৈত্রী, ভেদ ও দণ্ড অবলম্বনে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগকে ক্রীড়া-পুত্তলীর ন্যায় পরিচালিত করিয়াছিলেন। যে চাতুর্য্য ও কৌশলে তিনি অরঙ্গজেবের মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে। তাঁহার বরযাত্রা ও পুণা-আক্রমণ এবং প্রহরিপরিবেষ্টিত মোগল-রাজধানী দিল্লী হইতে পলায়ন তাঁহার জীবনের অত্যদ্ভুত ঘটনা। [শিবাজী দেখ।]

১৬৮০ খৃ: অ: শিবাজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শম্ভাজী মহারাষ্ট্র-রশ্মি সংযোজনা করেন, তিনি কএকবার মোগল-বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। সুকৌশলী অরঙ্গজেব তাঁহাকে কোঙ্কণপ্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া ১৬৮০ খৃ: অ: নিহত করিলে, মহারাষ্ট্রশক্তি কিছু কালের জন্য শিথিল হইয়া পড়ে।

শম্ভাজীর শিরশ্ছেদের পর তৎপুত্র শাহু (২য় শিবাজী) রাজাসন লাভ করেন। তাঁহার পিতৃব্য রাজারাম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মোগলেরা রায়গড়দুর্গে শাহুকে বন্দী করিলে, রাজারাম গিঞ্জিদুর্গে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৬৯৮ খৃ: অ: মোগলসেনানী জুলফিকার খাঁ গিঞ্জি আক্রমণ করিলে রাজারাম সাতারায় পলাইয়া যান। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। সেনানী শান্তজী ঘোরপড়ে স্বীয় সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হন। রাজারাম ও ধনজী যাদব প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-সর্দারগণ চৌথ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতিবিধান জন্য সম্রাট্ জুলফিকার খাঁকে মহারাষ্ট্র-বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। একে একে মহারাষ্ট্রীয়ের দুর্গসমূহ আক্রান্ত হইতে লাগিল। ১৬৯৯ খৃ: অ: সাতারা-দুর্গ মুসলমান হস্তে পতিত হইল। জুলফিকার রাজারামকে বন্দিকরণার্থ সিংহগড় পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এখানে হৃদ্রোগে রাজারামের জীবলীলা শেষ হয়।

রাজারামের মৃত্যুর পর, তাঁহার শিশুপুত্র ৩য় শিবাজী রাজা হন, কিন্তু জননী তারাবাই বালকরাজের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখনও দক্ষিণে মোগলের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রসেনার গুপ্ত যুদ্ধে ও লুণ্ঠনে অরঙ্গজেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভূত অর্থব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাদিগের নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। এদিকে রাজপুত-সংগ্রামে ও আগ্রার জাট-বিদ্রোহে উত্যক্ত হইয়া মোগলসম্রাট্ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অসঙ্গত পণ চাহিলে সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়। গর্ব্বিত অরঙ্গজেব ভগ্নহৃদয়ে মহারাষ্ট্রীয়ের উপদ্রব সহ্য করিতে করিতে ১৭০৭ খৃ: অ: আহ্মদনগরে দেহত্যাগ করেন।

১৭০৭ খৃঃ অঃ মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মোগল-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মোগল-সাম্রাজ্য-সীমা সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। এরূপ বীর্য্যবত্তার সহিত কোন মুসলমান রাজাই কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সাম্রাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হন নাই।

অরঙ্গজেব স্বীয় সাম্রাজ্য মুয়াজিম্, আজম্ ও কামবক্স নামক পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিভাগ করিতে আদেশ দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃত্রয় রাজ্যলাভার্থ পরস্পরে বিরুদ্ধাচারী হয়। অপরে নিহত হইলে মুয়াজিম্ 'বাহাদুর শাহ' (শাহআলম্ ১ম) উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৭০৭ হইতে ১৭১২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাহাদুর শাহের রাজ্যকাল।

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর বংশধর শাহু যুবরাজ আজিম্ কর্তৃক কারামুক্ত হন। শাহু দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্ঞানে অনেক মহারাষ্ট্র সর্দ্দার তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে। এদিকে তারাবাই সিংহাসন-চ্যুতির ভয়ে শাহুকে জাল সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পান। এই সূত্রে একটী যুদ্ধ হয়। তারাবাই পরাজিত হইলে, শাহু ১৭০৮ খৃঃ অঃ সাতারায় রাজা হন। রাজা শাহুর মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ হইতে মহারাষ্ট্রভূমে পেশবার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [পেশবা দেখ।]

উদয়পুর, জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুতরাজগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া বাহাদুর শাহ মোগলসাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিলেন। [রাজপুতানা ও তত্রত্য রাজধানী শব্দ দেখ।]

শিখ-অভ্যুদয়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে পঞ্জাব প্রদেশে বাবা নানক কর্তৃক শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। গুরু নানকের মৃত্যুর পর কএকজন গুরু নির্ব্বিবাদে মুসলমানের অত্যাচার সহ্য করিয়া লাহোরের সমীপদেশে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৬০৬ খৃঃ অঃ খুস্রুর বিদ্রোহে যোগদান করিয়া শিখদল বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহারা আপনাদের পবিত্র লাহোরভূমি পরিত্যাগ করিয়া শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অন্তরাল-ভূমে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দশম গুরু গোবিন্দ (১৬৮৫ খৃঃ অঃ) প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া শিখদিগকে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন এবং মুসলমানের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধবিধান জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। মুসলমানগণ এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া শিখদুর্গসমূহ অধিকারপূর্ব্বক শিখদিগকে বন্দী করে। গুরু গোবিন্দের পরিবারবর্গ মুসলমানহস্তে নিহত এবং অন্যান্য শিখগণ মুসলমানের বিশেষ বর্ব্বর-ব্যবহারে উৎপীড়িত হয়। স্বয়ং গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত ও নিহত হইলে শিখসম্প্রদায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। তাঁহারা বান্দা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর অধিনায়কতায় পঞ্জাবের পূর্ব্বভাগ আক্রমণপূর্ব্বক মস্‌জিদ্‌সমূহ বিধ্বস্ত ও মোল্লাদিগকে নিহত করে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর তরবারিমুখে নিপাতিত করিয়া তাঁহারা শাহারাণপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। সরহিন্দের সুবাদার এই সময়ে বিশেষরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন। বাহাদুর শাহ বান্দার গিরিদুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু বান্দা কৌশলপূর্ব্বক পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৭১২ খৃঃ অঃ লাহোরে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়।

বাহাদুরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাঁহার চারি পুত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। মন্ত্রী জুলফিকার খাঁর ষড়যন্ত্রে আজিম উস্-শান, খুজিস্তা আখির ও কনিষ্ঠ রুফি-উল্-কাদের ভ্রাতৃবিরোধে নিহত এবং জ্যেষ্ঠ মইজ-উদ্দীন্ জাহান্দর শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। উক্ত পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে আজিম্-উস্ শান বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ফরুক্‌সিয়ার বাঙ্গালায় ছিলেন বলিয়া রক্ষা পান।

বিলাসী জাহান্দারকে সাক্ষিগোপাল রাখিয়া প্রভুত্বকরণমানসে জুলফিকার তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ওমরাহগণ তাঁহার এই সগর্ব্বব্যবহারে ফরুখসিয়রকে আহ্বান করেন। বিহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হুসেন আলী ও আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লার সহায়ে আগ্রাযুদ্ধে সম্রাট্‌কে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া ফরুখসিয়র সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজাসনে সমাসীন হইয়া তিনি আবদুল্লা ও হুসেন আলীকে উজীর ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। শিখসর্দ্দার-হত্যা ও ১৭১৭ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্রসন্ধি এবং ডাঃ হামিল্টনের প্রার্থনায় বিনা শুল্কে ইংরাজের বাণিজ্যলাভ ও ৩৮ খানি গ্রামক্রয় তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। [ফরুখসিয়ার দেখ।]

১৭১৯ খৃঃ অঃ ফরুখসিয়রকে নিহত করিয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় রফি-উদ্-দর্জ্জাৎ ও রফি উদ্দৌলা নামক দুইজন রাজপুঙ্গবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু তাঁহারা অকালে গতাসু হইলে রোসুন অখ্‌তিয়ার মহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার রাজ্যকালে উজীর-প্রধান চিন্ ক্লিচ্ খাঁ নিজাম উলমুলক (আসফ্‌জা) ও সাদৎ আলী যথাক্রমে আপন আপন স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। হায়দরাবাদে নিজাম রাজবংশ ও অযোধ্যায় উজীর-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

[অযোধ্যা ও নিজাম দেখ] ১৭২০ হইতে ১৭০৮ খৃ: অ: পর্য্যন্ত মহম্মদশাহ রাজত্ব করেন। ঐ সময় মধ্যে মহারাষ্ট্র-ক্ষেত্রে পেশবাগণের প্রভুত্ব দ্বিগুণিত হইয়াছিল। বিখ্যাত 'বর্গীর হাঙ্গামা' আলিবর্দ্দীর অধিকারকালে বাঙ্গালায় সংঘটিত হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেন।

[নাদির শাহ দেখ।]

নাদির শাহের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত আফগান সেনানী আহ্মদশাহ আবদালী ১৭৪৭ খৃ: অ: ভারত আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুবরাজ আহ্মদ ১৭৪৮-১৭৫৪ খৃ: অ: পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের রোহিলাযুদ্ধে তাঁহাকে সিন্দে ও হোলকর-রাজের সহায়তা-গ্রহণ করিতে হয়। আবদালীর দ্বিতীয় আক্রমণে তিনি পঞ্জাবের সত্ব ত্যাগ করিলে উজীরের সহিত তাঁহার মনোবাদ ঘটে (১৭৫৩ খৃ: অ:)। অনন্তর আসফ্জার পৌত্র গাজী উদ্দীন্ উজীর হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করেন ও অরঙ্গজেবের বংশধর জনৈক রাজপুরুষকে ২য় আলমগীর নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

২য় আলমগীরের রাজ্যকালে (১৭৫৪-৫৯ খৃ: অ:) উজীর গাজী উদ্দীনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া আবদালী দিল্লী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। এবারেও মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লী-শ্বরের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৩য় পাণিপথ-যুদ্ধে মোগল ও মহারাষ্ট্রশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়।

[আহ্মদ শাহ আবদালী দেখ]

১৭৫৯ খৃ: অ: ২য় আলমগীর নিহত হইলে, তৎপুত্র আলী জহর ১৭৬০ খৃ: অ: শাহ আলম্ নামে দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ১৮০৬ খৃ: অ: ২য় অকবর ও ১৮৩৭ খৃ: অ: মহম্মদ বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু এ সময় হইতে ইংরাজ-বণিক্ সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহে যোগদান করা অপরাধে তিনি ইংরাজের বিচারে ব্রহ্মে নির্ব্বাসিত হন। তৎপত্নী জিনৎমহল ও পুত্র জোবন-বখৎ তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন।

মোগল-অধিকার-কাল (১৫২৬-১৮৫৭ খৃ:)

বাবর—১৫২৬-৩০ হুমায়ুন—১৫৩০-৪০

শূরবংশ।

শেরশাহ সেলিমশাহ আদিলি	১৫৪০-৫৬ খৃ: অ:

মোগলবংশ।

হুমায়ুন	১৫৫৫	রফিউদ্-দর্জাৎ	১৭১৯
অকবর	১৫৫৬	রফি উদ্দৌলা	১৭১৯
জাহাঙ্গীর	১৬০৫	মহম্মদশাহ	১৭১৯
শাহজহান	১৬২৭	আহ্মদশাহ	১৭৪৮
অরঙ্গজেব	১৬৫৮	আলমগীর শাহ	১৭৫৪
বাহাদুরশাহ	১৭০৭	শাহ আলম	১৭৫৯
জাহান্দরশাহ	১৭১২	অকবর (২য়)	১৮০৬
ফরুখসিয়ার	১৭১৩	মহম্মদ বাহাদুরশাহ	১৮৩৭

য়ুরোপীয় সমাগম ও ইংরাজাধিপত্য।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতের সমৃদ্ধি চারিদিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন সমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয়া মাকিদনবীর আলেকসান্দার ভারতাক্রমণ করেন। তৎপরবর্ত্তী যবন-রাজগণ যথাশক্তি ভারতীয় সমৃদ্ধি সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। তৎকাল হইতে ভারতজাত দ্রব্যসমূহ সুদূর রোম-সাম্রাজ্যে নীত হইত, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেও আরব, মিসর, ফিনিসিয়া, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। মিসরবাসী ও রোমকগণ সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের সংগৃহীত মণিমুক্তাদি সুদূর য়ুরোপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমে এই খ্যাতি চারি-দিকে রাষ্ট্র হইলে য়ুরোপীয় রাজন্যগণের লোভ-দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু 'ক্রুজেড' যুদ্ধ তাঁহাদের বাণিজ্যাকাঙ্ক্ষার বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। তাই খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে স্থলপথ ভিন্ন স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে নাবিক কলম্বস্ পথভ্রষ্ট হইয়া 'ইণ্ডিয়া' ভ্রমে আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং সেই স্থান 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া' নামে প্রচারিত হয়। তৎপরে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮ খৃ: অ: কালিকটরাজ সামরীর নিকট উপস্থিত হন। অল্মিদা ও আল্বুকার্কের শাসনকালে পর্ত্তুগীজগণ ভারত, ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ, চীন ও জাপান প্রভৃতি দ্বীপজাত দ্রব্যাদি লইয়া লোহিত-সাগরোপকূল, আফ্রিকার পশ্চিমকূল ও আমেরিকায় ব্রেজিল-রাজ্যপর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাণিজ্যসীমা ও স্থানে স্থানে রাজ্য-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এক কথায় বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগণ পৃথিবীর যত স্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, সেই প্রাচীনকালে পর্ত্তুগীজদস্যুগণ সমুদ্রবক্ষে ততদূর সুবিস্তৃত স্থানে আধিপত্য করিয়াছিল। [পর্ত্তুগাল ও পর্ত্তুগীজ দেখ।]

পর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য-সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া ওলন্দাজ বণিক্সম্প্রদায় পূর্ব্বভারতে (East Indies) বাণিজ্যের জন্য ১৫৯৭ খৃ: অ: যব ও সুমাত্রা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন।

কিছুকাল পরে তাঁহারা প্রবল হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের অনেক কুঠি কাড়িয়া লন। গঙ্গা-তীরবর্ত্তী চুঁচুড়া নগরের কুঠী ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে দুর্গবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮২৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের অধিকারে থাকে। উক্ত বর্ষে ইংরাজগণ সুমাত্রাস্থ স্থানবিনিময়ে ঐ নগর লাভ করেন। ১৬২৩ খৃঃ অঃ আমবয়নার হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইলে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য-প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। [ওলন্দাজ দেখ]

১৬১২ ও ১৬৭০ খৃঃ অঃ দুইটী দিনেমার বণিক্ সম্প্রদায় ভারতে আগমন করেন। বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রামে ও দাক্ষিণাত্যে ট্রাঙ্কুইবর নগরে (১৬১৯ খৃঃ) তাহাদের বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ অঃ ইংরাজেরা শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়া লয়েন। পোর্টোনোবো, এড়োবা, হলচেরী প্রভৃতি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল।

[দিনেমার দেখ।]

বহু প্রাচীন কাল হইতে ইংলণ্ডেও ভারতাগমন-পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল। ক্যাবট, সিবাষ্টিয়ান, উইলোবি, চান্সেলর*, ফ্রবিসর, ডেভিস, হাড্সন, বাফিন্ ও ফ্রান্সিস্ ড্রেক ঐ পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৭৯ খৃঃ অঃ টমাস্ ষ্টিফেন্ সালসেট দ্বীপস্থ জেস্যুট্ কলেজের অধ্যাপক হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাঁহার পিতার নিকট প্রেরিত পত্র-পাঠে প্রণোদিত হইয়া (১৫৮৩ খৃঃ অঃ) রালফ ফিচ্, জেনস্ নিউবেরী ও লিডস্ নামা বণিক্ত্রয় স্থলপথে ভারতে আসিবার চেষ্টা পান। পর্ত্তুগীজগণ ঈর্ষাবশে তাঁহাদিগকে অরমজ ও গোয়ানগরে বন্দী করেন। নিউবেরী গোয়ানগরে দোকান করিয়া এবং লিডস্ মোগলের অধীনে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিলেন, কিন্তু ফিচ্ সিংহল, শ্যাম, বঙ্গ, পেগু ও মলাক্কা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত 'আর্ম্মাদা'-বাহিনীর অধঃপতনে (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে) স্পেন ও পর্ত্তুগালের মিলিত শক্তির হ্রাস হইলে, ইংরাজগণের বাণিজ্যাশা বলবতী হইয়া উঠে। ঐ সময়ে ওলন্দাজগণ মরিচাদির দাম দ্বিগুণিত করিলে বিশেষ আগ্রহের সহিত ১৬০০ খৃঃ অঃ ইংরাজ-বণিক্সমিতি 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে সংগঠিত হয়। উঁহারা প্রথমে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে থাকিয়া বাণিজ্য করিয়াছিলেন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের আম্বয়নার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজবণিক্সমিতি সমুদ্র-পথ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হন।

[কোম্পানী ও ইংরাজ দেখ।]

১৬০৪ খৃঃঅঃ প্রথম ফরাসী "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" সংগঠিত হইয়া ভারতে আগমন করেন। তৎপরে আরও ছয়টী ফরাসি-বণিক্সম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৬৬৪ খৃঃ অঃ সুরাটে, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পুঁদিচেরীতে ও ১৬৮৮ খৃঃ অঃ চন্দননগরে তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরাজে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়। ফরাসি-সেনানী লালীর অবিমৃষ্যকারিতায় ফরাসিশক্তির অবসান হইয়াছিল। কর্ণাটক যুদ্ধের পর, ১৭৬৩ খৃঃ অঃ উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইলে, ফরাসীরা চন্দননগর ও পুঁদিচেরী পুনঃ প্রাপ্ত হন।

[ফরাসী, ডুপ্লে, চাঁদ সাহেব, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ইহার পর ভারতে বাণিজ্যের জন্য, ১৬৯৫ খৃঃ অঃ স্কচ্-কোম্পানী ও ১৭২৩ খৃঃঅঃ অষ্টেণ্ড কোম্পানী সংস্থাপিত হয়। অষ্টেণ্ড কোম্পানি রাজসনন্দ-লাভকালে ৭ বৎসরের জন্য বাণিজ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে আদিষ্ট হন। ঐ সময়ে তাঁহার (১৭৩১ খৃঃ) কএকজন কর্ম্মচারী 'সুইডিস্ কোম্পানী' নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত করিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ১৭৮৫ খৃঃ অঃ অষ্টেণ্ড কোম্পানী ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৭৯৩ খৃঃঅঃ তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ১৯০৬ খৃঃ অঃ সুইডিস্ বণিকসমিতির নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এক্ষণে জর্ম্মাণ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ইতালীয়, ওলন্দাজ, সুইডিস্, রুষ, দিনেমার, স্পেনিয়ার্ড, বেলজীম সুইস্ ও তুর্ক প্রভৃতি বণিক্সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্যাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের সংখ্যাই অধিক।

১৬১৪ খৃঃ অঃ হইতে ইংরাজবণিকগণ ভারতে কুঠী-স্থাপন করিলেও প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ১৬৩৯ খৃঃ অঃ বিজয়নগর-রাজবংশীয় চন্দ্রগিরির অধিপতির নিকট হইতে ইংরাজগণ মান্দ্রাজের অধিষ্ঠান-ভূমির স্বত্বাধিকার লাভ করেন। এই খানেই সর্ব্ব প্রথমে সেণ্টজর্জ দুর্গ স্থাপিত হয়।

[কোম্পানী ও মান্দ্রাজ দেখ।]

১৭৪৪ খৃঃ অঃ ইংরাজ-ফরাসীতে যখন য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতে-

* উক্ত মহাপুরুষ উত্তর-মহাসাগরপথে আসিয়া রুষিয়ার উত্তরস্থ শ্বেত-সাগরোপকূলে আর্চেঞ্জল বন্দরে অবতরণ করেন। তথা হইতে স্থলপথে মস্কো রাজধানীতে উপনীত হন। তাঁহারই পরামর্শ মতে ভারত, পারস্য প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের জন্য রুষবণিকসমিতি সংগঠিত হয়। উঁহারা স্থলপথে গমনাগমন করিতেন।

ছিল, তখন অবসর বুঝিয়া ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগকে আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খৃ: অ: আইলাসাপেলের সন্ধি অনুসারে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। কিন্তু নিজাম-সিংহাসনের উত্তরাধিকারসূত্রে উভয় পক্ষে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হয়। আর্কট্ ও কর্ণাট যুদ্ধের ইহাই কারণ। আর্কট যুদ্ধে (১৭৫১ খৃ: অ:) ক্লাইবের নিকট পরাজিত হইয়া ফরাসিগণ বিশেষ অপদস্থ হইলেন। মহম্মদ আলীকে আর্কটসিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজগণ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৬৩৩ খৃঃ অ: পিপ্পলীতে ও ১৬৪২ খৃ: অ: হুগলীতে কুঠী স্থাপিত হয়। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কালীঘাটের (কলিকাতা) সনন্দলাভ করেন। ১৬৯৬ খৃ: অ: ফোর্টউইলিয়ম দুর্গ স্থাপিত হয়। [কলিকাতা দেখ।]

নবাব সিরাজ উদ্দৌলার শাসনকালে (১৭৫৬ খৃ:অ:) কলিকাতায় 'অন্ধকূপহত্যা' * সাধিত হয়। এই সংবাদ শুনিয়া মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। ১৭৫৭ খৃ: অ: পলাশীর রণক্ষেত্রে বঙ্গের ভাগ্য-লক্ষ্মী ইংলণ্ডের করে সমর্পিত হয়। [ক্লাইব দেখ।]

উক্ত বর্ষে মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজকোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদারীসত্ব লাভ করেন। ১৭৫৮ খৃ: অ: ক্লাইবের বাঙ্গালা-শাসন সময়ে শাহ আলম্ পাটনা আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খৃ: অ: ক্লাইব স্বদেশযাত্রা করিলে ভান্সিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। এই সময়ে শাহ আলম্ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। মীরণের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গেশ্বরের ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা না দেখিয়া ভান্সিটার্ট নবাবকে পদচ্যুত ও তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। মীর কাসিম সিংহাসনলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা সমর্পণ করেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতেছেন দেখিয়া নবাব ইংরাজ-কৌন্সিলকে জানাইলেন। কোন প্রতিকার না হওয়ায় নবাবের সহিত কোম্পানীর বিরোধ উপস্থিত হইল। গিরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি পাটনায় পলাইয়া যান। এখানে মহাতাপ জগৎশেঠ,রাজা রামনারায়ণ,রাজা রাজবল্লভ ও পাটনার কুঠীর-অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেবকে হত্যা করিয়া তিনি বাদশাহ শাহ আলম্ ও নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মিলিত মোগল-সৈন্য পরাভূত হয়। অযোধ্যা বিজেতার পদানত হইল এবং মোগল-সম্রাট্ অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইংরাজশিবিরে আনীত হইলেন।

কাসিমকে বিদ্রোহী দেখিয়া ইংরাজেরা পুনরায় মীরজাফরকে সিংহাসন প্রদান করেন। ১৭৬৫ খৃ:অ: তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র নাজম উদ্দৌলা নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব দ্বিতীয় বার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতে আইসেন। তিনি সুজা উদ্দৌলা ও শাহ আলমের সহিত আলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদিগের রাজ্য পুনঃ প্রদান করায় তাঁহারা ইংরাজের মিত্র হইলেন। সম্রাট্ শাহ আলম্ এই সময়ে কোম্পানীকে বঙ্গ,বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী-পদ প্রদান করেন। পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে বঙ্গরাজ্যাধিকার ইংরাজের করতলগত হইলেও, সম্রাটের সনন্দলাভে বণিক্-কোম্পানীর আইন সঙ্গত বাঙ্গালার অধিকার জন্মিল। এক্ষণে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে ভার্লেষ্ট ও কার্টিয়ার (১৭৬২-৭২ খৃ: অ:) যথাক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। সেই সময়ে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' নামে কাল দুর্ভিক্ষ আসিয়া বঙ্গবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল। অন্নাভাবে প্রায় বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তাই অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্নপ্রদানের জন্য বাঙ্গালায় সন্ন্যাসিবিদ্রোহ সমুপস্থিত হইয়াছিল।

ক্লাইবের বাঙ্গালা-অবস্থানকালে, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর-রাজ্যে হায়দর আলীর অভ্যুত্থান হয়। হায়দার অপ্রতিহত প্রভাবে নানাস্থান জয় করেন। ইংরাজগণ হায়দরের ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

[হায়দর আলী দেখ।]

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। রাজস্বসংগ্রহের সুব্যবস্থাকল্পে তিনি সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে ইংরাজের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর যথেচ্ছ-ব্যবহার করিত। দেবীসিংহের অত্যাচারকাহিনী এখনও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শুনা যায়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের রোহিলা যুদ্ধ, ১৭৭৫ খৃ:অ: নন্দকুমারের ফাঁসি, চৈতসিংহের নির্ব্বাসন, অযোধ্যাবেগমের ধনলুণ্ঠন, ১ম মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ ও ২য় মহিসুরযুদ্ধ তাঁহার শাসনকালে সংঘটিত হয়। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রত্যাগত হইয়াও নিষ্কৃতি পান নাই। বাগ্মিপ্রবর বার্ক তাঁহার এই অবৈধ অত্যাচার লইয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই মকদ্দমায় হেষ্টিংসকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। [হেষ্টিংস, নন্দকুমার প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

* কোন কোন ঐতিহাসিক অন্ধকূপের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। [সিরাজ উদ্দৌলা দেখ।]

হেষ্টিংসের শাসনাবসানে ভারতের শাসন-বিশৃঙ্খলা দেখিয়া পার্লিমেণ্ট-সভায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদনুসারে রাজমন্ত্রী পিট শাসন-প্রণালীর সুব্যবস্থার জন্য 'ইণ্ডিয়া বিল' প্রস্তুত করেন।

ইংরাজ গবর্ণর জেনারলগণ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২-৭৪ খৃঃঅঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন, পরে ভারতের গবর্ণর জেনারল পদাভিষিক্ত হইয়া রেগুলেটিং একট (Regulating Act ১৭৭৩) নির্দ্দিষ্ট কৌন্সিল সভা লইয়া ভারতের শাসনবিধি পরিচালিত করিতে থাকেন।

তাঁহার পদত্যাগের পর, সর জন ম্যাকফার্সন ২০মাস কাল গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩ খৃঃ)ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতের শাসনপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়া যান। বিচার-প্রণালীর সুবিধার জন্য তিনি প্রভিন্সিয়াল কোর্ট ও প্রজাবর্গকে জমিদারের শোষণদায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে 'দশসালা বন্দোবস্ত' করিয়া যান। তৃতীয় মহিসুর যুদ্ধে টিপু সুলতানের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়; তাহার ফলে ইংরাজেরা দিণ্ডিগাল, বড়মহল, সালেম ও মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হন এবং টিপুর দুইটি পুত্র ইংরাজের নিকট প্রতিভূস্বরূপ অবস্থান করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সর জন সোর (লর্ড টেনমাউথ) ১৭৯৩-৯৮-খৃঃ) তাহার সহকারিতা করেন।

সর জন সোর কর্ত্তৃক টিপু সুলতানের প্রতিভূপুত্রদ্বয় প্রত্যর্পিত হইলে, টিপু পুনরায় যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার আশা ছিল, জগদ্বিখ্যাত ফরাসি-বীর নেপোলিয়ন এবার ফরাসিপক্ষে তাঁহার সহায়তা করিবেন। মার্কুইসঅব ওয়েলেস্‌লি (লর্ড মর্ণিংটন ১৭৯৮-১৮০৫ খৃঃ) ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত সন্ধি করিয়া, তৎসৈন্য-সাহায্যে ফরাসিদিগকে হতবল করিলেন। পর বৎসর ৪র্থ মহিসুর-যুদ্ধে টিপু সদলে পরাজিত ও নিহত হইলে, ইংরাজ-প্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হয়। সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ গবর্ণর ওয়েলেস্‌লী এই সুযোগে কএকটী সামন্তরাজ্য হস্তগত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থাপন, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বর্ষীয়সীর প্রথমোৎপন্ন সন্তানটিকে নিক্ষেপ-রূপ কুপ্রথানিবারণ, ২য় মহারাষ্ট্রযুদ্ধ, হোলকর ও সিন্দের যুদ্ধ তাঁহার সাময়িক ঘটনা।

ওয়েলেস্‌লির রাজ্যকালে যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজকোম্পানীর বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। ডিরেক্টরগণ ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত বাদ-বিসম্বাদে অনিচ্ছুক হইয়া ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে গবর্ণর-জেনারল করিয়া পাঠান। প্রায় ৩ মাস কাল পরে বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি গাজিপুরে প্রাণত্যাগ করেন।

উক্ত বর্ষে সর জর্জ্জ বার্লো ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক সন্ধিস্থাপনে আদিষ্ট হইয়া ভারতের গবর্ণর জেনারল-পদে নিযোজিত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হোলকরের সহিত সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু বেল্লুর নগরস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া পড়িলে ইংরাজ-গণকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ডিরেক্টরগণ মান্দ্রা-জের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য তথাকার গবর্ণর বেণ্টিঙ্ককে পদচ্যুত করিয়া বার্লোকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর জেনারল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। কর্ণওয়ালিসের ন্যায় শান্তিস্থাপন-পূর্ব্বক কার্য্য করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল,কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি এদেশীয় রাজন্যগণের শাসনসম্পর্কীয় কোন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফরাসী-ইংরাজের বিরোধ একভাবেই রহিয়াছে, য়ুরোপে যাহাই হউক, এদেশে ইংরাজগণ ফরাসীদিগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসী-দিগের ভারতের প্রতি বিলক্ষণ লোভ ছিল। ভারতে ফরাসীর অধিকার ইংরাজের বাঞ্ছনীয় নহে, সেই ফরাসী ক্ষমতা হ্রাসের জন্যই নিজাম,সিন্দে ও হোলকর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ ঘটে। এই সময়ে য়ুরোপখণ্ডে নেপোলিয়ন প্রবল হওয়ায় ইংরাজের আশঙ্কা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া লর্ড মিণ্টো পঞ্জাবপতি রণজিৎ এবং আফগানস্থান ও পারস্যের শাহের সহিত সন্ধি করিয়া রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

১৮১৩ খৃঃ অঃ মিণ্টো ইংলণ্ডযাত্রা করিলে লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস) কলিকাতায় পৌছিলেন। ১৮১৪-১৮১৫ খৃষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ, সিগৌলীর সন্ধি, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পেন্ধারি যুদ্ধ ও ১৮১৭-১৮ খৃঃ অঃ শেষ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ তাঁহার সময়ের ঘটনা।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী লর্ড ময়রা স্বদেশযাত্রা করেন। তাঁহার পত্নী এদেশীয়দিগের ইংরাজিশিক্ষার জন্য বারাকপুরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও ডেভিড হেয়ার কলিকাতায় 'হিন্দুকলেজ' সংস্থাপিত করেন। শ্রীরামপুরস্থ কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিসনারিগণ চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানেও কএকটা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাদের যত্নে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমাচারদর্পণ নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

লর্ড হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে মিঃ এডাম নামক জনৈক সিভিলিয়ান কএকমাস শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, পরে উক্ত বর্ষের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট কলিকাতায়

উপস্থিত হন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮২৪-২৬ খৃঃ) ও ভরতপুর অধিকার (১৮২৭ খৃঃ) তাঁহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা, এতদ্ভিন্ন তাঁহার শাসন সময়ে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে একটী শিক্ষাসমিতি ও কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৮-১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ইনিই বেলুর বিদ্রোহের সময় মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার ৭বর্ষ রাজ্যশাসনকালে ১ম আয়-ব্যয়-সংস্কার, সতীদাহ-নিবারণ, ঠগীদমন, রাজপুতজাতির কন্যাবধপ্রথা-নিবারণ, খন্দজাতির নরবলিনিষেধ, শাসন-প্রণালী ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার, দেশীয়দিগের রাজকার্য্যে নিয়োগ-ব্যবস্থা, মহিসুরের শাসনভারগ্রহণ ও কুর্গ-অধিকার প্রভৃতি কএকটী কার্য্য-সম্পাদিত হয়।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক দিল্লীর সম্রাটের সাক্ষাতে গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন যে, 'ইংরাজেরাই এক্ষণে ভারতের প্রকৃত অধীশ্বর, তৈমুর বংশীয়দিগকে এখন আর তাঁহারা সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করেন না।' ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া সম্রাট্ সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়কে উকীল নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। [রামমোহন রায় দেখ]

কোম্পানীর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মেয়াদ অতীত হওয়ায়, ১৮৩৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কোম্পানী নূতন সনন্দ লাভ করেন। তদনুসারে কোম্পানী অর্জ্জিত-রাজ্যসমূহের ভোগাধিকার প্রাপ্ত হন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল (Governor general in Council) তত্তাবৎ স্থানের ব্যবস্থাপ্রণয়ন করিতে থাকেন। [বেণ্টিঙ্ক দেখ]

১৮৩৫-৩৬ খৃ অঃ লর্ড মেটকাফের শাসনকাল। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এদেশীয় ব্যক্তিবর্গকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কাবুলের সিংহাসন লইয়া উত্তরাধিকারীদিগের গোলযোগ উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণ জন্য লর্ড অক্লণ্ড ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ভারতে আসিয়া উপনীত হন। ১৮৪১ খৃঃ অঃ কাবুল যুদ্ধের দুর্গতি দেখিয়া ডিরেক্টরগণ ১৮৪২ খৃঃ অঃ লর্ড এলেনবরোর হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করেন।

[অকলণ্ড, কাবুল, দোস্ত মহম্মদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

১৮৪২ খৃঃ অঃ ইংরাজগণ বৈরিনির্য্যাতন-পরবশ হইয়া কাবুল-অধিকার ও মনের সাধে কাবুলীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৪৩ খৃঃ অঃ সেনাপতি নেপিয়র কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশজয় ও গোয়ালিয়র যুদ্ধ সমারব্ধ হয়। গোয়ালিয়র যুদ্ধে এলেনবরো স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেনবরোকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে বড়লাট করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ) এদেশে পদার্পণ করিয়াই শিখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ওয়াটার্লু রণক্ষেত্রে তাঁহার একটী হাত নষ্ট হয়, এজন্য সকলে তাঁহাকে 'হাতকাটা গবর্ণর' বলিত। [হার্ডিঞ্জ, রণজিৎসিংহ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

হার্ডিঞ্জ বিলাতে প্রত্যাগত হইলে লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খৃঃ) গবর্ণর জেনারল হইয়া ভারতে আইসেন। তাঁহার শাসনপ্রারম্ভ হইতেই ২য় শিখযুদ্ধ, পঞ্জাবাধিকার, ২য় ব্রহ্মযুদ্ধ এবং অযোধ্যা, সাতারা ও নাগপুর প্রভৃতি স্থান অধিকৃত হয়। কোম্পানীর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি ব্যতীত তিনি দেশীয়দিগেরও হিতাকাঙ্ক্ষা হইয়া কএকটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, তন্মধ্যে রেলপথ-বিস্তার *, তাড়িতবার্ত্তাবহ (Electric Telegraph), ডাকবিভাগের সংস্কার† ও শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে সাহায্য দান (grant-in-aid) প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া যান। ইহাতে পল্লিগ্রামসমূহের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়গুলির বিশেষ সাহায্য ও শিক্ষাকার্য্যের বিস্তার হয়। এই সময়ে কৌন্সিলের অন্যতম সভ্য মহাত্মা বেথুন কলিকাতায় একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৫৬ খৃঃ অঃ লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় পদার্পণ করেন। ঐ সময়ে পারস্য ও চীন দেশীয়ের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ ঘটে। উভয় যুদ্ধেই ভারতীয় সিপাহীদল ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করে। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ টোটাকাটার হাঙ্গামায় ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। [সিপাহী বিদ্রোহ দেখ।]

পর বৎসর আলাহাবাদ-দরবারে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, তদবধি কোম্পানীর রাজ্য মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হইল। এই সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহাদুর রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার সময়ে 'ইন্‌কমট্যাক্স ও বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। [ক্যানিং দেখ]

লর্ড এলগিন্ ১৮৬২ খৃঃ অঃ ভারতে আইসেন। এ সময়ে সুপ্রীমকোর্ট ও সদর আদালত মিশিয়া 'হাইকোর্ট' নাম প্রাপ্ত হয়। পর বৎসর নবেম্বর মাসে হিমালয়প্রদেশে ধর্ম্মশালা নামক স্থানে এলগিনের মৃত্যু ঘটে। তৎপরে পঞ্জাব

* ১৮৫৪ খৃঃ অঃ ১লা সেপ্টেম্বর হাবড়া হইতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে।

† পূর্ব্বে দূরত্বানুসারে ডাকপত্রে মাসুলের তারতম্য ছিল। তাঁহার যত্নে ভারতের সর্ব্বত্রই একবিধ মাসুলে পত্রপ্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রদেশের শাসনকর্তা সর জন লরেন্স রাজপ্রতিনিধি হন। ১৮৬৪ খৃঃ অঃ ভূটানযুদ্ধ ও ছুয়ার অধিকার এবং ১৮৬৬ খৃঃ অঃ উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ প্রধান ঘটনা। ১৮৬৯ খৃঃ অঃ লরেন্স্ বিলাতে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৬৯ খৃঃঅঃ লর্ড মেয়ো কলিকাতায় আগমন করেন। উক্ত বৎসর তিনি আম্বালা-দরবারে কাবুলের বিশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্ম আমীর শের আলীকে আহ্বান করেন। সীমান্তের বাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্ম তিনি তাঁহাকে কাবুলের অধিপতি স্বীকার করিয়া বার্ষিক লক্ষ টাকা সাহায্য ও আবশ্যক মত অস্ত্রপ্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতদর্শনে আগমন করেন। আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জের পোর্টব্লেয়ার দ্বীপে শেরআলী নামক জনৈক মুসলমান-হস্তে লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খৃঃ অঃ নিহত হন।

লর্ড মেয়োর এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু হইলে, সর চার্লস নেপিয়ার কএকমাসের জন্ম কার্য্যভার গ্রহণ করেন, অনন্তর লর্ড নর্থব্রুক্ রাজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে উপনীত হন। বেহারের দুর্ভিক্ষ, বরদারাজ গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ও মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র (Prince of Wales) বর্ত্তমান ভারতেশ্বর ৭ম এডবার্ডের ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ তৎকালের প্রধান ঘটনা।

১৮৭৬খৃঃঅঃ নর্থব্রুকের হস্ত হইতে লর্ড লিটন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ দিল্লী-দরবারে মহারাণীকে 'ভারতসাম্রাজ্ঞী' (Empress of India নামে) বিঘোষিত করা হয়। ২য় ও ৩য় আফগান যুদ্ধ ও মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ তাঁহার শাসনকালের ঘটনা।

লর্ড লিটন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ১৮৮০ খৃঃ অঃ লর্ড রিপণ ভারতের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কাবুল রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিনিই আমীর আবদর রহমন খাঁকে আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া কাবুল-যুদ্ধের উপসংহার করেন। শিক্ষাসমিতি (Education Commission) ও স্বায়ত্তশাসন (Self local Government) ও সর্ব্বজাতীয় মহাপ্রদর্শনী (International Exhibition) তাঁহার সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৮৪ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফরিণকে কার্য্যভার দিয়া লর্ড রিপণ স্বদেশযাত্রা করেন। ডফরিণের সময়ে আফগান ও রুষ-সীমা-নির্দ্ধারণ, ৩য় ব্রহ্ম যুদ্ধ, গোয়ালিয়র দুর্গপ্রত্যর্পণ, জুবিলি মহোৎসব ও আয়কর-প্রবর্তন প্রভৃতি সম্পাদিত হয়।

১৮৮৮ খৃঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউন আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অঃ মণিপুরযুদ্ধ ও সম্মতি আইন (Consent Bill) প্রবর্ত্তন তাঁহার সময়ের ঘটনা।

১৮৯৪ খৃঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্য্যকাল শেষ হইলে লর্ড এলগিন ভারতে উপনীত হন। চিত্রলযুদ্ধ ও 'গ্রাণ্ড জুবিলি' তাঁহার শাসনকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লর্ড এলগিন্ বিলাত-প্রত্যাগত হইলে ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড কুর্জ্জন ভারতে আসিয়া সমুপস্থিত হন। টিরা-যুদ্ধ, ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলসের রাজ্যাভিষেক (১৯০২ খৃঃ অঃ) মহোৎসব তাঁহার সময়ে সংঘটিত হয়।

ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণের অধিকারকাল।

ক্লাইব ১৭৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দ	ভান্সিটার্ট ১৭৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দ
ক্লাইব ১৭৬৫-৬৭	ভার্লেষ্ট ও কার্টিয়ার১৭৬৭-৭২
ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ১৭৭২-৮৫	লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৬-৯৩
সর জন সোর ১৭৯৩-৯৮	
মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি ১৭৯৮-১৮০৫	
লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৮০৫	সর জর্জ বার্লো ১৮০৫-০৭
লর্ড মিণ্টো ১৮০৭-১৩	লর্ড ময়রা ১৮১৪-২৩
লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩-২৮	লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-৩৫
লর্ড মেটকাফ ১৮৩৫	লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬-৪২
লর্ড এলেনবরো ১৮৪২-৪৪	লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-৫৬	লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৬২
লর্ড এলগিন্ ১৮৬২-৬৩	লর্ড লরেন্স ১৮৬৪-৬৮
লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-৭২	লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২-৭৬
লর্ড লিটন ১৮৭৬-৮০	লর্ড রিপণ ১৮৮০-৮৪
লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪-৮৮	লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪
লর্ড এলগিন ১৮৯৪-৯৮	লর্ড কুর্জ্জন বর্ত্তমান প্রতিনিধি

[বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি শব্দে অপর শাসনকর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভারতাচার্য্য (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভারত-টীকাকার অর্জ্জুনমিশ্রের উপাধি।

ভারতী (স্ত্রী) ভৃ অতচ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ বচন, বাক্য।

"তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি।" (কুমার ৬।৭৯)

২ সরস্বতী।

"বীণারঞ্জিতপুস্তকহস্তে ভগবতিভারতি দেবিনমস্তে"(কালিদাস)

৩ পক্ষিভেদ। ৪ বৃত্তিভেদ। সকল প্রকার রচনাতেই এই বৃত্তি আদরণীয়।

'শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্বত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ভারতী॥' (মেদিনী)

যে স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বচনাদি হয়, তাহাকে ভারতী বৃত্তি কহে। ইহার লক্ষণ—

"ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ।
সংস্কৃতবহুলো বাক্‌প্রধানো ব্যাপারো ভারতী।"
(সাহিত্যদ° ৬ পরি°)

৪ ব্রাহ্মী। (রাজনি°) ৫ সন্ন্যাসীদিগের উপাধিবিশেষ, শঙ্করাচার্য্যশিষ্য তোটকাদির শিষ্যদিগের মধ্যে জনৈক শিষ্যের উপাধিবিশেষ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগের জ্ঞানের তারতম্যানুসারে গিরি পুরি ভারতী প্রভৃতি উপাধি হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের এই উপাধি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন প্রধান শিষ্যের নাম,—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। এই তোটকের শিষ্যত্রয়ের উপাধি—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। তন্মধ্যে ভারতী উপাধির লক্ষণ—

"বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(প্রাণতোষিণী অবধূতপ্রক°)

যিনি বিদ্যাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, এবং দুঃখভার জানেন না, তিনিই ভারতী। এই জগৎ দুঃখময়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধতাপে সকলেই নিপীড়িত। যিনি জ্ঞান দ্বারা ইহা জানিয়া বেদবেদান্তাদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত দুঃখকে পরিহার করিতে সমর্থ হন, তিনিই 'ভারতী' এই উপাধি লাভের যোগ্যপাত্র।

মহামতি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের মধ্যে শৃঙ্গগিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয় দিতেন; কিন্তু তাঁহাদের বিভূতি প্রভৃতি শৈবচিহ্ন ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্করস্বামীকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস, প্রথমে অনেকেই শিবমন্ত্র গ্রহণ এবং মহিম্নস্তব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্র পাঠাদি করায় স্পষ্টতঃ ইহাঁদিগকে শৈব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে যে অনেকেই নির্গুণোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী বেদান্তচর্চ্চা, ও বেদান্তপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান-সাধনই ইহাঁদের মুখ্য ধর্ম্ম।

ইহাঁরা সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ডোর কৌপীন ধারণ করেন ও মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন অথবা জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাকে মৃৎসমাধি ও জলসমাধি কহে।

"সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ॥" (মহানি° তন্ত্র ৮)

সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কদাচ দগ্ধ করিবে না, গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বা জলে মগ্ন করিয়া দিবে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই কেবল নাম ধারণ করেন। স্বধর্ম্মোচিত সাধন ও নিয়মানুষ্ঠান কিছুই করেন না। ইহারা কেবল তীর্থ ভ্রমণ ও বিজয়া ধূমপান করিয়া জীবন ক্ষেপ করেন। [সরস্বতী, পুরি ও দশনামী দেখ] ৬ নদীভেদ।

"ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী মুর্ম্মুরা যথা।"
(ভারত ৩।২২১।২৫)

ভারতীকবি শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত কবিভেদ। ইনি কাব্যপ্রকাশ ও কাব্যপ্রকাশসূত্র প্রণয়ন করেন।

ভারতী কৃষ্ণাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ, ধর্ম্মবক্তা।

ভারতীচন্দ্র (পুং) গড়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা।

ভারতীতীর্থ (পুং) ১ তীর্থভেদ। ২ পঞ্চদশী-প্রণেতা, সুবিখ্যাত সায়ণ ও মাধবাচার্য্যের গুরু। ইনি বেদান্তাধিকরণন্যায়মালাবিবরণ-প্রমেয়সংগ্রহ নামে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও ব্রতকালনির্ণয় ও পঞ্চভূতবিবেক নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভারতীযতি (পুং) তত্ত্বকৌমুদীব্যাখ্যাপ্রণেতা। বোধায়ন যতির শিষ্য।

ভারতীবৎ (ত্রি) ভারতী অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ১ ভারতীতুল্য। ২ বিশিষ্ট। (পুং) ৩ ইন্দ্র।

ভারতীশ্রীনৃসিংহ (পুং) শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য।

ভারতেয় (পুং) ভারতের অপত্য।

ভারতেশ্বর (পুং) ১ ভারতের অধীশ্বর। ২ রাজা ভরত।

ভারতেশ্বরসূরি, জনৈক জৈন সূরি, শিলভদ্রের শিষ্য।

ভারদ্বাজ (পুং) ভরদ্বাজস্য অপত্যং গোত্রাপত্যমিতি বা ভরদ্বাজ (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যো অঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। ১ দ্রোণাচার্য্য।

"ততঃ প্রয়াতে সহসা ভারদ্বাজে মহারথে।
আর্ত্তনাদেন ঘোরেণ বসুধা সমকম্পত॥"
(ভারত ৭।৬।২৭)

২ ঋষিভেদ। (মেদিনী) ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ মঙ্গলগ্রহ। (গ্রহযাগতত্ত্ব) ৫ বাত্রাট পক্ষী। ৬ বৃহস্পতিপুত্র। (হেম) ৭ দেশভেদ। (পাণিনি ৪।২।১৪৫) ত্রি ৮ ভরদ্বাজবংশীয়। ভারত ১।১৩১।৩ (স্ত্রী) ৯ অস্থি। (হেম)

ভারদ্বাজ ১ বৃহৎসংহিতোক্ত জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ২ শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রপ্রণেতা। ৩ উপলেখপঞ্জিকারচয়িতা।

ভারদ্বাজক (ত্রি) ভরদ্বাজসম্বন্ধীয়।

ভারদ্বাজায়ন (পুং) ভরদ্বাজস্য গোত্রাপত্যং ভরদ্বাজ (অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্ । পা ৪।১।১১০) ফঞ্ । ভরদ্বাজের গোত্রাপত্য।

ভারদ্বাজী (স্ত্রী) ১ বনকার্পাসী। (শব্দরত্না°) ২ নদীভেদ।

"পীত্বাক পিচ্ছিলাকৈব ভারদ্বাজীক নিম্নগাম্।"

(ভারত ৬।৯।১৯)

ভারদ্বাজীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

ভারদ্বাজীয় (ত্রি) ১ ভরদ্বাজ হইতে আগত। (পুং) ২ ভারদ্বাজপ্রোক্ত-ব্যাকরণ-মতাবলম্বী।

ভারভারিন্ (ত্রি) ভারবহনকারী।

ভারভূতিতীর্থ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। এখন ভরহুত নামে খ্যাত।

ভারভৃৎ (ত্রি) ভারং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্। ১ ভারধারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৪)

ভারমেয় (ত্রি) ভরমন্তেদং শুভ্রাদিত্বাৎ ঢক্। ভরমন্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ভারয় (পুং) ভাং দীপ্তিং ররতে প্রাপ্নোতীতি রয় গতৌ পচাদ্যচ্। ভারদ্বাজ পক্ষী, চলিত ভারুই পাখী। (শব্দচ°)

ভারযষ্টি (স্ত্রী) ভারস্য যষ্টিঃ ৬তৎ। ভারবহনদণ্ড, চলিত বাঁক। পর্য্যায়,—বিহঙ্গিকা। (অমর)

ভারব (ক্লী) ভারং বাতীতি ভার-বা (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ধনুর্গুণ। (ত্রিকা°)

ভারবৎ (ত্রি) ভার-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ভারযুক্ত।

ভারবাহ(হ) ভারং বহতীতি অণ্, ণি বা। ভারিক, ভারবাহী।

"অনস্য পন্থা বধিরস্য পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ।"

(ভারত ৩।১৩৩।১)

ভারবাহন (ক্লী) ভারস্য বাহনং। ভারসম্বন্ধী বাহন।

ভারবাহিক (ত্রি) ভারবহনকারী।

ভারবাহিন্ (ত্রি) ভারং বহতীতি বহ-ণিনি। ভারবহনকারী।

ভারবাহী (স্ত্রী) ভারবাহ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নীলী।

(রাজনি°)

ভারবি, একজন প্রাচীন কবি। বিখ্যাত কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্য ইহাঁরই সুধারসবর্ষিণী লেখনী হইতে প্রসূত। এই অমর কবিবরের আবির্ভাবে ভারতভূমির কোন্ স্থান যে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবাদ, কবি ভারবি গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন কালে গুরুর হোমধেনু রক্ষার জন্য প্রতিদিন হিমালয়ের মনোরম সানুকাননাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমগিরির নিকুঞ্জপুঞ্জপ্রভৃতিতে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যরাশিদর্শনে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে কবিত্ব বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে কবিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হইলেন। একদিন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দ্বৈতবনদিবাসী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন হইতে তিনি প্রত্যহ গোরক্ষাচ্ছলে নির্জ্জন শৈলকুঞ্জে আসিয়া উপবেশন করিতেন। তাঁহার অদূরে হোমধেনু স্বেচ্ছাহার ও স্বৈর-গমনাদি সুখানুভব করিত। আর এদিকে তিনি হিমগিরির মঞ্জুলতম নিকুঞ্জে বসিয়া একএকখানি ভূর্জ্জপত্র লইয়া তদুপরি ৩।৪ টী বা ততোধিক শ্লোক রচনা করিতেন। মহাকবি ভারবি এইরূপে প্রতিদিনের রচিত শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহপূর্ব্বক কিরাতার্জ্জুনীয় নাম দিয়া এই পরমোপাদেয় মহাকাব্য খানি প্রচার করেন, তৎকৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ের প্রথম শ্লোকটী এই,—

"শ্রিয়ঃকুরূণামধিপস্য পালনীং প্রজাসুবৃত্তিং যমযুঙ্ক্ত বেদিতুম্।
স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাযযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ॥"

কবি এই মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোক এক একটী লক্ষ্মী-শব্দ দ্বারা শোভিত করিয়াছেন। ইহার শরদ্‌বর্ণনা ও হিমালয়বর্ণনা প্রভৃতি বড়ই রমণীয়। এতদ্ভিন্ন ইহার অনেকশ্লোক বিবিধ অলঙ্কারনিকরে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বতোভদ্র অর্দ্ধভ্রমক প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে একটী মাত্র উদ্ধৃত করা গেল,—

দে বা কা নি নি কা বা দে।
বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা॥
কা কা রে ভ ভ রে কা কা।
নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি॥ (ভারবি ১৫।২০)

কবি স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ অনেক পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কেবল একাক্ষর মাত্র লইয়াও তিনি অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা—

ন নোননুন্নো নুন্নোনো নানা নানাননা ননু।
নুন্নোঽনুন্নো ননুন্নেনো নানেনা নুন্ননুন্ননুৎ॥ (ভার° ১৫।১৪)

মহাকবি ভারবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সরস-মধুর কবিতাবলীর পদপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই সহৃদয়মাত্রে অবগত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহার রচনা মধ্যে প্রসাদগুণই সবিশেষ প্রাধান্যের সহিত সমাদৃত হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিবামাত্র সহৃদয় পাঠকের হৃদয়কন্দর আনন্দরসে প্লাবিত ও শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া

যায়। তাঁহার কবিতাগুলি কেবল যে প্রসাদপূর্ণ পদবন্দ দ্বারাই পরিশোভিত, তাহা নহে, অন্তর্নিহিত গভীর ভাবার্থ-সমূহের অপূর্ব্ব সমাবেশচাতুর্য্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অনন্ত-সাধারণতা লাভ করিয়াছে। মহাকবি ভারবির ললিত-মধুর রচনা অর্থগৌরবে যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা কাব্যরস রসিক কোবিদগণের—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥"

এই বচনটী দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথও একটী শ্লোকে অন্তর রসপূর্ণ নারিকেল ফলের সহিত ভারবিকবির উক্তির তুলনা করিয়া রসিকদিগকে ইচ্ছামত ইহার সরস সারকথা আস্বাদন করিতে বলিয়া গিয়াছেন, টীকাকারকৃত শ্লোকটী এই,—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্॥"

কবিবর ভারবি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব-সৌরভ তৎপরবর্ত্তী কালে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা ৫০৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় পুলকেশীর শিলালিপিতে একযোগে প্রসিদ্ধ কবি কালিদাসের সহিত তাঁহার সমাবেশ দেখিতে পাই।

ভারশিব, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

ভারসহ (ত্রি) সহ-অচ্, ভারস্য সহঃ। ভারসহনকারী।

ভারসাধন (ত্রি), **ভারসাধিন্** (ত্রি) কঠিন ব্যাপারসাধনকারী।

ভারহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, ভারস্য হরঃ। ভারবাহক।

ভারহার (পুং) ভারং হরতীতি হৃ-অণ্। ভারবাহক (শব্দর°)

ভারহারিক (ত্রি) ১ ভারহরণকারী। ২ ভারবহনকারী।

ভারহারিন্ (ত্রি) ভারং হরতীতি হৃ ণিনি। ভারহরণকারী, ভগবান্ বিষ্ণু। পৃথিবী যখন পাপে ভারাক্রান্তা হন, বিষ্ণু তখনই তাঁহার ভারহরণ করেন।

ভারাক্রান্ত (ত্রি) ভারেণ আক্রান্তঃ ৩তৎ। ভারপীড়িত, ভারদ্বারা আক্রান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ভারাক্রান্তা, ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৭টী করিয়া অক্ষর আছে। ইহার লক্ষণ—

"ভারাক্রান্তা মন ভনুমিরং গিরীন্দ্রবিধারণাৎ।" (ছন্দোম°)

এই ছন্দের ১,২,৩,৪,১০,১২,১৫, ও ১৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু।

ভারি (পুং) ইভস্য অরিঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সিংহ। (হেম) (দেশজ) ২ ভারবহনকারী, সাধারণতঃ যাহারা জলবহন করে, তাহাদিগকে ভারি কহে।

ভারিক (পুং) ভারোঽস্তি বাহুত্বয়াত (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন্। ভারবাহক, চলিত ভারী। পর্য্যায়—ভারবাহ, ভারবাহক, ভারহর, ভারহার। (শব্দরত্না°)

"তত্র চাগ্রাগতাঃ কেচিৎ তমূচুঃ কাষ্ঠভারিকাঃ।"

(কথাসরিৎ° ৩৭।৫৬)

ভারিট (পুং) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—শ্যামচটক, দৈশিব, কণ্ঠককক। (রাজনি°)

ভারিন্ (পুং) ভারোঽস্ত্যস্মিন্ বেত্তি, ভার-ইনি। ১ ভারবাহক। "চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ। স্নাতকস্য চ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥" (মনু ২।১৩৮) (ত্রি) ২ ভারযুক্ত।

ভারুচি (পুং) ধর্ম্মশাস্ত্র ও বেদান্তশাস্ত্র-প্রণেতা। বিজ্ঞানেশ্বর ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভারুজিক (ত্রি) ভরুজ শৃগালসম্বন্ধীয়। (পা° ৪।৩।১০৮)

ভারুণ্ড (পুং) উত্তরকুরুবর্ষস্থ পক্ষিভেদ।

"ভারুণ্ডানাম শকুনাস্তীক্ষ্ণতুণ্ডা ভয়ানকাঃ।" (ভা° ভী-৭অ°)

২ সামভেদ। ৩ এতচ্ছাদ্রষ্টা ঋষিভেদ। এই শব্দের পাঠান্তর—ভারুন্ড।

"আজ্যদোহানি সামানি গাণ্ডিকং ভারুণ্ডানি চ।
পশ্চিমে দ্বারপালৌ তু পঠেতাং সামগৌ তথা॥"

(বিধানপারিজাত)

ভারূপ (স্ত্রী) ভা রূপমস্য। চিদাত্মক, আত্মা।

ভারোদ্বহ (পুং) ভারবাহী, চলিত কুলি, মুটে।

ভারোপজীবন (স্ত্রী) ভারবহন দ্বারা জীবিকার্জ্জনকারী।

ভারৌলী, উ° প° প্রদেশের রায়বরেলী জেলায় ভর জাতির প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বরেলী।

[রায় বরেলী দেখ।]

২ ঝাঁসি জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ভাণ্ডের হইতে ১৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে চন্দেল্ল রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটী সুপ্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান আছে।

৩ গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কর্ণা জলধারার নিকট একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভারৌলীগঙ্গাতীর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও একটী সুপ্রাচীন বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও হিউন্‌সিয়াং এই স্থানে আসিয়াছিলেন।

ভারোঢ়ী (স্ত্রী) ভারং বহতীতি বহ-ণি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বস্ত ঊট্। ভারবাহিকা, ভারবহনকারিণী স্ত্রী।

ভার্গ (পুং) ভর্গস্ত দেশভেদস্ত রাজা অণ্। ভর্গদেশনৃপ।

ভার্গভূমি (পুং) আঙ্গিরস ভার্গব পুত্রভেদ। (হরিব° ৩অ°)

ভার্গবেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

ভার্গব (পুং) ভৃগোরপত্যং তদ্গোত্রাপত্যমিতি ভৃগু-অণ্। ১ পরশুরাম। ২ শুক্রাচার্য্য।

"তস্মিন্ মিথুক্তে বিধিনা যোগক্ষেমায় ভার্গবে।
অজনুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতম্।"(ভারত ১।৬৬।৪৫)

৩ হস্তী। ৪ গজ। (মেদিনী) ৫ ভারতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্য-দেশান্তর্গত দেশবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু°) ৬ কুলাল।

"গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ম্মশালাং
পার্থৌ পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ।" (ভারত ১।১৯২।১)

'ভৃগুঃ ঘটবৃত্তিঃ জীবিকার্থং ভৃগুণাব্যবহরতীতি ভার্গবঃ কুলালঃ' (নীলকণ্ঠ) ৭ মার্কণ্ডেয়। (ভারত ১৩।২২।১৫) ৮ শৌনক। (ভারত ৩।৯৯।৪১) (ত্রি) ৯ ভৃগুবংশীয়।

"শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র! ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ।"(ভারত ৩।৯৯।৪১)

১০ নীলভৃঙ্গরাজ। (ত্রিকা°) ১১ হীরক। (বৈদ্যকনি°) ১২ সহাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহা° ৩২।২২)

ভার্গব, বাগ্ভূষণকাব্যপ্রণেতা।

ভার্গবআচার্য্য, নামসংগ্রহনিঘণ্টু রচয়িতা।

ভার্গবন (ক্লী) দ্বারকাস্থিত বনভেদ। (হরিব° ১৫৭ অ°)

ভার্গবপুর, উ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ঘর্ঘরা নদীর বামকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ভাগলপুর। ইহার সন্নিকটে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভার্গবপ্রিয় (পুং) ভার্গবস্ত প্রিয়ঃ, শুক্রাধিষ্ঠাতৃদেবতাকত্বাৎ। হীরক।

ভার্গবব্রাহ্মণ, ভরোচবাসী ব্রাহ্মণজাতির শাখাবিশেষ।

ভার্গবরাম, বর্ণসঙ্করজাতিমালাপ্রণয়নকর্ত্তা।

ভার্গবরাম, জনৈক মহাপুরুষ। ইনি ২য় পেশবা বাজিরাওর গুরু ছিলেন।

ভার্গবী (স্ত্রী) ভার্গব-ঙীপ্। ১ পার্ব্বতী। ভৃগোরপত্যং স্ত্রী ভৃগু-ঙীপ্। ২ লক্ষ্মী।

"এতৎ তে কথিতং ব্রহ্মন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী।(বিষ্ণুপু° ১।৯।১৪৬)

৩ দূর্ব্বা। ৪ নীলদূর্ব্বা। (শব্দরত্না°) ৫ শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°) ৭ ভৃগুবংশীয় স্ত্রীমাত্র।

(ভারত ১।৭৩।৩৩)

ভার্গবী, পুরী জেলায় প্রবাহিত একটী শাখানদী। মহানদীর কোয়াখাই নদীর শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া চিল্কাহ্রদে পতিত হইয়াছে।

ভার্গবীয় (ত্রি) ভার্গবসম্বন্ধীয়।

ভার্গায়ন (পুং স্ত্রী) ভার্গস্ত গোত্রাপত্যং ত্রৈগর্ত্তাদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১১) ভর্গের গোত্রাপত্য।

ভার্গি (পুং) ভর্গের গোত্রাপত্য।

ভার্গী (স্ত্রী) ভৃজ-ঘঞ্, ভার্গোঽস্ত্যস্যা ইতি (জ্যোৎস্নাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৫।২।১০৩) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অণ্ ততো ঙীপ্। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত বামনহাটী। (Clerodendron siphonanthus or C. serratum) হিন্দী—বরঙ্গী; মহারাষ্ট্র—ভারঙ্গী; তৈলঙ্গ—ভণ্টমারঙ্গ, নেপাল—চূয়া। সংস্কৃতপর্য্যায় গর্দ্দভশাখী, কঞ্জী, অঙ্গারবল্লরী, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণযষ্টি, বাত্তারি, ভৃঙ্গজা, পদ্মা, যষ্টি, ভারঙ্গী, বাতারি, কামজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শক্রমাতা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কাস, শ্বাস, শোক, ব্রণ, কৃমি, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

[ব্রাহ্মণযষ্টিকা দেখ]

ভার্গীগুড় (পুং) শ্বাসাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—ভার্গী (বামনহাটী) সাড়ে বারসের, দশমূল ১২॥ সের এবং হরীতকী একশত এই সকলের চতুর্গুণ ১১৬ সের জল দ্বারা পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে। পরে বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া ঐ কাথে ১২॥০ সের পুরাতন গুড় এবং ঐ সিদ্ধ হরীতকী দিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিতে হইবে, পরে উহা লেহবৎ হইলে, নামাইতে হইবে। ইহা শীতল হইলে তিন পোয়া মধু, এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেক অর্দ্ধ পোয়া ও যবক্ষার চূর্ণ এক ছটাক প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রতিদিন এই হরীতকী একটী এবং লেহ চারি তোলা করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস, অর্শ, অরুচি, গুল্ম, মলভেদ ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়, এবং স্বর, বর্ণ ও জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° শ্বাসাধিকার)

ভার্গ্যাদি (পুং) বিষম জ্বরের কষায়ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী;—ভার্গী, অব্দ, পর্পটক, পুষ্কর, শৃঙ্গবের, পথ্যা, কণ্টকারী ও দশমূল এই সকল সমভাগে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পরে অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইলে এই কষায় হয়, ইহা সেবনে বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

ভার্টাজী (স্ত্রী) ভারবতী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ভারবাজী, বনকার্পাসী। (শব্দরত্না°)

ভার্ম্ম্য (পুং) মুদ্গলগোত্র নৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২১।৩৪)

ভার্য্যা (স্ত্রী) ভরণীয়া ইতি (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪)

ইতি ণ্যৎ, টাপ্. বা ভর্‌ত্তা দীপ্ত্যা আর্য্যা। বেদবিধান দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রী। যে স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করা যায়, তাহাকে ভার্য্যা কহে। পর্য্যায়—পত্নী, পাণিগৃহীতী, দ্বিতীয়া, সহধর্ম্মিণী, জায়া, দারা, ধর্ম্মচারিণী, দার, কলত্র, কলত্রক। (শব্দরত্না°) শত অপকর্ম্ম করিলেও ভার্য্যাকে ভরণ পোষণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

"যস্য নাস্তি সতী ভার্য্যা গৃহেষু প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৬ অ°)

যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী সতী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে গমন করা উচিত। যে হেতু তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান।

মনুতে লিখিত আছে, যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই কল্যাণ হইয়া থাকে। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রমোদ জন্মাইতে পারে না, আবার স্বামীর প্রীতি না হইলেও সুসন্তানোৎপাদন হয় না। ভার্য্যা যদি ভূষণাদি দ্বারা সর্ব্বদা মনোহরভাবে সজ্জিতা থাকেন, তবে সমুদায় গৃহই শোভা পাইতে থাকে, আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয়, তাহা হইলে সকল গৃহই শোভাহীন হয়।

যে কুলে স্ত্রীদিগের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন,—সে কুলে সর্ব্বদা মঙ্গল হয়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীগণ সদা দুঃখিত, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। অতএব যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্য কালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, ভূষণ ও বসনাদি দ্বারা স্ত্রীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। (মনু ৩অ°)

ভার্য্যার দোষ—ভার্য্যা যদি বিরূপা, কপলা, কলহপ্রিয়া, বাক্যের প্রতিবাদকারিণী, কুক্রিয়াসক্তা, লজ্জাহীনা, ও পরগৃহাকাঙ্ক্ষিণী হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত জরাযুক্ত বলা যায়। সর্পযুক্ত গৃহে বাস করিলে যেমন প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, সেইরূপ ঈদৃশ ভার্য্যা যাহার গৃহে বিদ্যমান, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভার্য্যা অনুরাগিণী কিনা, তাহা বিভব ক্ষীণ হইলে বুঝা যায়। *

ভার্য্যার গুণ—যে ভার্য্যা গুণজ্ঞা, অল্পসন্তুষ্টা, পতিপ্রাণা, গৃহকার্য্যে দক্ষা, সর্ব্বদা ভর্ত্তার প্রিয়বাদিনী, নিত্য স্নাতা, সুগন্ধা, স্বল্পভাষিণী, ধার্ম্মিকা, পিতৃ ও দেবপ্রিয়া এবং সর্ব্বসৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী হয়, তাহার পতি মনুষ্য হইয়াও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের তুল্য। এইরূপ ভার্য্যা লাভ বহু পুণ্যফলেই ঘটিয়া থাকে। ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা, ভার্য্যাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্, এবং ভার্য্যাই একমাত্র ত্রিবর্গের মূল।

"সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥
অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যামূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ ॥"

(ভারত ১।৭৪ অ°)

ভার্য্যাই একমাত্র ধর্ম্মার্থকামের মূল। অতএব যাহাতে ভার্য্যার প্রীতি উৎপাদন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য বিধেয়। যাহার ভার্য্যা নাই, তাহার গৃহ শূন্য, এইজন্য ভার্য্যা গৃহপদ-বাচ্য।

"ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৫৬ অ°)

ভার্য্যা কখনই ত্যাজ্য নহে। যদি কেহ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অনপত্যা যুবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার মোক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, বরং নরক হইয়া থাকে। যুবতী ভার্য্যাকে দূরে রাখিয়া প্রবাসে বাণিজ্যাদির জন্য অধিক দিন থাকা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

"অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা ভবেদ্‌যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতি বা ॥
বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রয়াতি যঃ।
তীর্থায় তপসে বাপি মোক্ষার্থং জন্ম খণ্ডিতুম্।
ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্ম্মস্য স্খলনং ধ্রুবম্ ॥
অভিশাপেন ভার্য্যায়া নরকঞ্চ পরত্র চ।
ইহৈব চ যশোনাশ ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ১১২ অ°)

---

* "যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
উত্তরোত্তরবাদাভাৎ সা জরা ন জরা জরা ॥
যস্য ভার্য্যাশ্রিতাজন্ম পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা ন জরা জরা ॥
দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্তরদায়কাঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥
আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিম্ ॥"

(গরুড়পু° নীতিসা° ১০৮, ১০৯ অঃ)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পরিণীতা ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেন না, তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে। যে ঘরে বা বংশে ভর্ত্তা বা ভার্য্যায় বিশেষ প্রীতি নাই, তথায় সদাই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রদেব ভার্য্যাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করায় রাজযক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হন। (কালিকাপু° ২০ অ°)

পুরুষদিগের সুখ ও ধনাগম সকলই ভার্য্যাধীন। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম ভার্য্যা ভিন্ন হয় না, যেখানে ভার্য্যা থাকে, তথায় গৃহ এবং ভার্য্যাকে লইয়াই পুরুষ গৃহী হইয়া থাকে।

"ভার্য্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্য্যাধীনো ধনাগমঃ।
ভার্য্যাধীনো মধোৎপত্তিঃ ভার্য্যাধীনঃ সুখোদয়ঃ ॥
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাধীনো গৃহে বসেৎ।
ন গৃহেন গৃহস্থঃ স্যাৎ ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী ॥"
(পরাশরস্মৃতি)

ভার্য্যাট (ত্রি) ভার্য্যয়া অটতি বর্ত্ততে ইতি অট গতৌ পচাদ্যচ্। অন্যকে স্বীয় স্ত্রীদাতা। যে নিজ স্ত্রীকে অন্যের উপভোগের নিমিত্ত প্রদান করে, অথবা পর পুরুষের নিকট গমনার্থ অনুমতি দেয়।

ভার্য্যাটিক (পুং) অট গতৌ ভাবে ঘঞ্, ভার্য্যয়া আটো গতির্ভ্রমণং বা অস্ত্যস্যেতি ভার্য্যাট-ঠন্। ১স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত। ২ হরিণবিশেষ। (মেদিনী) ৩ মুনিবিশেষ। (হেম)

ভার্য্যাত্ব (ক্লী) ভার্য্যা ভাবে ত্ব। ভার্য্যার ভাব বা ধর্ম্ম, পত্নীত্ব।
"এতেষামেব জন্তূনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ।" (মনু ১২।৬৯)

ভার্য্যাপতী (পুং) ভার্য্যা চ পতিশ্চ তৌ, (রাজদন্তাদিষু পরম্। পা ২।২।৩১) ইতি সাধুঃ। যোষিৎপতী, স্ত্রী ও স্বামী। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। পর্য্যায় দম্পতী, জম্পতী, জায়াপতী। (অমর)

ভার্য্যাধিকারিক (ত্রি) ১ ভার্য্যা সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয় যাহাতে আছে। ২ বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের তদ্বিষয়ক অধ্যায়ভেদ।

ভার্য্যারু (পুং) ভার্য্যাং ঋচ্ছতীতি ঋ গতৌ উণ্। ১ মৃগভেদ। ২ ক্রীড়া দ্বারা পরভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদক। ৩ পর্ব্বতভেদ। (মেদিনী)

ভার্য্যাবৎ (ত্রি) ভার্য্যা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ভার্য্যাযুক্ত, পত্নীযুক্ত।

ভার্য্যাবৃক্ষ (পুং) ভার্য্যাবৎ প্রিয়ো বৃক্ষঃ। পতঙ্গবৃক্ষ।

ভার্য্যোঢ় (পুং) ঊঢ়া ভার্য্যা যেন, আহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ বাহ° পরনিপাতঃ। ঊঢ়ভার্য্যক, বিবাহিত।

ভাল (ক্লী) ভা দীপ্তৌ ভাবে ক্বিপ্, ভাং লাতি গৃহ্লাতীতি লা (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। জ্রূয়ের ঊর্দ্ধভাগ কপাল। পর্য্যায়,—ললাট, অলিক, গোধি। (রাজনি°)

"স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু।
প্রাণেশ ত্রুটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয় ॥"
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

ভালকৃৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)

ভালচন্দ্র (পুং) ভালে চন্দ্রো যস্য। ১ শিব। ২ গণেশ। (স্ত্রী) ৩ দুর্গা।

ভালচন্দ্রাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভালদর্শন (ক্লী) ভালে ললাটে দর্শনং যস্য। সিন্দূর।

ভালদৃশ্ (পুং) ভালে ললাটে দৃক্ নেত্রং যস্য। শিব।

ভালন্দনক (ত্রি) ভলন্দনের গোত্রাপত্য।

ভালনেত্র (পুং) ভালে নেত্রং যস্য। ১ শিব। (স্ত্রী) ২ দুর্গা।

ভালয়ানন্দাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভাললোচন (পুং) ভালে লোচনং যস্য। ভালনেত্র। শিব।
"ভাললোচনভাবজ্ঞা ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।" (কাশীখ° ২৯।১৩০)

ভালাঙ্ক (পুং) ভালস্যেব অঙ্কো যত্র ভালে অঙ্কো যস্যেতি বা। ১ করপত্র অস্ত্র, চলিত করাত। ২ শাকভেদ। ৩ রোহিত মৎস্য। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ কচ্ছপ। ৬ হর। (মেদিনী) ভালস্য অঙ্কঃ। ৭ ললাটচিহ্ন।

ভালু (পুং) ভৃণাতি রোগান্ ভৃ উদসনে উণ্, রস্য ল। আদিত্য। (উজ্জ্বল)

ভালুক (পুং) ভলতে হিনস্তি প্রাণিন ইতি ভল হিংসায়াং বাহুলকাৎ উক, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ভল্লুক।
'ভালুকো ভালুকো ভল্লোঽচ্ছভল্লোঽচ্ছোঽপি ভল্লুকঃ।'(ভরত)

ভালুকি (পুং) ১ জনৈক সংহিতাকার। ইনি লাঙ্গলক মুনির শিষ্য ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপু°) যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। হঠপ্রদীপিকায় ইহাঁর নাম পাওয়া যায়। ৩ বৈদিক গ্রন্থপ্রণেতা জনৈক পণ্ডিত। টোডরানন্দে ইহাঁর নামোল্লেখ আছে।

ভালুকিন্ (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভালুকীপুত্র (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথ ব্রা° ১৪।৯।৪।৩১)

ভালুষণা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মহীকান্তা এজেন্সির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। প্রধান নগরের নাম ভালুষণা। অক্ষা° ২৩° ৫০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫০´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৫৯ বর্গমাইল। এই স্থানের সামন্তরাজ জাতিতে কচুবন কোলি এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ইনি ইদররাজকে বার্ষিক ১১৬০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। ইহাঁর উপাধি ঠাকুর।

ভালূক (পুং) ভলতে হিনস্তি জীবানিতি ভল-(উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি উক ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ভল্লুক স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। [ভল্লুক দেখ।]

ভালেসুলতান, রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহাদিগের মধ্যে ভালেসুলতান উপাধি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। সুলতানপুরে প্রবাদ এই যে, অধরায়ের পুত্র বক্তার রায় দিল্লীর বাদশাহের অধীনে বৈদ বংশীয় সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। একদা তিনি বাদসাহ কর্তৃক ভাড়দিগকে দমন জন্য প্রেরিত হন। তিনি কৃতকার্য্য হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলে বাদসাহ তাঁহাকে যে "আও ভালে সুলতান" এই বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করেন। তদবধি উহারা এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহারা তিলকচাঁদ হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহারা বলভীবংশীয় সৌরাষ্ট্রপতিগণের বংশধর। বুলন্দসহরবাসিগণ সিদ্ধরাজ জয়সিংহকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। সাহাবুদ্দীন্ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিবার পর জয়সিংহকে ভালেসুলতান উপাধি প্রদান করেন।

ভাল্ল (ত্রি) ভল্ল সম্বন্ধীয়।

ভাল্লকীয় (ত্রি) ভল্লকীসম্বন্ধীয়।

ভাল্লপালেয় (ত্রি) ভল্লপালের গোত্রাপত্য।

ভাল্লবি (পুং) ১ সাম শাখাভেদ। তদধ্যেতা। "তামেতাং ভাল্লবয় উপাসতে" (তাণ্ড্যব্রা॰ ২।২।৪) 'তামেতাং পরিবর্ত্তিনীং বিষ্টুতিং ভাল্লবিশাখাধ্যায়িন উপাসতে' (ভাষ্য)

ভাল্লবিন্ (পুং) ভল্লবির শিষ্য বা তন্মতানুবর্ত্তক সম্প্রদায়।

ভাল্লবেয় (পুং) ১ ভল্লবির গোত্রাপত্য। ২ ইন্দ্রদ্যুম্নের নামান্তর। ৩ আচার্য্য ভেদ।

ভাল্লবেয়োপনিষদ্, উপনিষদ্‌ভেদ।

ভাল্লুক (পুং) ভালুক। (অমরটীকা ভরত)

ভাব (পুং) ভাবয়তি চিন্তয়তি পদার্থানিতি ভূ-ণিচ্, পচাদ্যচ্, ভবতীতি ভূ 'ভবতেশ্চেতি বক্তব্যম্' ইতি কাশিকোক্তের্ণো বা। ১ নাট্যোক্তিতে বিদ্বান্, নাটকে যে স্থলে ভাব শব্দের প্রয়োগ হয়, তথায় বিদ্বান্‌কে বুঝায়। ২ মানসবিকার। ৩ সত্তা।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" (গীতা ২।১৬)

৪ স্বভাব। ৫ অভিপ্রায়।

"তস্য ধর্ম্মার্থবিদুষো ভাবমজ্ঞায় সর্ব্বশঃ।
ব্রাহ্মণাবলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ॥" (রামায়ণ ২।২।১৯)

৬ চেষ্টা। ৭ আত্মা। ৮ জন্ম। (অমর) ৯ চিত্ত। (মনু ৪।২২৭) ১০ ক্রিয়া। ১১ লীলা। ১২ পদার্থ। (রঘু ৩।৪১) ১৩ বিভূতি। ১৪ বুধ। ১৫ জন্তু। ১৬ রত্যাদিভাব। ১৭ গৌরবিত। ১৮ অভিনয়ান্তর। (ত্রিকা॰) ১৯ বিষয়।

"অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ॥" (হিতোপদেশ)

২০ পর্য্যালোচনা। (মনু ৬।৮০) ২১ প্রেম। (গীতা ১০।১৮) ২২ যোনি। ২৩ উপদেশ। (ধরণি) ২৪ সংসার। (অনেকার্থকোষ) ২৫ ধাত্বর্থ। (মুগ্ধবোধটীকা রামতর্কবাগীশ) ২৬ নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ চেষ্টা।

সঙ্কেতকৌমুদীতে দ্বাদশ ভাবের বিষয় যে রূপ লিখিত আছে, সংক্ষেপে এই স্থলে তাহা পর্য্যালোচিত হইল। কোষ্ঠীবিচার করিতে হইলে গ্রহদিগের ভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, কারণ কোন্ গ্রহ কি ভাবে আছে, তাহার ফল দিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহা স্থির করিয়া তৎফলনির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বাদশভাব যথা—

১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশন, ৫ গমনেচ্ছা, ৬ গমন, ৭ সভাবসতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিপ্সা, ১১ কৌতুক ও ১২ নিদ্রা। এই দ্বাদশ ভাব। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই সকল ভাব স্থির করিতে হয়।

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাব নিরূপণ করিতে হইলে, তৎকালে গ্রহগণ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত, তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্র দ্বারা গ্রহকে পূরণ করিতে হইবে এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশভাবে অবস্থিত আছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা ঐ পূরিত অঙ্ককে গুণ করিবে, পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্মনক্ষত্রাঙ্ক ঐ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্নসংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাতদণ্ড তাহাতে মিলিত করিতে হইবে। তৎপরে ঐ সকল অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক সংখ্যায় দ্বাদশ ভাব জানা যাইবে। যদি শেষাঙ্ক এক থাকে, তাহা হইলে শয়ন ভাব, ২ থাকিলে উপবেশন ভাব, এইরূপে ভাবসকল স্থির হইবে।

রবিগ্রহের শয়নাদি ভাবগণনা করিবার সময়ে দ্বাদশ হৃতাবশিষ্ট অঙ্কে ৫ যোগ করিতে হইবে, এবং চন্দ্রগ্রহের ২, মঙ্গলের ২, বুধের ৩, বৃহস্পতির ৫, শুক্রের ৩, শনিগ্রহের ৩, রাহুগ্রহের ৪, এবং কেতুগ্রহের ৫ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিতে হইবে। যুক্তাঙ্ক দ্বাদশের অধিক হইলে পুনরায় উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ভাব সকল জানা যাইবে। রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা, এই সমুদয় নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে যে গ্রহগণের জন্ম-

নক্ষত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ জানিতে হইবে।

এই দ্বাদশভাব আনয়নেরও বিস্তর মতভেদ আছে। মতান্তরে ভাবানয়ন—শয়নাদি দ্বাদশভাব বিচার করিতে হইলে রব্যাদি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশিমিত অঙ্ক দ্বারা সূর্য্যাদিগ্রহসংখ্যক অঙ্ককে গুণ করিতে হইবে। পুনরায় ঐ অঙ্ককে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা করা হইবে, সেই গ্রহের জন্মনক্ষত্র উহাতে যোগ করিতে হইবে। পরে লগ্নসংখ্যক অঙ্ক, আর জাতদণ্ডপরিমিত অঙ্ক এই উভয়াঙ্ক উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ক্রমে শয়নাদি ভাব স্থির করা যাইবে। মতান্তরে—যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বিগুণ করিয়া ১৫ দিয়া তাহাকে গুণ করিবে, এবং যে নক্ষত্রে গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রপরিমিত অঙ্ক পূর্ব্বগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ভাব স্থির হইবে।

প্রথমে গ্রহগণের বলাবল বিশেষরূপে স্থির করা আবশ্যক। কারণ, কোন স্থানে গ্রহের কিরূপ বল, তাহা অগ্রে না জানিয়া ভাববিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ বল স্থির না করিয়া কেবল ভাব দ্বারা ফল ঠিক হয় না, ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এইজন্য বলাবলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা জ্যোতির্বিদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

নিদ্রাভাবস্থিত কোন পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে শুভদায়ক হয়, কিন্তু পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কদাচ শুভকর হয় না, যদি স্বীয় শত্রুগৃহগত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিয়া শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পত্নীর সহিত তাহার মৃত্যু হয়। যদি ঐ স্থানে শুভগ্রহ থাকে এবং ঐ শুভগ্রহ শুভাশুভ গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জায়াস্থানে শয়নভাবেরও ফল এইরূপ অশুভ।

কোন পাপগ্রহ নিদ্রা বা শয়নাবস্থায় সুতস্থানে থাকিলে শুভদায়ক হইয়া থাকে, ইহাতে আর কোনরূপ বিচারের আবশ্যক নাই। কিন্তু ঐ পাপগ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ স্থানে কিংবা আপনার গৃহে অথবা মূল ত্রিকোণে থাকিয়া সুতস্থানগত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সন্তানের হানি হইয়া থাকে। নিদ্রা বা শয়ন ভাবাপন্ন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুতস্থানে থাকিলে প্রথম সন্তানের বিঘ্ন হয়।

নিদ্রা বা শয়নভাবাপন্ন পাপগ্রহ মৃত্যুস্থানে থাকিলে রাজা বা শত্রু কর্ত্তৃক অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যদি ঐ পাপগ্রহ শুভগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়।

শনি, মঙ্গল বা রাহু মৃত্যুস্থ হইলে অপমৃত্যু বা শিরশ্ছেদন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কর্ম্মস্থানে কোন পাপগ্রহ শয়ন বা ভোজন ভাবে থাকিলে দরিদ্রতা হেতু সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে হয়।

চন্দ্র কৌতুক অথবা প্রকাশ ভাবে কর্ম্মস্থানে থাকিলে প্রবল রাজযোগ হয়। যদি শুভগ্রহ পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত হইয়া ২,১০,১১,৯ বা ৫ম গৃহে থাকে, তাহা হইলে মহতী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

রবি শয়নভাবে থাকিলে মন্দাগ্নিযুক্ত, পিত্তশূলরোগ, শ্লীপদ এবং অর্শ বা ভগন্দর রোগ হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে শিল্পকর্ম্মকারী, শ্যামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, দুঃখযুক্ত ও পরসেবায় রত হয়। রবি যদি নেত্রপাণিভাবে থাকিয়া লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমস্থান-গত হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার সুখ, এবং এই সকল স্থান ভিন্ন অন্যস্থলে থাকিলে ক্রূরপ্রকৃতি ও জলদোষ রোগযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকাশন ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধী, পরদ্বেষ্টা, ধার্ম্মিক ও ধনবান্ হয়। কিন্তু ত্রিকোণ ও সপ্তমস্থানে থাকিলে দাতা, ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে। রবি গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে নিদ্রাভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, ক্রূরপ্রকৃতি, দাম্ভিক, কৃপণ ও পরদার-রত হয়। রবি গমনভাবে থাকিলে প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয়, সভাবসতি ভাবে থাকিলে ভার্য্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন, আগমভাবে থাকিলে মূর্খ, সর্ব্বদা কর্ম্মকুশল, মিথ্যাবাদী, কুৎসিতবিদ্যাসম্পন্ন, নির্দ্দয় ও পরনিন্দক; ভোজনভাবে থাকিলে দাম্ভিক, মৎস্য ও মাংসলোভী, শাস্ত্রবেত্তা এবং সদাচারী; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানাবিদ্যাকুশল, রাজপূজ্য ও পণ্ডিত; কৌতুকভাবে থাকিলে উৎসাহযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন, সর্ব্বদা কৌতুকপরায়ণ,দাতা, ভোক্তা ও শিল্পনিপুণ; নিদ্রাভাবে থাকিলে নিদ্রালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তচক্ষুঃ, ক্রোধী এবং পরনিন্দক হইয়া থাকে।

রবির এইরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাগফল স্থির করিতে হইবে। চন্দ্রের ভাবফল—চন্দ্র শয়নভাবে থাকিলে ক্রোধী, দরিদ্র, অতিশয় লম্পট, গুহ্যরোগী ও অলস হয়। চন্দ্রের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র উপবেশনভাবে থাকিলে বিদ্বেষ্টা, প্রবাসী, পিত্তশূলরোগী, ধনহীন, কৃপণ, ও কুটিল; নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, শ্লীপদী, বাচাল, ক্রূর, খল ও বীর; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে অস্থিরমতি, মায়াবী, শ্লীপদরোগী ও ধনহীন; সভাবসতিভাবে থাকিলে দাতা, ধার্ম্মিক ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; আগমনভাবে থাকিলে

বাচাল, প্রিয়, শান্তপ্রকৃতি, বিপত্নীক, বহু সন্ততিযুক্ত, ক্রোধী, মহাদুঃখী ; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, জ্ঞাতিগণে পরিপূরিত, দাতা, ভোক্তা, অতিশয় মানী, ধনবান্, ক্রূরকর্ম্মা, চিররোগী, অতিশয় কৃশ এবং নিয়ত প্রবাসী ; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে গুণবান্, ধার্ম্মিক, ধনবান্ বহুপুত্র ও দাতা, কৌতুক ভাবে থাকিলে সর্ব্বসুখসম্পন্ন, বিদ্বান্ ও দাতা ; নিদ্রাভাবে থাকিলে পাপী, পুত্রশোকযুক্ত, অতিশয় দুঃখী এবং নিয়ত পৃথিবীভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

মঙ্গলের ভাবফল।—মঙ্গল শয়নভাবে থাকিলে লম্পট, কৃপণ, সুখী, অতিশয়ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত, উপবেশনভাবে থাকিলে নরাধম, ধনবান্, ক্রূরকর্ম্মকারী, নিষ্ঠুর, ও পাপী ; নেত্রপাণিভাবে থাকিলে সকল স্থলে সুখ, পুত্র, দারা ও ধনযুক্ত,দেহমধ্যে কিঞ্চিৎ জড়তা, অঙ্গসন্ধি বেদনাযুক্ত, ব্যাঘ্র, অগ্নি, সর্প ও জলে ভয়যুক্ত হয়, ইহা কেবল লগ্নব্যতীত অন্যস্থলে থাকিলে হইবে। কিন্তু লগ্নে থাকিলে ইহার অশুভ হইবে। মঙ্গল প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্, ক্ষণিক সুখযুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদি চিহ্ন এবং উচ্চ হইতে পতন ; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে প্রবাসশীল, গুহ্যরোগী, ধনহীন ও কুকর্ম্মকারী ; সভাস্থিতভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, বহুসন্ততিবিশিষ্ট, গুণবান্, অত্যন্ত দাতা, শিরোরোগী ; আগমনভাবে থাকিলে খঞ্জ, কর্ণরোগী, পিত্তশূলরোগাক্রান্ত, নরাধম, ধনবান্ ; ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্রোধী, নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্ ; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে দাতা, ভোক্তা ও সুখী ; কৌতুকভাবে থাকিলে সুপুত্রযুক্ত, ধনী ও দুইটী পত্নী এবং বহুকন্যাসন্তানযুক্ত নিদ্রাভাবে থাকিলে মূর্খ, ধনহীন, ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম ও একাদশ এই সকল স্থানে থাকিলে উক্তপ্রকার ফল হয়। অন্যস্থলে থাকিলে শুভফল হইয়া থাকে।

বুধের ভাবফল।—বুধ শয়নভাবে থাকিলে ধনী, ক্ষুধিত, খঞ্জ এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়া থাকে। অন্যস্থানে থাকিলে দরিদ্র ও অতিশয় লম্পট হয়। বুধ উপবেশনভাবে থাকিলে কবি, বাক্‌পটু, গৌরবর্ণ ও অতিশয় বিশুদ্ধাচারী হইয়া থাকে। উপবেশনভাবস্থিত বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত এবং শক্রগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মহাপাতক রোগ হয়। কিন্তু উক্তভাবস্থ বুধ স্বক্ষেত্রে বা মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত হইলে নানাবিধ সুখ প্রদান করেন, নেত্রপাণিভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগ, বিদ্যাবিহীন ও পুত্রনাশ,প্রকাশন ভাবে থাকিলে দাতা,ধার্ম্মিক, ধনবান্, জ্ঞানী ও বেদপারগ, গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে লম্পট, স্ত্রৈণ, দুইভার্য্যাসম্পন্ন,বহুবিধ দুঃখযুক্ত ও নিত্যকলহকারী এবং বহুপ্রকাররোগবিশিষ্ট, গমনভাবে থাকিলে জলদোষ রোগ, বাণিজ্য দ্বারা ধনলাভ, সর্প ও সলিলভয়, নানাদুঃখভোগ, স্ত্রীনাশ এবং অঙ্গবৈকল্য ; সভাবসতিভাবে থাকিলে মূর্খ,ধনবান্, ধার্ম্মিক ও চিররোগী ; আগমন ভাবে থাকিলে ক্রূরপ্রকৃতি, খল, অতিশয় মূর্খ, পাপশীল, নরাধম, অস্থিরমতি, গুহ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগবিশিষ্ট ; ভোজনভাবে থাকিলে ধনহীন,পরদ্বেষ্টা, প্রবাসী, রোগী, বামদেহে ক্ষতাদিযুক্ত; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে ধনবান্, পণ্ডিত, কবি, উৎসাহান্বিত, অতিশয় ক্রোধী, এবং দুইটী পত্নীযুক্ত ; কৌতুকভাবে থাকিলে সর্ব্বজনপ্রিয়, সন্তান বিশিষ্ট, অর্শ, দদ্রু ও স্বকুরোগী ; নিদ্রাভাবে থাকিলে সমস্ত দুঃখের একমাত্র পাত্র, অল্পায়ু এবং বিবাদকারী হইবে। লগ্নে বা দশম স্থানে বুধ নিদ্রাভাবে থাকিলে এই সকল ফল হয়, নচেৎ শুভফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির ভাবফল।—বৃহস্পতি শয়নভাবে থাকিলে বিদ্বান্, ধনসম্পন্ন, নানাগুণের আশ্রয় ও সুখী ; উপবেশন ভাবে থাকিলে দুঃখী, বহুভাষী, রোগী, কোন জীবের দন্তাঘাতবিশিষ্ট, শিল্পকর্ম্মবেত্তা, এবং শ্লীপদরোগী ; নেত্রপাণিভাবে থাকিলে গৌরবর্ণ, শিরোরোগী ও ধনী এবং লগ্ন হইতে নবম, ষষ্ঠ, বা অষ্টমগৃহে এই ভাবে থাকিলে শক্রক্ষয় এবং নিশ্চয় গঙ্গাতে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমগৃহে থাকিয়া যদি প্রকাশনভাবস্থ হন, তাহা হইলে সে সন্তান ধনবান্,নানাপ্রকার রত্নযুক্ত এবং রাজমন্ত্রী হয়। গমনেচ্ছাভাবে লগ্নে থাকিলে পণ্ডিত, নচেৎ লিঙ্গে রোগ হইয়া থাকে। সভাবসতিভাবে থাকিলে বক্তা, দাতা, ধনবান্, রাজসেবান্বিত, পণ্ডিত ; আগমনভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, মানী, নানাতীর্থভ্রমণশীল, উৎসাহান্বিত এবং অহঙ্কারী ; ভোজনভাবে থাকিলে নানাবিধ সুখী, মাংসলোভী, শ্রেষ্ঠ, কামুক ও প্রিয়ভাষী; নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে পণ্ডিত, ধনবান্ সাত্বিক, অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী ; কৌতুকভাবে থাকিলে সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, নিয়ত উৎসাহবিশিষ্ট ও সুখী ; নিদ্রাভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, কৃপণ, বাচাল ও দুঃখিত হইয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণশীল হয়। নিদ্রাভাবস্থ গুরু যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম বা দশমগৃহে থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীপুত্রের নাশ এবং লগ্নে থাকিলে দরিদ্র হয়।

শুক্রের ভাবফল।—লগ্নের সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুক্র শয়নভাবে থাকিলে নানাবিধ সুখ ও বহুসন্তান হয়। সপ্তম ও একাদশ ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিলেও সুখী এবং পুত্রনাশ হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে ধনবান্ ও ধার্ম্মিক ; ও নেত্রপাণিভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। ঐ যদি শুক্র

লগ্নে বা সপ্তমে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট হয়। একাদশে থাকিলে অতিশয় দরিদ্র হয়। শুক্র প্রকাশনভাবে দ্বিতীয়, সপ্তম, বা নবমগৃহে থাকিলে ধনবান্, ধার্ম্মিক এবং বিশুদ্ধাচারী, ইহা ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিলে রোগী, নিয়ত-বিদেশবাসী, দুঃখভোগী এবং নৃত্যকার্য্যে রত থাকে। গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে মাতৃনাশ, নিত্য উৎসাহবিশিষ্ট, শিল্পকার্য্যে নিপুণ ও তীর্থপর্য্যটনশীল; সভাবসতিভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, ধনেশ্বর, সমস্ত কার্য্যে দক্ষ ও শূলরোগী; আগমন ভাবে থাকিলে, দুঃখী, বহুভাষী, পুত্রশোকসন্তপ্ত এবং নরাধম; ভোজনভাবে থাকিলে বলবান্, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, বাণিজ্যলব্ধ অথবা সেবা দ্বারা লব্ধ ধনে ধনবান্ হয়। শুক্র নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি হইয়া থাকে। যদি ঐ শুক্র নীচ গৃহস্থিত হয়, তাহা হইলে মূর্খ, কৌতুক ভাবে থাকিলে ধনবান্, সাত্ত্বিক, সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত ও উত্তম বক্তা; ঐ শুক্র নীচস্থ হইলে ইহার বিপরীত ফলযুক্ত হয়। কিন্তু নিদ্রাভাবে থাকিলে উপতাপবিশিষ্ট, নিয়ত ক্লেশভাগী, রোগী, দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

শনির ভাবফল।—শনি শয়নভাবে থাকিলে ক্ষুধার্ত্ত, বিকলাঙ্গ, গুহ্যরোগী এবং কোষবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শনি যদি লগ্ন, ষষ্ঠ এবং অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে নিয়ত বিদেশবাসী, দরিদ্র, বিকৃত এবং স্থূলশরীরবিশিষ্ট হয়। পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশমে থাকিলে ধার্ম্মিক ও দাতা হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে শ্লীপদ ও দক্রুরোগী এবং নিয়ত পীড়া ও ধননাশ হইয়া থাকে। শনি লগ্নে বা দশমে উপবেশন ভাবে থাকিলে সকল প্রকার দুঃখভোগী; নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে অবোধ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, ধনবান্, ধার্ম্মিক ও বহুভাষী; প্রকাশন ভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, নানাগুণবিভূষিত ও ধার্ম্মিক; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ট, বিপুল ধনবান্, পণ্ডিত, দাতা এবং মানব-শ্রেষ্ঠ; গমনভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগী, [illegible]ঘাতচিহ্নযুক্ত, অতিশয় ক্রোধী, কৃপণ এবং পরনিন্দুক; সভাবসতি ভাবে থাকিলে স্ত্রীপুত্রযুক্ত, ধনশালী ও নানারত্নযুক্ত; আগমনভাবে থাকিলে অতিশয় ক্রোধী ও রোগী এবং সর্পাদি দংশনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শনি ভোজনভাবে থাকিলে মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট, অর্শ, শূল ও চক্ষুরোগী, নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে চিরকাল ধনবান্ ও ধার্ম্মিক, কৌতুকভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, বিপুল ধনবান্, দাতা, ভোক্তা, অতিশয়কর্ম্মকুশল, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী, নিদ্রাভাবে থাকিলে ধনবান্, পণ্ডিত, নেত্র ও পিত্তশূলরোগী, দ্বিভার্য্য ও বহুসন্ততিযুক্ত হইয়া থাকে।

রাহুর ভাবফল।—রাহু শয়নভাবে থাকিলে ক্লেশ, অতিশয় দুঃখ, শ্লীপদরোগ, নিয়ত ধননাশ এবং রাজপীড়া হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে কুষ্ঠাদিরোগে কাতর এবং রাজা বা শত্রু দ্বারা তাহার ধননাশ হয়। নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই চক্ষুরোগী, সর্প ও ব্যাঘ্র হইতে ভয়যুক্ত, অধার্ম্মিক, স্ত্রৈণ, কুটিল, ধৈর্য্যগুণবিশিষ্ট এবং বহুভাষী, প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্, নিয়তধর্ম্মপরায়ণ, বিদেশবাসী, উৎসাহান্বিত, সাত্ত্বিক এবং রাজকর্ম্মকর হইয়া থাকে। ঐ ভাবে রাহু কর্কট বা সিংহে থাকিলে শিরশ্ছেদযোগ হয়। রাহু গমনেচ্ছা-ভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ট, অতিশয় ধনবান্, পণ্ডিত, গুণবান্, দাতা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়। সভাবসতিভাবে থাকিলে কৃপণ, ধনবান্, নানাসদ্‌গুণসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী; আগমন ভাবে থাকিলে সকল লোকের দুঃখদাতা এবং নানাবিধ ক্লেশযুক্ত; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, মন্দাগ্নিরোগযুক্ত, দুঃখিত, কৃপণ, ক্রূর এবং কলহপ্রিয়, নৃত্যলিপ্সাভাবে লগ্নে থাকিলে খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত, চক্ষুহীন এবং দুর্দ্ধর্ষ হয়, কৌতুকভাবে থাকিলে সকল গুণের আবাসস্থল, ধনবান্ এবং পিত্তশূলরোগে অভিভূত, নিদ্রাভাবে থাকিলে শোক ও দুঃখে অভিভূত, নানাস্থানবাসী, ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। (সঙ্কেতকৌ০)

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাবের ফল এইরূপে স্থির করিতে হয়। ইহা ভিন্ন ষড়্‌ভাব ও নবভাব আছে, তাহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল,—

১ লজ্জিত, ২ গর্ব্বিত, ৩ ক্ষুধিত, ৪ তৃষিত, ৫ মুদিত, ৬ ও ক্ষোভিত, এই ষড়্‌ভাব।

যদি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহে রাহুর সহিত একত্র অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ঐ গ্রহ অথবা যে কোন গ্রহ রবি, শনি ও মঙ্গলের সহিত একত্র থাকেন, তাহা হইলে লজ্জিত ভাব হয়। যদি কোন গ্রহ স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা স্বীয় মূল ত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাকে গর্ব্বিতভাব কহে। যদি কোন গ্রহ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রহ, অথবা কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শনির সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষুধিত, জলরাশিতে কোন গ্রহ থাকিয়া শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যদি দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তৃষিতভাব হয়। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন নাম জলরাশি, কোনমতে কুম্ভ ও মীনও জলরাশি। যদি কোন গ্রহ মিত্র-গ্রহ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া মিত্রের সহিত মিত্রভবনে

অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ, এবং যে গ্রহ বৃহস্পতির সহিত মিলিত থাকেন, সেই গ্রহ মুদিতভাবাপন্ন। যে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, আর যদি তাহাতে নিজ শত্রুগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ক্ষোভিত ভাব হয়।

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে সমস্ত গ্রহই যদি ক্ষুধিত ও ক্ষোভিত ভাবে থাকে, তাহা হইলে জাতক দুঃখের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হয়। যদি তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের কোন স্থানে দুইটী অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে পরস্পর বিভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা একগ্রহ লজ্জিত ও গর্ব্বিত ইত্যাদি ভাবদ্বয়, কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবের গ্রহদত্ত ফল মিশ্র হইবে। গ্রহ সকল যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি ও সবল হইলে সম্পূর্ণ ফল হয়। কর্ম্মস্থানে লজ্জিত, তৃষিত, ক্ষুধিত ও ক্ষোভিত গ্রহ থাকলে, দুঃখভাগী হয়। ষড়্‌ভাবের মধ্যে মুদিত ও গর্ব্বিত ভাবই প্রশস্ত।

দীপ্তাদি দশভাব,—১ দীপ্ত, ২ দীন, ৩ সুস্থ, ৪ মুদিত, ৫ সুপ্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ মুষিত, ৮ পরিহীয়মানবীর্য্য, ৯ প্রবৃদ্ধবীর্য্য ও ১০ অধিকবীর্য্য, এই দশভাব। স্বীয় উচ্চস্থ গ্রহ দীপ্ত, নীচস্থ গ্রহ দীন, স্বগৃহস্থিত গ্রহ সুস্থ, মিত্রগৃহস্থিত মুদিত, শত্রুগৃহস্থিত সুপ্ত, গ্রহ-যুদ্ধে পরাজিতগ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগতগ্রহ মুষিত, যে গ্রহ স্বীয় নীচাভিমুখে গমন করে, তাহা পরিহীয়মানবীর্য্য, স্বীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধবীর্য্য, শুভগ্রহের ক্ষেত্রাদি ষড়্‌বর্গস্থিত গ্রহ অধিকবীর্য্যভাবযুক্ত। গ্রহগণ দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তমরূপে কার্য্যসিদ্ধি, দীনভাবে থাকিলে নরপতিও দীনতাপ্রাপ্ত, সুস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সুখ, মুদিতভাবে আমোদ এবং বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি, সুপ্তভাবে সর্ব্বদা বিপদ্, প্রপীড়িতভাবে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়া মুষিতভাবে, অর্থক্ষতি, প্রবৃদ্ধবীর্য্যে হস্তী ও ঘোটক প্রভৃতি লাভ, এবং অধিক বীর্য্যভাবে রাজসদৃশ ও বিপুল সম্পদ্ লাভ হয়।

দীপ্তাদি নবভাব,—১ দীপ্ত, ২ সুস্থ, ৩ মুদিত, ৪ শান্ত, ৫ শক্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ দীন, ৮ বিকল ও ৯ খল। গ্রহগণ অবস্থানভেদে নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব দশা কালে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে।

স্বীয় উচ্চ রাশিগত গ্রহকে দীপ্ত, স্বক্ষেত্রগত গ্রহকে সুস্থ, মিত্ররাশিগত গ্রহকে মুদিত, শুভক্ষেত্রগত গ্রহকে শান্ত, এবং এই সকল রাশি ভিন্ন অন্য রাশিতে অর্থাৎ নীচ বা পাপগৃহগত গ্রহকে হীন, শত্রুরাশিগত গ্রহকে দুঃখিত, পাপগ্রহ সংযুক্ত গ্রহকে বিকল, পরাজিত গ্রহকে খল, সূর্য্যকিরণলব্ধ গ্রহকে কুপিত গ্রহ বলা যায়।

দীপ্তগ্রহের দশাকালে মানবের রাজ্য, উৎসাহ, শৌর্য্য, ধন, বাহন, স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্, সম্মান ও রাজসম্মান লাভ হইয়া থাকে। সুস্থগ্রহের দশাকালে সুস্থদেহ, রাজা হইতে ধন, সুখ, বিদ্যা, যশ, আনন্দ, মহত্ত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ এবং ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। মুদিত গ্রহের দশাকালে মানব বস্ত্রাদি, ভূমি, গন্ধদ্রব্য, পুত্র, অর্থ এবং ধৈর্য্য লাভ করে, পুরাণাদি ধর্ম্ম ও গীতশ্রবণ, দান, পেয় এবং অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। শান্তগ্রহের দশাকালে সুখ, ধৈর্য্য, ভূমি, পুত্র, কলত্র, যানাদি, বিদ্যা, আনন্দ, বহু অর্থ ও রাজসম্মান লাভ হয়। হীনগ্রহের দশা কালে মানবের বন্ধুবিয়োগ, স্থাননাশ ও কুৎসিত বৃত্তি দ্বারা জীবনাতিপাত, জনগণদ্বারা পরিত্যক্ত এবং রোগনিপীড়িত হয়। দুঃখিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য অপবাদগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, বিদেশগমন, বন্ধু-বিয়োগ এবং চৌর, দস্যু ও রাজা হইতে ভীত হইয়া থাকে। বিকল গ্রহের দশাকালে মানবের বিকলতা ও মনোবিকার এবং পিত্রাদির মৃত্যু, বাহন ও বস্ত্রাভাব, স্ত্রী, পুত্র ও চোরকর্ত্তৃক পীড়িত হয়। খলগ্রহের দশাকালে মানবের কলহ, বিচ্ছেদ ও পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ, শত্রুবৃদ্ধি, ধন ও ভূমিনাশ এবং আত্মীয়জন হইতে নিন্দা, কুপিতগ্রহের দশা কালে নানাপ্রকারে পাপসঞ্চয় এবং বিদ্যা, যশ, স্ত্রী, ধন, ভূমিনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়।

এই প্রকারে ভাবফল এবং গ্রহদিগের বলাবল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্দ্দেশ করা অবশ্য বিধেয়। (সারাবলী)

ইহা ভিন্ন তনু প্রভৃতি দ্বাদশ স্থানে কোন্ কোন্ গ্রহ থাকিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা এই স্থলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। এই দ্বাদশ স্থলকে তন্বাদি দ্বাদশ ভাব কহে। [দ্বাদশ ভাব দেখ।]

২৭ স্ত্রীদিগের যৌবনকালে স্বভাবজ অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের অন্তর্গত অঙ্গজ প্রথমালঙ্কার। স্ত্রীদিগের ভাব, হাব ও হেলা এই তিন প্রকার অঙ্গজ অলঙ্কার। ইহা সত্ত্বজ।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

নির্ব্বিকারাত্মকচিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, জন্ম হইতে কখন যাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার হয় নাই, পরে প্রথম যে বিকার, তাহাকে ভাব কহে।

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"

জন্মতঃ প্রভৃতি নির্ব্বিকারে মনসি উদ্বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ।' (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

নায়ক ও নায়িকার প্রথম দর্শনে চিত্তের যে প্রথম বিকার, তাহাও ভাবপদবাচ্য। উদাহরণ—

"স এব সুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ।

সৈবেয়মবলা কিন্তু মনোঽন্যদিব দৃশ্যতে ॥"(সাহিত্যদ০ ৩প০)

সেই সুরভিকাল, সেই মলয়ানিল ও সেই স্ত্রী, কিন্তু কেবল মনই অন্য প্রকারের ন্যায় দেখা যাইতেছে। এইস্থলে যে মানস বিকার, তাহাই ভাব। ইহাকে প্রণয় বলা যাইতে পারে। সকলই ঠিক আছে, কিন্তু মন বিকৃত হইয়াছে, ঐ মনের বিকৃতিই ভাব।

ভাবের অন্য লক্ষণ—শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকারজনক বিভাবজনিত যে চিত্তবৃত্তি তাহাকে ভাব কহে। পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব দুইই এক।

"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।

ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ ॥

পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তু রতিভাবয়োঃ

সমানার্থতয়া চাত্র দ্বয়মৈক্যেন লভ্যতে ॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় চিত্তবিকারের নাম ভাব। ভরত ভাব শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—'ভাবয়ন্তি জনয়ন্তি রসান্ ভাবাঃ।' নানাবিধ অভিনয় সম্বন্ধে রস জন্মায় এইজন্য নাটকোক্তিতে উহাকে ভাব কহে। এই ভাব ত্রিবিধ—স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক।

"নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্।

যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাটকোক্তিষু ॥"(অমরটীকা ভরত)

স্থায়িভাব।—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়, এই সকল স্থায়িভাব।

ব্যভিচারি ভাব।—নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন, বিবোধ, অমর্ষ, উগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এই সকল ব্যভিচারিভাব

সাত্ত্বিকভাব—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। *(অমরটীকা ভরত)

ভগবদ্বিষয়ক চিত্তানুরক্তিকেও ভাব কহে।

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥" (ভক্তিরসামৃতসি০)

২৮ তন্ত্রোক্ত পশ্বাচারাদিত্রয়। দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব।

"ভাবস্তু ত্রিবিধো দেবি! দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।

দিব্যবীরৌ মহাভাবৌ অধমঃ পশুভাবকঃ ॥" (তন্ত্রসার)

এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে দিব্য ও বীর এই দুইটী ভাব উত্তম, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পরমেশ্বরকে পূজা করে, কিন্তু দিব্য ও বীরভাবেই সত্বর উত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়। [এই সকল ভাবের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

২৯ সঙ্গীতসঙ্গত পদার্থদ্যোতক হস্তাদি চেষ্টাভেদ। ৩০ 'যস্য চ ক্রিয়য়া ক্রিয়ান্তরং লক্ষ্যতে স ভাবঃ' ইতি ব্যাকরণপরিভাষিত পদার্থ। যাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাকে ভাব কহে, এইভাবে সপ্তমী বিভক্তি হয়, এইজন্য ইহাকে ভাবে সপ্তমী কহে। ৩১ উৎপত্তিযুক্ত পদার্থ, ষড্ভাব বিকারযুক্ত পদার্থ, জীব মাত্রই ষড্ভাব বিকারযুক্ত। জন্মবিশিষ্ট, অস্তিত্বযুক্ত, বর্দ্ধনশীল, ক্ষয়শীল, পরিণামশীল ও বিনাশযুক্ত এই ষড্ভাব বিকার প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। 'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি' এই ৬টীই ষড্ভাব বিকার। জীব জন্ম গ্রহণ করে, অস্তিত্বযুক্ত হয়, ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বদাই পরিণত হয়, ক্ষণকালও অপরিণত অবস্থায় থাকে না, ক্রমে ক্ষীণ হয়, পরে নষ্ট হইয়া থাকে, জীবের যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন জীব এই ষড্ভাব বিকারযুক্ত থাকিবে। মুক্তির পর এই ভাববিকার থাকিবে না। [সাংখ্যদর্শন ও পুরুষ দেখ।]

৩২ সাংখ্যমতসিদ্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বুদ্ধিধর্ম্ম।

"সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।"

"ভাবৈরধিবাসিতং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগ্যৈশ্চ যাশ্চৈশ্বর্য্যাণি ভাবাস্তদন্বিতা বুদ্ধিঃ তদন্বিতঞ্চ সূক্ষ্মশরীরমিতি

---

* "স্থায়িনো ভাবাঃ—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ন্তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

ব্যভিচারিণো যথা—

নির্ব্বেদগ্লানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়ামদশ্রমাঃ।

আলস্যঞ্চৈব দৈন্যঞ্চ চিন্তা মোহো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।

ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।

গর্ব্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ ॥

স্বপ্নো বিবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।

মতির্ব্যাধি স্তথোন্মাদ স্তথা মরণমেব চ।

ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ প্রযান্তি রসসংস্থিতিম্।

সাত্ত্বিকা যথা—

স্বেদঃ স্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ

বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ঃ ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ।

রত্যাদয়ঃ স্থায়িনোঽষ্টৌ নির্ব্বেদাদ্যা ব্যভিচারিণস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বেদাদয়ঃ সাত্ত্বিকা অষ্টৌ চেতি ঊনপঞ্চাশদ্ভাবাঃ, পঞ্চাশদ্ভাবা ইত্যন্যে' (অমরটীকা ভরত)

তদপি ভাবৈরধিবাসিতং যথা সুরভিচম্পকসম্পর্কাদ্বস্ত্রং তদামোদবাসিতং ভবতি তস্মাৎ ভাবৈরধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি"

(তত্ত্বকৌমুদী)

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য, ইহারা ভাব, বুদ্ধি এবং সূক্ষ্মশরীর ভাবযুক্ত, এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত হইয়া জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥"

(সাংখ্যকারিকা ৪০)

সৃষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার জন্য এক এক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, অর্থাৎ কোথায়ও তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি, তাহা শিলামধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। ইহা আদি সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। এই শরীরই সংসরণ করে, অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীর নিরুপভোগ। স্থূল শরীর ব্যতীত সে শরীরে স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য ভাবপদবাচ্য। এই ভাব সকলের সংস্কার এই স্থূল শরীরের বিদ্যমানতায় সূক্ষ্মশরীরে সংলগ্ন হয়, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত ও ছায়া যেরূপ বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, তেমনি বুদ্ধ্যাদিও সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না। এই লিঙ্গশরীর পুরুষের ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃতির বিভুত্বে প্রকৃতির আশ্রিত, এবং অন্তর্বাহ্যভেদে দ্বিবিধ। নটী যেরূপ নানা সাজে সাজে, সূক্ষ্মশরীরও তেমনি ভাবপ্রেরণায় দেবমনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে।

"সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥

(সাংখ্যকা০ ৪৩)

ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভাবপদবাচ্য। এই ভাব তিন প্রকার—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। স্বতঃসিদ্ধকে সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিককে প্রাকৃতিক এবং উপায়ানুষ্ঠানপ্রভবকে বৈকৃতিক কহে। গর্ভে শুক্রশোণিতের সংযোগ, প্রথমতঃ কলল; তৎপরে বুদ্বুদ, ক্রমে মাংস, পেশী, কণ্ডর, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, তৎপরে বাল্যাদি অবস্থা, এই সকল বৈকৃতিক ভাব। ভাব ব্যতীত লিঙ্গের এবং লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের স্বরূপ থাকে না। এইজন্য ভাব ও লিঙ্গ নামে দ্বিবিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। লিঙ্গ—তন্মাত্র বা সূক্ষ্মসৃষ্টি, ভাব—প্রত্যয়সৃষ্টি। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—পুরুষার্থ শব্দাদিভোগ্য পদার্থ ও ভোগায়তন দ্বিবিধ শরীর (স্থূল ও সূক্ষ্ম) ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই দুই ব্যতীত ভোগ সম্ভাবনা কি? ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি থাকিবার বা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং মোক্ষকারণ বিবেক জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইবে। এইজন্য ভাবসৃষ্টি ও লিঙ্গসৃষ্টি উভয়েই উভয়ের কারণ।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥"(সাংখ্যকা০ ৫২)

[বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদর্শন দেখ]

৩৩ বৈশেষিকোক্ত ষট্‌পদার্থ, পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব, ইহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ ভাবপদবাচ্য।

"দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সমবায়িনঃ।" (ভাষাপরি০ ১৪)

'তথা হি পদার্থো দ্বিবিধঃ, ভাবোঽভাবশ্চ। তত্র ভাবাঃ ষট্, সপ্তমস্য অভাবস্যকীর্ত্তনাৎ' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

৩৪ তত্ত্বৎ পদার্থাসাধারণ ধর্ম্ম।

ভাব, প্রেমভক্তির উপাসক বৈষ্ণবদিগের চিত্তবিক্রিয়া-বিশেষ। ঈশ্বরার্পিতচিত্তের সম্মিলনাভাসজ্ঞাপক বিকৃত অবস্থার বাহ্যবিকাশ অথবা ইষ্ট বস্তুতে ঐকান্তিক আনুরক্তি-নিবন্ধন তন্ময়তা ও তৎপ্রেমরসাস্বাদগ্রহণে আগ্রহাতিশয়তা প্রযুক্ত মানসিক অবস্থান্তর বিঘটনরূপ চিত্তবিকার বিশেষই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট ভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সাধক মাত্রেরই ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা একমনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সেই চিন্তারই অনুরূপ প্রক্রিয়াসমূহ সমুপস্থিত হয়। এই ভাবান্তরের চরমাবস্থার নাম দশা-প্রাপ্তি। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিবিহ্বলতা হেতু ভাবাবেশ ঘটে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। [দশা দেখ।]

নায়ক সম্মিলনে নায়িকার হৃদ্গত প্রেমের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি কএকটী বহিরঙ্গে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাসক্ত শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে প্রেমভাবসমুচ্চয় উদিত হইত, তাহার এক একটী অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের বিকাশনগুলি ভাবলক্ষণ। অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক ভেদে অনুভাব রস তিন প্রকার।

ভক্তির প্রাধান্যহেতু ভক্তহৃদয়ে প্রেমাবেশ হইয়া থাকে। ঈশ্বরে প্রেমাতিশয্যনিবন্ধন প্রেমিকের হৃদয়ে সময়বিশেষে ভাব-বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানুরক্তিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্রে প্রকটিত করিয়াছেন। প্রেমিকের বাচিক

বা মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাহার হৃদ্গত প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। হরিনাম-রূপ অমৃতাস্বাদনকালে হর্ষ, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি যে সকল বিকার লক্ষণ অনুভূত হয়, তাহাই তাহার ভাব বা সুখদুঃখসূচক অবস্থান্তর মাত্র।

ভক্ত অনুরাগবশতঃ যখন যে ভাবে ইষ্টবস্তু ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তখন চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সেইরূপ ধ্যানের একটী অনুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই সাধকমাত্রেই চিত্তের বিকারহেতু যেন ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় ভাবনার অনুরূপ চিত্রই প্রকটিত করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেম-অনুধ্যায়ী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে সদাই সেইরূপ নায়িকাপ্রেমভাব জাগরিত হইত। কখন কখন তিনি বিরহবিধুরা শ্রীরাধার ন্যায় "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেন। আবার কখন তিনি রাধিকার ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া 'কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার' শব্দে ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার রাধা ও কৃষ্ণভাবের পূর্ণ লক্ষণ। কৃষ্ণচিন্তায় তাঁহার মূর্চ্ছা, কম্প প্রভৃতি অপরাপর ভাবও দেখা যাইত। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে তিনি আত্মবিহ্বল হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্যে সাধারণে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিষয়িণী নানাকথার অবতারণা করিতেন। কখনও বা চিত্তবিকারের আতিশয্যনিবন্ধন মূর্চ্ছাভাব প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার এই কৃষ্ণপ্রেমভাবে সর্ব্বদাই রমণীশ্রেষ্ঠা রাধিকার নায়িকাভাব ও প্রেমিকার অনুবেদনাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত বলিয়া তদ্ধর্ম্মসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ তন্মতের পক্ষপাতী হইয়া নায়িকা-ভাবেরই লক্ষণসমূহ প্রেমধর্ম্মের পরাকাষ্ঠারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। [প্রেম ও ভক্তি দেখ]

এই হৃদ্বিকারজনিত অভিব্যক্তি ভাব নামে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অলঙ্কার ভাব সর্ব্বপ্রধান। অলঙ্কার যথা,—ভাব, হাব ও হেলা অঙ্গজ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি প্রগল্‌ভ্য, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ধৈর্য্য অযত্নজ এবং লীলা, বিলাস, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, ললিত ও বিকৃতি স্বভাবজ লক্ষণ *।

যেরূপ প্রক্রিয়ায় মনোবৃত্তির ক্রীড়ারসাস্বাদনবিকাশক চিহ্নসমূহ উদিত হয়, তাহাকে উদ্ভাস্বর ভাব কহে †। আলাপাদি বাচিকভাব দ্বাদশ প্রকার ‡। এতদ্ভিন্ন প্রেমরতিতে

---

* উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব-বিবৃতিপ্রকরণে উহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

ভাব—প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যো ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥
হাব—গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥
হেলা—হাব এব ভবেদ্ধেলাব্যক্তশৃঙ্গারসূচকঃ।'
শোভা—সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্ ॥
কান্তি—শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।
দীপ্তি—কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥
মাধুর্য্য—মাধুর্য্যং নামচেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা ॥
প্রাগল্‌ভ্য—নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা।
ঔদার্য্য—ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ ॥
ধৈর্য্য—স্থিরাচিত্তোন্নতির্যাত্তু তদ্ধৈর্য্য-মিতি কীর্ত্ত্যতে।
লীলা—প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ ॥
বিলাস—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসপ্রিয়সঙ্গজম্।
বিচ্ছিত্তি—আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥
বিভ্রম—বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥
কিলকিঞ্চিত—গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥
মোট্টায়িত—কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥
কুট্টমিত—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ যথা—
করৌদ্ধত্যং হন্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে।
দুকূলঞ্চ স্বকৃত্যঘহর ভবাত্তাং বিহসিতম্।
কিমারব্ধং কর্ত্তুং ত্বমনবসরে নির্দ্দয় মদাৎ।
পতাম্যেষা পাদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি ॥
বিব্বোক—ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ ॥
ললিত—'বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্ ॥
বিকৃতি—হ্রীমানের্ষাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥

† উদ্ভাসন্তে স্বধামীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ।
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্ ॥
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ ॥

‡ আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।
অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চেতি দেশকঃ ॥
অপদেশোপদেশৌ চ নির্দ্দেশো ব্যপদেশকঃ।
কীর্ত্তিতা বচনারম্ভা দ্বাদশামী মনীষিভিঃ ॥
চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপো বিলাপো দুঃখজং বচঃ।
উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্য-সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥
ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ অনুলাপো মুহুর্বচঃ।
অপলাপস্তু পূর্ব্বোক্তস্যান্যথা যোজনং ভবেৎ ॥
সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেষণং ভবেৎ।

আরও অনেক প্রকার ভাব সমুপস্থিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকভাব১, মহাভাব২, সঞ্চারিভাব৩, ব্যভিচারিভাব৪, পরস্পর-বশীভাব৫, স্থায়িভাব৬, প্রেমবৈচিত্ত্য৭, বিপ্রলম্ভ৮, দিব্যোন্মাদাদি৯, উল্লেখযোগ্য। এই ভাবাবেশে অনেক সময় ভক্তের দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ দশবিধ ১ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভাবউপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

ভাবক (পুং) ভাব এব স্বার্থে কন্। ১ ভাব। ২ মানসবিকার। (হলায়ুধ) ভবতীতি ভূ কর্ত্তরি ণ্বুল্। (ত্রি) ৩ সত্তাশ্রয়। ৪ উৎপাদক।

ভাবগম্ভীর (ত্রি) ভাবেন গম্ভীরঃ। ভাব দ্বারা গম্ভীর, যাহার তাৎপর্য্য দুরূহ।

ভাবগ্রাহিন্ (ত্রি) ভাব-গ্রহ-ণিনি। ভাবগ্রহণ করিতে সমর্থ, ভাবক।

ভাবচন্দ্র সূরি, শান্তিনাথচরিত্র রচয়িতা জনৈক জৈনসূরি।

ভাবত (ত্রি) ভবত অয়মিতি ভবৎ-অণ্। ভবদীয়।

ভাবৎক (ত্রি) ভবতাময়মিতি ভবৎ (ভবতষ্ঠক্ছসৌ। পা ৪।২।১১৫) ঠক্। ভবদীয়।

"ভাবৎকং দৃষ্টবৎশ্বেতদস্মাস্বধিস্থূজীবিতম্।" (ভট্টি০ ৫।৬৯)

ভাবত্ব (ক্লী) ভাবসম্বন্ধীয়।

ভাবদেবসূরি, কালিকাচার্য্যকথানকপ্রণেতা।

ভাবদেবী, জনৈক প্রাচীন স্ত্রী কবি।

ভাবন (ক্লী) ভূ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ ভব্য, চলিত চালতা। ২ ভাবনা।

"সুখদুঃখাদিভিভাবৈভাবস্তদ্ভাবভাবনম্।" (সাহিত্যদ০ ৩ প০)

ভাবয়তীতি ভূ-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৩ উৎপাদক।

"দৃষ্ট্বৈব চ স রাজানং শঙ্করো লোকভাবনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ শ্বেতকিং নৃপসত্তমম্॥" (ভারত ১।২২৪।৪৫)

(পুং) ৪ বিষ্ণু। ৫ অধিবাসন। ৬ ধ্যান।

ভাবন (দেশজ) বেশবিন্যাস-তৎপরতা। যে সকল স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই কেশ ও বেশ পারিপাট্য এবং অঙ্গরাগ-ধারণে যত্ন লইয়া থাকে, তাহাদের সেই কার্য্যকে ভাবন করা বলে।

ভাবন, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৬°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১°১৮´ পূঃ। ভাবন নামা জনৈক ভর-সর্দ্দার স্বনামে এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। মুসলমান আধিপত্যে ভর জাতির অধঃপতন ঘটিলে এই নগর মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

সোঽতিদেশস্তদুক্তানি মদুক্তানীতি যদ্বচঃ॥
অন্যার্থকথনং যত্তু সোঽপদেশ ইতীরিতঃ।
যত্তু শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥
নির্দ্দেশস্তু ভবেৎ সোঽয়মহমিত্যাদি ভাষণম্।
ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তির্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে॥

(১) কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ॥

(২) মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥
বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ।
স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ॥

(৩।৪) অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥
নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ ঔৎসুক্যঞ্চ॥
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্ব্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণো সমাখ্যাতাঃ॥

(৫) পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ॥
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহক্রিয়াঃ॥

(৬) স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ।
সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ॥
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমশঃ॥

(৭) প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেম্নোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥'

(৮) যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্ব্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

(৯) অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা।
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম্।
মৃত্যুস্তৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণামৃত্যুপ্রতিশ্রয়াৎ।
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি।
সম্যগ বিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারি মোহতঃ।
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহুধা মতাঃ॥"

(১) "চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

ভাবনগর, গুজরাতের একটী করদ মিত্ররাজ্য। এই রাজ্য কাঠিয়াবাড় এজেন্সির অন্তর্গত। অক্ষা· ২০° ৫৬´ ৩০´´ হইতে ২২° ১৮´ ৩০´´ উ: এবং দ্রাঘি· ৭১° ১৮´ হইতে ৭২° ২০´ ৪৫´´ পূ: মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ২৮৬০ বর্গ মাইল। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও লবণ উৎপন্ন হয়। এখানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং তৈলের বাণিজ্য চলে। এখানকার রাজা গুহিলবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী।

১২৬০ খৃ: অব্দে সেজাক নামক সর্দ্দারের নেতৃত্বাধীনে গুহিল রাজপুতগণ এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তৎপুত্র রণজী ভাবনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২৩ ভাবসিংহ ভাবনগর নিৰ্ম্মাণ করেন। স্বয়ং ভাবসিংহ ও তৎপুত্র রাবল আখেড়জী এবং তদীয় পৌত্র ভক্তসিংহ জলদস্যুদিগকে শাসন করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যোন্নতিমানসে বোম্বাই গবর্মেন্টের সহিত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সদ্ভাব সংস্থাপন করেন।

ভাবনা (স্ত্রী) ভূ-ণিচ্, যুচ্-টাপ্। ১ ধ্যান।

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥" (গীতা ২।৬৬)

২ পৰ্য্যালোচন। ৩ অধিবাসন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—ভাবনা তিন প্রকার। প্রথম ব্রহ্মভাবনা, দ্বিতীয় কৰ্ম্মভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্মকর্ম্ম উভয় ভাবনা। সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম ভাবনাযুক্ত থাকেন এবং দেবতা হইতে স্থাবর ও চর সকলেই কৰ্ম্মভাবনা করিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কৰ্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়ই ভাবনা আছে। যাহার যেরূপ বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপ ভাবনা থাকে।*

চিত্ত যেরূপ হয়, ভাবনাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সমল চিত্তে বিষয়ভাবনাই হইয়া থাকে। চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্মবিষয়ক ভাবনা হয়। এইজন্য যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়, শাস্ত্রসমূহে তাহারই বিধিব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪ অনুভব ও স্মৃতি জন্য সংস্কারভেদ। এই সংস্কার স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার জনক।

"অতীন্দ্রিয়েষু বিজ্ঞেয়ঃ কচিৎ স্পন্দেঽপি কারণম্।
ভাবনাখ্যস্তু সংস্কারো জীববৃত্তিরতীন্দ্রিয়ঃ॥
স্মরণে প্রত্যভিজ্ঞায়ামপ্যসৌ হেতুরুচ্যতে॥" (ভাষাপরি)

৫ বৌদ্ধমত সিদ্ধ ভাবনাচতুষ্টয়। ৬ নির্যাসাদি দ্বারা চূর্ণ দ্রব্যের মিশ্রীকরণ ঔষধের সংস্কার বিশেষ, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অমুক দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয়।

"দ্রব্যেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ॥"
(ভাবপ্র০ মধ্যখ০)

চূর্ণ বস্তুর ভাবনাবিষয়ে বৈদ্যদিগের অভিমত এইরূপ যে পৰ্য্যন্ত দ্রব দ্রব্য মিশ্রিত করিলে চূর্ণ ঔষধ সম্যক্ প্লাবিত হয়, সেই পরিমাণই ভাবনা দিতে হয়। দ্রব পদার্থ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ঔষধ মারণ ও শোষণ করিতে হয়। টোডরানন্দ ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যমেকীভূয়ার্দ্রতাং ব্রজেৎ।
তাবৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং ভিষগ্‌ভির্ভাবনাবিধৌ॥"

চূর্ণ দ্রব্য দ্রব দ্রব্য দ্বারা একত্র হইয়া আর্দ্র হইলে ভাবনা হইয়াছে জানিতে হইবে।

ভাবনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের পুস্থর নগরস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।

ভাবনাময়, (ত্রি) ভাবনা-ময়ট্। ভাবনাস্বরূপ, চিন্তাস্বরূপ। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবের একটী ভাবনাময় শরীর হয়, আজীবন ধরিয়া জীব পাপ বা পুণ্য যে সকল কৰ্ম্ম করিয়াছে, তদনুরূপ তাহার এই ভাবনাময় শরীর হয়, জীবাত্মা সেই ভাবনাময় শরীর আশ্রয় করিলে তখন মৃত্যু হয়। জলোকা যেরূপ একটী তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে না, জীবও তদ্রূপ কর্ম্মানুরূপ ভাবনাময় শরীর আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত দেহত্যাগ করে না।
(সাংখ্যদর্শন)

ভাবনাশ্রয় (ত্রি) শিবের নামান্তর।

ভাবনি, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৬।১০)

ভাবনিকা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (কথাসরিৎসা ১০।১০২)

ভাবনীয় (ত্রি) চিন্তা বা বিচারযোগ্য। 'নবস্তু বিরোধোঽত্র ভাবনীয়ঃ' (মনু টীকা কল্লূক ২।২৩১)

ভাবপাদ (পুং) সারস্বতাভিধান নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভাবপ্রকাশ, বৈদ্যক গ্রন্থ বিশেষ। এই গ্রন্থ শ্রীমন্ ভাব মিশ্র বিরচিত। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তর খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ধন্বন্তরি, আত্রেয় ও চরকাদির প্রাদুর্ভাব, সৃষ্টিপ্রকরণ, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবৃত্তি, পরিভাষা, দ্রব্যগুণ, ধাত্বাদির শোধন ও মারণবিধি, পঞ্চকৰ্ম্ম, পঞ্চনিদান,

* "ত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র বিশ্বমেতন্নিবোধ মে।
ব্রহ্মাখ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা॥
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মভাবভাবনয়া যুতাঃ।
কৰ্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ॥
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা॥" (বিষ্ণুপু· ৬।৭ অ·)

এবং রোগসমূহের নিদান ও চিকিৎসা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এমন কি এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত বিষয়ই অবগত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারা যায়। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি যে কোন পুস্তকই পাঠ কর, তাহাতে পুস্তকান্তরের আবশ্যকতা হইবে। ভাবপ্রকাশ ঐ সকল গ্রন্থেরই সারসংগ্রহ বলিয়া এই ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলেই সকল গ্রন্থপাঠের ফল হইয়া থাকে। গ্রন্থকার পুস্তকসমাপ্তিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যাবদ্ব্যোমনি বিম্বম্বরমণেরিন্দোশ্চ বিদ্যোততে।
যাবৎ সপ্ত পয়োধরাঃ সগিরয়স্তিষ্ঠন্তি পৃষ্ঠে ভুবঃ॥
যাবচ্ছাবনিমণ্ডলং ফণিপতেরাস্তে ফণামণ্ডলে।
তাবৎ সদ্ভিষজঃ পঠন্তু পরিতো ভাবপ্রকাশং শুভম্॥"

যে পর্য্যন্ত অম্বরপথে সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল অবস্থান করিবে, এবং যতদিন সপ্তসমুদ্র ও পর্ব্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিবে, ও নাগরাজের ফণামণ্ডলে যতকাল পৃথিবী অবস্থান করিবে, ততদিন সদ্‌বৈদ্যগণ এই মঙ্গলময় ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। এই গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভাববন্ধন (ত্রি) প্রেমরজ্জু দ্বারা গ্রন্থন। (রঘু ৩।২৪)

ভাববোধক (পুং) ভাবস্য রত্যাদের্বোধকঃ অনুভাবকঃ। রত্যাদ্যনুমাপক ভ্রূভঙ্গ্যাদি দেহচেষ্টাবিশেষ। ১ মুখরাগাদি। যাহা দ্বারা ভাববোধ হয়। ২ মনোভাবজ্ঞাপক।

ভাবভট্টসঙ্গীতরায়, জনার্দ্দন ভট্টের পুত্র। ইনি অনুপ-সঙ্গীতবিলাস, নষ্টোদ্দিষ্টপ্রবোধক ধ্রৌবপদটীকা ও মুরলী-প্রকাশ নামে তিনখানি সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাবমিশ্র, ১ ভাবপ্রকাশ ও গুণরত্নমালা নামক গ্রন্থরচয়িতা। মিশ্র লটকনের পুত্র। ২ শৃঙ্গারসরসীপ্রণেতা। ৩ নাট্যোক্তিতে প্রভুসংজ্ঞাবাচক মহাশয় ব্যক্তি।

ভাবয়িতব্য (ত্রি) ভূ-ণিচ্-তব্য। চিন্তার যোগ্য। (ঐতরেয়োপ° ৪।৩)

ভাবয়িতৃ (ত্রি) ভূ-ণিচ্-তৃচ্। ১ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ২ প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৩ উদ্ভাবনকর্ত্তা। "ক্রোধো হন্তা মনুষ্যাণাং ক্রোধো ভাবয়িতা পুনঃ" (ভারত ৩ প°)

ভাবয়ু (ত্রি) ভাবমিচ্ছতি ক্যচ্, উণ্, বেদে নিপাতনাৎ সাধু। ভাবেচ্ছু। (ঋক্ ১০।৮।১৫)

ভাবরত্ন, সুবোধিনী নাম্নী জ্যোতির্ব্বিদাভরণব্যাখ্যাপ্রণেতা।

ভাববিদ্যেশ্বর, শিবাদিত্যকৃত সপ্তপদার্থী গ্রন্থের টীকারচয়িতা।

ভাবল, (ভাওয়াল) ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন পরগণা। অক্ষা° ২৩°৫৯´৩৫´´ উ এবং দ্রাঘি° ৯০°২৭´৫০´´ পূঃ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী কএকখানি গ্রাম রোমান্ ক্যাথলিক মিসনারিগণের সম্পত্তিভুক্ত হয়। তৎকালে এখানে প্রায় ৫ শত ঘর পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানের বাস ছিল। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ রাজবংশীয়ের অধীনে এই স্থানের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।*

ভাবরামকৃষ্ণ (পুং) একজন প্রাচীন পণ্ডিত। বিশ্বনাথ দীক্ষিতের পিতা। ভাব ইঁহাদের বংশোপাধি। (প্রবোধচ°২খ)

ভাবরূপ (ত্রি) ১ যথার্থ, প্রকৃত। ২ যাহার অস্তিত্ব আছে।

ভাববচন (ত্রি) ব্যাকরণোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ।

ভাববৎ (ত্রি) ভাব-মতুপ্ মস্য ব। ভাবযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ভাববিকার (পুং) ভাবস্য বিকারঃ ৬তৎ। যাস্কোক্ত উৎপত্তি-যুক্ত পদার্থের জন্মাদি ষড়্‌ধর্ম্ম। ভাববিকার ৬টী "ষড়্‌ভাব-বিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণিঃ, জায়তে অস্তি বিপরিণমতে, বর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি" (যাস্ক) জন্ম, অস্তিত্ব, পরিণাম, বর্দ্ধন, ক্ষয় ও নাশ এই ৬টী ষড়্‌ভাব বিকার। জীবের যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততদিন এই ষড়্‌ভাব বিকারের অধীন হইতে হয়।

ভাববিবেক (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিদ্ বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি কপিল ও নাগার্জ্জুনের মতানুসারী ছিলেন। ধর্ম্মপাল বোধি-সত্ত্বের অনেক মত ইনি খণ্ডন করিয়া যান।

ভাববৃত্ত (পুং) ভাবঃ সত্তা বৃত্তঃ প্রবৃত্তোঽস্মাদিতি যদ্বা ভাবঃ সৃষ্টিঃ, তত্র বৃত্তঃ প্রবৃত্তঃ। ১ ব্রহ্মা।

"অনুষ্টুপ্ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তস্তু দৈবতম্।" (স্মৃতি)

(ত্রি) ২ সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধীয়। (ঋক্ ১০।১২৯-১৩০)

ভাববৃহস্পতি, সোমনাথ মন্দিরের জনৈক পুরোহিত। ইনি "সোমনাথপত্তন" নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাববৃত্তীয় (ত্রি) ভাববৃত্তজাত।

ভাবশবলা (স্ত্রী) মনোবৃত্তিসমূহের সমন্বয়।

ভাবশর্ম্মন্, কাতন্ত্রপরিভাষাবৃত্তিপ্রণেতা।

ভাবসাগর, জনৈক জৈনাচার্য্য। সিদ্ধান্তসাগরের ছাত্র। তিনি ১৫১০ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। কাম্বেনগরে জয়কেশরি সূরির নিকট তিনি দীক্ষিত হন। ১৫২০ সম্বতে আচার্য্যপদ প্রাপ্তি ও ১৫৮৩ সম্বতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ভাবসার, শূদ্রজাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলায় ইহাদিগের প্রধানতঃ বাস। ইহারা বলরাম, কৃষ্ণ এবং হিঙ্গলা মাতায় অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহারা অগ্নি

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দ্বারা মৃত ব্যক্তির সংকার করে এবং একাদশ দিবসে উহাদিগের অশৌচান্ত হইয়া থাকে। বালিকাদিগের একাদশ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। পুরুষগণ বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। কন্তার পিতা স্বয়ং মনোনীত বয়ের পিতার নিকটগমন করিয়া বিবাহ স্থির করে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত।

ভাবসিংহ, রাজা মানসিংহের পুত্র ও ভগবানদাসের পৌত্র। তাঁহার সভাপণ্ডিত রুদ্র তাঁহার সম্মানের জন্য ভাববিলাস প্রণয়ন করেন। ২ মেদিনীরায়ের পুত্র। ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ভট্টবিনায়ক 'ভাবসিংহপ্রক্রিয়া' রচনা করিয়া যান।

ভাবসিংহদেব, বাঘেলবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি শ্রৌত্রকল্প-ক্রমপ্রণেতা লক্ষ্মণভট্টের প্রতিপালক ছিলেন।

ভাবসেন, কাতন্ত্ররূপমালা ও কৌমারব্যাকরণপ্রণেতা।

ভাবাচার্য্য, গীতগোবিন্দটীকাপ্রণেতা।

ভাবাকূত (স্ত্রী) মানসিক চিন্তা বা কল্পনালহরী।

ভাবাগণেশ দীক্ষিত, তত্ত্বযাথার্থ্যদীপনপ্রণেতা, ভাববিশ্বনাথের পুত্র। ইনি বিজ্ঞানভিক্ষুর নিকট শিক্ষালাভ করেন।

ভাবাট (পুং) ভাবং ভাবেন বাটতীতি অট-অণ্। ১ ভাবক। ২ সাধু। ৩ নিবেশ। ৪ কামুক। ৫ নট। (মেদিনী) ৬ ভাবপ্রাপ্তি।

ভাবাত্মক (ত্রি) কোন বিষয়ের প্রকৃতভাবপ্রকাশক।

ভাবানুগা (স্ত্রী) ভাবং মূর্ত্তপদার্থমনুগচ্ছতীতি অনু-গম-ড, টাপ্। ১ ছায়া। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভক্ত্যাদি দ্বারা অনুগত। ৩ অভিপ্রায়ানুগত।

ভাবালীনা (স্ত্রী) ভাবেষু মূর্ত্তপদার্থেষু আলীনা। ছায়া।

ভাবিক (ত্রি) ভাবেন নির্বৃত্তং ঠক্। ১ ভাবসাধ্য পদার্থ। ২ অর্থালঙ্কার-ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অদ্ভুতস্য পদার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষায়মাণত্বং তদ্ভাবিকমুদাহৃতম্॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৫১)

ভূত ও ভবিষ্যৎ অদ্ভুত পদার্থের যে স্থলে প্রত্যক্ষায়মাণত্ব হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"অতীতানাগতে যত্র প্রত্যক্ষ ইব লক্ষিতে।
অত্যদ্ভুতার্থকথনাদ্ভাবিকং তদুদাহৃতম্॥" (কুবলয়ানন্দ)

যে স্থলে অতীত ও অনাগত প্রত্যক্ষের ন্যায় লক্ষিত হয়, এবং অতি অদ্ভুতার্থের কথন হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—"আসীদঞ্জনমত্রেতি পশ্যামি তব লোচনে। ভাবিভূষণসম্ভারাং সাক্ষাৎ কুর্ব্বে তবাকৃতিম্॥"(সাহিত্যদ°১০প°)

ভাবিত (ত্রি) ভাব্যতে স্মেতি ভূ-ণিচ্ ক্ত। ১ বাসিত। ২ প্রাপ্ত। (মেদিনী) ৩ বিশোধিত।

"যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ।
তেষামেবাত্মনাত্মানং দর্শয়ত্যেব হৃচ্ছয়ঃ॥"
(ভারত ১৩।১৬।৩৮)

৪ চিন্তিত। ৫ মিশ্রিত। ৬ সমর্পিত।

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥"(ভারত ১।৫।৩২)

'ভগবতি ভাবিতং সমর্পিতম্' (টীকা) ৭ সিক্ত। বৈদ্যকোক্ত ভাবনাযুক্ত দ্রব্য। (সুশ্রুত) ৮ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত অনেকবর্গ সমীকরণ দ্বারা ব্যক্তীকরণ।

ভাবিতা (স্ত্রী) ভাবিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাবিত্ব, ভবিষ্যতের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভাবিত্র (ক্লী) ভবতীতি ভূ-(ভুবাদিগৃভ্যো ণিত্রন্। উণ্ ৪।১৭০) ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল।

ভাবিন্ (ত্রি) ভবিষ্যতীতি ভূ (ভুবশ্চ। উণ্ ৪।৮) ইতি ইনি, স চ ণিদ্ভবতি। ভবিষ্যৎ কালাদি, বর্ত্তমানপ্রাগভাব-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিক।

"বীরপ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

ভাবনী (স্ত্রী) ভাবঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষো বিদ্যতেঽস্যা ইনি, ঙীপ্। স্ত্রীবিশেষ। (রাজনি°) ২ স্কন্দ মাতৃগণের অন্যতমা। (ভারত ৯।৪৬।১১) ৩ বর্ত্তমান প্রাগভাবপ্রতিযোগিনী।

ভাবুক (ক্লী) ভবতীতি ভূ (লষপতপদস্থাভূবৃষেতি। পা ৩।২। ১৫৪) ইতি উকঞ্। মঙ্গল। "শক্র! সর্ব্বত্র কুশলমস্মাকং, অপি ভাবুকং বঃ সুরাণাম্" (প্রদ্যুম্নবি° ১অ°) (ত্রি) ২ মঙ্গল-যুক্ত। ৩ ভাবনাশ্রয়। ৪ রসবিশেষ, ভাবনাচতুর।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"
(ভাগবত ১।১।৩)

(পুং) ৫ নাট্যোক্তিতে ভগিনীপতি। (হেম)

ভাবুক, গোকুলবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। নিরন্তর পুত্রভাবে হরিভজনায় তাঁহার ভাবসিদ্ধি ঘটিল। তিনি পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার মনে ঐশ্বর্য্যভাব আসিয়া উদিত হওয়ায়, তিনি কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত হন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ দুঃখিতান্তঃকরণে আর্ত্তনাদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোব্যথা জানাইলেন এবং পুনরায় কৃষ্ণগত প্রাণ হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হইয়া পরজন্মে তাঁহাকে দর্শন দেন। (ভক্তমাল)

ভাব্য (স্ত্রী) ভূ-ণ্যৎ। অবশ্য ভবিতব্য, যাহা নিশ্চয় হইবে।

"কৃতস্য করণং নাস্তি দৈবাধিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ।
ভাবীত্যাবশ্যকং যদ্ভাব্যং তত্র ব্রহ্মাপ্যবাধকঃ॥"
(কালিকাপু° ৩৮ অ°)

ভাব্যতা (স্ত্রী) ভাব্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাব্যত্ব, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভাব্যরথ (পুং) জনৈক নরপতি। (বিষ্ণুপুরাণ)

ভাষ, বচন, কথনা প্রাদি আত্মনে দ্বিক° সেট্। লট্ ভাষতে। লিট্ বভাষে। লুট্ ভাষিতা। লুঙ্ অভাষিষ্ট, অভাষিষাতাং অভাষিষত। সন্ বিভাষিষতে। যঙ্ বাভাষ্যতে। যঙ্ লুক্ বাভাষ্টি। ণিচ্ ভাষয়তি। লুঙ্ অবভাষৎ, অবীভষৎ। অপ-ভাষ—নিন্দা। 'ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে' (কুমার ৫৮৩) আ+ভাষ উক্তি—আলাপ। পরি+ভাষ পরিভাষণ। প্রতি+ভাষ প্রতিবচন। সম্+ভাষ সম্ভাষণ। "তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্বহির্বিহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে।" (ভ্রমরাষ্টক)

ভাষ, পক্ষিজাতিবিশেষ।

ভাষক (ত্রি) বক্তা।

ভাষণ (স্ত্রী) ভাষ্-ভাবে ল্যুট্। কথন।

"হাস্যলোভভয়ক্রোধ-প্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাষয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্॥"
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আর্হত দর্শন)

ভাষা (স্ত্রী) ভাষ্যতে শাস্ত্রব্যবহারাদিনা প্রযুজ্যতে ইতি ভাষ্ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩।১০২) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। টাপ্। ১ রাগিণীবিশেষ। (হলায়ুধ) ২ বাক্য। ৩ বাগ্দেবতা। পর্য্যায়—ব্রাহ্মী, ভারতী, গির্, বাচ্, বাণী, সরস্বতী, ব্যাহার, উক্তি, লপিত, ভাষিত, বচন, বচস্। (অমর)

৪ শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা। যথা ১ সংস্কৃত, ২ প্রাকৃত, ৩ উদীচী, ৪ মহারাষ্ট্রী, ৫ মাগধী, ৬ মিশ্রার্দ্ধ মাগধী, ৭ শকাভীরী, ৮ শ্রাবন্তী, ৯ দ্রাবিড়, ১০ ঔড্রীয়, ১১ পাশ্চাত্য, ১২ প্রাচ্য, ১৩ বাহ্লীক, ১৪ রন্তিকা, ১৫ দাক্ষিণাত্যা, ১৬ পৈশাচী, ১৭ আবন্তী, ১৮ শৌরসেনী। প্রাকৃত লঙ্কেশ্বরে এই সকল ভাষার লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে।

ভাষাতত্ত্ব, মানবজাতির মুখোচ্চারিত শব্দপরম্পরার সুললিত সমাবেশ ও মনোভাবব্যঞ্জক ব্যাকরণ-সমন্বয়-সাধ্য পদাবলীকে ভাষা কহে। ভাষা সাধারণতঃ দুই প্রকার ১ কথিত—যাহাতে ব্যাকরণসাধ্য শব্দ বা পদ পরম্পরার আবশ্যক করে না, কেবল মাত্র মুখোচ্চারিত শব্দবিন্যাস দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের আনুষঙ্গিক কার্য্যভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহাই কথিত-ভাষা (Spoken dialect) এবং যাহা ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দপরম্পরা দ্বারা গ্রথিত ও মনোভাববিকাশে সমর্থ হয়, তাহাই ভাষা (Language)। কালক্রমে বর্ণমালার আবিষ্কার সহকারে সেই শব্দপরম্পরা লিপিবদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় (Written language) পরিণত হইয়াছে।

মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পর, ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। প্রথমে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনরূপ শব্দসংযোজনায় মানবগণ মনোভাব জ্ঞাপন করিত। এই বিশাল জগদ্বক্ষে বিচরণ করিয়া মানব ক্রমশই দর্শন জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। মানসিক উন্নতির বলে যতই তাহারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ততই তাহাদের দৃষ্ট্যাদি শক্তি বৃত্তির বিকাশ পাইয়াছিল। যখন নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর পরিবর্ত্তে কোন নৈসর্গিক ঘটনার উপর তাহাদের লক্ষ্য পড়িত, তখন তাহারা জ্ঞান ও দূরদর্শিতা বলে সেই বিষয়ের ভাবপরিজ্ঞাপক শব্দমালার আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে এতদ্বিষয়ের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের নিভৃত গুহামধ্যে অথবা বনান্তরালের দুর্ভেদ্য প্রান্তরমধ্যে লুক্কায়িত এবং প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত অসভ্য বনচারিগণ জ্ঞানের অতিরিক্ত অপর কোন বিষয়ই তাহাদের কথিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে উন্নতশীল জাতির আবিষ্কৃত কোন অভিনব বস্তু প্রদর্শন করিলে, তাহারা কখনও সেই পদার্থের বিষয় অবগত না থাকায়, তাহার প্রতিরূপ কোন অর্থবোধক শব্দই প্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্তু ইংরাজ, জর্ম্মণ, বা অপর কোন সুসভ্য জাতিকে অন্যের আবিষ্কৃত বস্তু প্রদর্শন করিলেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার অনুরূপ একটী শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা বুঝিয়া ভাষামধ্যে একটী শব্দসংগঠন করিয়া লয়েন। এই হেতু কালক্রমে অনেকগুলি বিভিন্ন জাতীয় শব্দ অন্যান্য অনেক ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে গঠিত (Coined) শব্দ ও অপর ভাষা হইতে গৃহীত (Naturalised) শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।*

শব্দতত্ত্ববিদ্গণ শব্দসাদৃশ্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির শব্দানুকরণে বর্ত্তমান সভ্য জগতের ভাষা সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সেই আর্য্যসন্তানগণ উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিলে, তাঁহাদের আবশ্যকীয় মন্তব্যসিদ্ধির জন্য নানাশব্দাবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করেন। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে ঐরূপ দুর্ব্বোধ্য আবশ্যকীয় বহুতর শব্দের প্রয়োগ

* প্রায় প্রত্যেক ভাষায়, বিজাতীয় ভাষা হইতে গঠিত বা গৃহীত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তত্তদ্বিষয়ের উপযোগিতানুসারে তদনুরূপ শব্দের উদ্ভাবনা করিয়াছেন।

আর্য্যপ্রবাহপ্রসঙ্গে আর্য্যজাতির বৈদিক ভাষা বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাই আমরা আর্য্যভাষাগত একটী শব্দের অনুরূপ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রীক্, জর্ম্মণ, ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় দেখিতে পাই।

[বিস্তৃত বিবরণ শব্দতত্ত্বে দেখ।]

মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সামাজিকতা, একত্র বসবাসেচ্ছা, পরস্পরের সহানুভূতি বা সাহায্য প্রভৃতি গুণ থাকায় এবং পরস্পরের আবশ্যক মত বৈষয়িক কথোপকথনাদির সুবিধার জন্য মানব বাধ্য হইয়া ভাষার উদ্ভবে মনোযোগী হইয়াছে। মানব জাতির আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে জানা যায় যে, তজ্জন্মের প্রথম অবস্থা হইতেই মানবগণ বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে যত্নবান্ ছিলেন, অথবা তত্তাবৎ অবস্থা দ্বারা তত্তদ্বিষয়াঙ্গ-সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টিত হইতেন। মানব যতই অশিক্ষিত অবস্থায় পতিত থাকুক না কেন,তাহার তাৎকালিক অবস্থায়ও সে বাক্যপরম্পরা দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইত। তৎকালে তাহার ভাষা সুললিত ও প্রাঞ্জল না হইলেও দুর্ব্বোধ্য ও অসম্পূর্ণ ছিল।

মানবের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উহাতে দুইটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১ কিশোর শিশু-স্বভাব ও ২ শিক্ষাসম্পন্ন যুবক মূর্ত্তি। প্রকৃতির ক্রোড়শায়ী শিশুর আধারভূত শক্তি, ইচ্ছাপ্রবণতা ও ঈশ্বরদত্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুচ্চয়ের প্রণিধান করিলে অনুমান হয় যে, উহা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, অথবা তাহার হৃদয়নিহিত স্বভাবজ বৃত্তিগুলি যথানিয়মে বর্দ্ধিত ও স্ফুরিত হইলে, কালে তাহাও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইতে পারে। অপর শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়জাত জ্ঞান, সামাজিক আচার ও পাণ্ডিত্যানুশীলন অনুধাবনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহার এই গুণপরম্পরা পূর্ব্বপুরুষের সুকৃতিবলে তাহাতে সমর্পিত হইয়াছে। স্বভাবজ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র শিক্ষার আতিশয্য হেতু উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মনুষ্য মাত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে উপযুক্ত শিক্ষা বিধান করিলে তাহাকে উন্নত অবস্থায় আনয়ন করা যায়। এতদ্বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত জ্ঞানবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। ফল কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ স্বতই স্ফূর্ত্তি পাইয়া ভাষাজ্ঞানের উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে একটী শিক্ষিত ব্যক্তির শিশু-সন্তানকে প্রকৃতি নির্জ্জনবক্ষে রাখিয়া দিলে, তাহার কখনও পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবে না ; এমন কি, সে শিক্ষিত সভ্যের গৃহবাসাদিনির্ম্মাণে অথবা তাহাদের মত শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হইবে না। প্রকৃত পক্ষে সে ভাষাহীন মূকের ন্যায় হইয়া যায়, কিন্তু তাহার হৃদয়নিহিত সচেষ্টতা একবারে বিদূরিত হয় না। তাহার সহজাত প্রকৃতি তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে শিক্ষাবীজবপনের উপযোগী করিয়া রাখে।

মনুষ্যের আদিম অশিক্ষিত অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা বর্ত্তমান উন্নতমানবজাতি ও বানরকুলের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন। তৎকালে তাহারা পশ্বাদির ন্যায় শ্রমসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ ও পক্ষ্যাদির নীড়নির্ম্মাণ-পটুতার ন্যায় শিল্পনিপুণ ছিলেন। এ সকল সহজাত কৌশল তাহাতে বিদ্যমান থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা সেই সময়ে প্রকৃত ভাষায় বঞ্চিত ছিলেন,কিন্তু জীব জগতের অস্ফুট অব্যক্ত স্বরের ন্যায় তাহাদেরও জিহ্বাগ্র হইতে স্বরলহরীর অভ্যুত্থান হইত। সেই বাক্যাবলী মার্জ্জিত ও সুশ্রাব্য না হইলেও মানবের মৌলিককথিতভাষা বলিয়া অনুমিত হয়। উহাতে ভাষাগত কোন নিয়ম সংযোজিত না থাকিলেও তাহাই তাহাদের মনোভাবজ্ঞাপক ছিল। প্রথমে তাহারা নিত্য-ব্যবহার্য্য কতকগুলি বিষয়ের ভাবপ্রকাশের জন্য কতকগুলি শব্দ উদ্ভাবন করিয়া লয়। পরে নিরন্তর অভাব-জ্ঞাপনে পারদর্শিতাহেতু মানসিক ক্রিয়ানিচয়ের বিকাশ, জলবায়ু-প্রকৃষ্টতাহেতু দৈহিক বল ও বৃত্তিশক্তির স্ফূর্ত্তি এবং অভিনব বস্তুসমূহে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের নূতন স্বরসংযোজনায় আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে স্বভাবজাত মনুষ্য নানাবিষয়ে শিক্ষা-প্রয়াসী হইয়া ভাষার উন্নতিকল্পে শিক্ষিত ও উন্নত-মনুষ্যরূপে গণ্য হইতে সমর্থ হয়। তাহার এই স্বভাবসাধ্য গুণলব্ধ শিক্ষা কিছুতেই অপনোদিত হইবার নহে, বরং উন্নত শিক্ষাপ্রভাবে তাহার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হইতে পারে।

মানব-জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের পর, কতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য পরম্পরাশ্রুত-কথা ও বিষয়বিশেষের উপযোগী শব্দানুকরণ দ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। সেই অবস্থা হইতে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার অন্তর অনুধাবন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রয়োজনীয়তানুসারে অনুকারী শব্দ লইয়া প্রথমে মানবজাতির ব্যক্ত ভাষার সংগঠন হয়। তৎপরে পরম্পরাশ্রুতকথা ও পুনরনুকারী শব্দসমুচ্চয় ভাষার সৌষ্টব বৃদ্ধি করে। পরে ক্রমশঃ সেই পরম্পরা-শ্রুতকথাই ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই অনুকৃতিবাদই ভাষার উৎপত্তিমূলক বলিয়া সাধারণে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কোন পদার্থনিঃসৃত শব্দ, জন্তুর স্বতঃপ্রবৃত্ত রব অথবা ইন্দ্রিয়গোচর কোন পদার্থ-দর্শনে আমাদের মুখ হইতে আপনাপনি যে স্বর বা শব্দ উত্থিত হয়, তাহার অনুকরণেই ভাষার উৎপত্তি স্বীকার করা যায়। অনুকরণশক্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ, তাই আমরা বালককে বাঁশী দেখিলেই 'ভোঁপো,' কুকুর দেখিলে 'ঘেউঘেউ,' গোরুকে 'হাম্বা', পারাবতকে 'বকম্' প্রভৃতি অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখি। মনুষ্যসৃষ্টির প্রারম্ভে সম্ভবতঃ ঐরূপ অনুস্মৃতিতে আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ শব্দসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় বৈয়াকরণগণের উপদ্রব হেতু অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে, বর্ত্তমানে শব্দ ধরিয়া তাহার মূল গোত্র নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত 'নিষ্ঠীবন' শব্দে অনুকৃতি-লক্ষণ লুক্কায়িত আছে। বিশেষরূপে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হওয়ায়, এক্ষণে তাহার সেরূপ সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু তাহার প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দ্দেশ করিলে, নিষ্ঠীবন = নি + ষ্ঠীব্ + ল্যুট্ এই প্রকার পদ হইবে। এই ষ্ঠীব্ শব্দ বা ধাতু (অর্থাৎ মূল শব্দ বা root) শুদ্ধ অনুকরণাত্মক। নিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ হইতে কিংবা পতনান্তর ভূমি হইতে যে শব্দ সমুত্থিত হয়, তাহা সংস্কৃতে ষ্ঠীব্, বাঙ্গালায় ছিপ, ছেপ, পিক্ বা পিচ্ ও ইংরাজীতে স্পিট্ (Spit) প্রভৃতি শব্দে অনুকৃত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালা 'থুথু' শব্দ যে অনুকরণমূলক তাহা সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

নিষেধবাচক দন্ত্য 'ন' শব্দের উৎপত্তিও ঐরূপ *। পুত্রপোষণেচ্ছু মাতা ক্রোড়স্থ শিশুকে বলপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইতে উদ্যত হইলে, বালক মুখবদ্ধ করিয়া 'নি নি না নুঁ উঃ' প্রভৃতি অব্যক্ত স্বর উচ্চারণ করে। প্রথমে ন উচ্চারণ করিয়া বালক নিষেধজ্ঞাপন শিক্ষা করিয়া থাকে। বালকের শিক্ষা হইতে যুবকের অভ্যাস হয়। অসভ্য আদিম নর যাহা শিখিয়াছিল, এখন সভ্য নরের তাহাই অভ্যস্ত হইল। আদিমের অনুকরণ সভ্যের পরম্পরা শ্রুত হইয়া দাঁড়াইল।

অপোগণ্ড শিশুর ইচ্ছাশক্তি না থাকাই সম্ভব, সুতরাং তাহার অনুকরণেচ্ছা বলবতী হইতে পারে না। তাঁহার এরূপ কার্য্য কেবল শারীরিক-অনুস্মৃতিমূলক।

বর্ত্তমান ভাষাবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ এই অনুকরণবাদ হইতে ভাষার অপৌরুষেয়ত্ববাদ ও সম্মতিবাদ এবং কেহ কেহ ঐ একই কথা ঘুরাইয়া তাহাকে স্বভাবজা ও অনুকৃতিলক্ষণা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ বিপর্য্যয়ে ভাষার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দেশভেদে ও অবস্থাভেদে ভাষায় সেইরূপ উচ্চারণবৈষম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। উহাই ভাষার বিবর্ত্তনবাদ। এতদ্ভিন্ন একই দেশে ক্ষিপ্রপ্রয়োগবশতঃ শব্দেরও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। তাই আমরা সপ্তসিন্ধব স্থানে হপ্তহিন্দ ও হিন্দি বা 'হিন্দব' স্থানে 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

সর্ব্বত্রই নগরের ভাষা হইতে পল্লিগ্রামের ভাষায় স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। পল্লিগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরল গ্রন্থ ও দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট, পক্ষান্তরে নগরের ভাষা, সাধারণতঃ দৃঢ়বদ্ধ অস্পষ্ট ও স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট হইয়া থাকে। নগরবাসিগণ পরস্পরের জনতা ও ব্যস্ততা বাণিজ্যের ব্যস্ততানিবন্ধন স্বল্প কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ 'করিলা আমি বা হাম' স্থলে করিলাম, কল্লাম, কর্লুম ও কর্ম্ ; মধ্যম দাদা মহাশয় স্থলে মেজ্‌দা, ঠাকুর-মাতা-ঠাকুরাণী স্থানে ঠাউমা বা ঠামা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রথমে ধাতুকে (root) শব্দের মূল বা প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপসর্গ (prefix) ও প্রত্যয় (suffix) যোগ করিলে শব্দের লালিত্য ও অর্থ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। আবশ্যকমত শব্দের রূপপরিবর্ত্তনের জন্য কএকটী বিভক্তি (affix) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভাষার অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তদনন্তর শব্দের শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই শব্দমাধুর্য্য পরিবর্দ্ধন-প্রয়াসে ভাষার লালিত্য ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

ক্রন্দনাদি অব্যক্ত স্বর ব্যতীত মানবের একটী ব্যক্তস্বর (articulate sounds) আছে, উহা দ্বারা তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বর্ণমালার আবিষ্কারপ্রসঙ্গে যখন সেই পরম্পরাক্রুত স্বর-লহরী ভাষায় প্রয়োজিত হয়, তখন তাহাতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে। বর্ণমালা উদ্ভবের প্রাক্কালে ভাষা পূর্ব্বাপর শ্রুতিবিন্যায় পরিণত ছিল। জগতের সর্ব্বপ্রাচীন উন্নত আর্য্যগণের বেদভাষা পরম্পরা-শ্রুত হইয়া আসিতেছিল। বর্ণমালার আবিষ্কার-সহকারে এক্ষণে তাহা সাধারণের পাঠ ও উপলব্ধির উপযোগী হইয়াছে। প্রথমে প্রাচীন কালের মানবগণের লিখিত ভাষা পক্ষিচিত্র বা কোণাকার লিপিতে সমাহিত হইত। এক্ষণে নানা সুসভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার হইতেছে। [বর্ণমালা শব্দ দেখ।]

* সংস্কৃত—ন, বাঙ্গালা—না, হিন্দুস্থানীয়—নেহি, লাটিন—নি, ইংরাজী—নো প্রভৃতি।

ভাষা ও শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্যজাতির প্রকৃতিনীতিকে ভাষাতত্ত্বের প্রথম আদর্শ বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহারা সেই আর্য্যপ্রোক্ত ভাষাকে সকল ভাষার জননী স্থির করিয়া এইরূপ একটী ভাষাবংশের বিস্তার কল্পনা করিয়াছেন।
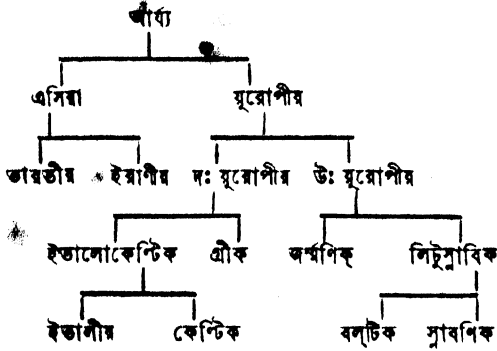
আর্য্যগণের পাশ্চাত্য উপনিবেশ অনুসরণ করিয়া য়ুরোপীয় ভাষার পৌর্ব্বাপৌর্য্যনির্ণয় করিতে হইলে, আর্য্যজাতির দূরান্তরগমন-নিবন্ধন ভাষার পরিবর্ত্তন-তারতম্য স্বীকার করিতে হয়। এক একটী বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু আর্য্যজাতির পাশ্চাত্যবাহিনী শাখায় ভাষাবিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও ইন্দো-জর্ম্মণ ভাষা ব্যতীত সেমিতিক শ্রেণীর হিব্রু, ফিনিকীয়, আসিরীয়, সিরীয়, আরব্য ও আবিসিনীয় প্রভৃতি ভাষা ইতিহাস ও সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় বর্ব্বর বা লিবীয় ভাষা, মিসিরীয়, কোপ্টীয় ও ইথিওপীয় প্রভৃতি হামিতিক শ্রেণীগত। দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া অর্থাৎ চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ও তিব্বত প্রভৃতি দেশীয় ভাষা এক পদারূঢ়। য়ুরাল-অল্টেক বিভাগীয় পার্ব্বত্য প্রদেশের ভাষা মঙ্গোলীয়, তাতার, তুর্ক, হুণ, শক ও তুরাণীয় প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় স্থানে আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত আছে। ভারত মহাসাগরস্থ মাদাগাস্কর হইতে মলয় ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলিপাইন, ফর্ম্মোজা, জাপান প্রভৃতি দ্বীপাবলিতে এক একরূপ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ঐরূপ ককেসস্ পর্ব্বত, অষ্ট্রেলিয়া, ইটুরিয়া একেডিয়া, মেসোপোটেমিয়া, সুমিরীয়া, কামষ্কাটকা, যুকাগীর, 'চুকৎচি, বন্ধ, বান্টু, আলগোকিন্, ইরোকে ও দকোটা প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্থান বিশেষে ব্যবহৃত ছিল। এখন উহার মধ্যে কএকটী ভাষা তদ্দেশবাসী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ভাষা গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃত ভাষার সহিত জর্ম্মণ ভাষার যাথার্থগত সৌসাদৃশ্য থাকায় শব্দবিদ্‌গণ ইন্দো-জর্ম্মণীয় ভাষাকে আর্য্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহারা আর্য্য ভাষা হইতে ১০টী স্বতন্ত্র থাক কল্পনা করিয়া থাকেন।

১ ভারতীয়—বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি।

২ ইরাণীয়—মিদিয়ার ও পারস্যের কথিত ভাষা, তন্মধ্যে প্রাচীন পারসিক, জন্দ (আবস্তিক,) বাহ্লিক, আকিমীয়, কোণাকারলিপিলিখিত ভাষা, *পহ্লবী, শাসনীয়, পাজন্দ (পারস্য)-আফগান খূর্দ প্রভৃতি।

৩ গ্রীক—গ্রীস ও রোমের বিভিন্ন ভাষা।

৪ আল্‌বিয়—শ্বেতদ্বীপের ভাষা। ইহা য়ুরোপীয় আর্য্যভাষার অনুরূপ, কিন্তু গ্রীক হইতে স্বতন্ত্র।

৫ আর্মেনীয়—তদ্দেশের বিভিন্ন ভাষা।

৬ ইতালীয়—লাটিন, ফলিস্কান, আম্‌ব্রিয়ান ও ওস্কান।

৭ কেল্টিক—ব্রিটনদ্বীপের প্রাচীন ভাষা, এখনও আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের স্থানে স্থানে এই ভাষার প্রচলন আছে।

৮ জর্ম্মণ বা টিউটন—জর্ম্মণ, ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজী, দিনেমার, স্কন্দনেবীয়, সুয়েডিস, নর্স, আইসলণ্ডীয় প্রভৃতি ভাষা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৯ বাল্টিক — প্রুসিয়, লিথুয়নীয় ও লেটীয়।

১০ স্লাবনিক — রুষীয়, রুথেনীয়, বুলগেরীয়, সার্ভীয়, স্লাবনীয়, ক্রোসীয়, বোহেমিয় ও পোলীয়।

পূর্ব্ববাহী আর্য্য উপনিবেশের মধ্যে ভারতীয় বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বিশেষ আদরণীয়। ঋগ্বেদসংহিতার ন্যায় সুপ্রাচীন দুর্ল্লভ গ্রন্থ জগতে আর নাই। তাই আর্য্যতত্ত্ব-অন্বেষণে ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার এত অধিক আদর। মার্কণ্ডেয়-কবীন্দ্রকৃত প্রাকৃতসর্ব্বস্বে ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচ * প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার বিভেদ লক্ষিত হয়।

[সংস্কৃত, পৈশাচ, প্রাকৃত, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ইরাণীয় প্রভৃতি ভাষার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। জন্দ, অবস্তা ও পারস্য প্রভৃতি শব্দের ইতিবৃত্তে তাহাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

---

* "মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রাচ্যাবন্তী চ মাগধী।
ইতি পঞ্চবিধা ভাষা যুক্তা ন পূনরর্দ্ধধা।"
"শাকারী চৈব চাণ্ডালী, শাবর্য্যাভীরিকী তথা।
শাকীতি যুক্তাঃ পঞ্চৈব বিভাষা ন তু ষড়্‌বিধাঃ।"
" নাগরো ব্রাচড়শ্চোপনাগরশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অপভ্রংশাঃ পরে সূক্ষ্মভেদত্বান্ন পৃথঙ্‌মতাঃ।
কৈকেয়ং শৌরসেনঞ্চ পাঞ্চালমিতি চ ত্রিধা।
পৈশাচ্যো নাগরা যস্মাত্তেনাপ্যন্যা ন লক্ষিতাঃ।"

এতদ্ভিন্ন এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে আরও নানাপ্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়ীয়, কোলরীয়, তিব্বতীয়-ব্রহ্ম, খস, তৈ, মোন্, আনাম ও মলয়ভাষা সর্ব্বপ্রধান।

দ্রাবিড়ভাষা।—তামিল, তেলগু, কণাড়ী, মলয়ালম্, তুলু, কোড়গ ও সিংহলী ভাষা মার্জ্জিত ও উন্নত। দক্ষিণ ভারতের তোড়া, কোটা, গোঁড়, খণ্ড,ইরুলর, কোড়ব, কুরুম্বর, বেদ্দা ও মধ্য ভারতের ভুঁইয়া, ভুঁইহার, বিঞ্জর, কৌরব, কোচ, মাল, মালে পাহাড়ী, রাজমহলী, ওরাওন ও মৌতিয়া প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা অমার্জ্জিত।

কোলরীয় ভাষা।—অসুর বা আগরিয়া, ভীল, ভিলল,ভুই, ভুঁইহার,ভূমিয়া,ভূমিজ, ভুঞিয়া, বিরহর, বীরহোড়, বম্মার, বাগাচের, ধাঙ্গড়, গড়বা, হো, ঝোঙ্গ, কবর, খড়িয়া বা খেল্‌কী, খরবার, কিষণ, নাগেশর বা নকাসিয়া, কোল,কোড়া, কোড়বা, মুণ্ডারী, মইর, মাঁঝি, মেহতু, মিনা, মুণ্ডা, নহর, সাঁওতাল, সাবত্ত, জোঙ্গ ও শবর প্রভৃতির কথিত ভাষা।

তিব্বতীয়-ব্রহ্মভাষা।—এই বিভাগে তিব্বত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য ভূভাগের সভ্য ও বন্য জাতীয়গণের লিখিত ও কথিত ভাষার তালিকা প্রদত্ত হইল। কাছাড়ী বা বোদো,মেছ, হোজো, গারো, পানিকোচ, দেওরি, ছুটিয়া, ত্রিপুর বা মোরঙ্গ, ভোট, সর্পা, ভুটানী, লোপা, চঙ্গলু, ঋঙ্গ, গুরুঙ্গ, মুর্মি, তক্ষ্য, নেবার, পাহাড়ী, মগর, লেপ্‌ছা, দফলা, মিড়ি, আবর, লো, আকা, মিস্‌মি, চুলিকাটা, তইঙ্গ, দিগরু, মিজু, ঢিমলা, সুনাবর কণি ভাষা মিলচন, তীবরস্কদ্ সুমচু। কিরান্তী, লিম্বু, কুনাবর,ত্রমু, চেপঙ্গ, বামু ও কুসন্দ জাতীয় ভাষা। নাগা জাতির কথিত ভাষা—নম্‌সঙ্গ বা জয়পুরিয়া, বোনপাড়া, মিঠন, তব্লুঙ্গ, মলঙ্গ, খরি, নৌগাঁও, তেঙ্গসা, লোটা, অঙ্গামী, রঙ্গমা, অরঙ্গ, কুচা, লিয়ঙ্গ বা করেঙ্গ ও মরুম্। মিরি, সিংফো, জিলি, ও ব্রহ্ম। কুকিদিগের কথিত ভাষা—খঙ্গো, লুসাই, হলমী, খোঙ্গ, মণিপুরী, মরিঙ্গ, খোইবু, কু-পই, তঙ্গখুল, লুহপ, থুঙ্গুই, কঙ্গঙ্গ চন্দুঙ্গ, প্রপোম, তকৈমি, অন্ত্রো, সেঙ্গমাই, চৈরেল, অনাল ও নম্দু। কুমি, কামি, মু, বনযোগী বা লুঙ্গ-খে, পঙ্খো, সেন্দু, পোই, শক ও কো। করেনজাতির কথিত ভাষা—স্কৌ, বধাই, করেনী, প্‌ো, তরু, মোপঘা, গৈখো, তোঙ্গথু, লিসান। শ্যাঙ্গ, তকপা, মঙ্গাক, খোচু, হোর্পা। খাসি, তই, [illegible] বা শ্যামী, লাও, শান,আহোম, খাম্‌তী, ঐতোন, ভওমো। মোন-আনাম, মোন্, কম্বোজম্, আনমী ও পলৌঙ্গ।

সংস্কৃতাদি ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও কএকটী ভাষার প্রচলন আছে। উহা গৌড়ীয় বা মিশ্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। নিম্নে তাহার বিষয় উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে—বাঙ্গালা, ত্রিহুতী বা মৈথিলী, আসামী ও উড়িয়া, সুসভ্য উড়িষ্যাবাসিগণের লিখিত ভাষা প্রায়ই বাঙ্গলার অনুরূপ, কিন্তু উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র। বিহার, উত্তরপশ্চিম, মধ্য ও গুজরাত প্রদেশে—হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু, ব্রজভাষা, মদ্রাভাষা, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, মুলতানী, জাটকী, কাশ্মীরী, নেপালী, সিন্ধি, থরেলী, ঠাকুরাণী ডিবোলী, হরাবতী,মারবাড়ী, গুজরাতী, কচ্ছী, মরাঠী, কোঙ্কণী প্রভৃতি প্রধান।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। ঐ সকল ভাষার অধিকাংশই কথিত। কেবল তন্মধ্যে কএকটী লিখিত ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে জাতি যে সকল ভাষায় কথা কহে, তাহাদের ভাষাও প্রায় সেই সেই নামাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দেড় শতাধিক জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিম্ন দ্বীপবাসী ও তাহাদের ভাষার নাম প্রদত্ত হইল,—

অদনে…লুশোঁ।
আলাগাত্তে…লুশোঁ।
অনমরোপু…ঐ।
অর্ফাক্…নিউগিনি।
অরু…নিউগিনি।
আলোর…আলোর।
বঙ্গুলাট…সিলেবিস্।
বন্তুমেয়া…আম্বয়না।
বেলোঁ…তিমোর।
বেৎসিলিও…হোভ।
বিলোজ…মীনহস্‌স।
বীমা…সম্বব।
বোনি…সিলেবিস্।
ব্রজেরক…দঃ অষ্ট্রেলিয়া।
বতুমেরা…আম্বয়না।
বুগী বা বুজী…সিলেবিস্।
কলিঙ্গ…লুশোঁ।
দদয়…তগলজাতি।
দোরে…নিউগিনি।
ডুক…বোর্ণিও।
ফেবর্লঙ্গ…ফর্মোজা।
গলেলা…গিলোলো।
গলেজ্জেম…মুরু।

অগুস্তৈনো…ফিলিপাইন।
অলোম…নিউগিনি।
অপয়ো…লুশোঁ।
অস্‌ব্রৌ…বোর্ণু।
অহতিয়াগো…অহতিয়াগো।
আসাহন…সুমাত্রা।
বশিশি…মলাক্কা।
বত্তর…সুমাত্রা।
বেৎসিমিসারাকা…মাদাগাস্কার।
বিকোল…ফিলিপাইন।
বিদা…মলাক্কানিগ্রিটো।
বিসয়…তগজাতীয়।
বোলাঅঙ্গো…পাপুয়া (সিলেবিস্
বোটঙ্গে…মীনহস্‌স (উঃ সিলেবস্)
বংচিয়াম…কৈওয়া।
বুরিক…ফিলিপাইন্।
চিমরো…লুশোঁ।
দেদেলে…নিউগিনি।
দোমঅল…মিন্দোরো।
এন্দে…ফ্লোরিস্।
গদ্দন…তগল (লুশোঁ)
গহ…সিয়ম্ (পাপুয়ান্)
গণি…গিলোলো।

গরোন্তলো···মানহসল। গিলোলো···হল্মহেরা।
পাইমানি···লুশেঁা। হোঙ্গোতে···ফিলিপাইন।
হোতোস্তলো···মীনহসস। হোভ (হবারা)···মাদাগাস্কার।
হবালাও···লুশেঁা। হনমগ্···ফিলিপাইন।
হদয়ন্···ফিলিপাইন। হগোরোন্তে ঐ
হফুগাও···লুশেঁা। হকোলো···নিউগিনি।
হল্লনোস্···বোর্ণিও। হলোকনো···লুশেঁা।
হলোঙ্গোতে···লুশেঁা। হসিনয়ে···ঐ
হন্তানে···ঐ। হত্নেগ···ঐ
যব···যবদ্বীপ। জকুন···মলয়প্রায়োদ্বীপ।
কুক···মলাক্কা। কনক···মাওরি-তনাট।
কপংসি···নিউগিনি। কুরু···নিউগিনি।
কবি···যব ও বালি। কয়ন···বোর্ণিও।
কিম্নাও···কৃষকজাতি। কেদা···মলাক্কা।
কেমা···সিলেবিস্। কিও ··ফ্লোরিস্।
কৈমারি···নিউগিনি। কোইপতু নিউগিনি।
কোঙ্গ···সুন্দ, ফ্লোরিস। কোরিঙ্কি সুমাত্রা।
কুবু···সুমাত্রা। কুলকলিঙ্গা···নিউগিনি।
কুলো···নিউগিনি। কুপন···তিমোর।
লম্পং···সুমাত্রা। লেত্তী···সর্ব্বতোদ্বীপ।
লুবু···সুমাত্রা। মদঙ্গ···বোর্ণিও।
মৈব···নিউগিনি। মাদুরী···মলয় ও মদুরাদ্বীপ।
ময়সোল···সিরম্। মতারেঙ্গো···সিরম্।
মলনেগ···ফিলিপাইন। মলয়···দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ২ স্থান।
মালো...বোর্ণিও। মল্লিকোলো···হিব্রাইডিজ্।
মনটোটো···তিমোর। মমমন্থয়া···ফিলিপাইন।
মন্দর···সিলেবিস্। মন্দয়···ফিলিপাইন।
মঙ্গরই···ফ্লোরিস্। মঙ্গকসস (মাকেসর)···সিলেবিস্।
মঙ্গিনিস্···মিন্দোরো। মনোবো···মিন্দানাও।
মাওরা···নিউজিলণ্ড। মর্চনা···সিরাম।
মেন্তবী···পগাইদ্বীপ। মারো···শূকর ও বন্তাকদ্বীপ।
মিল্লনবিন্দু···সারাবক। মিন্কোপি···আন্দামন।
মিস্তিরা···মলাকা। মিরিয়ম···তোরেস্প্রণালী।
মোতু···নিউগিনি। মুরঙ্গ···বোর্ণিও।
নমন···নিউগিনি। মুরুংইদান···ঐ
মাইফোড়···মানসনাম। তিয়োরম···তবল্লো।
নন্কোড়ী···নিকোবর। নিগ্রিটো···ফিলিপাইন।
এলো···সুমাত্রা। তেতো···তিমোর।
ওরঙ্গ বিনুয়া···মলাকা। ওরঙ্গ হিন্দি···বইগিয়ো।
ওরঙ্গ ক্লিঙ্গ···ভারত। ওরঙ্গ কুবু···সুমাত্রা। *
ঐ লৌট···সামুদ্রিকদস্যু। ঐ মলয়···মলয়।
ঐ সলং···ঐ ঐ সিরণী···পর্ত্তুগীজ মিশ্র।
ঐ উটঙ্গ···বন্যমানুষ। ঐ গুণোঙ্গ···পর্ব্বতবাসী।
ঐ দরং···কৃষকজাতি। ঐ সকাই···মলাক্কানিগ্রিটো।
পলবর···নিউগিনি। পম্পঙ্গো···তগল।
পনয়নো···বিষয়জাতি। পঙ্গসিন···তগল।
পাপক···নিউগিনি। পাপুয়ান···নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপ
পরিগি···মীনহসস। কুইবো···নিউগিনি।
রেজঙ্গ···সুমাত্রা। রোক···ফ্লোরিস ও সুন্দ।
রোবো···যুল দ্বীপও নিউগিনি। সহোত্র···গিলোলো।
শকলব···মাদাগস্কার। সকরণ···বোর্ণিও।
সম্পিত···বর্ণিও। সরবি···সুমাত্রা।
সসক···লোম্বোক। শোম-বএঙ্গ···নিকোবর।
সিয়াক···সুমাত্রা। সিদেইয়া···ফর্ম্মোজা।
সিলোঙ্গ···মার্গুই। সিমঙ্গ···মলাক্কাস-নিগ্রিটো।
সুফ্লিন্···লুশেঁা। সুন্দ···সুন্দ।
তগল···সিন্দোরো ও লুশেঁা। তলকাওগো···মিন্দনাও জাতি।
তঙ্গুইয়ন্···তগলজাতি। তোল···নিউগিনি।

বর্ত্তমান আদমসুমারি হইতে ইংরাজাধিকৃত ভারতে বিভিন্ন ভাষার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের জাতিগত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতির মধ্যে কতকগুলি এসিয়াবাসী ও অপরে য়ুরোপ ও আমেরিকাবাসী। নিম্নে তাহাদের নাম ও ভাষা লিখিত হইল:—

আবর, আরবী, আরাকানী, আর্ম্মাণি, আসামী, বড়গ, ব্রাহুই, বগ্রি, বলুচী, বাঙ্গালা, ভীল, ভূঁই, ভোটানী, ব্রহ্ম, কণাড়ী, কাছাড়ী, কৈথড়ী, কমৌন, কণৌজিয়া, করেন, করেনী, কাশ্মীরী, খামতি, খন্দ, খড়িয়া, খশি, খইসি, কোঁচ, কোল, কোলিসয়া, কোঙ্কণী, কুন্, কোকু, কোতর, কুকী, কোড়গী, কচ্ছী, কুরুখর, চব, চেনংসু, চিন্, চান, চৌঙ্গথা, দাফলা, দৈনেত, ধাঙ্গড়, দোগ্ড়ি, গডবা, গড়বালী, গারো, গয়েতী, গোয়ানিজ্, গোঁড়, গুজরাতী, হজোঙ্গ, হিব্রু, হিন্দু, হিন্দুস্থানী, জাপানী, জাট্কী, জোন্লা, লাক্ষাদ্বীপী, লাড়, লাডকী, লহলী, লালুঙ্গ, লম্বড়ী, লম্বনী, লেপচা, লিম্বু, মরাঠী, মক্রাণি, মলয়, মলয়ালম্, মালের, মণিপুরী, মারবাড়ী, মেছ, মিকির, মিরি, মিশ্মী, মুঘী, মুর্মি নাগ, মাগর, নাগপুরী, নেপালী, নেবারী, পাহাড়ী, পাঞ্জাবী, পারসিক, পথ্তু, পুতুহুল, রভা, শক, সলোন, সংস্কৃত, শবর, শান, শান্দু, শ্রামী, সৈন্ধবী, সিংহলী, সিংফো,

সাঁওতালী, সোমতেজ, তলৈজ, তামিল, তেলগু, ভোট, ত্রিপুরী, তোঁড়া, তৌঙ্গথু, তুলু, তুর্ক, ওরাওন, উড়িয়া, যোবিন, যেমাড়ী, বের্কাল ও কোড়গের বন্য জাতির অপূর্ব্ব-ভাষা এসিয়ামহাদেশীয় বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন মিসর, বর্ব্বর প্রভৃতি আফ্রিকাদেশীয়-কেল্টিক, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ফিনিস্, ফ্লেমিস, গেলিক, গ্রীক, হাঙ্গেরীয়, আইরিষ, ইতালিয়, লাপ্, লণ্ডীয়, নরওয়েজীয়, পোলিয়, পর্ত্তুগীজ, রুমণিয়, রুষ, শ্লেভীয়, স্পেনীয়, স্কচ, সুইডিস, সুইস, সিরীয় ও ওয়েলস্ প্রভৃতি।

বর্ণমালার আবিষ্কারের পর আর্য্যজাতির বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা লিখিত হইতে থাকে। ঐতিহাসিক গবেষণা ও শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে ভাষার বিভিন্নতা সহকারে লিপিরও পার্থক্য হইয়াছিল। বিখ্যাত পারস্যরাজ দরায়ুসের পুত্র করক্সেস তদধিকৃত ১২৭টী প্রদেশে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুজ্ঞা-লিপি প্রচার করেন, তন্মধ্যে সামারিতান, হিব্রু, ফিনিকিয়, গ্রীক, প্রাচীন বাহ্লিক (আবস্তিক), ইজিপ্তের দিমতিক, বহি-স্কন-ফলকলিপি, অক্ষর ও সুসার ভাষা ব্যতীত অপর কাহারও নিদর্শন নাই। বাবিলোনিয়ার মৃত্তিকানিহিত পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকলিপি, ইজিপ্তের হাইরোগ্লিফিক্স, সিরিয়ার কোণা-কার লিপি ও ভারতের অশোকলিপি সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অশোকলিপির পর ফিনিকিয় প্রভৃতি বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা করেন। দক্ষিণ এসিয়া ও ভারতে যে সকল বর্ণমালায় শিলালিপি ও তাম্রফলকে ভাষা লিখিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলাহাবাদ লাট ও গুপ্ত অক্ষর, অমরাবতী, অর্ম্মিয়, আর্য্য বা বাহ্লিক, বাঙ্গালা, ভিল্‌সা, কাদম্বীয় পল্লবী, বা পার্থিব, দেবনাগরী, গুজরাতী ফলক ও বর্ত্তমান লিপি, কুফ্বা, কুফিক্, কুটিল, লাট বা ভারতীয় পালি, বর্ত্তমান পল্লবী ও শাসনীয় পল্লবী, ব্রহ্মের পালি ও বর্ত্তমান পালি, পামিরাণী, পঞ্জাবী, পার্থিয়, ফিনিকিয়, পিউনিক, সৌরাষ্ট্রের শাহরাজ-লিপি, সেমিতিক, সিনাই, ৫ম শতাব্দের সিরীয় ও বর্ত্তমান সিরীয় লিপি, তেলিঙ্গ, ভোট, পাশ্চাত্য গুহালিপি ও জন্দ বর্ণমালাই প্রধান।

ডাঃ প্রিন্সেপ সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার রূপান্তর কাল এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ১ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালীন খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দের সংস্কৃতলিপি। ২ পশ্চিম ভারতীয় গুহা-লিপি। ৩ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীয় জুনাগড়ের অশোকলিপি। ৪ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের গুজরাত-তাম্রফলক। ৫ খৃষ্টীয় ৫ম শতা-ব্দের আলাহাবাদ-গুপ্তলিপি। ৬, ৭ম শতাব্দের সংস্কৃতের অনু-করণে ভোটলিপি। ৯ম ও ১০ম শতাব্দের কুটিল লিপি ও বাঙ্গালা বর্ণমালা এবং তৎপরবর্ত্তী দেবনাগরী ও ক্রমে কাইথী, হিন্দী প্রভৃতি অক্ষর ও ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মাজুদের ভারতাক্রমণ হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে পারসিক ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে উজীরপ্রধান আবুল আব্বাস্ ও আহ্মদ মৈমন্দি মুসলমান রাজসরকারের যাবতীয় কাগজ পত্র পারসিক ভাষায় এবং চিরস্থায়ী নথিপত্র আরবী ভাষায় লিখনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। সুতরাং তৎকালে ভারত-বাসীকে কর্ত্তব্যবোধে অথবা বাধ্য হইয়া উক্ত ভাষাদ্বয় অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিজাতীয় শব্দ বা পদনিচয় ভারতীয় হিন্দি ভাষায় সংমিশ্রিত হইয়া খৃষ্টীয় ১৪শ খৃষ্টাব্দে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দিকে এই অভিনব ভাষার ভিত্তি করিয়া তাহাতে আরবী, পারসিক, তুর্কী, সংস্কৃত, দ্রাবিড়, পর্ত্তুগীজ ও কোলরিয় ভাষার চলিত শব্দসমূহ সংযোজিত করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথমে ডাঃ জন বর্থউইক্ গিল্‌খ্রাইষ্ট এই ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। য়ুরোপবাসী বৈদেশিক অথবা ভারতের অন্যস্থানবাসী জাতিমাত্রেই এই উর্দ্দু-হিন্দি ভাষার সাহায্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে ফরাসী ভাষা যেরূপ সাধারণে পরিগৃহীত হইয়াছে, একমাত্র ভারতে বিভিন্ন জাতীয়ের ভাষা অবগত হইতে হইলে হিন্দিভাষার শিক্ষা আবশ্যক করে। হিন্দি ভাষা ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত। ইংরেজ, ফরাসী বা জর্ম্মণ কর্ত্তৃক হিন্দিভাষায় জিজ্ঞাসিত হইলে, ভারতবাসী সহজে উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

ভাষাপরিচ্ছেদ (পুং) মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ। ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার পূর্ব্বে ভাষাপরিচ্ছেদ পড়িতে হয়। ইহাতে ন্যায়দর্শনের সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর বিশ্বনাথ নিজেই ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা অতি সুন্দর এবং অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর আবার দিনকরী ও রৌদ্রী প্রভৃতি টীকা আছে। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি মহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক,—

"নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"

শেষ শ্লোক—"সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।
তদেবোঽযমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাৎ॥"

ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৮টী শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত

বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। পদার্থোদ্দেশকথন, দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মবিভাগ, সামান্য ও বিশেষ নিরূপণ, সমবায়সম্বন্ধ-কথন, অভাববিভাগ, সপ্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যকথন, কারণলক্ষণ, কারণবিভাগ, অন্যথাসিদ্ধিলক্ষণ ও বিভাগ, দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব কথন, অসমবায়িকারণের গুণকর্ম্মমাত্র-বৃত্তিত্ব-কথন, নিত্য দ্রব্য ভিন্নের আশ্রিতত্ব কথন, পৃথিবীনিরূপণ, পৃথিবীবিভাগ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কথন, জল তেজ ও বায়ুনিরূপণ, আকাশ কাল দিক্ ও আত্মনিরূপণ, অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধির দ্বৈবিধ্যকথন, অনুভূতিবিভাগ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কথন, প্রত্যক্ষবিভাগ, দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বঙ্মনঃ-সংযোগের কারণত্ব কথন, সামান্য লক্ষণাদি ভেদ দ্বারা অলৌকিক সন্নিকর্ষে ভেদত্রয়নিরূপণ। অনুমিতিব্যুৎপাদন, পরামর্শ লক্ষণ, ব্যাপ্তি ও পক্ষ লক্ষণ, হেত্বাভাসবিভাগ, উপমিতিব্যুৎপাদন, শাব্দবোধপ্রকার-পরিচয়, শাব্দবোধ-কারণ-কথন, আসত্তিলক্ষণ, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্য-নিরূপণ, মনোনিরূপণ, মনের অণুত্বপ্রমাণ, গুণনিরূপণ, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তামূর্ত্ত-গুণকথন, বিশেষ ও সামান্য গুণবর্ণন, বিভুবিশেষগুণের অতীন্দ্রিয়ত্বাদি কথন, রূপের দ্রব্যাদির অধ্যক্ষে কারণত্ব, রস গন্ধ ও স্পর্শনিরূপণপত্রাদি, স্পর্শান্তর পাকজত্বকথন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, পরত্ব ও অপরত্ব, এবং বুদ্ধিনিরূপণ, অপ্রমাবিভাগ, সংশয়-লক্ষণ, সংশয়কারণকথন, অপ্রমাকারণ-কথন, প্রত্যক্ষা-দিতে গুণপরিচয়, প্রমানিরূপণ, ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়কথন, পরকীয় ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিবন্ধার্থ উপাধিনিরূপণ, উপাধির দূষকতা বীজকথন, অনুমানবিভাগ, সুখ ও দুঃখনিরূপণ, ইচ্ছা ও দ্বেষ কথন, যত্ন ও নিরূপণবিভাগ, গুরুত্ব কথন, গুরুত্ব-নিরূপণ ও বিভাগ, স্নেহনিরূপণ, সংস্কারনিরূপণ ও বিভাগ, অদৃষ্টনিরূপণ, শব্দনিরূপণ ও বিভাগ।

এই সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন দেখ।]

দর্শনশাস্ত্র পড়িতে হইলে ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী পড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

ভাষাপাদ (পুং) ভাষায়াঃ পাদঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত প্রথম পাদ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাসূচক বাক্যরূপ প্রথম অংশ। [ব্যবহার দেখ।]

ভাষাসম (পুং) শব্দালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"শব্দৈরেকবিধৈরেব ভাষাসু বিবিধাস্বপি।
সাম্যং যত্র ভবেৎ সোঽয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে॥"
(সাহিত্যদ• ১০।৬৪২)

যে স্থলে বিবিধ ভাষাতে একরূপ শব্দের সমতা হয়, সেই সকল শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইলে এই অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ—

"মঞ্জুলমণিমঞ্জীরে কলগম্ভীরে বিহারসরসীতীরে।
বিরসাসি কেলিকীরে কিমালি ধীরে চ গন্ধসারসমীরে॥"
(সাহিত্যদ• ১০ পরি•)

এই শ্লোক সংস্কৃত, প্রাকৃত, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, অবন্তী, নাগর ও অপভ্রংশ এই সকল ভাষাতেই একরূপ।

ভাষিক (ত্রি) বেদাদি পরিভাষানির্বৃত্ত। (নিরুক্ত ২।২)

ভাষিকস্বর (পুং) মন্ত্রেতর বেদভাগরূপ ব্রাহ্মণ, পঠিতস্বর। (কাত্যা• শ্রৌ• ১।১।১৮।১০)

ভাষিত (ক্লী) ভাষ-ভাবে ক্ত। ১ কথন। কর্ম্মণি ক্ত। ২ কথিত।

ভাষিতপুংস্ক (ত্রি) ভাষিতঃ পুমান্ যেন কপ্। বিশেষণত্ব প্রাপ্ত যাহা পুংলিঙ্গাদিতে অভিহিত হয়।

"যদ্বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ত্ততে।
ভবেন্নপুংসকে বৃত্তি ভাষিতপুংস্কং তদুচ্যতে॥" (ব্যাকরণ)

ভাষিতৃ (ত্রি) ভাষ-তৃচ্। ভাষক, কথক।

ভাষিন্ (ত্রি) ভাষ-ইনি। কথক। এই শব্দের পূর্ব্বে যে কোন একটা উপপদ থাকিবে—যথা দুর্ভাষিন্, সুভাষিন্ ইত্যাদি।

ভাষ্য (ক্লী) ভাষ্যতে বিবৃততয়া বর্ণ্যতে ইতি ভাষ-ণ্যৎ। চূর্ণি, সূত্রবিবরণ গ্রন্থ, ইহার লক্ষণ—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রাণুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥"
(অমরটীকায় ভরত)

সূত্রানুসারিপদ দ্বারা যে স্থলে সূত্রের অর্থ এবং পদ সকল বর্ণিত হয়, তাহাকে ভাষ্য কহে।

ভাষ্যকার (পুং) ভাষ্যং চূর্ণিং করোতীতি কৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। মহাভাষ্যকর্ত্তা মুনি। পর্য্যায়—গোনর্দ্দীয়, পতঞ্জলি, চূর্ণিকৃৎ। (ত্রিকা•) পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি।

"অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ॥" (দুর্গসিংহ)

ভাষ্যপ্রণয়নকর্ত্তা মাত্র। যেমন বেদান্তসূত্রের শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি, যোগসূত্রের বেদব্যাস, সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞান-ভিক্ষু, গৌতমসূত্রের বাৎস্যায়ন, কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদ, মীমাংসাসূত্রের শবরস্বামী ইত্যাদি।

ভাষ্যকৃৎ (পুং) ভাষ্যং করোতি কৃ-কিপ্ তুক্ চ। ভাষ্যকারক।

ভাস্, দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে• অক• সেট্। লট্ ভাসতে। লিট্ বভাসে। লৃট্ ভাসিষ্যতে। লুঙ্ অভাসিষ্ট, সন্ বিভাসিষতে। যঙ্ বাভাস্যতে। যঙ্লুক্ বাভাস্তি। ণিচ্ ভাসয়তি। লুঙ্ অবভাসৎ, অবীভসৎ।

ভাস্ (স্ত্রী) ভাসতে ইতি (ভ্রাজভাসবিদ্যুতোর্জিপৃজুগ্রাবস্তুবঃ ক্বিপ্) ১ প্রভা, ময়ূখ। (মেদিনী) ২ ইচ্ছা। (ধরণি)

ভাস (পুং) ভাস্যতে ইতি ভাস-ভাবে ঘঞ্। ১ দীপ্তি। ভাসতে দীপ্যতে ইতি ভাস্-কর্ত্তরি অচ্। ২ কুক্কুট। ৩ গৃধ্র। (বিশ্ব) ৪ স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—শকুন্ত। (হেম)

"কৃত্রিমং ভাসমারোপ্য বৃক্ষাগ্রে শিল্পিভিঃ কৃতম্।
অবিজ্ঞাতং কুমারাণাং লক্ষ্যভূতমুপাদিশৎ॥"
(ভারত ১।১৩৪।৭০)

৫ পর্ব্বতভেদ। (ভারত। ১৪।৪৩।৪) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৬ প্রাধার কন্যা। "অনবদ্যাং মনুং বংশামসুরাং মার্গণপ্রিয়াম্। অনূপাং সুভগাং ভাসীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত॥"
(ভারত ১।৬৫।৪৬) ৭ কবিভেদ।

"ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ"(প্রসন্নরাঘব) কবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য৹ ৩১।২৮)

ভাসক (ত্রি) ১ প্রকাশক, দ্যোতক। ২ মালবিকাগ্নিমিত্র-ধৃত জনৈক নাট্যকার।

ভাসতা (স্ত্রী) ভাস পক্ষীর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, ছলে বলে কৌশলে আহরণ।

ভাসদ (ক্লী) ভসদঃ কটিদেশস্যেদং অণ্। নিতম্ব।
(ঋক্ ১০।১৬৩।৪)

ভাসন (ক্লী) দীপন, প্রকাশন।

ভাসন্ত (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্ (তৃভূবহিবসিভাসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (উজ্জ্বল) ৩ ভাসপক্ষী। (মেদিনী) ৪ নক্ষত্র। (হেম) ৫ সুন্দরাকার। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং ঙীস্ ভাসন্তী, নক্ষত্র।

ভাসর্ব্বজ্ঞ, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়সার ও ন্যায়ভূষণ নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভাসস্ (ক্লী) ভাস-আসস্। দীপ্তি। (দ্বিরূপকো৹)

ভাসাকেতু (পুং) ভাসা দীপ্তিস্তস্যাঃ কেতুঃ। দীপ্তিকারক।
(ঋক্ ১০।২০।৩)

ভাসাপুর (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত পুরভেদ। (বৃহৎস৹ ১৬।১১)

ভাসু (পুং) ভাস্—বাহুলকাদুন্। ১ সূর্য্য। (ত্রিকা৹)

ভাসুর (পুং) ভাসতে ইতি (ভঞ্জভাসমিদো ঘুরচ্। পা ৩।২।১৬১) ইতি ঘুরচ্। কুষ্ঠৌষধ। (জটাধর) (পুং) ২ স্ফটিক। (ত্রিকা৹) ৩ বীর। (ধরণি) (ত্রি) ৪ দীপ্তিযুক্ত।

"মণিময়ূখচয়াংশুকভাসুরাঃ সুরবধূপরিভুক্তলতাগৃহাঃ"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ৫।৫)

ভাসুরপুষ্পা (স্ত্রী) ভাসুরাণি পুষ্পাণ্যস্যাঃ, টাপ্। বৃশ্চিকালি।

ভাসুবিহার, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। নাগোর নদীর পূর্ব্বকূলে বিহারগ্রামে এখনও ইহার ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং এখানে ৭শত মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধযতির শাস্ত্রাধ্যয়ন-বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ভাসুরানন্দনাথ, ভাস্কররায়ের নামান্তর।

ভাসুরি, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য৹ ২৭।৪৪)

ভাসোক, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্কর (ক্লী) ভাঃ করোতীতি কৃ-(দিবাবিভানিশাপ্রভাভাস্করান্তান্তাদীনি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ সুবর্ণ। (রাজনি৹) (পুং) ২ সূর্য্য।

"প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষ্যং যথাবিধি॥"(মনু ২।৪৮)

৩ অগ্নি। ৪ বীর। ৫ অর্কবৃক্ষ। ৬ সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থকর্ত্তা। ৭ মহাদেব। (ভারত অনুশাসনপ৹ ৮ অ৹) ৮ উঃ পঃ প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। প্রস্তরোপরি দেবমূর্ত্তি খোদাই করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা যে প্রণালীতে চিত্রসমূহ প্রস্তর-গাত্রে অঙ্কিত করিয়া উঠায়, তাহা ভাস্করবিদ্যা বা স্থাপত্য নামে পরিচিত। অজণ্টা, ইলোরা, গাড়াপুরী, পুরী, সাঁচি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদি ইহাদের কৃতিত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

ভাস্কর, ১ নাগার্জ্জুনের গুরু। ২ অভিধানচিন্তামণিধৃত জনৈক গ্রন্থকার। ৩ প্রভাসতীর্থনিবাসী জনৈক কবি। ভোজপ্রবন্ধে ইহার নামোল্লেখ আছে। ৪ জনৈক শৈব দার্শনিক। ইনি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। ৫ উন্মত্তরাঘবনাটকপ্রণেতা। ৬ কাব্যপ্রকাশটীকা-(সাহিত্যদীপিকা)-প্রণেতা। ৭ গায়ত্রী-প্রকরণরচয়িতা। ৮ নানার্থরত্নমালাপ্রণয়নকর্ত্তা। ৯ প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপক, প্রায়শ্চিত্তবিধি, প্রায়শ্চিত্তশতদ্বয়ী ও প্রায়শ্চিত্তসমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১০ মধুরায়কাব্য-রচয়িতা। ১১ শুদ্ধিপ্রকাশপ্রণেতা। ১২ আয়াজিভট্টের পুত্র। ১৩ স্পন্দসূত্রবার্ত্তিকরচয়িতা, দিবাকরের পুত্র ও রামকণ্ঠ ভট্টের ছাত্র। ১৪ যশোবন্তভাস্করপ্রণেতা। ১৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ১৬ চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা, আসামরাজ বলভদ্রদেবের পূর্ব্বপুরুষ। ১৭ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্, কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্যের পুত্র। ইনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমের বংশধর।

ভাস্কর আচার্য্য, ১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসার-প্রণেতা। ইনি একজন দার্শনিক শৈব ও ভেদাভেদবাদী ছিলেন। সংক্ষেপশঙ্করজয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

২ বাক্যপঞ্চাধ্যায়িপ্রণয়নকর্ত্তা। জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। মহেশ্বরের পুত্র, ১১১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। করণকুতূহল, গ্রহাগমকুতূহল, ব্রহ্মতুল্য করণকুতূহল, ব্রহ্মতুল্যসিদ্ধান্ত-করণকেশরী, গণিতপদী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাস্কর, রেখাগণিত, লিঙ্গশাস্ত্র, বিবাহপটল, সটীকসিদ্ধান্তশিরোমণি ও বাসনাভাষ্য, শ্রুতগণিত সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যা ও ভাস্কর-দীক্ষিতীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১১৫১ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ও ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে করণকুতূহল রচনা সমাধা করেন। [ভাস্করাচার্য্য দেখ।]

ভাস্করকণ্ঠ, চিন্তাঙ্কবোধটীকারচয়িতা।

ভাস্করতীর্থ, শৈবতীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভাস্করদীক্ষিত, ১ তপ্তমুদ্রাবিদ্রাবণপ্রণেতা। ২ রত্নতুলিকা-সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনটীকারচয়িতা।

ভাস্করদেব, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্করদেব, কোওবিড়ুর গজপতিরাজ বিশ্বম্ভর দেবের পুত্র।

ভাস্করদ্যুতি (পুং) ভাস্করে দ্যুতিরস্য। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৩) (স্ত্রী) ২ সূর্য্যের দ্যুতি, সূর্য্যের কিরণ।

ভাস্করনৃসিংহ (পুং) বারাণসীবাসী জনৈক ভাষ্যকার। ইনি ব্রজলাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর শাস্ত্রীর ছাত্র।

ভাস্করপন্ত, জনৈক মহারাষ্ট্রসেনাপতি। তিনি রঘুজী ভোঁস্-লের দেওয়ান ছিলেন। বাঙ্গালায় ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলির পরাজয়ের পর তদীয় মন্ত্রী মীর হবীব ভাস্কর পন্তকে কটক আক্রমণে আহ্বান করেন। কিন্তু আলীবর্দ্দী খাঁর সেনা সহসা আসিয়া উপনীত হওয়ায় তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। অবসর বুঝিয়া ভাস্কর বেহার আক্রমণ করি-লেন। তথা হইতে মুর্শিদাবাদ-আক্রমণ-মানসে পাঁচেট রাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া বর্গীগণ ক্ষিপ্রতার সহিত লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিল। আলীবর্দ্দী খাঁ বর্গীর অত্যাচার হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। নবাব-সেনাপতি মীরহবীব্ মহারাষ্ট্র-হস্তে বন্দী হন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বঙ্গেশ্বরের উপর ক্রোধ ছিল। এবারেও তিনি মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষ হইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও জগৎশেঠ আলমচাঁদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে মেদিনীপুর হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থান মহারাষ্ট্র-করতলগত হইয়াছিল। গঙ্গানদী বর্ষায় স্ফীত থাকায় তাঁহারা সদলে উত্তীর্ণ হইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইতে পারিলেন না। এদিকে আলীবর্দ্দী দলবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নদী-পার হইয়া নবাব মহারাষ্ট্রদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে কর্ণাট-প্রত্যাগত রঘুজী ভোঁস্‌লে সদলে তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের দমনের জন্য সম্রাট্ মহম্মদ শাহ পেশবা বালাজী বাজীরাও ও অযোধ্যাপতি সফ্দর জঙ্গকে প্রেরণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে কাটোয়া ও বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শেষে রঘুজী ভোঁস্‌লে পরাজিত হন। এই সময়ে ভাস্করপন্ত সদলে উড়িষ্যা-অভিমুখে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। রঘুজী পুনরায় বাঙ্গালা লুণ্ঠন মানস করিয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করপন্তকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নবাব আলী-বর্দ্দী সন্ধিপ্রস্তাবের ভাণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সশস্ত্র লুকায়িত রহিল। ভাস্কর পণ্ডিত সদলে মুসলমান-শিবিরে উপনীত হইলেন। নবাবাদেশে তিনি অনুচর সহ নিহত হন।

ভাস্করপ্রিয় (পুং) ভাস্করস্য প্রিয়ঃ ৬তৎ। পদ্মরাগ মণি, চলিত চুনি।

ভাস্করভট্ট (পুং) ১ কেশবমিশ্র-কৃত তর্কভাষার তর্কপরি-ভাষাদর্পণ নামক টীকারচয়িতা। ২ তৃচভাস্করপ্রণেতা। ৩ ভোজরাজের সভাপণ্ডিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমের পুত্র। স্বীয় প্রতিপালক কর্ত্তৃক তিনি বিদ্যাপতি আখ্যা লাভ করেন।

ভাস্করভট্টপণ্ডিত, দত্তসিদ্ধান্তমঞ্জরী-প্রণেতা।

ভাস্করভট্টমিশ্র ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, জনৈক প্রসিদ্ধ সূত্রনিবন্ধ-কার। কুমারস্বামীর পুত্র। ইনি জ্ঞানযজ্ঞ নামে তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য মধ্যে তিনি ভবস্বামীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আপস্তম্ব-সূত্র, ধ্বনিতার্থকারিকা, বৌধায়নসহস্রভোজনটীকা, সূত্র-নিবন্ধ, যজুর্ব্বেদাষ্টকভাষ্য, আরণ্যকভাষ্য, ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণকাঠকভাষ্য (কাঠকত্রয়ভাষ্য), তৈত্তিরী-য়োপনিষদ্ভাষ্য ও ভট্ট ভাস্করীয় নামে বেদভাষ্য প্রভৃতি তদ্র-চিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ভাস্করভূপতি, বিজয়নগর-রাজবংশের জনৈক রাজা।

ভাস্করমিশ্র (পুং) পদ্মনাভকৃত সিদ্ধসারস্বতদীপিকোদ্ধৃত জনৈক গ্রন্থকার।

ভাস্কররবিবর্ম্মা, ত্রিবাঙ্কোড়ের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি য়িহুদী খৃষ্টানদিগকে কোচিনে বসবাসের নিমিত্ত অনুমতি দেন। তৎপ্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র তথাকার গির্জ্জাধ্যক্ষের নিকটে রক্ষিত আছে। তদ্দেশবাসী য়িহুদীগণ বলে যে, ঐ 'ছাড়পত্র' খৃষ্টীয় ৩৭৯ অব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু উহার তামিল বর্ণমালা

দেখিয়া বিচার করিলে ঐ লিপি তৎপরবর্ত্তী কালের বলিয়া স্বীকার করা যায়।

ভাস্কররস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—বিষ, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেকে এক ভাগ, লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র, কড়িভস্ম প্রত্যেকে দুইভাগ, এই সকলের সমান লবঙ্গচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য গোড়া লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই বটিকা তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শূলবিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ভৈষজ্যরত্না০ অগ্নিমান্দ্যাধি০)

ভাস্কররাও, জনৈক মহারাষ্ট্র প্রতিনিধি। রঘুনাথরাওর পুত্র।

ভাস্কররায়, ১ ভাট্টদীপিকাব্যাখ্যা মন্বর্থলক্ষণবিচার ও [illegible] কৌতূহলপ্রণেতা।

ভাস্কররায়দীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত উপনিষদ্ভাষ্যকার। গম্ভীররায় দীক্ষিতের পুত্র। ইনি নৃসিংহ ও শিবদত্তের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ভাস্করানন্দ নাথ বা ভাসুরানন্দ নাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, কেনোপনিষদ্ভাষ্য, জাবালোপনিষদ্ভাষ্য ত্রিপুরোপনিষদ্ভাষ্য, মহোপনিষদ্ভাষ্য, মণ্ডুকোপনিষদ্ভাষ্য, অভিনববৃত্তরত্নাকর, অবধূতগীতাব্যাখ্যা, অষ্টাবক্রগীতাব্যাখ্যা, আত্মবোধব্যাখ্যা, ঈশ্বরগীতাব্যাখ্যা, কন্যাকাপুরাণ, গুপ্তবতী নামে দুর্গামাহাত্ম্যটীকা, চণ্ডীস্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ, ত্রিপুরামহিমটীকা, স্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ ত্রিপুরামহিমটীকা, নবরত্নমালা, ভাষ্যরাজ বেদাঙ্গচ্ছন্দঃসূত্রার্থপ্রকাশ, মন্ত্রবিভাগ, ললিতার্চ্চনবিধি, বারিবাস্যারহস্য, বারিবস্যারহস্যপ্রকাশ, বৃত্তচন্দ্রোদয়, শব্দকৌস্তুভদূষণ, শ্রীবিদ্যার্চ্চনচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীবিলাস, সেতুবন্ধ নামে বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত নিত্যাষোড়শীর টীকা, সৌভাগ্যভাস্কর নামে ললিতাসহস্রনামটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার করকমল-নিঃসৃত।

ভাস্কর (বর্ম্মন্) ত্রিপুষংঘল, সিংহপুর রাজবংশের জনৈক রাজা। রাজা অচলবর্ম্মা সময় বংঘলের পুত্র। ইঁহারা যদুবংশীয় ছিলেন। কপিলবর্দ্ধনরাজকন্যা জয়াবলীকে তিনি বিবাহ করেন।

ভাস্করবংশ (স্ত্রী) সূর্য্যবংশ।

ভাস্করলবণ, (স্ত্রী) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—সামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সৌবর্চ্চল ১০ তোলা, বিটলবণ, সৈন্ধব, ধনিয়া, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, নাগকেশর, চই, অম্লবেতস এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মরিচ, জীরা ও শুঁঠ, প্রত্যেকে ২ তোলা, দাড়িমের বীজচূর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনি ও এলাচি ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিবে। এই লবণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তক্র, দধির মাত বা কাঁজির সহিত ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা সেবনে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, ক্ষয়, অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, শূল, কাস, কৃমি মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই লবণ অগ্নিদীপ্তিকারক ও পাচক। লোক সকলের হিতের জন্য ভগবান্ ভাস্কর কর্ত্তৃক এই ঔষধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঔষধ ভক্ষণ মাত্রে নিশ্চয়ই সকল প্রকার অজীর্ণ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ অগ্নিমান্দ্য০)

ভাস্করবর্ম্মন্, ভগদত্তবংশীয় গৌড়ের জনৈক নরপতি। নারায়ণ দেবের বংশধর। শ্রীহর্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। হিউএন সিয়াংএর বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কামরূপেও তিনি রাজত্ব করিতেন। [প্রাগ্জ্যোতিষ দেখ।]

ভাস্করবিদ্যা, কারুকর্ম্মনৈপুণ্য। প্রস্তরোপরি বিবিধ চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কণ। [স্থাপত্য দেখ]

ভাস্করব্রত (স্ত্রী) ভাস্করোদ্দেশকং ব্রতং। সূর্য্যের উদ্দেশে যে ব্রত করা হয়, তাহাকে ভাস্করব্রত কহে। ব্রহ্মপুরাণে এই ব্রতের প্রসঙ্গ আছে।

ভাস্করশর্ম্মন্, আয়াজি ভট্টের পুত্র। ইনি বৃত্তরত্নাকরসেতু-নামে বৃত্তরত্নাকরের একখানি টীকা প্রণয়ন করে।

ভাস্করসপ্তমী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ।

ভাস্করশাস্ত্রী, তত্ত্ববোধনকাব্যপ্রণেতা।

ভাস্করশিষ্য, হোরাশাস্ত্রার্ণবসার-রচয়িতা। ইনি সম্ভবতঃ বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

ভাস্করসোম, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। পাটনের ভবানীমন্দির হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়—

"শাণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রম জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র ভাস্করভট্ট, তিনি ভোজরাজ কর্ত্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করেন। ভাস্করের পুত্র গোবিন্দ সর্ব্বজ্ঞ, তৎপুত্র মনোরথ, মনোরথের পুত্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্য। এই মহেশ্বরাচার্য্যের পুত্রের নামই ভাস্করাচার্য্য। ইনি কবিবৃন্দের বন্দনীয়, তুক্তভক্ত, সর্ব্বজ্ঞ বিত্তানিপুণ, এবং সৎকীর্ত্তি ও পুণ্যবান্ ছিলেন। এই ভাস্করের নন্দন বেদার্থবিৎ, পণ্ডিতপ্রধান, তার্কিকচক্রবর্ত্তী, গ্রহযাগবিশারদ লক্ষ্মীধর। সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ

জানিয়া রাজা ক্ষেত্রপাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তৎসুত রাজা সিংঘণ চক্রবর্ত্তীর দৈবজ্ঞবর চঙ্গদেব। এই চঙ্গদেব ভাস্করাচার্য্যকৃত শাস্ত্রসমূহ বিস্তার হেতু মঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভাস্কররচিত সিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রমুখ গ্রন্থাবলী এবং তাঁহার বংশীয়গণের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ঐ মঠে নিয়মিত ব্যাখ্যাত হইত *।'

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভাস্করাচার্য্যের পিতার নাম মহেশ্বরাচার্য্য, তিনি যে বংশে জন্মিয়া ছিলেন এবং তাঁহা হইতে যে বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত গোলাধ্যায়ের শেষেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"আসীৎ সহ্যকুলাচলাশ্রিতপুরে ত্রৈবিদ্যবিদ্বজ্জনে।
নানাসজ্জনধাম্নি বিজ্জড়বিড়ে শাণ্ডিল্যগোত্রো দ্বিজঃ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তবিচারসারচতুরো নিঃশেষবিদ্যানিধিঃ।
সাধূনামবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্ঞচূড়ামণিঃ॥৬১
তজ্জস্তচ্চরণারবিন্দযুগলপ্রাপ্তপ্রসাদঃ সুধীঃ
মুগ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণকপ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম্।
এতদ্ব্যক্তসদুক্তিযুক্তিবহুলং হেলাবগম্যং বিদাং
সিদ্ধান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্রে কবির্ভাস্করঃ॥" (প্রশ্নাধ্যায়)

ভাস্করাচার্য্যের নিজোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, সহ্যাদ্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নামক গ্রামে দৈবজ্ঞচূড়ামণি মহেশ্বরের ঔরসে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকাকার মুনীশ্বরের মতে, 'মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত বিদর্ভের নিকট গোদাবরীর নাতিদূরে বিড় (গ্রাম) অবস্থিত, উহার পঞ্চ ক্রোশ দূরে লীলাবতীর মঙ্গলাচরণে 'গণেশায় নমো নীলকমলামলকান্তয়ে' ইত্যাদি বর্ণিত সেই গণেশের কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমা এখনও বিদ্যমান আছে†।' আহ্মদনগরের ৪০ক্রোশ পূর্ব্বে ভাস্করের জন্মভূমি উক্ত বিড়গ্রাম অবস্থিত, এবং উহারই ৬।৭ ক্রোশ দূরে লিম্ব নামক গ্রামে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিড় ভাস্করের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার বংশধরগণ পাটনে গিয়া বাস করেন। এই পাটনের নিকটবর্ত্তী বহালগ্রামেও ভাস্করের ভ্রাতৃবংশীয় গণক অনন্তদেবের আদেশে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

ভাস্করাচার্য্য নিজ সিদ্ধান্তশিরোমণির শেষে লিখিয়াছেন,
"রসগুণপূর্ণমহী (১০৩৬) সম শকনৃপসময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ।
রসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ॥" ৫৮

উক্ত শ্লোকানুসারে ১০৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে (১১৫০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি রচিত হয়। তাঁহার 'করণ কুতূহল'-রচনাকাল নির্দ্দেশস্থলেও ১০৭৫ শকাব্দ লিখিত আছে।

তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণি, করণকুতূহল ও বাসনাভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ভাস্করব্যবহার ও ভাস্করবিবাহপটল নামক দুইখানি ক্ষুদ্র জ্যোতির্গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। [ভাস্কর দেখ।]

উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সিদ্ধান্তশিরোমণিই সর্ব্বপ্রধান। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত—১ম লীলাবতী বা পাটীগণিত (Arithmatic), ২য় বীজগণিত (Algebra), ৩য় গ্রহগণিতাধ্যায় (Astronomy) ও ৪র্থ গোলাধ্যায়। এই চারিখণ্ডেই ভাস্করাচার্য্যের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও তিনি মধ্যমগ্রহের বীজসংস্কার 'রাজমৃগাঙ্ক' হইতে ও মধ্যমাধিকারের গ্রহভগণাদি মান ও স্পষ্টাধিকারের পরিধ্যংশাদি সর্ব্বপ্রকার পরিমাণ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি অয়নগতিও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতানুসারেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থলে তিনি এরূপ গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন যে, বলিতে কি তাঁহার একমাত্র সিদ্ধান্তশিরোমণি আলোচনা করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক্ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। ত্রিপ্রশ্নাধিকারে তিনি নানাবিধ অভিনব সাধনপ্রণালী ও অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়াছেন। শঙ্কু সম্বন্ধে ইষ্টদিকৃছায়াসাধন এবং উদয়াস্তর-সংস্কার ভাস্করাচার্য্যই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। পাতসাধন ও গ্রহগণের শর সম্বন্ধেও তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনেক ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। যে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব (Laws of gravitation) আবিষ্কার করিয়া সর্ আইজক্ নিউটন জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই নিউটনের জন্মগ্রহণের প্রায় ৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য নিজ গোলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার করণকুতূহল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গ্রহসাধন জন্ত "জগচ্চন্দ্রসারণী" নামে এক প্রকাণ্ড সারণী প্রস্তুত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থসমূহের বহুসংখ্যক টীকা পাওয়া যায়। যথা—

* Epigraphia Indica, Vol. I, p. 340.

† 'আসীদিতি বিজ্জড়বিড়···বিড়মিতি নাম্নৈকদেশে প্রসিদ্ধং, তৎ কুত্রেতি সহ্যনামককুলপর্ব্বতাম্বর্গতত্ত্বপ্রদেশে মহারাষ্ট্রদেশান্তর্গতবিদর্ভাপরপর্য্যায়বিরাটদেশাদপি নিকটে গোদাবর্য্যাঃ নাতিদূরে নাম সমীপে যস্মাৎ পঞ্চক্রোশান্তরে "গণেশায় নমো নীলকমলামলকান্তয়ে" ইতি লীলাবত্যা আরম্ভে উক্ত গণেশস্য প্রসিদ্ধাস্তি সা তৃতীয়বর্ণা নাম কৃষ্ণবর্ণাস্তি' (মুনীশ্বর)

১ লীলাবতীটীকা—নৃসিংহপুত্র রামকৃষ্ণ কৃত গণিতামৃতলহরী, নৃসিংহনন্দন নারায়ণকৃত পাটীগণিতকৌমুদী, গোবর্দ্ধনরচিত গণিতামৃতসাগরী, গণেশ দৈবজ্ঞকৃত বুদ্ধিবিলাসিনী, ধনেশ্বর দৈবজ্ঞরচিত লীলাভূষণ, মহীদাস ও মুনীশ্বরকৃত লীলাবতীবিবৃতি, রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ কর্তৃক মনোরঞ্জনা, রামচন্দ্র বিরচিত লীলাবতীভূষণ, সূর্য্যদাস দৈবজ্ঞকৃত গণিতামৃতকূপিকা, বিশ্বেশ্বর ও চন্দ্রশেখর পটনায়কের রচিত যথাক্রমে লীলাবত্যুদাহরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত দামোদর, দেবীসহায়, পরশুরাম, রামদত্ত, লক্ষ্মীনাথ, বৃন্দাবন, শ্রীধর প্রভৃতির টীকাও পাওয়া যায়।

২ বীজগণিতটীকা—জ্যোতির্বীকৃষ্ণরচিত বীজনবাঙ্কুর, রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞের বীজপ্রবোধ, পরমসুখরচিত বীজবৃত্তিকল্পলতা।

৩ গ্রহগণিতাধ্যায় ও ৪ গোলাধ্যায়ের টীকা। গ্রহলাঘবকার গণেশ দৈবজ্ঞ ও তৎপ্রপৌত্র রচিত শিরোমণিপ্রকাশ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নৃসিংহ, মুনীশ্বর ও গোপীনাথের রচিত টীকা পাওয়া যায়।

সূর্য্যদাস 'সূর্য্যপ্রকাশ'নামে ও রঙ্গনাথ 'মিতভাষিণী' নামে সমগ্র সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করানন্দস্বামী, কাশীর জনৈক সাধু ও যোগী। বেদান্ত শাস্ত্রে ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎসম্বন্ধে তদ্রচিত কএকখানি (টীকা)গ্রন্থ পাওয়া যায়। তৈলঙ্গ স্বামীর তিরোধানের পর ইনি কাশীক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভাস্করাবর্ত্ত (পুং) সুশ্রুতোক্ত শিরোরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—সূর্য্যোদয়কালে চক্ষু ও ভ্রূদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের প্রখরতার সহিত বৃদ্ধি হয়, এবং সূর্য্য পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অস্ত গমনের সহিত বেদনার হ্রাস হইতে থাকে। ইহাকে ভাস্করাবর্ত্ত বা সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ কহে। ইহা ত্রিদোষজ রোগ, কখন বা শৈত্য এবং কখন বা উষ্ণক্রিয়াতে ইহার প্রশমন হয়। (সুশ্রুত শিরোরোগাধি°)

ভাস্করামৃতাভ্র (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—বাসকছাল, মুথা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মার্জ্জিত করিয়া সহস্র পুটিত অভ্র, শতমূলীর রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ও অনুপান রোগীর বলাবল ও অবস্থা দেখিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার শূল, অম্লপিত্ত, কামলা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তাধি°)

ভাস্করি (পুং) ভাস্করস্যাপত্যং ইঞ্। ১ বৈবস্বত মনু। ২ কর্ণ। ৩ মুনিভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৬৭ অ°)

ভাস্করীয় (ত্রি) ভাস্কর সম্বন্ধীয়।

ভাস্করেষ্টা (স্ত্রী) ভাস্করস্য ইষ্টা। আদিত্যভক্তা লতা।

ভাস্ত্রায়ণ (স্ত্রী) ভস্ত্রা-ফক্ (পা ৪।২।৮০) ভস্ত্রা সম্বন্ধীয়।

ভাস্মন (ত্রি) ভস্মনো বিকারঃ অণ্, মনন্তত্বাৎ ন টিলোপঃ। ভস্মবিকার।

ভাস্মায়ন (পুং) ভস্মনো গোত্রাপত্যং ফঞ্। ভস্ম ঋষির গোত্রাপত্য।

ভাস্বৎ (পুং) ভাসঃ সন্ত্যস্যেতি ভাস্ (তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫।২।৯৪) ইতি মতুপ্ মস্য ব। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ দীপ্তি। ৪ বীর। (ত্রি) ৫ দীপ্তিবিশিষ্ট।

"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।

ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥"

(কুমার ১।২) ৬ প্রকাশক। (মনু ১।৭৭)

ভাস্বৎকবিরত্ন, সরোজকলিকাপ্রণেতা।

ভাস্বতী (স্ত্রী) ভাস্বৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ নদীভেদ। (ভারত বনপ°) ২ উধস্, গরুর পালান। ৩ দীপ্তিমতী। ৪ জ্যোতিগ্রন্থ বিশেষ। ভাস্বতীর মতানুসারে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ গণনা হইয়া থাকে।

ভাস্বর (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্ (স্থেশভাসপিসকসো বরচ্। পা ৩।২।১৭৫) বরচ্। ১ দিন। ২ সূর্য্য। (ত্রি) ৩ দীপ্তিযুক্ত। ৪ সূর্য্যের অনুচর বিশেষ। ভগবান্ সূর্য্য তারকাসুর বধের সময় স্কন্দের সাহায্যের জন্য ইহাকে দিয়াছিলেন। (ভারত ৯।৪৫।৬০) (স্ত্রী) কুষ্ঠৌষধ। (শব্দচ°)

ভিংখরাজ (পুং) কাশ্মীরাধিপতি কুলরাজের একজন ভ্রাতৃব্য।

"ভ্রাতৃব্যো ভিংখরাজাখ্যঃ কুলরাজস্য কোপনঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৮।২৩১৬)

ভিক্ (দেশজ) ভিক্ষা।

ভিক্ষ ১ লোভ। ২ ভিক্ষা, যাচ্ঞা। ৩ লাভোক্তি। ৪ ক্লেশ। ভ্বাদি° আত্মনে° দ্বিক° ক্লেশার্থে অক° সেট্। লট্ ভিক্ষতে। লোট্ ভিক্ষতাং। লিট্ বিভিক্ষে। লুঙ্ অভিক্ষিষ্ট।

ভিক্ষণ (ক্লী) ভিক্ষাকরণ, যাচন।

ভিক্ষা (স্ত্রী) ভিক্ষ্ যাচনাদৌ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অ, ততষ্টাপ্। ১ যাচন। চলিত, চাওয়া, মাগা। পর্য্যায় যাচ্ঞা, অর্থনা, অর্দ্দনা, প্রার্থন, যাচনা। (শব্দরত্না°)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।

তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষাং নৈব চ নৈব চ॥" (চাণক্য)

২ সেবা। ৩ ভৃতি। ৪ ভিক্ষিত বস্তু। শাতাতপ "গ্রাসমাত্রা ভবেদ্ ভিক্ষা" পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনুতে লিখিত আছে—

"কৃত্বৈতদ্বলিকর্ম্মৈবমতিথিং পূর্ব্বমাশয়েৎ।

ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে॥" (মনু ৩।৯৪)

গৃহী বলিকর্ম্ম-সমাপনের পর সর্ব্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দিবেন। গৃহীর এই ভিক্ষাদান অশেষ পুণ্যজনক।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের পর, গুরুগৃহে অবস্থানের পূর্ব্বে ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা গুরুকে দিয়া তদ্‌গৃহে অবস্থান করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচারিগণ সূর্য্যের উপাসনার পর তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষাচরণ করিবেন।

উপনীত ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী পূর্ব্বে 'ভবৎ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবেন, অর্থাৎ 'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি।' পুরুষ হইলে 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' এই কথা বলিবেন। ক্ষত্রিয়েরা ভবৎ শব্দ মধ্যে 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি।' বৈশ্যেরা ভবৎ শব্দ শেষে 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবেন।

মাতা, ভগিনী, মাতৃস্বসা বা যে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান না করেন, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা করিবেন। প্রতিদিন প্রয়োজনানুরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ হইলে তাহা অকপটমনে গুরুকে সমর্পণপূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান করিবেন। (মনু ২অ০)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণালয়ে ভিক্ষা করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য স° ১।২৮-৩০)

স্বজাতি অথবা সকলবর্ণের নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু পতিত, বেদযজ্ঞাদি-বিহীন, গুরুকুল, জ্ঞাতিকুল ও বন্ধু ইঁহাদের নিকট কখনও ভিক্ষা করিবেন না। যদি কাহারও নিকট ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইঁহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু পূর্ব্বোক্তের নিকট যদি ভিক্ষালাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং তাহাদের নিকট না যাইয়া ইহাদের নিকট ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।*

ভিক্ষাদান অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুসারে ভিক্ষা দিবেন। গ্রাসপরিমাণে ভিক্ষা দিতে হয়।

"ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষামথাপি বা।

অদত্বা নৈব ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥

গ্রাসপ্রমাণাদ্ভিক্ষা স্যাৎ অগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ম্।

অগ্রাচ্চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রহ্মচারী ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

ব্যাধিগ্রস্ত, অন্নহীন, কুটুম্ববিতাড়িত, ও পথক্লান্ত ইহাদের ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে।

"ব্যাধিতস্যান্নহীনস্য কুটুম্বাৎ প্রচ্যুতস্য চ।

অধ্বানং বা প্রপন্নস্য ভিক্ষাচর্য্যং বিধীয়তে॥" (বিষ্ণুপু°)

গৃহীর আলয়ে যে দিন অতিথি বা ভিক্ষুক না আইসে, সেই দিন গৃহী ভিক্ষিত বস্তু গাভীকে ভোজন করাইবে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

"ভিক্ষুকাভাবে চাগ্রং গোভ্যো দদ্যাৎ অগ্নৌ বা ক্ষিপেৎ॥"

(বিষ্ণুসংহিতা)

ভিক্ষাক (পুং) ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ্-(জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্ঠবৃঙঃ ষাকন্। পা ৩।২।১৫৫) ইতি ষাকন্। ভিক্ষুক।

ভিক্ষাকর গুপ্ত, রায়মুকুটধৃত জনৈক গ্রন্থকার।

ভিক্ষাকরণ (ক্লী) ভিক্ষায়াঃ করণং। ভিক্ষাকার্য্য, ভিক্ষা করা।

ভিক্ষাকী (স্ত্রী) ভিক্ষাক ষিত্বাৎ ঙীষ্। ভিক্ষুকী। (মুগ্ধবোধব্যা°)

ভিক্ষাচর (পুং স্ত্রী) ভিক্ষাং চরতীতি ভিক্ষা-চর (ভিক্ষাসেনাদায়েষু চ। পা ৩।২।১৭) ইতি ট। ১ ভিক্ষুক। ২ কাশ্মীররাজ স্বনামখ্যাত ভোজনরপতির পুত্র।

"রাজ্ঞাং বিত্তবমত্যাং যং ভোজো হর্ষনৃপাত্মজঃ।

জাতং মৃতদ্বিত্রিপুত্রানন্তরং গুরুভিঃ শিশুম্।

আয়ুষ্কামৈ স্তমাবদ্ধাতব্যভিক্ষাচরাভিধম্॥" (রাজতর ৮।১৭)

ভিক্ষাচরণ (ক্লী) ভিক্ষায়াশ্চরণম্। ভিক্ষাচর্য্য, ভিক্ষা করা।

ভিক্ষাচর্য্য (ক্লী) ভিক্ষায়াশ্চর্য্যং। ভিক্ষাচরণ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ভিক্ষাচার (ত্রি) ভিক্ষাকার্য্য।

ভিক্ষাটন (ক্লী) ভিক্ষার্থমটনম্। ১ ভিক্ষার্থ গমন। সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য গমন করিতে নাই। (কূর্ম্মপু° উ° ১৫অ°)

"অর্দ্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং হরস্যাহৃতং

দেবেত্থং জগতীতলে স্মরহরাভাবঃ সমুন্মীলতি।

গঙ্গা বারিধিমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষাতলং

সর্ব্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমৎ ত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনম্॥" (উদ্ভট)

২ শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি।

ভিক্ষাদি (পুং) ভিক্ষা আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ।

---

* "স্বজাতীয়গৃহেষেব সার্ব্ববর্ণিকমেব বা।

ভৈক্ষ্যস্যাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিবিবর্জ্জিতম্।

বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।

ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্।

গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।

অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥" ইত্যাদি।

(কূর্ম্মপু° উপবি° ১১ অ°)

গণ—যথা ভিক্ষা, গর্ভিণী, ক্ষেত্র, করীষ, অঙ্গার, চর্ম্মন্, সহস্র, যুবতি, পদাদি, পদ্ধতি, অথর্বন্, দক্ষিণামত, বিষয় ও শ্রোত্র। সমূহ অর্থে এই গণের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

ভিক্ষান্ন (ক্লী) ভিক্ষালব্ধমন্নম্। ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন।

ভিক্ষাপাত্র (ক্লী) ভিক্ষাহরণার্থং পাত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। ভিক্ষাহরণার্থ পাত্র, যে পাত্রে করিয়া ভিক্ষা করা হয়। ২ ভিক্ষাদানসম্প্রদান ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

ভিক্ষাপ্রচার (পুং) ভিক্ষার্থং প্রচারঃ। ভিক্ষার জন্ম গমন।

ভিক্ষাভুজ্ (ত্রি) ভিক্ষাভোজী, ভিক্ষা দ্বারা উদরপূরক।

ভিক্ষামানব (পুং) ভিক্ষুক মানব।

ভিক্ষায়ণ (ক্লী) ভিক্ষার্থ ভ্রমণ।

ভিক্ষার্থিন্ (ত্রি) ভিক্ষা-অর্থ-ইনি। ভিক্ষাপ্রার্থী, ভিক্ষুক।

ভিক্ষাবৎ (ত্রি) ভিক্ষা-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। ভিক্ষাকারী।

ভিক্ষাবৃত্তি (ত্রি) ভিক্ষা বৃত্তির্জীবিকা যস্ত। ভিক্ষুক, ভিক্ষোপজীবী, যাহার ভিক্ষাই জীবিকা।

ভিক্ষাশিন্ (ত্রি) ভিক্ষাং অশ্নাতীতি অশ-ণিনি। ভিক্ষুক। "ভিক্ষাশী বিচরেদ্‌ গ্রামং বনৈর্যদি ন জীবতি।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

ভিক্ষাশিত্ব (ক্লী) ভিক্ষাশিনো ভিক্ষুকস্ত ভাবঃ ত্ব। পৈশুন্য।

ভিক্ষাহার (পুং) ভিক্ষালব্ধঃ আহারঃ। ভিক্ষান্ন।

ভিক্ষিতব্য (ত্রি) ভিক্ষ্-তব্য। প্রার্থিতব্য।

ভিক্ষিন্ (ত্রি) ভিক্ষাকারী তাপস। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাব্রতঃ॥"(রামায়ণ ২।২৯।১৩)

ভিক্ষু (পুং) ভিক্ষ-যাচনে (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) ইতি উ। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত চতুর্থাশ্রমী। এই আশ্রম শেষ আশ্রম। এই ভিক্ষু শব্দ ধর্ম্মী ও ধর্ম্মপর। পর্য্যায়,—পরিব্রাজ্, কর্ম্মন্দিন্ পারাশরিন্, মস্করিন্, পরিব্রাজক, পরাশরী, ব্রজক। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রম। বিষ্ণুপুরাণে এই আশ্রমের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, কলত্র ও সমুদয় দ্রব্যে স্নেহশূন্ত ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। ভিক্ষুব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় এবং যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন। শত্রু, মিত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সঙ্গত্যাগ করিবেন। গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চরাত্রি বাস করিবেন, ইহার অধিককাল থাকিবেন না, ইহার মধ্যেও যেস্থানে প্রীতি জন্মে এ যেন না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার শেষ হইয়া যাইবে, সেই সময় ভিক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। যিনি আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজমুখে হোম করেন, এবং চৈতন্তরূপ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল দহন করিতে সমর্থ হন, তিনিই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (বিষ্ণুপু° ৩।৯অঃ)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, ও বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই আশ্রমে ভিক্ষুগণ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, কোপবিসর্জ্জন, ইন্দ্রিয়সংযম, একবিধ আবাসে চিরকাল বাসত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে একবার মাত্র আহার, আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা এবং আত্মদমন এই সকল সর্ব্বদা যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই ভিক্ষুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। সত্য, শৌচ, অনসূয়া প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম, ভিক্ষুগণ তাহার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ২৮অঃ)

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের পর ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। এই আশ্রমে তিনি সুখদুঃখরহিত, আশ্রয়শূন্ত, জিতেন্দ্রিয়, শম ও দমগুণসম্পন্ন, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, ভোগ-কামনা-শূন্ত ও নির্ব্বিকার-চিত্ত হইবেন। এইরূপ ধর্ম্মাচরণের পর তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হয়। (ভা° ভীষ্ম° বর্ণাশ্রম° প°)

নির্ণয়সিন্ধুতে ভিক্ষুদিগের ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে,—ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া 'ব্রহ্মণস্পতে' এই মন্ত্র জপ করিয়া দণ্ডাদি রাখিয়া দিবেন, পরে মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। মলমূত্রত্যাগের পর গৃহস্থদিগের যেরূপ শৌচ বিহিত হইয়াছে, তাহার চতুর্গুণ শৌচ করিবেন। তৎপরে আচমন করিয়া পর্ব্ব ও দ্বাদশী দিন ভিন্ন অন্ত সকল দিনে প্রণব দ্বারা দন্তধাবন ও বহিঃকটিপ্রক্ষালন করিয়া জলতর্পণ ব্যতীত স্নান সমাপন করিবেন। তদনন্তর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কেশবাদির তর্পণ, 'ওঁ ভূস্তর্পয়ামি' ইত্যাদি ব্যাহৃতি দ্বারা তর্পণ করিবেন। পরে ত্রিকালে যথাবিহিত পূজা ও জপ হোমাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল লিখিত হইল না *।

[নির্ণয়সিন্ধুতে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

* অথ যতিধর্ম্মাঃ,—প্রাতঃকালে ব্রহ্মণস্পতে ইতি জপিত্বা দণ্ডাদীনি দূরতো নিধায় মূত্রপুরীষয়োর্গৃহস্থচতুর্গুণং শৌচং কৃত্বাচম্য পর্ব্বদ্বাদশীবর্জ্জং প্রণবেন দন্তধাবনং কৃত্বা তেনৈব মৃদা বহিঃকটিং প্রক্ষাল্য জলতর্পণবর্জ্জং স্নাত্বা পুনর্জলেন প্রক্ষাল্য বস্ত্রাদীনি গৃহীত্বা কেশবাদিনামভিস্তর্পয়িত্বা ওম্ ভূস্তর্পয়ামি ইত্যাদি ব্যস্তসমস্তব্যাহৃতিভিস্তর্পয়েদিত্যাদি।" (নির্ণয়সিন্ধু)

বিষ্ণু-সংহিতায় চতুর্থ আশ্রমের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে আসক্তি-নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপত্যযাগের পর সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। এই যাগের বিষয় যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে বিহিত হইয়াছে।

ভিক্ষু আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ এবং সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবেন না। ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবেন না। লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল নিরাকৃত হইলে মৃণ্ময় পাত্র, দারুময় পাত্র বা অলাবুপাত্রে ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষুর এই সকল পাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পরিত্যক্ত বাটী বা বৃক্ষমূলে নিশাযাপন করিবেন। গ্রামে এক রাত্রির অধিক বাস করিবেন না। কৌপীন ও বহির্বাস ব্যতীত দ্বিতীয় পরিধেয় ব্যবহার করিবেন না। পদক্ষেপ করিবার সময় পথ দেখিয়া চলিবেন। বস্ত্রপূত-জল-গ্রহণ, সত্যপূত-বাক্যপ্রয়োগ এবং মনঃপূত আচরণ করিবেন। মরণ অথবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। পরে অপমান করিলে তাহা সহ্য করিবেন, কিন্তু নিজে কাহাকেও অপমান করিবেন না। ভিক্ষুর কাহাকে আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার করা বিধেয় নহে। ভিক্ষু প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানতৎপর হইবেন। সংসারের অনিত্যতা, শরীরের অশুচিতা, জরা দ্বারা রূপবিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা উপতাপ, গর্ভে মূত্র-পুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণ-দুঃখানুভব, জন্মিবার সময় যোনিসঙ্কটনির্গম এবং তজ্জন্য বিশেষ যন্ত্রণা, বাল্যকালে মূঢ়তা, গুরুজনের অধীনে অবস্থান, অধ্যয়নে বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয়প্রাপ্তির জন্য বিশেষ আয়াস, অসৎ কার্য্য করিয়া বিষয় লাভের পর, তদীয় ভোগবশতঃ নরকগমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয় জনের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ এবং সংসার অনিত্য, সংসারে কিছুই সুখ নাই ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিবেন ও সর্ব্বদা ধ্যাননিরত থাকিবেন। ধ্যানের সময় চরণদ্বয় উরুদ্বয়ে, এবং দক্ষিণকর বামকরে, রাখিয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মচিন্তায় নিরত থাকিবেন। দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। তখন ভিক্ষু একাগ্র মনে নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত, নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, নির্গুণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতঃপাণি-পাদাস্য সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, পরব্রহ্মের ধ্যান করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুসংহিতা ৯৫-৯৮ অ০)

হারীতসংহিতায় লিখিত আছে যে, চতুর্থ আশ্রমের নাম ভিক্ষু বা সন্ন্যাস। শ্রদ্ধার সহিত এই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সকল প্রকার পাপ ধ্বংস করিতে পারিলে,এই আশ্রমে অধিকার জন্মে। বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত হইয়া পিতৃগণ, দেবগণ মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনের পর, পূর্ব্ব অথবা উত্তরদিক্ লক্ষ্য করিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এই আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইতে হইবে। এই আশ্রম-গ্রহণের পর স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আলাপ বিধেয় নহে। ভিক্ষু চতুরঙ্গুল পরিমিত কৃষ্ণ গোবালরজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, সমপর্ব্ব, প্রশস্ত ও বেণু-নির্ম্মিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইনি আচ্ছাদন বাস, কৌপীন, শীতনিবারণী কন্থা এবং পাদুকাদ্বয় এই সকল দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন না।

ভিক্ষু এই সকল দ্রব্য লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আচমন ও তৎপরে দেবগণের তর্পণ করিয়া সূর্য্যদেবকে সমন্ত্রক প্রণাম করিবেন। অনন্তর পূর্ব্ব মুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাশক্তি গায়ত্রীজপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন। ইনি প্রতিদিন আপনার প্রাণ ধারণের জন্য ভিক্ষায় গমন করিবেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবেন। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ভিক্ষু ভক্ষণোপযোগী অন্ন সংগ্রহ করিবে, তৎপরে সেই পাত্র অন্যত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া সমাহিতচিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিবেন। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে বা একপাত্রে ভোজন করিবেন। আচমনের পর নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রিযাপন করা বিধেয়। এই সময় তিনি হৃদয়পদ্মে ব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। (হারীতসং ৭ অ০)

হারীতের মতে ভিক্ষু কুটীচর, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ।
তেষাং পৃথক্ পৃথগ্জ্ঞানং বৃত্তিভেদাৎ কৃতং ক্রমম্॥
কুটীচরো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থঃ পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥" (হারীত)

এই চারি শ্রেণীর ভিক্ষুর মধ্যে পর পরই শ্রেষ্ঠ। কুটীচর

ও হংস শিবলিঙ্গ অর্চনা করেন, বহূদক দেবপূজায় রত থাকেন, কেবল পরমহংসই প্রণব-জপ ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকেন। সূতসংহিতায় জ্ঞানযোগখণ্ডে এই চারি শ্রেণী ভিক্ষুর বৃত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কুটীচর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ধুগৃহে অবস্থান এবং ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শিখাধারণ, যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলুধারণ, কাষায় বস্ত্রপরিধান, ও শুদ্ধাচারী হইয়া থাকিবেন। ইহাদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর জপ চিন্তা সর্ব্বথা বিধেয়। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে শিবার্চ্চনা করা আবশ্যক।

বহূদক—সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। এক গৃহের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ-লোমের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র চর্ম্ম, রুদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্রী ও কৃপাণ ধারণ করিবেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন এবং ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা বিধেয়। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া সর্ব্বদা বাক্যপরিত্যাগ এবং ইষ্ট দেবতাচিন্তনে তৎপর হইবেন। সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীজপ এবং স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন।

হংস—ভিক্ষু কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন আচ্ছাদন, অঙ্গবস্ত্র, বহির্ব্বাস এবং বংশদণ্ড সতত যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবেন, অঙ্গে ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্রধারণ ও শিবলিঙ্গপূজা করিবেন। ইঁহাদের প্রতিদিন আট গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-জপ ও অধ্যাত্মচিন্তন, তীর্থসেবা, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করা আবশ্যক। ইহাঁরা এক রাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।

পরমহংস—ত্রিদণ্ড, গোপুচ্ছলোম-মিশ্রিত রজ্জু,জল, পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, অজিন, মৃৎখণ্ডী কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

কৌপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র, শীতনিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্ব্বাস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিবেন। অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভস্মলেপন, ও তিনবার 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে।

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্র হইলে মনঃসংযোগ হয় না, এইজন্ত ভিক্ষুগণ অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। এই চারি প্রকার ভিক্ষু শৌচাচার ও ধ্যানপরায়ণ হইবেন। ইঁহারা সকলেই মোক্ষাভিলাষী। কুটীচর, বহূদক, ও হংস ইঁহারা মোক্ষলাভ উদ্দেশে গায়ত্রী মাত্র উপাসনা করিবেন। বেদত্রয় প্রণবমূলক, এবং প্রণবেই তাঁহাদের পর্য্যবসান; অতএব পরমহংস সর্ব্বদা প্রণবমাত্র জপ করিবেন। পরমহংস নির্জ্জন দেশে সমাহিত ও মনের সুখে উপবিষ্ট থাকিয়া যথাশক্তি সমাধি অবলম্বন করিবেন *।

এই চারি প্রকার ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও একরূপ নহে। নির্ণয়সিন্ধুর মতে কুটীচরকে দাহ, বহূদককে জলতারণ, হংসকে জলে নিক্ষেপ এবং পরমহংসকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে †। বায়ুসংহিতার মতে পরমহংস ভিন্ন অন্য তিন প্রকার সন্ন্যাসীকেই মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া পরে দাহ করিবে।

[ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ যে সকল বৌদ্ধসন্ন্যাসী সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধশব্দ দেখ।]

৩ বুদ্ধভেদ। ৪ শ্রাবণী ক্ষুপ। ৫ কোকিলাক্ষ।

ভিক্ষুক (ত্রি পুং) ভিক্ষুরেব, ভিক্ষু-স্বার্থে কন্, বা ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ-উক। ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষা করিয়া যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—মার্গণ, যাচনক, বনীয়ক, যাচক, অর্থী।

"ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥" (মনু ৩।২৪৩)

ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুক ভোজনের জন্য গৃহে উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি তাঁহাকে ভোজন করান উচিত। ইহাদিগকে ভোজন করাইলে অশেষ পুণ্য হয়।

ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ও ক্ষীণবৃত্তি এই ৬ জন পারিভাষিক ভিক্ষুক।

"ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ।
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ ॥" (অত্রি)

ভিক্ষুকীপারক (স্ত্রী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত স্থানভেদ।

---

* "কুটীচরাশ্চ হংসাশ্চ তথৈব চ বহূদকাঃ।
সাবিত্রীমাত্রসম্পন্না জপেয়ুর্মোক্ষকারণাৎ ॥
প্রণবাদ্যাস্ত্রয়ো বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
তস্মাৎ প্রণবমেবৈকং পরমহংসঃ সদা জপেৎ ॥
বিবিক্তদেশমাশ্রিত্য সুখাসীনঃ সমাহিতঃ।
যথাশক্তিসমাধিস্থো ভবেৎ সন্ন্যাসিনাং বরঃ ॥" (সূতসংহিতা)

† "কুটীচরন্তু প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপূরয়েৎ ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

ভিক্ষুণী (স্ত্রী) ভিক্ষুকী, বৌদ্ধ-স্ত্রীযতিভেদ।

ভিক্ষুরূপ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৭১)

ভিক্ষুসঙ্ঘ (পুং) ভিক্ষুকদিগের সমিতি বা সঙ্ঘ।

ভিক্ষুসঙ্ঘাটী (স্ত্রী) ভিক্ষুং সংঘটতে ইতি ভিক্ষু-সম্ ঘট-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চীবর। নেকড়া। (হেম)
"পুরীষং কৌকুটং কেশাশ্চর্ম্মসর্পত্বচং তথা।
জীর্ণঞ্চ ভিক্ষুসঙ্ঘাটীং ধূপনায়োপকল্পয়েৎ॥"(সুশ্রুতউত্তর০ ৩৩অ০)

ভিখারি (দেশজ) ভিক্ষুক।

ভিখারী (দেশজ) ভিক্ষোপজীবী, যে সকল লোক ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভিখাসাহিব, বালিয়াবাসী রাজপুতজাতির ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। প্রবাদ, মর্দ্দনসিংহনামা জনৈক হিন্দুসর্দ্দার রাজস্বের দায়ে দিল্লী-রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। ঐ সময়ে শাহ মহম্মদ বাড়িনামা জনৈক মুসলমান-ফকীরের প্রসাদে তিনি কারামুক্ত হন এবং তাঁহার অনুগ্রহে আত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সর্ব্বভূতে সমদয়া শিক্ষা করেন। উক্ত মুসলমান ফকীর কর্ত্তৃক তিনি রামমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণে আদিষ্ট হন। তম্মতাবলম্বিগণ সাম্প্রদায়িক চিহ্নের স্বরূপ একটী কণ্ঠী গলদেশে ধারণ করিতেন। ভিকুরাপতি মর্দ্দনের ভিখানামে এক প্রধান শিষ্য ছিল। ঐ ব্যক্তি জীবনের শেষ সময়ে বড়গাঁও নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তদবধি এখানে উক্ত সমাজের গদী স্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবের ও ইস্লামীয়ের আচার প্রচলিত দেখা যায়।

ভিখুরাজ, কলিঙ্গের জনৈক প্রাচীন নরপতি।

ভিঙ্গা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। রাপ্তীনদী দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাংশ পার্ব্বত্যরাজ উদত সিংহের ও রাজা সংগ্রামশাহের এবং পশ্চিমাঞ্চল ইকৌনা-রাজের অধিকারে ছিল। সম্রাট্ শাহ জাহানের রাজত্বকালে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইকৌনাধিপতি রাপ্তী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী দজপুর পরগণার ৯২টী গ্রাম অধিকার করিয়া লন। ঐ সময়ে এখানে বঞ্জারা দস্যুগণের বিশেষ উপদ্রব হওয়ায় তখনকার তালুকদার গৌড়রাজপুত্র ভবানী-সিংহ-বিষেণের নামে স্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া যান। বর্ত্তমান তালুকদার উক্ত ভবানী সিংহ হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ হইবেন। রাপ্তী ও তাকৃলা শাখার সঙ্গমস্থলের পলিময় ভূমি অধিক উর্ব্বরা। উত্তরের নিম্নতরাই প্রদেশেও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বনভাগে শাল গাছ পাওয়া যায় এবং তাহার অল্প বিস্তর বাণিজ্যও আছে।

২ উক্ত তহসিলের প্রধান গ্রাম, রাপ্তীনদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৭°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১°৫৭´২৬´´ পূঃ। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইকৌনারাজ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। দুই শত বৎসর হইল, তাঁহারা নগর সমেত সমগ্র পরগণা গৌড়রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে রাপ্তীনদীতীরে একটী পুরাতন দুর্গ বিদ্যমান আছে।

ভিঙ্গার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষাং ১৯°৬´ এবং দ্রাঘি০ ৭৪°৪৯´১৫´´ পূঃ। মিউনিসিপাল কমিটীর তত্ত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভিজা (দেশজ) জলসিক্ত।

ভিজান (দেশজ) জলসিক্তকরণ, কোন দ্রব্য জলে রাখা।

ভিজাতিতা (দেশজ) ভিজা, জলসিক্ত।

ভিটা (দেশজ) বাস্তভূমি, গৃহ, বাটী।

ভিটাশাহ, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এই নগরে মুসলমানের বাসই অধিক। এখানে বসন্দ, সন্দ, খস্কেলী ও বগ্রাজাতীয় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। উহাদিগের মধ্যে কএক ঘর স্থানীয় প্রসিদ্ধ পীর-বংশোদ্ভব। হিন্দুর মধ্যে প্রধানতঃ লোহানো জাতির বাস আছে। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে শাহ আবদুল লতিফ এই নগর স্থাপন করেন, তজ্জন্য এইস্থানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে। প্রতি বৎসর উক্ত শাহ লতিফের স্মরণার্থ এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভিটাসর্থণ্ডী, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুর্হানদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫°৫২´ পূঃ। নেপাল রাজ্যের সহিত এখানে ধান্যশস্যাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

ভিটামাটী (দেশজ) বাস্ত ভূমির মৃত্তিকা। ২ বাস্তভূমি।

ভিড়ভাড়্ (দেশজ) জনতা, বহুলোক সমাগত।

ভিড় (দেশজ) জনতা, যথা—লোকেরা ভিড়।

ভিড়ন (দেশজ) ১ নিকটাগমন। ২ তীরে নৌকা আনয়ন।

ভিণ্ড (পুং) ভণ্যতে ইতি ভণ্ ড,পৃষোদরাদি০সাধুঃ। ভিণ্ডাক্ষুপ।

ভিণ্ডক (পুং) ভিণ্ড-স্বার্থে কন্। ভিণ্ডাক্ষুপ। (রাজনি০)

ভিণ্ডা (স্ত্রী) ভিণ্ড অজাদিত্বাৎ টাপ্। ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়— ভিণ্ডীতক, ভিণ্ড, ভিণ্ডক, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুষ্পদ, চতুঃপুণ্ড, সুশাক, অম্লপত্রক, করপর্ণ, বৃত্তবীজ। ইহার গুণ অম্লরস, উষ্ণ, গ্রাহী ও রুচিকারক। (রাজনি০)

ভিণ্ডীতক (পুং) ভিণ্ডী সতী তকতি হসতীতি তক-অচ্। ভিণ্ডাক্ষুপ। (রাজনি০)

ভিত (দেশজ) ১ ভিত্তি। ২ দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের একটী বিন্দু। ৩ দিক্, ধার। যথা—

"দেখি মহাদেব গেলা এক ভিতে" (অন্নদাম৹)

৪ উচ্চ ভূমি, বা যে ভূমিকে উচ্চ করা যায়।

ভিতর (দেশজ) মধ্যস্থল, অভ্যন্তর।

ভিতরগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কাণপুর নগর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ভিতরগাঁও শব্দের অর্থ গ্রামের মধ্যভাগ। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, কোন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের মধ্যভাগে বর্ত্তমান নগর ভাগ সংগঠিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, প্রাচীন ফুলপুর নগরের মধ্যভাগ লইয়া এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যে হেতু এখনও এই নগরের উপকণ্ঠে প্রায় ১ পোয়া পথ পূর্ব্বে, একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা সাধারণের নিকট বাহিরগাঁও নামে পরিচিত। লোকে এই দুইটী গ্রামকে 'বাহিরি-ভিতরী' বা প্রাচীন ফুলপুরের জীর্ণ ও সংস্কৃত বিভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে এখনও একটী সুবৃহৎ দেবালয় বিদ্যমান আছে। উহার দেউলগুলি ৮ ফিট্ চওড়া, মন্দিরটী লম্বে ৪৭ ফিট্, ও প্রস্থে ৩৬৷৷০ ফিট্। ইহার ইষ্টক গুলির পরিমাণ ১৮″×৯″×৩″।

মন্দিরগাত্রে বরাহ অবতার, দুর্গা, শিব ও গণেশ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যে ইহা একটী অপূর্ব্ব নিদর্শন।

এই দেবালয় হইতে প্রায় ৭৫০ হাত দক্ষিণে ঝিঝিনাগের মন্দির অবস্থিত। উহা ধ্বংসপ্রায় স্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার ইষ্টকাদি পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে পূর্ব্বোক্ত দেবালয়ের সমকালে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন পার্শ্ববর্ত্তী পরৌলী, সিন্দুয়া, রাড়, বেদা-বেদৌনা, খুর্দ্দা, কাচ্‌লিপুর ও সহর অমোলী প্রভৃতি গ্রামে আরও কএকটী কারুকার্য্যযুক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভিতরী, উঃ পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গাঙ্গী নদীর বামকূলে গাজীপুর নগর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ইষ্টকস্তূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একসময়ে ইহা একটী প্রাকারপরিবেষ্টিত দুর্গরূপে বিরাজিত ছিল। উহার চূড়াদেশে সম্প্রতি একটী ইমাম্‌বাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ভিত্তি-খননকালে তলদেশ হইতে প্রাচীন দুর্গবাটিকা বাহির হইয়া পড়ে। এখনও সেই রন্ধ্রপথে উহার অভ্যন্তরদেশে যাওয়া যায়। বহুশতাব্দ ধরিয়া উহার ইষ্টকরাশি সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ায় মূলস্তূপ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একখানি ইষ্টক প্রায় ১৯″×১২″×৩″।

স্থানীয় একটি মস্‌জিদে কারুকার্য্যযুক্ত ৩০টী স্তম্ভসংযোজিত আছে। উহার বুদ্ধচিত্রাদি দেখিলে অনুমান হয় যে, বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে এখানে দু-একটী বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান-আধিপত্যে উহার উভয় নিদর্শনই মস্‌জিদগঠনকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু উভয়ের শিল্পনৈপুণ্যের ঔৎকর্ষ দেখিয়া অনুভব হয় যে, গুপ্তবংশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ-নৃপতিগণের মতদ্বৈধ হেতু সময় বিশেষে এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে শিল্পচাতুর্য্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

মুসলমান-আধিপত্যেও এখানকার অনেক সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা জাতবৈরতা হেতু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মনাশের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, তথাপি হিন্দুর ধ্বংসপ্রায় মন্দির-কলেবর মস্‌জিদে রূপান্তর করিয়া তাহারা সেই সেই দ্রব্য রক্ষাবিষয়ে প্রকারান্তরে পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহারা জাতক্রোধ হইয়া উহা এককালে নষ্ট করিয়া দেয় নাই। গাঙ্গী নদীর চারি খিলানযুক্ত প্রস্তরসেতু মুসলমানকীর্ত্তির অন্যতম নিদর্শন।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গের অভ্যন্তরদেশে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের-লাট-(স্তম্ভ) লিপি পাওয়া গিয়াছে, উহার অক্ষরাবলি কাল-প্রাবল্যে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ও কুমারগুপ্তের রাজ্যারোহণ, বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিষয় উৎকীর্ণ হইয়াছে। ঐ লাটের পাদদেশে 'শ্রীকুমার গুপ্ত' নামাঙ্কিত কতকগুলি বৃহদাকার ইষ্টক এবং উহার সন্নিকটস্থ ধ্বংসরাশির মধ্যে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) কুমারগুপ্তের নামযুক্ত একখানি রূপার বাদামী থাল পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভিতরীর মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে গুপ্তরাজগণের প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভিতরী দুর্গ একসময়ে গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের অধীন ছিল। হয় তিনি স্বয়ং অথবা তদধীন কোন প্রিয় সামন্ত উহার অধিকারী ছিলেন।

ভিতৌলী, অযোধ্যাপ্রদেশের বারাবাকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। কৌরিয়ালা চৌকা নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত।

এই স্থান রাইকবাড় সর্দ্দার দিগের অধীন ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাহারা ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরাজরাজ তাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কপুরথালার মহারাজকে কৃতজ্ঞতাচিহ্নস্বরূপ এই সম্পত্তি দান করেন। ভূপরিমাণ ৭২ বর্গমাইল।

২ উক্ত প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সই নদীতীরে অবস্থিত। প্রবাদ, ৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে দুই জন কায়স্থকুলোদ্ভব এই নগর স্থাপন করিয়া যান। চারিদিকে বিস্তীর্ণ আম্রকানন বিরাজিত থাকায় নগরের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভিতৌর, উঃ পঃ প্রদেশের বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। পশ্চিম ফতেগঞ্জ নামেও পরিচিত। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর রোহিলাযুদ্ধে যে সকল ইংরাজ-সেনা এখানে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের স্মরণার্থ এখানে একটী প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলের উপর উক্ত যুদ্ধনিহত রোহিলাসর্দ্দার নাজিব্ খাঁ ও বলন্দ খাঁর সমাধিমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভিত্ত (ক্লী) ভিদ্যতে স্মেতি ভিদ্-ক্ত (ভিত্তং শকলং। পা ৮।২।৫৯) ইতি নিষ্ঠাতকারস্য নত্বাভাবো নিপাত্যতে। খণ্ড, চলিত টুকরা।

ভিত্তি (স্ত্রী) ভিদ্যতে ইতি ভিদ্-ক্তিন্। প্রাচীর, মৃত্তিকা বা ইষ্টকদ্বারা রচিত গৃহাদির বেড়া। পর্য্যায় কুড্য, কুড্য, কুড্যক, ভিত্তিকা। (শব্দরত্না০)

"মানেনানেন বিস্তারো ভিত্তীনান্ত বিধীয়তে।
পাদে পঞ্চগুণং কৃত্বা ভিত্তীনামুচ্ছ্রয়ো ভবেৎ॥" (বিশ্বকর্ম্মপ্র০)

২ প্রভেদ। ৩ সন্ধিভাগ। ৪ অবকাশ। (বিশ্ব) ৫ প্রদেশ।

"নির্ধৌতদানামলগণ্ডভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ।" (রঘু ৫।৪৩)

৬ ভিত, মূলবনিয়াদ, দেওয়াল।

ভিত্তিকা (স্ত্রী) ভিদ্যতে ভিনত্তি বেতি ভিদ— বিদারণে (কৃতিভিদিলতিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।১৪৭) ইতি তিকন্ কিচ্চ। ১ কুড্য) (শব্দরত্না০) ২ পল্লী। (হেম)

ভিত্তিখাতন (পুং) মহামূষিক। ইহার পাঠান্তর 'ভিত্তিপাতন'

ভিত্তিচৌর (পুং) চোরয়তীতি চুর-অচ্, চৌর-এব স্বার্থে অণ্, চৌরঃ, ভিত্ত্যা কুড্যাদিভেদেন চৌরঃ। চৌরবিশেষ, সিঁদাল চোর, যাহারা ভিত্তি প্রভৃতি কাটিয়া চুরি করে। পর্য্যায়,—খানিন, কুড্যচ্ছিদ্। (শব্দরত্না০)

ভিত্তিপাতন (পুং) পাতয়তীতি পত-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু, ভিত্তীনাং পাতনঃ। মহামূষিক। (রাজনি০)

ভিদ্, দ্বিধাকরণ, ভেদ, বিদারণ। রুধাদি, উভয়, সক অনিট্। লট্ ভিনত্তি, ভিন্তঃ,ভিন্দন্তি, ভিন্তে, ভিন্দাতে, ভিন্দতে। লিঙ্ ভিন্দ্যাৎ ভিন্দীত। লোট্ হি ভিন্ধি। লঙ্ অভিনৎ, অভিন্তাং অভিন্দন্, অভিনঃ, অভিনৎ, অভিন্ত,। লিট্ বিভেদ, বিভিদে। লুট্ ভেত্তা। লৃট্ ভেৎস্যতি-তে। লুঙ্ অভিদৎ, অভৈৎসীৎ, অভিদতাং, অভৈত্তাং, অভিদন্, অভৈৎসুঃ, অভিত্ত, অভিৎসাতাং, অভিৎসত। কর্ম্মণি ভিদ্যতে। সন্ বিভিৎসতি-তে। যঙ্ বেভিদ্যতে, যঙ্ লুক্ বেভেত্তি। ণিচ্ ভেদয়তি। লুঙ্ অবীভিদৎ। অনু+ভিদ্=খণ্ডন। উদ্গাম, উদ্ভেদ। নির্+ভিদ্=নির্ভেদ, প্রকাশ প্রতি+ভিদ্=তিরস্কার। বি+ভিদ্=বিভেদ, ছেদ। সম্+ভিদ্=মিশ্রণ, সংশ্লেষ, বিচ্ছেদ।

ভিদ্ (স্ত্রী) ভিদ্যতে ইতি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ প্রভেদ। (জটাধর) (ত্রি) ২ ভেদকর্ত্তা। (ঋক্ ৭।১৭৪।৮)

ভিদক (ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৩৭) ইতি কুন্। ১ বজ্র। (পুং) ২ খড়্গ।

ভিদনবালা, পঞ্জাবপ্রদেশের সহিন্দ জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। শতদ্রু নদীর একটী প্রশাখার উপর অবস্থিত। অক্ষা০ ৩১°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° পূঃ। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর অন্তর্ব্বেদী মুখে অবস্থিত থাকায়, এখানকার চাসবাস ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভিদা (স্ত্রী) ভেদনমিতি ভিদ্ (ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইতি অঙ্, টাপ্। ১ বস্ত্রাদির বিদারণ, চেরা। পর্য্যায়,—বিদর, স্ফুটন। (অমর) ২ ধন্যাক। (শব্দচ০) ৩ ভেদ। ৪ বিশেষকরণ।

ভিদাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ যথা,—ভিদা, ছিদা, বিদা, ক্ষিপা, গুহা, শ্রদ্ধা, মেধা, গোধা, আরা, হারা, কারা, ক্ষিপা, তারা, ধারা, রেখা, চূড়া, পীড়া, বর্ষা, মৃজা, কৃপা। ভিদাদিগণের উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

ভিদাপন (ক্লী) ভেদপ্রাপণ।

"কৃত্তনক্ষাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনং চাম্বুগর্ত্তয়োঃ॥" (ভাগবত ৩৩০।২৮)

'ভিদাপনং ভেদপ্রাপণং' (স্বামী)

ভিদি (পুং) ভিনত্তীতি ভিদ্-(কৃগশৃপৃকুটিভিদিচ্ছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৪২) ইতি ই, স চ কিৎ। বজ্র। (ত্রিরূপকো০)

ভিদির (ক্লী) ভিনত্তি বিদারয়তি ভিদ্ (ইষিমদিমুদিখিদিচ্ছিদিভিদিমন্দীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। বজ্র। (ত্রিকা০)

ভিদু (পুং) ভিনত্তি বিদারয়তীতি ভিদ্ (পৃভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃশিভ্যঃ। উণ্ ১।২৪) ইতি কু। বজ্র। (ত্রিকা০)

ভিদুর (ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্-(বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরচ্। পা ৩।২।১৬২) ইতি কুরচ্। ১ বজ্র। (পুং) ২ প্লক্ষবৃক্ষ।

ভিদুরস্বন (পুং) ১ অসুর ভেদ। (হরিবং॰ ১।১৯১) ২ বজ্রনির্ঘোষ। (ত্রি) ৩ বজ্রের ন্যায় শব্দকারী।

ভিদেলিম (ত্রি) ভিদ-কর্ম্মকর্ত্তরি কেলিম। স্বয়ং ভিদ্যমান।

ভিদ্য (পুং) ভিনত্তি কূলমিতি ভিদ্-ক্যপ্। (পা ৩।১।১১৫) নিপাতিতশ্চ। কূলভেদকারী নদ। (হেম)

"সিন্ধুভৈরবশোণাদ্যা নদা ভিদ্যোদ্ভবর্ঘরাঃ"

(বৃহন্নন্দিকেশ্বরপু॰ দেবীস্নানমন্ত্র)

ভিদ্র (পুং ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকি-ক্ষিক্ষুদিস্থপিতৃপীতি। উণ্ ২।১৩)। বজ্র।

ভিন্দ, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ২৬°৩৩´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৮° ৫০´ ২০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও দুর্গাদিতে পরিশোভিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার সকল স্থানই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

ভিন্দড়, রাজপুতানার উদয়পুর সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদয়পুর রাজ্যের অনেক প্রধান অমাত্য এখানে বাস করেন।

ভিন্দিপাল (পুং) ভিদি-ইন্, ভিন্দিং বিদারণং পালয়তীতি পালি-অণ্। ১ হস্তপ্রমাণ-কাণ্ড, নালিকাস্ত্র। [নালিকাস্ত্র দেখ]

২ হস্তক্ষেপ্য লগুড়। পর্য্যায়—সৃগ। ইহা আর্য্য-হিন্দুগণের এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য যুদ্ধাস্ত্র। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ-প্রকরণে ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ভিণ্ডিবালস্তু বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ।
হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তকরসম্মিতমণ্ডলঃ॥"

ভিণ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটি বাঁকা, মাথাটী নোয়ানো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহা এক হস্ত পরিমিত লম্বা এবং মুঠার দ্বারা ধরা যায়, এরূপ ভাবের গোলাকার। এই শত্রুঘাতী আয়ুধ পদাতিক সৈন্তেই ব্যবহার করিত। ইহার নিক্ষেপপ্রণালী ;—

"বিভ্রামণং বিসর্গশ্চ বামপাদপুরঃসরম্।
পাদঘাতাভিপুহয়ো ধার্য্যাঃ পাদাতমণ্ডলৈঃ॥"

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ভিন্দিপাল-ব্যবহারের প্রণালী অন্যরূপ লিখিত আছে ;—

"সংভ্রান্তমথ বিভ্রান্তং গোবিসর্গং সুদুর্দ্ধরম্।
ভিন্দিপালস্য কর্ম্মাণি লগুড়স্য চ তান্যপি॥"

ভিন্ন (ত্রি) ভিদ্যতে স্মেতি ভিদ্-ক্ত। ১ ভেদবিশিষ্ট ভাঙ্গা, পর্য্যায়—দারিত, ভেদিত, বিদারিত। (শব্দরত্নাবলী) ২ সঙ্গত। ৩ অন্য। ৪ ফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (মেদিনী) ৫ ক্ষতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—

"কুন্তশক্ত্যৃষ্টি খড়্গাগ্র-বিষাণাদিভিরাশয়ঃ।
হতঃ কিঞ্চিৎ স্রবেত্তদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে॥"

(সুশ্রুত চিকি॰ ২ অ॰)

কুন্ত, শক্তি, ইষু, খড়্গাগ্র ও বিষাণাদি দ্বারা কোন আশয় ভেদ হইয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্রাব হইলে ভিন্ন বলা যায়। পক্কাশয় ও মূত্রাশয় প্রভৃতি আশয় ৭টী। কোন একটী আশয় ভিন্ন হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে জ্বর ও দাহ জন্মে। মলমূত্রের দ্বার, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ হয় এবং মূর্চ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা, আধ্মান, অরুচি, মলমূত্র ও বায়ুরোধ, ঘর্ম্মনিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে আমিষগন্ধ, শরীরে দুর্গন্ধ, হৃদয় ও পার্শ্বে শূল এই সকল উপদ্রব জন্মে।

আমাশয় ভেদ হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত বমন এবং অতিমাত্র আধ্মান ও শূল হয়। পক্কাশয় ভেদ হইলে বেদনা, শরীর গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল, এবং কর্ণ, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব হয়। আশয় ভেদ না হইয়া যদি অন্ত্রভেদ হয়, তবে সূক্ষ্ম পথ দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃপূর্ণ হয় ও আচ্ছন্ন মুখ অতিশয় ভারবোধ হয়।

ভিন্নের চিকিৎসার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে। নাড়ী ভেদ করা হইলে অকর্ম্মণ্য হয়। কিন্তু নাড়ী ভিন্ন না হইয়া যদি লম্বিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শিরা যাহাতে আহত না হয়, এইরূপভাবে সেই নাড়ীকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া যথাস্থানে নিবিষ্ট রাখিবে। নিবিষ্টকরণের কালে সেই নাড়ী পদ্মপত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে। ছাগীর ঘৃত, যজ্ঞডুমুরের পত্র, যষ্টি মধু, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শুক্ল উৎপল, জীবক ও ঋষভক, এই সকল একত্র পিষিয়া তৎসহযোগে ঘৃতপাক করিতে হইবে। যে কোনরূপ আহত নাড়ীর পক্ষে এই ঘৃত উপকারক। উদরে যে বর্ত্তির আকার মেদ থাকে, তাহা নির্গত হইলে শোণাবৃক্ষের ভস্ম ও চূর্ণ তাহার উপর বিছাইয়া সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে ও অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের দ্বারা বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। পরে সেই ব্রণের মুখে মধু লেপন করিয়া বন্ধন করিবে ও পূর্ব্বভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃতের অভাবে দুগ্ধও দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুগ্ধ বা ঘৃত শর্করা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গোক্ষুরী ও চিত্রা এই সকল সহযোগে পাক করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ব্রণজন্য বেদনা ও দাহের শান্তি হয়। উক্তরূপ ছেদন না করিলে উদরাধ্মান শূল অথবা মৃত্যুও

হইতে পারে। ত্বকের নিম্নদেশে শিরাপ্রভৃতি ভেদ করিয়া অথবা ভেদ না করিয়া শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সকল উপদ্রব জন্মাইলে ও তদ্দ্বারা কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত, পাদ ও মুখ শীতল, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ এই সকল হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

যে স্থান ভেদ হইয়া অস্থিসকল বহির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্পপ্রসারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত, যদি নির্গত অস্থি তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তবে সেই মুখ পরিমিতরূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই অস্থি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সেলাই করিয়া দিবে। অস্থি স্বস্থানচ্যুত হইলে রোগীর শ্বাসরোধ করাইয়া যথাস্থানে অস্থি স্থাপন করিবে ও পট্ট দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে ঘৃত সেচন করিবে এবং বায়ু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্য চিরাতৈলসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘৃত পান করাইতে হইবে।

[বিশেষ বিবরণ ব্রণ রোগ দেখ।] (সুশ্রুত চিকি° ২ অ°)

ভিন্নক (পুং) ভিন্ন সংজ্ঞায়াং কন্। বৌদ্ধ।

"ভিন্নকঃ ক্ষপণোঽর্হন্তীকো বৌদ্ধো বৈনায়কঃ স্মৃতঃ।"(ত্রিকা)

ভিন্নকর্ণ (ত্রি) ১ যাহার কর্ণ কুণ্ডলাদিধারণে ছিন্ন হইয়াছে। ২ ভিন্নকর্ণযুক্ত পশুভেদ।

ভিন্নকূট (ক্লী) কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রোক্ত বলব্যসনভেদ। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির নাম বল। এই বলের নানাপ্রকার ব্যসন আছে, ভিন্নকূট তাহার মধ্যে একটী।

"অস্বামিসঙ্গতঞ্চাপি ভিন্নকূটং তথৈব চ।
দুষ্পাষ্ণিগ্রহমন্ধঞ্চ বলব্যসনমুচ্যতে॥" (কামন্দকী)

ভিন্নক্রম (পুং) ভিন্নঃ ক্রমো যত্র। বাক্যজাত উপক্রমরাহিত্যরূপ ভগ্ন প্রক্রমাখ্য কাব্যগতদোষ [ভগ্নপ্রক্রম দেখ]

ভিন্নগর্ভ (ত্রি) কামন্দকী নীত্যুক্ত বলব্যসনভেদ।

"কলত্রগর্ভং বিক্ষিপ্তমগুঃশল্যং তথৈব চ।
ভিন্নগর্ভং হ্রপস্থতমভিযুক্তং তথৈব চ॥"
(কামন্দকী নীতি)

ভিন্নগাত্রিকা (স্ত্রী) ভিন্নং গাত্রমস্যাঃ কপ্, টাপ্, অত ইত্বং। কর্কটী। (শব্দচ°)

ভিন্নগুণন (ক্লী) লীলাবত্যুক্ত পূরণভেদ।

"অংশাহতিশ্ছেদবধেন ভক্তা লব্ধং বিভিন্নে গুণনে ফলং স্যাৎ।"
(লীলাবতী)

ভিন্নঘন (পুং) ভগ্নাংশের ঘন পরিমাণ।

ভিন্নজাতীয় (ত্রি) পৃথগ্ জাতীয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়, একরূপের ভিন্নরূপ।

ভিন্নত্ব (ক্লী) ভিন্নস্য ভাব বা ত্ব। ভিন্নের ভাব ব ধর্ম্ম, পৃথক্ত্ব।

ভিন্নদর্শিন্ (ত্রি) ভিন্ন দৃশ্-ণিনি। পৃথগ্‌দ্রষ্টা, বিভিন্ন মতদ্রষ্টা।

ভিন্নদৃশ্ (স্ত্রী) ভিন্নং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। ভিন্নদর্শনকারী।

ভিন্নপরিকর্ম্মন্ (ক্লী) লীলাবত্যুক্ত সচ্ছেদের সঙ্কলন, ব্যবকলনাদিরূপ অঙ্ক সংস্কারাষ্টক।

ভিন্নভাগহর (পুং) ভগ্নাংশের ভাগহর

ভিন্নভিন্নাত্মন্ (পুং) ভিন্ন ভিন্নোভেদযুক্ত আত্মা যস্য। চণক, ছোলা। (শব্দচন্দ্রিকা)

ভিন্নযোজনী (স্ত্রী) ভিন্নং যোজয়তীতি যুজ্-ণিচ্-ণিনি, ঙীপ্। পাষাণভেদক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

ভিন্নলিঙ্গ (ক্লী) অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে ভিন্ন-বচন ও ভিন্ন-লিঙ্গ দ্বারা উপমা হয়, তথায় এই অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"যত্রোপমা ভবেদ্ভিন্ন-বচনা ভিন্নলিঙ্গিকা।
তদ্ভিন্নবচনং ভিন্ন-লিঙ্গং চাহুর্মনীষিণঃ॥" (প্রতাপরুদ্র)

২ পৃথক্ লিঙ্গ, পৃথক্ চিহ্ন।

ভিন্নবর্গ (পুং) ১ ভগ্নাংশের বর্গমূল। ২ ভিন্নজাতীয়।

ভিন্নবর্চ্চস্ (ত্রি) ভিন্নং বর্চঃ যস্য। দ্রবীভূত মলক। (সুশ্রুত) বাহুলকাৎ কপ্, ভিন্নবর্চস্ক।

ভিন্নবর্ণ (ক্লী) পৃথক্ বর্ণ, ভিন্ন রং। ২ ব্রাহ্মণাদি বিভিন্নবর্ণ।

ভিন্নবিট্‌কা (স্ত্রী) ভিন্না বিট্ মলং যয়া। অলাবুলতা। (সুশ্রুত) (ত্রি) দ্রবীভূত মলক।

ভিন্নবর্ত্তী (পুং) অশ্বের শূলরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অতীসারেণ সংযুক্তং শূলং যস্যোপজায়তে।
ভিন্নবর্ত্তিন্ত তং বিদ্যাত্ত্রঙ্গং দীনচেষ্টিতম্॥" (জয়দত্ত)

অশ্বদিগের অতিসারের সহিত শূল হইলে এই রোগ হয়।

ভিন্নবিট্‌কতা (স্ত্রী) পিত্ত জন্য মলভেদরোগ।

ভিন্নবৃত্ত (ত্রি) বিভিন্ন ছন্দোগ্রথিত।

"অপার্থং ব্যর্থমেকার্থং সসংশয়মপক্রমম্।
শব্দহীনং যতিভ্রষ্টং ভিন্নবৃত্তং বিসন্ধিকম্।
দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধি চ।
ইতি দোষা দশৈবৈতে পরিবর্জ্জ্যা মনীষিভিঃ॥"(কাব্যাদর্শ)

ভিন্নবৃত্তি (ত্রি) বিভিন্নরূপ জীবনোপায়।

ভিন্নব্যবকলিত (ক্লী) ভগ্নাংশের ব্যবকলন।

ভিন্নসংকলিত (ক্লী) ভগ্নাংশের সঙ্কলন।

ভিন্নাঞ্জন (ক্লী) রসাঞ্জন চূর্ণ। (মাস ১২।৪৬৮)

ভিন্নার্থক (ত্রি) ভিন্নঃ অর্থো যস্য কপ্। অন্য, অন্য পদার্থ।

ভিয়স্ (ক্লী) ভী-বাহুলকাৎ কসুন্। ভয়। (ঋক্ ১।৫২।৯)

ভিয়া (স্ত্রী) ভীয়তে ইতি ভী-(ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইতি অঙ্, ইয়ঙ্, টাপ্। ভয়। (হেম)

ভিরি, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। অষ্টাহ কাল উৎসব থাকে ও সেই সময়ে নানাদেশীয় দ্রব্য এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

ভিরিটিক (পুং) বৃদ্ধ শৃগাল। (বৈদ্যকনি°)

ভিরিণ্টিক (স্ত্রী) শ্বেত গুঞ্জা। (রাজনি°)

ভিরিয়া, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°১৪´১৫´´ পূঃ। মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভিল, ভেদন। চুরাদি° উভয়° পক্ষে তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভেলয়তি-তে। লুঙ্ অবীভিলৎ-ত। তুদাদি পক্ষে লট্ ভিলতি। লুঙ্ অভেলীৎ।

ভিলঙ্গ, ভাগীরথীর কলেবরবর্দ্ধিনী পার্ব্বতীয়-স্রোতস্বিনী বিশেষ। উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় (অক্ষা° ৩০° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮° ৫৫´ পূঃ) সমুত্থিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ২৫ ক্রোশ অতিবাহন করিয়া (অক্ষা° ৩০° ২৩´ উঃ এবং ৭৮° ৩১´ পূঃ) ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুর নিকট পুণ্যসলিলা বলিয়া গণ্য।

ভিলসা, (বিদিশা *) মধ্যভারতের সিন্দেরাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গসুরক্ষিত প্রাচীন নগর। ভোপাল-রাজধানী হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে বেত্রবতী (বেৎবা) নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৩১´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫০´ ৩৯´´ পূঃ। নদীতীরবর্ত্তী ১৫৪৬ ফিট্ উচ্চ গণ্ডশৈলের উপর এই নগর স্থাপিত। ভিলসা-দুর্গ সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানকার প্রাচীন আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইহার সন্নিকটে বেস্নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট্ অশোক এখানে আসিয়াছিলেন। কালসহকারে বেস্নগর শ্রীহীন হইয়া পড়িলে, ভিলসা নগরেরই সমৃদ্ধি জাগিয়া উঠে। ভারতের নিভৃততম পার্ব্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত থাকায় ভিলসাসমৃদ্ধির উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায় অথবা বিধর্মী মুসলমানগণের কেহই বিদ্বেষবশে ইহার সুপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ নষ্ট করিতে যত্নবান্ হয় নাই। বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলি সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কতকগুলি তাঁহার রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহামৌদ্গল্যায়ন ও সারিপুত্র প্রভৃতি কএকজন বৌদ্ধাচার্য্য যাঁহারা অশোকপ্রবর্ত্তিত ৩য় মহাবোধি-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী সাঁচি, অন্ধর, সাতধারা ও ভোজপুর নামক স্থানেও বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ দেখা যায়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এই জনপদ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণের শাসনাধীন থাকিয়া এই নগর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের শাসনাধীন হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর একটী ১৯॥০ ফিট লম্বা কামান দ্বারা এই দুর্গ সজ্জিত করেন। উহার কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

এখানে ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকু (দোক্তা) ও গো-ধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোপাল হইতে ললিতপুর পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে এইস্থান একটী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বেৎবা (বেত্রবতী) নদীতীরবর্ত্তী দেবমন্দিরাদি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্তূপসমূহ যাত্রিমাত্রেরই দেখিবার জিনিস।

ভিলালা, মধ্যভারতবাসী ভীল জাতির শাখাবিশেষ। ইহারা রাজপুতপিতা ও ভীল মাতা হইতে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করে। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ভীল-সর্দারগণ এই ভিলালা-বংশোদ্ভব। ইহারা সাধারণ ভীল অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ। অনেকেই 'ঠাকুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভিলোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকাম্বা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানকার শ্রীচন্দ্র প্রভুজীর মন্দির সমধিক বিখ্যাত।

ভিলোরিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দার 'ঠাকুর' উপাধিধারী। ইঁহারা গাইকবাড়রাজকে কর দিয়া থাকেন। পর্ব্বতকন্দরাদিতে পরিশোভিত হইলেও এখানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সমধিক উর্ব্বরা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলা, কলাই, সরিষাদি বীজ, ইক্ষু ও ধান্য প্রধান।

ভিলোরী, সাতারা জেলার তাসগাঁও উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। কৃষ্ণা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৫৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩০´৪৫´´ পূঃ।

ভিল্ল (পুং) ভেলয়তি ভিল-বাহুলকাৎ লক্। স্বল্পজাতি-বিশেষ, ভীলজাতি। [ভীল দেখ।]

* শিলালিপিতে ইহার বৈদেশাদি নাম পাওয়া যায়।

"মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।" (হেম) কাহারও মতে ব্রাহ্মণের কন্যাতে তীবর হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।* ২ লোধ্রবৃক্ষ। (সুশ্রুতচি॰ ১২অ॰) ৩ রোমকসিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ। ৪ তন্নামক দ্রব্যভেদ।

"বিল্বস্তৈঃ পুণ্যকুম্ভৈশ্চ শোভিতানি যথা তথা।
মুক্তাদামৈশ্চ ভিল্লৈশ্চ ভূষিতানি সমন্ততঃ॥"(সহাদ্রি॰৯।১০৭)

ভিল্লকেদার, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। শ্রীনগরের ১ মাইল পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত। ইন্দ্রের পরামর্শানুসারে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ভূতপতি মহাদেবের অন্বেষণে হিমালয়-দেশে গমন করেন। এখানে ভিল্ল (কিরাত)-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীপতি অর্জ্জুনের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব)। অনেকে এই ভিল্লকেদার-মূর্ত্তিকে 'বিশ্ব-কেদার' বলিয়া থাকেন।

ভিল্লগবী (স্ত্রী) ভিল্লানাং গবী। গবয়ী। (রাজনি॰)

ভিল্লগ্রাম, অযোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন বিল বা বিশ্বগ্রাম নামে পরিচিত।
[হর্দোই দেখ]

ভিল্লতরু (পুং) ভিল্লপ্রিয়ঃ তরুঃ। লোধ্রপুষ্প। ভীলেরা এই পুষ্প দ্বারা অঙ্গভূষণাদি করে। এই বৃক্ষ ভীলগণের অতি প্রিয় বলিয়া ইহার নাম ভিল্ল হইয়াছে।

ভিল্লভূষণ (স্ত্রী) ভিল্লং ভূষয়তি ভূষি ভূ-ল্যু। গুঞ্জাবৃক্ষ।

ভিল্লম, ১ সেউণদেশাধিপতি পাঁচ জন যাদববংশীয় নরপতি। ২ দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা।
[যাদবরাজবংশ শব্দ দেখ।]

ভিল্লমাল, গুর্জ্জর জাতির একটী রাজধানী। শ্রীমাল নামেও পরিচিত। [শ্রীমাল দেখ।]

ভিল্লবেশ (ত্রি) ভিল্লরূপধারী। শ্রীমালের নরপতি এবং ব্রাহ্মণাদি অধিবাসী সকলে ভীলের ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তত্রত্য উৎসবে আমোদ উপভোগ করিতেন।

"তদাপ্রভৃতিভূপালদ্বিজাঃ শ্রীমালবাসিনঃ।
শ্রীমালে ভিল্লবেশেন প্রবর্ত্তন্তে রথোৎসবে॥
কৃতকং মৃতকং কৃত্বা রুদন্তো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ।
লুঠন্তি পুরতো ভানোস্তেন তে ধ্যুর্নিরাময়াঃ॥"
(স্কন্দপু॰ শ্রীমালমাহাত্ম্য ৩২।৪৭।৪৮)

* "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥" (আপস্তম্ব)
"পুলিন্দমেদভিল্লাশ্চ পুণ্ড্রো মরুশ্চ ধাবকঃ।
কুম্ভকারো ডোম্বশ্চো দ্বা মৃত্তপো হড্ডিপস্তথা॥
এতে বৈ ভীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ॥" (পরাশরপদ্ধতি)

ভিল্লাদিত্য, জনৈক প্রতিহাররাজ। ঝোটের পুত্র।

ভিল্লী (স্ত্রী) ভিল্ল-ঙীপ্, ভিল্লানাং প্রিয়ত্বাদস্যাস্তথাত্বং। লোধ্র।

ভিল্লীনাথ, বালবিবেকিনী নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভিল্লোট (পুং) ভিল্লপ্রিয়মুটং পত্রং যস্য। লোধ্রবৃক্ষ। (সুশ্রুত)

ভিবন্দী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম বিভাগ পর্ব্বতময়, অন্যান্য সকল স্থানেই প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হয়। স্থানীয় কাম্বাড়ী নদীর জল বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর, অক্ষা॰ ১৯°১৮´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৩°৬´ পূঃ। এখানে নানাপ্রকার বাণিজ্য চলে।

ভিবানী, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী তহ-সীল। ভূপরিমাণ ৪৮৫ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা॰ ২৮°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৬° ১১´৪৫´´ পূঃ। জয়পুর, জয়শাল-মীর ও বিকানের প্রভৃতি জনপদের বিস্তৃত বাণিজ্য ভিবানীর বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে সমাহিত হয়।

ভিবাপুর, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ২০°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৯°৩০´৩৩´´ পূঃ। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ভীমসা নামক জনৈক গোঁড়-সর্দ্দার এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী দুর্গ এখনও ভগ্না-বস্থায় পতিত রহিয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদীয় জনৈক অন্ধ-বংশধর ইংরাজরাজের নিকট হইতে মাসহরা পাইয়া-ছিলেন। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতির বাণিজ্য প্রচলিত আছে।

ভিষক্প্রিয়া (স্ত্রী) ভিষজঃ প্রিয়া। গুড়ূচী। (রাজনি॰)

ভিষগ্জিত (ক্লী) ভিষজা জিতং। ঔষধ। (ত্রিকা॰)
"চিকিৎসিতং প্রতীকারশ্চিকিৎসা চ ভিষগ্জিতম্।"

ভিষগ্জিতা (স্ত্রী) কন্দগুড়ূচী। (বৈদ্যকনি॰)

ভিষগ্ভদ্রা (স্ত্রী) ভিষজি ঔষধে বৈদ্যে বা ভদ্রা, শুভদায়িকা। ভদ্রদন্তিকা। (রাজনি॰)

ভিষঙ্মাতৃ (স্ত্রী) ভিষজাং মাতেব। বাসক। (রাজনি॰)

ভিষজ্ (পুং) বিভেতি রোগো যস্মাদিতি ভীতি ভীত্যাং (ভিয়ঃ যুক্ হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১।১৩৭) ইতি অজিঃ যুগাগমো হ্রস্ব-শ্চ। বৈদ্য। সুশ্রুতাদিতে বৈদ্যের লক্ষণ ও গুণাগুণের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্য এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ রূপ পারদর্শী হইয়া চিকিৎসাকার্য্য করিবেন। যুদ্ধকালে ভীরু ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ন হয়, চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল

শাস্ত্রজ্ঞান বলে চিকিৎসা করিতে গিয়া বৈদ্যও তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বৈদ্যের চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে বৈদ্য চিকিৎসাকার্য্যে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট মান্য হইতে পারেন না এবং ভূপতি কর্ত্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। মূর্খ বৈদ্য অমৃতের ন্যায় ঔষধ দিলেও কোন ফল হয় না। বরং তাহা শস্ত্র, বজ্র বা বিষের ন্যায় অপকারক হয়। যে ভিষক্ শস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভবশত, রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগেই এইরূপ কুবৈদ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। রথ যেরূপ দুই চক্রযুক্ত হইলে সুন্দর হয়, তদ্রূপ বৈদ্যও যদি চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয়ই জানেন, তবেই তাঁহার চিকিৎসাকার্য্যে পারদর্শিতা হয়। শিষ্য গুরুর নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন। গুরু আপনার জ্ঞানানুসারে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন, শিষ্যও আপনার মনে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। বৈদ্য হেতু, দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মলাশয়, মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্যের বিভাগ, অদৃশ্য শল্যের উদ্ধার, ব্রণনিরূপণ, বিবিধ ভগ্নদোষের এবং সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার ইত্যাদি বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একটী মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ হয় না, অতএব ভিষকের বহুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যাস এবং তদনুসারে কর্ম্ম করেন, তিনিই ভিষক্। তদ্ভিন্ন সকলেই তস্কর। চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রই প্রধান। ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত এবং পৌষ্কলাবত এই সকল গ্রন্থই ইহার মূল। (সুশ্রুত ৩-৪ অ°)

ভাবপ্রকাশে ভিষকের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে ;—যিনি চিকিৎসা করেন, তাহাকে ভিষক্ বা বৈদ্য কহে। ইনি শাস্ত্রার্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা, চিকিৎসাকুশল, সুসিদ্ধহস্ত, শুচি, কার্য্য-দক্ষ, অভিনব ঔষধ ও চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, ঝটিতি উপস্থিতবুদ্ধি, ধীশক্তিসম্পন্ন, চিকিৎসাব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবেন। এই সকল গুণসম্পন্ন ভিষক্ই প্রশংসনীয়।

যে ভিষক্ কুৎসিত বস্ত্র পরিধানকারী, অপ্রিয়ভাষী, অভিমানী, লোকের সহিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং না ডাকিলেও নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই পাঁচ প্রকার দোষযুক্ত বৈদ্য ধন্বন্তরিসদৃশ হইলেও নিন্দনীয় হইবে। এইরূপ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে।

ভিষকের কর্ম্ম।—লক্ষণাদি দ্বারা সম্যক্রূপে রোগ, এবং রোগের উপশম করাই ভিষকের কর্ম্ম, কিন্তু ভিষক্ আয়ুর্দাতা নহেন। কেহ কেহ বলেন, সম্যক্ প্রকারে ব্যাধির নির্ণয় এবং রোগের উপশম করাই যে কেবল বৈদ্যের কার্য্য, তাহা নহে, পরমায়ু প্রদান করিতেও বৈদ্য সক্ষম, যে হেতু একশত প্রকার আগন্তুক মৃত্যু বৈদ্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে। ধন্বন্তরি একশত একপ্রকার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে কালকৃত মৃত্যুই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এই মৃত্যু নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, এই কালজ মৃত্যু ব্যতীত অন্য একশত প্রকার মৃত্যু নিবারণ করিতে বৈদ্য সমর্থ। এই জন্য তিনি আয়ুঃপ্রদাতা। (ভাবপ্র°) [বিশেষ বিবরণ বৈদ্যশব্দে দেখ] চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য, যদি কেহ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।* যদি কোন ভিষক্ ঔষধ ও মন্ত্র না জানিয়া চিকিৎসা করে, তাহা হইলে তাহাকে চোরের ন্যায় দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

"অজ্ঞাত্বৌষধিমন্ত্রস্তু যশ্চ ব্যাধেরতত্ত্ববিদ্।
রোগিভ্যোঽর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্যশ্চৌরবদ্ভিষক্ ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) ২ ঔষধ। "শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বীং" (ঋক্ ১।২৪।৯) "তে তব শতং ভিষজাঃ সহস্রং নিবারকানি শতসহস্রসঙ্খ্যাকান্যৌষধানি বৈদ্যা ন সন্তি' (সায়ণ) ৩ শতধন্বার ক্ষেত্রজ পুত্র। (হরিব°৩৮।৬) (পুং) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১২।১৪৯।৭৫)

ভিষকাগ্রজমিশ্র, প্রভাশশধরীয়টীকাপ্রণেতা।

ভিষজাবর্ত্ত, (পুং) বিষ্ণুর নামভেদ।

"শিষ্টেষ্টং ভিষজাবর্ত্তঃ কপিলঙ্ক বামনঃ।" (ভারত ১৩।৪৩।১২)

'ভিষজাবর্ত্তঃ ভিষজৌ অশ্বিনৌ আবর্ত্তত ইত্যাবর্ত্তস্তয়োঃ পিতা সূর্য্যঃ'। (নীলকণ্ঠ)

ভিসি, মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে একটী সুন্দর দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

ভিস্তি, জলবাহী মুসলমানসম্প্রদায়বিশেষ।

ভিস্মা (স্ত্রী) বভস্তীতি ভস্ দীপ্তৌ বাহুলকাৎ স, ছন্দসি বহুলমিতীত্বম্ ব্রাহ্মণভিস্মেতি ভাষ্যপ্রয়োগাল্লোকেঽপি। বা ভেদ-

---

* "শূদ্রায়ং ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা তথা রঙ্গাবতারিণঃ।
চিকিৎসকস্য চ ভুক্ত্বা তথা স্ত্রীমৃগজীবিনাং ॥
শৌণ্ডিকান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥
অপিচ—
পুংশ্চিকিৎসিতস্যান্নং পুংশ্চল্যান্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠাবার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

নমিষ্তি ভিং, ভিদ্ ক্বিপ্, ভিদং গুতীতি সো ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অন্ন। পর্য্যায়,—

"ভক্তমন্নং তথান্ধশ্চ কচিৎ কূরঞ্চ কীর্ত্তিতম্।

ওদনোঽস্ত্রী স্ত্রিয়াং ভিস্সা দীদিবিঃ পুংসি তাবিতঃ॥"(ভাবপ্র০)

ভিস্সটা, (স্ত্রী) ভিসনামন্নং টীকতে ইতি টীক-গতৌ অন্তেভ্যোঽপীতি' ড, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্ধান্ন, পোড়াভাত। (অমর) অমরটীকাসারসুন্দরীতে ইহার রূপান্তর ভিস্মিটা, ভিস্মিটা, ভিস্মটা ও ভিস্মিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিস্সিটা (স্ত্রী) ভিস্সান্নং টীকতে ইতি টীক-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্ধান্ন। (অমরটীকা সারসুন্দরী)

ভী, ভয়। জুহোত্যাদি' পরস্মৈ০ অক০ অনিট্। লট্ বিভেতি, বিভীতঃ, বিভ্যতি, বিভেসি, বিভীথঃ, বিভীথ, বিভেমি, বিভীবঃ, বিভীমঃ। লিঙ্ বিভিয়াৎ, বিভীয়াৎ। লোট্ বিভেতু, বিভেহি, বিভীহি, বিভয়ানি। লঙ্ অবিভেৎ, অবিভীতাম্, অবিভিতাম্, অবিভয়ুঃ। লুঙ্ অভৈষীৎ,অভৈষ্টাং, অভৈষুঃ। লিট্ বিভায়, বিভ্যতুঃ বিভ্যুঃ, বিভয়িথ, বিভেথ, বিভিয়ব। বিভয়াঞ্চকার। লুট্ ভেতা। লৃট্ ভেষ্যতি। ভাবে ভীয়তে, অভায়ি। ভী ধাতু ণিচ্ করিয়া প্রযোজক ভয় বুঝাইলে আত্মনেপদী হয়। অন্যত্র উভয়পদী। লট্ ভীষয়তে। উভয়পদী পক্ষে ভাপয়তি-তে। সন্ বিভীষতি। যঙ বেভীয়তে। যঙ্লুক্ বেভয়ীতি, বেভেতি।

ভী (স্ত্রী) ভী ভীত্যাং সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। ভয়।

"পূর্ব্বাধিকো গৃহিণ্যাং বহুমানঃ প্রেমনর্ম্মবিশ্বাসঃ।

ভীরধিকেয়ং কথয়তি রাগং বালা বিভক্তমিব॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৮৭)

ভীকর (ত্রি) ভয়কর। ভীত্যুৎপাদক।

ভীটা, (বীঠা) উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলায় অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এইস্থান উন্নতির-চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। ভারতীয় শকনৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি খোদিত লিপি,গুপ্তবংশীয় রাজা কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রের স্থাপিত স্তম্ভলিপি ও বৌদ্ধ মুদ্রাদি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের আগ্রহাতিশয্যে এইস্থান 'বিতাভয়পত্তন' নামক শোভাময়ী নগরীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

বীঠা, দেওরিয়া, বিকার, মানকুমার, পকমুখ ও সারিপুর প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপরাশির কথা অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে ঐ সকলগুলিই সুপ্রাচীন বীঠাভয়পত্তন নগরীর কীর্ত্তিকলাপ মধ্যে গণ্য ছিল।

এই প্রাচীন নগরের কতকাংশ যমুনাবক্ষস্থ 'সুযশদেও' নামক গণ্ডশৈলের উপর এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে একটী হিন্দুমন্দির ছিল। সম্রাট্ শাহজাহানের সেনানী সায়েস্তা খাঁ ১০৫৫ হিজিরায় উহা ধ্বংস করেন। তৎপরে হিন্দুগণ পুনরায় এখানে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে ঐ দেবোদ্দেশে একটী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বহুশত তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হন। পার্শ্ববর্ত্তী দেওরিয়া নামক গ্রামে অশ্বঘোষ বোধিসত্বের প্রতিমূর্ত্তি শৃঙ্গারীদেবী নামে পূজিত হইতেছেন। উক্ত দেওরিয়ার 'ভিহ' নামক স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানকুমারের উত্তরপশ্চিম দিকৃস্থিত পঞ্চপাহাড় নামক স্থানে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্তম্ভমূর্ত্তি ব্যতীত এখানে হিন্দুপ্রাধান্যের বহুতর স্মৃতি বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে (৯০১ সম্বৎ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবিস্তারের আভাস পাওয়া যায়। সীতা-কা-রসুই নামক পর্ব্বতগুহা, নরসিংহ, শিব, নন্দী, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার মূর্ত্তি, চণ্ডিকামাই, কালী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি এবং পর্ব্বতগাত্রে খোদিত পঞ্চপাণ্ডব মূর্ত্তি এখানকার হিন্দুপ্রাধান্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

ভীণী (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য প০ ৪৭অ০)

ভীত (ক্লী) ভী-ক্ত। ১ ভয়। (ত্রি) ২ ভয়যুক্ত।

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।

ভর্ত্তুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ৭।৯৪)

(পুং) ৩ মন্ত্রভেদ।

"শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাক্ষঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।" (তন্ত্রসার)

ভীতি (স্ত্রী) ভী ক্তিন্। ভয়।

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ

স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।"(মার্কণ্ডেয়পু০ ৮৪।১৬)

২ কম্প। (বিশ্ব)

ভীতিকৃৎ (ত্রি) ভীতিং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ভয়কারক।

ভীতী (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।

ভীনাল, রাজপুতানার আজমীর জেলায় অন্তর্গত একটী নগর। এখানে ভীনালরাজের প্রাসাদ অবস্থিত।

ভীম (ত্রি) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-(ভিয়ঃ ষুখ্, উণ্ ১।১৪৭) বিভেতের্ম্ক্ ধাতোর্বা যুগাগমশ্চ ইতি মক্। ভয়হেতু। পর্য্যায়,—ভৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীষ্ম, ঘোর, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, প্রতিভয়।

"ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।

অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥" (রঘু ১।১৬)

২ ভয়ানক রস। (অমরটীকায় ভরত) ৩ শিব। (মার্কণ্ডেয়পু০) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) ৫ মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্গত আকাশমূর্ত্তি। "ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" (তিথিতত্ত্ব) পার্থিবশিবপূজায় শিবের অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিতে হয়। ৬ গন্ধর্ব্ববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩) ৭ অম্বষ্ঠেতন। ৮ আঙ্গিরস বহ্নিভেদ। (ভারত বনপ° ২১৯ অ০।

৯ দানবভেদ। ১০ অমাবসুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব০২৭অ০)

১১ সাত্বতবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব০ ৯৫ অ০)

১২ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রভেদ।

"আদৌ মধ্যে তথা চান্তে চতুরপ্রযুক্তো মনুঃ।

জ্ঞাতব্যো ভীম ইত্যেষ যঃ স্যাদষ্টাদশাক্ষরঃ॥" (তন্ত্রসার)

১৩ মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। পর্য্যায়,—বীরবেণু, বৃকোদর, বকজিৎ, কীচকজিৎ, কির্ম্মীরজিৎ, জরাসন্ধজিৎ, হিড়িম্বজিৎ, কটত্রণ, নাগবল, গুণাবল। (শব্দরত্না০)

বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একদা পাণ্ডু মৃগয়ায় যাইয়া মৈথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত এক মৃগরূপী ঋষিকে বধ করেন। এইজন্য ঋষি পাণ্ডুকে শাপ দেন যে, তুমি মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে। পাণ্ডু এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। অনন্তর পাণ্ডু একদা কুন্তীকে কহিলেন যে, আমা দ্বারা পুত্রোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন কর। পরে কুন্তী ভর্ত্তার নিয়োগানুসারে দুর্ব্বাসার বরপ্রভাবে ধর্ম্ম হইতে পরমধার্ম্মিক একপুত্র লাভ করেন। পাণ্ডু এই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রলাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন যে, পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে বলজ্যেষ্ঠ কহিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটী বলপ্রধান পুত্র প্রার্থনা কর। অনন্তর কুন্তী ভর্ত্তার এই কথা শুনিয়া বায়ুকে আহ্বান করিলেন, মহাবল বায়ু মৃগারূঢ় হইয়া কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাকে কি দিতে হইবে? কুন্তী এই কথায় লজ্জাবনতমুখে কহিলেন, আমাকে মহাকায় বলবান্, সর্ব্বদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর বায়ু হইতে মহাবাহু ভীমপরাক্রম ভীম জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, এই জাতবালক সমস্ত বলবান্ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বৃকোদর জন্ম লাভ করিবামাত্র এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। ভীম মাতার ক্রোড় হইতে পতিত হওয়ায় তাঁহার গাত্রসংস্পর্শে সেই স্থলের শিলা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। যে দিন ভীমের জন্ম হয়, সেই দিনেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করে। ভীম অতিশয় বলশালী ছিলেন, দুর্য্যোধনাদি কেহই তাঁহাকে আঁটিতে পারিত না। এইজন্য প্রথম হইতেই তাঁহার উপর দুর্য্যোধনের জাতক্রোধ হয়। ক্রমে ক্রোধ ও অহঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্য্যোধন পরামর্শ করিল, আমি বিষায় প্রয়োগে ভীমের জীবন নাশ করিব। পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল। ভীম বিষাক্ত অন্নভোজনে অজ্ঞান হইলেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন অবসর বুঝিয়া ভীমকে লতাপাশ দ্বারা স্বহস্তে বন্ধনপূর্ব্বক স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিলেন। ভীম জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগভবনে নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। সর্পগণ এককালে ভীমকে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ বিষ তিরোহিত হইল। ভীম এখানে নাগরাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া দশসহস্র মত্ত হস্তীর তুল্য বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বগৃহে আসিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনের কার্য্য সকল কহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে কহিলেন, এ সকল বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এখন অবধি তোমরা পরস্পর আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। ভীমের মৃত্যু হয় নাই, দেখিয়া দুর্য্যোধন পুনরায় ভীমের ভোজনদ্রব্যে সুতীক্ষ্ণ বিষ মিশ্রিত করিয়া দেন, এবার ভীম অনায়াসেই সেই বিষ জীর্ণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এই তিনজনে মিলিয়া ইহাদিগকে মারিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা ইহা জানিতে পারিয়াও কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। ইঁহারা সকলেই দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ হইল। তৎপরে দুর্য্যোধন তাঁহাদের সকল ভ্রাতাকে জতুগৃহ মধ্যে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। বারণাবত নগরীতে জতুগৃহ নির্ম্মিত হয়। দুর্য্যোধন জতুগৃহদাহের জন্য পুরোচন নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। পাণ্ডবগণ সম্বৎসর কাল এই জতুগৃহে বাস করেন। একদা ভীম দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই জতুগৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি অল্পদূর যাইয়াই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন ভীম স্বয়ংই কুন্তী ও ভ্রাতাদিগকে গ্রহণ করিয়া বহুদূর গমন করেন। পরে তাঁহারা নিদ্রায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলে এক বৃক্ষতলে সকলে নিদ্রা যান; কেবল ভীম জাগিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন।

যে স্থলে তাঁহারা শায়িত ছিলেন, তাহার অনতিদূরে হিড়ম্ব-নামে এক ভয়ানক রাক্ষস বাস করিত। হিড়ম্ব মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করে। হিড়িম্বা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়া ভীমের সুকুমার

রূপ অবলোকন করিয়া অনঙ্গবশবর্ত্তিনী হয়। এদিকে হিড়িম্ব হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় ক্রোধে ভীমকে আক্রমণ করে, পরে ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীম তাহাকে বধ করিয়া ঐ বনের ভীতি নিরাকরণ করেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় হিড়িম্বার সহিত ভীমের বিবাহ হয়। হিড়িম্বা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় দিবাভাগে ভীমের সহিত যথেচ্ছা-বিহার করিয়া প্রত্যহ রজনীতে তাঁহাকে আনিয়া দিত। ইহার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে ভীমের এক পুত্র হয়। এই পুত্র কুরুপাণ্ডবসমরে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে কর্ণের হস্তে নিহত হয়। ভীম মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত এক-চক্রানগরে গমন করেন, এবং তথায় ভীম কর্ত্তৃক বক রাক্ষস নিহত হইলে এই নগর উপদ্রবশূন্য হয়।

অর্জ্জুন পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করিয়া লাভ করিলে, মাতার আজ্ঞায় পঞ্চভ্রাতা তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলে, রাজসূয়যজ্ঞের জন্য তিনি প্রথমে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সহিত মগধে গমন করেন। তথায় জরাসন্ধকে বধ করিয়া সকল রাজগণকে কারামুক্ত করেন। [জরাসন্ধ দেখ।]

যজ্ঞ উপলক্ষে ভীম দিগ্বিজয়ার্থ পূর্ব্বদিকে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত জয় করেন। তাঁহার বীরত্বে পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, রোচমান, পুলিন্দ, কুমার, কোশল, উত্তর-কোশল, মল্লভূমি, ভল্লাটদেশ, কাশী, মৎস্য, মলদ, বৎস, ভর্গ, ভোগ-বান, শর্ম্মক, বর্ম্মক, শক, বর্ব্বর, কিরাত, মগধ, মোদা-গিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীক, তাম্রলিপ্ত, কর্কটক, বঙ্গ ও সুহ্ম-দেশ পাণ্ডবদিগের শাসনাধীন হয়। রাজা দুর্য্যোধন রাজসূয়-যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্যাতিশয় দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কপট দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাভব এবং দ্রৌপদীকে জয় করিয়া দ্রৌপদীর অপমান করেন। [দ্রৌপদী দেখ।] তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সম্মুখসমরে দুর্য্যোধনের সমক্ষে তাহার অপরাপর ভ্রাতৃদিগকে বিনাশ করিয়া দুঃশা-সনের বক্ষোরক্ত পান এবং অবশেষে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভঙ্গ করিবেন।

অনন্তর পুনর্দ্যূতক্রীড়ায় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বনগমন করেন। ভীম দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে কির্ম্মীর ও জটাসুরকে বিনাশ এবং যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমানকে নিহত ও কুবেরানুচরগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাকে শাপমুক্ত করেন। একদা তিনি বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে অজগররূপী নহুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। [নহুষ ও মণিমান দেখ।]

ঘোষযাত্রাসময়ে গন্ধর্ব্বগণ দুর্য্যোধনাদিকে হরণ করিলে, তিনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-সেনকে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে উদ্ধার করেন। যে সময় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন। অজ্ঞাতবাসসময়ে তিনি বল্লব নামে সূপকাররূপে বিরাটগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মহামল্ল জীমূতকে তিনি বিনাশ করেন। পরে কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে তিনি রাত্রিকালে কীচক ও উপ কীচকগণের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। ভীম স্বীয় ভুজবলে ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মার নিকট হইতে বিরাটরাজ্য উদ্ধার করেন।

কুরুক্ষেত্রসমরে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভীম স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাই তাঁহার হস্তে নিহত হয়। যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত তিনি রাজ্য সুখভোগ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থানের সময় তিনি যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে সুমেরু পর্ব্বত অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুন ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরে ভীম আর কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র; আজ কোন্ পাপে আমার ধরাতলে পতন হইল।'

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন;—'তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই পাপে তুমি ভূতলে পতিত হইলে।' (মহাভারত)

৪ বিদর্ভাধিপতি। মহাভারতে ইঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—ভীম নামে বিদর্ভদেশে এক ভীমপরাক্রম নরপতি ছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হয় নাই, এই ক্লেশে সর্ব্বদাই তিনি দুঃখিত থাকিতেন। একদা দমন নামে এক মহর্ষি তাঁহার নিকট আগমন করেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীম মহিষীর সহিত অপত্যকাম হইয়া মহর্ষিকে সৎকার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহর্ষির বরে ভীমের দম, দান্ত ও দমননামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নামে এক কন্যা হয়।

[নল ও দময়ন্তী দেখ।] (ভারত ৩।৫১ অ০)

৫ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ, অমাবসুর পুত্র, পুরূরবার পৌত্র। (ব্রহ্মবৈ০পু০) ৬ কুম্ভকর্ণের পুত্র, রাবণের জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। (রামা০) ৭ গন্ধর্ব্ববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩) ৮ পুরুবংশীয় ঈলির পুত্র। (ভারত ১।৯৪।১৮) ৯ মহাদেব।

ভীম, ১ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি। ২ পরিভাষার্থ-মঞ্জরীর পরিভাষেন্দুশেখর নামক টীকা রচয়িতা।

ভীম, ১ দ্বারকার জনৈক হিন্দুনরপতি। ইনি ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ বৈকাড়া কর্তৃক পরাজিত হন। ২ চোলরাজভেদ। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত নৃপতিদ্বয়। (সহ্যাদ্রি ৩১।১২, ৩৩।১৪) ৪ জয়শালমীরের মহারাবল বংশোদ্ভব জনৈক নরপতি। ৫ জম্বুর জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে গক্কর-সর্দ্দার যশ্‌রতের হস্তে নিহত হন। ৬ শিলাহারবংশীয় জনৈক রাজা। ইন্দ্ররাজের পুত্র। কোঙ্কণপ্রদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন। ৭ ত্রিগর্ত্ত বা কোট-কাঙ্‌ড়ার জনৈক অধিপতি। রাজা বিজয়রামের পুত্র।

ভীম-আচার্য্য, নৃসিংহস্তোত্র-প্রণেতা।

ভীমক (পুং) ১ পার্ব্বতীর ক্রোধজাত গণভেদ। (হরিব° ১৬৮ অ°) ভীম-স্বার্থে কন্। ২ ভীমশব্দার্থ।

ভীমকলম্বক, মল্লারিমাহাত্ম্যটীকা রচয়িতা।

ভীমগড়, সহ্যাদ্রি-শিখরস্থিত একটী দুর্গ। খানাপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই দুর্গ উত্তরদক্ষিণে ১৩৮০ ফিট্ লম্বা ও পূর্ব্বপশ্চিমে ৮২৫ ফিট্ প্রস্থ। দুরারোহ ও অত্যুচ্চ শিখরভূমে সুসংস্থাপিত। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত এই দুর্গ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। [illegible] খৃষ্টাব্দে ১৬টী জেলা সমেত এই দুর্গ সাহুর হস্তে প্রদত্ত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক নেসর্গাসর্দ্দার বল্লভগড়, গন্ধর্ব্বগড় ও ভীমগড়-দুর্গ কোলহাপুররাজের অধিকার-বিচ্যুত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই, বিদ্রোহী আততায়ীদিগকে পরাভূত করিয়া কোল্‌হাপুররাজ ভীমগড় পুনরধিকার করিয়া লন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেলগামের বিদ্রোহী সেনাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজরাজ ভীমগড়-দুর্গ হস্তগত করেন।

ভীমগুপ্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ত্রিভুবনগুপ্তের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন, কিন্তু কিছুদিন পরে রাক্ষসী পিতামহী দিদ্দার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। (রাজতর° ৬ তর°)

ভীমঘোড়া, উঃ পঃ প্রদেশের শাহরাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ২৯°৫৮´ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৪´ পূঃ। দেরাদূণের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতকন্দর মধ্যে ৩৫৩ ফিট্ উচ্চ একটী প্রলম্ব পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত। একটী ক্ষুদ্র কুণ্ডই এই তীর্থক্ষেত্রের প্রধান স্থান। গঙ্গা নদীর [illegible]বাহিনী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সদাই ইহার কলেবর পুষ্টি করিতেছে। প্রবাদ, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এখানে অশ্বারোহণে অবস্থিত থাকিয়া গঙ্গার গতিরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার অশ্বক্ষুরাঘাতে নিকটস্থ পর্ব্বতগাত্রে একটী গুহা প্রস্তুত হইয়া পড়ে। যে সকল তীর্থযাত্রী পাপখণ্ডন-মানসে ঐ কুণ্ডে স্নান করিতে আইসেন, তাঁহারা এই ঘোড়াগুহা ও স্থানীয় দেবমন্দির দর্শন করিয়া পবিত্রদেহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন।

ভীমচন্দ্র (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ভীমজানু (পুং) যম-সভাস্থিত একজন রাজা। (ভারত ২।৮)

ভীমজী, কচ্ছের জাড়েজাবংশীয় জনৈক নরপতি, রাজা অমরজীর পুত্র (১৫১০ খৃষ্টাব্দ)।

ভীমটকলিঞ্জরপতি, ৫ খানি নাটকপ্রণেতা।

ভীমতা (স্ত্রী) ভীমস্য ভাবঃ ভীম-তল্ টাপ্। ভীমত্ব, ভয়ানকত্ব।

ভীমতাল, উঃ পঃ প্রদেশের কুমায়ুন জেলায় অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪১´ পূঃ। পর্ব্বতের উপত্যকাদেশে নিহিত থাকায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। ইহার গর্ভনিঃসৃত জলরাশির একটা ক্ষুদ্র ধারা রামগঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইতেছে।

ভীমতিথি (পুং) ভীমোপোসিতা তিথিঃ মধ্যপদলোপিক°। ভীম-একাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথি।

ভীমথাড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০৩৭ বর্গ মাইল।

ভীমদাস, ধাতুপাঠ রচয়িতা।

ভীমদাসভূপাল, বাক্যসুধাটীকা-প্রণেতা।

ভীমদেব, শ্রুতিভাস্করনামক সঙ্গীতশাস্ত্র-রচয়িতা।

ভীমদেব, (১ম) গুর্জ্জরাধিপতি চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি, দুর্লভরাজের পুত্র। তিনি একজন মহাবীর ছিলেন। সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণে তিনি সসৈন্যে গমন করিয়াছেন দেখিয়া মালবপতি ভোজদেব গুর্জ্জর আক্রমণ ও অনহিলবাড়পত্তন অধিকার করেন। পরে চেদীরাজ কর্ণের সহায়ে তিনি মালবরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তদীয় ধারারাজ্য জয় করিলেন। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

ভীমদেব, (২য়) চালুক্যবংশীয় অপর একজন নৃপতি। ইনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় গুর্জ্জরে রাজত্ব করিতেন।

ভীমদেব, (৩য়) চালুক্য বংশীয় অম্বরাজের পুত্র। ইনি বিক্রমাদিত্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ভীমদেব, (৩য়) কোণমণ্ডলাধিপতি রাজা সত্যাশ্রয়ের পুত্র।

ভীমদেব, কাবুলের চতুর্থ হিন্দুনরপতি। ইনি ৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ভীমদেব, অনহিলবাড়ের জনৈক হিন্দুরাজা। সোমনাথ আক্রমণ কালে ইনি মাহ্মুদ গজনীর সহিত যুদ্ধ করেন।

ভীমদৈবজ্ঞ, সর্বার্থচিন্তামণি নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভীমদ্বাদশী (স্ত্রী) ভীমোপোষিতা দ্বাদশী। মাঘ মাসের শুক্ল-দ্বাদশী। ২ ব্রতভেদ। ভীম এই দ্বাদশীর দিন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার ভীম-দ্বাদশী নাম হইয়াছে। এই ব্রত অশেষ-পুণ্যজনক। হেমাদ্রি-ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিধান ও ব্যবস্থাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভীমনগর, ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভীম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর। কোট-কাঙ্ড়ার অন্যতম রাজধানী। রাজা ভীম এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১০০৮-৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কাঙড়া আক্রমণকালে এই দুর্গ ধ্বংস করেন। [নাগরকোট দেখ]

ভীমনরেন্দ্র, সঙ্গীতসুধানামক গ্রন্থরচয়িতা।

ভীমনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। প্রবাদ, এখানে হিড়িম্বা রাক্ষসীর আবাস ছিল। মাতা সহ পঞ্চ পাণ্ডব এই বনে আসিয়া বাস করেন। শিবপূজা ব্যতীত অর্জ্জুন জল গ্রহণ করিবেন না জানিয়া, ভীম ভ্রাতাকে প্রতারণাপূর্ব্বক মৃত্তিকামধ্যে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠকে শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে মহামতি অর্জ্জুন তথায় যাইয়া কায়মনো-বাক্যে শিবারাধনা করিয়া গৃহে আসিয়া ভোজনাদি করিলেন। ভীম স্বীয় চাতুর্য্য প্রকাশ করিলে, কুন্তী প্রভৃতি সকলে তথায় উপনীত হইলেন। ভীম যাইয়া বস্ত্রপুষ্পাদি অপসারিত করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির করিলেন। উহা শিব নহে প্রতি-পন্ন করিবার উদ্দেশে ভীম যেমন দণ্ডাঘাত করিবেন, অমনি প্রস্তরগাত্র হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সকলে তাহাতে দেবাধিষ্ঠান হইয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তদবধি উক্ত মূর্ত্তি সকলের নিকট ভীমনাথ মহাদেব নামে প্রচারিত হইল।

এই মহাদেবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভীমনাথ হয়। ১৫৩৫ সম্বতে মোহান্ত মাধবগিরি, পরে ঈশ্বরগিরি ও বুদ্ধগিরি কর্ত্তৃক স্থানীয় মন্দির ও গ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। দেবপূজা ও সদাব্রত পালনের জন্য এখানকার মোহান্ত মহারাজ নয় খানি গ্রাম লাভ করেন।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণা ষষ্ঠী ও অমাবস্যায় এখানে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে। অমাবস্যায় এখানে তিন দিন স্থায়ী একটী মেলা হয়। দ্বারকা-যাত্রিগণ প্রায়ই ভীমনাথদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। সকলেই দেবোচ্ছিষ্ট প্রসাদ অথবা চাউলাদি প্রাপ্ত হন।

এখানকার মোহান্তগণ বিবাহ করিতে পারে না। তাঁহারা অতিথি, বৈরাগী, গোঁসাই প্রভৃতি হইতে এক জন চেলা মনো-নীত করিতে বাধ্য। পূর্ব্বোক্ত মাধবগিরির পরবর্ত্তী মোহান্ত-গণের নাম পাওয়া দুর্ল্লভ। যে রাঘবগিরি এখানকার বনমালা কাটাইয়া বসতি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহারই পরবর্ত্তী অমৃত গিরি, তাবগিরি, আসনগিরি, শুমানগিরি, প্রেমগিরি, ভগ-বান্‌গিরি, বুধগিরি ও ঈশ্বরগিরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঈশ্বরগিরিই (১৮৬৩-৮৫ খৃঃ) ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই স্থানের সংস্কার করিয়া যান।

ভীমনাথ, রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত জনৈক পণ্ডিত।

ভীমনাদ (পুং) ভীমো ভৈরবো নাদো যস্য। ১ সিংহ। ভীমো নাদঃ কর্ম্মধা। ২ ভয়ানক শব্দ। (ত্রি) ৩ ভয়ানকশব্দবিশিষ্ট।

"বাতৈর্বিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ

সঞ্চূর্ণয় ত্বথবা করকাভিঘাতৈঃ॥" (চাতকাষ্ট° ১)

ভীমনায়ক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ]

ভীমপরাক্রম, জনৈক পাণ্ড্যরাজ। [পাণ্ড্যরাজবংশ দেখ।]

ভীমপরাক্রম (ত্রি) ভীমঃ পরাক্রমো যস্য। ১ ভয়ানক পরাক্রম। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৪) ৩ রঘুনন্দনকৃত মলমাসতত্ত্বধৃত জনৈক [illegible]

ভীমপলশ্রী, ধানশ্রী ও বারো[illegible] মিশ্র রাগিণী-বিশেষ। স্বরগ্রাম ম প [illegible] ঋ গ।

পঞ্চম বাদী, মধ্যম সম্বাদী। (সঙ্গীতরত্না°)

ভীমপাল (পুং) জনৈক নরপতি। ইনি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ রচয়িতা সুরপালের প্রতিপালক ছিলেন।

ভীমপাল, পঞ্চাল-রাজ্যের অন্তর্গত বোদামযুতাধিপতি জনৈক রাজা। রাষ্ট্রকূটবংশীয় দেবপালের পুত্র। ইঁহার পুত্র সুরপাল বৃক্ষায়ুর্ব্বেদনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ কাবুলাধিপতি সাহিবংশীয় শেষ হিন্দুনরপতি। ইনি ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

ভীমপুর (স্ত্রী) ভীমস্য পুরং ৬তৎ। বিদর্ভরাজের নগরী, কুণ্ডিনপুর। ভীমনগর প্রভৃতিরও এই অর্থ।

ভীমবল (ত্রি) ভীমঃ বলং যস্য। ১ ভয়ানকবীর্য্য (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৭) ৩ বহ্নিভেদ।

ভীমভট্ট (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। পুরাণসর্ব্বস্বে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভীমমুখ (ত্রি) ১ ভয়ঙ্কর মুখাকৃতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ বাণভেদ। (রামায়ণ ৪।৪১।৫)

ভীমর (স্ত্রী) যুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

ভীমযু (স্ত্রী) আত্মনো ভীমং যুদ্ধমিচ্ছতি ক্যচ্, বেদে সিপা সিপাত্তমাহুন্। আপনাতে যুদ্ধেচ্ছু স্ত্রীপশু। (ঋক্ ৫।৫৬।৩)

ভীমরথ, পাণ্ডুবংশীয় জনৈক রাজা।

ভীমরথ (পুং) ভীমো ভয়ানকো রথোঽস্য। তামস মন্বু-কল্পে জাত অসুরবিশেষ। কূর্ম্মরূপী হরি এই অসুরকে বধ করেন।
"হরিণা কূর্ম্মরূপেণ হতো ভীমরথোঽসুরঃ।" গরুড়পু° ৮৬ অ:
২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।১১) ৩ ধন্বন্তরির পৌত্র। ৪ বিকৃতির পুত্রভেদ। ৫ সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ৬ কেতুমানের পুত্র।

ভীমরথদেব, মহাশিবগুপ্তাত্মজ জনৈক ত্রিকলিঙ্গাধিপতি।

ভীমরথী (স্ত্রী) মনুষ্যদিগের অতিবৃদ্ধাবস্থা বিশেষ।
"সপ্তসপ্ততিকে বর্ষে সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রিভীমরথীনাম নরাণাং দুরতিক্রমা॥" (শব্দমালা)
৭৭ বৎসরের সপ্তমমাসের সপ্তমীরাত্রির নাম ভীমরথী, এই দিন মনুষ্যদিগের দুরতিক্রমণীয়। যে সকল ব্যক্তি এই বয়স অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা অতিশয় পুণ্যাত্মা।*
২ নদীভেদ। এই নদী সহ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাতক বিদূরিত হয়।
"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা।
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ॥"(বিষ্ণুপু°২।৩।১১)

ভীমরথী রোহক-সিদ্ধান্ত-বর্ণিত-দেশভেদ।

ভীমরাও নাড়গীর, জনৈক মহারাষ্ট্র রাজদ্রোহী। ইনি ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধচারী হইয়া দম্বল রাজকোষ লুণ্ঠন ও কোপল দুর্গ অধিকার করেন। পরে ইংরাজ সেনানী হিউজেস্ (Major Hughes) তাঁহাকে নিহত করিয়া কোপলদুর্গ জয় করিয়াছিলেন।

ভীমরাজ, স্বনামখ্যাত কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ (Edolius Paradiseus)। ইংরাজিতে ইহাকে 'মকিংবার্ড' বলে। ইহারা সুমিষ্ট স্বরে গান করিতে পারে। [ভৃঙ্গরাজ দেখ।]

ভীমরাজ, সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য ৩৩।১১)
২ ইদরের জনৈক রাজপুত-রাজা।

ভীমরাত্রি (স্ত্রী) ভয়ানক রাত্রি। যে রাত্রি মানব-জীবনের সেই ভয়াবহ ভীমরথী রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভীমরিকা (স্ত্রী) সত্যভামা গর্ভজাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। (হরিব° ১৬২ অ°)

ভীমরোমক, জনপদবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২০।৪৯)

ভীমল (ত্রি) ভিয়ো মলঃ সম্বন্ধো যতঃ। ভয়ঙ্কর। (শুক্লযজুঃ ৩০।৬)

ভীমলাট, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ভীমরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী লাট বা প্রস্তর-স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এখানে গৌড় জাতিরই বাস অধিক। এখানকার প্রশান্ত ছায়া-বিস্তারী বটবৃক্ষটী দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভীমবর্ম্মা, পল্লববংশীয় জনৈক রাজা। ২ কৌশাম্বীর অধিপতি সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের জনৈক সামন্ত।

ভীমবল্লভরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দু নরপতি।

ভীমবাঁধ বাঙ্গালায়, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটী উষ্ণ প্রস্রবণ, ঋষিকুণ্ডের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে মহাদেব পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°২´ পূঃ। মার্চ্চমাসে ইহার উত্তাপ ১৪৪°-১৫০° (F) পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে।

ভীমবিক্রম (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত ১।৩৭ অ°)
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমশালী।
৩ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩৪।২০)

ভীমবিক্রান্ত (পুং) ভীমশ্চাসৌ বিক্রান্তশ্চেতি। সিংহ। (ত্রিকা)
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমবিশিষ্ট।

ভীমবেগ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৭)
২ দানবভেদ। (হরিব°) (ত্রি) ৩ ভয়ানক বেগবিশিষ্ট।

ভীমবেগরব (পুং) দ্রুতগামী বিকট শব্দ।

ভীমবের, পঞ্জাব প্রদেশের গুজরাত জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশনিঃসৃত একটী জলধারা। পার্ব্বতীয় উপত্যকা ও গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া এই নদী চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। ২ উক্ত প্রদেশস্থ একটী জেলা। ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মাকিদনবীর আলেক্জান্দর এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

ভীমবেশ (ত্রি) ১ ভয়ানক বেশযুক্ত। ভীষণ দর্শন।
(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত আদি° ৫৭ অ°)
৩ দানবভেদ। (হরিব° ২৪ অ°)

ভীমবেশবৎ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত১।১৮৬অ°)

ভীমশঙ্কর, দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের অন্তর্গত লিঙ্গভেদ।†

---

* "সপ্তসপ্ততি-বর্ষাণাং সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরথীনাম নরাণামতিদুস্তরা॥
তামতীত্য নরো যোঽসৌ দিনানি যানি জীবতি।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সুবর্ণশতদক্ষিণৈঃ॥
গতিঃ প্রদক্ষিণং বিপ্রৈর্জ্জনৈঃ মন্ত্রবাচনম্।
ধ্যানং স্নিগ্ধা সুধা চান্নং ভীমরথ্যাঃ ফলশ্রুতিঃ॥" (বৈদ্যক)

† "সোমরাষ্ট্রে সোমনাথং শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারে পরমেশ্বরম্॥
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোমতীতটে॥
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে।
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে॥" (শিবপু° ৩৮।১৭-২০)

ভীমশর (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৭ অ°) ২ ভয়ানক শর। (ত্রি) ৩ ভয়ানক শরবিশিষ্ট।

ভীমশাসন (পুং) ভীমং শাসনং যস্য। যম। (শব্দরত্না°) ২ কঠোর শাসনকারী (নৃপ প্রভৃতি)। ৩ কঠোর শাসন।

ভীমশাহ, জনৈক নরপতি।

ভীমশুক্র, (পুং) জনৈক রাজপুত্র।

ভীমসাহী, কাশ্মীরের জনৈক রাজা। মহামন্ত্রী ইন্দ্রভানু ইঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ভীমসিংহ (পুং) জনৈক সুবিজ্ঞ কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইঁহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভীমসিংহ, মেবারের জনৈক রাণা। রাণা লক্ষ্মণসিংহের পিতৃব্য। লক্ষ্মণের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকার্য্য-সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তৎকালে তাঁহার বীরত্ব চারিদিকে রাষ্ট্র হয়।

তিনি চোহানবংশীয় হাম্মিরশঙ্কের বিখ্যাত-কন্যা পদ্মিনী-দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই শিশোদীয় কুলের কাল হইয়াছিল। পদ্মিনীর অলোকসামান্য-রূপ-লাবণ্যের কথা লোকপরম্পরায় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কাণে উঠিল। রাজপুত-শক্তি-বিনাশ-বাসনায়ই হউক, আর পদ্মিনীর রূপলালসায় মুগ্ধ হইয়াই হউক, তিনি সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধেও অকৃত-কার্য্য হইয়া, আলাউদ্দীন এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, পদ্মিনীকে পাইলে তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই কথায় অবমানিত বোধে রাজপুতগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিল। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে লোক-ক্ষয় ব্যতীত কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া, আলাউদ্দীন্ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জানাইলেন যে, একবার মাত্র মুকুরে সেই অনুপমা মোহিনীর ছায়ামাত্র দেখিতে পাইলেই তিনি নির্ব্বিবাদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারেন। ইহাতে বিশ্বস্ত হইয়া রাণা ভীমসিংহ স্বয়ং অতিথিরূপী আলাউদ্দীনকে শিষ্টালাপ-সহকারে দুর্গাভিমুখে আনিতে ছিলেন, এমন সময়ে কপটাচারীর গুপ্তসেনাদল অতর্কিতভাবে রাজপুতবীরকে বন্দী করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। শত্রুকে কাপট্য-জালে জড়ীভূত করিয়া দুরাচার মুসলমান আদেশ প্রচার করিল যে, পদ্মিনীকে না পাইলে সে কখনই ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিবে না। এই ভয়াবহ সংবাদ চিতোরে উপনীত হইলে, সকলেই ভগ্নহৃদয় ও হতাশ হইয়া পড়িল। স্বয়ং পদ্মিনী-দেবী যবন-কবলিত স্বামীর মুক্তিকামনায় এক ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য গোরা ও গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর বাদলের পরামর্শানুসারে পদ্মিনীর আত্মসমর্পণই স্থির হইল। কিন্তু পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশী ৭ শত শিবিকাবাহী রাজপুত সেনা মুসলমান-শিবিরে প্রেরিত হইল। যবনরাজ, স্বীয় প্রিয়তম বনিতার সহিত জন্মের মত সাক্ষাতের জন্য ভীমসিংহকে অর্দ্ধঘণ্টা কাল অবসর দিলেন। ঐ অবসরে ভীমসিংহকে লইয়া কয়েকখানি শিবিকা চিতোর রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। মূঢ় আলাউদ্দীন্ মনে করিল, যে সকল রাজপুতললনা পদ্মিনীর সহিত চিরবিদায় লইতে আসিয়াছিল, তাহারাই স্ব স্ব শিবিকায় চিতোরে প্রত্যাগমন করিতেছে এবং তাহার সহবাসিনীগণ শিবিকামধ্যেই অবস্থান করিতেছে। ক্রমে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। পত্নীর সহিত ভীমসিংহের সম্ভাষণ তাঁহার ভাল লাগিল না, তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকার পট্টাবরণ উন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন। শিবি-কার আবরণ উন্মুক্ত হইলে, তদভ্যন্তর হইতে সশস্ত্র সেনাদল বহির্গত হইল। অচিরে দুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

এ দিকে আলাউদ্দীনের [illegible] একদল সেনা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ভীমসিংহ তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অচিরে চিতোরদুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে গোরা, রাজপুত-রাজ ভীমসিংহের ও কুল-কামিনীগণের সম্মান-রক্ষার্থ উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিল। এই যুদ্ধে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশমতে অরিসিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি রাণার একাদশ পুত্র ধরাশায়ী হইলেন। এইবার রাণা ভীমসিংহ দেবীর রক্তপিপাসা-শান্তির জন্য স্বয়ং আত্মবিসর্জ্জনে কৃত-সংকল্প হইলেন। এই ভয়াবহ ব্যাপার সংসাধিত হইবার পূর্ব্বে 'জহর ব্রতের' অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে রাজপুত-কুল-কামিনীগণ কুলমাহাত্ম্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

[পদ্মিনী দেখ।]

জহরব্রত উদযাপিত হইলে, রাণা ভীমসিংহ সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি একমাত্র অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রকে কৈলবারা প্রদেশে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সামন্তগণ রাজপুত-কুলের গৌরবরক্ষার্থ উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। রণমদে উন্মত্ত তাতারসৈন্যের সহিত রণকেশরী রাজপুত-বীরগণের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভীমসিংহ নিহত ও চিতোরনগর মুসলমান-হস্তে পতিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

২ উক্ত বংশের জনৈক রাজা। হাম্বীরের পুত্র। ইনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ভীমসিংহ, (রাও) মারবারের জনৈক অধিপতি। ইনি

মারবাড়পতি বিজয়সিংহের পৌত্র ও ভূমসিংহের পুত্র। রাজা বিজয়সিংহকে বারবধূবিলাসে আসক্ত দেখিয়া সামন্তগণ বীর-প্রাণ ভীমসিংহকে সিংহাসনদানে সচেষ্ট করিলেন।

সামন্তগণকে একত্র সমবেত দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা বিজয়সিংহ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রীতিবিধান জন্য স্বয়ং সামন্ত-শিবিরে উপনীত হইলেন। এ দিকে রাও ভীমসিংহ রাটসের সামন্তরাজের সহিত মিলিত হইয়া বারবধূর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক নাগরপথে অগ্রসর হইলেন। এই এখানে তাঁহারা ছাউনী করিলেন। অপরাপর সামন্তগণ সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে বিজয়সিংহ সামন্ত শিবির পরিহারপূর্ব্বক ভীমসিংহের সমাপে উপনীত হইলেন।

তিনি ভীমসিংহকে আশ্বাসবাক্যে ভুলাইয়া সুজাত ও শিউরানি দুর্গের অধিস্বামী করিয়া দিলেন। যুবক ভীমসিংহ মারবাড় সিংহাসন না পাইয়া, ক্ষুদ্র প্রদেশলাভে সন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন।

ভীমসিংহকে দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া রাজা বিজয়সিংহ স্বীয় ঔরসজাত পুত্র জালিমসিংহকে গড়বার প্রদেশের পূর্ণাধিকার প্রদানপূর্ব্বক ভীমসিংহকে মারবাড় হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দিলেন। জালিম পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থ ভীমসিংহকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর, ভীমসিংহ পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে জয়শালমীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই সময় বৃদ্ধ বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই মারবাড় প্রদেশে সামন্ত-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল।

ভীমসিংহ জয়শালমীরে থাকিয়া পিতামহের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে অবিশ্রান্তগতিতে যোধপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এ দিকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ শুভক্ষণে রাজ্যে প্রবেশ করিবেন বলিয়া, মৈরতনামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর ভীমসিংহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নিজ শিরে রাজ-মুকুট শোভিত করিলেন। জালিম সিংহাসনলাভের প্রত্যাশায় অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, ভীমসিংহ তাঁহাকে ধৃতকরণমানসে একদল সেনা প্রেরণ করেন। ভীলারানামক স্থানে উভয় দলে যুদ্ধ হয়। জালিম পরাজিত হইয়া মেবারেশ্বরের শরণাগত হইলেন।

মারবাড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজা ভীমসিংহ, নরপিশাচ সম্রাট্ অরঙ্গজেবের ন্যায় সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার রাজসিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ জানিয়া তিনি প্রথমে স্বীয় পিতৃব্য ও পালকপিতার প্রাণসংহারে ক্রটী করিলেন না। খুল্লতাতগণকে হত্যার পর, তিনি স্বীয় পিতৃব্য-ভ্রাতাগণের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে একে একে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তিনি রাঠোরকুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি গুমানসিংহের পুত্র মানসিংহের হত্যা-মানসে ঝালোর-দুর্গ অবরোধ করিলেন। কএক বৎসর অবরোধে কৃতকার্য্য না হওয়ায় ভীমসিংহ সেনানায়কগণের উপর অবরোধ-ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সামন্তগণ কোনক্রমে মানসিংহকে বন্দী করিতে সমর্থ না হওয়ায় রাজা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হন। এরূপ অবমাননায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সামন্তগণ তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। সামন্তগণের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত এবং মানসিংহকে বন্দি-করণে হতাশ হইয়া তিনি বেতনভোগী বিজাতীয় সৈন্যগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সৈন্য লইয়া তিনি প্রথমে উদাবৎ-সম্প্রদায়ের সামন্তাধিকৃত নিমাজপ্রদেশ ও দুর্গ এবং অন্যান্য সামন্তসমূহের বহুলভূবৃত্তি আত্মসাৎ করিলেন।

নিমাজজয়ে স্পর্দ্ধিত ও উৎসাহিত হইয়া বেতনভোগী সেনাদল পুনরায় ভীমসিংহের অধিনায়কতায় অবিলম্বে ঝালোর নগর অধিকার করিল, কিন্তু স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া মানসিংহ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন। প্রায় একাদশ বর্ষকাল ঝালোর দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মানসিংহ অন্নকষ্ট সহ্য করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবরোধ-কালে ভীমসিংহের মৃত্যু হয়। ১৭৯২-১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

ভীমসিংহপণ্ডিত, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি।

ভীমসেন, ১ জনৈক টীকাকার, ইনি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সুধাসাগরনামে কাব্যপ্রকাশটীকা ও হর্ষদেবকৃত রত্নাবলীর টীকা প্রণয়ন করেন। ২ দুর্গামাহাত্ম্যটীকা-প্রণেতা। ৩ ধাতুপাঠ ও জৈমী ব্যাকরণ-রচয়িতা। রায়মুকুট ও পদ্মনাভ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ বৈদ্যবোধসংগ্রহ-নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়নকর্ত্তা। ৫ সূপশাস্ত্র বা পাকশাস্ত্র-প্রণেতা। ইনি কিরাত-নগরনিবাসী ছিলেন। ৬ যক্ষভেদ। (ব্রহ্মপুরাণ) ৭ জনৈক তান্ত্রিকাচার্য্য। (শক্তিরত্নাকর)

ভীমসেন, জনৈক প্রাচীন নরপতি, তিনি তোরমানের পূর্ব্বে ভারত শাসন করিয়াছিলেন। গুপ্তাক্ষরে লিখিত, ময়ূর-চিত্রাঙ্কিত তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ২ অপর একজন হিন্দু-নরপতি। ইনি ৫২ সম্বতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভীমসেন, (পুং) মধ্যম পাণ্ডব, ভীম। [ভীম দেখ]

২ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।১২২।৫৩) ৩ কর্পূরভেদ। চলিত ভীমসেনীকর্পূর। ইহা বাত-পিত্ত-নাশক, রস ও পাকে মধুর ও শীতল, বৃংহণ, বলকর। (ভাবপ্রকাশ)

৪ জনমেজয়ের ভ্রাতৃভেদ। (ভারত ১।৩ অ°)

৫ পৌরবপ্রাচীন জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ°)

ভীমসেন কবি, দত্তসংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভীমসেন ঠক্কুর, নেপালের জনৈক রাজা।

ভীমসেনের গদা, আলাহাবাদে ৪ খানি শিলালিপিযুক্ত যে সুপ্রাচীন প্রস্তর 'লাট' বিদ্যমান আছে, তাহা স্থানীয় লোকমুখে "ভীমসেন-কা-গদা" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ভীমস্বামিন্ জনৈক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ। রাজা বলবর্ম্মদেব ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন।

ভীমহাস, (ক্লী) ভীমে গ্রীষ্মাদৌ হাসঃ প্রকাশঃ যস্য। ইন্দ্রতুল। চলিত বুড়ির সূতা। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর,—গ্রীষ্মহাস।

ভীমা, (স্ত্রী) ভী-মক্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ রোচনাখ্য গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°) ২ কশা। (শব্দমা°) ৩ নদীবিশেষ।

"কাবেরী বীরকান্তা চ ভীমা চৈব পয়োষ্ণিকা।"

(হারীত প্রথমস্থা° ৭° অ°)

৩ দুর্গাদেবী। চণ্ডীতে লিখিত আছে,—ভগবতী দুর্গা হিমাচলে ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মুনিদিগের ত্রাণের জন্য রাক্ষসদিগকে ক্ষয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ভীমাদেবী' হয়।

"পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° দেবীমা°)

ভীমা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী নদী, সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের অক্ষা° ১৯° ৪´ ৩°´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৪´ ৩°´´ পূর্ব্বে ভীমাশঙ্কর গ্রামের সন্নিকটে উদ্ভূত হইয়া পুণা, আহ্মদনগর, শোলাপুর ও কালাদগী জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে কৃষ্ণানদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

ভীমাকর (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, ইঁহার পুত্রের নাম ইন্দ্রাকর।

"পুত্রো ভীমাকরস্তেন্দ্রাকরশ্চান্যান্তরে সমম্।
তত্রুক্কবস্তত্র তত্র বধং প্রেম্ণো ব্যচিন্তয়ৎ॥" (রাজতর° ৮।১৮২০)

ভীমাগগ্নি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। বেল্লরী জেলা হইতে সন্দুর প্রদেশে যাইতে হইলে, এই পথ দিয়া যাইতে হয়। অক্ষা° ১৫°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩´ পূঃ। এই গিরিপথে যেট্টিনহট্টি নামক গ্রাম অবস্থিত।

ভীমাদি (পুং) ভীম আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা—ভীম, ভীষ্ম, ভয়ানক, বাহু, চরু, প্রস্কন্দন, প্রপাত, সমুদ্র, স্রুব, স্রুক্, দৃষ্টি, রক্ষঃ, শঙ্কু, সুক, মূর্খ, খলতি। (পাণিনি)

ভীমাদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।২১)

ভীমার, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৩´ পূঃ। এখানে চৌহান রাজপুতগণের বাস। পোকর্ণ হইতে বালমের যাইবার পথে অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে।

ভীমাবরম্, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩২১ বর্গ মাইল। উন্দী, বেলপুর, ছিন্নকাপড়ম্, গোষ্ঠা নদী ও অকবীড়ু প্রভৃতি কতকগুলি খাল ও প্রণালী ইহার মধ্যে বিস্তৃত থাকায়, এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বীরবাসরম্ নগর এখানকার প্রধান স্থান। এতদ্ভিন্ন ভীমাবরম্, উন্দী, অকুবীড়ু ও গুণুপুড়ী প্রভৃতি নগরে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

ভীমাবরম্, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শৃঙ্গার-আয়কোণ্ডার পবিত্র দেবতীর্থের ব্যয়ভার বহনের জন্য এই গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গণ্ডশৈলের উপর অগস্ত্যমুনির প্রতিষ্ঠিত একটী বিষ্ণুমন্দির এবং অপর একটী গুহা বিদ্যমান আছে। এই গুহার সম্মুখদেশে একটী ভীষণাকার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে নারসিংহস্বামীর (বিষ্ণুমূর্ত্তি) উদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভীমাশঙ্কর, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটী শিবমন্দির। পশ্চিমঘাটশৈলের চূড়াদেশে ভীমা নদীতীরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের ইহা একটী প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানকার প্রাচীন ভগ্নমন্দিরের পরিবর্ত্তে নানাফড়নবিশ মহাদেবের উদ্দেশে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার বিধবা পত্নীও এই মন্দিরের চূড়াদেশ শোভিত করিয়া যান। এখানে দুইটী কুণ্ড আছে। তন্মধ্যে একটী ভীমা নদীর উৎপত্তিস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে এখানে এইরূপ একটী পৌরাণিকী কিংবদন্তী শুনা যায়,—অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজা ভীমক মৃগয়া-কালে না জানিয়া হরিণরূপী দুই ঋষিকে নিহত করেন। রাজা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। দেবাদিদেব তাঁহার তপশ্চর্য্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন।

ত্রিপুরাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহেশ্বর তৎকালে শ্রান্তিদূর করিতেছিলেন, তাঁহার কপালদেশ ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া ভীমক সেই কপালদেশনিঃসৃত ঘর্ম্মরাশি হইতে সর্ব্বলোকহিতকর এক সরিদ্বরার প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ভামা নদী উদ্ভূত হইল। প্রতিবৎসর শিবরাত্রি-উপলক্ষে এখানে একটী যাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে। •

ভীমেশ (ক্লী) শৈবতীর্থভেদ, এইস্থলে ভীমেশ নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন।

ভীমেশ্বর (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত শৈব তীর্থভেদ।

ভীমেশ্বর তীর্থ, বিদর্ভরাজ ভীম কর্ত্তৃক স্থাপিত শৈবতীর্থ-বিশেষ। এখানে ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। (তাপীখণ্ড)

ভীমেশ্বর ভট্ট, রসসর্ব্বস্ব নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণেতা। রঙ্গ-ভট্টের পুত্র।

ভীমৈকাদশী (স্ত্রী) ভীমেন উপোসিতা একাদশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী। এই একাদশীর ব্রত সকলের করা কর্ত্তব্য। এই একাদশীর ব্রত করিলে অনায়াসেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। ভীম একাদশীর সম্বন্ধে খনার একটী বচন এইরূপ প্রচলিত আছে,—

"শোয়া উঠা পাশমোড়া,
তার মাঝে ভীমে ছোড়া।
পাগলার চোদ্দ পাগলীর আট
এই করিয়ে তোরা জনম কাট।"

বৈষ্ণবমতে, জীবনে যদি কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং ভীম একাদশী, শিবচতুর্দ্দশী ও মহাষ্টমী এই কয়টী ব্রতানুষ্ঠান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে। দশমীর দিন সংযম করিয়া একাদশীর দিন উপবাস এবং দ্বাদশীর দিন পারণ করিতে হয়।

"ততঃ পুণ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপপ্রণাশিনীম্।
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছেদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
ভীমতিথিং ভৈমীঞ্চেন খ্যাতামেকাদশীং॥"
(একাদশী তত্ত্ব)

একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন বিষ্ণুপূজা করিতে হয়, ইহা ভীম দ্বাদশী নামে খ্যাত। এই ব্রতের বিধান মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভীমোত্তর (পুং) কুষ্মাণ্ড।

ভীমোদরী (স্ত্রী) উমা, দুর্গার নামভেদ।

ভীমোরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য, ভীমোরা নগর ইহার রাজধানী। অক্ষা° ২২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ১৭´ পূঃ।

ভীর (পুং) জাতিভেদ। [আভীর দেখ]

ভীররায়, ভাটীয়ার জনৈক হিন্দুনরপতি। ১০০৬ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মামুদ ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন।

ভীরু (ত্রি) বিভেতীতি ভী-ক্রু (ভিয়ঃ ক্রুক্লুকনৌ। পা ৩।২।১৭৪) ১ ভয়শীল। পর্য্যায়, ভয়দ্রু, ভীরুক, ভীলুক, ভীলু।

"তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে॥" (মনু ৭।৬২)

(স্ত্রী) ২ ভয়শীলা স্ত্রী, ভয়প্রকৃতিকয়া। (অমর) ৩ শতাবরী। (ধরণি) ৪ কণ্টকারী। (শব্দচ°) ৫ শতপদিকা। (শব্দরত্না°) ৬ অজা। ৭ ছায়া। (রাজনি°) (পুং) ৮ শৃগাল। ৯ ব্যাঘ্র। (রাজনি°) ১০ ইক্ষুভেদ। ইহার গুণ—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, স্বাদু, অবিদাহী ও গুরু। (রাজব°)

ভীরুক (ক্লী) ভীরু-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ বন। (শব্দরত্নাবলী) (পুং) ২ পেচক। ৩ ইক্ষুভেদ। (ত্রি) বিভেতীতি ভী-(ভিয়ঃ ক্রুকন্। উণ্ ২।৩১) ইতি ক্রুকন্। ৪ ভয়যুক্ত, কাতর। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

ভীরুকচ্ছ (পুং) ভরুকচ্ছের পাঠান্তর। ভরোচ প্রদেশ।
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫১)

ভীরুচেতস (ত্রি) ভীরু ভয়শীলং চেতো যস্য। ভীরু-হৃদয়। ২ ভয়শীল চিত্ত।

ভীরুণ (ত্রি) ভয়াবহ।

ভীরুতা (স্ত্রী) ভীরুণাং ভাবঃ তল্-টাপ্। ভীরুত্ব, ভয়-শীলত্ব। ভীরুর ভাব বা ধর্ম্ম।

ভীরুপত্রী (স্ত্রী) ভীরূণীব পত্রাণ্যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শতমূলী। (অমর)

ভীরুরন্ধ্র (পুং) ১ ভয়জনক রন্ধ্র। ২ হাপর।

ভীরুষ্ঠান (ক্লী) ভীরূণাং স্থানং 'অম্বাদেঃ স্থঃ' ষত্বং। ভীরুদিগের স্থান।

ভীরুসত্ত্ব (ত্রি) ভয়শীল চিত্তযুক্ত।

ভীরুহৃদয় (পুং) ভীরু হৃদয়ং যস্য। হরিণ, মৃগ। (জটাধর)

ভীরূ (স্ত্রী) ভীরু (ঊঙুতঃ। পা ৪।১।৬৬) ইতি ঊঙ্। ভয়শীলা নারী। (অমরটীকা ভরত)

ভীল, মারবাড়ের আদিমনিবাসী বন্য ও পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। রাজপুতানার আরাবল্লী শৈলমালা হইতে সিন্ধু ও রাজপুতানার মরুভূমি এবং খান্দেশ ও আহ্মদাবাদের বন ও কুঞ্জপুঞ্জে ভীলদিগের বাস দেখা যায়।

অনেকেই এই ভীলদিগকে ভারতীয় আদিম জাতিগণের

অন্যতম বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহারা ভিল্ল, কাহার মতে ভীর ও আভীরনামেও প্রথিত হইয়াছে। আভীর নাম শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, এখন যাহারা 'আহীর' গোয়ালা বলিয়া গণ্য, তাহারাই আভীর। [আহীর শব্দ দেখ।] পার্ব্বত্য দুর্দ্দান্ত ভীলগণ সেই জাতি হইতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যদর্পণের "আভীরী শাবরী-চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।" অর্থাৎ কাষ্ঠজীবীরা আভীরী ও পত্রোপজীবীরা শাবরী ভাষায় কথা কহিবে। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে আভীরদিগের বন্য-কাষ্ঠ-সংগ্রহই উপজীবিকা ছিল, এখনও সর্ব্বত্রই ভীলদিগের মধ্যে এই বৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু গোপজাতীয় আহীরদিগের মধ্যে এ প্রথা নাই। আভীরেরাই কালে ভীর ও তাহা হইতে চলিত ভীলনাম লাভ করিয়াছে, এইরূপ কাহারও বিশ্বাস। যদুবংশ-ধ্বংসের পর যখন অর্জ্জুন গুজরাত হইতে কৃষ্ণ-বনিতাগণকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিতে ছিলেন, তৎকালে পথে আভীরদস্যুগণই মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই আভীরেরাই বর্ত্তমান ভীলদস্যু-গণের পূর্ব্বপুরুষ। মহাভারতকালে তাহাদের যেরূপ উপ-জীবিকা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহারা 'ভিল্ল' নামক অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। [ভিল্ল দেখ।]

টলেমি এই ভীলদিগকেই ফিল্লিতী (Phyllitæ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণরচয়িতা ডাক্তার কল্ড-ওয়েল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীয় 'বিল' অর্থাৎ ধনু হইতে ভিল্ল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পশ্চিম ভারতে এই ভীল সম্বন্ধে নানা প্রবাদ শুনা যায়। একটী প্রবাদ আছে—একদিন মহাদেব এক নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পীড়িত হইয়া পড়েন। অকস্মাৎ এক ষোড়শী রূপসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মনো-মোহিনার রূপদর্শন মাত্রেই মহাদেবের সকল রোগ দূর হইল। সেই অপূর্ব্ব সম্মিলনে কএকটী সন্তান জন্মিল। তন্মধ্যে একজন অতি কুরূপ ছিল। একদিন সে ক্রোধবশে মহাদেবের প্রিয় বৃষটাকে মারিয়া ফেলে। তজ্জন্য সে নিবিড় জঙ্গলে ও জনমানব-হীন গিরিপ্রদেশে বিতাড়িত হইল। তাঁহারই সন্তানেরা সমাজ বাহ্য ভীলজাতি। তাহারা এখনও 'মহাদেবের চোর' বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়া থাকে।

এই বন্য জাতির তীরচালনে অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। এই জন্য একটী প্রবাদও আছে যে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য একজন ভীলরাজের অপূর্ব্ব ধনুচালনা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহার ও তাহার প্রজাবৃন্দের দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন।

পশ্চিম ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে ভীলদিগকে দেখা যায়। তাহাদিগের আদিবাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা মেবার কি মরুদেশ (যোধপুর) উল্লেখ করিয়া থাকে। সমস্ত রাজপুতনা এক সময় তাহাদেরই অধিকারে ছিল। এখনও কোন কোন রাজপুতরাজের সিংহাসনারোহণকালে ভীলসর্দ্দার আসিয়া রাজটীকা না দেখিলে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সিদ্ধ হয় না।

বহুকাল হইতে দস্যু ও ক্রূরপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা সাহসী, বীর ও বিশ্বাসী। যেমন আততায়ীর উপর মহারোষ, তেমনি শরণাগত ও আশ্রয়দাতার প্রতি অনুরক্ত, এমন কি, প্রাণ দিয়াও আশ্রিতের মঙ্গলবিধানে তৎপর। যে সকল নিবিড় বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে ভীত হয়, ইহারা সেই সকল দুর্গম বনজঙ্গলের অলিগলির সন্ধান বলিতে পারে, দুরারোহ গিরিমালার মধ্যে সুগম পথ জানিয়া রাখে, দুর্গম পথ ও গিরিমালার সানুদেশে অনায়াসেই বিচরণ বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। রাজপুতেরা এই জাতিকে বন্য-পশুর ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ কর, রাজপুত-প্রভুর জন্য এই জাতির আত্মোৎ-সর্গের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে। দুর্দ্দান্ত, অবাধ্য ও মহাত্যাচারী হইলেও ইহারা বিশ্বাসঘাতক বা দীনদুঃখীর উৎপীড়ক নহে। বরং দেখা গিয়াছে যে, ভীল-ডাকাতেরা বড় বড় রাজপুরুষ ধনী গৃহস্থের বহু বিত্ত লুট করিয়া আনিয়া দীন দরিদ্রসেবায় ব্যয় করিতেছে।

পুরুষের যেমন পরস্বাপহরণ ও দস্যুত্যায় আমোদ, ইহাদের রমণীগণের সেইরূপ পরোপকারে যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হয়। পুরুষেরা যেরূপ নির্দ্দয়, রমণীরা সেইরূপ দয়াময়ী ও মানময়ী। কেহ ভীলের করালকবলে পতিত হইলে, ভীলরমণীর কৃপা-ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর রক্ষার উপায় নাই। ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টিরক্ষাকৌশল! কত শত অসহায় পথিক ভীলের হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, কিন্তু ভীলরমণীর করুণায় তাহারা অনায়াসে প্রাণলাভ করে এবং অনেক সময় তাহাদের সাহায্যে সুদূর দুর্গমপথ পথিকের পক্ষে সুগম হইয়া থাকে।

ভীলদিগের তীর ও ধনুকই জাতীয় অস্ত্র। সর্দ্দার বা প্রধানেরাই কেবল অসি ধারণ করে। তাহাদের কেশজাল পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, দেহ অপরিষ্কার, নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব, অথচ বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। রমণীগণ খর্ব্বাকায় ও দেখিতে কদর্য্য। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পদাঙ্গুলি হইতে জানু পর্য্যন্ত

পিত্তলের কড়া পরিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই মদ্যপ্রিয়। গো ও শূকর ভিন্ন অপর কোন মাংস খাইতে তাহাদের আপত্তি নাই। কোন উৎসবের সময় সকলেরই প্রচুর মদ্য ও একটু একটু মাংস চাই, নহিলে কোন উৎসবই সুসম্পন্ন হয় না। মদের ছড়াছড়িতে অনেক সময় উৎসবের আমোদে মহাবিবাদের সূত্রপাত ও দারুণ রক্তপাত ঘটিয়া থাকে। এই এই রণপ্রিয় জাতি সামান্য উত্তেজনায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া থাকে। গোহরণ ও স্ত্রীহরণ ঘটিলে মহাশাস্তি দিবার জন্য বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। কোন ভাল বাগ্‌দত্তা ভীলকন্যা লইয়া পলায়ন করিলে, কন্যার পিতৃপক্ষের সহিত অপর পক্ষের নিদারুণ বিবাদ ঘটিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না অপর পক্ষের নিবাসভূমি ভস্মরাশিতে পরিণত ও বহু লোকের প্রাণ বিসর্জ্জিত হয়, ততকাল আর বিবাদের শান্তি হয় না।

শীত ও বর্ষার সময় এই জাতি অনেকটা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, কিন্তু শস্যাহরণের পর ও শস্যবপনের পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে ইহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মদ্যপানে বিভোর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া পরস্পর লুটপাট আরম্ভ করে। তৎকালে সেই সকল ভৈরবমূর্ত্তির সম্মুখীন হয় কার সাধ্য! এই সময় অনেক গ্রামে ভীল রক্তস্রোত বহিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি শত্রুদমন করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করে, ভীলসমাজে সে অতি সম্মানিত এবং রমণী-সমাজে তাহার বীরত্বকাহিনী গীত হইয়া থাকে। এরূপ বীরপুরুষকে পাইবার জন্য সকল ভীলকুমারীই কামনা করে।

অনেক সময়েই ভীলকুমারীগণ ২০।২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে। পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য কোন চেষ্টাই করে না। চেষ্টা করিবারও যো নাই; তাহা হইলেই অপরে কন্যার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবে। কন্যার পিতৃবন্ধুগণই ঘটকালি করিয়া থাকে। প্রায় বরপক্ষের নিকট হইতেই বিবাহের প্রস্তাব আসে। কন্যার পিতার পছন্দ হইলে সম্মতি দেওয়া হয়। তখন বরের পিতা দুই পাত্র মদ লইয়া একটা বড়গাছের ছায়ায় অথবা গ্রামের মধ্যস্থ একটী স্নিগ্ধ স্থানে আসিয়া বসে, কন্যার পিতা ও তাহার বন্ধু আসিয়া তথায় মিলিত হয়। বরের পিতা কন্যার পিতাকে কত পণ দিবে, তাহা এখানে ঠিক করা হয়। ত্রিশ টাকা হইতে বাইট টাকার মধ্যেই পণ ধার্য্য হয়। দেনা পাওনা চুকিলে বরের পিতা কতকগুলি ধাক (ধাতকী) পাতা লইয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করে ও তাহাতে দুই আনার পয়সা রাখিয়া সেই ঠোঙ্গাটী মদের পাত্রের উপর চাপা দেয়। তখন কন্যার ভাই কিংবা অপর কোন বালক সেই দুই আনা পয়সা লইয়া ঠোঙ্গাটী উল্‌টাইয়া ফেলে। এইরূপে 'সগাই' বা বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়। পরে সকলে পাত্রস্থ মদ্য পান করে। তৎপরে কন্যার পিতা একটী ছাগ মারিয়া বর ও বরের পিতাকে খাওয়াইয়া থাকে। ইহার পর সকলে ঘরে ফিরিয়া আসে।

বাগ্‌দানের ৫।৬ মাস পরে বিবাহের আয়োজন চলিতে থাকে। বরকর্ত্তা কন্যার জন্য একখানি সাড়ী, একটী অঙ্গরাখা ও একটী কোমরবন্ধ পাঠাইয়া দেয়; কন্যাও সেইগুলি পরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়। কন্যার পিতার সঙ্গতি থাকিলে একটী মহিষ কাটে ও দরিদ্র হইলে ছাগ মারে। বর ও বরপক্ষীয়দিগকে এবং গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দেওয়া হয়। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ চারি আনা পয়সা লইয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়া দেন। বরকর্ত্তা চুক্তি টাকার অর্দ্ধেক নগদ এবং বাকী অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে একটী বলদ অথবা অপর কোন কিছু কন্যাকর্ত্তাকে দিয়া ফেলে। নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে বর হরিদ্রা-রঞ্জিত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কুটুম্ব সহ কন্যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কন্যাকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন ও বাদ্যকরাদি সহ আসিয়া গ্রামের সীমা হইতে বরের কপালে কুঙ্কুমের 'তিলক' দিয়া বর ও বরপক্ষীয়দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসে। গ্রামের ভিতর আসিয়া সকলে একটা সুচ্ছায় বৃক্ষতলে অথবা অপর কোন মনোরম স্থানে বিশ্রাম লাভ করে। কন্যাকর্ত্তা ঘরে যায়, বরকর্ত্তাকেও এ সময় প্রথামত কিছু খরচ করিতে হয়।

বিবাহের দিনে অপরাহ্নে কন্যার পিতৃগৃহে একটী মহাভোজ হয়। বরকন্যার প্রথম বিবাহনিশি-যাপন জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকে। বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় সকলে অতিরিক্ত মদ্যপানে মাতাল হইয়া পড়ে। পরদিন প্রাতে কন্যার পিতা যৌতুক স্বরূপ কন্যাকে একটী বলদ অথবা তাহার অভীপ্সিত দ্রব্য প্রদান ও বরের পিতাকে একটা পাগড়ী দিয়া বিদায় করে।

ভীলদিগের মধ্যে ৬০টী শ্রেণী বা থাক আছে। স্বশ্রেণী মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

ইহাদের মৃতের উদ্দেশে নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত আছে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রথমে একখানি সাদা কাপড় দিয়া শব ঢাকিয়া রাখে, তাহার পার্শ্বে ময়দা ও চিনি দধিতে লিপ্ত করিয়া রাখা হয়, ইহাই তাহার পরলোক যাত্রার খোরাক। শবদেহ দাহের পর সেই বস্ত্রাদি নিকটস্থ জলাশয়ে ও দাহভূমির উদ্দেশে একটী পয়সা ফেলিয়া দেয়। তিন দিন পরে চিতাভস্মও জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং মৃতের

স্মরণার্থ একটী পাথর খাড়া করা হয়। মৃতের উপস্থিত আত্মীয় কুটুম্বেরা স্নানান্তে ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া সেই পাথরের উপর জল সেচন করে। দ্বাদশদিনে মৃতের নিকট ও দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ দেওয়া হয়, ঐ দিন কাঁধকাটা-দিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে। এই জন্য এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নাম 'কাট'। মৃতের উত্তরাধিকারী অবস্থাপন্ন হইলে এই কাটের জন্য দুই তিন শত টাকার মদ্য খরচ করে। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সমস্ত দিনই 'অরদ' নামে একপ্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভোপা বা গ্রামের ডাইনঝাড়া ওঝা আসিয়া একখানি পিঁড়িতে বসে, সম্মুখে রেকাব ঢাকা দিয়া একটা মাটির হাঁড়া রাখে। দুই জন ভীল ঢাকের কাঠী লইয়া সেই হাঁড়া বাজাইতে থাকে ও গাইতে থাকে। এইরূপ বাজাইতে বাজাইতে ভোপার শরীরে প্রেতাবেশ হয় ও প্রেতের যাহা ইচ্ছা, তাহা চাহিতে থাকে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রেত প্রায় ঘৃত দুগ্ধাদি চাহে এবং সে যে কথা বলিয়া মরিয়াছে, ভোপার মুখ দিয়া সেই কথা উচ্চারণ করে।

চাহিবামাত্র ভোপাকে সেই জিনিস দেওয়া হয়। ভোপা তাহার ঘ্রাণ লইয়া পার্শ্বে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু অপঘাত বা অস্বাভাবিক উপায়ে কাহারও মৃত্যু হইলে, ভোপা প্রায়ই তীর ধনুক অথবা বন্দুক চাহিয়া বসে। কোথাও যেন আগুন দিতে চলিয়াছে অথবা যেন মহা যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ ভাবে ভোপা চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। মৃতের পূর্ব্ব-পিতৃগণকেও ভোপা আহ্বান করে এবং তাহাদের প্রীত্যর্থেও উপহার দিয়া থাকে। ভোপার কাজে সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় ভীল-যোগী আসিয়া হাজির হয় ও নানা তুক-তাক করিতে থাকে। প্রথমেই তাহার ১২ সের আটা ও ৫ সের জনারের ময়দা চাই। শবের খাটিয়ার সম্মুখে সেইগুলি রাখিতে হয়। যোগী সেই ময়দার উপর একটী পিতলের ঘোড়া, তাহার চারিপার্শ্বে কএকটী পয়সা ও কএকগাছি তীর পুতিয়া ফেলে। ঘোড়ার সম্মুখে দুইটী শূন্য কলস, একটীর মুখ লাল ও অপরটীর শ্বেত বস্ত্রে জড়াইয়া পরে ঘোড়ার গলদেশে একগাছি দড়ি দিয়া বাঁধে। পরে যোগী মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মৃতের পূর্ব্ব পুরুষগণকে আহ্বান করে ও যোগীর আদেশ মত মৃতের বংশধর পিতৃপুরুষগণের পরিতৃপ্তির জন্য উপহার দিয়া থাকে। এই যোগীকেও একটী গাই দিতে হয়। তাহার প্রার্থনামত যোগী চরু প্রস্তুত করিয়া মৃত্তিকায় একটী গর্ত্ত করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ঢালিয়া দেয়। সেই গর্ত্ত মধ্যে এক পাত্র মদ ও একটী পয়সা দিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত ভরাট করিয়া ফেলে। ইহার পর মুখাগ্নিদাতা যোগীকে সাধ্যমত উপহার দেয়; মৃতের আত্মীয়েরাও অবস্থা মত মুখাগ্নিদাতাকে উপহারাদি দিয়া থাকে। অবশেষে আত্মীয় কুটুম্ব সকলে মিলিয়া প্রচুর মদ্য পান ও নৃত্যগীত আরম্ভ করে। তৎপরদিন গ্রামস্থ সকলকে লইয়া মহা-ভোজ হয়। এই মহাভোজ সুসম্পন্ন হইবার জন্য কোন আত্মীয় চাউল, কেহ ঘৃত, কেহ বা অপর দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। মৃতের জামাতাকেই সচরাচর একটা মহিষ দিতে হয়। সে না দিলে, মৃতের শ্যালক বা ভ্রাতা সরবরাহ করিয়া থাকে।

মৃতের বিধবা পত্নীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি স্বামার ঘর করিবে না পিত্রালয়ে যাইবে, অথবা 'নাত্‌রা' বা পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। তাহার পত্যন্তরগ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে সে বলিবে, বাপের বাড়া যাইব। মৃতের ছোট ভাই থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া বলিবে যে, এ আমার, ইহাকে আর কাহারও ঘর করিতে দিব না। এই বলিয়া সে বিধবার নিকট গিয়া স্বীয় অঙ্গাবরণ লইয়া বিধবার মাথায় ঢাকা দিবে। তখন হইতেই সে তাহার দেবরের স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে, দেবরও তখনই তাহাকে আদর করিয়া নিজগৃহে আনিবে। অষ্টাহ পরে অশৌচ কাল গত হইলে সেই স্ত্রী হাতের শাঁখা বা বালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ও তৎপরিবর্ত্তে নবপতি-দত্ত শাঁখা বা বালা হাতে দিবে। তখন 'নাতরা' বা পুনর্ব্বিবাহ পাকা হইবে। স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর মাত্রেই যে ভ্রাতৃপত্নীকে রাখিতে বাধ্য, তাহা নহে। তবে মৃত ভ্রাতার পত্নীগ্রহণ ভীলের মধ্যে সম্মানের চিহ্ন, এই জন্য অল্পবয়স্ক দেবরও বর্ষীয়সী ভ্রাতৃবধূকে ছাড়িতে পারে না। দেবর না থাকিলে 'কাটু' হইবার অষ্টাহ পরে, পিতা বা কোন আত্মীয় আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। দুই এক মাস সে পিতৃগৃহে থাকে। তৎপরে পিতার আদেশমত অপর কোন পুরুষের সঙ্গে নাতরা হয় অথবা সে আপন ইচ্ছায় পলাইয়া গিয়া কোন যুবার সঙ্গে বাস করে। ভীলেরা রমণীর সম্মান রাখিতে জানে। সুতরাং যাহার গৃহে যুবতী গিয়া আশ্রয় লয়, প্রাণ থাকিতে আর সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিধবা আপন ইচ্ছায় যে কোন পুরুষকে বরণ করিতে পারে; কিন্তু পিতার স্বশ্রেণীর কাহাকেও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না।

পিতা বিধবা কন্যাকে নাতরা বা অপরের সঙ্গে বিবাহ দিলেই বিধবার পূর্ব্ব-স্বামীর বংশধর সেই পিতার সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত করে ও ক্ষতি-পূরণ চাহিয়া বসে। প্রথমেই সে বিধবার পিতাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া দিবে। অনন্তর পঞ্চায়ত বসিবে। পঞ্চায়তের আদেশে কন্যার পিতা প্রায় ৫০ হইতে ২০০ টাকা উত্তরাধিকারীকে দিতে বাধ্য হয়। এ দিকে সেই পিতা 'নাত্র'কারী জামাতার কাছে সেই

ক্ষতিপূরণের টাকা চাহিয়া বসে। জামাতা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সেই পিতা গিয়া জামাতার ঘর পুড়াইয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত না টাকা পাইয়া পিতা সন্তুষ্ট হয়, ততক্ষণ ঘোরতর বিবাদ, কখন বা ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু বিধবা, পিতা অথবা আত্মীয়ের সম্মতি না লইয়া যদি অপর কোন পুরুষের কাছে পলাইয়া যায়, তাহা হইলে মৃতের উত্তরাধিকারী সেই পুরুষকে আসিয়াই আক্রমণ করে ও তাহারই নিকট হইতে টাকা লয়।

যদি কোন অবিবাহিতা অদত্তা কন্যা কাহারও প্রেমে পড়িয়া তাহাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হয়, অবিলম্বে তাহার পিতা বা আত্মীয়েরা তাহাদের সন্ধান লইতে থাকে, সন্ধান পাইলে সেই যুবকের আর নিস্তার নাই। কন্যার আত্মীয় স্বজন গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া দিবে। যদি তাহাতে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সুবিধা মত সেই গ্রামের যে কোন ঘর পুড়াইয়া চলিয়া আইসে। সেই গ্রামবাসীরাও আবার তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। এইরূপে কিছু দিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। শেষে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হয়। তাহারা কন্যাহরণকারীর নিতান্তপক্ষে একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেয়। নিষ্পত্তির সময়ে প্রথমে মাটীতে একটা গর্ত্ত কাটে ও তাহা জল দিয়া পূর্ণ করা হয়। পরে কন্যার পিতা ও কন্যার পতি উভয়েই জলে এক একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করে, সেই সঙ্গে তাহাদের ঝগড়াও মিটিয়া যায়। অবশেষে পঞ্চায়ত সেই জামাতার ব্যয়ে উদর পূরিয়া মদ্যপান করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করে।

যদি কোন বাগ্‌দত্তা কন্যা অপর পুরুষের সঙ্গে পলায়ন করে, তাহা হইলে যাহার সহিত তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল সেই ভাবী পতি অবিলম্বে তীরধনুক লইয়া সেই কন্যাহরণকারীকে মারিয়া ফেলে, তাহার ও কন্যার পিতার ঘর জ্বালাইয়া দেয়। উভয় পক্ষে এই রূপে বৎসরাবধি বিবাদ চলিতে থাকে। এমন কি, শেষে উভয় পক্ষীয় গ্রামবাসী সমস্ত ভীল একত্র হইয়া পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হইলে পর, সেই বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। আবার যদি কোন যুবা কোন ভীলকুমারীর রূপে মজিয়া তাহাকে কামনা করে ও সেই কুমারী যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি না হয়, তাহা হইলে সেই যুবক গ্রাম মধ্যে বলিয়া বেড়ায় যে, সে সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আর কে হতভাগা তাহাকে লইবে? তখন পঞ্চায়ত বসিবে, সেই যুবকের বিচার চলিবে। কুমারী বিবাহ করিতে সম্মত হইলে প্রথমে যে টাকা লাগিত, এখন তাহার দ্বিগুণ পণ লইয়া কন্যার পিতা সেই যুবককেই কন্যা প্রদান করিবে।

যদি কাহারও স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া পর পুরুষের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার পতির ও পতির বন্ধুবর্গের ক্রোধের সীমা থাকে না। তাহারা সকলে মিলিয়া সেই পরস্ত্রীগামী যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের প্রায় সমস্ত ঘর জ্বালাইয়া দিবে। এ সময়েও পঞ্চায়ত বসিবে। বিচারকালে পঞ্চায়তের পরিতৃপ্তির জন্য পরস্ত্রীগামীকে প্রচুর মদ্য লইয়া হাজির থাকিতে হইবে। পতি প্রায় স্ত্রীকে ফিরিয়া পায়, কিন্তু সেই পরপুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে আর গ্রহণ করে না, যাহার ঔরসে জন্ম, সেই পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। যদি সেই পুরুষ তাহার প্রণয়িনীকে ছাড়িয়া দিতে না চায়, তাহা হইলে তাহার পতিকে প্রায় দুই শত টাকা খেসারত দিতে হয়।

মৃতপুরুষের স্মরণার্থ ভীলগণ একখানি প্রস্তরফলক প্রস্তুত করে, সেই ফলকে সচরাচর হস্তে তরবারি ও বর্ম্ম ঢাল শোভিত একটী অশ্বারোহী মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, কখন বা অসি কবচভূষিত পদাতিক মূর্ত্তিও রাখা হয়। কোন বালকের মৃত্যু হইলে তাহার স্মারক প্রস্তর-ফলকে মানব-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটী বৃহদাকার চক্রধর সর্পমূর্ত্তি আঁকা হইয়া থাকে। মৃত স্ত্রীলোকদিগের জন্য কখন কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত হয় না। গো ভিন্ন অপর কোন পশুর মাংস ভীলেরা অখাদ্য মনে করে না, এমন কি, মৃত উষ্ট্রমাংসও ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন যাজক বা পুরোহিত নাই; চামারদিগের গুরুই ইহাদের গুরু, সে গুরুও অতিনিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গুরুরা কখন চেলা রাখে না, তাহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গুরু করিয়া থাকে। প্রধান গুরুর আখ্যা 'কমরিয়'। মাতাজী ও দেবী ভবানী ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহাদের মধ্যে অণ্ডু ও গুগাজীনামক চোহান বীরের পূজাও প্রচলিত দেখা যায়। গুগাজীর কখন অশ্বারোহী কখন বা সর্পমূর্ত্তির পূজা হয়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশেরও কোন কোন জেলায় ভীল দেখা যায়। তাহারা রাজপুতানায় মরুভূমি বা পর্ব্বতবাসী ভীল অপেক্ষা অনেকটা শান্ত বা শিষ্ট। সকলেই প্রায় বন হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ভীলেরা বলে যে, রোহিলখণ্ডে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজত্ব করিত, রাজপুতেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। আহ্মদনগর ও নাসিকবাসী ভীলদিগের আচার ব্যবহার ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত, তাহারা সকলেই গ্রাম্য মহত্তরের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অপরাধীর দণ্ড বিধান ও সামাজিক বিবাদের মীমাংসা ইত্যাদি গ্রাম্য মহত্তরের হাত। ইহারা সকল হিন্দুদেবদেবীকেই মানিয়া চলে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ইহারা কুণবী জাতি অপেক্ষা নিম্ন

শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। মৈবার ভীলদিগের মধ্যে রুদ্র ও কালীর ভীষণমূর্ত্তির পূজা, পশুবলি, সুবিধা মত নরবলিও প্রচলিত আছে। রাজপুতানার কোন স্থানে 'পুলিন্দদেবী' নামে ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতার প্রতিমা দৃষ্ট হয়।

ভীলদিগের সর্দ্দারেরা নায়ক বা নায়কড়া নামে পরিচিত।*

ভীলগড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

ভীলড়ীগড়, গুজরাতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে কচ্ছবাহ ভীলগণের রাজধানী ছিল। মতান্তরে ভীলড়ীয়া বাঘেলাগণ এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে এখানে ডাভীশাখাভুক্ত রাজপুত জাতির প্রতিষ্ঠা হয়।

ভীলবাড়া, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী ভূভাগ, কএকটী সামন্তরাজ্য লইয়া গঠিত। ইহাই ইংরাজরাজ-নির্দ্দিষ্ট ভীল বা ভোপাবর এজেন্সী, ভারতরাজ-প্রতিনিধির অধীনস্থ জনৈক রাজকীয় কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর স্থিত এই পার্ব্বত্য ভূভাগ ধর, ভক্ত-গড়,ঝাবুয়া, আলিরাজপুর, জোবাট, কাটিবাড়, রত্নমল্ল,মঠবার, দাহী, নিমখেরা, বড়বখেরা, ছোট বখেরা, কচ্চীবরোদা, ধোত্রা, মুলতান, ধনগাঁও ও কালী-বাওরী নামক ১৭টী সামন্ত রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল; পরে বক্তাণী, যমুনিয়া, রাজগড়, কোটহিদে, গড়হী, ছাট কস্‌রাবাদ, চিকৃতিয়াবাড় ও ভক্তদপুর সামন্তরাজ্য এবং হোলকর, সিন্দে ও ইংরাজাধিকৃত কএকটী জেলা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গুলি পূর্ব্বে ভীল-বাড়ার অধীন (Deputy Bhil Agency) ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই হিন্দু।

ভীলবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কৃষ্ণনদীর বামকূলে অবস্থিত।

ভীলা, দক্ষিণ ব্রহ্মের মর্ত্তবান উপসাগরস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি ও পাগোদা (মন্দির) সমূহ সম্রাট্ অশোকের কার্ত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়া থকে।

ভীলভূষণা (স্ত্রী) ভূষয়তীতি ভূষ-কর্ত্তরি ল্যু, টাপ্, ভীলানাং ভূষণা। গুঞ্জা। (রাজনি•)

---

* ভীল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Rajputana Gazetteer. Bombay Gazetteer, Malcolm's Central India, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV,pp, I. pp 347-388, Indian Antiquary, Vol. IV, p. 386-838, Dr Oppert's Original Inhabitants of India, pp. 79-85 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ভীলু (ত্রি) বিভেতীতি ভী-ক্রু। ভয়শীল। (শব্দরত্না•)

ভীলুক, (পুং) বিভেতীতি ভী-(ভিয়ঃ ক্রুক্রুকনৌ। পা ৩।২।১৭৪) ভীরু ভয়শীল।

"এতদেবাদিনিমিত্তং নঃ কিমন্যেনাধ্বভীলুকঃ।
যত্ত্বমস্মাদিরানীতঃ কাকশঙ্কী পদে পদে॥
(কথাসরিৎসা• ৩২।৫২) ২ ভল্লুক। (শব্দরত্না•)

ভীষক, (ত্রি) ভীষয়তে ভী-ণিচ্ যুক্ ণ্বুল্। ভয়কারক। (হেম)

ভীষটাচার্য্য, জনৈক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রপ্রণেতা। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভীষণ, (পুং) ভীষয়তে ইতি ভী-ণিচ্ (ভিয়ো হেতু ভয়ে-যুক্। পা ৭।৩।৪০) ইতি যুক, ভীষিধাতুস্ততো নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। ভয়ানকরস। (ভরত) ২ কুন্দুরুক। ৩ কপোত। ৪ হিন্তাল। (রাজনি•) ৫ শিব। ৬ শল্লকী। (ক্লী) ৭ ভয়োৎপাদন।

"ব্যসনং ভেদনঞ্চৈব শত্রূণাং কারয়েত্ততঃ।
কর্ষণং ভীষণঞ্চৈব যুদ্ধে চৈব বলক্ষয়ম্॥" (ভারত ১৫।৭।৪)
(ত্রি) ৮ গাঢ়। ৯ দারুণ। (মেদিনী)

ভীষণক, (ত্রি) ভয়োৎপাদক।

ভীষা, (স্ত্রী) ভী-ণিচ্, যুক অঙ্। ১ ভয়প্রদর্শন। "গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।" (মনু ৮।২৬৪) ২ ভয়। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" (শ্রুতি)

ভীষিদাস, (পুং) লক্ষ্মীদাসের পুত্র, ইনি গীতগোবিন্দটীকা-প্রণেতা নারায়ণের প্রতিপালক ছিলেন।

ভীষ্ম, (ত্রি) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-মক্ (ভিয়ঃ ষুগ্ বা। উণ্—১। ১৪৭) ইতি মক্, বা ষুগাগমশ্চ। ১ ভয়ানক। "সহোবাচ ভীষ্মং বত ভোঃ পুরুষান্ বা" (শতপথব্রা• ১১।৬।১।৩) 'ভীষ্মং ভয়ঙ্করং' (ভাষ্য) (পুং) ২ ভয়ানকরস। ৩শিব। ৪ রাক্ষস। (হেম) ৫ গাঙ্গেয়, শান্তনুরাজপুত্র। ইহার উৎপত্তিবিবরণ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

মহারাজ শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। অতঃপর গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, আমি যদি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে তুমি আমাকে তাহা হইতে নিবারণ করিতে বা অপ্রিয়বাক্য বলিতে পারিবে না, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমি স্বস্থানে চলিয়া যাইব। এইরূপ নিয়ম করিয়া পরস্পরে সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ক্রমে শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ৮টী পুত্র উৎপন্ন হইল। যখন যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, গঙ্গা তখনই তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে ৭টী পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে, রাজা শান্তনু অতিশয় দুঃখিত হন, কিন্তু গঙ্গা চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। অনন্তর ৮ম পুত্র জন্মিলে,

রাজা দুঃখিত হইয়া স্বীয় পুত্ররক্ষার জন্ত তাঁহাকে কহিলেন, 'হে নিষ্ঠুরে! পুত্রহত্যা করিও না। তুমি কে বা কাহার কন্তা?' গঙ্গা উত্তর করিলেন, 'রাজন্! আমি তোমার এই পুত্র হত্যা করিব না, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে ভঙ্গ করিলে, সুতরাং আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি জহ্নু-তনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্ত তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবসু, তাঁহারা বশিষ্ঠ-শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদিগের সহিত আমার এই নিয়ম ছিল যে, তাহারা জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্র আমি তাহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব। সুতরাং তাঁহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তুমি তোমার পুত্রকে পালন কর, আমি পূর্ব্বে তোমার জন্ত বসুগণের নিকট প্রার্থনা করায়, বসুগণ কহিয়াছিলেন, 'কেবল দ্যুনামক বসুই কর্ম্মদোষে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনুষ্যলোকে বাস করিবেন।' অতএব এই সে দ্যুবসুই তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি কখন দারপরিগ্রহ করিবেন না এবং ধর্ম্মাত্মা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া প্রতিনিয়ত তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন।' [শান্তনু দেখ]

গঙ্গা এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শান্তনু পুত্রকে দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে অভিহিত করেন। ক্রমে দেবব্রত শান্তনু অপেক্ষা সকল বিষয়েই বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় বিদ্যাযশোগৌরব বা ধনুর্ব্বেদাদিতে কেহই সমকক্ষ রহিল না। রাজা শান্তনু একদিন যমুনাতীরে গমন করিয়া একটী দাসকন্যাকে দেখিতে পান, ঐ কন্তার গাত্র হইতে যোজন পর্য্যন্ত পদ্ম গন্ধ বিস্তৃত হইতেছিল। রাজা সেই অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী দাসকান্যদর্শনে কামমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত তদীয় পিতার নিকট স্বীয় মনোরথ প্রকাশ করেন। কন্তার পিতা অসম্মত হইল না। সে কহিল, "মহারাজ! আপনাকে কন্তা সম্প্রদান করিতে আমার কিছুই আপত্তি নাই, কিন্তু প্রথমে আপনাকে এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমার কন্যার গর্ভে আপনার যদি কোন পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই আপনি রাজসিংহাসন প্রদান করিবেন। আপনার অন্ত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না।"

রাজা সহসা প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে না পারিয়া ভগ্ন-মনোরথে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর দেবব্রত ইহা অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি অদ্য হইতে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার স্বর্গ হইবে। এই কন্তার গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবেন। অনন্তর দেবব্রতের ঐরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আকাশ হইতে দেবতাগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবব্রত তাঁহার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করেন। শান্তনু ভীষ্মের কৃত ঐ দুঃসাধ্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিলেন। শান্তনু হইতে উক্ত কন্তার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। তিনি গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর মতানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বালক বিচিত্র-বীর্য্য নামে মাত্র রাজা রহিলেন। পরে ভীষ্ম কাশীরাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথা হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্তাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া স্বপুরে আনয়ন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অম্বা ভগ-দত্তের প্রতি অনুরক্ত থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর সত্যবতী পুত্রশোকে কাতরা হইয়া পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বিচিত্র-বীর্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন, 'পুত্র! শান্তনুরাজার বংশ, কীর্ত্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, এই নিমিত্ত আমি তোমা হইতে অতিশয় আশান্বিতা হইয়া তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিব, তুমি তাহাতে অসম্মত হইও না। তোমার প্রিয়ভ্রাতা মৎপুত্র বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তোমার ভ্রাতৃজায়া রূপযৌবনসম্পন্না ও শুভলক্ষণা, ইঁহারা পুত্রকামা হইয়াছেন; অতএব তুমি আমাদের বংশপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগা-নুসারে এই দুই বধূতে পুত্র উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর এবং তুমি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ভারত-রাজ্য শাসন কর।

ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'মাতঃ আপনি যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম্ম বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও আপনি অবগত আছেন, ঐ প্রতিজ্ঞা আপনার জন্তই করিয়াছিলাম। এইক্ষণও আবার সেই সত্যঅক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকে রাজত্ব ত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে,

তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কখন ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি দেবগণ কিংবা ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মত্যাগ করেন, তথাপি আমি কখন সত্য হইতে বিচলিত হইব না। আপনি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবেন না। ক্ষত্রিয়ের অসত্যাচরণ নিতান্তই নিন্দার্হ, অতএব আমাদ্বারা একার্য্য কখনই সম্পন্ন হইবে না। আপনি কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করুন।' সত্যবতী ভীষ্মকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহাকে আর অনুরোধ করিলেন না। তিনি বেদব্যাস দ্বারা অম্বিকা ও অম্বালিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করাইলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র জন্মে। ভীষ্ম ইঁহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম তীর্থভ্রমণসময়ে মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট অনেক উপদেশ-লাভ এবং ভগবান্ চিত্রগুপ্তের পূজা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যব্রত-সমাপন করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং কুরুদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি প্রত্যহ যুদ্ধে দশ সহস্র করিয়া বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্ত ক্ষয় করিব। ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে দশদিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আহত হইয়া শরশয্যায় শায়িত হন, কিন্তু তখন দক্ষিণায়ন ছিল বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধাবসানের পর যুধিষ্ঠির ইঁহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ে বহুতর উপদেশ প্রাপ্ত হন। এমন কোন দুরূহ বিষয় ছিল না, যাহা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন নাই। সমস্ত শান্তিপর্ব্বে সেই উপদেশসমূহ বর্ণিত আছে। পরে সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইলে মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করেন।

(মহাভারত)

ভীষ্মক (পুং) বিদর্ভাধিপতি জনৈক রাজা। ইনি শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর পিতা। (হরিব° ৯১ অ°) [রুক্মিণী দেখ]

ভীষ্মকেশব (পুং) কাশীস্থিত কেশব মূর্ত্তিভেদ। (কাশীখ° ৩৩অ°)

ভীষ্মগর্জ্জিত-ঘোষস্বররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

ভীষ্মজননী (স্ত্রী) ভীষ্মস্ত জননী মাতা। গঙ্গা। (রাজনি°)

ভীষ্মপঞ্চক (ক্লী) ভীষ্মেণ কৃতমুপদিষ্টং বা পঞ্চকম্। ১ একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচটী তিথি। ইহাকে বকপঞ্চকও কহে। ২ এই পাঁচটী তিথিতে কর্ত্তব্যব্রতভেদ। এই ব্রতের বিধানসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কুরুপিতামহ ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হইবে। ভীষ্মতর্পণের পর পিতৃ-পিতামহদিগের তর্পণান্তে ভীষ্মকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

'বসুনামবতারায় শান্তনোরাত্মজায় চ।
অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্মব্রহ্মচারিণে॥"

এই পাঁচদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। যাহারা উক্ত নিয়মে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনায়াসেই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে ১২৩ অধ্যায়ে এবং হরিভক্তিবিলাসের ১৬ বিলাসে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না। এই পাঁচ দিন মৎস্য ও মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে আমিষ ভোজন করিতে নাই, যদিও কেহ অপারগ হইয়া কার্ত্তিকমাসে আমিষ ভোজন করে, কিন্তু এই পাঁচটী তিথিতে কদাপি আমিষ ভোজন করিবেন না।

"একাদশ্যাদিষু তথা তাসু পঞ্চসু রাত্রিষু।
দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাসু নদীষু চ॥
বর্জ্জিতব্যা তথা হিংসা মাংসভোজনমেব চ।"

(কৃত্যতত্ত্ব কার্ত্তিককৃত্য)

প্রবাদ, কার্ত্তিকমাসের এই পাঁচদিন বকও আমিষ ভোজন করে না, এইজন্য এই পাঁচ তিথিকে বকপঞ্চক কহে।

এই পাঁচ দিন ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে পূজা, জপ ও হোমাদিও অশেষ পুণ্যজনক।

ভীষ্মমণি, স্বনামপ্রসিদ্ধ মণিবিশেষ। [ভীষ্মরত্ন দেখ।]

ভীষ্মমিশ্র, ১ খণ্ডনপ্রণেতা। ২ জনৈক মৈথিলী পণ্ডিত। ইনি কুমারসম্ভবটীকা, গীতশঙ্কর ও বৃত্তদর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভীষ্মরত্ন (ক্লী) ভীষ্মং ভয়ানকং রত্নং দুর্লভত্বাৎ। হিমালয়ের উত্তরদেশজাত শুক্লবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। ভীষ্মরত্নের উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে এই মণির উৎপত্তি হয়। ইহার বর্ণ দুগ্ধাপেক্ষাও শুক্লবর্ণ, এবং ইহা একপ্রকার বিষপাথর মধ্যে পরিগণিত।

হিমালয়ের উত্তরদেশে দেবদ্বেষী অসুরের বীর্য্য পতিত হইয়াছিল। তাহাতেই সেই দেশে ভীষ্মরত্নের আকরসকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই রত্ন কতক শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও পদ্মতুল্য আভা-বিশিষ্ট, কতকগুলি শোণালু পুষ্পের ন্যায় দ্যুতিমান্ ও কতকগুলি তরুণ অবস্থায় হীরকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হিমালয়দেশোৎপন্ন বিশুদ্ধ ভীষ্মরত্ন গ্রীবাদি দেশে ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বকালে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ হয়। বিশেষতঃ এই মণি-ধারণে পৃথিবীতে বহুপ্রকার বিষ

আছে, তৎসমুদায়ের দোষ প্রশমিত হয়। ভীষণ অরণ্যচর হিংস্র জন্তু সকল এই মণিকে ভয় করিয়া থাকে, যাঁহার নিকট এই মণি থাকে, হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। ভীষ্মরত্নধারণকর্ত্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় না। গুণযুক্ত ভীষ্মমণি অঙ্গুলিত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই মণিদ্বারা সর্প, বৃশ্চিক, অণ্ডজ ও আখুবিষ নষ্ট হয়, এবং ভয়ঙ্কর সলিল, শত্রু, অগ্নি ও চোর হইতে ভয় থাকে না।

নিন্দিতমণি।—শৈবালবর্ণ, বকবর্ণ, কর্কশ, পীতাভ, নিষ্প্রভ, মলিন ও বিবর্ণ ভীষ্মরত্ন নিন্দিত। এইরূপ ভীষ্মরত্ন-ধারণে পদে পদে অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মূল্যাবধারণ করিবেন। দূরোৎপন্ন হইলে কিছু অধিক মূল্য এবং সমীপোৎপন্ন হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য স্থির করিতে হইবে। *

ভীষ্মসূ (স্ত্রী) ভীষ্মং সূতে প্রসূতে ইতি কিপ্। গঙ্গা।

ভীষ্মস্তবরাজ (পুং) ভীষ্মদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ৪৭ অ° এই স্তব আছে।

ভীষ্মস্বররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

ভীষ্মাষ্টমী (স্ত্রী) ভীষ্মস্য অষ্টমী, বা ভীষ্মনাশিকা অষ্টমী। মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী। এই দিন ভীষ্মদেব প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্য এই তিথি ভীষ্মাষ্টমীনামে খ্যাত। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এজন্য ভীষ্মাষ্টমীতে সকলকেই ভীষ্মের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়, ইহা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। এই অষ্টমীতে ভীষ্মদেবকে তর্পণ করিলে সম্বৎসরকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

"শুক্লাষ্টম্যান্তু মাঘস্য দদ্যাদ্ভীষ্মায় যো জলম্।
সম্বৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণাদি সকলেই ভীষ্মের উদ্দেশে তর্পণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীষ্মতর্পণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বৎসরকৃত পুণ্যসমূহ অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়।

"ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ যে বর্ণা দদ্যুর্ভীষ্মায় নো জলম্।
সংবৎসরকৃতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

সকলেরই তর্পণ প্রত্যহকর্ত্তব্য। কাহারও মতে প্রতিদিন তর্পণের সময় ভীষ্মকে তর্পণ করিবে। কিন্তু বিশেষরূপে শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হইবে। কিন্তু প্রতিদিন ভীষ্ম তর্পণ না করিলে যে কোন দোষ হইবে, তাহা বোধ হয় না।

ব্রাহ্মণ পিতৃ-তর্পণ করিয়া পরে ভীষ্ম-তর্পণ করিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ পিতৃ-তর্পণের পূর্ব্বেই উহা করিবেন। তর্পণ-মন্ত্র—"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥
ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি কেহ প্রতিদিন তর্পণের সহিত ভীষ্ম-তর্পণ করে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না, বরং সুকৃতই হইবে।

ভুঁড়ি (দেশজ) ১ স্থূল উদর। ২ অন্ত্রসমূহ, চলিত নাড়ীভুঁড়ি।

ভুঁড়িওয়ালা (হিন্দি) স্থূলোদরবিশিষ্ট তুন্দিল।

ভুঁড়িয়া (দেশজ) তুন্দিল, স্থূলোদরযুক্ত।

ভুক (হিন্দী) ক্ষুধা। সংস্কৃত 'ভুজ্' শব্দের প্রথমায় এক বচনে 'ভুক্' হয়।

ভুকরহেরী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

ভুকা (দেশজ) তৃষা, ক্ষুধা।

ভুকভূপাল (পুং) দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা।

ভুক্ত (ত্রি) ভুজ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভক্ষিত।

"পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥" (মনু ৪।৪)

২ উপভুক্ত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ ভক্ষণ। (ত্রিকা°) ৪ ভুক্তভোগ, যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে। গ্রহদিগের স্ফুটগণনায় ভুক্ত ও ভোগ্য স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়।

---

* "হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং সুরদ্বিষস্তু।
সম্প্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাম্॥
শুক্লাঃ শঙ্খাব্জনিভাঃ শ্যোণাকসন্নিভাঃ প্রভাবন্তঃ।
প্রভবন্তি ততস্তরুণা বজ্রনিভা ভীষ্মপাষাণাঃ॥
হিমাদ্রিপ্রতিবদ্ধা শুদ্ধমপি প্রযত্না বিধত্তে যঃ।
ভীষ্মমণিং গ্রীবাদিষু সম্পদং সর্ব্বদা লভতে॥
গুণযুক্তস্ত তস্যৈব ধারণানুনিপুণস্য।
বিষাণি তত্র নশ্যন্তি সর্ব্বাণ্যেব মহীতলে।
গিরৌ বা পবনান্তে যে তথারণ্যনিবাসিনঃ সমীপেঽপি।
দ্বীপিবৃকশরভকুঞ্জরসিংহব্যাঘ্রাদয়ো হিংস্রাঃ॥
নিন্দিত লক্ষণম্—
শৈবালবলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনম্।
মলিনদ্যুতিং বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ।
মূল্যং প্রকল্পয়েত্তাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ।
দূরে ভূজাতাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাম্॥" (গরুড়পু° ৭৬ অ°)

ভুক্ততিথি, যে তিথির অবস্থানকালের ক্ষয় হইয়াছে।

ভুক্তপূর্ব্বিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমনেন ভুক্তং (সপূর্ব্বা চ্চ। পা ৫।২।৮৭) ইতি ইনি। পূর্ব্বভুক্ত বস্তু। যথা—ভুক্তপূর্ব্ব্যোদনং।

ভুক্তভোগ (ত্রি) ভুক্তঃ কৃতঃ ভোগো যেন। কৃতভোগ।

"অজাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" (শ্বেতা° উপ°)

প্রকৃতি ভুক্তভোগা হইলে পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির ভোগ শেষ না হয়; ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

ভুক্তসমুজ্ঝিত (ত্রি) আদৌ ভুক্তং পশ্চাৎ সমুজ্ঝিতং স্নাতানুলিপ্তবৎ সমাসঃ। প্রথমে ভুক্ত, পশ্চাৎ ত্যক্ত। পর্য্যায়,—ফেলা, পিণ্ড, ফেলি। (ভরতধৃত রভস)

ভুক্তমাত্র (অব্য) ভোজনের অব্যবহিত পর।

(মনুসংহিতা ৪।১২১)

ভুক্তবৎ (ত্রি) ভুক্ত ইব, ইবার্থে বতু। ভুক্তের ন্যায়।

ভুক্তবৃদ্ধি (স্ত্রী) উদরগত ভুক্তদ্রব্যের উপচয়।

ভুক্তশেষ (ক্লী) উচ্ছিষ্টবিশেষ।

"বিঘসো ভুক্তশেষস্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্।" (মনু ৩।২৮৫)

ভাষ্যকার মেধাতিথি 'ভুক্তশেষ' স্থলে 'ভৃত্যশেষ' পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভুক্তি (স্ত্রী) ভুজ-ক্তিন্। ১ ভোজন। ২ ভোগ, পারসা দখল। ইহা প্রমাণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রমাণ বিশেষ।

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

৩ রব্যাদিগ্রহের রাশ্যংশাদিতে গমন ও ভোগ। রবি প্রতি দিন রাশির এক অংশ করিয়া ভোগ করেন।

ভুক্তিপাত্র (ক্লী) ভোজনপাত্র, যাহাতে খাদ্য বস্তু থাকে।

ভুক্তিপ্রদ (পুং) ভুক্তিং ভোগং প্রদদাতীতি প্র-দা (আত-শ্চোপসর্গে কঃ পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। ১ মুদ্গ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভোগদাতা।

ভুক্তিসুহিত (ত্রি) সুহিতস্য ভুক্তিঃ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। সুতৃপ্তভোগ।

ভুক্তোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ভোজনাবশিষ্ট।

ভুথ্ (দেশজ) ক্ষুধা।

ভুখা, (হিন্দি) ক্ষুধিত। যেমন মায় ভুখা হুঁ।

ভুখামাতা, রাজপুতনার উদয়পুর নগরস্থিত দেবী প্রতিমা বিশেষ। এই দেবীচিত্রে মূর্ত্তিমতী দুর্ভিক্ষকে কল্পনা করা হইয়াছে। দেবীমূর্ত্তির গলদেশ নৃকরোটি-মালায় বিভূষিত, পার্শ্বদেশে দুর্ভিক্ষের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত শবদেহদ্বয় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সম্মুখে একটী শৃগাল নরমাংসলোলুপ হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই ভীষণদর্শনা মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইলে যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ের উদয় হয়।

ভুগলমী (দেশজ) ভোগলামী, ভণ্ডামী, শঠতা, ধূর্ত্ততা।

ভুগ্ন (ত্রি) ভুজ-মোটনে-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন। রাগাদি দ্বারা কুটিলীকৃত। পর্য্যায়—রুগ্ন, বক্র।

"সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী।" (বাভট)

ভুজ, ১ বক্রীকরণ, কৌটিল্য। তুদাদি, পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ভুজতি। লোট্ ভুজতু। লিট্ বুভোজ। লুট্ ভোক্তা।

ভুজ, ১ পালন। ২ ভোজন। ৩ ভোগ। ভক্ষণ ও ভোগার্থে আত্মনে° পালনে পরস্মৈ° রুধাদি° সক° অনিট্। লট্ ভুনক্তি ভুঙ্‌ক্তে। লঙ্ অভুনক্, অভুঙ্‌ক্তাং, অভুঞ্জন্। অভুঙ্‌ক্ত, অভুঞ্জাতাং, অভুঞ্জত। লিট্ বুভোজ, বুভুজে। লুট্ ভোক্তা। লৃট্ ভোক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভৌক্ষীৎ, অভৌক্তাং, অভৌক্ষুঃ। অভুক্ত, অভুক্ষাতাং, অভুক্ষত। সন্ বুভুক্ষতি-তে। যঙ্ বোভুজ্যতে। বোভোক্তি। ণিচ্ ভোজয়তি-তে। লুঙ্ অবূভুজৎ। উপ+ভুজ—উপভোগ। সম্+ভুজ—সম্ভোগ। আ+ভুজ—আভোগ। পরিপূর্ণতা।

ভুজ (পুং স্ত্রী) ভুজতি বক্রো ভবতীতি ভুজ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক, যদ্বা ভুজ্যতেঽনেনেতি ভুজ-(হলশ্চেতি। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্, ঘঞি গুণাভাবঃ কুত্বাভাবশ্চ (পা ৭।৩।৬১) বাহু। পর্য্যায়—বাহু, প্রবেষ্ট, দোস্ বাহঃ, বাহা, ভুজা, দোষ, দোষা, কর হস্ত। (মেদিনী)

ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—

"সমাংসৌ চৈব ভুগ্নাগ্রৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহূ বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে ॥
নির্ম্মাংসৌ লোমশৌ হ্রস্বৌ ভুজৌ দারিদ্র্যদায়কৌ।
অলোমশৌ তু সুখিনো শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ ॥"

(শিবোক্ত সামুদ্রিক)

বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, সুমিলিত, বিশাল আজানুলম্বিত, সুগোল, পরিচ্ছন্ন ও পীবর হইলে মহারাজ, আর অমাংসল রোমযুক্ত ও ক্ষুদ্র হইলে দরিদ্র হয়। লোমবিহীন হইলে সুখী এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত হইলে প্রধান হয়। ২ হস্তিশুণ্ড। ৩ গ্রহদিগের স্পষ্টীকরণের জন্য রাশিত্রয় হইতে উনকেন্দ্র গ্রহাদি। গ্রহদিগের স্ফুটগণনাকালে অর্থাৎ কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির কত অংশ, কলা ও বিকলায় অবস্থিত আছেন, তাহা জানিবার জন্য ভুজ স্থির করিয়া লইতে হয়।

"দোস্ত্রিভোনং ত্রিভোর্দ্ধং বিশোধ্যং রসৈ-
শ্চক্রতোঽর্কাধিকং স্যাদ্ভুজোনং ত্রিভম্।

কোটিরেকৈকং ত্রিত্রিভৈঃ স্যাং পদং
সূর্য্যমন্দোচ্চমষ্টাদ্রয়োঽংশা ভবেং ॥" (গ্রহলাঘব)
৪ ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ।
"কোটিশ্চতুষ্টয়ং যত্র দোস্ত্রয়ং তত্র কা শ্রুতিঃ।
কোটিং দোঃ কর্ণতঃ কোটিশ্রুতিভ্যাঞ্চ ভুজং বদ ॥"
(লীলাবতী ক্ষেত্রব্যবহার)
৫ জ্যামিত্যুক্ত কোণাদির বাহুরেখা। যেমন ত্রিভুজ।

ভুজকোটর (পুং) ভুজস্য কোটর ইব। কক্ষ। (হেম)

ভুজগ (পুং) ভুজং বক্রং গচ্ছতীতি গম্‌-ড, ডিং, টিলোপঃ। সর্প।
"তস্মিন্ হিত্বা ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেং পাদচারেণ গৌরী।"(মেঘদূত ৬২)
২ অশ্লেষা নক্ষত্র। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ৩ সীসক। ৪ বোড়াসাপ। সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি ৩৩,২২)

ভুজগদারণ (পুং) ভুজগং দারয়তীতি দারি-ল্যু। গরুড়। ত্রিকা°

ভুজগনিসৃতা (স্ত্রী) নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। ইহার লক্ষণ—
"ভুজগনিসৃতা ন সৌমঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

ভুজগপতি (পুং) ভুজগানাং পতিঃ। বাসুকি, অনন্ত।

ভুজগপুষ্প (পুং) পুষ্পবৃক্ষভেদ।

ভুজগরাজ (পুং) ভুজগানাং রাজা, টচ্‌সমাসান্তঃ। শেষ, অনন্ত, বাসুকি।

ভুজগান্তক (পুং) ভুজগস্য অন্তকঃ। গরুড়। (রাজনি°)

ভুজগাভোজিন্ (পুং) ভুজগং আ সম্যক্ প্রকারেণ ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজগ-আ-ভুজ-ণিনি। ময়ূর। (রাজনি°)

ভুজগাশন (পুং) ভুজগমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। গরুড়। (রাজনি°)

ভুজগেন্দ্র (পুং) ভুজগানামিন্দ্রঃ। সর্পরাজ বাসুকি, অনন্ত। বামনপুরাণে লিখিত আছে,—অনন্তদেব দশমী তিথিতে শয়ন করিয়া থাকেন।
"দশম্যাং ভুজগেন্দ্রাশ্চ স্বপন্তে বায়ুভোজনাঃ।"(বামনপু° ১৭।১৬)

ভুজগেশ্বর (পুং) ভুজগানামীশ্বরঃ। ভুজগেন্দ্র।

ভুজঙ্গ (পুং) ভুজং বক্রং গচ্ছতীতি গম-খচ্ মুম্। (খচ্চ ডিদ্বাচ্যঃ। ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা) ডিত্বপক্ষে টিলোপঃ। ১ সর্প। ২ বিড়্গ, জার।" (মেদিনী) ৩ সীসক।
"সীসং বপ্রঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।" (ভাবপ্র°)

ভুজঙ্গকন্যা (স্ত্রী) সর্পিণী, নাগকন্যা।
"প্রিয়ো হি কুর্ব্বন্তি তথৈব নার্য্যো
ভুজঙ্গকন্যাপরিসর্পণানি" (মৃচ্ছকটিক ৪।১২)

ভুজঙ্গঘাতিনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গং সর্পং তদ্বিষং বা হন্তীতি হন-ণিনি; স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বৃক্ষবিশেষ, সর্পকঙ্কালিকা। পর্য্যায়—সুরি, সর্পাক্ষী, ফুংকরী, স্পৃহা। (শব্দচ°) ২ সর্পনাশিনী।

ভুজঙ্গজিহ্বা (স্ত্রী) ভুজঙ্গস্য জিহ্বেব আকৃতির্যস্যাঃ। ১মহাসমঙ্গা। (রাজনি°) ২ সর্পজিহ্বা।

ভুজঙ্গদমনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গো দম্যতেঽনয়া দম-করণে ল্যুট্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নকুলেষ্টা, নাকুলীকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

ভুজঙ্গনায়ড়ু, কার্বেটিনগরাধিপ জনৈক সামন্তরাজ। রেড্ডী বংশীয় রাজা নরসিংহ নায়ড়ুর বংশধর। ইনি পিতার স্বাধীনতাগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরদেব ইঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দিরূপে কল্যাণনগরে আনয়ন করেন। তথায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভুজঙ্গপর্ণিনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গস্যাকার ইব পর্ণানি সন্তি যস্যা ইনি-ঙীপ্। নাগদমনী। (নৈঘণ্টুপ্র°)

ভুজঙ্গপুষ্প (পুং) ভুজঙ্গ ইব পুষ্পমস্য। ক্ষুপভেদ। (সুশ্রুত)

ভুজঙ্গপ্রয়াত (ক্লী) ভুজঙ্গবৎ প্রয়াতং গতিরিব তদ্বান্, শব্দবিন্যাসো যস্য। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে দ্বাদশটী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ১,৪,৭ ও ১০ম বর্ণ লঘু। তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—
"যদাদ্যশ্চতুর্থস্তথা সপ্তমঞ্চেৎ
তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবক্ত্রারবিন্দে
তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ ॥" (শ্রুতবোধ)

ভুজঙ্গভুজ্ (পুং) ভুজঙ্গং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। ১ গরুড়। (শব্দরত্না°) ২ ময়ূর।

ভুজঙ্গভোজিন্ (পুং) ভুজঙ্গং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। ১ রাজ-সর্প। (হেম°) ২ গরুড়। ৩ ময়ূর।

ভুজঙ্গম (পুং) ভুজ-কোটিল্যে ইগুপধেতি ক, ভুজঃ কুটিলী ভবন্ গচ্ছতীতি ভুজ-গম (গমেঃ সুপি বাচ্যঃ। পা ৩।১।৩৮৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকাং খচ্ 'খচ্চ ডিদ্বাচ্যঃ' ইতি ডিদভাবে টিলোপা-ভাবঃ মুম্ চ। ১ সর্প।
"আরূঢমদ্রীনুদধীন্ বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টং।" (রঘু ৬।৭৭) (ক্লী) ২ সীসক। (রাজনি°)

ভুজঙ্গলতা (স্ত্রী) ভুজঙ্গবৎ কুটিলা তৎপ্রিয়া বা লতা। নাগবল্লী। (রাজনি°)

ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—
"বস্বীশাশ্বচ্ছেদোপেতং মমতনযুগনরসলগৈর্ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতম্।
(বৃত্তরত্নাকর) ২ সর্পচেষ্টিত।

ভুজঙ্গসঙ্গতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ছন্দোমঞ্জরী ২২)

ভুজঙ্গহন্ (পুং) ভুজঙ্গং হন্তীতি হন্-ক্বিপ্। গরুড়। (ত্রিকা॰)

ভুজঙ্গাক্ষী (স্ত্রী) ভুজঙ্গস্যেব অক্ষি পুষ্পং যস্যাঃ (অক্ষো-হদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। রাস্না। ইহার পর্য্যায়—

"নাকুলী সরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী॥" (ভাবপ্র॰)

ভুজঙ্গাখ্য (পুং) ভুজঙ্গস্য আখ্যা ইব আখ্যা যস্য। ১ নাগ-কেশর। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ সর্পনামক।

ভুজঙ্গিকা (স্ত্রী) বেণ নদের উপকণ্ঠস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ১৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে এইস্থানের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভুজঙ্গী (স্ত্রী) ভুজঙ্গ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১সর্পিণী। ২শক্তি-মূর্ত্তিভেদ।

"কুটিলাঙ্গী কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গী শক্তিরীশ্বরী।
কুটিলারুন্ধতী দেবী শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ॥"(হঠপ্রদীপিকা)

ভুজঙ্গেন্দ্র (পুং) ভুজঙ্গানাং ইন্দ্রঃ। সর্পরাজ বাসুকি শেষ।

"ভুজে ভুজঙ্গেন্দ্রসমানসারে
ভূয়ঃ স ভূমের্ধুরমাসসঞ্জ।" (রঘু ২।৭৪)

ভুজঙ্গেরিত (ক্লী) ছন্দোভেদ।

ভুজঙ্গেশ (পুং) ভুজঙ্গানামীশঃ। ১ বাসুকি। ২ তদবতার পিঙ্গলমুনি। ৩ পতঞ্জলিমুনি।

ভুজজ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ত্রিকোণক্ষেত্রের ভুজজীবা।

"গ্রহং সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ তথা শীঘ্রাদ্বিশোধ্য চ।
শেষং কেন্দ্রপদং তস্মাদ্ভুজজ্যা কোটিরেব চ॥" (সূর্য্যসি॰)

ভুজদল (পুং) হস্ত, হাতের পাতা।

ভুজনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছরাজ্যের একটী দুর্গ-সুরক্ষিত রাজধানী, গণ্ডশৈলের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৩°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৬৯°৪৮´৩০´´ পূঃ। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার সুপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি প্রত্নতত্ত্বালোচনার প্রকৃষ্ট বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস পূর্ব্বকালে এই নগর অহিকুল-দেবতা ভুজঙ্গের (ভুজিয়া) উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এখানকার রাওদিগের সমাধিমন্দির ও জারমসজি প্রাগ্-মসজি প্রভৃতির ছত্রি, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, নগরাভ্যন্তরস্থ মসজিদ্ এবং সুবর্ণরায়, কল্যাণেশ্বর ও স্বমণ্ডপ প্রভৃতি দেব-মন্দির দেখিবার জিনিস। ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে ও শেষভাগে দুইবার ভূমিকম্পে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হয়। শেষবারের প্রবল ভূমিকম্পে এই রাজধানী ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়।

ভুজপ্রতিভুজ, সরল-রেখাগণিতোক্ত চিত্রের ভিন্নদিগ্বর্ত্তী বাহু।

ভুজাওয়ালা, ভৃষ্ট কলাই বিক্রেতা। [ভড়ভুজা দেখ।]

ভুজফল (ক্লী) ভুজেন আনীতং ফলং। সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুক্ত ভুজদ্বারা আনীত ফলভেদ।

"যেনাহতে পরিধিনা ভুজকোটিজীবে।
ভাংশৈর্হৃতে চ ভুজকোটিফলাহ্বয়ে স্তঃ॥" (সিদ্ধান্তশিরো॰)

ভুজবন্ধ (পুং) ১ নিম্নহস্তের বলয়াদি অলঙ্কার বিশেষ। ২ ভুজ বেষ্টন।

"লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু-
র্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি" (কুমার ৩ অধ্যায়)

ভুজবল (পুং) ভুজস্য বলং। বাহুবল।

ভুজবল, সুবর্ণপুরাধিপতি। কলিঙ্গাধীশ্বর হৈহয়বংশীয় প্রথম জাজল্লদেব ইঁহাকে পরাজিত করেন।

ভুজবল গঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের হোয়শাল-বল্লালবংশীয় জনৈক নরপতি। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের নামান্তর (১১১৭-৩৭ খৃষ্টাব্দ)। তিনি শান্তলদেবীকে বিবাহ করেন। গঙ্গরাজধানী তলকাড় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন স্বীয় ভুজবলে তিনি আরও অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ, রামানুজা-চার্য্য কর্ত্তৃক তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ভুজবল ভীম, জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। রুদ্রধর শ্রাদ্ধ-বিবেকে এবং রঘুনন্দন মীমাংসাতত্ত্বে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভুজমধ্য (ক্লী) ভুজস্য মধ্যং। ভুজান্তর ক্রোড়। (হলায়ুধ)

ভুজমূল (ক্লী) ভুজস্য মূলং ৬তৎ. বাহুমূল।

ভুজরাম, অদ্বৈতদর্পণ-প্রণেতা। ইঁহার অপর নাম ভজনানন্দ।

ভুজশালিন্ (ত্রি) প্রশস্তবাহুসম্পন্ন।

ভুজশিখর (ক্লী) স্কন্ধ।

ভুজশিরস্ (ক্লী) ভুজস্য শির ইব। স্কন্ধ। (অমর)

ভুজা (স্ত্রী) ভুজ-টাপ্। বাহু, কর। ২ কলাই ভাজা প্রভৃতি।

ভুজাকণ্ঠ (পুং) ভুজায়াঃ করস্য কণ্ঠ ইব। হস্তনখ। (হেম)

ভুজাগ্র (পুং) ভুজস্য অগ্রঃ ৬তৎ। কর। (হলায়ুধ)

ভুজাদল (পুং) ভুজায়া বাহোর্দল ইব। হস্ত। (ত্রিকা॰)

ভুজান্তর (ক্লী) ভুজয়োরন্তরং মধ্যং। ১ ক্রোড়। ২ বক্ষঃ। ৩ বৃত্তক্ষেত্রস্থ বাহুর বিশেষরূপ গণিতাগত পদার্থ।

"তাদোঃ ফলং গণিতবর্কভুজস্য রাশে-
র্ব্যস্তোদয়েন খখনাগমহীবিভক্তং।
সত্যাগ্রহস্য গুণিতং দ্যুমণিপ্রভাবিভক্তং
স্বর্ণং গ্রহেঽর্কবদিদং তু ভুজান্তরাখ্যম্॥" (সিদ্ধান্ত শিরো॰)

ভুজামধ্য (ক্লী) বাহুর মধ্যভাগ, কনুই।

ভুজামূল (ক্লী) স্কন্ধাগ্র।

ভুক্তি (পুং) ভুনক্তি, ভুঙ্‌ক্তে বা সর্ব্বানিতি ভুজ (ভজেঃ কিচ্চ। উণ্ ৪।১৪১) ইতি ই সচ কিৎ, সর্ব্বভক্ষকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ বহ্নি। (উজ্জ্বল) ২ ভোগ। "আসবং সবিক্ত-র্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে" (ঋক্ ৭।৯১) 'ভুজিং ভোগং' (সায়ণ) ৩ ভোক্তা। "ভুজী হিরণ্যপেশসা কবী" (ঋক্ ৮।৮।২) 'ভুজী হবিষাং ভোক্তারৌ' (সায়ণ)

ভুজিঙ্গ (পুং) দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯অ৫)

ভুজিষ্য (পুং) ভুঙ্‌ক্তে স্বাম্যুচ্ছিষ্টমিতি ভুজ্যতে ইতি বা ভুজ (রুচিভুজিভ্যাং কিষ্যন্। উণ্ ৪।১৭৮) ইতি কিষ্যন্। ১ স্বতন্ত্র। ২ হস্তসূত্র। ৩ দাস। (মেদিনী)

"কিমহো নৃপাঃ সমমমীভিরুপপতিভিস্তথৈতৈর্ পঙ্ক্তিঃ।
বধামভিহতভুজিষ্যামমুং সহ চানয়া স্ববিরাজকন্যয়া॥"

(শিশুপালবধ ১৫।৬৩) ৪ রোগ। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি°)

ভুজিষ্যা (স্ত্রী) ভুজিষ্য-টাপ্। দাসী।

"অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিষ্যা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথং।"

(রঘু ৬।৫৩) ২ গণিকা। (মেদিনী)

ভুজ্যু (পুং) ভুজ্যতেহস্মৈতি ভুজ-ভক্ষণে (ভুজি মৃঙ্ভ্যাং যুক্ ক্যুকৌ। উণ্ ৩।২১) ইতি যুক্। ১ ভাজন। ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বানিতি ভুজ কর্ত্তরি যুক্। ২ অগ্নি। ৩ স্বনাম-খ্যাত রাজ-বিশেষ। "ঋজিপ্য ঈমিন্দ্রাবতো ন ভুজ্যুং" (ঋক্ ৪।২৭।৪) (ত্রি) ৪ রক্ষক। "পুরুস্পৃহং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্যং" (ঋক্ ৮।২২।২) 'ভুজ্যুং ভুজপালনে সর্ব্বত্র রক্ষকম্' (সায়ণ)

ভুঞ্জৎ (ত্রি) ভুজ-শতৃ। ভোগকর্ত্তা।

ভুঞ্জান (পুং) ভুজ-শানচ্। ভোগকর্ত্তা।

"ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদিক্রবন্।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ভুঞি (দেশজ) ভুমি।

ভুট (দেশজ) ১ লোপ বা শেষকরণ। যেমন খেয়ে ভুট কোল্লে। ২ অপহরণ বা লুটকরণ।

ভুটভাট (দেশজ) ১ অজীর্ণতা হেতু উদরস্থ বায়ুর বিকৃতি শব্দ বিশেষ। ২ ভাজনা খোলায় মটরকলাই ফেলিলে যেরূপ শব্দ হয়।

ভুট্ট (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।২৪৩০)

ভুট্টপুর (ক্লী) ভুট্টরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নগর।

"স বিহারমঠোদ্গ্রবেশ্মভিঃ কলুষোজ্ঝিতঃ।
তেন তত্র কৃতং ভুট্টপুরাখ্যং পুটভেদনম্॥" (রাজত° ৮।২৪৩৪)

ভুট্টা, জনার (মক্কা) নামক উদ্ভিজ্জফলের দানা বা বীজ।

ভুট্টেশ্বর (পুং) ভুট্ট কর্ত্তৃক ভুট্টপুরে প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি বিশেষ।

"নগরেহপি হরঃ প্রতাপ্তাপ ভুট্টেশ্বরাভিধঃ।
সমশ্চ মড়রগ্রামে ধর্ম্মবিভ্রমদর্পণঃ॥" (রাজত° ৮।২৪৩৪)

ভুড়্ড, অনেকপ্রাচীন কবি। ইনি মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন।

ভুড়, ১ ভরণ। ২ বরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্, ইদিৎ ভুণ্ডতে। লোট্ ভুণ্ডতাং। লিট্ বুভুণ্ডে। লুঙ্ অভুণ্ডিষ্ট।

ভুড়ভুড় (দেশজ) ১ ধূমপানকালীন হুক্কাস্থিত জলশব্দ। ২ বিদ্যাবুদ্ধির বহ্বাস্ফোটন বা বিকাশচেষ্টা।

ভুড়ভুড়ি (দেশজ) ১ তদ্রূপশব্দকরণ। ২ বিদ্যার বিকাশন।

ভুণিক (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ।

ভুনি (দেশজ) অন্নরাধা বিশেষ।

ভুনিখিচুড়ী (দেশজ) অন্নপাকবিশেষ।

ভুমন্যু (পুং) ১ পৌরব ভরতপুত্র নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ°) ২ তদ্বংশীয় প্রাচীন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ°)

ভুর্ (দেশজ) জারিজুরি। গর্ব্ব।

ভুরজ, প্রাপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভুরজতে। এই ধাতু ধাতুপাঠাদিতে নাই। কেবল বৈদিক প্রয়োগেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋক্ ৪।৪৩।৫)

ভুরণ, ধারণ ও পোষণার্থে কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভুরণ্যতি। লুঙ্ অভুরণ্যীৎ। নিঘণ্টুতে এই ধাতুর অর্থ—গতি।

ভুরণ্য (ক্লী) ভুরণ্য-উণ্। ১ ভরণ। (শুক্লযজু° ১৮।৫৩) ২ ক্ষিপ্র। (ত্রি) ৩ তদ্‌যুক্ত। (নিঘণ্টু)

ভুরিজ (স্ত্রী) ভরতি সর্ব্বং ধরতীতি ভৃ (ভৃঞ উচ্চ। উণ্ ২।৭২) ইতি ইজি, ধাতো উকারান্তাদেশঃ। ১ পৃথিবী। ২ বাহু। ৩ দ্যাবা পৃথিবী, স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থে দ্বিবচনান্ত। "রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজো।" (ঋক্ ৪।২।১৪) 'ভুরিজোঃ বিভৃতঃ কর্ম্মকরণসামর্থ্যং পদার্থান্ বেতি ভুরিজৌ বাহুতয়োঃ, যথা ভুরিজোঃ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ বিভৃত ইতি ভুরিজৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ' (সায়ণ)

ভুরুণ্ড (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ২ ভারণ্ড খগ। (ভারত বনপ° ১৭ অ°)

ভুর্‌ভার (দেশজ) বৃথা গর্ব্ব। দেমাক। বৃথা জাঁকজমক।

ভুর্‌ভুর্ (দেশজ) পরিপূর্ণ। সদ্গন্ধাদির অধিবাসন। যেমন বাবুর গায়ে গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করে।

ভুর্ব, অদন, ভক্ষণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভূর্বতি লুঙ্ অভূর্বীৎ।

ভুর্বণি (পুং) ভুর্ব অনি ন দীর্ঘঃ। ১ কর্ত্তা। (ঋক্ ১।৫৬।১)

ভুব (পুং) ভবত্যীতি ভূ-ক। ১ অগ্নি। (শুক্ল যজু° ১৩।৫৪)

২ ভুবোলোক। ভূরাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক। [লোক শব্দ দেখ।]

ভুবড়, গুজরাত প্রদেশের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভদ্রেশ্বর হইতে ৩॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ভুবনেশ্বর মহাদেবের ভগ্ন মন্দির বিদ্যমান আছে, উহার কারুকার্য্য দেখিয়া প্রাচীন চিত্রশিল্পের উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। ঐ মন্দিরগাত্রে ১২২৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

ভুবদ্বৎ (পুং) ভু শতৃ. তুদাদি ভুবন্, ধারয়ন্ অস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ, তান্তত্বেঽপি পদত্বং। ধারকযুক্ত আদিত্য।
(আশ্ব০ শ্রৌ০ ৪।১২।৫)

ভুবদ্বসু (ত্রি) ধনদ। (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

ভুবন (ক্লী) ভবস্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভূ (ভূ-সৃ-ধূ-ভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮০) ইত্যত্র বহুলবচনাদ্ভাষায়ামপি প্রযুজ্যতে ইতি কৃান্। ১ জগৎ।

"গুণৈর্ব্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।" (ভট্টি ১।৬)

২ সলিল। ৩ গগন। ৪ জন (মেদিনী) ৫ চতুর্দ্দশ সংখ্যা। চতুর্দ্দশ ভুবন,—সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দ্দশ ভুবন। ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বঃ, মহঃ, জন, তপস্ ও সত্য এই সপ্তস্বর্গ, এবং অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল সমষ্টিতে চতুর্দ্দশ।

"পাতালানাঞ্চ সপ্তানাং লোকানাঞ্চ যদন্তরম্।
শুষিরং তানি কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥" (অগ্নিপুঃ)

৭ ভূতজাত। "যস্মিন্নিদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ" (শুক্লযজু) ৮ ভাবন। (ঋক্ ১০।৮৮।১) (পুং) ৯ মুনিবিশেষ।
"নিতম্বূর্ভুবনো ধৌম্যঃ শতানন্দোঽকৃতব্রণঃ।"(ভারত ১৩।২৬।৮)

ভুবন, আসাম প্রদেশের কাছাড়জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। বরাক ও সোনাই নদীদ্বয়ের অববাহিকা মধ্যে অবস্থিত। ৭ শত হইতে ৩ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই পর্ব্বতভূমি জেলার পূর্ব্বসীমায় বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্ব্বতোপরিস্থ শিবমন্দির একটী তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। প্রতি বৎসর এখানে বহুলোক-সমাগম হইয়া থাকে।

ভুবনকোশ (পুং) ভুবনস্য কোশ ইব। ভূগোল। ভূমণ্ডল। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই ভুবনকোষের বিষয় বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় লিখিত হইল। মৈত্রেয় পরাশরের নিকট ভুবনকোষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল এই সপ্তসমুদ্রদ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। জম্বূদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্রযোজন, অধোদিকে ষোড়শ সহস্রযোজন এবং উপরিভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহস্রযোজন বিস্তৃত; ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্রযোজন। সুতরাং সুমেরু পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ স্বরূপে সংস্থিত। ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষপর্ব্বত ভারতাদি বর্ষের সীমানিরূপক হইয়া আছে। মধ্যস্থিত নীল ও নিষধ এই দুই পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে লক্ষযোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর দুইটী দশাংশ করিয়া ন্যূন। মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষ বর্ষ এবং তদনন্তর হরি ও উত্তরে রম্যক বর্ষ, তৎপরে হিরণ্ময়, তদুত্তরে কুরুবর্ষ। ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব। এই সকল পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট এই চারিটী বৃক্ষ আছে, এই সকল বৃক্ষ পর্ব্বতের ধ্বজার ন্যায় উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের জম্বু বৃক্ষই দ্বীপ নাম হইবার কারণ। ঐ জম্বু বৃক্ষের মহাগজপরিমিত ফলসকল পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জম্বূনদী উৎপন্ন হইয়া গন্ধমাদন হইতে নির্গত হইতেছে। এই স্থানবাসী লোক সকল উক্ত নদীর জলপান করে। এই জলে স্বেদ বা দৌর্গন্ধ নাই, এই জলপান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না। এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। এই নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা জাম্বূনদ-সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। এই জাম্বূনদসুবর্ণ সিদ্ধদিগের ভূষণ। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং উত্তরে নন্দনবন আছে। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে। শীতাম্ভ, ক্রমুঞ্জ, কুররী ও মাল্যবান্ এই সকল পর্ব্বত মেরুর পূর্ব্বদিকের কেসর; ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ ও রুচক দক্ষিণদিকের; শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল ও গন্ধমাদন পশ্চিম দিকের; শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস ও নাগ এই সকল কেসর পর্ব্বত উত্তরদিকে অবস্থিত।

মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক সহস্রযোজন পরিমিত ব্রহ্মার পুরী রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ও চারিকোণে

ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের বিখ্যাত পুর সকল আছে। বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। গঙ্গা এই স্থানে পতিত হইয়া চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতেছেন। তদনন্তর তিনি ভদ্রাশ্বনামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন। এইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সাতভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। চক্ষুও পশ্চিমদিক্‌স্থিত পর্ব্বতসকল অতিক্রমপূর্ব্বক কেতুমালনামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। ভদ্রা উত্তরগিরি এবং উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনপর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকারূপে সংস্থিত। মর্য্যাদাশৈলের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জম্বুদ্বীপপদ্মের পত্র স্বরূপ। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত উত্তর ও দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত দীর্ঘ। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আয়ত গন্ধমাদন ও কৈলাস এই দুই মর্য্যাদাপর্ব্বত অশীতিযোজন করিয়া দীর্ঘ, এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমাদি দিগ্‌ভাগে নিষধ ও পারিপাত্রাদি মর্য্যাদা পর্ব্বত সকল অবস্থিত আছে।

মেরুর চতুর্দ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেসর পর্ব্বতের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল পর্ব্বতের মধ্যে উত্তম উত্তম কন্দর সকল আছে। সিদ্ধ দেব গায়কগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কন্দরে সুরম্য কানন ও পুর আছে। ঐ সকল পুরে দেবগণের কিন্নরসেবিত আয়তন বর্ষ সকল আছে। এই সকল স্থান ভৌম স্বর্গ বলিয়া অভিহিত, ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগের বাসস্থান; পাপিগণ শতজন্মেও এখানে আসিতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে এবং ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত আছেন। সর্ব্বেশ্বর হরি বিশ্বরূপে সর্ব্বত্রই বিরাজমান।

কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ আছে, ঐ সকল বর্ষে, শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি নাই। প্রজাগণ নিরাতঙ্ক ও সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত। এই সকল স্থানে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন না, পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে থাকায় কোন কষ্ট হয় না এবং এই স্থানে সত্য ও ত্রেতাদি যুগনিয়ম নাই। এই সকল বর্ষে সাত সাতটী করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে। ইহাই ভুবনকোষ। (বিষ্ণুপু° ২।২ অ°)

এই ভুবনকোষের বিষয় ভাগবতে ৫।১৬।১৭-১৮ অধ্যায়ে এবং নৃসিংহপুরাণে ৩০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত, এইরূপ অপরাপর পুরাণেও আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। [পুরাণ দেখ।]

ভুবনচন্দ্র (পুং) কাশ্মীররাজ পৃথিবী চন্দ্রের পুত্র।

"পুত্রং ভুবনচন্দ্রাখ্যং নীবিং প্রাগেব দত্তবান্।"

(রাজতর° ৫।১৫০)

ভুবনপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ।

"ভুবপতয়ে স্বাহা ভুবনপতয়ে স্বাহা" (শুক্লযজু° ২।২)

'ভুবপত্যাদয়স্ত্রয়োঽগ্নেভ্রাতরঃ' (বেদদীপ)

ভুবনস্য পতিঃ। ২ ভুবনের প্রভু, স্বামী।

ভুবনপাল ১ কচ্ছপঘাতবংশীয় জনৈক নরপতি। ২ পঞ্চাল রাজ্যের অন্তর্গত বোদামযুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি।

ভুবনপাল ছোক্যোক্তিবিচারলীলা নামক গাথাকোশের টীকাপ্রণেতা।

ভুবনপাবন (ত্রি) ভুবনস্য পাবনঃ। ভুবনের পবিত্রতাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভুবনপাবনী গঙ্গাদেবী।

"ভগীরথঃ স রাজর্ষি নিন্যে ভুবনপাবনীম্।"

(ভাগবত ৯।৯।১০)

ভুবনভর্ত্তৃ (পুং) ভুবনস্য ভর্ত্তা। ভুবনপতি।

ভুবনমতি (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ কীর্ত্তিরাজের কন্যা।

(রাজতর° ৭।৫৮৩)

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, নবদ্বীপবাসী জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরামশিরোমণির পুত্র।

ভুবনরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

(রাজতর° ৭।২৫২)

ভুবনানাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ভুবনপতি।

ভুবনশাসিন্ (ত্রি) ভুবন শাস-ণিনি। ভুবনকে যিনি শাসন করেন, ভুবনপতি।

"অগ্নিদ্রেব পুরে তেন তাভ্যাং ভুবনশাসিনা।"(রাজতর° ৪।৪৬৩)

ভুবনসদ্ (ত্রি) ভুবনস্থিত।

ভুবনসিংহ, চিতোরের জনৈক গুহিলবংশীয় রাজা। ইনি চাহমানরাজ কিতুক ও সুলতান আলাউদ্দীনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভুবনাদ্ভুত (ত্রি) ভুবনবিস্ময়কর। (রাজতর° ৫।৭৩)

ভুবনাধীশ (পুং) ১ রুদ্রভেদ। ২ ত্রিভুবনের অধিপতি।

ভুবনাধীশ্বর (পুং) ত্রিভুবনের অধিপতি।

ভুবনানন্দ (পুং) বিশ্বপ্রদীপ-প্রণেতা।

ভুবনেশ (পুং) ১ শিবমূর্ত্তিভেদ। ২ স্থানভেদ।

ভুবনেশানী (স্ত্রী) জগৎকর্ত্রী।

ভুবনেশী (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

ভুবনেশী যন্ত্র, কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসারবর্ণিত শক্তিপূজার যন্ত্রভেদ।

ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটী শ্রেষ্ঠ শৈবক্ষেত্র। অক্ষা° ২০° ১৪´´ ৪৫´´ উঃ; দ্রাঘি° ৮৫° ৫২´ ২৬´´ পূঃ। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের 'ভুবনেশ্বর' নামক ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বর বাস্তবিক ভুবনের মধ্যে একটী দ্রষ্টব্যস্থান। ইহার অসংখ্য শিবমন্দির, হিন্দু শিল্পীর অপূর্ব্ব রচনাকৌশল, ইহার নয়নমোহন ভাস্করকার্য্য যিনি একবার মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাতাকে অজস্র ধন্যবাদ না দিয়া কেহই থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পুরাবিদ্‌গণও এই পবিত্র মন্দিরবৃন্দ-বিভূষিত প্রাচীনভূমির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে এই পুণ্যভূমির প্রকৃত নাম 'ত্রিভুবনেশ্বর', উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ কেবল ভুবনেশ্বর নামেই পরিচিত হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—'উদয়গিরির হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে কলিঙ্গনগরীর উল্লেখ আছে, তাহাই এই ভুবনেশ্বর। বুদ্ধের সময়ে এই কলিঙ্গনগরী বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে, তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ যে কয়খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রধান প্রধান রাজগণমধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কলিঙ্গনগরীর অধিপতি বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে সেই দন্ত কলিঙ্গনগরীতেই স্থাপিত হইয়াছিল, এখান হইতে পিপলির নিকটবর্ত্তী দন্তপুরী বা দাঁতন নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে এই স্থান কলিঙ্গনগরী বলিয়াই গণ্য হইতেছিল।"* তিনি হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ঐ রাজের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবরের উল্লেখদৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, সেই সরোবরই সুপ্রসিদ্ধ বিন্দুসাগর এবং ভুবনেশ্বরেই সেই কলিঙ্গাধিপের রাজধানী ছিল। †

ষ্টার্লিং, হণ্টার, কনিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া সকলেই এক বাক্যে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতিকেশরী হইতেই ভুবনেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই স্থান কালে 'ভুবনেশ্বর' নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

* Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, p. 61-62.
† Do Do Do Vol. II, p. 69.

উপরে যে সকল মত আলোচিত হইল, এখনকার পুরাতত্ত্ব আলোচনা দ্বারা উক্ত যুক্তিগুলি নিরর্থক বলিয়া মনে হইতেছে। বুদ্ধদেবের সময় এই ভুবনেশ্বরে যে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে যে বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের বহু পরবর্ত্তী, তাহার অল্পাংশই সম্রাট্ অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বর অঞ্চলে ঐ নামে কোন রাজা যে কোন কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী কলিঙ্গাধিপতি খারবেল নৃপতির যশঃকীর্ত্তি বিবৃত হইয়াছে। তাহার শ্যালক হাথিসাহের নামে ও হস্তিমূর্ত্তি হইতে হাথিগুফার নামকরণ হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল, কনিংহ'ম, হণ্টর প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ যে হাথিগুফাকে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখন তাহা জৈনকীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জৈনরাজ খারবেল যে কোন সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এদিকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে কেশরি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বর প্রতিষ্ঠা কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঐ সময়ে অথবা পরে কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে কোন যযাতিকেশরীর নাম সাময়িক লিপি বা প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। জগন্নাথ শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে উড়িষ্যার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ যে মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া থাকেন, তাহার প্রাচীন অংশ কল্পনামূলক, ঐতিহাসিকের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাদলাপঞ্জীর বিবরণও সেইরূপ কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

কাল্পনিক ও ইদানীন্তন রচিত মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ও ভুবনেশ্বরের নানাস্থানে উৎকীর্ণ সাময়িক শিলালিপি হইতে আমরা যে সকল প্রকৃত কথা পাইয়াছি, মাদলাপঞ্জীর সমালোচনার সহিত সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাভারতে বনপর্ব্বে লিখিত আছে—

"স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবং ॥ ২
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ॥ ৩
লোমশ উবাচ।
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় তত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥ ৪

ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥ ৫
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োহন্যেঽপি পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥ ৬
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ ॥ ৭
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥ ৮
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্‌ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৯
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১০
অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সংকল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতং ॥ ১১
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যো নরঃ।
দেবযানোঽস্য পন্থা চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্যাং নদ্যাং তপোবলাৎ।
মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশ্য লোমশ ॥ ১৪
সর্ব্বান্ লোকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাত্তব সুব্রত।
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাত্মনাং ॥ ১৫

লোমশ উবাচ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির।
যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তূষ্ণীমাস্ব বিশাম্পতে ॥ ১৬
এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ বনং দিব্যং প্রকাশতে।
যত্রাযজত রাজেন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা প্রতাপবান্ ॥ ১৭
যস্মিন্ যজ্ঞে হি ভূর্দ্দত্তা কশ্যপায় মহাত্মনে।
সপর্ব্বতবনোদ্দেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৮
অবাসীদচ্চ কৌন্তেয় দত্তমাত্রা মহী তদা।
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুং ॥ ১৯
ন মাং মর্ত্ত্যায় ভগবন্ কস্মৈচিদ্দাতুমর্হসি।
প্রদানং মোঘমেতত্তে যাস্যাম্যেষা রসাতলম্ ॥ ২০
বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্যপো ভগবানৃষিঃ।
প্রসাদয়াংবভূবাথ ততো ভূমিং বিশাম্পতে ॥ ২১
ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব।
পুনরুন্মজ্য সলিলাদ্বেদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥ ২২
সৈষা প্রকাশতে রাজন্ বেদীসংস্থানলক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি ॥ ২৩
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্ বেদীসমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরং ॥ ২৪
অহং চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে যথা ত্বমেনামধিরোহসেঽদ্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ॥২৫
ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥ ২৬
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোঽথ দেব্যো বিষ্ণোরেতস্ত্বমমৃতস্য নাভিঃ
এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তচ্ছাসনমস্য সর্ব্বং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥ ৩০

(ভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়)

(রাজা যুধিষ্ঠির) গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক পঞ্চ শত নদী মধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎপরে সেই বীর ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লোমশ বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন! এই সকল দেশ কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে যে স্থলে ধর্ম্ম দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় বৈতরণী নদী আছে। গিরি দ্বারা সুশোভিত সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজাতি-নিষেবিত সেই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর, ইহা স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযানস্বরূপ। পূর্ব্বকালে ঋষি ও অন্যান্য মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই স্থানে রুদ্রদেব যজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ! রুদ্রদেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পরস্ব গ্রহণ করিবেন না, সমগ্র যজ্ঞীয় ভাগে অভিলাষী হইবেন না। পরে তাঁহারা তাঁহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন এবং ইষ্টি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সম্মানিত করিলেন। তখন রুদ্রদেব পশু ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্বিষয়ে রুদ্রের যে গাথা আছে, তাহা শ্রবণ করুন। দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বভাগ হইতে উৎকৃষ্ট সদ্যোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা গান করিয়া স্নান করেন, তাঁহার দেবযান নয়নপথে প্রকাশিত হয়। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, তৎপরে মহাভাগ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃলোকের তর্পণ

করিলেন। পরে (কিয়দ্দূর আসিয়া) যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ঐ নদীতে অবগাহন করিয়া মনুষ্য-ভাবমুক্ত হইলাম। ঐ দেখুন, আমি আপনার প্রসন্নতা হেতু সকল লোক দর্শন করিতেছি। জপকারী মহাত্মা বানপ্রস্থগণের ঐ স্বর শুনা যাইতেছে। লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যে শব্দ শুনিতেছেন, উহা এই স্থান হইতে ত্রিংশতসহস্র যোজন দূর হইতে উত্থিত হইতেছে। আপনি মৌনী হউন। হে রাজেন্দ্র! ওই যে সম্মুখে বন প্রকাশ পাইতেছে, উহাই স্বয়ম্ভুবন। এই স্থানে প্রতাপবান্, বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ম্ভু-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞে তিনি দক্ষিণাস্বরূপ কশ্যপকে গিরিকানন সহ সমগ্র বসুন্ধরা দান করিলেন। হে কৌন্তেয়! পৃথিবী তথন স্বয়ম্ভুপ্রদত্ত হওয়ামাত্র অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকেশ্বর প্রভুকে কহিলেন, ভগবন্! আমাকে কোন মর্ত্ত্যের হস্তে প্রদান করা আপনার উচিত হয় না। আপনার দান বৃথা। কেননা আমি রসাতলে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। তথন কশ্যপঋষি পৃথিবীকে বিষণ্ণা জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপস্যা করিলেন। পৃথিবী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলেন ও পুনরায় সলিল হইতে বাহির হইয়া বেদীরূপে প্রকাশ পাইলেন। মহারাজ! সেই সংস্থানলক্ষণা বেদী প্রকাশ পাইতেছেন। আপনি তাহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান্ হইবেন। হে রাজন্! সেই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাতে উঠিলে আপনার মঙ্গল হইবে। সেই বেদী স্পর্শ করিলে তাহা সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব আপনি যেরূপে তাহাতে উঠিতে পারেন, তজ্জন্য আমি স্বস্ত্যয়ন করিব, 'ও বিশ্বগুপ্ত বিশ্বপর! তোমায় নমস্কার, হে দেবেশ! তুমি এই সাগরে লবণাক্ত জলে অধিষ্ঠান হও। 'হে বিষ্ণো! তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও জলের যোনি, তুমি বীর্য্য, তুমিই অমৃতের নাভি' এই সত্যবাক্য বলিয়া হে পাণ্ডব! তুমি সত্বরে এই বেদী আরোহণ কর। 'হে বিষ্ণো! অগ্নি তোমার যোনি, ইড়া তোমার দেহ, তুমি বীর্য্যাধার ও অমৃতের সাধন' এই মন্ত্রবাক্য জপ করিয়া নদীপতিতে অবগাহন কর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এতদ্ব্যতীত দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্রেও স্পর্শ করিতে নাই। তৎপরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির সাগরে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়টী তীর্থ বা পুণ্যস্থানের সন্ধান পাইতেছি। ১ম গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, তৎপরে কলিঙ্গ দেশের মধ্যে বৈতরণীতীর্থ ও তত্তীরস্থ দেবযজ্ঞ-স্থান, এই যজ্ঞস্থানই এখন যাজপুর নামে প্রসিদ্ধ। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মার তপস্যাস্থান স্বয়ম্ভুবন, তৎপরে লবণসাগরের সমীপবর্ত্তী বেদী *, যাহা এখন মহাবেদী বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তৎপরে মহেন্দ্রাচল, এই পর্ব্বতটী গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত ও পরশুরামের স্থান বলিয়া অদ্যাপিও প্রথিত।

মহাভারতে বনপর্ব্বে উক্ত পর্ব্বাধ্যায়ে যে যে তীর্থে পঞ্চ পাণ্ডব গমন করিয়াছিলেন, অতি সংক্ষেপে সেই সেই তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র ভিন্ন আর যে সকল স্থানে পঞ্চপাণ্ডব তীর্থভ্রমণকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মহাভারতকার সেই সেই স্থানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই গঙ্গাসাগর ও মহেন্দ্রাচলের মধ্যে বহু শত যোজন ব্যবধান ও তন্মধ্যে বহু স্থান থাকিলেও মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, মহাভারতের বিবরণ হইতে এই মাত্র বুঝিতেছি যে, আমাদের আলোচ্য ভুবনেশ্বরক্ষেত্র বনপর্ব্বের উক্ত পর্ব্বাধ্যায়-রচনাকালে বিশ্বকর্ম্মার তপস্যাস্থান স্বয়ম্ভুবন † বলিয়াই গণ্য ছিল। সে সময়ে এই স্থান দ্বিতীয় কাশী বা একাম্রকানন বলিয়া পরিচিত ছিল না এবং একাম্রকাননের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক আখ্যান পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছে, তাহারও কোন আভাস পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত এই পবিত্র স্থান তপস্বিগণের প্রিয় 'স্বয়ম্ভুবন' বলিয়াই পরিচিত ছিল, সে সময়ে এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে কোন লোকালয় ছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই-স্থান কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত থাকিলেও এখানে যে কোন রাজধানী ছিল, তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। গঞ্জাম প্রদেশে চিকাকোলের ৮ ক্রোশ দূরে যে কলিঙ্গপত্তন ও তাহার কিয়দ্দূরে মনসুর বন্দর রহিয়াছে, তাহাই এক সময়ে সুবিস্তৃত কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী ও ভারত-প্রসিদ্ধ মণিপুর বলিয়া খ্যাত ছিল।

বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে খণ্ডগিরিতে বৌদ্ধদিগের সমাগম ও ধবলগিরিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগী সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর অনুশাসন

* গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে এই স্থান—"বেলায়াং দক্ষিণাব্ধেমুঁষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং" অর্থাৎ দক্ষিণসাগরের তটে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানবেদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [এই বেদী-সম্বন্ধে অপরাপর কথা জগন্নাথ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

† মহাভারতের বঙ্গানুবাদকগণ স্বয়ম্ভু বন দেখিয়া 'ব্রহ্মার বন' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু ভুবটার্থপ্রকাশিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ভারতটীকায় স্বয়ম্ভুঃ অর্থে শম্ভু লিখিত হইয়াছে।

ঘোষিত হইলেও এই ভুবনেশ্বরে কোন বৌদ্ধপ্রভাবের সূচনা পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এই স্বয়ম্ভুবনে নির্জ্জনপ্রিয় হিন্দু তপস্বীদিগের তপঃস্থান থাকায়, ভিন্নমতাবলম্বিগণ ইহার শান্তিভঙ্গে অভিলাষী হন নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে পাটলি-পুত্রজয়কারী পরাক্রান্ত জৈনরাজ খারবেল খণ্ডগিরির অচলশৈল ভেদ করিয়া গুহা সকল প্রস্তুত করিয়া অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেও নিভৃত স্বয়ম্ভুবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক গুহা পর্ব্বতগাত্র হইতে উৎপন্ন মন্দিরাদির দ্বারা ভূষিত হইলেও স্বয়ম্ভুবন তাহার বহু কাল পরেও দেবমন্দিরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হয় নাই। এমন কি, খৃঃ ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং খণ্ডগিরি প্রভৃতির বৌদ্ধকীর্ত্তির সন্ধান পাইলেও এই সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের নাম পর্য্যন্ত শুনিয়া ছিলেন কিনা সন্দেহ। তৎপরে এই তপোবন "শাম্ভবক্ষেত্র" বলিয়া গণ্য হয়। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্॥" (১০অঃ)

পুরাকালে মহাদেব কর্ত্তৃক এই ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ উমাকান্ত স্থাপিত হইয়াছেন। তাহা হইতে এই স্থান পাপনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত।

এই শাম্ভবক্ষেত্র একাম্রবন বা একাম্রক্ষেত্র বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিল। এই স্বয়ম্ভু বা একাম্রবনে বহু পূর্ব্বকালে নানা মন্দিরাদি-শোভিত না হইলেও এই নির্জ্জন প্রদেশে বারাণসীর মত কোটিলিঙ্গপ্রতিষ্ঠিত ও অষ্টতীর্থ সমন্বিত ছিল, তাহা ব্রহ্মপুরাণ হইতে জানা যায়। যথা—

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
লিঙ্গকোটিসমাযুক্তং বারাণসীসমপ্রভম্॥
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্।"

এই স্বয়ম্ভুবনের একাম্রবন নাম কেন হইল, একাম্রশব্দে তাহার সবিস্তার পৌরাণিক আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [একাম্র দেখ।] মহাভারতোক্ত স্বয়ম্ভুবনই ইহার আদি নাম; সুতরাং ইহাকে বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। হিন্দু প্রাধান্যকালে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ ও উৎকলখণ্ড-বর্ণিত একাম্রবন মাহাত্ম্য রচিত হয়, তৎকালে সম্ভবতঃ মহাভারতীয় উপাখ্যান সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ সময়েও ভুবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হয় নাই। ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান লিঙ্গরাজ, অনন্তবাসুদেব প্রভৃতি মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হইবার পর একাম্রপুরাণ, শিবপুরাণের উত্তরখণ্ড, কপিলসংহিতা, একাম্রচন্দ্রিকা, ভুবনেশ্বর-মাহাত্ম্য ও স্বর্ণাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা এই সকল গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সহজে জানা যায়। একাম্রপুরাণ প্রভৃতির রচয়িতৃগণ বিভিন্ন দেবমন্দিরাদি উৎপত্তির অতি প্রাচীনত্ব স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলালিপিসমূহ ও মন্দিরাদির রচনাকৌশলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এমন কি, এই সকল অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক গ্রন্থসমূহ রচিত হইবার বহুকাল পরে, যে সকল মাদলাপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রারম্ভেই বলিয়াছি তাহার কথাও অধিকাংশ কাল্পনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেন আমরা এরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি, ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি।

বিন্দুসাগর।

ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে আসিয়া যাত্রীকে সর্ব্বপ্রথমেই বিন্দুসাগরে স্নান করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণমতে, এই বিন্দুসর তীর্থ সর্ব্বতীর্থের জলবিন্দুপ্রপূরিত, এখানে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল হয়। আবার পদ্মপুরাণের মতে ভগবান্ পিনাকপাণি সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু লইয়া এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম বিন্দুসাগর হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করেন, হাথিগুফার শিলালিপিতে কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক যে সরোবরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে, সেই সরই এই বিন্দুহ্রদ। আবার এই বিন্দুসাগরতীরবাসী পাণ্ডাগণ মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া এই সরোবরের প্রাচীনতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের মুদ্রিত বা হস্তলিখিত কোন পুথিতেই ঐ শ্লোকটী পাওয়া যায় নাই।

এখন কথা হইতেছে, এই বিন্দুসরঃ কি প্রকৃতই দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল? তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মপুরাণে যে বিন্দুসরতীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বলিয়াই মনে হয়। এখন ইহার যেরূপ বৃহদায়তন, পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। এই বিন্দুসাগরের তীরবর্ত্তী প্রাচীন অনন্তবাসুদেব-মন্দিরে ভবদেবভট্ট রচিত যে প্রশস্তি আছে, তৎপাঠে জানা যায়—

"প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপুণ্যৈকবীথীং
চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছস্বচ্ছাম্ভতোয়াং।
মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিষাদর্পয়ন্তীব তাদৃক্
ত্রিকোর্দ্ধ্বাদ্ভুতমহিকলতাধিকং যা চকাসে॥"

(ভট্ট ভবদেব) এই (অনন্তবাসুদেবের) প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ও মরকতমণির

ভার নির্ম্মল সুচ্ছায়-জলশালিনী একটী বাপী প্রস্তুত করেন। উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিম্বচ্ছলে অহিকলনকারী বিষ্ণুর অদ্ভুত ধাম দেখাইয়া সমধিকরূপে শোভিত হইয়াছিল। সুতরাং সমসাময়িক বিবরণ হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, এখানকার বিন্দুসাগর মহাত্মা ভবদেবের কীর্ত্তি। এই সুবৃহৎ সরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফিট, প্রস্থে ৭০০ ফিট ও সরোবর ১৬ ফিট গভীর। এই বাপীর চারিদিকেই পাথর দিয়া বাঁধান।

বিন্দুসাগরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দিয়া গাঁথা একটী দ্বীপ আছে; এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০×১০০ ফিট্। এই দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটী ছোট মন্দির আছে। স্নানযাত্রার সময় এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তি আনীত হয় এবং মন্দির পার্শ্বস্থ কোয়ারা হইতে জল উঠিয়া দেবের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। স্নানযাত্রা ভিন্ন অন্য সময় কেহ এই দ্বীপে যায় না। সে সময় এই স্থান বড় বড় কুম্ভীরের-বাসভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বিন্দুসাগরে বহুসংখ্যক কুম্ভীর দৃষ্ট হইলেও তাহারা কখন কোন যাত্রীর অনিষ্ট করে না; নির্ভয়ে কত শত বালক এই সরোবরে সাঁতার দিয়া থাকে।

বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া তীর্থযাত্রীকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে গিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়*।

অনন্ত বাসুদেব।

বিন্দুসাগরের মধ্য-ঘাটের সম্মুখে অনন্ত-বাসুদেবের বৃহৎ মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফিট্ ও প্রস্থে ১১৭ ফিট, ইহার মুখশালার দৈর্ঘ্য ৯৬ ফিট ও বিস্তৃতি ২৫ ফিট্। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে মোহন, তৎপরে নাটমন্দির ও তৎপরে ভোগমণ্ডপ বিদ্যমান্। কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট্।

মূল মন্দির, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপের গঠন-প্রণালী ভুবনেশ্বরের অধিষ্ঠাতা লিঙ্গরাজের চারি অংশে বিভক্ত প্রধান মন্দিরের মতন। চারি অংশের মধ্যেই বৃহৎ দ্বার আছে, তন্মধ্য দিয়া ভিন্ন অংশে যাওয়া চলে। মূল মন্দির ও মোহনের অলিগলি চারিদিকেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকার বহুতর প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু নাটমন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল অভ্যন্তর প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত একটী সুন্দর গরুড়মূর্ত্তি বিদ্যমান। মূল মন্দিরে বলরাম ও কৃষ্ণের মূর্ত্তি 'অনন্ত' ও 'বাসুদেব' নামে আখ্যাত। এই দুই হইতে মন্দিরের নামও 'অনন্ত-বাসুদেব' হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরই একাম্রকাননের সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির। তাই সর্ব্বাগ্রে অনন্ত-বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রী অপর কোন দেব দর্শন করিতে পারেন না। বাস্তবিক ভুবনেশ্বরে এখনও যে সকল মন্দির তীর্থযাত্রিগণের দ্রষ্টব্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন মন্দির বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সচিব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণপ্রবর ভবদেব ভট্টের কীর্ত্তি। এই ভবদেবই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলের পদ্ধতিকার। অনন্ত-বাসুদেবের প্রাচীরগাত্রে একখানি বৃহৎ শিলাফলক রহিয়াছে, তাহাতে ভবদেবের মিত্র সুপ্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র-রচিত ভবদেবের কুলপ্রশস্তি বর্ণিত আছে। উক্ত শিলালিপি হইতেই জানা যায় যে, এই বিখ্যাত মন্দির ও সম্মুখস্থ বিন্দুসাগর মহাত্মা ভবদেব ভট্ট প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।†

সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পতি মিশ্র ৮৯৮ শকে=৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ন্যায়-সূচীনিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন‡, ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্টেরও আবির্ভাব অসম্ভব নহে। এরূপ স্থলে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করা যায়।

লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর।

অনন্ত-বাসুদেব দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীকে লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর-দর্শনে যাইতে হয়। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের মধ্যে এই লিঙ্গরাজের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্য-সমন্বিত এই মন্দিরের জন্যই আজ ভুবনেশ্বর কেবল হিন্দুর নিকট নহে, জগতের সুসভ্য জাতিমাত্রেরই দ্রষ্টব্য বলিয়া বিঘোষিত। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৬০০ হস্ত দূরে সমুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ চত্বর মধ্যে এই মহামন্দির অবস্থিত। এই বৃহৎ মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্থে ৪৬৫ ফিট্, তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফিট বাহিরশালা আছে। মুখশালার পরিমাণ ২৩৫ ফিট্। প্রাচীরের স্থূলতা ৭ ফিট্ ৫ ইঞ্চি। প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব্বদ্বার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাই সিংহদ্বার, দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব্বকোণে অথচ প্রাচীরের উপরে নহবতখানার মত একটী ছোট পাথরের ঘর আছে, এটী ভেটমণ্ডপ। লিঙ্গরাজ

* "আদৌ বিন্দুসরে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরুষোত্তমম্।
চন্দ্রচূড়পদং নত্বা চন্দ্রচূড়ো ভবেন্নরঃ।" (বর্ণাশ্রমাচারতত্ত্ব)

† শিলালিপির সমগ্র পাঠ, অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ—
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে ৩৫১-৩৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর যখন রথযাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসেন, তৎকালে এই গৃহ মধ্যে পার্ব্বতীমূর্ত্তি আনীত হন। প্রাচীরের ভিতর বরাবর ২০ ফিট্ চওড়া ও ৪ ফিট্ উচ্চ পাথরের গাঁথনি আছে, এক সময়ে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে মন্দিররক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তরায়তন গঠিত হইয়াছিল। এখন ইহার কতকাংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারই একধারে একটী সুগঠিত কৃষ্ণপ্রস্তরের নৃসিংহমূর্ত্তি আছে। পশ্চিমদিকে চত্বর মধ্যে আরও অনেক ছোট ছোট শিবালয় আছে। তন্মধ্যে একটী ২০ ফিট্ উচ্চ মন্দির আছে, মূলমন্দির অপেক্ষা এটী বহু প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে ৫॥০ ফিট্ নিম্নে রহিয়াছে। এখানেই আদি-লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। শাস্ত্রমতে অনাদিলিঙ্গ স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ; তাই মূলমন্দির নির্ম্মিত হইলেও এখানকার আদিলিঙ্গ স্বস্থান-চ্যুত হন নাই। মূলমন্দির নির্ম্মাণ হইবার সময় চত্বর উচ্চ করা হয়, সেই জন্য আদি মন্দির যেন বহু নিম্নে বসিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে যে লিঙ্গসমূহের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র মন্দিরের লিঙ্গও একটী, অপরগুলি প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র লিঙ্গ। মূল মহামন্দির নির্ম্মিত হইলে সেই সকল পুরাণোক্ত লিঙ্গেরও যেন পূর্ব্বসম্মান হ্রাস হইয়াছে।

পশ্চিমদিকের এক কোণে ভগবতী-মন্দির আছে। ইহার মধ্যে তান্ত্রিক বামাচারীদিগের যোনিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত। মাদলাপঞ্জীর মতে, রাজা বিজয়কেশরী এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ঐ নামে কোন রাজা যে এ অঞ্চলে কখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণাভাব।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই একটী সুবিস্তৃত প্রস্তর-চত্বর পড়িবে, এই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল ছাদযুক্ত গোপালিনীর মন্দির। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে, এই গোপালিনীই কৃত্তি ও বাস নামক দুইটী অসুরকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে শান্তিস্থাপন করেন। [একাম্র দেখ।]

এই গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূলমন্দিরের চত্বর অপেক্ষা অনেক নিচু, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আদিলিঙ্গমন্দিরের সমসূত্রপাতে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টী পাথরের ধাপ আছে, এই ধাপের উপর ও লিঙ্গরাজের ভোগমণ্ডপের তলদেশে ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে লিঙ্গরাজের বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট। বৃষভ দর্শন করিয়া লিঙ্গরাজের মহামন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

লিঙ্গরাজের মহামন্দিরে সম্মুখাংশে ভোগমণ্ডপ, তাহার পশ্চাতে নাট্যমন্দির, তৎপশ্চাতে মোহন এবং মোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির বা দেউল ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। এই মহামন্দিরের অগ্রপশ্চাৎ পরিদর্শন করিলে জানা যায় যে, দেউল ও মোহন প্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহার পরে নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পণ্ডিতমণ্ডলী বেদপাঠ ও তত্তযুক্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিবেন বলিয়া এই ভোগমণ্ডপ প্রথমে নির্ম্মিত হয়। ভোগমণ্ডপ সুদৃঢ়-প্রস্তরভিত্তির উপর গঠিত। তাহার চারিধারে ২×৩ ফিট্ পাথরের গাঁথনি, তাহার উপরিভাগও সুডৌল পাথর বসান, তাহার চারিদিকে নানা নরনারী, পশু-পক্ষী, মন্দির ও পুষ্পগুচ্ছাদির মূর্ত্তি, দালানের চারিদিকেও কপোত, হংস, অশ্ব, হস্তী, গো, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতির সুগঠিত ও সুদৃশ্য চিত্র খোদিত বা গাঁথা দেখা যায়। ভোগমণ্ডপের প্রত্যেক ধারে পাঁচটী করিয়া গবাক্ষ। পূর্ব্বধারের মধ্যস্থলের গবাক্ষটী প্রবেশদ্বার। এই সকল গবাক্ষ থাকায় ইহার মধ্যে বেশ আলো ও বায়ু যাইত, দেখিতেও বেশ সুন্দর ছিল। যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সম্পন্ন হইত, কিন্তু গঠনবিপর্য্যয়ে উপরের ছাদ ফাটিয়া গেল, স্তম্ভাদি উপাড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কাজেই পরবর্ত্তিকালে সেই গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইল এবং ছাদরক্ষার জন্য চতুরস্র নিরেট স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইল। মধ্যস্থলের বড় বড় গবাক্ষগুলি শিলপা গাঁথিয়া ছোট করিয়া দিল এবং খিলান রাখিবার জন্য লোহার কপালী স্থাপিত হইল। এইরূপে নূতন দেওয়ালেও পাথর কাটিয়া নানামূর্ত্তি অঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন শিল্পবিদ্যার সুন্দর নিদর্শন ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে বিসদৃশ ও অসঙ্গত ও খামখেয়ালী মূর্ত্তি সকল বসিল। পাঠগৃহের পরিবর্ত্তে এখন এই অন্ধকারগৃহ ভোগঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যহ তিনবার এখানে লিঙ্গরাজের অন্নভোগাদি আনীত হয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, এই ভোগমণ্ডপ ৭৯২ হইতে ৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কমলকেশরীর রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ভোগমণ্ডপের স্থাপত্যদর্শন করিলে কখনই এরূপ মনে হয় না। লিঙ্গরাজের দেউলের ভিতরকার প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে যে সুবৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে আভাস পাওয়া যায়, যে মহাপুরুষ কোণার্কের সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই গঙ্গবংশীয় নৃপতি বীর নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪শ অঙ্কে ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বহু পরে সংস্কারকার্য্য ও গবাক্ষ-নিবদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভোগমণ্ডপের পশ্চিমে নাটমন্দির। দেবদাসীগণ এই নাটমন্দিরেই নৃত্যগীতবাদ্যাদি হইয়া থাকে। ভূমিভাগ চতুরস্র,

প্রত্যেক দিকে ৫২ ফিট্। এই নাটমন্দিরের উত্তরদক্ষিণে ২ ফিট্ চওড়া ও ৫ ফিট্ উচ্চ পাথরের গাঁথনি আছে। ভোগমণ্ডপের মত ঐ গাঁথনিতে নানা আকারের কারুকার্য্য আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্ ধরণের। কপাটের খোপে কোন জীব বা মনুষ্যমূর্ত্তি নাই। বৌদ্ধচৈত্যের অনুরূপ মধ্যভাগে নর-মূর্ত্তিযুক্ত মন্দিরচিত্রাদি রহিয়াছে। এই নৃত্যশালার ছাদ চারিটী চতুরস্র স্তম্ভ ও কতকগুলি লোহার কড়ির উপর স্থাপিত। গৃহের ভিতরমুখে কোন প্রকার সাজসজ্জা নাই। কেবল পশ্চিমদিকের মধ্যদ্বারের চারিদিকে অতি সুন্দর ক্লোরা-ইট্ পাথরে নানা মূর্ত্তিযুক্ত ধারী গাঁথা, এই ধারী যেন ছবির ফ্রেম, এইরূপ ৭ থাক ফ্রেম আছে, ফ্রেমের নিম্নাংশে সুছাঁদ নরমূর্ত্তি, নরমূর্ত্তির মাথার উপর যেন নানা মূর্ত্তি ও খোদিত-চিত্রযুক্ত থাম উঠিয়াছে। দ্বারের মাথার উপর ফ্রেমের যে অংশ পড়িয়াছে, তাহার শিল্পকার্য্য ও স্থাপত্য আরও চমৎকার। এই দ্বারের বাম কপাটে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা কলবরগজয়ী মহারাজ কপিলেন্দ্র দেব ভুবনেশ্বরের সেবার জন্য নানা জমি জমা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নাটমন্দির কপিলেন্দ্র দেবের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। রাজা রাজেন্দ্র লাল লিখিয়াছেন যে, ১০৯৯ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শালিনী-কেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটী কাল্পনিক। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বে যে বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানিতে পারি, যে বীর নরসিংহদেব কোণার্কের সূর্য্যমন্দির ও তাহার অপূর্ব্ব ফ্রেমবদ্ধ দ্বার প্রস্তুত করাইয়াছেন, লিঙ্গরাজের এই নাটমন্দির ও ইহার ফ্রেমবদ্ধ প্রাগুক্ত দ্বারও সেই বীর গঙ্গ-রাজেরই কীর্ত্তি। ১১৬৪ শকে (১২৪২ খৃষ্টাব্দে) এই নাট-মন্দির নির্ম্মিত হয়। উক্ত শিলালিপির উপরেই রাজরাজ-তনুজার নাম থাকায় মনে হয় সেই গঙ্গরাজকন্যাই ইহার সূত্রপাত করিয়া যান। সেই রাজকন্যাই বোধ হয়, প্রবাদ-বাক্যে ও আধুনিক মাদলাপঞ্জীতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

নাটমন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের খুবরীতে হরপার্ব্বতীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে মোহন ও তাহার পশ্চিমে লিঙ্গরাজের দেউল। উভয়ের গঠনও এক প্রকার, নির্ম্মাণকালও এক সময়ের বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। পাষাণময় এই মোহনের নির্ম্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাভারত হইতে দেখা যায় যে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই এই নয়নমোহন মোহন যেন সেই দেবশিল্পীর তপস্যা-প্রভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি হইতে সুবৃহৎ পাষাণ-প্রতিমা কি অপরূপ কৌশলে গঠিত হইয়াছে, মানব-জীবনের সংসারচিত্র সুস্পষ্ট দেখান হইয়াছে, প্রমোদাবাসের আনন্দময় চিত্র কি সুন্দর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কল্পিত লীলাভূমি যেন শিল্পীর কৌশলে সজীবতা লাভ করিয়াছে, আবার সেই সঙ্গে অমানুষী ও কবিকল্পিত অস্বাভাবিক দৃশ্যেরও অভাব নাই। যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, শত পৃষ্ঠা লিখিলেও তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থ।

মোহনের ছাদও ভোগমণ্ডপের ছাদের মত চূড়াকার। এরূপ বৃহৎ ছাদ কেবল দেওয়ালের অবলম্বে থাকিতে পারে না, তাই ৩০ ফিট্ করিয়া উচ্চ চারিটী সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের নিকট বামভাগে একটী চতুরস্র ঘর আছে, ইহার যথেষ্ট কারি-গরী দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, নির্ম্মাতা ইহার কারুকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে কএকটী পিত্তলের প্রতিমা রক্ষিত থাকে। লিঙ্গরাজের উৎসব-কালে লিঙ্গের পরিবর্ত্তে ঐ প্রতিমাগুলি বাহিরে আনা হয়। ইহার সম্মুখে ও অদূরে কএকটী ছোট বড় মন্দির দেখা যায়। মোহনের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফিট্ ও প্রস্থ ৪৫ ফিট্। তৎপরে লিঙ্গ-রাজের দেউল বা মহামন্দির। এখন চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত দেউলের উচ্চতা ১৬০ ফিট্, কিন্তু দেউলের গর্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফিট্ নিম্ন হওয়ায়, সে সময়ে যে চত্বর ছিল, তাহাও গৃহের মেজ হইতে অন্ততঃ ২।৩ ফিট্ নিম্ন হওয়া সম্ভব। সুতরাং প্রথমে যখন দেউল নির্ম্মিত হয়, তৎকালে দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফিট্ ছিল। দেউলের ভূম্যংশ মোহনের সমপরিমাণ, কেবল উহার দক্ষিণদিকের মুখ-শালা কিঞ্চিৎ চওড়া, কিন্তু পূর্ব্বপশ্চিমাংশ কতকটা সঙ্কীর্ণ। প্রতি মুখশালীর মধ্যস্থলে একটী বড় খুবরী, তাহার উপরে ও পার্শ্বে এক একটী ছোট খুবরী, দূর হইতে ঐ সকল খোপগুলি যেন ত্রিতল গৃহ বলিয়া মনে হয়। মধ্য-মুখশালীর সর্ব্বনিম্ন খুবরী অতি বৃহৎ ও সৌন্দর্য্যশালী, মনুষ্যাকৃতি হইতেও বৃহত্তর পাষাণমূর্ত্তি এই নিম্ন স্তবকে সুরক্ষিত। দক্ষিণ ভাগের মূর্ত্তিটী গণেশের, পশ্চিমের মূর্ত্তি কার্ত্তিকের এবং উত্তর দিকের মূর্ত্তটী দেবী ভগবতীর। মুখশালী যেরূপ বহু শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক, বাহিরশালীগুলি সেরূপ না হইলেও কারি-গরী ও স্থাপত্যহীন নহে। এই সকল স্থানেও নানাবিধ পাষাণমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কোণের বাহিরশালীর খোপগুলি অতি ছোট, পূর্ব্বোক্ত গুলির মত বড় আকার নহে, কিন্তু এখানকার ছোট খোপে আট-

দিক্‌পালমূর্ত্তি আছে, এতন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণপূর্ব্বে অগ্নি, দক্ষিণে যম, দক্ষিণপশ্চিমে নির্ঋতি, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরপশ্চিমে মরুৎ, উত্তরে কুবের ও উত্তরপূর্ব্বে ঈশ। মুখশালী অথবা বাহিরশালী এবং মূলমন্দিরগাত্রের ব্যবধানেও অনেক খোপ আছে, ইহাদের গঠন সাদাসিদা। এই সকল খোপে কতকগুলি সিংহ এবং ৫ ফিট্ উচ্চ নরনারীর বিভিন্ন ভাবের পাষাণমূর্ত্তি আছে। কোন কোন স্থানে এক একটী দেবনর্ত্তকী, কোথাও বা শৃঙ্গাররসাবেশে নরনারীর যুগলমূর্ত্তি। এই যুগলমূর্ত্তিগুলি এত কুরুচিসম্পন্ন ও অশ্লীল, তাহা লিখিয়া বলা অসম্ভব। এরূপ মূর্ত্তির সংখ্যাও বেশী নাই। সুসভ্য ইংরাজরাজপুরুষগণ এরূপ বহু যুগলমূর্ত্তি সরাইয়া ফেলিয়াছেন এবং কতকগুলি অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া আছে। কোন খোপে বাগ্যকরদল, কোথাও বহু সংসারচিত্র রহিয়াছে। ইহার পুতুলগুলি এক ফিটের অধিক বড় হইবে না।

মুখশালী ও বাহিরশালী ছাড়া দেউলের আয়তন প্রায় ৫৫ ফিট্ উচ্চ। উপরের থাকে থাকেও বহু সিংহমূর্ত্তি এবং ছোট বড় নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। আলোক ও বায়ু যাইবার জন্ত উপরিভাগে অনেকগুলি গবাক্ষ ও বাতায়ন আছে। কলসের অবলম্বস্বরূপ তাহার তলদেশে ১২টী সিংহমূর্ত্তি উপবিষ্ট। এই কলসের উপর সুবৃহৎ ত্রিশূল প্রোথিত।

দেউলের পূর্ব্বভাগ মোহনের সহিত সংযুক্ত। এদিকে কোন অলঙ্কার বা সাজসজ্জার আড়ম্বর নাই। ভিতরে বাহিরে সমান আকৃতি মণ্ডিত।

দেউলের আয়তনের মত গর্ভগৃহের আয়তনও ঘন বা চতুষ্কোণ। এই গৃহও দ্বিতল, নিম্নতলেই অনাদিলিঙ্গ ভুবনেশ্বর বিরাজমান। তাঁহার উর্দ্ধে ছাদের সহিত চন্দ্রাতপ সংলগ্ন। এই অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্তই সহস্র সহস্র যাত্রী ভুবনেশ্বরে আগমন করিয়া থাকে। পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র মধ্যে এখনও সহস্রাধিক লিঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু এই লিঙ্গই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেজন্ত ইহার নাম লিঙ্গরাজ। এখানকার পৌরাণিক স্থানমাহাত্ম্যে ইনি ত্রিভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বরনামে বিবৃত হইলেও এই লিঙ্গমূর্ত্তির প্রকৃত নাম কৃত্তিবাস। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাসনামেই এই লিঙ্গের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, মগধ হইতে আসিয়া যযাতি কেশরী যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দুধর্ম্মস্থাপন করিলেন। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজ্যাবসানকালে লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়, তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার বংশধর সূর্য্য কেশরী বহুদিন রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্ত কিছুই করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্ত মন্দিরের কার্য্য চালাইয়াছিলেন, অবশেষে ললাটেন্দুকেশরী বা অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খৃষ্টাব্দে) এই মহামন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়।* জগন্নাথের মাদলাপঞ্জী হইতে মিত্র মহাশয় এই যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও কবিকল্পনা, ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের তীর্থক্ষেত্রের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের চেষ্টামাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কেশরিবংশীয় কোন রাজাই মগধ হইতে আসেন নাই, বরং ব্রহ্মেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত উদ্যোত-কেশরীর শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তাঁহার প্রপিতামহ বিচিত্রবীর্য্য কৈলাস হইতে আসিয়া ওড্র রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষ রাজা জনমেজয় ত্রিকলাধিপ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।† বাস্তবিক উদ্যোতকেশরী ভিন্ন এই বংশীয় অপর কোন নৃপতির কেশরী উপাধি দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মেশ্বরলিপিতে উদ্যোতকেশরী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দীর্ঘরব, অপবার, বিচিত্রবীর্য্য, অভিমন্যু, চণ্ডীহর ইত্যাদি যে সকল সোম-বংশীয় নৃপতিবর্গের নামোল্লেখ আছে‡, মাদলাপঞ্জীতে ইহার একটীর নামও পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম, মাদলাপঞ্জীর কেশরিবংশের কাহিনী পাণ্ডাদিগের কল্পনামাত্র§। লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহন হইতেই মন্দিরনির্ম্মাণকালের সমসাময়িক শিলা-লিপি বাহির হইয়াছে, যাঁহারা দেউল ও লিঙ্গরাজ-মূর্ত্তি-দর্শনে গিয়া থাকেন, ঐ সকল শিলালিপি তাঁহাদের নেত্রপথে এখনও পতিত হইয়া থাকে। ঐ শিলালিপি-সাহায্যে দেউল ও মোহনের নির্ম্মাণকাল বাহির করিয়াছি। জগন্নাথের পাণ্ডাগণ যে অনঙ্গভীমকে পুরুষোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, সেই অনীয়ঙ্কভীমই ভুবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনীয়ঙ্কভীমদেবের চতুস্ত্রিংশৎ

---

* এ সম্বন্ধে মিত্রমহাশয় তাঁহার পিতার রোজনামা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী।"

জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটাও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নাই।

† Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, p. 88.

‡ জগন্নাথ শব্দ ৫৭৯-৫৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ জগন্নাথ শব্দ ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অঙ্ক ও প্রবহতি-সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও ২য় নরসিংহদেবের সুবৃহৎ তাম্রশাসনে দুইজন অনঙ্গভীম বা অনীয়ঙ্কভীমের নাম পাওয়া যায়, ১ম অনঙ্গভীম উৎকলবিজেতা জগন্নাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির-নির্ম্মাতা চোড়গঙ্গের ৪র্থ পুত্র, ১০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। ২য় ব্যক্তি ১ম ব্যক্তির পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র, ইনি ৩৪ বৎসর প্রায় ১১৭৫ শক (১২৫৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে 'রাজরাজতনুজ' ও অনীয়ঙ্কভীমের ৩৪ রাজ্যাঙ্ক থাকায় আমরা শেষোক্ত অনীয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমদেবকে ভুবনেশ্বরের মহামন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া স্থির করিলাম। সম্ভবতঃ এই গঙ্গরাজের রাজ্যারম্ভে মহামন্দিরেরও নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ এবং তাঁহার রাজ্যাবসানকালে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, যে অংশ বাকি ছিল, তাহা নাটমন্দির ও ভোগ-মণ্ডপের সহিত তৎপুত্র বীর নরসিংহদেব কর্ত্তৃক সুসম্পূর্ণ হইয়াছিল। [চাটেশ্বর দেখ।] কেহ কেহ মনে করেন, দেউলের গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে ভুবনেশ্বরলিঙ্গ অধিষ্ঠিত, তাহা দেউল ও মোহন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। কিন্তু এই গর্ভগৃহের অন্তর্ভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপির বর্ণ-মালা ও অনীয়ঙ্কভীমের শিলালিপির বর্ণমালা দেখিলে একই সময়ে একই ব্যক্তির করনিঃসৃত বলিয়া সহজেই মনে হয়। সুতরাং গর্ভগৃহসহ দেউল ও মোহন কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনীয়ঙ্কভীমের কীর্ত্তি। মহারাজ অনীয়ঙ্কভীম 'কৃত্তিবাস' ও 'কৃত্তিবাসেশ্বর' নামেই লিঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শিলালিপি হইতে স্পষ্ট জানা যায়। এই ২য় অনীয়ঙ্ক ভীমই কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার নানাস্থানে সুবৃহৎ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। [চাটেশ্বর ও গাঙ্গেয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সহস্রলিঙ্গসরঃ।

মহামন্দিরের প্রদক্ষিণার বাহিরে সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান ও তন্মধ্যে একটী সরোবর আছে, এই সরোবরের নামই সহস্রলিঙ্গসরঃ। এই সরোবরের চারি ধারে চতুর্হস্ত উচ্চ শতাষ্ট শিবালয় আছে, বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরোবরের নাম সহস্রলিঙ্গ হইয়াছে। কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা একাম্রচন্দ্রিকায় এই সরোবরের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্ণাদ্রিমহোদয়ে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

তীর্থেশ্বরের মন্দির।

সহস্রলিঙ্গসর হইতে বিন্দুসাগরে যাইবার পথে চৌমাথার উপর তীর্থেশ্বর-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বিশেষ শিল্প বা কারুকার্য্যের পরিচয় নাই, তবে দেখিলেই মহামন্দির এমন কি, অনন্তবাসুদেবের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। চড়কপূজার সময় এই মন্দিরে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি আনীত হইয়া থাকে।

কোটিতীর্থেশ্বর।

অনন্তবাসুদেবের মন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে এক পোয়া পথ গেলে এক ক্ষুদ্র আম্রবন মধ্যে ৪০ ফিট্ উচ্চ মোহনযুক্ত একটী দেউল দেখা যায়, ইহারই নাম কোটিতীর্থেশ্বর। এই মন্দিরটী দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, অতি প্রাচীন দেউল ও বৌদ্ধচৈত্যের মাল মসলা লইয়া এই দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে পাথরে বাঁধান একটী অপরিষ্কার সরোবর আছে, তাহারই নাম কোটিতীর্থ। বহু তীর্থযাত্রী এখানে স্নান করিতে আসে।

ব্রহ্মেশ্বর।

কোটিতীর্থের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে উচ্চ স্তূপের উপর একটী সুন্দর, জাঁকাল, নানা শিল্পযুক্ত মন্দির ও তদনুরূপ মোহন আছে। ইহাই ব্রহ্মেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে যোনিচিহ্ন-বিরহিত ব্রহ্মেশ্বর নামক ক্ষুদ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একাম্রপুরাণে (১৪শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, মহাদেব ব্রহ্মার নিকট ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের সবিস্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মহামন্দিরের ১১২০ ধনু দূরে তাঁহার বিশ্রামস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এখানে ব্রহ্মেশ্বরমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, এখন যে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির আছে, ইহাই সেই বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির। কিন্তু এই ব্রহ্মেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সোমবংশীয় রাজা উদ্যোতকেশরীর মাতা কোলাবতী এই মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন*। খৃষ্টীয় একা-দশ শতাব্দে রাজা উদ্যোতকেশরী বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারই সময়ে এই বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত হয়। একাম্রপুরাণের উপাখ্যান পাণ্ডাদিগের স্বকপোল-কল্পিত বর্ণনামাত্র। মন্দিরের পশ্চিমে একটী বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। স্বর্ণাদ্রিমহোদয় ও একাম্রপুরাণে মন্দিরস্থ লিঙ্গ ও কুণ্ড উভয়ের মাহাত্ম্যই বর্ণিত আছে।

ভাস্করেশ্বর।

ব্রহ্মেশ্বরের উত্তরপূর্ব্বে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে ভাস্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে, স্বর্গবাসী দেবগণ যখন ব্রহ্মার নিকট সমুদ্রতীরবর্ত্তী

* জগন্নাথ শব্দ ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একাম্রকাননের মাহাত্ম্য শুনিলেন, তখন সকলে সহস্রাংশু সূর্য্যদেবকে পাঠাইয়া দিলেন, সূর্য্যদেবের সকলে অনুবর্ত্তী হইবেন, একথাও জানাইলেন। সূর্য্যদেব এখানে আসিয়া স্থানের শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আনাইয়া কৃত্তিবাসের মহামন্দিরের ১৫০০ধনু দূরে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইলেন এবং তন্মধ্যে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়া নানা উপকরণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃত্তিবাস তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, আমি স্বয়ং নিত্যই এই লিঙ্গে অবস্থান করিব। (একাম্রপুরাণ ১৮শ অধ্যায়)

ভক্তগণ উক্ত উপাখ্যান ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিলেও ঐতিহাসিকগণ অমূলক বলিয়া মনে করেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের বিশ্বাস, ভাস্করেশ্বর লিঙ্গটী একটী বৌদ্ধ-কীর্ত্তিস্তম্ভ। অশোকলাটও হওয়া সম্ভব, কারণ তাহার সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে। হিন্দুগণ সেই স্তম্ভটী আনিয়া লিঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক এই পাষাণলিঙ্গটীর সহিত ভুবনেশ্বরস্থ কোন লিঙ্গের সৌসাদৃশ্য নাই। এদিকে মন্দিরটীর গঠন ও মাল-মসলা দেখিলে ভুবনেশ্বরের মহামন্দির অপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে চূর্ণকাম হওয়ায় সেই প্রাচীনতা কতকটা নষ্ট হইয়াছে। এক সময়ে এই মন্দির প্রায় ৫০ ফিট্ উচ্চ ছিল, এখন কলস ও আমলশিলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার ভিত্তিভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮৷৹ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৭৸৹ ফিট্ এবং উচ্চতা ১১ ফিট্। ইহার উপর মূলমন্দির ও ১১ ফিট্ চওড়া ক্ষুদ্র মোহন স্থাপিত। মন্দিরের পার্শ্বভাগে খোপের মধ্যে এক একটী দেবীমূর্ত্তি পাথরের গাঁথনির সঙ্গে গাঁথা। লিঙ্গের পার্শ্বে পাথরের ধাপ গাঁথা আছে, তাহাতে উঠিয়া পূজারি লিঙ্গের মাথায় জল ঢালে ও যথারীতি পূজা করে।

রাজারাণী দেউল।

ভাস্করেশ্বরের পশ্চিমে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে রাজারাণী দেউল রহিয়াছে। এখন পরিত্যক্ত ও কণ্টকবৃক্ষে আচ্ছাদিত হইলেও এক সময়ে এই মন্দিরের ও চতুর্দ্দিকস্থ উপবনের শোভায় সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। ইহার গঠনপ্রণালী ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহার মোহনও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ইহার কারুকার্য্য ও শিল্প দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাহিরের খোপে বেশ সুডৌল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নরনারীর মূর্ত্তি, অতি ছোট হইলেও দুই হাত পর্য্যন্ত বড় মূর্ত্তি দেখা যায়। এই সকল মূর্ত্তি গড়িতে শিল্পী যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়াছে। এই মন্দিরে যেমন অনঙ্গরঙ্গের বহু মূর্ত্তি আছে, অপর মন্দিরে তত নাই; সেই সকল অশ্লীল অথচ সুগঠিত মূর্ত্তি দেখিলে চোখে কাপড় দিতে হয়। নানা দেবদেবীর মূর্ত্তির অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, সেজন্য কোন লিঙ্গ না থাকায় এই মন্দিরটী বহু দিন হইতেই পরিত্যক্ত এবং এখানকার অযত্নরক্ষিত পাষাণময় বহুরূপ সুন্দর মূর্ত্তিগুলি যেন সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। জেনারল ষ্টুয়ার্ট ও কর্ণেল মেকেঞ্জি এই মন্দির দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ইহার অনেক সুন্দর মূর্ত্তি তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন; এখনও তাহার কএকটী কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অঙ্গহীন হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতেই দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কেন এই মন্দির দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয় নাই, তাহার পরিচয় দিতে সকলেই অক্ষম। ইহার গঠনপ্রণালী ও শিল্পকৌশল অনেকটা ব্রহ্মেশ্বরমন্দিরের অনুরূপ। এ কথা অসম্ভব নহে, যে উদ্যোতকেশরী নিজ মাতার জন্য ব্রহ্মেশ্বরমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার মহিষীর যত্নে এই সুদৃশ্য দেউলটী গঠিত হইয়াছে। এ জন্য এই দেউলটী রাজারাণীর দেউল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহামন্দিরের দক্ষিণদিকে ৫৷৭ বিঘা জঙ্গল পড়িয়া আছে, অনেকের বিশ্বাস, ঐ স্থানেই রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেই প্রাসাদের চিহ্ন ও রাজোদ্যানের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেই প্রাসাদেই উদ্যোতকেশরী বাস করিতেন। কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের আক্রমণে তিনি হৃতরাজ্য হইলে, তাঁহার বহু যত্নের দেউলটীও দেবপ্রতিষ্ঠার অভাবে অঙ্গহীন রহিয়া যায়। লক্ষকরে তাঁহার প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইলেও দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত বলিয়া দেউলটী হিন্দুবিজেতার হস্তে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু বিজিত নৃপ বংশের কীর্ত্তি বলিয়া, অঙ্গহীন মন্দির মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠা প্রতাপশালী গঙ্গরাজগণ অনাবশ্যক ও হীনচিত্তের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

উদ্যোতকেশরীর পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উক্ত জঙ্গলের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে।

মেঘেশ্বর।

ভাস্করেশ্বরের পূর্ব্বে ২০০ হাত দূরে মেঘেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির। উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল এই মন্দিরের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু একাম্রপুরাণে, স্বর্ণাদ্রি মহোদয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই মেঘেশ্বরের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। একাম্রপুরাণ মতে, 'আটটী মেঘ সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায় একাম্রক্ষেত্রে আসিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের আদেশ

পাইয়া একত্র আসিয়া কল্পবৃক্ষ হইতে ১৭০০ ধমু দূরে এক অমল শিলাতল বাছিয়া লইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া তথায় পরিখা, তোরণ, কুণ্ড, গোপুরাদি সর্ব্বাবয়বযুক্ত একটী তুঙ্গ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। এখানে তাঁহাদের দান, অর্চ্চনা, তপ ও যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর দেখা দিলেন ও বর দিতে চাহিলেন। তখন মেঘগণ প্রার্থনা করিলেন, আমরা এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আপনি এখানে অবস্থান করুন। মহাদেব বলিলেন, আমি এখানে মেঘেশ্বর নামে অবস্থান করিব, ইহার বিমলজল হ্রদও আমার প্রীতিপ্রদ ও সর্ব্বপাপনাশক হইবে। (একাম্রপুরাণ ৩৮ অধ্যায়)

একাম্রপুরাণ যাহাই বলুক, এই মেঘেশ্বরমন্দির উৎকলবিজয়ী চোড়গঙ্গের পুত্র রাজরাজের শ্যালক মহাবীর স্বপ্নেশ্বর দেবের কীর্ত্তি। মেঘেশ্বরে পূর্ব্বে একখানি শিলাফলক ছিল, তাহা এখন অনন্তবাসুদেব মন্দিরে ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির পার্শ্বে রক্ষিত আছে। জেনারল ষ্টুয়াট কর্তৃক উক্ত শিলালিপি স্থানচ্যুত হইয়াছিল এবং মেজর কিটো কর্তৃক বর্ত্তমান স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গৌতমগোত্রে রাজপুত্র দ্বারদেব জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র মূলদেব, তৎপুত্র অহিরম, অহিরমের স্বপ্নেশ্বর নামে একপুত্র ও সুরমা নামে এক কন্যা জন্মে। এই সুরমার সঙ্গে চোড়গঙ্গরাজপুত্র রাজরাজদেবের বিবাহ হয়। বিবাহ সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বর গঙ্গরাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এই স্বপ্নেশ্বর দেবই বর্ত্তমান মেঘেশ্বরের সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের পার্শ্বে যে মেঘকুণ্ড আছে, তাহাও স্বপ্নেশ্বরের যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বপ্নেশ্বরের ভগিনীপতি রাজরাজ খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময় মন্দিরের যেরূপ শোভা ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাও দেখিবার জিনিস সন্দেহ নাই। *

মুক্তেশ্বর।

রাজারাণী-দেউলের ৬০০ হাত দূরে একটী আম্রবন ছিল, এবং এখানে কয়েকজন সিদ্ধ বাস করিতেন, তজ্জন্য এইস্থান সিদ্ধারণ্যনামে খ্যাত হয়। এখানে স্বভাবজ বহু শীতল প্রস্রবণ রহিয়াছে। কাজেই এমন মনোরম স্থানে শ্রেষ্ঠ দেবালয় কেন না নির্ম্মিত হইবে? এমন সুরম্য নির্জ্জন স্থানে কে না থাকিতে চাহে? তাই দেখিতে পাই, উৎকলের ভূপতিগণ বিভিন্ন সময়ে এখানে মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি সৌধাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্থায়ি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে যতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে মুক্তেশ্বর বা মুক্তীশ্বর ভুলিবার নহে। উৎকল-শিল্পিগণ এই মন্দিরে তাহাদের গুণপণার চরম দেখাইয়া গিয়াছে। মন্দিরের সে পূর্ব্ব দৃশ্য আর নাই বটে, এখন অস্পষ্ট, বর্ণহীন ও অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি এখনও অতি সুন্দর বিগত শিল্পনৈপুণ্যের মর্য্যাদাপরিচায়ক। দেউল সবে মাত্র ৩৫ ফিট্ উচ্চ ও মোহন ২৫ ফিট্ মাত্র, মোহনের সম্মুখে তোরণ ১৫ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু বিভিন্ন অংশের রচনাবিন্যাস, স্থান-নির্ব্বাচন ও পরিমাণ-পারিপাট্য দেখিলে শিল্পীর অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে যেটা সাজে, সেখানে সেটা সন্নিবিষ্ট, যেখানে যেটা রাখিলে সকলের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে পারে, শিল্পী যেন দৈবশক্তিপ্রভাবে পাথর লইয়া সেই খেলা খেলিয়াছেন! কি সাজের বাহার—কোথায় স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ, কোথায় সুসজ্জিত ও সুনির্ম্মিত নরনারী-মূর্ত্তি, কোথাও গজবাসিনী দেবীমূর্ত্তি অসিবর্ম্মাবৃত অসুর-বিনাশে উদ্যতা, কোথাও ভগবতী অন্নপূর্ণা ভোলানাথকে অন্নভিক্ষাদানে নিরতা, কোথাও পঞ্চাশরা ভুজঙ্গের চক্রতলে অর্দ্ধসর্পাকৃতি রমণী, কোথাও সিংহ গজের উপর, আবার কোথাও সিংহসহ গজের যুদ্ধ, কোথাও গজশুণ্ডে সিংহ আবদ্ধ;—নর্ত্তকীগণের আবার হাবভাবযুক্ত নানাদৃশ্য,—কেহ নাচিতেছে, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা অথবা তম্বুরা বাজাইতেছে,—কেহ প্রেমাবেশে প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিতেছে;—কোন বলিষ্ঠ রাক্ষসমূর্ত্তি ভার বহিতেছে, সিদ্ধর্ষিগণ শিবপূজায় নিযুক্ত আছেন, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা চৌপায়ায় রক্ষিত পুথি পড়িতেছে, ছত্রতলে যেন কোন নারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোন নারী আবার দ্বারদেশে শুকপাখী হাতে করিয়া আছে, কোন রমণী বৃক্ষতলে, কেহবা কূর্ম্মের উপর শোভা পাইতেছে। রমণীগণের কেশ পাশেরই কত বাহার! মাথারই বা কত অপরূপ সাজ;—ফুলের সাজ, লতাপাতার কাজ, ঝাড়ের কাজ কি সুন্দর! কি বলিব, কি লিখিব! বাস্তবিক মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব, যে দেখিয়াছে, সেই জানিয়াছে, সেই ভুলিয়াছে, উৎকলশিল্পের সহস্র ধন্যবাদ না করিয়া দ্রষ্টা কখন ফিরিতে পারেন না। এত কারিগরী, এত শিল্পচাতুর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও যেন অনুকূল। মন্দির মধ্যে যেখানে যেখানে জল থাকিলে ভাল হয়, সেই সেই স্থানেই স্বভাবজাত প্রস্রবণ শিল্পীর কৌশলে গৃহায়তনের

* মন্দির ও শিলালিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Journal of Asiatic Soceity of Bengal, Vol. LXVI. pp. 11-22 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক এই নির্জ্জন সিদ্ধারণ্যে মুক্তি-দাতা মুক্তেশ্বরের মন্দিরে আসিলে আর মন সংসারে ফিরিতে চায় না, ইচ্ছা হয় এখানে চিরদিন থাকি, আর সেই ভূতভাবন ভবানীপতির উদ্দেশ্যে মন প্রাণ সমর্পণ করি।

মুক্তেশ্বরের পার্শ্বেই একটী বাদামীধরণের সরোবর। এটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ ও ২৫ ফিট্। ইহার তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, ও একধারে নাগকেশরের ছায়াতলে পাষাণ-সোপান শোভিত। এই সরোবর মধ্যে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে, সে জন্য কুণ্ডে চিরকালই সমভাবে পরিষ্কার জল থাকে। এই জলই কুম্ভারাকৃতি মুখ দিয়া গৌরীকেদারকুণ্ডে পতিত হইতেছে। এই কুণ্ডটীও দৈর্ঘ্যে ৭০ ফিট্, প্রস্থে ২৮ ফিট্। ইহারও তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট্ লম্বা ও ১০ ফিট্ চওড়া পাষাণ-সোপান আছে। এই গৌরীকেদারের জল এত পরিষ্কার যে, ১৬ ফিট্ গভীর হইলেও ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এমন সুস্বাদু ও পরিষ্কার পানীয় জল ভুবনেশ্বরের আর কোথাও নাই। এই কুণ্ডের তলদেশেও প্রস্রবণ আছে। শিবপুরাণের মতে, গৌরী নিজ হস্তে এই পুষ্করণী খনন করিয়াছেন। এখানে সংবৎসর সমাহিতচিত্তে স্নান করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে।* কপিলসংহিতার মতে, এই কুণ্ডের জল পান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।†

কুণ্ডের ঘাটে কএকটী ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে একটীর বাহিরের দেওয়ালে ৮ ফিট্ উচ্চ একটী হনুমানমূর্ত্তি ও আর একটীতে সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তি গাথা আছে। এই দেবীর মত সুন্দর মুখশ্রী ভুবনেশ্বরের আর কোন মূর্ত্তিতে নাই। উভয়েরই প্রত্যহ পূজা হয়।

কেদারেশ্বর।

দুর্গাদেবীর দক্ষিণভাগে ৪১ ফিট্ উচ্চ কেদারেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির বা ইহার চতুরস্র মোহনেও জাকজমক বা সাজসজ্জা কিছুই নাই। দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণে এই কেদারেশ্বরলিঙ্গের উল্লেখ আছে। কেদা-রেশ্বরের প্রবেশদ্বারের চৌকাটের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১০০৪ শকে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গের আধিপত্যকালে এই কেদারে-শ্বরমন্দির নির্ম্মিত হয়। একাম্রপুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই গৌরীমন্দির, শীতলাষষ্ঠীর দিন এখানে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি গৌরীদেবীকে বিবাহ করিতে আসেন।

সিদ্ধেশ্বর।

মুক্তেশ্বরের ১০০ হাত উত্তরপশ্চিমে একটী অতি প্রাচীন ভগ্নমন্দির আছে। একাম্রপুরাণমতে, বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শিবের উপাসনায় বিষ্ণু এখানে সিদ্ধিলাভ করেন, তজ্জন্য এখানকার অধিদেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর হইয়াছে। এই মন্দিরের উচ্চতা ৪৭ ফিট্। এই মন্দিরের দক্ষিণে চক্রেশ্বর, শঙ্করেশ্বর, শক্রেশ্বর, শক্ষোশ্বর, বায়ব্যেশ্বর, বরুণেশ্বর, ধনদেশ্বর, পাবকেশ্বর, চন্দ্রশেখর, পরশু-রামেশ্বর প্রভৃতি কএকটী মন্দির আছে। শেষোক্ত পরশু-রামেরশ্বর মন্দিরটী প্রায় ৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বাঙ্গ নানা-শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত। রাজা রাজেন্দ্রলালের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধ-বিহারের অনুকরণে এই মন্দিরের কোন কোন অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন অংশ দেখিলেই যেন বিলাতের স্যাক্সন দিগের গির্জ্জা বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মন্দিরের গঠন দেখিলেই মহামন্দির অপেক্ষা অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। একাম্রপুরাণে পরশুরামেশ্বর 'দৈত্যেশ্বর' নামে বর্ণিত।

অলাবুকেশ্বর।

পরশুরামেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে নাতিদূরে অলাবুকেশ্বরের মন্দির। অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা অলাবু কেশরীর নাম হইতেই ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, অলাবুকেশরী নামে কোন রাজাই ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। একাম্রপুরাণমতে, মহাদেবের অলাবু-কমণ্ডলু হইতেই ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। এই মন্দিরের ২০০ গজ পশ্চিমে নাকেশ্বর নামে ১টী সুন্দর অথচ পরিত্যক্ত মন্দির রহিয়াছে।

উত্তরেশ্বর।

বিন্দুসাগরের উত্তরতীরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে উত্তরেশ্বর প্রধান। একাম্রপুরাণমতে, এখানে মহাদেব ভীমমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং দেবী ভগবতী তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য বহুরূপ ধরিয়াছিলেন। পৃথ্বীমধ্যে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যদ বলিয়া বর্ণিত। ইহার নিকট ভীমেশ্বরনামে একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানে আসিয়া ঐ

* "তত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবী গৌরী ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
স্বয়মেবাকরোৎ কুণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
স্নাত্বা তস্মিন্ মহাকুণ্ডে সংবৎসরসমাহিতঃ।
কৃত্তিবাসোঽর্চ্চনং তত্র সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥"
(শিবোপপুরাণ উত্তরখণ্ড)

† "বিন্দুহ্রদে তনুত্যাগাৎ ত্রিসন্ধ্যে পিণ্ডদানতঃ।
কেদারে উদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (কপিলসংহিতা)

মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, ভুবনেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলাফলকোক্ত রাজা ভীমদেব কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ এই ভীমেশ্বর মন্দির স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

উক্ত স্থানের উত্তরপশ্চিমে অর্দ্ধমাইল দূরে রামাশ্রম অশোকবন দৃষ্ট হয়। এখানে একসময়ে কোন কেশরীরাজের প্রাসাদ ছিল, তাহারই নিকট রামেশ্বর-মন্দির ও অশোকতীর্থ। অশোকতীর্থের চারিধারেও অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, হনুমান প্রভৃতির ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়। ইহারই অনতিদূরে গোসহস্রহ্রদ ও তাহার তীরে গোসহস্রেশ্বর মন্দির। একাম্রপুরাণমতে, এখানে ভগবতী গোচারণকালে লিঙ্গের উপর গোক্ষীর নিঃসারিত হইতে দেখিয়াছিলেন। গোসহস্রেশ্বরের উত্তরপূর্ব্বে ঈশানেশ্বর, তৎপরে যথাক্রমে ভদ্রেশ্বর, কুক্কুটেশ্বর, পরমেশ্বর, পূর্ব্বেশ্বর, স্বর্ণকূটেশ্বর, বৈদ্যনাথ, সুস্নাত্রাতকেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, বালকেশ্বর বা ডেকরা ভীমেশ্বর, উৎপলেশ্বর, জটিলেশ্বর, আম্রাতকেশ্বর, বৈতাল দেউল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবালয় আছে। এতন্মধ্যে বৈতাল দেউলের গঠনের কিছু বিশেষত্ব আছে, ইহার চূড়া চারিকোণী, উপরে তিনটী কলস, দূর হইতে দেখিলে অনেকটা দাক্ষিণাত্যের গোপুর বলিয়া মনে হয়। মন্দিরে যথেষ্ট কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়।

সোমেশ্বর।

বৈতাল দেউলের প্রায় ১০০০ হাত দক্ষিণে সোমেশ্বরের মন্দির। এই দেবায়তন দেখিলেই মন বিমুগ্ধ হয়—ইহার সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য কোন কোন অংশে মুক্তেশ্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই মন্দির উচ্চে ৩৩ ফিট্ মাত্র, ইহার মোহন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৩×২১ ফিট্। ইহারই পার্শ্বে বউলমালা পাথরে গাঁথা একটী বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম পাপনাশিনী। প্রথমাষ্টমীর সময় এখানে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি আনীত হয়।

সারী দেউল।

মহামন্দিরের উত্তরে এবং বড়দাণ্ড ও বিন্দুসাগর যাইবার রাস্তার ধারে বহু মন্দির আছে, তন্মধ্যে সারী দেউল উল্লেখযোগ্য। এই দেউল উচ্চে ৬৩ ফিট্। মন্দিরের ভিত্তি প্রায় ২৬ ফিট্ চওড়া, গৃহের ভিতর ১২×১১ ফিট্। মন্দির ও মোহনে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে। ইহার সাজের কিছু বিশেষত্ব আছে। ভুবনেশ্বরের আর কোন মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না। থারী, খিলান ও পোস্তার মাথায় বহুবিধ চিত্রিত পাত্র দেখা যায়। দেখিলেই যেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের চিত্রপাত্র বলিয়া মনে হয়।

কপিলেশ্বর।

মহামন্দিরের সম্মুখ দিয়া একটী রাস্তা উত্তরে বড়দাণ্ড হইয়া ইহার আধ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া কপিলেশ্বর গ্রামে মিলিত হইয়াছে। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস; বাস গৃহগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুচিত্রিত। এই গ্রামের শেষ সীমায় কপিলেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার চত্বর ১৭৮×১৭২ ফিট্, তাহার চারিদিকে ৮ ফিট্ উচ্চ দুর্ভেদ্য পাথরের প্রাচীর। মধ্যস্থলে মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপযুক্ত দেউল। দেউল ৪৬ ফিট্ উচ্চ, বউলমালা পাথরে নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দিরেই সাদাসিদা শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। দেখিলেই লিঙ্গরাজের মহামন্দির অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ মূলমন্দির ও মোহনের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। ভোগমণ্ডপে সুন্দর নানা রঙের মণ্ডোদক চিত্র দেখা যায়। মন্দিরের দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের নীচে একটী বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের মধ্যে চিরস্থায়ী একটী প্রস্রবণ রহিয়াছে। তজ্জন্য জলও অতি পরিষ্কার। ইহার জল গ্রামের লোকেরা পান করিয়া থাকে। শিবপুরাণ, একাম্রপুরাণ, কপিলসংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয় ও একাম্রচন্দ্রিকায় ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বহুযাত্রী এই কপিলেশ্বর দর্শনে আসিয়া থাকে। ইহার নিত্য সেবাদি ভুবনেশ্বরেরই মত।

লিঙ্গরাজ।

অপরাপর শিবলিঙ্গের ন্যায় লিঙ্গরাজেরও পত্র, পুষ্প, ভাজ, দুগ্ধ, জল প্রভৃতি দ্বারা পূজা হয়। তবে জগন্নাথের ন্যায় ইঁহারও নিত্য অন্নভোগের বন্দোবস্ত আছে। অন্য স্থানের শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য, কিন্তু ভুবনেশ্বরের নির্ম্মাল্য কখনও কেহ পরিত্যাগ করে না, যাত্রিমাত্রেই পরম ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন জগন্নাথের অন্নভোগ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে একত্র বসিয়া আহার করিতে পারে, লিঙ্গরাজের ভোগও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিকেই একত্র ভোজন করিতে দেখা যায়। নীচজাতি-স্পৃষ্ট হইলেও লিঙ্গরাজের ভোগ কখন অপবিত্র হয় না

নিত্যসেবা ব্যতীত লিঙ্গরাজের দ্বাদশ যাত্রা ও উপযাত্রা হইয়া থাকে।

দ্বাদশ যাত্রা যথা—১ম মার্গশীর্ষের কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে প্রথমাষ্টমী যাত্রা, ২য় ঐ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে প্রাবরণোৎসব, ৩ পৌষ-পূর্ণিমায় পুষ্যযাত্রা, ৪ মকর-সংক্রান্তিতে ঘৃতকম্বলযাত্রা, ৫ মাঘসপ্তমী-যাত্রা, ৬ শিবরাত্রি, ৭ চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী, ৮ চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমনভঞ্জিকা, ৯ বৈশাখ

অক্ষয়তৃতীয়া চন্দনযাত্রা, ১০ আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমীতে পরশুরামাষ্টমী যাত্রা, ১১ ঐ শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শয়নচতুর্দ্দশীযাত্রা, ১২ শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে পবিত্রারোপণযাত্রা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকমাসে যমদ্বিতীয়া ও উত্থানচতুর্দ্দশীযাত্রা হইয়া থাকে।

উপযাত্রা—অগ্রহায়ণে ধনুসংক্রান্তি, মাঘে বসন্তপঞ্চমী ও ভীমৈকাদশী, ফাল্গুনে কপিলযাত্রা ও দোলযাত্রা, চৈত্রে বাসন্তীপূজার সময় নবপত্রিকা, জ্যৈষ্ঠে শীতলাষষ্ঠী, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ও গণেশচতুর্থী, আশ্বিনে ষোড়শদিনপর্ব্ব ও দশহরা, এবং কার্ত্তিকে কুমারোৎসব হইয়া থাকে।

[ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ একাম্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভুবনেশ্বরী (স্ত্রী) ভুবনস্য ঈশ্বরী। দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীভেদ।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।" (তন্ত্রসা•)

প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে,—পুরাকালে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য তপস্যায় নিমগ্ন হন, তখন এই পরমাশক্তি পরমেশ্বরী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"অথ শ্রীভুবনাং বক্ষ্যে ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতরম্।
পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽতপ্যত দারুণং।
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী।
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু উৎপন্না তারিণী স্বয়ং॥" (প্রাণতোষিণী)

ব্রহ্মপুরাণে ইনি আঙ্গিরসবংশীয়দিগের কুলদেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"দিদেশাঙ্গিরসং বংশে স দেবীং ভুবনেশ্বরীং" (ব্রহ্মপু• ১৮।৪)

[দশমহাবিদ্যা মহাবিদ্যা ও শক্তি শব্দে দেখ।]

ভুবনেশ্বরী কবচ (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত ধারণীয় কবচভেদ।

ভুবনেশ্বরী ভৈরবী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত ভৈরবীভেদ।

ভুবনেষ্ঠা (পুং) মায়াতৎকার্য্যাত্মকে ভুবনে কৃত্তজাতে তিষ্ঠতি উপহিতঃ সন্ বর্ত্তত ইতি ভুবনে স্থা-বিচ্, তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি সপ্তম্যা অলুক্ ততঃ ষত্বং। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। (অথর্ব্ব ২।১।৪)

ভুবনৌকস্ (পুং) ভুবনে ওকঃ স্থানং যস্য। ভুবনবাসী।

ভুবন্তি (পুং) ভুবং তনোতি তন-বাহ• তি, যুম্। ভূমণ্ডলবিস্তারক। "বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবন্তয়ে" (শুক্লযজু• ১৬।১৯) 'ভুবন্তির্ভূমণ্ডলবিস্তারকঃ' (বেদদীপ)

ভুবন্যু (পুং) ভবতীতি (কম্যচ ক্বিপেশ্চ। উণ্ ৩।৫১) ইতি চকারাৎ ভূতো রপি কম্যচ্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। (মেদিনী) ৪ প্রভু। (উজ্জ্বল)

ভুবপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ। "ভুবপতয়ে স্বাহা" (শুক্লযজু• ২।২) 'ভুবপত্যাদয়স্ত্রয়োঽগ্নে র্ভ্রাতরঃ' (বেদদীপ•) ২ ভুবলোকপতি।

ভুবস্ (অব্য•) ভবতীতি ভূ (ভূরঞ্জিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪।২১৭) ইতি অসুন্, সচ কিৎ। ১ আকাশ। (হেম) ২ মহাব্যাহৃতি ভেদ।

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহৎ ভূর্ভুবর্স্বরিতীতি চ॥" (মনু ২।৭৬)

ভুবর্লোক (পুং) ভুবশ্চাসৌ লোকশ্চেতি। ভূরাদি সপ্ত লোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক।

"ভূমিসূর্য্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদিমুনিসেবিতাম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম॥"(বিষ্ণুপু•২।৭অ•)

ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহা ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক নামে অভিহিত। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমণ্ডলও তদ্রূপ।

ভুবস্পতি (পুং) ভুবো লোকস্বামী। (অথর্ব্ব ১০।৫।৪৫)

ভুবিষ্ঠ (ত্রি) ভুবি তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্ স• ততঃষত্বং। ভুবি স্থিত, পৃথিবীস্থিত।

"মাং প্রান্তবাহময়ো রথিনং ভুবিষ্ঠং।
ন প্রাহরন্ যদনুভবে নিরস্তচিত্তাঃ॥" (ভাগ• ১।১৫।১৭)

ভুবিস্ (স্ত্রী) ভবতীতি ভবত্যস্মিন্ রত্নাদীনি বা ভূ-(ভুবঃ কিৎ। উণ্ ২।১১৩।) ইতি ইসিন্, সচ কিৎ। সমুদ্র। (উজ্জ্বল)

ভুবিস্পৃশ্ (ত্রি) ভুবি স্পৃশতি স্পৃশ-ক্বিপ্, অলুক্‌সমাস। পৃথিবীতে স্পর্শকারী।

"নাসাং বরো বঞ্চতমা ভুবিস্পৃক্
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্॥" (ভাগ• ৪।২৫।২৯)

ভুলুয়া, বর্ত্তমান নোয়াখালি জেলার প্রাচীন নাম। এখানে বারাহী-দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (দেশাবলী)

[নোয়াখালি দেখ।]

ভুলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার মালশিরাগ্রামস্থ শিবলিঙ্গভেদ। এই সুপ্রাচীন দেবমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত ও অষ্টকোণাকার। ভার্গব স্বামী নামা জনৈক ব্যক্তি ইহার সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিবৎসর শ্রাবণী সংক্রান্তিতে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভুশুণ্ডী, (ভুষণ্ডী) পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। প্রবাদ, এই কলির ভুশুণ্ডী আবহমান কাল বিদ্যমান থাকিয়া জগতের যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

ভুশুণ্ডীকে রণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সত্যযুগের শুম্ভ-নিশুম্ভ-যুদ্ধে বিনা আয়াসে তিনি দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগের রাম-রাবণ-যুদ্ধে তাঁহাকে অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, শুম্ভসংহার কারণ দেবদানবযুদ্ধ জগতের একটী মহতী ঘটনা। রাক্ষসপতি রাবণনিধনব্যাপার সামরিক মহাঘটনার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই তৃতীয় কৌরবযুদ্ধ পূর্ব্ব দুইটী যুদ্ধ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের নির্ব্বাণ-প্রকরণের পূর্ব্বভাগে ১৫-২১ অধ্যায়ে ভুশুণ্ডীর উপাখ্যান সবিস্তার লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পুরীধামস্থ সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে ভুশুণ্ডী কাকের প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্পদ বিশিষ্ট। [জগন্নাথ দেখ]

ভুশুণ্ডীর এই সর্ব্বজ্ঞতা প্রচারিত থাকায় বর্ত্তমান বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রকেই শ্লাঘা করিয়া 'কলির ভুশুণ্ডী' শব্দে অভিহিত করাইয়া থাকে।

ভুষণ্ডী (স্ত্রী) পাষাণক্ষেপণার্থ চর্ম্মময় চন্দ্ররূপ অস্ত্রভেদ। (ভারত ১।২২৭ অ० নীলকণ্ঠ)

"ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাসশূলপরশ্বধৈঃ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুষণ্ডীভিশ্চিত্রবাণৈ শরৈরপি॥"(ভাগ০৪।১০।১১)

ইহা প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণের একটী যুদ্ধাস্ত্র, ছুড়িয়া বা ফেলিয়া মারিতে হয়। ইহা বাহুত্রয় পরিমিত লম্ব, গ্রন্থিযুক্ত ও স্থূলকায়। ইহার বর্ণ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় উগ্রদর্শন। পাতন ও ঘূর্ণননামক গতিদ্বয় ইহার ক্ষেপণানুগত।

"ভুষণ্ডী তু বৃহদ্‌গ্রন্থির্বৃহদ্দেহঃ সুমৎসরঃ॥
বাহুত্রয়সমুৎসেধঃ কৃষ্ণসর্পোগ্রবর্ণবান্।
পাতনং ঘূর্ণনঞ্চেতি দ্বে গতী তৎসমাশ্রিতে॥" (ধনুর্ব্বেদ)

ভুসড়ি (দেশজ) ১ শূকর। ২ বাক্সকোষ।

ভুসা (দেশজ) ১ বর্ত্তিকার ধূমোত্থিত মসী। ২ ধান্যাদির তুষ।

ভুসাবল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৭১ বর্গ মাইল। তাপ্তী, পূর্ণা, বাঘর, সুর, ভগবতী ও সুখী নদী ব্যতীত এখানে চাষবাসের সুবিধার জন্য দ্বিসহস্রাধিক কূপ খনিত আছে। নদী-তীরবর্ত্তী স্থানবিশেষে উর্ব্বরতা ও শস্য প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইলেও, অপরাপর স্থানসমূহ আম্র, বাবুল প্রভৃতি বনমালায় পরিবেষ্টিত দেখা যায়। স্থানীয় স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। কেবল মাত্র পূর্ণা হইতে সুখী নদীর পার্ব্বত্য ভূভাগ পর্য্যন্ত স্থান রোগের আকর বলিয়া গণ্য। রোগের প্রাবল্য ও মৃতের আধিক্য হেতু এই স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই উপবিভাগে ৩টী নগর ও ১৮৫ খানি গ্রাম আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা০ ২১° ১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ৪৭´ পূঃ। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলা রেলপথের নাগপুর শাখার সঙ্গম হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভুসী (দেশজ) দাইল প্রভৃতির তুষকে ভুসী কহে।

ভুসীমাল (দেশজ) বাণিজ্য ব্যাপারে ছোলা, তিসি, সরিষা, যব, গম, প্রভৃতিকে ভুসীমাল কহে।

ভূ, ১ সত্তা। ২ প্রাপ্তি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্, প্রাপ্ত্যর্থে উভয়০ সক০। লট্ ভবতি, ভবতঃ, ভবন্তি। আত্মনেপদে ভবতে, ভবেতে, ভবন্তে। বিধিলিঙ্ ভবেৎ, ভবেত। লোট্ ভবতু, ভবতাং। লঙ্ অভবৎ, অভবত। লুঙ্ অভূৎ, অভূতাং, অভূবন্। অভবিষ্ট, অভবিষাতাং অভবিষত। লিট্ বভূব, বভূবে। লুট্ ভবিতা। আশীলিঙ্ ভূয়াৎ, ভবিষীষ্ট। সন্ যঙ্ বোভূয়তে বুভূয়তি। যঙ্ লুক্ বোভবীতি বোভোতি। ণিচ্ ভাবয়তি। লুঙ্ অবীভবৎ।

"ভবতে দুরিতক্ষয়ং যথোক্তৈঃ ক্রতুভির্ভাবয়তে নাগলোকম্।
ভবতি ত্রিদশৈশ্চ পূজিতো বহুশবৎ ভাবয়তি স্বিবশ্চ সর্ব্বান্॥"
(কবির০)

অধি + ভূ = আধিক্যরূপে ঐশ্বর্য্য। অনু + ভূ = অনুভব, ইহা এক প্রকার জ্ঞানভেদ। এই অর্থে সকর্ম্মক। অন্তর্ + ভূ = তিরোভাব, অক০। অভি + ভূ = তিরস্কার, ২ আক্রমণ। সকর্ম্মক। 'অভিভবতি শত্রূন্'। আবিস্ + প্রাদুস্ + ভূ = প্রথম প্রকাশ। উদ্ + ভূ = উৎপত্তি। অকর্ম্মক। তিরস্ + ভূ = অন্তর্ধান, স্থিত বস্তুর কারণরূপে অবস্থান। পরা + ভূ = অসহন, পরাভব। পরি + ভূ = পরিভব, তিরস্কার। প্রতি + ভূ = তুল্যরূপ ভবন, প্রতিভূ। বি + ভূ = ব্যাপ্তি, বিভু। বি + অতি + ভূ = পরস্পর ভবন। আত্মনে০ সক০। "ব্যতিভবতে অকমিন্দুঃ" (বোপদেব) সম্ + ভূ = যোগ্যত্ব। প্র + ভূ = ঐশ্বর্য্য। অক০। 'ধনে প্রভবতি ধর্ম্মাষ্টে ইত্যর্থ'। সম্ + ভূ = সম্ভব। নিশ্চিত প্রায় বিষয় অক০।

'যত্নে বিদ্যা সম্ভবতি, যত্নে সতি বিদ্যা প্রায়েণ নিশ্চিতমিত্যর্থঃ।'

ভূ, প্রাপ্তি। চুরাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ ভবয়তে। লুঙ্ অবীভবত।

ভূ (অব্য০) ভূ-ক্বিপ্। রসাতল। (হেম)

ভূ (স্ত্রী) ভূ-আধারে কর্ত্তরি অপাদানে বা ক্বিপ্। ১ পৃথিবী, ভূমি। ২ স্থানমাত্র।

"ষষ্ঠজ্যয়ো যদত্তাং বাদিনাং বৈ।
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি॥" (ভাগ° ৬।৪।৩১)

৩ যজ্ঞাগ্নি। (জটাধর)

ভুঁইআদা (দেশজ) ভূমি আদ্রক, আদ্রকভেদ। (Hedychium angustifolium.) [আদা দেখ।]

ভুঁই (দেশজ) ভূমি। ভূমি শব্দের অপভ্রংশ।

ভুঁইআমলকী (দেশজ) গুল্মভেদ (Flacourtia cataphracta)।

ভুঁইওকড়া (দেশজ) ওকড়া বা গুল্মভেদ। (Verbena nodiflora.) ইহাতে এক প্রকার গন্ধ আছে।

ভুঁইকম্প (দেশজ) ভূকম্প, ভূমিকম্প।

ভুঁইকামড়ি (দেশজ) গুল্মভেদ (Convolvulus reniformis)।

ভুঁইকুমড়া (দেশজ) ভূমিকুষ্মাণ্ড। (C. paniculatus)

ভুঁইচাপা (দেশজ) ভূমিচম্পক (Kæmpferia rotunda)।

ভুঁইছাতী (দেশজ) ছত্রাকভেদ।

ভুঁইজাম (দেশজ) ভূমিজম্বু (Premna herbacea.)

ভুঁইডালিম (দেশজ) ডালিমভেদ। [দাড়িম দেখ।]

ভুঁইডুমুর (দেশজ) একপ্রকার ডুমুর গাছ। (Ficus-repens) [ডুমুর দেখ।]

ভুঁইমালি (ভূম্যন্দর), পূর্ববঙ্গবাসী কৃষিজীবী নিকৃষ্টজাতি-বিশেষ। পাল্কীবহন ও দাসবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও কার্য্যাদি লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, তাহারাই পূর্ব্বকালে বঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিল। পরে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার-প্রসঙ্গে তাহারা ক্রমশঃই হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ ও রীতিনীতি অভ্যাস করিতে শিখিয়াছে। দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে তাহারা হাড়ার সমশ্রেণী বলিয়া গণ্য। ঢাকার ভুঁইমালিগণ বলে যে, তাহারা এক সময়ে শূদ্র ছিল, পরে আপনাদিগের কর্ম্মফলে এরূপ হীনবর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, একদা হরপার্ব্বতী ভক্তবৃন্দের পারিতুষ্টির জন্য মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন। সকল ব্যক্তিই দেবীর মোহিনীমূর্ত্তি সন্দর্শনে তৃপ্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র জনৈক দুর্ভাগ্য ভুঁইমালি অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল যে, 'যদি আমি এরূপ রূপবতী যুবতী পাই, তাহা হইলে সকল প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছি।' দেবাদিদেব ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটী রূপ-গুণবতী ভার্য্যা প্রদানপূর্ব্বক ঝাড়ুদাররূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মে নিয়োগ করেন। তদবধি তাহারা এইরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মই করিয়া আসিতেছে।

তাহাদের মধ্যে বড়ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই। প্রথমোক্ত ভুঁইমালিগণ কৃষি, গীতবাদ্য ও পাল্কীবহন প্রভৃতি কার্য্য করে, কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ভুঁইমালিগণ ময়লা ফেলার কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা ডোম, মেহতর বা হালালখোর প্রভৃতির ন্যায় নিকৃষ্ট কার্য্যে লিপ্ত হয় না বা আপনাদের রমণীগণকে তদ্রূপ নিকৃষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করে না। ত্রিপুরা-রাজ্যের সরাইল-বাসী ভুঁইমালিগণ শূকর পোষে, তাহারা অন্যান্য ভুঁইমালি কর্ত্তৃক স্বশ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণী ব্যতীত, মিত্রসেনী-বেহারানামে তাহাদের একটী থাক আছে। তাহারা বল্লালসেনাত্মজ মিত্রসেন-নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালার আদিম বেহারার জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ তাহারা সেনরাজাদিগের সময় হইতে বেহারার কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কৃষি-জীবি। অনেক হিন্দু-পরিবার তাহাদের মধ্য হইতে ভৃত্যগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। একই ব্রাহ্মণ তাহাদের পরস্পরের যাজকতা করিলেও বড়ভাগিয়াগণ মিত্রসেনীদিগকে ঘৃণা করে, কখন উভয়ে একত্র আহার করে না।

কীর্ত্তন ও গীতবাদ্যব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া এখন তাহারা গ্রামে গ্রামে চৌকীদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেকে জমিদার বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক ঝোড়-জঙ্গল-পরিষ্কার, পথঘাট-নির্ম্মাণ, ঝাড়ুদার ও মৃত জীবদেহ গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ পাত্রের বিবাহে তাহারা একটাকা ও পাত্রীর বিবাহে আটআনা পয়সা পাইয়া থাকে। বিবাহের সময় তাহারা মসালচীরও কার্য্য করে। হিন্দুর আলয়ে ভুঁইমালি ঝাড়ুদারের কার্য্য নিষিদ্ধ, কারণ তাহাদের পদার্পণে গৃহাদি অপবিত্র হয়; কিন্তু তাহাদের বালিকা কন্যা (দাসী বা ছুকরী নামে অভিহিত) কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কারকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাহাদের রমণীগণ সাধারণতঃ ধাত্রী-কার্য্য করে। কখন কখন তাহারা গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য বাসনাদি মাজিয়া ধুইয়া দিয়া যায়।

হিন্দু-গৃহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা বেদী প্রস্তুত করে। দুর্গোৎসব প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা প্রাঙ্গণভূমি পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপন করিয়া দেয়। সন্ধ্যাকালে দেবপ্রদত্ত বলির ভাগ তাহারা ব্যতীত অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। বাস্তু-পূজা ও গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেও তাহাদের সাহায্য আবশ্যক।

ঢাকা ও ব্রহ্মপুত্রনদের প্রাচীন খাতবাসী ভুঁইমালিগণের মধ্যে পরাশর ও আলম্যান গোত্র প্রচলিত আছে। তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না, বিবাহে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের পৌরোহিত্য করে। তাহারা সাধারণতঃই বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। প্রায় সকল হিন্দুপর্ব্বই তাহারা পালন

করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন খাজাখিজর ও পীর বদরের পূজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর তিন দিন তাহারা ভূমিকর্ষণাদি করে না।

উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপাদি অনুসরণ করিয়া শূদ্রশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেও,তাহারা এখনও গ্রামের ভিতর থাকিতে পায় না। এখনও তাহারা জাতিগত নীচবৃত্তি লইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর ন্যায় এখন তাহারা শূকরভোজন ত্যাগ করিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা চণ্ডালদিগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিত, কিন্তু এখন উচ্চ-সমাজে মিলিত হইবার আশায় তাহারা তাহাদের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভুঁইয়া, স্বনামখ্যাত ভারতবাসী জাতিবিশেষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই 'ভুঁইয়া' শব্দ জাতিবাচক কিনা, তদ্বিষয়ে জাতিতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আসাম হইতে পশ্চিমে রাজপুতানা এবং উত্তরে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভুঁইয়া নামধেয় শ্রেণীবিশেষের বাস আছে। উহাদের সকলের মধ্যেই যে অনার্য্যরক্ত প্রবাহিত এরূপ নহে। রাজপুতানার ভুঁইয়া (ভূমিয়া)গণ রাজপুত, বেহারের ভুঁইয়া (ভূমীহার)গণ বাহ্মণ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভুঁইয়া (বার ভুঁয়া)গণের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুজাতির সমাবেশ থাকায় তাঁহারা অনুমান করেন যে, এই ভুঁইয়া শব্দ জাতিগত না হইয়া বরং ব্যক্তিগত ছিল। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বকালে স্থানবিশেষে আসিয়া বন কাটিয়া বসতি করিয়াছে, তাহারা স্থানীয় জমিদার বা রাজার নিকট সেই ভূমির সত্ত্ব লাভ করিয়া ভুঁইয়া নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এখনও আসামের অনেক ভূম্যধিকারী ভুঁইয়া উপাধি রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এইরূপে গাঙ্গপুর ও বোনাই সামন্তরাজ্যে, ছোটনাগপুর ও মানভূমে, কেঁউঝরে এবং লোহারডাগার মুণ্ডা, ওরাওন্ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির মধ্যেও ভূমিজ বা ভুঁইয়া উপাধি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, বর্ত্তমান ভুঁইয়া নামধেয় অনার্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ এখানে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে বসবাস করে। যাহারা সেই সময়ে বস্তুবিভাগ পরিষ্কার করিয়া সেই ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ ভূমিহার, ভুঁইয়ার বা ভুঁইয়া আখ্যালাভ করিয়াছে। ক্রমে একস্থানে বাসনিবন্ধন এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ একটী স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

দ্রাবিড়-শাখাভুক্ত যে অনার্য্য-সম্প্রদায় এইরূপে একত্র বসবাস করিয়াছে,তাহারাও কালে ভুঁইয়া নামধারী জাতিরূপে গণ্য হয়। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি জাতি বা বংশের উপাধিধারী ভুঁইয়াদিগকে ছাড়িয়া ছোটনাগপুর-অধিত্যকার দক্ষিণস্থ গাঙ্গপুর, বোনাই, কেঁউঝর ও বামড়া প্রভৃতি সামন্তরাজ্যবাসী ভুঁইয়াদিগের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, শেষোক্তদিগকেই প্রকৃতপক্ষে ভুঁইয়া জাতি বলা যায়। সিংহভূম, হাজারিবাগ ও দক্ষিণবেহারে মুসাহারনামক ভুঁইয়াদিগের প্রতিপত্তি দেখা যায়।

মীর্জাপুরবাসী ভুঁইয়াগণের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে:—মোম ও কুন্তনামক ঋষিদ্বয়ের যথাক্রমে ভদ্র ও মহেশ নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ভদ্র মগধের বিজন অরণ্যে গমন করিয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন। মহেশও তাঁহার সেবার জন্য বনগমন করেন। প্রত্যহ মহেশ বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক ফলমূল আহরণ করিতেন। অর্দ্ধেক আপনি ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ ভ্রাতৃসেবার্থ রাখিয়া দিতেন। যে নিম্বতরুমূলে ভদ্র ধ্যানে নিরত হইয়াছিলেন, একদা তিনি ক্ষুধাবশে তাহারই ছাল ভক্ষণ করিলেন। তদবধি তিনি নিম্বঋষি নামে খ্যাত হন।

এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় দ্বাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে ছলন করিবার জন্য জনৈক স্বর্গ-বিদ্যাধরীকে প্রেরণ করেন। নিম্বঋষি তাহার সেবা ও রূপদর্শনে কামাভিভূত হইয়া তাহার সহবাস করিলেন। এই সংযোগফলে তাঁহার সাত পুত্র হয়। ঐ সাত পুত্রের বংশ হইতে মগহিয়া, তীরবাহ, দণ্ডবার, ধেলবার, মুসাহার, ভুঁইহার বা ভুঁইয়ার জাতির উৎপত্তি হয়। উক্ত ঋষি হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ভুঁইয়াগণ আপনাদিগকে ঋষিয়ান্ ভুঁইয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মীর্জাপুরী-ভুঁইয়াগণ মুসাহার ও ভূমিহারদিগের সহিত আপনাদের আত্মীয়তা স্বীকার করে; কিন্তু ছোটনাগপুরে ভুঁইয়াদিগের সহিত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করে না। শেষোক্ত স্থানের ভুঁইয়াগণ শম্বুক হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে এবং কোন কোন স্থানের ভুঁইয়াগণ কোল, সাঁওতাল বা খাসিয়া জাতির ন্যায় আপনাদের উৎপত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়া থাকে।

গাঙ্গপুর ও বোনাইবাসী ভুঁইয়াগণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, সুগঠিত, মধ্যমাকৃতি ও কর্ম্মঠ। অতিশয় পরিশ্রমেও তাহারা কাতর হয় না। তাহাদের চতুরস্র মুখাকৃতি, নাসা, গণ্ডাস্থি, হনু, দন্ত ও চিবুকাস্থি লক্ষ্য করিলে সমতলবাসী বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার কেঁউঝরবাসী পার্ব্বতীয় ভুঁইয়াগণের আকৃতি অনেকাংশে তুরানীয়বৎ। তাহাদের প্রশস্ত মুখ, পুষ্ট অধরোষ্ঠ, ক্ষুদ্র কপাল ও চক্ষু প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ

প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তের ন্যায় কৈউঝরা ভূঁইয়াগণও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুদ্রাকার। মীর্জাপুরীদিগের সহিত কৈউঝরীদিগের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

সিংহভূমের দক্ষিণস্থ ভূঁইয়াগণ পবন-বংশ বা 'পবন-কাপুৎ' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বেহারের দক্ষিণস্থ মুসাহার হইতে লোহারডাগার দক্ষিণের খণ্ডাইৎ-পাইক পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানবাসী ভূঁইয়াগণ ঋষিমুনি বা ঋখিয়াসনকে আপনদের কুলদেবতা বলিয়া স্বীকার করে। ঋক্ষ (ভল্লুক) তাহাদের জাতিনির্ব্বাচক ছিল*। কালে সেই ঋক্ষ দেবতা, মুনি বা পূর্ব্বপুরুষরূপে পূজিত হইতেছে। এই প্রবাদমূলে যাহাই থাকুক না কেন, এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, মীর্জাপুর, সিংহভূম, গাঙ্গপুর প্রভৃতি সামন্তরাজ্য এবং বেহার ও লোহারডাগার পার্ব্বত্য অধিত্যকাবাসী ভূঁইয়াগণ এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু তাহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য এবং দূরত্বানিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে অনেক জাতীয় বৈষম্য সংঘটিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ভূঁইয়াদিগের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। স্থানবিশেষে অবস্থার পরিবর্ত্তনহেতু তাহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যস্থ ভূঁইয়াগণ পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করিয়া পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত ভূসম্পত্তিসমূহ আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রাখিয়া একটি স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও, আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সর্দারের অধীনস্থ দলপতিদিগের নিকট হইতে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় সকলকেই পূর্ব্বপ্রথামত ভূমিদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ভূমিলাভ করিয়া উড়িষ্যার খণ্ডাইত-সম্প্রদায় দলবলপুষ্ট হইয়া সমাজে সমধিক সমুন্নত হইয়াছে এবং সমাজে প্রাধান্য-লাভ করিয়া তাহারা আর পুরাতন ভূঁইয়া নামধারণপূর্ব্বক নিকৃষ্টজাতিত্বের পরিচয় দিতে স্বীকৃত হয় না।

উড়িষ্যা-রাজবংশের উন্নতিসময়ে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া খণ্ডাইৎ প্রভৃতি সভ্যতার সোপানে আরোহণপূর্ব্বক সমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; বেহারে তাহাদের সহযোগিগণ উপনিবেশ স্থাপনের পর সেরূপ প্রশস্তক্ষেত্র না পাওয়ায় পূর্ব্ববৎ বন্যস্বভাবই বহন করিতেছে। এখানে তাহারা ভূমিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় বামন ও রাজপুতদিগের অধীনে দাস বা অন্যান্য কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখানে তাহারা অনার্য্যরীতি-অনুসারে মেঠো ইন্দুর ধরিয়া খাইত বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট মুসাহার নামে পরিচিত হইয়াছে। বিদেশে আসিয়া সামাজিক অবস্থায় হীন হইলেও তাহারা ভূঁইয়া নামের গৌরব পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু খণ্ডাইতগণ সমাজে প্রকৃষ্ট স্থান-লাভাশায় ঘৃণার সহিত সেই নাম বর্জ্জন করিয়াছে।

কৈউঝরের ভূঁইয়াদিগের মধ্যে মাল, দণ্ডসেন, খটি ও রাজকুলী নামে ৪টী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। রাজবংশের সহিত সংস্রব থাকায় শেষোক্ত থাকের নাম রাজকুলী হইয়াছে। শুনা যায়, প্রায় ২৭ পুরুষ পূর্ব্বে ভূঁইয়াগণ জনৈক ময়ূরভঞ্জ রাজপুত্রকে অপহরণ করিয়া আপনাদের রাজা করে। ঐ রাজপুত্রের ঔরসে ভূঁইয়া-রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাই রাজকুলী নামে খ্যাত।

মীর্জাপুরী ভূঁইয়াদিগের মধ্যে তীরবাহ, মগহিয়া, দণ্ডবার মহৎবার, মহাঠেক, মুসাহার, ভূঁইহার বা ভূঁইয়ার নামে আটটী থাক আছে। তন্মধ্যে লোহারডাগা ও মানভূমি অঞ্চলে দণ্ডবার, মগহিয়া, মহৎবার, তীরবাহ ও মুসাহার-শাখাভুক্ত ভূঁইয়ার বাস দেখা যায়। ঐ ৮টী শ্রেণীর নাম কার্য্য, স্থান বা জীববিশেষের নাম হইতে অনুকৃত হইয়াছে। তীর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তীরবাহ, দণ্ড-(ব্যায়াম) কুশলী বলিয়া দণ্ডবার, মগধে বাস হেতু মগহিয়া, মুসা (ইন্দুর) ভক্ষণ করে বলিয়া মুসাহার, দলপতি বা মণ্ডলের পদস্থ বলিয়া মহৎবার। এখানকার মুসাহারগণ বলে যে, ৩ বা ৪ পুরুষ হইল তাহারা মগধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে বসবাস করিয়াছে। তাহাদের বিবাহাদি সকল কার্য্যই এখানে সম্পাদিত হয়। বেহারবাসী মুসাহারদিগের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

এখানকার তীরবাহ, দণ্ডবার ও মহৎবারের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত আছে এবং মগহিয়া, মহঠেক, ভূঁইয়ার বা ভূঁইহার ও মুসাহারগণ পরস্পরের মধ্যে পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়। সকল সময়েই যে এই নিয়ম পরিরক্ষিত হইতেছে, এরূপ নহে, কখন কখন তাহারা আপনাপন থাকের মধ্যেও বিবাহ দেয়। স্বশ্রেণীয় দুই তিন পুরুষের মধ্যে কোন বিবাহসম্বন্ধ না থাকিলেও সেই পরিবারের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপনে কোন নিষেধ দৃষ্ট হয় না।

হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণার ঘাটবাল ভূঁইয়াগণ এবং টিকাইত ভূঁইয়াগণ ভূম্যধিকারী বলিয়া সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। তাহারা ক্রমশই স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর রাজ-

* এখনও অনেক পার্ব্বতীয় বন্যজাতির মধ্যে গাছ, পাহাড়, ভেক, কুকুর প্রভৃতি হইতে জাতীয় নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে।

পূত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে; এতদ্ভিন্ন সাঁওতাল-পরগণায় রায় ভুঁইয়া ও দেশবালা এবং মানভূমে কাহুরা, মুসাহার ও ধোয়া ভুঁইয়া প্রভৃতি কয়টী থাক দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহাদের বিবাহসম্বন্ধে বিশেষ বিধিনিষেধ নাই। এক শ্রেণীর মধ্যে দুই তিন পুরুষ কাটিয়া গেলে অথবা সেই পুরাতন সম্বন্ধ স্মৃতিপথ হইতে বিস্মৃতিসলিলে বিলীন হইলে, পুনরায় সেই পরিবারের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্ব সম্পর্কের জন্য কিছুই আসে যায় না। এরূপ বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের জাতীয় পঞ্চায়ত বসে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভোজ না দিলে, স্বশ্রেণীবহির্ভূত ব্যক্তির সহিত পানভোজন করিলে এবং ব্যভিচার-দোষদুষ্ট হইলে পঞ্চায়ত কর্তৃক সেই ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একস্থানবাসী ভ্রাতৃবর্গকে ছাগমাংস, মদিরা ও অন্ন খাওয়াইতে পারিলেই দোষস্খলন হইতে পারে। এই জাতীয় পঞ্চায়তের দলপতি মহতো নামে খ্যাত এবং এই পদটীও সাধারণতঃ পিতৃপদানুসারী হইয়া থাকে। যদি কখন বালক মহতো দলপতি হন, তাহা হইলে পঞ্চায়ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অপর এক ব্যক্তি তৎপরিবর্ত্তে কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহারা কন্যাপুত্রের বিবাহের জন্য দেশান্তরে পাত্র বা পাত্রী অন্বেষণে গমন করে না। এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল ভুঁইয়া বাস করে, তাহারা সামাজিক বিধিনিষেধ রক্ষা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতেই পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এক ব্যক্তি সমর্থ হইলে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। ঐ পত্নীগণ স্বামিগৃহে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাস করিতে অথবা পিত্রালয়াদিতে ইচ্ছামত থাকিতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন ভ্রমণেচ্ছা বলবতী দেখা যায়। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা এইরূপ স্বাধীন ভাবে অবস্থানকালে স্বশ্রেণীর কোন যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে কন্যার পিতা সাধারণ ভোজ দিয়া ঐ প্রণয়ীর সহিত প্রণয়িনী কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু যদি সে অপর জাতীয় কোন পুরুষের সহিত গুপ্তপ্রেমে মজিয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চায়ত তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পিতা মাতার অভিমতেই পুত্র-কন্যার বিবাহ হয়। বালক বালিকার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের কাল। ধনী ও নির্ধনের পক্ষে কন্যাপণ পাঁচ টাকা, ৪ সের চাউল, ২ সের চিনি ও ১ সের হরিদ্রা। বিবাহের পর বরকন্যা উভয়ের মধ্যে কেহ মূক, উন্মাদ, কুষ্ঠ, ধ্বজভঙ্গ বা ক্ষয়রোগ প্রকাশ পাইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র পরস্পরে সন্দিহান হইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না দেখাইতে পারিলে কোন উপায় নাই। স্বামিত্যাগের পর সেই রমণী পুনরায় বিবাহিত হইতে পারে। কুমারী, বিবাহের পণ দিতে অক্ষম এরূপ মৃতদার ব্যক্তি ঐ রমণীর পাণিগ্রহণে সমর্থ। সাগাই-প্রথামত তাহারা বিধবাবিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে সময়ে ঐ স্ত্রীর শ্বশুরপক্ষীয় লোকদিগকে এ বিবাহে কেবলমাত্র পুত্রীকে একখানি সাড়ীদান ও স্বগৃহে স্বজাতি-ভোজ ব্যতীত অপর কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না। কনিষ্ঠ দেবর যদি জ্যেষ্ঠ জায়ার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে সেই বিধবা রমণী অন্যত্র স্বামিগ্রহণে সমর্থ হয়।

দেবরকে পরিত্যাগ করিয়া যে রমণী অপরকে বিবাহ করে, তাহার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্রে বা সম্পত্তির উপর অধিকার থাকে না। ঐ বালকগণ পিতৃব্যের অধীনে প্রতিপালিত হইয়া পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। দেবর যদি জ্যেষ্ঠ-জায়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পালন করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা সাবালক হইলে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ নিজে লইয়া অপরার্দ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে প্রদান করিয়া পৃথক্ হয়।

তাহাদের মধ্যে দত্তকগ্রহণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। ভ্রাতুষ্পুত্র বা দৌহিত্রকে দত্তক লইতে পারে, কিন্তু ভাগিনেয়কে লওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সাধু পুরুষ ব্যতীত অকৃতদার, খঞ্জ, অন্ধ বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তি দত্তকগ্রহণে সমর্থ। দত্তকগ্রহণকালে তাহাদের বিশেষ কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

সূতিকাগারে প্রসূতি প্রসূত হইলে, জনৈক চামাররমণী আসিয়া জাতবালকের নাড়ী কাটিয়া সেই নাড়ী, যে স্থানে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ঠিক সেইস্থানেই পুতিয়া ফেলে। ছয় দিন প্রসূতিকে সূতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, শেষ দিনে ষষ্ঠী পূজা। ঐ দিন পরিবারস্থ সকলকেই ক্ষৌরকার্য্য করিতে হয় ও রন্ধনশালার পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া নূতন হাঁড়িতে খাইতে হয়। ধাত্রী, প্রসূতি ও বালককে স্নান করাইবার সময় সনসিনী আসিয়া সূতিকাগৃহ পরিষ্কার করিয়া যায়।

জাতবালকের পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে কর্ণবেধ হয়। বিবাহকালে বরের পিতা কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া আইসে। তৎপরে পাত্রের মাতুল, মহতো ও চারি পাঁচজন বন্ধু কন্যার পিত্রালয়ে গমন করে। বিবাহপ্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে খাওয়ান হয়। পরদিন প্রভাতে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে ময়দার একখানি চৌকা আসন প্রস্তুত করিয়া বা তদুপরে কন্যাকে দাঁড় করান হয়, তৎপরে কন্যাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় উক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়া পাত্রীকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়।

বাগ্‌দান হইলে বিবাহের দিন স্থির হয়। উহার তিন দিন পূর্ব্বে মাঠমঙ্গল উৎসব সমাহিত হয়। তৎপরে যথাক্রমে টীকাদান, তেলহাঁড়ি, ভাতখান, ইন্দ্রিযোটনা, পায়হম প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বরযাত্রীদিগকে লইয়া বর, কন্যার পিত্রালয়ে গমন করে এবং নির্দ্দিষ্ট একটা বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করে। কন্যাপক্ষীয়গণ ঐখানে আসিয়া বরের পা ধোয়াইয়া দেয়। তৎপরে কন্যার পিতা আসিয়া জামাতাকে গৃহে লইয়া যায়। এখানে আসিয়া বর, কন্যাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিবাহমঞ্চ হইতে বাহির করিয়া আনে। তৎপরে বৃক্ষকে বিবাহ করিয়া তাহাতে সিন্দুরদানান্তর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দান করে। ইহাই বিবাহবন্ধনের একমাত্র নিয়ম।

তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনপ্রকার বিবাহ চলিত দেখা যায়। ১ চন্‌ঢোখা বা কুমারীদান, ২ সাগাই বা বিধবাবিবাহ এবং ৩ গুরাবৎ বা পরিবর্ত্ত বিবাহ।

কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিলে, সাধারণ হিন্দুর মত আশীর্ব্বাদাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। তৎপরে জাতিভোজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুর সংস্পর্শে বসবাসহেতু তাহারা বিবাহব্যাপারে হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলেও আপনাদিগের পূর্ব্বতন অনার্য্যরীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

তাহারা পীড়িত আত্মীয় স্বজনকে ঘরে না মারিয়া নিকটবর্ত্তী নদীতীরে লইয়া যায় এবং প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে পর যথানিয়মে দাহ করে। মুখাগ্নি দিবার প্রথা থাকিলেও কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই। সকল বিষয়ই সাধারণ হিন্দুর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে নিকটাত্মীয় মৃতের মুখাগ্নি দেয়, সে পরদিন প্রভাতে আসিয়া দাহস্থান হইতে অস্থিভস্ম উঠাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করে। তাহার অশৌচ ১০ দিন থাকে। ঐ সময় সে একাকী হবিষ্যান্ন পাক করিয়া খায় এবং প্রত্যহ ভোজন করিবার পূর্ব্বে মৃতের উদ্দেশে সেই অন্ন হইতে প্রথম একটী পিণ্ড দিয়া থাকে। ১০ম দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে সে আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া মৃতের গৃহে উপস্থিত হয় এবং প্রেতের তৃপ্তির জন্য একটী ছাগ মারিয়া ভক্ষণ করে। পরে মদ্যাদি পান ও মাংস, অন্ন প্রভৃতি ভোজনের পর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুপ্রধানস্থানে বাস করিয়া তাহারা নানা বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহ, জাতকর্ম্ম, শবদাহ এবং দেবপূজাদিও তাহারা হিন্দুর মত সমাধা করিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত কোন কাজেই তাহাদের ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না। কালী, পরমেশ্বর, পাহাড়ীদেবী, ধরিত্রীমাতা প্রভৃতি তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। অনন্তচতুর্দ্দশী তাহাদের মধ্যে একটী মহোৎসব।

বোনাইবাসী ভূঁইয়াদিগের মধ্যে দসুমপৎ, বামোণীপৎ, কোইসরপৎ ও বোরম নামে চারিটী গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত দেখা যায়। 'দেওসারা' নামক গ্রাম্য নিকুঞ্জে তাহাদের পূজা হয়। তাহাদের মধ্যস্থিত 'দেওরী' নামক সম্প্রদায় পূজারীর কার্য্য করিয়া থাকে।

কেঁউঝর, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরাণীমাই, দুর্গামাতা প্রভৃতি দেবী এবং দর্হা, কুদ্রা, কল্পি, পাচেরিয়া, হালেরবাক্‌, পকাহি প্রভৃতি উপদেবতার পূজা প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ঋষিমন্‌, মাড়্‌বীর ও তুলসীবীর প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের স্মরণার্থ নানা প্রকার গল্প ও বীরত্বকাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। প্রবাদ, মাড়্‌বীর এক ঋষিকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, পরে পুত্রকাম হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কামরূপ-কামাখ্যায় উপনীত হন। এখানে নয়নাযোগিনীর কুহকে মজিয়া তিনি কালাতিপাত করেন। রাজকন্যা নয়না ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে দিবসে বৃষরূপে রাখিত ও রাত্রে পূর্ব্বরূপ লইয়া সুখে আমোদ করিত। একদা নয়নার আদেশে সে পূর্ব্বপত্নীকে দেখিতে আইসে, এই সময় তাহার গর্ভ হয়। ঐ গর্ভজাত বালক তুলসীবীর মায়াজাল ভেদ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করে। পরে তুলসী যবন-অসুরগু বীর গদাধর ও গঙ্গারাম ভ্রাতৃদ্বয়কে রণে পরাভূত করিয়া তাহাদের ভগিনী বাবি যশোবীতকে হরণ করে। যশোমতীর গর্ভে সহলবীরের জন্ম হয়। সহলের পূজায় ভূঁইয়াগণ ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি উৎসর্গ করে।

ভূঁইয়ার, উঃপঃ প্রদেশের মীর্জাপুরের দক্ষিণদিগ্বাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ। বেওরা প্রথায় অর্থাৎ বন দগ্ধ করিয়া আপনাপন উপযোগী কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়া, তাহারা বেওরিহ আখ্যা লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, তাহারা ভোড়াদহ নামক স্থান হইতে এখানে আসিয়া এখন হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনুকরণকারী হইয়াছে। এমন কি, তাহারা পরিকটস্থ ভূমিহার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দিগের নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নয়। তাহারা ভূমিহার হইতে আপনাদিগকে ভূঁইহার নামে পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহা হইতে ভূঁইহার সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহাদের অনার্য্য আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদিগকে নুতা, ভূঁইয়া প্রভৃতি জাতির সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার করেন।

জানাথন ডনকান্ সাহেব তাহাদের 'বেবারিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

মীর্জাপুরী ভূঁইয়ারদিগের মধ্যে ১৫টী কুড়ি বা থাক আছে, তন্মধ্যে খগোরিহ, পুইহ, খটকরিহ, দেওহরিয়া ও মারগোরিহা নামক ৫টী থাক বাসভূমির নামে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভূঁইহার, নাপান, ভূসার, ভল্ল, শিশি গুনবুন্, কড়ুয়া রায়, দাসপুত ও ভনিহা নাম বিভিন্ন বিষয় হইতে গৃহীত বোধ হয়।

স্ব স্ব কুড়ি মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নিষেধ নাই। মামেরা, চাচেরা, ফুফেরা বা মৌসেরা প্রথায় বিবাহে কোন বিশেষ আপত্তি নাই। এক পুরুষ গত হইলে পুনরায় পিতৃ ও মাতৃকুলে বিবাহ চলিতে পারে।

পঞ্চায়ত-সভা হইতে সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই মধ্যস্থ হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। পুরুষ ব্যভিচারী ও পরদারগামী হইলে দুই বৎসরের জন্য জাতিচ্যুত হয় এবং রমণীগণ অপর জাতির পুরুষের সহিত আসঙ্গলিপ্সায় জড়িত হইলে স্বজাতিবর্গকে মদ্যমাংস খাওয়াইয়া অব্যাহতি পায়।

তাহাদের বিবাহ অনেকাংশে অনার্য্য জাতির ন্যায়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকে কন্যাহরণ করিতে হয়। তৎপরে কন্যাকে আনিয়া বর নিজরক্তে তাহার সীমন্তে সিন্দুর-দান-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

পুরুষে একাধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পণ-দানে ও রমণীর ভরণপোষণে সমর্থ হইলে তাহার বিবাহে বাধা নাই। প্রথমা পত্নী সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর শ্রেষ্ঠা অধিকারিণী, অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা সে অধিক রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারে। বাসগৃহ বড় হইলে সপত্নীগণ একত্র স্বামিসহবাস করিতে পারে, অন্যথা প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে বিশেষ কষ্টে কাল যাপন করে। তাহাকে আলাহিদা থাইতে হয়। গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া যাইতে হয়, কেননা তাহার পাদস্পর্শে গৃহ অপবিত্র হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ভগিনীপতি আসিয়া শ্যালকের বিবাহ ধার্য্য করে। বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতি হইলে বিবাহ হয়। পাঁচ টাকা, ১৫ সের মদ ও একখানি উড়ানি, কন্যাপণ দিলে বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর যদি বরের কুষ্ঠাদি রোগ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা নিজ কন্যাকে আট্‌কাইয়া রাখে এবং পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহার দেবরের সহিত বিবাহ দেয়। বিবাহের পর কন্যার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইলেও স্বামী তাহাকে লইয়া ঘর করিতে বাধ্য।

বিধবাগণ সাগাইপ্রথায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গের অভিমত থাকা চাই। দেবর ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, সে রমণী অপর পুরুষকে বিবাহ করিতে পায়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে বীনাবিবাহ বা ঘরদামাদ ও ঘরজেয়াল নামে বিবাহ প্রচলিত আছে। উহা কতকাংশ ঘরজামাতার অনুরূপ হইলেও অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। ইহাতে জামাতাকে পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য বিবাহের পূর্ব্বে আসিয়া ভাবী শ্বশুরের মন যোগাইতে হয়। পরে বিবাহ হইলে সে শ্বশুরবাড়ী থাকে। কিন্তু নিজ পিতৃসম্পত্তি ব্যতীত সে শ্বশুরের কোন বিষয়ে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

হিন্দুর প্রথা দেখিয়া, তাহারা দত্তক গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র অপর সকলের কিঞ্চিদধিক পিতৃসম্পত্তি পায়। প্রথমা-পত্নী-গর্ভজাত পুত্রই সকল বিষয়ের অধিক অধিকারী।

তাহাদের জাতক্রিয়া কিছুই নাই। বিসূচিকা বা বসন্ত-রোগে অথবা অবিবাহিতাবস্থায় মরিলে গ্রামের নিকটবর্ত্তী সমাধিস্থানে পুতিয়া ফেলে এবং অপর সাধারণকে নদীতীরে লইয়া পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করে। পরদিন সেই ছাই নদীতে ভাসাইয়া দেয়। তৃতীয় দিনে ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া নদীজলে স্নানপূর্ব্বক অশৌচান্ত হয়। প্রেতপূজা ও উপদেবতার পূজায় তাহারা জীব বলি দেয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা মহাদেব ও ধরিত্রী মাতার উপাসনা করে। সেবনারিয়া নামক গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত। আশ্বিন মাসে ও ফাল্গুনের হোলিপর্ব্বে তাহারা বিশেষ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে।

ভূইলাডিহি, উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানকার ধ্বংসাবশেষ ও স্তূপরাশি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্থানকে এক সময় প্রাচীন কপিলবাস্তু মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া মনে করিতেন। এখন তরাইএ কপিলবাস্তু বাহির হইয়াছে।

ভূঁইঝণ (দেশজ) গুল্মভেদ। (Crotolaria prostrata)

ভূক (ক্লী) ভবতীতি ভূ-(সৃ-কৃ-ভূ-গুধি-মুষিভ্যঃ কক্। উণ্ ৩।৪১) ইতি কক্। ১ ছিদ্র। ২ কাল। (মেদিনী) (পুং) ৩ অন্ধকার। (শব্দমালা)

ভূকদম্ব (পুং) ভুবি কদম্ব ইব। অলম্বুষ বৃক্ষ, চলিত কোক-সীম। (রত্নমালা) হিন্দী কোটামুণ্ডী, ভূঁইকদম। ২ মহা-শ্রাবণিকা। (রাজনি°)

ভূকদম্বক (পুং) ভূকদম্বসংজ্ঞায়াং কম্। ববাবা। (রাজনি°)

ভূকদম্বা (স্ত্রী) গোরক্ষমুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

ভূকন্দ (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কন্দ ইব। মহাশ্রাবণিকা, চলিত থুলকুড়ী। (রাজনি°) ২ শূরণ, ওল।

ভূকপিত্থ (পুং) কপিত্থ বৃক্ষভেদ। (Ferouia elephantum) (ক্লী) তৎফল।

ভূকম্প (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্পন। ইহা ভূমিজ উৎপাত বিশেষ।

"চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম।

জলাশয়ানাং বৈকৃত্যং ভৌমন্তদপি কীর্ত্তিতম্ ॥

ভৌমং আপ্যফলং জ্ঞেয়ং চিরেণ পরিপচ্যতে ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) [বিশেষ বিবরণ ভূমিকম্প শব্দে দেখ]

ভূকর্ণ (পুং) জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরক্ষমণ্ডলের ব্যাসার্দ্ধ। Radius of the equator.

ভূকর্ণি (পুং) জনৈক মুনি। (প্রবরাধ্যায়)

ভূকর্ব্বুদারক, বৃক্ষবিশেষ,। হিন্দী ছোটাল সোড়া, পর্য্যায়,—ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাতক, ভূশেলু, লঘুশেলু, লঘুপিচ্ছিল, লঘুশীত, সূক্ষ্মফল, লঘুভূতদ্রুম, ভূকর্ব্বুদার। ইহার গুণ মধুর, কৃমি ও শূলনাশক, বাতপ্রকোপণ, কিঞ্চিৎ শীতল ও স্বর্ণমারক। (রাজনি°)

ভূকল (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কলঃ। দুর্ব্বিনীতাশ্ব। (রাজনি°)

ভূকশ্যপ (পুং) ভুবি পৃথিব্যাং কশ্যপ ইব, ভুবঃ কশ্যপ ইতি বা। বসুদেব।

"তদস্য কশ্যপস্যাংশস্তেজসা কশ্যপোপমঃ।

বসুদেব ইতি খ্যাতো গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে ॥"(হরিবং ৫৬ অ°)

কশ্যপের অংশে বসুদেব অবতীর্ণ হন, এইজন্য তাঁহার নাম ভূকশ্যপ হইয়াছে।

ভূকাক (পুং) ভুবি খ্যাতঃ কাকঃ। ১ যমকক। ২ ক্রৌঞ্চ। ৩ নীল কপোত। (শব্দরত্না°)

ভূকুষ্মা (স্ত্রী) ভুবি কুষ্মীবঃ। ভূপাটলী (রাজনি°)

ভূকুষ্মাণ্ডী (স্ত্রী) ভুবি কুষ্মাণ্ডীব। বিদারী, ভূকুষ্মাণ্ড, চলিত ভূঁইকুমড়া।

ভূকেশ (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কেশ ইব। ১ শৈবাল। ২ বট।

ভূকেশা (স্ত্রী) ভূকেশ-টাপ্। রাক্ষসী। (শব্দরত্নাবলী)

ভূকেশী (স্ত্রী) ভূকেশ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অবল্গুজ নামক বৃক্ষবিশেষ, চলিত সোমরাজ। (মেদিনী)

ভূক্ষিৎ (পুং) ভুবং ক্ষিতিং ক্ষিণোতীতি ক্ষিণ্-ক্বিপ্। শূকর।

ভূক্ষীরবাটিকা (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটী নগরী।

"ভূক্ষীরবাটিকায়াং যো নির্ব্বান্ত জনুমানিনঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ১।১৪৭)

ভূখড়, দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা খর্পর লইয়া ভিক্ষা করে। [দশনামী দেখ।]

ভূখণ্ড (ক্লী) ১ ভূমিখণ্ড। ২ পদ্ম ও স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত খণ্ডভেদ।

ভূখর্জ্জুরী (স্ত্রী) ভূসংজ্ঞা খর্জ্জুরী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষুদ্র খর্জ্জুরী,পর্য্যায়—ভূমুকা, বহুধাখর্জ্জুরিকা, ভূমিখর্জ্জুরী। ইহার গুণ মধুর, শীতল, দাহ ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

ভূগন্ধা (স্ত্রী) মুরা নামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। (শব্দচি°)

ভূগর (ক্লী) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ গরং। বিষ। (রাজনি°)

ভূগর্ভ (পুং) ১ ভবভূতিকবি। (জটাধর) ভূঃ সর্ব্বভূতাশ্রয়ভূতা পৃথ্বীগর্ভে কুক্ষৌ যস্যেতি। ২ বিষ্ণু।

"হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।২১)

৩ ভূমির অভ্যন্তর ভাগ।

ভূগৃহ (ক্লী) ভূমধ্যস্থিত গৃহং। ১ ভূমধ্যস্থিত গৃহ। ২ তন্ত্রোক্ত যন্ত্র বহিঃস্থিত রেখাত্রয় বিশেষাত্মক পদার্থ। (তন্ত্রসার)

ভূগোল (পুং) ভূগোলো মণ্ডলমিব। ভুবনকোষ, গোলাকার মণ্ডল। ভূমণ্ডল।

"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।

বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্ ॥" (সূর্য্যসি°)

যে শাস্ত্রে পৃথিবীর উপরিভাগের বিবরণ কথিত হয়। [খগোল, গোল, পৃথিবী ও ভুবনকোষ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জ্যোতিষিক ভূগোল।

ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, পৃথিবী গোলাকার ও অচলা। ইহা কোন মূর্ত্ত পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে। পৃথিবীর গতি নাই, এবং গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল ইহাকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। কদম্বকুসুম যেমন কেশরকলাপে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের চতুর্দ্দিকেও পর্ব্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অসুর, ও দেবগণ প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। (সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়)

আর্য্যভট্টের মতে, পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিশ্চল, পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাহাদের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তশিরোমণিকার গণিত ও যুক্তিবলে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞ-কবিরবি-কুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-

বৃত্তৈর্বৃতোবৃতঃ সন্ মৃদনিল-সলিল-ব্যোমতেজোময়োঽয়ম্।

নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে

নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ ॥"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

এই পরিদৃশ্যমান গোলাকার ভূখণ্ড, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে পরিবৃত হইয়া, অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া স্বশক্তিবলে নিয়তই আকাশে অবস্থান করিতেছে এবং সেই শক্তিতেই দানব, মানব ও দেবদৈত্যাদি সহ বিশ্বসংসার অধিষ্ঠিত আছে।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবী যে গোল নহে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব মনে করিতেন। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, গোলানভিজ্ঞ গণক, রাজাহীন রাজ্যের ন্যায়, বক্তাহীন সভার ন্যায় এবং ঘৃতহীন ভোজনের ন্যায়।

ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিক-মতে পৃথিবীর সমতলভাব নিরাকরণে বলিয়াছেন,—

"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥"

পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল, তবে কি জন্য পৃথিবীর বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য নর ও অমরগণ দ্বারা সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট না হয়?

পৃথিবীর গোলত্বপ্রতিপাদনমানসে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ লল্লাচার্য্য বলেন;—

"সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তাল-নিভা বহূচ্ছ্রয়া।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥"

যদি পৃথিবীর সমতলতা থাকে, তবে কি হেতু তালসদৃশ অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়?

পৃথিবীর গোলত্বনিবন্ধনই যে দিবারাত্র হইতেছে, পৌরাণিক মতখণ্ডনস্থলে তাহা ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

"যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ স ন দৃশ্যতে।
উদগয়ং ননু মেরুরথাংশুমান্ কথমুদেতি স দক্ষিণভাগতঃ॥"

যদি কনকাচল সুমেরু রাত্রির কারণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্য অস্তমিত হইলে সে স্বর্ণময় সুমেরু কেন দৃষ্ট হয় না? উক্ত পর্ব্বত উত্তরদিক্‌স্থ, কি হেতু অংশুমালী সূর্য্য দক্ষিণে উদিত হন?

পৃথিবী গোল হইলেও আপাততঃ ইহাকে সমতলের মত প্রতীয়মান হয়; তাহার কারণ,—

"অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখং।
পশ্যন্তি বৃত্তমপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥"

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

মনুষ্য পৃথিবীর আয়তনের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।"

(গোলাধ্যায়)

পৃথিবী অতি বিপুলা বলিয়া ইহার পরিধির শতাংশও তৎপৃষ্ঠস্থ মনুষ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতীত হয়।

পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইলে, অবশ্যই তাহার ঊর্দ্ধাধঃ মানিতে হইবে। কারণ বর্ত্তুলাকার পদার্থের একদিক্ উপরে থাকে ও অপর দিক্ নিম্নে থাকে। এরূপ স্থলে নিম্নস্থ অধিবাসীদিগের মস্তক নীচের দিকে থাকায় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপ মনে হইতে পারে।

এ বিষয় সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
মন্যন্তে খে যতো গোলস্তস্য কোর্দ্ধং ক বাপ্যধঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

গোলাকার পৃথিবী অনন্ত আকাশে স্থিত, সুতরাং তাহার ঊর্দ্ধই বা কোথায়, আর অধই বা কোথায়? সকলেই স্ব স্ব স্থানকে উপরিস্থিত মনে করিতেছে।

এ বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থমাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনন্তি॥
অধঃ শিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়া মনুষ্যা ইব নীরতীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র॥"

যে ব্যক্তি যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে থাকিয়া অবনীতলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থ ৯০° অংশ অর্থাৎ প্রাচীন মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে ব্যক্তিমাত্রেই ধরামণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহারা যেন তির্য্যগ্‌ভাবে আছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা বিপরীত ভাগে (১৮০° অংশ অর্থাৎ নূতন-মহাদ্বীপে) অবস্থান করে, তাহারা আমাদিগের নিকট জলাশয় তীরস্থ মনুষ্যের জলস্থ অধঃশিরস্ক প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হয়। ফলতঃ ইহা একটী ভ্রম মাত্র।

কারণ ঐ অনন্ত আকাশ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। সুতরাং পৃথ্বীবাসী মনুষ্যমাত্রেরই মস্তকের উপর গ্রহনক্ষত্রে মণ্ডিত আকাশ এবং পদতলে বসুন্ধরা। এ স্থানে আমরা যেমন অবস্থান করিতেছি, তাহারাও সে স্থানে সেইরূপ অবস্থিত করিতেছে।

ভূমণ্ডলের গোলত্ব সম্বন্ধে গোলাধ্যায়ে অন্যান্য অনেক প্রমাণ আছে:—

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥"

উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলং।
উদগ্ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদন্তরে যোজনজাঃপলাংশকা॥"
(গোলাধ্যায়)

নিরক্ষদেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর ধ্রুবকে ক্ষিতিমণ্ডলের সহিত সংলগ্ন এবং ধ্রুবাশ্রিত রাশিচক্রকে নিজমস্তকোপরিস্থ আকাশে জলযন্ত্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দেখিতে পায়। নিরক্ষদেশ হইতে মনুষ্য যতই উত্তরদিকে অগ্রসর হয়, ততই নিজ মস্তকোপরিস্থ খমণ্ডলকে পশ্চাদ্দিকে অবনত এবং উত্তর ধ্রুবকে উত্তরোত্তর উন্নত দেখিতে পায়। ইহাতে পৃথিবীর গোলত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

পুরাণেও পৃথিবীর গোলত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ম্॥"
(মৎস্য ১২৮।৩০, কূর্ম্ম ৪০।১৫)

এই বিপুলায়তনা পৃথিবী, শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় অধোদিকে না পড়িয়া, কোন্ শক্তিবলে শূন্যমার্গে অবস্থিত আছে, তাহাও ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥"
(গোলাধ্যায়)

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবী শূন্যে স্থির হইয়া আছে এবং সেই আকর্ষণী শক্তিবলে আকাশে উৎক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা যেমন মনে করিতেছি, আকাশ উপরে অবস্থিত; সেইরূপ ভূমণ্ডলের সকল পার্শ্বস্থ লোকেরা আকাশকে উপরে অবস্থিত মনে করিতেছে। সুতরাং সকলের মতেই যদি পৃথিবী নীচের দিকে পড়িতে থাকে তবে পৃথিবী কোথায় পড়িবে, কারণ উচ্চাবচসাপেক্ষ, বাস্তবিক উচ্চনীচ কোন স্থানই নহে, সুতরাং পৃথিবী আকাশে স্থির হইয়া থাকিবে।

পৌরাণিক মতে, ভূগোলবর্ণনায় অনেক মতভেদ দেখা যায় এবং ইদানীন্তন কালে সেগুলি কল্পিত বলিয়া মনে হয়। গোলাধ্যায়ে ভূগোলপুরনিবেশ এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড় গোলবিদো বদন্তি॥
লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"
(গোলাধ্যায়)

ভূগোলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, পূর্ব্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমকপত্তন, অধস্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু, ও দক্ষিণে বড়বানল (কুমেরু)। গোলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছয়টি স্থানকে ভূপরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমান অন্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন। লঙ্কাপুরে যখন সূর্য্যোদয় হয়, সেই সময় যমকোটিতে দিন দ্বিপ্রহর, সিদ্ধপুরে অস্তকাল ও রোমকপত্তনে দ্বিতীয়প্রহর রাত্রি হইয়া থাকে।

ধ্রুবোন্নতি ও অক্ষাংশের অভাব দ্বারা ভূগোলের মধ্যস্থল নির্ণীত হয়। [গোলশব্দে দ্রষ্টব্য।]

"তেষামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে॥"

বিষুবরৃত্ত ঐ পুরী চতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করিয়াছে, এই জন্য দিবাকর উক্ত বিষুবরৃত্ত দিয়া গমনকালে, ঐ সকল স্থানে অক্ষচ্ছায়া এবং ধ্রুবোন্নতি থাকে না। এই হেতু উক্ত বৃত্তকে নিরক্ষবৃত্ত কহে। যে দিন দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিন সূর্য্য ঐ বৃত্তের উপর দিয়া গমন করেন। নিরক্ষবৃত্ত ও বিষুবরৃত্ত পরস্পর অভিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর আকাশোপরি দুইটী ধ্রুবতারা আছে। নিরক্ষদেশস্থ লোকে উক্ত তারকাদ্বয়কে ক্ষিতিজ (Horizon) বৃত্তে সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই জন্য নিরক্ষবৃত্তে অবস্থিত লঙ্কা প্রভৃতি পুরী চতুষ্টয়ের ধ্রুবোন্নতি নাই, কিন্তু নিরক্ষদেশ হইতে যত উত্তরে অগ্রসর হওয়া যায়, ধ্রুবকে তত উর্দ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য ধ্রুবোন্নতি দ্বারা সকল স্থানের অক্ষাংশ নিরূপিত হয়। প্রমাণ—

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥
অতো নাক্ষোচ্ছ্রয়স্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ।
নবতির্লম্বকাংশস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ০ এবং মেরুর অক্ষাংশ নিরক্ষ হইতে ৯০° অংশ।

তৎপরে সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থের গোলাধ্যায়ে ভূগোল বা ভুবনকোষের দ্বীপ ও সমুদ্রসংস্থান এবং পরিধি ও পৃষ্ঠফল এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

লবণ-সিন্ধুর মধ্যস্থ অর্দ্ধভূমিভাগকে আচার্য্যগণ জম্বুদ্বীপ কহিয়া থাকেন। পরার্দ্ধে ছইটী দ্বীপের দক্ষিণে লবণ ও ক্ষীরোদ প্রভৃতি সমুদ্র নিবেশিত আছে। প্রথমে লবণজলধি, তৎপরে দুগ্ধসিন্ধু, এই দুগ্ধসিন্ধু হইতে অমৃত, অমৃতাংশু চন্দ্র, এবং লক্ষ্মী উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তথায় পূজনীয় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বাসুদেব বাস করিতেছেন। দধি, ঘৃত, ইক্ষু, সুরা, ও নির্ম্মল জলময় সমুদ্র পরে অবস্থিত আছে।

'পাতাল-লোকাদির আবাসস্থল বড়বানল বাদু জলময় এবং এই পাতালপ্রদেশে ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জ্বলকান্তি ফণিগণ ও অসুরগণ বাস করে এবং এই স্থলেই সিদ্ধগণ উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিতদেহ দিব্যরমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। তৎপরে শাক, শাল্মল, কৌশ (কুশ), ক্রৌঞ্চ, গোমেদক ও ও পুষ্কর দ্বীপ দুইটী দুইটী সমুদ্রের অন্তরে অবস্থিত।

'লঙ্কা দেশের উত্তরভাগে হিমগিরি, পরে হেমকূট, তৎপরে সিন্ধুপর্য্যন্ত দীর্ঘ নিষধদেশ এবং সিদ্ধপুরের উত্তরে শৃঙ্গবৎ শুক্লনীলবর্ষ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে শ্রৌণিদেশ অবস্থিত। এই ভারতবর্ষের উত্তরে কিন্নরবর্ষ, তৎপরে হরিবর্ষ, তৎপরে সিদ্ধপুর, পরে কুরুবর্ষ, পরে হিরণ্ময় ও রম্যকবর্ষ। মাল্যবান্ পর্ব্বত যমকোটিপত্তন হইতে এবং গন্ধমাদন রোমকপত্তন হইতে নীলশৈল ও নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুই পর্ব্বতের অন্তরালে ইলাবর্ষ। জলধি-মধ্যবর্ত্তী মাল্যবান্‌ ভার যাহাকে বুধগণ ভদ্রতুরগ বলেন, গন্ধমাদন ও জলধি মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে কলাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেতুমাল বর্ষ কহেন। ইলাবৃত বর্ষ দেবগণের লীলাক্ষেত্র।'*

ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিক ভূগোলেরই অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ পুরাণে ভূগোল বিবরণ আছে, তাহা পুরাণশব্দে অষ্টাদশ পুরাণের সূচীপাঠ করিলেই জানা যাইবে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এখানে লিখিত হইল না। [পৃথিবী, ভুবনকোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কোন কোন পুরাণমতে পৃথিবী সমতল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য সে সমস্ত অসমীচীন মত ও বৌদ্ধ-জৈনদিগের সমস্ত মতই গোলাধ্যায়-যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বরেণ্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণিত জ্যোতিষে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও ভৌগোলিক দেশ দ্বীপ সাগরাদি সংস্থানবিষয়ে পৌরাণিক মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যভাবস্থলভ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা দুরূহ গণিত ও জ্যোতিষের বর্ণনাকালেও কবিত্ব প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই। মানসসরোবরের একটু সামোল্লেখ করিতে যাইয়াই কবিত্ব প্রলোভন ভুলিতে পারেন নাই। তাই লিখিয়াছেন,—"যত্রস্থ রামারমণপ্রমালকাঃ সুরা রমন্তে জলকেলিলালসাঃ" ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তাঁহারা ভূগোলের যথার্থ স্থান নিরূপণে মনোযোগ না দিয়া "পুরাণবিদঃ সমবর্ণয়ন্" বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

ভারতবাসী বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভূগোলতত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারা যোগপ্রভাবেই হউক, অথবা অধ্যবসায়[illegible]ণেই সেই অতি প্রাচীনকালে চিরতুষারাবৃত উত্তরকুরু ও সোমগিরি (Aurora Borealis) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ পাই। বাল্মীকির রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতান্বেষণকালে সুগ্রীব কর্ত্তৃক সমুদ্রের অপরপারস্থ বহু জনপদের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তৎপাঠে সকলেরই মনে হইবে যে, ভারতবাসী সেই অতি প্রাচীনকালে ভূমণ্ডলের বহুপ্রদেশ অবগত ছিলেন। মহাভারতেও জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপ্রসঙ্গে ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। পুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জৈনদিগের সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্র প্রজ্ঞপ্তি ও ক্ষেত্র-সমাস হইতে ভূগোলের অনেক কথা পাওয়া যায়। ত্রিলোক-সার, দেশাবলীবিবৃতি, দিগ্বিজয়প্রকাশ প্রভৃতি বহুসংস্কৃত গ্রন্থে নানা জনপদের ভূবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ভারতবাসীও পূর্ব্বকাল হইতেই যেমন খ-গোলের ক্রান্তি ও বিক্ষেপ স্থির করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভূগোলেরও নানাস্থানের অক্ষাংশ স্থির করিয়া গিয়াছেন, যন্ত্ররাজ নামক গ্রন্থে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

* "ভূমেরর্দ্ধং ক্ষীরসিন্ধোরুদক্স্থং জম্বুদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ।
অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্কস্য যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ॥
লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধসিন্ধুশ্চ তস্মাদমৃতমমৃতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যস্মাদ্বভূব।
মহিতচরণপদ্মঃ পদ্মজন্মাদিদেবৈর্বসতি সকলবাসো বাসুদেবশ্চ যত্র॥
দধ্নো ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তস্মান্মদ্যস্য চ স্বাদুজলস্য চান্ত্যঃ।
স্বাদূদকান্তর্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি॥
চঞ্চৎফণামণিগণাংশুকৃতপ্রকাশা এতেষু সাসুরগণাঃ ফণিনো বসন্তি।
দীব্যন্তি দিব্যরমণীরমণীয়দেহৈঃ সিদ্ধাশ্চ তত্র হি বিলাসকনকাবদাতৈঃ॥
শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ।
দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপমুদাহরন্তি॥
লঙ্কা দেশাদ্ধিমগিরিরুদক্ হেমকূটশ্চ তস্মাত্তস্মাচ্চান্যো নিষধ ইতি তে
সিন্ধুপর্য্যন্তদৈর্ঘ্যাঃ।
এবং সিদ্ধাদুদগপি পুরাৎ শৃঙ্গবচ্ছুক্লনীলাবর্ষাণ্যেষাং কথুরিহ বুধা
অন্তরে শ্রৌণিদেশান্॥
ভারতবর্ষমিদং হ্যুদগস্মাৎ কিন্নরবর্ষমতো হরিবর্ষং।
সিদ্ধপুরাচ্চ তথা কুরু তস্মাৎ বিদ্ধি হিরণ্ময়রম্যকবর্ষে॥
মাল্যবাংশ্চ যমকোটিপত্তনাৎ রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ।
নীলশৈলনিষধাবধী চ তৌ অন্তরালমনয়োরিলাবৃতং॥
মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্ত্তি যদ্ভদ্রতুরগং জগুর্বুধাঃ।
গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং কেতুমালকমিলাকলাবিদঃ॥
নিষধনীলকহেমকশৃঙ্গবানকৈরলমিলাবৃতমাবৃতমাবতো।
অমরকেলিকুলাকুলমাকুলং রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলং॥" (গোলাধ্যায়)

পাশ্চাত্য ভূগোল-বিবরণ।

যে শাস্ত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিবরণ আছে, তাহাকে ভূগোল (Geography) কহে। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠস্থিত দেশাদির প্রাকৃতিক বিভাগ, নদ, নদী, হ্রদপর্ব্বতাদির বর্ণনা, জীব, উদ্ভিজ্জ ও উৎপন্ন সামগ্রী এবং রাজকীয় শাসনাদির বিবরণবিশিষ্ট শাস্ত্রকে ভূগোল বলা যায়। ভূগোল ও ইতিহাস এ দুইটী পরস্পর সাপেক্ষশাস্ত্র।

পাশ্চাত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমরের কাব্যে সর্ব্ব প্রথমে ভূগোলের উল্লেখ দেখা যায়; প্রসঙ্গক্রমে উক্ত কাব্যে অনেক ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দী হইতে হোমরের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ ভূগোলের উল্লেখ করিতে থাকেন। হোমর পৃথিবীকে ডিম্বাকার ও সমতল এবং ইহার চতুর্দ্দিকে একটী অবিরামবাহী জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, হোমর-বর্ণিত ভূগোলে ইউরোপের কয়েকটী স্থান এবং এসিয়া ও আফ্রিকার নামোল্লেখ মাত্র আছে। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে ভূগোলের কলেবর কিছু বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানের বিবরণ ও নীলনদের এবং আফ্রিকার দক্ষিণখণ্ডবাসী ইথিওপীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়।

খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে ফিনিকীয় বণিকগণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিবার মানসে, সর্ব্ব প্রথমে সমুদ্রযাত্রা করেন, পরে পিথাগোরাসের সময় পৃথিবী বর্ত্তুলাকার ইহা নিরূপিত হইয়া তৎপরবর্ত্তী প্লেটোর সময়ে সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। এই সময়ে বণিক্‌বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় অনেক নূতন স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং হিমিল্কো নামক এক নাবিক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

হোমরের সময়ে পৃথিবীর দুইটী বিভাগ ছিল। এক্ষণে চারিটী বিভাগ হইল, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম। হিরোদোতাস যেমন ইতিহাসের জনক, সেইরূপ তিনি সর্ব্বপ্রথম ভূগোলরচয়িতা। তিনি নিজে বাবিলন ও ইজিপ্ট প্রভৃতি অনেক স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রীসদেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা দৃষ্ট হয় না। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দার্শনিক পণ্ডিত থেলিস্ সর্ব্ব প্রথমে একটী সূর্য্যগ্রহণ গণনা করেন। ইহার কিছুকাল পরে গ্রীকপণ্ডিতগণ আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অনুকরণে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা গণনা দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানসমূহের দূরত্বনির্ণয়ে সচেষ্ট হন।

কিছুদিন পরে গ্রীক্‌পণ্ডিত এরাটোস্থিনিস্ প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি ভূগোল রচনা করেন। তাঁহার প্রস্তুত মানচিত্রে য়ুরোপের অনেক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে এই সময়ে গ্রীসে জ্ঞানের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পর্য্যটকগণ নূতন দেশদর্শনে কুতূহলী হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরে এসিয়া মাইনরনিবাসী ষ্ট্রাবো পূর্ব্বলব্ধ বিবরণাবলী একত্র করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে তাহার ভূগোলবিবরণ প্রকাশ করেন।

যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু অদ্যাপি তাঁহাদিগকে ষ্ট্রাবোর সাহায্য লইতে হয়।

যখন ষ্ট্রাবো ভূগোল প্রণয়ন করিলেন, তখন রোম-সাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে পৃথিবী আলোকিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবোর ভূগোল উক্ত রোমসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই সাদরে পঠিত হইতে লাগিল। তখন আলেক্‌সান্দ্রিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া জগতে গৌরবান্বিত ছিল।

আলেক্‌সান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্যার এই সময়ে সমধিক উন্নতি হয়। এই সময়ে মিশরের অন্তঃপাতী পিলুসিয়াম্ নগরের সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমীর জন্ম হয়। টলেমী আলেক্‌সান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া খগোল ও ভূগোল সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের নাম আল্‌মেজিষ্ট। ৭ম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদিত হয়। [হারুণ অল্ রসিদ্ দেখ।]

যাহা হউক টলেমীই প্রাচীন কালের একমাত্র প্রসিদ্ধ ভূগোলপ্রণেতা।

টলেমীপ্রকাশিত ভূগোলে গ্রীক ও রোমকগণ ভূমণ্ডলের যতদূর জানিতেন সমস্তই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। টলেমীর পুস্তক ১৪ শত বৎসর পাশ্চাত্য জগতে অপ্রতিহতভাবে জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টলেমীর ভৌগোলিক জ্ঞানভাণ্ডারে আর একটী রত্নও সঞ্চিত হয় নাই। তার পর রোমের সৌভাগ্যসূর্য্য অসভ্য বর্ব্বরগ্রাহকবলে গ্রস্ত হইলে, বিজ্ঞানচর্চ্চাও পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে তিরোহিত হইয়াছিল।

পরে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন য়ুরোপে বিদ্যালোচনার নবযুগের অভ্যুদয় হইল, তখন শাস্ত্রচর্চ্চার বিবিধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া নানা লুপ্ত রত্নের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। এই সময়ে স্পানিয়ার্ডেরা জগতের ইতিহাসের সৌভাগ্যশীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, ওলন্দাজেরা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া

ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল এবং মেগেলন, ড্রেক, কাপ্তেন কুক প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাবিকগণ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের চরমোন্নতি করিলেন। ইহার পরবর্ত্তী সময়ের ভূগোলবিবরণ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই বিদিত এবং বিশ্বকোষের মহাদেশ ও দেশাদির বর্ণনায় তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে ও হইবে। এই জন্ত বাহুল্য ও পৌনরুক্তিভয়ে তৎসমুদায়ের পুনরালোচনা করা হইল না।

ভূপৃষ্ঠভাগের বিবরণ।

পৃথিবীর উপরিদেশ জল ও স্থল-ভাগে বিভক্ত। উহার প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল।

জলভাগ—মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী, উপনদী প্রভৃতি নামে কল্পিত।

যে বিস্তীর্ণ লবণ-জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা মহাসাগর। ভৌগোলিকগণ সুবিধার জন্ত উহার স্বতন্ত্র নামে অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাদেশের ব্যবধান লইয়া উহা ৫ ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) উত্তর (আর্কটিক) মহাসাগর, (২) দক্ষিণ (এণ্টার্কটিক) মহাসাগর, (৩) প্রশান্ত (প্যাসিফিক) মহাসাগর, (৪) আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, (৫) ভারত (ইণ্ডিয়ান) মহাসাগর।

১ উত্তরমহাসাগর—উত্তরমেরুপ্রদেশে। ২ দক্ষিণ মহাসাগর—দক্ষিণমেরুপ্রদেশে। ৩ প্রশান্তমহাসাগর—এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। ৪ আট্‌লাণ্টিকমহাসাগর—ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে। ৫ ভারত মহাসাগর—এসিয়ার দক্ষিণে।

এই ৫টী মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উত্তরমহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমগ্র জলভাগের পরিমাণফল প্রায় ১৪ চৌদ্দ কোটী ৫০ লক্ষ বর্গমাইল।

মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র লবণময় জলভাগের নাম সাগর। ঐরূপ জলভাগ প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে উপসাগর নামে কথিত হয়।

যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে, অথবা দুইটী স্থলভাগের মধ্যে প্রবাহিত থাকে, তাহার নাম প্রণালী।

চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণরূপে স্থল দ্বারা বেষ্টিত স্বাভাবিক জলভাগের নাম হ্রদ। হ্রদ বৃহদায়তন হইলে সাগর পদবাচ্য হয়। যেমন কাস্পিয়ান সাগর।

যে জলপ্রবাহ পর্ব্বত, হ্রদ বা প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহার নাম নদী।

যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে বাহির হইয়া অপর কোন নদীতে আসিয়া মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী এবং যাহা নদীগাত্র ভেদ করিয়া ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাকে শাখানদী বলা যায়। নদীদ্বয়ের সম্মিলনস্থানকে সঙ্গম কহে।

যে স্থান হইতে নদীর উৎপত্তি হইতেছে, তাহা নদীর উৎপত্তিস্থান এবং যে স্থানে গিয়া নদী সমুদ্রে বা হ্রদে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে নদীমুখ বা মোহানা কহে। নদীর মোহানার নিকটস্থ ত্রিকোণাকার ভূমির নাম ব-দ্বীপ বা ডেল্টা।

বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ ভূপৃষ্ঠকে দুইটী মহাদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছেন—পূর্ব্ব বা প্রাচীন মহাদ্বীপ এবং পশ্চিম বা নূতন মহাদ্বীপ। এই মহাদ্বীপের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, যাহাতে অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বলা যায়।

প্রাচীন মহাদ্বীপে—(১) এসিয়া, (২) য়ুরোপ ও (৩) আফ্রিকা। নূতন মহাদ্বীপে—(১) উত্তর আমেরিকা ও (২) দক্ষিণ আমেরিকা; এই পাঁচটী মহাদেশ।

এক্ষণে ওসেনীয়া (সামুদ্রিক) নামক সমুদ্রগর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপগুলিকে লইয়া ভৌগোলিকগণ একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ কল্পনা করিয়া থাকেন।

মহাদেশের মধ্যে এসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহুজনপূর্ণ। য়ুরোপ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও উন্নত ও সুসভ্য। আমেরিকার জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; এবং আফ্রিকা সকলের মধ্যে অনুন্নত ও অসভ্য। [মহাদেশগুলির বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত য়ুরোপীয় নাবিক কলম্বস্‌, আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া স্বীয় পোতাধ্যক্ষ আমেরিকা ভেস্‌পুচির নামানুসারে এই স্থানের আমেরিকা নামকরণ করেন।

পরিমাণফল—সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ সাড়ে উনিশ কোটী বর্গমাইলের অধিক। তন্মধ্যে জল সাড়ে চৌদ্দ কোটির অধিক, আর স্থল পাঁচ কোটির অধিক।

লোক-সংখ্যা—সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় দেড় শত কোটি।

স্থলভাগ সাধারণতঃ—মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, অন্তরীপ, যোজক, উপকূল, পর্ব্বত ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত।

বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মহাদেশ এবং তাহার এক একটী অংশকে দেশ বলা যায়। চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূমিখণ্ডকে দ্বীপ বলে এবং ঐরূপ কতকগুলি দ্বীপ একত্র সংবদ্ধ প্রায় থাকিলে তাহাকে দ্বীপপুঞ্জ বলে। ঐরূপ মহাদেশ সমীপবর্ত্তী প্রায় চতুর্দ্দিকে জল-পরিবেষ্টিত কোন

কোন ভূমিখণ্ড একদিকে স্থল দ্বারা মহাদেশের সহিত সংলগ্ন তাহা উপদ্বীপ পদবাচ্য হয়।

যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া সাগরের দিকে গমন করিয়াছে, তাহার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ।

কোন সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড দুই বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে সংযুক্ত করিলে তাহাকে যোজক বলে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানের নাম উপকূল।

পৃথিবীর উপরিস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থানগুলি পর্ব্বত বা শৈলনামে অভিহিত। ঐ পর্ব্বতগুলি দীর্ঘস্থানব্যাপী হইলে পর্ব্বতশ্রেণী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলির নাম পাহাড় বা গণ্ডশৈল।

পর্ব্বতের অগ্রভাগকে শৃঙ্গ, চূড়া বা শিখর কহে। যথা—কাঞ্চনজঙ্ঘা।

যে পর্ব্বতে শৃঙ্গদেশস্থ ছিদ্র হইতে সময়ে সময়ে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা ইত্যাদি বাহির হয়, তাহার নাম আগ্নেয় পর্ব্বত।

পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরক্ষেত্রের নাম উপত্যকা এবং পর্ব্বতময় উচ্চ ভূমির নাম অধিত্যকা।

পার্ব্বতীয় উচ্চভূমির মধ্যস্থিত নদীর খাতকে অববাহিকা (basin) এবং অববাহিকাদ্বয়ের মধ্যস্থিত পার্ব্বত্যভূমিকে জলবাধ (watershed) কহে।

দুইটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সরু পথের নাম গিরিবর্ত্ম, ঘাট, বা পাস।

যে ভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান এবং পর্ব্বতাদিবিহীন, তাহাকে সমতলভূমি কহে।

বৃক্ষ-লতাদি পরিশূন্য জলাশয়াদি-বিহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তরভূমিকে মরুভূমি বলা যায়। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ব্বরা-ভূমির নাম মারব দ্বীপ বা ওয়েসিস। যথা—ফেজান।

ভূপৃষ্ঠে নানাজাতীয় মনুষ্যের বাস আছে। বর্ণ ও গঠনাদি-ভেদে মনুষ্যজাতি তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—ককেশীয়, মোঙ্গলীয়, এবং নিগ্রো। মলয় ও আমেরিক ইণ্ডিয়ান্ জাতিদ্বয় মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত।

১। ককেশীয়—এই শ্রেণীর মনুষ্যদিগের শরীরের গঠন ও বর্ণ সুন্দর এবং ইহাদের অনেক দাড়ি হয়। য়ুরোপে, পশ্চিম এসিয়াতে কাস্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণ এসিয়ায় ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগে এই জাতির বাসস্থান।

২। মোঙ্গলীয়—ইহাদের বর্ণ পীত, চুল কাল, চক্ষু ক্ষুদ্র, মুখ চেপ্টা, এবং দাড়ি অল্প। এসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব ও মধ্য প্রদেশে এই জাতির বাস।

৩। নিগ্রো—ইহাদের চামড়া কাল, নাক চেপ্টা, ওষ্ঠ মোটা, চিবুক দীর্ঘ, এবং চুল কোঁকড়া ও ভেড়ার মত। ইহারা আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে ও মধ্যস্থানে বাস করে।

৪। মলয়—ইহারা মোঙ্গলীয় ও নিগ্রো জাতির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অনেকাংশে তাহাদের সহিত সাদৃশ্য আছে। মলয় উপদ্বীপ ও ভারতদ্বীপপুঞ্জে ইহাদের বাস।

৫। আমেরিক বা লোহিত ইণ্ডিয়ান্—ইহাদিগকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অংশে দেখা যায়। ইহারা তাম্রবর্ণ।

উপরি উক্ত মনুষ্যগণ নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবর্ত্তকের অভ্যুদয়ে পৃথিবীতে নানা ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। [তত্তৎশব্দ দেখ।] তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, য়িহুদি এই কয়টী প্রধান।

ভূগোলবিদ্যা (স্ত্রী) যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম্ম, বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। (Geography)

ভূঘন (পুং) শরীর।

ভূচক্র (স্ত্রী) ১ পৃথিবীপরিধি। ২ বিষুবরেখা। ৩ অয়নবৃত্ত। ৪ ক্রান্তিবৃত্ত। ৫ অক্ষ ও দ্রাঘিমরেখা।

ভূচর (ত্রি) ভুবি চরতীতি চর-ট। যাহারা ভূমিতে বাস করে, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি। (পুং) শিব।

ভূচরসিদ্ধি (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত সিদ্ধিভেদ।

"ততোঽধিকতরাভ্যাসাৎ বলমুৎপদ্যতে ভৃশম্।
যেন ভূচরসিদ্ধিঃ স্যাদ্ভূচরাণাং জয়ে ক্ষমঃ॥" (দত্তাত্রেয়স°)

তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধি বা সাধনার উল্লেখ আছে, এই ভূচরসিদ্ধিও তাহার অন্যতম ও প্রধান বলিয়া নিরূপিত। বাস্তবিক, তন্ত্রবাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে অবাধে এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সিদ্ধির দিকে মন নিবিষ্ট করিতে পারা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধি বা সাধনা বলে সাধকের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য অগম্য বা অপ্রত্যক্ষ থাকে না। তখন করতলগত আমলক ফলের ন্যায় অভীপ্সিত সমস্ত বিষয়ই তাঁহার আয়ত্ত হইতে থাকে।

কিন্তু এই সিদ্ধিলাভে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া অনায়াসে ঘটিয়া উঠে না। অনেক বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া সুদৃঢ় অভ্যাসের পূর্ণ সহায়তালাভে অধিকারী হইতে পারিলেই, এই সিদ্ধিরূপ সমুচ্চ সৌধশিখরে অধিরোহণ করা যায়। দত্তাত্রেয়সংহিতায় দেখিতে পাই,—যোগী যখন অভ্যাসবশে এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া উঠেন, তখন তাঁহার অনুপম রূপমহিমায় কন্দর্পের দর্প খর্ব্ব হইয়া যায়, অনেক বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়। এমন কি রূপমুগ্ধ অঙ্গনাগণ অনঙ্গপীড়িত হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভের

কামনা করিতে থাকে; সুতরাং এই অবস্থায় যোগী যদি তখন অঙ্গনার অঙ্গালিঙ্গনে লিপ্ত হন, তবেই তাঁহার অধঃপাত অদূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। তখন তাঁহার বিন্দুপাত বশতঃ আত্মা ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্য থাকে, তৎসমস্ত একেবারেই হ্রাস হইয়া যায়। অতএব এ হেন সিদ্ধির অধিকারী হইতে গিয়া যোগী ব্যক্তি কখন রমণীসঙ্গ করিবেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে স্বীয় বিন্দু ধারণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্ব্বক যোগী যখন সিদ্ধিলাভে প্রয়াসী হইবেন, তখন একটী নির্জ্জন স্থানে গিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত পাপরাশির বিনাশের জন্য প্রথমে প্রণব জপে নিমগ্ন হইবেন। এই প্রণবজপ করিতে করিতেই তাঁহার পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে, এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন বিদূরিত হইয়া যাইবে।

এইরূপ অভ্যাস-যোগই ভূচরসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলিয়া কথিত। যোগী প্রথমে এই অভ্যাসেই প্রবৃত্ত হইয়া, পরে বায়ু অভ্যাসে কুম্ভক অবস্থায় উপনীত হইবেন। দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে। যোগী কুম্ভক অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে যে প্রত্যাহরণ করেন, তাহারই নাম প্রত্যাহার। কুম্ভকাবস্থায় উপনীত যোগীর পক্ষে এই সময়ে এই প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানও একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যোগাবলম্বী সাধক এই সময়ে চক্ষু দিয়া যাহা যাহা দেখিবেন, কাণে যাহা যাহা শুনিতে পাইবেন, নাসিকায় যে যে গন্ধ গ্রহণ করিবেন, রসনায় যে যে রসের আস্বাদ লইবেন এবং ত্বক্ দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করিবেন, তৎ সমস্তই আত্মাতে ভাবনা করিবেন। এইরূপে অতন্দ্রিত হইয়া যোগী ব্যক্তি যখন যত্ন সহকারে প্রত্যহ এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানগুলির অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিবেন, তখন তাঁহার এক অলোকসামান্য সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তখন দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি প্রভৃতি অমানুষোচিত ক্ষমতায় সমন্বিত হইবেন। তাঁহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবে। তিনি কামচরত্ব লাভ করিবেন। তাঁহার মলমূত্রাদির সংস্পর্শে লৌহও স্বর্ণরূপে পরিণত হইবে, অধিক কি, প্রতিনিয়ত অভ্যাসবশে তখন তিনি খেচরত্ব এবং এতদপেক্ষা অন্য অধিকতর সামর্থ্য লাভেরও অধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্তু যোগী যখন নিজের এই সমস্ত অলৌকিক সামর্থ্য অনুভব করিতে থাকিবেন, তখন তিনি বুদ্ধিবলে ইহা নিজের অভ্যুদয় বলিয়া মনে না করিয়া মহাসিদ্ধির অন্তরায় বলিয়াই জানিবেন। তখন যোগী নিজের ক্ষমতা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। কাহাকেও কিছু শিক্ষা দিবেন না। তিনি স্বসামর্থ্য গোপন করিবার জন্য লোকের নিকট মূক, অন্ধ, বধির ও মূর্খের ন্যায় অবস্থান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলেই তাঁহার স্বকার্য্যে বাধা ঘটিবে। তিনি নিজ অভ্যাসযোগে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িবেন এবং অভ্যাসে শ্লথাদর হইলেই তাঁহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় হইতে হইবে, সুতরাং তখন আর তাঁহার কোন সামর্থ্যই থাকিবে না। এই জন্যই যোগী পুরুষ কখন গুরুবাক্য বিস্মৃত না হইয়া দিবানিশি বিহিত অভ্যাসেরই বশবর্ত্তী হইবেন। এইরূপ অভ্যাস যোগেই ক্রমে যোগী পরিচয়াবস্থায় উপনীত হইবেন। এই পরিচয়াবস্থা এবং তদনন্তর অনুষ্ঠেয় বিষয় গুলির অনুষ্ঠান করিলেই যোগরত মহাপুরুষ মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দত্তাত্রেয়চন্দ্রিকা ও গ্রহযামলের চতুর্দ্দশ পটলে দ্রষ্টব্য।

ভূচিত্র (ক্লী) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ চিত্রং। পৃথিবীর মানচিত্র, ম্যাপ্।

ভূচ্ছায় (ক্লী স্ত্রী) ভুবশ্ছায়া (বিভাষা সেনাসুরাচ্ছায়ানিশানাম্। পা ২।৪।২৫) ইতি তৎপুরুষে বিভাষয়া নপুংসকং, ছায়াবাহুল্যে তু কেবলং ক্লীবত্বং। অন্ধকার। স্ত্রীলিঙ্গে ভূচ্ছায়া।

ভূজন্তু (পুং) ভুবো জন্তুরিব। উপরসবিশেষ, ভূনাগ, শীষ।

ভূজম্বু (স্ত্রী) ভুবো জম্বুরিব সাদৃশ্যাৎ। ১ গোধূম, গম। ২ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বইচগাছ। (মেদিনী) ৩ ভূমিজম্বুবৃক্ষ, চলিত বনজাম। (রাজনি°)

ভূটান, হিমালয়ের পূর্ব্বপাদভূমে অবস্থিত একটী পার্ব্বতীয় স্বাধীন সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২৬° ৪৫´ হইতে ২৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° হইতে ৯২° পূঃ। ইহার উত্তরে ভোটরাজ্য, পূর্ব্বে অর্দ্ধসভ্য পার্ব্বতীয় স্বাধীন জাতিগণের বাসভূমি, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং পশ্চিমে সিকিম রাজ্য।

শ্যামল সমতল শস্যক্ষেত্রসমূহ না থাকিলেও এই স্থানের পার্ব্বতীয় শোভা অতীব মনোরম। কোথাও নতোন্নত গিরিগণ্ডসমূহ লতামণ্ডপের ন্যায় শ্যামভূষায় বিভূষিত, কোথাও বা উচ্চচূড় ঝাউবৃক্ষসমূহ অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন মুকুটধারী রাজার ন্যায় প্রশান্ত পর্ব্বতবক্ষ শাসন করিতেছে। এই ক্ষীণকায় বৃক্ষগুলির শোভা এতই মনোহারী যে, সময় সময় পথিকগণ দূরে দাঁড়াইয়া ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া যায়। হিমালয়শ্রেণীর তুষার ধবল চিত্রপটে এই বৃক্ষরাজি যেন অগণিত বাহিনীর ন্যায় রণপ্রতিজ্ঞায় দণ্ডায়মান আছে, তদুপরে মেঘমালার ক্রীড়া বড়ই বিস্ময়োদ্দীপক, সে মাধুর্য্য বর্ণনার অতীত।

প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্যশালিনী এই পার্ব্বত্য ভূমি মুক্তামালার ন্যায় অসংখ্য স্রোতমালা বক্ষে ধারণ করিয়া বিধাতার সৃষ্টি-কুশলতার পরিচয় দিতেছে। গভীর পর্ব্বতকন্দর ও অত্যুচ্চ শিখরভূমি বিধৌত করিয়া যেন অনাকুলমনে মন্থরগমনে স্রোতস্বিনীসমূহ সেই ভয়াবহ বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া মিলিত হইতেছে। কোথাও এই জলরাশি পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া প্রপাতাকারে পতিত হইয়া থাকে। ভ্রমণকারী টার্ণার একটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত জলধারা এরূপ উচ্চ স্থান হইতে ভূতলে নিপতিত হইতেছে যে, উপর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উহা মধ্যস্থলেই বিলীন হইয়া যাইতেছে এবং নিম্নভাগ হইতে দেখিলে অনুমান হয় যে. যেন একটী সূক্ষ্ম জলধারা মৃদুমন্দ-গতিতে পর্ব্বতগাত্র বহিয়া চলিয়াছে। মানসাই এখানকার প্রধান নদী। তাসগাও অতিক্রম করিয়া এই নদী ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। এখানে ইহার স্রোতোবেগ এতই প্রবল যে, উহা পার হওয়া সুকঠিন। এখানে গমনাগমনের জন্য একটী সেতু নির্ম্মিত আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে মাছু, চিঙ্চু, তোর্সা, মালিচু, কুরুচু, ধর্লা, রায়দক ও সাঙ্কোশ প্রভৃতি নদীই প্রধান।

ভূটিয়াদিগের মুখে শুনা যায় যে, পূর্ব্বে এখানে তেকূ নামক জাতির বাস ছিল। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা কোচবিহারস্থ কোচ জাতীয়। দুই শতাব্দ পূর্ব্বে একদল ভোটসৈন্য আসিয়া তেকূদিগকে পরাভূত করিয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করে। এখানকার রাজকীয় কার্য্য দুইজন ব্যক্তির শাসনাধীনে ন্যস্ত। ১ ধর্ম্মরাজ বা জাতীয় গুরু, ২ দেবরাজ বা সাময়িক শাসনকর্ত্তা। পেন্‌লোদিগের দ্বারা প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক এক জন ব্যক্তি দেবরাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এই উভয় রাজাকে পরিচালিত করিতে লেনোহন্ নামে একটী স্থায়ী মন্ত্রিসভা আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে কোনরূপ শাসনশৃঙ্খলা প্রচলিত নাই। নিম্নতন রাজকর্ম্মচারী ও দুর্গাধ্যক্ষ-গণ এখানকার প্রকৃত অধীশ্বর। তাহাদের কঠোর শাসন, বল-পূর্ব্বক করসংগ্রহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার রাজ্যমধ্যে শাসন-বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহা-দিগের রাজ্যকার্য্য-পরিচালক ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের অবতাররূপে কল্পিত। তাঁহার মৃত্যুর দু-একবৎসর অতিবাহিত হইলে পুনরায় বালকরূপী ধর্ম্মরাজের অভ্যুদয় হয়।

ধর্ম্মরাজের বালকাবস্তার সাধারণতঃ কোন প্রধানতম রাজ-কর্ম্মচারীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। ঐ বালক পূর্ব্বতন ধর্ম্ম রাজের কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিলেই তাঁহার ধর্ম্মরাজ-পদপ্রাপ্তি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। পরে তাঁহাকে মঠে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সেই ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় তাঁহার যেরূপ প্রভাব প্রতি-পত্তি থাকে, এ সময়ে তাঁহার সে শক্তির অনেক হ্রাস দেখা যায়। দেবরাজ জাতীয় সভা কর্ত্তৃক রাজপদে মনোনীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভূটানস্থ শাসনকর্তৃদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবানের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় অবস্থান করেন এবং তাহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে নামে মাত্র রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের সহিত ভূটানবাসীদিগের রাজকীয় সংস্রব সংঘটিত হয়। উক্ত বর্ষে ভূটিয়াগণ কোচবিহার আক্রমণ করে। কোচবিহারাধিপ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, কাপ্তেন জেমস্ ভূটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিতে আদিষ্ট হন। ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যুদ্ধে ভূটিয়াসেনাদল পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। তিব্বতরাজ-প্রতিনিধি তেশু-লামার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির আশায় ইংরাজকোম্পানি কাপ্তেন টার্ণারকে ভূটানরাজ-সকাশে প্রেরণ করেন। এ দৌত্যে কোম্পানীর আশা ফলবতী হয় নাই। অতঃপর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের আসাম অধিকার পর্য্যন্ত ভূটানের সহিত ইংরাজের বিশেষ কোন রাজকীয় সংস্রব ঘটে নাই। ঐ সময়ে ভূটিয়াগণ পর্ব্বতের পাদদেশস্থ 'দ্বার'ভূমি বলপূর্ব্বক অধিকার করে এবং তাহার জন্য সামান্য কর দিতে স্বীকৃত হয়। অঙ্গীকার মত করপ্রদানে অশক্ত হইয়াও তাহারা ইংরাজের অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া লুট পাট করিতে থাকে। তদনুসারে কাপ্তেন পেম্বার্টন সুব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ভূটানরাজসমীপে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে সন্ধি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া এবং ক্ষতিপূরণের কোন-রূপ চুক্তি হইল না দেখিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট আসামের দ্বার-প্রদেশ তাহাদের হস্তচ্যুত করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন ও যাহাতে ভূটিয়াগণ শান্তভাব ধারণপূর্ব্বক ভবিষ্যতে উপদ্রবাদি না করে, তজ্জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ভূটানরাজকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু দ্বারপ্রদেশে ভূটিয়াদিগের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া ইংরাজ-রাজ ভূটিয়ারাজের নিকট আবেদন করিলেন, অবশেষে ভয় দেখাইয়াও ভূটিয়াদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না দেখিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মাননীয় আস্‌লিইডেন অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়া ভূটানরাজ দরবারে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে ভূটিয়াদিগের অত্যাচার ঘনী-ভূত হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে পার্ব্বত্য দেশ হইতে

অবতরণ করিয়া দ্বারবাসী প্রজাবৃন্দের সর্ব্বনাশ করিত। লুণ্ঠন, গ্রামদাহ, হত্যা ও তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে হরণ করিয়া তাহারা দ্বারবিভাগ ছারখার করিয়াছিল।

ইডেন সাহেব ভূটানরাজতন্ত্র হইতে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হন, এমন কি, বিবাদী সম্পত্তিগুলি ও অন্যান্য অনেক বিষয় ভূটানকে ছাড়িয়া দিবার জন্য তিনি ভূটান গবর্মেণ্ট কর্তৃক একখানি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। ইংরাজরাজের অনভিমতে বলপূর্ব্বক এরূপ অপমানকর স্বাক্ষর গ্রহণ করায় ভারত-রাজপ্রতিনিধি বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত সন্ধি সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া রোষবশে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তানুসারে দ্বারপ্রদেশের কর বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিগত ৫ বৎসর মধ্যে যে সকল দ্বারবাসী প্রজা ভূটানে নীত হইয়াছিল, তাহাদের অনতিবিলম্বে প্রত্যর্পণের জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। ভূটিয়ারাজ একবার কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া, ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৬৪ খৃঃ অঃ ১২ই নবেম্বর ১১টি পশ্চিম দ্বার ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। এ সময়ে ভূটিয়াগণ ইংরাজের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাই, কিন্তু পরবৎসর জানুয়ারী মাসে, সহসা ভূটিয়াগণ পর্ব্বতবক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দেওয়ান গিরিস্থ ইংরাজ-সেনাদল আক্রমণ করে। ইংরাজসেনাগণ এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর জেনারল টুম্বস্ নিজ বাহিনী লইয়া ভূটিয়াদিগকে পরাভূত করেন এবং উক্তবর্ষের নবেম্বরে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে ভূটানরাজ বঙ্গ ও আসামের ১৮টী দ্বারবিভাগ ইংরাজের হৃত প্রজাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই দ্বারবিভাগ হইতে ভূটানের অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইত বলিয়া ইংরাজরাজও দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং যদি তাঁহারা ইংরাজরাজের সহিত সদ্ভাব-স্থাপন করিয়া চলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ৫০ হাজার টাকা দিবারও কথা থাকে। তদবধি ভূটানরাজ ইংরাজের সহিত বিশেষ সুপ্রণয়ে কাল কাটাইতেছেন। অধুনা কতকগুলি ভূটিয়া গোয়ালপাড়ার সান্নিধ্যে বসতি করিয়াছে।

এখানে হিমালয়বক্ষে নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। হস্তী, ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি পশু ও নানারূপ পক্ষী ব্যতীত, এখানকার টঙ্গাস্থান নামক ভূভাগকে টঙ্গান নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বল ও সৌন্দর্য্যে ইহারা অন্য অশ্বজাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করে।

এই অসভ্য ও পার্ব্বতীয় বন্যদেশে শিল্পবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। স্থানীয় লোকের ব্যবহারোপযোগী মোটা কম্বল, কার্পাস বস্ত্র, বরফাবৃত স্থানে ভ্রমণোপযোগী মহিষচর্ম্মের জুতা, কাষ্ঠপাত্র কাগজ, তরবার, তীর, বর্শা ও তাম্রকটাহ এখানকার প্রধান বাণিজ্য। এতদ্ভিন্ন এখানে পশম, স্বর্ণচূর্ণ, প্রস্তর, লবণ, জলপাই, কমলালেবু, মৃগনাভি, পর্ণীঘোড়া ও রেশম পাওয়া যায়।

ভূটানরাজ্যরক্ষার জন্য অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন দুর্গে স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত আছে। উহাদের সংখ্যা মোট ৭ হাজার ও হইবে না। কিন্তু যখন আক্রমণকারী শত্রুদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হয়, তখন সমগ্র ভূটিয়া জাতি অস্ত্র ধরিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। ইহারা রাজকোষের বেতনভোগী নহে।

পুনখা বা তোজেন নগর ভূটানে রাজধানী। দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ৬৮ মাইল পূর্ব্বোত্তরে বুগ্নী নদীর বামকূলে অবস্থিত। আসাম হইতে তিব্বতরাজধানী লাসা নগরী যাইবার পথে তাসিপেজোঙ্, পারো, অঙ্গদ পোরঙ্গ, তোঙ্গসো নগর এবং অন্যত্র বক্সিপুর, ঘাসা ও মুরিচোম নগর বিদ্যমান আছে। পুনখার স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট এবং এখানকার অধিবাসিগণও সমাধক বলশালী।

পার্ব্বত্য বিভাগের উচ্চতার তারতম্যানুসারে এখানকার জলবায়ুরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও সাইবিরিয়ার কঠোর শীত, কোথাও আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম, কোথাও বা ইতালীর সুখকর বাসন্তিক সমীরণ প্রবাহিত রহিয়াছে। এক দিনের পথ পরিভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী পথিক উক্ত বিষয় সবিস্তার অনুভব করিতে পারিবেন। রাজপুঙ্গবগণের শৈত্যাবাস পুনখার অধিবাসিবৃন্দ যখন প্রখর সূর্য্যকিরণের উত্তাপে সন্তপ্ত তখন তাহারই অদূরবর্ত্তী ঘাসা* নগরবাসিগণ হিমানীর তুষারপাত ও কঠোর শীতকষ্টে দীন যাপন করিয়া থাকে। এখানে অহরহই বৃষ্টিপাত হয় এবং সময় বিশেষে পর্ব্বতগহ্বরাদিতে ঝটিকা সমুত্থিত হইয়া পর্ব্বতস্খলনরূপ ভয়াবহ দৃশ্যসমূহ সমুপস্থিত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ ভূটীয়া নামে খ্যাত। ভোট-দেশ হইতে আসিয়া তাহারা এই ভূটান প্রদেশে বাস করিয়াছে। অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত—১ম পুরোহিত বা ধর্ম্মযাজক, ২য় পেনলো বা সর্দ্দারগণ, ইঁহারাই শাসনকার্য্যে বিনিযুক্ত আছেন এবং ৩য় নিম্নশ্রেণীর কৃষিজীবিগণ।

প্রজাবর্গ সাধারণতঃই পরিশ্রমী। কৃষিকার্য্যে তাহাদের বিশেষ মন আছে। কিন্তু স্থানীয় ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থান ও রাজপুরুষগণের দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব অপহরণের ভয়ে, তাহারা

* এই নগর পুনখা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষিকার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী নহে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ স্বভাবতই দরিদ্র এবং উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রপীড়িত। কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নজর পড়িলে দরিদ্রের আর রক্ষা থাকে না। তাহার বিষয়সম্পত্তিসমূহ ধনী ব্যক্তি কাড়িয়া লইবেই। রাজকীয় কর্ম্মচারীর ক্রীতদাসাপেক্ষা দরিদ্র প্রজার কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা আছে। উহাদের কাহারও ভূম্যাদিতে অধিকার নাই। রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক চাহিবামাত্রই তাহারা উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। 'জোর যার মুলুক তার' এ রাজতন্ত্র একমাত্র ভূটানেই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের বিভাগ বা জেলাবিশেষের শাসনকর্ত্তাগণ রাজদরবার হইতে কোনরূপ তলবানা পান না, তাঁহাদের যাহা আবশ্যক তাহা তাঁহারা স্বচ্ছন্দে প্রজার রক্তশোষণ করিয়া লইতে পারেন। প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া শাসনকর্ত্তাগণ যাহা আহরণ করিবেন, তাহা হইতে তিনি কতকাংশ রাজদরবারে প্রদান করিতে বাধ্য। তিনি বলপূর্ব্বক যত অধিক কর সংগ্রহ করিতে ও রাজসরকারে যত অধিক পরিমাণে পাঠাইতে পারিবেন, ততই তাঁহার সম্মান ও শাসনকর্তৃপদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

উচ্চশ্রেণী বা রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ নানা দোষদুষ্ট। ঝগড়া, কলহ, বিবাদ ও পরশ্রীকাতরতা তাহাদের প্রধান অঙ্গ। তাহারা নির্দ্দয় ও লজ্জাহীন ভিখারী। অবস্থাপন্ন হইলেও তাহারা পরদ্রব্যলাভহেতু ভিক্ষা করিতে অপমান বোধ করে না, কিন্তু যদি তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান না করা হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ নিষ্ঠুরভাবে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতেও কাতর হয় না। পক্ষান্তরে নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষাকৃত সৎ ও সত্যবাদী। তাহারা আপনার পরিশ্রমে কার্পাসবস্ত্র, চিয়াবৃক্ষের ছালে কাগজ ও ধান্যাদি হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া উপভোগ করে।

ভূটিয়ারমণীগণ সতীত্বের ছায়া অবলোকন করে নাই। ৫ বা ৬ ভ্রাতা স্বচ্ছন্দে এক স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় না। এই কারণে স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতই দুঃশীলা ও অসচ্চরিত্রা। তাহারা বহুস্বামিক হওয়ায় বংশাধিকার ঠিক থাকে না। কারণ গর্ভজ পুত্র কাহার বংশ উজ্জ্বল করিবে, তাহার নির্দ্দেশ না পাওয়ায় প্রকৃত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা যায় না। এই জন্য কোন ধনি-পরিবারের কর্ত্তা মরিলে তাহার যতই পুত্রকন্যা থাকুক না কেন, সমগ্র সম্পত্তি দেব বা ধর্ম্ম রাজের অধিকারভুক্ত হয়।

ভূটিয়াদিগের মধ্যে 'ধর্ম্মরাজ' বুদ্ধের অবতারস্বরূপ কল্পিত। রাজ্যের প্রধান সর্দ্দারদিগের মধ্যে একজনকে দেবরাজ মনোনীত করা হয়। রাজকীয় নিয়মানুসারে দেবরাজ তিন বৎসরের জন্য সিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতদিন রাজকার্য্য পরিচালনের ক্ষমতা থাকে, ততদিন তিনি রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিতে পান। দেবরাজ ও ধর্ম্মরাজের পর, ১২টী বৌদ্ধযতি লইয়া একটী ধর্ম্মসভা এবং ৬ জন জিম্পে দ্বারা একটী ভজনসভা গঠিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মাচার্য্যগণ রাজকীয় কার্য্যে মন্ত্রদাতারূপে গণ্য হন। দেবরাজের অধীনস্থ পর-পিলে, বা পেম্লো চিঞ্চু নদীর পশ্চিমদেশ এবং তোঙ্গুপিলো পূর্ব্বভাগ শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের অধীনে ৬ জন করিয়া সুবা বা কমিসনর নিযুক্ত আছে।

ভূটিয়াগণ দৃঢ়কায়, সাহসী ও বলবান্। প্রকৃত পক্ষে এরূপ সুগঠন-প্রতিকৃতি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহাদের বলিষ্ঠ বপু ও ভীমদর্শন মুখশ্রী কদর্য্য আচারব্যবহারে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। মরুয়া ও বেজ নামক দেশীয় মদ্যপানে তাহাদিগের নয়ন নিরন্তর আরক্ত থাকে। তদুপরে তাহাদের বেশভূষা প্রকৃতির গম্ভীর দৃশ্যকে ভীষণতার আচ্ছাদনে আবৃত করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষাও পুরুষদিগের অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহারা পুরুষের ন্যায় জুতা অস্ত্র ও মস্তকে টুপি ধারণ করে না। শূকরাদি বিভিন্ন মাংস ও চা তাহাদের প্রধান আহার্য্য।

তাহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করণে তাহারা বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কবাট লাগাইতে কখনও তাহারা লৌহকব্জা ব্যবহার করে না। অতি সুকৌশলে তাহারা কাষ্ঠের কব্জা প্রস্তুত করিয়া দ্বার বা জানালার কবাট ঝুলাইয়া দেয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসী বলিয়া সাধারণে পরিচয় দিলেও তাহারা গুপ্তভাবে উপদেবতার পূজা এবং সেই ভূতযোনির তৃপ্তির জন্য কতকগুলি মন্ত্রপাঠও করিয়া থাকে। পূজা বা উৎসবে শিঙ্গা, শঙ্খ, করতাল, ঢোল, ঢকা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের সমবেত বাজনা হয়। তাহাদের ভাষা তিব্বতী ভোট ভাষার অনুরূপ। তবে স্থানভেদে উহাতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এখানে প্রায় ২ হাজার গ্যালোঙ্গ বা লামা পুরোহিত ও বহু শত ধর্ম্মকুমারী আছে।

প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বদেশে কৃষিকার্য্যের জন্য পার্ব্বত্যভূমি পরিষ্কৃত হয় এবং তথায় গম, যব, সরিষা, লঙ্কা, শালগম প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূটানবাসী লোপা নামক জাতি বড়ই কলহপ্রিয়, ভীরু ও

যারামবত্তাহীন। উহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু, বিরল কৃষ্ণকেশ ও চেপ্টা মুখশ্রী দেখিলে অনেকাংশে চীনবাসী বলিয়া অনুভূত হয়। প্রৌঢ়াবস্থায়ও ইহাদের ভালরূপ দাড়িগোঁফ বহির্গত হয় না।

ইহাদের মধ্যে চঙ্গলো নামে স্বতন্ত্র একটী থাক আছে। উত্তরাংশেই ইহাদের বাস অধিক। যে ভাষায় ইহারা কথা কয়, তাহা চঙ্গলো নামে খ্যাত। উহাও কতকাংশে তিব্বতীয় ভাষার অনুরূপ। ইহারা অন্যান্য ভূটিয়াগণের অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, অমাংসল ও কৃষ্ণবর্ণ।

ভূটিয়া, ভূটানবাসী জাতিবিশেষ। [ভূটান দেখ।]

ভূত (ক্লী) ভূ-ক্ত। ১ যুক্ত। ২ ন্যায়। ৩ পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক।

"তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ॥" (মনু° ১২।১৪)

[পঞ্চভূত ও মহাভূত দেখ।]

৪ ঋত। ৫ সত্য। (অমর ও ভারত) ৬ পিশাচাদি।

"এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ॥"(ভাগ° ৩।১৪।২১)

৭ জন্তু। (মেদিনী) ৮ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দ্রব্য। (মনু ৮।৩০৬) ৯ বস্তুতত্ত্ব। (ত্রি) ভাব্যতে স্মেতি, আধৃষাদেতি নিজভাবঃ ভূ-ক্ত, ভূতিরস্যাস্তীতি বা অর্শ-আদিত্বাদচ্, অভবদিতি বা ভুবো গত্যর্থে ভূতার্থে কর্ত্তরি ক্ত। ১০ প্রাণী, জন্তু। ইহা চারি প্রকার, যোনিজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। ১১ অতীত। অতীতকাল।

"ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা কিং তৎ স্যাদ্জগতি প্রিয়ে।
ভবতী যন্ন জানীয়াদিতি শর্ব্বোহপ্যুবাচ তাম্॥"

(কথাসরিৎসা° ১।২৭)

অতীত কালের পর্য্যায়,—বৃত্ত, অধীত, হ্যস্তন, নিভৃত, গত। (রাজনি°) ১২ বৃত্ত। ১৩ সম। ১৪ সদৃশ। (অমর ভরত) ১৫ প্রাপ্ত।

"ভূতাত্মানো মহাত্মানস্তে ন যান্তি পরাভবম্।"

(ভারত ১৩।৩৪।১৫)

'ভূতঃ প্রাপ্তো বশীকৃত আত্মা চিত্তং যৈস্তে' (নীলকণ্ঠ) ১৬ সত্য। 'আর্য্যে! কথয়ামি তে ভূতার্থং' (শকুন্তলা ১অ°) ভূত শব্দ উত্তরপদস্থ হইলে সমার্থ ও স্বরূপার্থ হইয়া থাকে।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।" (মনু ১।৫)

(পুং) ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। ১৭ দেবযোনিবিশেষ, ইহারা অধোমুখ ও ঊর্দ্ধমুখ পিশাচভেদ, রুদ্রের অনুচর বালগ্রহ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৫৩) ১৮ কুমার। (মেদিনী) ১৯ যোগীন্দ্র। (শব্দরত্না°) ২০ কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। (ত্রিকা°) ২১ ভূতনাশক ঔষধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে ভূতোপদ্রব নষ্ট হয়।

"শ্বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা।
তেন নস্যপ্রদানাৎ স্যাদ্ ভূতবৃন্দস্য বিদ্রবঃ॥
অগস্ত্যপুষ্পনস্যং বৈ সমরীচস্তু শূলহৃৎ॥" ইত্যাদি।

(গরুড়পু° ১৯২ অ°)

শ্বেত অপরাজিতার মূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য প্রস্তুত করিতে হইবে, এই নস্য ব্যবহারে ভূতোপদ্রব বিনষ্ট হয়। মরীচের সহিত অগস্ত্যপুষ্পের (বকফুল) নস্যও ভূতনাশক। ২২ লোধ্র। (বৈদ্যকনি°) ২৩ কৃষ্ণপক্ষ। ২৪ বসুদেবের পৌরবী গর্ভজাত দ্বাদশপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র।

(ভাগ° ৯।২৪।৪৭)

ভূতকরণ (ক্লী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ।

(অথর্ব্বপ্রাতিশা° ৬।৪৯)

ভূতকর্ত্তৃ (ত্রি) ব্রহ্মা।

ভূতকর্ম্মন্ (পুং) মনুষ্যভেদ। (মহাভা° দ্রোণপর্ব্ব°)

ভূতকটি, ১ বৌদ্ধমতে জীবলোকের সর্ব্বোচ্চ স্থান। ২ শূন্যতা।

ভূতকলা (স্ত্রী) ভূতানাং কলা। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের উৎপাদিকাদি শক্তিভেদ।

"ধরাদিপঞ্চভূতানাং নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ স্মৃতাঃ।
নিবৃত্তিঃ সুপ্রতিষ্ঠা স্যাৎ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্॥"

(শারদা তিলক)

ভূতকাল (পুং) ভূতঃ কালঃ। অতীত কাল, যে সময় গত হইয়া গিয়াছে।

ভূতকালিক (ত্রি) অতীতকাল সম্বন্ধীয়।

ভূতকৃৎ (পুং) ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং প্রাণিনাং বা কৃৎ, কর্ত্তা। ১ দেবতা। (অথর্ব্ব° ৩।২৮।১) ২ বিষ্ণু।

(ভারত° ১৩।১৪৯।১৪)

ভূতকেতু (পুং) দক্ষ সাবর্ণির পুত্রভেদ। (ভাগ° ৮।১৩।১৮) ১ বেতালভেদ। (কথাসরিৎসা° ১।৩।৩৪)

ভূতকেশ (পুং) ভূতস্য কেশ ইব। স্বনামখ্যাত তৃণ, শ্বেতদূর্ব্বা। পর্য্যায়,—গোলোমী, ভূতকেশী, অমরকেশী, কেশী। (রত্নমা°) ২নীল নিশুণ্ডী। ৩ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। ৪ শ্বেততুলসী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ শেফালিকা। ৬ জটামাংসী। (রাজনি°) ৭ পুত্রজীবা। (বাভট সূত্র° ১৫ অ°) ভূতানাং কেশ ইব ভূতকেশঃ স্ত্রীবল্কেতি কেচিৎ। ৮ শ্রীচৈতন্য।

ভূতকেশী (স্ত্রী) ভূতকেশ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভূতকেশ। (রত্নমালা) ২ শেফালিকা। ৩ নীলসিন্ধুবার। (রাজনি°)

ভূতকেসরা (স্ত্রী) মেথিকা, মেথি। (বৈদ্যকনি°)

ভূতক্রান্তি (স্ত্রী) ভূতানাং ক্রান্তিঃ। ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া।

ভূতগণ (পুং) ভূতানাং গণঃ। ভূতসমূহ।

ভূতগন্ধা (স্ত্রী) ভূতঃ মর্দ্দনং বিনাপি প্রকটিতো গন্ধোঽস্যাঃ। মুরানামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভূতগ্রাম (পুং) ভূতানাং গ্রামঃ সমূহঃ। ভূতসমূহ।
"ভূতগ্রামস্ত সর্ব্বস্ত স্থাবরস্ত চরস্ত চ।" (মৎস্যপু° ১।১৪)

ভূতঘ্ন (পুং) ভূতং হন্তীতি হন-টক্। ১ উষ্ট্র। (হেম) ২ লশুন। ৩ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ ভূতনাশক।

ভূতঘ্নী (স্ত্রী) ভূতঘ্ন-ঙীপ্। তুলসী। (রাজনি°) ২ মুণ্ডিতিকা।

ভূতচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) ভূতপ্রিয়া ভূতোদ্দেশে ক্রিয়া কর্ত্তব্যা বা চতুর্দ্দশী। মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। গৌণ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, এই চতুর্দ্দশীকে যমচতুর্দ্দশীও কহে।*

ভূতচতুর্দ্দশীর দিন যমপূজা ও যমতর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য। এই দিন অরুণোদয়কালে স্নান করিতে হয়। অরুণোদয়কালের পর যদি কেহ স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সম্বৎসরকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। এই দিন চন্দ্রোদয়ে স্নান করিলে নরকের ভয় থাকে না। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন অরুণোদয়কালেই চন্দ্রোদয় হইয়া থাকে। পিতা জীবিত থাকিতে যম তর্পণ ও ভীষ্মতর্পণ করা নিষিদ্ধ। সুতরাং যাঁহাদের পিতা বর্ত্তমান, তাঁহারা অরুণোদয়কালে কেবল মাত্র স্নানই করিবেন। এই দিন যদি মঙ্গলবার ও চিত্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে শিবপূজা করিলে শিবপুরে গতি হয়। এই চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যার দিন প্রদোষকালে দীপদান করিতে হয়, দীপদান করিলে যমমার্গের অন্ধকার নষ্ট হয়।

"অমাবস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ প্রদোষে দীপদানতঃ।
যমমার্গান্ধকারেভ্যো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন অরুণোদয়কালে স্নানের পর অপামার্গপল্লব মস্তকের উপরি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘুরাইতে হয়।

মন্ত্র—"শীতলোষ্ঠসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ! ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

স্নানের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে যমতর্পণ করিতে হয়।

মন্ত্র—"যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই চতুর্দ্দশীর দিন ১৪ শাক ভোজন করিতে হয়। এই শাক ভোজন করিলে প্রেতলোকে গতি হয় না।

চতুর্দ্দশ শাক যথা—ওল, কেমুক, বাস্তুক, সর্ষপ, কাল, নিম্ব, জয়া, শালিঞ্চী, হিমলোচিকা, পটোল, শৌলফ, গুড়ূচী, ভণ্টাকী, ও শুনিষণ্ণ। * (তিথিতত্ত্ব)

ভূতচারিন্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮)

ভূতচিন্তা (স্ত্রী) পদার্থবিষয়িণী চিন্তা বা অনুশীলন (সুশ্রুত)

ভূতজটা (স্ত্রী) ভূতস্য জটেব তৎসদৃশত্বাৎ। জটামাংসী।
'জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।' (ভাবপ্র°)

ভূতজ্যোতিস্ (পুং) সুমতিপুত্র রাজভেদ।
"নৃগস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ।" (ভাগ° ৯।২।১৭)

ভূতডামর (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

ভূততত্ত্ব (ক্লী) ভূতানাং ভাবঃ ত্ব। ১ পঞ্চভূতের ভাব বা ধর্ম্ম। ভূতনামধেয় অপদেবতার পূজা ও তাহাদের অস্তিত্ববিষয়িণী কথা যাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভূততন্ত্র (ক্লী) ১ ভূতধর্ম্ম। ২ অষ্টাঙ্গহৃদয়ের ষষ্ঠ ভাগ ইহাতে ভূতধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ভূততৃণ (পুং) ১ বিষভেদ, চলিত ছাতারিয়া বিষ। (রত্নমা°) ২ গন্ধদ্রব্য বিশেষ। (রাজনি°)

ভূতত্ব (ক্লী) ভূতের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূতত্ত্ব (ক্লী) ভূ-বিষয়ক তত্ত্ব।

ভূতত্ত্ববিদ্যা (স্ত্রী) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ সমুদায়ের নির্ণয়াত্মক শাস্ত্র (Geology)। [ভূবিদ্যা দেখ।]

ভূতদ্রাবিন্ (পুং) ভূতান্ পিশাচান্ দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্, ণিনি। ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ, রক্তকরবীর। (রাজনি°)

ভূতদ্রুম (পুং) ভূতপ্রিয়ো দ্রুমঃ। শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ।

---

* "চতুর্দ্দশ্যাং ধর্ম্মরাজপূজা কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
স্নানমাবশ্যকং কার্য্যং নরৈর্নরকভীরুভিঃ॥
অরুণোদয়তোঽন্যত্র রিক্তায়াং স্নাতি যো নরঃ।
তস্যাব্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥"

স্কান্দে চ তত্রৈব—
কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিধূদয়ে।
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ॥

লিঙ্গ পাদ্মে তত্রৈব—
"ততশ্চ তর্পণং কার্য্যং ধর্ম্মরাজস্য নামভিঃ।
জীবৎপিতা ন কুর্ব্বীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ॥
কার্ত্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।
তস্যাং ভূতেশমভ্যর্চ্য গচ্ছেৎ শিবপুরং নরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

* "ওলং কেমুকবাস্তুকং সর্ষপং কালক নিম্বং জয়াং।
শালিঞ্চীং হিমলোচিকাঞ্চ পটোলকং শৌলফং গুড়ূচীস্তথা॥
ভণ্টাকীং শুনিষণ্ণকং শিবদিনে খাদন্তি যে মানবাঃ।
প্রেতত্বং ন চ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথৌ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভূতদ্রুহ্ (ত্রি) ভূত-দ্রুহ্-কিপ্। প্রাণিহিংসক।

"অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহমসত্তমম্।" (ভাগ° ১।১৭।১১)

ভূতধাত্রী (স্ত্রী) ভূতানি ধরতীতি ধৃ-তৃচ্, ঙীপ্। পৃথিবী।

"সংহৃষ্টলোকাং কলিদোষমুক্তাং কল্পং তদা শাস্তি চ ভূতধাত্রীম্॥" (বৃহৎস° ৮৩°)

ভূতধামন্ (পুং) ইন্দ্র-পুত্রভেদ। (মহাভা° ১ প°)

ভূতধারিণী (স্ত্রী) পৃথিবী। (মালবিকাগ্নি° ১৪)

ভূতনাথ (পুং) ভূতানাং নাথঃ। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ ভূতপতি রাম।

"অন্বেষ্টব্যো যদসি ভুবনে ভূতনাথঃ শরণ্যঃ"(উত্তররামচ° ২অ°)

ভূতনাথ, জনৈক কবি। প্রজ্ঞাভূতনাথ নামে প্রসিদ্ধ।

ভূতনায়িকা (স্ত্রী) ভূতানাং নায়িকা নিয়ামিকা। দুর্গা। (হেম)

ভূতনাশন (স্ত্রী) ভূতানি প্রাণিজাতানি নাশ্যন্তেঽনেনেতি নশ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ রুদ্রাক্ষ। (পুং) ২ ভল্লাতক, ভেলা। ৩ সর্ষপ। (রাজনি°)

ভূতনিচয় (পুং) ভূতানাং নিচয়ঃ। ভূতসমূহ।

ভূতন্ত্রবিদ্ (পুং) ভূতজ্ঞ। ভূতবিদ্যায় সম্যক্‌পারদর্শী।

ভূতপক্ষ (পুং) ভূতঃ প্রিয়ঃ পক্ষঃ। কৃষ্ণপক্ষ।

ভূতপতি (পুং) ভূতানাং পতিঃ। ১ মহাদেব। ২ কৃষ্ণ-তুলসীবৃক্ষ। (ত্রৈলোক্যনি°)

ভূতপত্রী (স্ত্রী) ভূত ইব কৃষ্ণং পত্রং যস্যাঃ, ঙীষ্। তুলসী।

ভূতপাল (পুং) ভূত-প্রতিপালক বিষ্ণু।

ভূতপুর (পুং) জনপদবিশেষ ও জনপদবাসী। (বৃহৎস° ১৪।২৭)

ভূতপুষ্প (পুং) ভূতযুক্তং প্রাণিবিশিষ্টং পুষ্পং যস্য। শ্যোণাকবৃক্ষ। (রত্নমা°)

ভূতপূর্ণিমা (স্ত্রী) ভূতানাং পূর্ণিমা। আশ্বিনী পূর্ণিমা, পর্য্যায়—শরদা, কৌমুদী, অশ্বযুজী, শতপর্ব্বা, রঙ্গভূতি, কোজাগরা। (শব্দরত্না°)

ভূতপূর্ব্ব (ত্রি) ভূতঃ পূর্ব্বঃ। যাহা পূর্ব্বে ছিল, পূর্ব্বকার।

ভূতপ্রকৃতি (স্ত্রী) ভূতাদির মূলপ্রকৃতি। (নিরুক্ত ১৪।৩)

ভূতপ্রতিষেধ (পুং) ভূতবিতাড়ন। চলিত ভূত ঝাড়ান।

ভূতবাল, জনৈক বৈয়াকরণ। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে ইহার উল্লেখ আছে।

ভূতব্রাহ্মণ (পুং) ভূতাত্মনো ব্রাহ্মণঃ। দেবল। (শব্দমা°)

ভূতভর্ত্তৃ (পুং) ভূতানাং ভর্ত্তা। ভূতপতি, শিব।

ভূতভব্য (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪)

ভূতভাবন (পুং) ভূতানি ক্রিয়াজ্ঞানি ভাবয়তি জনয়তীতি ভূ-ণিচ্-ল্যু। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৩) (ত্রি) ৩ ভূতপালক।

"ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।" (গীতা ৯।৫)

ভূতভাষা (স্ত্রী) পৈশাচিক ভাষা। (বাসবদত্তা ২২)

ভূতভাষিত (স্ত্রী) পৈশাচ ভাষা।

ভূতভৃৎ (পুং) ভূতানি বিভর্ত্তীতি ভৃ-কিপ্, তুগাগমশ্চ। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪) (ত্রি) ২ ভূতধারক।

ভূতভৈরবরস (পুং) রসৌষধবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—হরিতাল ১৫ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, নূতন তেঁতুল ৮৭ ভাগ, সীজদুগ্ধ ও আকন্দ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া রোহিতজটার রসে ভাবিত পারদ অর্দ্ধভাগ উহার সহিত মিশাইয়া বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ বিশুদ্ধ জল, কর্পূর ও তাম্বূল সহিত সেবন করিয়া সুখে শয়ন করিবে। ইহাতে বাতব্যাধি ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, কুষ্ঠজনিত উপদ্রব, উগ্রজ্বর ও দাহ প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসা° কুষ্ঠচি°)

ভূতভৌতিক (ত্রি) ভূত ও ভূতজাত।

ভূতময় (ত্রি) ভূতযুক্ত।

ভূতমহেশ্বর (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৫)

ভূতমাতৃ (স্ত্রী) ভূতানাং মাতা। গৌরী ও পদ্মাদি মাতৃগণ, ব্রাহ্মী ও মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃগণ।

'ভূতমাতরো গৌরীপদ্মাদয়ো ব্রাহ্মীমাহেশ্বর্য্যাদয়শ্চ।' (নীলকণ্ঠ)

ভূতমণ্ডল (স্ত্রী) ভূতানাং মণ্ডলম্। পৃথিব্যাদির মণ্ডল-ভেদ। (শারদাতিলক)

ভূতমাত্রা (স্ত্রী) ভূতানাং মাত্রা। শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চতন্মাত্রই ভূতমাত্রা। (মনু ১২।১৭)

ভূতমারি (স্ত্রী) ভূতানি মারয়তীতি ভূত মৃ-ণিচ্-ণিনি। চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

ভূতযজ্ঞ (পুং) ভূতার্থো যজ্ঞঃ ভূতানি কাকাদি প্রাণি-জাতানি তান্যুদ্দিশ্য যো যজ্ঞ ইতি বা। ভূতবলি, গৃহস্থদিগের প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতযজ্ঞ। ইহাকে বলিবৈশ্বও কহে। [পঞ্চযজ্ঞ ও বলিবৈশ্ব দেখ]

ভূতযোনি (ত্রি) ভূতানাং আকাশাদীনাং যোনিকারণম্। আকাশাদি ভূতের উৎপত্তিকারণ পরমেশ্বর। (কৈবল্যোপনি°)

মানবজগতে ভূত বা উপদেবতাদির উপদ্রবকথা প্রচারিত আছে। মানবের ভূতাবেশ ও তাহার প্রতিষেধক্রিয়া এবং ভৌতিক ব্যাপারসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ভৌতিক কাণ্ড শব্দে দ্রষ্টব্য। [ভৌতিককাণ্ড দেখ।]

ভূতরয় (পুং) মন্বন্তরীয় দেবভেদ। (ভাগ° ৮।৫।৩)

ভূতরাজ্ (পুং) ভূতাধিপতি শিব।

ভূতরূপ (ত্রি) ভূতাকৃতি। (ভাগবত ৩।১।২৩)

ভূতরূপস্থান (স্ত্রী) ভূতময় শরীর।

ভূতল (ক্লী) ভুবস্তলং। ১ পৃথিবী। ভূমণ্ডল। ২ ভূমির অধোভাগ, পাতাল।

ভূতলিকা (স্ত্রী) ভূতলং পৃথ্বীতলং আধারত্বেন অস্ত্যস্যা ইতি ভূতলং ঠন্ টাপ্। পৃক্কা। চলিত পিড়িং শাক। (রাজনি°)

ভূতলিপি (পুং) ভূতানাং লিপিঃ। ভূতদৈবত বর্ণভেদ।

"অথ ভূতলিপিং বক্ষ্যে সুগোপ্যামতিদুর্লভাম্।
যাং প্রাপ্য শম্ভোর্মুনয়ঃ সর্ব্বান্ কামান্ প্রপেদিরে॥"
(শারদাতিলক)

ভূতলোন্মথন (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ ২৪ অধ্যায়)

ভূতবৎ (ত্রি) পূর্ব্ববৎ, পূর্ব্বপ্রকার। (ঐতরেয়ব্রা° ৩৩৩)

ভূতবর্গ (পুং) ভূতসমূহ।

ভূতবাদিন্ (ত্রি) যথার্থভাষী।

ভূতবাস (পুং) ভূতানাং বাসো যত্র। ১ কলিদ্রুম। (অমর) ২ মহাদেব। (হরিব° ১৪৩৩) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৯)

ভূতবাহন (পুং) শিবের নামান্তর।

ভূতবাহনসারথি (পুং) শিব।

ভূতবিক্রিয়া (স্ত্রী) ভূতানামিব বিক্রিয়াঽস্যাম্। অপস্মার-রোগ। (রাজনি°)

ভূতবিজ্ঞান (ক্লী) ভূতযোনি নামক অপদেবতা-নিরাকরণ-বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞান।

ভূতবিদ্ (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞ। (শতপথব্রা° ১৪।৬।৭।৪)

ভূতবিদ্যা (স্ত্রী) ভূতাদি-নিবারণার্থা যা বিদ্যা। আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট বিভাগের একটী। সুশ্রুতে লিখিত আছে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, সূর্য্যাদি নবগ্রহ এবং স্কন্দাদিগ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপশমনের উপায়স্বরূপ, শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ও ঔষধ ধারণের উদ্দেশে রত্নাদিধারণ এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে রত্নাদি দান যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই ভূতবিদ্যা কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১ অ°)

"গ্রহভূতপিশাচাশ্চ শাকিনী ডাকিনী গ্রহাঃ।
এতেষাং নিগ্রহঃ সম্যক্ ভূতবিদ্যা নিগদ্যতে॥"
(বৈদ্যকস° ২ অ°)

ভূতবিনায়ক (পুং) ভূতাধিপতি। শিব।

ভূতবিষ্ণু (পুং) দশশ্লীতিসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

ভূতবীর (পুং) জাতিভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।২৭)

ভূতবৃক্ষ (পুং) ১ শাখোট বৃক্ষ, চলিত শ্যাওড়া গাছ। (রাজনি°) ২ শ্যোণাক বৃক্ষ। (মেদিনী)

ভূতবৃক্ষক (পুং) শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ, চলিত চালতাগাছ। (ভাবপ্র°)

ভূতবেশী (স্ত্রী) ভূতানামিব বেশোঽস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ শ্বেতশেফালিকা। (অমর) ২ নির্গুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

ভূতব্রহ্মন্ (পুং) ভূতঃ পিশাচ ইব ব্রহ্মা। দেবল। (শব্দমা°)

ভূতশুদ্ধি (স্ত্রী) ভূতানাং দেহারম্ভকপৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং শুদ্ধিঃ শোধনং। তন্ত্রপ্রসিদ্ধ দেহারম্ভক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ভাবনাবিশেষ-সংস্কার দ্বারা দেবরূপতা-সম্পাদন, পূজাদিতে বীজ বিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষ দহনপূর্ব্বক শরীর-শোধন। কোন দেবতা বিশেষের পূজা করিতে হইলে প্রথমে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূজা করিবার অধিকার হয় না। এই ভূতশুদ্ধি দ্বারা শরীরস্থিত পাপপুরুষ দগ্ধ হইলে, তখন পুনরায় চন্দ্রগলিত সুধায় নূতন দেহ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধির ব্যাপার বড় কঠিন।

ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্র হইতে তন্ত্রসারে যে বিবরণ সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদত্ত হইল। *

---

* "সুষুম্না বর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।
সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ॥
ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং যড় বিন্দুলাঞ্ছিতং।
পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া॥
মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া।
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া।
পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতম্।
রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকাঙ্কিতম্।
তেন পূরকযোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া॥
চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন চ।
বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং।
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্।
সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্॥
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ
মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তম্।
এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ।
ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ।
ললাটমধ্যে চন্দ্রবীজং কুন্দেন্দুধবলপ্রভম্।
তালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া॥
সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া ব্যোমবীজকম্।
ধ্যাত্বামৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্।
তয়া দেহং বিচিন্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাখ্যয়া॥
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ।
স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা।
জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ।
ইতি কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকান্যাসমাচরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে নানা তন্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ পূজাপদ্ধতি প্রভৃতিতে যেটীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমে তাহাই লিখিত হইল। সংযতচেতা পূজক কোন দেব বা দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়া আসনশুদ্ধি প্রভৃতি বিহিত বিধানগুলির অনুষ্ঠানান্তে এই দেহারম্ভক পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকের শোধন বা দেহারম্ভক চতুর্বিংশতিতত্ত্বের ভাবনাবিশেষ সংস্কার দ্বারা দেবরূপতা সম্পাদন করিবেন।

পূজাপদ্ধতিতে লিখিত আছে,—প্রথমতঃ 'রম্' এই বীজ মন্ত্রে একটী জলধারা দিয়া বহ্নিপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে করদ্বয় স্বীয় ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া পরে 'সোঽহম্'এই ভাবনা দ্বারা হৃদয়স্থ দীপকলিকাকৃতি জীবাত্মাকে মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞানামধেয় ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকাবস্থিত অধোমুখ সহস্রদলশালী কমলকর্ণিকায় অন্তর্গত পরমাত্মার সংযোজিত করিবে। অনন্তর ঐ পরমাত্মায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন ভাবিয়া পরে "যম্" এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা পূর্ব্বক ঐ বীজ ষোড়শ বার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা স্বীয় দেহ পরিপূরিত করিবে। তৎপরে দুই নাসাপুট ধারণপূর্ব্বক ঐ বায়ুবীজই পুনরায় চতুঃষষ্টি বার জপ ও পরে কুম্ভক করিয়া বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ সংশোধিত করিতে হইবে। দেহ সংশোধিত হইলে পুনরায় ঐ বীজ দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে। অনন্তর 'রম্' এই বহ্নিবীজ রক্তবর্ণ ধ্যান ও উহা ষোড়শবার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা দেহ পূরিত করিতে হইবে, পরে নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করিবে। কুম্ভকান্তে মূলাধারস্থিত বহ্নি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বহ্নিবীজ দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া ভস্মের সহিত বাম নাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে। এইরূপে বামনাসায় 'ঠম্' এই বীজটী শুক্লবর্ণ ধ্যান করিয়া উহার ষোড়শ বার জপ দ্বারা চন্দ্রকে ললাটদেশে আনীত পুনরায় নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক 'বম্' এই বরুণ-বীজটীর চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা সেই চন্দ্র হইতে বিগলিত মাতৃকাবর্ণময় পীযূষধারায় সমস্ত দেহ বিরচিত করিয়াও 'লম্' এই পৃথ্বীবীজটীর দ্বাত্রিংশৎবার জপে দেহকে সুদৃঢ়রূপে ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিতে হইবে।

অনন্তর 'হংস' এই বীজটি হৃদয়ে আনয়ন করিয়া কুলকুণ্ডলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতিকে যথাযথ স্থানে স্থাপন করিবে।

শক্তিপক্ষে বিশেষত্ব এই যে, 'হংস' এই বীজ দ্বারা জীব প্রভৃতিকে পরম শিবে সংযোজিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে 'সোঽহম্' মন্ত্রে যথাস্থানে আনয়ন করিতে হয়।

"সোঽহমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েৎ" (তন্ত্রসার)

জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে,—পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠাক্রমে জীবকে দেহে সংস্থাপিত এবং ঐ ক্রমানুসারে নিজ দেহ স্থির করিবে।

"প্রাণপ্রতিষ্ঠয়া পশ্চাদ্ জীবং দেহে নিধাপয়েৎ।
মুখবৃত্তং সমুচ্চার্য্য হংসস্থ বিপরীতকঃ॥
উদ্ধরেৎ পরমেশানি! বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
তেনৈব বিধিনা দেবি! স্থিরীকুর্য্যান্নিজাং তনুম্॥"(জ্ঞানার্ণব)

বারাহী তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—ভূতশুদ্ধি স্থলে 'হংস' মন্ত্রটী শূদ্রের স্মরণ করিবার অধিকার নাই। যদি করে, তবে তাহার দীক্ষা বিফল হইয়া যায় এবং অন্তে নরকবাস নিশ্চিত।

"হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন।
স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ॥" (বারাহীতন্ত্র)

শারদাতিলকে লিখিত আছে—জীবকে তেজোময় ধ্যান করিয়া পরে 'নমঃ' মন্ত্রেই সংযোজিত করিবে।

"জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্বা নমোমন্ত্রেণ যোজয়েৎ।"(শারদাতিলক)

ইহাই হইল বিস্তৃত ভূতশুদ্ধি। গ্রন্থান্তরে ইহা সংক্ষেপেও উক্ত হইয়াছে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী সাধক স্বীয় হৃদয়কমলটীকে ধর্ম্মরূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানরূপ নাল দ্বারা পরিশোভিত, ঐশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলে যুক্ত এবং বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকায় সমন্বিত ধ্যান করিয়া পরে উহাকে প্রণব দ্বারা বিকাশিত করিবেন। অনন্তর উহার কর্ণিকাস্থিত প্রদীপকলিকান্বিত জীবাত্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে কুণ্ডলীর চিন্তাপূর্ব্বক সুষুম্নাপথে আত্মাকে পরমাত্মায় যোজিত করিবেন।*

---

* "অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্বিধীয়তে।
ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালসুশোভনম্॥
ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্।
হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন বিকাশিতম্।
কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপকলিকান্বিতম্।
জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সঞ্চিন্ত্য কুণ্ডলীং।
সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥"
(তন্ত্রসারধৃত পুরশ্চরণচন্দ্রিকা।)

বিশুদ্ধেশ্বরে লিখিত আছে,—অব্যয়ব্রহ্মের সহিত সংযোগ হেতু শরীরাকার-স্বরূপ ভূতগণের বিশোধনই, ভূতশুদ্ধি।

"শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥" (বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্র)

ভূতসিদ্ধ (পুং) পিশাচমন্ত্রে সিদ্ধ। যাহারা শবসাধনাদি দ্বারা পিশাচমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভূতভবিষ্যতাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

ভূতসংসার (পুং) জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

ভূতসংক্রামিন্ (ত্রি) ভূতপ্রাপ্ত। "বৈরাজং সাম শুক্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাৎতৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ" (তৈত্তিরীয়স° ৭।১।১।৬)

ভূতসঙ্ঘ (পুং) ভূতসমূহ।

ভূতসঞ্চার (পুং) ভূতস্য সঞ্চারঃ। ভূতোন্মাদরোগ। পর্য্যায়,—আবেশ, ভূতক্রান্তি, গ্রহাগম। (রাজনি°)

ভূতসঞ্চারিন্ (পুং) ভূতেষু সঞ্চরতি ইতি ভূত সম্-চর-ণিনি। দাবানল। (শব্দমালা)

ভূতসন্তাপ (পুং) দানবভেদ। (ভাগ° ৮।১০।২০)

ভূতসংপ্লব (পুং) প্রলয়।

"আভূতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে।" (শ্রুতি)

ভূতসর্গ (পুং) সৃজ্যতে ইতি সৃজ-ভাবে ঘঞ্। ভূতানাং সর্গঃ। অগ্নিপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—এই ভূতসৃষ্টি চতুর্দ্দশ প্রকার যথা,—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্যীয়, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব, কৌবের, রক্ষঃ, পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, সার্প, ও শাকুনিক।

"ব্রাহ্মং প্রাজাপত্যীয়ঞ্চ সৌম্যমৈন্দ্রস্তথৈব চ।
গান্ধর্ব্বমথ কৌবেরং রক্ষঃ পৈশাচমানুষম্ ॥
স্থাবরং পাশবং মার্গং সর্পং শাকুনিকস্তথা।
চতুর্দ্দশবিধং হ্যেতদ্ ভূতসর্গং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥" (অগ্নিপু°)

ভূতসাক্ষিন্ (পুং) সৃষ্ট পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ। (মহাভা° বনপর্ব্ব)

ভূতসাধনী (স্ত্রী) ভূতানি প্রাণিনঃ সাধয়তি অত্র আধারে ল্যুট্, ঙীপ্। ভূমি। (শুক্লযজু° ২৬।১)

ভূতসার (পুং) ভূতঃ গতঃ সারো যস্য। শ্যোণাকপ্রভেদ। ২ খদির সার। (রাজনি°)

ভূতসূক্ষ্ম (স্ত্রী) ভূতাদিতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র (ভাগ° ১।২।৩৩)

ভূতস্থ (ত্রি) ভূতাবস্থিত বিষ্ণু।

ভূতস্থান (স্ত্রী) জীবগণের অবস্থান স্থান।

ভূতহত্যা (স্ত্রী) জীবহত্যা।

ভূতহন্ (পুং) ভূর্জ্জবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূতহন্ত্রী (স্ত্রী) ভূতানি হন্তীতি হন-তৃচ্, ঙীপ্। ১ বন্ধ্যা কর্কোটকী। ২ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি°)

ভূতহর (পুং) ভূতানি হরতীতি হৃ-অচ্। গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

ভূতহারিন্ (স্ত্রী) ভূতানি হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ দেবদারু। ২ রক্তকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

ভূতহাস (পুং) সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে সন্নিপাত জ্বরে রোগী স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় শব্দস্পর্শাদি অনুভব করিতে অসমর্থ হয়, এবং অনর্থক প্রলাপ বকে ও হাসে, তাহাকে ভূতহাস কহে।

"শব্দাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্ বিষয়ান্ যদিন্দ্রিয়গ্রামৈঃ।
হসতি প্রলপতি পরুষং স জ্ঞেয়ো ভূতহাসার্ত্তঃ ॥" (ভাবপ্র°)

ভূতা (স্ত্রী) ভূত-টাপ্। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

"ব্রহ্মাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
পূজিতানি ভবন্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে ॥"

অপি চ "শিবরাত্রিব্রতে ভূতাং কামবিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

ভূতাংশ, (পুং) ১ ঋষিভেদ। (ঋক্ ১০।১০৬।১) ২ কাশ্যপ ঋষি। (নিরুক্ত) ৩ ভূতসমূহের অংশ।

ভূতাঙ্কুশ, (পুং) ভূতানামঙ্কুশ ইব নিবারকত্বাৎ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Anisomelis malabarica) হিন্দী গবো জুবান, তৈলঙ্গ—মজেরী, ছিলয়গভেরি, চলিত হেঁচেতা গাছ। পর্য্যায়,—কবচ, ক্ষুরক, তীক্ষ্ণ, ক্রূর, কব, মহোন্মেদনসংজ্ঞ, ভূতদ্রাবী, গ্রহাহ্বয়। ইহার গুণ তীব্রগন্ধ, উৎকট, উষ্ণ, কটু, ভূত ও গ্রহাদি-দোষনাশক এবং কফবাত-নিকৃন্তন। (রাজনি°)

ভূতাঙ্কুশরস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—পারা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতে, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সৌবীরাঞ্জন, ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে একভাগ, হীরক অষ্টমাংশ, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও সিজদুগ্ধ প্রত্যেকে ৬ বার ভাবনা দিয়া বদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে, পরে এই ঔষধ দুইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনে ভূতোন্মাদ আশু প্রশমিত হয়। এই ঔষধ সেবনকারীর পিপ্পলী ও দশমূলের কষায় পান, স্বেদ, তিতলাউ, তাক্র ও রুক্ষবস্তু খাওয়া বিশেষ নিষিদ্ধ। দুগ্ধ, মহিষ-ঘৃত ও গুরু অন্ন ভোজন এবং সর্ষপ তৈল মাখিয়া স্নান বিশেষ উপকারক। (রসেন্দ্রসারস° উন্মাদরোগাধি°)

অন্যবিধ—শুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র ৩ ভাগ, মরিচ ১০ ভাগ, অভ্রভস্ম ৪ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, শ্বেতসর্ষপ ১ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র অম্লরস দ্বারা ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, অনুপান ও মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে কাসরোগ আশু নিবারিত হয়। (রসকৌ°)

ভূতাত্মক (পুং) ভূত সম্বন্ধীয় ভূতময় ভূতজাত।

ভূতাত্মন্ (পুং) ভূতানামাত্মা। ১ দেহ।
"যঃ করোতি তু কর্ম্মাণি স ভূতাত্মোচ্যতে বুধৈঃ।"(মনু ১২।১২)
"যঃ পুনরেষ ব্যাপারান্ করোতি শরীরাখ্যঃ পৃথিব্যাদি ভূতারব্ধত্বাৎ ভূতাত্মেতি পণ্ডিতৈরুচ্যতে" (কুলুক)। ২ পরমেশ্বর। ৩ শিব। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪)। ৬ জীবাত্মা।
"বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥"(মনু ৫।১০৯)

ভূতাদি (পুং) ভূতানামাদিঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ সাংখ্যমতসিদ্ধ অহঙ্কারতত্ত্ব। অহংতত্ত্ব হইতেই পঞ্চভূত হইয়াছে, এই জন্য ঐ তত্ত্ব ভূতসমূহের আদি।

ভূতাধিপতি (পুং) ভূতনাথ, শিব।

ভূতান্তক (পুং) ভূতানামন্তকঃ ষষ্ঠীতৎ। ১ যম। ২ রুদ্র।

ভূতায়ন (পুং) ভূতানাময়নমাশ্রয়ঃ ষষ্ঠীতৎ। নারায়ণ।

ভূতারি (স্ত্রী) ভূতানামরিঃ তন্নিবারকত্বাৎ ক্লীবত্বং। হিঙ্গু।

ভূতার্ত্ত (স্ত্রী) ভূতেন ঋতঃ ৩তৎ। ভূতাবিষ্ট। (হেম)

ভূতার্থ (পুং) ভূতঃ সত্যভূতঃ অর্থো যস্য। যথার্থ।
"ভূতার্থবাদস্তজ্জ্ঞানাদর্থবাদস্ত্রিধামতঃ॥" (ঐত°ব্রা°ভাষ্যে সায়ণ)

ভূতালী (স্ত্রী) ভূতানামালীব। ভূপাটলী। মুষলী। (রাজনি°)

ভূতাবাস (পুং) ১বিভীতকবৃক্ষ। ২ বিষ্ণু। ৩ শাখোট। ৪ শরীর।
"জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরম্।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥" (মনু ৬।৭৭)

ভূতাবিষ্ট (ত্রি) ভূতেন আবিষ্টঃ। পিশাচগ্রস্ত। ভূতাবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত চক্রধারণ করিলে শুভ হয়। ভূর্জ্জপত্রে এই চক্র লিখিয়া কবচধারণের প্রণালী অনুসারে ধারণ করিতে হয়।

ভূতনাশক চক্র।

১	৮	১৮	২৩
২০	২১	৩	৬
৭	২	২৪	১৭
২২	১৯	৫	৪
৫০	৫০	৫০	৫০

জ্যোতিস্তত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।* (ত্রি) ২ ভূতাক্রান্ত, ভূতাদি দ্বারা রোগগ্রস্ত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, ভূতগ্রহ চতুর্দ্দশীর দিন আক্রমণ করে।

ভূতাবেশ (পুং) ভূতানামাবেশঃ। ভূতসঞ্চার, চলিত ভূতে পাওয়া। ভূতে পাইলে ওঝা ভূত ছাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ভূতাবেশ ভাল হয়।

ভূতি (স্ত্রী) ভবত্যনয়েতি ভূ-(ক্তিচ্ ক্তৌচ সংজ্ঞায়াম্। পা ৩।৩।১৭৪) ইতি ক্তিচ্। ১ মহাদেবের অণিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য। (অমর) ২ শম্ভুধৃত ভস্ম। ৩ ভস্ম।
"ক্বণৎ ক্বণোৎক্ষিপ্তগজেন্দ্রকৃত্তিনা
স্ফুটোপমং ভূতিসিতেন শম্ভুনা।" (মাঘ ১।৪)
৪ সম্পত্তি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি।
"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্মম॥" (গীতা ১৮।৭৪)
৫ হস্তিশৃঙ্গার, গজমণ্ডন। (মেদিনী) ৬ জাতি। (বিশ্ব) ৭ পিতৃগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৬।৪৩) ৮ লক্ষ্মী। (ভাগ° ৪।১।৪) ৯ বৃদ্ধিনাম ঔষধ। ১০ রোহিষতৃণ। ১১ ভূতৃণ। (রাজনি°) ভবনমিতি ভূ-ক্তিন্। ১২ উৎপত্তি। ১৩ সত্তা। ১৪ পক্ক মাংস। (বৈদ্যকনি°) ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০)

ভূতিক (স্ত্রী) ভূ—ক্তিচ্, সংজ্ঞায়াং কন্। ভূনিম্ব। ২ কতৃণ। (অমর) ৩ কটফল। ৪ যমানী। ৫ ঘনসার। (হেম) ৬ চন্দন।

ভূতিকর্ম্মন্ (স্ত্রী) গার্হস্থ সংস্কার।

ভূতিকাম (পুং) ভূতিং কাময়তে ইতি কম (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১ ইত্যণ্) ১ রাজমন্ত্রী। ২ বৃহস্পতি। (ত্রি) ৩ ঐশ্বর্য্যাভিলাষী।
"ভূতিকামো বা গ্রামকামো বা প্রজাকামো বোপহব্যে ন যজেত"
(আশ্ব°গৃ° ৯।৭)

ভূতিকীল (পুং) ভূতেঃ শস্যাদিসম্পত্তেঃ কীল ইব জলদত্বাৎ। ভূখাত, চলিত খানা। (শব্দমালা)

---

* "পঞ্চরেখাঃ সমুল্লিখ্য তির্য্যগূর্দ্ধক্রমেণ হি।
পদানি ষড়্‌বংশাপাদ্য মেকমাদ্যে মুনৌ ক্রমম্॥
নবমে সপ্ত দদ্যাত্তু বাণং পঞ্চদশে তথা।
দ্বিতীয়েঽষ্টাবষ্টমে বট্ লিপি যো ষোড়শে প্রভৃতিঃ॥
একাদিনা সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাভার্কং ত্রিকোণকে।
তদা দ্বাত্রিংশদাদিঃ তাচ্চতুষ্কোষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ॥
দর্শনাদ্বারপাত্তানাং শুভং স্যাদেষু কর্ম্মসু।
দ্বাত্রিংশৎ প্রসবে নার্য্যাশ্চতুস্ত্রিংশদ্দলয়ে নৃণাম্॥
ভূতগ্রস্তৈর্ষু পঞ্চাশন্মৃতাপত্যাসু বৈ শতম্॥
ঘাসণ্ডভিন্ন বন্ধ্যায়াং চতুঃষষ্টী রূপান্যপি॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)।

ভূতিকৃৎ (ত্রি) ভূতিং করোতি কৃ-কিপ্। শিব।

ভূতিকৃত্য (ক্লী) গার্হস্থ সংস্কার।

ভূতিগর্ভ (পুং) ভূতিঃ কবিত্ব-সম্পত্তির্গর্ভে অন্তর্বর্ত্ত বা ভূতি শব্দ উপাধি নাম্নোঽন্তর্বর্ত্ত। ভবভূতি কবি। (ভূরিপ্র০)

ভূতিতীর্থা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।

(ভারত শল্যপ০ ৪৭ অ০)

ভূতিদ (ত্রি) ভূতিং দদাতীতি দা-ক। শিব।

ভূতিদা (স্ত্রী) ভূতিদ-টাপ্। গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১৩০)

ভূতিনিধান (ক্লী) নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নি-ধা-অধিকরণে-ল্যুট্, ভূত্যা নিধানং। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। (জটাধর)

ভূতিমৎ (ত্রি) ভূতিরস্ত্যস্ত মতুপ্। ঐশ্বর্য্যযুক্ত।

"আয়ুষ্মান্ ভূতিমাংশ্চৈব প্রজ্ঞা ভবতি পর্ব্বসু।"

(ভারত ৫২০।৩৪৩)

ভূতিয়া, সাতারা জেলাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। মরাঠী-দিগের সৌসাদৃশ্য রক্ষা করিলেও ইহাদের বেশভূষা অতি কদর্য্য। ইহারা গলায় কড়ির মালা ঝুলাইয়া দ্বারে দ্বারে ভবানীদেবীর নাম লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ভিক্ষাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। অনেকে ভূত-প্রতিষেধ মন্ত্র দ্বারা ওঝার ন্যায় ভূত ছাড়ান ও নামান প্রভৃতি ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করে। এই কার্য্য অথবা কদর্য্য পরিচ্ছদ ইহা-দিগকে ভূতিয়া নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল সংস্কার এবং দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি ইহারা কুণবিদিগের অনুকরণেই করিয়া থাকে।

ভূতিযুবক (পুং) ১ কূর্ম্মচক্রের বামকুক্ষিস্থিত দেশভেদ। ২ তদ্দেশবাসী লোকভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৮।৪৭)

ভূতিরাজ, ১ জনৈক জৈনপণ্ডিত। সৌচুকের পুত্র ও ইন্দু-রাজের পিতা। ২ হেলরাজের পিতা।

ভূতিলয় (পুং) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ০ ১২৯ অ০)

ভূতিবর্দ্ধন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৩।১৫০)

ভূতিবর্ম্মন্ (পুং) ১ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের জনৈক অধিপতি। ২ রাক্ষসভেদ।

ভূতিবাহন (ত্রি) শিবের নামান্তর।

ভূতিসৃজ্ (ত্রি) ১ ঐশ্বর্য্যকারী। ২ ঐশ্বর্য্যবান্।

"তৃপ্তাশ্চ যে ভূতিসৃজো ভবন্তি

তৃপ্যন্ত তেঽস্মিন্ প্রণতোঽস্মি তেভ্যঃ॥" (মার্কণ্ডেয়-পু০ ৯৬।৩৮)

ভূতীক (ক্লী) ভূতিক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ভূনিম্ব। ২ যমানী। ৩ ভূতৃণ। ৪ কত্তৃণ। ৫ কর্পূর। (মেদিনী)

ভূতীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভূতুড়ে (দেশজ) ভূতের ওঝা। যাহারা ভূত ছাড়ায়।

ভূতৃণ (ক্লী) ভুবস্তৃণম্। গন্ধতৃণ, চলিত গন্ধখড়, পর্য্যায়—রোহিষ, গোমরপ্রিয়, রামকর্পূর, সতৃণ, শর, শ্যামক, ধ্যামক, পৌর, দেবজগ্ধক। (রত্নমালা) (পুং) ২ ভূতৃণ, সুগন্ধি রোহিষতৃণ। পর্য্যায়—রোহিষ, ভূতি, ভূতিক, কুটুম্বক, মালা-তৃণ, সমালম্বী, ছত্র, অতিছত্রক, শুহবীজ, সুগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ত্ব-বিগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শূদ্রমোহ, করেন্দুক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, বাতসমূহ, ভূতগ্রহাবেশ ও দারুণ বিষদোষনাশক।

ভূতেজ্য (ত্রি) ভূতযজ্ঞ। উপদেবতাগণের তৃপ্তিসম্পাদনার্থ যাগ।

ভূতেন্দ্রিয়জয়িন্ (ত্রি) ১ যিনি পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছেন। ২ যোগী, সন্ন্যাসী।

ভূতেশ (পুং) ভূতানাং প্রাণ্যাদীনাং প্রমথাদীনাং বাল-গ্রহাণাঞ্চ ঈশঃ। ১ শিব। ২ পরমেশ্বর।

"ম্লেচ্ছৈঃ সঙ্ঘাদিতে দেশে স তচ্ছিত্তয়ে নৃপঃ।

তপঃ সন্তোষিতাত্তেতে ভূতেশাৎ সুকৃতী সুতম্॥"

(রাজতর০ ১।১০৭) ৩ স্কন্দ। (ভারত ৩।২৩১।৩)

ভূতেশ্বর (পুং) ১ শিব। ২ তীর্থভেদ। (কর্ম্মপু০)। ৩ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩৯।১২) ৪ হিমালয় পর্ব্বতস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

ভূতেষ্টকা (স্ত্রী) ইষ্টকাভেদ। (তৈত্তিরীয়সং ৫।৬।৩।১)

ভূতেষ্টা (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণতুলসী। (বৈদ্যকনি০) ২ আশ্বিন কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী। ৩ উপদেবতাগণের অভিলষিত কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।

ভূতডামর (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

ভূতৌদন (ক্লী) ওদন বিশেষ। তিল, লাজ, দধি, যব, ও হরিদ্রাযুক্ত ওদন।

"ভূতৌদনস্তু সংপ্রোক্তং গুণাঃ সর্ব্বে পদার্থবৎ।"(বৈদ্যকনি০)

ভূতোন্মাদ (পুং) ভূতকৃতঃ উন্মাদঃ। পিশাচকৃত উন্মাদ। ভূতাবেশজন্য-উন্মাদরোগ। (নিদান)

ভূতোপদেশ (পুং) প্রকৃত উপদেশ। যথার্থ বিষয়ে শিক্ষাদান।

ভূতোপমা (স্ত্রী) জীবের সহিত উপমা। প্রকৃত উপমা।

ভূত্তম (ক্লী) ভুবি উত্তমম্। সুবর্ণ। (হেম)

ভূদরাশ্রয়া (স্ত্রী) মূষিককর্ণী। (বৈদ্যকনি০)

ভূদরীভবা (স্ত্রী) ভূদর্য্যাং ভুবিলে ভবতীতি ভূ-অচ্, টাপ্। আখুপর্ণী। (ভাবপ্র০)

ভূদর্য্যা (স্ত্রী) মূষিককর্ণী। (বৈদ্যকনি০)

ভূদার (পুং) ভুবং দারয়তীতি দৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।৩) ইত্যণ্। শূকর। (অমর)

ভূদেব (পুং) ভুবো ভুবি বা দেবঃ। ব্রাহ্মণ। স্বধর্ম্মনিরত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসন্তানই এই মর্ত্ত্যধামে দেবতার ন্যায় পূজিত হন। এই কারণ তাঁহারা ভূদেব নামে খ্যাত।

ভূদেবদেব, কস্তুরীবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি হুগলী জেলায় ব্যাঘ্রেশ্বর-মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ভূদেবপণ্ডিত, নীলকণ্ঠকৃত কাশিকাতিলকের টীকাকারচন্দ্রিকা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-সন্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাঁহার নিবাস ছিল খানাকুল-কৃষ্ণনগর। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এখানেই ১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে) ২রা ফাল্গুন ভূদেবের জন্ম হয়।

ভূদেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনবর্ষ থাকিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। পরে তাঁহার ইংরাজী ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম দুই বৎসর অপর বিদ্যালয়ে পড়িয়া শেষ ৬ বর্ষ হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি তিনি অনেক কষ্টে মাসিক ৫৲ বেতন দিয়া পুত্রের অভিমত শিক্ষাদানে বিরত হন নাই।

শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সকলেই ভূদেবের বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি সকলেই প্রীত ছিলেন। সে সময়ে ভূদেব ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সাহায্যে অনেক উচ্চ কর্ম্ম পাইতে পারিতেন, কিন্তু ভূদেবের প্রথমে বিষয়কর্ম্মের দিকে তেমন মন ছিল না। তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিয়া শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কার্য্যে যেমন লোকবল ও অর্থবল আবশ্যক, ভূদেবের তাহা কিছুই ছিল না। কাজেই তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। অল্পকাল পরেই ৫০৲ টাকা বেতনে তিনি মাদ্রাসা-কলেজের ২য় ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কার্য্যে অতি প্রীত হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তারা তাঁহাকে ১৫০৲ টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তাঁহার শিক্ষকতাগুণে অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করে। এই সময়ে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও উক্ত স্কুলের সম্পাদক হজসন প্রাট্‌ সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় হইল। প্রাট্‌ সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হইলেন। সাহেব যখন দক্ষিণ বাঙ্গালার স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হন, সে সময়ে কর্ত্তব্যবিষয়ে ভূদেবের নিকট অনেক পরামর্শ লইতেন। বাঙ্গালাভাষার উপর ভূদেবের বরাবরই অনুরাগ ছিল। প্রাট্‌ সাহেবের প্ররোচনায় তিনি 'শিক্ষাবিধায়ক' নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, ঐ সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়।

হুগলীতে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভূদেব ৩০০৲ টাকা বেতনে তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় হুগলীনর্ম্মালস্কুলের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষায় পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। ভূদেব বালকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্ত এই সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের জ্যামিতি ৩ অধ্যায় প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মেড্‌লিকট সাহেব প্রতিনিধি স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর হইলে ভূদেবও ৪০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেড্‌লিকট ভূদেবকে বড় ভাল বাসিতেন। ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার জন্ত বার্ষিক ৩০০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকা এতদিন খরচ হয় নাই। এখন মেড্‌লিকট্‌ সাহেব শিক্ষাবিস্তারের জন্ত ভূদেবের পরামর্শে সেই টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। ভূদেবের যত্নে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার জন্ত কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য পাঠশালাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব স্কুলসমূহের এডিসন্যাল ইন্‌স্পেক্টর হইলেন। তিনি হিন্দুগণের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সেই প্রাচীন আদর্শে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কৃতকার্য্য ও শিক্ষাবিভাগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাস হইতে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ৵৹ আনা মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। কয়েক বর্ষ এই পত্র বেশ চলিয়াছিল, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর সহিত পত্রখানিও উঠিয়া যায়।

তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হন। ঐ সকল প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালী [illegible]র্শন করিয়া ইংরাজী ভাষায় তিনি যে সুবৃহৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও দোষগুণবিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, ও ক্রমে তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯

খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে তিনি 'নর্থ সেণ্ট্রাল' নামক নবপ্রতিষ্ঠিত বিভাগের ডিভিজনাল ইন্স্পেক্টর (বিভাগীয় পরিদর্শক) পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হুগলীর নর্ম্মাল স্কুলে কার্য্যকালে তিনি চুঁচড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগের ইন্স্পেক্টরের কার্য্য চালাইতেন। বেহারে তখন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। এজন্ত তিনি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক হিন্দিতে অনুবাদ করাইয়া বেহারে চালাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর, চুঁচড়া হইতে তিনি 'এডুকেশন গেজেট' প্রচার করিতে থাকেন। এখনও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট C.I.E. উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোটলাটের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার "পুষ্পাঞ্জলি" ও কিছুদিন পরে তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রকাশিত হয়। এই পারিবারিক প্রবন্ধই তাঁহার জাতীয় জীবনের বিশাল কীর্ত্তি।

ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত বিশেষ সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেব আপনার জাতীয়তা হারান নাই। যে সময়ে উচ্চ শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজ ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজী রীতি নীতি ও ইংরাজ-আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সে সময় স্বজাতিপ্রিয় ও স্বধর্ম্মানুরাগী ভূদেব ব্রাহ্মণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্নবান্ ছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার 'আচারপ্রবন্ধে' তিনি এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"জাতীয়তা সাধনের জন্ত হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব;—অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরাজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সঙ্কুচিত। ইংরাজ আত্মসর্ব্বস্ব, হিন্দু পরার্থপর। ইংরাজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।"*

উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই তাঁহার উচ্চ মন ও লোকশিক্ষার পরিচয় সুপ্রকাশ। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। তিনি হিন্দুজাতিকে সত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্ত "আচারপ্রবন্ধ" প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"সদাচারই মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য।......শাস্ত্রাচার লোপের উল্লিখিত তিনটী হেতুই আগন্তুক। ও গুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান্ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহাদিগের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্ত তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এখনও লোকের অনেকটা শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োধিক ও চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলে, ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। (৩) আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্বিকতা সংবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"

ভূদেব অনেক সময় দুঃখ করিতেন যে, উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষার অভাবেই আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এত অবনত ও ঘৃণিত হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্তই হিন্দুসমাজও উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণপ্রবর ভূদেব জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্ত নিজ পিতৃনামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্ত এক লক্ষ সাট্ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। একজন সামান্ত ব্রাহ্মণসন্তান হইতে নিজ ব্রাহ্মণসমাজের ভাবী উন্নতিকল্পে এরূপ মহাদানের আর তুলনা নাই। বাস্তবিক

* সামাজিক প্রবন্ধ ৭৫ পৃষ্ঠা।

বলিতে কি, সেই চরিত্রবান্ উদার মহাপুরুষের সহিত বঙ্গভূমি গত ১৩০১ সালে প্রকৃতই এক উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়াছেন, সে স্থান আর পূরণ হইবে না।*

ভূদেবশুক্ল, আম্বতত্ত্বপ্রদীপ ও তাহার টীকা, ধর্ম্মবিজয়-নাটক ও রসবিলাসনামকগ্রন্থত্রয়-প্রণেতা।

ভূধর, ১ কাম্পিল্যনিবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দেবদত্তের পুত্র। ইনি সূর্য্যসিদ্ধান্তবিবরণ ও নরপতি-জয়চর্য্যা-মঞ্জরীনামে দুইখানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ শঙ্করাচার্য্যকৃত সাধনপঞ্চকের টীকারচয়িতা।

৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত দুই জন রাজা। (সহ্যাদ্রি ৩৩।৯০,২৩১)

ভূধন (পুং) ভুবো ধনং যস্য। রাজা।

ভূধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-পচাদ্যচ্, ভুবাং ধরঃ। ১ পর্ব্বত। ২ যন্ত্রভেদ, ভূধরযন্ত্র।

মূষামধ্যে পারদস্থাপন করিয়া ঐ মূষা বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, তৎপরে তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুটিয়া সাজাইয়া অগ্নি দিয়া পোড়াইবে। এই যন্ত্রকে ভূধরযন্ত্র কহে।

"বালুকাভিঃ সমন্তাজং গর্ত্তে মূষাং রসান্বিতাম্।
দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্যন্ত্রং ভূধরনামকম্॥" (ভাবপ্র০)

ভূধরতা (স্ত্রী) ভূধরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভূধরের ভাব বা ধর্ম্ম, ভূধরণশক্তি। "ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ।" (কুমার ৩।১৩)

ভূধরদুর্গ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোল্হাপুর জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ইংরাজ কর্ত্তৃক ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ভূধরেশ্বর (পুং) ভূধরাণামীশ্বরঃ। হিমালয়। (কুমার ৬।৫৩)

ভূধাত্রী (স্ত্রী) ভূলগ্না ধাত্রী। ১ ভূম্যামলকী। (রাজনি০) ২ বটুকভৈরব। (বিশ্বসারতন্ত্র বটুকভৈরবস্তোত্র)

ভূধ্র (পুং) ভুবং ধরতীতি ধৃ (মূলবিভুজাদিত্বাৎ। পা ৩।২।৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা কঃ। পর্ব্বত। (হেম)

ভূনা (স্ত্রী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত চন্দ্রবিভাগান্তর্গত দেশভেদ।

ভূনাগ (পুং) ভুবি নাগ ইব। উপরস বিশেষ। পর্য্যায়—ক্ষিতিনাগ, ভূজন্তু, রক্তজন্তুক, ক্ষিতিজ, ক্ষিতিজন্তু ও রক্তভূণ্ডক। ইহার গুণ—বজ্রমারক, নানাবিজ্ঞানকারক এবং রসজারণ। ইহার সত্ত্ব—বিষনাশক। (রাজনি০)

ভূনিম্ব (পুং) ক্ষুপবিশেষ, চালত চিরেতা। পর্য্যায়—অনার্য্য-তিক্ত, কৈরাত, রামসেনক, কিরাততিক্ত, হৈম, কান্ততিক্ত, কিরাতক, কটুতিক্ত। ইহার গুণ বাতিক, তিক্ত, কফ ও পিত্তজ্বরনাশক, পথ্য, ব্রণসংরোপক, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি এবং শোফনাশক। (রাজনি০)

* ভূদেবের পূর্ব্বাপর বংশাবলী 'বঙ্গের-জাতীয় ইতিহাস' ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ২৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভূনিম্বাদিকষায় (পুং) জ্বররোগে কষায়ভেদ। ইহাকে ভূনিম্বাদিপাচনও কহে। প্রস্তুতপ্রণালী—চিরাতা, গুড়ূচী, মুস্ত ও নাগর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। ইহা সেবনে জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (বাভট চি০ ১ অ০)

ভূনিম্বাদিকাথ (পুং) কাথৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী,—চিরাতা, আতইচ, লোধ, মুথা, ইন্দ্রযব, গুড়ূচী, বালা, ধনিয়া ও বেলছাল এই সকল দ্রব্য একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত এবং জ্বর নষ্ট হয়। (ভাবপ্র০ জ্বরাধিকা০)

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ (পুং) কষায়ৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী,—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুন্ঠী, মুথা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধ'নের চাউল ও গজপিপ্পলী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই কষায় পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার জ্বর নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০ জ্বরাধি০)

ভূনীপ (পুং) ভূমিলগ্নো নীপঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ভূমিকদম্ব। (রাজনি০)

ভূনেতৃ (ত্রি) ভুবো নেতা নায়কঃ। রাজা।

ভূপ (পুং) ভুবং পাতি রক্ষতীতি (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। রাজা।

"অর্থলোভেন যো ভূপঃ প্রজাদণ্ডং করোতি চ।
বৃশ্চিকানাঞ্চ কুণ্ডে স তল্লোমাব্দং বসেদ্ ধ্রুবম্॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত০ প্রকৃতি০ ২৭)

ভূপঞ্জর (পুং) ভুবঃ পঞ্জরঃ। পৃথিবী-দেহের ক্রমবিভাগ।

পৃথিবীপৃষ্ঠের যে ভাগ আমাদের পরীক্ষাধীন তাহাকে ভূপঞ্জর বলা যায়। অনেকেই দেখিয়াছেন, কূপখননকালে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা নয়নগোচর হয়। এক এক প্রকার মৃত্তিকা ২ হাত কি ৪ হাত অথবা তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে বিস্তৃত। এই সকল মৃত্তিকা এক সময়ে গঠিত হয় নাই। জলাশয় ভরাট হইয়া অথবা নদী মজিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকাস্তর নির্ম্মিত হইয়াছে।

আপাততঃ মনে হয়, এই পরিদৃশ্যমান বসুন্ধরার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পরিবর্ত্তন নাই। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে যুগে যুগে ভূপঞ্জরের রূপান্তর ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিপ্রভাবে কখন ধীরে ধীরে, কখনও বা দ্রুতবেগে ভূপঞ্জরের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যেস্থান একদিন মহাসমুদ্রের তরঙ্গে

বিধৌত হইত, আজি সেখানে অভ্রভেদী শৈলশ্রেণী সগর্ব্বে দণ্ডায়মান এবং যেখানে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গে কাদম্বিনীর বিশ্রাম-নিকেতন ছিল, সেখানে আজি সমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া পৃথিবীকে চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন,—১ম আর্কিয়ান যুগ (Archiau Era), ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী বিভাগের নাম Laurentian Period ও Huronian Period। ২য় পেলিওজইক্ যুগ (Paleozoic Era) এই যুগের Silurian, Devonian, ও carboniferous বিভাগে যথাক্রমে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মৎস্য, বৃক্ষলতা ও শম্বুকাদির উদ্ভব দেখা যায়। ৩য় মেসোজইক্ যুগে (Mesozoic Era) Triassic, Jurassic and Cretaceous বিভাগে বিরাটদেহ সরীসৃপের প্রাধান্য দেখা যায়। এই সময়ে বাসুকি-সদৃশ প্লিসিওসোরস্ ও ইক্‌থিওসোরস্ প্রভৃতি প্রকাণ্ডকায় অজগর সকল ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা একেবারে নির্ব্বংশ। ৪র্থ সিনোজইক্ (Cenozoic Era) যুগে Tertiary ও quarternary বিভাগে স্থূলচর্ম্ম স্তন্যপায়ী জীব ও মানব জাতির উৎপত্তি।

উক্ত চারি যুগে পৃথিবীর কত বৎসর বয়স অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। যাহা হউক এই অপরিমিত কালে পৃথিবীপৃষ্ঠের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা ভূবিদ্যার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় যে সকল জীব বা উদ্ভিদ্ বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে তাহাদের অস্তিত্বমাত্র নাই, কেবল বিশেষ বিশেষ শৈলস্তরে তাহাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিদ্যমান থাকিয়া অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। সমতল বঙ্গদেশে এ বিষয়ের সবিশেষ নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না। পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরগাত্রাবলম্বী বিভিন্ন স্তরাবলীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ অনেক বিস্ময়কর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কূপখননকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে।

কোনটী পললময় মৃত্তিকাপূর্ণ, কোনটী সুদৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাময়, কোনটী বা বালুকাময়, এবং কোনটী বা শঙ্খ শম্বুকাদির কঙ্কালপূর্ণ স্তর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটী সুগভীর কূপ খনিত হইয়াছিল; তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, ১০০ ফিট্ নিম্নে বৃহৎকায় বৃক্ষের কাণ্ড সকল অক্ষতভাবে বিদ্যমান আছে। খিদিরপুরের 'ডক' খননকালে অনেক নিম্নে নানাজাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল ও বৃক্ষের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ভূভাগ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিবলে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর পঙ্কিল সলিল অপগত হইলে, যে পলি পড়িয়া থাকে, তাহাও এক প্রকার স্তর। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পদার্থের সহযোগে ঐ স্তর সকল ঘনীভূত হইয়া নূতন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। খুলনা জেলায় ডাকাতিয়ার বিলে যে জলসিক্ত শুষ্ক গোময়বৎ এক প্রকার পলি দৃষ্ট হয়, তাহা উদ্ভিজ্জ শরীরের ধ্বংসাবশেষ, তাহা আজিও মৃত্তিকায় পরিণত হয় নাই। কালক্রমে উহা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এবং নবজাত নিম্ন বঙ্গদেশও যে, সুদূর ভবিষ্যতে প্রস্তরসঙ্কুল শৈলমালায় শোভিত না হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

মৃত্তিকাই কালক্রমে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে ও রাসায়নিক সংযোগে শৈলস্তরে পরিণত হয়। যে সময়ে কোন স্থানের মৃত্তিকা ভূমণ্ডলের উৎক্ষেপক ও অবক্ষেপক শক্তিতে উন্নত বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় সেই ভূখণ্ডবাসী উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুগণ তাহাদের অধিষ্ঠানভূত ধরিত্রীর সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের কঙ্কাল প্রস্তরের সহিত স্তরীভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশে অনেক শম্বুকাদির কঙ্কাল প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পর্ব্বতগাত্রস্থ উক্ত স্থল সকল এক সময়ে জলচর জীবের বসতি ছিল, পরে ভূগর্ভের শক্তিতে এক্ষণে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

পর্ব্বতের মধ্যে বহুকাল পূর্ব্বে প্রোথিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রস্তরীভূত অস্থি প্রাপ্ত হওয়ায় ভূবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এই সমস্ত কঙ্কালপূর্ণ স্তরমালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন্ দেশ কত প্রাচীন ও কোন্ কোন্ দেশ সমকালে উৎপন্ন তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রস্তরীভূত কঙ্কালকে ভূতত্ত্বে (Geology) Fossil remains কহে। এই সমস্ত প্রস্তরাস্থি পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর অতীত ইতিহাস মনুষ্যের অধিগম্য হইয়াছে। যখন ভূপঞ্জরের মধ্যে একপ্রকার স্তরীভূত শৈলখণ্ডে এক জাতীয় জীবের কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, তখন স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, উক্ত প্রস্তর সকল এক সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ঐ সময়ে এক জাতীয় জীব ও উদ্ভিজ্জ উক্ত শৈলস্তরে বিদ্যমান ছিল। উক্ত ভূপঞ্জরমৃত্তিকা যখন শৈলস্তরে পরিণত হইয়াছিল, তদধিষ্ঠিত জীবগণ ও উদ্ভিজ্জাদিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন দেশের শৈলস্তরাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ভূপঞ্জরের যেরূপে গঠনকাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পর্ব্বত শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর স্তরে অতিকায় জীব ও উদ্ভিজ্জের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাতে পৌরাণিক সত্য যুগের চিত্র কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক সত্যতায় সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে সুগভীর খনিমধ্যস্থ স্থান পর্য্যন্ত ১১ মাইল স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি। এই পরীক্ষাধীন স্তরসমষ্টিকে ভূপঞ্জর কহে।

(বিস্তৃত বিবরণ পর্ব্বত, প্রস্তর, পৃথিবী ও সমুদ্র শব্দে দ্রষ্টব্য)

ভূপতি (পুং) ভুবঃ পতিঃ। ১ রাজা, নৃপ। ভূপতি ন্যায়-পরায়ণ হইয়া অপক্ষপাতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। [রাজন্ ও রাজধর্ম্ম শব্দ দেখ।] ২ বটুকভৈরব।

(বিশ্বসারতন্ত্র বটুকভৈরব স্তোত্র)

ভূপতি, গণিতামৃত-প্রণেতা।

ভূপতিপাল, পালবংশীয় জনৈক রাজা।

ভূপতিরায়, বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর প্রধান সহকারী। ইনি আলাহাবাদ হইতে মুর্শিদকুলীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র গোলাপরায় অনভিজ্ঞ থাকায় দর্পনারায়ণ তৎপদ প্রাপ্ত হন।

ভূপদ (পুং) ভুবি পদানি মূলান্যস্য। বৃক্ষ। (শব্দচ০)

ভূপদী (স্ত্রী) ভূপদ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মল্লিকা।

"মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।" (ভাবপ্র০)

ভূপপুত্র (পুং) রাজপুত্র।

ভূপরিধি (পুং) ভুবঃ পরিধিঃ। পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস।

"যোজনানি শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥" (সূর্য্যসি০)

ভূপলাশ (পুং) ভুবি পলাশমস্য। বৃক্ষভেদ। চলিত বিশালী। (রত্নমালা)

ভূপবিত্র (স্ত্রী) গোময়।

ভূপসমুদ্র, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ক্রিয়াশক্তিপুর নামে খ্যাত ছিল। ১৪৮০ শকের শিলালিপিযুক্ত এখানে একটী আঞ্জনের-মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভূপসিংহ, জনৈক রাজা। দান-রত্নাকর-প্রণেতা রামভট্টের প্রতিপালক।

ভূপাটলী (স্ত্রী) ভুবি জাতা পাটলীব। বৃক্ষবিশেষ। চলিত, টৌকাপানা। পর্য্যায়—ভূভূতী, ভূতালী, রক্তপুষ্পিকা; ইহার গুণ কটু ও উষ্ণ এবং পাচনে প্রয়োজন। (রাজনি০)

ভূপাল (পুং) ভুবং পালয়তীতি পালি রক্ষণে (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। ১ রাজা। ২ কাশ্মীররাজ সোমপালের পুত্র। ৩ ভোজরাজের নামান্তর।

"সোমপালাত্মজো ভূভৃৎ ভূপালঃ প্রাকৃতস্তথা।"

(রাজতর০ ৮।৩৪৯৫)

ভূপাল (ভোপাল) মধ্য ভারতের মালবের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা০ ২২°৩২´ হইতে ২৩°৪৬´ এবং দ্রাঘি০ ৭৬°২৫´ হইতে ৭৮°৫০´ পূঃ। বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের রাজকীয় এজেন্টের পরিদর্শনে চালিত। ইহা ইংরাজ-নির্দ্দিষ্ট ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬৮৭৩ বর্গ মাইল।

দোস্ত-মহম্মদনামা সম্রাট্ অরঙ্গজেবের জনৈক আফগান-সেনানী ভূপালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই ব্যক্তি সম্রাটের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার-পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই রাজবংশ চিরকালই ইংরাজের আনুগত্য ও সদ্ভাব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে সেনানী গডার্ডের সহিত মিত্রতা করিয়া ইঁহারা ইংরাজের শ্রদ্ধাপাত্র হইয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ভূপালরাজ সিন্দেরাজ ও রঘুজী ভোঁসলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজসেনানী তৎকালে মহারাষ্ট্রশক্তি-হ্রাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজের বলক্ষয় আদৌ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভূপালরাজকে সহায়তা করা হয় নাই। ইংরাজের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া ভূপালরাজ পেন্ডারিদিগের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। সেই সেনাদল লইয়া তিনি রঘুজী ভোঁসলে ও সিন্দেরাজের সেনাদলকে বিমুখ করিতে প্রয়াস পাইলেন। উভয়ের সেনাবল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলে, ইংরাজরাজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিরস্ত করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পেন্ডারিযুদ্ধে ইংরাজগণ ভূপালরাজের সাহায্য পাইয়া-ছিলেন। পেন্ডারি-দস্যুদল ভূপালের নবাবের দক্ষিণ হস্ত ছিল। ইহাদেরই অদম্য বীর্য্যবলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি সিন্দেরাজ ও নাগপুরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বয়ং দস্যুর অত্যাচারদমনে অসমর্থ হওয়ায় তিনি ইংরাজের সহিত মিলিত হন। [পেন্ডারি দেখ।]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে নবাব ইংরাজপক্ষে সাহায্য করিবার জন্য ৬ শত অশ্বারোহী ও ৪ শত পদাতিক সৈন্য রক্ষা করিতে বাধ্য হন এবং ব্যয়বহনের জন্য ইংরাজরাজের নিকট হইতে মালবের অন্তর্গত ৫টী জেলা লাভ করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই, জনৈক বালকের পিস্তলাঘাতে নবাবের মৃত্যু ঘটে। মৃত নবাবের কন্যা সিকেন্দর বেগমের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকেই ভূপাল-সিংহাসনদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র রাজপদ ও

রাজকন্যা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদের জন্য সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

বিধবা নবাবপত্নী স্বহস্তে রাজ্য রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ ঘটিল। অনেক বাদবিসম্বাদের পর, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বাহাদুরের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর মহম্মদই সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া তিনি গতাসু হইলে, তদীয় পত্নী সিকেন্দর বেগম সিংহাসনে আসীন হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে রাজ্য শাসন করিয়া তিনি ধন্যা হইয়া গিয়াছেন।

মাতার মৃত্যুর পর, শাহজাহান বেগম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া,বংশের সুনাম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম স্বামিবিয়োগ হয়। প্রথম বিবাহে সুলতান জাহান বেগমনাম্নী তাঁহার একটী কন্যা ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার স্বামিপরিগ্রহ পর্য্যন্ত তিনি পর্দ্দার বাহিরে আসিয়াই রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা করিতেন। উক্ত বর্ষে মৌলবী মহম্মদ সাদিক্ হোসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি পুনরায় পর্দ্দানসীন হন, কিন্তু অন্তঃপুরে থাকিয়া স্বয়ং সকল কার্য্যই সমাধা করিতেন। তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী নবাব উপাধিতে ভূষিত হইলেও রাজ্যসংক্রান্ত কোন ক্ষমতা পান নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য-পরিচালন-শক্তি ও রাজভক্তির পারিতোষিক স্বরূপ ইংরাজরাজ তাঁহাকে G.C.S.I উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম স্বামিজাত কন্যা সুলতানজহান বেগমের পরিণয়কার্য্য সমাহিত হয়। তাঁহার স্বামী আহ্মদ আলী খাঁ তাঁহাদের ন্যায় মীরজাই-খেলশাখাভুক্ত আফগান ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়।

ভূপালের বেগমগণ ইংরাজ সরকার হইতে ১৯টী সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের ৬৯৪ অশ্বারোহী, ২২০০ পদাতি, ৬০টী কামান ও ২৯১ জন কামানবাহী সেনা আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে তাঁহারা ইংরাজের সাহায্যার্থ যে 'ভূপাল ব্যাটেলিয়ান' নামক সেনাদল পোষণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন রাজপথপরিষ্কার ও নির্ম্মাণ এবং বিদ্যালয়াদির ব্যয়কল্পে তাঁহাদের বিস্তর দান আছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূপাল গবর্ণমেণ্ট ভূপাল-ষ্টেট্-রেলওয়ে বিস্তার করেন। ইহাতে ইংরাজরাজের কোন সত্ব নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের সনন্দ অনুসারে ইংরাজরাজ মুসলমানী প্রথায় এখানকার উত্তরাধিকারিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এখানকার বেগম নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, কাহারও মুণ্ডচ্ছেদের আদেশ দিবার জন্য তাঁহাকে ইংরাজের অনুমতি লইতে হয় না। ভূপালরাজ্যের উপর ইংরাজের বিচারাধিকার নাই। লবণের শুল্কবাবদ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা দিয়া থাকেন।

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৭০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা০ ২৩° ১৫´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ২৫´ ৫৬´´ পূঃ। নগরের চারিধার ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার মধ্যভাগে একটী দুর্গ বিদ্যমান আছে। নগরবাহিরে গঞ্জ বা বাণিজ্যস্থান। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটী গণ্ডশৈলের উপর ফতেগড় দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিমে একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। নগরবাসিগণ উহার জলপান করিয়া থাকে।

ভূপালএজেন্সী, ভারতের বড় লাটের মধ্য-ভারতীয় এজেন্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কএকটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ৮৭১৯ বর্গমাইল। ভূপাল, রাজগড়, নরসিংহগড়, কুর্ব্বাই, মকসুদনগড়, খিল্‌চিপুর, বসোদা, মহম্মদগড় ও পাথরি সামন্ত রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। পরে আগ্রা বর্খেরা, দগ্রিয়া-দরিয়াখেরী, ধাবুলাধীর, ধাবলা-ঘোসী, হীরাপুর, জাব্রিয়া, ঝালেরা, কমালপুর, কাকড়খেরী, খজুরী, খর্সিয়া, পিপ্ললিয়া নগর, রামগড়, সুতলিয়া ও তপ্পা নামক ঠাকুরাত-সম্পত্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ভূপালগড়, সাতারা জেলার খানাপুর উপবিভাগস্থ একটী গিরিদুর্গ। স্থানীয় প্রবাদ, ভূপাল নামে জনৈক রাজা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বসীমারক্ষার্থ এখানে সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মোগলসেনানী দিলাবর খাঁ ভেদকুশলী হইয়া শম্ভুজীকে পিতৃবিরোধী করিতে চেষ্টা পান। মোগলসৈন্যসাহায্যে বিদ্রোহী হইয়া শম্ভুজী এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

ভূপালপত্তন, মধ্যপ্রদেশের চাঁদা জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১০০ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ গোঁড়জাতীয়।

ভূপালশাহী (পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা।

ভূপালসিংহ, নেপালের জনৈক অধিপতি। শক্তিসিংহের পুত্র।

ভূপালী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, সঙ্গীততরঙ্গ-মতে ইহার ধৈবত বাদী, ষড়জ সংবাদী, স্বরগ্রাম—

ধ ধ স ঋ গ ম প

রাগবিবোধমতে ইহা মধ্যম ও নিষাদহীন। কেবল অবরোহণে তীব্র ও মধ্যম ব্যবহৃত হয়। মীর্জ্জা খাঁর মতে ইহা সম্পূর্ণ রাগিণী। ২ স্কন্দপুরাণবর্ণিত শিবলিঙ্গভেদ।

ভূপালেন্দ্রমল্ল, নেপালের জনৈক রাজা।

ভূপুত্র (পুং) ভুবঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ জানকী।

"ভূপুত্রী যস্য পত্নী স ভবতু কথং ভূপতী রামচন্দ্রঃ" (উদ্ভট)

ভূপুর (ক্লী) ভূমিব পুরম্। যন্ত্রবহিঃস্থিত রেখাসন্নিবেশযুত ভূম্যাকার স্থান।

ভূপেষ্ট (পুং) ভূপানামিষ্টঃ। ১ রাজাদনীবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রাজাদিগের অভিলষিত।

ভূপ্রকম্প (পুং) ভুবঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহৎস° ৩৩।১২)

ভূফল (পুং) মুদ্গভেদ, হরিতমুদ্গ। (রাজনি°)

ভূবদরী (স্ত্রী) ভুবি খ্যাতা বদরী। ক্ষুদ্রবদরী বিশেষ। চলিত মেটোকুল। ইহার গুণ মধুরাম্ল, কফবাতহর, রুচিকর, দীপন, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। (রাজনি°)

ভূবল (ক্লী) স্বরপতিজয়চর্য্যোক্ত জয়সাধনোপায় বলভেদ।

"স্বরোদয়ৈশ্চ চক্রৈশ্চ শত্রুর্যত্র সমোঽধিকঃ।
তত্র যুদ্ধে বলং জ্ঞেয়ং ভূবলানাং জয়ার্থিনাম্॥"

রাজা স্বরোদয়চক্রে ভূবলের শুভাশুভ স্থির করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন। [স্বরোদয় দেখ।]

ভূবিম্ব (ক্লী) ভূচ্ছায়।

ভূভট্ট (পুং) অঞ্জনাটক-প্রণেতা।

ভূভর্তৃ (পুং) ভুবো ভর্ত্তা। পৃথিবীপতি।

ভূভাগ (পুং) ভুবো ভাগঃ। ভূমিভাগ।

ভূভুজ্ (পুং) ভুবং ভুনক্তি পালয়তীতি ভুজ-ক্বিপ্। রাজা।

"সাপসারাণি দুর্গাণি ভুবঃ সারূপজাঙ্গলাঃ।
নিবাসায় প্রশস্তন্তে ভূভুজাং ভূতিমিচ্ছতাম্॥"(কাম°নীতি°৪।৭১)

ভূভৃৎ (পুং) ভুবং বিভর্ত্তীতি ভৃ-ক্বিপ্, (হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুগাগমঃ। ১ রাজা। ২ পর্ব্বত।

ভূম (ক্লী) ভূমি। "ধ্রুবায় ভূমায় স্বাহা"। (তৈত্তি°আর° ১০।৬৮)

ভূমক-তৃতীয়া, ব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপুরাণ)

ভূমণ্ডল (ক্লী) ভুবো মণ্ডলম্। মণ্ডলাকার ভূমিভাগ।

ভূমন্ (পুং) বহোর্ভাবঃ বহু-ইমনিচ্, বহোর্ভূ। ১ বহুত্ব। অতিশয়ার্থে ইমনিচ্। ২ অতিশয় বহু।, ৩ বিরাট্‌পুরুষ।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যো ভূমা তদমৃতম্" (শ্রুতি)

ভূময় (ত্রি) ভূ-ময়ট্। মৃন্ময়াত্মক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ছায়া, সূর্য্যপত্নী।

ভূমবক্রেশ্বর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলাস্থিত বক্রেশ্বরক্ষেত্র ও তীর্থ। [বক্রেশ্বর দেখ।]

ভূমানন্দ সরস্বতী, জনৈক বিখ্যাত যোগী। ইনি ব্রহ্মবিদ্যাভরণপ্রণেতা অদ্বৈতানন্দের গুরু।

ভূমি (স্ত্রী) ভবন্তি ভূতান্যস্যামিতি ভূ-(ভুবঃ কিৎ। উণ্ ৪।৪৫) ইতি মি, সচ কিৎ। পৃথিবী, পর্য্যায়—ভূ, ভূমি, পৃথিবী, পৃথ্বী, মেদিনী, বসুধা, অবনী, ক্ষিতি, উর্ব্বী, মহী, ক্ষৌণী, ক্ষ্মা, ধরা, কু, বসুন্ধরা। ভূমির গুণ—

"ভূমেঃ স্থৈর্য্যং গুরুত্বঞ্চ কাঠিন্যং প্রসবার্থতা।
গন্ধো গুরুত্বং শক্তিশ্চ সঙ্ঘাতঃ স্থাপনা ধৃতিঃ॥" (ভারত মোক্ষধ°)

স্থিরতা—অচাঞ্চল্য, গুরুত্ব—পতনপ্রতিযোগীগুণ, কাঠিন্য, প্রসবার্থতা—ধান্যাদির উৎপত্তিক্ষমতা, গন্ধশক্তি—গন্ধগ্রহণসামর্থ্য, সংঘাত—শ্লিষ্টাবয়বত্ব, স্থাপনা ও মনুষ্যাদ্যাশ্রয়, ধৃতি (পাঞ্চভৌতিক মতে যে ধৃত্যংশ), এই সকল ভূমির গুণ।

সকল প্রকার দান অপেক্ষা ভূমিদান শ্রেষ্ঠ, যিনি ভূমিদান বা ভূমি-প্রতিগ্রহ করেন, তদুভয়েরই স্বর্গলোকে গতি হয়।*

যিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র ভূমিদান করেন, তিনি পৃথিবীপতি হন। এই জগতীতলে ভূমিদানের তুল্য দান নাই। এইজন্য অল্প বা বহু যেরূপ হউক না কেন, ভূমিদান স্বর্গ ও মোক্ষপ্রদায়ক। ভূমিদানে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ভূমিদানে যেরূপ পুণ্য, ভূমিহরণেও সেইরূপ পাপ, যিনি ভূমিহরণ করেন, তিনি নরকে বিষ্ঠা-কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত অবস্থান করেন। দত্তভূমি যিনি রক্ষা করেন, তাঁহার দাতা অপেক্ষাও অধিক পুণ্য হয়। অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ভূমি হরণে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, ততদিন নরকে বাস হইয়া থাকে। অতএব ভূমিহরণ কখন বিধেয় নহে।†

ভূমির নাম প্রিয়দত্তা এবং ইঁহার অধিষ্ঠাতা দেব বিষ্ণু,

* "সর্ব্বেষামেব দানানাং ভূমিদানমনুত্তমম্।
যো দদাতি মহীং রাজন্! বিপ্রায়াকিঞ্চনায় বৈ॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রমথবা স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ।
ন ভূমিদানসদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে॥
ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি ভূমিং যশ্চ প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
যৎ কিঞ্চিদ্ভূমিদানন্তু সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্।
মহীপতে নরঃ কোঽপি ভূমিদো ভূমিমান্ ভবেৎ॥
ভূমিদানসমং দানং নাস্ত্যন্যৎ পৃথিবীতলে।
তস্মাদল্পমনল্পং বা ভুক্তিমুক্তিসুখপ্রদম্॥" (পাদ্মোত্তরখ° ৬৯ অ°)

† "স্বদত্তাদ্দ্বিগুণং পুণ্যং পরদত্তানুপালনম্।
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির॥
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ... [illegible]
... প্নোতি যাবদাহূতসংপ্লবম্॥" (মহাভারত)

ভূমিদান বা ভূমিপূজায় 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' এইরূপে প্রিয়দত্তা নামোল্লেখ করিয়া পূজা করিতে হয়। ভূমিদাতা ও ভূমিগৃহীতা সকলেই প্রিয়দত্তা নামোল্লেখ করিয়া দান বা গ্রহণ করিবেন।

"নামাস্তাঃ প্রিয়দত্তেতি গুহ্যং দেব্যাঃ সনাতনম্।
দানে বাপ্যথ বাদানে নামাস্তাঃ পরমং প্রিয়ম্॥"(তিথিতত্ত্ব)

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে,—প্রাতঃকালে শয্যা হইতে ভূমিতে পাদবিক্ষেপ করিবার সময়, প্রথমে 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' এই বলিয়া ভূমিকে নমস্কার করিবে, পরে ভূমিতে দক্ষিণ চরণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ভূমি দুই প্রকার—অশুদ্ধা ও শুদ্ধা, এই অশুদ্ধা ভূমি আবার তিনপ্রকার—অমেধ্যা, মলিনা ও দুষ্টা। অমেধ্যা ভূমি-লক্ষণ—

"প্রসূতে গর্ভিণী যত্র ম্রিয়তে যত্র মানুষঃ।
চাণ্ডালৈরুষিতং যত্র যত্র বিন্যস্যতে শবঃ॥
বিণ্মূত্রোপহতং যত্র কুণপো যত্র দৃশ্যতে।
এবং কশ্মলভূয়িষ্ঠা ভূরমেধ্যেতি লক্ষ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে ভূমিতে গর্ভিণী সন্তান প্রসব করে, এবং যে স্থলে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, যথায় শব এবং বিষ্ঠামূত্রাদি ফেলা হয়, এই সকল ভূমি অমেধ্যা। এই অমেধ্যা ভূমিতে বসিয়া কোন শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে নাই।

দুষ্টা ভূমি,—

"কৃমিকীটপদক্ষেপৈর্দূষিতা যত্র মেদিনী।
দ্রপ্সাপকর্ষণৈঃ ক্ষিপ্তৈর্বান্তৈশ্চ দুষ্টতাং ব্রজেৎ।"
'দ্রপ্সা ঘনীভূতশ্লেষ্মা' (তিথিতত্ত্ব)

যে স্থলে কৃমি কীটাদি অবস্থান করে, এবং শ্লেষ্মাদি মল জমিয়া থাকে, সেই ভূমিকে দুষ্টভূমি কহে।

মলিনা ভূমি,—

"নখদন্ততনুজত্বক্তুষপাংশুরজোমলৈঃ।
ভস্মপঙ্কতৃণৈর্বাপি প্রচ্ছন্না মলিনা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

নখ দন্ত প্রভৃতি শরীর মল, তুষ, ধূলি, ভস্ম, পাঁক এবং তৃণাদি দ্বারা আবৃত ভূমিকে মলিনা ভূমি কহে।

এই তিনপ্রকার অশুদ্ধ ভূমিই ত্যাজ্য। এই ভূমি শোধন না করিয়া তাহাতে কোন শুভকর্ম্ম করিতে নাই। ঐ অশুদ্ধ ভূমি নিম্নলিখিত প্রকারে শোধন করিতে হয়।

"দহনং খননং ভূমেরুপলেপনবাপনে।
পর্য্যন্যবর্ষণঞ্চৈব শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥"
'বাপনং মৃদন্তরেণ পূরণং' (তিথিতত্ত্ব)

দহন, খনন, উপলেপন, বৃষ্টিবর্ষণ বা অন্য মৃত্তিকা দ্বারা পূরণ এই পঞ্চবিধ উপায়ে ভূমি বিশুদ্ধ হয়। অন্যপ্রকার—

"সম্মার্জ্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চধা॥"

'সম্মার্জ্জনং তৃণাদ্যপনয়নং, অঞ্জনং গোময়েনোপলেপনং, সেকো জলেন প্রক্ষালনং, উল্লিখনং তক্ষণং, পরিবাসঃ গবোপস্থাপনং' (শুদ্ধিনির্ণয়)

অশুদ্ধ ভূমি হইতে তৃণাদির অপনয়ন, উহাতে গোময়লেপন, জল দ্বারা প্রক্ষালন, তক্ষণ (খানিকটা খুঁড়িয়া ফেলা) এবং গাভিস্থাপন এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মে ভূমি বিশুদ্ধ হয়।

ভূমিতে বর্ণ লিখিতে নাই, যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত লেপন বা বৃথা রেখাদি করে, তাহা হইলে সে জন্ম জন্ম মূর্খ হয়।

"ন ভূমৌ বিলিখেদ্বর্ণং মন্ত্রং ন পুস্তকে লিখেৎ।
ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্মজন্মসু মূর্খতা।
তদা ভবতি দেবেশি! তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥"
(যোগিনীতন্ত্র তৃতীয়ভা° ৭ পঃ)

জ্যোতিষ মতে, ভূমির শুভাশুভের বিষয় মঙ্গলগ্রহ দ্বারা স্থির করিতে হয়।

আমাদের বাস্তুশাস্ত্রে ভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে লিখিত আছে—

"শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা বর্ণানুপূর্ব্বশঃ॥২৪
সুগন্ধা ব্রাহ্মণী ভূমী রক্তগন্ধা তু ক্ষত্রিণী।
মধুগন্ধা ভবেদ্বৈশ্যা মদ্যগন্ধা চ শূদ্রিণী॥২৫
মধুরা ব্রাহ্মণী ভূমিঃ কষায়া ক্ষত্রিয়া মতা।
অম্লা বৈশ্যা ভবেদ্ভূমিস্তিক্তা শূদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥২৬
গম্ভীরা ব্রাহ্মণী ভূমির্নির্পাণাস্তজমাশ্রিতা॥৩২
বৈশ্যানাং সমভূমিশ্চ শূদ্রাণাং বিকটা স্মৃতা।
সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং সমভূমিঃ শুভাবহা॥৩৩
শুক্লবর্ণা চ সর্ব্বেষাং শুভা ভূমিরুদাহৃতা।
কুশকাশযুতা ব্রাহ্মী দূর্ব্বা নৃপতিবর্গগা॥৩৪
ফলপুষ্পলতা বৈশ্যা শূদ্রাণাং তৃণসংযুতা।
নদীঘাতাশ্রিতাং ত্যজমহাপাষাণসংযুতাম্॥৩৫
পর্ব্বতাগ্রেষু সংলগ্নাং গর্ত্তবিবরসংযুতাম্।
বক্রাং শূর্পনিভাং তদ্বল্লকুটাভ্যাং কুরূপিণীম্॥৩৬
মুশলাভাং মহাঘোরাং বায়ুনা বাপি পীড়িতাম্।
বল্লভল্লকসংযুক্তাং মধ্যে বিকটরূপিণীম্॥৩৭
শৃগালনিভাং রুক্ষাং কণ্টকৈঃ পরিবারিতাম্।
চৈত্যশ্মশানবল্মীকধূর্ত্তকালয়বর্জ্জিতাং॥৩৮
চতুষ্পথমহাবৃক্ষদেবমন্ত্রিনিবাসতঃ।
দূরাশ্রিতাং খণ্ডগর্ত্তযুক্তাঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥" ৩৯ (১ অঃ)

শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ যথাক্রমে এই চারি প্রকার

বর্ণের ভূমি। সদগন্ধযুক্ত মাটীই ব্রাহ্মণ, শোণিতগন্ধযুক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়, মধুগন্ধযুক্ত হইলে বৈশ্য ও মদের গন্ধযুক্ত হইলে তাহা শূদ্র। এইরূপে ব্রহ্মভূমি মধুর, ক্ষত্রভূমি কষায়, বৈশ্য ভূমি অম্ল ও শূদ্রভূমি তিক্ত বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মভূমি গম্ভীর, ক্ষত্রভূমি তুঙ্গ, বৈশ্যভূমি সমতল এবং শূদ্রভূমি বিকট বা অসমতল। সকল বর্ণের পক্ষেই সমভূমি ও শুক্লবর্ণের ভূমি শুভদায়ক। যে ভূমিতে কুশকাশ জন্মে, তাহা ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, দূর্ব্বাযুক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়ের, ফলপুষ্পলতাযুক্ত ভূমি বৈশ্যের এবং তৃণ বৃক্ষ ভূমি শূদ্রগণের উপযুক্ত। যে জমিতে নদীর স্রোত লাগে, অথবা পাষাণ সংযুক্ত, পর্ব্বতাগ্রে সংলগ্ন, গর্ত্ত ও বিবরযুক্ত, বক্র, কুলার মত, বল্মীকযুক্ত, দেখিতে বিশ্রী, মুষলাকার, বাহুপীড়িত, বন্ন ও ভল্লকযুক্ত, কুকুর ও শৃগালের বাসযুক্ত, রুক্ষ ও দগ্ধকাষ্ঠে আচ্ছাদিত, চৈত্য, যেখানে শ্মশান বল্মীক ও ধূর্ত্তের বাস, চৌমাথা, যেখানে বড় গাছ, দেব ও মন্ত্রকারীর নিবাস এবং ছিদ্রগর্ত্তযুক্ত, সে ভূমি পরিত্যাগ করিবে।

সুশ্রুতে ভূমিপরীক্ষার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। যে ভূমি শর্করা, প্রস্তর, বল্মীক, শ্মশান, দেবায়তন ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দূষিত নহে, অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট, লোণা বা ভঙ্গুর নহে, অথচ স্নিগ্ধ, বৃক্ষলতাদির অঙ্কুরবিশিষ্ট, কোমল, স্থির, সমতল, কৃষ্ণ, গৌর বা লোহিত বর্ণ, এই প্রকার ভূমি হইতেই ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়। ভূমির বিশেষ লক্ষণ—ভূমি প্রস্তরবিশিষ্ট, দৃঢ়, শ্যাম অথবা কৃষ্ণবর্ণ, স্থূলবৃক্ষ ও শস্যসমাকীর্ণ হইলে পার্থিব গুণবিশিষ্ট হয়। যে ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলের নিকটস্থিত, স্নিগ্ধ, শস্য ও তৃণবিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ পূর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয়গুণ থাকে, যে ভূমি বিবিধ বর্ণ ও লঘু প্রস্তর পাণ্ডুবর্ণ, ও অল্পবৃক্ষাঙ্কুরবিশিষ্ট, তাহাতে অধিক পরিমাণ অগ্নিগুণ থাকে। যে ভূমি রুক্ষ, ভস্মরাশির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অল্পরসযুক্ত বৃক্ষদ্বারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে বায়ুগুণ থাকে। যে ভূমি মৃদু, সমতল ও ছিদ্রবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ, স্বাদহীন জলযুক্ত, এবং সর্ব্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহাপর্ব্বতপূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাকে।

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতির গুণবিশিষ্ট ভূমির বিষয় বলা হইল। উহাদের মধ্যে যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয়গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই উভয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্য এবং যে ভূমিতে আকাশ গুণের আধিক্য, তাহা হইতে সংবমনীয় দ্রব্য গ্রহণ করা বিধেয়।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৩৭ অ০)

২ যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ।

"নিরুদ্ধে চেতসি পুরা সবিকল্পসমাধিনা।
নির্বিকল্পসমাধিস্তু ভবেদত্র ত্রিভূমিকঃ॥
ব্যুত্থিতে স্বতশ্চান্তে দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ।
অন্তে ব্যুত্থিতে নৈব সদা ভবতি তন্ময়ঃ॥"

(গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায় মধুসূদনসরস্বতী)

প্রথমে সবিকল্প সমাধি দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ত্রিভূমিক নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। প্রথমে ব্যুত্থান, দ্বিতীয়ে পরবোধিত এবং তৃতীয়ে সর্ব্বদা তন্ময়তা হয়। ইহাই যোগীদিগের ত্রিভূমিক অবস্থা। চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান, এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণামের নাম পরবোধিত, এই দুইটী অভিভূত হইলে তন্ময়তারূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে,—"তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।" সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান আরোহণের ন্যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম অবস্থায় বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এইরূপ যে, যোগী প্রথমতঃ স্থূল স্থূল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। যেরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে উঠিতে হইলে নিম্নসোপানগুলি এক এক করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া পরে উপরিদেশে উঠিতে হয়, তদ্রূপ স্থূল আলম্বন জয় করিয়া সূক্ষ্ম আলম্বনে মনঃসমাধি করিতে হয়। স্থূল আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সূক্ষ্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম অভ্যস্ত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ তাহার ধারণাই হয় না। সুতরাং উহা ভূমিক্রমেই শিখিতে হয়, এই জন্য সূত্রকার 'তস্য ভূমিষু বিনিয়োগঃ।' এইরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার এই চারিটী সংযমশিক্ষার পূর্ব্বাপর ভূমি। প্রথম সবিতর্ক ভূমি, তাহা জয় হইলে নির্ব্বিতর্ক ভূমি, এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারিটী ভূমি অতিক্রম করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থাকেও পঞ্চভূমি কহে। (পাতঞ্জলদ০)

৩ স্থানমাত্র। ৪ জিহ্বা। (মেদিনী) ৫ বাসস্থান। ৬ ক্ষেত্র। ৭ আধার, যথা—বিশ্বাসভূমিঃ। ৮ যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ।

ভূমিকদম্ব (পুং) ভূমিজাতঃ কদম্বঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। কদম্ববিশেষ, ভূঁই কদম, পর্য্যায়—ভূনীপ, ভূমিজ, ভৃঙ্গবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, বিষঘ্ন, ব্রণহারক। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বৃষ্য, দোষহর, হিম, কষায়তিক্ত, পিত্তবর্দ্ধক ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি০)

ভূমিকদম্বিকা (স্ত্রী) মুণ্ডারী বৃক্ষ। (রাজনি॰)

ভূমিকন্দলী (স্ত্রী) লতাভেদ।

ভূমিকম্প (পুং) ভূমেঃ কম্পঃ ৬তৎ। ক্ষিতিচলন, ভূঁইকম্প, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠা। বৃহৎসংহিতায় ভূমিকম্পের লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত হইয়াছে, 'ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা জলমধ্যনিবাসী বৃহৎপ্রাণিকৃত, আবার কেহ কেহ বলেন, ভূভার-ধারণ-ক্লিষ্ট দিগ্‌গজগণের বিশ্রামই ইহার কারণ। অপরে কেহ কেহ বলেন, বায়ু কর্ত্তৃক বায়ু নিহত ও পতিত হইয়া শব্দের সহিত ভূমিকম্প হইয়া থাকে। আবার কেহ ইহাকে অদৃষ্টকারিত বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্য্যগণ বলেন, পূর্ব্বকালে পৃথিবী প্রপতন এবং উৎপতনশীল পর্ব্বতগণের উড্ডয়ন ও পতন দ্বারা কম্পিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমার অচলা নাম রাখিয়াছেন, কিন্তু এখন সচল ও অচল পর্ব্বতগণ কর্ত্তৃক সকম্পা হইতেছি, আমি এই কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম, আপনি আমার এই দুঃখ বিমোচন করুন। ব্রহ্মা পৃথিবীর এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তুমি ধরিত্রীর শোকহরণ এবং পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদের জন্য বজ্র নিক্ষেপ কর। ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া বসুমতীকে বলিয়াছেন, তোমার আর ভয় নাই, কিন্তু বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ দিবারাত্রের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ যামে সৎ ও অসৎ ফলজ্ঞানের জন্য তোমাকে কম্পিত করিবেন।*

প্রথমে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী, মৃগশিরা, ও অশ্বিনী নক্ষত্র ইহা বায়ব্যমণ্ডল। এই বায়ব্যমণ্ডল হইলে আকাশ ধূমাবৃত হয়, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, সূর্য্য প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়। এই বায়ব্যমণ্ডলে ভূমিকম্প হইলে শস্য, জল ও বনৌষধিবর্গের ক্ষয় হয়, এবং বণিক্‌গণের শ্বয়থু, শ্বাস, উন্মাদ, জ্বর ও কামজাত পীড়া হয়। সুন্দর পুরুষ, অস্ত্রধারী, বৈদ্যগণ, স্ত্রী, কবি এবং গন্ধর্ব্ব ও পণ্যশিল্পী ব্যক্তিগণ সৌরাষ্ট্র কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মৎস্যদেশ পীড়িত হয়। ইহা বায়ুকৃত কম্পন।

পুষ্যা, আগ্নেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্য সংজ্ঞক নক্ষত্রে আগ্নেয় বর্গ হয়। এই আগ্নেয়বর্গ হইলে সাতদিন তারকা ও উল্কাপাতাবৃত আকাশ যেন দিগ্‌দাহযুক্ত ও জ্বলদীপ্তের ন্যায় হয় এবং সপ্তশিখ অগ্নি মরুৎসহায় হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। এই আগ্নেয় বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয় শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, জ্বর, বিসর্পিকা ও পাণ্ডুরোগ এবং অঙ্গ, বাহ্লীক, কলিঙ্গ, বঙ্গ এবং দ্রবিড়দেশ এবং নানাবিধ শবরগণ পীড়িত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিকৃত কম্পন।

অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, বৈশ্ব ও মৈত্র নক্ষত্রে ঐন্দ্রবর্গ। এই ঐন্দ্রবর্গে অতিশয় বৃষ্টি হয়। ঐন্দ্রবর্গে ভূমিকম্প হইলে রাজার নাশ হয় এবং অতিসার, গলগ্রহ, বদন রোগ, সর্দ্দিপ্রকোপ ও কাসি, যুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, অভিসার, হল, মদ্র, অর্ব্বুদ, সুবাস্তু ও মালবদেশ পীড়িত হইয়া থাকে। ইহাই ইন্দ্রকৃত ভূকম্প।

পৌষ্ণ, আপ্য, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মূলা, অহির্ব্রধ্ন ও বারুণ নক্ষত্রে বারুণবর্গ হয়। এই বারুণবর্গে বহুল জলদগণ অঙ্কুশ-ধারে বর্ষণ করে। এই বায়ব্যমণ্ডলে ভূমিকম্প হইলে গোনর্দ্দ, চেদি, কুকুর, কিরাত ও বিদেহবাসিগণের অনিষ্ট হয়। ইহা বায়ুকৃত কম্পন।

বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ এই চারিজন হইতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের দলপাক কাল ৬ মাসের মধ্যে। বিনা মেঘে বৃষ্টি, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গশিখা, বন্যপ্রাণীর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ, রাত্রিকালে ইন্দ্রধনুর্দর্শন প্রভৃতি প্রকৃতির বিপরীত গতি হইলে ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাবিধ দুর্লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

ঐন্দ্রমণ্ডল যদি বায়ব্যমণ্ডলকে নিহত করে বা বায়ব্যমণ্ডল ঐন্দ্রবর্গকে বিনষ্ট করে এবং এইরূপ যদি বারুণ ও আগ্নেয়মণ্ডল পরস্পরকে হনন করে, তবে তাহাকে বেলানক্ষত্রজাত কম্প কহে। আগ্নেয় ও বায়ব্যমণ্ডলের পরস্পর অভিঘাত হইলে রাজার মৃত্যু বা ব্যসন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ, মরক, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অকল্যাণসমূহ হইয়া থাকে। বারুণ ও ঐন্দ্রমণ্ডলের অভিঘাতে সুভিক্ষ, কল্যাণ, বৃষ্টি ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, গাভি-সকল প্রচুর দুগ্ধসম্পন্ন এবং রাজগণ নিবৃত্তবৈর হইয়া থাকে। বায়ুবর্গ দুই শত যোজন, অগ্নিবর্গ একশত দশ যোজন, বারুণবর্গ একশত অশীতি যোজন, এবং ঐন্দ্রবর্গ কিঞ্চিদধিক ষষ্টি যোজন

---

* "ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে বৃহদন্তর্জলনিধিনিবাসিসত্ত্বকৃতম্।
ভূভারখিন্নদিগ্‌গজবিশ্রামসমুদ্ভবমন্যে ॥
অনিলোঽনিলেন নিহতঃ ক্ষিতৌ পতন্ সস্বনং করোত্যেকে।
কেচিত্ত্বদৃষ্টকারিতমিদমন্যে প্রাহুরাচার্য্যাঃ।
গিরিভিঃ পুরা সপক্ষৈর্ব্বসুধা প্রপতদ্ভিরুৎপতদ্ভিশ্চ।
আকম্পিতা পিতামহমাহামরসদসি সব্রীড়ম্ ॥
ভগবন্নাম মমৈতৎ ত্বয়া কৃতং যদচলেতি তন্ন তথা।
ক্রিয়তেঽচলৈশ্চলদ্ভিঃ শক্তাহং নাস্য খেদস্য ॥
তস্যাঃ সরোষ্ণ ধাত্র্যাঃ ক্ষিপ কুলিশং শৈলপক্ষভঙ্গায়।
শক্রঃ কৃতমিত্যুক্ত্বা মা ভৈরিতি বসুমতীমাহ ॥" (ইত্যাদি) (বৃহৎস॰ ৩২ অ॰)

বিচালিত করে। ভূমিকম্পের পর তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তমদিনে কিম্বা মাসে বা পক্ষে অথবা ত্রিপক্ষে যদি পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হয়, তাহা হইলে প্রধান রাজার বিনাশ হয়।' (বৃহৎস° ৩২ অ°)

বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন—

"উল্কা হরিশ্চন্দ্রপুরং রজশ্চ
নির্ঘাতভূকম্পককুপ্‌প্রদাহাঃ॥
বাতোঽতিচণ্ডো গ্রহণং রবীন্দ্বো
র্নক্ষত্রতারাগণবৈকৃতানি॥" (৩২।২৪)

উল্কা, গন্ধর্ব্বপুর, রজ, নির্ঘাত, ভূকম্প, দিগ্‌দাহ, প্রচণ্ড বায়ু এবং সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ নক্ষত্র ও তারাগণের বিকৃতির কারণ ঘটিয়া থাকে।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাসুকি নিজ সহস্র ফণার উপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যখন কোন ফণার বিশ্রাম করিবার আবশ্যক হয়, তখন তিনি ঐ ফণা অবনমিত করেন, তাহাতে ভূমিকম্প হয়। এক সময়ে সকল দেশে ভূমিকম্প হয় না, তাহার কারণ, যে ফণা তিনি অবনমিত করেন, ঐ ফণাস্থিত দেশসমূহও কম্পিত হয়, অন্যস্থল কম্পিত হয় না। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অদ্ভুতসাগরে ভূকম্প সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"মেষে বৃশ্চিকভে গজঃ প্রচলতি ব্যাসাদিভিঃ কথ্যতে
চাপে মীনকুলীরভে চ বৃষভে সত্যং চলেৎ কচ্ছপঃ।
যূকে কুম্ভধরে মৃগেন্দ্রমিথুনে কন্যামৃগে পন্নগ-
স্তেষামেকতমো যদি প্রচলতি ক্ষৌণী তদা কম্পতে॥"

মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে গজ প্রচলিত হয়, এবং ধনু, মীন, কর্কট, ও বৃষ রাশিতে কচ্ছপ, তুলা, কুম্ভ, সিংহ, মিথুন, কন্যা ও মকর রাশিতে পন্নগ প্রচলিত হয়, এই গজাদি প্রচলিত হওয়ার জন্য ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। ব্যাসাদি ভূমিকম্পের এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কচ্ছপ ও পন্নগ প্রচলিত হইয়া যে সময়ে ভূমিকম্প হয়, সেই সময় অতিশয় মড়ক, এবং পন্নগ প্রচলিত হইয়া ভূকম্পে নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দও হইয়া থাকে।

"কচ্ছপে মরণং জ্ঞেয়ং মরণঞ্চাপি পন্নগে।
সর্ব্বত্র সুখদঞ্চৈব পৃথিব্যাং চলিতে গজে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকেই ভূগর্ভের স্থানবিশেষের স্বাভাবিক কম্পনকেই ভূমিকম্প বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেকের মতে আগ্নেয়গিরির সংস্রবই ভূমিকম্পের মূলকারণ। যে কারণে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেইরূপ আভ্যন্তরিক কারণেই ভূমিকম্প ঘটে। যেমন একটী বৃহৎ লৌহখণ্ডের এক দিকে ভারী হাতুড়ি দ্বারা সজোরে আঘাত করিলে লৌহের আঘাতিত অংশ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নিরেটপৃথ্বী হইতেও আণবিক স্রোত বা স্পন্দন উৎপন্ন হইয়া ভূমিকে প্রকম্পিত করে। ভূগর্ভের বহুনিম্নে কম্পনজনিত শিলোচ্চয়ের ঘর্ষণে পৃথিবীর যে যে স্থল কাঁপিয়া উঠে, সেই সেই স্থলেই অল্পাধিক ভূকম্প অনুভূত হয়। কোন কোন ভূতত্ত্ববিদের বিশ্বাস, সচল পৃথিবীতে নিত্য আণবিকস্রোত বহিতেছে, সে ক্ষীণ স্পন্দন সামান্যতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইবার নহে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে তাহার কতকটা স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই সামান্য স্পন্দন কোন সময়ে ভীষণ ভূমিকম্পে পরিণত হইবে, তাহা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহুচেষ্টাতে এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। তবে অনেকে এই স্থির করিয়াছেন, ভূগর্ভস্থ স্থিতিস্থাপক বাষ্পরাশি আভ্যন্তরিক বহুব্যাপী তাপের সাহচর্য্যে সশব্দে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

প্রতিবর্ষেই ১০।১২ বার পৃথিবীর নানা স্থানে ভূকম্পের কথা শুনা যায়। কোন কোন স্থানে এইরূপ অনর্থকর কম্পনে কতশত গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতশত প্রাণী অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, সে সকল কথা ভাবিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

ভূমিকম্পের তালিকা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, এসিয়ার পূর্ব্ব ও দক্ষিণঅংশেই ভূকম্পের প্রভাব কিছু বেশী। কাপ্তেন স্মিথ সাহেব গণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, ১৮০০ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৪২ বর্ষমধ্যে ঐ অংশে ১৬২টী উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, এই সকল ভূমিকম্প গাঙ্গেয় বদ্বীপেই বেশী অনুভূত হইয়াছিল। পারস্যের রাজচিকিৎসক থলজান আরব্য ও পারস্য ইতিহাস হইতে খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যে যে সকল ভূকম্প ঘটিয়াছে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঐ সময়ের মধ্যে ১১১ বার লোকক্ষয়কর ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কেবল ঘর, বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে, এমন নহে, বহুজনাকীর্ণ শত শত নগর অধিবাসীসহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। এক এক স্থানে ভূমিকম্প কেবল একবার হইয়া স্থির হয় নাই। ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে খোরাসানে এইরূপ বহুদিনব্যাপী মহা ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই সকল ভূকম্পের পূর্ব্বে আকাশ যেন এক বিশেষ ভাব ধারণ করিত, প্রচণ্ড বায়ু বহিত, ঘূর্ণবাতাসও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। ৭ম হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যে পারস্যেও এরূপ ৫২ বার ভূকম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পারস্যের সহিত সিরীয়া, মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট

তুর্কিস্থান, ইরাক ও খোরাসানও কম্পিত হইয়াছিল। এই সকল ভূমিকম্প কোন কোন বার ইজিপ্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। তবে পারস্যের মত ইজিপ্টে তেমন অনিষ্টকর ভূকম্প ঘটে নাই। আবার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ভূকম্প ঘটিলেও ১৩শ হইতে১৭শ শতাব্দ মধ্যে সিরীয়া ও জুড়িয়ায় আদৌ ভূমিকম্প হয় নাই। আফগানিস্থানে প্রায়ই ভূমিকম্পের কথা শুনা যায়। কাবুলে প্রতিবর্ষে ১০।১২ বার ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজেরা জলালাবাদ আক্রমণ করেন, সে সময়ে ভূমিকম্পে জলালাবাদের প্রত্যেক প্রাচীর ঘন ঘন কম্পিত হইয়াছিল।

নিম্নবঙ্গে বিশেষতঃ সুন্দর বনে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; তাহাতে সুন্দরবনের অনেকাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে বসিয়া গিয়াছে,তাহাতে প্রাচীন লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন কি,বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী নিগ্রেস্ অন্তরীপ হইতে আকায়াব পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান ধসিয়া বহু নিম্নে বসিয়া গিয়াছে। আবার আরাকানের উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ ও শৈলমালা রথাঙ্গের সঙ্গে সমতল হইতে অনেকটা উঠিয়া পড়িয়াছে। আরাকানের নিকটস্থ দ্বীপসমূহের ভূতলমধ্যে যে আভ্যন্তরিক অগ্নি বিরাজমান, ভূতত্ত্ববিদ্গণ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন।

জাপানীদিগের মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় ভূকম্পতত্ত্বজ্ঞের কথা শুনা যায়। তিনি পুরাবৃত্ত আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন, ২৮৫ খৃষ্টাব্দে নিফোনদ্বীপে এক অসাধারণ ভূকম্প হইয়াছিল, তাহাতে এক রাত্রিতে ৭২॥০ মাইল দীর্ঘ ও ১২॥০ মাইল বিস্তৃত এক হ্রদের উৎপত্তি ঘটে। ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে এক ভূকম্প হয়, তাহাতে প্রায় দুই লক্ষ প্রাণী অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে ১০৪০ ও ১১৩৯ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে যথাক্রমে পারস্যের তাব্রিজনগরে পঞ্চাশ হাজার ও গৌসানায় দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে কাবুল প্রায় ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতেও অনেক সহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভীম ভূকম্প হইয়াছিল, তাহাতে এক জেডো সহরেই দুই লক্ষ লোকের প্রাণনাশের কথা শুনা যায়। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দেও জাপানে ভূকম্প হয়, কিন্তু তাহাতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তৎকালে চীনের প্রসিদ্ধ রাজধানী পেকিন সহরে লক্ষাধিপ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর রাত্রিকালে মহাঝটিকার সহিত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গঙ্গাসাগর হইতে সমস্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপ প্রায় ৯০ ক্রোশ স্থান আলোড়িত হইয়াছিল। সেই ভূমিকম্পে এক কলিকাতাতেই প্রায় ২০০০০ জাহাজ ও নৌকা উড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া প্রায় তিন লক্ষ প্রাণীকে গ্রাস করিয়াছিল।

চেড়ুবা দ্বীপে ১০০ হইতে ২০০ হাত উচ্চ দুইটী কর্দ্দমের আগ্নেয়গিরি আছে। এই গিরিপ্রভাবে ভূকম্পনিবন্ধন দ্বীপের স্থান বিশেষে পূর্ব্বসমতল হইতে কোথাও ১২ ফিট্, কোথাও কোথাও ১৬ফিট্,আবার কোথাও ১২ ফিট্ জাগিয়া উঠিয়াছে। ১৭৫০ বা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভূকম্পের সঙ্গে এইরূপ উৎসংস্থান আরম্ভ হয়। সেই প্রচণ্ড ভূকম্পনে ব্রহ্মের রাজধানী আবানগর পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর পর্ত্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন সহরে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে,য়ুরোপের ইতিহাসে ক্ষণকাল মধ্যে সেরূপ লোকক্ষয়কর ব্যাপারের কথা আর কখন শুনা যায় নাই। এই ভূকম্প ৬মিনিট পর্য্যন্ত ছিল। তাহাতে লিস্‌বন সহর বিধ্বস্ত ও ষাট হাজার লোক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ভূকম্পনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সাগরের জলোচ্ছ্বাসেও গৃহসমূহের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিধৌত হইয়াছিল, যাহারা যাহারা প্রাণরক্ষার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও সেই ভীম তরঙ্গাঘাতে প্রাণ হারাইল। এরূপ ভূকম্প আর কখন য়ুরোপে দেখা যায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসিয়ার পূর্ব্বাংশে ভূমিকম্পের অনুগ্রহ বেশী। শুনা যায়, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত জাপানের আমূল কাঁপিয়াছিল। জাপানের অন্তর্গত শাকজা প্রদেশ হইতে মিয়াকো পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ৪০ দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত কম্পিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থান অগ্নিসংযোগে ধ্বংস,আবার কোন কোন স্থান সাগরের গর্ভশায়ী হইয়াছিল।

১৭১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফিলিপাইন দ্বীপে অনেকবার ভূকম্প হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২০এ জুলাই বেলা ৪টার সময় ৪০ সেকেণ্ডব্যাপী কম্পনে মহানর্থ ঘটিয়াছিল। দ্বীপের মধ্যে যেখানে যেখানে আগ্নেয়গিরি ছিল, সর্ব্বত্রই অগ্নি উদ্গম হইতেছিল, অনেক স্থান হইতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া উষ্ণ জল ও বালুকারাশি বাহির হইয়াছিল, আবার কোন কোন স্থানে কামান-গর্জ্জনবৎ ভয়ানক শব্দ শুনা গিয়াছিল।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রেল চট্টগ্রামে ভয়ানক ভূকম্প হইয়া তাহাতে অনেক জমি ফাটিয়া জল ও গন্ধকের গন্ধযুক্ত কাদা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বর্দ্ধবান নামে একটী বড় নদী এক

কালে শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সমুদ্রনিকটস্থ বড়ছেরা গ্রাম বহু জীবজন্তু সহ ভূগর্ভশায়ী হইয়াছিল। শুনা যায়, এই ভূকম্পে চট্টগ্রামের উপকূলবর্ত্তী প্রায় ৬০ বর্গমাইল স্থান অকস্মাৎ বসিয়া গিয়াছিল, এবং শেখলংতুম্ নামে মগপাহাড়ের একাংশ একবারে অন্তর্হিত হয় ও অপর একটী শাখা বহু নিম্নে নামিয়া যায়, তাহার চূড়াটী মাত্র জাগিয়া আছে। ঐ সময়ে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে দুইটী আগ্নেয়শৈল দেখা দেয়। যে সময়ে চট্টগ্রাম বসিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামড়ী, রেগুয়ান্ ও চেডুবাদ্বীপের অনেকাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেকটা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

সুমাত্রার পশ্চিমকূলে সিমো নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। চৈত্রমাসে সেখানে একবার মহাভূকম্পন হইয়াছিল। সে কম্পনে অর্দ্ধাংশেরও অধিক দ্বীপবাসী কালক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হয়। বন্যা হইবার পরই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে ভূকম্প ঘটে। গৃহ সকল দুলিতেছে ও ছাদ পড়িতেছে দেখিয়া অধিবাসিবৃন্দ খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু এখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। সমুদ্র হইতে তালগাছ প্রমাণ উপর্য্যুপরি তিনটী ঢেউ আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। দৈবগতিকে যাহারা রক্ষা পাইল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, ভূকম্পের পরেই যেন সহস্র কামান গর্জ্জনবৎ শব্দ করিয়া সমুদ্র সবেগে আসিতেছে।

মানিলায় বহুবার ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যে ভূকম্প হয়, তাহাতে এক প্রকার মানিলাদ্বীপ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত গৃহ ভূমিশায়ী হয়। অধিকাংশ অধিবাসী মুহূর্ত্তেক মধ্যে কালের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে ভূকম্প বিরল নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতন্মধ্যে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন দক্ষিণপশ্চিমভারতে এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে পূর্ব্বভারতে যে ভূকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দক্ষিণপশ্চিমভারতে সেই ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল কচ্ছপ্রদেশ। দুই তিন মিনিট মাত্র স্থায়ী সেই মহাকম্পনে কচ্ছের রাজধানী ভুজনগরীর চরম দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, সমস্ত গৃহাদি পড়িয়া ভুজনগরী সমভূম হইয়াছিল এবং দ্বিসহস্রাধিক লোক অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ১লা জুলাই পর্য্যন্ত প্রতিদিন দুই একবার কম্পন চলিয়াছিল। পূর্ব্বভারতের যে কম্পনের কথা বলিলাম, তাহাও সামান্য নহে। এই ভূকম্পনে সমস্ত বঙ্গ ও আসামের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় অনেক গৃহ বিপর্য্যস্ত হয়, ঢাকা, রাজসাহী, দিনাজপুর, ও রঙ্গপুরের সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকাই প্রায় বিদীর্ণ অথবা সমভূম হইয়া গিয়াছে। রঙ্গপুরের অনেক স্থান ভেদ করিয়া উষ্ণজল, বাষ্প ও কর্দ্দম বাহির হইয়াছিল, অনেক ছোট নদীর গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ভূকম্পে বঙ্গদেশ অপেক্ষা আসামেই বেশী অনর্থ ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রের অনেক স্থানের গতি ও সেই সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাছাড়ের সকল অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, বহু জীবজন্তু অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে। সেরূপ মহাকম্পন আর না হউক, কিন্তু সে পর্য্যন্ত বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ বর্ষমধ্যে নানাস্থান হইতে বহুবার ভূকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পারস্যের বন্দর-আব্বাসে যে ভূকম্প হইয়াছে, তাহাও সামান্য নহে। ইহাতেও বহু গৃহ ভূপতিত ও বহু জন্তু কালকবলিত হইয়াছে।

ভারতের যেখানে যেখানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, ভূতত্ত্ববিদ্গণ সে সমস্ত ভূকম্পনসম্ভূত বলিয়া প্রমাণ করেন। ভারতে উক্ত প্রস্রবণেরও অভাব নাই; ভূমিকম্পও এখানকার নিত্য ঘটনা, তবে সেরূপ প্রচণ্ড ভূকম্পের সংখ্যা বেশী নয়।

ভূমিকম্পন (ক্লী) ভূমেঃ কম্পনং। ভূকম্প।

ভূমিকা (স্ত্রী) ভূমিরিব কায়তীতি কৈ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্, যদ্বা ভূমেরেব স্বার্থে কন্, টাপ্। ১ রচনা। ২ বেশান্তর পরিগ্রহ, বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ। (মেদিনী) ৩ গ্রন্থের আভাস, গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়া প্রথমে যে তাহার সামান্য আভাস থাকে, তাহাকে ভূমিকা কহে। ৪ বক্তব্য বিষয়ের সূচনা। ভূমিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। ৫ বেদান্তমতে চিত্তের অবস্থা বিশেষ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষিপ্ত—মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা হউক, উহা হউক করিয়া সর্ব্বদাই অস্থির হয়। জলৌকার ন্যায় একটী ছাড়িয়া অন্য একটী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় এবং সর্ব্বদা বাহ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষায় অস্থির থাকে, ইহাই ক্ষিপ্তাবস্থা।

মূঢ়—মন সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কামক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন মূঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্তভূমিকা—বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত

প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা অর্থাৎ মন চঞ্চল-স্বভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থিরতাই বিক্ষিপ্তভূমিকা। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন থাকে, তাহাই মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা।

একাগ্রভূমিকা—একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্যবস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অবলম্বন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সাত্ত্বিকবৃত্তি উদিত এবং প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিকবৃত্তিমাত্র প্রবাহিত থাকে, তখন একাগ্রাবস্থা জানিতে হইবে।

নিরুদ্ধ ভূমিকা—পূর্ব্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থায় অনেক প্রভেদ। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। এই নিরুদ্ধভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত তখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে। দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ-পরিণাম থাকে না। ইহাই নিরুদ্ধাবস্থা।

চিত্তের এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয়ের সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। যোগে সুখ হয় শুনিয়া বিক্ষিপ্তচিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। এইজন্য উহাও যোগের অযোগ্য ভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই প্রকার ভূমিকাই যোগ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিতে হইবে। এই অবস্থা পাইবার জন্য যোগীকে প্রথমে উপায় দ্বারা ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীকৃত এবং একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। (বেদান্ত ও পাত৹দ৹)*

ভূমিকুষ্মাণ্ড (পুং) ভূমিজাতঃ কুষ্মাণ্ডঃ মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা৹। ভুঁইকুমড়া। (রত্নমা৹)

ভূমিখণ্ড (ক্লী) ১ ভূভাগ। ২ পদ্মপুরাণের খণ্ডভেদ।

ভূমিখর্জ্জুরিকা (স্ত্রী) ভূমিজাতা খর্জ্জুরিকা। ক্ষুদ্রখর্জ্জুরিকা ক্ষুদ্রখর্জ্জুরী, পর্য্যায়—স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী, স্বাদুমস্তকা। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, মধুর রস, মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং কোষ্টগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়রোগনাশক। ইহার রসের গুণ—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্র৹)

ভূমিখর্জ্জূরী (স্ত্রী) ভূমিজাতা খর্জ্জূরী। ভূমি খর্জ্জূরী, ভূমিখর্জ্জূরিক।

ভূমিগম (পুং) উষ্ট্র। (বৈদ্যকনি৹)

ভূমিগর্ত্ত (পুং) ভূমিবিবর, ভূগর্ত্ত।

ভূমিগুহা (স্ত্রী) ভূমিস্থ গহ্বর।

ভূমিগৃহ (ক্লী) ভূমিস্থিত গৃহ।

ভূমিচম্পক (পুং) ভূমিজাতশ্চম্পকঃ। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চলিত ভুঁইচাঁপা (Kæmpferia rotunda) পর্য্যায়—তাম্রপুষ্প, সন্ধিবন্ধ, ক্রুঘণ। (শব্দচ৹) ক্ষত বা ব্রণমুখে ইহার মূলের প্রলেপ লাগাইয়া দিলে ব্রণ সত্বর পাকিয়া উঠে।

এই সুদীর্ঘ পত্রযুক্ত ক্ষুদ্রগুল্ম উষ্ণপ্রধান ভারতের ও ব্রহ্মের জলা জমিতে দেখা যায়। সিংহল, যব ও কোচিন-চীনেও ইহার চাস হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পের সৌগন্ধ এবং পত্রের কমনীয়তার শোভা দেখিবার জন্য সাধারণে বহুযত্নের সহিত উহা গৃহপ্রাঙ্গণ ও উদ্যানাদিতে পুতিয়া রাখে। গ্রীষ্ম কালে এই দণ্ডহীন বৃক্ষের পত্রাদি ঝুরিয়া গেলে, একমাত্র গন্ধপুষ্পই এই বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন এবং মানব জাতির মন হরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহার গন্ধখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

স্থানবিশেষে ইহা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। হিন্দি—ভুঁইচম্প, বাঙ্গালা ভুঁইচাঁপা, গুজরাটী ভুইঁচম্পো, তেলগু—কোণ্ড কলব, মলয়—মলন্ কুয়া, শিঙ্গাপুর—যবকেন্দ, লৌকেন্দ, সংস্কৃত—ভূমিচম্প, ভূমিচম্পক, যব কুনংসি; কোচিন-চীন—নগাই মিও।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা কথা লিখিত আছে। ইহার শিকড়চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে পুল্‌টিস্ (প্রলেপ) দিলে শীঘ্র সেই ক্ষতমুখে পূযোৎপত্তি হয়। সমগ্র বৃক্ষচূর্ণের প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া সন্তঙ্কতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে

* "আসুরসম্পল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাসু বর্ত্তমানং চিত্তং ক্ষিপ্তভূমিকা। ১।
কদাচিদ্ধ্যানযুক্তং চিত্তং ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তভূমিকা। ২।
তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিশঙ্কৈব নাস্তি,বিক্ষিপ্তে তু সমাধিশঙ্কা তদিতরৎ ভূমিদ্বয়ং সমাধিঃ। ৩। একাগ্রে মনসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখীকরোতীতি সঃ প্রজ্ঞাতো যোগ একাগ্রভূমিকা। ৪। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপা সংপ্রজ্ঞাতসমাধির্নিরুদ্ধভূমিকা। ৫।"
(বেদান্তসংজ্ঞানিরূপণ৹)

'একাগ্রো বহির্বৃত্তিনিরোধঃ, নিরুদ্ধে চ সর্ব্বাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাঞ্চ প্রবিলয়ঃ, ইত্যনয়োর্দ্বয়োর্যোগস্য সম্ভবঃ' (পাতঞ্জল৹ ভোজবৃত্তি)

এবং শরীরমধ্যগত সঞ্চিত ও দূষিতরক্ত ও সপূযক্ষতদোষ নাশ করে। এতদ্ভিন্ন উদরী রোগে ইহার শিকড় বিশেষ উপকারী। কুচিলা, জায়ফল ও বৎসনাভ সহ ইহার কন্দচূর্ণ-প্রয়োগে গলগণ্ড বিনিষ্ট হয়।

ইহার কন্দ ঈষৎ পীতবর্ণ। গুণ,—কটু, তিক্ত ও কর্পূর-গন্ধযুক্ত। পুষ্প হইতে শিকড় পর্য্যন্ত সমুদায় অংশেই এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায়।

ভূমিচল (পুং) ভূকম্প। [ভূমিকম্প দেখ।]

ভূমিচলন (ক্লী) ভূমেশ্চলনম্। ভূমিকম্প। [ভূমিকম্প দেখ]

ভূমিচারী (স্ত্রী) আখুকর্ণীলতা। চলিত মুষাকাণী। (রাজনি॰)

ভূমিজ (ক্লী) ভূমের্জায়তে ইতি জন-ড। স্বর্ণ, গৌরসুবর্ণ। (রাজনি॰) (পুং) ভূমেঃ পৃথিব্যা জায়তে ইতি জন-ড। ২ মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাসুর। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ ভূমিজাত।

"চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্।" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪ ভূমিকদম্ব। ৫ ভূমিজ গুগ্‌গুল্। ৬ ভূনাগ। চলিত,শীষ। (রাজনি॰) ৭ যবক্ষার। চলিত, সোরা। (বৈদ্যকনি॰)

ভূমিজ, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গবাসী অনার্য্য-জাতিবিশেষ। তাহাদের আচার, ব্যবহার, কার্য্যকলাপ ও ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহারা সম্ভবতঃ কোলরায় শাখাভুক্ত ও মুণ্ডানামধেয় জাতির সমশ্রেণীগত হইবে। সুবর্ণরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় অরণ্যভূমি—ছোটনাগপুরের অধিত্যকা হইতে পূর্ব্বে অযোধ্যা-পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাহাদের বাসস্থান। এই সমগ্র স্থানে মুণ্ডাদিগের ন্যায় তাহাদেরও সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান দেখা যায়। পশ্চিমাংশবাসিগণের কথিত ভাষা সর্ব্বপ্রকারে মুণ্ডাদিগের অনুরূপ। দেবপূজা, শবদাহ, অস্থিসমাধি ও প্রেতকৃত্যাদি কার্য্য সকল তাহারা মুণ্ডাদিগের অনুকরণে সম্পন্ন করিয়া থাকে।

অযোধ্যা-গিরিশ্রেণীর সন্নিপদেশবর্ত্তী পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিতে অভ্যাস করিয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে ভূমিজ বা সর্দ্দার বলিয়া পরিচিত করে। হিন্দু বঙ্গবাসিগণ এখানে আসিয়া প্রথমে এই অনার্য্য জাতিকে সেই ভূমিভাগের অধিকারী দেখিতে পায়। ভূঁঞা, ভূঁইয়ার বা ভূঁইহার প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুগণ তাহাদিগকে ভূমির আদিম অধিকারী জানিয়া ভূমিজ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে এই পূর্ব্বশ্রেণী হিন্দুর আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুর সমশ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছে।

এই জাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক আখ্যান পাওয়া যায়। জঙ্গল মহলের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী স্থানসমূহে অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত দস্যুবৃত্তি করিত বলিয়া তাহারা 'চুয়াড়' আখ্যা লাভ করে। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার প্রথমাবস্থায় তাহারা সময়ে সময়ে জাতীয় ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে রাজস্বদায়ে পাঁচেটরাজ-সম্পত্তি বিক্রীত হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলতা বিস্তার করে। যতদিন না ঐ সম্পত্তির নিলাম রদ হইয়াছিল এবং যে পর্য্যন্ত না ইংরাজরাজ ভবিষ্যতে অত্র সম্পত্তি নিলাম করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তদবধি তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হয় নাই। যতবারই ইংরাজ গবর্মেণ্ট জঙ্গলমহল শাসন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ততবারই ইংরাজের সহিত ভূমিজদিগের বিবাদ বাধিয়াছিল। ধলভূমরাজ ইংরাজশক্তির প্রসারবৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করায়, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহার বিরুদ্ধাচারী হন; অবশেষে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাহার প্রতিপক্ষদলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

বরাহভূমেও রাজ্যাধিকার লইয়া ঐরূপ একটী গোল বাধে। রাজা বিবেকনারায়ণের মৃত্যুর পর, পাটরাণীর বয়ঃকনিষ্ঠ পুত্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রজ মধ্যমাপত্নী-পুত্রকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করা গবর্মেণ্টের অনুমোদিত হইল। ভূমিজদিগের এরূপ ন্যায়পরতা মনে ধরিল না, ক্রমে তাহারা বিশেষ বিরক্তির সহিত ইংরাজের মতবিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল। এই বিদ্রোহিতা অবশেষে ঘোর বিপত্তিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহাই ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের গঙ্গানারায়ণ বা চুয়াড়-বিদ্রোহ।

পূর্ব্বোক্ত পাটরাণীর পুত্র লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনলাভের প্রত্যাশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপক্ষতাচরণ করেন। উপর্য্যুপরি এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া রাজা তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে লক্ষ্মণসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র গঙ্গানারায়ণ পিতার প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য জীবিত রহিলেন।

অতঃপর রাজা রঘুনাথসিংহের মৃত্যুর পর, সুপ্রিমকোর্টের বিচারানুসারে পুনরায় পাটরাণীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধবসিংহকে বাদ দিয়া মধ্যমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে বসান হইল। মাধবসিংহ ইংরাজ সরকারে আপত্তি করিয়াও কোন ফল পাইলেন না দেখিয়া, নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। অবশেষে ভ্রাতৃরাজ্যে দেওয়ানী বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া আপনার চিত্ত সুস্থির করিলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীদিগকে টাকা ধার দিয়া অধিক পরিমাণে সুদ আদায় করিতেন। ক্রমে সমস্ত প্রজামণ্ডলী

তাঁহার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া পড়িল। গঙ্গানারায়ণ এতদিন ধরিয়া ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন। এরূপ অত্যাচারী মাধবরায়ের বিরুদ্ধে উদ্ধত প্রজামণ্ডলীকে দাঁড় করান সহজ বুঝিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একে একে বহুশত লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, এরূপ দুষ্ট ব্যক্তিকে রাজসংসার হইতে উৎসাদিত করিতে না পারিলে আর উপায়ান্তর নাই। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘাটবাল-সর্দ্দারগণ গঙ্গানারায়ণ সহযোগে গমনপূর্ব্বক মাধবসিংহকে আক্রমণ করে এবং তাহাকে হরণপূর্ব্বক এক পর্ব্বতান্তরালে সমুপস্থিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ তীরনিক্ষেপে হত্যা করে।

মাধবসিংহের হত্যার পর, বরাহভূমে যথারীতি লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে সমগ্র চুয়াড়সম্প্রদায় তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ সামন্তরাজ্যবাসী অন্যান্য চুয়াড়েরাও তাঁহার দলভুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে দলপুষ্ট হইয়া গঙ্গানারায়ণ বড় বাজারস্থ রাজপ্রাসাদ, মুনসেফ-কাছারী ও পুলিশথানা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে; কেবলমাত্র দুইজন কাছারীর পেয়াদা তাহাদের হস্তে নিহত হয়। অপর সকলেই পলাইয়া যায়।

এই সময়ে সমগ্র জঙ্গলমহল গঙ্গানারায়ণের কৃপাধীনে ছিল। সেই বিশৃঙ্খলতার সময় তিনিই একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে লুণ্ঠনযোগ্য এমন স্থান ছিল না, যাহা তাঁহার কঠোর নিষ্পীড়ন না সহ্য করিয়াছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত গঙ্গানারায়ণ অপ্রতিহত প্রভাবে বিদ্রোহিতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে দমনের জন্য ইংরাজ ৩ দল পদাতি সৈন্য ও ৮টী কামান পাঠাইয়া দেন। প্রথম একটী খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজপক্ষে পরাজয় হয়। কিন্তু গোলাগুলির সম্মুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া তাহারা পর্ব্বতাভ্যন্তরে পলাইয়া যায়।

ইংরাজসেনা কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া গঙ্গানারায়ণ সদলে সিংহভূম প্রদেশে উপনীত হন। এখানে তিনি দুর্দ্দমনীয় লর্খা জাতিকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পান। ঐ সময়ে খর্সাবানের ঠাকুর সর্দ্দারের সহিত তাহাদিগের বিরোধ চলিতেছিল। তাহারা গঙ্গানারায়ণকে বলিয়াছিল যে, যদি তিনি খর্সাবানের দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তাহাদের কৃতাপমানের প্রতিশোধ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার মত বীরের চরণতলে আত্মবিক্রয় করিতে পারে। দুর্গাক্রমণকালে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়। খর্সাবানরাজ তাঁহার মুণ্ড ইংরাজসেনানী উইল্কিন্‌সনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন।

খর্সাবানপতি গঙ্গানারায়ণের মুণ্ডপ্রেরণকালে ইংরাজসেনানীকে যে পত্র পাঠান, তাহাতে এই ভূমিজগণের সামাজিক ইতিবৃত্ত কতকাংশে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভূমিজদিগের এতদ্দেশে আগমনপ্রসঙ্গে কোন কিম্বদন্তী নাই। ছোট নাগপুরের মুণ্ডাদিগের সহিত তাহাদের কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিবাহ, একত্র ভোজন বা উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কোন ভেদাভেদ নাই। পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া এতাদৃশ উন্নত হইয়াছে যে, তাহারা আপনাদিগকে উহাদের স্বসম্পর্কীয় বলিতেও ঘৃণা বোধ করে। ধলভূমের ভূমিজগণ আপনাদিগকে স্থানীয় আদিম অধিকারী বলিয়া জানে। তাহারা মুণ্ডা, হো বা সাঁওতাল প্রভৃতি সহিত কোন সংস্রব স্বীকার করে না।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই এই ভূমিজজাতীয়। বাঘমুণ্ডীর রাজা ব্যতীত অপর সকলেই আপনাদিগকে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়-বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পায়। আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা কোন বিশিষ্ট বংশে না যাইয়া স্বতন্ত্র বংশকাহিনীর উদ্ভব করিয়াছে। বরাহভূমের রাজবংশ-বিবরণীতে প্রকাশ আছে যে, নাথবরাহ ও কেশবরাহ নামে দুইটী বিরাট রাজপুত্র পিতার সহিত কলহ করিয়া, রাজা বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে গমন করে।* রাজা বিক্রমাদিত্য কনিষ্ঠের আচরণে বিরক্ত হইয়া কেশবরাহকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং তাহার রক্তে জ্যেষ্ঠের কপালে রাজটীকা ও রাজ-ছত্র প্রদান করেন। অনন্তর তিনি নাথবরাহকে আদেশ করিলেন যে, এক দিবারাত্রের মধ্যে তুমি অশ্বারোহণে যতদূর পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিবে, ততদূর পর্য্যন্ত স্থান তোমার অধিকারে থাকিবে। তদবধি বরাভূম রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। [বরাভূম দেখ।]

দুএকটী ব্যতীত সিংহভূম ও মানভূমের অধিকাংশ ঘাটবালই এই ভূমিজ জাতিভুক্ত। ধলভূমের রাজবংশ আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহার বংশকাহিনী হইতে প্রকৃত বিবরণ বাহির হইয়া পড়ে। কিম্বদন্তী এই যে, পাচেট রাজ্য হইতে রঙ্কিনী নামক কালীমূর্ত্তি প্রস্থানকালে এক রজকগৃহে আশ্রয় লাভ করেন। দেবী তাঁহার আশ্রয়লাভে প্রীত হইয়া স্বীয় পরিবার দেবভাগণের মধ্যে

* পাতকুমের রাজগণ এই বিক্রমাদিত্য হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করেন। বরাহভূমের উৎপত্তিকাহিনীও তাঁহাদের বংশধারায় সংশ্লিষ্ট।

এক যোগিনী ব্রাহ্মণীকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। এই কামিনীর গর্ভে ধলভূমরাজবংশের উৎপত্তি হয়।*

এই জাতির মধ্যে অনেকেই বৰ্দ্ধিষ্ণু। সর্দ্দার ঘাটবালগণ ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারের ন্যায়। সর্দ্দারের অধিকৃত ভূমি জমা লইয়া যে সকল ঘাটুবাল উক্ত সর্দ্দারের অধীন থাকে, তাহারা জোতদারের অনুরূপ। তাহারা বাঙ্গালী প্রজার ন্যায় সাধারণতঃ কৃষিবিদ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাসগৃহাদি বাঙ্গালীর অনুকরণেই নির্ম্মিত। আচারব্যবহার ও রীতিনীতি অনেকাংশে বাঙ্গালীরই সমতুল্য। কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও হো প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা তাহারা অনেকাংশে পরিচ্ছন্নস্বভাব, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন কোন কোন কার্য্যে তাহারা আপনাপন পূর্ব্বতন অনার্য্য রীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

তাহাদের মধ্যে অসংখ্য থাক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্থান বিশেষে কএকটী প্রধান ও অপরগুলি অপ্রধান বলিয়া বিবেচিত। ইহার কারণ এই যে, একস্থানের ভূমিজগণ বহুদিন হিন্দু বঙ্গবাসীর সংসর্গে থাকিয়া হিন্দুর অনুকরণে সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে ভিন্নদেশীয় ভূমিজগণ ঐ স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলে, আচারব্যবহারের নিকৃষ্টতাহেতু, হীনশ্রেণীমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের অধিকাংশ জাতীয় সংজ্ঞাই স্থান বা জীববাচক। এক স্থানের ভূমিজগণ অন্যস্থানে যাইয়া বাস করিলে তাহারা পূর্ব্বগ্রামী বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপে তাহাদের মধ্যে অনেক থাকের উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর, মানভূম ও সিংহভূমের ভূমিজগণের মধ্যে উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। *

স্বগোত্র বা শ্রেণীমধ্যে তাহারা বিবাহ করিতে পারে না এবং নিকটাত্মীয় সম্বন্ধে ৩ বা ৫ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে কোন বাধা নাই। এখন বালিকাবিবাহ প্রচলিত হইলেও বর্ষীয়সী কন্যার বিবাহে তাহাদের অনভিমত নাই। অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলেও তাহারা কোন অপমান বোধ করে না। বিবাহের পূর্ব্বে যদি কোন কোন পুরুষের সংস্রবে যুবতী গর্ভিণী হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষই তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। বিবাহের জন্য কন্যাপণ দিবার বিধি আছে।

কএকটী স্ত্রী-আচার ও সিন্দুরদান ব্যতীত তাহাদের বিবাহের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই তাঁহাদের বিবাহে যাজকতা করে। পারিবারিক প্রথামত তিন হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত বিবাহ-গ্রন্থি (গাঁটছড়া) রাখিতে হয়, তৎপরে সেই বস্ত্রগ্রন্থি খুলিয়া বর ও কন্যা হরিদ্রা-মর্দ্দনান্তে স্নান করে। বহুবিবাহে নিষেধ নাই। বিধবাকে 'সাঙ্গা' করিতে হয়। কুমারীবিবাহে অধিক পণ লাগে বলিয়া, সাধারণে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সময় অল্প পণ দিয়া অল্প বয়স্ক বিধবারমণীকে সাঙ্গা করিয়া থাকে।

স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে। ঐ সময় রমণীর আত্মীয়বর্গকে লইয়া একটী সভা সংগঠিত হয়। সভার বিচারে রমণী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার স্বামী আসিয়া সধবা-চিহ্নসূচক হাতের লোহ খুলিয়া লয় এবং একখানি শালপাতে জল ঢালিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলে, উহাকে 'পাণ পাতা ছিড়া' বলে অর্থাৎ সেইক্ষণ হইতে স্বামী আর ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়ী নহে। ঐ রমণী পুনরায় সাঙ্গা করিতে সমর্থ। কিন্তু স্ত্রীলোকের অপর পুরুষসংসর্গে গৃহত্যাগ ব্যতীত স্বামিত্যাগে অধিকার নাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিক ভাগ পাইয়া থাকে এবং অপর সকলে সমান অংশ পায়। ঘাটবালদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রই একমাত্র পিতৃধন ও পদমর্য্যাদার অধিকারী, অপর পুত্রেরা উপজীবিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ।

কালী বা মহামায়ার পূজায় তাহারা সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। সিঙ্গ-বোঙ্গা বা ধর্ম্ম নামে তাহারা শস্যদাতা সূর্য্যেরও

---

* এতদ্বারা অনুমান হয় যে, ধলভূমের কোন ভূমিজসর্দ্দার ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী পারাগ্রাম হইতে পাঁচেট রাজকুলদেবী রঙ্কিনীকে হরণ করিয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ধলভূমবাসী সর্ব্বশ্রেণীর লোকে এই দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে। নররক্তে দেবী তৃপ্তিলাভ করিতেন বলিয়া প্রতিবৎসর বিন্ধ্যপর্ব্বতে লোকে ক্ষুদ্রমতি শিশুদিগকে ভুলাইয়া দেবীসমক্ষে বলি দিত। প্রায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে নরবলিস্রোত প্রবাহিত থাকে। ঐ সঙ্গে বিন্ধ্যপর্ব্বতে অনুষ্ঠিত আর একটি নৃশংস ব্যাপারের লোপ হইয়া যায়। ঐ সময়ে অধিবাসিগণ দুইটী বন্য পুংমহিষ তাড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট বেষ্টনীর নিকট (কাষ্ঠপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটী রঙ্গভূমে) আনিত। উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মঞ্চোপরি রাজা ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট থাকিতেন। যথাবিহিত পূজাদি অনুষ্ঠানের পর রাজা ও রাজকুলপুরোহিত সর্ব্বপ্রথমে বধ উদ্দেশে মহিষদ্বয়ের উপর তীরক্ষেপ করিতেন। তৎপরে অপর সকলে একে একে ঐ জন্তুদ্বয়কে তীরবিদ্ধ করিলে, যন্ত্রণায় তাহারা ভীষণ চিৎকার করিত। ক্রমে উহারা নির্জ্জীব হইয়া পড়িলে, সকলে আসিয়া কুঠারাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিত।

* দেশী, তামারিয়া, মানকি, মুড়া, শিকারিয়া, পাতকুমিয়া শেলো ও বরাভূমিয়া প্রভৃতি থাক এবং বড়া, কর্ুটিয়া, বাদ্যা, ভূঁইয়া, চাণ্ডিল, গুলগু, হাঁসদা, হেমরোম, জার, কচ্ছপ, লেজ, নাগ, ও বাসাড়ী, সাগ্‌মা, শালকবি, শাণ্ডিল্য, শৈবাল, তেসা, তুমারুষ, তুতি প্রভৃতি তাহাদের শ্রেণী বা গোত্রাভিধান।

পূজা দেয়। এতদ্ভিন্ন জাহিরবুরু, কাড়াকাটা, বাগভূত, গ্রামদেবতা, দেবশালী, বুরুকুড়া, বিশাই চণ্ডী, পাঁচবহিনী ও বায়ডেলা প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজায় তাহারা বিশেষ ধুমধাম করিয়া থাকে।

তাহারা শবদেহ দাহ করে। মুখাগ্নির পর মুখাগ্নিদাতা পুরুষ গৃহে ফিরিয়া যায় এবং মৃতের পত্নী ও পরিবারস্থ অপরাপর স্ত্রীগণ কলসী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। চিতাগ্নি ভস্মীভূত হইলে স্ত্রীগণ কলসীস্থ জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করে এবং তন্মধ্যে অস্থ্যাদি পুরিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। পরে সেই অস্থির কতকাংশ গৃহস্থিত তুলসীবৃক্ষের নিম্নে পুঁতিয়া অবশিষ্টাংশ কলসী সহ জাতীয়-সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করে এবং তাহার উপর একখানি প্রস্তর উত্তোলিত করিয়া রাখে। মৃতাত্মার তৃপ্তির জন্ম ঐ সময় একটী মুরগী হত্যা করা হয়। দশম দিনে ক্ষৌরকার্য্য ও একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। শেলোভূমিজদিগের মধ্যে ১১শ দিনে কএকটী অনার্য্যক্রিয়া সাধিত হয়।

ঘাটবাল ভূমিজদিগের মধ্যে অনেকেই সৈনিকের কার্য্য করে। শান্তিরক্ষক পুলিশ-প্রহরীর কার্য্যেও অনেককে নিযুক্ত দেখা যায়। সাধারণে চাসবাস এবং শেলোগণ লৌহ গালাই করিয়া থাকে। সর্দ্দার বা রাজ উপাধিধারী ভূমিজ জমিদারগণ ব্রাহ্মণকুলপুরোহিত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং সর্ব্বদা বিজ্ঞতম ব্রাহ্মণের পরামর্শে চলিয়া ক্রমশঃই হিন্দুত্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

ভূমিজ-গুগ্গুলু (পুং) ভূমিজো গুগ্গুলুঃ। আশাপুর গুগ্গুলু, মহিষাক্ষগুগ্গুল। পর্য্যায় দৈত্যমেদজ, দুর্গাহ্ব, আশাপুরসম্ভব, মজ্জার, মেদজ, মহিষাসুরসম্ভব। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, কফবাতনাশক, মেধ্য, ভূতঘ্ন ও সুগন্ধপ্রদ।

(রাজনি°)

ভূমিজম্বু (স্ত্রী) ভূমিজাতা জম্বুঃ। ক্ষুদ্র জম্বু। পর্য্যায়—নাদেয়িকা, নাদেয়ী, ভূজম্বু, ভূমিজম্বুকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, হ্রস্বফলা, ভৃঙ্গবল্লভা, হ্রস্বা, ভ্রমরেষ্টা, পিকভক্ষা, কাষ্ঠজম্বু। (শব্দরত্না°) চলিত ভুঁইজাম, বনজাম। ইহার গুণ—কষায়, মধুর, শ্লেষ্মপিত্তনাশক, রুচিকর, সংগ্রাহক, হৃদয় ও কণ্ঠদোষনাশক, বীর্য্যকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক। (রাজনি°)

ভূমিজম্বু (স্ত্রী) ভূমিজাতা জম্বুরিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। ভূজম্বু। ভূজম্বু-স্বার্থে কন্ টাপ্। ভূমিজম্বুকা।

ভূমিজম্বুকা, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষভেদ (Premna herbacea)। বাঙ্গলা ভুঁইজাম, সাঁওতাল—কন্দ-বেৎ, তেলগু—নেল-নীড়েডু, সংস্কৃত ভূমিজম্বু, ভূমিজম্বুক। হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে কুমায়ূন হইতে ভূটান পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান এবং দক্ষিণভারতে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার শিকড়ের ক্বাথ বাতরোগে বিশেষ উপকারী।

ভূমিজা (স্ত্রী) ভূমিজ-টাপ্। সীতা। (ত্রিকা°)

ভূমিজীবিন্ (পুং) ভূম্যা তৎকর্ষণাদিনা জীবতীতি জীব-ণিনি। ১ বৈশ্য। (শব্দরত্না°) ২ কৃষিজীবী।

ভূমিঞ্জয় (পুং) বিরাট নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ৪ প° ৩৫অ°)

ভূমিডুম্বুর, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ (Ficus heterophylla) গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের নদীকূলে, সিংহলে এবং ব্রহ্মের আবা হইতে তেনাসেরিম্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়।

বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালায়—ভূইডুমুর, বলালতা, গৌরী-শিওয়া, খটাগুরায়; চট্টগ্রামে বরুস ডুমুর; মধ্যপ্রদেশ—পাথুর; তেলগু—বুরোণী, মলয়—বল্লিতে-রগম্; মিজাপুর—বল-এহেতু; সংস্কৃত—ত্রায়মাণা।

ইহার কাঁচা শিকড়ের রস সেবন করিলে শূলবেদনা বিদূরিত হয়। পাতার রস দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে উদরাময় নষ্ট করে। ধন্যাক সহযোগে তিক্ত শিকড়ের ছালের ক্বাথ কাসরোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে আশু উপকার দর্শে।

F. scabrella ও F. repens নামে ইহার দুইটী পৃথক্ শ্রেণী আছে। চট্টগ্রামবাসিগণ F. scabrella ফল রন্ধন করিয়া খায়।

ভূমিতল (ক্লী) ভূতল, পৃথিবীর উপরিভাগ।

ভূমিতুণ্ডিক (পুং) জনপদভেদ।

ভূমিত্ব (ক্লী) ভূমের্ভাবঃ ত্ব। ভূমির ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূমিদণ্ডা (স্ত্রী) মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূমিদাড়িম্ব, স্বনামপ্রসিদ্ধ লোহিতবর্ণ গুল্মভেদ (Careya-herbacea) কুমায়ুনের তরাই প্রদেশ হইতে আসাম ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে এবং বাঙ্গালা, অযোধ্যা ও মধ্য প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই বৃক্ষ ভুঁইডালিম ও নেপালে ভুবা নামে প্রসিদ্ধ।

ভূমিদান, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দানভেদ। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে এবং ব্রতবিশেষে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার বিধি আছে। ধান্তপূর্ণ ক্ষেত্রদান মহাপুণ্যজনক। [ভূমি শব্দ দেখ]

ভূমিদুন্দুভি (পুং) চর্ম্মাচ্ছাদিত ভূগর্ত্ত। (বৈদিক)

ভূমিদেব (পুং) ভূমৌ দেব ইব, ভূম্যা দেবো বা। ব্রাহ্মণ।

"অথ ক্রিয়াঃ কামদুঘাঃ ক্রতূনাং সত্যাশিষঃ সম্প্রতি ভূমিদেবাঃ।"

(কিরাতার্জ্জুনীয় ৩।৬)

ভূমিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। ভূম্যা ধরঃ। ১ কুলপর্ব্বত। ২ পর্ব্বত মাত্র।

ভূমিপ (পুং) ভূমিং পাতি রক্ষতাতি পা-(আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। রাজা, ভূপতি।

"বীতশোকভয়াবাধাঃ সুখস্বপ্নবিবোধনাঃ।

পতিং ভারতগোপ্তারং সমপদ্যন্ত ভূমিপাঃ॥" (ভারত ১।১০৯।৮)

ভূমিপক্ষ (পুং) ভূমিঃ পক্ষ ইব যস্য। বাতাশ্ব। (হারাবলী)

ভূমিপতি (পুং) ভূম্যাঃ পতিঃ। রাজা, ভূমিনাথ।

ভূমিপতিত্ব (ক্লী) ভূমিপতের্ভাবঃ, ত্ব। ভূমিপতির ভাব বা ধর্ম্ম, রাজত্ব।

ভূমিপাল (পুং) ভূমিং পালয়তাতি পালি-অণ্। রাজা।

ভূমিপাল, উমাজাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা। বিহার-প্রদেশের উমগা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভূমিপালক, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০৩১।২১)

ভূমিপাশ (পুং) বৃক্ষভেদ।

ভূমিপিশাচ (পুং) ভূমৌ পিশাচ ইব, তদ্বদাকৃতিমত্বাৎ। তালবৃক্ষ। (হারাবলী)

ভূমিপুত্র (পুং) ভূম্যাঃ পুত্রঃ। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকাসুর। ৩ শ্যোণাকবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভূমিপুত্রী। ৪ সীতা।

ভূমিপুরন্দর (পুং) ১ রাজা। ২ দিলীপের নামান্তর।

ভূমিপ্রবিভাগ (পুং) ভূম্যাঃ প্রবিভাগঃ। সুশ্রুতোক্ত ঔষধার্থ ভূমিবিভাগ। কোন্ ভূমি হইতে কিরূপ ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইবে, সুশ্রুতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

"অথাতো ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ"

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৩৭ অ০) [ভূমিশব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ]

ভূমিভাগ (পুং) ভূম্যংশ, স্থান, জায়গা।

ভূমিভুজ্ (পুং) ভূমিং ভুনক্তি ভুজ-ক্বিপ্। রাজা।

ভূমিভৃৎ (পুং) ভূমি-ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। ১ রাজা। ২ পর্ব্বত।

ভূমিভেদিন্ (ত্রি) ১ ভূমিভেদকারক। ২ ভূমি হইতে পৃথক্‌কারী।

ভূমিমণ্ড (পুং) ভূমিং মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মণ্ডি-অণ্। অষ্ট-পাদিকা লতা। চলিত—মদনলীলী বা হাপরমালী। (রত্নমালা)

চক্ষু উঠিলে বা কোন প্রকারে লাল হইলে হাপরমালীর ফুট দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ভূমিমণ্ডন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্যা০ ৩১।৩২)

ভূমিমণ্ডপভূষণা (স্ত্রী) ভূমিমণ্ডপং ভূষয়তীতি ভূষি-ল্যু-টাপ্। মাধবীলতা। (রাজনি০)

ভূমিমৎ (ত্রি) ভূমি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। ভূমিযুক্ত, যাহার ভূমি আছে।

ভূমিমিত্র (পুং) মিত্রবংশীয় রাজভেদ।

ভূমিরক্ষক (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-ণ্বুল্, ভূমে রক্ষকঃ, গমন-কালে ভূমেরুপরি পাদাপ্রদানাৎ তথাত্বং। ১ বাতাশ্ব। (ভূরি-প্রয়োগ) ২ ভূমিরক্ষাকারী।

ভূমিযান, জম্বুদ্বীপান্তর্গত মধ্যদেশস্থিত দেশভেদ।(রোমকসিদ্ধান্ত)

ভূমিলগ্না (স্ত্রী) শুক্লগোকর্ণী, শুক্লাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি০) ২ ভূমিতে যাহা লাগিয়া থাকে।

ভূমিলতা (স্ত্রী) ১ শঙ্খপুষ্পীলতা। (বৈদ্যকনি০) ২ কিঞ্চুলুকা, চলিত কেঁচো। (ভৈষজ্যরত্না০)

ভূমিলবণ (ক্লী) মৃত্তিকালবণ, চলিত সোরা। (বৈদ্যকনি০)

ভূমিলাভ (পুং) ভূমে র্লাভোঽত্র। ১ মৃত্যু। (ভূরিপ্র০) ২ ভূমিপ্রাপ্তি, ভূমির লাভ।

ভূমিলেপন (ক্লী) ভূমির্লিপ্যতেঽনেনেতি লিপ-ল্যুট্। ১ গোময়। (হেম) ২ ভূমির লেপন।

ভূমিরুহ (পুং) ভূমি-রুহ-ক। বৃক্ষ।

ভূমিলোক (পুং) পৃথিবীলোক।

ভূমিবর্দ্ধন (পুং ক্লী) ভূমির্বর্দ্ধ্যতেঽনেনেতি বৃধ-ণিচ্ ল্যুট্। স্বীয় পার্থিবাংশপ্রদানেন ভূমের্বর্দ্ধনাদস্য তথাত্বং। মৃত্তিকা-বর্দ্ধক মৃতদেহ, শব, মড়া।

ভূমিবল্লী (স্ত্রী) মার্কণ্ডিকা লতা, চলিত ভুঁই-আমলা, কাক-রোল বিশেষ। (ভাবপ্র০)

ভূমিশয় (পুং) ভূমৌ শেতে শী-অচ্। ১ বালক। (ত্রি) ২ ভূমি শয়ানমাত্র। ৩ বনচটক, চলিত ছাতার। (রাজনি০)

ভূমিশয্যা (স্ত্রী) ভূমিরেব শয্যা। ভূমিরূপশয্যা, মৃত্তিকাশয্যা।

ভূমিষ্ঠ (ত্রি) ভূমৌ তিষ্ঠতি স্থা-ক, অম্বাদিত্বাৎ ষত্বং। ১ প্রণত। ২ ভূমিতে পতিত, ভূমিতে স্থিত। ৩ জাত, উৎপন্ন।

ভূমিসত্র (ক্লী) ভূমিদানরূপং সত্রং, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। ভূমিদানরূপ যজ্ঞ। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ইক্ষুভিঃ সহিতাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্।

গোঽশ্ববাহনপূর্ণাং বা বাহুবীর্য্যাদুপার্জ্জিতাম্॥

নিধিগর্ভাং দদদ্ভূমিং সর্ব্বরত্নপরিচ্ছদাম্।

অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ ভূমিসত্রং হি তস্য তৎ॥"

(ভারত অনুশাসনপ০ ৬২ অ০)

বাহুবীর্য্য দ্বারা উপার্জ্জিতা শস্যশালিনী ভূমিদান করার নামই ভূমিসত্র। এই যজ্ঞকারীর অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে।

ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ন, পশু এবং ধান্য ও যব প্রভৃতি শস্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন।

যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে ভূমিভোগ করিতে পারেন। ভূমিদান করিলে তপস্যা, যজ্ঞ,

বিদ্যা, সুশীলতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চ্চনা, গুরুশুশ্রূষা, এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও মণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল হইয়া থাকে। অনুশাসন পর্ব্বে ৬২ অধ্যায়ে ভূমিদানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভূমিসম্পুট (পুং) শরাবাদি। (বৈদ্যকনি°)

ভূমিসম্ভবা (স্ত্রী) ভূমেঃ সম্ভব উৎপত্তির্যস্যাঃ। সীতা। (জটাধর)

ভূমিসব (পুং) ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞভেদ। (সাংখ্যা° ব্রা° ১৪।৭।৩।৩)

ভূমিসুত (পুং) ভূমেঃ সুতঃ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ভূমিসেন (পুং) দশম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৯৪অ°)

ভূমিস্তোম (পুং) একাহসাধ্য যজ্ঞভেদ। (আশ° গৃ° ৯।৫)

ভূমিস্নু (পুং) ভূমিকীট।

ভূমিস্পৃশ্ (পুং) ভূমিং স্পৃশতীতি স্পৃশ্ (স্পৃশোঽনুদকে ক্বিন্। পা ৩।২।৫৮) ইতি ক্বিন্। ১ মানুষ। ২ বৈশ্য। (মেদিনী) ৩ চৌরবিশেষ। ৪ অন্ধ। ৫ খঞ্জ। (শব্দরত্না°)

ভূমিস্পর্শমুদ্রা, বৌদ্ধযতিদিগের উপাসনার্থ আসনবিশেষ। ইহাকে বজ্রাসনও বলে।

ভূমিহার, বেহার প্রদেশবাসী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহারা সাধারণে ভূঁইহার ব্রাহ্মণ বা বাভন নামে পরিচিত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ জাতিকে ভূম্যধিকারী দেখিয়া, বর্ত্তমান জাতিতত্ত্ব-বিশারদগণ কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বাভন শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভূমিহারক, ব্রহ্মখণ্ড বর্ণিত জাতি বিশেষ। (ব্রহ্মখ° ৩৩।২৮-২৭)

ভূমী (স্ত্রী) ভূমি পক্ষে ঙীষ্। ভূমি।

ভূমীন্দ্র (পুং) ভূম্যামিন্দ্র ইব, ভূমেঃ ইন্দ্র ঈশ্বরো বা। রাজা।

ভূমীরুহ (পুং) ভূম্যাং রোহতীতি রুহ-ক। বৃক্ষ।

"দীর্ঘান্তাপযুতা যথা বিরহিণী শ্বাসাস্তথা বাসরা
যামিন্যশ্চপলা যথা কুলবধূদৃষ্টিঃ সারোষা প্রিয়ে।
ছায়া বাল্যতমা নবোঢ়বনিতা বাণীব ভূমীরুহা
নিস্পন্দাঃ সুচিরাদ্ যথা মিলিতয়োর্যূনো মিথো দৃষ্টয়ঃ॥"
(উদ্ভট)

ভূমীসহ (পুং) ভূমেঃ সহতে উৎসহতে উৎপদ্যতে ইতি সহ-অচ্। বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী ভূংরসহ। পর্য্যায়—ধারদাত্তু, বরদাত্তু, খরচ্ছদ। ইহার গুণ শীতল এবং রক্তপিত্তপ্রসাদন। (ভাবপ্র°)

ভূম্যনন্তর (পুং) ভূমেরনন্তরঃ। রাজশত্রু।
(কামন্দকী নীতি° ৮।৫৯)

ভূম্য (ত্রি) ভূমিমর্হতি যৎ। ধরার্হ। (ঋক্ ৫।৪১।১০)

ভূম্যাঙ্গুল্য (স্ত্রী) স্বনামখ্যাতক্ষুপ। হিন্দী ভূঁইত খড়্। ইহার গুণ তিক্ত রস, জ্বর, কুষ্ঠ, আম ও সিদ্মহর। (রাজনি°)

ভূম্যামলকী (স্ত্রী) ভূমিলগ্না আমলকী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষুপবিশেষ, চলিত ভুঁই আমলা, হিন্দী অরুনেলী। পর্য্যায়—বহুপুষ্পী, জড়া, অধ্যণ্ডা, তালি, তামলকী, অজটা, সূক্ষ্মফলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুন্নক, ঝটা, অমলা, অজ্ঝটা, তালী, শিবা, ঝাটা, মলা, ঝাটামলা, অমলাজ্ঝটা, ভূম্যা-মলকিকা, শিবামলকী, বহুপুত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা, ভূধাত্রী। (অমর প্রভৃতি) ইহার গুণ—বাতকারক, তিক্ত, কষায়, মধুর, হিম, পিপাসা, কাস, পিত্ত, অসৃক্, কফ, পাণ্ডু ও ক্ষতনাশক। (ভাবপ্র°)

রাজনির্ঘণ্ট মতে পর্য্যায়—তমালী, তালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুন্নিকা, ভূধাত্রী, চারটী, বৃষ্যা, বিষঘ্নী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্য্যা, অহিভয়দা, বিশ্বপর্ণী, হিমালয়া, অজ্ঝটা, বীরা। ইহার গুণ—কষায়, অম্ল, পিত্ত, মেহ ও দাহ-নাশক, শীতল, এবং মূত্ররোধনাশক। (রাজনি°)

স্বনামখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিশেষ (Flacourtia Cataphracta) বঙ্গ, আসাম, ব্রহ্ম, বোম্বাই ও পশ্চিমঘাটের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই উদ্ভিদ্ জন্মিতে দেখা যায়। অনেক স্থানে ইহার চাসও হইয়া থাকে, স্থানবিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী-তালিশপত্রী, পানি-আমলক, পানি-আম্‌লা, বাঙ্গালা—পানি-য়ালা; বোম্বাই—জঙ্গম, তাম্বঠ, জগ্‌গম; মহারাষ্ট্র—তম্বৎ, গুর্জ্জর—তালিশপত্র, তামিল ও তেলগু—তালীশপত্রী, ব্রহ্ম—নয়ম্বেড়, আরব্য—জর্ণব, পারস্য—তালিশ পতর।

ইহার পত্র ও কচি ডগার আস্বাদ অনেকটা রেউচিনির ন্যায় ধারক ও উদরাময়নাশক। অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য ও যক্ষ্মাকাস রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার ছাল সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে স্বরভঙ্গদোষ নষ্ট হয়। পিত্তঘটিত জ্বরে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দীর্ঘস্থায়ী কাসরোগে ইহা অন্যান্য ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহার ফল কুলের ন্যায়, কিন্তু বেগুনী বর্ণের। বর্ষার সময় উহা বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। এই ফলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়।

ভূম্যামলী (স্ত্রী) ভূম্যা আমলতে আত্মানং ধারয়তীতি আ-মল অচ্ ঙীষ্। ভূম্যামলকী।

ভূম্যাহলী (স্ত্রী) অপরাজিতা লতা। (রাজনি°)

ভূম্যাহুল্য (স্ত্রী) ভূমিমাহোলতি আচ্ছাদয়তীতি আ-হল-ক, ততো যৎ। ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যায়—কুষ্ঠকেতু, মার্কণ্ডীয়, মহৌষধ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, জ্বর, কুষ্ঠ ও আমনাশক। (রাজনি°) ইহার ভূম্যাঙ্গুল্য নামও পাওয়া যায়।

ভূম্যুদরাশ্রয়া (স্ত্রী) মূষিককর্ণী লতা, চলিত মুষাকাণী লতা।

ভূয়স্, চালুক্যবংশীয় জনৈক প্রাচীন নরপতি। কান্যকুব্জের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চনকটকপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভূয়স্ (অব্য°) ভুবে ভাবায় ব্যাপ্তি ঘততে ইতি ভূ-যস্-ক্বিপ্। পুনরর্থ। "যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বরঃ।
তৎ সর্ব্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ২।৪।২৪)

ভূয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বহুরিতি বহু (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) ইতি ঈয়সুন্। বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ। পা ৬।৪।১৫৮) ইতীয়সুন্ ঈলোপঃ ভূয়াদেশশ্চ। বহুতর।
"পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।" (মনু ২।১৩৭)

ভূয়শস্ (অব্য°) ভূয়স্ বীপ্সার্থে শস্, সলোপঃ। বহুশঃ, বহুপ্রকার।

ভূয়স্কর (ত্রি) ভূয়ো বহুতরং করোতি কৃ-অন্। বহুতরকারক।
"বহুকার শ্রেয়স্কর ভূয়স্কর ইন্দ্রস্য" (শুক্ল যজু° ১০।২৮)

ভূয়স্কৃৎ (ত্রি) ভূয়ো বহুবারং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। পুনঃ পুনঃ কারক।

ভূয়স্তরাম্ (অব্য°) অতিশয় বার বার।

ভূয়স্ত্ব (ক্লী) ভূয়ো ভাবঃ ত্ব। পুনঃপুনত্ব, বহুর ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূয়স্থিন্ (ত্রি) পৌনপুন্যবিশিষ্ট।

ভূয়িষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বহুরিতি বহু-ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠস্য যিট্ চ। পা ৬।৪।১৫৯) ইতি যিড়াগমো বহোঃ স্থানে ভূয়াদেশশ্চ। বহুতর, প্রচুর।
"ইন্দ্রস্য বাহোর্ভূয়িষ্ঠমোজিঃ" (ঋক্ ৮।৮৫।৩)

ভূয়িষ্ঠভাজ্ (ত্রি) ভূয়িষ্ঠং ভজতে ভজ-ণ্বি। প্রচুর ভজনাকারী। "বায়ুর্বৈ নোহস্য যজ্ঞস্য ভূয়িষ্ঠভাক্"(শত°ব্রা° ৪।১।৩।১১)

ভূয়িষ্ঠশস্ (অব্য°) বহুবারে।

ভূয়ুক্তা (স্ত্রী) ভূবা যুক্তা। ভূমিখর্জ্জুরী। (রাজনি°)

ভূর্ (অব্য°) ভূ-রুক্। অন্তরীক্ষ লোক হইতে অধঃস্থিত চরণসঞ্চারযোগ্য স্থান, লোক। "ভূঃ স্বাহা ইদং ভূঃ" (হোমপদ্ধতি)

ভূর্ (দেশজ) প্রচুর। যথা—'গন্ধ ভুর ভুর করছে'।

ভূর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৭৬ বর্গ মাইল। এখানকার চৌকানদীতীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিত্যকায় ন্যায় উচ্চ। ইহার উপরিভাগে অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। আম্র, পিয়ারা, কুল প্রভৃতি অসংখ্য ফলকাননের কানন ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা ও প্রচুর শস্যশালী। এতদ্ভিন্ন এখানকার গণিয়ার নামক নিম্ন সমতলক্ষেত্রেও বিস্তৃত চাষবাস আছে। শরৎকালের বৃষ্টিতে নদীবন্যায় এই স্থান ভাসিয়া যায় এবং তজ্জনিত পলি দ্বারা ইহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই পরগণার অন্তর্গত আলীগঞ্জ, শাহপুর, বড়িয়া খেরা ও জগদীশপুর গ্রামে বহুসংখ্যক দুর্গ, পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ উহাকে বেণরাজার কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। নিকটবর্ত্তী শালবনে ও উল্ নদীতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি বা স্তূপ এবং স্থানে স্থানে বৃহদাকার ইন্দারা সমূহ দেখিয়া অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে এই স্থান জনতাপূর্ণ ছিল। উক্ত স্তূপ সমূহের মধ্যে কএকটী বৌদ্ধ স্তূপ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

ভূরথ, সহ্যাদ্রি বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা° ৩৩।৪৮)

ভূরাগড়, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ। বান্দানগরের ১ মাইল পশ্চিমে ভরেণ্ডী গ্রামের পার্শ্বদেশে কেন নদীতীরে স্থাপিত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জৈৎপুররাজ গুমান সিংহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও গ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

ভূরতি (পুং) কুশাশ্বপুত্রভেদ।

ভূরি (ক্লী) ভবতি ভূয়তে বেতি ভূ-(অদিশদিভূশুভিভ্যঃ। উণ্ ৪।৬৫) ইতি ক্রিন্। ১ স্বর্ণ। (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ ব্রহ্মা। ৪ শিব। (মেদিনী) ৫ বাসব। (শব্দরত্না°) ৬ সোমদত্তের পুত্রভেদ।
"কৌরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ।
সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরি র্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ॥" (ভারত ১।১৮৭।১৪)
(ত্রি) ৭ প্রচুর। (পুং) ৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা।
(সহ্যা° ৩৩।২৫)

ভূরিকর্ম্মন্ (ত্রি) ভূরি প্রচুরং কর্ম্ম যস্য। প্রচুর কর্ম্মযুক্ত।
"কৃতাবতুভ্যমানায় পৃথবে ভূরিকর্ম্মণে।
বরান্ দদুস্তে বরদা যে তদর্হিষি তর্পিতাঃ॥"(ভাগ°৪।১৯।৪০)

ভূরিগন্ধা (স্ত্রী) ভূরি প্রচুরো গন্ধোহস্যাঃ, ততষ্টাপ্। ১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ গন্ধাঢ্য।

ভূরিগম (পুং) ভূরিভির্ভারৈ র্গচ্ছতীতি ভূরি-গম (গ্রহ-বৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি অপ্। গর্দ্দভ।

ভূরিজ্ (স্ত্রী) ভরতি সর্ব্বং ধরতীতি ভূঞ (ভূঞ উচ্চ। উণ্ ২।৭২) ইতি ইজি, সচ কিৎ, ধাতোরুকারান্তাদেশশ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পৃথিবী।

ভূরিজ (ত্রি) ভূরি-জন-ড। এককালে বহুজাত।

ভূরিজন্মন্ (ত্রি) ভূরি জন্ম যস্য। বহুজন্ম, বহুবিধজন্ম। "ভূরিজন্মা বিচর্ষ্টে" (ঋক্-১০।৫।১)' ভূরিজন্মা বহুবিধজন্মঃ' (সায়ণ)

ভূরিজ্যেষ্ঠ (পুং) বিদূরথের পুত্র চন্দ্রবংশীয় নৃপতিভেদ। (মৎস্যপু° ৪৯ অঃ)

ভূরিতা (স্ত্রী) ভূরি-ভাবে তল্‌-টাপ্‌। ভূরিত্ব, প্রচুরের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রভূতত্ব। "হিরেবণর্বা যান্তি ভূরিতাম্‌" (কথাসরিৎসা° ২৮।১৪১)

ভূরিতেজস্‌ (ত্রি) ভূরি প্রভূতং তেজো যস্য। অতিশয় তেজস্বী।
"এতে মনূংস্তু সপ্তাত্মানসৃজন্‌ ভূরিতেজসঃ।" (মনু ১।৩৬)
(পুং) ২ সুবর্ণ। (রাজনি°)

ভূরিদ (ত্রি) ভূরি দদাতীতি দা-ক। প্রভূতদানকারী।
"বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ।
সপালাহ্যভবন্‌ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ॥"(ভাগ°৬।১৩।১)

ভূরিদক্ষিণ (ত্রি) ভূরির্দক্ষিণা যস্য। বহুতর দক্ষিণাদানযুক্ত। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৬)

ভূরিদা (স্ত্রী) বড় দাতা।

ভূরিদাত্র (ত্রি) বহুবিধ আয়ুধযুক্ত।
"বায়ুধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উভে" (ঋক্‌ ৩।৩৪।১)
'ভূরিদাত্রঃ দায়তে লূয়তেঽনেন শত্রুশির ইতি দাত্রমায়ুধং বহুবিধায়ুধোপেতঃ' (সায়ণ)

ভূরিদাবন্‌ (পুং) ভূরি দদাতি যো ভূরি দা-বনিপ্‌। প্রচুর-দাতা, যিনি অতিশয় দান করেন। (ঋক্‌ ২।২৭।১৭)

ভূরিদুগ্ধা (স্ত্রী) ভূরীণি দুগ্ধানি যস্য নির্যাসা যস্যাঃ। বৃশ্চিকালী। (রাজনি°)

ভূরিদ্যুম্ন (পুং) ভূরি দ্যুম্নং যস্য। নবম মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭অ°) ইহার পাঠান্তর 'ভূদ্যুম্নি' এই পাঠ প্রামাদিক।

ভূরিধন (ত্রি) ভূরি প্রভূতং ধনং যস্য। প্রভূত ধনযুক্ত।

ভূরিধামন্‌ (পুং) নবম মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭অ°) (ত্রি) ভূরিধাম যস্য। ২ প্রভূত তেজোযুক্ত।

ভূরিধায়স (ত্রি) বহুকার্য্যের কর্ত্তা।
"ভবি ধর্ণসিংভূরিধায়ংস" (ঋক্‌ ৯।২৬।৩)
'ভূরিধায়সং বহূনাং কর্ত্তারং' (সায়ণ)

ভূরিধার (ত্রি) বহুধার। "ভূরিধারে পয়স্বতী ঘৃতং" (ঋক্‌৬।৭০।২)
'ভূরিধারে, বহুধারে দিবো বৃষ্টিধারাঃ, পৃথিব্যাশ্চলত্যদ্ভূত রসধারা এবমুভয়োরপি বহুধারম্‌' (সায়ণ)

ভূরিপত্র (পুং) ভূরীণি পত্রাণি যস্য। উষরতৃণ। (রাজনি°)

ভূরিপলিতদা (স্ত্রী) ভূরি পলিতং কেশপাকং দায়তি শোধয়তি ইতি দৈপ্‌-ক, টাপ্‌। পাণ্ডুরফলী। (রাজনি°)

ভূরিপাণি (ত্রি) বহু হস্তযুক্ত।

ভূরিপাশ (ত্রি) প্রভূতবন্ধনসাধনপাশোপেত মিত্রাবরুণ,মিত্রা-বরুণ দ্বিবচনান্ত বলিয়া এই শব্দও দ্বিবচনান্ত। "তং ভূরিপাশ বনৃতস্য সেতু" (ঋক্‌ ৭।৬৫।৩) 'তৌ মিত্রাবরুণৌ ভূরিপাশৌ প্রভূতবন্ধনসাধনপাশপেতৌ' (সায়ণ)

ভূরিপুষ্পা (স্ত্রী) ভূরীণি পুষ্পাণ্যস্যাঃ। শতপুষ্পা। (রাজনি°)

ভূরিপোষিন্‌ (ত্রি) ভূরি-পুষ-ণিনি। বহুপালক। "তস্য ব্রতানি ভূরিপোষিণো" (ঋক্‌ ৩।২।৯) 'ভূরিপোষিণঃ বহূনাং পোষয়িতুঃ পালয়িতুঃ' (সায়ণ)

ভূরিপ্রয়োগ (পুং) পদ্মনাভদত্তরচিত একখানি সংস্কৃত অভিধান।

ভূরিপ্রেমন্‌ (পুং) ভূরিঃ প্রেমা যস্য প্রেমবৎ যস্য। চক্রবাক।

ভূরিফলী (স্ত্রী) পাণ্ডুরফলী। (রাজনি°)

ভূরিফেনা (স্ত্রী) ভূয়াংঃ ফেনা যস্যাঃ। ১সপ্তলাবৃক্ষ,চলিত চামার-কশা। চর্ম্মকষা। (রত্নমা°) ২ সাতবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

ভূরিবলা (স্ত্রী) ভূরি বলং যস্যাঃ। ১ অতিবলা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রচুর বলযুক্ত। (পুং) ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত শল্যপ° ২৭ অ°)

ভূরিভার (ত্রি) ভূরিঃ ভারো যস্য। প্রভূত ভারযুক্ত।
"তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ" (ঋক্‌ ১।১৬৪।১৩)
'চক্রস্য মধ্যে বর্ত্তমানোঽক্ষঃ ভূরিভারঃ সকলভূবনবহনেন প্রভূতভারোঽপি ন তপ্যতে' (সায়ণ)

ভূরিভট্ট, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনেক ধর্ম্মগুরু, ইনি মাধবভট্টের গুরু ও শ্রবণভট্টের শিষ্য ছিলেন।

ভূরিমঞ্জরী (স্ত্রী) শ্বেততুলসী বৃক্ষ। (রাজনি°)

ভূরিমল্লী (স্ত্রী) ভূরি মল্লতে ইতি মল্ল-অচ্‌, ঙীষ্‌। অম্বষ্ঠা। (রাজনি°)

ভূরিমায় (পুং স্ত্রী) ভূরী মায়া যস্য। শৃগাল। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। (ত্রি) ২ প্রভূত মায়াবী।

ভূরিমূল (ত্রি) বহু মূলযুক্ত। [ভূরিমূলিকা দেখ।]

ভূরিমূলিকা (স্ত্রী) ভূরীণি মূলানি যস্যাঃ কপ্‌, টাপি অত ইত্বং। অম্বষ্ঠা। (নৈঘণ্টপ্র°)

ভূরিরস (পুং) ভূরী রসঃ যস্য। ১ ইক্ষু বৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ প্রভূতরসযুক্ত।

ভূরিরেতস্‌ (ত্রি) ভূরি প্রভূতং রেতঃ যস্য। বহুরেতস্ক, অতিশয় রেতোযুক্ত। "দ্যাবা পৃথিবী ভূরিরেতসা "(ঋক্‌ ৩।৩।১১) 'ভূরিরেতসা বহুরেতস্কৌ' (সায়ণ)

ভূরিলগ্না (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

ভূরিবর্পস্‌ (ত্রি) বহুবিধ রূপযুক্ত, পার্থিব বৈদ্যুতাদি বহুবিধ রূপযুক্ত। "ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো মন্দতে" (ঋক্‌ ৩।৩।৪) 'ভূরিবর্পসা পার্থিববৈদ্যুতাদি বহুবিধরূপেণ' (সায়ণ)

ভূরিবীর্য্য, সহ্যাদ্রিবর্ণিত অনেক রাজা। (সহ্যাদ্রি খণ্ড ৩৩।১৭৪)

ভূরিশস্ (অব্য০) ভূরীণি ইতি বীপ্সায়াং শস্, বা ভূরি-চশস্। বহুশঃ, ভূরি ভূরি, বহুবার।

"বদ্ধপদ্মাসনাদীনি গদিতান্যপি ভূরিশঃ॥"

(মহানির্ব্বাণতং ১।৫২)

ভূরিশৃঙ্গ (ত্রি) ১ অত্যন্তোন্নত্যুপেত। ২ বহু কর্ত্তৃক আশ্রয়নীয়। "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ' (ঋক্ ১।১৫৪।৬) 'ভূরিশৃঙ্গা অত্যন্তোন্নত্যুপেতা বহুভিরাশ্রয়নীয়া বা' (সায়ণ)

ভূরিশ্রবস্ (পুং) ভূরি শ্রবো যজ্ঞাদিজনিতং যশো যস্য। চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত রাজপুত্র।

"সমবেতাস্তয়ঃ শূরা ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ।"(ভারত ১।১৮৭।১৪)

ভারতযুদ্ধে ইনি অর্জ্জুন ও সাত্যকিহস্তে নিহত হন। (ত্রি) ২ বহুযশোবিশিষ্ট।

ভূরিশ্রবা, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য০ ৩৩।২৬)

ভূরিশ্রেষ্ঠিক (পুং) ভূরয়ঃ শ্রেষ্ঠিনো যত্র। গৌড়দেশস্থিত পুরভেদ, চলিত ভুরসুট্। এই স্থলে বহুতর শ্রেষ্ঠী বাস করায় এই নাম হইয়াছে।

"গৌড়ে রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠিকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।"(প্রবোধচ০)

ভূরিষেণ (পুং) মনুভেদ।

"সৌভর্য্যৃতস্বশিবিদেবলাপিপ্পলাদঃ
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।" (ভাগ০ ২।৭।৪৪)

ভূরিসেন, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য০ ৩৩।১৪)

ভূরিসাহ্ (ত্রি) ভূরি-সহ-ণ্বি। প্রভূত ভারবহনকারী।

"ভূরিষাড়যোজিমহঃ পুরূণি" (ঋক্ ৯।৮৮।২)

'ভূরিষাট্ ভূরিভারস্য সোঢ়া' (সায়ণ) 'ষাড়' রূপ হইলে ষত্ব হইবে, সাহ্রূপের ষত্ব হয় না, এইজন্য 'ভূরিসাহ্' স্থলে ষত্ব হইল না।

ভূরিস্থাত্র (ত্রি) বহুভাবে অর্থাৎ প্রপঞ্চাত্মরূপে অবতিষ্ঠমান। "ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যা বেশয়ন্তীং" (ঋক্ ১০।১২৫।৩) 'ভূরিস্থাত্রং বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং' (সায়ণ)

ভূরিহন্ (ত্রি) ভূরীন্ হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ বহুতর নাশক। (পুং) ২ অসুরভেদ। (ভারত শান্তিপ০ ২২৭ অ০)

ভূরুণ্ডী (স্ত্রী) ভুবং পৃথিবীং রুণদ্ধি ভুবি রোহতীতি বা ভু-রুধ বা রুহ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ নকারডকারৌ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শ্রীহস্তিনীবৃক্ষ, হস্তিশুণ্ডিবৃক্ষ, চলিত হাতিশুঁড়া। চক্ষুর অসুখ হইলে বা চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার রুট্ দিলে অচিরে উপকার হয়। (অমর) সর্ব্বানন্দ ইহার পাঠ 'ভুরুণ্ডী' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২ মহাকরঞ্জ। ৩ আদিত্যভক্তা। (বৈদ্যকনি০)

ভূরুহ (পুং) ভুবি রোহতি প্রাদুর্ভবতীতি ভূ-রুহ-ক। ১ বৃক্ষ, মহীরুহ। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ৩ শালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

ভূরুহা (স্ত্রী) ১ মাংসরোহিণী। ২ দূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি০)

ভূরোহ (পুং) কিঞ্চুলুক, চলিত কেঁচো। (ভৈষজ্যরত্না০)

ভূর্ (দেশজ) ১ গর্ব্ব, অহঙ্কার, জাঁক, বড়াই।

ভূর্জ (পুং) উর্জ ঘঞ্, ভূঃ উর্জো বলং যস্য, ভুবি উর্জ্জয়তে ইতি ভূ-উর্জ্জ-অচ্ বা। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী—ভুজপত্র, বম্বে—ভূর্জ্জপত্র, চলিত ভুজ্জিপত্র বা ভোজপত্র। সংস্কৃত পর্য্যায়—বল্কদ্রুম, ভূর্জ, সুচর্ম্মা, ভূর্জপত্রক, চিত্রত্বক্, বিন্দুপাত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুমত্র, শৈলেন্দ্রস্থ।

(রাজনি০)

ভূর্জপত্রক, চর্ম্মী, বহুলবল্কল, (ভাবপ্র০) ছত্রপত্র, শিব, স্থিরচ্ছদ, (রত্নমালা) মৃদুত্বক্, পত্রপুষ্পক, (ভরতধৃত মধু) ভুজ, বহুপাঠ, বহুত্বক্, মৃদুত্বচ্। (ভরতধৃত স্বামী)

ইহার গুণ—বলকারক, কফরক্তনাশক,। (রাজব০) কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন, পথ্য। (রাজনি০) কর্ণরোগ, পিত্ত, রাক্ষস, মেদ ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

তন্ত্রোক্ত যন্ত্র ও কবচাদি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিতে হয়। কবচ লিখিবার সময় বাণ বাদ দিয়া লেখা আবশ্যক, ভূর্জ্জপত্রের মধ্যে যে সকল রেখা আছে, তাহাকে বাণ কহে। এই বাণের উপর লিখিয়া ধারণ করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। কিন্তু যন্ত্র লিখিবার স্থলে বাণ বাদ দেওয়া চলে না।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০০ ফিট্ উচ্চে সমুচ্চ হিমালয় শৈলমালায় এই ভূর্জ্জ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই গাছ বেশী বড় হয় না। এক বর্ষের অধিক কাল বাঁচে না।

এই গাছের বল্কলই 'ভূর্জ্জপত্র' নামে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ধর্ম্মগ্রন্থ ও মন্ত্রকবচাদি লিখিবার জন্য ভূর্জ্জপত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ভূর্জ্জবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ বল্কল হইতেই লেখ্যোপযোগী ভূর্জ্জপত্র পাওয়া যায়। কাশ্মীরে তাহাই এখনকার মত পুস্তকাকারে সাজাইয়া প্রাচীন পুথি প্রস্তুত হইত। সুশ্রুতের বৈদ্যকগ্রন্থে, কালিদাসের নাটকে ও বরাহমিহিরের জ্যোতির্গ্রন্থে এই ভূর্জ্জপত্রের উল্লেখ আছে। এদেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, লিপিসৃষ্টির সঙ্গে আর্য্যগণ এই ভূর্জ্জপত্রে লিখিতে শিখিয়াছেন। এখনও কাশ্মীর ও হিমালয়প্রদেশের নানাস্থানে দোকানদারেরা এই ভূর্জ্জপত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা কাগজ ব্যবহার করে না। তাহাদের বিশ্বাস যে কাগজ অপেক্ষা ভূর্জ্জপত্র অধিক দিন স্থায়ী। লেখ্যকার্য্য ভিন্ন এই পত্রে বৃষ্টিনিবারণের জন্য গৃহের চালের ছাউনি, কোন জিনিস বাঁধিবার

মোড়ক ও হুকার কোমল নল তৈয়ার হইয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার আছে। তবে কাশ্মীর ও হিমালয় প্রদেশেই কিছু বেশী। এখনও কাশ্মীরের বাজারে প্রত্যহ ১৫।১৬ নৌকা বোঝাই ভূর্জ্জপত্র আসিয়া থাকে। বড় বড় পাতায় ছাতা প্রস্তুত হয়।

অকবর বাদশাহের যত্নে সর্ব্বত্র কাগজ প্রচলিত হয়। তদবধি ভূর্জ্জপত্রের পূর্ব্বাদর ও বহু ব্যবহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ভূর্জ্জপত্র অতি পবিত্র ভাবিয়া হিমালয়বাসী হিন্দুগণ শবদাহকালে এই পত্র শবাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। কাশ্মীরের অমরনাথ তীর্থদর্শনে যে সকল যাত্রী যায়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে এই ভূর্জ্জপত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেবদর্শনে গিয়া থাকে। ইহার কাঁচা বকল বেশ সদ্গন্ধযুক্ত ও পচননিবারক। বিষক্ষতে ইহার নির্য্যাস বড় উপকারী। পাতার কাথ বাতঘ্ন ও হিষ্টিরিয়ারোগে ফলদায়ক। গাছের পাতা গবাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্য।

ভূর্জ্জকণ্টক (পুং) বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ।

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।"(মনু ১০।২১)

ব্রাত্যব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা ভূর্জ্জকণ্টক নামে খ্যাত। এই জাতি দেশবিশেষে আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ এই চারিটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জাতি অতিশয় পাপকারী।

ভূর্জ্জগ্রন্থি (পুং) ভূর্জ্জস্য গ্রন্থিঃ ৬তৎ। ১ তদ্গ্রন্থি। ২ প্রদাহবিশেষ। ভগ্নস্থানে ভূর্জ্জগ্রন্থি বাঁধিতে হয়। (চরক সূত্র° ৩অ°)

ভূর্জ্জপত্র (পুং) ভুবি উর্জ্জস্বলেভ্যঃ উপদেবজাতিভ্যঃ পত্রাণ্যস্য। ১ ভূর্জ্জবৃক্ষ। ২ ভূর্জ্জবৃক্ষের ত্বচ্।

ভূর্জ্জপত্রক (পুং) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শেঁওড়া গাছ। (রাজনি°) ভূর্জ্জ পত্র স্বার্থে কন্। ২ ভূর্জ্জপত্রশব্দার্থ।

ভূর্ণি (স্ত্রী) বিভর্ত্তি সর্ব্বমিতি ভৃ-(ঘৃণি পৃশ্নি পার্ষ্ণি চূর্ণিঃ ভূর্ণিঃ। উণ্ ৪।৫২) ইতি নি, নিপাতনাদুত্বঞ্চ। ১ পৃথিবী। ২ মরুভূমি। (উজ্জ্বল) ৩ জগতের ভর্ত্তা। "পশুর্ণভূর্ণির্যবসে স ভবান্" (ঋক্ ৭।৮৭।২) 'ভূর্ণির্জ্জগতো ভর্ত্তা' (সায়ণ)

ভূর্ভুব (পুং) ১ ব্যাহৃতিভেদ। ২ ব্রহ্মার মানস পুত্রভেদ।

ভূর্ভুবকর (পুং) কুকুর।

ভূর্ভুবতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (স্কন্দপু° শ্রীমালমাহাত্ম্য)

ভূর্ভুবেশ্বরতীর্থ (ক্লী) ভৃগুকচ্ছের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)

ভূর্য্যক্ষ (ত্রি) ১ প্রভূত চক্ষুবিশিষ্ট। (সূর্য্য) ২ অতি তেজস্বী। "অদব্ধাসো দিপ্সন্তো ভূর্য্যক্ষাঃ" (ঋক্ ২।২৭।৩) 'ভূর্য্যক্ষাঃ ভূরীণি বহুনাতীতি চক্ষূংষি যেষাং তে তথোক্তাঃ, বহুতেজসো বা, বহুব্রীহৌ 'সক্থ্যক্ষোরিতি' ষচ্ সমাসান্তঃ এবম্ভূতো আদিত্যঃ' (সায়ণ)

ভূর্য্যোজস্ (ত্রি) বহুবল, অতিশয় বলযুক্ত। "বাবৃধানঃ শবসা ভূর্য্যোজাঃ" (ঋক্ ২।১২০।২) 'ভূর্য্যোজা অতিবলঃ' (সায়ণ)

ভূর্লোক (পুং) ভূঃ সংজ্ঞকো লোকঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। অন্তরীক্ষ হইতে অধোলোক, মর্ত্ত্যলোক।

"পাদগম্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ বস্ত্বস্তি পৃথিবীময়ম্।
স ভূর্লোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোঽস্য ময়োদিতঃ॥"
(বিষ্ণুপু° ২।৫ অ°)

যতদূর পর্য্যন্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদসঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্তু থাকে, ততদূর পর্য্যন্তই ভূর্লোক। চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণে যতদূর আলোকিত হয় এবং সমুদ্র, নদী ও পর্ব্বতসমবেত স্থানই ভূর্লোক নামে খ্যাত। ভূর্লোক ও ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমণ্ডল একই প্রকার।

[পৃথিবী, ভূগোল ও ভুবনকোষ দেখ]

ভূলগ্না (স্ত্রী) ভুবি লগ্না। শঙ্খপুষ্পী। (রাজনি°)

ভূলতা (স্ত্রী) ভুবি লতা ইব। কিঞ্চুলুক, চলিত কেঁচো। (হেম)

ভূলিঙ্গ (ক্লী) শাম্বের জনপদভেদ। (মহাভারত)

ভূলিঙ্গশকুনি (পুং) ভূলিঙ্গঃ শকুনিঃ। বিলশায়ি পক্ষিভেদ।

"অথ চৈষা নতে বুদ্ধিঃ প্রকৃতিং যাতি ভারত।
ময়ৈব কথিতং পূর্ব্বং ভূলিঙ্গশকুনির্যথা॥"
(ভারত সভাপ° ৪১ অ°)

ভূলোক (পুং) পৃথিবীলোক, ভূর্লোক।

ভূলোকমল্ল, জনৈক রাজা।

ভূল্লেখিন্ (ত্রি) ভূ-উৎ-লিখ-ণিনি। যে সকল পক্ষী মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া ভক্ষদ্রব্য অন্বেষণ করে।

ভূবদরী (স্ত্রী) ভূলগ্না বদরী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষুদ্রকোলী। হিন্দী ঝড়বের। পর্য্যায় ক্ষিতিবদরী, বল্লীবদরী, বদরবল্লী, বহুফলিকা, লঘুবদরী, বদরীফলী, হ্রস্ববদরী। ইহার গুণ—মধুরাম্ল, কফ ও বাতবিকারহারক, পথ্য, দীপন, পাচন, কিঞ্চিৎ পিত্তদাহকারক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

ভূবনদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে বারাণসীর অন্তর্গত বলদী নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

ভূবলয় (ক্লী) ভূর্বলয়মিব। ভূমিপরিধি।

ভূবল্লভ (পুং) রাজা, ভূপতি।

ভূবশঙ্কর, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা° ৩৪।২৫)

ভূবাক্, এক গৃহ্যকারিকাপ্রণেতা। বিশাখ ভট্টের পুত্র।

ভূবায়ু, পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তর স্তোম (Atmosphere)।
[পৃথিবী ও বায়ু শব্দ দেখ।]

ভূবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ভূদর্শন (Geology)। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পৃথিবীর অভ্যন্তরসংস্পৃষ্ট পদার্থ নিচয়ের যাবতীয় তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পরিবর্ত্তনময়ী পরিদৃশ্যমানা বসুন্ধরার তত্ত্ব নিরূপণ করাই ভূতত্ত্বের উদ্দেশ্য। পৌরাণিক কল্পনায় পৃথিবী মধুকৈটভদৈত্যের মেদে উৎপন্ন বলিয়া ধরিত্রীর অন্য নাম মেদিনী। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই নদনদী-হ্রদ-সাগর-সমন্বিতা দেশ-মহাদেশ-প্রান্তর-অরণ্যপর্ব্বত-মণ্ডিতা সাগরাম্বরা বসুধার তাদৃশ পৌরাণিক কল্পনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর তত্ত্ব-আলোচনা করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ভূবিদ্যা-নামে খ্যাত। সুতরাং ভূবিদ্যা-বিষয়ক শাস্ত্র আধুনিক ও পাশ্চাত্য গবেষণামূলক।

প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান বিশাল নিসর্গরাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করাই পার্থিববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পার্থিব বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History) বিবিধ বিজ্ঞানে বিভক্ত। ভূ-তত্ত্ব বা ভূবিদ্যা (অর্থাৎ পৃথিবীর অতীত যুগের স্তরাবলী ও তন্নিহিত প্রস্তরীভূত জীবোদ্ভিজ্জের প্রকৃতি ও কালনিরূপণ দ্বারা বর্ত্তমান যুগের ক্রমোন্নতিনির্ণয়) ভূগোল, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও রসায়ন। ইহার প্রত্যেক বিজ্ঞানই পৃথিবীসংক্রান্ত এক এক প্রাকৃতিক বিভাগের গবেষণায় নিবদ্ধ।

যে সমস্ত বিভিন্ন স্তরাবলীতে ও বিভিন্ন ধাতুতে পৃথিবী গঠিত, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়, প্রকৃতি ও গঠন-পর্য্যালোচনা, এবং যে শক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে, তৎসমুদায় নির্দ্ধারণ করাই ভূবিদ্যার উদ্দেশ্য।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর বিশাল দেহে যুগে যুগে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আজিও তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া আমরা পৃথিবীর অতীত জীবনের বিবরণসমূহ সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানবগণ সেদিনকার সৃষ্টি। কিন্তু সেই সেদিনকার সৃষ্ট মানবজাতির তত্ত্বনিরূপণে, মনুষ্যের বয়সনির্দ্ধারণে কোন মানবতত্ত্ববিৎ (Anthropologist) আজিও সূক্ষ্ম বিচার করিতে পারেন নাই। সুতরাং বিবিধ ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করা বৃদ্ধ বয়সে জাত মানব সন্তানের পক্ষে বড়ই দুরূহ। কিন্তু বসুধাবক্ষোবিহারী মানবশিশু জননীর বয়স ঠিক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবই ধরিত্রীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও মানবই বিশ্বসৃষ্টির গরিষ্ঠ জীব। [সৃষ্টি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পৌরাণিক প্রাণিসৃষ্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কশ্যপের পত্নীগণের গর্ভে দৈত্য, আদিত্য, দানব, মানব, পক্ষী, সর্পাদি জীব সমকালেই জন্মিয়াছিল। সে হিসাবে মানব তির্য্যগ্‌জাতির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং সমকালিক। কিন্তু পাশ্চাত্য ভূবিৎ পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়িতরূপে বলিতেছেন যে, সরীসৃপাদি মনুষ্য অপেক্ষা এত বয়োজ্যেষ্ঠ, যে তাহা অঙ্কপাতদ্বারা নির্ণয় করাও দুর্ঘট। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম শৈলস্তরে প্রস্তরীভূত অতিকায় সরীসৃপাদির সুস্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াছেন।

পৌরাণিক কল্পনায় দেখা যায়, ভগবান্ যুগে যুগে অবতার হইয়াছেন। কারণবারির অতল জলধিতলে প্রথম অবতার মৎস্য, তৎপর কূর্ম্ম ও বরাহ প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীর পুরাকালিক ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডপ্রলয়রূপ ভূবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই সমস্ত ভূবিপ্লবে পৃথিবী যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূমণ্ডলের মানচিত্রে আমরা এখন যে জল ও স্থলসন্নিবেশ দেখিতেছি, ইহা অধিক দিনের নহে। আজি যেখানে অভ্রভেদী গিরিরাজ হিমাচল সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, সেখানে একদিন অতলস্পর্শ বিশাল বারিধির তরঙ্গহিল্লোল ফেনিল কলেবরে চন্দ্রসূর্য্যের বিরাট দর্পণস্বরূপ ছিল। যেখানে আজি কৃশানুকণকল্প স্তূপীকৃত বালুকা-রাশি সমীর তরঙ্গে ভৈরবক্রীড়া করিতে থাকে, সেই বিশাল সাহারার মরুস্থলী একদিন রত্নাকরের গভীর গর্ভে প্রোথিত ছিল। আজি যেখানে মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোলকোলাহল অর্ণবযাত্রিকের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাত করিতেছে, সেখানে একদিন সুসজ্জিত চিত্তরঞ্জন পণ্যশ্রেণীপরিপূর্ণ পণ্য-বীথিকা নগরবাসী সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিত।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, এতাদৃশ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ইতিহাসের অধিগম্যকালেও প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আজ দুই হাজার বৎসর হইল, হার্কিউলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই নামে দুই জনাকীর্ণ সুরম্য নগরী নেপল্‌সের ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূগর্ভ খনন করিয়া উক্ত নগরীদ্বয়ের অনেকাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্ত্তন পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপে ভূপঞ্জর পরিচালনা দ্বারাও অনেকস্থলে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রবল ভূমিকম্পের পরে কিরূপ ভূভাগের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অচিরকালগত সেদিনকার ভূকম্পে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভূমিকম্পে অনেক স্থলে নদী ভিন্নমুখী হইয়া যায়, নগর বা জনপদ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, কোন স্থানের ভূভাগ উন্নত হইয়া উঠে, কোথাও বা প্রকাণ্ড হ্রদের উৎপত্তি হয়।

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কার্য্য ভিন্ন বৃষ্টিপাত, জলপ্লাবন, নদীর গতি-পরিবর্ত্তন ও শীতাতপ প্রভৃতি কারণে ভূপৃষ্ঠের প্রতিদিন কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান হুগলীর সান্নিধ্যে সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল, আজ অরণ্যাকীর্ণ। গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার কথা ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যস্থ ব দ্বীপাকার ভূখণ্ড ভূবিৎপণ্ডিতগণের মতে অতিশয় আধুনিক। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে গভীর কূপখননকালে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে পর্ব্বত সকল উদ্ভূত হইয়াছে। [পর্ব্বত দেখ।] হিমালয় পর্ব্বতের বহুসহস্র ফিট্ উচ্চস্থানে অনেক জলচর জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সকল পরিদৃষ্ট হয়। শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীতে অতিকায় কূর্ম্মের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ সকল পর্ব্বতমালা এককালে সমুদ্রতরঙ্গে বিধৌত হইত, পরে ভূগর্ভস্থ শক্তিতে উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীর যত পর্ব্বত আছে, সমস্তই পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে উদ্ভূত। হিমালয় পর্ব্বত যে, সমুদ্রতরঙ্গে অবগাহন করিয়া বিরাজ করিত, তাহা কালিদাসের হিমালয়বর্ণনাপাঠে উপলব্ধি হয়, "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" অর্থাৎ হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমতোয়নিধিতে অবগাহন করিয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় ইহা স্থির হইয়াছে, হিমালয় পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল এবং তাঁহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের পর্ব্বতসংস্থান দেখিয়া বলেন যে, প্রাচীন মহাদ্বীপের সকল পর্ব্বতই হিমালয়ের শাখাস্বরূপ, পশ্চিমে পর্ত্তুগালসীমান্ত গিরিনিজ শ্রেণী হইতে পূর্ব্বে অল্টাই শ্রেণী পর্য্যন্ত একটী পর্ব্বতশ্রেণী দুইদিকে দুই মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে। অথবা কালিদাস হিমালয়কে মানদণ্ড বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হিমালয়ের স্তরাবলীর সন্নিবেশ হইতে পৃথিবীর বয়স পরিমাণ করিবার সুবিধা হইয়াছে। হিমালয়গাত্রে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত অস্থির অবস্থান হইতে তত্তৎযুগের মৃত্তিকাস্তরের প্রাচীনতা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ভূবিপ্লবে যুগে যুগে পৃথিবীর জলস্থলভাগের সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ভূবিপ্লবযুগে হয়ত পর্ব্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল, পরে গোত্রভিৎ কর্ত্তৃক পর্ব্বতকুল ছিন্নপক্ষ হইলে পৃথিবী মানবজাতির আবাসযোগ্যা হইয়াছে।

[পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভূশক্র (পুং) ভুবি শক্র ইব। ভূমীন্দ্র, রাজা।

ভূশমী (স্ত্রী) ভূলগ্না শমী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্মধা°। লঘুশমী।

ভূশয় (পুং) ভুবি শেতে ইতি ভূ—শীঙ্, (অধিকরণে শেতেঃ। পা ৩।২।১৫) ইতি অচ্। ১ নকুল ও গোধাদি, বিলশয়, নকুলাদি। ইহার মাংসের গুণ—গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও শুক্রকারক। (রাজব°) ২ বিষ্ণু।

"ভূশয়ো ভূষণো ভূতির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ।"

(মহাভারত বিষ্ণুর সহস্রনাম)

ভূশয্যা (স্ত্রী) ভুবেব শয্যা, রূপককর্ম্মধা°। ভূমিশয্যা।

ভূশর্করা (স্ত্রী) ভুবি খ্যাতা শর্করা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্মধা°। কন্দভেদ। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

ভূশূর, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের পুত্র। [শূরবংশ দেখ।]

ভূশেলু (পুং) ভুবি খ্যাতা শেলুঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ভূকর্ব্বদারক, চলিত ভুঁইচালতা। (রাজনি°)

ভূষ, মণ্ডন। চুরাদি° উভয়° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ভূষয়তি-তে। লোট্ ভূষয়তু-তাং। লুঙ্ অবুভূষৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে—লট্ ভূষতি। লুঙ্ অভূষীৎ। সন্ বুভূষিষতি। যঙ্ বোভূষ্যতে।

"গুণো ভূষয়তে রূপং শীলং ভূষয়তে কুলম্।
সিদ্ধির্ভূষয়তে বিদ্যাং ভোগো ভূষয়তে ধনম্॥" (বৃদ্ধচাণক্য)

ভূষণ (স্ত্রী) ভূষ্যতে হনেনেতি ভূষ করণে ল্যুট্। অলঙ্কার, আভরণ, যাহা দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। কচধার্য্য, দেহধার্য্য, পরিধেয় ও বিলেপন এই চারিপ্রকার ভূষণ।

"কচধার্য্যং দেহধার্য্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্।
চতুর্দ্ধাভূষণং প্রাহুঃ স্ত্রীণামন্যচ্চ দৈশিকম্॥"

এই চারিপ্রকার ভূষণের অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদিগের আরও অন্য প্রকার ভূষণ আছে, তাহা তাহাদের কেবল সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক।

কালিদাস শকুন্তলায় যথার্থই বলিয়াছেন,—সুন্দর আকৃতির সকলই ভূষণস্বরূপ।

কালিকাপুরাণে দেবতার উদ্দেশে দেয় ভূষণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ভোগ্যভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃণুষ্ব মে।
কিরীটঞ্চ শিরোরত্নং কুণ্ডলঞ্চ ললাটিকা॥" (ইত্যাদি)

(কালিকাপু০ ৬৮ অ০) কিরীট, শিরোরত্ন, কুণ্ডল, ললাটিকা, তালপত্র,হার, গ্রৈবেয়ক, ঊর্শ্বিকা,প্রালম্বিকা, রত্নসূত্র, উত্তুঙ্গ, অক্ষমালিকা, পার্শ্বদ্যোত, নখদ্যোত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, কুটিলগ, মানবক, মূর্দ্ধতারা, ললন্তিকা, অঙ্গদ, বাহুবলয়, শিখাভূষণ, ইষ্টিকা, প্রাগণ্ডবন্ধ, নাভিপুর, মালিকা, সপ্তকী, শৃঙ্খল, দন্তপত্র, বর্ণক, উরুসূত্র, মীবী, মুষ্টিবন্ধ, পাদাঙ্গদ, হংসক, নূপুর, ক্ষুদ্রঘণ্টিকা এবং মুখপট্ট প্রভৃতি ভূষণ দেবীর অতিশয় প্রিয়। এই সকল ভূষণ অর্চ্চিত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিলে সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ হয়।

কিরীট প্রভৃতি মস্তকের ভূষণ সকল সুবর্ণ-নির্ম্মিত, গ্রৈবেয় হইতে হংসক প্রভৃতি ভূষণ সুবর্ণ বা রজত-নির্ম্মিত করিয়া দেওয়া বিধেয়। অন্য ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য ভূষণপদবাচ্য হয় না। কিন্তু বিশেষ এই যে, সকল প্রকার ভূষণই তাম্রনির্ম্মিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কারণ তাম্র সকল স্থলে সুবর্ণসদৃশ। তাম্রে সকল দেবগণ অবস্থিত এই জন্য তাম্রের ভূষণ ধারণ ও দান বিশেষ উপকারক। মনুষ্যগণ আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার ঊর্দ্ধদেশে কখন রৌপ্যভূষণ ব্যবহার করিবে না। ভূষণসমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে, তিনি সেই পরিমাণে ভূষণ দান করিবেন। ভূষণ সর্ব্বদা চতুর্ব্বর্গপ্রদ, সৌখ্যদানকারী এবং নিত্যতুষ্টি ও পুষ্টিদায়ক। অতএব দেবতার উদ্দেশে ভূষণ দান যথাশক্তি বিধেয়। (কালিকাপু০ ৬৮অ০)

ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যার স্থলে ভূষণধারণ বিশেষ হিতকর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"ভূষণং ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যবিধানতঃ।
শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্ ॥" (ভাবপ্র০)

অনুলেপনের পর যথাযোগ্য বিধানানুসারে শরীর ভূষিত করা আবশ্যক। কারণ স্বর্ণভূষণ পবিত্রকারক, সৌভাগ্যবর্দ্ধক, সন্তোষজনক। রত্নভূষণ গ্রহদোষ ও দুঃস্বপ্নবিনাশক। নবগ্রহের দোষশান্তির জন্য সূর্য্যের মাণিক্য, চন্দ্রের মুক্তা, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের মরকতমণি, বৃহস্পতির পুষ্পরাগ, শুক্রের হীরক এবং শনির নীলকান্তমণি, রাহু ও কেতুর গোমেদ ও বৈদূর্য্যমণি ইহাদের ভূষণধারণ উপকারক। এই সকল দ্রব্যের ভূষণ ধারণ করিলে আর নবগ্রহের দোষ থাকে না। (ভাবপ্র০)

প্রথমে ভূষণ ধারণ করিতে হইলে, শুভদিন দেখিয়া ধারণ করা আবশ্যক। জ্যোতিষে এই দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পুষ্যা, হস্তা,পুনর্ব্বসু, মঘা, অনুরাধা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী ও চিত্রানক্ষত্রে হরিশয়ন ভিন্নকালে, শুভতিথি, শুভকরণ ও শুভযোগে ভূষণধারণ প্রশস্ত। অঙ্গনাগণ স্বামীর হিতার্থে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, পুনর্ব্বসু ও আর্দ্রানক্ষত্র ত্যাগ করিয়া ভূষণ ধারণ করিবে। ইহাতেও চন্দ্র তারা শুদ্ধি দেখাও বিশেষ আবশ্যক, কারণ চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি থাকিলে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয়। (জ্যোতিঃসারসংগ্রহ) (পুং) ভূষয়তি ভক্তবৃন্দমিতি ভূষ্যতে হনেনেতি বা ভূষ-ল্যু বা ল্যুট্। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮০) ৩ রাজবিশেষ।

"বসুদত্তাদয়শ্চৈতে রাজানোঽর্থরথা ইমে।
অঙ্গুরী সুবিশালশ্চ দণ্ডিভূষণসোমিলাঃ ॥"
(কথাসরিৎসা০ ৪৭।১৩)

ভূষণ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়েকজন রাজা। (সহ্যাদ্রি০ ২৭।৩৪)

ভূষণ, ছিন্দবংশীয় নৃপতিভেদ। চ্যবনকুলজাত বৈরবর্ম্মের পুত্র। দেবলনামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

ভূষণদেব, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভূষণভট্ট, ১ গায়ত্রীপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ কাদম্বর্য্যুত্তরার্দ্ধরচয়িতা। ইনি বাণের পুত্র।

ভূষণতা (স্ত্রী) ভূষণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভূষণত্ব, ভূষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভূষণেন্দ্রপ্রভ (পুং) কিন্নররাজভেদ।

ভূষা (স্ত্রী) ভূষ ভাবে অ টাপ্ চ। অলঙ্ক্রিয়া, মণ্ডনক্রিয়া।

"দম্পত্যোঃ পর্য্যদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদান্।"
(ভাগ০ ৩।২২।২২)

ভূষিত (ত্রি) ভূষ-ক্ত। অলঙ্কৃত।

"ভৃঙ্গালাকোকিলকূজিতৈর্বাশনৈঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
রৌচনৈর্ভূষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিধম্ ॥" (ভট্টি ৬।৭২)

ভূষ্ণু (ত্রি) ভূ-গ্স্নু। ১ ভবনশীল। পর্য্যায়—ভবিষ্ণু, ভবিতা। ২ সাধুভবনশীল।

"কত্রিয়ঞ্চৈব সর্পঞ্চ ব্রাহ্মণঞ্চ বহুশ্রুতম্।
নাবমন্যেত বৈ ভূষ্ণুঃ কৃশানপি কদাচন ॥" (মনু ৪।১৩৫)
'ভূষ্ণুঃ ধনায়ুরাদিনা বর্দ্ধনশীলঃ।' (কুল্লূক)

ভূষ্য (ত্রি) ভূষ-যৎ। ভূষণীয়, ভূষণার্হ ভূষণযোগ্য।

"অন্যোন্যশোভাজননাৎ বভূব সাধারণোভূষণভূষ্যভাবঃ।"
(কুমারসম্ভব ১।৪২)

ভূসংস্কার (পুং) ভুবঃ সংস্কারঃ ৬তৎ। যজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের পরিসমূহন, উপলেপন, রেখাকরণ, পাংশূদ্ধরণ, জলকরণকঅভ্যুক্ষণরূপ পঞ্চবিধ সংস্কার। যজ্ঞ যেস্থলে হয়, তথায় প্রথমে পঞ্চ প্রকার ভূসংস্কার করিতে হয়। তৎপরে সেই সংস্কৃত ভূমিতে যজ্ঞ করিতে পারা যায়।

ভূসুত (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ সুতঃ। মঙ্গলগ্রহ।

"মহর্ষ্যাহ্লীত্রপরিধেঃ সপ্তমে ভৃগুভূসুতৌ।" (সূর্য্যসি°)

২ নরকাসুর। স্ত্রিয়াং টাপ্। (স্ত্রী) ৩ সীতা।

ভূসুর (পুং) ভুবি সুর ইব। ব্রাহ্মণ। (ভাগ° ৪।২৬।২৪)

ভূস্তৃণ (স্ত্রী) তৃণমং তৃণং ভুবস্তৃণমিতি বা, পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। ভূতৃণ, বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বীর ইহা ভোজন করিতে নাই।

"বর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবচানি চ।

ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ॥" (মনু ৬।১৪)

ভূস্থ (ত্রি) ভুবি তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ পৃথিবীস্থিত। ২ মনুষ্য। ৩ গণ্ডূপদী। (বৈদ্যকনি°)

ভূস্পৃশ্ (পুং) ভুবং স্পৃশতীতি স্পৃশ-কিন্। মনুষ্য। (হেম)

ভূস্বর্গ (পুং) ভুবি স্বর্গ ইব অমরলোক-ধারণাৎ। সুমেরু-পর্ব্বত। (জটাধর)

ভূস্বেদ (পুং) ঘনাশ্ম দ্বারা স্বেদবিশেষ, প্রস্তরস্বেদ। (চরক সূত্রস্থা° ১৪ অ°) [স্বেদ দেখ।]

ভৃ, ১ ধারণ। ২ পোষণ। জুহোত্যাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ বিভর্ত্তি, বিভৃতঃ, বিভ্রতি। বিভৃতে, বিভ্রাতে, বিভ্রতে। লিঙ্ বিভৃয়াৎ, বিভ্রীত। লঙ্ অবিভঃ, অবিভৃতাং অবিভরুঃ। অবিভৃত। লিট্ বভার, বিভরাঞ্চকার, বভৃব, বভ্রে, বিভরা-ঞ্চক্রে। লুট্ ভর্ত্তা। লুঙ্ অভার্ষীৎ, অভার্ষ্টাং অভার্ষুঃ। অভৃত, অভৃষাতাং, অভৃষত, অভৃট্ং। সন্ বুভূর্ষতি-তে। বিভরিষতি তে। যঙ্ বেভ্রীয়তে। যঙ্লুক্ বর্ভর্ত্তি। ণিচ্ ভারয়তি। লুঙ্ অবীভরৎ।

ভৃ, ভরণ। ভ্বাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ ভরতি-তে। লুঙ্ অভার্ষীৎ, অভৃত। লিট্ বভার, বভ্রে।

ভৃকুংশ (পুং) কুসি-অচ্, কুংসো ভাবদীপনং পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শত্বং, ভ্রুবা কুংশো ভাবপ্রকাশ ইঙ্গিতজ্ঞাপনং যস্য, নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্। ভ্রুকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নটপুরুষ।(অমরটীকা রমানাথ)

ভৃকুংস (পুং) চুরাদৌ পটপুটেত্যাদি দণ্ডকোক্তঃ কুসির্ভাসার্থঃ, স্ত্রীবেশং ধারয়িত্বা ভ্রুবঃ কুংসয়তি পুরুষত্বমিতি সংজ্ঞায়াহ্কারস্য অকারঃ, হ্রস্বশ্চ বা, কুসি-অচ্, যদ্বা ভ্রুবা কুংস ইঙ্গিতপ্রকাশো যস্য নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্। ভ্রুকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নট পুরুষ।

(অমরটীকায় রমানাথ)

ভৃকুটী (স্ত্রী) কুট কৌটিল্যে ইতি কুট-ইন্, ভ্রুবঃ কুটিঃ, কৌটিল্যং নিপাতনাৎ বা সম্প্রসারণম্। ভ্রুকুটী, ভ্রুভঙ্গি।

ভৃগমাত্রিক (পুং) মৃগমাত্রিক।

ভৃগবাণ (ত্রি) ১ ভৃগুসদৃশ। ২ দীপ্যমান। (সায়ণ)

ভৃগু (পুং) তপসা ভৃজ্জ্যতে পক্বতপাদিভির্বেতি ভ্রস্জ (প্রথি ম্রদি ভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ইতি কু, সম্প্রসারণং সলোপঃ ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ, যদ্বা ভ্রজ্জতীতি কিপ্, ভৃক্ জ্বালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ। মুনিবিশেষ। মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারুণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ তপ, যজ্ঞ, ব্রত, দীক্ষা, দিক্পতিগণের সহিত দিক্ সমুদায়, দেবপত্নী, দেবকন্যা ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করেন। ঐ সময় ব্রহ্মা বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্ব-লিত হুতাসনে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্যা-গণকে দেখিবামাত্র তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। তখন সূর্য্য-দেব কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ করিয়া হুতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতির রেতঃস্খলন হইল। তখন তিনি স্বয়ং সেই শুক্র, স্রব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্রব্যের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন।

অগ্নিতে ব্রহ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধূম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নির্ধূম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি হইলে বারুণীমূর্ত্তিধারী মহাদেব দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমিই ইহার কর্ত্তা; অতএব যে তিনটী পুত্র জন্মিয়াছে উহারা আমারই পুত্র। তখন অগ্নি কহিলেন, "ঐ তিন পুত্র আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহারা আমারই অপত্য। মহাদেব কখনই অধিকারী হইতে পারেন না।" অগ্নি ইহা বলিয়া নিরস্ত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা বলিলেন, আমারই বীর্য্য দ্বারা এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। কারণ শাস্ত্রানুসারে বীজবপ্তাই ফলভোগী হইয়া থাকেন। এইরূপে তিনজনে বিবাদ করিতে থাকিলে, দেবগণ মধ্যস্থ হইয়া এই তিন পুত্র তিন জনকে প্রদান করেন। তেজস্বী ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরার অগ্নির এবং কবি ব্রহ্মার পুত্ররূপে কল্পিত হন। অতঃপর ক্রমে ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বারুণীমূর্ত্তি-ধারী মহাদেবের যজ্ঞ হইতে ইহারা উৎপন্ন হন বলিয়া ইঁহা-দিগের বংশসমুদায়ের নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগু হইতে যে বংশ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ বংশ ভার্গব নামে প্রসিদ্ধ।

(ভারত অনুশাসনপ° ৮৫ অ°)

এই ভৃগুবংশে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভৃগু ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি দশজন প্রজাপতি মধ্যে একজন প্রজাপতি। দক্ষকন্যা খ্যাতির

সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই খ্যাতির গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং ধাতা ও বিধাতৃনামে দুই পুত্র হয়। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত ঐ দুইজনের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্র মৃকণ্ডু এবং প্রাণ। ক্রমে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া ভার্গবনামে বিখ্যাত হয়। ভৃগু ধনুর্ব্বেদ-বিদ্যার প্রবর্ত্তক। (বিষ্ণুপু০) রামায়ণে লিখিত আছে,—কোন সময়ে অসুরগণ ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অসুর-নাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগুপত্নীর মস্তক খণ্ডিত হয়। ইহাতে ভৃগু ভগবান্ বিষ্ণুকে শাপ দেন। এই শাপে ভগবান্ বিষ্ণু রামাবতারে পত্নীবিয়োগ-দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। ইনি কোন সময়ে ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার সময় ভৃগুর উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। ভগবান্ বিষ্ণু গীতায় বলিয়াছেন, আমি মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু। ২ শিবের নামান্তর। ইঁহার বরে সগর রাজা পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।

(রামায়ণ) [সগর দেখ।]

৩ মহাদেব। ৪ শুক্রগ্রহ। (মেদিনী) ৫ সানু। ৬ জমদগ্নি। (হেম) ৭ অরণ্য-কণ্টকব্যাপ্ত গিরিপার্শ্বোচ্চ দেশ, নিরবলম্বন পর্ব্বতাদির পার্শ্ব যেস্থল হইতে পতিত হইলে কোন অবলম্বন থাকে না, তাহাই ভৃগুদেশ, পর্য্যায়—প্রপাত, অতট, দরদ, পতনস্থান। (শব্দরত্না০)

ভৃগু, সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য০ ৩১।৩৪)

ভৃগু, জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ। কেশবার্ক, বসন্তরাজ প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রন্থে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভার্গব-মুহূর্ত্ত, ভার্গবসূত্র ও ভৃগুসংহিতা নামে তন্নামীয় কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২ আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ জনৈক প্রাচীন ঋষি। ৩ ভৃগু-স্মৃতিনামক জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

ভৃগুক (পুং) কূর্ম্মচক্রের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত দেশভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৮ অ০)

ভৃগুকচ্ছ (ক্লী) নর্ম্মদার উত্তরতটস্থিত তীর্থক্ষেত্র।

"তং নর্ম্মদায়াস্তট উত্তরে বলের্যে ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে।"

(ভাগবত ৮।১৮।২১)

কাশীখণ্ডে এই তীর্থের 'ভৃগুকচ্ছ' ও 'ভৃগুকর্ণ' নামক দুইরূপ পাঠের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [ভরোচ দেখ]

ভৃগুকেশব (পুং) ভৃগুস্থাপিতঃ কেশবঃ মধ্যপদলোপিক°। কাশীস্থিত ভৃগুস্থাপিত কেশবমূর্ত্তিভেদ। (কাশীখ০ ৩৩ অ০)

ভৃগুক্ষেত্র, প্রাচীন তীর্থবিশেষ। ভৃগুক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ভৃগুজ (পুং) ভৃগোর্জায়তে জন-ড। ভার্গব, শুক্রাচার্য্য।

ভৃগুতনয় (পুং) ভৃগোস্তনয়ঃ। ভৃগুতনয়, শুক্রাচার্য্য। ভৃগু-নন্দন এবং ভৃগুসুতাদিরও ঐ অর্থ।

ভৃগুতীর্থ, তীর্থভেদ।

ভৃগুতুঙ্গ (ক্লী) হিমালয়স্থিত তীর্থভেদ।

"হিমবচ্ছিখরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে।
নাম্না ভৃগোস্তু শিখরং তস্মাত্তচ্ছিখরং ভৃগুঃ॥"(ভারত ১।১২৫ অ০)

ভৃগুদেব, প্রবরাধ্যায়প্রণেতা।

ভৃগুপতি (পুং) ভৃগূণাং তদ্বংশীয়াণাং পতিঃ। পরশুরাম।

"কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ! জয় জগদীশ হরে।" (গীতগো০)

ভৃগুপথ, হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থের সমীপস্থ তীর্থভেদ।

ভৃগুপ্রস্রবণ (পুং) হিমালয়সন্নিহিত পর্ব্বতবিশেষ।

ভৃগুভূমি (পুং) ভার্গবপুত্রভেদ। (হরিবং ৩ অ০)

ভৃগুবল্লী (স্ত্রী) ভৃগুণাংধীতা বল্লী। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লী। ভৃগু এই বল্লী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভৃগুবল্লী বা ভৃগুবল্ল্যুপনিষদ্ নামে খ্যাত।

ভৃগুণাম্পতি (পুং) ভৃগূণাং পতিঃ অলুকস০। পরশুরাম।

ভৃগুপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

ভৃগ্বঙ্গিরস্ (পুং) অথর্ব্ববেদের কএকটী সূক্তের ঋষি।

ভৃগ্বঙ্গিরোবিদ্ (ত্রি) অথর্ব্ববেদবিৎ।

ভৃগ্বীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভৃঙ্গ (ক্লী) বিভর্ত্তীতি ভৃঞ্ ভরণে (ভৃঞঃ কিৎ নুট্ চ। উণ্। ১।১২৪) ইতি গন্, স চ কিৎ, নুড়াগমশ্চ। ১ ত্বচ্, গুড়ত্বক্। (অমর) ২ অভ্রক। (রাজনি০) (পুং) ৩ ভ্রমর। ৪ কলিঙ্গ-পক্ষী। চলিত ফিঙ্গাপাখী বা ভীমরাজ। ইহার মাংসগুণ মধুর, স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। ৫ বিড়ঙ্গ। ৬ভৃঙ্গরাজ। ৭ ভৃঙ্গার। ৮ ভৃঙ্গরোল। চলিত ভীমরুল।

ভৃঙ্গক (পুং) ভৃঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্। রাজবাসন পক্ষী, ভৃঙ্গরাজপক্ষী, ফিঙ্গা বা ভীমরাজ পাখী। (শব্দরত্না০)

ভৃঙ্গচুল্লী (স্ত্রী) ভৃঙ্গাহ্বা। মহারাষ্ট্র—ভমরমালি, কলিঙ্গ—উপ্পুশক। গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনির্ঘণ্ট)

ভৃঙ্গজ (ক্লী) ভৃঙ্গ ইব জায়তে ইতি জন-ড। অগুরুকাষ্ঠ।

ভৃঙ্গজা (স্ত্রী) ভৃঙ্গজ-টাপ্। ভার্গী। (রাজনি০)

ভৃঙ্গপর্ণিকা (স্ত্রী) ভৃঙ্গ ইব কার্ষ্ণ্যাৎ ভৃঙ্গবর্ণং পর্ণমস্যা ইতি ঙীষ্, স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বঞ্চ ইকারস্য হ্রস্বত্বং। সূক্ষ্মৈলা, চলিত ছোট এলাচ। (শব্দচ০)

ভৃঙ্গপ্রিয় (পুং) ধূলীকদম্ব। (রাজনি০)

ভৃঙ্গপ্রিয়া (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণাং প্রিয়া, প্রচুরমধুত্বাৎ। মাধবীলতা।

ভৃঙ্গবন্ধু (পুং) ১ ভৃঙ্গাণাং বন্ধুরিব প্রিয়ত্বাৎ। ১ কুন্দবৃক্ষ। ২ কদম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

ভৃঙ্গমারি (স্ত্রী) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ কেবিকা পুষ্পবৃক্ষ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহ, পিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি॰)

ভৃঙ্গমূলিকা (স্ত্রী) ভৃঙ্গস্য ভৃঙ্গরাজস্যেব মূলমস্যাঃ ক, অজাতি-বচনত্বাৎ টাপ্, কাপি অত ইত্বং। ভৃঙ্গাহ্বা, ভ্রমরচ্ছল্লী, চলিত ভ্রমরমালী। (রাজনি॰)॰

ভৃঙ্গমোহিন্ (পুং) ১ চম্পক বৃক্ষ। ২ স্বর্ণচম্পক। (বৈদ্যকনি॰)

ভৃঙ্গরজ (পুং) ভৃঙ্গান্ রঞ্জয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাদ্ রঞ্জো অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। ভৃঙ্গরাজ। (ভাবপ্র॰)

ভৃঙ্গরজস্ (পুং) রঞ্জয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাৎ রঞ্জে (সর্ব্বধাতুভ্যো-ঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ততো (রজেশ্চ। পা ৬।৪।২৩) ইতি ন লোপঃ, ততো ভৃঙ্গাণাং রজঃ রঞ্জকঃ, অথবা ভৃঙ্গ ইব কৃষ্ণবর্ণং রজঃ পরাগো যস্য। ভৃঙ্গরাজ। (অমরটীকায় ভরত)

ভৃঙ্গরা (স্ত্রী) ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ। হিন্দী ভাংরা। (রাজনি॰)

ভৃঙ্গরাজ, মহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য॰ ৩১।৪২)

ভৃঙ্গরাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ। (Dicrurus ater) এই পাখীর ঠোঁট হইতে পুচ্ছাগ্রভাগ পর্য্যন্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যে মধ্যে দুএকটী কৃষ্ণোজ্জ্বল পালক, সেই কৃষ্ণবর্ণের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোন কোন পক্ষীর গাত্রে দুএকটী শ্বেতপালকও দেখা যায়। শাবকগুলির পাখা ও পুচ্ছ অত্যন্ত কটাশে এবং পাখার নিম্নভাগ সাদা। বিভিন্নস্থানে বাসহেতু এই পক্ষি-জাতির আবয়বিক অনেক বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। আফগানস্থান হইতে আসাম ও হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভারতসাম্রাজ্যে এবং ব্রহ্ম, চীন, শ্যাম ও কোচিন-চীন প্রভৃতি রাজ্যখণ্ডে ইহাদের বাসস্থান আছে। ইহারা শীত ভাল বাসে, এই জন্য স্থানবিশেষে শীতকালে ইহাদেরও শুভা-গমন হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১২॥॰ ইঞ্চি লম্বা হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছভাগ প্রায় ৭ ইঞ্চি। ঠোঁট, পা ও থাবা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও চক্ষুগোলকের পার্শ্বস্থান লাল হইয়া থাকে।

আকৃতির বিভিন্নতা দেখিয়া পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। D. ater পক্ষী বাঙ্গালাদেশে—ফিঙ্গা, ভীমরাজ; পঞ্জাবে—অপাল, কালচিং; দাক্ষিণাত্যে—কোলসা, বোজঙ্গ বা বুচঙ্গ; সিন্ধুপ্রদেশে—কুণিহ, কাল-কালচি; উঃপঃ প্রদেশে—থয়পল, তেলগু—বেত্তি ইন্টা, তামিল—কুড়ি কুরুম, সিংহলী ও তামিল—কুড়ি কুরবী এচ; ইংরাজীতে Drongo Shrike নামে পরিচিত।

কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে 'কাকের রাজা' বলিয়া অভিহিত করেন। পল্লিগ্রামের মাঠে, বাবলা গাছে ইহাদিগকে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়। মাঠে চরিয়া বেড়াইলে বা গাছের উপর বসিয়া থাকিলেও তাহারা আপন মনে লেজ নাড়িতে থাকে। ঘাসের উপর যা কিছু পোকামাকড় পায়, তাহাই ইহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কখনও একস্থানে থাকিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয় না। একস্থানে এক বা দুইটী পোকা খুঁটিয়া তৎক্ষণাৎ ইহারা অন্যস্থানে উড়িয়া গিয়া বসে।

ইহারা সাধারণতঃ বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মধ্যে ডিম পাড়ে। গাছে নিবিড় পত্রান্তরালে ইহাদের নীড় লুক্কায়িত থাকে। নীড়নির্ম্মাণে ইহারা বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রায় ৪ হইতে ৫টী পর্য্যন্ত ডিম প্রসব করিতে দেখা যায়। উহার মধ্যে কতকগুলি নিতান্ত সাদা ও অপর কতকগুলি সামন রঙের লালবিন্দুযুক্ত।

D. longicaudatus বা Indian Ashy Drongo পক্ষী, বাঙ্গালা—নীলফিঙ্গা, লেপ্‌চা—সহিম-কো, ভূটান—চেচুম, তামিল—এরাট্টু-বলম-কুরুবি নামে খ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর, রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাত ও হাজারা অঞ্চলে ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহাদের ডিম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। এতদ্ভিন্ন তেনা সেরিম প্রদেশ D. nigrescens, সিংহল ও হিমালয়ে D. caerulescens (পেটসাদা ধোলী), সিংহলে D. leucopygialis (কবুদা-পণিকা) এবং ব্রহ্ম, শ্যাম ও কোচিন রাজ্যে D. leucogenys (মুখসাদা) ও D. cineraceus নামক ভীমরাজ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা সুমধুর স্বরে গান করিতে পারে। শ্যামা, বুলবুল ও কোকিলের ন্যায় অনেকে ভীমরাজ পুষিয়া থাকে। কেবল যে সুমিষ্ট স্বরলহরীতে ইহারা মানবের মনস্তুষ্টি করে, তাহা নহে, অপর পক্ষীর সহিত লড়াই করিবার জন্য অনেকে আদর করিয়া এই পক্ষী রাখে। বুলবুল, মোরগ, তিত্তির প্রভৃতি পক্ষীর ন্যায় ইহারাও লড়াইপটু। দুইটী ভৃঙ্গরাজের পরস্পর লড়াইকে এদেশে 'ফিঙের লড়াই' বলে।

ভৃঙ্গরাজ, নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪পল, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কল্ক যষ্টিমধু ১ পল, যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈলের নস্য লইলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিদোষ নিরাকৃত হয়। একমাস কাল ব্যবহারে বলিপলিতাদি দোষও বিদূরিত হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না॰)

ভৃঙ্গরাজ ঘৃত, ক্ষুদ্ররোগাধিকারে ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা পিত্ত ১৬ তোলা। যথা নিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। সপ্তাহ কাল এই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্বতা-দোষ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰)

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণ, রসায়নাধিকারোক্ত চূর্ণ-ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ভাগ,তিলতৈল ॥০ অর্দ্ধভাগ ও আমলকী ॥০ ভাগ এই কয় দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে চিনি বা গুড়ের অনুপানযোগে সেবন করিলে জরা ও বিবিধ রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না০)

ভৃঙ্গরাজ (পুং) ভৃঙ্গ ইব রাজতে ইতি ভৃঙ্গ-রাজ-অচ্। দ্রব্যান্তরেণ ভৃঙ্গবৎ কেশকৃষ্ণীকরণাত্তথাত্বং (Wedelia calendulacea. বা C. Verbesina)। স্বনামখ্যাত পত্রশাক বিশেষ। ভীমরাজ, চলিত কেশুরিয়া, হিন্দী ভাঙ্গারা, ভেগরিয়া; মহারাষ্ট্র-পিবল মাকা, তৈলঙ্গ—গুন্টকলগর চেট্টু,বম্বে—পিবল ভাংরা। সংস্কৃত পর্য্যায়—কেশরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কব, ভৃঙ্গাহ্ব, কেশরঞ্জন, পিতৃপ্রিয়, অঙ্গারক, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর দীপ্তিবৰ্দ্ধক, কেশরঞ্জক, কফ-আম-শোথ ও শ্বিত্রনাশক। (রাজনি০) ভাবপ্রকাশ মতে পর্য্যায়—ভৃঙ্গরাজ ও মার্কব। গুণ—কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, কেশের হিতকর, ত্বকের কোমলতাসম্পাদক, কৃমি, শ্বাস, কাস, শোথনাশক; দন্তের দৃঢ়তাকারক, রসায়ন, বলকর, কুষ্ঠ, নেত্র, ও শিরোরোগনাশক। (ভাবপ্র০) ২ পক্ষিবিশেষ, ভীমরাজপাখী।

"শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কূজদ্ভির্বিবিধা গিরঃ।
ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যূহৈর্জলকুক্কুটৈঃ ॥" (ভারত ৩।১০৮।৭)

৩ ভ্রমর। ৪ যজ্ঞভেদ। ৫ দারুচিনি। (বৈদ্যকনি০)

ভৃঙ্গরাজক (পুং) ভীমরাজ পক্ষী।

ভৃঙ্গরিটি (পুং) ভৃঙ্গ ইব রটতি ইতি ভৃঙ্গ-রট-ইন্, পৃষোদরাদিত্বাদিকারাগমঃ। শিব-দ্বারপাল। (ভূরিপ্র০)

ভৃঙ্গরীট (পুং) ভৃঙ্গরিটি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ শিবদ্বারপাল। (ভূরিপ্র০) ২ লৌহ। (রস০ র০)

ভৃঙ্গরোল (পুং) ভৃঙ্গ ইব রৌতি, ভৃঙ্গ-রু-বাহুলকাৎ ওলচ্ অস্য ভৃঙ্গতুল্যশব্দত্বাত্তথাত্বং। কীটবিশেষ। চলিত ভীমরুল্। পর্য্যায়—বিবস্থকা, বরোল, তৃণষট্পদ। এই কীট কামড়াইলে অতিশয় যন্ত্রণা হয়; ২৫ বা ৩০টা যদি কামড়ায়, তাহা হইলেপ্রায় মৃত্যু হইয়া থাকে।কীটদষ্ট স্থানে পেয়াঁজের রস উপকারী।

ভৃঙ্গবল্লভ (পুং) ভৃঙ্গাণাং বল্লভঃ প্রিয়ঃ। ধারাকদম্ব, ভূমিকদম্ব।

ভৃঙ্গবল্লভা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণাং বল্লভা। ১ ভূমিজম্বূ। ২ তরণীপুষ্প-বৃক্ষ। (রাজনি০)

ভৃঙ্গবৃক্ষ (পুং) ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ। (সুশ্রুত)

ভৃঙ্গসুহৃদ্ (পুং) ভৃঙ্গাণাং সুহৃদ্ ইব প্রিয়ত্বাৎ। কুব্জপুষ্পবৃক্ষ।

ভৃঙ্গসোদর (পুং) ভৃঙ্গাণাং সোদরতুল্যঃ। কেশরাজ, চলিত কেশুরে। (ত্রিকা০)

ভৃঙ্গাধিপ (পুং) ভৃঙ্গাণামধিপঃ। ১ ভৃঙ্গদিগের অধিপতি। ২ ভীমরুল।

"কোলাহলো বিরমতেহচিরমাত্রমুচ্চৈ
ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামপি গায়মানে ॥" (ভাগ০৩।১৫।১৮)

ভৃঙ্গানন্দা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণামানন্দো যস্যাঃ, ভৃঙ্গাণাং আনন্দা, আনন্দকরী বা। যূথিকা। (রাজনি০)

ভৃঙ্গাভীষ্ট (পুং) ভৃঙ্গাণাং অভীষ্টঃ প্রিয়ঃ মধুবাহুল্যাৎ। আম্র-বৃক্ষ। (রাজনি০)

ভৃঙ্গার (ক্লী) ভৃ-ধারণপোষণয়োরিতি (ভৃঙ্গারশৃঙ্গারৌ উণ্-৩।১৩৬) ইতি-আরন্ নিপাতনাৎ নুম্ গুক্ চ বা ভৃঙ্গং জলমিয়র্ত্ত্য-নেনেতি ভৃঙ্গ-ঋ-করণে ঘঞ্। ১ লবঙ্গ। ২ সুবর্ণ। (রাজনি০) (পুং) ৩ সুবর্ণনির্ম্মিত বারিপাত্র।

"নাস্য পশ্যামি তে ছত্রং ভৃঙ্গারমথবা পুনঃ।" (মার্কপু০ ৮।২০৩)

পর্য্যায়—কনকালুকা, গুড়ুক, গড়ুক। (শব্দরত্না০) ৩ জল-পাত্রভেদ, চলিত ঝারী।

"রাজ্ঞোহভিষেকপাত্রং যদ্ ভৃঙ্গার ইতি তন্মতম্।
তদষ্টধা তস্য মানমাকৃতিশ্চাপি চাষ্টধা।
সৌবর্ণং রাজতং ভৌমং তাম্রং স্ফাটিকমেব চ।
চান্দনং লৌহজং শার্ঙ্গমেতদষ্টবিধং মতম্ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

যে জলপাত্র দ্বারা রাজগণের অভিষেক হয়, তাহাকে ভৃঙ্গার কহে। ইহা সৌবর্ণ, রাজত, ভৌম, তাম্র, স্ফাটিক, চান্দন, লৌহজ ও শার্ঙ্গ এই আটপ্রকার। [রাজ্যাভিষেক দেখ।]

ভৃঙ্গারক (পুং) ভৃঙ্গার-স্বার্থে কন্। ভৃঙ্গার।

ভৃঙ্গারি (স্ত্রী) ভৃঙ্গং ভৃঙ্গবর্ণং ঋচ্ছতীতি ঋ-ইন্। কেবিকা পুষ্প। (রাজনি০)

ভৃঙ্গারিকা (স্ত্রী) ভৃঙ্গ-ঋ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্, ভৃঙ্গার-কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ঝিল্লিকা কীট, চলিত ঝিঁ ঝিঁ পোকা।-

'ঝিল্লিকা বিল্লিকা বর্ষকরী ভৃঙ্গারিকা চ সা।' (হেম)

ভৃঙ্গারী (স্ত্রী) ভৃঙ্গার—গৌরাদিত্বাৎ ঙীপ্। ঝিল্লীকীট। রস্থানে ল করিয়া ভৃঙ্গালী পদও হয়।

ভৃঙ্গার্ক (পুং) ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

ভৃঙ্গাহ্ব(পুং) ভৃঙ্গমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে ইতি আ-হ্বে-ক। ১ জীবক। ২ ভৃঙ্গরাজ। (রাজনি০)

ভৃঙ্গাহ্বা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাহ্ব-স্ত্রিয়াং টাপ্। ভ্রমরচ্ছল্লী। (রাজনি০)

ভৃঙ্গি (পুং) বিভর্ত্তীতি ভৃ-বাহুলকাৎ গিক্ নুট্ চ। ভৃঙ্গী,শিবের দ্বারপালভেদ।

"প্রাপ্তা গণাধিপত্যং স্বং নাম্না ভৃঙ্গিরিতি স্মৃতঃ।"(বামনপু০ ৪৫অ০)

ভৃঙ্গিন্ (পুং) ভৃঙ্গঃ, ভৃঙ্গবর্ণো ঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ বটবৃক্ষ। (রাজনি০) ২ শিবের দ্বারপালবিশেষ, পর্য্যায় ভৃঙ্গরিটি,

ভৃঙ্গরীট, শল, নাড়ীদেহ, অস্থিবিগ্রহ, ভৃঙ্গরিটি। (ভূরিপ্র°)

কালিকাপুরাণে শিবানুচর ভৃঙ্গীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ইন্দ্রাদিদেবগণ তারকাসুরবধের নিমিত্ত মহাদেবের নিকট উমার গর্ভে হরের ঔরসে এক পুত্র প্রার্থনা করেন, মহাদেব ইহাতে স্বীকৃত হইয়া দেবগণের প্রার্থিত পুত্রের জন্য উমার সহিত মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ৩২ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল। এই সময় বসুধা নিরন্তর কম্পিতা এবং দেবগণ সকলেই অতিশয় আকুল হইলেন। পরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ব্রহ্মন্! মহাদেবের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, কারণ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সেই পুত্র নিশ্চয়ই আমাকে অতিক্রম করিবে, অতএব তারকাসুর অপেক্ষাও আমার এই পুত্রের উপর অধিক ভয় হইয়াছে, আপনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মা তখন ইন্দ্র ও দেবগণের সহিত মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে প্রীত হইয়া উমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেবগণের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র বলিলেন, আপনার মহাসুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদনদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায়, দেবগণ ও দিক্পালগণ নিরন্তর অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব আপনি মহামৈথুন ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন, আমার এই মহামৈথুনপ্রবৃত্তি আপনাদিগের হিতের জন্য, ইহা ত্যাগ করিয়া রতিমাত্র অবলম্বন করিলে, উমাগর্ভে পুত্র হইবে না, তাই আমার এইরূপ উদ্যম। যাহা হউক, আপনাদের প্রার্থনানুসারে আমি মহামৈথুন ত্যাগ করিলাম। কিন্তু আপনারা এক কার্য্য করুন, আমার এই মহামৈথুনপ্রসূত তেজ ধারণ করিতে সমর্থ এইরূপ একজন দেবতাকে আদেশ করুন। তখন দেবগণ অগ্নিকে তেজ ধারণ করিতে বলিলে অগ্নি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহাদেব মৈথুনসম্বন্ধীয় স্বকীয় তেজ অগ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন।

অগ্নিতে পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজের মধ্যে পরমাণুদ্বয় পরিমিত তেজ গিরিসানুতে পতিত হইল, ঐ তেজ পতিত হইবামাত্রই দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটী ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী ও অপরটীর মর্দ্দিতঅঞ্জনসদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া 'মহাকাল' নামকরণ করিলেন। শঙ্কর তাহাদের উভয়কে প্রমথাদিগণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন, এবং অপর্ণাও তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন। পরে মহাদেব এই দুজনকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। (কালিকাপু° ৪৫ অ°)

বামন পুরাণে লিখিত আছে,—অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক এই যুদ্ধে যুধ্যমান হইয়া মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করেন। আশুতোষ স্তবে প্রীত হইয়া তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি পাপবিমুক্ত হইয়া আমার পার্শ্বচর গণপতি ভৃঙ্গী হইবে। মহাদেবের এই বরে অন্ধক ভৃঙ্গিরূপে জন্মগ্রহণ করে। (বামনপুরাণে ৪৪, ৪৫ এবং ৬৭ অধ্যায়) [ভৌতিকতত্ত্ব দেখ।]

ভৃঙ্গিরিটি (পুং) ভৃঙ্গরিটি, শিবদ্বারপালভেদ।

ভৃঙ্গী (স্ত্রী) ভৃঙ্গি-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ অতিবিষা, চলিত আতইচ। ২ বটীবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ ভঙ্গা, চলিত ভাং বা সিদ্ধি। ৪ তন্নামক মক্ষিকা, চলিত কুমুরিয়া পোকা। ৫ ইন্দ্রগোপকীট।

ভৃঙ্গীফল (পুং) ভৃঙ্গ্যাঃ অতিবিষয়োঃ ফলমিব ফলং যস্য। আম্রাতক বৃক্ষ, চলিত আমড়াগাছ। (রাজনি°)

ভৃঙ্গীগৃহ (স্ত্রী) ভৃঙ্গ্যাঃ গৃহং আবাসস্থানং। ভীমরুলের চাক। কুমিরিয়া পোকার চাক। (বৈদ্যকনি°)

ভৃঙ্গীমলয় (পুং) ভারতের প্রাচীন জনপদ ও সেই স্থানবাসী জাতিবিশেষ।

ভৃঙ্গীশ (পুং) ভৃঙ্গিণো ভৃঙ্গের্ব্বা ঈশঃ। মহাদেব। (শব্দরত্না°)

ভৃঙ্গেরিটি (পুং) ভৃঙ্গে ভৃঙ্গবিষয়ে রিটতি অভিলষতীতি ভৃঙ্গেরিট্-কর্ত্তরি ই। অলুক্‌স°। ভৃঙ্গী। (ত্রিকা°)

ভৃঙ্গেষ্টা (স্ত্রী) ভৃঙ্গাণামিষ্টা। ১ ঘৃতকুমারী। ২ ভার্গী। ৩ তরুণী। ৪ কাকজম্বু। (রাজনি°)

ভৃজ, ভর্জ্জন, ভাজা, পাকভেদ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভর্জ্জতে। লোট্ ভর্জ্জতাং। লুঙ্ অভর্জ্জিষ্ট।

ভৃজায়ন (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ।

ভৃজ্জন (পুং) ভৃজ্যতে তণ্ডুলাদয়োঽস্মিন্নিতি ভ্রস্জ্ (ভূ সূ-ধূ-ভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮০) ইতি ক্যুন্। অম্বরীষ, ভর্জ্জনপাত্র, চলিত ভাজনা-খোলা। (উজ্জ্বল)

ভৃণীয়, ক্রোধ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ভৃণীয়তে। লুঙ্ অভৃণীয়িষ্ট।

ভৃণ্টিকা (স্ত্রী) তিরিণ্টিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্বেতগুঞ্জা।

ভৃণ্ড (স্ত্রী) বীচি, তরঙ্গ। (হারাবলী)

ভৃত (ত্রি) ভৃ-ক্ত। ১ পুষ্ট, বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত। ২ দাসভেদ। "উত্তমস্ত্বায়ুধীয়ো যো মধ্যমস্তু কৃষীবলঃ। অধমো ভারবাহী স্যাদিত্যেবং ত্রিবিধো ভৃতঃ॥" (মিতাক্ষরা) ভাবে ক্ত। (স্ত্রী) ৩ ভরণ। ৪ ভরণীয়।

ভৃতক (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভৃ কর্ম্মণি ক্ত, ততঃ স্বার্থে কন্,

যদ্বা ভৃতেন বেতনেন উপজীবতীতি কন্। বেতনোপজীবী কর্ম্মকর্ত্তা, যাহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—ভৃতিভুজ্, কর্ম্মকর, বৈতনিক। (অমর)

"ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।" (মনু ৩।১৫৬)

ভৃতি (স্ত্রী) ভ্রিয়তেঽনেনেতি ভৃ-ক্তিন্। ১ বেতন। ২ মূল্য। ৩ ভরণ। ৪ পোষণ। (মেদিনী)

"কালমানং ত্রিধা জ্ঞেয়ং চান্দ্রং সৌরঞ্চ সাবনম্।
ভৃতিদানে সদা সৌরং চান্দ্রং কৌসীদবৃদ্ধিষু॥" (শুক্রনীতি)

সৌর, চান্দ্র ও সাবন এই তিন প্রকার সময় নিরূপিত আছে, তাহার মধ্যে বেতনবিষয়ে সৌর মাসই বিহিত হইয়াছে। সূর্য্যের একরাশি হইতে অন্য রাশি পর্য্যন্ত গমন-কালই সৌর মাস।

ভৃতিকা (স্ত্রী) বেতন। (দিব্যাবদান ৩০।৩০)

ভৃতিভুজ্ (পুং) ভৃত্যা ভুঙ্ক্তে, উপজীবতীত্যর্থঃ, ভুজ্ কর্ত্তরি কিপ্। ভৃতক, বেতনোপজীবী, ভৃত্য।

ভৃত্য (পুং) ভ্রিয়তে ইতি ভৃ-(ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াম্। পা ৩।১।১১২) ইতি ক্যপ্ (হ্রস্বস্য পিতিকৃতি তুক্। পা ৬।১।৭১) ইতি তুক্। দাস। পর্য্যায়—পরিকর্ম্মা, পরিচর, সহায়, পরিচারক, প্রেষ্য, উপস্থাতা, সেবক, অভিসর, অনুগ।

"ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিয়োক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥
ভৃত্যপরীক্ষণং বক্ষ্যে যস্য যস্য হি যো গুণঃ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্যদা কথিতানি চ॥
যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে তুলাঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন।
তথা চতুর্ভির্ভৃতকঃ পরীক্ষ্যতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা॥"

(গরুড়পু° ১১২ অ°) বেতনগ্রাহী কর্ম্মকারকমাত্রই ভৃত্য। ভৃত্য তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া ভৃত্য রাখিতে হয়। যেরূপ সুবর্ণ তুলা, ঘর্ষণ, ছেদন ও তাপন দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, তদ্রূপ ভৃত্যও শাস্ত্রজ্ঞান, শীল, কুল ও কর্ম্ম এই চারি প্রকার গুণ দেখিয়া পরীক্ষা করা বিধেয়।

কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে কোন্ প্রকার কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে, গারুড়ে তাহার বিষয় এইরূপ আলোচিত হইয়াছে। কুল, শীল ও সকলগুণযুক্ত, সত্যধর্ম্মপরায়ণ এবং সুরূপ ব্যক্তি রাজ্যাধ্যক্ষ; মূল্য এবং রূপপরীক্ষা করিতে সমর্থ হইলে রত্নপরীক্ষক; যিনি বলাবলজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ, তাঁহাকে সেনাপতি, যিনি ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ এবং বলবান্, প্রিয়দর্শন ও প্রমাদশূন্য তিনি প্রতীহার। যিনি মেধাবী, বাক্‌পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রদ্রষ্টা এবং সাধুপ্রকৃতি তিনি লেখক; যিনি বুদ্ধিমান্, পরচিত্তোপলক্ষক, ক্রূর এবং যথোক্তবাদী তিনিই দূত; সকল শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং শৌর্য্য ও বীর্য্যশালী তিনি ধনাধ্যক্ষ; যিনি সত্যবাদী, আচারপূত ও শাস্ত্রদর্শী, তিনি সূপকার; যিনি সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রিয়দর্শন এবং উত্তম-স্বভাব তিনিই বৈদ্য; যিনি বেদবেদান্তাদি সকল শাস্ত্রপারদর্শী, জপ ও হোমপরায়ণ এবং সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদদানে মঙ্গলবিধায়ক হন, তিনিই রাজপুরোহিত।

পূর্ব্বোক্তরূপ রূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা কর্ম্ম প্রদান করিবেন। নিয়মিতরূপে উহাদিগকে বেতন দেওয়া আবশ্যক। যিনি যেরূপ উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ বেতন দিবেন। কখন বেতনের শঠতা করিবেন না। (গরুড়পু° ১১২অ)

"ভৃত্যং পরীক্ষয়েন্নিত্যং বিশ্বাস্যং বিশ্বসেৎ সদা।
নৈব জাতির্ন চ কুলং কেবলং লক্ষয়েদপি॥
কর্ম্মশীলগুণাঃ পূজ্যাস্তথা জাতিকুলে ন হি।
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে॥" ইত্যাদি।
(শুক্রনীতি ২ অ°)

শুক্রনীতিতে ভৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যত্নের সহিত ভৃত্যের পরীক্ষা করিতে হইবে। ভৃত্যের কেবলমাত্র জাতি বা কুল পরীক্ষণীয় নহে; তাহার কর্ম্ম ও স্বভাব পরীক্ষা করা বিধেয়। বিবাহাদি কার্য্যেই কেবল জাতিকুল দেখিতে হয়। ভৃত্য জাতি বা কুল দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহার একমাত্র কার্য্যকুশলতা ও স্বভাব দ্বারাই আদরণীয় হইয়া থাকে। ভৃত্য সুশীল ও নিরলস হইয়া প্রভুর কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। আপনার কার্য্য যেরূপ যত্ন করিয়া করিতে হয়, প্রভুর কার্য্য তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ যত্ন করিয়া করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ভৃত্য সর্ব্বদা পরিতুষ্ট, মৃদুভাষী, কার্য্যদক্ষ, শুচি এবং পরের উপকারে কুশল ও অপকারপরাঙ্মুখ হইবে; সৎকার্য্যে অদীর্ঘসূত্রী এবং অসৎকার্য্যে দীর্ঘসূত্রী হইবে, অর্থাৎ প্রভু যদি কোন সৎকার্য্যের আদেশ করেন, ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে এবং যদি কোন অসৎকার্য্যের আদেশ করেন, তাহা হইলে উহা যত বিলম্ব করিয়া করা সম্ভব হয়, তাহা করা আবশ্যক।

অসদ্ভৃত্য-লক্ষণ—শঠ, কাতর, লুব্ধ, সমক্ষে প্রিয়বাদী, মত্ত, ব্যসনযুক্ত, আর্ত্ত, যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করে, পরিদেবী (পাশাদি ক্রীড়াকারী), নাস্তিক, দাম্ভিক, অসত্যবাদী, অসূয়াকারী, অপমানকারক, অসদ্বাক্য দ্বারা মর্ম্মপীড়ক, শত্রুর সেবক ও অধার্ম্মিক এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ভৃত্য নিন্দনীয়। ইহাদিগকে নিন্দিত ভৃত্য কহে।

ভৃত্য রাত্রির পশ্চিম যামে উঠিয়া গৃহকার্য্যাদির বিষয়

চিন্তা করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অনুষ্ঠান করিবে। দেড় মুহূর্ত্ত অর্থাৎ প্রায় তিন দণ্ড সময়ের মধ্যে নিজের কার্য্য সমাপন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবে। তথায় যাইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিবে। ভৃত্য সর্ব্বদা অনুদ্ধত-বেশে এবং প্রভুর নিকট প্রাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তিনি যত্নের সহিত সেই কার্য্য শেষ করিয়া তবে অন্য কার্য্য করিবেন। কোনও ব্যক্তির উপর অসূয়া ভৃত্যের বিশেষ অনিষ্টকারক। প্রভুর রহস্য বিষয় কখন প্রকাশ করিবে না। প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা বিনাশ কখন মনেও চিন্তা করিতে নাই। ভৃত্য যদি অপ্রধান থাকে, এবং উত্তমরূপে প্রভুর সেবা করে, তাহা হইলে সময়ে ঐ ভৃত্য প্রধান হয়, এবং যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি যদি স্বীয়কার্য্যে অবহেলা করেন, তাহাহইলে তিনিও সময়ে অপ্রধান হন।

"অপ্রধানঃ প্রধানঃ স্যাৎ কালে চাত্যন্তসেবনাৎ।
প্রধানো ঽপ্যপ্রধানঃ স্যাৎ সেবালস্যাদিনা যতঃ॥
নিত্যং সংসেবনরতো ভৃত্যো রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ।
স্বস্বাধিকারকার্য্যং যৎ প্রাক্ কুর্য্যাৎ সুমনা যতঃ॥"(শুক্র° ২অ°)

অগ্নিপুরাণে ভৃত্যের কর্ত্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ভৃত্য শিষ্যের ন্যায় প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, কখনও তাহার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। অনুকূল প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিবে, হিতবাক্য অপ্রিয় হইলেও নির্জ্জনে কহিবে। কখনও বিত্তহরণ বা কদাচ প্রভুর অবমাননা করিবে না। প্রভুর ন্যায় বেশভূষাধারণ ভৃত্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রভুর গুহ্য বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের আদেশ করিলে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ নিজে সেইকার্য্য সম্পাদন করিবে। স্বামিদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ন সর্ব্বদা ধারণ করিবে। আদিষ্ট না হইলে দ্বারে প্রবেশ করিবে না। প্রভুর সমক্ষে কখন অযোগ্য স্থানে উপবেশন করিবে না। জৃম্ভা, নিষ্ঠীবন, হাস্য, কোপ, ভ্রুকুটী উদ্গার প্রভৃতি প্রভুসমীপে বর্জ্জনীয়। শঠতা, নাস্তিকতা, ক্ষুদ্রতা ও চাপল্য প্রভৃতি দোষ রাজসেবা-কালে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ভৃত্য প্রভুর সর্ব্বদা মনঃপ্রীতি-কর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার বিরক্তি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অনুরাগ সহকারে কার্য্য করা বিধেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ে কথা কহিবে না। কেবল আপৎকালে প্রভুর হিতের জন্য ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান বিশেষ দোষাবহ নহে। কোন গুহ্যবিষয়ে আদেশ করিলে তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা ভয় করিবে না। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ভৃত্যই সদ্-ভৃত্য। ইহার বিপরীত আচরণকারী কুভৃত্য।(অগ্নিপু° ২২১ অঃ)

ভৃত্যা (স্ত্রী) ভ্রিয়তে ঽনয়া ভরণমিতি বা ভৃ (সংজ্ঞায়াং সম জনিষদ্ নিপতমনবিদষুঞ্ শীঙ্ ভৃঞিণঃ। পা ৩।৩।৯৯) ইতি ক্যপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বেতন, ভরণক্রিয়া।

ভৃত্যতা (স্ত্রী) ভৃত্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভৃত্যের ভাব বা ধর্ম্ম, ভৃত্যের কার্য্য, ভৃত্যত্ব।

ভৃত্রিম (ত্রি) ভরণাজ্জাতঃ ভৃ-ত্রিমপ্। ভরণ হইতে জাত।

ভৃমি (পুং) ভ্রমতি ভ্রাম্যতি বেতি ভ্রম্ ভ্রমেঃ (সংপ্রসারণঞ্চ। উণ্ ৪।১২০) ইতি ইন্ কিৎ, সম্প্রসারণঞ্চ। ১ বায়ুবিশেষ, ঘূর্ণা বাতাস। ২ জলাদি ভ্রমণ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ৩ কর্ম্ম-নির্ব্বাহক "আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভৃমিরস্যৃষি" (ঋক্ ১।৩১।১৬) 'ভৃমির্ভ্রমিকঃ কর্ম্মনির্ব্বাহক ইত্যর্থঃ' (সায়ণ) ৪ ভ্রমণশীল। "ইমা উবাং ভৃময়ো মন্যমানা" (ঋক্ ৩।৬২।১)

'ভৃময়ঃ ভ্রমণশীলাঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) ৫বীণাবিশেষ। "ভৃমিঃ ধমন্তো অপগা অবৃণ্বত" (ঋক্ ২।৩৪।১)

'ভৃম্যাখ্যঃ বীণাবিশেষস্তং ধমন্তো বাদয়ন্তো' (সায়ণ)

ভৃম্যশ্ব (পুং) ভৃময় ইব অশ্বাঃ যস্য। ঋষিভেদ। তস্য পুত্রঃ অণ্, ভার্ম্ম্যশ্ব, তদপত্য। (নিঘণ্টু ৯।৪)

ভৃশ, অধঃপতন। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ভৃশ্যতি। লোট্ ভৃশ্যতু। লুঙ্ অভর্শীৎ, ইদিৎ অভৃশৎ। লিট্ বভর্শ।

ভৃশ (ক্লী) ভৃশ্যতি প্রাচুর্য্যেণ বর্ত্ততে ইতি ভৃশ্-ক। ১ অতিশয়, অত্যন্ত (ত্রি) ২ অতিশয়যুক্ত।

"ভৃশমারাধনে যত্তঃ স্বারাধ্যস্য মরুত্বতঃ।" (ভারবি ১১।৪৬)

ভৃশক, শকবংশীয় নৃপতিভেদ। উঃ পঃ প্রদেশের বিজনোর জেলায় তন্নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ভৃশজম্ব (পুং) নাসারোগভেদ। ইহার লক্ষণ—তীক্ষ্ণ ঘ্রাণো-পযোগাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি বিঘট্টিত হইলে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।*

ভৃশপত্রিকা (স্ত্রী) মহানীলী। (রাজনি°)

ভৃশৎ (পুং স্ত্রী) পাষাণ। (শব্দরত্না°)

ভৃশম্ (অব্য°) ভৃশ—বাহুলকাৎ কমু, মান্তমব্যয়ম্। ১ মুহু, বারংবার। ২ শোভন। (শব্দরত্না°)

ভৃশাদি (পুং) ভৃশ-আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা,—ভৃশ, শীঘ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, সুমনস্, দুর্ম্মনস্, অভিমনস্, উন্মনস্, রহস্, রোহৎ, রেহৎ, তৃপৎ, শশ্বৎ, ভ্রমৎ, বেহৎ, শুচিস্, শুচিবর্চ্চস্, অন্তরবর্চস্, ওজস্, সুরজস্, অর-

* "তীক্ষ্ণঘ্রাণোপযোগার্করশ্মিসূত্রতৃণাদিভিঃ।
বাতকোপিভিরন্যৈর্ব্বা নাসিকাতরুণাস্থনি।
বিঘট্টিতে ঽনিলঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধঃ শৃঙ্গাটকং ব্রজেৎ।
নিবৃত্তঃ কুরুতেঽত্যর্থং ক্ষবথুং স ভৃশজম্বঃ।"(বাভট উ° ১৯অ°)

ক্বস্। ভ্রিয় অর্থে ভৃশাদিগণের উত্তর ক্যঙ্ হয়। ক্যঙ্ প্রত্যয় হইলে পরে উহা ধাতু হয়, ভৃশ-ক্যঙ, ভৃশায়, লট্ ভৃশায়তে। ইত্যাদি। (পাণিনি)

ভৃষ্ট (ত্রি) ভ্রস্জ-ক্ত। জলোপসেক ব্যতীত বালুকা বা অগ্নি সংযোগ দ্বারা পক্ব, চলিত ভাজা।

ভৃষ্টকার (পুং) ভুজাবালা। যাহারা ছোলা, কলাই প্রভৃতি ভাজিয়া বিক্রয় করে।

ভৃষ্টকুলত্থ (পুং) ভর্জ্জিতকুলত্থক, চলিত ভাজা কুয়তি কলায়। জরাবস্থায় অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকিলে ইহা সেবন করিলে ঘাম দূর হয়। (সারকৌ°)

ভৃষ্টচণক (পুং) ভর্জ্জিত চণক, ভাজা ছোলা। মহারাষ্ট্র— কুটাভুংজা, কলিঙ্গ—হুরুকড়ল। ইহার গুণ—রুচিকর, বাতনাশক, রক্তের দোষজনক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, কফ ও শৈত্যনাশক। (রাজনি°)

ভৃষ্টতণ্ডুল (পুং) ভর্জ্জিত তণ্ডুল, সিদ্ধচাউল বা চাউলভাজা।

"সুগন্ধিঃ কফহা রুক্ষঃ পিত্তলো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ।" (রাজনি°)

ভৃষ্টতণ্ডুলান্ন (ক্লী) ভর্জ্জিত তণ্ডুলের অন্ন, সিদ্ধ চাউলের ভাত। চালভাজা, মুড়ি। ইহা লঘু ও অগ্নিপ্রদীপক।

"ভৃষ্টতণ্ডুলজং চান্নং লঘুবহ্নিপ্রদীপনম্।" (রাজনি°)

ভৃষ্টমৎস্য (পুং) ভর্জ্জিত মৎস্য, ভাজা মাছ।

ভৃষ্টমাংস (ক্লী) ঘৃতাদি দ্বারা ভর্জ্জিত মাংস, ভাজা মাংস, ইহার গুণ বিদাহী এবং রক্ত ও বাতাদি দোষজনক। (ভাবপ্র°)

ভৃষ্টমৃৎ (স্ত্রী) অগ্নিভর্জ্জন দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকা, চলিত পোড়ামাটী। স্ত্রীলোকেরা গর্ভাবস্থায় এই মাটী অতিশয় ভালবাসে।

ভৃষ্টযব (পুং) ভৃষ্টশ্চাসৌ যবশ্চেতি। ভর্জ্জনবিশিষ্ট যব, যব ভাজা, পর্য্যায় ধানা, বাট্য। ভাজা যব, সাতু। ২ চিপিটক, চিড়ে। (পর্য্যায়মু°)

ভৃষ্টান্ন (ক্লী) ভৃষ্টং অন্নং। ভৃষ্টতণ্ডুল, চলিত মুড়ি, পর্য্যায়— কুহর, ন্যাটা। (শব্দচ°)

ভৃষ্টি (স্ত্রী) ভ্রস্জ-ভাবে ক্তিন্। ১ ভর্জ্জন। ২ শূন্যবাটিকা। (মেদিনী)

ভৃষ্টিমৎ (ত্রি) ভৃষ্টি অস্ত্যর্থে মতুপ্। অগ্নিযুক্ত বজ্র, বজ্র অষ্টাস্রিযুক্ত।

"বৃত্রস্য যদ্ ভৃষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিন্দ্র।" (ঋক্ ১।৫২।১৫)

'ভৃষ্টিমতা ভ্রংশয়তি শত্রূনিতি ভৃষ্টিরস্রিঃ তদ্বতা বধেন হননসাধনেন বজ্রেণ, বজ্রো বা এষ কৃত্বাণঃ লোহষ্টাস্রিঃ কর্ত্তব্যঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ ঋষিভেদ।

ভৃ ১ ভর্জ্জন। ২ ভর্ৎসন। ৩ ভরণ। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক°। সেট্। লট্ ভৃণাতি। লোট্ ভৃণাতু। লিট্ বভার, বভ্রতুঃ, লুট্ ভরিতা, ভরীতা। লুঙ্ অভারীৎ সন্ বভূর্ষতি। যঙ্ বেভ্রীয়তে। যঙ্ লুক্ বর্ভর্ত্তি। ণিচ্ ভারয়তি। লুঙ্ অবীভরৎ।

ভেঁউচান (দেশজ) মুখবিকৃতিকরণ। স্বীয় মুখে ভিন্ন প্রকৃতির সদৃশীকরণ।

ভেঁপু (দেশজ) বালকদিগের বাজাইবার ছোট বাঁশী। বাঙ্গালায় রথযাত্রাদিনে তালপত্রনির্ম্মিত ভেঁপু বাজান বালকদিগের উৎসবমধ্যে গণ্য।

ভেক (পুং) বিভেতি ইতি ভী-(ইন্ ভীকাপাশল্যাতীতি। উণ্ ৩।৪৩) ইতি কন্। জন্তু বিশেষ, চলিত ব্যাঙ। পর্য্যায় মণ্ডূক, বর্ষাভূ, শালুর, প্লব, দর্দ্দুর বৃষ্টিভূ, সালুর, প্লবঙ্গম, ব্যাঙ্গ, প্লবগ, শল্ল, নন্দন, গূঢ়বর্চ্চা, অজিহ্ব, জিহ্মমোহন, নন্দক, কৃতালয়, রেক, মণ্ড, হরি, লুলুক, শালুক, কটুরব। ইহার মাংসগুণ সত্ত্ববলকর, শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি°) ২ কৃষ্ণাভ্র। (রসচিন্তা°) ৩ মেঘ।

"সংবৃণুতে হস্ত্রীভুদধিনিদাঘনক্তো ন ভেকমপি।"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৫১)

ভেক, স্বনাম-প্রসিদ্ধ উভচর জীববিশেষ (Frog)। বাঙ্গালায় ব্যাঙ্ নামে অভিহিত। ভেকতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা প্রাণিবিদ্গণ ইহাদিগকে জল ও স্থলচর সরীসৃপের Amphibious reptiles মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পুচ্ছহীন Anourous ও সপুচ্ছ *urodbles* ভেদে বিভাগ করিয়া তাঁহারা ভেকজাতিকে প্রথমোক্ত শ্রেণিমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত, সিংহল, চীন, ব্রহ্ম, আমেরিকা ও য়ুরোপের নানা স্থানে ভেকজাতির বাস দেখা যায়। তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম পাওয়া দুষ্কর। ফরাসীভাষায়—Grenouille, জর্ম্মাণ—Frosch, ইতালীয়—Ranocchia, স্পেনীয়— Rana, ইংরাজী—Frog ও লাটিন—Barrachia salicuta নামে ভেকগণ পরিচিত, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভেকবংশের আকৃতিগত প্রভেদ আছে।

আকৃতিগত বিভিন্নতা ও বিভিন্ন স্থানে অস্থিসমাবেশের বিপর্য্যয় লক্ষ করিয়া প্রাণিবিদ্গণ ভেকজাতির মধ্যে তিনটী স্বতন্ত্র থাক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত তিন থাকের শ্রোণীফলকাস্থিসমূহের ossa ilii ও os innominata দৈর্ঘ্য, বিস্তৃতি ও সঙ্কোচাবস্থা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ১ Rana বা জলবিহারী ভেকগণ অস্মদ্দেশীয় সোণা ব্যাঙের (Rana palutris) সদৃশ। ইহাদের মুখ ছুঁচাল, চক্ষুদ্বয় করোটির পার্শ্বদেশে উচ্চভাবে সন্নিবিষ্ট, শ্রোণীফলক হইতে

পশ্চাৎ পাদতল পর্য্যন্ত ৫টী সন্ধিস্থান আছে, সম্মুখের পদদ্বয় মনুষ্য-হস্তের ন্যায় গ্রন্থিত্রয়-সমন্বিত, সম্মুখের পদে ৪টী ও পশ্চাৎ পদে ৫টী অঙ্গুলী আছে। পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিগুলি হংসের ন্যায় চর্ম্ম-পটহ দ্বারা যোড়া। ২ Tree Frogs বা Hyla bicolor দেখিতে কতকাংশে আমাদের দেশের—আসাপা-বেঙের ন্যায়। ইহারা বৃক্ষাদি ও দেউলপ্রাচীর প্রভৃতিতে উঠিতে সমর্থ। বাঙ্গালার আসাপাগুলি শ্বেতকায় ও ক্ষুদ্রাকার, দেখিলে ভিন্ন জাতীয় জীব বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার Hyla bicolor গুলির Oxyrhynchus bicolor শ্রোণীফলকাস্থি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহারা স্বভাবতঃই কৃশকায়, সম্মুখ ও পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার মাংসপিণ্ডবিলম্বিত। ৩ কোলাব্যাঙশ্রেণির মধ্যে যাহাদের শ্রোণীফলকাস্থি ক্ষুদ্র (Bufo vulgaris) তাহারা Bufo এবং যাহাদের ঐ অস্থি ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রশস্ত তাহারা (Pipa monstrata) Pipa সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে।

সাধারণ ভেকজাতির নিম্ন-চোয়ালে দন্ত নাই। কিন্তু আমেরিকার Ceratophyrs granosa শাখার দন্তস্থালিস্থ হনু-অস্থিগুলি এরূপ ভাবে সমুন্নত যে তাহাই সকল সময়ে দন্তের কার্য্য করিয়া থাকে। Bufonidæ শ্রেণির আদৌ দন্ত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু Hyladactylus শাখার নাসা-ফলকাস্থিতে এবং Sclerophrys শ্রেণির ভেকদিগের উচ্চ ও নিম্নহনুতে দন্ত-রাজি বিরাজিত দেখা যায়। গলাধঃকরণকালে তাহারা ঐ দন্ত দ্বারা ক্ষুদ্রতর মৎস্য, জলজ কীটাণু প্রভৃতি চর্ব্বণ করিতে পারে। অনেক সময় তাহারা জিহ্বাগ্র দ্বারা পিপীলিকা প্রভৃতি ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। উহার চর্ব্বণ আবশ্যক হয় না। Pipa শ্রেণির এবং বৃহদাকার কোলাব্যাঙদিগের মুখবিবর এরূপ বিস্তৃত যে, তাহারা অনায়াসে কাঁকড়া জন্তু গিলিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের ওষ্ঠাগ্র কোমল মাংসল নহে, দন্তাবলী-সংরক্ষিণী হনুদ্বয়ের অগ্রবর্ত্তী স্থান মৎস্য-সর্পাদির ন্যায় উপাস্থি দ্বারা গঠিত ও সূক্ষ্ম চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। এই কারণ তাহারা অনায়াসে প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থোপরিস্থিত কীটাদি গ্রহণে সমর্থ হয়।

জিহ্বাই তাহাদের খাদ্যাদি আহরণের প্রধান প্রসাধক। অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইহাদের জিহ্বামূলে অস্থি নাই। নিম্নহনুদ্বয়ের সংযোগস্থানের গহ্বর হইতে ঐ জিহ্বা সমুত্থিত হইয়াছে। যখন ইহারা মুখ বন্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন ইহাদের জিহ্বা বাহুলদীর্ঘ ছিদ্রমুখে বিস্তৃত থাকে, কিন্তু যখন ভেকগণ শিকার-গ্রহণের প্রত্যাশায় জিহ্বা প্রসারিত করে, তখন বোধ হয় যেন তাহারা বলপূর্ব্বক উহাকে মুখবিবর হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। শিকার গ্রহণপূর্ব্বক মুখে উঠাইবার কালে তাহারা জিহ্বাকে এরূপভাবে ঘুরাইয়া আনে যে, উহার নিম্নতল উপরে উঠে এবং উপরি তল নিম্নদিকে যায়; আবার সেই জিহ্বা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শিকারগ্রহণ-কালে তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত জিহ্বার প্রসারণ ও সঙ্কোচন কার্য্য সমাধা করে যে, চক্ষুর পলক না পড়িতেই কার্য্য শেষ হইয়া যায়। ইহাদের জিহ্বাগ্রে একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ থাকে। জিহ্বাপ্রসারণমাত্রেই কীটাদি তাহাতে জড়াইয়া যায় এবং তাহাই তাহারা গলাধঃকরণ কালে উদরস্থ করে।

মাংসপেশীসমূহের সংস্থান আলোচনা করিলে বোধ হয় যে উহা তাহাদের লম্ফন, সন্তরণ ও গমনাগমনের বিশেষ উপযোগী। পশ্চাৎ পাদমূল, জঙ্ঘা ও ঔদরিক পেশীসমূহ লম্ফন ও সন্তরণে সহায়তা করে এবং সম্মুখ পদ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পশ্চাদ্ভাগের পদে ভর করিয়া তাহারা নিজ শরীরকে উত্তোলিত করে এবং পতনকালে সম্মুখের পদ অগ্রে মৃত্তিকায় স্থাপন করিয়া পরে পশ্চাদ্পদ সহ সমগ্র দেহ ভূমিতে রাখে। ১০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ভেকদিগকে সম্মুখ ভাগে প্রায় ১০।১২ হাত লাফাইতে দেখা গিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের জলাভূমি ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ভেকের প্রাদুর্ভাব হয়। পল্লী বা নগরস্থ দুর্বৃত্ত বালকগণ ইষ্টকপ্রহার দ্বারা স্বভাবতঃ ভেকদিগকে উত্যক্ত করিয়া, ভেকদিগের জলে সন্তরণ, লম্ফ প্রদান ইত্যাদি কৌতুকাবহ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পরে আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়। বাস্তবিকই বর্ষার মেঘাবৃত নীরব নিশীথে বৃহদাকার কোলাব্যাঙসমূহের ঘন ঘন ক ক শব্দ এবং জলমধ্যে সবেগে উল্লম্ফন পথিকের পক্ষে একটী ভয়াবহ ব্যাপার। সেই নিস্তব্ধ স্তিমিত মেঘগর্জ্জন সঙ্গে ভেকদিগের শব্দসমুচ্চয় সংমিলিত হইয়া যেন সেই স্থানে ভীতির অট্টনিনাদ বিঘোষিত করিতেছে। ক্রোড়স্থ শিশু বিশেষ আবদার জুড়িলে মাতা এই বেঙের ডাক শুনাইয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া থাকেন।

দিবাভাগে চারিদিকে কর্ম্মজগতের ক্রিয়ারম্ভ হইলে ভেকের গভীরশব্দ তত সুস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় না বটে; কিন্তু তাহাদের জলক্রীড়া ও লম্ফনাদি সাধারণের দর্শনযোগ্য বিষয়। তাহাদের উত্তোলনকারী মাংসপেশী ও অস্থিশক্তির আধিক্য এবং নিম্ন দেহভাগের পুষ্টগঠনের উৎকর্ষতা অনুসারে তাহারা লাফাইতে সমর্থ হয়। ভেকদেহের আকৃতির পরি-মাণানুসারে তাহারা শূন্যমার্গে ২০ গুণ এবং সম্মুখে এক

লাফে তাহারা ৫০ গুণেরও অধিক পরিমিত স্থান লাফাইতে পারে।

তাহারা শ্বাসনালীপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ফুস্ ফুসে লইয়া যায়। শীত ঋতুতে যখন তাহারা গর্ত্তমধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে লুকাইয়া থাকে, তখন বায়ুই তাহাদের বিশেষ আহার্য্যরূপে গণ্য হয়। তাহাদের পাকস্থলী অন্যান্য মাংসাশী জন্তুর মত। উদরস্থ পদার্থসমূহের পরিপাকক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য একটী স্বতন্ত্র অন্ত্র আছে। বেঙাচিগণ যখন পুষ্করিণীতে থাকিয়া শৈবালাদি উদ্ভিজ্জের দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, তখন ঐ শিরা দীর্ঘাকার থাকে। পরে প্রকৃষ্ট ভেকাকার ধারণপূর্ব্বক যখন তাহারা কীটাদি গলাধঃকরণ করিতে অভ্যাস করে, তখন হইতে ঐ শিরা প্রায় ৫ ভাগের চারভাগ কমিয়া যায়। যকৃতাংশ তিনটী গোলাকার পিণ্ডে বিভক্ত। উহার মধ্যে একস্থানে পিত্তকোষ অবস্থিত। প্লীহা গোলাকার ও ক্ষুদ্র। জননেন্দ্রিয়ও যকৃতের মধ্যদেশে স্থাপিত।

ভেকগণ অনেক দিন বাঁচে। ডিম্ব হইতে বাহির হইলে বেঙাচি নামে অভিহিত হয়। বেঙাচীর ল্যাজ খসিয়া গেলে দেহের পুনর্গঠন হয়। ঐ সময়ে ক্ষুদ্রাকার ভেকগণ ইতস্ততঃ লাফাইয়া বেড়াইতে থাকে। তৎপরে অতিধীরে দেহের পুষ্টির সহিত তাহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কেহ না মারিলে তাহারা শীঘ্র মরে না। অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা বহুদিন অনশনে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ভেকজাতির গঠন-পরিবর্ত্তনের তারতম্যানুসারে রক্ত-পরিচালন-ক্রিয়ারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বেঙাচি অবস্থায় মৎস্যাদির ন্যায় তাহাদেরও হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তচালনা হইয়া থাকে; কিন্তু যখন তাহারা পূর্ণ ভেকরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের মধ্যে একটী সম্পূর্ণ দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে। তৎকালে তাহারা ফুস্ফুস যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন করে এবং বেঙাচি অবস্থায় তাহাদের যে সকল রক্তবহা নালী ও গহ্বর ছিল, তাহাও অনেক পরিমাণে ক্ষয় পাইয়া আইসে। তাহাদের শরীরে তিনটী প্রধানতম শিরা বিদ্যমান দেখা যায়,—১টী দ্বারা মস্তিকে, ২য় টীতে দেহের নিম্নভাগে এবং ৩য়টী দ্বারা কোষাকার হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। এই শিরাত্রয় হইতে অন্যান্য শিরাসমূহেরে রক্ত প্রবাহিত হয়।

পঞ্জর্কা বা পঞ্জরাস্থির অভাব থাকিলেও তাহাদের শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ হানি হয় না। এমন কি, তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র বায়ুসেবন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে জলাশয়সমীপে একত্র হইয়া তাহারা পরস্পরে সঙ্গত হয়। গর্ভিণী ভেকের ঔদরিক স্ফীতিপ্রযুক্ত তাহার শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। যে সময় পর্য্যন্ত না তাহার ফুস্ফুসযন্ত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসগ্রহণক্ষম হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের গ্রীবার দুই পার্শ্বে রঙ্গীন রেখা দেখা যায়। গর্ভিণী এককালে ১৩ হইতে ১৪ শত ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বে সবুজবর্ণের অণ্ডলাল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা শীঘ্র জমাট বাঁধে না। ডিম্ব-মধ্যস্থ লালা ক্রমে ভ্রূণরূপে পরিণত এবং উদরভাগের ক্ষত-চিহ্ন নাভিতে পর্য্যবসিত হয়। কখন কখন একটী ডিম্বে দুইটী জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কখনও বা দ্বিমুণ্ড, বড়্বাহু ও দুই পুচ্ছবিশিষ্ট ভয়ানক জীবের উৎপত্তি হইতেও দেখা গিয়াছে। বেঙাচির পুচ্ছ থাকিলেও তাহাতে অপরাপর ক্রিয়ার ব্যাঘাত থাকে না। তাহারা দন্ত দ্বারা শৈবালাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে পারে। ঐ সময়ে তাহাদের শ্বাসক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদের শ্বাসশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। স্থানীয় বায়বীয় তাপের আধিক্যহেতু তাহাদেরও শ্বাস-ক্রিয়ার আতিশয্য দৃষ্ট হয়। M. Delaroche দেখিয়াছেন যে ৪২° হইতে ৪৭° ডিক্রী (F) উত্তাপে রক্ষিত ভেকাপেক্ষা ৮০° F বায়বীয় উত্তাপে রক্ষিত ভেক ৪ গুণ অধিক পরিমাণ অম্লজান গ্রহণ করে। জলশূন্য কাচপাত্রে আবদ্ধ রাখিয়া ও গভীর স্রোতস্বিনী গর্ভে জাল দ্বারা কএকমাস ডুবাইয়া রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভেকগণ অধিক দিন বাঁচে। তাহাদের এই বায়ুগ্রহণশক্তি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে। কোন প্রস্তরপিণ্ডের ছিদ্রমধ্যে ভেক প্রবিষ্ট হইয়া কোন অভাবনীয় কারণে নির্গত হইতে না পারিলে, সেই স্থানেই বায়ুভক্ষণ দ্বারা অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইলে জলবায়ুর গুণে সেই প্রবেশপথ প্রস্তরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। তখন উহার মধ্যে বায়ু বা আহার্য্য প্রবেশের কোনরূপ রন্ধ্র থাকে না। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে প্রস্তরছিদ্রের অবরোধ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ঐ ভেক কএক শতাব্দ কাল তন্মধ্যে নিহিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সে তখনও জীবিত ও পুষ্টদেহ। প্রস্তর ভাঙ্গিবার সময় এরূপ জীবিত ভেকদেহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ বক্ল্যাণ্ড ঐ বাক্যের সপ্রমাণ জন্য ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কএকটী প্রস্তরের গোলাকার কোষ প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকটীতে একএকটী কোলা বেঙ পুরিয়া উহার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেন। ঐ ছিদ্রগুলি প্রথমে তিনি কাচ ও তদুপরে প্রস্তরখণ্ড দিয়া সিমেণ্ট

লেপনে আবদ্ধ করেন। অবশেষে ঐ প্রস্তর-গোলাগুলি তিনি ১৩ মাস কাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে পুঁতিয়া রাখেন। উহাতে কএকটীর আকৃতি পুষ্টি ও কএকটীর দেহের হ্রাস হইয়াছিল।*

জল ও বায়ুর শোষণ অর্থাৎ সন্তরণকালে জলগ্রহণ এবং শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া তাহারা যে ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা অনুধাবন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহারা যে পরিমাণ জল গ্রহণ করে, তাহার কতকাংশ পরিপাক করিয়া ফেলে, এবং অপরাংশ গাত্রচর্ম্মের ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। শরীরগত জলীয় পদার্থ চর্ম্মমুখে নিঃসৃত হয় বলিয়া তাহারা অত্যধিক উত্তাপেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ১০৪° (F) উত্তপ্ত জলে তাহারা দুই মিনিট কাল পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে, কিন্তু ঐ পরিমাণ উত্তপ্ত বায়ুতে তাহারা অনায়াসে ৪ বা ৫ ঘণ্টা কাল জীবিত থাকে। যে পরিমাণে তাহারা শরীরাভ্যন্তরস্থ জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া গাত্রচর্ম্ম শীতল রাখিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা বাহ্যতাপ সহ্য করিয়া জীবন-রক্ষায় সমর্থ হয়।

জীবজগতে থাকিয়া এই ক্ষুদ্রাকার জীব অল্পবিস্তর সকল বিষয়েই ভগবচ্ছক্তি লাভ করিয়াছে। বৃক্ষকোটর বা প্রস্তর-পিণ্ডের অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন একমাত্র ঈশ্বর-কৃপা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যোগিগণ যেরূপ চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ সমাধানপূর্ব্বক যুগযুগান্তর বর্ত্তমান থাকিতে সমর্থ হন, এই ভেকজাতিও সেইরূপ কোন অপূর্ব্ব কৌশলে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষায় সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করে।

ঈশ্বরের অলৌকিক সৃষ্টিমধ্যে এই জীব অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মস্তিষ্ক, স্নায়বিক দেহ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব অবস্থায় ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। তবে শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি অপেক্ষা তাহাদের দর্শন-শক্তির প্রাখর্য্য অধিক দৃষ্ট হয়। যেরূপ সূক্ষ্মভাবে শিকার লক্ষ্য করিয়া তাহারা লাফাইয়া পড়ে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দর্শনের পর তাহাদের স্পর্শশক্তিই উল্লেখযোগ্য। একমাত্র তাপসহিষ্ণুতা তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

ভেকদিগের শরীরে একরূপ বিষ বর্ত্তমান আছে। এ বিশ্বাস ভারত ও যুরোপবাসী সকলেই বিদ্যমান। বাঙ্গালায় উহা গরল নামে প্রসিদ্ধ। ঐ রস কাহারও গায় লাগিলে সেই স্থান বিষাক্ত হইয়া গরলের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। ঐ বিষ সমগ্র গাত্রচর্ম্ম, মস্তক, স্কন্ধ ও পদচতুষ্টয়ে এবং শরীরাংশের কোষ-বিশেষে বিদ্যমান দেখা যায়। ভেক চাপিয়া ধরিলে ঐ রস সবেগে নির্গত হয়।

মহাবংশের ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, সম্রাজ্ঞী অশোকপত্নী ভেকবিষে মগধস্থ মহাবোধি বৃক্ষ দহন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দ হইতে ইহাদের বিষপ্রভাব ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক আছে।

যুরোপবাসী সুসভ্য জাতিমাত্রই এবং ব্রহ্মবাসী, চীনবাসী ও ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ভেকমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। দক্ষিণভারতে যুরোপাগত খৃষ্টানরমণীগণ প্রতি শুক্রবারে ভেকমাংস ব্যবহার করে। চীনদেশে ভেকমাংসের অধিক আদর দেখা যায়। ক্ষুদ্র হ্রদ বা জলাশয়তীরে ও ধান্যক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে ভেকের বাস দেখা যায়। চীনবাসিগণ ভেক-বহুল স্থানে যাইয়া ভেকশিকার করে। তাহারা একটী বড়শীতে ফড়িং অথবা ক্ষুদ্র একটী ভেক গাঁথিয়া পুষ্করিণ্যাদিতে শোল-মাছ ধরার ন্যায় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন একটী বৃহদাকার কোলাব্যাঙ উহাকে দেখিতে পাইলে শিকারের লোভে সেই স্থানে লাফাইয়া পড়ে এবং স্বীয় স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপ্রভাবে উহা গলাধঃকরণ করে। সূত্রের টান দেখিয়া সেই ভেকজীবী সেই ভেককে টানিয়া আনিয়া তাহাকে আপন ঝুড়ী মধ্যে পূরিয়া রাখে এবং বাজারে আসিয়া বিক্রয় করে।

চীনবাসিগণ যেরূপ নির্দ্দয়তার সহিত ভেকহত্যা করে, তাহা দেখিলেই হৃদয়তন্ত্রী ব্যথিত হয়। তাহারা ভেক-বোঝাই একটী ঝুড়ী বা টব লইয়া বাজারে আইসে এবং ক্রেতার অভিরুচি মত তাহাকে কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। প্রথম তাহারা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ভেকের মুণ্ডচ্ছেদ করে ও পরে একবারে সমগ্র দেহের ছাল খুলিয়া লয়; এইরূপে সজীব জন্তুকে সর্ব্ব সমক্ষে ছাড়াইয়া তাহারা ওজন করিয়া বিক্রয় করে।

ফরাসীদিগের মধ্যে ভেকমাংস একটী উপাদেয় ও মূল্যবান্ খাদ্য। খাদ্যোপযোগী করিবার জন্য তাহারা ভেকদিগকে বিশেষযত্নের সহিত পালন করে।

আমাদের দেশে ভেকের উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী

* প্রবাদ, প্রস্তর গর্ভনিহিত এই ভেকগুলি প্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের (Antediluvian toads), ডাঃ বক্লণ্ডের প্রমাণে সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞানবিবরণীতে (Memoirs of the Academy of Sciences) প্রকাশ যে, একটী প্রাচীন এলম্ বৃক্ষের গর্ভমধ্যে এবং ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ন্যাণ্টিজ্ নগরের একটি পুরাতন ওক্ বৃক্ষের গর্ভমধ্যে একটি ভেক নিবদ্ধ ছিল। তাহার প্রবেশপথ আদৌ দেখা যায় নাই। বৃক্ষের আকৃতি ও অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয় যে অন্ততঃ এক শতাব্দ কাল ঐ ভেক বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হইয়া পরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

Eng. Cyclo. Nat. Hist. Vol .I. p. 159.

প্রবাদ আছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে চক্ষুর্জ্যোতি হ্রাস হইলে তাহা মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ জানিয়া গৃহিণীগণ 'খর্পর-সরা'র কাজল চক্ষে দেয়, সেই সময়ে কখন তাহারা ভেকের মাথা অল্পমাত্র চিরিয়া সেই রস রোগীর কপালে দেয়। বিশ্বাস এই যে, ভেকবিষে রোগীর চোখের জাল-পড়া সারিয়া যায়। অনেক সময়ে এরূপ প্রয়োগে উপকার দর্শে বটে, কিন্তু সময়ে তাহার ফলোদয় হয় না। রোগবিশেষে ভেক-মাংসের ঝোল খাওয়াইবার বিধি আছে। পদার্থবিদ্যাবিদ্‌গণ ভেকশরীরে তাড়িতশক্তির সঞ্চালন-ক্ষমতা সুস্পষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন। বাইবেলগ্রন্থেও ফেরো রাজার ভেকবিপত্তির কথা আছে।

ভেকমুক্তা, ভেকের মস্তকে জাত মুক্তারূপ প্রস্তরবিশেষ। ভাবপ্রকাশমতে ঐ মণি ভুজঙ্গমণির তুল্য পদার্থ। উহা দর্দ্দুর নামে খ্যাত। [মুক্তা শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভেকট (পুং) ভেক ইব টলতি ভেক-টল-ড। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাকুট বা ভেট্‌কীমাছ।

ভেকটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, ভেকুটমাছ। স্বনামপ্রসিদ্ধ এই মৎস্য (Coius Vacti) সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয়। ইহা দেখিতে অনেকটা ভাদোস মাছের মত, কিন্তু উহাপেক্ষা অনেক বৃহদাকার হইয়া থাকে। ইহার মুখবিবর উপাস্থি দ্বারা বিলম্বিত। এই মৎস্য খাইতে সুমিষ্ট। য়ুরোপীয়গণ ইহা ভোজনে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে। আদার রস দিয়া ইহার ব্যঞ্জনাদি পাক করিলে উত্তম হয়।

ভেকনি (পুং) মৎস্যবিশেষ, চলিত ভাঙ্গন মাছ। ইহার গুণ— মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেষ্মকর এবং গুরু। (রাজব°) ইহার পাঠান্তর ভেকলি এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভেকপর্ণী (স্ত্রী) ভেকাকৃতি-পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। মণ্ডূকপর্ণী।

ভেকভুজ্ (পুং) ভেকং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ভুজ-ক্বিপ্। সর্প।

ভেকমূত্র (ক্লী) ভেকস্য মূত্রং। ভেকের মূত্র, ব্যাঙের মূত।

ভেকরাজ (পুং) ভেকানাং রাজা, টচ্ সমাস°। ১ মহাভেক। ২ ভৃঙ্গরাজ। (বৈদ্যকনি°)

ভেকাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত পূজার আসনভেদ। নিজ বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া পাদদ্বয় স্কন্ধোপরি স্থাপন করিবে, তাহার উপর হস্তদ্বয় রাখিলে এই আসন হয়। এইরূপ আসন করিয়া ইষ্টদেব ধ্যান করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। *

ভেকী (স্ত্রী) ভেক-(জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাৎ। পা ৪।১।৬৩) ইতি ঙীষ্। ভেকপ্রিয়া, স্ত্রীব্যাঙ, পর্য্যায়—শিলী, গণ্ডূপদী, বর্ষভী। (অমর) ২ মণ্ডূকপর্ণীবৃক্ষ।

'ভেকী মণ্ডূকপর্ণী চ মণ্ডূকী মুসলপর্ণ্যপি।' (রত্নমালা)

ভেকুরি (স্ত্রী) অপ্‌সরোরূপ নক্ষত্র। "সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মিশ্চন্দ্রমা গন্ধর্ব্বস্তস্য নক্ষত্রাণ্যপ্‌সরসো ভেকুরয়ো নাম" (শুক্লযজুঃ ১৮।৪০) 'তস্য চন্দ্রমসঃ নক্ষত্রাণি নাম অপ্‌সরসঃ কীদৃশ্যঃ ভেকুরয়ঃ ভাং কান্তিং কুর্ব্বন্তীতি ভেকুরয়ঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ' (বেদদীপ°)

ভেকুরা (দেশজ) ১ নির্ব্বোধ, বোকা। ২ অতিশয় সরল-প্রকৃতি।

ভেঙ্গচান (দেশজ) মুখভেঙ্গান, মুখাবয়বাদির বিকৃতীকরণ। ২ সদৃশীকরণ।

ভেজা (দেশজ) প্রেরণ, পাঠান।

ভেজান (দেশজ) বদ্ধকরণ, যেমন দোর ভেজান।

ভেজাল (দেশজ) কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের মিশ্রণ।

ভেট (দেশজ) ১ পরস্পরের সন্দর্শন। ২ দুই বন্ধুতে বন্ধুতে দেখা সাক্ষাৎ। ৩ প্রভুর সাক্ষাতে প্রদত্ত সওগাদ বা উপঢৌকন

ভেটকী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [ভেকটী দেখ।]

ভেটমহারাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা।

ভেটা (দেশজ) সাক্ষাৎ করন। পরস্পরের সন্দর্শন।

ভেটিয়ারখানা (পারসী) সরাই। হোটেল। সামাজিক নিয়ম বিরুদ্ধ স্থান। গৃহস্থের বাসগৃহ বিশৃঙ্খলতানিবদ্ধ হইলে ভেটেরাখানা শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।

ভেটিয়াল (দেশজ) ভাঁটা বা নিম্নগামী স্রোতোবাহী।

ভেটী (দেশজ) বিবাহের সময় পল্লিস্থ ব্যক্তিবর্গ বরকর্ত্তার নিকট হইতে সাধারণের প্রীতি-ভোজের জন্য যে টাকা আদায় করেন।

ভেটীয়ারা (দেশজ) খাদ্যবিক্রয়ী।

ভেটীমাড়চা (দেশজ) প্রজাগণ কন্যা ও পুত্রের বিবাহাদি কার্য্যে যে টাকা ও দ্রব্যাদি দেয়, তাহাকে ভেটীমাড়চা কহে।

ভেড়, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা (সহ্যা° ৩১।২৯), ২ জনৈক আভিধানিক।

ভেড় (পুং) ভী-বাহুলকাৎ ড়, অন্তেতং ন গুণশ্চ। মেষ, চলিত ভেড়া। [মেষ দেখ।]

ভেড়াগিরি, রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত একটী পর্ব্বত। ভেরমণ্ডু নামে প্রসিদ্ধ। (রাজতরঙ্গিণী ১।৩৫)

ভেড়া (দেশজ) ১ মেষ। ২ নির্ব্বোধ মনুষ্যের প্রতি শ্লেষোক্তি।

ভেড়ামি (দেশজ) ভেড়ার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা।

* "ভেকনামাসনং যোগং নিজবক্ষসি বৈ মুখং।
নিধায় পাদযুগলং স্কন্ধোপরি পদোপরি।
ধ্যায়েদিষ্টপদং শ্রীমান্ আসনস্থঃ সুসাধকঃ।
যদি সর্ব্বাঙ্গযুক্তোন্যা ধ্যানং ভেকাসনম্ ॥" (রুদ্রযামল)

ভেড়ী (স্ত্রী) ভেড়-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্ত্রীমেষ, ভেড়-ভার্য্যা, অবী। ইহার দুগ্ধগুণ—লবণ, স্বাদু, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, অশ্মরী-নাশক, অহৃদ্য, তর্পণ, কেশের হিতকর, শুক্র, পিত্ত ও কফ-বর্দ্ধক। কাস ও বায়ুরোগে হিতকর। (ভাবপ্র০)

২ নিম্নভূমির চারি দিক্‌স্থ বাঁধ। এই বাঁধসমীপস্থ জলখাতপ্রাপ্ত মৎস্য ভেড়ীর মাছ নামে খ্যাত।

ভেড়ীবন্ধী (দেশজ) বাঁধ দ্বারা নিম্নভূমির জলাবরোধ।

ভেড়ীবালা (দেশজ) ১ মেষ ব্যবসায়ী। ২ তৎসাহচর্য্যহেতু নিরীহ স্বভাবাপন্ন।

ভেড়ুয়া, (হিন্দি) ১ নাচওয়ালী বেশ্যাগণের সহগামী বাদ্যকর। ২ রমণদূত, কোটনা।

ভেতরগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রায়বরেলী নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে কাণপুর যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে অন্নদা দেবীর উৎসব-পর্ব্বে প্রতি বৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভেড্ড (পুং স্ত্রী) ভেড়-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মেষ।

ভেতব্য (ত্রি) ভী-তব্য। ভয়ার্হ, ভয়ের যোগ্য।

ভেতুয়া (হিন্দী) ভক্তপ্রিয়। ২ অন্নদাস, অন্নের জন্য লালায়িত।

ভেতো (দেশজ) ১ ভাতভক্ত। ভাত খাইয়া যাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ২ ভীরু,সাহস হীন।

ভেতোচেঙ্গুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ভেত্তৃ (ত্রি) ভিনত্তীতি ভিদ্-তৃচ্। ভেদকর্ত্তা।

"কুদ্দালপাণির্বিজ্ঞেয়ঃ সেতুভেত্তা সমীপতঃ।" (ব্যবহারত০)

ভেদ (পুং) ভিদ্-ঘঞ্। শত্রুবশীকরণোপায় চতুষ্টয়ের অন্তর্গত তৃতীয় উপায়। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। যে কোন উপায়ে শত্রুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ দলভুক্ত করার নাম ভেদ। পর্য্যায়—উপজাপ, পৃথক্‌করণ, অন্য হইতে বিশ্লেষ।

"পরস্পরদ্বিষ্টা যে দৃষ্টাঃ ক্রুদ্ধা ভীতাবমানিতাঃ।
তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জীত ভেদসাধ্যা হি তে মতাঃ॥"(মৎস্যপু০২২২)

যাহারা পরস্পর বিদ্বিষ্ট, ক্রুদ্ধ, ভীত ও অবমানিত, তাহাদিগের প্রতিই ভেদ প্রয়োগ করিবে, যে হেতু তাহারা ভেদসাধ্য। যে দোষে লোকে ভয় পায়, তাহাদিগকে সেই দোষ দেখাইয়া ভেদ করা বিধেয়। প্রবল শত্রুর প্রতি ভেদ জন্মাইতে না পারিলে তাহাদিগকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য বিশেষ যত্নের সহিত শত্রুর ভেদ জন্মান আবশ্যক। ২ ন্যায়মতোক্ত অন্যোন্যাভাব। যথা ঘটাৎ পটস্য ভেদঃ, ঘট হইতে পটের যে ভেদ, তাহা অন্যোন্যাভাব, তাদাত্ম্যরূপে অভাব। [অভাব দেখ]

ভেদ (দেশজ) ১ অত্যধিক মলত্যাগ। ২ তরল মলনির্গম।

ভেদক (ত্রি) ভিদ্ ণ্বুল্। বিদারক।

"সংক্রমধ্বজযষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ।
প্রতিকুর্য্যাচ্চ তৎ সর্ব্বং পঞ্চ দত্তাচ্ছতানি চ॥" (মনু ৯৷২৮৫)

২ বিরেচক ঔষধাদি। ৩ ভেদকারক। ৪ বিশেষণ।

"স্ত্রীদারাদ্যৈর্যদ্বিশেষ্যং যাদৃশৈঃ প্রস্তুতং পদৈঃ।
গুণদ্রব্যক্রিয়াশব্দাস্তথা স্যুস্তস্য ভেদকাঃ॥" (অমর)

ভেদকর (পুং) ভেদং করোতীতি কৃ-ট, ভেদস্য করঃ। ভেদকারক, যিনি ভেদ করেন, ভেদক।

ভেদকারিন্ (ত্রি) ভেদং করোতি কৃ-ণিনি। ভেদক, ভেদকৃৎ।

ভেদধিক্কারন্যক্কারনিরূপণ, বেদান্তমতাবলম্বি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ। নরসিংহদেব এই গ্রন্থে রামানুজমত খণ্ডন করিয়াছেন।

ভেদন (ক্লী) ভিদ্যতে হনেনেতি ভিদ-ল্যুট্। ১ বিদারণ। ২ হিঙ্গু। (রাজনি০) (ত্রি) ৩ ভেদকারক।

"তদাহুর্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥" (ভাগ০ ৩৷২৬৷২)

৪ বিরেচনকারক। (পুং) ৫ অম্লবেতস। ভিনত্তি ভূমিমিতি ল্যু। ৬ শূকর। (রাজনি০)

ভেদন, (বগইকেলা) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গোঁড় সামন্তরাজ্য। এখন সম্বলপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার গোঁড়-সর্দ্দারেরা ৬০ বর্গমাইল স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিত। প্রবাদ, সম্বলপুরের প্রথম চৌহান-রাজ বলরাম দেব প্রায় তিন শতাব্দ পূর্ব্বে এই সম্পত্তি শিশা-রায় গোঁড়কে প্রদান করেন। উক্ত শিশা রায় হইতেই এখানকার সর্দ্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখান-কার সর্দ্দার মনোহর সিংহ বিদ্রোহী সুরেন্দ্র সায় সহিত যোগদান করায় রণক্ষেত্রে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার নাবালক পুত্র বৈজনাথ সিংহ রাজা হন। বালকরাজের রাজত্ব-কালে রাজপরিবার মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্বহস্তে ইহার শাসন-ভার গ্রহণ করেন। এই সামন্ত রাজ্যের রাজস্ব হইতে শাসন-কার্য্যের জন্য ১৫ শত টাকা ব্যয় করা হয়। এখানে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ, লড়া, কুলতা, গোঁড় ও খিন্দাল জাতির বাস আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষা০ ২১°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩°৪৭´৩০´´ পূঃ। এখানে ধান্য, কলাই, তৈলকর বীজ ও ইক্ষুচিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

ভেদবাদিন্ (ত্রি) ভেদং বদতি বদ-ণিনি। ১ ভিন্ন মতাবলম্বী। ২ যাঁহারা এক ব্রহ্মে ভিন্নরূপত্ব বা ভেদজ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকেন। এই ভেদবুদ্ধি হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত মতের সৃষ্টি হইয়াছে। [দ্বৈত, অদ্বৈত ও ব্রহ্মশব্দ দেখ।]

একমাত্র বেদান্তশাস্ত্রেই ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, চার্ব্বাক প্রভৃতি দর্শনকারগণ ভেদবাদের আলোচনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। [বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শব্দ দেখ।]

ন্যায়শাস্ত্রমতে,—বস্তুবিশেষের মধ্যে পরস্পরের বিভিন্নতা-দ্যোতক যে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই ভেদবুদ্ধি। একে অন্যের প্রকৃতির অস্তিত্বাভাব অবলোকন করিয়া স্বভাবতঃই মনে যে বৈষম্য জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ের পার্থক্য নিরাকরণ জন্য নৈয়ায়িকগণ যে বিশেষ বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা-পর ব্যক্তিমাত্র।

পুরাণবর্ণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি উপাস্য দেবতা-বিশেষে ভেদজ্ঞান-কল্পনাকারীই ভেদবাদী। দেবতায় ভেদ-বুদ্ধিকারী বিশেষ নিন্দনীয়।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥" (পদ্মপু॰)

রামানুজ, কবীর ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক হইলেও পরস্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা প্রকৃত ভেদবাদী না হইয়া প্রকারান্তরে ভেদবাদী হইয়া পড়িয়াছেন। সংক্ষেপশঙ্করজয়পাঠে জানা যায় যে, 'ভাস্কর ভেদাভেদবাদী, অভিনব গুপ্ত শাক্ত, নীলকণ্ঠ ভেদবাদী, প্রভাকর-গুরু ও মণ্ডনমিশ্র ভট্টমতানুযায়ী ছিলেন। (সংক্ষেপশ॰ ৫।৫০)

সকল ধর্ম্মমতেই উপাসনাভেদে ভেদভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। পৌত্তলিকতা, আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ তাহার কারণ। মূর্ত্তিগত উপাসনা ও 'একমেবাদ্বিতীয়ং' রূপ পরব্রহ্মের আরাধনায় ভেদভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি মূর্ত্তিগত উপাসনার প্রকৃষ্ট বিরোধী, সুতরাং তাহারাই প্রকৃত-পক্ষে পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের ঘোর বিদ্বেষী। বুদ্ধদেব জগতে 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' প্রচার করিয়া যান। তিনি বিম্বিসার নৃপতির শক্তিপূজায় ছাগবলি শুনিয়া কাতর হন। তিনি হিংসা-প্রবণ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা পান। তাই তন্মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মের ভেদবাদ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

ভেদবাদিন্, ভাগবতপুরাণ-টীকাপ্রণেতা।

ভেদনীয় (ত্রি) ভিদ্-অনীয়র্। ভেদনযোগ্য, ভেদনার্হ।
"বিভিন্দুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশাংস্ততস্ততঃ॥" (রামা২।৮০।১০)

ভেদসহ (ত্রি) ভিন্নকরণে সমর্থ।

ভেদিত (ত্রি) ভিদ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ভিন্ন, দারিত। (অমর) (পুং) ২ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ। সকল শাস্ত্রে ইহা নিন্দিত।
"আদ্যয়ং হৃদয়ে শীর্ষে বষট্ বৌষট্ চ মধ্যমে।
স এব ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিবর্জ্জিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

ভেদিত্ব (ক্লী) ভেদিনো ভাবঃ ত্ব। ভেদকের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভেদিন্ (ত্রি) ভেত্তুং শীলমস্যেতি ভিদ্-ণিনি। ১ ভেদকর্ত্তা, ভেদবিশিষ্ট। (পুং) ২ অম্লবেতস। (রাজনি॰)

ভেদিনী (স্ত্রী) ১ ভেদকারিণী। ২ তন্ত্রোক্ত শক্তিবিশেষ। এই শক্তির সাহায্যে যোগাভ্যাসরত মানব ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারে। শক্তিসাধনা শেষ হইলে যোগী শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হয়। (রুদ্রযামল ৩০।৩১ অঃ)

ভেদিনীবটী, প্লীহা-যকৃতাধিকারে প্রয়োগযোগ্য ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গোক্ষুর, সিজের আটা ও পিপুল একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়।

ভেদির (ক্লী) ভিদুর, বজ্র।

ভেদুর (ক্লী) ভিদুর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ভিদুর, বজ্র। (দ্বিরূপকোষ)

ভেদ্য (ত্রি) ভিদ্-ণ্যৎ। শস্ত্রাদি দ্বারা বিদার্য্য। সুশ্রুতে উত্তরতন্ত্রে ১৪ অধ্যায়ে ভেদ্য রোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ব্রণপীড়া দেখ।]

ভেয় (ক্লী) ভয়ভীত। ইতস্ততঃ পলায়িত।
"অরের্হি দুর্হদাদ্ ভেয়ং ভগ্নপৃষ্ঠা দিবোরগাৎ। (ভারত ১২প॰)

ভেয়পাল (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ভের (পুং) বিভেত্যস্মাদিতি ভী (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্রেতি। উণ্ পা ২।২৮) ইতি রন্। ১পটহ। ২ ভেরী। ৩ দুন্দুভি। (উজ্জ্বল)

ভেরব, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা॰ ৩১।৩৬)

ভেরা, পঞ্জাব প্রদেশের শাহাপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১১৮১ বর্গ মাইল। এখানকার বিজ্বি গ্রামের সন্নিকটে একটী সুবৃহৎ ভগ্ন স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহাতে পঞ্জাব প্রদেশের প্রাচীন গ্রীক সমৃদ্ধির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এস্থানে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও শাহপুর তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা॰ ৩২° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭২° ৫৭´ পূঃ।

ঝেলাম নদীর বামকূলে অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির দিন দিন বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। এই নগরের প্রাচীনাংশ এখনও নদীকূলে দৃষ্ট হয়। মোগলসম্রাট্ বাবরের আক্রমণকালে এখানকার নগরবাসিগণ ২ লক্ষ টাকা নজর দিয়া মোগলাক্রমণ হইতে আত্মসম্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। পরে উহা নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা ধ্বংসে

পরিণত হয়। জোবনাথ নগরের ধ্বংসাবশেষ ডাঃ কনিংহাম কর্ত্তৃক মাকিদন-বীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক গ্রীকরাজ সোফাইটিসের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান পীরের সমাধি মসজিদের চতুঃপার্শ্বে বর্ত্তমান নগর নির্ম্মিত হয়। সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ইহা একটী রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্ররূপে গণ্য ছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আফগানরাজ আহ্মদশাহের সেনানী নুর উদ্দীন্ কর্ত্তৃক এই স্থান লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভঙ্গী সর্দ্দারদিগের যত্নে এখানে পুনরায় লোকসমাগম হইয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন হইতে আরম্ভ হয়। ইংরাজাধিকারে ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত আমেরিক-যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তৃতরূপে তুলার কারবার চলিয়াছিল। এখনও এখানে ঘি, দেশী ও বিলাতী কার্পাস বস্ত্র, নামদা, কম্বল, রেশমী ও পশমী বস্ত্র, তরবারি, ছুরি, লৌহ ও তাম্রপাত্রাদি এবং চাউল, চিনি ও গুড় প্রভৃতির বাণিজ্য দেখা যায়।

ভেরাঘাট, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। নর্ম্মদানদীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব রমণীয়। স্থানীয় মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত পর্ব্বতভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মদানদীর ও 'বানর ঝম্ফ' নামক গিরিসঙ্কটের সৌন্দর্য্য চন্দ্রালোকে এতই মনোরম যে, বহু দেশ দেশান্তর হইতে পর্য্যাটকগণ এই মর্ম্মর ধবল অদ্রিমালায় শোভা সন্দর্শনে এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রবাদ, দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতারোহণে আসিয়া নর্ম্মদার অবরুদ্ধ গতি প্রসারিত করিবার জন্য স্বীয় বজ্রাস্ত্র দ্বারা এই পার্ব্বত্যসঙ্কট ভেদ করিয়া দেন। এখনও স্থানীয় অধিবাসিগণ ঐ পর্ব্বতোপরি হস্তিপদচিহ্ন দেখাইয়া থাকেন এবং সাধারণে তাহা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী একটী অদ্রিতে হিন্দুর দেবমন্দির স্থাপিত আছে। এই মন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইলে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মন্দিরে উঠিবার জন্য একধারে সোপানাবলী গ্রথিত আছে। মুসলমানেরা এখানকার শিব প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেয়। শুনা যায়, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মোগলসৈন্য সংগ্রামপরে অবস্থানকালে এইস্থান শ্রীহীন করিয়া যায়। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটী ধর্ম্মমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার রেলপথের মীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এইস্থান ৩ মাইল।

ভেরি (স্ত্রী) বিভাতি শত্রুবোদ্ধ্যা ইতি ভী (বঙ্ক্র্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) ইতি ক্রিন্ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃহড্ঢক্কা। পর্য্যায়—আনক, দুন্দুভি, (অমর) ভেরী, আনকদুন্দুভি, আনকদুন্দুভী। (ভরত)

ভেরী (স্ত্রী) ভেরি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীপ্। বৃহড্ঢক্কা।

"ভেরীশব্দমকৃত্বা তু যস্ত মাং প্রতিবোধয়েৎ।
বধিরো জায়তে ভূমে! জন্মৈকক ন সংশয়ঃ॥" (বরাহপু°)

ভেরী, মধ্য ভারত এজেন্সীর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দারগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত। তাঁহারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের একখানি ইক্‌রারনামা ও সনন্দের অনুবলে এই রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। সামন্তরাজের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা আছে। তাঁহার ২৫জন অশ্বারোহী ও ১২৫পদাতি সেনা আছে।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। বেত্বা (বেত্রবতী) নদীর বামকূলে অবস্থিত।

ভেরীস্বনমহাস্বনা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৭ অ)

ভেরেন, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২০ বর্গ মাইল।

ভেলানী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আমেদাবাদ জেলায় নৌসহর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহার পার্শ্বদেশে হলানি নামক নগর অবস্থিত।

ভেরুণ্ড (ক্লী) ১ গর্ভধারণ। (ত্রি) ২ ভয়ানক। (শব্দরত্না°)

ভেরুণ্ডা (স্ত্রী) ভেরুণ্ড-টাপ্। ১ দেবতাবিশেষ। ২ যক্ষিণীভেদ।

"ত্রিকোণনিলয়া নিত্যা পরমামৃতরঞ্জিতা।
মহাবিদ্যেশ্বরী শ্বেতা ভেরুণ্ডা কুলসুন্দরী॥"(কালীকুলসর্ব্বস্ব)

ভেরেণ্ডা (দেশজ) এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরাণ্ডা গাছ।

ভেল (ত্রি) ভী (ঋজেন্দ্রাগ্রবজ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন রস্য লত্বং। ১ ভীরু। ২ মূর্খ। (মেদিনী) ৩ চঞ্চল। ৪ মুনিভেদ। (পুং) ৫ ভেলক।

ভেলক (পুং ক্লী) ভেল-স্বার্থে কন্। নদ্যাদি-তরণসাধন বস্তু, চলিত ভেলা, পর্য্যায়—প্লব, কোল, উড়ুপ, তরণ, তারণ, তারক, তরীষ। (জটাধর)

ভেলুপুরা (স্ত্রী) বারাণসীধামের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

ভেষ, ভয়। ভ্বাদি° উভয় সক° সেট্। লট্ ভেষতি-তে। লোট্ ভেষতু তাং। লুঙ্ অভেষীৎ, অভেষিষ্ট।

ভেষজ (ক্লী) ভিষজো বৈদ্যস্যেদমিত্যণ্; নিপাতনাদেত্বং, বা ভেষং রোগং জয়তীতি জি-ড। ঔষধ। ঔষধসেবন কালাদির বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—প্রাতঃকালই ঔষধ সেবনের উত্তম কাল, বিশেষতঃ কাথ ঔষধ প্রাতঃকালেই

সেবনীয়। চরকাদিতে ঔষধসেবনের ৫টী সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—সূর্য্যোদয়কাল, দিবাভোজনের পূর্ব্ব ও পর, সায়ংকালীন আহারের পর, মুহুর্মুহু এবং রাত্রিকাল।

প্রথমকাল—পিত্ত ও কফের প্রাবল্যে এবং বিরেচন বমন ও কর্ষণের নিমিত্ত প্রাতঃসময়ে অন্নভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনীয়। দ্বিতীয়কাল – অপান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ প্রয়োগ করা প্রশস্ত। অরুচিরোগে নানাবিধ মনোহর ও রুচিকারক দ্রব্যমিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত ঔষধপ্রয়োগ হিতকর। সমান বায়ুর প্রকোপে ও মন্দাগ্নিতে ভোজনের মধ্যে অগ্নিপ্রদীপক ঔষধ বিশেষ উপকারজনক। ব্যান বায়ুর প্রকোপে ভোজনের পরে ঔষধ সেবন বিধেয়। হিক্কা, আক্ষেপ ও কম্প উপস্থিত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে।

তৃতীয়কাল—স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগজনক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংকালে ভোজনের প্রতি গ্রাসের মধ্যে ঔষধ ব্যবহার হিতকর, প্রাণবায়ু দূষিত হইলে হিতকর ভোজনের পর ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

চতুর্থকাল—তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা ও শ্বাসরোগ এবং গরদোষে অন্নের সহিত মুহুর্মুহুঃ ঔষধ সেবন করাইতে হয়।

পঞ্চমকাল—লেখনক্রিয়া, বৃংহণ, এবং পচনে রাত্রিতে অন্নভোজন না করাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্ন আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করাইলে ঔষধের বীর্য্য প্রবল হয়, সুতরাং শীঘ্রই রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতী, স্ত্রী ও কোমলশরীরবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করাইবে না, যে হেতু তাহা হইলে শরীরের গ্লানিবোধ ও বলহ্রাস হয়। অন্নের সহিত ঔষধ সেবন করিলে তাহা শীঘ্র পরিপাক হয়, ঔষধ সেবন করিয়া তাহা পরিপাক না হইতে ভোজন করিলে এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে ঔষধ সেবন করিলে ব্যাধির উপশম হয় না, বরং অন্যান্য রোগ উৎপাদন করে। ঔষধ পরিপাক হইলে বায়ুর অনুলোম, শরীরের সুস্থতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, মনের প্রফুল্লতা, শরীরের লঘুত্ব, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা এবং উদ্গার শুদ্ধি হয়। ঔষধ পরিপাক না হইলে ক্লান্তি, দাহ, শরীরের অবসন্নতা, ভ্রান্তি, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, গ্লানিবোধ এবং বলহ্রাস হয়। ভক্ষণ-বিধি—দেবতা, গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ লইয়া ভক্তির সহিত ঔষধ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে গুরুজন এই রূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন, যে প্রকার ঋষিগণের পক্ষে রসায়ন, দেবগণের পক্ষে অমৃত এবং নাগগণের পক্ষে সুধা উপকারী, এই ঔষধ তোমার পক্ষে তদ্রূপ উপকারী হউক। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তোমাকে রোগ হইতে মুক্ত করুন। পরে রোগীকে প্রশান্তভাবে উপবেশন করিয়া আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে ঔষধ সেবন করিতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা মৃণ্ময় পাত্রে ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। (ভাবপ্র০ দ্বিতীয় ভা০)

সুশ্রুতে লিখিত আছে—ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইলে ভূমি ও উপযুক্ত কালাদির বিষয় দেখিতে হয়। [ভূমি শব্দ দেখ]]

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতায় ভেষজ-সংগ্রহের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—

"ধন্বসাধারণে দেশে সমে সন্মৃত্তিকে শুচৌ।
শ্মশানচৈত্যায়তনশ্বভ্রবল্মীকবর্জ্জিতে ॥
মৃদৌ প্রদক্ষিণজলে কুশরোহিষসংস্তৃতে।
অফালকৃষ্টেঽনাক্রান্তে পাদপৈর্বলবত্তরৈঃ ॥
শস্যতে ভেষজং জাতং যুক্তং বর্ণরসাদিভিঃ।
জন্ত্বজগ্ধং দবাদগ্ধমবিদগ্ধং চ বৈ কৃতৈঃ ॥
ভূতৈশ্ছায়াতপাং বাত্যৈর্যথাকালং চ সেবিতং।
অবগাঢ়মহামূলমুদীচীং দিশমাশ্রিতম্ ॥" (অষ্টাঙ্গহ ৫।৬।১-৪)

ঔষধিস্থানবিশেষে ও যথাকালে সংগৃহীত হইলে ভিষগ্‌ পরিমাণ নির্দ্দেশে তাহা বিভিন্ন ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবেন অথবা রোগের তারতম্যানুসারে রোগীকে সেবন করাইবেন।

ঔষধসংগ্রহের কাল—ঔষধসংগ্রহ করিবার সময় উপযুক্ত কালের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রাবৃট্‌কালে মূল, বর্ষাকালে পত্র, শরৎকালে ত্বক্‌, হেমন্তকালে ক্ষীর, বসন্ত কালে সার এবং গ্রীষ্মকালে ফলগ্রহণ করিবে। কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সৌম্য অর্থাৎ শীতল বা স্নিগ্ধ ঔষধ সকল সৌম্য কালে, বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত কালকে সৌম্যকাল কহে। রুক্ষ বা তীব্র ঔষধ সকল আগ্নেয় ঋতুতে আহরণ করা বিধেয়। কারণ জাগতিক পদার্থ সকল সাধারণতঃ সৌম্য ও আগ্নেয় এই দুই ভাগে বিভক্ত। সৌম্য ঋতুতে ভূমির সৌম্যগুণ অধিক বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সেই সময়ে যে সকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে উৎপন্ন হয়, সেই সৌম্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিশেষ উপকারক, এইরূপ আগ্নেয় ঔষধ সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

গোপালক, তাপস, ব্যাধ, বনচারী বা মূলাহারিগণের নিকট দ্রব্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। পত্র ও লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের সকল অংশই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই সকল সংগ্রহের কালাকাল বিধান নাই। মধু, ঘৃত, গুড়, পিপুল ও বিড়ঙ্গ এইগুলি পুরাতন হইলেই প্রশস্ত, এতদ্ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রব্যই নূতন হওয়া আবশ্যক। সরস ঔষধমাত্রই বীর্য্যবান্‌, এই জন্য সরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। সরস দ্রব্যের অভাবে সংবৎসর মধ্যে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই লইতে হইবে। ঔষধগৃহ পবিত্র ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক।

ভেষজ সকল কষায়, মদ্য, কল্ক, চূর্ণ, ক্বাথ, ও অবলেহ প্রভৃতি ভেদে নানা প্রকার। (সুশ্রুত সূত্র০ ৫,৬ অ০)

[ইহাদের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

জ্যোতিষমতে ভেষজকরণ ও সেবন উভয়ই উত্তম দিন দেখিয়া করিতে হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—দ্ব্যাত্মকলগ্নে, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভচন্দ্রে ও শুভতিথি-যোগে পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা,ভরণী,অশ্লেষা, বিশাখা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে, জন্মনক্ষত্র ও বিষ্টিভদ্রাদি রহিত দিনে ভেষজকরণ এবং কৃত্তিকা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, রেবতী, স্বাতী, পুষ্যা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, চিত্রা, মূলা,জ্যেষ্ঠা,উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, অনুরাধা ও অশ্বিনী নক্ষত্রে ও শুভবারে ভেষজ ভক্ষণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসা০)

২ জল। ৩ সুখ। (নিঘণ্টু) (পুং) ৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুস০)

ভেষজচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ৪০।৭৪)

ভেষজাগার (ক্লী) ভেষজস্য অগারং। ঔষধ প্রস্তুতের গৃহ।

ভেষজাঙ্গ (ক্লী) ভেষজস্য ঔষধস্য অঙ্গমবয়ব ইব। অনুপান।

ভেষজ্য (ত্রি) স্বাস্থ্যপ্রদ, আরোগ্যযোগ্য।

ভৈক্ষ (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহ ইতি ভিক্ষা (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। (পা ৪।২।৭৮) ইত্যণ্। ১ ভিক্ষাসমূহ।

"ভিক্ষাশনমনুজ্ঞাগাৎ প্রাক্ কেনাপ্যনিমন্ত্রিতম্।
অযাচিতন্তু তদ্ভৈক্ষং ভোক্তব্যং মনুরব্রবীৎ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত উশনঃসংহিতা)

ভিক্ষৈব স্বার্থে অণ্। ২ ভিক্ষা। (ত্রি) ৩ ভিক্ষাভব। ৪ ভিক্ষালব্ধ। ৫ ভিক্ষাবৃত্তিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যান।

ভৈক্ষচর্য্যা (স্ত্রী) চর ভাবে ক্যপ্ টাপ্, ভৈক্ষস্য চর্য্যা। ভিক্ষাচরণ। (মনু ২।১২৭)

ভৈক্ষজীবিকা (স্ত্রী) ভৈক্ষেণ জীবিকা। ভিক্ষা দ্বারা জীবনোপায়। পর্য্যায়—পৈণ্ডিন্য। (ত্রিকা০)

ভৈক্ষভুজ্ (ত্রি) ভৈক্ষং ভুঙ্‌ক্তে যঃ ভুজ্—ক্বিপ্। ভিক্ষাশী, ভিক্ষান্নভোজনকারী।

"গুরুণা সমনুজ্ঞাতো ভুক্তিতান্নমকুৎসয়ন্।
হবিষ্যভৈক্ষ্যভুক্ চাপি স্থানাসনবিহারবান্॥" (ভারত১৪।৪।৬।৩)

ভৈক্ষব (ক্লী) ভিক্ষুকাণাং সমূহঃ খণ্ডিকাদিত্বাৎ অঞ্। ভিক্ষুসমূহ।

ভৈক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) ভৈক্ষেণ বৃত্তিঃ জীবিকা। ১ ভিক্ষা দ্বারা জীবনোপায়। (ত্রি) ২ যাহাদিগের ভিক্ষা উপজীবিকা।

ভৈক্ষাকুল (ক্লী) অতিথি-শালা। যেস্থানে বহুলোককে অন্নদান করা হয়।

ভৈক্ষান্ন (ক্লী) ভৈক্ষং যদন্নং। ভিক্ষালব্ধ অন্ন।

ভৈক্ষাশিন্ (ত্রি) ভৈক্ষং অশ্নাতি অশ-ণিনি। ভিক্ষাভোজী।

ভৈক্ষাহার (ত্রি) ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যোপজীবী। (মনু ১১।২৫)

ভৈক্ষুক (ক্লী) ভিক্ষুকমণ্ডলী।

ভৈক্ষ্য (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহঃ ষ্যঞ্। ১ ভিক্ষাসমূহ। ২ চতুরাশ্রমের করণীয় বৃত্তিবিশেষ।

ভৈদিক (ত্রি) ভেদং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। নিত্যভেদনার্হ।

ভৈম (ত্রি) ভীমস্য নৃপস্যেদং অণ্। ভীমনৃপসম্বন্ধী।

ভৈমী (স্ত্রী) ভীমেনোপাসিতা ভীমস্য ইয়ং বেতি ভীম-অণ্ ঙীপ্। ভীম একাদশী, এই একাদশী বাল, আতুর ও বৃদ্ধ ভিন্ন সকলেরই করিতে হয়। এই একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন ষট্‌তিলাচার করিলে সকল পাতক মুক্তি হয়। তিলস্নান, তিলোদ্বর্ত্তন, তিলহোম, তিলোদকপান, তিলদান ও তিলভোজন, ইহাই ষট্-তিলাচার। এই ষট্ তিলাচরণ করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না।

"মৃগশীর্ষে শশধরে মাঘে মাসি প্রজাপতে।
একাদশ্যাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দ্বাদশ্যাং ষট্‌তিলাচারং কৃত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলহোমী তিলোদকী।
তিলস্য দাতা ভোক্তা চ ষট্‌তিলী নাবসীদতি॥"

(একাদশীতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচন) [ভীমৈকাদশী দেখ।]

ভীমস্য রাজ্ঞঃ অপত্যং অণ্ ঙীষ্। ২ ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী।

ভৈমগব (পুং) গোত্রভেদ। "হরিতকুৎসপিঙ্গল-শঙ্খ-দণ্ড-ভৈমগবানামাঙ্গিরসাম্বরীষযৌবনাশ্বেতি" (আশ্ব০ শ্রৌ১২।১২।৩)

ভৈমরথ (পুং) ভীমরথমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ। ভীমরথাধিকার দ্বারা কৃত গ্রন্থ।

ভৈমসেন্য (পুং) ভীমসেনস্যাপত্যং কুরুত্বাৎ অণি প্রাপ্তে বাহ্লিকোক্ত্যা ঞ্য। ভীমসেনের অপত্য। বাহলকাৎ ইঞ্। ভৈমসেনি, ভীমসেনের অপত্য।

ভৈমায়ন (পুং স্ত্রী) ভীমসেনস্যাপত্যং যুবা, ইঞন্তাৎ ফক্। ভীমের যুবা অপত্য।

ভৈমি (পুং) ভীমের অপত্য।

ভৈমী (স্ত্রী) ১ ভীমসম্বন্ধিনী। ২ ভীম একাদশীব্রত। ৩ ভীমসেন প্রণীত ব্যাকরণ।

ভৈম্যেকাদশী (স্ত্রী) একাদশীব্রত বিশেষ। [ভীমৈকাদশী দেখ]

ভৈয়াভট্ট, ধর্ম্মরত্নপ্রণেতা, ভট্টারক ভট্টের পুত্র।

ভৈরব (ত্রি) ভীরোরিদং ত্রাসকৃৎ, ভীরু-অণ্। ১ ভয়ানক।

"সন্তোন চ কটীদেশে গৃহ্য বাসসি পাণ্ডবঃ।
তত্রক্ষো দ্বিগুণং চক্রে রুবন্তং ভৈরবং রবম্॥" (ভারত১।১৬৪।২৭)

(পুং) ভীর্ভয়ঙ্করো রবো যস্ত। ইতি ভীরব, ততঃ স্বার্থে অণ্। ২ শঙ্কর। (মেদিনী) ৩ ভয়ানক রস। (অমরটীকা ভরত) ৪ নদবিশেষ। (শব্দরত্না॰) ৫ রাগভেদ, ভৈরব রাগ, এই রাগ ৬ রাগের মধ্যে একটী। ইহার ধ্যান—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্ত্রিশূলধর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরবরাগরাজঃ॥" (সঙ্গীতরত্না॰)

রাগবিবোধ মতে স্বরগ্রাম—

ধ নি সা ঋ গ ম প ঃ ঃ

মতান্তরে—

ধ নি সা ঋ গ ম ০ ঃ ঃ

গায়কেরা ইহাকে ভয়রোঁ বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মার মতে ইহার পত্নীগণ—মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়ী। ভরতমতে—বাঙ্গলী, ভৈরবী, মধ্যমা, সিন্ধুবী, মধুমাধবী ও বিরারী; হনুমন্মতে—বরাটী, মধ্যমাদি, ভৈরবী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী। ভৈরবরাগের পুত্রগণ—দেওশাক, নট, বিভাস, শ্যাম, ঢোল, অজয়পাল। পুত্রবধূ—যোগিঞা, রেথব, অশিরী, রেওয়া, বহনা ও ভেটিয়াল। ইহার সখা কালাংড়া, সখী, সুহা।

এই রাগ হনুমন্মতে ষড়্রাগের মধ্যে প্রথম রাগ, এবং মহাদেবের মুখ হইতে নির্গত। ইহার জাতি উড়ব। ধৈবত, নিষাদ, ষড়্জ, গান্ধার ও মধ্যম এই পঞ্চস্বর মিলিত হইলে তাহাকে উড়ব কহে। ইহার গৃহ ধৈবত স্বর। শরদ্ ঋতুতে প্রাতঃকালই ইহার গানসময়। আকার মহাদেবের ন্যায়, অর্থাৎ সুন্দর সন্ন্যাসী, ভস্মমৃক্ষিত বদন, মস্তকে জটাভার, জটা হইতে গঙ্গাজল পতিত হইতেছে, হস্তে কঙ্কণ ভূষণ, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিনয়ন, সর্প দ্বারা স্কন্ধ ও বাহুবেষ্টিত, ভালদেশে তিলক, স্বীয় স্কন্ধদেশে হস্তিচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসীন, গলদেশে মুণ্ডমালা, হস্তে ত্রিশূল, বৃষভ পার্শ্বদেশে অবস্থিত, ইহাই ভৈরবরাগের প্রকৃত মূর্ত্তি।

ইহার রাগিণী পাঁচটী,—ভৈরবী, বৈরাটী, মধুমাধবী, সিন্ধবী ও বাঙ্গালী। আটটী পুত্র—হর্ষ, তিলক, পুরীয়, মাধব, সুহ, বলনেহ, মধু ও পঞ্চম।

কল্লিনাথ মতে ভৈরব চতুর্থ রাগ। ইহার রাগিণী ছয়টী—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, ভাষা, বেলাবতী, কর্ণাটী ও রগতংসা। কাহারও মতে রগতংসা স্থলে বড়হংসী। এই মতেও পূর্ব্বোক্ত আটটী পুত্র।

সোমেশ্বর মতেও ৬ রাগিণী—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রেবা, গুণকলী, বঙ্গালী ও বহুলী, এই মতে রাগিণীর সহিত ইহার গানসময় গ্রীষ্ম ঋতু।

ভরতমতে ইহার রাগিণী পাঁচ—মধুমাধবী, ললিতা, বরারী, বাহাকলী ও ভৈরবী। পুত্র ৮টী যথা—দেবশাখ, ললিত, হর্ষ, বিলাবল, মাধব, বঙ্গাল, বিভাস ও পঞ্চম। ভৈরব রাগের ৮টী স্ত্রী—সুহা, বেলাবলী, সোরঠী, কুম্ভারী, আন্দাহী, বহুলগুর্জ্জরী, পটমঞ্জরী, মিরবী। মতান্তরে ভার্য্যা—ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরারী, মধ্যমা, মধুমাধবী ও সিন্ধবী। ইহার পুত্র—কোশক, অজয়পাল, শ্যাম, খরতাপ, শুদ্ধ ও ঢোল। ইহার পুত্রবধূ—অষ্টী, রেবা, বহুলা, সোহিনী, 'রম্ভেলী, সুহা। কাহারও মতে সুহা স্থলে শোভা। (নারদপুরাণ)

মির্জ্জাখাঁর মতে ইহা ঋষভ ও পঞ্চমবর্জ্জিত।

৬ শিবাবতার তদ্গণভেদ। ভৈরবগণের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—পুরাকালে অন্ধকাসুরের সহিত যখন মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদাঘাত করিলে মহাদেবের মস্তক হইতে চারিভাগ বিভক্ত শোণিতধারা নির্গত হইয়াছিল। এই শোণিতধারা হইতেই ভৈরবগণের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বদিকের শোণিতধারা হইতে হুতাশনসদৃশ, চন্দ্রহারশোভিত গলগণ্ড, বিদ্যারাজ নামে এক ভৈরব আবির্ভূত হয়। দক্ষিণধারা হইতে কামরাজ নামে প্রেতমণ্ডিত অঞ্জন সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ এক ভৈরব সমুত্থিত হয়। পশ্চিম ধারা হইতে পত্রভূষিত ভৈরব, ইহার বর্ণ অতসীকুসুম সদৃশ, নাম নাগরাজ এবং উত্তর ধারা হইতে শূলধারী ভৈরব সমুদ্ভূত হইয়াছিল, অঞ্জন সদৃশ ইহার বর্ণ, নাম স্বচ্ছন্দরাজ। মহাদেবের ক্ষতজ সমগ্র রুধির হইতে ফলভূষিত ভৈরব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার নাম লম্বিতরাজ।

(বামনপু॰ ৬৭ অ॰)

শারদীয় দুর্গাপূজাপদ্ধতিতে ৮টী পূজনীয় ভৈরবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম মহাভৈরব, সংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, কালভৈরব, ক্রোধভৈরব, কপালভৈরব ও রুদ্রভৈরব। *

তন্ত্রসার মতে অষ্ট ভৈরব যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

* "আদৌ মহাভৈরবঞ্চ সংহারভৈরবং তথা।
অসিতাঙ্গভৈরবঞ্চ রুরুং ভৈরবমেব চ॥
ততঃ কালং ভৈরবঞ্চ ক্রোধভৈরবমেব চ।
তাম্রচূড়ং চন্দ্রচূড়ং অন্তে চ ভৈরববরম্॥
এতান্ সম্পূজ্য মধ্যে চ নবশক্তীশ্চ পূজয়েৎ॥ (ব্রহ্মবৈ॰ প্রকৃতিখ॰ ৬১অ॰)
তাম্রচূড়চন্দ্রচূড়য়োঃ স্থানে কপালভৈরবরুদ্রভৈরবৌ জ্ঞেয়ৌ॥"
(ব্রহ্মবৈ॰ গণপতিখ॰ ৪১ অ॰)

"অসিতাঙ্গো রুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥" (তন্ত্রসার)

নন্দী, ভৃঙ্গী, মহাকাল ও বেতাল ইহারা শিবগণাধিপতি ভৈরব। (কালিকাপু° ৪৪ অ°) করবীরপুররাজ চন্দ্রশেখর-পত্নী তারাবতীর গর্ভে জাত পুত্র, পূর্ব্বে ইনি ভৃঙ্গী ছিলেন, পরে বানরমুখ হইয়া ভৈরব এই নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন। (কালিকাপুরাণে ৪৪-৪৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।)

"ভৈরবের ধ্যান—
"ভৈরবঃ পাণ্ডুনাথশ্চ বজ্রগৌরশ্চতুর্ভুজঃ।
গদাং পদ্মঞ্চ শক্তিঞ্চ চক্রঞ্চাপি করেণ চ ॥
বিভ্রদ্দেব্যাঃ পুরোভাগে পূজ্যোঽয়ং বিষ্ণুরূপধৃক্ ॥"
(কালিকাপু°৬০অ°)

ভৈরবের গায়ত্রী—
"মহাভৈরববিদ্মহে কেলিরূপায় ধীমহি।
তন্নঃ কামো ভৈরবস্ত দেবী নিত্যং প্রচোদয়াৎ ॥"
(কালিকাপু° ৭৭ অ°)

[বটুকাদি ভৈরবের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যে স্থলে কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা, তথায় তদধিষ্ঠাতা এক একটী ভৈরব বিদ্যমান।

"শৃণু চার্ব্বঙ্গি শুভগে! কালিকায়াশ্চ ভৈরবম্।
মহাকালং দক্ষিণায়া দক্ষভাগে প্রপূজয়েৎ ॥" ইত্যাদি।
(তোড়লতন্ত্র ১প°)

দক্ষিণকালিকা দেবীর ভৈরব মহাকাল। [ইহার বিষয় পীঠ শব্দ ও মহাবিদ্যা দেখ] ৭ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।১৬)

শঙ্করাচার্য্য বটুকনাথ ও ভৈরব উপাসনাবিধি প্রচার করিয়া ছিলেন।

ভৈরব, ব্রহ্মপুরাণবর্ণিত যক্ষভেদ।

ভৈরব, ১ ফেৎকারিণীতন্ত্রপ্রণেতা। কাঠকবহ্নিপ্রয়োগ বা সাবিত্রচয়নপ্রয়োগ ও কৌকিলী সৌত্রামণিপ্রয়োগ নামক গ্রন্থদ্বয়রচয়িতা। ৩ গোপ্রদানবিধি নামক গ্রন্থকর্ত্তা।

ভৈরবগঙ্গা, কালিকাপুরাণ বর্ণিত ভৈরব-সরোবরতীর্থ।
(কালিকাপু° ১৯ অঃ)

ভৈরবঝম্প, হিমালয় পর্ব্বতের কেদারনাথতীর্থের সমীপবর্ত্তী একটী পর্ব্বতচূড়া। তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া শিবের উদ্দেশে ঝাঁপ খাইয়া থাকে।

ভৈরবত্রিপাঠিন্, ক্রমদীপিকাটিপ্পনীপ্রণেতা।

ভৈরবদত্ত, ১ ব্রহ্মচন্দ্রিকা, ভৈরবদত্তার্কি ও যজ্ঞোপবীত-পদ্ধতিনামক গ্রন্থত্রয়রচয়িতা। ১ উদ্ভূ দায়প্রদীপপ্রণেতা, হরিরায় শর্ম্মার পুত্র।

ভৈরবদীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত বৈদান্তিক। তিলকভৈরব নামে পরিচিত। ইনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে আরুণকেতুকপ্রয়োগ এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসূত্রতাৎপর্য্যবিবরণ প্রণয়ন করেন।

ভৈরবদেব, তীরভুক্তির জনৈক নরপতি। পুরুষোত্তম দেবের পিতা। তৎপত্নী জয়াদেবী দ্বৈতনির্ণয়প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্রের প্রতিপালিকা ছিলেন।

ভৈরবদৈবজ্ঞ, মুহূর্ত্তভৈরবপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গদাধরের পিতা। ইনি স্বয়ং পারাশরপদ্ধতি ও প্রশ্নভৈরব রচনা করেন।

ভৈরবভট্ট, হোমপদ্ধতিপ্রণেতা।

ভৈরবমিশ্র, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। জয়দেবমিশ্রের পুত্র। ইনি কারকটীকা, গদাপরিভাষেন্দুশেখরটীকা, চন্দ্রকলা লঘুশব্দেন্দুশেখরটীকা, চন্দ্রকলা কারকচন্দ্রকলানির্ণয়, পরিভাষাবৃত্তি বৃহত্তাপরীক্ষা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তটীকা, ভৈরবীয় পঞ্চসন্ধি, শব্দরত্নটীকা ও ভৈরবমিশ্রীয় নামে কএকখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।

ভৈরবরস (পুং) উপদংশ-রোগনাশক রসৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত পারদ ১০০ রত্তি ও চিনি ৩০০ রত্তি একত্র এক লৌহপাত্রে নিম্বের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে, পরে উহা এক শত রত্তি খদিরের সহিত মাড়িয়া কজ্জলবৎ করিবে। উহাতে ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা গোধূমচূর্ণের সহিত রাখিয়া দিতে হয়। গাত্রে যখন উপদংশীয় বিষজন্য সমস্ত ব্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইবে, তৎকালে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। প্রথম তিন দিন প্রত্যহ তিনটী করিয়া বটী সেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে সেবন বিধেয়। ১৪ দিনে এই ঔষধ সকল সেবন করিতে হইবে। সমুদায় ঔষধ খাওয়া শেষ হইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। পথ্য চিনি ও অল্পঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন। জল পান বা জল স্পর্শ একেবারে বর্জ্জনীয়। অসহ্য তৃষ্ণা হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হয়। মলত্যাগের পর উষ্ণ জল দ্বারা শৌচ করিয়া তৎক্ষণাৎ উষ্ণ বস্ত্রে ঐ জল মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ একেবারে নিষিদ্ধ। বর্ষা বা শীত ঋতু এই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল, এই ঔষধ সেবন করিতে করিতে যদি মুখশোষ হয়, তাহা হইলে তন্নাশক ঔষধ সেবন করিবে। পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ বিশেষ অনিষ্টকর। সর্ব্বদা কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ করা আবশ্যক। ইহাতে কফনাশক ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া সকল হইবে। লবণ, অম্ল এবং স্ত্রীলোকের

মুখদর্শনও বিশেষ অনিষ্টপ্রদ। এইরূপে সপ্তাহদ্বয় যাপন করিয়া পরে উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গল মাংসের যূষ আহার করা বিধেয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়ম পালন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত পীড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ, বলবৃদ্ধি ও অস্থিসকলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

স্বয়ং ভৈরবদেব এই ঔষধের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভৈরবরস নামে খ্যাত। (ভৈষজ্যরত্না°)

ভৈরবরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দুরাজা।

ভৈরবশাহ, ভৈরবশাহনবরত্নপ্রণেতা, প্রতাপের পুত্র।

ভৈরবসিংহ, জনৈক প্রাচীন রাজা। নরসিংহের পুত্র, ইনি অনর্ঘরাঘবটীকাপ্রণেতা রুচিপতির প্রতিপালক ছিলেন।

ভৈরবস্থান, হিমালয়স্থ শৈবতীর্থভেদ।

ভৈরবাচার্য্য, শ্রীহর্ষচরিতোক্ত আচার্য্যভেদ। (শ্রীহর্ষচ°)

ভৈরবানন্দ, চণ্ডীডামরটীকারচয়িতা।

ভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরব-ঙীপ্। মহাবিদ্যা মূর্ত্তিভেদ, চামুণ্ডা।

'চামুণ্ডা চর্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মার্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটি মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী॥' (হেম)

তন্ত্রসারে ভৈরবীর বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ভৈরবী যথা—ত্রিপুরভৈরবী, সম্পৎপ্রদা ভৈরবী, কৌলেশ-ভৈরবী, সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী, ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবী, চৈতন্যভৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, ষট্‌কূটা ভৈরবী, নিত্যাভৈরবী, রুদ্রভৈরবী, ত্রিপুরবালা ভৈরবী, নবকূটা ভৈরবী ও অন্নপূর্ণাভৈরবী।

"বিয়দ্‌ভৃগুহুতাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ।
বিয়ত্তদাদিকেন্দ্রাগ্নিস্থিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ॥
আকাশভৃগুবহ্নিস্থো মনুঃ সর্গেন্দুখণ্ডবান্।
পঞ্চকূটাত্মিকা বিদ্যা বেদ্যা ত্রিপুরভৈরবী॥" (তন্ত্রসার)

ভৈরবীমন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিপুরভৈরবী আদি করিয়া যথাক্রমে মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় লিখিত হইল।

'হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ' এই বীজ মন্ত্রে ত্রিপুরভৈরবীর পূজা করিতে হয়। পূজাক্রম যথা—প্রথমে সামান্য পূজা-পদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠন্যাস, পীঠশক্তিন্যাস, পীঠমন্ত্রন্যাসাদি করিয়া মূল পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্বক্ত্রারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্॥"

নবোদিত সহস্র ভানু কিরণ সদৃশ রক্তবর্ণ ক্ষৌমবসন পরিধান, গলদেশে মুণ্ডমালা এবং স্তনদ্বয় রক্তালিপ্ত, পদ্মাভ করচতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা এবং কপালে শশিকলা বিদ্যমান, রক্তপদ্মের ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট, তিনটী চক্ষু, মস্তকে রত্নকিরীট এবং মুখে ঈষদ্ হাস্য বিরাজিত।—এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এই পূজাতে বিশেষ এই যে, নৈবেদ্যদানের পর বলিচতুষ্টয় অর্পণ করিতে হয়। দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিলে এই দেবীর পুরশ্চরণ হয়। ১২ হাজার পলাশ পুষ্প দ্বারা হোম করিতে হয়।

সম্পদ্প্রদা ভৈরবী।—সম্পদ্প্রদাভৈরবীর পূজাদিও ত্রিপুরভৈরবীর ন্যায়। কেবল প্রভেদ এই যে, বীজমন্ত্র 'হসরৈং হসকলরীং হসরৌং' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

ধ্যান—

"আতাম্রার্কসহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাম্।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্॥
স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাম্।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাম্॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিণীম্॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পদ্প্রদাং স্মরেৎ॥"

এই ধ্যান দ্বারা পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং তদ্দশাংশ হোম। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, একলক্ষজপ ও তদ্দশাংশ হোমে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়।

কৌলেশভৈরবী—কৌলেশভৈরবীর পূজাদিও সম্পদ্-প্রদাভৈরবীর ন্যায়, কেবল 'সহরৈং সহকলরীং সহ রৌং' এই বীজমন্ত্রে পূজা বিধেয়।

সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী—ইহারও কৌলেশভৈরবীর ন্যায় পূজাদি করিতে হইবে। কেবল 'সহেং সহকলরীং সহোং' এই বীজমন্ত্র মাত্র ভিন্ন।

ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর—'হসৈং হসকলরীং হসৌং' এই বীজমন্ত্রে সম্পদ্-প্রদা ভৈরবীর পূজার ন্যায় পূজা করিতে হইবে।

চৈতন্যভৈরবী—'সৈহং সকলহ্রীং সেহরৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

ইহার ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
মুকুটাগ্রলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্॥
পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীম্।
বরাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্॥"

এই ধ্যানে পূজা করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ, হোম তদ্দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার।

কামেশ্বরী ভৈরবী—'সৈহং সকলহ্রীঁ নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে হ্সৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও পূজাদি চৈতন্যভৈরবীর ন্যায়।

ষট্‌কূটা ভৈরবী—'ডরল কসহৈং, ডরল কস হেং' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর 'ডরলকসহীং ডরলকসহৌঃ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহার ধ্যান—

"বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্যসমাংশুকাম্॥
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥"

নিত্যা ভৈরবী—'হস কল রডৈং, হস কলরডীং,হস কলরডৌং' এই বীজমন্ত্রে ষট্‌কূটাভৈরবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিতে হয়।

রুদ্রভৈরবী—'হস খফ্রেং হসকলরীং হসৌঃ' ইহা বীজমন্ত্র; এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং চন্দ্রচূড়াং ত্রিলোচনাম্।
নানালঙ্কারসুভগাং সর্ব্ববৈরিনিকৃন্তনীম্॥
বমদ্রুধিরমুণ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্।
ত্রিশূলং ডমরুং খড়্গাং তথা খেটকমেব চ॥
পিনাকঞ্চ শরান্ দেবী পাশাঙ্কুশযুগং ক্রমাৎ।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্॥"

এক লক্ষ জপ ইহার পুরশ্চরণ, তদ্দশাংশ হোম।

ভুবনেশ্বরী ভৈরবী—'হসৈং হস কলহ্রীঁ হসৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"জবাকুসুমসঙ্কাশাং দাড়িমীকুসুমোপমাম্।
চন্দ্ররেখাং জটাজুটাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাসসীম্॥
নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারয়ন্তীং শিবাশ্রয়াম্॥"

চৈতন্যভৈরবীর পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়॥

ত্রিপুরবালাভৈরবী।—'ঐং ক্লীং সৌঃ' এই মন্ত্রে ত্রিপুরাভৈরবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ।

নবকূটা ভৈরবী—'ঐং ক্লীং সৌঃ হসকলরীং হসৌঃ হসরং হসকলরীং হসরৌং' এই বীজই নবকূটার-মন্ত্র, এবং 'হসৈং হসকলহ্রীং হসৌং' এই নবাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদোষ রহিত, 'হ্রুঁ হ সৈং স্ত্রীঁ হ কলরং হ্রীং হ্রীং হস্রৌ' এই তিন তিনটী বীজে নবকূটা মন্ত্র হয়। ভৈরবী পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। লক্ষজপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ।

"বদ বদ বাগ্‌বাদিনি হেসরীঁ ক্লিন্নে ক্লেদিনি মহামোক্ষং কুরু ক্লীং হেসৌঃ" ইহা দীপনী মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রথমে ৬ বার জপ করিয়া পরে পূজাদি করিতে হয়।

অন্নপূর্ণা ভৈরবী—'ওঁ হ্রীং শ্রীংক্লীং ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা' এই বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর আরাধনা করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিলে 'ওঁ হ্রীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা' এই ঊনবিংশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ ও পূজা করিলে ধনধান্যাদি ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়। সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়। ইহার ধ্যান—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনীম্।
প্রসন্নবদনাং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্টানন্দময়ীং পরাং॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥"

এই ধ্যানে যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ, পরে ঘৃতাক্ত অন্নে তদ্দশাংশ হোম করিতে হয়।

(তন্ত্রসার)

তীর্থস্থলে শিব ও শিবানীর যাঁহারা অনুচর অনুচরী থাকেন, তাঁহারা ভৈরব নামে খ্যাত হন। ২ রাগিণী বিশেষ। এই রাগিণী ভৈরব রাগের পত্নী। কোন কোন মতে মালবরাগের পত্নী।

"ধানসী মালবী চৈব রামকীরী চ সিন্ধুড়া।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ॥" (সঙ্গীতদামো॰)

হনুমন্মতে এই রাগিণী সম্পূর্ণ জাতি, ইহার সপ্তস্বর-বিন্যাসক্রম—মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, ষড়জ, ঋষভ ও গান্ধার। ইহার গৃহ মধ্যমস্বর, শরৎ ঋতুর প্রভাত কালে এই রাগিণী গান করিতে হয়। ইহার ধ্যান—

"সরোবরস্থা স্ফটিকস্থ মন্দিরে সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চ্চয়ন্তী।
তালপ্রয়োগপ্রতিবদ্ধগীতি গৌরী তনুর্নারদভৈরবীয়ম্ ॥"
(সঙ্গীতদামো॰)

রাগমালা মতে, ইহার স্বরূপ অল্প বয়স্কা, সুরূপা, সুনেত্রা, বিস্তারবদনা, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ অতি সুকোমল, বর্ণ জবাকুসুমসদৃশ, পরিধান শ্বেতবসন, গলদেশে চম্পকমালা সুশোভিত, অঙ্গুর পদ্মযুক্ত, পর্ব্বতগুহায় শিবপূজাপরায়ণ এবং সর্ব্বদা মঞ্জীর বাজাইয়া গান করিতেছেন। কল্লিনাথ, সোমেশ্বর ও ভরত মতেও ইহার স্বরূপ এইরূপ। (সঙ্গীতদামো॰)

এই রাগিণী টোরী ও বরারী মিশ্রণে উৎপন্ন। স্বরগ্রাম—

স ঋ গ ম প ধ নি

ম প ধ নি সা ঋ গ

ইহার মধ্যম বাদী ও ধৈবত সম্বাদী। (সঙ্গীতরত্না॰)

ভৈরবা, কালিকাপুরাণ বর্ণিত পুণ্যতোয়া নদীভেদ।
(কালিকাপু॰ ৭৮ অ॰)

ভৈরবীকবচ, তন্ত্রসারোক্ত দেবীমন্ত্রযুক্ত ধারণীয় কবচৌষধভেদ।

ভৈরবীচক্র (ক্লী) ভৈরব্যাঃ পূজনার্থং চক্রং। দেবীপূজার জন্য কুলাচারীদিগের চক্রাকার ব্যাপার সমূহ। নিষ্ঠাবান্ কুলাচারিগণ দেবীপূজাকালে শিবশক্তির সমাযোগ সম্পাদনার্থ যে সাদ্ধ্য সমাধি অবলম্বন করেন, তাহা ভৈরবীচক্র নামে উক্ত হইয়াছে। কুলবার, কুলনক্ষত্র এবং কুল-তিথিতে এই চক্রের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভৈরবীচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া থাকে। কিন্তু ভৈরবীচক্র নিবর্ত্তিত হইলে আবার সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভৈরবীভূমি, জ্যোতিষোক্ত ভুবন-সন্নিবেশের প্রক্রিয়া বিশেষ। নৃপতিগণ ইহা দ্বারা চতুর্ব্বিধ সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারেন।

"তোয়বাতাগ্নিনৈঋ‌র্ত্যে শিলীন্দ্রয়োর্দ্দিশি ক্রমাৎ।
ভ্রমোমৃগাদিকে ষট্কে প্রাপ্তেষা ভূতভৈরবী ॥
জয়দা দক্ষিণে ভাগে মৃত্যুদা বামভাগগা।
ভৈরবী ভঙ্গদা যুদ্ধে পৃষ্ঠস্থা সন্ধিকারকা ॥"
(নরপতিজয়চর্য্যা স্বরোদয়)

* "নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রকুর্য্যাচ্চ দিনে দিনে।
কুলবারে কুলর্ক্ষে চ তিথৌ চন্দ্রকে তথা ॥
ভৈরব্যাঃ কল্পিতং চক্রং সংস্থাপ্য পূর্ব্ববৎ প্রিয়ে।
দ্রব্যাণাং শোধনং কুর্য্যাৎ যথাবৎ পরমেশ্বরি ॥
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
স্ত্রীবাথ পুরুষঃ শণ্ডশ্চণ্ডালো বা দ্বিজোত্তমঃ।
চক্রমধ্যে ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বেদেবসমাঃ স্মৃতাঃ ॥" (উৎপত্তি তন্ত্র)

ভৈরবীশৈল, হিমালয়স্থিত তীর্থভেদ।

ভৈরবীয় (ত্রি) ১ ভৈরব সম্বন্ধীয়। ২ ভয়ানক।

ভৈরবেন্দ্র (পুং) ১ অনৈক রাজা। [ভৈরবদেব দেখ।] ২ শিশুবোধিনী সপ্তপদার্থী টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার নাম লক্ষ্মীরমণ।

ভৈরবেশ (পুং) শিব।

ভৈরিক (পুং) ভেরিবাদ্যকারী।

ভৈলী, বারাণসীর দক্ষিণস্থ একটী পরগণা। বর্ত্তমান চুণার নগর ও দুর্গ ইহার অন্তর্ভুক্ত। [চণার দেখ।]

ভৈষজ (ক্লী) ভেষজমেব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা অণ্। লাবক পক্ষী। (জটাধর) ২ ভেষজ, ঔষধ। ভিষজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ ভৈষজ্য তস্য ছাত্রাঃ কণ্বাদিত্বাৎ অণ্ যলোপঃ। ৩ ভিষজের গোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ। এই অর্থে বহুবচন।

ভৈষজ্য (ক্লী) ভেষজমেবেতি ভেষজ (অনন্তাবসথেতিহ ভেষজাঞ্ ঞ্যঃ। পা ৫।৪।২৩) ইতি ঞ্যঃ। ঔষধ।

"তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে ॥"
(চরক সূত্রস্থান)

ভিষজো ঽপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। ২ ভিষজের গোত্রাপত্য।

ভৈষজ্যরত্নাবলী, বৈদ্যক গ্রন্থভেদ। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস বিশারদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শতাধিক বৎসর হইল এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন—

"নত্বা সভিষজাং মুদে গুণবতীং গোবিন্দদাসোঽধুনা
নানা গ্রন্থমহোদধের্ব্বিতনুতে ভৈষজ্যরত্নাবলীম্।
যদি প্রিয়তমা নস্যাদ্বৃদ্ধাণাং ভিষজামিয়ম্।
তথাপি নব্যা নব্যানামানুকূল্যং বিধাস্যতি ॥"

যদিও ইহা বৃদ্ধদিগের অতিশয় প্রিয় না হয়, তথাচ নব্যদিগের যে ইহাতে বিশেষ আনুকূল্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে এতদ্দেশপ্রচলিত সারকৌমুদী, রসেন্দ্রচিন্তামণি, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ঔষধ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। ঔষধ শিক্ষা করিতে হইলে ভৈষজ্যরত্নাবলীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অধিকার ক্রমে ঔষধ প্রস্তুত ও সেবনের নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভৈষজ্যরত্নাবলীই একমাত্র সাধারণ বৈদ্যের উপায় স্বরূপ। এই সংগ্রহ দ্বারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছে।

ভৈষজ্যরাজ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

ভৈক্ষুক (পুং) ভিক্ষো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্ তস্য ছাত্রাঃ অণ্ যলোপঃ। ভিক্ষুগোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

ভৈষজ্যসমুদ্গত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

ভৈক্ষজ্য (পুং স্ত্রী) ভিক্ষজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তদ্গোত্রাপত্য।

ভৈষ্মকী (স্ত্রী) ভীষ্মকস্ত স্ত্রাপত্যং, ইঞ্ ঙীপ্। ভীষ্মক নৃপ-কন্তা রুক্মিণী। (হরিব০ ১২০ অ০)

ভোঁচকানি (দেশজ) উপবাস জন্ত কণ্ঠস্থ শ্বাসনালী শুষ্কতা প্রাপ্ত হইয়া যে অবরুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ দুর্ব্বল অবস্থা ভোঁচকানি লাগিলে সেই ব্যক্তি কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা।

ভোঁতা (দেশজ) ধাররহিত্য (অস্ত্রাদির)।

ভোঁদড়, নকুলজাতীয় জন্তুবিশেষ (Ichneumon grundens.)। ইহাদের চারি পদ ধারাল নখরযুক্ত এবং সর্ব্বগাত্র ও পুচ্ছভাগ লোমবহুল। দন্তাবলী এরূপ সুতীক্ষ্ণ যে তদ্দ্বারা অনায়াসে পক্ষী প্রভৃতির মাথার খুলি চিরিয়া খায়। বাঙ্গালায় ইহারা 'ভাম' নামে প্রসিদ্ধ। জল মধ্যে মেছো কুমীর ও গোসাপ প্রভৃতির ইহারা ভয়ানক শত্রু। ধীবরগণ প্রত্যেকেই প্রায় ভোঁদড় পুষে। তাহাদের নিকট ইহারা ধেড়ে নামে খ্যাত। ইহারা সন্তরণকার্য্যে বিলক্ষণ পটু। জল মধ্যে ডুবিয়া ইহারা নদীগর্ভস্থ মৎস্যাদি জালের মধ্যে তাড়াইয়া আনে। স্রোতোবেগে আসায় ঐ মৎস্য প্রভৃতি জালবদ্ধ হইয়া যায়। ভোঁদড়েরা এরূপ সুকৌশলে জল মধ্যে মৎস্য ধরে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহারা জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পদস্থিত সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা বৃহদাকার মৎস্যের চক্ষু বিঁধিয়া তাহাদিগকে পাড়ের দিকে টানিয়া আনে। ধীবরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলে ও বিক্রয় করে। সাধারণের বিশ্বাস,—ধেড়ে, ভোঁদড় ও ভাম এক জাতীয় হইলেও তাহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

[নকুল শব্দ দেখ।]

ভোঁস্‌লে, মহারাষ্ট্র রাজন্যগণের বংশোপাধিবিশেষ। জগৎ-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী, সামন্ত প্রধান রঘুনাথ রাও এবং বর্ত্তমান তাঞ্জোর অধিপতিগণ এই ভোঁসলেবংশ-সমুদ্ভূত। প্রকৃতপক্ষে শিবাজীর অভ্যুত্থান হইতেই এই ভোঁসলেবংশের খ্যাতি ও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিখ্যাত আহ্মদনগর-রাজবংশের অধঃপতনের পর এই ভোঁসলেবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করে।

এই বংশের আদিপুরুষ ভোঁসাজী হইতেই ভোঁসলে-বংশকাহিনী গঠিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের জনৈক রাজদায়াদ হইতে ভোঁসাজির জন্ম হয়। তিনি কোন অভাবনীয় কারণে দাক্ষিণাত্য বাসী হন। তাঁহারই বংশধরগণ কালে মহারাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালোজী ভোঁসলে নামা উক্ত বংশাবতংস জনৈক প্রথিতনামা ব্যক্তিকে আমরা ইতিহাসগগন আলোকিত করিতে দেখিতে পাই। ইনি ভোঁসাজীর বংশধর বাবজীর পুত্র। বাবজী কলতনের দেশমুখ জগপালরাও নায়ক নিম্বলকরের ভগিনী দীপাবাঈর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লাখজী যাদবরাওর যত্নে তিনি ২৫ বর্ষ বয়সে মুর্ত্তাজা নিজাম শাহের অধীনে শিলেদার পদে নিযুক্ত হন। এই সামান্য পদ হইতে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় গুণে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অশ্বারোহী সেনাদল বৃদ্ধি করিয়া রাজসরকারে বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। এ সময়ে তিনি কএকখানি গ্রামের পাটেলদারী প্রাপ্ত হন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সৈন্য আহ্মদনগর আক্রমণ করিলে বাহাদুর নিজাম (২য়) মহাবিভ্রাটে পতিত হন। তিনি নিরুপায় বুঝিয়া মালোজীর অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্র-সেনাপতি মালোজী ভোঁসলেকে রাজোপাধি এবং পুণা ও সুপা জায়গীর দান-পূর্ব্বক বিশেষ সম্মানিত করেন। তদনন্তর মালোজী শিবনের ও চাকন প্রদেশের দুর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া বিশেষ মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হয়েন। বেরুল ও ইলোয়া নগরে তাঁহার বাস নিরূপিত ছিল।

এইরূপে আহ্মদনগর-রাজসরকারে ক্রমশঃই তাঁহার প্রতিপত্তি প্রসারিত হইতে থাকে। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে একদিন হোলীপর্ব্বোৎসবে স্বীয় পুত্র শাহজীকে সঙ্গে লইয়া তিনি আপন প্রতিপালক মহারাষ্ট্র-পুঙ্গব লাখজী যাদব রাওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি সর্ব্বসুলক্ষণ পঞ্চমবর্ষীয় বালক শাহজীকে প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আহ্লাদে ও আদরে আপনার তিনবর্ষ বয়স্কা কন্যা জিজির পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। বালক ও বালিকা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌতূহলপরবশ হইয়া যাদবরাও স্বীয় কন্যাকে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, বালিকে! তুমি উহাকে স্বামিত্বে পাইতে ইচ্ছা কর কি? এই কথা শুনিবামাত্র সেখানকার সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মালোজী এই বিবাহ-প্রস্তাব গাম্ভীর্য্যের সহিত অনুমোদন করিয়া লাখজীকে স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। মানিশ্রেষ্ঠ যাদবরাও এবং তৎপত্নী এই প্রস্তাবে মালোজীর প্রতি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মালোজী আপনার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত ও অবিচলিত রহিলেন।

এই ঘটনার পর তিনি স্বীয় বাসগ্রামে উপনীত হন। এখানে ভবানীদেবীর কৃপায় তিনি অনেক গুপ্তধন প্রাপ্ত করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা বিঠোজীর পরামর্শানুসারে তিনি ঐ অর্থ দ্বারা বহুশত দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া সাধারণে সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার ধনাগমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কিন্তু তাঁহার কোন রাজমর্য্যাদা না থাকায় যাদবরাও তাঁহাকে কন্যাদানে অভিমত প্রকাশ করিলেন না, পক্ষান্তরে তিনিও যাদবরাওর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

আহ্মদনগরের ন্যায় পতনশীল রাজ্যে অর্থ ও শক্তি কি না করিতে পারে? তিনি অর্থ এবং ভুজবল দ্বারা সহজেই রাজাকে বশীভূত করিলেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধে তাঁহার বীরত্বকাহিনী চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তিনি পাঁচ হাজারী অশ্বসেনানায়ক ও রাজা উপাধি লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত দুর্গাধিকার ও জায়গীর লাভ তাঁহার অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। তখন যাদবরাওর আর ওজরাপত্তির কোন কারণ থাকিল না। এদিকে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা স্বয়ং তাঁহাকে কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি সুলতানের কথা এড়াইতে না পারিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহসম্মতি জানাইলেন। উক্ত বর্ষে মহাসমারোহের সহিত শাহজীর সহিত জিজিবাঈর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। স্বয়ং সুলতান বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া দম্পতিদ্বয়ের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই শাহজীই ভারত-প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-ছত্রপতি শিবাজীর পিতা। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জুন্নরের নিকটবর্ত্তী শিবনের দুর্গে শাহজাপত্নী জিজিবাঈ শিবাজী-রত্ন প্রসব করেন। শিবাজীর পর তৎপুত্র শম্ভাজী এবং পৌত্র শাহু পুণা ও সাতারার রাজছত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। [মহারাষ্ট্র, শিবাজী, শাহজী প্রভৃতি শব্দ দেখ]

শিবাজীর অভ্যুদয়ে মহারাষ্ট্র রাজশক্তি যেরূপ প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডতেজ ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার তিরোধান সঙ্গেই সেই পূর্ব্ব রশ্মিমালার ক্ষয় হইতে থাকে। শিবাজী ভোঁসলে-বংশের যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃপতন সঙ্গে সেই ভোঁসলে-বংশের প্রভাব অস্তমিত হইয়া যায়। ঐ সময়ে পার্ব্বজী নামা জনৈক মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার বেরার প্রদেশে আগমনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই ব্যক্তি হইতে বেরার রাজ্যে ভোঁসলে-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রকৃত পক্ষে পার্ব্বজী ভোঁসলেবংশসম্ভূত ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সাতারার নিকটবর্ত্তী স্থানে তিনি একজন অশ্বারোহী সেনানীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভোঁসলেবংশগৌরব শিবাজী-বংশের অধঃপতনে অস্তমিত হইলে, তিনি সেই বংশের প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার মানসে এই স্থানে ভোঁসলেবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা শাহুর রাজ্যকালে পার্ব্বজী উচ্চ সম্মান লাভ করেন। শাহুর কার্য্যে তাঁহার উন্নতিপথ সুবিস্তৃত হইয়াছিল। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি রাজা শাহু কর্ত্তৃক বেরার প্রদেশের যাবতীয় মহারাষ্ট্রীয় রাজকর সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হন। পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বহু বিভাগও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে সমর্পিত হয়।

পার্ব্বজীর ভ্রাতা রঘুজী ভোঁসলে রাজা শাহুর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। রাজ-শ্যালিকা বিবাহ করায় উভয়ের মধ্যে একটী প্রণয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পার্ব্বজীর মৃত্যুর পর রঘুজীই বেরার প্রদেশের রাজস্বসংগ্রাহক হন। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে রঘুজী সেনাসাহেব-সুবা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহারাষ্ট্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১১৪৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশ সমগ্র গোণ্ডবানাপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ২য়-পিতৃসিংহাসনে আসীন হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র পার্ব্বজী সিংহাসনের অধিকারী হন, কিন্তু তাহার চরিত্র কলুষিত থাকায় বেঙ্কাজির পুত্র মুধাজী বিশেষ প্রতিবাদ করিয়া আপ্পা সাহেব নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং রাজকার্য্যের পরিচালনাভার হস্তগত করিয়া লইলেন। তাঁহার আদেশে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নাগপুর নগরে পার্ব্বজী গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন। এক্ষণে একমাত্র আপ্পা সাহেবই রাজ্যাধিকারী রহিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই নাগপুরের রাজসিংহাসন প্রদত্ত হইল।

আপ্পা সাহেব বাহিরে ইংরাজের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ইংরাজের শত্রুতা করিতে ছাড়েন নাই। সীতাবল্দী ও নাগপুরের যুদ্ধ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই দুই যুদ্ধে তিনি ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে এবং সন্ধি-সর্ত্তানুসারে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের পরাধীন থাকিতে বাধ্য হন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বদান্যতায় রাজ্যলাভ করিয়াও তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজরাজ ২য় রঘুজীর পৌত্র রঘুজীকে রাজপুরস্কার প্রদান করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আপ্পা সাহেব ইংরাজপ্রদত্ত জায়গীর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখরাজ্যে পলায়ন করেন। যোধপুর নগরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মসূলী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে ইংরাজরাজ প্রথমে সেই নাবালক রাজার হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যভার দিয়া সৈন্তব্যয়বহনের জন্ত বেরার রাজ্যের অন্তর্গত কএকটী প্রদেশ স্বহস্তে রাখিয়া দেন। তৎপরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশগুলি পুনরায় রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজরাজ তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় সেনাদল রক্ষার জন্ত বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিতেছিলেন। [বেরার দেখ।]

ভোই, বোম্বাই-প্রদেশবাসী ধীবর-জাতিবিশেষ। মস্তাদি হইতে মৎস্তসংগ্রহ ও ডুলী, পাল্কী প্রভৃতি বহন ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাধারণতঃ মালভোই, মরাঠাভোই, কাচিভোই ও পরদেশী ভোই নামক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদান বা আহারাদি নিষিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ভোকরে, চবান, দোল্ডে, গুলবন্ত, ঘাটমাল, ঘাটে, কাশীদ, কাঠবন্তে, খটমালে, মঙ্গলকর, নির্মল, সিন্ধে, শিন্দার ও তিন্দে উপাধিধারী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উপাধিধারী ব্যক্তির সহিত অর্থাৎ স্বগোত্রে ও স্বশ্রেণীতে পুত্র কন্তার বিবাহাদি দেয় না।

ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, বেশভূষা ও ভাষা মরাঠাদিগের স্তায়। বলিষ্ঠ বলিয়াই তাহারা বিশেষ কর্ম্মঠ। স্বভাবতঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সৎপ্রকৃতিক। ইহারা আতিথেয়ী হইলেও মদ্যপায়ী, কিন্তু কখনও ইহারা আপনাপন অর্জ্জনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে না। দশবর্ষাধিক বালক ও বালিকা গৃহকর্ম্মে ও পিতৃকার্য্যে মনোযোগ দেয়।

একাদশী প্রভৃতি হিন্দুর পর্ব্বদিনে এবং দশেরার সময় ইহারা কার্য্য বন্ধ রাখে। ইহারা আপনাদিগকে মরাঠা কুণবীদিগের নিম্নতর বলিয়া গণ্য করে। ধর্ম্মে ইহাদের বিশেষ আস্থা আছে। বহিরোবা, তুলজাভবানী ও খণ্ডোবা প্রভৃতি দেবতাকে ইহারা কুলদেবতা-জ্ঞানে বিশেষ সমাদরের সহিত পূজা করে এবং প্রত্যহ স্ব স্ব গৃহে তদুদ্দেশ্তে ভোগ রাঁধিয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন স্থানীয় দেবদেবী এবং মহাদেব, মারুতী ও বিঠোবার পূজায় ইহারা বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আলন্দী, খাদি, পণ্ঢরপুর ও তুলজাপুরে কখন কখন ইহারা তীর্থযাত্রার গমন করে।

সিম্গা, নববৎসরপর্ব্ব, অক্ষয়তৃতীয়া, নাগপঞ্চমী, দশেরা ও দিবালী পর্ব্বদিবসে ইহারা যথানিয়মে উৎসব করিয়া থাকে। প্রতি সোমবার, আষাঢ় একাদশী ও কার্ত্তিকএকাদশী এবং শিবরাত্রপর্ব্বে ইহারা উপবাস করে।

বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজকতা করে। কাণকাটা গোসাই বা জনৈক মিতাহান্ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ইহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। উপদেবতা, ডাইনে ও ভবিষ্যৎ বাক্যে ইহাদের বিশ্বাস আছে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূত-প্রতিষেধের জন্ত ইহারা দেব্রুষীয়াবক রোজাদিগকে নিযুক্ত করে।

বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহে ইহাদের আপত্তি নাই। জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, বিবাহ ও মৃত্যু এই চারিটী সংস্কার ইহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মত পালন করিয়া থাকে। জাতবালকের পঞ্চম দিবসে ষষ্ঠীবাই দেবীর পূজা যথাবিধানে সম্পাদিত হয়। একাদশ দিন প্রসূতির অশৌচ থাকে, তৎপরে দ্বাদশ দিনে গৃহপ্রাঙ্গণে ৫ খানি পাথর পুতিয়া পুনরায় ষষ্ঠীপূজা হয়। তদন্তে বালকের নামকরণ হয়। পঞ্চম বর্ষে বালকের চূড়াকরণ এবং তদুপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়।

বিবাহের সময় কন্তা গৃহমধ্যে ঘটস্থাপনান্তর পরেয় একখানি আসন প্রস্তুত করিয়া তদুপরে একটী সুপারী রাখিয়া গণেশের পূজা করে। বরের পিতা আসিয়া পুত্রবধূকে গাত্রবস্ত্রাদি উপহার এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করে। তৎপরে বর ও কন্তার গাত্রে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হয়। ১ হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত এই হরিদ্রা মাখান উৎসব হইয়া থাকে। তদন্তে কন্তাগৃহে প্রস্তুত একটী আসনের উপর বর ও বরকর্ত্তাকে উপবেশন করায়। কন্তাপক্ষীয় রমণীগণ উপস্থিত হইয়া উহার চারি দিকস্থ কলসীতে সূত্র জড়াইতে থাকে। অতঃপর কন্তা ও বরপক্ষীয় দুইটী দম্পতি গাটছড়া বাঁধিয়া পঞ্চ পল্লব ও কুঠারহস্তে নিকটবর্ত্তী মারুতি-মন্দিরে গমন করিয়া নবদম্পতির মঙ্গলকামনায় পূজা দিয়া থাকে।

বর পত্নী সহ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় পুরোহিত আসিয়া প্রকৃত বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। এখানে হোমের পর, পাণিগ্রহণ, কন্তাদক্ষিণা, চিকসা ও স্নানকার্য্য সমাধানের পর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

ইহারা মৃতদেহ প্রোথিত করে। প্রথমে গরম জলে ধৌত করিয়া মৃত দেহকে খট্টোপরি শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদনে শয়ান রাখে। সধবা স্ত্রীলোক মরিলে, তাহাকে সবুজ বস্ত্র পরিধান করায় এবং কপালে সিন্দূর, মাথায় ফুল ও চক্ষে কজ্জল দিয়া সাজাইয়া দাহ স্থানে লইয়া যায়। বিধবা রমণীদের অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য ঘটে না। বিধবাদিগকে পুরুষের মত নদীতীরে সমাধিস্থ করা হয়।

ইহারা ১০ দিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে, দশম দিনে ক্ষৌরকর্ম্মের পর অশৌচধারী প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিণ্ড দেয়। প্রবাদ, কাকে ঐ পিণ্ড গ্রহণ না করিলে মৃত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে বিচরণ করিবে, তজ্জন্য তাহারা কুশের কাক প্রস্তুত করিয়া সেই পিণ্ড ছোঁয়াইয়া লয়। ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। প্রতি বৎসর মহালয়া পক্ষে তাহারা প্রেতাত্মার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে।

ভোইকা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়বিভাগের ঝালবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দার ইংরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভোকরীদিগর, বোম্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার সাবড়ে তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে ওঁকারেশ্বর শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরগাত্রে ১১৯৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। স্থানীয় ধর্ম্মশালা অহল্যাবাই হোলকরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ভোকসা, উঃ পঃ প্রদেশের পর্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। ভৌতিক ক্রিয়াদ্বারা রোগ-নিরাকরণই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা। জাতীয়তা সম্বন্ধে তাহারা অনেকাংশে নিকটবর্ত্তী থারুদিগের ন্যায়। পূর্ব্বে তরাই ও পিলিভিৎ জেলার বাজর হইতে পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থ চাঁদপুর নগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানে তাহাদের বাস আছে।

তাহারা সাধারণতঃ তিনটী স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত। রামগঙ্গা ও সারদার মধ্যবর্ত্তী জনবাসিগণ পুরবী, রামগঙ্গার পশ্চিম ও গঙ্গার মধ্যবাসীরা পচ্ছমি এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থানবাসীদিগকে লইয়া একটী স্বতন্ত্র থাক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্নশ্রেণীর লোকেরা পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কেহ কাহারও সহিত আহার ব্যবহার বা আদান প্রদান করে না।

ইহারা স্বভাবতঃই খর্ব্বাকার, দৃঢ়কায় ও পারিপাট্যবিহীন। গাত্রবর্ণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রায় কৃষকদিগেরই অনুরূপ। চক্ষু ক্ষুদ্র, নিম্নোষ্ঠ পুরু, গণ্ডাস্থি প্রশস্ত, হনু বিলম্বিত এবং অধরোষ্ঠ গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন। এরূপ মূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টই ভোক্‌সা বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের রমণীগণও অনেকটা পুরুষদিগের মত।

ইহারা আপনাদিগকে পরমারবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট হইতে এইরূপ একটী বংশাখ্যায়িকা পাওয়া যায়,—"ধারানগরাধিপ জগদ্দেব স্বীয় ভ্রাতা উদয়াদিত্যের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেন। উক্ত উদয়াদিত্য স্বীয় দলবলে পরিবৃত হইয়া সারদা-নদীতীরবর্ত্তী বনবাস নগরে আসিয়া বাস করেন। তিনি ঐ দলের সর্দার বা নায়করূপে মনোনীত হন। ইহার অনতিকাল পরেই কুমায়ুন রাজ্যে শত্রুসৈন্যের সমাগম হয়। কুমায়ুনপতি আত্মরক্ষার জন্য সর্দার উদয়াদিত্যের শরণাপন্ন হইলেন। ক্রমে উদয়াদিত্যের পরমার সেনা আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী আক্রমণকারী রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। রাজা পরমার সৈন্যের সাহায্যে কৃতার্থম্মন্য হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান অর্পণ করিলেন। তদনুসারে তাহারা পূর্ব্বতন বাসভূমি বনবাস পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে"। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের এই বংশকাহিনী সর্ব্বমুখে সমান নহে। স্থানবিশেষে বিভিন্ন কিংবদন্তীও আছে। কেহ বলে, তাহারা দিল্লী হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে, আবার কেহ বলে যে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে এতদ্দেশে বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। মহড়া বা দেরাদুণী শাখার ভোক্‌সাগণ বলে যে, তাহারা তেহরীরাজ সুখদেবের আমন্ত্রণে গঙ্গার অপর পার হইতে আসিয়া দেরাদুণে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজার মৃগয়াকার্য্যে তাহারা বনপথের পরিদর্শক নিযুক্ত থাকিত। পাঁচ পুরুষ হইল, তাহারা এখানকার অধিবাসিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে ২০টী গোত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যদুবংশী, পঁবার, পতুর্জা, রাজবংশী, কুঁয়ার, বড়গুজর, তবারী, বর্হাণিয়া, জলবার, অধোই, দুগুগিয়া, রাঠোর, নগৌরিয়া, জলাল, উপাধ্যায়, চৌহান ও দুনবারিয়া নামক ১৭টী শাখা প্রধান; এবং চিমার, রাঠোর, ধাজড়া ও গোলি থাকই অপ্রধান। নিম্নের তিনটী থাক হইতে এই জাতির রাজপুত ও ব্রাহ্মণ সাঙ্কর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা অভিমতরূপ ভিন্নগোত্রে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু কীলপুরী ও শব্‌নাবাসিগণ থারুদিগের সহিত আদানপ্রদান করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক সহচরবংশ ভোকসাদিগের ভাট নামে কথিত। ইহারা বনবাসেই অবস্থান করে। সময়ে সময়ে যজমানদিগের নিকটে আসিয়া থাকে। উক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ সহচর ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে।

দেরাদুণবাসী মহড়াগণ ভিন্নগোত্র হইলেও মাতৃগোত্রে দুই পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। বহু বিবাহে ইহাদের কোন নিষেধ নাই। কাহারও কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলে কন্যার পিতাই জাতীয় সভা কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। ঐ প্রণয়ী নীচবর্ণের হইলে কন্যাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং স্ববর্ণের হইলে অর্থদণ্ড দিবার পর স্বজাতি মধ্যে বিবাহের অনুমতি

দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ঐ কন্যা কোন উচ্চশ্রেণীর সহিত প্রণয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই ১০ টাকা দণ্ড দিতে হয়।

দ্বাদশ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকের বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। বালিকারা বয়স্থা হইলেই বিবাহিত হয়। বিধবাগণ 'করাও' প্রথায় বিবাহ করিতে পারে। তাহার দ্বিতীয় বিবাহজাত পুত্র পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পূর্ব্ব বিবাহজাত পুত্রগণ স্বীয় পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ইহারা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ স্বামিকুল ছাড়িয়া অপরের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

দেরাদুণের পূর্ব্বাংশবাসী মহড়াগণ হিন্দু-ক্রিয়াপদ্ধতির অনুকরণকারী। গৌড়-ব্রাহ্মণগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কর্ম্মে তাহাদের পৌরোহিত্য করে। তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও শূকর, মুরগী প্রভৃতি নিন্দিত মাংস ভোজন ও মদ্যপানে রত।

জাতকর্ম্মে তাহারা বিশেষ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করে না। ছয়দিনে প্রসূতি সূতিকাগারে থাকিয়া বিবাই-দেবীর পূজা করে। ঐ দিন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে এবং গৃহাদি পরিষ্কার করিতে হয়। পরদিন প্রসূতি কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে গঙ্গাজল আনিয়া অপর জলের সহিত মিশাইয়া স্নান করে। একমাস পরে জাতবালকের মুণ্ডনক্রিয়া ও জ্ঞাতি-ভোজ সম্পন্ন হয়। বিধবাবিবাহকারী অপুত্রক হইলে সে স্বীয় পত্নীর পূর্ব্বজাত সন্তানকে দত্তক লইতে পারে।

তাহাদের বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। বিশেষ এই যে, তাহারা বিবাহদিনে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী "মাড়োঁ।" বা মণ্ডপ বাঁধে এবং তন্নিম্নে নবগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। অতঃপর গৃহমধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় এবং নবদম্পতিকে উহার চারিদিকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

তাহারা শবদেহ দাহ করে। কখন কখন গঙ্গাতীরে যাইয়া সেই মৃতদেহের ভস্ম বা অস্থি পুতিয়া আইসে। শ্রাদ্ধাদি প্রেতকর্ম্মে তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। মৃতের প্রথম হইতে ত্রয়োদশ দিন পর্য্যন্ত তাহারা প্রত্যহই একটী গোরুকে একখানি পিষ্টক খাওয়াইয়া পরে আপনারা ভোজন করে। ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণকে চাউল, দাইল ও তৈজসাদি পাত্র উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হয়। প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া।

পূরবীগণ পশ্চিমবাসী মহড়া ভোক্‌সা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহারা সত্যবাদী, মদ্যপায়ী ও উপধর্ম্মসেবী। তাহারা স্বভাবতঃই কদর্য্য স্থানে অপরিষ্কৃত গৃহে বাস করিতে ভাল বাসে। এই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক স্থান ছাড়িয়া অপর স্থানে যাইয়া বাস করিতে হয়। তাহারা ক্ষেত্রাদিতে চাসবাসের সুবিধার জন্য জল সরবরাহ করিতে পারে না; এমন কি, আপনাদের উপযোগী পানীয় জল-সংগ্রহের জন্য তাহারা কূপখননের কোনরূপ উপায় শিক্ষা করে নাই। সামান্য চাসবাস ব্যতীত পশুশিকার ও জলাশয়াদি হইতে মৎস্যাহরণ তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা। তাহাদের খাদ্যাদি এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মাদি অনেকাংশে পশ্চিমবাসী-দিগের মত।

তাহারা বিবাহাদি কার্য্যেও গৌড়ব্রাহ্মণদিগকে নিয়োজিত করে। অনেকেই গুরু নানকপ্রবর্ত্তিত শিখধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছে। যে ব্যক্তি শিখধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিও পিতৃধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে। নানকমঠ, দেধুরা ও শ্রীনগর তাহাদের প্রধান তীর্থস্থান।

দেবদেবীর মধ্যে তাহারা প্রধানতঃ ভবানী ও কালিকা দেবীকেই বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বার লাখি (লাখদাতা) ও কালু সৈয়দ (কালুরাজ) নামক সাধু পুরুষদ্বয়ের প্রতিও তাহাদের সবিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। দেহরা গাজির্খাঁ জেলার নাগহানামক স্থানে ও শিবালিক পর্ব্বতের পাউলিদুণ নামক স্থানে সর্বার-লাখির আস্তানা আছে। তদ্দেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেরাই ঐ সাধুর্তাথে পূজা দিয়া থাকে।

ইন্দ্রজাল বা ভৌতিক বিদ্যায় তাহারা বিশেষ পটু। সাধারণের বিশ্বাস,তাহারা পশুরূপ ধারণ করিয়া শত্রুর বিনাশ-সাধন করিতে পারে। বৃক্ষ চালন, মারণ ও স্তম্ভনাদি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখিয়া রাজা সুদর্শনশাহ তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মনোযোগী হন। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ছল করিয়া একদিন তাহাদিগকে এই বলিয়া আমন্ত্রণ করেন যে, তোমরা সগ্রন্থ আসিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিব। তদনুসারে তাহারা আপনাপন গ্রন্থাদি লইয়া উপস্থিত হইলে রাজা তাহাদিগের হস্ত-পদ-বন্ধনপূর্ব্বক নদীজলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। রাজাজ্ঞায় যন্ত্র ও গ্রন্থাদি সমেত নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের বিদ্যাগৌরব হ্রাস হইয়া পড়ে।

ভোক্তব্য (ত্রি) ভুজ-কর্ম্মণি তব্য। ভোজনীয়, ভোজনার্হ।

"অলাবূ বর্ত্তুলাকারা বার্ত্তাকী শুভ্রবর্ণিকা।
প্রাণাত্তেঽপি ন ভোক্তব্যা শুভ্রবর্ণা কলম্বিকা ॥" (কর্ম্মলোচন)

২ কর্ম্মজন্য অনুভবনীয়।

"প্রারব্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্।
উত্তমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব্বথা॥"(দেবীভাগ০ ১১।৭।৪৮)

শুভ বা অশুভ প্রারব্ধ যেরূপই হউক না কেন, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

ভোক্তৃ (ত্রি) ভুজ-কর্ত্তরি তৃচ্। ১ ভোজনকর্ত্তা।

"স্নাতঃ সুধৌতমৃদুসুন্দরশুক্লবাসা-
স্তৎকালধৌতচরণঃ সহপুত্রমিত্রৈঃ।
অগ্নীপ্রসন্নহৃদয়ো রসপাকবেত্তাং
ভোক্তা বিশেচ্চ সততং হি সহাপ্তবৈদ্যৈঃ॥" (পাকরাজে০)

স্নানের পর বিশুদ্ধ শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিয়া, হস্ত ও পদ ধুইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিতে হয়। [ভোজন শব্দ দেখ।] ২ সুখ-দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, যিনি সুখ ও দুঃখাদি ভোগ করেন।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মাই ভোক্তা, অর্থাৎ সুখ ও দুঃখাদি ভোগ জীবাত্মারই হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে, উপচার-ক্রমে পুরুষ ভোক্তা, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই ভোক্ত্রী।

ভুঙ্‌ক্তে জীবরূপেণেতি, ভুনক্তি পালয়তীতি বা ভুজ-তৃচ্। ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৯)

ভোক্তৃত্ব (ক্লী) ভোক্তুর্ভাবঃ ত্ব। ভোক্তার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভোগ (পুং) ভুজ্যতে হসৌ ভুজ-ঘঞ্। ১ সুখ। ২ দুঃখ। ৩ সুখদুঃখাদ্যনুভব। ৪ স্ত্রী প্রভৃতির ভৃতি, পণ্য স্ত্রীদিগের বেতন, আদি পদ দ্বারা হস্তী, অশ্ব, কর্ম্মকার প্রভৃতিরও বেতন বুঝায়। ৫ ভাটকমাত্র। চলিত ভাড়া। ৬ সর্প। ৭ তৎফণা। (অমর) ৮ ধন। "হিরণ্ময় সুতভোগং"(ঋক্ ৩।৩৪।৯) 'হিরণ্ময়ং সুবর্ণময়ং ভোগং ধনং' (সায়ণ) ৯ গৃহ। 'ভুজ্যতে ইস্মিন্নিতি ভোগো গৃহং' (সায়ণ ৩।৩৪।৯) ১০ পালন। ১১ অভ্যবহার। (মেদিনী) ১২ ভোজন। ১৩ দেহ। ১৪ মান। (শব্দরত্না০) ১৫ পুণ্যাপাপজনকযোগ্য কাল।

"অতীতানাগতো ভোগো নাড্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

সুখ দুঃখাদির অনুভবের নাম ভোগ। সাংখ্যদর্শনে ইহার লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে, "চিদবসানো ভোগঃ" (সাংখ্যসূ০ ১।১০৪) প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার বা পরিণাম হয় না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ, তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিম্বপাত হওয়াই ভোগ। প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে যখন সংসার হয়, তখনই উপচার-বশতঃ পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে। গ্রহের বস্তু ও তদাকার মনোবৃত্তি দ্বারা পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান হয়। শাস্ত্রে ইহাকেই ভোগ কহে। প্রতিবিম্ব দ্বারা বিম্বের অণুমাত্রও বিকৃতি হয় না। যেমন একের কৃত অন্নে অন্যের ভোগ সিদ্ধ হয়, তেমনি বুদ্ধিকৃত কর্ম্মে অকর্ত্তৃ-পুরুষেরও ভোগ হইয়া থাকে।

পুরুষের ভোগ হয়—পুরুষ ভোগকরে, একথা অবিবেক-বশতঃ উপচরিত হইয়া থাকে। পুরুষ কর্ম্ম করে, সুতরাং পুরুষই ফলাফল ভোগ করে, এই অনুভবও অবিবেকবশতঃ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পুরুষ অকর্ত্তৃ-স্বভাব, বুদ্ধিই কর্ত্তৃধর্ম্মবতী, তাহার অবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভোগ পুরুষের হয় না, একমাত্র প্রকৃতিই ভোক্ত্রী। (সাংখ্যদ০)

পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে,—ভোগে পরিণামদুঃখ, তাপ-দুঃখ ও সংস্কার দুঃখ অনুস্যূত আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ" (পাতঞ্জলদ০ ২।১৫)

মোহান্ধ বা অবিবেকী লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভোগের জন্য লালায়িত হয়, কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কখন আর তাহার নিকট যায় না। অবিবেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে দুঃখ বলেন। যাহা পরিণাম, তাপ ও সংস্কার দুঃখে ম্রক্ষিত, তাহা কেবল মনের বিকার মাত্র,—যাহা কেবল সত্ত্বগুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সুখ নহে, সুখ নামক দুঃখ। ভোগে যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই বুঝা যায়। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন একজন লোক দিব্যাঙ্গনার সংযুক্ত হইল, তৎকালে তাহার যে মনোবিকার জন্মিল, সে তাহাকেই সুখ ভাবিল; যতক্ষণ মনোবিকার ততক্ষণই সুখ, কিন্তু তাহার পর ক্ষণেই আবার যে দুঃখ, সেই দুঃখ। সেই কার্য্য করায় যে আয়ুঃক্ষয় হইল, তজ্জন্য অন্য এক প্রকারে পৃথক্ দুঃখ হইল। আরও দেখ, সেই মনোবিকার বা সুখটী স্থায়ী হইল না, শীঘ্র শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। সুখ থাকিল না, নষ্ট হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়াও আর একপ্রকার দুঃখ হইল। সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যল্প কালের জন্য সুখ মনে করিয়াছিল; তৎপ্রভাবে পরদিন আবার তাহাই পাইবার জন্য লালায়িত হওয়ায় আর প্রকার দুঃখ হইল, ভোগ বৃদ্ধি করিলে রোগ হয়; ভোগের সঙ্গে রোগভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে রোগ হইবেই হইবে। সুতরাং তাহাতেও দুঃখ। অতএব প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাই পরিণাম দুঃখ। বর্ত্তমান কালে অর্থাৎ ভোগকালে শত শত দুঃখ হইয়া থাকে। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে ইত্যাদি ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়; এতদ্ভিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপ-মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া ভিতরে বিবিধ ভবিষ্যদ্দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকে। অতএব সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, সুখ ভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার পুনর্ব্বার ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্যই পূর্ব্বানুভূত সুখের তুল্যরূপ সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়। যতক্ষণ উহা না লাভ হয়, ততক্ষণ চিত্ত ব্যাকুল থাকে। অতএব সুখভোগের সংস্কারও দুঃখজনক। ভোগ কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ভোগ আর কিছুই নহে, কেবল এক প্রকার মানস বিকার মাত্র। সুতরাং ক্ষণপরিণামী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম-রূপ ক্ষণভঙ্গুর ভোগমাত্রই দুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ দুঃখ গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পর বিরোধী গুণ-পরিণাম বর্ত্তমান থাকায় যোগীর ও বিবেকীর নিকট সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য। কখন তাঁহারা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। যে সকল শুভ বা অশুভ কর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ভোগ না হইলে উহা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এইরূপভাবে কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাতে সংস্কার না হয়। সংস্কার বাসনা বা অদৃষ্ট জন্মিলে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দ্বারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না। (পাতঞ্জলদ০)

১৬ পুর। 'নব যদস্য নবতিঞ্চ ভোগান্' (ঋক্ ৫।২৯।৬) 'ভোগান্ পুরাণি' (সায়ণ) ১৭ ভূম্যাদির ভোগ। ভূমি প্রভৃতি দখলে থাকার নাম ভোগ।

"প্রপিতামহেন যদ্ভুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ যৎ।
তৌ বিনা যস্য পিত্রা চ তস্য ভাগস্ত্রিপৌরুষঃ॥
পিতা পিতামহো যস্য জীবেচ্চ প্রপিতামহঃ।
ত্রয়াণাং জীবতাং ভোগো বিজ্ঞেয়স্থেকপূরুষঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

১৮ বিত্তভেদ। ১৯ ব্যূহভেদ। ভোগব্যূহ আবার পাঁচ প্রকার।

"ভোগভেদাঃ সমাখ্যাতাস্তথা পরিগণজ্ঞকঃ।
অসংহতাস্ত যড়ব্যূহা ভোগব্যূহাশ্চ পঞ্চধা॥" (কামন্দকী ১৯।৫৪)

২০ রবি প্রভৃতির রাশিস্থিতি-কাল। রবি প্রভৃতি গ্রহ এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে যতদিন গমন না করে, তত দিনই সেই রাশির ভোগকাল।

ভোগ, দেবমন্দিরাদিতে দেবতার উপভোগার্থ প্রদত্ত আহার্য্যাদি। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত অন্নাদি ভোগনামে কথিত। সাধারণতঃ দেবদেবীর সম্মুখস্থিত স্থানে ভোগ দত্ত থাকে। দেবতাগণ দিব্যচক্ষে ভোগ দর্শন করিলে পর, তাহা প্রসাদ নামে আখ্যাত হয়। প্রসিদ্ধ পুরীধামস্থ জগন্নাথ দেবের ভোগের জন্য যেখানে অন্নব্যঞ্জনাদি রক্ষিত হয়, তাহা ভোগমণ্ডপ নামে খ্যাত। ভোগের সময় পাণ্ডারা নারায়ণের ভোগমূর্ত্তি চারিদিকে ঘুরিয়া লইয়া বেড়ায়। ঐ মূর্ত্তি পাণ্ডারা স্বতন্ত্র স্থানে রাখে। কখনও ক্ষেত্রপীঠে লইয়া যায় না।

তামিল দেশে নববর্ষ দিনে একটী উৎসব ও ইন্দ্রপূজা হয়। সাধারণে আনন্দ উপভোগ করে বলিয়া ঐ দিন ভোগী পণ্ডিবাই নামে খ্যাত।

ভোগক (ত্রি) ভোগ-সংজ্ঞায়াং কন্। ভোগ-কালীন।

ভোগগুহ (স্ত্রী) সম্ভোগার্থ বেশ্যাকে দেয় অর্থ।

ভোগগৃহ (ক্লী) ভোগার্থং গৃহং। বাসগৃহ।

'বাসাগারং ভোগগৃহং কক্ষাপস্থ্যাটনিষ্কুটাঃ।' (হেম)

ভোগগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

ভোগত্ব (ক্লী) ভোগস্য ভাবঃ ত্ব। ভোগের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভোগদা (স্ত্রী) শক্তিগণভেদ। (ব্রহ্মপু০ ১৮।২৬)

ভোগদাবাড়ী, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে শস্যাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

ভোগদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

স্বপাকে ভোগদেবাখ্যঃ কৃপাণ্যা প্রাহরন্নৃপম্। (রাজতর০৮।৫২৯)

ভোগদেহ (পুং) ভোগহেতুকো ভোগসাধকো বা দেহঃ। স্বর্গ বা নরকভোগের জন্য সূক্ষ্ম দেহ। দেহ না হইলে ভোগ হয় না, এই জন্য পাপ বা পুণ্য ভোগের নিমিত্ত একটী দেহ হইয়া থাকে, তাহাকে ভোগদেহ কহে।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

মানব সপিণ্ডীকরণের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ, এইজন্য এক বৎসর পরেই ভোগদেহ হইয়া থাকে। যদি কাহারও সম্বৎসর মধ্যে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহাতে তাহাদিগের বৎসর মধ্যে ভোগদেহ হইবে কি না, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে ঐ শ্লোকেই এই প্রশ্নের

উত্তর হইয়া যাইবে। সপিণ্ডীকরণের পর ভোগদেহ হইবে, এই কথা বলিলেই হইত, কারণ সপিণ্ডীকরণ প্রায়ই সংবৎসর পরে হইয়া থাকে, 'সংবৎসরাৎ পরং' এই পদ দিবার কোনই আবশ্যক ছিল না। ইহাতে জানিতে হইবে যে, বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ হইলেও যতদিন না বৎসর গত হয়, ততদিন ভোগদেহ হইবে না। এক বৎসর অতীত হইয়াছে, অথচ সপিণ্ডীকরণ হয় নাই, তাহারও ভোগদেহ হইবে না। যতদিন না সপিণ্ডীকরণ হয়, ততদিন ভোগদেহ হইবে না, প্রেতদেহ থাকিবে। ইহাই শাস্ত্রপ্রণেতাগণের অভিপ্রায়।

জীব যে বার বার যাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে, বারবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের ইহ ও পরলোক-সঞ্চরণ। দৃশ্যমান স্থূল-শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় যাট্‌কৌষিক শরীর নামে খ্যাত। যাট্‌কৌষিক শরীর শুক্র-শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্মশরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ইহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য ও অক্লেদ্য। এইজন্য নরকাদি ভোগের সময় এই দেহ জ্বলদগ্নিতে ভস্ম হয় না, জলে ডুবিয়া যায় না, এই দেহের কোনরূপই বিকৃতি হয় না। কেবল যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে।*

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ যে জীবপুরুষ, তিনিই ভোগদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ করেন। ইহশরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে উদয়ের বীজ, অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার। এই সংস্কার সূক্ষ্ম শরীরে থাকে, এবং পরে তাহারই বলে উদ্বুদ্ধ হয়। স্থিত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়। ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। মরণকালে স্থূলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অর্জ্জিত সংস্কার সূক্ষ্ম-শরীর-অবলম্বনে বিদ্যমান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেইজন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, যেরূপ ধ্যান করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন, নূতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর কহে।

"যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযান্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" (স্মৃতি)

ভাবনাময় দেহের অন্যনাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্পকাল থাকে, তৎপরে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অনুসারে যাট্‌কৌষিক ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বা মানবদেহ, কেহ বা তির্য্যগ্‌দেহ, আবার কেহ বা দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দিব্যাদি শরীর, পাপাধিক্য থাকিলে তির্য্যক্‌শরীর ও পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে মানবশরীর উৎপন্ন হয়। যতকাল না স্থূল শরীর উৎপন্ন হইবে, ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট।

চৈতন্যবিম্বিত সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ জীবাত্মা কথিত প্রকারে যাট্‌কৌষিক শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া থাকে, পরে যথাকালে জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতাদি জড়-শরীর গ্রহণ করে। যাঁহারা ঋষি তপস্বী ও জ্ঞানী তাঁহারা দেবযান পথে ঊর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গিয়া উৎপন্ন হন। যাঁহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ তাহারা পিতৃযাণপথে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনন্তর সুখভোগান্তে তাঁহারা পুনর্ব্বার পিতৃযাণপথের ব্যুৎক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (সাংখ্যদ°)

* "শৃণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমম্॥
পৃথিবী বায়ুরাকাশ তেজস্তোয়মিতি স্ফুটম্॥
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পরম্।
পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্যো দেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ॥
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ।
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণশ্চ যো জীবপুরুষঃ কৃতঃ॥
বিভর্ত্তি সূক্ষ্মদেহস্তং তদ্রূপং ভোগহেতবে।
স দেহো ন ভবেৎ ভস্ম জ্বলদগ্নৌ যমালয়ে॥
জলে ন নষ্টো দেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে।
ন শস্ত্রে চ ন চাস্ত্রে চ ন তীক্ষ্ণকণ্টকে তথা॥
তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্তপাষাণ এব চ।
প্রতপ্তপ্রতিমাশ্লেষেঽপ্যত্যূর্দ্ধপতনেঽপি চ॥
ন চ দগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেব চ।
কথিতং দেহবৃত্তান্তকারণঞ্চ যথাগমম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ°)

সাধারণতঃ এই কথা বলা যায় যে, যে দেহে সুখ, দুঃখ বা নরক ভোগ হয়, তাহাই ভোগদেহ। স্থূল দেহে সুখ দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ইহাকেও ভোগদেহ বলা যাইতে পারে। [মৃত্যু শব্দ দেখ।]

ভোগনাথ (পুং) সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা জনৈক পণ্ডিত, ইঁহাদের পিতার নাম মায়ণ।

ভোগনিপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৮১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর, কাণপুর হইতে ২০॥০ ক্রোশ দূরে কাল্পী-রাজপথের উপর অবস্থিত। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর হইল, ভোগচাঁদনামক জনৈক কায়স্থসন্তান এই নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও তাঁহার বংশধরগণ এইস্থানের ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। স্থানীয় ভোগসাগর নামা বিস্তীর্ণ জলাশয় ঐ ভোগচাঁদেরই কীর্ত্তি।

ভোগপতি (পুং) ভোগের অধিপতি। যিনি যে দ্রব্যের অধিকারী, তিনিই তাহার ভোগপতি। ২ নগর বা প্রদেশাদির শাসনকর্ত্তা।

ভোগপাত্র (ক্লী) ভোগস্য পাত্রং। যে পাত্রে দেবতার উপভোগ্য নৈবেদ্যাদি রক্ষিত হয়।

ভোগপাল (পুং) ভোগং ভোগসাধনমশ্বাদিকং পালয়তীতি ভোগ-পালি-অণ্। ১ অশ্বরক্ষক। (ত্রি) ২ ভোগরক্ষক।

ভোগপিশাচিকা (স্ত্রী) ভোগে পিশাচিকা ইব তদ্বদতৃপ্তত্বাৎ। ক্ষুধা। (হারাবলী)

ভোগপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে।

ভোগপ্রস্থ (পুং) ১ উত্তরস্থিতদেশভেদ। (বৃহৎস০ ১৪ অ০) ২ তদ্দেশবাসী। (মার্ক০পু০ ৫৮।৪২)

ভোগভট্ট (পুং) যোধপুরের প্রতিহারবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ব্রাহ্মণকুমার হরিচন্দ্রের ঔরসে ভদ্রানাম্নী জনৈক ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২ শার্ঙ্গধর পদ্ধতিধৃত জনৈক কবি।

ভোগভূমি (স্ত্রী) ভোগার্থৈব ভূমিঃ ন কর্ম্মার্থা। সুখস্থান, যে স্থানে কেবল ভোগই হইয়া থাকে, কর্ম্ম হয় না, ভারত বর্ষাতিরিক্ত বর্ষ।

"তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥"(বিষ্ণুপু০ ২।৩অ০)

ভোগভৃতক (পুং) যাহারা কেবল বেতনের জন্য কর্ম্ম করে।

ভোগমোক্ষপ্রদা (স্ত্রী) ১ সুখ ও মোক্ষপ্রদায়িনী। ২ গঙ্গা। ৩ ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার)

ভোগমণ্ডপ (ক্লী) ১ দেবাদির উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণোপযোগী স্থান। ২ ভোগরন্ধনশালা।

ভোগরায়, বালেশ্বর জেলায় সন্নিকটস্থ সুবর্ণরেখা নদী-মোহনাবর্ত্তী একটী সুবৃহৎ বাঁধ। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ বন্যা নিবারণার্থ নদীতীরে এই বাঁধ প্রস্তুত করেন। তৎপরে ইংরাজগবর্মেন্ট সাধারণের উপকারার্থ বন্যাস্রোত রোধ করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহার পশ্চাদ্ভাগে আর একটী বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

ভোগলাভ (পুং) সুখভোগাদি প্রাপ্তি।

ভোগবৎ (ত্রি) ভোগঃ ফণঃ কায়ো বা ভুক্তা অস্ত্যস্যেতি, ভোগ-মতুপ্, মস্য চ বত্বং। ১ সর্প। ২ নাট্য। ৩ গান। ৪ ভোগবিশিষ্ট।

ভোগবতী (স্ত্রী) ভোগবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্ (শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্। পা ৪।১।৭৩) ১ পাতাল-গঙ্গা। পাতালে গঙ্গাদেবী ভোগবতী নামে বিখ্যাতা। "ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

২ নাগপুরী। ৩ নাগপত্নী।

"ন চ ভোগবতীং মন্যে ন গন্ধর্ব্বীং ন মানুষীম্।"

(ভারত ১।১৭২।৩২) ৪ নদীভেদ। (ভারত ৩।৮৫।৭৫) ৫ গঙ্গা। (কাশীখ০ ২৯।১২৮) ৬ তীর্থভেদ।

'তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ।'(ভারত ৩।৮৫।৭৫)

৭ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ০ ৪৭অ০)

৮ সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের বালাঘাট পর্ব্বতসমুত্থিত নদীভেদ।

ভোগবর্দ্ধন (পুং) দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫৭।৪৮)

ভোগবর্ম্মন্ (পুং) ১ মৌখরিরাজবংশের জনৈক রাজা। ২ রাজা শূরসেনের পুত্র। ইঁহার মাতা ভোগদেবী নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার ভগিনী ছিলেন।

ভোগবস্তু (ক্লী) উপভোগ্য দ্রব্যসমুচ্চয়।

ভোগসদ্মন্ (ক্লী) ভোগার্থং উপভোগার্থং সদ্ম। ১ বাসগৃহ, যে গৃহে ভোগ করা যায়। ২ অন্তঃপুর।

'গর্ভাগারং বাসগৃহং ভোগসদ্মাববাধকম্।' (শব্দরত্নাবলী)

ভোগসেন (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা।

'ভোগসেনো নিরন্ধ্রুগঃ ক্ষীণবাসোঽভবৎ ক্ষতঃ।'
(রাজতরঙ্গিণী ৮।১৮২)

ভোগস্থান (ক্লী) ভোগার্থং স্থানং। ১ ভোগভূমি। ২ সুখদুঃখাদি ভোগাত্মক শরীর। ৩ রমণী-গেহ।

ভোগস্বামিন্ (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ভুজঙ্গিকা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

ভোগাই, আসাম প্রদেশের গারোপাহাড়-সমুদ্ভূত একটী

ক্ষুদ্র নদী। ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে মিলিত হইয়াছে।

ভোগাদিত্য, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা।

ভোগারমন্দর, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বতীয় উপত্যকা। অক্ষা° ৩৪°৩০´ হইতে ৩৪°৪৮´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°১৪´১৫´´ হইতে ৭৩°২৪´৩০´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৭৭৪১৮ একার, তন্মধ্যে প্রায় ৭॥° হাজার একার ভূমিতে চাস বাস হইয়া থাকে। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। চারিদিকে ঝাউবৃক্ষসমন্বিত অত্যুচ্চ (৮ হইতে ১৩ হাজার ফিট্) পার্ব্বতীয় বনমালা-সমূহ বিরাজিত; তন্মধ্যে স্বচ্ছ প্রবাহা সিরণম নদী মন্থরগমনে প্রবাহিত। অধিবাসিগণ গো-মেষাদি লালন পালন করিয়া তাহাদের দ্বারাই এখানকার আহার্য্য সংগ্রহ করে। গ্রীষ্ম ঋতুতে এই স্থান মনোরম, কিন্তু শীতের প্রাখর্য্য অত্যন্ত অধিক। গুজর ও স্বাতীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী।

ভোগায়তন (ক্লী) ভোগস্য আয়তনম্। স্থূলদেহ। এই স্থূল দেহে সুখ দুঃখাদি ভোগ হয়, এই জন্য উহাকে ভোগায়তন কহে। 'ভোক্তুরধিষ্ঠানাৎ ভোগায়তননির্ম্মাণং' (সাংখ্যসূ°)

ভোগার্হ (ক্লী) ভোগমর্হতি অর্হ-অণ্, উপপদস°। ১ ধান্য। (ত্রি) ২ ভোগ্যবস্তু মাত্র।

ভোগার্হ্য (ক্লী) ভোগার্য অর্হ্যতে ইতি অর্হ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ। ধান্য। (রাজনি°)

ভোগাবলী (স্ত্রী) ভোগানাং আবলী শ্রেণির্যস্যাং। স্তুতি-পাঠকের স্তুতি।

"ভোগাবলীঃ কলগিরোঽবসরেষু পেঠুঃ।" (মাঘ ৫।৬৭)

২ নাগপুরী। (হেম) ৩ স্তুতিপাঠক। ৪ ভোগশ্রেণী। স্তুতি।

"সর্ব্বতো দেবশব্দাদিরেষা ভোগাবলী মতা।" (প্রতাপরুদ্র)

ভোগাবাস (পুং) আবসত্যস্মিন্ আ-বস-অধিকরণে ঘঞ্, ভোগার্থো বা আবাসঃ। বাসগৃহ। (হারাবলী)

ভোগিক (পুং) ভোগে অশ্বভোগে নিযুক্ত ইতি ভোগ বাহুল-কাৎ ঠন্। অশ্বরক্ষক। (শব্দমালা)

ভোগিকান্ত (পুং) ভোগিনাং কান্তঃ প্রিয়ঃ। বায়ু। (ত্রিকা°)

ভোগিগন্ধিকা (স্ত্রী) ভোগিনঃ সর্পস্যেব গন্ধো যস্যাঃ কপ্, টাপি অত ইত্বং। ১ সর্পগন্ধা বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ লঘু-মঞ্জুবৃক্ষ। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

ভোগিন্ (পুং) ভোগোঽস্যাস্তীতি ভোগ-ইনি। ১ সর্প।

"একার্ণবে তু ত্রৈলোক্যে ব্রহ্মা নারায়ণাত্মকঃ।
ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ॥" (বিষ্ণুপু° ১।৩।২৩)

২ ভোগযুক্ত। ৩ গ্রামমাত্র। ৪ নৃপ। (মেদিনী) ৫ নাপিত। (বিশ্ব) ৬ বৈয়াবৃত্তিকর, ব্যাবৃত্তিকর। (হেম) ৭ অশ্লেষা নক্ষত্র।

ভোগিনী (স্ত্রী) ভোগিন্-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মহিষী ভিন্ন রাজ-ভার্য্যা। ইহার পাঠান্তর 'ভক্তিনী'।

ভোগিভুজ্ (পুং) ভোগিনং সর্পং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-কিপ্। ময়ূর। (নৈঘণ্টুপ্র°)

ভোগিবর্ম্মন্, কাশ্মীরদেশীয় জনৈক কবি।

ভোগিবল্লভ (ক্লী) ভোগিনাং বল্লভং প্রিয়ম্। চন্দন। (রাজনি°)

ভোগীন (পুং) ১ ইন্দ্রিয়সুখনিরত বা উদরসর্ব্বস্ব ব্যক্তি। ২ রাজা বা রাজপুত্র। ৩ গ্রামপতি। ৪ নাপিত। ৫ কোন বিশিষ্ট বিষয়ে ব্যয়ার্থ সঞ্চয়কারী।

ভোগীন্দ্র (পুং) ভোগিনামিন্দ্রঃ। ১ অনন্তদেব। (শব্দরত্না°) ২ পতঞ্জলির নামান্তর।

ভোগীশ (পুং) ভোগিনামীশঃ। অনন্তদেব।

ভোগেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভোগ্য (ক্লী) ভুজ্-ণ্যৎ। ১ ধন। ২ ধান্য। (রাজনি°) ভোগ-মর্হতীতি ভোগ-যৎ। (ত্রি) ৩ ভোগার্হ, ভোগের যোগ্য।

"যথা রক্ষেচ্চ নিপুণং শস্যং কণ্টকিশাখয়া।
ফলায় লগুড়ঃ কার্য্যস্তদ্বদ্ ভোগ্যমিদং জগৎ॥"

(কামন্দকীয় ৫।৮১) ৪ আধিভেদ।

"বিশ্রম্ভহেতুর্বাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ।
অধিক্রিয়ন্ত ইত্যাধিঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ॥
কৃতকালোপনেয়শ্চ যাবদ্ দেয়োদ্যতস্তথা।
স পুনর্দ্বিবিধঃ প্রোপ্যো গোপ্যো ভোগ্যস্তথৈব চ॥" (নারদ)

ভোগ্যতিথি, তিথ্যাদির ভোগযোগ্য কাল।

ভোগ্যত্ব (ক্লী) ভোগস্য ভাবঃ ত্ব। ভোগ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভোগ্যা (স্ত্রী) ভোগ্য-টাপ্। ১ বেশ্যা। (রাজনি°) ২ ভোগের যোগ্য ভূমি।

ভোচন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছসামন্ত রাজ্যের একটী নগর।

ভোজ (পুং) ভোজস্যেদমিতি ভোজ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইত্যণ্, অণো লোপঃ। ১ স্বনামখ্যাত দেশ, চলিত ভোজপুর, পর্য্যায় ভোজকট। (শব্দরত্না°) ২ ধারানগরের রাজবিশেষ, ভোজরাজ। [ভোজরাজ দেখ।] ৩ বসুদেবের শান্তিদেবীর গর্ভজাত পুত্রভেদ। (হরিব° ৬৬ অ°)

৪ ক্রথুনৃপ পুত্রভেদ। (ভারত ১।৮৩অ°)

ভোজ (দেশজ) শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদির জন্য যে দিন জনসমূহ ভোজন করে, তাহাকে ভোজ কহে। শ্রাদ্ধের নিয়ম-ভঙ্গের খাওয়াও 'ভোজ' নামে খ্যাত।

ভোজ, প্রাচীন জনপদবিশেষ। তদ্দেশাধিবাসী। (মার্কণ্ডপু° ৫৭।৫৩) ৩ কচ্ছের অন্তর্গত স্থানভেদ। এখন ভূজ নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার অধিবাসীরা ভোজদে নামে খ্যাত।

ভোজ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকার জনৈক পণ্ডিত, ইনি বৃদ্ধভোজ নামে সাধারণে পরিচিত। ৩ হেমচন্দ্রধৃত জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ৪ দ্রব্যানুযোগ তর্কণটীকা নাম্নী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

ভোজ, ১ গুহিল বংশীয় জনৈক রাজা। বাপ্পার পৌত্র। ২ কনোজের জনৈক নরপতি। ৩ রাজা সিল্হনের পুত্র। ইনি রাজ্যবিতাড়িত হইয়া দরদরাজ্যে গমন করেন এবং দরদদিগের সাহায্যে কাশ্মীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা পান। (রাজতর° ৮।২৭০৯) ৪ কোল্হাপুরের শিলাহার-বংশীয় দুই জন রাজা। ১ম ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে ও ২য় ১১৯০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ৬ সহ্যাদ্রিখণ্ড বর্ণিত তিন জন রাজা।

(সহ্যা° ৩১।২৯, ৪৩ ও ৩২।৪)

ভোজক (ত্রি) ভোজয়তি ভুজ্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ভোজন-সম্পাদক। ভুজ্-ণ্বুল্। ২ ভোজনকর্ত্তা। ৩ বিপ্রভেদ। [ভোজকব্রাহ্মণ দেখ।]

ভোজক ব্রাহ্মণ, ভারতাগত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবিশেষ। মগ-নামেও খ্যাত। কিরূপে এই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইল? তৎসম্বন্ধে কএকটী পৌরাণিক উপাখ্যান পাওয়া যায়। ভবিষ্য-পুরাণে ১১৭ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

'সূর্য্যদেব অরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহামতি মহীপতি প্রিয়ব্রত-তনয় শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি তদীয় রাজ্যমধ্যে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত প্রথমে একটী বিমানপ্রতিম পরম রমণীয় শিলাময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তৎপরে তন্মধ্যে একটী সর্ব্বসুলক্ষণান্বিত হৈমপ্রতিমা সংস্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি যথা-বিধি সদায় সুন্দর গৃহ ও হেমময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া এই-রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই সর্ব্বোত্তম গৃহ ও রমণীয় হৈম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এই মনোরম গৃহমধ্যে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমার শরণা-পন্ন হইলেন। আমি নরপতির অচলাভক্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাক্ষাতে আবির্ভূত হইয়া কহিলাম, রাজেন্দ্র! তুমি কি নিমিত্ত কোন্ বিষয়ের চিন্তা করিতেছ? তোমার চিন্তার কারণ কি? তাহা আমাকে বল। আমি তোমার সমস্তই সম্পাদন করিব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও,—তোমার কার্য্য যদি নিতান্ত দুঃসাধ্যও হয়, তথাপি আমা দ্বারা তাহা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইবে।

'হে খগ! আমি এইরূপ কহিলে নরপতি আমাকে কহি-লেন, হে দেবদেব! আমি এই দ্বীপমধ্যে আপনার প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত একটী গৃহ ও প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দ্বারা আমি যে ইহা প্রতিষ্ঠা-পিত করিব, তাহার সন্ধান পাইতেছি না। এই দ্বীপমধ্যে যদিও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্চ্চন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না এবং এই স্থানে একটী মাত্র ব্রাহ্মণও বিদ্যমান নাই। সুতরাং হে জগন্নাথ! আমি এই কারণেই সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছি; আপনি আমাকে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিন।

'হে বৈনতেয়! আমি নরপতি-কথিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম, হে রাজন্! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য, এই দ্বীপবাসী ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা আমার অর্চ্চনা করিবার অধি-কারী নহে। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্য আমি অচিরে মগনামধেয় অনুপম ব্রাহ্মণ সকল সৃষ্টি করিতেছি। হে খগ-সত্তম! আমি নরবরকে ঐ কথা কহিয়া তদীয় কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিছুকাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তার নিবিষ্ট হইলে আমার শরীর হইতে সহসা আটজন মহাবল ব্রাহ্মণ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা কুন্দেন্দু তুল্য সাতিশয় শুভ্রকান্তি, তাহাদিগের সকলেরই পরিধানে কাষায় বসন, হস্তে কমণ্ডলু ও কমল শোভিত এবং তাহারা সকলেই সাঙ্গোপনিষদ্ চতুর্ব্বেদ পাঠে নিরত। হে খগ! তৎকালে আমার শরীরনির্গত সেই আটজন ব্রাহ্মণের মধ্যে আমার ললাটফলক হইতে দুইজন, পাদদ্বয় হইতে দুইজন, বক্ষ হইতে দুইজন, এবং চরণ হইতে দুইজন সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রণত হইয়া আমাকে পিতা বলিয়া সসম্মানে কহিল, হে তাত! হে জগৎপতে! আপনি কি জন্য আমাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে সমুৎপাদিত করিলেন। আপনি বলুন, আমরা আপনার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমরা আপনার পুত্র এবং নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগের পিতা।

সেই সকল ব্রাহ্মণ এইরূপ কথা কহিলে আমি তাহাদিগকে কহিলাম,—হে পুত্রগণ! এই যে প্রিয়ব্রত-তনয় শাকদ্বীপে আধিপত্য করিতেছেন, তোমরা সম্প্রতি তাঁহার বাক্য প্রতি-পালন কর। আমি আমার দেহসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে এই কহিয়া পরে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম, রাজন্! এই সকল সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্চ্চনীয় এবং ইঁহারাই

আমার প্রতিমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার মূর্ত্তি ও বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পণ কর, ইহারাই আমার প্রতিষ্ঠা বা পূজা সুসম্পন্ন নির্বাহ করিবে। তুমি ধন-ধান্য-গৃহক্ষেত্রাদি যে কিছু বস্তু প্রদান করিবে, এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পুনরায় আর তাহা গ্রহণ করিও না। এই ভোজক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজা করিবার একমাত্র অধিকারী। সুতরাং তুমি আমার উদ্দেশে গ্রাম-নগরাদি যাহা কিছু দান করিবে, তৎসমুদয়ে এই ভোজক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও অধিকার থাকিবে না। হে পতগ! রাজা আমার কথানুসারে সমস্তই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'সূর্য্য কহিলেন, ভোজকগণ সর্ব্বদা সদাচারে নিরত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আমারই আজ্ঞা পালন করিবে। তাহারা প্রথমতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দিবারাত্র মধ্যে পাঁচবার আমার পূজা করিবে। আমি ভিন্ন তাহাদিগের আর অন্য উপাস্য দেবতা থাকিবে না। ভোজকগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদবাক্যের নিন্দা, অন্নাদি নিবেদন করিয়া একাকী ভোজন, শূদ্রগৃহে গমন করিয়া শূদ্রান্নগ্রহণ, বা তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। আমার নৈবেদ্যই তাহাদিগের পরম বৃত্তি বলিয়া নিরূপিত হইল। ইহারা অভোজ্য ভোজন করিবে না ও প্রতিদিন আমাকেই ভোজন করাইবে, এই দুই কারণে ইহারা 'ভোজক' এবং মগধ্যানে নিরত বলিয়া 'মগধ' নামে বিখ্যাত হইবে। ইহারা যত্নপূর্ব্বক পবিত্র অব্যঙ্গধারণ করিবে। যে ব্যক্তি অব্যঙ্গহীন হইয়া আমার পূজানুষ্ঠান করিবে, তাহার প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হইব না এবং তাহার বংশলোপ ঘটিবে।'

আবার ভবিষ্যপুরাণের অন্য স্থানে (১৩৯অঃ) মগব্রাহ্মণোৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

'গৌরমুখ বলিয়াছিলেন, দেবী নিক্ষুভা সূর্য্যশাপে মানসী তনু লাভ করিয়াছিলেন। মিহিরগোত্র ঋজিশ্বা নামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন, নিক্ষুভা ইঁহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যা জগতে হাবনীনামে খ্যাত ছিলেন। নিক্ষুভা পিতার আজ্ঞানুসারে বিধিপূর্ব্বক অগ্নিদেবের সহিত বিহার করিতে থাকেন। একদিন সূর্য্যদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হন। সূর্য্যদেব তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য চিন্তা করিতে থাকেন। পরে তিনি অগ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক নিক্ষুভাকে বনে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন। অগ্নি এই ঘটনায় কোপাবিষ্ট হইলেন। তিনি নিক্ষুভার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—নিক্ষুভে! তুমি দেববিধির অনমুবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে লঙ্ঘন করিলে, এ কারণ আমার ঔরসে তোমার আর পুত্র জন্মিবে না। এই গর্ভজাত পুত্র মগনামে খ্যাত এবং মগ-বংশকীর্ত্তিনিবন্ধন 'জরশস্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মগ সকল অগ্নি-জাতীয়, দ্বিজাতিগণ সোমজাতীয় এবং ভোজকগণ আদিত্যজাতীয়। ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ। অগ্নিরূপী ভগবান্ সূর্য্যদেব এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

'অনন্তর মহর্ষি ঋজিশ্বা ধ্যানযোগে নিজ কন্যা নিক্ষুভার গর্ভে প্রজাসৃষ্টির বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে অভিশাপ প্রদান করেন। তাঁহার অভিশাপে সেই কন্যাগর্ভজাত সন্তান অপূজ্য ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। কন্যা পিতার শাপশ্রবণে তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু ঋজিশ্বা কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। তখন মুনিকন্যা নিরুপায় হইয়া সূর্য্যদেবকেই স্বীয় পুত্রের শাপমুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সূর্য্য হাবনীর কাতরবাক্যে করুণার্দ্র হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া ঋষিকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, অয়ি সাধুশীলে! এই যে তোমার পিতা ঋজিশ্বাকে দেখিতে পাইতেছ, ইনি তপঃপ্রভাবে পরমৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ইনি সর্ব্ববিষয়ে বীতরাগ হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। সুতরাং ইঁহার ন্যায় অমোঘবাক্য তেজস্বী পুরুষের বাক্য অন্যথা করিতে পারি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহা হউক, আমি এখন কার্য্যানুরোধে তোমাকে আর একটী যোগ্যপুত্র প্রদান করিতেছি। আমার কৃপায় তোমার এই পুত্র বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইহারই বংশপরম্পরা ভূতলে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহার বংশধর বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মবাদী মহাত্মগণ আমারই অংশ বলিয়া জানিবে। তাহারা নিরন্তর আমাতেই অনুরক্ত হইয়া আমারই নামগানে নিরত থাকিবে। প্রতিদিন তপস্যায় নিরত হইয়া আমারই ধ্যান ও পূজা করিবে। এইরূপে আমার প্রতি ঐকান্তিক-ভক্তি-প্রযুক্ত আমি সেই সকল শ্মশ্রু ও অব্যঙ্গধারী বীরকালযাজী ব্রাহ্মণগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে আমার অঙ্গে আশ্রয় প্রদান করিব। যাহারা দক্ষিণ হস্তে পূর্ণক ও বামহস্তে বর্ম্ম ধারণ করিয়া পতিদান দ্বারা বদনমণ্ডল ঢাকিয়া নিরত শুচিভাবে মদগতচিত্তে বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে এবং যাহারা ব্যাকুলচিত্তে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও আমার পূজায় নিরত হইবে,—তাহারা স্বর্গ হইতে বিচ্যুত বা ক্লান্ত হইলেও আমার প্রসাদে সূর্য্য-সন্নিধানেই বিহার করিতে

পারিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যেরূপ কহিলাম, তোমার পুত্রগণ এই প্রকারই হইবে। তাহারা ভূতলে মগ-বংশে সমুৎপন্ন হইয়া যাবতীয় বেদবিদ্যা অধ্যয়নপূর্ব্বক মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত হইবে। ভাস্কর নিক্ষুভা দেবীকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন এবং সেই দেবীও সাতিশয় পুলকিত হইলেন। এইরূপে ভোজকগণ পরে সমুৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা আদিত্য ও নৈক্ষুভ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোকমধ্যে পুজিত হইয়াছেন।

ভবিষ্যপুরাণে আবার অন্যস্থলে ১৪০ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

'নারদ কহিলেন, কৃষ্ণনন্দন! আমি তোমার নিকট মগ-ব্রাহ্মণগণের অপূর্ব্ব চরিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মগ ব্রাহ্মণগণ বেদবিস্তার পারদর্শী হইলেও ইঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডে রত। ইঁহারা বিপরীত-ক্রমে বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়া মগ ও মগু এই দুই নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা, তপোধন ঋষি এবং পবিত্রমূর্ত্তি সূর্য্য ইঁহারা সকলেই কূর্চ্চ ধারণ করেন বলিয়া এই মগগণও অতি দীর্ঘ কূর্চ্চ ধারণ করিয়া থাকেন। নিয়মস্থিত ঋষিগণ মৌনাবলম্বনে অবস্থান করেন বলিয়া ইঁহারাও মৌনী হইয়া ভোজনাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে শাকদ্বীপবাসী প্রায় সকল ব্রাহ্মণই মুনিবৃত্তি আচরণে নিরত আছেন। সুতরাং সিদ্ধি-অভিলাষী সমস্ত মগুরই মৌনাবলম্বনে ভোজন করা কর্ত্তব্য। মগুগণ বচকেই সূর্য্য এবং বচকেই কারণরূপে বিদিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহারই অর্চ্চনা করেন, এ কারণ তাঁহারা বচার্চ্চা নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভোজকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ভোজক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের যেমন ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব নামে চারি বেদ আছে, সেইরূপ ইঁহাদিগেরও বিদ্, বিশ্বরদ, বিদাদ ও আঙ্গিরস নামে চারি বেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই বেদচতুষ্টয় পূর্ব্বকালে স্বয়ং প্রজাপতি মগগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মগগণ বেদ অধ্যয়ন করেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে বেদজ্ঞ বলা যায়। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতিকর শেষ নামে এক মহানাগ আছে। এই মহানাগ সূর্য্যরথে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকিরণসহ স্বীয় নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে। এই নির্ম্মোক অমাহক নামে খ্যাত। মগগণ প্রত্যহ অস্ত্র-মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই অমাহকের বন্দনা করিতে থাকেন। যেমন পূজাকালে দ্বিজগণ পুষ্পমাল্য দান করেন, সেইরূপ মগগণও পূজাকালে অমাহক দান করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণমধ্যে সংস্কারাদি সমুদায় কার্য্যে দর্ভের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ ইঁহাদিগের মধ্যেও আবশ্যকীয় যাগযজ্ঞাদিতে পবিত্র বর্ম্মার আবশ্যক হয়। শাকদ্বীপবাসী মগগণ এই বর্ম্মা দ্বারাই অধিক সময় পূজা করিয়া থাকেন। যিনি সূর্য্যপূজায় নিরত থাকিয়া শৌচাচার অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সূর্য্যমন্ত্র জপ করেন, সূর্য্যদেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীতি হইয়া থাকেন। মগগণ প্রতিনিয়ত যে বেদ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাই তাঁহাদিগের সাবিত্রী বলিয়া পরিকল্পিত। কিন্তু হে যদুশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের সাবিত্রী সেরূপ নহে। আমরা ব্যাহৃতিপূর্ব্বক সাবিত্রী উচ্চারণ করি। শাকদ্বীপবাসীরা মৌনাবলম্বনে অমাহক দ্বারাই স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইঁহারা কদাপি মৃত বা রজস্বলা ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন না। সম্বন্ধদিগের মৃতদেহ মাটীতে নিক্ষেপ করিবে না এবং স্বীয় অভীষ্টদেব সূর্য্যকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যেমন ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞাদিতে মন্ত্রসংস্কৃত সুরাপানে দূষিত হন না, সেইরূপ মদ্যও মগগণের পানীয় হইয়া থাকে। এই মদ্য বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পান করেন বলিয়া ইহা প্রকৃত মদ্যের ন্যায় দোষাবহ হয় না। শাকদ্বীপীরা ইহা হবিঃ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র প্রসিদ্ধ, ইঁহাদিগের সেইরূপ 'অচযু' নামে অধ্বরহোত্র বিহিত রহিয়াছে। ইঁহারা সিদ্ধিকামনায় প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দিবাকরকে পঞ্চপ্রকার ধূপ দান করেন ইত্যাদি।

আবার ১৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ সূর্য্যের তেজ হইতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছেন।

এখন এক ভবিষ্যপুরাণ হইতেই আমরা কয় প্রকার শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি,—১ম সূর্য্যের স্বশরীর হইতে নিঃসৃত ও শাকদ্বীপাধিপতির প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত অষ্ট জন, ২য় বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক সূর্য্যশরীর হইতে নির্ম্মিত এক-শ্রেণী, ৩য় অগ্নি-জাতীয়, ৪র্থ সোমজাতীয়, ও ৫ম ভোজক বা আদিত্যজাতীয়। এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে সূর্য্যশরীরনিঃসৃত অষ্ট জনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারাই বোধ হয় বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বলিয়া অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ বিশ্বকর্ম্মাই সূর্য্যের দেহ চাঁচিয়া নানা খণ্ডে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণেরা সূর্য্যাংশসম্ভব বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। ইঁহারাই শাকদ্বীপের আদিব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই ব্রাহ্মণ-বংশেই সম্ভবতঃ ঋজিশ্বা ঋষির উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক দিওদোরসের বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে 'অরি-অস্প' নামে এক শ্রেণী বাস করিত। * আমরা এই শ্রেণীকে

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থাংশে দ্রষ্টব্য।

'আর্য্যাখ' বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সংস্কৃত ঋজ্ ধাতু ও গ্রীক 'অরি' একার্থবোধক। এইরূপস্থলে ঋজিশ্বার বংশধরেরাই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার কর্তৃক 'অরি-অস্পা' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আমরা প্রৈয়ব্রতরাজ কর্তৃক সূর্য্যপ্রতিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শাকদ্বীপাধিপতির আবাহনে সম্ভবতঃ অন্য দেশ হইতে প্রথমতঃ আটজন ব্রাহ্মণ আসিয়া সূর্য্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শাকদ্বীপবাসিগণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য আপনাদিগকে 'সৌর' বা সূর্য্যপুত্র বলিয়া পরিচিত করেন। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয় বীরগণ নানা জনপদ অধিকার করিয়া পূর্ব্বকালে সৌরমতীয় (Sauromatian)-দিগকে অরক্সেস্ তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সৌর বা সূর্য্যপুত্রগণই সম্ভবতঃ 'সৌরমতীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কালে এই সৌরমতীয়দিগের প্রভাব রুষিয়া হইতে ইজিপ্ট্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবস্থা ও বিশ্বাস অনুসারে তাঁহাদের মধ্যেও কএকটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে ভবিষ্যকালে তাঁহাদের মধ্যেও সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ অগ্নিকুল, সোমকুল ও সূর্য্যকুল এই ত্রিকুল কল্পিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, অগ্নিকুল, সূর্য্যকুল, ও সোমকুল এই ত্রিকুল হইবার পূর্ব্বে ঋষি ঋজিশ্বা 'মিহির' গোত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে তাঁহার আদিপুরুষ হইতেই 'গোত্র' প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঋজিশ্বা ঋষি মিহির বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই স্থির হইতেছেন।

পাশ্চাত্য শব্দশাস্ত্রবিদ্গণ বলেন যে, বৈদিক "মিত্র" ও আবস্তিক 'মিথ্র' হইতে 'মিহির' শব্দের উৎপত্তি*। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'মিহির' শব্দ সূর্য্যের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইলেও কোন বেদে 'মিহির' শব্দের উল্লেখ নাই।

ভোজকদিগের বেদ ও তিন কুলের উৎপত্তি।

বেদ সর্ব্বাদিম গ্রন্থ। কোন জাতির আদিতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির বেদ বা আদি গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হয়। ভবিষ্যোক্ত বচন হইতে দেখাইয়াছি যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণেরও চারিবেদ ছিল, এই চারি বেদের নাম বিদ, বিশ্বরদ, বিদাদ্ ও আঙ্গিরস। কিন্তু এই চতুর্ব্বেদের মধ্যে ভারতে কেবল আঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদের সন্ধান পাইতেছি, অপর বেদের চিহ্নমাত্র নাই। বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণেরাই পূর্ব্বতন পারস্য-সম্রাট্গণের পৌরোহিত্য করিতেন; সুতরাং পারস্য দেশে শাকদ্বীপীয় বেদচতুষ্টয়ের বিদ্যমানতা অনুসন্ধেয়।

পারস্যের মগ-পুরোহিতদিগের প্রাচীনতম অবস্তা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা ঐ বেদ চতুষ্টয়ের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। অবস্তাগ্রন্থের বিখ্যাত সমালোচক হোগ সাহেব বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন,—

'অবস্তা শব্দের মূল আবিস্তাক। বি=পহ্লবী ভাষায় আপি। আবস্তিক 'বিস্ত'=বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। বেদ বলিলে যাহা বুঝায়, অবিস্ত (অবস্তা) বলিলেও তাহাই বুঝায়।' *

হিন্দুশাস্ত্রমতে সর্ব্বাদি কালে একমাত্র বেদ ছিল, তাহাই ত্রিধা মতান্তরে চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছে। অধিক সম্ভব, শাকদ্বীপীয় সৌর ও অগ্নিপূজকদিগেরও সেইরূপ কোন বেদ ছিল, ভাষাবিপর্য্যয়ে তাহাই 'অবিস্ত' নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় বেদের বহুশাখা লুপ্ত হইলেও এখনও চারি বেদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু মগদিগের সেই সুপ্রাচীন বেদ বা 'অবিস্ত' গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে।† এখন ষোড়শাংশের একাংশ আছে কি না সন্দেহ। যাহা আছে, তন্মধ্যে আমরা শাকদ্বীপীয় চতুর্ব্বেদের এইরূপ আভাস পাই,—

১ বিদ—ইহাই সম্ভবতঃ অবিস্ত শাস্ত্রের আদি নাম। কাহারও মতে আবস্তিক যস্ন।

২ বিশ্বরদ—এখন বিস্পরদ (Visparad) নামেই খ্যাত।

৩ বিদাদ্—মূল নাম 'বকদেব্-দাদ্,' এখন 'বন্দীদাদ' নামে খ্যাত।

৪ আঙ্গিরস—ভারতে অথর্ব্বাঙ্গিরস বা অথর্ব্ববেদ নামেই খ্যাত। কিন্তু এই নাম এখন আর পারসিক মগদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবস্তার যস্নগ্রন্থে (৪৩।১৫) 'অঙ্গ্র' বা অঙ্গিরার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও তাঁহার স্তুতিপ্রসঙ্গ আছে। 'আথর্ব্বণ' শব্দও অবস্তায় 'আথ্রব' রূপে উক্ত হইয়াছে। আবস্তিক আথ্রব শব্দের অর্থ অগ্নিপুরোহিত। ঋগ্বেদের মতে অথর্ব্বাই সর্ব্বপ্রথম অগ্নি উৎপাদন করেন।

* Haug's Parsis, p. 202, 273.

* Haug's Essays on the Parsis, p. 121.

† অথর্ব্ববেদে বিদ শব্দের উল্লেখ আছে—"সর্ব্বোত্তোহঙ্গিরোভ্যো বিদগবেভ্যঃ স্বাহা।" (অথর্ব্ববেদ ৪।২২।১৮)

মুণ্ডক উপনিষদ্-মতে, তিনিই প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা এই বেদ প্রকাশ করেন বলিয়া ইহার নাম অথর্ব্বাঙ্গিরস্ বা ব্রহ্মবেদ। এই বেদ আর্য্যজাতির একখানি প্রাচীন শাস্ত্র হইলেও শতপথ-ব্রাহ্মণ (৪।৬।৭।১), ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (৪।১।৭১) ও মনুসংহিতায় (১।২৩) কেবল ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে, অথর্ববেদ গৃহীত হয় নাই। এজন্য অনেকে মনে করেন, অথর্ব্ববেদ ম্লেচ্ছদিগের বেদ, এজন্য পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা এই বেদের আদর করিতেন না। বাস্তবিক অথর্ব্ববেদকে ম্লেচ্ছবেদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পাণিনি ও মহাভারতাদি গ্রন্থে অথর্ব্ববেদের আর্য্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে, তবে শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারাদি কর্ম্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাদ্য হওয়ায় এই বেদ যজ্ঞে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ব্রাত্যের প্রশংসা দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না হইলে ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হন। মন্বাদি সংহিতায় এই ব্রাত্য নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫শ কাণ্ড বিদ্বান্ ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পূর্ণ। ইত্যাদি কারণে অথর্ব্ববেদের একটু বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে আবস্তিক যস্নসমূহ ও বন্দীদাদের বহু অংশের সহিত অথর্ব্ববেদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ভবিষ্যপুরাণেও অথর্ব্বাঙ্গিরস সৌরবেদ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বেই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা বিপর্য্যয়ক্রমে বেদোচ্চারণ করিতেন। এই ক্রমবিপর্য্যয়েই সম্ভবতঃ শাকদ্বীপীয় বেদ ভিন্ন জিনিস ও এদেশীয় বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমরা যাস্কের নিরুক্তে পাইয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কাম্বোজে (বর্ত্তমান পারস্যের নিকট) বৈদিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। অধিক সম্ভব, পারস্যের উত্তরাংশে অক্সাস্ নদীতীরে (শাকদ্বীপে) আর্য্যগণ মধ্যে বহু পূর্ব্বকালে এক সময় সুপ্রাচীন বৈদিক ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদ প্রচারিত হইয়াছিল।

শাকদ্বীপীয় অগ্নিপূজকগণের বহুসহস্র শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন আদিম আবস্তিক ভাষায় তাহার যে অতি সামান্য নিদর্শন পাইতেছি, তাহা হইতেই শাকদ্বীপীয় বেদের কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল আদি গ্রন্থ অনেকটা প্রাচীনত্ব হারাইয়াছে। এখন যে অবস্তাশাস্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহা মজদ-ধর্ম্ম বা জরথুস্ত্র-মত-পরিপোষক গ্রন্থ। ভবিষ্যপুরাণের উক্ত রূপকাখ্যান এবং পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মত আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মজদ্‌ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে মিত্র বা সৌরধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। সেই সৌরধর্ম্ম হইতেই মজদ্-ধর্ম্মের উৎপত্তি। মজদ্-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ যে সকল মন্ত্র বা স্তব রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যস্নের গাথাই সর্ব্বপ্রাচীন। এই গাথায় সেই প্রাচীনতম মিত্রধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়*। কিন্তু গাথাকার মিত্র-স্থানে মজদাওকে (বরুণকে) বসাইতে অগ্রসর। আমরা জগতের আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় মিত্রাবরুণ অর্থাৎ সূর্য্য ও বরুণ দেবতার উপাসনা দেখিয়াছি। শাকদ্বীপীয়গণ কেবল মিত্রের উপাসনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং অপরাপর দেবতাকে মিত্রের অধীন বা তদ্ভব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু জরথুস্ত্র মিত্রের স্থানে অহুরমজদ (অসুরমেধা) বা বরুণকে বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে অসুরমেধাই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বদেবাসুরেশ্বর। তাঁহা হইতেই মঙ্গলময় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি সৎস্বরূপ। আর যত কিছু অসৎ, তাহা সমস্তই অঙ্গ্রমৈন্যুর সৃষ্টি। এই দ্বৈতবাদ উপলক্ষে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একেশ্বরবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

জরথুস্ত্র স্বীয় মত প্রচার উপলক্ষে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গ্রাহ্য বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া পূর্ব্বমতকে চাপা দিয়া ফেলিয়াছেন। যদি অবিস্তার অধিকাংশ বিলুপ্ত না হইত, তাহাহইলে বরং প্রাচীন শাকদ্বীপীয় সৌরধর্ম্মের কতকটা পরিচয় পাইতাম। আলেক্‌সান্দার কর্ত্তৃক পারসিকদিগের সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্র ভস্মে পরিণত হওয়ায়, পারসিক পুরোহিতদিগের স্মৃতিসাহায্যে অতি সামান্যই উদ্ধার হইয়াছে। যাঁহারা অবস্তা-শাস্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধার করেন, তাঁহারা সকলেই মজদ বা জরথুস্ত্র-মতানুবর্ত্তী। এরূপস্থলে তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রেত জরথুস্ত্রীয় মত ও তৎপরিপোষক প্রাচীন মন্ত্রসমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং অবস্তায় শাকদ্বীপীয় বেদের নাম ভিন্ন

* অবস্তা শাস্ত্রের গাথা অংশের অনুবাদক মিল সাহেব লিখিয়াছেন, "as the Mithra-worship undoubtedly existed previously to the *Gathic* period and fell into neglect at the *Gathic* period, it might be said that the greatly later inscriptions represent *Mazda*-worship as it existed among the ancestors of Zarathustrians in a pre-*Gathic* age even Vedic age." Max Muller's Sacred Books of the East, Vol. XXXI. p. xxx.

ও গাথা হইতে সৌরদিগের যৎসামান্ত আচার ব্যবহার ভিন্ন আর কিছু পাইবার উপায় নাই।

এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট বেদ অর্থাৎ অবস্তা ও এদেশীয় বেদপুরাণাদি হইতে আদি আর্য্য-সমাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়?

ভারতীয় বেদ ও অবস্তার গাথা* আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অতি পূর্ব্বকালে বৈদিক ঋষি বা আর্য্যগণ অতি শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন। কবি বা সোম-পুরোহিতগণ তাঁহাদের অগ্রণী; বৃত্রহা (ইন্দ্র) মিত্র (সূর্য্য), বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহাদের উপাস্ত। সেই সুপ্রাচীন কবিবংশে অসুরগুরু কাব্য উশনার (শুক্রাচার্য্যের) আবির্ভাব। সেই আদিবাসস্থানের নাম ঋগ্বেদে 'প্রস্তোকস্,' অবস্তায় 'ঐর্য্যন-বাএজ' অর্থাৎ আর্য্যাবাস এবং ভবিষ্যপুরাণে 'আর্য্যদেশ' বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, বেদোক্ত 'সরপস্' বা আর্য্যভূমি প্রাচীন ইরাণের অন্তর্গত বর্তমান সরীকুল নামক হ্রদতীরবর্ত্তী পুণ্যস্থান। মধ্য এসিয়ার সর্ব্বোচ্চ ভূভাগে পামীর (বৈদিক, আবস্তিক ও পৌরাণিক গ্রন্থোক্ত মেরু) মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। অবস্তায় 'হরো-বেরেজইতি' অর্থাৎ সরস্বতীনামেও ঐ স্থানের উল্লেখ আছে। সরপস্ বা সরীকুলহ্রদই পুরাণে বিন্দুসর নামে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বিন্দুসর হইতেই সরস্বতী, গঙ্গা, ইক্ষু, বক্ষু প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান বিন্দুসর-নিকটবর্ত্তী চিরতুষারাবৃত মেরুশিখরে আর্য্যগণের আদি বাস ছিল। তথায় দেব ও অসুর-পূজকগণ প্রথমে নির্ব্বিবাদে একত্র অবস্থান করিতেন। তখনও দেবাসুরের আসন ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এমন কি ঋগ্বেদেও অসুর উপাধিতে ভূষিত ইন্দ্র (ঋক্ ১৷৫৪৷৩), বরুণ (ঋক্ ১৷২৪৷১৪,) অগ্নি (ঋক্ ৪৷২৷৫,৭৷২৷৩), সবিতা (ঋক্ ১৷৩৫৷৭) রুদ্র বা শিব (৫৷৪২৷১১) প্রভৃতি দেবের স্তোত্র পাওয়া যায়। তখনও বৈদিক আর্য্যগণের হৃদয়ে 'অসুর' হেয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। তখনও দেব ও অসুর-পূজকগণ এক বলিয়াই গণ্য ছিলেন।

বহু পুরাণেই লিখিত আছে,—উক্ত বিন্দুসর হইতেই ইক্ষু বা বংক্ষু নদী বাহির হইয়া উত্তরসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে। মহাভারতে এই নদী শাকদ্বীপে প্রবাহিত চক্ষুর্বর্দ্ধনিকা নামে খ্যাত এবং এক্ষণে Oxus নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। অধিক সম্ভব, ঐ চক্ষুনদী বাহিয়া বৈদিক আর্য্যগণের একশাখা শাক-দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজগণের পৌরো-হিত্যে নিযুক্ত হইয়া মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সকল সূর্য্য-ভক্তগণ 'ম্রোষ' বা দেবদূত নামে প্রথমে খ্যাত হইয়াছিলেন, অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণে (৭৬৷১৮) এই ম্রোষের প্রশংসা আছে*। তখনও মগপুরোহিত জরথুস্ত্র (ভবিষ্য-পুরাণীয় জরশস্ত্র) নামক ঋষিদৌহিত্রের জন্ম হয় নাই।

এদিকে পবিত্র আর্য্যাবাসে অগ্নিপূজক মঘবার সহিত ইন্দ্র-পূজক আর্য্যগণের সঙ্ঘর্ষের সূত্রপাত হইতেছিল। ঋগ্বেদ হইতে জানিতে পারি যে, ইন্দ্র (ইন্দ্রপূজক আর্য্য) কবাসথ-নামক মঘবাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন (ঋক্ ৫৷৩৪৷৩)। আবার অগ্নিপূজক মগদিগের আদি যস্নগ্রন্থে লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র পূর্ব্বকালে মগদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন।' (যস্ন ৫১৷১৫) সেই জরথুস্ত্র অবস্তাশাস্ত্রপ্রচারক স্পিতম জরথুস্ত্র নহেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। অবস্তায় লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র অহুর মজ্দাওর† সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন ও তিনিই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ ইনিই বেদোক্ত মঘবা ও আবস্তিক মগব বা মগুদিগের আচার্য্য বা নেতা হইয়াছিলেন। বৈদিক আর্য্যগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং বৈদিক ঋষি বা তদ্বংশধরগণ শীতপ্রধান উত্তরভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। উভয় দল এক পিতার সন্তান ও একস্থান-জাত হইলেও স্থান ও মতভেদের সহিত পরস্পরের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়াছিল। তাই আমরা পরবর্ত্তিকালে বেদপুরাণাদিতে অসুরপ্রভাবে দেবগণের পরাজয়-প্রসঙ্গে অসুর-নিন্দা, আবার পরবর্ত্তী অবস্তাশাস্ত্রে যথেষ্ট দেবনিন্দা দেখিতে পাই। এমন কি, পুরাণাদির 'অসুর' শব্দে যেমন একটী

---

* প্রাচীন গাথার উপর শাকদ্বীপীয়গণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"যস্মিন্ গাথাং প্রগায়ন্তি যে পুরাণবিদো জনাঃ।
সত্রাজিতে মহাবাহো কৃষ্ণধাত্রীং সমাশ্রিতে।
যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সত্রাজিতস্ত তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।"(ভবিষ্যপু° ১১৩৷৯-১০)

* ভবিষ্যপুরাণে কার্ত্তিকেয় 'স্রোষ' বা 'স্রোষ' বলিয়া পূজিত হইয়াছেন।
"সুরসেনাপতিস্তেন স যস্মাদ্দীপ্যতে সদা।
তস্মাৎ স কার্ত্তিকেয়স্ত নাম্না রাজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ॥
স্রু গতৌ চ স্মৃতো ধাতুর্যস্ত স প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ।
গচ্ছতীতি রহস্তস্মাৎপর্য্যায়াৎ স্রোষ উচ্যতে॥" (ভবিষ্যপু° ১৪২৷২৪)

† অহুরমজ্দাও সংস্কৃত ভাষায় 'অসুরমেধা'। শাকদ্বীপাধিপতিও পুরাণে 'মেধাতিথি' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মেধাতিথির সহিত পূর্ব্বোক্ত মেধার কি কোন রূপকসম্বন্ধ আছে? ভবিষ্যপুরাণে (৭৫৷১৩) নারদও 'মেধাঃ-পুত্র' বলিয়া বর্ণিত।

দেবদ্বেষী অথবা ভাব মনে আসে, অবস্তাতেও 'দএব' বা 'দেব' শব্দ দ্বারা সেইরূপ ভূত বা উপদেবতারূপ নিকৃষ্টযোনির সূচিত হইয়াছে।

দেবোপাসক ও অসুরোপাসকের সংগ্রামই বেদের ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে*। আর্য্যজাতি অসুরকে যখন দেবেশ্বর ভাবিয়া পূজা করিতেন, সেই সময়েই যজুর্ব্বেদীয় 'গায়ত্রী আসুরী, উষ্ণিক্ আসুরী' 'পঙ্‌ক্তি আসুরী' প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি হয়। এদিকে অবস্তার যস্ন মধ্যেও ঐ সকল ছন্দ পাওয়া গিয়াছে†। এতদ্দ্বারাও অনেকে অনুমান করেন যে, দেবাসুরপূজকগণের একত্র অবস্থানকালে বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সেই পূর্ব্বতন কালে অবস্তারও কোন কোন প্রাচীন গাথা রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আর্য্য ঋষি সেই সময়েই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা বিদ্বেষবহ্নি সঙ্গে লইয়া যান নাই। এজন্য শাকদ্বীপীয়দিগের বিবরণে দেববিদ্বেষ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা যে ধর্ম্ম ও মত সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবস্তাশাস্ত্রের আদি গাথা-সমূহে দৃষ্ট হয়। শব্দশাস্ত্রবিদেরা স্থির করিয়াছেন, জরথুস্ত্র কর্ত্তৃক মজ্‌দধর্ম্ম প্রচারের বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে ঐ সকল আদি গাথা রচিত হয়। ঐ সকল গাথা-রচয়িতাগণই সম্ভবতঃ কবি বা শ্রোষ বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। জরথুস্ত্র যে মত প্রচার করেন, তাহাতে সূর্য্যদেবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই; অবস্তায় মিত্র (সূর্য্য) একজন মধ্যম দেব বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদাদির ন্যায় অবস্তার আদি গাথায় মিথ্রের (মিত্রের) শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়, তাহা সৌর কবিগণের উক্তি। মিহির যষ্‌তে সেই পূর্ব্বশ্রুতির চিহ্নমাত্র রক্ষিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে অগ্নিকুল, সোমকুল ও সূর্য্যকুল এই ত্রিকুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাখ্যান কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কতকটা রূপক অথচ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। শাকদ্বীপীয় ঋষি মিহিরগোত্র ঋজিশ্বার অগ্নিপূজায় অনুরাগ দেখা যায়, তাই হাবনী বা আহবনীয়াগ্নি তাঁহার কন্যারূপে বর্ণিত। এমন কি তিনি সূর্য্যদেবের উপভোগ্য সামগ্রী অগ্নিদেবকে অর্পণ করিতে কাতর হন নাই, অথচ তাঁহার বংশীয়েরা তাহা অনুমোদন করেন নাই। বরং তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় সৌরগণ জারত্ব আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ ঋষি ঋজিশ্বা যে অগ্নিপূজার বীজ বপন করেন, তাহারই ফলে জরথুস্ত্র বা জরশস্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ মূলকে দোষ না দিয়া ফলকে দোষারোপ করিলেন। ভাব এই, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ হইতেই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তিত হইলেও অগ্নিপূজা তাঁহাদের পুরুষার্থ নহে, সূর্য্যপূজাই তাঁহাদের পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায়।

আমরা ঋগ্বেদেও দেখিয়াছি, অগ্নিপূজকেরা 'মঘবা' নামে খ্যাত ছিলেন। শাকদ্বীপে এই নাম মগব, 'মগু' ও 'মগ' এই কয় নামেই প্রচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে আটজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাকদ্বীপে গিয়া সূর্য্যপূজায় নিযুক্ত হন, তাঁহারাও প্রথমে অগ্নিপূজক 'মগ' নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সৌর বা সূর্য্যপূজায় অনুরক্ত হইলেও আদি নাম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রচার উপলক্ষে সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিলেন, সেই সময়ই সৌর মগগণের হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ইরাণের অগ্নিপূজকগণ সকলেই শাকদ্বীপকুল-সম্ভূত জরথুস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন; কিন্তু তুরাণের সৌর ব্রাহ্মণগণ নিজ ইষ্টদেবের অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। জরশস্ত্র হইতে শাকদ্বীপীয় কীর্ত্তি বহু জনপদে ঘোষিত হইলেও তিনি শাকদ্বীপের সৌরগণের নিকট পাতিত্য দোষে আরোপিত হইলেন। এক বংশ হইলেও তাঁহারা জরশস্ত্রের বংশীয় বা তন্মতাবলম্বী অগ্নিপুরোহিতদিগকে 'অগ্নিজাত্য' অর্থাৎ অগ্নিকুল এবং আপনাদিগকে 'আদিত্যজাত্য'* বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। সোমযাজী বৈদিক আর্য্যগণ যাঁহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশীয় যাঁহারা ইরাণ ও তুরাণে প্রধানতঃ সোমযাগে অতিবাহিত করিতেন, তাঁহারা সৌরগণের নিকট সোমজাত্য বা সোমকুলোদ্ভব বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে আমরা সেই ত্রিকুলের উল্লেখ পাইতেছি।

অগ্নির সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য বা পুরোহিতই জরথুস্ত্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, বহু রাজা ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি সেই মহাপুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, কোন কোন স্থানে জরথুস্ত্রের ধর্ম্মের সহিত রাজনৈতিক শাসনও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে শাকদ্বীপীয় সৌরগণ ক্রমেই হতমান ও হীনবল হইয়া পড়িতেছিলেন। অবশেষে স্পিতম জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে ও পুরাতন অগ্নিপূজার

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১।২৩) যজ্ঞপ্রসঙ্গে দেবাসুরের যুদ্ধকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে।

† Haug's Essays on Parsis, p. 271.

* ইহারাই ভোজক নামে খ্যাত।

সহিত মজ্দধর্ম্ম বা একেশ্বরবাদ প্রচার হওয়ায় ইরাণ ও তুরাণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণ এই নবধর্ম্মের অনুগামী হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই একেশ্বরবাদমূলক অগ্নিপূজা ইরাণ-সাম্রাজ্যের রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সময় মিত্র-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; যে যে স্থানে জরথুস্ত্রের প্রভাব চলিয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতেই সৌর ব্রাহ্মণগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই কয়েকজন ভক্ত সৌর ব্রাহ্মণ ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই সৌরধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

লিদীয়বাসী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রীক-পণ্ডিত জানথোস্ ৪৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র ট্রয়-যুদ্ধের প্রায় ৬০০ বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আবার আরিষ্টটল্ ও ইউডোক্সাস্ প্লেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্রের সময় নিরূপণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্লিনির মতে ট্রয়-যুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে জরথুস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এদিকে বাবিলোনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেরোসস্ লিখিয়াছেন যে, জরথুস্ত্র এক সময়ে বাবিলোনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশ এখানে ২২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০০ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জরথুস্ত্র একজন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন জরথুস্ত্র আবির্ভূত হওয়ায় অগ্নিপূজক মগদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাল অবধারিত হইয়াছিল। সেই জন্যই বোধ হয় একজনের সময় স্থির করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন যবন-পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসের বেরোসসের মত গৃহীত হইল। এই মত অনুসারেও প্রসিদ্ধ মগাধিপতি জরথুস্ত্র এখন হইতে প্রায় ৪১০২ বর্ষ পূর্ব্বেকার লোক হইতেছেন। আদি জরথুস্ত্র বা জরশস্ত্র তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।

স্পিতম জরথুস্ত্রের সময় মগদিগের মধ্যে যে সকল সদাচার রীতি নীতি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত এককালে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর তিনি আপন নববিধান স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আমরা শাকদ্বীপীয় মগগণের আচার ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতির অনেক কথা জরথুস্ত্রপ্রচারিত অবস্তামধ্যেও পাইতেছি। তিনি যে ভাষায় অবস্তাশাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার আর এখন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেই ভাষার সহিত আমাদের বৈদিক ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ছিল। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়া থাকেন, অবস্তার আদি ভাষা বেদের সাহায্য ভিন্ন জানিবার উপায় নাই। আবার অবস্তা বুঝাইতে জেন্দভাষায় যে ভাষ্য আছে, তাহাও সংস্কৃত জানা ভিন্ন সহজে বুঝা যায় না*। এতদ্দ্বারা মোটামুটী স্থির করা যায় যে, মধ্যএসিয়া বা পঞ্চনদবাসী প্রাচীনতম আর্য্যঋষিগণ যে ভাষায় 'বেদ' প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদও প্রতিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই সারসংগ্রহের ছিন্ননিদর্শন অবস্তার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

অবস্তাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অবস্তার ভাষা কোনকালে পারস্ত বা ইরাণের ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না; কোনদিন পারস্যে প্রচলিত ছিল কি না, তাহারও এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পারস্যে যখন অবস্তা শাস্ত্র প্রচলিত হয়, তখন সাধারণে পহ্লবী ভাষায় অবস্তার অনুবাদ পাঠ করিত। সেই জন্য অবস্তার আদিগ্রন্থসমূহ পহ্লবী অক্ষরেই লিখিত দেখা যায়।

অবস্তার ভাষ্য জেন্দ যে ভাষায় রচিত, তাহার কতক নিদর্শন উত্তর-মদ্র (Media) ও কাস্পীয়-সাগরের তীরে পাওয়া যায়। ইহাতে বলিতে পারা যায় যে, ভারতে যেমন এক সময় 'সংস্কৃত' কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, শাকদ্বীপেও সেইরূপ একসময় 'জেন্দ' ভাষা কথিত হইত। এখানকার মত তাঁহাদেরও বেদ সুপ্রাচীন বৈদিক-ভাষাতেই গ্রথিত ছিল। ক্রমবিপর্য্যয়ে ও উচ্চারণভেদে কালক্রমে ভারতীয় বেদ হইতে তাহার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার কতক নিদর্শন আমরা অবস্তায় পাইতেছি।*

কোন কোন পুরাবিদ্ বলিয়া থাকেন যে, মগাচার্য্য জরথুস্ত্র মিদীয় বা উত্তর-মদ্রে জন্মগ্রহণ ও একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করেন। এই উত্তরমদ্রে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই আর্য্যসংস্রব ঘটিয়াছিল; ঋগ্বেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতেও জানা যায় যে, তথায় বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। †

উত্তর-মদ্র শাকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, পারস্যের অন্তর্গত নহে। উত্তর-মদ্রের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশেই জরথুস্ত্রের জন্ম।

---

* The Zend-Avesta translated by G. Darmesteter (in the Sacred Books of the East, Vol VI. p. xxvi,

† "তস্মাদেতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কে চ পরেণ হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেঽভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে।" (ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ ৮।১৪) হিমবানের অপর পারে উত্তরদিকে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রনামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড্ বলে।

বেদব্যাস যেমন নানা বেদমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচার করিয়াছিলেন, শাকদ্বীপে জরথুস্ত্র সেইরূপ পূর্ব্বতন মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্যকমত নিজ সৎ ও অসৎরূপ দ্বৈতবাদও সেই সঙ্গে চালাইয়া গিয়াছিলেন। যেমন একই বেদের নানা শাখা হইয়াছিল, সেইরূপ শাকদ্বীপেও পূর্ব্বে শ্রোষ বা ব্রহ্মবাদিগের এবং জরথুস্ত্র-প্রভাবেও যে বহু শাখাভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্তা-শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সে দিন অধ্যাপক ডার্মেষ্টেটর লিখিয়াছেন,—

"That the Avesta contains two series of documents, the one from the Magi of Ragha, and the other from the Magi of Artopatene." (Zend-Avesta, intro. p. xxii).

যাহা হউক, পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, অবস্তা পারসিক মগদিগের আদিশাস্ত্র, এখন সে সন্দেহ দূর হইল *।

ভারতে শাকদ্বীপীর ব্রাহ্মণাগমন।

এখন কথা হইতেছে, কি কারণে ও কোন্ সময়ে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ভারতে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যায়—

'দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একতম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে অনুপম রূপবান্ সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। সাম্ব যৌবনে এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এক সময় দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রুক্ষ, শুষ্ক ও কৃশমূর্ত্তি দেখিয়া মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন, তাহাতে দুর্ব্বাসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'তোর কুষ্ঠ হইবে,' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া চলিয়া যান।

কিছুদিন পরে নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি আপনার মহিষীগণও রূপবান্ পরপুরুষ দেখিয়া লোভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদের কথায় কোন আস্থা স্থাপন করেন নাই। সেই জন্য নারদ আর একদিন আসিলেন। এ সময় কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোর হইয়া রৈবতশেখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ সাম্বকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মদ্যপানে রমণীগণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত আর সকল রমণীই চঞ্চল হইলেন, পদ্মপত্রে তাহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া-দিলেন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যখন পুত্র-স্থানীয়ের মুখ দেখিয়া তোমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে তোমরা সকলেই দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকে কহিলেন, তোমার যে রূপ দেখিয়া তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হউক।

সাম্বও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন, ঋষিবাক্য পূর্ণ হইল। সাম্ব মহাকষ্টে পড়িয়া নারদের শরণাপন্ন হইলেন,—সকাতরে তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মেধার পুত্র! আমার প্রসন্ন হউন, আমার আরোগ্যের উপায় বিধান করুন।' ইন্দ্র, ধাতা, পর্জ্জন্য, পুষা, ত্বষ্টা, অর্য্যমা, ভগ, বিবস্বান্, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ ও মিত্র এই দ্বাদশ আদিত্য। এই দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের তপস্যায় নিরত হইলেন। তাহাতে মিত্রদেব প্রসন্ন হইলেন। মিত্রের অনুগ্রহে সাম্বের কুষ্ঠরোগ দূর হইল। যেখানে সাম্ব মিত্রের উপাসনা করেন, সেইস্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখানে সাম্ব সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে? তাহা লইয়া সাম্ব মহাসমস্যায় পড়িলেন। নারদ কহিলেন, "লোভী দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা সূর্য্যপূজা হইতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই আশঙ্কায় সদ্ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহেন না। তুমি তোমাদের কুল-পুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।" সাম্ব কুল-পুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন। গৌরমুখ কহিলেন, "সূর্য্য-পূজার ও সূর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখানে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্রগণ আছেন, তাঁহারাই সূর্য্যপূজার অধিকারী। কিন্তু তাঁহা-দিগকে কিরূপে আনিতে পারিবে, তাহা বলিতে পারি না। সূর্য্যদেব বলিতে পারেন।" তখন সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যদেব সাম্বকে দেখা দিয়া কহিলেন, "জম্বুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ, মগগ, মানস ও মন্দগ এই চারি জাতির বাস আছে। আমার অংশ লইয়া বিশ্বকর্ম্মা তাহাদিগকে

* "We are now able to understand how it was that the sacred books of Persia was written in a non-Persian dialect, it had been written in the language of its composers, the Magi, who were not Persains. Between the priests and the people there was not only a difference of calling, but also a difference of race, as the sacerdotal caste came from a non-Persian province."

(Sacred Books of the East. Vol. IV, p. xlvi.)

সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজায় অধিকারী; তুমি সেই সকল মগদিগকে আমার পূজার নিমিত্ত সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এইস্থানে আনয়ন কর। তুমি আমার কথায় কিঞ্চিন্মাত্র ইতস্ততঃ করিও না। অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া তাহাদিগকে আনিবার জন্য শাকদ্বীপাভিমুখে প্রস্থান কর।" ভগবান্ দিবাকর এই কথা কহিলে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রমণীয় দ্বারকাপুরে গমন করিলেন, তথায় স্বীয় পিতা কৃষ্ণের নিকট ভাস্করের দর্শনলাভাদি সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া পিতৃপ্রদত্ত গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি গরুড়ের সহায়তায় অতি অল্পকাল মধ্যেই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় বহুসংখ্যক তেজঃপুঞ্জকলেবর মগব্রাহ্মণগণ ধূপ দীপাদি বিবিধ উপচার দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রখরকর প্রভাকরের পূজাকার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। জাম্ববতীতনয় সেই সকল সূর্য্যসেবক ব্রাহ্মণদিগকে দর্শন করিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার, প্রদক্ষিণ, অনাময় প্রশ্ন ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন,—হে দ্বিজেন্দ্রগণ! আপনারা সকলেই বিশুদ্ধভাবে ভগবান্ মরীচিমালীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আমি আপনাদিগের নিকটই আগমন করিয়াছি। আমার নাম সাম্ব। আমার পিতার নাম বিষ্ণু। আমি চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সূর্য্যদেব স্বয়ংই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, ভগবানের পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শীঘ্রই আমার সহিত সেইস্থানে আগমন করুন।" জাম্ববতীতনয় সাম্বের কথা শুনিয়া মগগণ কহিলেন,—হে সাম্ব! তুমি আমাদিগের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে ইহা সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে ভগবান্ দিবাকর স্বয়ংই আসিয়া আমাদিগের নিকট এ কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কাল বিলম্ব করিব না। এস্থানে আমাদিগের যে অষ্টাদশ কুল আছে, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।"

মগগণ এই কথা কহিলে সাম্ব যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অভীষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যদেব এই ব্যাপার-দর্শনে সাম্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সাম্ব! তুমি যাঁহাদিগকে শাকদ্বীপ হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল প্রশান্তমনা শান্তিপ্রদ মগ-ব্রাহ্মণগণই বিধি অনুসারে আমার পূজা কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। অতএব হে যদুবংশাবতংস! তুমি এক্ষণে নিশ্চিন্ত হও, আমার পূজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তোমাকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না।"

সাম্ব এই প্রকারে শাকদ্বীপ হইতে মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে একটী মনোরমপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ পুরী পরে সাম্বপুর নামে খ্যাত হয়। তিনি এই পুরের অভ্যন্তরে দিবাকরমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজানির্ব্বাহের জন্য বিবিধ ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজকদিগকে তৎসমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। সদাচারনিরত মগগণ বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সূর্য্যদেবের পূজাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে সাম্ব নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় সূর্য্য সমীপে বরলাভ করিয়া কৃতকৃত্যমনে তাঁহাকে ও মগদিগকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারকাপুরে গমন করিলেন। সাম্বপ্রতিষ্ঠিত মগগণ তদবধি সূর্য্যপূজায় নিরত হইয়া এই স্থানে বাসস্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে বহুতর ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সূর্য্য (এক সময়) বলিয়াছিলেন,—সাম্ব! এই ভোজকগণ মগনামে পরিচিত এবং ইহারা আমার প্রিয়। ইহাদের মধ্যে মন্দগ নামে যে আটজন শূদ্র আছে, তাহারাও আমার পরিচারক। সাম্ব সূর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক শাকদ্বীপাগত সেই মগদিগকে যথেষ্ট সম্মান করেন। মগগণের মধ্যে যে দশজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা দশটী ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট আটজন শূদ্র ও আটটী দাসকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণের ঔরসে ভোজকন্যার গর্ভে উৎপন্ন হন, তাঁহারাই মগ (ভোজক) নামে খ্যাত। আর যাহারা শূদ্রের ঔরসে দাসকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন হয়, তাহারাই মন্দগ নামে প্রথিত। এই মন্দগ শূদ্রগণ তৎকালে সূর্য্যের পরিচারক হইয়া পুত্রাদি সমভিব্যাহারে সাম্বনির্ম্মিত পুরে বাস করিতে লাগিল এবং মগ ব্রাহ্মণেরাও অব্যঙ্গাদি ধারণপূর্ব্বক নানাবিধ বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যপূজায় নিরত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ভবিষ্যপুরাণের মত সাম্বপুরাণেও লিখিত আছে, যে সাম্ব মিত্রবনে সূর্য্যারাধনা করেন এবং গরুড়ে চড়িয়া শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণকে তথায় আনয়ন করেন।

উভয় পুরাণ-মতেই চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবন অবস্থিত। আরও জানা যাইতেছে যে, তথায় সাম্ব নিজনামে 'সাম্বপুর' স্থাপন করেন। এই 'সাম্বপুর' শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মূলতান সহরকেই অনেকে প্রাচীন 'সাম্বপুর' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউ-

এন্‌সিয়াং 'মূল-সাম্বপুর' (মু-লো-সন্-ফু-লো) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে 'মূলস্থানপুর' এবং তাহা হইতে মূলতান নাম হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানা যায় যে, সাম্ব এখানে সুবর্ণমন্দির ও তন্মধ্যে সুবর্ণের সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এখানকার সুবর্ণময়ী সূর্য্যমূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে আবুরিহান্ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতেও এখানকার প্রসিদ্ধ সূর্য্যমূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তখন এই মূর্ত্তি কাষ্ঠময়ী ছিল *। তাঁহার সময় এই স্থানের আর একটী নাম ছিল 'আম্ব স্থান'। আরব-ভৌগোলিকগণও 'সুবর্ণমন্দির' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †।

মাকিদন-বীর আলেকসান্দার যে সময় পঞ্জাবে পদার্পণ করেন, সে সময়ে তিনি এখানে হর (Hercules) ও মগেশ (Bacchus) বা সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা দেখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো মেগেস্থিনিসের কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের নিম্নভূভাগের লোকেরা হর এবং পার্ব্বতীয়-ভূভাগের লোকেরা মগেশের পূজা করিত। সুতরাং আলেকসান্দারের সময় (খৃঃ পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে) সূর্য্যপ্রতিমার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল এবং মিত্রপুরোহিত শাকদ্বীপীয় মগ-ব্রাহ্মণগণও পঞ্জাবে উপস্থিত ছিলেন, তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। আলেক্‌সান্দারের পরবর্ত্তী যবন ও শকরাজগণের মুদ্রাতেও আমরা মিত্র-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। পূর্ব্বকালে শকরাজগণের অনেকেই মিত্রোপাসক ও মগ-ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্র আসিলেন কিরূপে? অধিক সম্ভব, তাঁহাদের বহু পূর্ব্বেই পঞ্জাবে মিত্রপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, যবনরাজগণও সাধারণের অনুবর্ত্তী হইয়া সেই মিত্রপূজার চিহ্ন মুদ্রায় রক্ষা করিয়াছিলেন।

আলেক্‌সান্দারের আগমনের বহু পূর্ব্বে পঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে শাকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। [ভারতবর্ষ দেখ।] শাকদিগের সহিত মগ-পুরোহিতদিগের প্রাধান্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন শিলালিপি-সাহায্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড সাহেব দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতদিগের সহিত যাদবদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এদিকে আমরা ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতেছি যে, আদিত্য-জাতীয় মগ-ব্রাহ্মণগণ যাদব বা ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহাদের সন্ততিবর্গ 'ভোজক' নামে গণ্য হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায়, ভোজ ও মহাভোজ নামে পরাক্রান্ত সামন্ত-রাজগণ দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে আধিপত্য করিতেন এবং কেহ কেহ 'পরম সৌর' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, তাঁহাদের সৌরপুরোহিতগণ 'ভোজক' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ভোজকদিগের আদি নাম 'মগ'ই ছিল এবং জরথুস্ত্রের মতানুবর্ত্তী সকল অগ্নিপুরোহিতই 'মগ' নামে খ্যাত ছিলেন। শেষোক্ত অগ্নিপুরোহিতদিগের সহিতও বহুদিন হইতে ভারতবাসীর সংস্রব ঘটিয়াছিল এবং পূর্ব্বকালে কোন কোন ভারতবাসীও জরথুস্ত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৈগু পণ্ডিত, জেসল পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতা গোপাল পণ্ডিতের নাম শুনিতে পাই।* তাঁহারা অবস্তা-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে যত্নবান্ হন; কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। নেরিওসিংহ যস্নের সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধিক সম্ভব, মজ্‌দপূজক মগ হইতে মিত্রপূজক মগেরা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য মগ নামের পরিবর্ত্তে ভোজক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আগমন-কাল ও আগমন-কারণ।

ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ এবং গ্রহযামল হইতেও জানা যাইতেছে যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে সাম্বমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার মতে, ৬৫৩ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৫০ বর্ষ পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা মহাভারত ও পুরাণপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বেই আমরা আভাস দিয়াছি, জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে মিত্রপূজার অবনতি ঘটে, এবং মজ্‌দ-পূজা প্রচারের সহিত মিত্রপূজক মগেরা নিগৃহীত বা বিরক্ত হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। বাবিলনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেরোসাসের* মত উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছি, যে, খৃষ্ট জন্মের দুই হাজার দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ এখন হইতে ৪১০২ বর্ষ পূর্ব্বে বাবেরুরাজ জরথুস্ত্র আবির্ভূত হন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে আদি জরথুস্ত্র হইতেছে। এখন যবন ও ভারতীয় গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা দেখা যাইতেছে,

* Al Beruni's India, translated by E. Sachau, Vol. I, p, 121.

† Cunningham's Ancient Geography of India, p.233.

* Zend Avesta, par Anquetil du Perron, tome II., 182.

যে সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভারতভূমে অপূর্ব্ব গীতাধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে পারস্য ও শাকদ্বীপে মগাচার্য্য জরথুস্ত্র মজদ-ধর্ম্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যে সময় গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম শুনিয়া আর্য্যাবর্ত্তে নবযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় শাকদ্বীপ ও পারস্যে জরথুস্ত্র একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মসংগ্রামে সুপ্রাচীন মিত্রধর্ম্ম পরাজিত হইলে, মজদধর্ম্ম অভ্যুত্থান করিল। এই সংঘর্ষ কেবল ইষ্টদেবতা লইয়া নহে। জরথুস্ত্র সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির সংস্কারেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান সংস্কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপীরা শব দাহ অথবা সমাধিস্থ করিতেন; কিন্তু জরথুস্ত্র প্রচার করেন যে দাহে অগ্নি ও সমাধিতে পৃথিবী অপবিত্র হন, সুতরাং এ দুই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহার নিয়মে মৃতদেহ কোন স্থানে ফেলিয়া দেওয়াই বিধি। কিন্তু যাঁহারা মজদধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, সেই মিত্রপূজকেরা শবদেহ মৃত্তিকার উপর নিক্ষেপ পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এদিকে সাধারণে জরথুস্ত্রের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, সাম্ব শাকদ্বীপে যখন ব্রাহ্মণ আনিতে যান, তৎকালে সেখানে ১৮ ঘর মাত্র কুলীন ছিলেন। এই বর্ণনা রূপক বলিয়া স্বীকার করিলে এইমাত্র বলা যায় যে, ১৮ ঘর মাত্র কুলীন অর্থাৎ পূর্ব্বমতাবলম্বী ছিলেন, আর সকলেই জরথুস্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে, এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়া আসেন। কিন্তু গ্রহযামলমতে, সকলে আসেন নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়া ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে মোটামুটী বোধ হইতেছে যে প্রায় চারিহাজার বর্ষ হইতে চলিল, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ মূলস্থানে আগমন করেন। এই সময়েই ভারতে শাকদ্বীপীয়দিগের "আদ্যস্থান" বলিয়া "মূলস্থান" বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিবে।

নাম ও গোত্র।

গ্রহযামলে লিখিত আছে,—মার্কণ্ড, মাণ্ডব, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জহ্নু এই আটজন মুনি শাকদ্বীপে ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহচালনা করিতেন। দেবদেব কৃষ্ণের আদেশে গরুড় তাঁহাদিগকে তথা হইতে আনিলে তাঁহারা আসিয়া সাম্বপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, ভৃগু, ধনঞ্জয়, দম্ভ ও বসুন্ধর এই আটজন ব্রাহ্মণ গ্রহদান লইতেন। গ্রহদান-গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহারা 'গ্রহবিপ্র' নামে বিখ্যাত হন। বরাহ সূর্য্য ও বৃহস্পতির উদ্দেশে দত্ত বস্তু গ্রহণ করেন; সোম সোমের, ঈশান মঙ্গলের, শান্তি বুধের, ভৃগু শুক্রের, ধনঞ্জয় শনির, দম্ভ রাহুর, এবং বরাহ কেতুর উদ্দেশে দান গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বরাহ কাশ্যপ গোত্র, সোম কৌশিক, ঈশান গৌতম, শান্তি বাৎস্য, ভৃগু ভরদ্বাজ, ধনঞ্জয় পরাশর, দম্ভ শাণ্ডিল্য এবং বসুন্ধর মৌদ্গল্য গোত্র ছিলেন।*

আচার-ব্যবহার।

ভারতে আসিয়া বাস, মানবকন্যার পাণিগ্রহণ ও ভারতবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে শাকদ্বীপীয়গণের আচার ব্যবহার ক্রমেই ভারতবাসীর মত হইয়া গিয়াছিল, এমন কি, কএক পুরুষ পরে তাঁহাদের সূর্য্যপূজা ও তদুপযোগী অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন আর কোন সময়ে তাঁহাদের শাকদ্বীপী ভাব জানা যাইত না।

সূর্য্যপূজার সময় দর্ভের পরিবর্ত্তে বর্শ্ম (অর্থাৎ আবস্তিক বেরেশ্ম †) ও অব্যঙ্গ (জেন্দ ভাষায় 'ঐব্যাংহন) ধারণ ‡, পূজাকালে মিত্রভক্তের পত্তিজান বা পত্তিদান দ্বারা মুখ আচ্ছাদন, পূজায় সর্পনির্ম্মোক-ব্যবহার, স্রোষের (আবস্তিক 'স্রোষ্') পূজা, মগদিগের (আবস্তিক 'সোষ্যন্ত' অর্থাৎ অগ্নিপুরোহিত) প্রতি ভক্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সেই আদি শাকদ্বীপীয় প্রথা অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, ভারতবাসীর অধ্বরহোত্রের ন্যায় শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'অচযু' নামে হোত্র অবশ্য-প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমান অগ্নিপূজক পারসিক পুরোহিতগণ যে 'ইজষ্নে' নামক যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাহাই অবস্তায় 'অচয্ন' ও ভবিষ্যপুরাণে 'অচযু' নামে

* এ দেশীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থেও অষ্ট ব্রাহ্মণের আগমন কথাই বর্ণিত আছে।

† বোম্বাই-প্রদেশীয় অগ্নিপূজক পারসী পুরোহিতেরা এখন Barsom বলিয়া ব্যবহার করেন। অবস্তাশাস্ত্রবিদ্ হোগ লিখিয়াছেন, "a bundle of twigs (*beresma* nowadays *barsom*) which are tied togather by means of reed. Without these implements, which are evidently the remnants of sacrifices agreeing to a certain extent with those of the Brahmans, no Ijashne can be performed by the priest." Haug's Parsis, p. 140.

‡ The *aiwyaonhanem* is the girdle or tie with which the Barsom is to be tied together. It is prepared from a leaflet of a date-palm, which is cut from the tree by priest after he has poured consecrated water over his hand, the knife, the leaflet." Haug's Parsis, p. 396. ভবিষ্যপুরাণে 'অব্যঙ্গোৎপত্তি' নামে একটী স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে

বর্ণিত হইয়াছে *। ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানা যায়, সূর্য্যের সহিত তৎপত্নী নিক্ষুভা বা হাবনীর পূজা করিতে হয়। এই হাবনীর কথা অবস্তাতেও বর্ণিত আছে। অগ্নিপুরোহিতদিগের আদিত্যের নামও হাবনী †। এতদ্ভিন্ন আর সমুদয় পূজাদি ও বিধিব্যবস্থা সমুদয় ভারতীয় আর্য্যগণের অনুরূপ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আর সেই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। শাকদ্বীপীয় প্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের যে বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, তাহার সহিত পারসিক অগ্নি-পূজকগণের পূজাদের সাদৃশ্য থাকায় এমন কেহ মনে করিবেন না যে, বোম্বাই প্রদেশবাসী পারসিক ও শাকদ্বীপীগণ একই সম্প্রদায়। বোম্বাই প্রদেশের অগ্নিপূজকগণ জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী ও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভারতে পলাইয়া আসেন ‡। কিন্তু সৌর শাকদ্বীপীগণ জরথুস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে আগমন করেন §। শাকদ্বীপের অতি প্রাচীন প্রথা উভয় সম্প্রদায়ে প্রচলিত থাকায় উভয়কে এক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উভয় সম্প্রদায় মধ্যে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

ভারতে শাকদ্বীপীয়গণের বংশবিস্তার।

আদিত্যের উপাসনা বৈদিকযুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। কিন্তু শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমনের পূর্ব্বে সূর্য্যপ্রতিমা গঠিত হইত না বা এই দেবতার মূর্ত্তিবিশেষের পূজা প্রচলিত ছিল না। মিত্রের মূর্ত্তিগঠন ও তৎপূজা-প্রচারই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সমস্ত সভ্য-জগতে মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতে যেখানে যত সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অথবা তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

মূলতানে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ হইলেও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানেও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই তাঁহারা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের বাসহেতুই এই স্থান 'শাকল' নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখনও ভারতের সর্ব্বত্রই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে 'শাকল দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এক সময়ে শাকদ্বীপীয়গণ যে ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত ও গণনীয় হইয়াছিলেন, ব্রহ্মযামল হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। ব্রহ্মযামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

শঙ্খদ্বীপে বেদাঙ্গি, শাকদ্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, দ্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মৈথিলে গ্রহবিপ্র, বর্ব্বরদেশে ধর্ম্মবক্তা, পঞ্চালে শাস্ত্রী, সারস্বত প্রদেশে শুকমুখ, গান্ধারে চিত্রপণ্ডিত, ত্রিহুতে তিথিবিৎ, নাটকাচলে (কামরূপে) গ্রহ-সূচক, কন্যালয়ে জ্যোতিষী, ব্রহ্মদেশে বিধিকারক, বরাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপূজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, গয়ায় অগ্রধারক, কলিঙ্গে জ্ঞান এবং গৌড়দেশে আচার্য্য নামে খ্যাত।

গ্রীকরাজদূত মেগেস্থেনিস্ পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে এ অঞ্চলের পার্ব্বত্যভূভাগে সূর্য্যপূজা দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন পালিগ্রন্থেও পাওয়া যায় যে বুদ্ধদেবের সময় জ্যোতিষী শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রবল ছিলেন। ব্রহ্মজালসূত্ত নামক পালিগ্রন্থে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করিতেছেন। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, সেই জন্যই বৌদ্ধদিগের সূত্রগ্রন্থে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের বিশেষ নিন্দা দৃষ্ট হয়।

প্রথমে শাকরাজগণ ভারতে আসিয়া বুদ্ধের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্ব স্ব পিতৃপুরুষানুষ্ঠিত সুপ্রাচীন মিত্রপূজা পরিত্যাগ করিতে সাহসী হন নাই; তাঁহাদের মুদ্রাসমূহে মিত্রপূজার নিদর্শন রহিয়াছে *। শকরাজগণের মুদ্রায় মিত্র 'মিহির' নামে উৎকীর্ণ †। এই মিত্রপূজায় তৎকালে একমাত্র শাকদ্বীপীয়

* এই 'অচর্' হোত্রের প্রক্রিয়া Haug's Essays on Parsis, p. 443-447 দ্রষ্টব্য।

† Haug's Parsis, p. 159.

‡ ইহাদের পুরোহিতগণ 'দস্তর' নামে খ্যাত। দস্তরগণ অনেকটা আমাদের ব্রাহ্মণদিগের মত। তাঁহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া থাকে। একমাত্র পুরোহিতবংশ ভিন্ন দস্তরের অন্যত্র বিবাহ করিবার জো নাই এবং পুরোহিতবংশ ভিন্ন আর কেহই পৌরোহিত্যে অধিকারী নহেন।

§ ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ ও ব্রহ্মযামলে শাকদ্বীপ হইতে সাম্বপুরে যে ব্রাহ্মণানয়ন-প্রসঙ্গ আছে, তাহা কল্পিত উপাখ্যান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাণ ব্যতীত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও পরম্পরা এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার শিলালিপিতেও এই বিবরণ পাইয়াছি। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ দ্রষ্টব্য।]

* Indian Antiqnary, 1888. p, 91.

† এই মিত্রপূজকগণ 'মিহির', 'মিহিরকুল', বা 'মিহিরগোত্র' বলিয়াও গণ্য ছিলেন। এখনও জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী অনেক পারসী পুরোহিতবংশ 'মিহির' উপাধি ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মিহির উপাসক ছিলেন, এই উপাধি তাহারই নিদর্শন।

ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিতেন। সুতরাং শকরাজগণ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হইলেও, তাঁহাদের পুরোহিত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই পরবর্ত্তীকালে প্রায় সকল শকরাজই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোব্রাহ্মণ-ভক্ত গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। নহিলে উষবদাত নামক একজন বিশুদ্ধ শকাধিপ গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতেন না। *

মিত্রভক্ত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ মিত্র ও 'মিহির' উপাধি ব্যবহার করিতেন, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুরাণে শুঙ্গ ও তৎপরবর্ত্তী কাণ্বায়ন রাজগণ 'দ্বিজ' বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেব শকরাজ বাসুদেবকে কাণ্বায়নবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবার পুরাতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট সাহেবও কাণ্বায়ন-বংশীয় ৩য় নৃপতি নারায়ণকে 'তুষার'-বংশীয় বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন †। এরূপস্থলে এই কাণ্বায়নেরা শাকদ্বীপী দ্বিজ হইতেছেন। ইহারা 'শুঙ্গমিত্র' বলিয়াও কোন কোন প্রাচীন জৈনগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। এই শুঙ্গ ও কাণ্বায়ন-দিগের মধ্যে অনেকেরই 'মিত্র' উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মিত্রভক্ত শুঙ্গ ও কাণ্বায়নদিগের সময়েই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-গণের প্রভাব ভারতব্যাপী হইয়াছিল। তৎপরে অন্ধ্ররাজ-গণ প্রবল হইয়া কাণ্বায়নরাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বহুকাল শকদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শেষে তাঁহারা শক-রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা হয় নাই।

শকরাজগণের প্রভাব ভারতে বহু বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে ‡। সেই সকল শক-রাজগণ প্রধানতঃ 'মিত্র' নামক সূর্য্যভক্ত বলিয়া 'মৈত্রক' নামেও গণ্য ছিলেন। বলভীরাজগণের তাম্রশাসনে মৈত্রক-গণ 'অতুলবলসম্পন্ন' বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই মৈত্রকদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াই সুরাষ্ট্রের বলভীরাজবংশ-স্থাপয়িতা সেনাপতি ভটার্কের সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধর মহারাজ ধর-পট্ট 'পরমাদিত্যভক্ত' বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *। এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের পিতামহ আদিত্যবর্দ্ধন ও প্রপিতামহ রাজ্যবর্দ্ধন উভয়েই তাঁহার তাম্রশাসনে 'পরমাদিত্যভক্ত' আখ্যায় অভিহিত †।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মৈত্রক শকগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও এই সময়ে শকদিগের হূণ নামক আর এক শাখা ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যুদয়ে গুপ্তসাম্রাজ্য কম্পিত হইয়াছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি হূণদিগের প্রভাব দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও দেখা যায় যে, ইন্দোর ও মগধে সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হূণেরা সকলেই 'মিহির' বা সূর্য্যভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান অধিপতি তোরমানের পুত্র 'মিহিরকুল' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এই মিহিরকুলের প্রভাবে গুপ্তসাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের সকল প্রধান রাজন্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া মিহিরকুলকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মিহিরকুল নিজ নামানুসারে 'মিহিরেশ্বর' নামক এক বৃহৎ সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন।

আমরা ভবিষ্যপুরাণে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'মিহির-গোত্র' পাইয়াছি। আবার হূণাধিপ মিহিরকুলের পর শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেরই 'মিহির' উপাধি ব্যবহার দেখা যায়; তন্মধ্যে বোধগয়ার বসুমিহির ‡ ও ভারতের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। যে মালবাধিপ যশোধর্ম্মন্ মিহিরকুলকে পরাজয় করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বরাহমিহির তাঁহারই সভা উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন। আবার যশোধর্ম্মার সহযোগী মিহিরকুলহন্তা গুপ্ত-সম্রাট্ বালাদিত্য মগধের 'মিত্র' উপাধিধারী ভোজক (শাক-দ্বীপী) ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত ও মগধের সূর্য্যসেবার্থ ভূমি-দান করিয়াছিলেন §। আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি যে, বরাহমিহিরের সময়ও সূর্য্যপূজা একমাত্র শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরই আয়ত্ত ছিল। বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—

* অবদান বর্গ মধ্যে অবদাত নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে। তাহার অনুকরণে এই উষবদাত নাম হইয়া থাকিবে।

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 279.

‡ ভারতবর্ষ শব্দ দ্রষ্টব্য।

* Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol. III p. 168.

† Epigraphia Indica, Vol. I p. 72.

‡ R. Mitra's Buddha Gaya, p. 185.

§ Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol. III.

"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্
মাতৃণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু-
র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া ॥"*

(বৃহৎসংহিতা ৬০।১৯)

অর্থাৎ বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, সূর্য্যের মগগণ, শিবের ভস্মধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমণ্ডলবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মার বিপ্রগণ, সর্ব্বহিত শান্তমনা বুদ্ধের শাক্যব্রাহ্মণগণ এবং জিনগণের উপাসক নগ্নগণ। এইরূপে যে যে দেবের উপাসক, তাঁহারাই স্ব স্ব নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেবের পূজা করিবেন।

বরাহমিহিরের বহুপরে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবুরিহান্ ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগকে একমাত্র সূর্য্যপূজার অধিকারী দেখিয়াছিলেন।

শিলালিপি সাহায্যে জানিতে পারি যে, এখন হইতে চতুর্দ্দশ শতবর্ষ পূর্ব্বে মগধে শাকদ্বীপীয় ভোজক বিপ্রগণ পুরুষানুক্রমে সূর্য্যপূজার অধিকারী ছিলেন। শাহাবাদ-জেলার দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ ২য় জীবিত-গুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, দেববরুণার্ক গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভোজক-বিপ্রগণের বাস ছিল। এখানকার বরুণার্ক নামক সূর্য্যদেবের সেবায় ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্ত মগধপতি বালাদিত্য দেব ভোজক সূর্য্যমিত্রকে এই গ্রাম দান করেন। গুপ্তাধিকার লোপ হইলে এ অঞ্চল বর্ম্মভূপালগণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহারাও ভোজক বিপ্রদিগের দেবস্বে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারাও সময়ে সময়ে এই গ্রাম ব্রহ্মোত্তর বলিয়া ভোজকদিগকে ছাড় দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহারাজ সর্ব্ববর্ম্মা প্রথমে ভোজক হংসমিত্রকে ছাড় দেন, তৎপরে ভোজক ঋষিমিত্র অবন্তিবর্ম্মার নিকট ছাড় পান। এইরূপে মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তও ভোজক দুর্দ্ধরমিত্রকে এই স্থানের ছাড় দিয়াছিলেন *।

মগধে ভোজক বা মগব্রাহ্মণের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে এখানে মান-রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এই মানরাজগণের নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শাস্ত্রী, কেহ সভাপণ্ডিত, কেহ প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি রাজকীয় উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে ১০৫৯ শকাব্দে উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মান-রাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ভারতে নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত মগব্যক্তি-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাকদ্বীপী বিপ্রগণ বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ২৪ আর বা পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মণ্ডল

---

* ভবিষ্যপুরাণেরও এই বচন আছে। কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটীর একটু পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা—

"বাদ্ধীকস্য জনস্য শুক্লবসনান্ বুদ্ধস্য রক্তাম্বরান্।"

অর্থাৎ শুক্লাম্বরধারী জৈনগণ জিনসাধুর এবং রক্তাম্বরধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধের উপাসক। এই শ্লোকেই বরাহমিহিরের সহিত ভবিষ্যপুরাণের পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। বরাহমিহির তাঁহার সময়ের কথাই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টে আবুরিহান্ও এই কথাগুলি অনুবাদ করিয়াছেন। (Alberuni's India translated by E, Sachau, Vol. I. 121) কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যখন ঐ শ্লোক গ্রথিত হয়, তখনও তৎকালের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির নগ্ন বা দিগম্বর জৈনের কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক তাঁহার সময়ে দিগম্বর জৈনেরা বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায়ের উৎপত্তি শ্বেতাম্বরের বহু পরে। খৃষ্ট জন্মের পর দিগম্বরের উৎপত্তি এবং খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি, তাহা জৈন-পুরাবিদ্গণই স্থির করিয়াছেন। এরূপ স্থলে ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বচন দিগম্বরোৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সময় হইতেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণমধ্যে বিভিন্ন দেবের পূজাও প্রচলিত ছিল।

* দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। উহার শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে—"বিজ্ঞাপিত শ্রীবরুণবাসি-ভট্টারক প্রতিবদ্ধ-ভোজক-সূর্য্যমিত্রেণ উপরিলিখিত...গ্রামাদিসংযুক্ত পরমেশ্বর শ্রীবালাদিত্য-দেবেন স্বশাসনেন ভগবদ্ভাস্করবাসী ভট্টারক...পরিবাহক...ভোজকহংস-মিত্রস্য সমাপত্যা যথাকালাধ্যাসিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর শ্রীসর্ব্ববর্ম্ম...ভোজক-ঋষিমিত্র...যতকং এবং পরমেশ্বর শ্রীমদবন্তিবর্ম্মপা পূর্ব্বলতকমবলম্ব্য............ এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর......শাসনদানেন ভোজক দুর্দ্ধরমিত্রস্যানুমোদিত ...স্তের্ণ ভুজ্যতে।"

(Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, p. 217.)

যেখানে উক্ত শিলালিপি আছে, সেই গ্রামে গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম সাহেব গিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তথায় ৬ ঘর শাকদ্বীপী বিপ্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হুজুর-পাঁড়ে শাকদ্বীপী কনিংহাম্ সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজা বরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে ২৯ খানি মৌজা (প্রায় ২২০০০ বিঘা জমি) দান করিয়াছিলেন। ভোজপুরের রাজা উমরাসিংহের সময় পর্য্যন্ত ২৯ মৌজাই ঐ ব্রাহ্মণবংশের অধিকারে ছিল, পরে উমারসিংহের পৌত্র কুমার সিংহ অজাদিন হইল ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছেন।

(Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVI. p. 65.) এখনও দেওবরুণার্কে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে। এখানে প্রবাদ আছে, রাজা হুলোম শীর্ষ কুষ্ঠরোগমুক্তির জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগকে শাকদ্বীপ হইতে আনয়ন করেন।

এবং ৭ অর্ক এই ৫৫টী থাকে বা গাঞিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। মগব্যক্তির বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে পঞ্জাব এবং পূর্ব্বে গৌড় ও উৎকল ভারতের মধ্যস্থানেই শাকদ্বীপী ভোজক বিপ্রগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে যে স্থানে তাঁহাদের বাস ছিল, অথবা যে যে স্থানে পূর্ব্বকালে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সেই নগর বা গ্রামের নামানুসারে আর বা পুর, মণ্ডল, আদিত্য ও অর্ক নামে বিভিন্ন শাখা কল্পিত হইয়াছিল। মগব্যক্তিতে যে মণ্ডার্কের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বরুণার্ক একটী। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ভোজকবিপ্রের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাশীখণ্ডে লোলার্কের পরিচয় এবং সাম্বপুরাণে কোণার্কের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমনকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে আবুরিহান সাম্বপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দেরও বহু পূর্ব্বে যে উৎকলে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

[কোণার্ক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গে ভোজকব্রাহ্মণাগমন।

গৌড়ে কোন সময় শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ আসিয়াছেন, তাহার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাসের মগব্যক্তিতে পুণ্ড্রার্ক ও তদন্তর্গত পুণ্ডরীকার্কের প্রসঙ্গ পাইয়াছি। যে সময়ে গৌড়ের রাজধানী পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ছিল, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সেই সমৃদ্ধিকালে সম্ভবতঃ এখানে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল। আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অধিকারকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধির পরিচয় পাই। পালরাজগণের সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজধানী ছিল। রাজা বল্লালসেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়নগরে রাজধানী পত্তন করিলে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এরূপ স্থলে অনুমিত হয়, রাজা বল্লালসেনের বহুপূর্ব্বে শাকদ্বীপী বিপ্রগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখানকার পুণ্ডার্ক নামক সূর্য্যমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ 'পুণ্ডার্ক' নামে এক স্বতন্ত্র থাক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই 'পুণ্ডার্ক' শাখাকে গৌড়ের প্রথম শাকদ্বীপী দ্বিজ বলিয়া মনে হয়। পুণ্ড্রার্কদিগকে আমরা মোটামুটী বারেন্দ্র শাকদ্বীপী বলিয়া গণ্য করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বারেন্দ্র শ্রেণীর গ্রহবিপ্রগণের আদি কুলপরিচায়ক গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় না।

রাঢ়ীয় ও নদীয়া-বঙ্গসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কতকগুলি কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত হইতে বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের আমরা কতক কতক পরিচয় পাইয়াছি।

রাঢ়ীয় বাদিসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে*—মার্কণ্ড, মাণ্ডব্য, গর্গ, পরাশর, ভৃগু, সনাতন, ও জহ্নু শাকদ্বীপে এই আটজন মুনি ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ মহাশক্তিপ্রভাবে প্রত্যহ গ্রহচালনা করিতেন। গ্রহসম্বন্ধীয় দানগ্রহণ করায় তাঁহারা গ্রহবিপ্রনামে খ্যাত। গরুড় শাকদ্বীপে গিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধনঞ্জয়, দনু ও বসুন্ধর এই আট জনই গ্রহবিপ্র ছিলেন। তন্মধ্যে বরাহ কাশ্যপগোত্র, সোম ঘৃতকৌশিক, ঈশান গৌতমগোত্র, শান্তি বাৎস্য, ভৃগু (শুক্র) ভরদ্বাজগোত্র, ধনঞ্জয় পরাশর গোত্র, দনু শাণ্ডিল্য গোত্র এবং বসুন্ধর মৌদ্গাল্য গোত্র ছিলেন। ঐ অষ্ট ব্যক্তির বংশধর পৃথু, নৃসিংহ, বিষ্ণু, লোকনাথ, জনার্দ্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায়ণ, দণ্ডপাণি ও মহানন্দ এই দশজন (মধ্যদেশ হইতে) গৌড়দেশে আগমন করেন†। এই দশ ব্যক্তির উপাধি বৃহজ্জ্যোষী, কাশ্যপটি, ওঝা, আচার্য্য, ঘটক, পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, জমদগ্নি ও আলম্যান। ইঁহাদের মধ্যে বৃহজ্জ্যোষীর কাশ্যপগোত্র, কাশ্যপটির ঘৃতকৌশিক, ওঝার গৌতমগোত্র, আচার্য্যের মৌদ্গাল্য, ঘটকের ভরদ্বাজ, পাঠকের বাৎস্য, মিশ্রের শাণ্ডিল্য, উপাধ্যায়ের পরাশর,

* "মার্কণ্ডো মাণ্ডব্যো গর্গঃ পরাশরস্ততো ভৃগুঃ।
সনাতনোঽঙ্গিরা জহ্নুঃ শাকদ্বীপাষ্টকো মুনিঃ॥
তত্তাস্বয়া মহাশক্ত্যা প্রত্যহগ্রহচালকাঃ।
আনীতং দেবদেবেশ গতবান্ গরুড়স্তথা॥
গ্রহদানপ্রভাবেন গ্রহবিপ্রমুদাহৃতম্।
বরাহঃ সোম ঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনঞ্জয়ঃ।
দনুশ্চ বসুন্ধরশ্চৈব ইত্যষ্টৌ গ্রহব্রাহ্মণাঃ।
বরাহঃ কাশ্যপশ্চৈব সোমশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ।
ঈশানো গৌতমশ্চৈব শান্তির্বাৎস্যস্তথৈব চ।
ভরদ্বাজো ভৃগুশ্চৈব পরাশরো ধনঞ্জয়ঃ।
দনুঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাৎ মদ্গুল্যো বসুন্ধরঃ।
পৃথুর্নৃসিংহো বিষ্ণুশ্চ লোকনাথো জনার্দ্দনঃ।
কেশবঃ কৃত্তিবাসশ্চ নারায়ণঃ নরোত্তমঃ
দণ্ডপাণির্মহানন্দা গৌড়দেশে সমাগতঃ॥"
(রাঢ়ীয় শাকলদীপিকা।)

† "মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতঃ।" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

জামদগ্ন্য ও আলম্যান লইয়া দশজনের দশ গোত্র খ্যাত *। রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণ এই দশ ব্যক্তির সন্তান।

এদিকে নদীয়া-বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম ও তাঁহাদের আগমন কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয়—

'ফলপুষ্পশোভিত নানাবৃক্ষসমাকুল রমণীয় সরযূতীরে বেদ-বেদাঙ্গপারগ নানাশাস্ত্রে কুশল জপযজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। কোন সময় গৌড়দেশাধীশ্বর নৃপতিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যপ্রযুক্ত রোগ দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক সম্যক্ চিকিৎসিত হইয়াও রোগসঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতেরা সরযূতীর হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করিয়াছিল।

'বিষ্ণু, সনাতন, সুযজ্ঞ, শঙ্কর, দেবধর, সুশর্ম্মা, বাসুদেব, প্রজাপতি, চতুর্ভুজ, লোকেশ, চক্রপাণি ও মাধব এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ গৌড়দেশাধিপ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা সেই মহাত্মা বিপ্রগণের গ্রহজ্ঞান বিদিত হইয়া নিজ ভবনে গ্রহযজ্ঞ বিধানের নিমিত্ত বরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা গ্রহযজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের গোত্র যথাক্রমে বলিতেছি। বিষ্ণু কাশ্যপগোত্র, সনাতন কৌশিকগোত্র, সুযজ্ঞ বাৎস্যগোত্র, বাসুদেব শাণ্ডিল্যগোত্র, সুশর্ম্মা মৌদ্গল্যগোত্র, দেবধর পরাশরগোত্র, শঙ্কর গৌতমগোত্র, চতুর্ভুজ জামদগ্নি গোত্র, চক্রপাণি গর্গগোত্র ও মাধব আলম্যান গোত্রসম্ভূত। সুশর্ম্মা তন্ত্রধারের কার্য্যে, প্রজাপতি হোতৃ-কার্য্যে, বিষ্ণু ব্রহ্মকর্ম্মে, শঙ্কর সদস্তকর্ম্মে, সূর্য্যের জপকর্ম্মে সুযজ্ঞ, চন্দ্রের জপকর্ম্মে সনাতন, মঙ্গলের জপকর্ম্মে চতুর্ভুজ, বুধের জপকর্ম্মে চক্রপাণি, বৃহস্পতির জপকর্ম্মে দেবধর, শুক্রের জপকর্ম্মে লোকেশ ও রাহুকেতুর জপকর্ম্মে সুধীবর মাধব গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই ভূদেবগণ যথা-বিধি রাজার গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজার আদেশ অনুসারে সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতিঃ-শাস্ত্রপরায়ণ তনয়গণ গ্রহের দান গ্রহণ করায় গ্রহবিপ্র নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই শাস্ত্রপারগ ব্রাহ্মণগণ রাঢ় ও বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। স্থানভেদে তাঁহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে। উপাধ্যায়, পাঠক, আচার্য্য, মিশ্র, বৃহজ্জ্যোষী ও দীক্ষিত এই কয়েকটী তাঁহাদের বংশোপাধি' *। নদীয়া বঙ্গ সমাজের গ্রহবিপ্রগণ উক্ত দ্বাদশজনের সন্তান।

উমেশচন্দ্রের কুলজী হইতে যে বচন উদ্ধৃত হইল, তদনুসারে অবগত হওয়া যায়, গৌড়দেশীয় শশাঙ্ক নৃপতি এক সময় ব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। রোগ হইতে

---

* "বৃহজ্জ্যোষী কাশপটীশ্চ তথাচার্য্যচতুষ্টয়ম্।
ঘটকঃ পাঠকশ্চৈব মিশ্রোপাধ্যায় এব চ ॥
জমদগ্নিরালম্যানো দশাখ্যাতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃহজ্জ্যোষী কাশ্যপঃ স্যাৎ কাশপটীস্তু কৌশিকঃ ॥
ওঝা গৌতম আখ্যাত আচার্য্যো মধুকুল্যায়ো।
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকো বাৎস্যোপাধিকঃ ॥
মিশ্রঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্যাদুপাধ্যায়ঃ পরাশরঃ।
জামদগ্ন্য আলম্যানঃ দশগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

('রাঢ়ীয় শাকদ্বীপিকা।)

* "শ্রীসূর্য্যং প্রণিপত্যাগ্রে তথৈব কুলদেবতাম্।
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপঞ্জী যথাবিধি ॥
সুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে।
সুরসালফলৈঃ পুষ্পৈরাকীর্ণে চ মনোহরে ॥
বসন্তি বিপ্রশার্দ্দূলা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
নানাশাস্ত্রেষু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥
কদাচিন্নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কো গৌড়ভূপতিঃ।
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্ম্মিকঃ ॥
বৈদ্যৈশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙ্ন মুক্তো রোগসঙ্কটাৎ।
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কর্ত্তুমিয়েষ নৃপপুঙ্গবঃ ॥
মন্ত্রিণা প্রেরিতা দূতা আনীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
আহূয় সরযূতীরাৎ নৃপস্যাদেশতস্ততঃ ॥
বিষ্ণুঃ সনাতনশ্চৈব সুযজ্ঞঃ শঙ্করস্তথা।
দেবধরঃ সুশর্ম্মা চ বাসুদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
চতুর্ভুজশ্চ লোকেশশ্চক্রপাণিশ্চ মাধবঃ।
প্রার্থিতা গৌড়ভূপেন চাগতা গৌড়মণ্ডলম্ ॥
গ্রহজ্ঞানং বিদিত্বা তু তেষাং রাজ্ঞা মহাত্মনাম্।
গ্রহযজ্ঞবিধানার্থং বৃতাস্তে নিজমন্দিরে ॥
তেষান্তু দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রাণি চ যথাগমং।
কথ্যন্তে যে বৃতাস্তস্মিন্ নৃপস্য যজ্ঞকর্ম্মণি ॥
বিষ্ণুঃ কাশ্যপগোত্রশ্চ কৌশিকশ্চ সনাতনঃ।
বাৎস্যঃ সুযজ্ঞঃ শাণ্ডিল্যো বাসুদেবস্তথৈব চ ॥
মৌদ্গল্যজঃ সুশর্ম্মা চ দেবধরঃ পরাশরঃ।
শঙ্করো গৌতমঃ খ্যাতো ভরদ্বাজঃ প্রজাপতিঃ ॥
মৌদ্গায়নশ্চ লোকেশো জমদগ্নিশ্চতুর্ভুজঃ।
গর্গস্তু চক্রপাণিঃ স্যাদালম্যানশ্চ মাধবঃ ॥
সুশর্ম্মা তন্ত্রধারত্বে হোতৃত্বে চ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মকর্ম্মণি বিষ্ণুশ্চ সদস্যত্বে চ শঙ্করঃ ॥
জপকর্ম্মণি সূর্য্যস্য সুযজ্ঞঃ শশিনস্তু সঃ।
সনাতনস্তথা ভূমিপুত্রস্য চ চতুর্ভুজঃ ॥
বুধস্য চ চক্রপাণিস্তু গুরোর্দেবধরস্তথা।
শুক্রস্য চৈব লোকেশো বাসুদেবঃ শনেস্তথা ॥
কেতুপন্নগয়োশ্চৈব মাধবঃ সুধিয়াং বরঃ।
বৃতা গৌড়েশ্বরেণৈতে ঋত্বিজো হোমকর্ম্মণি ॥
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহযজ্ঞং দ্বিজাতয়ঃ।
সদারা নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া" ॥

(উমেশচন্দ্র শর্ম্মীকৃত মহাদেবকারিকা)

বিমুক্তিলাভের আশয়ে তিনি সরযূতীর হইতে কয়েকজন দ্বিজ আনয়ন করেন। তাঁহাদের সন্তানগণ গৌড়দেশে বাস করিয়া গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য নামে খ্যাত হন।

রাঢ়ি বা মধ্যরাঢ়-সমাজ ও নদীয়াবঙ্গ-সমাজের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত সমাজের আদি পুরুষগণ মধ্য-দেশ হইতে রাঢ়দেশে আগমন করেন এবং শেষোক্ত সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ গৌড়াধিপ শশাঙ্করাজের সভায় গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্ত আহূত হইয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি, বিনশন বা সরস্বতীর অন্তর্দ্ধান প্রদেশ হইতে পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত *। সরযূতীর এই সীমার বাহিরে। সুতরাং উভয় সমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। উভয়সমাজের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলেও জানা যায় যে, উভয় সমাজ বিভিন্ন শাখাসম্ভূত ও ভিন্ন সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। †
[দৈবজ্ঞ, গ্রহবিপ্র, কোণার্ক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ভোজক, জৈন পুরোহিত।

ভোজকট (পুং) ১ ভোজদেশ। (স্ত্রী) ২ রুক্মিনির্ম্মিত পুর।
"ইত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
রুক্মিভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসত্তদা॥" (বিষ্ণুপু°৫।২৬।১৩)
৩ একটী প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভোজকটীয় (ত্রি) ভোজকটে ভবঃ, ভোজকট-ছ। ভোজ-কটদেশোদ্ভব।

ভোজখেরি, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত সম্পত্তি।

ভোজদুহিতৃ (স্ত্রী) ভোজস্য দুহিতা। ভোজপুত্রী, ভোজকন্যা।

ভোজদেব (পুং) ভোজো দেব ইব। ভোজরাজ।

ভোজদেব, কচ্ছের জনৈক রাজা। ভারমল্লের পুত্র। ইনি ধর্ম্মপ্রদীপ নামে ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

ভোজদেব, ১ কনোজ (মহোদয়)-রাজ রামভদ্র দেবের পুত্র। আদিবরাহ তাহার বিরুদ। ২ মহোদয়াধিপতি মহেন্দ্র-পাল দেবের পুত্র। ৩ অরণালমীরের জনৈক মহারাবল। ৪ পরমাররাজ সিন্ধুরাজের পুত্র। মালব ও গোপগিরির অধিপতি। নিজ ভুজবলে মহারাজাধিরাজ উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক আল্‌বিরুণীর সমকা-লিক ছিলেন। ৫ জনৈক প্রতিহার রাজা নাগভট্টের পুত্র। ৬ শিলালিপিবর্ণিত জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজ।
[ভোজরাজ দেখ।]

ভোজদেশ, প্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত দেশভেদ, এখানে ব্যাঘ্রেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভোজন (ক্লী) ভুজ্-ল্যুট্। (ল্যুট্ চ। পা ৩।৩।১১৫) ভক্ষণ, কঠিন দ্রব্যের গলাধঃকরণ। পর্য্যায়—জগ্ধ, জেমন, লেপ, আহার, নিঘস, জাদ, জমন, বিঘস, অভ্যবহার, প্রত্য-বসান, অশন, খদন, নিগর। (রাজনি°)

এই স্থূলদেহ অন্নের বিকার মাত্র। একমাত্র ভোজন দ্বারাই শরীর পুষ্টি বা ক্ষীণ হইয়া থাকে। কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি বৈদ্যকশাস্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই ভোজনের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—
"শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নৃণাঞ্চতুর্ব্বিধা।
বুভুক্ষা চ পিপাসা চ সুষুপ্সা চ রতস্পৃহা॥
ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্দোঽরুচিঃ শ্রমঃ।
তন্দ্রালোচনদৌর্ব্বল্যং ধাতুদাহো বলক্ষয়ঃ॥"
(ভাবপ্রকাশ)

মানবগণের স্বভাবতঃই প্রত্যহ চারিটী অভিলাষ হইয়া থাকে। যথা—ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ এবং সুরত-স্পৃহা। কিন্তু ঐ অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়া ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর দুর্ব্বলতা, রস ও রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। পানেচ্ছা প্রতিহত করিয়া জলপান না করিলে কণ্ঠশোষ, মুখ-শোষ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধতা, রক্তশোষ এবং হৃদয়দেশে পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে ভুক্ত দ্রব্যের অপাক এবং তন্দ্রাদি নানাদোষ হইয়া থাকে। ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে শরীর ক্ষয় হয়। বাহ্ অগ্নি যেরূপ দাহ্য বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, তদ্রূপ ক্ষুধিত ব্যক্তির ভোজন অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষসমূহকে এবং তদভাবে রসরক্তাদি ধাতুকে পরিপাক করে, এবং ধাতুপরিপাকের পর প্রাণ পর্য্যন্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এইজন্ত ভোজন প্রীতিজনক, সদ্যো বলকারক, শরীররক্ষক, এবং স্মরণশক্তি, পরমায়ু, বীর্য্য, বর্ণ, ওজোধাতু, সত্বগুণ ও শোভাবর্দ্ধক।

"যথোক্তগুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্।
বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কালয়োরুভয়োরপি॥

---

* "হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে যৎপ্রাগ্ বিনশনাদপি।
"প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" (মনুসং ২।২১)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য়াংশে শাকদ্বীপী ভোজক-ব্রাহ্মণ-গণের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

সায়ং প্রাতো মনুষ্যাণামশনং শ্রুতিবোধিতম্।
নান্তরাভোজনং কুর্য্যাদগ্নিহোত্রসমো বিধিঃ ॥
যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্ বলক্ষয়ঃ ॥" (ভাবপ্র০)

মানবগণ যথোক্ত বিধানানুসারে দোষ-কালাদি এবং প্রাতঃ ও সায়ংকাল বিচার করিয়া ভোজন করিবে। সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোমবিধির ন্যায় মনুষ্যগণ প্রাতঃকালে অর্থাৎ এক প্রহর বেলার উর্দ্ধে দুই প্রহর বেলার মধ্যে এবং সায়ংকালে ও এক প্রহর রাত্রির উর্দ্ধে ও দুই প্রহর রাত্রির মধ্যে ভোজন করিবেন। এতদ্ব্যতিরেকে অন্য সময়ে ভোজন করা নিষিদ্ধ। অতএব এক প্রহরের মধ্যে অথবা দুই প্রহর বেলা অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবে না। কেন না, এক প্রহরের মধ্যে ভোজন করিলে রসের উৎপত্তি এবং দুই প্রহর অতিক্রম করিয়া ভোজন করিলে বীর্য্যক্ষয় হইয়া থাকে।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে দিবা ৯টার পর ১২টার মধ্যে এবং রাত্রিকালেও ৯টার পর ১২টার মধ্যে ভোজন প্রশস্ত। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং ত্রিযামন্তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসস্তিষ্ঠেৎ ত্রিযামে তু বলক্ষয়ঃ ॥
প্রাগুক্তদক্ষবচনাৎ তত্রাপি পঞ্চমযামার্দ্ধো মুখ্যকালঃ"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

যামমধ্যে ভোজন করিবে না, এবং ত্রিযাম অতিক্রম করাও বিধেয় নহে। পঞ্চম যামার্দ্ধই ভোজনের মুখ্যকাল। ১২টার পর ১॥টা পর্য্যন্তই পঞ্চম যামার্দ্ধ, অতএব এই সময়ই ভোজন প্রশস্ত। আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়ই প্রথম যামে (৯টার মধ্যে) ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। বৈদ্যকমতে ৯টার পর ১২টার মধ্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে ১২ টার পর ১॥ টার মধ্যে ভোজন বিহিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে দোষ ও মলের পরিপাক হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, সেই সময়ই ভোজনের কাল।

"ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্বেষু রসদোষমলেষু চ।
কালে বা যদি বাকালে সোঽন্নকাল উদাহৃতঃ ॥" (ভাবপ্র০)

ধূম ও অম্লাদি রহিত উদগার, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াতে অধ্যবসায়, উপযুক্তরূপে মলমূত্রাদির বেগ ও উৎসর্জ্জন, শরীরের লঘুতা এবং ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক এই সকল লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্‌রূপে জীর্ণ হইয়াছে। মানবগণ প্রত্যহই ভোজন এবং মলমূত্রত্যাগ করিবে, কারণ এই উভয় কার্য্য দ্বারাই শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই উভয় ক্রিয়াই নির্জ্জনস্থানে করা আবশ্যক। কারণ প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া ভোজন ও মলমূত্রোৎসর্গ করিলে শ্রীহানি হইয়া থাকে।*

ভোজনকালে শুভাশুভ দৃষ্টি।—আহারের সময় পিতা, মাতা, সুহৃদ্‌জন, চিকিৎসক, পাচক, হংস, ময়ূর, সারস ও চকোর পক্ষীর দৃষ্টি শুভজনক। দরিদ্র, হীনলোক, ক্ষুধিত, পাপী, পাষণ্ড, রোগী, কুক্কুর ও কুক্কুটাদির দৃষ্টি অশুভজনক।

সুবর্ণ পাত্রে ভোজন ত্রিদোষনাশক, দর্শনশক্তিবর্দ্ধক এবং হিতজনক। রৌপ্যপাত্র চক্ষুর হিতজনক, পিত্ত, কফ ও বায়ুনাশক। কাংস্যপাত্র বুদ্ধিজনক, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ত-প্রসাদক। পিত্তলপাত্র—বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, উষ্ণ, কৃমি ও কফ-নাশক। লৌহ ও কাচপাত্র—সিদ্ধিদায়ক, রক্ষাকারক এবং কামলানাশক। প্রস্তর ও মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে ভোজন শ্রীহানিজনক, কাষ্ঠময় পাত্রে ভোজন রুচিকারক এবং কফনাশক। পত্রময় পাত্র রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং বিষ ও পাপনাশক। স্ফটিক ও বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত পাত্র পবিত্র এবং শীতল।

"তাম্রপাত্রে ন ভুঞ্জীত ভিন্নকাংস্যে মলাবিলে।
পলাশে পদ্মপত্রেষু গৃহী ভুক্ত্বৈন্দবং চরেৎ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তাম্রপাত্র ও ভগ্ন কাংস্যপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। কাংস্যপাত্র সম্বন্ধে বিশেষ এই একের পাত্রে অপরের ভোজন করিতে নাই।

"অর্কপাত্রে তথা পৃষ্ঠে আয়সে তাম্রভাজনে।
করে কর্পটকে চৈব ভুক্‌ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥"
'পৃষ্ঠে কদলীপাত্রাদিপৃষ্ঠে' (আহ্নিকতত্ত্ব)

গৃহীর পলাশপত্র ও পদ্মপত্রেও ভোজন নিষিদ্ধ। গৃহী যদি অর্কপত্র, তাম্রপাত্র, লৌহপাত্র এবং কদলীপাত্রের পশ্চাদ্ভাগে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ।
ভস্মনাদ্ভির্মৃদা চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুবর্ণ, রজত, প্রস্তর, শুক্তি ও স্ফটিক পাত্রই ভোজনে প্রশস্ত। এই সকল পাত্র অপবিত্র হইলে ভস্ম জল অথবা মৃত্তিকা দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে পবিত্র হয়।

গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত ও সম স্থানে ও লঘু আসনে উপবেশন করিয়া ভোজনপাত্রের নিম্নে মণ্ডল করিয়া ভোজন করিতে হয়। এই মণ্ডল ব্রাহ্মণ চতুরস্র, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ,

* "আহারং বিজনে কুর্য্যাৎ নির্হারমপি সর্ব্বদা।
উভাভ্যাং লক্ষ্মীপেতঃ স্যাৎ প্রকাশে হীয়তে শ্রিয়া।
আহারনির্হারবিহারযোগাঃ সদৈব সদ্ভির্বিজনে বিধেয়াঃ।" (ভাবপ্র০)

বৈশ্য বর্ত্তুল এবং শূদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে করিবে। যদি কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের অন্ন যক্ষ-রাক্ষসাদি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে। *

"আসনে পাদমারোপ্য যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণ কচিৎ।
মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষণৈঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজনকালে পা মাটিতে রাখিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে হয়। আসনে পা রাখিয়া মুখে ভোজন করিতে থাকিলে তাহা গোমাংস ভক্ষণ তুল্য হয়।

পাদদ্বয় আর্দ্র এবং ভূমিতে রাখিয়া ব্রাহ্মণের পূর্ব্বমুখে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

"আর্দ্রপাদস্তু ভুঞ্জীত প্রাঙ্মুখশ্চাসনে শুচৌঃ।
পাদাভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বা পাদেনৈকেন বা পুনঃ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

যাহা কিছু ভোজন করা যায়, তাহা ইষ্টদেবকে নিবেদন করিয়া ভোজন করা বিধেয়।

পাদপ্রসারণ করিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ। ভোজন করিবার সময় প্রথমে অন্ন দর্শন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করা বিধেয়।

"অন্নং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়েত্ততঃ।
অস্মাকং নিত্যমস্ত্বেতদিতি ভক্ত্যাথ বন্দয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজনের সময় প্রথমে আপোশন করিয়া পরে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই বহিস্থ পঞ্চবায়ুকে ভূমিতে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া পরে পঞ্চপ্রাণকে অন্ন দিয়া ভোজন করিতে হয়।

"নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
বহিস্থা বায়বঃ পঞ্চ তেষাংভূমৌ প্রদীয়তে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মৌন হইয়া ভোজন করা বিধেয়। পূর্ব্বমুখে ভোজন করিলে আয়ুঃ, দক্ষিণমুখে ভোজন করিলে যশঃ ও প্রত্যঙ্মুখে ভোজন করিলে শ্রীবৃদ্ধি হয়। উত্তরমুখে ভোজন করিতে নাই। দক্ষিণমুখে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, কেবল পিতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখে ভোজন করিতে নাই, মাতৃসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়ই জীবিত থাকিতে দক্ষিণমুখে ভোজন নিষিদ্ধ। *

ভোজনের পূর্ব্বে হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মুখ এই পাঁচস্থান উত্তমরূপে ধুইয়া ভোজন করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চার্দ্র কহে।

"পঞ্চার্দ্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাঙ্মুখো মৌনমাস্থিতঃ।
হস্তৌ পাদৌ তথৈবাস্যমেষু পঞ্চার্দ্রতা মতা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রত্যহ ভোজনের প্রাক্‌কালে লবণাদ্রক ভোজন করিবে। ইহা হিতজনক, অগ্নির উদ্দীপক, রুচিজনক এবং জিহ্বা ও কণ্ঠশোধক। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, লবণ পিত্তজনক এবং আদ্রকও কটুরসপ্রযুক্ত পিত্তজনক, ক্ষুধিত ব্যক্তির স্বভাবতঃই পিত্ত বর্দ্ধিত থাকে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় লবণ ও আদ্রক ভোজনের ব্যবস্থা কিরূপ সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে এইরূপ মীমাংসা লিখিত আছে যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত লবণ স্থানে সৈন্ধব এবং চন্দনস্থলে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈন্ধব ত্রিদোষনাশক, সুতরাং পিত্তবর্দ্ধক নহে। দ্রব্যগুণে লিখিত আছে, সৈন্ধব লবণ মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, সূক্ষ্ম, চক্ষুর হিতকর, এবং ত্রিদোষনাশক। আদ্রক কটুরস হইলেও পিত্তবর্দ্ধক নহে ও বিপাকে মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোজনের পূর্ব্বে সৈন্ধব ও আদ্রক ভোজন করিবে। ইহা বিশেষ উপকারক।

ভোজনের পূর্ব্বে দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্য ব্রহ্মাদিকে স্মরণ করিবে অর্থাৎ ভোজনকালে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, ভক্ষ্যদ্রব্য ব্রহ্মা, ভক্ষ্যদ্রব্যগত মধুরাদি ৬টী রস বিষ্ণু এবং মহাদেব ভোক্তা, এইরূপ স্মরণ করিয়া ভোজন করিলে দৃষ্টিদোষ ঘটে না এবং অঞ্জনাতনয় ব্রহ্মচারী হনুমান্‌কে স্মরণ করিলেও দৃষ্টিদোষ হয় না।

"অন্নং ব্রহ্মা রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভুঞ্জানং দৃষ্টিদোষো ন বাধতে॥
অঞ্জনাগর্ভসম্ভূতং কুমারং ব্রহ্মচারিণম্।
দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুমন্তং স্মরাম্যহম্॥" (ভাবপ্রকাশ)

ভোজনকালে প্রথমতঃ মধুররস, তৎপরে অম্ল ও লবণরসবিশিষ্ট দ্রব্য, তদনন্তর কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত দ্রব্য

---

* "উপলিপ্তে সমে স্থানে শুচৌ লঘ্বাসনান্বিতে।
চতুরস্রং ত্রিকোণঞ্চ বর্ত্তুলকার্দ্ধচন্দ্রকম্॥
কর্ত্তব্যমানুপূর্ব্বেণ ব্রাহ্মণাদিষু মণ্ডলম্॥
অকৃত্বা মণ্ডলং যে তু ভুঞ্জতেঽধমযোনয়ঃ।
তেষাস্তু যক্ষরক্ষাংসি হরন্ত্যন্নাদি তজ্জলাৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

* "যাবদেবান্নমশ্নীয়াদন্নমাত্তদ্ গুণাগুণান্।
অতো মৌনেন যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে কেবলামৃতম্॥
আয়ুষ্যং প্রাঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে যশস্তঃ দক্ষিণামুখঃ।
শ্রিয়ঃ প্রত্যঙ্মুখো ভুঙ্‌ক্তে ঋতং ভুঙ্‌ক্তেহ্যদঙ্মুখঃ॥
নোদঙ্মুখাহশ্নীয়াৎ, জীবন্মাতৃকস্তু দক্ষিণামুখনিষেধমাহ
কুর্ব্বাণঃ গয়াশ্রাদ্ধং তিলতর্পণমেব চ।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাদ্দক্ষিণামুখভোজনম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজন করিবে। প্রথমে দাড়িমাদি ফল ভোজন বিধেয়, কিন্তু কদলী ও কর্কটফল কখনই ভোজন করিবে না। পদ্মের নাল, বিস, কন্দ এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজনের পূর্ব্বেই আহার করিবে, ভোজনের পরে ঐ সকল কখন আহার করিবে না।

গুরুদ্রব্য, পিষ্টময় দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি), তণ্ডুল ও চিপিটক এই সকল ভুক্তব্যক্তি কখন ভোজন করিবে না। যদি বিশেষ আবশুক হয়, তাহা হইলে অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করিতে পারে।

ভোজনের প্রথমে ঘৃত ও কঠিন দ্রব্য ভোজন করিবে, তৎপরে কোমল দ্রব্য ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় দ্রবদ্রব্য অর্থাৎ দধি দুগ্ধাদি পান করিবে। এই নিয়মে ভোজন করিলে বল ও স্বাস্থ্য স্থিরভাবে থাকে। ভোজ্য-বস্তুর মধ্যে যাহা যাহা যথাক্রমে স্বাদু, তাহাই উত্তরোত্তর ভোজন করিতে হয়। এক বস্তু ভোজনের পর অন্য যে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাষ হয়, তাহাকেই স্বাদু বলিয়া জানিতে হইবে।

স্বাদু অন্ন—মনের প্রফুল্লতাজনক, বলকর, পুষ্টিকারক, উৎসাহ ও পরমায়ুবর্দ্ধক। অস্বাদু অন্ন ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক। অতি শীতল ও অতি শুষ্ক অন্ন দুষ্পাচ্য। অত্যন্ত ক্লিন্ন অন্ন গ্লানিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণশীতাদি দোষযুক্ত না হয়, এইরূপ অন্ন ভোজন বিধেয়।

অতিশয় দ্রুতভাবে আহার করিলে আহারীয় দ্রব্যের গুণ ও দোষ জানিতে পারা যায় না এবং বিলম্ব করিয়া আহার করিলে আহারীয় দ্রব্য শীতল ও হীনাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অতিশয় দ্রুত অথবা অতিশয় বিলম্ব করিয়া ভোজন করা বিধেয় নহে।

ভোজনে গুরুদ্রব্য তিন প্রকার—মাত্রাগুরু, স্বভাবতঃ গুরু, এবং সংস্কার জন্য গুরু। মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি এই তিন প্রকার গুরুদ্রব্যই পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের মধ্যে মাত্রা-গুরু মুদ্গাদি, অর্থাৎ ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণের বাহুল্যেই ইহাদের গুরুত্ব। মাষকলায়াদি স্বভাবতঃ গুরু, এবং নানাবিধ সামগ্রী সহযোগে পাকবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত হয় বলিয়া তাহা বিশেষ গুরু।

আহারীয় দ্রব্য ৬ প্রকার—চূষ্য, পেয়, লেহ্য, ভোজ্য, ভক্ষ্য এবং চর্ব্ব্য। ইহারা যথোত্তর ক্রমে গুরু। চূষ্য—ইক্ষু ও দাড়িম্ব প্রভৃতি। পেয়—পানক ও চিনিমিশ্রিত জল প্রভৃতি। লেহ্য—রসালা ও কথিত প্রভৃতি। ভোজ্য—ভক্ত ও সূপাদি। ভক্ষ্য—লাড়ু ও খণ্ডকাদি। চর্ব্ব্য—চিপিটক প্রভৃতি। গুরু ও লঘু দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ হয়, সেই পরিমাণে ভোজন করিবে। মাষকলায় ও পিষ্টক প্রভৃতি অর্দ্ধমাত্রায় এবং মুদ্গাদি স্বভাবতঃ লঘুতাপ্রযুক্ত পূর্ণমাত্রায় ভোজন করিবে। পেয়াদি তরল দ্রব্য এবং তক্র প্রভৃতি বহু তরল দ্রব্য মিশ্রিত ভক্তাদি অধিকমাত্রায় প্রয়োজিত হইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না। যে হেতু পেয় সর্ব্বপ্রকার লঘুগুণান্বিত।

পেয় ও লেহ্য প্রভৃতি যথোত্তরক্রমে গুরু। সুতরাং পেয় সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। অধিক তরল দ্রব্য মিশ্রিত। শুষ্ক অর্থাৎ স্রোতোরোধক পদার্থ হইলেও উত্তমরূপে পরিপাক হয়। কিন্তু তরল পদার্থ মিশ্রিত ভিন্ন কেবল শুষ্ক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহা সুচারুরূপে পরিপাক হয় না। কেন না আর্দ্রতার অভাবে পিণ্ডীকৃত অর্থাৎ অষ্ঠীলা সদৃশ পিণ্ডাকারে পরিণত হইয়া বিদগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গুরুদ্রব্য—চিড়া প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য—ক্ষীর মৎস্যাদি এবং বিষ্টম্ভী দ্রব্য—ছোলা প্রভৃতি, ইহারা জঠরাগ্নিকে মন্দী-ভূত করে।

যথাকালে অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা অস-ময়ে অধিক কিম্বা অল্প আহার করিলে, সেই আহারকে বিষমাশন কহে। অধিক অন্ন ভোজন করিলে আলস্য, সামর্থ্য সত্ত্বেও অনুৎসাহ, শরীরের গুরুত্ব, উদরের স্তব্ধীভাব ও গুড়-গুড় শব্দ হইয়া থাকে। অল্প অল্প অর্থাৎ উপযুক্ত মাত্রা হইতে ন্যূনেতর অন্ন ভোজন দ্বারা শরীরের কৃশতা এবং বল হ্রাস পায়। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা উপস্থিত না হইলে ভোজন করিলে সামর্থ্য-বিহীন হয় এবং শিরোবেদনা, বিসূ-চিকা প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে জঠরাগ্নি বায়ু কর্ত্তৃক উপহত হইয়া ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক করে, এবং পুনর্ব্বার ভোজন করিতে অভিলাষ হয় না।

ভোজনকালে উদরগহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পূরণ করিবে। অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু গমনাগমনের জন্য অপূর্ণ রাখিবে, এইরূপ ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

আহারীয় দ্রব্যগত রস দ্বারা প্রথমতঃ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, কিন্তু পরে আর তদ্রূপ আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ কারণ মধ্যে মধ্যে জলপান করিয়া জিহ্বা শোধন করিবে। অত্যন্ত জলপান দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না এবং একে-বারে জলপান না করিলেও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হওয়ায়

প্রতিবন্ধকতা জন্মে। অতএব ভোজনের সময় জঠরাগ্নি উদ্দীপিত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান করা কর্ত্তব্য। ভোজনের প্রথমে জলপান করিলে শরীরের কৃশতা এবং অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয়। ভোজনের মধ্যে জলপান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনান্তে জলপান করিলে শরীরের স্থূলতা এবং কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং ভোজনের মধ্যে জলপান বিশেষ আবশ্যক। বাগ্‌ভটেও লিখিত আছে যে, ভোজনের মধ্যে জলপান করিলে শরীর স্থূল অথবা কৃশ না হইয়া সমভাবে থাকে।

পিপাসিত ব্যক্তির ভোজন এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই নিষিদ্ধ। যে হেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন করিলে গুল্ম রোগ এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিলে জলোদর হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিরাও আহারান্তে দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ ভোজনের কাল তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগ বায়ুর, দ্বিতীয় ভাগ পিত্তের, ও তৃতীয় ভাগ কফের প্রকোপ কাল। এইজন্ত ভোজন করিবার সময় তন্মনা হইয়া প্রথমতঃ মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, ভোজনের মধ্যে অম্ল ও লবণসংযুক্ত দ্রব্য এবং শেষে কটু তিক্তাদি ভোজন করিবার বিধি আছে। ভোজনের প্রথমাবস্থায় মধুররস ভোজন করিলে ভুক্ত ব্যক্তির বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভোজনের মধ্যাবস্থায় লবণরসযুক্ত ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে অগ্ন্যাশয় গত পাচকাগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং ভোজনান্তে কটু, তিক্ত এবং কষায়রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কফ নষ্ট হইয়া থাকে। এখন সংশয় এই যে, ভোজনান্ত সময় কফের প্রকোপ কাল, অতএব কফের প্রকোপকালে কফবর্দ্ধক দুগ্ধ কিরূপে ভোজন সঙ্গত হইতে পারে? ইহার মীমাংসা এইরূপ,—মানবগণ যে সমস্ত বিদাহী অন্ন-পানীয় দ্রব্য ভোজন করে, ভোজনান্তে দুগ্ধ পান করিলে ঐ সকল দ্রব্যের দোষ প্রশমিত হয় এবং ব্রহ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, আহারান্তে দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য, কিন্তু আহারান্তে কখন দধিপান করিবে না। লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণাদি যে সকল বিদাহী দ্রব্য খাওয়া যায়, আহারান্তে দুগ্ধ পান করিলে ঐ সকল দোষ অপহৃত হয়, এ কারণ দুগ্ধান্ত-ভোজনই শাস্ত্রসঙ্গত। অতএব বুঝিতে হইবে যে, আহারের পর দুগ্ধভোজনজনিত বর্দ্ধিত কফ লবণ, অম্ল, কটু প্রভৃতি ভোজন-জনিত বর্দ্ধিত পিত্তকে বিনষ্ট করে; অতএব পিত্ত বিনষ্ট হইলে কফ-বৃদ্ধিকারিণ শক্তির হ্রাস হয়। সুতরাং কফ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এ কারণ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ব্যাধি উৎপাদনেও অক্ষম হইয়া পড়ে, সুতরাং ভোজনান্তে দুগ্ধ ভোজন অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পূর্ণ হইলে খড়িকা গ্রহণপূর্ব্বক আচমনে প্রবৃত্ত হইয়া দন্তান্তর্গত অন্নাদির কণা বাহির করিয়া আচমন করিবেন। দন্তসংলগ্ন পদার্থ দূরীকৃত না হইলে মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। অতএব অল্পে অল্পে দন্তসংলগ্ন দ্রব্য বাহির করিবেন। যদি কোন পদার্থ অতিশয় দৃঢ়রূপে দন্তে লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দন্তস্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না। আচমন শেষ হইলে জল দ্বারা নেত্রদ্বয় ধুইয়া ফেলিবেন। ইহাতে দৃষ্টিগত তিমির বিনষ্ট হয়।

তৎপরে প্রত্যহ ভুক্তান্ন সুখপাক হওয়ার জন্ত এইরূপে অগস্ত্যাদি মহাত্মগণের নাম স্মরণ করিবে। যথা—বিষ্ণু আত্মা, বিষ্ণু অন্ন ও বিষ্ণু পরিপাক এই সত্যে আমার এই ভুক্ত অন্ন পরিপাক হউক। অগস্তি, অগ্নি ও বড়বানল ইহারা আমার ভুক্তান্ন নিঃশেষে পরিপাক করুন এবং পরিপাকজনিত সুখে সুখী করিয়া আমার শরীর সর্ব্বদা নীরোগ ভাবে রাখুন।

অঙ্গারক, অগস্ত্য, বৈশ্বানর, সূর্য্য এবং অশ্বিনীকুমার প্রত্যহ ভোজনান্তে এই পঞ্চজনকে স্মরণ করিবে। কারণ ইহাদিগের স্মরণে ভুক্ত সামগ্রী শীঘ্র পরিপাক হয় এবং ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইতে হইবে।* ভুক্ত মাত্রই নিদ্রা সেবন কর্ত্তব্য নহে। কারণ ভোজন করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলে তাহার জঠরাগ্নির মান্দ্যতা উপস্থিত হইয়া কফ কুপিত হয়। ভোজনের পর তাম্বুল-সেবনও বিশেষ উপকারক। (ভাবপ্রকাশ)

স্মৃতিতে লিখিত আছে, ভোজনের পর উপবেশন করিয়া বাম হস্ত দ্বারা উদর মার্জ্জন করিতে হইবে। মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশো নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্॥

* "ভুক্ত্বা চ সংস্মরেন্নিত্যমগস্ত্যাদীন্ সুখাবহান্।
বিষ্ণুরাত্মা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা॥
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা।
অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্নং জরয়ন্ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥
অঙ্গারকমগস্তিঞ্চ পাবকং সূর্য্যমশ্বিনৌ।
পঞ্চৈতান্ সংস্মরেন্নিত্যং ভুক্তং তস্যাশু জীর্য্যতি॥
ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জ্যা তথোদরম্।
অনায়াসপ্রদায়ীনি কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ০)

অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্ন্যনিলস্ত চ।
ভবত্বেতৎ পরিণতো মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।
অন্নং তুষ্টিকরঞ্চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্ ॥
অগস্তিরগ্নির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছত্বরোগং মম চাস্তু দেহে ॥
বিষ্ণুঃ সমস্তেন্দ্রিয়দেহদেহিপ্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥
বিষ্ণুরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা।
সত্যেন তেন মদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পাদশত গমন করিবে, তৎপরে বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎকাল শয়ন করা আবশ্যক। তৎপরে তাম্বূলসেবন কর্ত্তব্য।

ভোজনের দোষে অগ্নিমান্দ্য হইয়া নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রে ভোজনের ত্রিবিধ দোষ অভিহিত হইয়াছে, যথা—দৃষ্টদ্বারক, অদৃষ্ট-দ্বারক এবং দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। মৎস্যভোজনের পর দুগ্ধভোজন ইহা দৃষ্টদ্বারক; স্মৃতিতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা অদৃষ্টদ্বারক এবং স্মৃতি ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় মতে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। এই ত্রিবিধ নিষিদ্ধ দ্রব্য কখনই ভোজন করিবে না। এই ত্রিবিধ ভোজনদোষেই নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। এইজন্য ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। (আহ্নিকতত্ত্ব)

সুশ্রুত ভোজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—মধুররস অগ্রে, অম্ল ও লবণরস মধ্যে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করা বিধেয়। প্রথমে দাড়িম ফল, তৎপরে পানীয়, পশ্চাৎ ভক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিবে। কেহ কেহ ইহার বিপরীত বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে, মধ্যে বা শেষেই হউক, ফলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দোষনাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল, বিষ, শালূ, কন্দ, ইক্ষু প্রভৃতি আহারের পূর্ব্বে ভোজন করিবে। আহারাবসানে এ সকল কখনই ভোজন করিবে না।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনাপূর্ব্বক আপন প্রকৃতির অনুগত স্নিগ্ধ, দ্রব,প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সত্বর ভোজন করিবে। এই প্রকার অন্ন যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, এবং ভুক্তব্যক্তির পীড়াকর হয় না। লঘু দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়। সত্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। দোষশূন্য প্রধান দ্রব্য সকল সুখে জীর্ণ হয় এবং মাত্রানুসারে সেবিত অন্ন ধাতুর সমতা বিধান করিয়া থাকে। যে সকল ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে ঋতুদোষ খণ্ডনের উপযোগী ভোজনদ্রব্য সকল প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে দিবা অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে তৎকালবিহিত দ্রব্য সকল অপরাহ্ণে ভোজন করা বিধেয়। যে সকল ঋতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেইকালে অহোরাত্র সমান বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার পূর্ব্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গত হইলে কখনই ভোজন করিবে না; যথা সময়েই ভোজন করিবে। অন্ন অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। পরিমিতরূপে ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে শরীর লঘু হয় না, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জন্মে। এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। অতীতকালে জঠরাগ্নি বায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন্ন অতি কষ্টে পরিপাক হয় ও দ্বিতীয় বার ভোজনের ইচ্ছা থাকে না। অল্পমাত্রায় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে ও বলক্ষয় হয়। অধিকমাত্রায় ভোজন করিলে আলস্য জন্মে, শরীরভার, আটোপ অর্থাৎ বায়ুজন্য উদরাধ্মান এবং শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রিকালের সময় ও দোষাদি বিভাগ করিয়া দোষবর্জ্জিত গুণসম্পন্ন সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাই বিধেয়।

নিঃসার, দোষযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ বা লোষ্ট্রবিশিষ্ট, দ্বিষ্ট (যে দ্রব্য ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয় না), পর্য্যুষিত, স্বাদুরসবিহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত অন্ন ভোজন করিবে না। অধিক সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদগ্ধ অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। অন্ন শীতল হইলে পুনরায় সেই অন্ন গরম করিয়া ভোজন বিশেষ অনিষ্টজনক। ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জলপান বিধেয়।

ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্য্যন্ত রাজবৎ আসীন হইবে। তৎপরে শতপদ গমন করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি অভীপ্সিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সেবন করিবেন, অপ্রিয় শব্দস্পর্শাদি সেবনে বা অশুচি অন্নগ্রহণে, অথবা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্যকরণে বমি হয়; এইজন্য উহা পরিত্যাগ করিবে। দ্রবপ্রধান অন্ন অর্থাৎ দ্রবদ্রব্য অধিক এবং অল্পভাগ অন্ন, ইহা ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজনের পরই অগ্নি বা আতপসেবন, সন্তরণ বা যান বাহন দ্বারা গমন করিবে না। একেবারে একটীমাত্র রস অথবা একত্র সমস্ত রস ভোজন করিতে নাই। একবার ভোজন করিয়া অগ্নির

দীপ্ত না হইলে পুনর্ব্বার অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে অর্থাৎ অম্লরস হইয়া গলা জ্বলিলে অগ্নিমান্দ্য হয়। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে না। পিষ্টান্ন ভোজন করিবে না, অথবা অল্পমাত্রায় ভোজন করিয়া দ্বিগুণ জলপান করিবে, ইহাতে অনায়াসে জীর্ণ হইবে।

গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করা হিতকর ও লঘু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করা যাইতে পারে। সাতিশয় তরল দ্রবদ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক হয় না।

পিণ্ডীকৃত বা অসম্যক্‌রূপে ক্লিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। অথবা পরিপাককালে অন্নবাহিপথে (যে পথ দ্বারা জঠর মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে অথবা অন্য কোন বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে অন্নবিদগ্ধ হয়। শুষ্ক, বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ অন্ন দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপক্ক, বিদগ্ধ ও বিষ্টব্ধ অন্ন; বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্মে। অতিশয় জল পান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মল-মূত্রের বেগধারণ করিলে, সময়ে নিদ্রা না যাইলে, লঘু ও স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথাকালে ভোজন করিলেও পরিপাক হয় না।

হিতাহিত বিবেচনা করিয়া যে ভোজন করা যায়, তাহাকে সমশন কহে। অধিক হউক বা অল্প হউক, অকালে আহার করিলেই বিষমাশন ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতেই ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। সমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন এই তিনটী অহিতাচার দ্বারা জীবন ক্ষয় হয়, অথবা নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জল দ্বারা পরিপাক হয়। শীতলতা দ্বারা পিত্তনাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্লিন্ন হইয়া অধোভাগে গমন করে। ভোজনমাত্রে হৃদয়, কণ্ঠ ও গলদেশ জ্বলিতে থাকিলে দ্রাক্ষা ও হরিতকী, অথবা মধু ও হরিতকী লেহনে বিশেষ উপকার হয়। (সুশ্রুত)

ভোজন জন্য অজীর্ণ হইলে অজীর্ণ রোগাধিকারোক্ত নিয়মানুসারে ঔষধ সেবন বিধেয়। [অজীর্ণ দেখ] শাস্ত্রে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাবাঁধি আছে, কারণ একমাত্র ভোজন দ্বারাই মানবের প্রকৃতি পর্য্যন্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে ভোজনের বিষয় লিখিত আছে,—

"স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
প্রশস্তরত্নপাণিস্তু ভুঞ্জীত প্রযতো গৃহী॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।১১।৭৪)

গৃহস্থ স্নানের পর যথাবিধানে দেবর্ষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া হস্তে রত্নাঙ্গুরীয়ক ধারণপূর্ব্বক ভোজন করিবে। প্রথমে অতিথি, ব্রাহ্মণ, গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভোজনের সময় আর্দ্র-পাণি ও আর্দ্রপাদ হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে ভোজন করিবে। ভোজনকালে একবস্ত্র ধারণ ও বিদিঙ্মুখ বা অন্যমনা হওয়া উচিত নহে। অন্ন প্রোক্ষণোদক দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। কুৎসিৎ ব্যক্তির আনীত অন্ন, যাহা কদর্য্য বা অসংস্কৃত, তাহা ভোজন করা নিষিদ্ধ। অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া বিশস্ত ও বিশুদ্ধপাত্রে আহার করিবে। কাষ্ঠময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য স্থানে, অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। বদরিকা-বিকার এবং গুড়-পক্ক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভোজন করিবে না। বিবেকী ব্যক্তি মধু, অম্ল, দধি, ঘৃত ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ-রূপে ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে কটু তিক্তাদি মধ্যে লবণ ও অম্ল, শেষে মধুর রস আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে দ্রবদ্রব্য ও মধ্যে কঠিন আহার করিয়া শেষে আবার দ্রবদ্রব্য আহার করে, তাহার বল ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার নিয়মে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর তৃপ্তির জন্য আহার-সময় বাগ্‌যত থাকিতে হয়। ভোজ্য অন্নের নিন্দা করা বিধেয় নহে। ভোজনারম্ভ সময়ে মহামৌনী ও হুঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। ভোজনান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে যথাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় আচমন করিবে।

ভোজনের পর আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, বায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্ত্তৃক দত্তাবকাশ মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন্। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতুসকল পরিপুষ্ট হইয়া আমার সুখ বর্দ্ধিত হউক। এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের পুষ্টিকর হইয়া আমার স্বাস্থ্যলাভ হইবে।

গৃহস্থ প্রতিদিন স্বেচ্ছানুসারে অন্ন লইয়া পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিয়া, এইরূপ চিন্তা করিবেন,—দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, দৈত্য, প্রেত, পিশাচ ও তরুগণ ও অন্যান্য যে সকল জীব মদ্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করেন; তাহারা এবং পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বুভুক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্য এই অন্ন

প্রদান করিতেছি ; ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন। যাঁহাদের মাতা, পিতা বা বন্ধু নাই ও অন্ন প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই এবং অন্নও নাই, আমি তাঁহাদের তৃপ্তির জন্ম পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিতেছি, তাঁহারা এই অন্নে তৃপ্তি ও হর্ষলাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, সকলই বিষ্ণুস্বরূপ ; কারণ বিষ্ণুব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। আমি সমুদায় জীবস্বরূপ, সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দ্দশ প্রকার প্রাণীর অন্তর্গত সকল প্রাণীকে তৃপ্তির জন্ম অন্ন প্রদান করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই সন্তোষ লাভ করুন। গৃহস্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত পৃথিবীতে অন্ন দিবেন। কারণ গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। অনন্তর কুকুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং পতিত ও যে সকল অপাত্র মনুষ্য আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্যও ভূমিতে অন্ন দেওয়া আবশ্যক।*

এই সকল কার্য্যের পর গৃহস্থ ভোজন করিবেন। (বিষ্ণুপু° ৩।১১ অ°) প্রায় সকল পুরাণেই অন্ন বিস্তর ভোজনের বিধি, নিষেধ ও ব্যবস্থা সকল দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভোজনে নিষেধ—

"তাম্রপাত্রে পয়ঃ পানমুচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনম্।
দুগ্ধে চ লবণং দদ্যাৎ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্॥
যঃ শূদ্রেণ সমাহূতো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ।
সুরাপশ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥
স্নানং রজকতীর্থেষু ভোজনং গণিকালয়ে।
শয়নং পূর্ব্বপাদে চ ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে॥" (কর্ম্মলোচন)

তাম্রপাত্রে দুগ্ধপান, উচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজন এবং দুগ্ধে লবণ ভোজন করিলে গোমাংসভক্ষণতুল্য পাতক হয়। যে ব্রাহ্মণ শূদ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ভোজন করেন, সে সুরাপানকারীর ন্যায় সকল ধর্ম্মে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে, রজকতীর্থে স্নান, গণিকালয়ে ভোজন এবং পূর্ব্বপাদে শয়ন করে, তাহার প্রতিদিনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। [অন্নপ্রাশন শব্দ দেখ।]

ভোজন আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

সাত্ত্বিক ভোজন।—আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, উৎসাহ, সুখ ও প্রীতি যে আহারে বর্দ্ধিত হয় এবং রস ও স্নেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর ভোজনই সাত্ত্বিক ভোজন।

রাজসিক ভোজন।—অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ্ণ ও অতিশয় বিদাহী এবং রোগ ও শোকপ্রদ যে ভোজন, তাহাই রাজসিক।

তামসিক ভোজন।—যাহা প্রস্তুত হইবার পর এক প্রহর কাল গত হইয়াছে, গতরস, পূতিগন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র ভোজনই তামস ভোজন। এই তিন প্রকার ভোজন যথাক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোকের প্রিয়।*

সাত্ত্বিক-প্রকৃতির লোকও তামস ভোজন করিতে করিতে ক্রমে তামসিক-প্রকৃতি হইয়া পড়ে, এইজন্য যাঁহারা ইহ ও পরলোকে কল্যাণকামনা করেন, তাঁহারা ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।"

আলস্য ও অন্নদোষেই অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এই জন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভোজনকাল (পুং) ভোজনস্য কালঃ। ভোজন-সময়।

ভোজনগর (ক্লী) ভোজস্য নগরং। ভোজদেশস্থিত নগর, ধারাপুর, ভোজপুরাদিরও এই অর্থ।

ভোজনত্যাগ (পুং) ভোজনস্য ত্যাগঃ ৬তৎ। ভোজনপরিত্যাগ, ভোজন ছাড়িয়া উঠা। এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সেই পঙ্‌ক্তিস্থ অপর যে সকল লোক ভোজন করিতেছিল, তাহাদের ভোজন ত্যাগ করাই বিধেয়। (স্মৃতি)

ভোজনপাত্র (ক্লী) ভোজনস্য পাত্রং। ভক্ষ্যদ্রব্যাধার, যে পাত্রে ভোজন করিতে হয়। [ভোজন দেখ]

---

* "দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায় ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥"
(বিষ্ণুপু° ৩।১১।৪৯—৫২)

* "আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭ অ°)

ভোজনভাণ্ড (ক্লী) ভোজনস্য ভাণ্ডং। ভোজনের ভাণ্ড, ভোজনপাত্র।

ভোজনরেন্দ্র (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (রাজতর° ৭।২৫৯) ২ ভোজরাজা।

ভোজনবৃত্তি (স্ত্রী) ১ ভোজন-ব্যবসা। ২ খাদ্য।

ভোজনবেলা (স্ত্রী) ভোজনস্য বেলা। ভোজনের বেলা, ভোজনকাল।

ভোজনব্যগ্র (পুং) ভোজনে ব্যগ্রঃ। ভোজনবিষয়ে ব্যগ্র, খাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত।

ভোজনাধিকার (পুং) ভোজনে অধিকারঃ। ভোজন-বিষয়ে অধিকার।

ভোজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণটীকারচয়িতা।

ভোজনীয় (ত্রি) ভুজ্-অনীয়র্। ভোজনযোগ্য।

ভোজনৃপতি (পুং) ভোজদেব। [ভোজরাজ দেখ।]

ভোজপতি (পুং) ভোজানাং ভোজবংশীয়ানাং পতিঃ। ১কংস-রাজ। (ভাগ° ১০।৪৩।১৭) ২ ভোজরাজ, ভোজদেশাধিপতি।

ভোজপত্র (হিন্দি) ভূর্জ্জপত্রের অপভ্রংশ।

ভোজপুত্রী (স্ত্রী) ভোজস্য পুত্রী ৬তৎ। ভোজদুহিতা।

ভোজপুর (ক্লী) ভোজস্য ভোজরাজস্য পুরম্। স্বনামখ্যাত দেশ, ভোজরাজার নগর।

"আজিরভূদ্ ভোজপুরে সাকমসুরবরৈঃ।
হরেরেবাপায়ে সবলো নূনং তে লঘীয়াংসঃ॥" (বিদগ্ধমুখমণ্ডন)

২ প্রাচীন মগধের অন্তর্গত দেশভেদ। প্রবাদ, জরাসন্ধ-রাজধানী রাজগৃহে আগমনকালে শ্রীকৃষ্ণ এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানকার অধিবাসিগণের ভাষা ভোজপুরী নামে খ্যাত, উহা মাগধী প্রাকৃত হইতে স্বতন্ত্র।

ভোজপুর, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৮°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫২´ পূঃ, মোরাদাবাদ নগর হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

ভোজপুর, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°৩৫´৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৯´৪৮´´ পূঃ।

ভোজপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার গিরিদুর্গে খণ্ডোবার গুহা-মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভোজপুরী (স্ত্রী) ১ ভোজরাজার রাজধানী। ২ বেহার প্রদেশের ভোজপুর নগরবাসীর ভাষা। ৩ ভোজপুরনগরবাসী লোক। ইহারা বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে এখনও ভোজপুরী পালোয়ানের সমাদর দেখা যায়।

ভোজয়িতৃ (ত্রি) ভুজ্-ণিচ্ কর্ত্তরি তৃচ্। ভোজনকারয়িতা, যিনি ভোজন করান।

"কর্ত্তা চ দেহী ভোক্তা চ আত্মা ভোজয়িতা সদা।
ভোগো বিভবভেদশ্চ নিষ্কৃতির্মুক্তিরেব চ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৩ অ°)

ভোজয়িতব্য (ত্রি) ভুজ্-ণিচ্-তব্য। ভোজন করাইবার যোগ্য,—যাহাকে ভোজন করান যাইতে পারে।

ভোজরাজ, কান্যকুব্জের একজন পরাক্রান্ত রাজা। মহারাজা-ধিরাজ রামভদ্রদেবের পুত্র। এক সময়ে উত্তরভারতের অধিকাংশ এই অধিরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাজ-তরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, ইনি এক সময় কাশ্মীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। পেহেবা, গোয়ালিয়র ও দেওগড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ৮৬২-৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহার বিরুদ আদিবরাহ। এই নামেই 'আদিবরাহদ্রম্ম' নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সীয়-ডোণির শিলালিপি হইতে জানা যায়। ইঁহার পুত্র ও উত্তরা-ধিকারী মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল।

ভোজরাজ, মালবের পরমারবংশীয় বিদ্বজ্জনবন্দিত সুপ্রসিদ্ধ রাজা, ধারাধীশ্বর নামে বিখ্যাত। কীর্ত্তিকৌমুদী, সুকৃত-সংকীর্ত্তন, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি ও বল্লালপণ্ডিতের ভোজপ্রবন্ধে বিদ্যোৎসাহী ভোজরাজের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে,—ধারানাম্নী নগরীতে সিন্ধুল নামে রাজা ও সাবিত্রী নামে তাঁহার মহিষী থাকিতেন। তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সে ভোজ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। ভোজের যখন বয়স পঞ্চবর্ষ, সেই সময়ে বৃদ্ধ রাজের মরণকাল উপস্থিত! রাজা কাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন? শিশু ভোজকে দিবেন কি সহোদর মুঞ্জকে দিয়া যাইবেন? শেষে স্থির করিলেন, মুঞ্জকেই রাজ্যভার দেওয়া কর্ত্তব্য, নচেৎ মুঞ্জ রাজ্যলোভে ভোজকে মারিয়া ফেলিবে। সুতরাং তাহারই হস্তে রাজ্যভার ও বালক ভোজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধরাজা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

উক্ত ভোজপ্রবন্ধে মুঞ্জ ধারাধিপ সিন্ধুলের কনিষ্ঠ সহো-দররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে লিখিত আছে,—মুঞ্জ-বাক্পতি সিন্ধুরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর, তাঁহার মৃত্যু হইলে সিন্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন।* এই উভয়ের

* "দিবং যিযাসুর্মম বাচি মুদ্রামদত্ত যাং বাক্পতিরাজদেবঃ।
তস্যানুজন্মা কবিবান্ধবস্য ভিনত্তি তাং সম্প্রতি সিন্ধুরাজঃ॥"
(নবসাহসাঙ্কচরিত ১।৭)

সভাতেই পদ্মগুপ্ত রাজকবিরূপে মহাসম্মানিত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে পদ্মগুপ্তের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

উদেপুরপ্রশস্তি, নাগপুরপ্রশস্তি, ভোজের তাম্রশাসন ও নবসাহসাঙ্কচরিতে সিন্ধুরাজ নাম থাকিলেও ভোজপ্রবন্ধ, প্রবন্ধচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 'সিন্ধুল' নামই দৃষ্ট হয়। ইঁহার নবসাহসাঙ্ক ও কুমারনারায়ণ এই দুইটী বিরুদ ছিল, তাহা পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত পাঠে জানিতে পারি।

মেরুতুঙ্গ প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিয়াছেন, সিন্ধুল বড়ই অবাধ্য ছিলেন, সেজন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুঞ্জ-বাক্‌পতি সর্ব্বদাই তাঁহাকে শাসন করিতেন। এক সময় মুঞ্জ কনিষ্ঠের দুর্ব্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। তিনি গুজরাতে আসিয়া কাসহ্রদের * নিকট বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে মালবে ফিরিয়া আসিলেন, বাক্‌পতিরাজও এবার সাদরে ভ্রাতাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কথায় বলে, স্বভাব যায় না ম'লে। এত করিয়াও তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দূর হইল না। তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও তিনি কাষ্ঠপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই বন্দিত্বকালে ভোজের জন্ম হয়। একদিন দৈবজ্ঞ বলিয়াছিল যে, ভোজ বড় হইয়া রাজ্য গ্রাস করিবেন। সে কথা শুনিয়া মুঞ্জ চিন্তিত হইলেন ও অবিলম্বে ভোজের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। তখন ভোজ একটু বড় হইয়াছেন, লেখা পড়া শিখিয়াছেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বেই ভোজ মুঞ্জরাজের নিকট একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্লোক পাঠ করিয়া মুঞ্জের মত ফিরিল। এখন ভোজ 'যুবরাজ' পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ভোজপ্রবন্ধে একটু পৃথক্‌ভাবে উক্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

মুঞ্জ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুশ্চিন্তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যদি রাজলক্ষ্মী শেষে ভোজকেই বরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বাঁচিয়া সুখ কি? অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি বঙ্গালদেশের অধিপতি বৎসরাজকে আনিবার জন্য নিজ অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবল বৎসরাজ ধারারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনেক পরামর্শ হইল। ধারাধিপের প্রিয়চিকীর্ষার জন্য বৎসরাজই ভোজবিনাশের ভার লইলেন। তিনি পাঠাগার হইতে ভোজকে মহামায়ার মন্দিরে আনিলেন। এখানে দেবীসমক্ষে ভোজকে বলি দিবার কথা। এখানে ভোজ দুইটী বটপত্র তুলিয়া লইলেন, একখানি ছুরি লইয়া নিজ জঙ্ঘা ভেদ করিলেন, রক্ত বাহির হইল, সেই রক্ত দ্বারা বটপত্রে লিখিয়া বৎসরাজের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'মহাভাগ! এই পত্রখানি রাজাকে দিবেন।' এই বলিয়া ভোজ প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রাণপরিত্যাগসময়ে তাঁহার মুখজ্যোতিঃ দেখিয়া বৎসরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, 'ভাই! একমাত্র ধর্ম্মই মরিবার পর সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। পিতাই বল, মাতাই বল, পুত্রই বল, ভার্য্যাই বল, এখানে কিছুই থাকে না, কেবল ধর্ম্মই থাকে। তোমার হৃদয় বজ্রের সমান, দেখ, মৃত্যু জাতি, বয়স ও রূপ সকলই হরণ করে জানিয়াও কি তোমার ত্রাস হইতেছে না।' কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বৎসরাজের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ভোজের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে পারিলেন না। বরং সসম্মানে ভোজকে নিজ বাসভবনে আনিয়া লুকাইয়া রাখিলেন এবং শিল্পী দ্বারা ভোজের মুখসদৃশ অবিকল একটী মুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া রক্ত মাখাইয়া মুঞ্জরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের মুণ্ড দেখিয়া রাজার মন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বৎসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল বৎসরাজ! বৎস খড়্গাঘাতের পূর্ব্বে তোমায় কি বলিয়াছিল? বৎসরাজ কহিলেন, কুমার কিছুই বলেন নাই, এই পত্রখানি মাত্র আপনাকে দিয়াছেন। মুঞ্জ পত্র লইয়া গৃহ মধ্যে গিয়া দীপালোকে সেই পত্রখানি পাঠ করিলেন,—

"মান্ধাতেতি স মহীপতিঃ কৃতযুগেঽলঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্কাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাবদ্ভবান্ ভূপতে!
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মুঞ্জে ত্বয়া যাস্যতি॥"

পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া মুঞ্জরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন. সংজ্ঞালাভের পর তিনি ভোজের জন্য কতই বিলাপ করিলেন। সিন্ধুরাজের আদেশ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, অবশেষে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ্যময় হাহারব পড়িয়া গেল। পরদিন রাজা সভায় আসিলেন। আজই তিনি জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। অকস্মাৎ একজন কাপালিক সভায় উপস্থিত! কাপালিক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'মহারাজ! কোন চিন্তা নাই। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র মরিবে না, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া আনিতেছি।' কাপালিকের আদেশমত শ্মশানে নানা হোমদ্রব্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে কাপালিক ভোজকে লইয়া রাজসভায় আসিল। বাস্তবিকই এ সকল বৎসরাজের কৌশল মাত্র। জীবিত কুমারকে লইয়া

* ইঁহার বর্ত্তমান নাম কাসিন্দ্র পালড়ী, আহ্মদাবাদের নিকট অবস্থিত। Ras-mala, p. 641.

মুঞ্জ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। বৃদ্ধ মুঞ্জ আর সিংহাসনে বসিলেন না, ভোজকে রাজ্যভার দিয়া সস্ত্রীক বনগমন করিলেন। (ভোজপ্রবন্ধ)

প্রবন্ধসমূহে মুঞ্জের পরই তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ভোজের রাজ্য-গ্রহণের কথা থাকিলেও ইহা প্রকৃত বা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে যে সকল সাময়িক ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রবন্ধে তাহার বিপরীত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি পদ্মগুপ্ত মুঞ্জ-বাক্‌পতি ও তাঁহার অনুজ সিন্ধুরাজের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই কবি লিখিয়াছেন, বাক্‌পতি পৃথিবীভার সিন্ধুরাজের বাহুতে ন্যস্ত করিয়া অম্বিকাপুরে গমন করিয়াছিলেন। (১১।৯৮) সিন্ধুরাজ কোশলাধিপ, বাগড়, লাট ও মুরলদিগকে জয় করিয়াছিলেন। (১০।১৪-২০) এতদ্ব্যতীত তিনি নর্ম্মদার ৫৫ গব্যূতি দূরে অবস্থিত রত্নবতী নামক স্থানে বজ্রাঙ্কুশকে বধ করিয়া স্বর্ণপদ্মসহ নাগরাজকন্যা শশিপ্রভাকে লাভ করিয়াছিলেন। উদেপুরপ্রশস্তিতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, সিন্ধুরাজ হূণরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

সিন্ধুরাজের অগ্রজ মুঞ্জ-বাক্‌পতির কিরূপে মৃত্যু হইল ও কোন্ সময় সিন্ধুরাজ রাজা হইলেন, সে কথা পদ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক অথবা কোন প্রশস্তিতে বর্ণিত হয় নাই। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন যে, প্রধান অমাত্য রুদ্রাদিত্যের পরামর্শে বাক্‌পতিরাজ তৈলপের রাজ্যজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তৈলপের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে তিনি তৈলপের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। বহুদিন কারাবাসের পর তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে ধৃত ও নিহত হন। চালুক্যরাজ ২য় তৈলপের শিলালিপিতেও মুঞ্জ-বাক্‌পতির পরাজয়কথা বিঘোষিত হইয়াছে। অমিতগতির শুভাসিতরত্ন-সন্দোহগ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে, ১০৫০ বিক্রমসংবতে (=৯৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে) মুঞ্জের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। এদিকে চালুক্যবংশপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ২য় তৈলপ ৯১৯ শকাব্দে (৯৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৯৯৫ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুঞ্জ-বাক্‌পতির নিধন ও সিন্ধুরাজের সিংহাসনারোহণ-কাল অবধারিত হইতে পারে।

সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও বহুস্থান জয়ের বিবরণ পাঠ করিলে, অন্ততঃ ৭।৮ বর্ষকাল তাঁহার রাজত্ব চলিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

কবিবর পদ্মগুপ্ত সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও রাজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিলেও তৎপুত্র ভোজরাজের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব, তখনও ভোজরাজের জন্ম হয় নাই, অথবা তিনি অতি বালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নাই।

উদেপুরপ্রশস্তিতে ভোজের শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রতাপ ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় আছে। এই প্রশস্তিতে ঘোষিত হইয়াছে,—'কবিরাজ শ্রীভোজের আর কি প্রশংসা করিব? তিনি যাহা সাধন করিয়াছেন, যাহা বিধান করিয়াছেন, যাহা লিখিয়াছেন, বা তিনি যাহা জানেন, অন্য কোন লোকের যে তাহা নাই। চেদিরাজ ইন্দ্ররথ, তোগ্‌গল ও ভীমপ্রমুখ কর্ণাট, লাট, গুর্জ্জরপতি ও তুরুষ্কগণ যাঁহার ভৃত্যের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, যাঁহার মৌলপুরুষগণ নিজ নিজ বাহুবলই ধারণা করিত, যোদ্ধাগণের সংখ্যা কখন মনেও ভাবিত না। কেদার, রামেশ্বর, সোমনাথ, সুণ্ডীর, কাল, অনল ও রুদ্র প্রভৃতির দেবালয় স্থাপন করিয়া তিনি জগতে প্রকৃতই 'জগতী' নাম রক্ষা করিয়াছিলেন।'*

ভোজরাজ যে কর্ণাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কল্যাণের চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহের ৯৪১ শকে (১০১৯-২০ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতেও বুঝা যায়। কিন্তু এই শিলালিপিতে ভোজরাজের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছে। প্রায় ১০১১ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে। গুর্জ্জরপতি চৌলুক্য-ভীমের সহিত (১০২১-১০৬৩ খৃঃ অঃ) ভোজের যুদ্ধকথা প্রবন্ধচিন্তামণিতেও বর্ণিত হইয়াছে। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন, 'যৎকালে ভীম সিন্ধুজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় ভোজ কুলচন্দ্র নামে এক দিগম্বর (জৈন)-কে সসৈন্যে অণ্‌হিলবাড়ে পাঠাইয়াছিলেন। রাজধানী শত্রুহস্তে পতিত হইল। কুলচন্দ্র জয়পত্র লইয়া মালবে ফিরিয়া আসিলেন।' মহাকবি বিল্‌হণ 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে লিখিয়াছেন, যে বিক্রমাঙ্কের পিতা ২য় সোমেশ্বর (রাজ্যকাল ১০৪৩ হইতে ১০৬৮-৬৯ খৃঃ অঃ) ক্ষিপ্রগতিতে ধারা অধিকার করেন, ভোজ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। (১৷৯১-৯৪)

ভোজকন্যা ভানুমতীর সহিত বিক্রমার্কের বিবাহপ্রবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে তাহা বিক্রমার্কের পিতার নিকট ভোজরাজের পরাজয়ের পর বলিয়া মনে করেন।

* "সাধিতং বিহিতং দত্তং জ্ঞাতং তদ্ যন্ন কেনচিৎ।
কিমন্যৎ কবিরাজস্য শ্রীভোজস্য প্রশস্যতে॥
চেদীশ্বরেন্দ্ররথতোগ্‌গল-ভীমমুখ্যান্ কর্ণাটলাটপতিগূর্জ্জররাট্‌তুরুষ্কান্।
যদ্‌ভৃত্যমাত্রবিজিতানবলোক্য মৌলা দোষ্ণাং বলানি কলয়ন্তি ন যোদ্ধৃলোকান্॥
কেদাররামেশ্বরসোমনাথসুণ্ডীরকালানলরুদ্রসংজ্ঞকৈঃ।
সুরাশ্রয়ৈর্ব্যাপ্য চ যঃ সমন্তাদ্‌যথার্থসংজ্ঞাং জগতীং চকার॥"
(উদেপুরপ্রশস্তি ১৮-২০ শ্লোক)

সুলতান মামুদের সোমনাথমন্দির আক্রমণ ভারত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পরমশৈব ভোজরাজ সেই দেবমন্দিররক্ষার জন্ম তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে তাহাই তুরুষ্কসমর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ভোজরাজ কেবল যে একজন দেবভক্ত ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত যেমন সুকবি ছিলেন, এই ভোজরাজও তাঁহাদের অপেক্ষা মহাকবি, মহাপণ্ডিত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতিপালক ছিলেন। ভোজ-প্রবন্ধে দেখা যায়, শত শত মহাকবি ভোজের সভা উজ্জ্বল করিতেন এবং ভোজরাজ কবিতা শুনিয়া প্রত্যেক শ্লোকের জন্ম এক এক কবিকে লক্ষ লক্ষ দীনার দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাস্থ কবিগণের মধ্যে রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গকর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিস্তাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র, লক্ষ্মীধর, রামেশ্বর প্রভৃতি পুরুষকবি ব্যতীত একজন স্ত্রীকবিও ছিলেন। তাঁহার সভাস্থ স্ত্রীকবিগণের মধ্যে সীতাই সর্ব্বপ্রধানা। ভোজ প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, ভোজের প্রধানামহিষী লীলাবতীও বিদুষী ছিলেন। যাদব সিঙ্ঘনের সময়কার শিলালিপিপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের অতিবৃদ্ধ-পিতামহ ভাস্করভট্ট ভোজরাজ কর্ত্তৃক 'বিস্তাপতি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি দর্শন, কি অলঙ্কার, কি জ্যোতিষ ও কি কাব্য ভোজরাজের সভায় সর্ব্বশাস্ত্রেরই আলোচনা হইত। এ দেশের অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বাস যে, এই ভোজের সভা-তেই সর্ব্বশাস্ত্রের উপর ভাষ্যনিবন্ধাদি রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 'কামধেনু' গ্রন্থই প্রধান। এখন মহারাজাধিরাজ ভোজরাজের রচিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, রাজমার্ত্তণ্ড নামে যোগসূত্রভাষ্য, রাজমার্ত্তণ্ড, রাজমৃগাঙ্ককরণ ও বিদ্বজ্জনবল্লভ নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র, সমরাঙ্গণ নামে বাস্তুশাস্ত্র ও শৃঙ্গারমঞ্জরী কথা নামে খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন ভোজরাজের নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রচলিত আছে, আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত (জ্যোতিষ), আয়ুর্ব্বেদসর্ব্বস্ব (বৈদ্যক), চম্পুরামায়ণ, চারুচর্য্যা (ধর্ম্মশাস্ত্র), তত্ত্বপ্রকাশ (শৈব), নামমালিকা (কোষ), যুক্তিকল্পতরু, বিস্তাবিনোদ কাব্য, বিদ্বজ্জনবল্লভপ্রশ্নচিন্তামণি, বিশ্রান্তবিস্তাবিনোদ (বৈদ্যক), ব্যবহারসমুচ্চয় (ধর্ম্মশাস্ত্র), শব্দানুশাসন, শালিহোত্র, শিব-দত্তরত্নকলিকা, সমরাঙ্গণসূত্রধার, সিদ্ধান্তসংগ্রহ (শৈব), ও সুভাষিতপ্রবন্ধ।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ভোজরাজের সভাস্থ বিভিন্ন পণ্ডিতের রচনা বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন।

কেবল যে বহুগ্রন্থ ভোজরাজের নামে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নহে। নানা শাস্ত্রকার স্ব স্ব গ্রন্থে ভোজের মত বা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শূলপাণি, দশবল, অল্লাড়নাথ ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ভোজরাজ নিবন্ধকাররূপে, ভাবপ্রকাশ ও মাধবের রুগ্বিনিশ্চয়ে বৈদ্যক-গ্রন্থকাররূপে, কেশবার্ক কর্ত্তৃক জ্যোতিঃশাস্ত্রকাররূপে, ক্ষীরস্বামী, সায়ণ ও মহীপ কর্ত্তৃক আভিধানিক ও বৈয়াকরণরূপে, এবং চিত্তপ, দেবেশ্বর, বিনায়ক ও সরস্বতীকুটুম্বদুহিতা প্রভৃতি কবিগণ কর্ত্তৃক কবিরূপে প্রশংসিত বা তন্নাম উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র নিজ তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে 'ভোজরাজবার্ত্তিক' উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বল্লালপণ্ডিত ব্যতীত মেরুতুঙ্গ আচার্য্য, রাজবল্লভ, বৎসরাজ, বল্লভ, মুনিসুন্দরশিষ্য শুভশীল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'ভোজপ্রবন্ধ' লিখিয়া ভোজরাজের চরিত্র কীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে ভোজরাজের কীর্ত্তিকাহিনী ও মাহাত্ম্য বিশেষরূপে ঘোষিত হইলেও ঐতিহাসিকের নিকট ঐ সকল গ্রন্থের মূল্য বড় বেশী নহে।

উদেপুর, নাগপুর ও বড়নগরের প্রশস্তি, কীর্ত্তিকৌমুদী, সুকৃতসংকীর্ত্তন ও প্রবন্ধচিন্তামণি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, চেদিরাজ কর্ণ ও গুর্জ্জরপতি চৌলুক্যভীমের সমবেত আক্রমণে ভোজরাজের ধ্বংসকার্য্য সাধিত ও ধারারাজ্য শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল। উদেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, ভোজের উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া-ছিলেন। প্রায় ১০১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত ভোজরাজ ধারা ও মালবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই ভোজই ভোজবিস্তার প্রবর্ত্তক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ভোজরাজচৌরকবি, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। চৌরকবিকৃত পদ্যাবলী উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে।

ভোজরায়, বুন্দীর শাসনকর্ত্তা। ইনি সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালের দ্বাবিংশ বর্ষে এই পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা রায় সুরজন হাড়া চিতোররাজের অধীনে রণস্তম্ভগড়ের সামন্ত ছিলেন। অকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রণস্তম্ভ-গড় তাঁহার করতলগত হয়। তদবধি পিতা-পুত্রে মোগল-সম্রাটের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। উভয়েই বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। ভোজরায় উড়িষ্যার আফগান যুদ্ধে মানসিংহের এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল অভিযানে শেখ আবুল ফজলের সহকারিরূপে গমন করেন।

তিনি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত নিজ কন্যার

বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এই কন্যার পাণিগ্রহণে প্রত্যাশী হন। কিন্তু মোগলকে কন্যাদান ভোজরায়ের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনভিমতে বিবাহ কার্য্য সমাধা হয় নাই। এই সময়ে ভোজরায় যুদ্ধকার্য্যে কাবুলে ছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভোজরায় ইহা বুঝিতে পারিয়া ১০১৬ হিজিরায় আত্মহত্যা করেন। পর বৎসর তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়।

ভোজরাজীয় (ত্রি) ভোজরাজ-সম্বন্ধীয়।

ভোজবদর, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারেরা গাইকবাড়রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভোজবর্ম্মন্, কালঞ্জরের চন্দেল্লবংশীয় জনৈক সুপ্রসিদ্ধ রাজা।
[চন্দ্রাত্রেয়-রাজবংশ দেখ।]

ভোজবাজী, ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া। ব্যায়ামাদি শিল্পকুশল ও কৌতুকনিপুণ ব্যক্তিগণ অত্যদ্ভুত ক্রীড়াকৌশল দ্বারা যে রহস্যপূর্ণ কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাই ভোজবাজী বা ভেল্‌কি নামে খ্যাত। যে ঘটনা বা কার্য্য সহজে ঘটিতে পারে না, সেইরূপ ঘটনাবিশেষের অপূর্ব্ব অবতারণা এবং যাহাতে সহজে কেহ সেই বিস্ময়কর ক্রিয়া-পরম্পরার রহস্যভেদ করিতে না পারে, তদ্রূপ অত্যাশ্চর্য্যকর অভ্যাসই ভোজবাজীকরদিগের শিক্ষার বিষয়। সূতাকে পশমে রূপান্তরিত করণ, সহসা বহুসর্প-সমাগম-প্রদর্শন, হস্তস্থিত মুদ্রা উড়াইয়া দেওন, কয়লাকে হীরকে প্রবর্ত্তন, জীবিত ব্যক্তির জিহ্বাচ্ছেদ, নরহত্যা ও পুনর্জ্জীবনদান, সহসা নদীনির্ম্মাণ ইত্যাদি ভৌতিক ক্রিয়া সহজসাধ্য। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জ্ঞাত না থাকিলে কিরূপে মানব অপর মৃতব্যক্তির জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে। ইংরাজরাজের এরূপ কঠোর সুশাসনে কখন ক্রীড়াপ্রদর্শনীতে নরহত্যা হইতে পারে না। তবে তাহারা যে এরূপ অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা কেবল চক্ষের ভ্রম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আগম, পুরাণ, বেদ ও ডামর তন্ত্রাদিতে এরূপ কতকগুলি অভিচার মন্ত্র পাওয়া যায় যে, তদ্দ্বারা অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অসম্ভব হইলেও সম্ভবপর করিয়া লইতে পারা যায়। ঐ সকল কার্য্যে দ্রব্যগুণই প্রধান অবলম্বন, অপর কতকগুলিতে মন্ত্রাদিরও আবশ্যকতা দেখা যায়। আর কতকগুলিতে অভ্যাসের আবশ্যক, কিন্তু সকলগুলিতেই গুরুর দীক্ষা প্রয়োজন, নচেৎ গ্রন্থলিখিত মন্ত্রে কোন কায হয় না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহাই করা আবশ্যক।

এই ভোজবাজীকর অনেকাংশে ইংরাজী Juggler-দিগের মত। উহাদের কার্য্যপ্রণালীতে অধিক মন্ত্রতন্ত্রের আবশ্যকতা নাই; কেবল অভ্যাসই তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায়। কোন জাগ্‌লারকে সর্প ধরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞাত হওয়া গেল যে, তাহারা মন্ত্রতন্ত্রের আবশ্যকতা বোধ করে না। অভ্যাসই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহারা বলে যেমন A, B, বা ক, খ, হইতে অভ্যাস দ্বারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শী হইতে পারা যায়, তদ্রূপ অভ্যাসবলে একটী হেলে সাপ হইতে ক্রমশঃ গোক্ষুরা সর্প পর্য্যন্ত ধরিতে পারা যায়। অভ্যাসবলে হস্তের পরিচালনক্রিয়াদিও পরিষ্কার হইয়া আইসে। তখন দুই হাতে দুইটী টাকা লইয়া এক হাতের টাকা উড়াইয়া অপর হস্তে লইতে পারা যায়; চক্ষের কোণে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ শলাকা প্রবেশ করান যায় ইত্যাদি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান ভোজবাজীকর সম্প্রদায় যে ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাতে দ্রব্যগুণ, মন্ত্র ও ব্যায়ামাদি ক্রীড়া কৌতুকের কার্য্যকুশলতা দৃষ্ট হয়। কখনও তাহারা নিরবলম্বনে দড়ির উপর ভর রাখিয়া (Rope-dancing) শূন্যমার্গে গমন করিয়া থাকে। কখনও হস্তের উপর সমস্ত শরীরের ভর রাখিয়া পদদ্বয় শূন্যদেশে উত্তোলন (Peacock) করিয়া ভ্রমণ করে। কখন বা দ্রব্যবিশেষের গুণ দেখাইয়া আপনাদিগের অভ্যাসনিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে। যেমন কাপড়ে চাল রাখিয়া মুড়িভাজা, আম্রের আঁটি পুতিয়া সদ্যোজাত বৃক্ষে ফলোৎপাদন ও সদ্য সদ্যই জলে পদ্মপ্রস্ফুটন ইত্যাদি। যে সকল দ্রব্যের গুণে ইহা সাধিত হয়, তাহা ভোজবিদ্যা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [ভোজবিদ্যা দেখ।]

বাজীকরগণ এই খেলাকে ভানুমতীর খেলা বলিয়া থাকে। প্রবাদ, ভোজরাজকন্যা ভানুমতী এই খেলার উদ্ভাবন করেন। সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা খেলারম্ভের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা লোকের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া থাকে। খেলারম্ভের পূর্ব্বে তাহারা 'লাগ লাগ ভেল্‌কী লাগ, মামীর মায়ের খেল্ দ্যাখ্।' এই পদ কয়টী বারম্বার উচ্চারণ করে। এই ভেল্‌কি-খেলা দেখিতে অতি সুন্দর ও আশ্চর্য্যজনক।

ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিদ্যা, জাদুগিরি। অনেকের বিশ্বাস, ভারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ এই কুহকবিদ্যার প্রবর্ত্তক। এই

অঘটন-ঘটনা-পটু বিজ্ঞানের নাম তন্নামানুসারেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, বিদ্যানুরাগী ভোজরাজ এই অপূর্ব্ব মায়াবিদ্যার প্রকৃষ্টতা-সাধনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহারই আশ্বাস বাক্যে ও আশ্রয়ে এই বিদ্যার বিশেষ সমাদর দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী তাহারই উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হন। তাহারই ফলে, অথর্ব্বাদি বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে অভিচার মন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হইয়া স্বতন্ত্র বিজ্ঞান বা বিদ্যায় পর্য্যবসিত হয়। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, রোগনিরাকরণ, ভূতপ্রসাধন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক ক্রিয়াকাণ্ড এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিরূপে ও কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সমাবেশ নির্ণয় করা এই বিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন্ দ্রব্যের কি গুণ এবং অপর কোন্ দ্রব্যের সহিত তাহার রাসায়নিক প্রয়োগে কি ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সমন্বয় সাধন দ্বারা যে অত্যাশ্চর্য্য গুণপরম্পরা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই ভোজবিদ্যা বলা হইয়া থাকে।

প্রবাদ, রাজা ভোজ-প্রবর্ত্তিত এই অদ্ভুত কলাবিদ্যায় তাঁহার রূপগুণবতী কন্যা বিক্রমাদিত্যপত্নী ভানুমতীই বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ভানুমতীর এই ক্রীড়াকুশলতার উপাখ্যান সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। কিম্বদন্তী আছে, ভানুমতী একদিন স্বীয় যাদুবিদ্যা দ্বারা প্রান্তরমধ্যে সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া বিক্রমাদিত্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন। বত্রিশ-সিংহাসন-নামক পুস্তকে দ্বাত্রিংশপুত্তলিকাকথন ভোজবিদ্যাকুশলতার নিদর্শনমাত্র।

এই ভোজবিদ্যা অনেকাংশে ইংরাজী ম্যাজিকের (magic) ন্যায়। এক্ষণে আমাদের দেশে ভোজবিদ্যায় যেরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থোপপত্তি হইয়া থাকে, ইংরাজী magic শব্দেও সেইরূপ অর্থগোচর হয়। ভোজবিদ্যা বলিলে এক্ষণে যেমন কেবলমাত্র ভৌতিক-ক্রীড়াকুশলী বাজীকরদিগের কার্য্যমাত্র বুঝায়, সেইরূপ ইংরাজী magic বলিলে এখন ছায়াবাজী বুঝায়।

পূর্ব্বে কাগজে প্রতিমূর্ত্তি কাটিয়া তাহাতেই ছায়াবাজী প্রদর্শিত হইত। প্রথমে একটী অন্ধকার-গৃহের এক কোণে আলোক রাখিয়া বস্ত্রদ্বারা এরূপভাবে ঘিরিবে যে, তাহা আলোকাচ্ছকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে ঐ অন্ধকারগৃহাংশে দর্শকমণ্ডলীকে বসাইয়া আলোকভাগ হইতে কাপড়ের সন্নিকটে কাগজের যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিবে, তাহাই সুস্পষ্টরূপে ভিজা বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিবিম্বিত হইবে। ঐ চিত্র যতই আলোকের সন্নিকটে লইয়া যাওয়া যায়, উহা কাপড়ে ততই বৃহদাকার দেখায়। পরে যখন (magic lantern) ভৌতিক-প্রদীপের আবিষ্কার হয়, তখন এই ক্ষুদ্রতর ভোজবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই আলোকদণ্ড এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, তাহার আলোকরশ্মি একটা মাত্র ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হয়। ঐ ছিদ্রমুখে একখানি পেটমোটা কাচ থাকে। উহার অধিশ্রয়ণ (Focus) স্থানে আলোককিরণসমূহ একীভূত হইয়া এরূপ বিস্তৃতরূপে বিকীর্ণ হয় যে, তদ্দ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট কাচাঙ্কিত ক্ষুদ্র চিত্রাবলী সুস্পষ্টরূপে ও বৃহদাকারে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে।
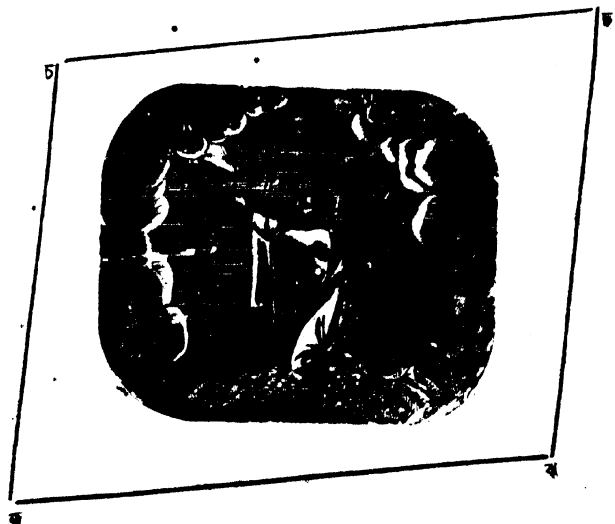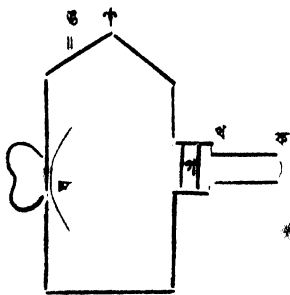
পূর্ব্বপৃষ্ঠায় ভৌতিক-প্রদীপের চিত্র প্রদর্শিত হইল। ক হইতে খ পর্য্যন্ত স্থান একটী গোলাকার নল। ক মুখে পূর্ব্ব কথিত কাচ,গ পথ চিত্রপ্রসারণের স্থান, ঘ লণ্ঠনমধ্যস্থ বর্ত্তিকা, ঘ পৃষ্ঠ দীপ্তিপ্রসাধক (Reflector) এবং ঙ ধূমনির্গম স্থান। চ, ছ, জ, ঝ আর্দ্র কার্পাস বস্ত্রপ্রতিফলিত চিত্র।

এই ভৌতিক ছায়াপ্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাহা কাচের উপর নানা বর্ণে চিত্রিত এবং এরূপ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ যে, তাহা অজ্ঞলোকের পক্ষে সজীব চিত্র বলিয়া অনুভূত হয়। ক চিহ্নের অধিশ্রয়ণ স্থানে আলোকমালা সংযুক্ত হইলে গ পথে প্রবিষ্ট চিত্র পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয়। অধিশ্রয়ণ স্থির করিবার জন্য নলটী বাড়াইয়া বা কমাইয়া লইতে পারা যায়।

এখন যে Bioscope-নামধেয় চিত্রপ্রদর্শনী বাহির হইয়াছে, তাহাও একরূপ ভৌতিক ছায়াবাজী বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ভোজবাজীর ন্যায় বর্ত্তমানে ইংরাজী magic শব্দে আর এক প্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উক্ত ক্রিয়াগুলিতে ঐন্দ্রজালিক কৌতুকের ন্যায় হস্তপরিচালনা অভ্যাস করিতে হয়। একজন শিক্ষিত সহযোগী ভিন্ন একার্য্য নির্ব্বাহ করা দুরূহ। তাস খেলার সাজান ব্যাপারগুলি যেরূপ আশ্চর্য্যবোধক, সেইরূপ সাজগোজ ও আড়ম্বরেই ইংরাজী প্রথায় magic সমাহিত হইয়া থাকে। পরের রুমাল লইয়া সর্ব্বসমক্ষে ছিঁড়িবার সময় ঐ রুমাল এরূপ ভাবে সরাইয়া লইবে, যেন কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারে। পরে আপনার সংগৃহীত একখানি রুমাল টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং নিজ সহকারীকে দর্শকের গৃহীত রুমালখানি দিয়া তাহাকে একখানি ফ্রেমের মধ্যে সাজাইবে। যথা সময়ের মধ্যে উহা সজ্জিত হইলে ফ্রেমটা দর্শকের সম্মুখে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া রাখিবে। এদিকে একটী বন্দুকের মধ্যে সেই খণ্ডবিখণ্ড রুমালখানি পুরিয়া ঘোড়া টিপিয়া আওয়াজ করিবে। বন্দুকটীও একটু স্বতন্ত্র ধরণে প্রস্তুত থাকে। বন্দুকের নলের পার্শ্বদেশে ঐরূপ আর একটা নল থাকে। ঐ নলের মধ্যেই রুমালকে এরূপ ভাবে প্রবেশ করা যায় যে দর্শকমণ্ডলী তাহার কোন সন্ধান পায় না। বন্দুকের আওয়াজ হইলে রুমালখানি কখনও বাহিরে টোটার মত ছড়াইয়া পড়ে না। কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চে রক্ষিত ফ্রেমেই প্রতিভাত হয়। সুতরাং উহা সজ্জাকুশলতার পরিচয় মাত্র। এইরূপে তাহারা আরও অনেকগুলি অনৈসর্গিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহা অত্যাশ্চর্য্যকর ও হাস্যোদ্দীপক। Mesmerism দ্বারা জ্ঞানহরণপূর্ব্বক তাহারা মুখে ভূতাবেশের ন্যায় অদ্ভুতপূর্ব্ব বাক্যসমুচ্চয়ের উদ্ভাবন অথবা Ventriloquism রূপ বিভিন্ন স্বরবিন্যাসে ভূতপ্রেতাদি যোগিনীর অবতারণা ও তাহাদের সহিত নানাবিষয়ের কথাবার্ত্তায় অনেকাংশে ভোজবিদ্যা বা Magical Artএর অনুরূপ বলা যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বে ইংরাজী সাহিত্যে অথবা বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থে Magic শব্দের যেরূপ প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা স্বতন্ত্র অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে উপদেবতা (Evil Spirits) বা প্রেতাত্মার উপর শক্তিসঞ্চারক জ্ঞানকে 'ভৌতিক-বিদ্যা বলা হইয়াছে। Balaam ও Rab mag প্রভৃতি ভোজবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। পুরাতন খৃষ্টান্, কাল্দীয়-বাবিলোনীয়, ইজিপ্তীয় প্রভৃতি দেশবাসিগণ ভোজবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন।

পুরাতন ইস্রাইলগণ ও মিসরবাসিগণ ভৌতিক-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা বাইবেল গ্রন্থ পাঠে জানা যায় (Exod. VII. 11)। হেঙ্গষ্টেনবর্গ লিখিয়াছেন যে,—ইজিপ্তীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, তদ্দেশে ভোজবিদ্যাবিশারদ এক শ্রেণী লোকের বাস ছিল। তাঁহারা প্রায়শঃ উক্তরূপ কার্য্য করিতেন। দেবমন্দিরাদিতে দেবতার আরাধনা ও উপাসনা এবং ভোজবিদ্যারূপ বিজ্ঞানের পরিচর্য্যা। যাঁহারা এই বিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা সর্ব্বত্র সন্ন্যাসীর ন্যায় পূজিত ও সমাদৃত হইতেন। অনেক সময়ে তাঁহারা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় দেবাদেশ জানাইতেন, আবার কখন বা পবিত্র মন্ত্রসমুচ্চয় পাঠ দ্বারা রোগীর মনে এরূপ ভক্তির উদ্রেক করিয়া দিতেন যে, তদ্দ্বারা অতি সত্বরেই তাহার রোগমুক্তি ঘটিত। এই সকল লোক সাধারণ জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সাধুহৃদয় মহাত্মগণ জ্ঞানযোগে মনুষ্যের জ্ঞানাতীত বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের এই Magic বিদ্যা দূরদর্শিতা ও বহুজ্ঞানসঞ্চয়ের ফল বলা যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যোগবলে অলোকসামান্য বস্তুসাধারণের অবধারণ করিতে পারিতেন, ইহাই ধারণা করা যায়।

আমাদের দেশে মৃত্যুমুখশায়ী কঠিনরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগশান্তির জন্য যেরূপ গ্রহশান্তি, নারায়ণকে তুলসীদান ও স্বস্ত্যয়নাদির ব্যবস্থা আছে, খৃষ্টানদিগের মধ্যেও এরূপ ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী পুরোহিতগণ, চিকিৎসকের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগাপনোদনের চেষ্টা পাইতেন। কখন কখন তাঁহারা রোগীর শরীরগত সামুদ্রিক চিহ্ন পর্য্যালোচনা ও গ্রহাদির পরিচালনা করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্যতা নিরূপণ করিয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা স্বপ্নাদিরও ফলাফল গণনা করিতেন। যখন কোন স্থানে মড়ক দেখা দিত, তখন এই পুরোহিতসম্প্রদায় আপনাপন

অভ্যস্ত ভৌতিকবিদ্যাপ্রভাবে তাহা বিদূরিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। লুসিয়ান্ (Lucian) গ্রন্থে 'ইজিপ্তীয়' ভোজবিদ্যার আভাস আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, 'ইজিপ্তীয়' ভোজবিদ্যাপারদর্শী জনৈক মেম্ফি ২৩ বর্ষকাল পাতাললোকে বাস করিয়া আইসিসের (Isis) নিকট ভোজবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইজিপ্ত ও বাবিলন রাজ্য এক সময়ে ভোজবিদ্যাবিশারদ পুরোহিতগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। তৎপরে য়িহুদিগণ এই বিদ্যা অভ্যাস করিত। তাহারাও মন্ত্র দ্বারা প্রেতাত্মার আহ্বান, ভূতাদির অবতারণা ও তাহার প্রতিষেধ এবং সলোমনের নামে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া রোগ নাশ করিত। জোসেফাসের বিবরণী পাঠে এতদ্বিষয়ের সবিস্তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

'সেফের টোল্দাথ্ জেসু' নামক গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের অলৌকিক ক্রিয়াবলীর অভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে,—ডেভিড্ জেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরের ভিত্তিখনন কালে একখানি প্রস্তরখণ্ডে বিশ্বপাতার জ্ঞানদ্যোতক মন্ত্র অঙ্কিত দেখিতে পান। পাছে কুতূহলপরবশ অজ্ঞযুবকগণ সেই নাম মন্ত্র পাইয়া অত্যদ্ভুত কার্য্য (Miracles) সম্পাদন দ্বারা জগতের মহা অমঙ্গলসমূহ সমুপস্থিত করে, এই ভয়ে, তিনি সেই মন্ত্র গর্ভগৃহস্থ পীঠস্থানে রাখিয়া দেন। অপরে যাহাতে ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে না পারে, তজ্জন্য তৎকালীন সাধুচেতা মনীষিগণ সেই পবিত্র পীঠের (Holy of the Holies) প্রবেশদ্বারে দুইটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপন করেন। প্রবাদ, যদি কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই মন্ত্র দ্বারা জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া মন্দির বাহিরে আসিত, ঐ সিংহদ্বয় বিকট গর্জ্জন দ্বারা তাহাকে সেই মন্ত্র বিস্মরণ করাইয়া দিত। একদা প্রভু যীশু স্বীয় অলৌকিক ভোজবিদ্যা ও মন্ত্রাদির প্রভাবে পুরোহিতগণের অজ্ঞাতসারে সেই মন্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া তাহা একখণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিয়া লন। পরে স্বীয় গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিয়া তন্মধ্যে সেই লেখনী প্রবেশ করাইয়া দেন। মন্দির বাহিরে আসিবার সময় সিংহের গর্জ্জনে তিনি সেই নাম মন্ত্র ভুলিয়া যান, কিন্তু তাঁহার গাত্রাভ্যন্তরস্থিত লিপি তাঁহাকে পুনরায় সেই জ্ঞানালোক প্রদান করে। সেই মন্ত্রপ্রভাবেই তিনি অলৌকিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যীশুখৃষ্ট ও খৃষ্টান্ সাধুগণ যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন কোনটীতে ভোজবিদ্যার মন্ত্রাভাস জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিব্রেনগণ এবং পিথাগোরস্ প্রভৃতি গ্রীকদার্শনিকগণ ভোজবিদ্যার অভ্যাস রাখিতেন। ইফেসাস্ একজন ভোজবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। (Acts. XIX. 9)। তাঁহার শক্তিসঞ্চারক গুপ্তলিপিযুক্ত কবচ ধারণ করিয়া লোকে বিশেষ উপকার পাইত। স্বয়ং যীশু স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর জন্য কএকখানি ভোজবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেলসাস্ প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, আমাদিগের ত্রাণকর্ত্তা ইজিপ্ত হইতে ভোজবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই ভোজবিদ্যা সাধারণের আদরণীয় ছিল। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্র এবং দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের সমন্বয়, গ্রহাদির সংস্থান ও তাহার সঞ্চার জন্য সুখদুঃখাদির অনুভব আলোচনা করিতেন। তাঁহারা ভৌতিক-জগতের ক্রিয়াসমুচ্চয় লক্ষ্য করিয়া তাহারই অনুশীলনপর হইয়াছিলেন। এই ভৌতিক-বিদ্যা তৎকালে Magic নামে অভিহিত হইত। তৎপরে উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যায়। ১ Natural বা স্বভাবজ—পার্থিব পদার্থসমূহের সহযোগে অপূর্ব্ব ঘটনা-সমূহের সমন্বয়সাধন, ২ Planetary বা গ্রহবিষয়ক—গ্রহবিশেষের সঞ্চারশক্তি এবং গ্রহাদিতে অবস্থিত প্রেতাত্মসমূহ মনুষ্যের কার্য্যাদিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ তাহার নির্ণয় ও প্রতিকার; ৩য় Diabolical বা ভূতবিদ্যা, ইহাতে মন্ত্র দ্বারা ভূতাদির আবাহন এবং তাহাদের দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত Miracle (অঘটন-ঘটন) ও Oracle of Delphiর ন্যায় ঐশিকশক্তি দ্বারা কথিত ভাবিবাক্যে কতকাংশ ভোজবিদ্যা পরিস্ফুট আছে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, অস্মদ্দেশীয় ভোজবিদ্যা ও য়ুরোপীয় Magic একই বিজ্ঞান। যে বিদ্যা আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কালে প্রবর্ত্তিত হইয়া পরে ভোজবিদ্যা আখ্যা লাভ করিয়াছিল, সেই বিদ্যা খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে ইজিপ্ত, গ্রীস্, বাবিলন ও কাল্দীয় রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া Magic বা ভৌতিক বিদ্যা নামে প্রথিত হয়।

আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই বিদ্যা প্রথমে একস্থানে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়া পরে বিভিন্ন দেশবাসী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পুরাণানুসন্ধানে জানা যায় যে, শাকদ্বীপবাসী ভোজক ব্রাহ্মণগণ গ্রহাদি চালনা, সূর্য্যপূজা, স্তব ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা রোগ শান্তি প্রভৃতি অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন। সাম্বের কুষ্ঠরোগ মুক্তি এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ভোজকগণ যে ভৌতিকবিদ্যা জানিতেন, তাহাতে আর বিশেষ সন্দেহ নাই।

[ভোজকব্রাহ্মণ দেখ।]

যে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ ভারতে আসিয়া ভোজকসংজ্ঞা

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অন্যতম শাখা মগ বা মগি নামে পারস্য ও মিডিয়া রাজ্যে বহু পূর্ব্বকালে পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ঐতিহাসিক গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, এই মগ ব্রাহ্মণগণ সেই প্রাচীন যুগে বহুতর শাস্ত্রালোচনা করিতেন*। মগি (Magi) ব্রাহ্মণগণের যশঃখ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্ভাবিত ও অত্যন্ত গোপ্য গ্রহবিদ্যা কালে সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। এই মগবিদ্যার আলোচনাপর ব্যক্তিবর্গ ক্রমে একটী দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গঠিত হইয়াছিলেন। আকাশস্থ গ্রহগণের বলাবল পর্য্যবেক্ষণই তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই সম্প্রদায় মগীয় (Magians) নামে খ্যাত ছিল। তৎকালে জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহাদের ন্যায় উন্নত আর কোন জাতি জগতে ছিল না। মিডিয়াবাসী মহাত্মা দানিএল দরায়ুস্ কর্ত্তৃক কাল্দীয় ও বাবিলনের জ্ঞানিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে গ্রহবিদ্যাতৎপর দার্শনিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সাবিয়ান্ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে ক্রমে মগীয় সম্প্রদায়ের লোপ হইতেছিল। পরে দরায়ুস্ বিস্তাস্পের রাজত্বকালে জরথুস্ত্রের অভ্যুদয়ে পুনরায় মগী-সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি হয়। স্বয়ং রাজা দরায়ুস্ এই মগীয় ধর্ম্মমতের পোষকতা করিয়াছিলেন। অবস্তাই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল।

[পারস্য দেখ।]

মহম্মদ কর্ত্তৃক ইস্লামধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর মগিধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হয়। এখনও পারস্যে গবর (guebres) এবং ভারতে পার্শী (Parsees) নামে এই সম্প্রদায়ের ভগ্ন শাখা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর পূর্ব্ব পুরুষগণের উদ্ভাবিত ভৌতিক বিদ্যার অনুশীলন করেন না, বরং নিরীহ ভাবেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

এই মগ-পুরোহিতগণের উদ্ভাবিত বিদ্যা তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইলেও ভারতে বা য়ুরোপখণ্ডে বৃথায় অপব্যয়িত হয় নাই। শাকদ্বীপবাসী মগ-পুরোহিতগণের এই গ্রহজ্ঞানবিদ্যা ভারতানীত ভোজক ব্রাহ্মণগণের নামানুসারেই ভোজকের বিদ্যা, এই অর্থে ভোজবিদ্যা নামে আখ্যাত হইয়াছিল এবং তাহাই পশ্চিম-এসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডে মগিদিগের নামানুসারে মগীয়-বিদ্যা Magianism বা Magic নামে আখ্যাত হয়।

উহা প্রবাদোক্ত ভোজরাজের বিদ্যা নহে। যে শাকদ্বীপী ভোজকগণ আপনাদিগের ভোজবিদ্যাপ্রভাবে সাম্বের কুষ্ঠরোগ অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশধরগণ ভারতে ভোজবিদ্যার উন্নতিকল্পে আলোচনাপর হইয়া যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কার্য্য ও গুণাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। সেই একই গ্রহাচার্য্যগণের পশ্চিমদেশাভিমুখী শাখা পশ্চিম এসিয়ার কাল্দীয়, বাবিলন, ইজিপ্ত প্রভৃতি দেশে আপনাপন মগীয়-বিদ্যা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দু পুরাণে ভোজবিদ্যার যেরূপ পরিচয় আছে, গ্রীক পুরাতত্ত্ব ও বাইবেল গ্রন্থেও তাহার ভূয়োনিদর্শন পাওয়া যায়। মারীচের মায়া-হরিণ, মায়াসীতাবধ, কালনেমির মায়া-আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ ও কালীয় দমনকথা এবং হর্কিউলিস্ ও ইউলিসিসের বীরত্বকাহিনী কেহ কেহ ঐরূপ কোন ভোজবিদ্যাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পার্থিব পদার্থ, গ্রহ ও ভূত-যোনির আবাহন (চণ্ডুনামান) লইয়া য়ুরোপীয়ের Magic বিদ্যা সংগঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও ঐ তিন বিষয় লইয়াই ভোজবিদ্যার পুষ্টি হইয়াছে। এদেশীয় ভোজবিদ্যা বা ইন্দ্রজালে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা কি গুণ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

ভোজবিদ্যার মধ্যে শান্তিকর্ম্ম, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্ কর্ম্মই প্রধান। যে কর্ম্ম দ্বারা রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহাদি দোষ শান্তি হয়, তাহা শান্তিকর্ম্ম ও যাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ বলা যায়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম স্তম্ভন, যাহাতে পরস্পর প্রণয়িব্যক্তিদিগের প্রণয় ভঞ্জন হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ; যে কর্ম্ম দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারা যায়, তাহার নাম উচ্চাটন ও যাহাতে প্রাণিবর্গের বিনাশ সাধন হয়, তাহাই মারণ নামে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কার্য্যে দেবতা, দিক্ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে তাহা সফল হইয়া থাকে।

শান্তি কার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের বাণী, স্তম্ভন কার্য্যের রমা, উচ্চাটনের দুর্গা ও মারণের দেবতা ভদ্রকালী।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য। বাইবেল গ্রন্থের (Matthew II. 1) স্থানবিশেষে 'জ্ঞানী' শব্দে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী মগি (Magi) পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে। উক্ত ম্যাথুর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই মগিগণ প্যালেষ্টিনের পূর্ব্বাংশ সম্ভবতঃ পারস্য ও মিসোপোটেমিয়া হইতে জেরুসালেমে আসিয়া থাকিবেন।

কর্ম্মের আদিতে যথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা করিয়া কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তব্য।

অতঃপর দিঙ্‌নিয়ম পালন করা উচিত। যে যে কার্য্যে যে যে দিক্ প্রশস্ত, সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করা বিধেয়। যথা—শান্তি কার্য্যে ঈশানদিক্, বশীকরণে উত্তরদিক্, স্তম্ভনে পূর্ব্বদিক্, বিদ্বেষণে নৈর্ঋতদিক্ এবং উচ্চাটনে বায়ুকোণ ও মারণে অগ্নিকোণই প্রশস্ত জানিবে। সূর্য্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দিবা ও রাত্রিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর প্রথম দশদণ্ড কাল বসন্ত ঋতু, তৎপর দশদণ্ড গ্রীষ্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, তৎপর দশদণ্ডকাল শরৎ, তৎপর দশ দণ্ড হেমন্ত ও শেষ দশ দণ্ড কাল শিশির বলিয়া উক্ত। মতান্তরে দিবসের পূর্ব্বভাগ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীষ্ম, অপরাহ্ন বর্ষা, প্রদোষ শিশির, মধ্যরাত্র শরৎ ও উষা হেমন্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ক্রিয়ার্থী এই রূপে সময় নিরূপণ করিয়া ষট্‌কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবে।

হেমন্ত ঋতুতে শান্তিকার্য্য, বসন্তে বশীকরণ, শিশিরে স্তম্ভন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ষাঋতুতে উচ্চাটন এবং শরৎকালেই মারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এতদ্ভিন্ন তিথি, বার ও নক্ষত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তিথিতে এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে শান্তি-কর্ম্ম প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিম্বা সোমবার-যুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রয়োদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী তিথিতে পুষ্টি-কর্ম্ম করিবে। যে কর্ম্ম দ্বারা ধন-জনাদির বৃদ্ধি হয়, তাহাকে পুষ্টি-কর্ম্ম বলে। দশমী, একাদশী, অমাবস্যা, নবমী বা প্রতিপদ্ তিথিতে এবং রবি কিংবা শুক্রবারে আকর্ষণ কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে শনি কিংবা রবিবারযুক্ত পূর্ণিমা তিথিই প্রশস্ত। ষষ্ঠী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে এবং শনিবারে উচ্চাটন কার্য্য প্রশস্ত। বিশেষতঃ প্রদোষ সময়েই উচ্চাটন কার্য্য করণীয় জানিবে। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী, অষ্টমী অথবা অমাবস্যা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল বা রবিবারে মারণ কার্য্য করিতে হয়। বুধ কিংবা সোমবারে এবং পঞ্চমী, দশমী অথবা পূর্ণিমা তিথিতে স্তম্ভন কার্য্য বিধেয়।

শুভগ্রহের উদয়ে শান্তি পুষ্ট্যাদি শুভ কর্ম্ম এবং অশুভ গ্রহের উদয়ে অশুভ কার্য্য সমুদয় নিষ্পন্ন করিবে। বিদ্বেষণ ও উচ্চাটনাদি ক্রূরকার্য্য সকল রবিবার রিক্তা তিথিতে এবং মৃত্যুযোগে মারণ কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ কর্ম্ম করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহা পরে বলা যাইতেছে। স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ এই ত্রিবিধ কর্ম্ম, মাহেন্দ্র ও বারুণ মধ্যগত নক্ষত্রে আরম্ভ করিলে সিদ্ধি হয়। জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, অনুরাধা ও রোহিণী নক্ষত্র মাহেন্দ্রমণ্ডলস্থিত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্র বারুণমণ্ডল-মধ্যগত। এই সকল নক্ষত্রে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, সেই কার্য্যই সফল হইয়া থাকে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রেও উক্ত কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠিত হইলে সিদ্ধি হয়।

বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্ম্ম বহ্নি ও বায়ুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্রে করিতে হয়। স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরফল্গুনী, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু বহ্নিমণ্ডলমধ্যস্থিত নক্ষত্র এবং অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্ব্বফল্গুনী ও রেবতী নক্ষত্র বায়ুমণ্ডল মধ্যস্থিত। এই সকল নক্ষত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য যথাযথ সম্পন্ন করিলে সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে যেমন তিথি ও নক্ষত্রের কথা বলা হইল, তদ্রূপ লগ্ন ও কালমান নির্দ্দেশে এই সকল কার্য্যানুষ্ঠান করা বিধেয়। দিবসের পূর্ব্বভাগ যাহা বসন্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা বশীকরণের প্রশস্ত কাল। মধ্যভাগ বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, শেষভাগ শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম এবং সায়ংকালে মারণ কর্ম্ম করা বিধেয়। সিংহ বা বৃশ্চিক লগ্নে স্তম্ভন, কর্কট বা তুলা লগ্নে বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন, মেষ, কন্যা, ধনু বা মীন লগ্নে বশীকরণ, শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম করিতে হয়। মারণ, উচ্চাটন ও শত্রু-নিরাকরণাদি কার্য্য ও মেষ, কন্যা, ধনু ও মীন লগ্নে প্রশস্ত। অনন্তর উক্ত ষট্‌কর্ম্মের ভূতোদয় দেখিতে হইবে। জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকর্ম্ম, বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন, আকাশতত্ত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথ্বী অথবা বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কার্য্য করিবে। এই প্রকারে তত্ত্বোদয় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শত্রুভয় বা অন্য কোন প্রকার মহাভয় উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ কালাকাল বিচার করিবে না। যখনই এইরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইবে, তখনই তাহার শান্তি বিধান করিবে।

এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মসাধনের জন্য দেবতাবিশেষের আরাধনা করিবার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বশীকরণ, ক্ষোভণ ও আকর্ষণ কার্য্যে দেবতাকে রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। বিষ-নিবারণ, শান্তিকরণ, ও পুষ্টি কার্য্যে শ্বেতবর্ণ, স্তম্ভনে পীতবর্ণ, উচ্চাটনে ধূম্রবর্ণ, উন্মাদকরণে রক্তবর্ণ এবং মারণকার্য্যে দেবতার কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধ্যান করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন কার্য্যকালে শয়ন, উত্থান ও উপবেশনাদি অবস্থান চিন্তা করিবার বিধি আছে। মারণকার্য্যে দেবতাকে উত্থানাবস্থায় চিন্তা করিবে। উচ্চাটনে সুপ্ত এবং অন্যান্য কার্য্যে তত্তৎ কার্য্যোক্ত দেবতাকে

উপবিষ্ট ভাবিয়া ধ্যান করিতে হইবে। সাত্ত্বিককার্য্যে উপবিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ, রাজসকার্য্যে পীত, রক্ত অথবা শ্যামবর্ণ এবং তামস কার্য্যে যানমার্গস্থিত ও কৃষ্ণবর্ণ জানিবে। মোক্ষকামী ব্যক্তি সাত্ত্বিক কার্য্য করিবেন। রাজ্যাভিলাষী রাজস কার্য্য করিবে। শত্রুনাশার্থ ও সর্ব্বরোগ নিবারণার্থ এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমনের জন্য তামস কার্য্য করা বিধেয়।

উপরি উক্ত কর্ম্মসাধনের জন্য একএকটী মন্ত্র আছে। কর্ম্মবিশেষে মন্ত্রে হুঁ,ফট্, বৌষট্ ও নমঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে। বন্ধন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কার্য্যে হুঁ এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। ছেদনে ফট্, গ্রহরিষ্টি নিবারণে হুঁ ফট্, পুষ্টিকার্য্যে ও শান্তিকরণে বৌষট্ এবং অগ্নিকার্য্যে অর্থাৎ হোমাদিতে স্বাহা মন্ত্রে কার্য্য করিবে।

সর্ব্বপ্রকার পূজাতে নমস্ শব্দের প্রয়োগই বিধি। শান্তি ও পুষ্টিকার্য্যে স্বাহা, বশীকরণে স্বধা, বিদ্বেষণে বৌষট্, আকর্ষণে হুঁ, উচ্চাটনে বৌষট্ ও মারণে ফট্ মন্ত্রে জপ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন বশীকরণ, আকর্ষণ ও জ্বর সন্তাপনিবারণে স্বাহা, ক্রোধনিবারণ, শান্তিকার্য্য ও প্রীতিবন্ধনে নমঃ; সম্মোহন, উদ্দীপন, পুষ্টিকার্য্য ও মৃত্যুনিবারণ কার্য্যে বৌষট্; প্রণয়নাশ, ছেদন ও মারণে হুঁ, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে বৌষট্, অন্ধীকরণে বৌষট্ এবং মন্ত্রোদ্দীপন ও লাভালাভ কার্য্যেও বৌষট্ মন্ত্র স্মরণ করিবে।

এই মন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকার, যোজন ও পল্লব। যে মন্ত্রের আদিতে নামযুক্ত থাকে, তাহাই পল্লব। মারণ, সংহার, গ্রহভূতাদি নিবারণ, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণকার্য্যে পল্লব মন্ত্রই প্রশস্ত। যাহার অন্ত নামযুক্ত, তাহাই যোজন মন্ত্র। শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কার্য্যে যোজন মন্ত্রই ব্যবহার করিবে। নামের আদি, মধ্য বা অন্তে মন্ত্র থাকিলে তাহাকে রোধ মন্ত্র বলা যায়। অভিমুখীকরণ, সর্ব্বরোগনিবারণ, জ্বরগ্রহ-বিষপীড়াদি শান্তি ও সম্মোহন কার্য্যে রোধ মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করাই বিধি। যাহাতে নামের এক এক অক্ষরের পর মন্ত্র থাকে, তাহাকে গ্রন্থন মন্ত্র বলে। ইহা শান্তি কার্য্যে প্রশস্ত। যে স্থলে নামের আদিতে অনুলোমে এবং নামের অন্তে বিলোমে মন্ত্র থাকে, তাহাকে সম্পুট মন্ত্র কহে। এই মন্ত্রে কীলক কার্য্য করিবে। স্তম্ভন, মৃত্যুনিবারণ ও রক্ষাদি কার্য্য ইহাতে প্রশস্ত। মন্ত্রের দুই দুইটী অক্ষর ও সাধ্য নামের দুই দুইটী অক্ষর ক্রমশঃ পাঠ ক'রলে সবিদর্ভ মন্ত্র হয়। উহা বশীকরণ, আকর্ষণ ও পুষ্টি কার্য্যে প্রশস্ত।

এই মন্ত্রসমূহের পঞ্চদশটী অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রুদ্র, মঙ্গল, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর, পিশাচ, ভূত,দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ,বিদ্যাধর ও অসুর এই পঞ্চদশ প্রকার। মন্ত্রগুলি বর্ণসংখ্যাভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। একাক্ষর মন্ত্র—কর্ত্তরী,দ্ব্যক্ষর মন্ত্র—সূচী, ত্র্যক্ষর মন্ত্র—মুদ্গর, চতুরক্ষর মন্ত্র—মুষল, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র—ক্রুর,ষড়ক্ষর মন্ত্র—শৃঙ্খল, সপ্তাক্ষর মন্ত্র—ক্রকচ, অষ্টাক্ষর মন্ত্র—শূল, নবাক্ষর মন্ত্র—বজ্র, দশাক্ষর মন্ত্র শক্তি, একাদশাক্ষর মন্ত্র—পরশু, দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র—চক্র, ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র—কুলিশ, চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র—নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র—ভুষুণ্ডী এবং ষোড়শাক্ষর মন্ত্র—পদ্ম আখ্যায় অভিহিত। এই ষোড়শবিধ মন্ত্রের কোন্‌টী কোন্ কার্য্যে প্রশস্ত, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। মন্ত্রচ্ছেদে কর্ত্তরী, ভেদকার্য্যে সূচী, ভঞ্জনে মুদ্গর, ক্ষোভণে মুষল, বন্ধনে শৃঙ্খল, ছেদনে ক্রকচ, ঘাতকার্য্যে শূল, স্তম্ভনে বজ্র, বন্ধনে শক্তি, বিদ্বেষে পরশু, সর্ব্বকার্য্যে চক্র, উন্মাদকরণে কুলিশ, সৈন্যভেদে নারাচ, মারণে ভুষুণ্ডী এবং শান্ত পুষ্ট্যাদি কর্ম্মে পদ্মমন্ত্র প্রশস্ত। এই সকল শান্ত্যাদি কর্ম্ম বামাচার-বিরোধী জানিবে।

মন্ত্রসমূহের পুং স্ত্রী ও নপুংসক সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে। যে মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীসংজ্ঞক। নমঃ শব্দযুক্ত মন্ত্র নপুংসক এবং হুঁ ফট্ শব্দসমন্বিত মন্ত্রই পুরুষ নামে কথিত। বশীকরণ ও শান্ত্যাদি অভিচার কার্য্যে পুরুষ, ক্ষুদ্রক্রিয়াদি বিনাশে স্ত্রীমন্ত্র এবং অন্যত্র নপুংসক মন্ত্র ব্যবহার করিবে। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রের আগ্নেয় ও সৌম্যভেদ আছে। মন্ত্রের অন্তে ওঁ শব্দ থাকিলে তাহা আগ্নেয় মন্ত্র জানিবে। ইন্দু ও অমৃতাক্ষর যুক্ত মন্ত্রই সৌম্য নামে অভিহিত। আগ্নেয় মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ থাকিলে তাহা সৌম্য এবং সৌম্যমন্ত্র পল্লবিত হইলে আগ্নেয় বলা যায়। বামনাসায় শ্বাসবহনকালে মন্ত্রের নিদ্রাবস্থা ও দক্ষিণনাসায় বহনকালে জাগ্রদবস্থা জানিতে হইবে। মন্ত্রের নিদ্রাকালে জপ করিলে সেই জপ ফলপ্রদ হয় না। দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে আগ্নেয় মন্ত্র এবং বামনাসায় শ্বাসবহনকালে সৌম্য মন্ত্র প্রবুদ্ধ থাকে। উভয় নাড়ীর বহনকালে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে। প্রবুদ্ধমন্ত্রে জপ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঐ ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে বিভিন্ন আসন বিহিত হইয়াছে। পুষ্টিকর্ম্মে পদ্মাসন, শান্তিকার্য্যে স্বস্তিকাসন, আকর্ষণ, পুষ্টিকর্ম্ম ও বিদ্বেষণে কুক্কুটাসন, উচ্চাটনে অৰ্দ্ধ স্বস্তিকাসন, মারণ ও স্তম্ভনে বিকটাসন এবং বশীকরণে ভদ্রাসনই প্রশস্ত। বশীকরণে মেষ চর্ম্ম, আকর্ষণে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উচ্চাটনে উষ্ট্রচর্ম্ম, বিদ্বেষণে ঘোটকচর্ম্ম, মারণকার্য্যে মহিষচর্ম্ম, মোক্ষসাধনে

গজচর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মে রক্তবর্ণ কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে। অনন্তর শান্তিকার্য্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশমুদ্রা, স্তম্ভনে গদামুদ্রা, বিদ্বেষণে মুষলমুদ্রা, উচ্চাটনে বজ্রমুদ্রা এবং মারণে খড়্গমুদ্রা বিন্যাসে কার্য্য করিতে হইবে। ইহার প্রত্যেক কর্ম্মেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কুণ্ড করিবার বিধি আছে। বিদ্বেষ কার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড করিতে হয়। ঐ কুণ্ড এক হস্ত পরিমিত হওয়া আবশ্যক। শত্রুপক্ষের উচ্চাটনে নৈঋতকোণে এবং দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বায়ুকোণে কুণ্ডের মুখ রাখিতে হইবে।

শত্রুতাপন কার্য্যে যোনিকুণ্ডই প্রশস্ত। মণ্ডপের অগ্নিকোণে এই কুণ্ড করিতে হয়। শত্রুমারণে মণ্ডপের দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধচন্দ্র কুণ্ড করিবে। শত্রুর রোগবর্দ্ধনে মণ্ডপের নৈঋতকোণে ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া কার্য্য করিবে। বিদ্বেষণ কার্য্যে অগ্নিকোণে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ অথবা চতুরস্র কুণ্ড করিয়া কার্য্য করা উচিত। চতুরস্র কুণ্ডে বশীকরণ, ত্রিকোণ কুণ্ডে আকর্ষণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটন এবং ষট্‌কোণ কুণ্ডে মারণ কার্য্য করিবে।

পুষ্টিকার্য্যে মণ্ডপের উত্তরদিকে, শান্তিকর্ম্মে পশ্চিমদিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণে দক্ষিণদিকেই কুণ্ডনির্ম্মাণ প্রশস্ত। অভিচারকার্য্যে কুণ্ড পরিমাণের ন্যূনাধিক্য হেতু বিশেষ কোন দোষ জন্মে না, কিন্তু কার্য্যকালে উহাদিগকে সর্ব্ব সুলক্ষণান্বিত করিয়া কর্ম্মসাধনই বিধেয়।

অথর্ব্ববেদবিদ্ জনৈক পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণকে বহু অর্থ ও নানা রত্নভূষণাদি দিয়া সন্তুষ্ট করণানন্তর বিধানানুসারে বরণ করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রতী হইয়া উৎসব ও যজ্ঞসৎকারে সর্ব্বপ্রকার রক্ষাবিধানপূর্ব্বক কৃতীর হিতকামনায় মারণকার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন। অভিচারকার্য্যে বিত্তের শঠতা করিতে নাই, যদি অর্থব্যয়ের শঠতা হেতু কার্য্যের কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তার পুত্র, আয়ু, ধন ও যশ নষ্ট হইয়া থাকে। দেশরক্ষার জন্য অভিচার করিলে রাজা বা কর্ম্মকর্ত্তা পাপভাগী হন না। নিম্নে সংক্ষেপে উদাহরণস্বরূপ কএটী মন্ত্র ও তাহাদের ক্রিয়া বিবৃত হইল,—অথর্ব্বণোক্ত জ্বরশান্তিমন্ত্র অগস্ত্য ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ কালিকা দেবতা জ্বরস্য সদ্যঃ শান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ওঁ কুবেরন্তে মুখং রৌদ্রং নন্দিমানন্দিমাবহন্। জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে ধ্রুবম্॥

ওঁ কুবেরন্তে মুখং রৌদ্রং ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র বা দশ সহস্র বার জপ করিয়া আম্রপত্র দ্বারা হোম করিলে নিশ্চয় জ্বরশান্তি হয়।

'ওঁ নমো ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুকস্য শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের বিনাশ হয়। হারীতে জ্বরশান্তিবিধানকল্পে অনেকগুলি মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের জ্বরহারাবলির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

ওঁ হ্রাং ক্লীং ঠঃ ঠঃ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চতুর্থাহিকং সাপ্তাহিকং মাসিকং আর্দ্ধমাসিকং বার্ষিকং দ্বৈবার্ষিকং মৌহূর্ত্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট হুং ফট্ অমুকস্য জ্বরং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহা।

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য অমুকস্য উৎপন্নজ্বরক্ষয়ায় তন্নক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্তলকবলিনমঃ। ইত্যুৎসৃজ্য নিমজ্জয়িত্বা উত্তরস্যাং দিশি পুত্তলকবিসর্জ্জনং কর্ত্তব্যম্।

প্রথমে ওঁ হ্রীং ক্লীং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে হইবে। জ্বরাযুক্ত ব্যক্তির নবমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল লইয়া বলি পিণ্ড পাক করিতে হয়। তৎপরে তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা একটী জ্বর-প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া হরিদ্রা দ্বারা সেই মূর্ত্তির অঙ্গ রঞ্জিত করিবে এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ হরিদ্রাক্ত ধ্বজচতুষ্টয় দ্বারা শোভিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে ঐ পুত্তলিকাকে গন্ধপুষ্প দ্বারা ভূষিত করণান্তর বলি প্রদানপূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপ তিন দিবস বলি প্রদান করিলে জ্বরশান্তি হইয়া থাকে। জ্বরমূর্ত্তি উৎসর্গ করিয়া উত্তরদিকে বিসর্জ্জন করিতে হয়। গর্গাদিতে এই প্রথাই ভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইল না।

মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র,—হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ হৌঁ ওঁ জুঁ সঃ।

শূলরোগপ্রতিকার,—ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্য শ্রী অমুকদেবশর্ম্মণঃ শূলরোগপ্রতিকারকামনয়া ওঁ মিঢ়ুষ্টমঃ ইত্যাদি পিনাকং বিভ্রদাগাহি ইত্যন্তঃ মন্ত্রং সহস্রং অযুতং লক্ষং বা জপমহং করিষ্যামি ইতি সংকল্প্য শিবলিঙ্গে ত্র্যম্বকবিধানেন সংপূজ্য ইমং মন্ত্রং জপেৎ। ওঁ মিঢ়ুষ্টমঃ শিবতমঃ শিবোনঃ সুমনা ভব পরমে বৃক্ষ আয়ুধন্নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি।' ইতি জপ্ত্বা দক্ষিণাং কুর্য্যাৎ।

গর্ভজননোপায়,—ওঁ মুক্তাপাশাবিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তসর্ব্বভয়াদ্ গর্ভ এহ্যেহি মারীচ স্বাহা। এই মন্ত্রে জল অষ্টবার অভিমন্ত্রণ করিয়া গর্ভিণীকে দিবে। ইহাতে সুখপ্রসব হইবে।

নিগড়বন্ধন,—ওঁ মমধ্বজে নির্ঋতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিরেতা বদ্ধকেয়ং যমেন দত্তং তস্তসংবিদানোত্তমেনাকে অধিরোহয়ৈনং। অস্য নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রস্য প্রজাপতির্ঋষির্নির্ঋতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বন্ধনাদি ব্যসনপরিহারার্থে বিনিয়োগঃ। অযুত জপে নিগড়াদি স্খলন হয়।

বৃষ্টিকরণ,—ওঁ পুষ্করাবর্ত্তকৈর্মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরাং। বিদ্যুদ্গর্জ্জিত-সন্নদ্ধতোয়াত্মানং নমাম্যহং। যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ইতি ধ্যাত্বা বাহ্ বরুণমুপচারৈঃ পূজয়িত্বা মূলমন্ত্রং জপেৎ। প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো বরুণদেবতা এতন্মন্ত্রাত্মমভিব্যাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মন্ত্রস্তু বঁ গুরুমুখাজ্জ্ঞেয়ঃ নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ। বহুসহস্রং জপেন্মন্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নত অথবা ষট্সহস্রং জপেন্মন্ত্রং তদাবৃষ্টির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।'

এই সকল কার্য্যের অভ্যাস জন্য গুরুর সাহায্য আবশ্যক হয়। গুরু কর্ত্তৃক মন্ত্র সংস্কার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইলে কর্ম্মকর্ত্তা কিছুই কার্য্যের সুফল লাভ করিতে পারিবেন না। এই সকল কার্য্য এতই গুহ্য যে, গ্রন্থ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

অতঃপর মন্ত্রাংশ বাদ দিয়া পার্থিবপদার্থের সমন্বয়-গুণ বিবৃত করা যাইতেছে। কএকটী পদার্থের সংমিশ্রণে এরূপ একটী অভাবনীয় বস্তুর উদ্ভাবন করা যায় যে, তাহার গুণাবলী ভৌতিকব্যাপারে সমুৎপন্ন বলিয়া অনুমান হয়। য়ুরোপে এক সময়ে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাহারা দ্রব্যগুণে অন্যান্য ধাতুকে সোণা-রূপায় পরিণত করিতে চেষ্টা পান। তাঁহাদের উদ্ভাবিত এই কিমীয়বিদ্যা (Alchymy) হইতে কালে রসায়ন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের দেশের ভোজবিদ্যাবিদ্গণ এই দ্রব্যগুণের অন্বেষণ করিতে করিতে একটী অভিনব বিদ্যায় সমুপস্থিত হন। তাহাই আমাদের ভোজবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ গুণে বশীকরণাদি বিষয়ে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

বশীকরণ।

বশীকরণ বিজ্ঞান দ্বারা নর নারী উভয়কেই বশীভূত করিতে পারা যায়। লজ্জালু লতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, অপরাজিতা ও চাণ্ডালী লতা একত্র দুগ্ধের সহিত কর্দ্দমবৎ পেষণ করিবে। পরে সেই কর্দ্দম একখণ্ড পট্টবস্ত্রে লেপন করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা পদ্মনাল-মধ্যগত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং একবর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত বর্ত্তিকা আর্দ্র করিয়া লইবে। অনন্তর চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ভৈরবের পূজা করিয়া ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করণান্তর তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। ঐ কজ্জল দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি, যাহাকে ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করা যাইতে পারে।

মন্ত্র দ্বারাও বশীকরণ করা যাইতে পারে। সাধক 'ওঁ হ্রীঁ মোহনি স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র, অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল, উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করিবে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্র সপ্ত দিবস জপ করিলে রাজাকে বশীভূত করিতে পারা যায়। তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া ঐ তাল-পত্র দুগ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। ঐ মন্ত্র মধ্যে যাহার নাম থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে। মতান্তরে বিষকণ্টক দ্বারা তালপত্রে লিখিয়া দুগ্ধে পাক করণান্তর তিন দিবস ঐ তালপত্র কর্দ্দম মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। দিবসত্রয় পরে ঐ তালপত্র পুনরায় উঠাইয়া দুর্গোৎসব মণ্ডপ-দ্বারে প্রোথিত করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই বশীকরণ হইয়া থাকে। ষট্কর্ম্মদীপিকা, ক্রিয়োড্ডীশ, শাবর ও উড্ডীশ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার বাহুল্য দেখা যায়।

স্ত্রীলোকদিগকে বশ করিবার জন্য দ্রব্যসমূহের গুণাগুণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। রবিবারে কৃষ্ণধুতুরার পুষ্প, লতা শাখা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে। পরে তাহার সহিত কর্পূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিবে। ঐ তিলক দর্শনমাত্রে রমণীমাত্রই বশীভূতা হইবে। ১ চিতাভস্ম, বচ, কুড় ও তগরপুষ্প একত্র চূর্ণ করিয়া কোন স্ত্রীর মস্তকে দিলে সেই রমণী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইবে। ২ জিহ্বামল, দন্তমল ও নাসামল তাম্বূলের সহিত খাওয়াইলে স্ত্রীলোক বশ্যা হয়। ৩ ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম কোন পুরুষ যে রমণীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, সেই রমণী সেই পুরুষের বশীভূতা হইবে। ৪ তাম্বূলের রসে হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করিয়া মঙ্গলবারে ললাটে তিলক ধারণ করিলে রমণী বশীভূতা হয়। ৫ বৃহস্পতিবারে সিন্দুর ও কদলীকন্দ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক-ধারণ করিলে দর্শনমাত্রেই রমণী বশ্যা হইবে। ৬ গোরুর দন্ত ও মনুষ্যের দন্ত একত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে কান্তা স্বীয় প্রণয়ীর একান্ত বশীভূত হয়। ৭ যবচূর্ণ, হরিদ্রা, গোমূত্র, ঘৃত ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া মুখে ম্রক্ষণ করিলে পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি হয় এবং

সেই পুরুষ স্ত্রীদিগের ও রাজকুলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। ৮ গোরোচনা ও পদ্মপত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়। ৯ মালতীপুষ্প লইয়া পট্টসূত্র দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈলে প্রদীপ জ্বালিবে। এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে নৃকরোটীতে কজ্জলপাত করিয়া সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করিলে তাহাকে যে নারী দর্শন করিবে, সেই নারীই বশীভূতা হইবে। ১০ 'ওঁ নমঃ কামাখ্যা দেবি অমুকীং মে বশংকরী স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে।

সিদ্ধনাগার্জ্জুনকক্ষপুটে স্ত্রীলোকদিগের পতিবশীকরণোপায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি পতিং মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে বিধানানুসারে নিম্নোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিলে পতি বশ হয়।

'রোচনং মৎস্যপিত্তঞ্চ পিষ্ট্বা তু তিলকে কৃতে।
বামহস্তকনিষ্ঠায়াং পতির্দ্দাসো ভবত্যলম্ ॥'১
'পুত্রজীবী চ রক্তা চ মোহিনী গিরিকর্ণিকা।
শ্বেতাপরাজিতামূলং সমাংশং চূর্ণমধ্যতঃ।
দীয়তে পশ্চিমে রাত্রৌ সতাম্বূলেঽতিবশ্যকৃৎ ॥'২
'সুশ্বেতং কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলঞ্চ গিরিকর্ণিকা।
তাম্বূলেন প্রদাতব্যং দাসবৎ কুরুতে পতিম্ ॥'৩
'সমূলচূর্ণা ভূধাত্রী বস্ত্রে বদ্ধা নিবেশয়েৎ।
নবনীতে বিনিক্ষিপ্তং তচ্চূর্ণং পাচয়েদ্ ঘৃতে।
তদ্ ঘৃতং ভোজনে দেয়ং পতির্দ্দাসো ভবত্যলম্ ॥'৪
'যত্র মূত্রয়তে ভর্ত্তা তত্র মৃদ্বামপাণিনা।
যত্নাদ্গ্রাহ্যং সমন্ত্রেণ প্রজপন্ পঞ্চভির্দিনৈঃ ॥
মৃদং কুলালচক্রস্থাং বিপরীতস্থ বা হরেৎ।
উভাভ্যাং বৃষভং কৃত্বা সূত্রেণাসাঞ্চ প্রোতয়েৎ ॥
দ্বারদেশে স্থিতং তস্তু যাবদ্ভর্ত্তা তু লঙ্ঘয়েৎ।
তথা তু নিখনেচ্চৈব পতির্বশ্যো ভবত্যলম্ ॥
তদ্গৃহে কামদেবোঽসৌ অন্যত্র ষণ্ডতাং ব্রজেৎ ॥'৫

'ওঁ হ্রোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্ররতী হ্রোং পঞ্চনখে উচ্চণ্ডং পনী হ্রোং সামোহি নীলদ্রাতি সোং সাং যোগিনী কামিনী যাণী বন্ধো সুখেন সাং জবেন জামূয় সং রাং স্বাহা।' অনেক মূত্রস্থানমৃত্তিকা গ্রাহ্যা সিদ্ধিযোগঃ ॥৬

'পুংবিন্দুং গ্রাহ্য কার্পাসাদ্রতাবস্তে স্বযোনিগং।
সজীবমণ্ডূকস্যাস্তে কার্পাসং তং বিনিক্ষিপেৎ ॥
কন্যাবর্ত্তিতসূত্রেণ পুং পাদাস্তং শিরোমিলেৎ।
পট্টাদং বেষ্টয়েৎ সূত্রে চতুষ্পাদং ততঃ পুনঃ ॥
তেন সূত্রেণ মণ্ডূকং বদ্ধাস্তং হণ্ডিকান্তরে।
কন্যাতল্লিখনেদ্ভূমৌ পতির্বশ্যো ভবত্যলম্।
অন্যত্র ষণ্ডং মদনো ভবত্যত্র তয়া সহ ॥'৭
'কার্পাসধূলিতাপত্রং তত্র তচ্ছেষমাহরেৎ।
তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবয়েত্তঞ্চ শুক্রকং।
বিবস্ত্রকন্যকাহস্তাদ্বিপরীতেন কর্ত্তয়েৎ ॥
ধনুর্দ্দর্ভময়ং কুর্য্যাৎ সূত্রৈশ্চ ত্রিগুণৈর্গুণং।
পত্যুঃ পুংস্ত্বং ভবেত্তাবদ্ যাবদারোপিতং ধনুঃ।
অবতীর্ণে গুণে ষণ্ডো জায়তে চ বশীভবেৎ ॥'৮
'পঞ্চাঙ্গং দাড়িমং পিষ্ট্বা শ্বেতসর্ষপসংযুতম্।
যোনিলেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ দুর্ভগা। 'ওঁ কামমালিনি ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগানাং সপ্তাভিমন্ত্রিতে সিদ্ধিঃ ।৯
'মালতীপুষ্পসংযুক্তং কটুতৈলং সুপাচিতম্।
এতল্লিপ্তভগানারী রতৌ মোহয়তে পতিম্ ॥১০
'স্বযোনাবৃতকালে তু রোচনং নিক্ষিপেৎ পুনঃ।
স্বপুষ্পং ভাবয়েত্তেন তিলকং পতিবশ্যকৃৎ ॥
ধুস্তূরবীজচূর্ণন্তু সপ্তাহং ভাবয়েন্মলৈঃ।
সর্ব্বদ্বারোদ্ভবৈস্তেন খানে পানে পতির্বশঃ ॥১১

ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য মুষ্টিযোগ উক্ত হইয়াছে। অশ্লীলতানিবন্ধন তৎসমুদায় আলোচিত হইল না। অনন্তর রাজবশীকরণোপায় কথিত হইতেছে।

১ কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কর্পূর ও তুলসীপত্র একত্র গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে রাজাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়। ২ হস্তে শ্বেতবেড়েলার মূল বন্ধন করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারে এবং হরিতাল, অশ্বগন্ধা, কর্পূর ও মনঃশিলা ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হন। ৩ পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল আনিয়া, সেই মূল কর্পূর ও তুলসীপত্র সহযোগে একত্র পেষণপূর্ব্বক বস্ত্রখণ্ডে লেপনপূর্ব্বক অপরাজিতাবীজের তৈল দ্বারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। রাত্রিতে শুচি অবস্থায় ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিয়া দীপশিখায় কজ্জলপাত করিতে হয়। সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে রাজা বশীভূত হন। পুষ্যা নক্ষত্রে অপামার্গের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত রাজাকে সেবন করাইলে ফল দর্শে। এই সকল কার্য্য 'ওঁ নমো ভাস্করায় ত্রিলোকাত্মনে অমুকমহীপতিং মে বশ্যং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপে সিদ্ধ হইয়া কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হয়।

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও কুড় একত্র চূর্ণ করিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে খাওয়াইবে, সেই ব্যক্তিই বশ্য হইবে। বটের মূল

জলে ঘর্ষণ করিয়া, বিভূতিমিশ্রণে কপালে তিলক ধারণ করিলে সর্ব্বজন বশীভূত হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে পুনর্ণবার মূল উত্তোলন করিয়া সপ্তবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। অপামার্গের মূল কপিলার দুগ্ধে পেষণ করিয়া তিলক করিলে অথবা উহার মূল ছায়াতে শুকাইয়া, পরে সেই মূলচূর্ণ তাম্বূলসহযোগে সেবন করাইলে ত্রিজগৎ বশীভূত হইতে পারে। গোরোচনা ও অপামার্গের মূল, অথবা যজ্ঞডুম্বুরের মূল পেষণ করিয়া তিলক ধারণে ফল পাওয়া যায়। দেবদানা ও শ্বেত সর্ষপ একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে এবং কুঙ্কুম, তগরকাষ্ঠ, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা অনামিকার রক্তে মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে সাধারণে বশ্য হয়। গোরোচনা, পদ্মপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও রক্তচন্দন একত্র করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে অথবা শ্বেতকুঁচ ছায়াতে শুষ্ক করিয়া কপিলার দুগ্ধে মিশ্রণান্তর তিলক দিলে কার্য্যোদ্ধার হয়। শ্বেতদূর্ব্বা কপিলাদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অথবা শ্বেত আকন্দের ছায়াশুষ্ক মূল কপিলার দুগ্ধে মাড়িয়া তিলক করিলে কার্য্য নিষ্ফল হয় না। বিল্বপত্র ও মাতুলুঙ্গ ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া এবং ঘৃতকুমারীর মূল ও সিদ্ধিবীজ একত্র পিষিয়া তিলক ধারণ করিলে বশকার্য্য সফল হয়। হরিতাল, অশ্বগন্ধা, সিন্দূর ও কদলীবৃক্ষের রস একত্র মর্দ্দন করিয়া তিলকদানে, অপামার্গের বীজ ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া গাত্রলেপনে, হরিতাল ও তুলসীপত্র পিষিয়া কপিলাদুগ্ধের সহিত তিলকদানে এবং অশ্বগন্ধা ও মনঃশিলা আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হয়। এই সকল বশীকরণকার্য্যে 'ওঁ নমঃ সর্ব্বলোকবশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।

রবিবারে তুলসীর বীজ বেড়েলার রসে পেষণ করিয়া ললাটে তিলক দিলে ত্রিজগতের লোক মোহিত করিতে পারা যায়। হরিতাল ও অশ্বগন্ধা কদলীর রসে পেষণ করিয়া পরে গোরোচনা মিশ্রিত করিবে। উহার তিলক ধারণে ত্রিজগৎ মোহিত হয়। কাকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন ও বচ একত্র ধূপ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রে ও মুখে সেই ধূপ গ্রহণপূর্ব্বক রাজা, প্রজা বা পশুপক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই মোহিত হইবে। সিন্দূর, কুঙ্কুম ও গোরোচনা, আমলকীর রসে মনঃশিলা ও কর্পূর এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও সিন্দূর কদলীর রসে পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলকধারণেও ফল দর্শে। ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতীলতা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত হয়। শ্বেত গুঞ্জারস দ্বারা বামণহাটীর মূল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র বাটিয়া কপালে তিলক দিলে জগৎ মোহিত হয়।

বিল্বপত্র ছায়াতে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া কপিলাদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘষিয়া কপালে তিলক করিলে সমগ্র জগদ্বাসীকে মোহিত করিতে পারা যায়। বিজয়া (সিদ্ধি) পত্র ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে মোহনকার্য্য সমাধা হয়। প্রথমে তুলসীপত্র ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত বিজয়াবীজ ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া কপিলাদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে সকলকে মোহিত করিতে পারা যায়। দাড়িম্বের মূল, ছাল, পত্র, চাল ও বীজ এবং শ্বেতকুঁচ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে অথবা তিত লাউবীজের তৈল দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া, তাহার শিখা ধূমের কজ্জল দ্বারা নেত্রাঞ্জন করিলে সকল ব্যক্তিকে মোহিত করা যায়।

স্তম্ভন।

ভেকের বসা রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া সর্ব্ব শরীরে লেপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। শ্বেত আকন্দের মূল রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া গাত্রে ম্রক্ষণ করিলে অগ্নিতাপ বিদূরিত হয়। কদলীবৃক্ষের রস ও রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রসে একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রে অগ্নিদগ্ধ হয় না। ভেকের বসা ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অগ্নির উত্তাপ লাগিতে পারে না। ঘৃতকুমারীর মূল ও কদলীবৃক্ষের মূল একত্র মর্দ্দন করিয়া শরীরে প্রলেপ দিলে অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। পিপ্পলী, মরিচ ও শুঁট একত্র বারংবার চর্ব্বণ করিলে অনায়াসে জ্বলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিতে পারা যায়। শর্করা ও ঘৃত পান করিয়া শুঁঠ চর্ব্বণ করিলে মুখ মধ্যে তপ্তলৌহ নিক্ষেপ করিলেও মুখ দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো অগ্নিরূপায় মম শরীরে স্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

চর্ম্মকারের কুণ্ড অর্থাৎ চর্ম্মকারগণ যে স্থানে চর্ম্ম ভিজাইয়া রাখে, তাহার কর্দ্দম, চটকা পক্ষীর রক্তযুক্ত করিয়া যাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহারই আসন স্তম্ভিত হইবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না।

একটী মনুষ্য-মস্তকের খুলিতে মৃত্তিকা স্থাপনপূর্ব্বক

শ্বেতগুঞ্জাবীজ বপন করিয়া ক্রমাগত দুগ্ধ সেচন করিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের শাখা, মূল বা কাণ্ড যাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর স্থানান্তরে যাইবার শক্তি থাকিবে না।

এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে 'ওঁ নমো দিগম্বরায় অমুকাসনস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়।

পেচকের বিষ্ঠা ছায়াতে শুষ্ক করিয়া তাহা তাম্বূলের সহিত কাহাকে ভক্ষণ করাইলে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি স্তম্ভন ঘটিয়া থাকে। শ্বেতসর্ষপ ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলক ধারণ করিলে বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। শ্বেত বেড়েলার মূল ও অপামার্গের মূল লৌহপাত্রে পেষণ করিয়া যাহার ললাটে তিলক দিবে, তাহারই বুদ্ধিস্তম্ভন হইয়া থাকে। 'ওঁ নমো ভগবতে শত্রূণাং বুদ্ধিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে বুদ্ধিস্তম্ভনকার্য্য সিদ্ধ হয়।

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অপরাজিতার মূল সংগ্রহপূর্ব্বক মুখে ও মস্তকে রাখিলে শত্রু কর্ত্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রে তাহার কোন অপকার হয় না। জাতীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে ব্যাঘ্র, রাজা ও শত্রুভয় নিবারিত হয়।

সুদর্শনার মূল হস্তে ও কেতকীমূল মস্তকে বন্ধন করিলে অস্ত্রস্তম্ভন হয়। তালমূল মুখে ও খর্জ্জুরমূল হস্তে ধারণ করিলে খড়্গস্তম্ভন হইয়া থাকে। সুদর্শনা, খর্জ্জুর ও কেতকী এই ত্রিবিধ মূল চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত পান করিলে শত্রুর অস্ত্র স্তম্ভিত হইয়া যায়। পুষ্যা নক্ষত্রে অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া শরীরে লেপন করিলে এবং মুখে খর্জ্জুরমূল, কটিতে কেতকীমূল ও বাহুতে আকন্দের মূল ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র স্তম্ভিত হইয়া থাকে। রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জা-লতার মূল উত্তোলনপূর্ব্বক যে ব্যক্তির হস্তে দিবে, তাহার আর অস্ত্রভয় থাকিবে না। রবিবারে কোমল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা পদ্মমৃণালের সহিত একত্র পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে প্রলেপ দিলে অস্ত্র স্তম্ভিত হয়। 'ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস নৈকষগর্ভসম্ভূত পরসৈন্যস্তম্ভনে মহাভগবান্ স্বাহা' এই মন্ত্রে একশত অষ্টবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে শত্রুস্তম্ভনকার্য্য করা বিধেয়।

'ওঁ নমো বিকরালরূপায় মহাবলায় পরাক্রমায় অমুকস্য ভুজবলং বন্ধয় বন্ধয় দৃষ্টিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় পাতয় পাতয় মহাগে হুঁ।' অষ্টোত্তর শতবার এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেত অপরাজিতার বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক তৈল নিষ্কাশন করিবে। পরে সেই তৈল কোন পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত বিষ, ভেলার তৈল, অহিফেন, ধুস্তূরবীজচূর্ণ, তালের রস, গন্ধক ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা দ্বারা অস্ত্রে প্রলেপ দিলে সেই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধস্থানে শত্রুর অস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। ঐ অস্ত্র দর্শনে শত্রুগণ যুদ্ধকাতরের ন্যায় পলায়ন করে।

ওঁ নমঃ কালরাত্রি ত্রিশূলধারিণি মম শত্রুসৈন্যস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেতগুঞ্জাফল গ্রহণপূর্ব্বক শ্মশানে প্রোথিত করিবে। পরে তদুপরি একখণ্ড পাষাণ স্থাপন করিয়া রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মহালক্ষ্মী ও ব্রাহ্মী এই অষ্ট যোগিনীর অর্চ্চনা করিবে এবং গণপতি, বটুক ও ক্ষেত্রপালের পৃথক্ পৃথক্ পূজা ও বলিদান করিয়া মাংস ও মদ্য দ্বারা ঐ সকল দেবতার পূজা করিলে শত্রুসেনা স্তম্ভিত হয়।

'ওঁ নমো ভয়ঙ্করায় খড়্গধারিণে মম শত্রুসৈন্যং পলায়নং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া মঙ্গলবারে কাক ও পেচকপক্ষী ধরিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা ঐ মন্ত্র লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিবে। যৎকালে ঐ পক্ষী দুইটী শত্রুর সম্মুখে গমন করিবে, তৎক্ষণাৎ শত্রুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে এবং রাজা প্রজা ও গজাশ্বাদি বাহকগণ পক্ষিদর্শনমাত্রেই ভয়ভীত হইবেন।

শ্মশানের ভস্ম আনয়ন করিয়া তদ্দ্বারা একটী মৃত্তিকাপাত্রের মধ্যভাগ লেপন করিবে। অনন্তর তদুপরে ঐ মন্ত্রের সহিত শত্রুর নাম লিখিয়া নীলসূত্র দ্বারা ঐ মৃত্তিকাপাত্রে বন্ধন করিবে। পরে ঐ মৃৎপাত্র গর্ত্তমধ্যে নিহিত করিয়া তদুপরি একখণ্ড প্রস্তর চাপা দিবে। এই যোগ শত্রুস্তম্ভনে বিশেষ কার্য্যকর।

গোষ্ঠস্থানে অথবা গোশালার চতুর্দ্দিকে উষ্ট্রের অস্থি প্রোথিত করিলে গোমেষাদি স্তম্ভিত হইবে অথবা উষ্ট্রের লোম যে পশুর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, সেই পশুই স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

রজস্বলা স্ত্রীর বস্ত্র আহরণ করিয়া গোরোচনার সহিত শত্রুর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে শত্রু স্তম্ভিত হয়।

দুই খণ্ড ইষ্টক শ্মশানের অঙ্গারসম্পুটে স্থাপন করিয়া কোন নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে রাখিলে মেঘস্তম্ভন হইয়া থাকে।

বৃহতীর মূল ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে নিদ্রা স্তম্ভিত হয়।

পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত ক্ষীরিবৃক্ষের (অশ্বত্থ বটাদি) কীলক নৌকা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ ঠঃ ॥' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপপূর্ব্বক পদ্মকাষ্ঠচূর্ণ কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভন হয়।

'ওঁ গর্ভং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা' অষ্টোত্তর শত জপ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া ঋতুস্নানের পর এরণ্ডবীজ ভক্ষণ করিয়া ধুস্তূর মূল কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভস্তম্ভন হয়।

মতান্তরে স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণাদির বিষয় লিখিত আছে। উহাতে দ্রব্যাদির প্রক্রিয়া বিভিন্ন থাকায় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও বটের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া বিভূতির সহিত কপালে তিলক করিবে। উক্ত রূপ ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র ত্রিলোক বশ্য হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন করিয়া পরে উহার সহিত যববীজ হস্তে বন্ধন করিবে। বন্ধন কালে 'ওঁ ঐঁ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় ব্লুং স্বাহা।' ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে এবং এই সকল প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র বিংশতি সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্য্যারম্ভ করিবে। এই সাধনা দ্বারা সাধক সর্ব্বত্র পূজিত হন।

বাতোৎক্ষিপ্ত পত্র, মঞ্জিষ্ঠা, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও তগরকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাকে ভক্ষণ ও পান করাইবে, কিংবা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশীভূত হইবে।

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটীতে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র হয় এবং কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানস্থিত মহানীল বৃক্ষের মূল উদ্ধৃত করিয়া নরতৈল দ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। শ্মশানজাত মহানীল বৃক্ষের মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বলোকপ্রিয় হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ীবহনসময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব্ব প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে এবং পেচকের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে ত্রিভুবন বশ্য করিতে পারা যায়। 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।' মন্ত্র দশসহস্র বার জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া করিতে হয়।

মন্ত্র সকলের জপসংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে মন্ত্রের যেরূপ সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, সেই মন্ত্র তৎসংখ্যায় জপ করিবে। আর যে স্থলে কোন সংখ্যা উক্ত নাই, তথায় এক অযুত অর্থাৎ দশ সহস্র জপ করা বিধি।

মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নবাঙ্গুল পরিমিত কীলক 'ওঁ ঐঁ স্বাহা' এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভূমিতে নিখনন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশ্য হইবে। 'ওঁ ঐঁ স্বাহা' এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র বার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পরে এই কার্য্য সম্পাদন করিবে।

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইবে। 'ওঁ মদনকামদেবায় ফট্ স্বাহা', এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূল দ্বারা কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয়।

বস্ত্র মধ্যে স্বয়ম্ভুকুসুম গ্রহণ করিয়া ত্রিপথের মধ্যভাগে শনিবারে কিংবা মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদগ্ধ ভস্ম দ্বারা 'ওঁ নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্য মোহিনি মে সোঽহং ওঁ গুরুপ্রসাদেন' এই মন্ত্রে কপালে তিলক করিবে। অন্যের কথা কি ইহাতে রাজা পর্য্যন্ত বশীভূত হন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শৈবালাঙ্গলিয়া বৃক্ষের মূল, নরতৈল, মধু ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি দুর্দ্ধর্ষে আইকেশিক জটাকলাপে ঢকায় ফেৎকারিণি স্বাহা' এই মন্ত্রে কামিনীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। ঐ গুটিকা মুখ মধ্যে রাখিয়া যাহার নিকট যে যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, সেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে। বটপত্র ও ময়ূরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত হয়। কৃষ্ণাপরাজিতা ভৃঙ্গরাজের মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত কন্যার হস্তে লেপন করিবে। তৎপরে ঐ লিপ্তবস্তু জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া তিলক করিলে সর্ব্বলোক বশীভূত হইবে। রক্ত করবীর পুষ্প, কুড়, শ্বেত সর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগর, শ্বেত গুঞ্জা ও রাখাল সসার মূল এই সকল এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র পেষণ করিয়া পরে ঐ পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিলক করিলে উহাতে সর্ব্বলোক বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ নমো বরজালিনী সর্ব্বলোকবশঙ্করী স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে অপামার্গের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়।

পেঁচকের চক্ষু আনিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

পেচকের দুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু, এই দুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধ দ্রব্য ও পুষ্পের সাহত আঘ্রাণ করাইলে কিংবা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ হ্রাঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রঃ হ্রেঃ ফট্ নমঃ' এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণে কিংবা পানে প্রদান করিলে ত্রিজগৎ বশীভূত হয়। ইহাতে স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই বশীভূত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব দিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালশসার মূল উত্তোলন করিবে। পরে উত্তরাভিমুখী হইয়া উদূখলে ঐ মূল কুট্টিত করিবে। পরে ঐ কল্ক ও ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল, ও শুঁঠ তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটী করিবে। তৎপরে ঐ বটিকা ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীতে লেপনপূর্ব্বক যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। পূর্ব্বোক্ত বটী, দেবদারু, ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা যায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ নমঃ শচী ইন্দ্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থসাধিনী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া পূর্ব্বকৃত বটী ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয় লাভ করিবে।

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেবতাকে বলি প্রদানপূর্ব্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যাহাকে তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণপূর্ব্বক তিলক করিলে এবং মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে সমস্ত লোক বশীভূত হইতে পারে। বেড়েলার মূল সপ্তাহ কাল তাম্বূলসহযোগে প্রয়োগ করিলে রাজাও বশীভূত হন। 'ওঁ নমো ভগবতি মাতঙ্গেশ্বরি সর্ব্বমুখরঞ্জনি সর্ব্বেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্ব লোক বশ্য হয় এবং ঐ মূল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অথবা কটিতে বন্ধন করিয়া যে নারীকে কামনা করে, সেই নারীই তাহার বশীভূতা হইয়া থাকে।

শ্মশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ময়ূরের পিত্ত, গোরক্ষা, জাতিপুষ্প ও গোরোচনা একত্র কুমারী দ্বারা পেষণ করাইয়া স্পর্শ বা পান করিলে ত্রিজগৎ বশ করিতে পারা যায়। চন্দ্রগ্রহণকালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়া তাহার অঞ্জন করিলে অথবা তিলকধারণ করিলে সর্ব্বলোক বশ্য হয়। কাটানটিয়ার মূল মুখে রাখিলে অপরে বশ্য হয় এবং প্রতিবাদী মূক হয় অথবা দিগন্তরে পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্বেত গুঞ্জার মূল উদ্ধৃত করিয়া তাম্বূলের সহিত যাহাকে ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। মনঃশিলা, গোরোচনা ও শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে যাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই বশ হয়।

স্বর্ণবেষ্টিত শ্বেত অপরাজিতামূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকলেই বশীভূত হয়। 'ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' সহস্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেতাপরাজিতামূল চর্ব্বণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তিলক করিবে। নর কিংবা নারী উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র বশীভূত হইয়া থাকে।

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুষ্প, ধূপ, বলি ও ঘৃতপ্রদীপ প্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতপর্ব্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্য্যং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তৎপরে শ্বেত গুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃত দ্বারা লেপন করিবে। পরে বীজ ও মৃত্তিকা উত্তম একটী নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর যতকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না উৎপন্ন হয়, ততকাল "ওঁ শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্ব্বতনিবাসিনি সর্ব্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা' এই

মধ্যে জলসেক করিবে। ঐ বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় শুচি-পূর্ব্বক উপবাসী হইয়া ধূপাদি উপহার প্রদানপূর্ব্বক "ওঁ শ্বেত হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরসে স্বাহা ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে শিখায়ৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমত্যৈ কবচায় হুঁ। ওঁ নমঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্রায় ফট্। সর্ব্বাণ্যঙ্গানি ওঁ নমোহনস্বাদিনি ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিয়া ওঁ নমো ভগবতি হ্রীঁ শ্বেতবাসে নমো নমঃ স্বাহা।" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঐ শ্বেত গুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। পরে বশী-করণ প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে 'ওঁ নমো ভগবতি, ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র বার জপ এবং ঘৃতামিশ্রিত তিল ও শ্বেত দূর্ব্বা দ্বারা সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অথবা মধুর সহিত ঘসিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সকলে বশীভূত হয়।

মনঃশিলা, পূর্ব্বোক্তরূপে শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে সকলে বশীভূত হয়। পূর্ব্বরূপে শ্বেতগুঞ্জার মূল, শ্বেতসর্ষপ ও প্রিয়ঙ্গু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ 'ওম্ নমঃ শ্বেতপাত্রে সর্ব্বলোকবশঙ্করি দুষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপে সিদ্ধ হইয়া যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই বশীভূত হইবে।

বাসকের মূল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাচি, নাগকেশর ও শ্বেত-সর্ষপ একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপ প্রদান করিবে, সেই বশীভূত হইবে। 'ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ।' এই মন্ত্রে ধূপ শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। উক্ত মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটী পুষ্প যাহার হস্তে দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি বশ্য হইয়া থাকে। কিম্বা উক্ত মন্ত্রে অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামোল্লেখপূর্ব্বক প্রতিদিন ৭ গ্রাস করিয়া সপ্তাহ কাল ভোজন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশী-ভূত হয়। "ওঁ কটং কটে ঘোর রূপিণি ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র উক্ত প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে সহস্রবার জপ করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

'ওঁ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ।' এই মন্ত্র অযুতবার জপান্তে সেই মন্ত্র দ্বারা পুনরায় এক খণ্ড প্রস্তর সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গ্রাম কিংবা পুরীমধ্যে নিক্ষেপ অথবা সেই গ্রামস্থিত কোন বৃক্ষে উক্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলে সেই গ্রামে যে কোন সুখভোগ ইচ্ছা করে, তাহাই প্রাপ্ত হয়।

'ওঁ জনকে স্বাহা'। সাধক এই মন্ত্র তিলকবার জপ করিয়া ঘৃতাক্ত গুগ্গুল্ দ্বারা বিংশ সহস্র হোম করিলে দেবী সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং সাধক যাহা স্পর্শ করিবেন, তাহা তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে।

'ওঁ মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মানিভদ্রায় অপ্রার্থিতমন্নং দেহি স্বাহা।' এই যক্ষমন্ত্রে ক্ষীরিবৃক্ষকে (যে গাছে আঠা থাকে) সাতবার তাড়ন ও উক্ত মন্ত্রে একবিংশতিবার অভি মন্ত্রিত এবং সেই বৃক্ষের একখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ করে ধারণ করিলে অপ্রার্থিত অন্নও লাভ হয়।

'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবদ্ধ সর্ব্বেষাং শিবমস্তু শিবমস্তু হন হন রক্ষ রক্ষ সর্ব্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ।' এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত একটী করবীপুষ্প যাহাকে দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ বশী-ভূত হয়।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় যং ভূপাল বশং কুরু কুরু ভুবন-ক্ষোভক সর্ব্বলোকান্ ক্ষোভয় ক্ষোভয় ক্ষেং ব্লীং ব্লীং ব্লুং স্বাহা।' রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে সকল নরনারী ক্ষোভিত হয়।

'ওঁ ঐঁ অমুকং রঞ্জয় হ্রীং স্বাহা।' এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপ করিয়া শর্করা, মধু ও দুগ্ধমিশ্রিত পদ্মকেশর দ্বারা এক হাজার হোম করিলে সকল লোক বাধ্য করিতে পারে এবং তাহাকে দেখিলে সকল লোকের সন্তোষ জন্মে।

'ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বাথাদিনি রাজমোহনি প্রজামোহন স্ত্রীমোহন আন্ আন্ বেবে বায়ু বায়ু উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সত্য-বাদিনি কা শক্তি ফুরৈ।' সাধক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া উচ্ছিষ্ট মুখে এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া উক্ত মন্ত্রে কোন দ্রব্য স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় সমস্তভুবনভূতানি সাধয় হং।' এই মন্ত্র জপ করিলে মহাদেব প্রসন্ন হন এবং সাধক যাহাকে স্মরণ করিবেন, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে।

'ওঁ ক্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপ এবং কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, গোরোচনা ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া গাভীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিবে। ইহাতে রাজা বশী-ভূত হন।

'ওঁ সুদর্শনায় হুঁ ফট্ স্বাহা।' এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া হস্তা নক্ষত্রে চাকুলিয়ার মূল উঠাইয়া হস্তে ধারণ করিবে। ইহাতে রাজদ্বারে পূজনীয় হয় এবং বিবাদে জয় লাভ করিয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, কুঙ্কুম, যমানী, ঘৃতকুমারী, চিতার ভস্ম ও মিক

শরীরের রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় শুক্র দ্বারা ভাবনা দিয়া পুষ্যানক্ষত্রে গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা যাহাকে ভক্ষ্য দ্রব্য কিংবা পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করান যায়, সে নিশ্চয় বশ্য হইয়া থাকে এবং উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চণ্ডমন্ত্র-প্রভাবে রাজাও বশীভূত হন।

'ওঁ হ্রীঁ রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্রবলে চন্দ্রগ্রহণ সময়ে উত্তোলিত শ্বেতাপরাজিতার মূল স্বীয় প্রভুকে ভোজন করাইলে বশ্য হইয়া থাকেন। উত্তর ফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া কিংবা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল তুলিয়া হস্তে ধারণ করিলে রাজদ্বারে জয় লাভ হয়। ভরণী নক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল, বিশাখা নক্ষত্রে আম্র বৃক্ষের মূল ও পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে দাড়িম্বের মূল গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও বশীভূত হন। অশ্লেষা নক্ষত্রে নাগকেশরের মূল তুলিয়া করে বন্ধন করিলে অথবা রক্তোৎপলের মূল আকোড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক ললাটে তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হন। কটু তৈল দ্বারা রক্তচন্দন ও শ্বেত সর্ষপের সহস্র হোম করিলে এবং রাত্রি-কালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত সর্ষপ দ্বারা সহস্র হোম করিলে রাজা বশীভূত হন। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম করিলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে সসাগরাধীশ্বরও বাধ্য হন।

পরবাদিজয়।

পুষ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বামূল ও অপামার্গের মূল উঠাইয়া মুখে কিংবা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া বাহুতে বা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হইতে পারে। উক্ত মূল শিখাতে বন্ধন করিলে বন্ধনমুক্ত হওয়া থাকে। নটীয়া শাকের মূল রূপার মাদুলীতে পুরিয়া মুখমধ্যে রাখিলে বিবাদী ব্যক্তি মূক হইয়া থাকে অথবা দিগন্তর পলায়ন করে। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্মশানজাত মহানীলবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া হস্তে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হয়। শ্বেতগুঞ্জা বৃক্ষের মূল মুখে রাখিলে দুষ্ট ব্যক্তির বাক্যরোধ হয়। চণ্ডমন্ত্র দ্বারাই এই সকল কার্য্য করিতে হয়। "ওঁ নমো ভগি জয় ধূলি ধূসরি জয় রণি জয় বাগধ্যং যন্ত্র স্বাহা" মস্তকোপরি হস্ত-স্থাপনপূর্ব্বক তিন দিবস ত্রিসন্ধ্যা যাহার মস্তকে এই মন্ত্র জপ করা যায়, সে বিবাদে জয় লাভ করে।

দুষ্ট দমন।

শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে গুঞ্জামূল উঠাইয়া মস্তকে ও শয্যায় রাখিলে চোরের ভয় থাকে না। অশ্লেষা নক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে চোর, বাঘ ও রাজার ভয় হয় না। আর্দ্রা নক্ষত্রে বাঁশের শিকড় আনিয়া কাণে বান্ধিয়া রাখিলে নিঃসন্দেহ বিবাদে রিপু জয় করিয়া থাকে। আকোড় ফলের তৈলের সহিত অমরাফলচূর্ণমিশ্রিত করিয়া হস্তিগাত্রে স্পর্শ করাইলে মত্তহস্তী বাধ্য হয়। হস্তা নক্ষত্রে ছুঁচো মারিয়া তাহা চূর্ণ করিবে, তৎপর উক্ত চূর্ণ দ্বারা শরীর লেপন করিলে দর্শনমাত্র অবনতমস্তকে হস্তী দূরে পলায়ন করে। বিল্বপুষ্প ও ছুঁচো একত্র চূর্ণ করিয়া অঙ্গবিলেপন করিলে দেখিবামাত্র হস্তী সকল দূরে পলায়ন করে। অপা-মার্গমূল বাহু ও মস্তকে ধারণ করিলে দুষ্টহস্তিভয় ও সমরাদির ভয় বিনাশ হইয়া থাকে। শ্বেতাপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ করিলে হস্তীকে নিবারণ করা যায় এবং শ্বেত বৃহতীর মূলে ব্যাঘ্রভয় নিবারিত হয়।

'ওঁ চিওচিগুলো বৃঙ্কে আবে কুরু কুরু কুর্কিকি পুচ্ছ ঢোলাকে হসে চলে তার মুহি জাবে গোরিকার্ত্তি মহাদেব বৃণজাল আহাবাধাং পুত্রাকিজে মহায়া উওরাজে ইহ ভূ ভূমি ছুর্লজে তারিতৈপুানুধক কাজৈ বিবাহ জপে সা পুটাদে ভুজৈ মোবিহিস্বালং যে হনুমন্তকী আজ্ঞা'। এই মন্ত্রে নিজ শরীর হইতে এক ফোঁটা রক্ত ব্যাঘ্রের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে ব্যাঘ্র দূরে পলায়ন করে। কোন গ্রামে বা নগরে কিংবা বনে ব্যাঘ্র দিপ্ত হইলে এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া একটী শূকর রক্ষা করিবে, এই মন্ত্রপ্রভাবে ব্যাঘ্র স্বয়ং আগমনপূর্ব্বক শূকর ভক্ষণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করে।

বশীকরণ প্রকার।

পারাবতের চক্ষু ও হৃদয় এবং নিজ দেহরক্ত, গোরোচনা ও জিহ্বার মল একত্র করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রীলোক বশীভূত হয়। গোরোচনা, চিতাভস্ম, মৎস্যতৈল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া যে রমণীকে প্রদান করা যায়, সেই বশীভূতা হইয়া থাকে। চিতাভস্ম, বসা, কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুঙ্কুম সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে সেই চূর্ণ স্ত্রীলোকের মস্তকে বা পুরুষের পদে নিক্ষেপ করিলে সেই রমণী বা পুরুষ যাবজ্জীবন বশীকারকের দাস হইয়া থাকে। ত্রিশটী ছোলা, বোলটী হরিযব, গোদন্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিলে রমণী মাত্রেই বশীভূতা হয়। সোহাগা, যষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতাভস্ম ও কাকজিহ্বা সমপরিমাণে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তিলক ধারণ করিলে

এবং পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তূরের পুষ্প ভরণী নক্ষত্রে ফল, মূলা নক্ষত্রে মূল ও বিশাখা নক্ষত্রে পত্র উত্তোলন করিয়া কুঙ্কুম, গোরোচনা ও কর্পূরের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে ফল দর্শে। কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, বিল্বপত্র, কুঙ্কুম, ও স্বীয় রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণে রমণীগণ বশীভূতা হইয়া থাকে।

কাকজঙ্ঘা, বচ, কুড়, শুক্র ও শোণিত একত্র করিয়া কোন স্ত্রীলোককে ভোজন করাইলে সে এরূপ বশীভূতা হয় যে, সেই পুরুষের মৃত্যুর পর সে তাহার শ্মশানে গিয়াও রোদন করিয়া থাকে। চটক পক্ষীর মস্তক, তৎপরিমাণ শ্বেত আকন্দের মূল, মঞ্জিষ্ঠা ও খদির যাহাকে পান করান যায়,সেই ব্যক্তি বশীভূতা হইয়া থাকে। সর্পের খোলস, দাড়িম্ব কাষ্ঠ ও এরণ্ড তৈল সমপরিমাণে ধূপ প্রদান করিলে রমণী বশ্যা হয়। অশ্বিনী নক্ষত্রে পলাশ বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধনপূর্ব্বক নায়িকাকে বশ করিতে পারা যায়। যজ্ঞডুমুরের মূল মৃগশিরা নক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক হস্তে বন্ধন করিয়া যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনীই বশীভূতা হইবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শিরীষ বৃক্ষের মূল, অশ্বিনীনক্ষত্রে পলাশমূল এবং স্বাতি নক্ষত্রে ধাতকীবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া করে ধারণ করিলে স্ত্রীগণ বশ্যা হয়। রেবতী নক্ষত্রে বটের কুঁড়ি সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলন করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে, সে রমণী অবশ্যই বশীভূতা হইবে। স্বর্ণপাত্রে কুন্দ বৃক্ষের মূল ঘর্ষণ করিয়া স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠদেশে লাগাইয়া দিলে এবং অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অপামার্গের বীজ উত্তোলন করিয়া স্ত্রীকে ভোজন করাইলে সে বশীভূত হয়। এই দুই কার্য্য চণ্ডমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া করিতে হইবে।

শ্বেতগুঞ্জা মূল এবং পঞ্চ মল অর্থাৎ দন্ত, জিহ্বা, কর্ণ, নাসা ও চক্ষু মল একত্র করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে। 'ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং অমুকীং মে বশমানয় হুঁ ফট্ স্বাহা।' প্রাতঃকালে দন্ত প্রক্ষালন করিয়া অভিলষিত রমণীর নামোল্লেখপূর্ব্বক এই মন্ত্রে সপ্তগণ্ডূষ জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিলে সেই স্ত্রী বশ্যা হয়। নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, তগরকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, বচ ও জটামাংসী একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি 'ওঁ মুনি মুনি মহামুনি রক্ষ রক্ষ সর্ব্বাসাং ক্ষেত্রয়েভ্যোঃপরেভ্যঃ স্বাহা।' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত চূর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীরে ধূপ লাগাইবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেব সদৃশ জ্ঞান করিয়া রমণীগণ তাহার বশ হইয়া থাকে।

'ওঁ নমঃ সর্ব্বাঙ্গে নমঃ সর্ব্বাঙ্গে চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।' এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত সুরার সহিত জিহ্বা, দন্ত, নাসা ও কর্ণমল ভোজন করাইলে, অথবা 'ওঁ নমো বাচাট পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা।' এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়েলার মূল যে কোন রমণীকে দেওয়া যায়, সেই বশীভূতা হইয়া থাকে।

অপামার্গ বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠ 'ওঁ দ্রাবিণী স্বাহা ওঁ হমিলে স্বাহা' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেশ্যাগৃহে নিক্ষেপ করিলে, সে তাহাঁর অধীন হইয়া থাকে। পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, কুঙ্কুম, মৎস্যতৈল একত্র করিয়া এবং ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ প্রং প্রং ফট্ নমঃ।' এই মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। একটী কৃকলাসের দক্ষিণপদ মুখে রাখিয়া রতিক্রিয়া করিলে রমণী বশ্যা হয়। উক্ত কৃকলাসের বামনেত্র মধু ও তৈল সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ আনন্দ ব্রহ্ম স্বাহা ওঁ হ্রীং ক্লীং প্রাং কালি কপালি স্বাহা' মন্ত্র দ্বারা উক্ত প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

'ওঁ পূজিতায় স্বাহা।' মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া কৃকলাসের দক্ষিণ চক্ষু কাঁজি ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে 'ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সহদশ, সহযম সহালিমে বহে ধুনন জনং মম দর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষ দণ্ডধর কুসুমং বাণেন হন হন স্বাহা।' এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা ১শত বার জপ করিবে। সপ্তাহ কাল এইরূপে করিলে, নারী তাহাকে দর্শনমাত্রেই বশীভূতা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে কামাক্রান্তচিত্তে যাহার নামোল্লেখ করিয়া 'ওঁ সহবল্লীং বল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্ব্বিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধয় শ্রী ফট্।' মন্ত্র জপ করিলে সে অবশ্যই বশ হইবে। লবণ, তিল, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত, অথবা সর্ষপ, লবণ, দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত লইয়া সপ্তাহ কাল হোম করিলে রূপগর্ব্বিতা নারীও বশীভূতা হইয়া থাকে। মহানিম্বের পুষ্প প্রতিদিন ঘৃত দ্বারা হোম, 'ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।' মন্ত্রে সপ্তাহ কাল হোম করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। তিনটী গোমুণ্ড দ্বারা চুল্লী প্রস্তুত করিয়া নুকরোটি ধান দিয়া যে গুলি খুলি হইতে মৃত্তিকায় পড়িবে, তাহা এবং খুলিস্থিত খৈগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংস্থাপন করিবে। ঐ বহিস্থ খৈচূর্ণগুলি স্ত্রীবশীকরণে এবং খুলিস্থিত চূর্ণগুলি তন্দ্রিরাকরণে সমর্থ। মনুষ্যমস্তকের মধ্যভাগ গর্দ্দভের মস্তিষ্কে পূর্ণ

করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। অনন্তর কার্পাস তুলায় সলিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ মজ্জাপাত্রে দিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। শনিবারে এই প্রদীপের শিখায় নৃকপালে কজ্জলপাত করিবে। সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে দর্শনমাত্রেই রমণী দাসীর স্থায় বশীভূতা ও অনুগামিনী হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয় বীর্য্য, আকোড় ফলের তৈল, হস্তিগণ্ডের মদ একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে সহজে রমণী বশ করা যাইতে পারে। মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর ও গোরোচনা একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে কামিনী বশীভূত হয়। প্রিয়ঙ্গু, বচ, তেজপত্র, গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্ত চন্দন দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জন চক্ষে লেপন করিয়া কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই নারী বশীভূতা হইয়া থাকে। সোমরাজী, আকন্দের মূল, অথবা চাকুলিয়ার মূল কটিতে ধারণ করিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বশীভূত হয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী তিথিতে উদ্ধৃত পীত ধুস্তুরার মূল, কুড় ও দেবদারু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া স্ত্রী কিংবা পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে।

জলের সহিত আমলকীর মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কিংবা কপালে তিলক দিলে স্ত্রী বা পুরুষ বশীভূত হয়। রাখাল শশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্নাবস্থায় উত্তোলিত করিয়া তাহার সহিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুট গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা রক্তচন্দনের সহিত ঘষিয়া তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। স্বাতীনক্ষত্রে বর্ব্বটীর (বর্ব্বটিব্রহ্মক) মূল ও অনুরাধা নক্ষত্রে বদরী মূল উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে ফল লাভ হয়। ঊর্দ্ধপুষ্পী, অধঃপুষ্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিতার পুষ্প সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বীয় শুক্রে ভাবনা দিয়া জিহ্বামল, নাসামল, কর্ণমল ও দন্তমলের সহিত একত্র কোন নারীকে ভক্ষ্য দ্রব্য বা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইলে রমণী বশ্যা হয়। শ্বেত আকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বচ, লজ্জাবতীমূল সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কুকুরের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা ফলের মধ্যে রাখিয়া সেই ঔষধ কোন রমণীকে সেবন করাইলে ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায়।

সপ্তবার জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ কন্যকানামধিপতিঃ সুরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তস্মৈ বিশ্বাবসবে স্বাহা।' এই মন্ত্র এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিলে অভিলষিত কন্যা লাভ হয়।

দ্রাবণ।

'ওঁ দ্রবিকাসয় স্বাহা'

"সুসেনং লাঙ্গলীকন্দং মধুপিষ্টং বিলেপয়েৎ।
নাভৌ যোনৌ চ কন্যায়া বালা ভবতি কামিনী॥"

"অর্কমূলং সকর্পূরং হরিদ্রাকনকং মধু।
মেষীপিত্তেন লেপোঽয়ং লিঙ্গস্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥"

কর্পূরোন্মত্তমূলস্থালকঙ্কং নৃকপালকে।
ঘৃষ্ট্বা সমধু লেপোঽয়ং লিঙ্গস্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥

"শৈবালপুষ্পং কর্পূরং মুণ্ডিপুষ্পঞ্চ পেষিতং।
লিঙ্গলেপো বশং যান্তি দ্রবন্তি রতিসঙ্গমে॥"

"কপিলিঙ্গং সমানীয় কর্পূরকনকং মধু।
"গৃধ্রবিষ্ঠা নরস্থাস্থি ঘৃষ্ট্বা লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ।
এষ হালাহলো যোগো দ্রাবকো বশ্যকৃৎ স্ত্রিয়ঃ॥"

"শৈবালং মালতীপুষ্পং মুণ্ডিপুষ্পং সমং মধু।
লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশ্যা দ্রাবণং ভবতি ধ্রুবম্॥"

"শিলা কাশীশতারেণ কুঙ্কুমক্ষৌদ্রলেপনাৎ।
সৌভাগ্যগর্ব্বিতা বামা সঙ্গে ভবতি কিঙ্করী॥"

কর্পূরং টঙ্কনং সূতমুন্মত্তবীজপিপ্পলী।
মল্লী কাঞ্চনপত্রস্য রসং ক্ষৌদ্রঞ্চ পূরয়েৎ॥
লিঙ্গলেপে কৃতে বামা রাত্রৌ ভবতি কিঙ্করী।
পঞ্চ গন্ধং চতুঃসূতং নরটঙ্কনমানয়েৎ॥
ওঁ কং দং লং রে হ্রীঃ রসাধিকা প্রবতু অমুকীং রতিকালে দেবদূক্ষীং স্বাহা।"

'মল্লীক্ষৌদ্রকর্পূরমধুলেপে চ যৎ ফলম্।
পঞ্চবিম্বফলৈর্দ্রাবৈরর্দ্ধসূতঞ্চ টঙ্কনম্।
রক্তকুষ্মাণ্ডপুষ্পঞ্চ লিঙ্গলেপে চ বশ্যকৃৎ॥'

"বৃহতীফলমূলানি পিপ্পলীমরিচানি চ।
মধুরোচনয়া সার্দ্ধং লিঙ্গলেপোঽতি বশ্যকৃৎ॥"

"নরাজোলূকগৃধ্রাণাং সমমস্থীনি পেষয়েৎ।
স্বশুক্রেণ সহালেপো লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥"

"শ্বেতার্কচন্দনালেপো লিঙ্গে স্যাৎ পূর্ব্ববৎ ফলম্।
বিষ্ঠালেপশ্চ গুল্যা চ লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঃ॥"

"ক্ষৌদ্রগন্ধকলেপেন শিলাযুক্তেন তদ্বৎ ফলম্।
শশিটঙ্কনপিপ্পল্যাঃ সুবর্ণং মদনং ফলম্।
মাতুলুঙ্গফলৈঃ পিষ্টং লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশঃ॥"

"শুক্লপক্ষযুতে পুষ্যে সংগ্রাহ্যং রতিসঙ্গমে।
যোনিস্থমুভয়োর্ব্বীর্য্যং যত্নতো বামপাণিনা॥"

"তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বশ্যা বামপাণিতলে কিল।
কৃষ্ণপক্ষযুতে পুষ্যে পূর্ব্ববৎ স্ত্রীবশা ভবেৎ॥"

"অপামার্গমূলমধ্যে তু সূতং বৃশ্চিককণ্টকম্।
ক্ষিপ্ত্বা কন্যা স্ত্রিয়ো দত্তাদ্ আপণমাত্রে দ্রবত্যলম্ ॥"
"আহারে বামজঙ্ঘা তু টিট্টিভস্য তু পক্ষিণঃ।
তন্মধ্যে নিক্ষিপেদ্ভূর্জপত্রং হুংকারলেখিতম্ ॥"
"রক্তাশ্বমারপুষ্পে বা মুখং তস্য নিরোধয়েৎ।
কর্ণোপরি স্থিতং তস্য দৃষ্ট্বা স্ত্রী দ্রবতি ধ্রুবম্ ॥"
"জলেন লাঙ্গলীকন্দং ঘৃষ্ট্বা হস্তং প্রলেপয়েৎ।
হস্তে স্ত্রিয়ঃ করস্পৃষ্টে দ্রবত্যাশু ঘৃতং যথা ॥"
"সর্ব্বেষাং দ্রাবযোগানাং মন্ত্ররাজং শিবোদিতম্।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তত্তদ্‌যোগস্য সিদ্ধয়ে ॥"

ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রাবয় দ্রাবয় স্ত্রীণাং মদং পাতয় পাতয় স্বাহা।' এতদ্ভিন্ন বশীকরণ ও দ্রাবণ বিষয়ে আরও অনেক যোগ কথিত হইয়াছে। অশ্লীলতা নিবন্ধন তাহা উদ্ধৃত হইল না এবং উদ্ধৃতাংশেরও অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

স্তম্ভন প্রকার।

হরিদ্রা কিংবা হরিতাল দ্বারা ভূর্জপত্রের উপর অভিলষিত ব্যক্তির মূর্ত্তিরূপ চক্র লিখিয়া তাহা হরিদ্বর্ণ সূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কোন শিলাতে বন্ধন করিয়া রাখিলে, সেই গতিস্তম্ভন হয়। চম্মকার ও রজকের কুণ্ড হইতে ময়লা উঠাইয়া চণ্ডালপত্নীর ঋতুবাস দ্বারা পুটুলী বদ্ধ করিবে, ঐ পুটুলী যাহার অগ্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর উত্থানশক্তি থাকিবে না।

যে স্থানে গো, মহিষ, মেষ, ঘোটক ও হস্তী বাস করে, সেই স্থানের চারিদিকে, উষ্ট্রের হাড় মাটিতে পুতিয়া রাখিলে উক্ত গো-মহিষাদির গতি স্তম্ভন হয়।

নৃকরোটিতে পীত মৃত্তিকা রাখিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শ্বেতগুঞ্জাবীজ বপন করিয়া তিন দিবস সেই স্থানে জাগ্রত থাকিবে এবং প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিবে। তৎপরে 'ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রায় নমঃ। ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্‌গোধি অমুকং কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্রে পূজা ও জপ করিয়া এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে শাখা ও লতা গ্রহণপূর্ব্বক গুরু মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার আসনতলে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি স্তম্ভিত হইবে। হরিদ্রারস দ্বারা তাল পত্রে পদ্ম এবং 'ওঁ মহচণ্ড রুশারি অমুকস্য মুখং স্তম্ভয় স্বাহা।' এই মন্ত্র লিখিয়া চত্বরমধ্যে প্রোথিত করিলে স্তম্ভন হয়। ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা শত্রুর নামের সহিত একটী পদ্ম অঙ্কিত করিয়া নীল সূত্র দ্বারা সেই ভূর্জ্জপত্র বেষ্টন করিয়া রাখিলে শত্রু স্তম্ভিত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার 'ওঁ সহস্রেশায় স্বাহা।' মন্ত্রে বস্ত্রের তুলিতে অভিলষিত ব্যক্তির নাম লিখিয়া 'ওঁ সহস্রেশ্বরায় অমুকস্য বাক্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।' মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নীল সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া উহা শ্মশানস্থানে পুতিয়া রাখিলে শত্রুর বাক্য স্তম্ভন হয়। ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, সর্ষপ, বেড়েলা, বচ ও কণ্টিকারীর রস নিষ্কাশনপূর্ব্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া সপ্তদিন পরে উহার তিলক ধারণ করিলে শত্রুর বুদ্ধি স্তম্ভন হয়। নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্ব্বমুখিভ্যাং বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্রোদ্দাপয়তি শক্ত্যা আগচ্ছতু।' মন্ত্রে যাহার নামে শতবার তর্পণ করা যায়, সেই ব্যক্তির মুখ স্তম্ভন হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ব্রহ্মবেশরি রক্ষ রক্ষ ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সাতখানি পাথর লইয়া তাহার তিনখানি কোমড়ে বান্ধিয়া অপর চারিখানি দুই হাতের মুঠিতে ধরিলে চোরের গতি স্তম্ভন হয়।

আকোঁড় ফল, বেড়েলা, কণ্টকারী, সর্পাক্ষী, অপামার্গের মূল, কৃষ্ণাপরাজিতা, শিবজটা, নীলা, পাঠা ও শ্বেতাপরাজিতা প্রভৃতি দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে উত্তোলিত করিয়া মুখে বা মস্তকে ধারণ করিলে বিপক্ষের অস্ত্র স্তম্ভিত হয় এবং ইহা দ্বারা অগ্নি, মূষিক ব্যাঘ্র, রাজা, চোর ও শত্রুভয় নিবারিত হইয়া থাকে। শ্বেতগুঞ্জার মূল উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে উত্তরমুখী হইয়া উত্তোলনপূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে শত্রুপক্ষের বাণ স্তম্ভন হয়। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে অপামার্গের মূল, ঘৃতকুমারীর মূল ও বেড়েলার মূল সংগ্রহ করিয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা মস্তকে বা বাহুতে ধারণ করিলে শত্রুভয় নিবারণ হইয়া থাকে। গোজিহ্বা, হঠলী, দ্রাক্ষা, বট, শ্বেতাপরাজিতা, কৃষ্ণাপরাজিতা, হস্তিকর্ণী ও শ্বেতকণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক কদলীবৃক্ষের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া হস্ত-কঙ্কণবৎ ধারণ করিলে এবং আকনাদি, রুদ্রজটা, শ্বেতা, শরপুঙ্খা ও শ্বেতগুঞ্জনামক দ্রব্যসমূহের মূল রবিবার পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া মুখে ধারণ করিলে রণক্ষেত্রে শত্রুবর্গকে স্তম্ভিত করিতে পারা যায়। গাম্ভারিমূল, অথবা রক্তিমূল রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্ব্বক তিন দিন পান করিলে শত্রুভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

কেতকীবৃক্ষের মূল মস্তকে ও নেত্রে, তালমূলীমুখে এবং খদির বৃক্ষের মূল চরণে ও হৃদয়ে ধারণ করিলে শত্রুবর্গের অস্ত্র স্তম্ভিত হয়। উক্ত মূলত্রয় চূর্ণ করিয়া ঘৃত মধুযোগে পান করিলে যাবজ্জীবন কোন অস্ত্রে ব্যথা জন্মাইতে পারে না।

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক অর্দ্ধ আহারের পর ঐ জল অর্দ্ধভাগ পান করিয়া পরে অর্দ্ধ আহারের পর পুনর্ব্বার সেই জলার্দ্ধ পান করিয়া ফেলিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ঔষধ পান করিবে, ততদিন তাহার শরীর অস্ত্রবিদ্ধ হইবে না। উক্ত মূল মেষের গলে বাঁধিয়া রাখিলে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ছেদন করা সুকঠিন। পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দবৃক্ষের মূল গ্রহণ করিয়া একটী কড়ির মধ্যে পুরিবে, পরে সেই কড়িটী কোন পক্ব ফলের মধ্যে ভরিয়া মুখে রাখিলে শত্রুর শস্ত্রস্তম্ভন হয়।

সূর্য্যগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শরপুঙ্খামূল উত্তোলন করিয়া মুখে ধারণপূর্ব্বক মৌনী হইয়া থাকিবে। ঐ ব্যক্তি কখনই শত্রুখড়্গ-বিদ্ধ হইবে না। 'ওঁ কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মূল, পত্র ও শাখার সহিত অপরাজিতা লতা চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে অস্ত্রভয় থাকে না। কৃকলাসের বামপদ হরিতাল মাখাইয়া তাম্রপাত্রে মুড়িয়া রাখিবে। ঐ মাদুলী মুখে রাখিলে শত্রু-জয় করিতে পারা যায়। এই কার্য্য 'ওঁ চামুণ্ডে ভয়চারিণি স্বাহা।' মন্ত্রে করিতে হয়।

'ওঁ অহো কুম্ভকর্ণ মহারাক্ষস কেশীগর্ভসম্ভূত পরসৈন্য-ভঞ্জন মহারুদ্রো ভগবান্ আজ্ঞা অগ্নিং স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ।' অযুত-জপে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া, হীরক, স্বর্ণ, অভ্র, রৌপ্য, পারদ ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া জম্বীর রসে তিন দিবসে পুনঃ পুনঃ খলে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে কোন বন্ধ্যা বা জীববৎসা রমণী দ্বারা যজ্ঞডুম্বুরের বীজ, কার্পাসবীজ ও সর্ষপ পেষণ করাইয়া তন্মধ্যে ঐ বটিকা পুরিয়া রাখিবে। তৎপরে সপ্তবার গজপুটে দগ্ধ করিয়া ঐ বটিকা মুখে লইলে শত্রুস্তম্ভন হয়। নানাবিধ রোগ ও জরা মৃত্যুতে এই বটিকা বিশেষ উপকারী।

"ওঁ তপ্তা তপ্তা অঙ্গারি রে ভস্মশ বজ্রকুমারী মুহ সিদ্ধি শালাম্বাসলং সম্মুখে গৌরী মহাদেবকী আজ্ঞা ওঁ নমোযকয় ভূজ মুণ্ডী রতিকামী কুজলে বলে প্রজ্বলে প্রমায়ুচণ্ডে শ্রীমহা-দেবকী আজ্ঞা পাবে পাবুশলে। ওঁ অগ্নীধত্তীকাধরৈ ধরোসৈ গল হস্তবাস্তু মায়াপেস্তকী যে সাম্বিবো হনুমন্তজলে ষ প্রজ্বলে জুদজে জুম্ভমে বেই ঈশ্বর মহাদেবকী পূজা বাবেপ্যাল পুণালাহ অগ্নি জলন্তী মৈধরী বজ্রস্ত্রনী দিত্যোহ মুহ মৈবৈশ্বানরুধা মবিয়ো দেরে বায়ারণা, শাবু সো অগ্নি উপাইকলো হরিমৈ মুহ কুম্ভকারোচ্ছন্দ মলীবট্ট বুটি মুরুলীজলে প্রজ্বলৈ হং কামিলে আজ্ঞয় পূজা পাপুটাজে শ্রীসূর্য্যকী আজ্ঞা। অহো সূর্য্য আবাদারী দিলোমুক্তা মাজ্জাহো কায়াম মহত্যাক্রম অগ্নি-কুণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাং মধুর আসো পাণি, ভিতরজলা আমিদে বৈশ্বানর নায় যে ঝিঝিনী প্রায়ো প্রবেশ পুষ যোগী মহাত্মা। ওঁ গুরুমনিশা হুকুকনা মহাতুর্গং বিহত্তি।'

উক্তরূপ মহেশমন্ত্র হনুমন্মন্ত্র, নারায়ণ মন্ত্র সূর্য্যমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্র দশসহস্রবার জপ করিয়া তপ্তানলের মধ্যে প্রবেশ করিলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে না। উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিয়া পরে শ্বেত এরণ্ডদণ্ড অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অঙ্গার করিবে। তৎপরে অগ্নিস্তম্ভন মন্ত্র জপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হইবে না।

ঘৃতকুমারী ও তল একত্র পেষণপূর্ব্বক হস্তে লেপন করিলে তপ্ত অঙ্গার বা লৌহ দ্বারা হস্ত দগ্ধ হয় না। আকন্দাদির মূল ঘৃতের সহিত বাটিয়া হস্তে মাখিলে পুড়িবার উপায় নাই। পেঁচক, ভেক ও মেষের বসা অথবা ভেকের বসা ও মেষের ছাল একত্র পেষণপূর্ব্বক গাত্রে মর্দ্দন করিতে পারিলে অগ্নি কর্ত্তৃক দগ্ধ হয় না। উক্ত যোগদ্বয়ের 'ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শুভে ব্যাঘ্রচর্ম্মনিবাসিনি চন্দ্রবাণি স্বাহা।' এই মন্ত্র অভিহিত হইয়াছে। ব্যাঙের চর্ব্বির সহিত নিমগাছের ছাল বাটিয়া শরীরে মাখাইলে সে নিশ্চিতই অগ্নি স্তম্ভন করিতে পারে। স্ত্রীপুষ্প, গর্দ্দভমূত্র ও বকের চর্ব্বি একত্রে পাক করিয়া গাত্র লেপন করিলে তপ্ত লৌহসংযোগেও তাহার গাত্র দগ্ধ হয় না। বজ্রপাতে যে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় এবং বিড়ালের হাড় উভয় একত্র জ্বালিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না। জলৌকা, আকন্দাদি মূল ও শৈবাল-কুসুম এই তিন দ্রব্য ভেকের চর্ব্বির সহিত পেষণপূর্ব্বক শরীরে লেপন করিলে সে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 'ওঁ অগ্নি-বলবন্তা মৈধরী মলীটে হনুমৈবেশন রথমিজো গৌরী মহেশ্বর সাধু।' মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারী ও তৈল একত্রে পেষণ করিয়া হস্তে বিলেপন করিলে প্রতপ্ত লৌহস্পর্শেও হস্ত দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো ভগবতি চন্দ্রকান্তে শত ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিনদ্ধবসনে চমাবয় স্বাহা।' মন্ত্রে মণ্ডূকপিত্ত মেষ-বসা ও জলৌকা এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণপূর্ব্বক গাত্র বিলেপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়।

ভেককন্যা-সহযোগে উদ্‌ভ্রান্তপত্র, বিষপত্র, এরণ্ডপত্র, ও নিম্বপত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদপ্রলেপন করিলে প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর ভ্রমণ করিতে পারে। 'ওঁ নমো ভগ-বতে চন্দ্ররূপায় বিকলাং বিহস্তি তৎক্রমতস্তম্ভন চন্দ্ররূপেণ অগ্নিপুত্র বরং কষ্ট ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে যবযুক্ত মণ্ডূক বসার সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, এই গুটিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ-

পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিলে শরীরে তাপ লাগে না। কৃকলাসের বামপদ ও বাম হস্ত মোম দ্বারা বেষ্টন এবং কৃকলাসের বাম হস্ত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাণপত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মুখে স্থাপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন করিতে পারা যায়। উক্ত দুইটী কার্য্য 'ওঁ অমৃতায় ঊড় পিঙ্গলে স্বাহা' মন্ত্রে অনুষ্ঠান করিবে। ভৃঙ্গরাজ, কদলীমূল ও ভেকবসা একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিলে, বিনা ক্লেশে অগ্নিতে ভ্রমণ করিতে পারে। 'ওঁ বজ্র কিরণে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার রস দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিয়া জলদঙ্গার মধ্যে পরিভ্রমণ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না। 'ওঁ হিমাচলস্যোত্তরে ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ তস্য মূত্র-পুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা।' মন্ত্রে গৃহদাহ সময়ে সপ্তবার জপ করিয়া ভূমে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতি প্রচণ্ড অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়। গোক্ষুর লোম, জলশূক ও ভেকবসা একত্রে পেষণপূর্ব্বক বস্ত্র ম্রক্ষিত করিলে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এরণ্ডপত্রের রস ও শিরীষ পত্রের রস সমপরিমাণে একত্র পাক করিয়া মস্তক বিলেপনপূর্ব্বক নরতৈলাক্ত এক খণ্ড কম্বল মস্তকোপরি স্থাপন করিবে। পরে উক্ত কম্বলের উপর অগ্নি রক্ষিত করিবে। ইহাতে মস্তক দগ্ধ হইবে না।

তিলতৈলাক্ত সূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া একটী কাঁসার পাত্রে দুগ্ধ ও তণ্ডুল প্রদানপূর্ব্বক পায়স পাক করিবে। ইহাতে সূত্র দগ্ধ হইবে না। অধিকন্তু উক্ত পায়স ভক্ষণ করিলে কামলা রোগ প্রশমিত হয়। ভূর্জ্জপত্র অথবা কদলী-পত্রের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তৈল নিক্ষেপপূর্ব্বক তৈল ও গোময় দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করিয়া উক্ত ঠোঙ্গার মুখে একটী সচ্ছিদ্র পাত্র স্থাপন করিবে। অতঃপর চুল্লিকা-পীঠোপরি ঠোঙ্গা স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক পাক করিবে। ইহাতে ঠোঙ্গা দগ্ধ হইবে না। একটী বার্ত্তকী কাঞ্জিসিক্ত সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে বার্ত্তকীটীই দগ্ধ হইবে; কিন্তু সূত্র দগ্ধ হইবে না। ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা সূত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া যোগপট্ট অর্থাৎ যোগীদের বস্ত্র প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না।

শূকর দুগ্ধ দ্বারা সূত্র লেপন করিয়া যজ্ঞোপবীত প্রস্তুত করিলে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো ব্রহ্মায়ে বহ্নিং রক্ষ স্বাহা।' মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া আগ মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে অগ্নিতে তণ্ডুলাদি একমাসেও সিদ্ধ হয় না। উক্ত মন্ত্রে প্রথমে মরিচ চূর্ণ ও পিপ্পলী চূর্ণ চর্ব্বণ করিয়া তৎপরে জলন্ত অঙ্গার চর্ব্বণ করিলে মুখ দগ্ধ হয় না এবং তুলসীকাষ্ঠ অথবা শাল্মলী কাষ্ঠের অঙ্গার গর্দ্দভ মূত্র দ্বারা সিঞ্চনপূর্ব্বক উক্ত অঙ্গার পুনরায় প্রজ্বালন করিলে তাহাতে কোনই কার্য্য হয় না। এমন কি, ঐরূপ অঙ্গার শতভারেও একটী দ্রব্য পাক হয় না।

'ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় বঃ পঃ।' মন্ত্রে পদ্মকনামক দ্রব্য আনিয়া অতি অতিসূক্ষ্মতর চূর্ণ করিয়া পুষ্করিণী, কূপ ও দীর্ঘিকা জলে নিক্ষেপ করিলে জলাশয়ে জলস্তম্ভন হয়। সর্ব্ব-প্রকার জলস্তম্ভন কার্য্যেই এই প্রয়োগ করিলে হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্য দিদ্রব কলহপ্রিয়ে কলহংসা-ধ্বনি এহেহি স্বাহা।' মন্ত্রে বক পুষ্পের নির্য্যাস ও মহিষীর দুগ্ধ পান করিয়া মহিষী দুগ্ধজাত নবনীত ভক্ষণ করত যে ব্যক্তি ঐরূপ ঔষধ সেবন করে, তাহার আর জল ও অগ্নিতে অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি 'ওঁ অগ্নয়ে উদ স্বাহা।' মন্ত্রোচ্চরণপূর্ব্বক কৃকলাসের দক্ষিণ হস্ত ত্রিলৌহ বেষ্টন করিয়া মুখে ধারণ করে, তাহাকে সমুদ্র জলমগ্ন হইতে হয় না। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল কুসুম্ভপুষ্পরস সহযোগে পেষণ করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিবে। পরে ঐ বস্ত্র দ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া অতল জল মধ্যে যতকাল ইচ্ছা থাকিতে পারে। ইহাতে জলমগ্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জা-মন্ত্রে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হয়। অলাবুচূর্ণ ও পক্ব ঘোষাফল একত্রে পেষণপূর্ব্বক একখণ্ড চর্ম্ম এক অঙ্গুলি মোটা করিয়া বিলেপনপূর্ব্বক ঐ চর্ম্ম শুষ্ক করিবে। পরে ঐ চর্ম্ম নদী ও হ্রদাদির উপর নিক্ষেপ করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলে জলমগ্ন হয় না। ঘোষা ফল ও অলাবু একত্রে পেষণপূর্ব্বক পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া গোসাপের চর্ম্ম দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই পাদুকা আরোহণে জলের উপর বিচরণ করিতে পারে।

ঘোষাফলচূর্ণ রাত্রিতে পুষ্করিণী, কূপ ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে জল স্তম্ভিত হয়। উক্ত জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভন নিবারিত হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে মৃৎকুম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ঘোষা ফলের চূর্ণ দ্বারা অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল করিয়া লেপন করিবে। পরে ঐ প্রলেপ শুকাইয়া গেলে উহাতে জল পূর্ণ করিবে। কিছুক্ষণ পরে ঐ কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভমধ্যগত জল পূর্ব্ববৎ থাকিবে, বিচলিত হইবে না।

মকর, শৃগাল ও বেজীর বসা এবং জল সর্পের মস্তক হরিণ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাসিকা ও কর্ণে প্রলেপ দিলে বহুক্ষণ জল মধ্যে বাস করা যায়। রক্ত ধুতুরার মূল ও তাহার ফল, গুঞ্জা মূল, মাকড়সা টিকটিকী ও ছুঁচো একত্র পেষণপূর্ব্বক অগ্রে লেপন করিয়া তদ্দ্বারা একটী রক্ত

ধুতুরার ফল ছেদন করিলে শত্রুসৈন্য মরিয়া যায়। হলাহল বিষ, স্থাবর বিষ, বৃশ্চিক, টিক্‌টিকী, ছুচো, কৃষ্ণসর্প, গৃহ-গোধার মস্তক, বড় বিন্দু কীট, করবীফল, মদনফল, একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে রাজশত্রু বিনাশ হয়। কৃষ্ণসর্পের মাথা ৮টী ও তৎপরিমাণ চিতার মূল, এতদুভয়ের সমান হলাহল বিষ, হরিতাল ৪ পল, পদ্মকাষ্ঠ ৩ পল, পলাশ ফল ১৬ পল, লাঙ্গলিয়া ৩ পল ও নাগকেশর ৩ পল একত্র চূর্ণ করিয়া গর্দ্দভের বসার সহিত পেষণপূর্ব্বক অস্ত্রে মাখাইয়া বিপক্ষকে স্পর্শ করাইলে তাহার নাশ হইয়া থাকে। উক্ত দ্রব্যসমূহের চূর্ণ জলাশয়াদিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার জল এরূপ দূষিত হয় যে, উহার জলপান করিলে সেই ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে।

মোহন।

কৃষ্ণসর্পের ও মহিষের রক্তে চূণ ভাবনা দিয়া তাহাতে আমূল কৃষ্ণধুতুর বৃক্ষ মিশ্রিত করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পারা যায়। গুড়, করঞ্জবীজ ও ঘুণের গুড়া একত্র বাটিয়া পান করাইলে অথবা ধূপ দিলে মোহন হয়। হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মল গ্রহণ করিয়া অপা-মার্গের ফলসংযোগপূর্ব্বক ধূম লাগাইলে এবং বিষ, ধুতুরার ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্পলী ও গুগ্‌গুলু একত্র করিয়া রাত্রিকালে ধূপ দিলে মনুষ্য মোহিত হয়। কুক্কুটের ডিম্ব ও মস্তক, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল, বচ, ধুতুরা ও চিতাকাষ্ঠ দ্বারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া কোন ব্যক্তির গায় দিলে, সে মোহিত হইয়া যায়। প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতুরার মূল ও ময়ূরের বিষ্ঠা সমভাগে লইয়া অথবা গোরক্ষকর্কটী, চিতা, মনঃশিলা, চূণ, লাঙ্গলিয়া ও অপামার্গের জটা সমপরিমাণে লইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে পারা যায়। ছুচুন্দরী, সর্পমুণ্ড, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল একত্র করিয়া ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রের মোহাবেশ হইয়া থাকে।

ঘুণের গুড়া, বিষ, তেলাকুচা, মোহিনী (ত্রিপুরমালী পুষ্প) আকোড় ফল, পিপ্পলী, গোরক্ষকর্কটী, ধুতুরার বীজ, সর্ষপ, মদনফল ও রক্তকরবী সমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকন্দ ফলের তুলা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ মিশাইয়া কুসুম্ভসূত্র দ্বারা মায়াবীজে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে ধুস্তূরপত্ররসে সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। অনন্তর কৃষ্ণসর্পের বসা দ্বারা ঐ বর্ত্তি লেপন করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। যে ব্যক্তি দূর হইতে সেই প্রদীপালোক দেখিবে, সেই মোহিত হইয়া যাইবে।

দুগ্ধ, শর্করা ও আকোড় ফল একত্র পান করাইলে মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্য লাভ করে। শলুকা, ঘৃত, দুগ্ধ ও শ্বেত-আকন্দের মূল একত্র পান করিলে এবং গব্যঘৃত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূম আঘ্রাণ করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য লাভ করে।

উচ্চাটন।

একটী শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভস্ম প্রলেপ দিবে এবং তাহার সহিত শ্বেত সর্ষপ সংযুক্ত করিয়া শনিবার-রাত্রে যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি উচ্চাটিত হইবে। শ্বেত সর্ষপ ও বিল্বপত্র একত্র করিয়া যাহার গৃহমধ্যস্থ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিবে, তাহার উচ্চাটন হইবে, উহা তুলিয়া ফেলিলেই সেই ব্যক্তি নিষ্কৃতি লাভ করে। রবিবার রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে কাকপক্ষ পুতিলে, পেচকের বিষ্ঠা ও শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ একত্র অঙ্গে নিক্ষেপ করিলে, মঙ্গলবার রাত্রিযোগে গৃহাভ্যন্তরে পেচকের পক্ষ পুতিলে উচ্চা-টন হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় দংষ্ট্রাকরালায় অমুকং সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় উচ্চাটয় হুঁ ফট্ স্বাহা ঠঃ ঠঃ।' অষ্টোত্তরশতবার জপে এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে উচ্চাটন কার্য্য করিবে।

উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কাক ও পেচকের পক্ষ লইয়া যাহার নামে ১০৮ বার হোম করা যায়, তাহার উচ্চাটন হয়। পারা-বতের বসা গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রে নামোচ্চারণ করিয়া সেই ব্যক্তির গৃহে নিক্ষেপ করিলে অথবা চতুরঙ্গুল পরিমিত নরাস্থিকীলক উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শত্রুগৃহে পুতিয়া রাখিলে উচ্চা-টন হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে যেস্থলে গর্দ্দভ ভূমিলুণ্ঠন করে, সেই স্থানের উত্তর ভাগের ধূলি উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই উচ্চাটিত হইয়া থাকে।

গৃহদ্বারে গুঞ্জামূল প্রোথিত করিলে অথবা মূলানক্ষত্রে খদিরকাষ্ঠের মূল শত্রুগৃহদ্বারে পুতিয়া রাখিলে উচ্চাটন হয়, আমলকী ফলের চূর্ণ আকোড় ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া, পরে মস্তকে লেপনপূর্ব্বক স্নান ও দুগ্ধপান করিলে উচ্চাটন-দোষশান্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, বিড়ালের হাড়, শূকরের মাংস ও কচ্ছপের মাথা একত্র সমভাগে লইয়া নৃকপালে স্থাপনপূর্ব্বক যাহার গৃহে পুতিয়া রাখা যায়, সেই ব্যক্তি স্বগণ সহিত উচ্চাটিত হইয়া থাকে। নরমাংস, শূকর-মাংস, গৃধিনীর অস্থি, বিষ, গোক্ষুর পাদ, মহিষীর পাদ ও পেচকের পক্ষ একত্র করিয়া শত্রুগৃহে প্রোথিত করিলে এবং ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভস্ম, চিতাবৃক্ষের মূল, রক্ত, বিষ, শূকরের রোম, তিক্ত লাউ ও নিম্ববীজ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা

শত্রুর নামে সপ্তাহ কাল হোম করিবে। এতদ্দ্বারা শত্রুর উচ্চাটন সাধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জাদিযোগে 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্চাদয় উচ্চাদয় উচ্চাটয় উচ্চাটয় হন হন ঠঃ ঠঃ।" মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

রবিবারে কাকপক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক সর্পের খোলস দ্বারা জড়াইবে। তদুপরে কুসুম্ভ সূত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ বেষ্টন করিবে। অনন্তর নিম্বপত্রে শত্রুর নাম লিখিয়া তাহাও পুনরায় উহাতে জড়াইয়া রাখিবে। পরে তদুপরি যথাক্রমে চিতাভস্ম ও মৃত ব্যক্তির বস্ত্র জড়াইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বেষ্টিত দ্রব্য যাহার গৃহদ্বারে পুতিবে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হইয়া থাকে।

রবিবারে গৃধিনীর বাসা, কাকের বাসা, চিতার কাষ্ঠ ও সর্ষপ সংগ্রহ করিয়া গ্রামের বহির্ভাগে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম লইবে। সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। অঙ্গে গোময় লেপন করিয়া স্নান করিলে উক্ত দোষ শান্তি হয়। একটী কৃকলাস মারিয়া তাহাকে স্নান ও শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইয়া পূজা করিবে। পরে হত্যা-জন্ত রোদন করা বিধি। তৎপরে চণ্ডালগৃহের নিকটস্থ কাকের বাসা আনিয়া শ্মশানের অগ্নি দ্বারা উক্ত দুইটী দ্রব্য দহন করিবে। সেই ভস্ম বস্ত্রে বাধিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব সমূহ পর্য্যন্ত উচ্চাটিত হইয়া থাকে। নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকের বাসা ব্রহ্মদণ্ডী সহ দগ্ধ করিয়া ভস্ম গ্রহণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছের চিতাভস্ম সংগ্রহপূর্ব্বক ভূমধুচ্ছিষ্ট (মম) সহযোগে উক্ত ভস্ম-চতুষ্টয়ের গুটিকা প্রস্তুত করিবে। নদীজলে কিংবা শত্রু-মস্তকে সেই গুটিকা নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রংষ্ট্রাকরালায় কপিলরূপায় অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীঘ্রমুচ্চাটয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে উক্ত যোগদ্বয় সমাধান করিবে।

মারণ।

চতুর্দ্দশী তিথিতে কাকের বাসা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম একাঙ্গুলি দ্বারা লইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় মারয় মারয় নমঃ স্বাহা।' মন্ত্রে শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে অথবা শত্রুর গৃহে নিক্ষেপ করিলে, শত্রু বা তাহার কুল নাশ হইয়া থাকে। অশ্বিনী নক্ষত্রে চতুরঙ্গুল পরিমিত অশ্বাস্থিকীলক 'ওঁ সুর সুরে স্বাহা।' মন্ত্রে শত্রুর গৃহে প্রোথিত করিলে শত্রুকুটুম্ববর্গের বিনাশ হয়। একাঙ্গুল-পরিমিত সর্পাস্থি-কীলক 'ওঁ জয় বিজয়াত স্বাহা।' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া অশ্লেষা নক্ষত্রে শত্রুর গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে সমস্ত শত্রুসন্ততি বিনাশ পায়।

নেবুর বীজ, ষড়্বিন্দু নামক কীট, শুকশিম্বি ফলের রোম, হিঙ্গু ও বহেড়া ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া শত্রুর শয্যা ও আসনাদিতে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে শত্রুর সর্ব্ব গাত্রে স্ফোটক জন্মিয়া দশাহের মধ্যে মৃত্যু সংঘটন করায়। তিল, কুমুদ, রক্ত চন্দন, কুড় ও কুক্কুটের পিত্ত প্রত্যেকে ৮ তোলা পরি-মাণে লইয়া পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে পূর্ব্বোক্ত স্ফোটকাদির প্রতিকার হয়।

একটা স্বর্ণকেশ (পার্ব্বতীয় জন্তুবিশেষ) ধরিয়া তাহার মস্তক মধ্যে শত্রুর গাত্রমল নিক্ষেপপূর্ব্বক রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে ভল্লাতক ফলের সহিত উহা মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিলে শত্রুর মরণ হয়। জলসেক দ্বারা ঐ ভল্লাতক-বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে শত্রুর জীবন রক্ষা হইতে পারে। শত্রুর স্নান ও মূত্রস্থানের মৃত্তিকা সর্পের মুখে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা কৃষ্ণসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। পরে তাহা পথিমধ্যে অধোমুখে পুতিয়া রাখিলে শত্রুর মরণ অনি-বার্য্য, কিন্তু উঠাইয়া লইলে দোষ শান্তি হয়।

কর্কটের বামদিকের অধোভাগস্থ দন্ত লইয়া বাণের ফলা করিবে এবং ধনুকনির্ম্মাণপূর্ব্বক গোশিরা দ্বারা রজ্জু বাঁধিবে। অনন্তর মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া উক্ত ধনুর্ব্বাণ লইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় যমরূপিণে কালং সংশয়াবর্ত্তে সংহারে শত্রুং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হুঁ ফট্ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৃৎপ্রতিমূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে।

গোসাপের পুচ্ছ, কৃকলাসের মস্তক, ইন্দ্রগোপকীট, বাঁশের শিকড়, হস্তীর মূত্র ও অস্থি এবং হলাহল বিষ সমভাগে নরমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া শত্রুর শরীরে স্পর্শ করাইলে স্ফোটক জন্মাইয়া তাহার মৃত্যু উপস্থিত করে।

মঙ্গলবার ভরণী নক্ষত্রে মৃতব্যক্তির ভস্ম লইয়া শত্রুবিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া সরার মধ্যে সরা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। যতদিনে ঐ সরার মধ্যগত পুরীষ শুষ্ক হইবে, ততদিনের মধ্যে সেই শত্রুর মৃত্যু হইয়া থাকে। শ্বেতাপরাজিতার মূল, কুড়, লবণ, বিষ এবং শশক, শূকর, ময়ুর ও গোসাপ ইহাদের পিত্ত ও মহানিম্বের পত্র একত্র করিয়া সপ্তাহ কাল হোম করিলে মহাশত্রুকেও নিপাত করা যায়। কার্য্যকালে 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় মম শত্রুং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।' মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

রক্তকরবীকাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাণ, কুক্কুটাস্থি-নির্ম্মিত ধনু এবং মৃতব্যক্তির কেশ দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে সিন্দুর দ্বারা ত্রিকোণাকার সপ্তমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উহার

একটীতে শত্রুর নামে কুক্কুটস্থাপনা করিবে। অনন্তর ১ম হইতে ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ধনুকের পূজা করিয়া 'ওঁ হস্ত্যেথ গণ্ডম কুথ্থুণ্ডম কুখুকমলুণ্ড রুসমালুল গগাৎ অন্নিতানি মারমারুহীনা স্থু সিন্নু বীরুচা নারসিংহবীর প্রচণ্ডকাণ্ড কাণ্ডকী শক্তি লোলেলে ঝিসিলাবো তিমুক্তওজি সুচ্ছু প্রবাতি সুচ্ছাইৎ।' মন্ত্রে ঐ কুক্কুটকে পূর্ব্বকল্পিত ধনু দ্বারা বেধ করিবে। এরূপ করিলে দুরস্থ শত্রুও মরিয়া যায়।

বিদ্বেষণ।

কাক, পেচক, গর্দ্দভ ও ঘোটকের মস্তক কাহারও গৃহ মধ্যে পুতিয়া রাখিলে সেই গৃহে সর্ব্বদা কলহ হইয়া থাকে। ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকপক্ষীর মস্তক সপ্তাহ কাল জাতীপুষ্প-রসে ভাবনা দিয়া তাহাদের সহিত ময়ূরপুচ্ছ ও সাপের খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিদ্বেষ জন্মে। মূষিক, বিড়াল, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ইহাদের রোম লইয়া ধূপ দিলে পতি-পত্নী এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ঘটিয়া থাকে। পেচকের জিহ্বা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া ধূপ দিলে ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে।

সোমবারে অধঃপুষ্পী বৃক্ষ সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে ঐ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে। যে স্ত্রীর নাম করিয়া এই বৃক্ষ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই পতিত্যাগ করে।

মহিষী ও ছাগলের বসা এবং ঘৃত একত্র করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। ঐ প্রদীপের শিখায় কজ্জলপাত করিয়া চক্ষু রঞ্জিত করিবে। পরে যে যে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই সেই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিবে। পলাশ-বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠ ক্রকচ দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ যে দুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে।

যে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের পাদধূলি, মার্জ্জারের বিষ্ঠা ও ইন্দুর বিষ্ঠা লইয়া দুইটী পুত্তলিকা করিবে। পরে ঐ পুত্তলিদ্বয়ের উপর ১ শতবার মন্ত্রপাঠ করিয়া একখণ্ড নীলবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এরূপ করিলে ভ্রাতৃগণ ও পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। সর্পদণ্ড, বেজীর লোম ও চিতাভস্ম লইয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। যাহাদের নামোচ্চারণপূর্ব্বক এই গুটিকা মন্ত্রপাঠ করিয়া উদ্যান মধ্যে পুতিয়া রাখা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বেজীর লোম ও কৃষ্ণ-সর্পের খোলস লইয়া এবং কুকুরের লোম ও মার্জ্জারের নখ দ্বারা ধূপ দিলে বিদ্বেষ হয়। ময়ূরের বিষ্ঠা ও সর্পের দন্ত একত্র অথবা হস্তিদন্ত ও সিংহের দন্ত মাখমের সহিত পেষণ করিয়া যে যে ব্যক্তির কপালে তিলক দেওয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া থাকে। অশ্ব ও মহিষের লোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিদ্বেষ হয়। শজারুর কাঁটা যাহাদের দ্বারদেশে, প্রোথিত করা যায়, তাহাদের প্রত্যহ কলহ হইয়া থাকে। 'ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রে হোম ও জপসিদ্ধ করিয়া বিদ্বেষণ কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

আকর্ষণ।

কৃষ্ণধুতুরাপত্রের রস ও গোরোচনা দ্বারা করবীমূলের লেখনীতে ভূর্জ্জপত্রে 'ওঁ নম আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্রসহ নাম লিখিয়া জলন্ত খদিরকাষ্ঠের অঙ্গারে তাপিত করিবে। সেই ব্যক্তি শত যোজন অন্তরে থাকিলেও আকৃষ্ট হইয়া আসিবে।

অনামিকার রক্ত দ্বারা মন্ত্র সহ যাহার নাম ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইবে।

নৃকরোটিতে যাহার নাম ও মন্ত্র গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া ত্রিসন্ধ্যা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে তাপ দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শেষোক্ত কার্য্যদ্বয়ে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রযোজ্য। ১০৮ বার মন্ত্রজপে কার্য্য সিদ্ধি হয়।

গুরুদত্ত স্বীয় ইষ্টমন্ত্র ১০ সহস্রবার জপ করিয়া আকর্ষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, পরে আকর্ষণীয় ব্যক্তির গলে পাশ ও মস্তকে জলিত অঙ্কুশ চিন্তাপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং আকর্ষয় হ্রীং স্বাহা।' মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে। এইরূপ একবিংশতি দিবস ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

রক্তবস্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই যন্ত্রের উপর দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ যন্ত্র বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা তণ্ডুলোদক দ্বারা সেচন করিলে তিন সপ্তাহ কাল পরে নিগড়-বদ্ধা নারীও আকৃষ্টা হইয়া থাকে।

অশ্লেষা নক্ষত্রে অর্জ্জুনবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগী-মূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই আকৃষ্ট হয়।

জলৌকা ও কৃষ্ণসর্প মারিয়া শুষ্ক করণান্তর চূর্ণ করিবে। পরে অশ্বীয় কাষ্ঠের অগ্নিতে ঐ চূর্ণ দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে আকর্ষণ হইয়া থাকে। যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে,

তাহার বামপাদস্থিত মৃত্তিকা ও কৃকলাসের রক্ত মিশাইয়া একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে কৃকলাসের রক্ত দ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম লিখিবে। তদনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তি মূত্রস্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি প্রস্রাব করিবে। ইহাতে শতযোজন দূরস্থিতা রমণীও আকৃষ্টা হইয়া থাকে। ইহাতেও মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

রতিকার্য্যে নিরত দুইটী ভ্রমর আনিয়া পৃথগ্‌ভাবে চিতিকাষ্ঠের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে সেই বিশুষ্ক ভস্মরাশি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পৃথক্ দুইটী পুটুলী করিবে। উহার একটী পুটুলী ছাগীর সঙ্গে শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছাগীকে ছাড়িয়া দিবে এবং অপরটী নিজ হস্তে রাখিবে। ঐ ছাগী যাহার নিকট গমন করিবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। যদি ইহাতেও কার্য্য সিদ্ধি না হয়, তবে পুনরায় ছাগীর শৃঙ্গে দ্বিতীয় পুটুলীটী বাঁধিয়া দিবে, অথবা ঐ পুটুলিস্থিত ভস্ম অভিলষিত কামিনীর মস্তকে ছড়াইয়া দিবে। 'ওঁ কৃষ্ণবর্ণায় স্বাহা।' মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে এবং ভস্মরাশি উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন আকর্ষণ ব্যাপারে আরও অনেকানেক যোগ কথিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এবং প্রক্রিয়ার কাঠিন্য অনুসারে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইল না।

নিধিদর্শন।

শিরীষ বৃক্ষের মূল, বল্কল, পত্র, ফল ও পুষ্প কটুতৈলে পাক করিয়া তাহার সহিত বিষ, ধুতুরাবীজ, করবীর মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং শ্বেতগুঞ্জা, উষ্ট্রের বিষ্ঠা, গন্ধক ও মনঃশিলা একত্র করিয়া যেস্থানে ধনরত্নাদি থাকে, তথায় ধূপ দিবে এবং 'ওঁ নমো বিঘ্নবিনাশায় নিধিগ্রহণং কুরু কুরু স্বাহা।' ইহাতে নিধিস্থান হইতে রাক্ষস, বেতাল, ভূত, দেব, দানব ও সর্পাদি পলায়ন করে এবং অনায়াসেই নিধি লাভ হয়।

বন্ধ্যাগর্ভধারণ।

একটী পলাশপত্র কোন গর্ভিণী রমণীর স্তন্য দুগ্ধে বাটিয়া ঋতুস্নানের পর ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইলে পুত্র জন্মে। এ সময়ে সেই রমণীকে দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন ও মুগের ডাইল আহার করিতে দিবে। ঔষধসেবনের কালে সেই বন্ধ্যা নারী উদ্বেগ, ভয় ও শোক বর্জ্জন করিবে।

একটী রুদ্রাক্ষ ও দুই তোলা সর্পাক্ষী একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করাইলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। কদম্বের পত্র ও শ্বেতবৃহতীমূল সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে অথবা গোক্ষুর বীজ নিশিন্দাপত্রের রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র কিংবা পঞ্চরাত্র পান করাইলে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ হয়।

মৃতবৎসাপুত্রের জীবনরক্ষা।

কাকৃরোল বৃক্ষের মূল কদলীর রসে পেষণ করিয়া ঋতুকালে সপ্তাহ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়। শুভ নক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে সেই রমণীগর্ভে দীর্ঘজীবি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

অনাহার।

কৃকলাসের হৃদয় ও মজ্জা এবং করঞ্জাবীজ একত্র পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা ত্রিলৌহ মধ্যগত করিয়া মুখে ধারণ করিলে ক্ষুৎপিপাসাদি জন্মে না। পাণবীজ ছাগীদুগ্ধে বা অপামার্গের বীজ পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পায়স পাক করিবে। সেই পায়স-ভোজনে দ্বাদশ দিবস অনাহারে থাকিতে পারে। কোকিলাক্ষের বীজ, সিদ্ধিবীজ, তুলসীবীজ ও পাগলতার মূল সমভাগে ছাগীদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। ঐ বটিকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে না।

পদ্মবীজ, অপামার্গের বীজ, তুলসীবীজ ও আমলকীবীজ সমভাগে পেষণপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা ভক্ষণান্তে দুগ্ধ পান করিলে ক্ষুধা পিপাসাদি দূরীভূত হয়।

অত্যাহার।

ধাতকী পত্র ও মিছুরি ১ পল পরিমাণে লইয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে, মনুষ্য ভীমসেনের মত আহার করিতে ও কুক্কুরের দন্ত কটিদেশে ধারণ করিলে অধিক পরিমাণে আহার করিতে সমর্থ হয়। কৃকলাসের অধর শিখাস্থানে ধারণ করিলে মনুষ্য পবননন্দনের ন্যায় ভোজন করিতে পারে।

কেশরঞ্জন।

অপরাজিতা পুষ্প এরণ্ডতৈলে পাক করিয়া কেশে ম্রক্ষণ করিলে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং লৌহচূর্ণ একত্র জলে পেষণপূর্ব্বক তত্তুল্য তৈল মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে তৈলের তুল্য ভৃঙ্গরাজের রস দিয়া যতক্ষণ ঐ রস শুষ্ক হইয়া না যায়, ততক্ষণ পাক করিবে। রসভাগ শুষ্ক হইয়া তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পাক শেষ করিয়া স্নিগ্ধপাত্রে ঢালিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিবে। একমাস গত হইলে ঐ তৈল মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উঠাইয়া কদলীরস মিশ্রিত করিয়া কেশে ম্রক্ষণ করিবে। তৎপরে সপ্তাহ ত্রিফলার সহিত ও তৎপরে সপ্ত দিবস রুদ্রজটার সংযোগে ম্রক্ষণ করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যেই কেশ ভ্রমরতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

কাকোলী পত্র ও মূল, পীতঝিণ্টী এবং কেতকীর মূল

ছায়াতে শুষ্ক করিয়া ভৃঙ্গরাজ ও ত্রিফলার রস মিশাইয়া তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ তৈল লৌহপাত্রস্থ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত রাখিবে। এক মাস পরে ঐ তৈল লইয়া কেশে মাখিলে কাশকুসুমসদৃশ কেশও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

কেশপতন।

ঘোষাফলের বীজোৎপন্ন তৈল কেশে মর্দন করিলে সেই স্থানে আর কখনও কেশ উৎপন্ন হয় না। আমলকী, পলাশ-বীজ, বিড়ঙ্গ, চিতা, শতমূলী, গোক্ষুর ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য মধু, শর্করা ও ঘৃত সহযোগে রাত্রিকালে লেহন করিবে এবং প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় ঐ ঔষধ ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ, কুষ্ঠ, জীর্ণ ও বলহীন ব্যক্তি তরুণ হইয়া থাকে।

ভূতগ্রহ-নিবারণ।

রবিবারে শিরীষ বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সংগ্রহ করিয়া পেচকের বিষ্ঠা, উষ্ট্রের লোম, কুক্কুরের বিষ্ঠা, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোময়, গন্ধক ও শ্বেতগুঞ্জা একত্র তৈলসহ পাক করিবে। এই তৈলের ধূপপ্রদানপূর্ব্বক 'ওঁ নমঃ শ্মশানবাসিনে ভূতাদি-পালনং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র জপ করিবে। এই ধূপদর্শন-মাত্র ভূতাদি-দোষ বিনাশ এবং রাক্ষস, ভূত, বেতাল, পিশাচ, দেব, দানব, ডাকিনী ও প্রেতিনী সকলে পলায়ন করে।

গ্রহদোষ-পীড়া-নিবারণ।

আকন্দমূল, ধুস্তূরবীজ, অপামার্গের মূল, দূর্ব্বামূল, বটমূল, শমীমূল, আম্রপত্র ও উডুম্বর পত্র একত্র করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে তণ্ডুল, চণক, মুগ, গোধূম, তিল, গোমূত্র, শ্বেতসর্ষপ, কুশ ও চন্দন মিশ্রিত করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে অশ্বত্থমূলে পুতিয়া রাখিবে। 'ওঁ নমো ভাস্করায় অমুকস্য সর্ব্বগ্রহাণাং পীড়ানাশনং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র জপ করিয়া কার্য্য করিলে গ্রহদোষশান্তি এবং দারিদ্র্য দোষ ও মহাপাতক নাশ হয়। যে ব্যক্তির হিতার্থ এই কার্য্য করা যায়, সে চিরজীবী হইয়া থাকে।

সর্পভয়নিবারণ।

শয়নকালে মুনিরাজ আস্তিককে বারম্বার প্রণাম করিয়া শয়ন করিলে সর্পভয় থাকে না। রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে গুলঞ্চের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার মালা গলে ধারণ করিলে সর্প স্পর্শ করিতে পারে না. শ্বেতকরবী ও বিল্বমূল হস্তে থাকিলে সর্পে কোন ভয় রাখিবার কারণ নাই।

সিংহব্যাঘ্রাদি-ভয়নাশন।

সম্মুখে সিংহ দেখিয়া 'ওঁ নমঃ অগ্নিরূপায় হ্রীং নমঃ।' মন্ত্র বারম্বার জপ করিলে সিংহ পলাইয়া যায়। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে শ্বেত আকন্দের মূল দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে সিংহভয় দূর হয়। শুভনক্ষত্রে ধুস্তূর মূল উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে ব্যাঘ্রভয় নাশ হয়। অপামার্গের মূল শুভনক্ষত্রে উঠাইয়া কর্ণে রাখিলে বৃশ্চিক ভয় থাকে না।

অগ্নিভয়নিবারণ।

"উত্তরস্যাঞ্চ দিগ্‌ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ।
তস্য মূত্রপুরীষাভ্যাং হুতোবহ্নিঃ স্তম্ভঃ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সপ্তাঞ্জলি পরিমিত জল অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিনির্ব্বাপিত হইয়া যায়, রবিবারে শ্বেত-করবীর মূল উত্তোলন করিয়া দক্ষিণহস্তে ধারণ করিলে অগ্নিভয় নিবারণ হয়।

ব্যাধিজনন।

বিল্বকাষ্ঠ দ্বারা একটী করণ্ডক এবং বিল্বকাষ্ঠ দ্বারা তাহার একটী ঢাকনী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উত্তানভাবে শত্রুর প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। তৎপরে শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মোমবাতি রাখিবে। ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া, শত্রুর প্রতিমূর্ত্তিকে কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে ঐ করণ্ডক প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে শত্রুর অচিরে পীড়া উৎপন্ন হইবে।

ভল্লাতক, শ্বেতগুঞ্জা ও মাকড়সা একত্র চূর্ণ করিয়া রাত্রিতে যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার শরীরে কুষ্ঠ রোগ জন্মে। বহুরূপধারী কৃকলাস ও রক্তসর্ষপচূর্ণ দুই তোলা পরিমাণে যাহাকে ভক্ষণ করান যায়, তাহার শরীরে গলৎকুষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃকলাস, গ্রাম্যচিল ও রক্তসর্ষপ শাক একত্র পেষণ করিয়া যাহাকে খাওয়াইবে, তাহারই অঙ্গে বিস্ফোটক দেখা দিবে। পেচকের মস্তকে লবণ পূর্ণ করিয়া বহেড়া কাষ্ঠের অগ্নিতে দাহ করিয়া তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। ঐ কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়া ফল মিশ্রিত করিয়া যাহার চক্ষু রঞ্জিত করিবে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। একটী ভ্রমর ধুস্তূরাকাষ্ঠের অগ্নিতে পোড়াইয়া মধু সংযোগে সেই ভস্ম জলকুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। ঐ জলপান করিলেই বধির হয়। জাতীপুষ্পের রস পান করিলে ইহাতে শান্তি লাভ করা যায়। কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে ভৃঙ্গরাজের মূল উদ্ধৃত করিয়া যাহাকে পান বা ভক্ষণ করান যায়, সেই ব্যক্তির অরাতিসার রোগ জন্মে। অশ্বগন্ধার মূল-ভক্ষণে ইহার উপশম হয়।

শত্রুর চর্ব্বিত তাম্বুল ও নরকাষ্ঠ সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলে, সেই শত্রুর বাগ্‌রোধ হয়। শত্রুব্যক্তির মূত্র-স্থানস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণসূত্র দ্বারা সর্পের মস্তক বন্ধন করিলে শত্রুর মূত্ররোধ হইয়া থাকে।

শ্বেতকরবীর মূল, পুষ্প ও ফল কোন শত্রুকে ভক্ষণ করাইলে তাহার ছর্দ্দি হয়। একখণ্ড গুবাক্ সিজের ক্ষীরে সাতবার ভাবনা দিয়া যাহাকে তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করাইলে তাহার গাত্রে শ্বেত কুষ্ঠ রোগ জন্মিবে। গোক্ষুর, শুণ্ঠী, কুলিয়াখাড়ার বাজ, শূকরের মল ও শ্বেতগুঞ্জার মূল একত্র করিয়া পাক-স্থানে প্রোথিত করিলে পাকশালার পাকপাত্রসমূহ ফাটিয়া যায়। গন্ধক চূর্ণ করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল উদ্ভিজ্জাদিতে সিঞ্চন করিলে শাকাদি ও উপবনসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।

ষণ্ডীকরণ।

মনুষ্য যে স্থলে প্রসাব করে, সেই স্থানে কৃষ্ণ বৃশ্চিকের কণ্টক পুতিয়া রাখিলে সেই মনুষ্য ষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়। হরিদ্রা ও বড়বিন্দু কীট চূর্ণ করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিবে, এই চূর্ণ যাহাকে পান করান যায় বা যাহার আসনে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি ক্লীব হইয়া যায়। তিল ও গোক্ষুরচূর্ণ দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পূর্ব্বকৃত দোষ নষ্ট হয়। দগ্ধ জলৌকা চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে যুবা ব্যক্তিও যাবজ্জীবন ক্লীব হইয়া থাকে। ধুস্তুরবীজ সেবন করিলে এই রোগের শান্তি হয়।

বাজীকরণ।

আমগাছের ছাল জলপূর্ণ কলসীতে রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত ঐ ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য কামদেব সদৃশ হয় এবং তাহার শরীরে ধাতু বৃদ্ধি ও বল পুষ্টি হয়। ঘৃতকুমারীর মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে বল বৃদ্ধি, শরীরের পোষণ ও ধাতু জন্মে। রবি-বারে শুচি হইয়া মঞ্জিষ্ঠা গ্রহণপূর্ব্বক ছায়াতে শুষ্ক করিলে। ঐ চূর্ণ, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, গোক্ষুর ও বিজয়াবীজ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ধাতু পুষ্টি হয়। অভিমন্ত্রিত গোলকমূল রবিবারে উত্তোলন করিয়া শর্করা সহযোগে ভক্ষণ করিলে মনুষ্য মহাবলশালী হয়।

ভোজবিদ্যার বিশেষ পারদর্শী হইতে হইলে ইষ্টমন্ত্র-দীক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আবশ্যক। যোগবিশেষে নির্দ্ধা-রিত সংখ্যানুরূপ জপ করিয়া তদ্বিষয়ে নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্ঘা-টনপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি জপাসিদ্ধ হন নাই, তাহার কার্য্যেও তদ্রূপ ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সমস্ত যোগের বিষয় কথিত হইল, তাহা দ্রব্যগুণ ও দৈববল-সাধ্য। দৈববলে বলীয়ান্ না হইলে, মানব কখনই সামান্য শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভাবনা করিতে পারিত না। যে গ্রহ ও দেবতত্ত্বদর্শী ভোজকগণ এই সাম্প্রদায়িক তত্ত্বাবলীর আলোচনাপর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই দিব্যচক্ষুপ্রভাবে ভোজবিদ্যাবিষয়ক যোগ বিশেষের সম্পাদনে দেবশক্তির আভাস পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা প্রতি কার্য্যেই দেবশক্তির মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যাদি জীবদেহে গ্রহ-নক্ষত্রাদির শক্তি সঞ্চার হেতু সুখ-দুঃখাদি অনুভূত হয়, তদ্রূপ উদ্ভিজ্জজগতেও নক্ষত্রা-দির সমাবেশ হেতু উৎকর্ষাপকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। বাঁশ গাছে স্বাতা নক্ষত্রের জলপাত হইলে যেরূপ বংশলোচনের উৎপত্তিকথা শুনা যায়, তদ্রূপই কোন কোন বৃক্ষে বিশিষ্ট দিনে এবং বিশিষ্ট নক্ষত্রের আবেশে গুণাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই হেতু পূর্ব্বতন বেদ ও গ্রহবিদ্ ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির আশায় বৃক্ষবিশেষে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সঞ্চার লক্ষ্য করিয়া তাহার গুণ-বল নির্দ্ধারিত করিয়া লইতেন।

পার্থিব পদার্থের বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জাদির গুণাগুণ নির্ণয় যেরূপ গ্রহবল-সাপেক্ষ, সেইরূপ ইন্দ্রজালাদি ভৌতিক ক্রিয়া-সমূহ দ্রব্যবল ও যক্ষিণী সাধনরূপ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানবল-বিজড়িত। ইন্দ্রজাল ও তৎসহগামী রাসায়নিক ক্রিয়াবলীতে যে ভৌতিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আলোচনাপর হইয়া সেই বিজ্ঞমণ্ডলী যক্ষিণীসাধন ও ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যে হেতু মানব মন্ত্র সিদ্ধি দ্বারা দৈবশক্তি লাভ না করিলে কখনই কোন অলৌকিক কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় না। দত্তাত্রেয় তন্ত্রের দ্বাদশ পটলে যোগিনীসাধনের বিষয় উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ দুএকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল—

যজ্ঞডুম্বুর বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীসারদায়ৈ নমঃ।' দশ সহস্রবার জপ করিলে গ্রন্থসিদ্ধি হয় এবং সাধকের চতুর্দ্দশ বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে।

শ্বেতগুঞ্জাবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া স্থিরচিত্তে 'ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ।' মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে যক্ষিণীসিদ্ধ হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে। (দত্তাত্রেয়তন্ত্র ১২।১০ ও ১২)

রসায়ন।

গোমূত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিলা সমভাগে উত্তম-রূপ পেষণ ও শুষ্ক করিয়া বিশুদ্ধ স্থানে রাখিবে। পরে একাদশ দিবস গত হইলে ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নানা উপ-চারে যক্ষিণীর পূজা করিবে। তদনন্তর 'ওঁ নমো হরিহরায় রসায়নং সিদ্ধিং কুরু কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ব্বপিষ্ট দ্রব্য গোলাকার করিয়া বস্ত্র

দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তদুপরে মৃত্তিকা লেপ দিয়া কোন গর্ত্তমধ্যস্থ পলাশকাষ্ঠের উপর স্থাপন করিবে এবং উপরে পলাশ কাষ্ঠ আচ্ছাদন দিয়া উপর হইতে অষ্ট প্রহর কাল জ্বাল দিবে। তৎপরে এই ভস্ম উঠাইয়া রাখিবে। অনন্তর কোন তাম্র পাত্র অগ্নিতে উত্তমরূপে পোড়াইয়া তাহাতে একবিন্দু এই ভস্ম দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ তাম্র পাত্র স্বর্ণরূপ ধারণ করে। এই রসায়নপ্রক্রিয়ায় পূর্ব্বে কোন সিদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, অন্যথা কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

ঘোড়ার ক্ষুর এবং মূষিক ও বকের অস্থি দ্বারা তাম্র উত্তমরূপে গলান যায়। স্বয়ম্ভুকুসুম দ্বারা পারা উত্তমরূপে ভস্ম করা যায়। যথার্থরূপ পারদ ভস্ম হইল কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে এক রতি পারদ ভস্ম গলিত তাম্রে নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যাইবে, অর্থাৎ তাহা তৎক্ষণাৎ সোণা হইবে।

নির্জ্জল বিল্বপত্রের রস, আমরুলীর রস, শ্বেত কণ্টিকারীর রস, শ্বেত অপরাজিতার রস, গুড়গুড়িয়া গাছের রস, কাকজঙ্ঘা বৃক্ষের রস, কৃষ্ণতুলসী পত্রের রস, সিজের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, অতসী পুষ্পের পাতার রস এবং সিংহিকা পুষ্পের পাতার ও লতার রস সোণার সাহায্যকারী। কুশারী বৃক্ষের রস ও পদ্মখুরী রাঙ দ্বারা রূপার সাহায্য হয়।

অদৃশ্যকরণ।

বেড়েলার মূল ও তাল পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ মূল, বল্কল, ফল, পুষ্প ও পত্র একত্র স্বর্ণ মাদুলী মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিলে তাহাকে দর্শন মাত্রেই অন্য লোকের দৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়।

* বলি ও নানা উপহার দ্বারা যক্ষিণী দেবীর পূজা করিয়া অঙ্কোলী তৈলে আকন্দ সূত্র-নির্ম্মিত বর্ত্তি দ্বারা প্রদীপ জ্বালিবে। ঐ প্রদীপের শিখায় নরমুণ্ডে কজ্জল পাত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অদৃশ্য হইতে পারে। এক খণ্ড বচ সপ্ত দিন অঙ্কুলীতৈলে সিক্ত করিয়া ত্রিলোহ বেষ্টনপূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না। সাধক হরিতাল, কৃষ্ণবর্ণা মহিষীর দুগ্ধ ও অঙ্কুলতৈল একত্র গাত্রে মর্দ্দন করিলে অদৃশ্য হন। কৃষ্ণকাকের রক্ত, শৃগালের পিত্ত এবং পেচকের নাম ও ঠোঁট সমভাগে চূর্ণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ঐ বর্ত্তি দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্ব্ব জন সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। দাড়িম বৃক্ষের মূল আকোঁড় ফলের তৈলে সিক্ত করিয়া ত্রিলোহ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুটিকা মুখে ধরিলে অদৃশ্য থাকিতে পারা যায়। ভহরকরঞ্জবীজ-তৈলে শ্বেত আকন্দের তুলায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ জ্বালিবে। ঐ দীপালোকে সিদ্ধপত্রে কজ্জল পাত করিয়া অঞ্জন লইলে অদৃশ্য হওয়া যায়। নিখুঁত কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল মারিয়া চৌমাথা রাস্তায় ২৫ দিন পর্য্যন্ত পুতিয়া রাখিবে। অনন্তর তাহাকে উঠাইয়া স্রোতজলে ধৌত করিবে। যে অস্থিখণ্ড স্রোতে চলিয়া যাইবে, তাহা যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। পরে মহাকালের অর্চ্চনা করিয়া গোরোচনা ও বেজীর পিত্তে তাহা ভাবনা দিয়া পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি দ্বারা তিলক করিয়া সাধারণ সমক্ষে থাকিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণমার্জ্জারের মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ গুঞ্জাবীজ বপন করিয়া রাখিবে। ঐ গুঞ্জাবৃক্ষোৎপন্ন ফল ধারণ করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না।

বৃক্ষোৎপত্তিকরণ।

ময়ূরকে সপ্তাহ কাল ময়ূরশিখাচূর্ণ খাওয়াইয়া হস্তে লেপন করিলে হস্ত মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যদর্শন হইয়া থাকে। আকোঁড় বীজচূর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিলতৈলে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। তৎপরে উহা পুনঃ পুনঃ পেষণ ও শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ পিষ্টদ্রব্য হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে। ইহা অঙ্কোলীতৈল নামে খ্যাত। অঙ্কোলী তৈল দ্বারা কোন বৃক্ষকে অভিষিক্ত করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলজ কিংবা স্থলজ কোন বীজ চূর্ণ অঙ্কোলী তৈলে মিশ্রিত করিয়া জলে বা স্থলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সেই বৃক্ষের ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্জ্জবৃক্ষের রসে সলিতা ভিজাইয়া তৈল দ্বারা লেপনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে দীপ নির্ব্বাণ হয় না।

পাদুকাসাধন।

একখানি লঘুকাষ্ঠফলক গুঞ্জাপিষ্ট দ্বারা লেপন করিয়া জলে ভাসাইয়া তদুপরি ভাসমান হইলে কখনই সেই কাষ্ঠ-ফলক জলনিমগ্ন হয় না। অঙ্কোলী তৈল ও শ্বেত সর্ষপ পেষণ করিয়া হস্তপদ, অথবা উষ্ট্র চর্ম্মপাদুকা লেপনপূর্ব্বক পাদুকারোহণে সেই ব্যক্তি বহুদূর গমন করিতে সমর্থ হয়। নিশিন্দা বৃক্ষের মূল, পারাবতের বিষ্ঠা, পলাশবীজ, রক্ত আকনাদি ফল ও পেচকের হৃদয় শীতল জলে পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাদলেপন করিলে শতযোজন ভ্রমণ করা যায়।

ভিন্নরূপদর্শন।

সজিনাবীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা, শূকরের বসা ও অপামার্গের মূল সমপরিমাণে পেষণ করিয়া কপালে

তিলক দিলে পঞ্চবদনবিশিষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশী রাত্রিতে ময়ূরের মুখ মধ্যে বামনহাটীর বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিকা একত্র করিয়া ঐ বীজ কৃষ্ণমৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে বীজ হইতে প্রস্তুত রজ্জু দ্বারা কোন পুরুষকে বন্ধন করিলে ময়ূরবৎ দেখা যায়। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীরাত্রিতে কৃষ্ণমার্জ্জারের মাথার খুলিতে কৃষ্ণমৃত্তিকা সহ এরণ্ডবীজ সংস্থাপনপূর্ব্বক ঐ মার্জ্জার-মস্তক মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের ফলের বীজ যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তিকে সকলেই মার্জ্জারের ন্যায় দেখিবে। স্ত্রীর মস্তকের খুলিতে রক্ত গুঞ্জার বীজ বপন করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে রাখিলে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফল মুখে ধারণ করিলে স্ত্রীবৎ দেখায়।

হরিতাল ও মনঃশিলাচূর্ণ অঙ্কোলীতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখ ও মস্তকে লেপন করিলে তাহাকে অগ্নিপুঞ্জের ন্যায় দেখা যায়। উক্ত চূর্ণের সহিত আকোড় বীজের তৈল মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে তাহার শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে।

সিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণপূর্ব্বক বস্ত্রে লেপন করিলে রাত্রিকালে অগ্নিবৎ দেখা যায়। দূরস্থিত ব্যক্তি এরূপ দর্শনে সাতিশয় কৌতুক অনুভব করেন।

জোনাকীপোকা ও কেঁচো চূর্ণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাত্রিকালে কপালে জ্যোতি দর্শন হয়। বকপুষ্পের রসে বকপুষ্পের সহিত সৌবীরাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে মধ্যাহ্ন কালে আকাশের তারকা দর্শন করা যায়।

মনুষ্য মস্তকের খুলিস্থিত কৃষ্ণমৃত্তিকায় বার্ত্তাকুবীজ রোপণ করিলে, সেই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের মূল বা ফল মুখে রাখিলে শতযোজন-দূরস্থিত দ্রব্যাদি নিকটবর্ত্তী দর্শন করা যায়।

ভোজবাজী।

ক্ষুদ্রকৌতুক।—বারিবন্দিকার সহিত জলপান করিলে অধোবায়ু নিঃসরণ হইয়া থাকে। নদীজাত শৈবাল পোড়াইয়া মহিষের দধিতে রাখিয়া এক প্রহর কাল রাখিয়া দিলে ভেক জন্মে। মৎস্যের পিত্তের সহিত মৎস্যডিম্ব রাখিলে মীন উৎপন্ন হয়। অগস্ত্যপুষ্পের রসে অঞ্জন ঘষিয়া চক্ষে দিলে আকাশের তারকাসমূহ দিবসে দেখা যায়। শ্বেতআকন্দের পঞ্চচূর্ণ সাপের বসা আকন্দ তুলায় পলিতায় মাখিয়া জ্বালিলে রাত্রিকালে ঘরের বেড়া সর্পপ্রায় দর্শন হয়। ভেকের তৈল চক্ষুতে মাখিলে রাত্রিতে সর্প ও দিনে নক্ষত্র দেখা যায়।

ক্ষীরিসাছের দুগ্ধ ভাবিত করিয়া বাতি প্রস্তুত করিলে তাহা জলমধ্যে জ্বলিতে থাকে।

সর্পকরণ—কালকচুর ডগা শ্বেতবিষার মূল ১টা, জবাপুষ্প ২টা, রাজাশাকের ডাঁটা ১টা ও দন্তোৎপল ১টা। কালা কচু ও মূল এতদুভয়ের উপর লালশাক খণ্ড খণ্ড করিয়া তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক ‘ওঁ সিদ্ধিঃ স্বয়ং দেবী কায়া কায়, আইস দেবী হংসরাত্র, আসিল দেবী হুহুকারে, এইক্ষণ হ'তে জীব সঞ্চারে, ওঁ জীলি সর্প বল বল স্বাহা। চলসর্প মহাভারে, তোমারে চালাব দেবীর বরে, ব্রহ্মাণ্ডগিরির আজ্ঞা।’ এইরূপ ১০০৮ বার জপ করিলে অমাবস্যায় সর্পোৎপত্তি হইয়া থাকে।

‘ওঁ হন হন চল চল নবমৃত্তিকায় আজ্ঞা। চিচলনি চিচলনি গুরুদৃষ্টা। মায়াদেবী করোদৃষ্টি দুই কাটিয়া করো মায়া-সর্প দেবী আজ্ঞা। শক্তির বরে যাহারে কাটোম সেই জীব সঞ্চারে, লীলাবতীর আজ্ঞা। পৃথিবী দেবী মার, মেদিনী আউট হাৎ কায়, কুণ্ডলী দিয়া রাখি মায়াময়, এ কুণ্ডলী ভাঙ্গিয়া যাও, আমি দেবীর মাথা খাও। ওঁ সঃ কর্জ্জি মর্চ্চিক্রে অমুকায় নাই জন্মি জালান্ অমুকেরে কর তরাপ।’ দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত দড়ির মালা করিয়া উদয় কালাবধি দুই প্রহর কাল এই মন্ত্র জপ করিবে। ‘ওঙ্কারবিন্দু ওঙ্কারং কালরুদ্র স্বাহা।’ লাম সাধ্য। ‘ওঁ জীং জীব বিং বিং উং কুং স্বাহা।’ মন্ত্র শতবার জপে সিদ্ধি।

ভ্রমদর্শন—মঙ্গলবারে কার্পাসের বীজ সর্পমুখে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের তুলাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এরণ্ডতৈলে প্রদীপ জ্বালিবে। রাত্রিকালে যে ঘরে এই প্রদীপ থাকিবে, সেই ঘরের সকল স্থানেই সর্প দর্শন হইবে। ঐরূপ বৃশ্চিক বা বেজীর মুখে কার্পাসবীজ দিয়া সেই বীজজাত বৃক্ষের তুলায় প্রস্তুত বর্ত্তি দ্বারা এরণ্ডতৈলের প্রদীপ জ্বালিলে সায়ংকালে তত্তদ্ জাতীয় জীবের দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

এরণ্ডতৈল, নদীপুষ্প, সাপের খোলোস ও ভেকের বসা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিলে সর্ব্বত্র সর্পের ন্যায় দেখাইবে। পেচকের মাথার খুলিতে ঘৃত মাখাইয়া কজ্জলপাত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে রাত্র্যন্ধকারে পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়। কোন একটা মৃত মৎস্যের সকলশরীরে ভেলার তৈল মাখাইয়া জলে ছাড়িয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়।

বৃহস্পতিবারে হস্তীর মুখে এবং রবিবারে অশ্বের মুখে আকোড়বীজ নিক্ষেপ করিয়া, পরে মৃত্তিকায় পুতিয়া জলসিঞ্চন করিলে যে বৃক্ষোৎপন্ন হয় তাহার ফলের বীজ ত্রিলৌহ* বেষ্টন

* দশ ভাগ স্বর্ণ, দ্বাদশভাগ তাম্র ও ষোড়শভাগ রৌপ্য একত্র করিলে ত্রিলৌহ হয়।

পূর্ব্বক মুখে ধারণ করিলে পরাক্রমশালী হস্তী বা অশ্ব হইতে পারে। এইরূপে বৃষ, সিংহ, ময়ূর, কুকুর ও যে কোন প্রকার জলজ ও স্থলজ প্রাণীর মুখে আকোঁড় ফলের বীজ দিয়া তদ্বীজে উৎপন্ন বৃক্ষের বীজ ত্রিলোহবেষ্টনে মুখে ধারণ করিলে তজ্জীবের মূর্ত্তি ধারণ করে। আবার মুখ হইতে মাচুলী বাহির করিয়া লইলে পুনরায় স্বীয় স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সোমবারে মার্জ্জারের মুখে এরণ্ডবীজ নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে যে চক্ষু উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ মুখে ধারণ করিলে সেই মনুষ্যকে বিড়ালের মত দেখা যায়।

কৃকলাসের রক্তে, দর্পণের অর্দ্ধভাগ লেপন করিয়া পর্ব্বতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণপূর্ব্বক ঐ দর্পণ চক্ষুর উপরে ধরিয়া চন্দ্র বা সূর্য্যের দিকে চাহিলে সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ দৃষ্ট হইবে।

শবমুখে এক বিন্দু আকোঁড় ফলের তৈল দিলে শব জীবিত হইয়া উঠে। বর্ষাকালে একটী ময়ূরকে কীট ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা, মৃত্তিকা ও গোময় অঙ্গে লেপন করিলে সর্ব্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড দেখা যায়।

সজিনা বীজের তৈল, কপোতের বিষ্ঠা, শূকর ও গর্দ্দভের বসা, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাবণের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা হয়। ছোলঙ্গ নেবুর বীজের তৈল তাম্রপাত্রে লেপনপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে সেই পাত্র দৃষ্টি করিলে রথারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পয়স্বিনী গাভীর মৃতবৎসের হৃদয়ে হরিদ্রা নিক্ষেপ করিয়া সেই হরিদ্রা মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিবে। ছাগদুগ্ধসিঞ্চনে ঐ হরিদ্রা-বৃক্ষ ফলবান্ হইলে সেই হরিদ্রা, শ্বেতদূর্ব্বা, শ্বেতবেড়েলা ও হরিতাল একত্র পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে পঞ্চজনের ন্যায় দেখা যায়।

কৃকলাসের ডিম্বে সূক্ষ্মছিদ্রপথে পারদ পূর্ণ করিয়া সূর্য্যের দিকে ধরিলে আকাশে গমন করিতে পারে। মহাকালের বীজ ২ সের আমলকার রসে ৭বার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। একটী গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে কপোত হইতে পারে। ছাগমুণ্ডে কৃষ্ণমৃত্তিকা পূরণ করিয়া ধুস্তুরবীজ বপন করিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষ পুষ্পিত হইলে, সেই পুষ্প লইয়া যে মনুষ্যের মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি ছাগরূপ ধারণ করিবে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কৃষ্ণমৃত্তিকায় ময়ূরমস্তকে শণবীজ বপন করিবে। এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের বীজ গ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে ময়ূর হইতে পারে। এরূপে কার্পাসবীজ বপন করিলে তজ্জাত বৃক্ষের ফল ও পুষ্প একত্র শিলাখণ্ডে পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে অনায়াসে জল মধ্যে স্থলের ন্যায় অবস্থিত থাকা যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাকের মস্তকে কৃষ্ণমৃত্তিকা স্থাপনপূর্ব্বক কাকমাচী বীজ বপন করিবে। তজ্জাত বৃক্ষের ফল মুখে নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য কাকের ন্যায় উড়িতে পারে। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রিচালন, (অন্ন-প্রস্তুত করণ), গাছচালন, বাটীচালন প্রভৃতি কতকগুলি অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনা যায়। পূর্ব্বে ডাকিনী যোগিনীগণ গাছ চালিয়া দেশদেশান্তরে গমন করিত। এখনও কামাখ্যার রমণীগণ এতদ্বিষয়ের বহুশত নিদর্শন দিয়া থাকে। বশীকরণবিষয়ে কামাখ্যা-তীর্থবাসী রমণীগণ এরূপ মায়া বা যাদুবিদ্যাপটু যে, তাহারা অনায়াসেই বিভিন্নদেশীয় পুরুষগণকে ভেড়া করিয়া রাখে। তাহাদের এই কার্য্যাবলী এবং পূর্ব্বোক্ত গাছ-চালনাদি ভৌতিককার্য্য যে ভোজবিদ্যা-প্রসূত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অস্মদ্দেশীয় ঐন্দ্রজালিকগণ এবং য়ুরোপীয় বর্ত্তমান মেজিসিয়ান্‌গণ যে সকল কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার নিপুণতাকৌশল এতই পরিপাটী যে, দেখিলে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও কুতূহলের উদয় হয়। সদ্যোজাত আম্র বৃক্ষে ফলাদির উৎপত্তি ক্রিয়া নিম্নে বিবৃত হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সাজসরঞ্জামই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার মুখ্য বস্তু। প্রদর্শনীতে যে যে কৌতুক দেখাইতে হইবে, অগ্রে সেই সেই বস্তু সকলের সংগ্রহ আবশ্যক। দ্রব্যাদি সংগৃহীত না থাকিলে কখনই দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তি বিধান করা যায় না। আম্রবৃক্ষপ্রদর্শনকালে অগ্রে আম্রমুকুল ও ফল এবং কাচা ও পাকা ফল সংগ্রহ করিতে হয়। যথাসময়ে ফল ও মুকুলাদি লইয়া খাঁটি মধুপূর্ণ পাত্রে রাখিবে। ইহাতে ঐ চুতফলাদি ১ বৎসর পর্য্যন্ত সদ্যোজাতবৎ সতেজ থাকে।

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শনকালে একখানি বস্ত্র-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। উহার সম্মুখভাগ যবনিকা দ্বারা আবৃত থাকা আবশ্যক। ঐ যবনিকা যেন প্রয়োজন অনুসারে উত্তোলিত ও পাতিত করিতে পারা যায়। ঐ গৃহটী সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। সম্মুখভাগ যবনিকা-সম্বলিত শূন্যস্থান, কেবল গৃহ সজ্জাদিতে পূর্ণ থাকিতে পারে। পশ্চাদ্ভাগে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের উপকরণাদি সজ্জিত রাখিবে। ঐ পটবাসের অভ্যন্তরে একটী আম্রের আঁটী, নূতন চারা অভিনব পল্লব শাখা-প্রশাখাদিযুক্ত একটী আম্র তরু বা অনতিবৃহৎ আম্রশাখা আহরণ করিয়া পেটিকা মধ্যে লুকায়িত রাখিবে।

ইন্দ্রজাল-ক্রিয়া প্রদর্শন কালে প্রথমে বাদ্যোদ্যমাদি- আড়ম্বর করিবে, পরে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবে, যেন এই মন্ত্রপ্রভাবেই ভৌতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মন্ত্রাড়ম্বর সমাপ্ত হইলে, বাহিরের ঘরে একটী মৃত্তিকা-পূর্ণ টব আনিয়া তাহাতে দর্শকগণসমক্ষে আম্রবীজ রোপণ করিবে এবং সাধারণকে বলিবে যে, অনতিকাল মধ্যেই উহাতে চারা উৎপন্ন হইবে। পরে উহা অন্তরালে রাখিয়া অন্যান্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এদিকে বস্ত্রান্তরালস্থ পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিয়া সহকারী ব্যক্তি ঐ টবে পূর্ব্ব-সমাহৃত আঁটী সহ আম্রের চারা প্রোথিত করিয়া দিবে। উহা দর্শক-মণ্ডলীর সমক্ষে আনিবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার যবনিকা পাতনপূর্ব্বক বাদ্যোদ্যম করিবে। অনন্তর সাধারণ সমক্ষে আসিয়া ঐ চারা গাছ দেখাইয়া বলিবে যে, এই গাছে শীঘ্রই মুকুল এবং কাঁচা ও পাকা আম্র ফলিবে। এই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মুকুল, কাঁচা ও পাকা আম অথবা একই বৃক্ষে সকলগুলিই দেখান যাইতে পারে। অতঃপর কএকটী কৌতুক দেখাইয়া যবনিকা ফেলিয়া দিবে।

বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া উভয়ে পূর্ব্বনীত পত্রাদি সহ আম্রশাখা ও কলমের বৃক্ষ দুইটী তদাকার বিভিন্ন টবে পুতিবে। তৎপরে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া পূর্ব্বসংগৃহীত মধুকলসস্থিত ফলমুকুলাদি পরিষ্কার জলে ধৌত ও পূর্ব্বাবস্থায় সমানয়ন করিয়া প্রশাখাগ্রে সংলগ্ন করিয়া দিবে। সংযোগস্থল এরূপ পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মাণ করিবে যে, দর্শকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারে। পরে বৃক্ষ হইতে কেবল মাত্র ফল ছিঁড়িয়া দর্শকমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণ করিবে। এইরূপে লিচু, জাম, জম্বীর ও পিয়ারা প্রভৃতিও উৎপন্ন করিয়া দেখান যাইতে পারে।

ভানুমতীকথিত আম্রবৃক্ষের উৎপত্তি ইন্দ্রজালগ্রন্থে অন্যরূপ লিখিত আছে, মহী (মনসা) বৃক্ষের দুগ্ধে সুপক্ব আম্রের বীজ একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া একবিংশতি বারই বিশুষ্ক করিবে। ক্রিয়াপ্রদর্শনকালে ঐ সিক্তদুগ্ধে বিশুষ্ক আম্রবীজ মৃত্তিকায় রোপিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলসিঞ্চন করিবে। ২৷৹ দণ্ড কালের পর উহা হইতে পল্লব প্রশাখাদিযুক্ত এক আম্র তরু উৎপন্ন হইবে।

ঐরূপে কুসুম্ভপুষ্পের তৈলে তুলসীবীজ সিক্ত করিয়া পাত্রসহ মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। পরে ইন্দ্রজাল প্রক্রিয়া প্রদর্শনকালে ঐ বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে সার্দ্ধদ্বিদণ্ডকাল মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

করতলে অঙ্গার-ধারণ।—এরণ্ড বৃক্ষের রসে ধুস্তুরবীজ, হরীতকীবীজ এবং আকোড় কোয়ো ..কত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখিলে অগ্নিতে হস্ত দগ্ধ হয় না। সজ্জাক্ষী, লবণ, কত্তিলা, অহিফেন, ফট্‌কিরি. পারদ ও কুক্কুটাণ্ডের খোসা সিরকার সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া হস্তে প্রদান করিলে দগ্ধ হয় না। স্বর্ণভেকের বসা, নিসাদল ও পলাণ্ডুর রস সম পরিমাণে করতলে পেষণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, মর্দ্দন করিয়া হস্তে অঙ্গার রাখিয়া ধুনা দেওয়া যায়।

জলে অগ্নিপ্রজ্বালন।—ক্ষীরিকাবৃক্ষের দুগ্ধে ভাবিত বর্ত্তিকা জলমধ্যে প্রজ্বলিত করিলে নির্ব্বাপিত হইবে না। কর্পূর জ্বালিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জলের উপর ভাসমান থাকিয়া জ্বলিতে থাকিবে। Dr. Franklin ও Mr. Cavallo র মতে পঙ্কিল স্থান ঘাঁটিয়া জলীয় বাষ্প (Marsh Gas) কোন পাত্রে সঞ্চয় করিয়া অথবা জলোপরি উত্থিত হইতে থাকিলে একটী প্রদীপ্ত বর্ত্তিকা তাহার সংস্পর্শে লইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং এককালে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান অগ্নিময় হইয়া বিশেষ কৌতুকাবহ হয়।

অন্ধকার গৃহ আলোকীকরণ।—একখানি লোহার হাতায় গন্ধক গলাইয়া জ্বলন কমিয়া আনিলে তাহাতে তাম্রচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার গৃহে আনিবে। তখন সর্ব্বস্থান দীপ্তিসমন্বিত হইবে।

অগ্নির সাহায্য ব্যতীত অন্নপাক—নিম্নস্থ পাত্রে সদ্যোদগ্ধ চূর্ণ অর্দ্ধসের মাত্রায় রাখিয়া তাহাতে সমপরিমাণে জল দিয়া উপরের পাত্রে চাউল নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র অন্ন ফুটিয়া পাক হইবে।

বস্ত্রাদি প্রজ্বালন—কাগজ বা বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যে স্পিরিট্ নামক মদিরা সিক্ত করিয়া অগ্নিতে ধরিলে মদ্যাংশ পুড়িয়া যায়, কিন্তু বস্ত্র দগ্ধ হয় না। পক্ষিডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শুভ্র লালা ফট্‌কিরির সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে মাখাইবে। অনন্তর উহা লবণাক্ত জলে আর্দ্র করিয়া শুকাইয়া লইবে। অগ্নিশিখায় ধরিলে উহা কখনই দগ্ধ হইবে না।

কণ্টকময় কণ্টিকারি চর্ব্বণ—জম্বুপত্র চর্ব্বণ করিয়া উহার রস মুখ মধ্যে রাখিবে। উহাতে অনায়াসে কণ্টকময় বৃক্ষাদি চর্ব্বণ করিতে পারা যায়।

কাচচর্ব্বণ—পাতলা কাচ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আর্দ্রকের রসে নির্ব্বাপিত করিয়া লইলে অক্লেশে কাচ চর্ব্বণ করিতে পারা যায়।

হস্তে প্রতপ্ত তৈলবিন্দুপাতন। হস্তের তালু ও অঙ্গুলীতে জল ও লবণ উত্তমরূপে মাখিবে। পরে তৈলাক্ত পলিতা জ্বালাইয়া তাহার জ্বলন্ত তৈলবিন্দু হস্তে পড়িতে দিবে। তৈলবিন্দু পতনকালে দুই করতল দৃঢ়রূপে বসা আবশ্যক।

অগ্ন্যুৎপাদন—প্রস্ফুরকে আওডিন্ সংলগ্ন করিবামাত্র অগ্নি উৎপাদিত হয়। ক্লরেটঅব পটাশ চূর্ণে চিনি মিশাইয়া

গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়া দিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। নির্ব্বাপিত বর্ত্তিকার পলিতা লাল থাকিতে থাকিতে তাহার ধূমল বর্ণ বাষ্পের সন্নিকটে প্রজ্বলিত একটা বর্ত্তিকা অথবা অম্লজান বাষ্প ধরিলে তাহা পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

একভাগ চিনি ও তিন ভাগ ফট্‌কিরি একত্র মিশ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে একটা লৌহ বা প্রস্তরপাত্রে ভরিয়া উহা অগ্নিতে পোড়াইবে। যখন ঐ পাত্রাভ্যন্তর হইতে নীলবর্ণ শিখা নির্গত হইবে, তখন অগ্নি হইতে ঐ পাত্র তুলিয়া লইবে। ঐ মিশ্রিত দ্রব্য ফাঁকা জায়গায় বায়ু লাগাইলে আপনিই জ্বলিয়া উঠিবে।

অগ্নি ব্যতীত কাগজ দগ্ধ করণ—একখণ্ড কাগজে তার্পিণ তৈল মাখাইয়া ক্লোরিন্ বাষ্পের মধ্যে ধরিলে তৎক্ষণাৎ কাগজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ বা চীনদেশজাত শুষ্ক বেত্র দ্বিখণ্ড করিয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে জ্বলিয়া উঠে।

কাগজের পাত্রে রন্ধন—প্রথমতঃ কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে খানিকটা পরিষ্কৃত তৈল ঢালিয়া দিয়া উনানের উপর বসাইবে। ঐ তৈলযুক্ত কাগজের পাত্রস্থ তৈল ফুটিতে থাকিলে তাহাতে বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য ভাজা যায়।

মুখমধ্যে বিদ্যুৎবৎ আলোককরণ—ওষ্ঠ ও দন্তমাড়ি মধ্যে একখণ্ড দস্তা রাখিয়া জিহ্বাগ্রস্থ গিনিসোণা তাহাতে স্পর্শ করাইলে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ উজ্জ্বল আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। জিহ্বাগ্রে এক খণ্ড দস্তা এবং নাসিকাবিবরে একখণ্ড রূপা রাখিয়া পরস্পরে সংলগ্ন করিতে পারিলে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় *। কাচের নল বিড়ালচর্ম্মে ঘসিয়া লইলে বৈদ্যুতিক আলোক সঞ্চারিত হয়। ৬ ভাগ অলিভতৈলে প্রস্ফুরকের ভাবনা দিয়া অন্ধকারগৃহে সেই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিময় দেখা যায়।

অগ্নিময় কূপ—কাচের গ্লাসে অর্দ্ধভাগ প্রস্ফুরক খণ্ড রাখিয়া তাহাতে পাঁচ ভাগ জল দিবে। তৎপরে তাহাতে দানাদার দস্তা ১ভাগ ও তীব্র গন্ধকাম্ল ৩ ভাগ মিশ্রিত করিবে। এইরূপ উজ্জ্বল বিম্বের আকারে বাষ্প উত্থিত হইতে থাকিবে। একটা কাচের পাত্র পূর্ণ করিয়া তাহাতে ফস্‌ফরেট অব্ লাইম এক ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে জলের উপরে ফস্‌ফোরেটেড্ হাইড্রোজেন বাষ্পের বিম্ব উত্থিত হইবে। উহাতে বায়ু লাগিলেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

অগ্নিময় ঝরণা—একটা কাচপাত্রস্থ ৫ বা ৬ ঔন্স জলে ১ ঔন্স গন্ধকাম্ল ও গ্রানিউলেটেড্ জিঙ্ক এবং দুএকখণ্ড প্রস্ফুরক নিক্ষেপ করিবে। অল্পকাল মধ্যে সমস্ত জলই আলোকময় দেখা যাইবে।

জল মধ্যে আগ্নেয় পর্ব্বত—বারুদ, সোরা ও ফুলগন্ধক প্রত্যেকে ৩ ঔন্স লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে তাহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া মিশ্রণপূর্ব্বক একটা পেষ্টবোর্ড বা কাগজের গোলাকার খোলের মধ্যে পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ মিশ্রিত দ্রব্য খোলের মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহা জলমধ্যে জ্বলিতে থাকিবে।

ভৃষ্টপক্ষীর অদর্শন।—ময়দার একটা থালি বা কৌটা গড়িয়া তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পক্ষী পুরিয়া রাখিবে। ঐ পক্ষীর শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্ত উপরি ভাগে একটা চোঙ্গ করিয়া দিবে। পরে ঐ পক্ষীপূর্ণ ময়দার থালির চতুষ্পার্শ্বে ঘৃতকুমারীর আটা উত্তমরূপে মাখাইবে। পরে আর একটা ময়দার চুঙ্গী প্রস্তুত করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে পুনরায় ঘৃতকুমারীর আটা মাখিয়া পূর্ব্বোক্ত পক্ষিপূর্ণ চুঙ্গীর চারিদিকে মুড়িয়া দিবে। পরে ঐ থালির চুঙ্গীতে সুতা বাধিয়া তাহা ফুটন্ত ঘৃতের মধ্যে ফেলিয়া সোজাভাবে ভাজিবে। উহা তুলিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলে পক্ষীটা উড়িয়া যাইবে।

কাপড়ের উপর মুড়ি ভাজা।—দুই জন সঙ্গীকে একখানি বস্ত্রের চারি খুঁট ধরিতে দিয়া কৌতুকপ্রদর্শক ভূণাওয়ালাদের কুলার ন্যায় একখানি কুলায় খই কিংবা মুড়ি গোপনে পুরিয়া রাখিবে। পরে ঐ কুলাতে ধান্য বা চাউল লইয়া বস্ত্রের উপর ফেলিবার কালে কৌশলক্রমে ধান্য বা চাউলের পরিবর্ত্তে মুড়ি বা খই অল্পে অল্পে সকলের অজ্ঞাতসারে ও অপ্রত্যক্ষে ফেলিয়া দিবে। ঐ সময় কাপড়খানি হাত দিয়া আলোড়িত করিতে থাকিবে ও ক্রমে হস্তচালনার সঙ্গে সঙ্গে দুএকটা হইতে প্রচুর খই বা মুড়ি দেখাইয়া দিবে।

বোতল মধ্যে ডিম্ব প্রবেশ করণ।—ডিম্ব সিরকা মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে এরূপ নরম হয় যে, তাহা অনায়াসে বোতলের সরু মুখে প্রবেশ করান যাইতে পারে।

পক্ষিশাবকের পক্ষে লিপি প্রকাশ।—একটী বলে জেলা,

* ইংরাজী পদার্থবিদ্যায় একথার আভাস আছে,—

When a piece of silver, as a doller, is placed on the tongne and a piece ef zinc under the tongue, and then their two edges made to touch each other the electricity will pass from the zinc to the silver, of which the person will be sensible not only by a peculiar metallic taste but by the perception of a slight flast of light, particularly if the eye be closed.

নিশাদল ও সিন্দূর সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক কালি প্রস্তুত করিবে। ঐ কালি দ্বারা পক্ষিডিম্বের উপরি-ভাগে যাহা লিখিয়া রাখা যায়, তাহাই নিয়মিত সময়ে ডিম্ব প্রস্ফুটিত হইবার পর শাবকের পক্ষে পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইবে।

ঐন্দ্রজালিক অণ্ড।—একটী কাচ পাত্রে ৮ ভাগ জল দিয়া তাহাতে ডাইলিউটেড্ মিউরিএটিক্-এসিড্ ১ ভাগ ঢালিয়া দিবে। উহাতে হংসাদি পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দিলে প্রথমে অণ্ডটী ডুবিয়া যায়। ক্ষণকাল পরে উহা হইতে কার্বনিক এসিড গ্যাস উঠিয়া ডিম্বের খোলা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। তখন ক্রমে ঐ ডিম্ব জল ছাড়িয়া উপরে ভাসমান হয়। জল হইতে কিয়দংশ জাগিয়া উঠিলে ডিম্বটী আপনাআপনিই ঘুরিতে থাকে। ঐ ডিম্বের যত ভাগ এসিড্-পূর্ণ জলে নিমগ্ন থাকিবে, তত ভাগের নিম্নদিকে পুনঃ পুনঃ বিম্ব জন্মাইয়া উপরি ভাগাপেক্ষা নিম্নদিক্ হাল্কা হইতে থাকিবে। যতক্ষণ ঐ ডিম্বটি উল্টাইয়া না পড়ে, ততক্ষণ উহা ঘুরিতে থাকে।

ভ্রমণকারী অণ্ড।—একটী রাজহংসের ডিম্বে ছিদ্র করিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ লালা ও কুসুম বাহির করিয়া তন্মধ্যে একটী চামচিকা পুরিয়া ছিদ্রভাগে পূর্ব্বকর্ত্তিত খোলাখানি দিয়া শিরীষ দ্বারা এরূপভাবে আটিয়া দিবে, যেন তাহা সহজে খুলিতে না পারে। ডিম্বের ভিতর হইতে পক্ষীটী বাহির হইবার জন্য যতই ছট্‌ফট করিবে, ততই ডিম্বটি গড়াগড়ি যাইবে।

ডিম্বের নৃত্য।—একটি ডিম্বকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার এক মুখ ছাড়াইয়া তন্মধ্যে পারদপূর্ণ হংসপুচ্ছ (Swan quill) প্রবেশ করাইয়া মুখদেশ গালা দ্বারা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিবে। যতক্ষণ ডিম্বটী উত্তপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ উহা নৃত্য করিতে থাকিবে।

ডিম্বের গাত্রে ছিদ্র করিয়া লালাকুসুমাদি নিষ্কাশন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া উত্তমরূপে মোম দ্বারা ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে অনতিকাল পরেই উহা নড়িতে থাকে।

বরফে অগ্ন্যুৎপাদন।—আতসী কাচের আকারে নির্ম্মল, বায়ু বুদ্বুদরহিত একখণ্ড বরফ কাটিয়া সূর্য্যকিরণে বারুদের উপর ধরিলে তৎক্ষণাৎ উহা জ্বলিয়া উঠিবে।

গুপ্তলিপি-প্রকরণ।—দুগ্ধ, নেবু, পলাণ্ডু কিংবা কেঁচোর রসে শুভ্র কাগজের উপর লিখিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পাঠের সময় অগ্নির উত্তাপ দিলে অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট দেখা যায়। মাজুফল ভাজিয়া জলে একখণ্ড কাল ভিজাইয়া তাহাতে নাম লিখিবে। উহা শুকাইয়া গেলে অক্ষর অদৃশ্য থাকিবে। পাঠকালে তুঁতে ভিজান জল লিপির উপর দিলে অনায়াসেই পত্রপাঠ করা যাইতে পারে।

চাটুকা চূণগোলার উত্তম কাগজে নূতন লেখনী দ্বারা অভিলষিত বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে কাগজের দাগ উঠিয়া যাইবে। পাঠ করিবার ইচ্ছা হইলে ঐ কাগজখানি জলে নিমজ্জিত করিলেই শুভ্রবর্ণ অক্ষরসমূহ দেখা যাইবে।

পুষ্পাদির বর্ণান্তরকরণ।—গন্ধকের ধূমে রক্তবর্ণ পুষ্প ধরিলে শ্বেতবর্ণ হইয়া আইসে। পরে পুনর্ব্বার সেই পুষ্প জলে ভিজাইয়া রাখিলে পূর্ব্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি।—গন্ধকচূর্ণ ২ সের ও ইস্পাতচূর্ণ ২ সের জল দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গর্ত্তমধ্যে পুতিয়া রাখিলে ৮ হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভূমিকম্প হইবে। যদি বায়ু উত্তপ্ত থাকে, তাহা হইলে ভূমি স্ফীত ও বিদীর্ণ হইয়া অগ্নিশিখা, ধূম ও ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে।

কাচের গ্লাস দ্বারা শিলা উত্তোলন।—একখানি সরল প্রস্তর-ফলকের উপর সুজীর রোলাম করিয়া রাখিবে, পরে প্রজ্বলিত দীপশিখার উপর উপুড় করিয়া একটী গেলাস ধরিবে। গ্লাসের অভ্যন্তর ভাগ উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইলে তাহা সত্বর ঐ সুজীর কাইয়ের উপর চাপিয়া বসাইবে। যেন কোনরূপে অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ বায়ু বহির্গত হইতে অথবা বহির্ভাগস্থ শীতল বায়ু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে না পারে। ঐ গ্লাস শীতল হইয়া আসিলে উহা বহিস্থ শীতল বায়ুর চাপ পাইয়া পাথরে এরূপ আট্‌কাইয়া যায় যে, কিছুতেই প্রস্তরখানি গ্লাস হইতে নিপতিত হয় না।

উপরে যে সকল ভোজবাজীর প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা ইংরাজী মেজিক ও আমাদের দেশীয় বাজিকরদিগের ভোজ-বাজী হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী ভোজবাজী বা Magic এই একই প্রথায় অন্যান্য উপায়ে সংশোধিত হইয়াছে।

ইংরাজী ম্যাজিক বা Black Art, উক্ত ভোজবাজী হইতে স্বতন্ত্র। উহা অনেকাংশে মারণ উচ্চাটনাদি ইন্দ্রজাল বা ভোজবিদ্যার অনুরূপ। Mr Sibily কৃত ফলিতজ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এককালে য়ুরোপে এই ম্যাজিক-বিদ্যার বহুলপ্রচার ছিল। ভূতসাধন, কবচ, চক্র ও যন্ত্র চিহ্নাদি ধারণ দ্বারা উপদেবতার প্রভাব বা আবেশ প্রতি-ষেধ প্রভৃতি ভৌতিকতত্ত্বের (Black Art) ব্যাপারসমূহ তথাকার মণীষ বিদ্যাবিশারদ (Magicians)গণের দ্বারা বিশেষ রূপে আলোচিত হইত। বিখ্যাত ইংরাজ-ভূততত্ত্ববিদ্ Edward Kelly ও তাহার সহযোগী Dr Dee কিরূপে ইন্দ্রজাল ও

ভৌতিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

[বিস্তৃত বিবরণ ভৌতিকবিদ্যা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভোজাধিপ (পুং) ভোজস্য অধিপঃ। কংসরাজ (শব্দরত্না০)

ভোজান্তা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ ১২৫০৮)

ভোজিক (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা০ ৩১)

ভোজিন্ (ত্রি) ভুজ-ণিনি। ভোজনকর্ত্তা। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

ভোজ্য (ত্রি) ভুজ্যতে ইতি ভুজ-কর্ম্মণি ণ্যৎ (ভোজ্যং ভক্ষ্যে। পা ৭।৩।৬৯) ইতি নিপাতনাৎ ন কুত্বং। ভোজনযোগ্য।

"ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাতাল্পতপসঃ ফলম্॥" (চাণক্যশতক ৫১)

ভাবপ্রকাশ মতে চুষ্য, পেয় ইত্যাদি আহার ছয় প্রকার। তন্মধ্যে'ভোজ্যং ভক্তসূপাদি'ভাত ও ব্যঞ্জনাদির নামই ভোজ্য।

"আহারং ষড়্বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্॥"(ভাবপ্র০)

২ শ্রাদ্ধানুকল্পে পিতৃদিগের তৃপ্তির জন্য দেয় অন্নাদি। স্ত্রীলোকদিগের পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, তাহারা ঐ শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। পুরুষেরা যে স্থলে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তথায় তাহারাও ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। পিতৃ বা দেবকার্য্যে ভোজ্যোৎসর্গ অবশ্যকর্ত্তব্য। পিতা ও মাতার আদ্যকৃত্যের সময় ষোড়শ বা অন্নজল দানের পর তদনুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়।

শ্রাদ্ধতত্ত্বে ভোজ্যদানের কর্ত্তব্যতা ও তদ্বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, "ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বৎসরিক-শ্রাদ্ধবাসরে অমুকগোত্রস্য পিতুরমুকদেবশর্ম্মণঃ অক্ষয়স্বর্গ-কামঃ সঘৃতসোপকরণামান্ন-ভোজ্য-মর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি, ততো দক্ষিণা, ততঃ কৃতৈতৎ সঘৃতসবস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।' (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) ভোজ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

ভোজ্যকাল (পুং) ভোজ্যস্য ভোজ্যদানস্য কালঃ। ভোজ্য-দানের সময়।

ভোজ্যতা (স্ত্রী) ভোজ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ ভোজ্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ চলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত খাওয়া দাওয়া থাকা।

ভোজ্যময় (ত্রি) খাদ্যপূর্ণ।

ভোজ্যসম্ভব (পুং) সম্ভবত্যস্মাদিতি সম্ভব উৎপত্তিকারণং, ভোজ্যং সম্ভবোঽস্য। শরীরস্থিত রসধাতু, ভোজ্যজাত শরীরস্থিত রসধাতু।

ভোজ্যা (স্ত্রী) ১ ভোজনযোগ্যা। ২ ভোজবংশীয় রাজকন্যা।

ভোজ্যোষ্ণ (ত্রি) উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য।

ভোট (পুং) দেশভেদ, চলিত তিব্বত দেশ। [তিব্বত দেখ।]

ভোট, ভোটদেশ (তিব্বত)-বাসী জাতিবিশেষ। ইহারা সাধারণতঃ ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্ত্তী হিমালয়তটে বাস করে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে চীনরাজ্যপ্রান্ত তিব্বতভূমি ভোট-দেশ নামে উক্ত হইয়াছে। এই ভোটদেশে এক সময়ে বৌদ্ধধর্মস্রোত প্রবাহিত হয়। সেই সময় হইতে ভোটগণের ভারতীয় সংস্রব ঘনীভূত হইতে থাকে। বাণিজ্যব্যপদেশে বা অন্যান্য নানা কারণে ভোটগণ স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। এইরূপে এক সময়ে ভুটান রাজ্যে ভোট-দস্যুর ঘোর বিপ্লবের পর তদ্দেশে একটী ভোট-সর্দ্দার-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়।

মধ্যতিব্বতবাসী হইতে ইহারা জাত্যংশে, আচারব্যবহারে ও সামাজিকতায় অনেকাংশে ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে জোচো, লোন্পা, ছজল ও লোবান্ নামে চারিটী শ্রেণী আছে।

কুমায়ুন জেলাবাসী ভোটগণ রাজবংশী রাজপুত ও নেপাল-বাসী ভুতবালবংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। অযোধ্যা-রাজ নবাব আসফ উদ্দৌলার রাজত্বকালে (১৭৭৫-১৭৯৭ খৃঃ) তাহারা ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। এখানে আসিয়া তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনেক আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহাদি কার্য্যে এক্ষণে তাহারা হিন্দুর ন্যায় গোত্রপ্রবরাদির অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে পার্ব্বত্য রীতিরও অনুষ্ঠান দেখা যায়।

ইহাদের বিবাহোৎসব সর্ব্বতোভাবে হিন্দুর অনুরূপ। বর কন্যাগৃহে উপনীত হইলে 'চারহানা' বা দর্ব্বাজাচার উৎসব সমাহিত হয়। তৎপরে বর ও কন্যাকে 'মাড়ো'' মধ্যে আনয়ন করা হয়। এই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত যথাযথ মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সম্প্রদান হইলে পর কন্যার ভ্রাতা আসিয়া নবদম্পতির মস্তকে চাউল ছড়াইয়া দেয়। উহাকে 'লাই ভুজুয়া' বলে। অতঃপর মৃত্তিকোপরি কতকগুলি ধান্য বিছাইয়া বরকে তাহার উপর একখণ্ড প্রস্তর গড়াইতে দেওয়া হয়। উহাই 'পাথর কি লকির' উৎসব। ইহাই তাহাদের বিবাহবন্ধন দৃঢ়ীকরণের মূল মন্ত্র।

অতঃপর গাঁইটবন্ধন, পাসাসার (অলঙ্কার বদল), ভনবারী (হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ), বাসিখিলান (বরভোজন) ও জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে 'ময়ুরসেবানা' বা বিবাহের টোপরাদি নদীজলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কন্যার পাল্কী বরগৃহে উপনীত হইলে দেবদেবীর পূজা সমাপনান্তে

তাহাকে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। গৃহে আসিয়া বর স্বীয় পত্নীর হস্তে চাল, রূপা বা সোণা দেয়। পক্ষান্তরে কন্যা তাহা নাপিতানীকে দান করিয়া থাকে। ইহাকে খর্জ্জাভরণা বলে।

ইহারা বহুবিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী ২য়, ৩য় বা ৪র্থ অপেক্ষা দশাংশ স্বামিসম্পত্তি অধিক পাইবার অধিকারিণী। সে স্বামীর জীবৎকালে গৃহকর্ত্রী বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণতঃ ১৫শ বর্ষের অনধিকবয়স্কা বালিকারই বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন বর্ষীয়সীর বিবাহ হইতেও দেখা যায়। দেবরবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অপর পত্নীরক্ষার নিষেধ নাই। ইহাদের পতিপত্নী-বিচ্ছেদ প্রথা নাই। যদি কোন পুরুষ বা রমণী অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। পরে জাতীয় ভোজ দিলে সে পুনরায় সমাজে উঠিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বিবাহ ৩প্রকার।—১ম উচ্চ অঙ্গের বিবাহ, ইহা শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম-বিবাহের অনুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ২ পৈরপুজা বা নিম্নশ্রেণীর বিবাহ, এই বিবাহে সকল কার্য্যই বরগৃহে আচরিত হয়। কন্যাকে বরগৃহে আনিয়া সম্প্রদান করা হয়। ৩ধরোয়া বা অবিবাহিত পত্নীরক্ষা—যাহারা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিবাহ করে না, তাহারা এইরূপে একটা পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিসূচিকা, সর্পাঘাত বা শিশুসন্তানের মৃত্যু হইলে পুতিয়া ফেলা হয়। অন্যান্য রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে দাহ করে। শব কবরস্থ করিবার জন্য তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট সমাধিস্থান নাই। ধনী ব্যক্তিগণ কোন পুণ্যতোয়া নদীতে ভাসাইয়া দিবার জন্য শবের ভস্ম রাখিয়া দেয়। অন্যান্য সকলে সেই ভস্ম পুতিয়া ফেলে। অন্ত্যেষ্টির পর তাহারা নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়তীরে একটা তৃণ পুতিয়া দেয় এবং দশদিন পর্য্যন্ত তদুপরে জল ঢালে।

সকল ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করে। শক্তিরূপা দেবীই তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। দেবী-পূজায় তাহারা ছাগ ও বন্যশূকরাদি বলি দিয়া থাকে। পরে প্রসাদী মাংস আপনারাই রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে। অন্যান্য হিন্দু-পর্ব্বোৎসবেও তাহাদের বিশেষ আস্থা দেখা যায়। 'বর্ষাতি অমাবস' বা জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় রমণীগণ নানা উপচারে গ্রামস্থ বটবৃক্ষের পূজা করে। তাহাদের বিশ্বাস, এই বটের পূজায় স্বামীর আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। নারায়ণরূপী বটকে তাহারা স্বামিজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে অথবা নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তাহাদের স্বামীকে জীবিত রাখিবেন, এই সদুদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা পূজা করিতে বাধ্য হয়। ভাদ্রতৃতীয়া ও কার্ত্তিকী পঞ্চমীতে উপবাস তাহাদের মধ্যে মহাপুণ্যজনক, নাগদেবতা ও মহাদেবপূজাও তাহারা বিশেষ সমাদরের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে।

তাহারা শালগাম ভক্ষণ করে না। ধোবী, ভঙ্গী, চামার ও কোড়ি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিকে তাহারা অস্পৃশ্য জ্ঞান করে। শূকর, গোরু প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু দেবোপহারে প্রদত্ত শিশু-শূকরমাংস নিষিদ্ধ নহে। ভাঙ্গ বা গাঁজা সেবনে কোন বাধা নাই, কিন্তু মদ্যপান করিলে জাতিচ্যুতি ঘটে।

ভোটদেশ, হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরস্থিত দেশভেদ। ইহার বর্ত্তমান নাম তিব্বত। এখানে বহু পূর্ব্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মশ্রী প্রভাসিত হইয়াছিল। এখনকার অধিবাসিবৃন্দ সেই সৌম্যমূর্ত্তি শাক্যবুদ্ধের উপাসনা করিতেছে। সংসারী গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সামাজিক আচারে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণশীল। বৌদ্ধযতি লামাগণ যোগি-ঋষির ন্যায় স্বধর্ম্মনিরত থাকিয়া ক্ষুদ্র-জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি-বর্ণিত ভোট বা মহাভোট রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রকৃত সীমানির্দ্দেশ সুকঠিন। অনেকে হিমালয়ের অপর পারস্থিত তটভূমিকে ভোটদেশ বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ চীনসাম্রাজ্যাধিকৃত তিব্বত রাজ্যই ভোট বা মহাভোট শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভোটরাজ্যের ইতিবৃত্ত, ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রত্নতত্ত্বাদির বিষয় তিব্বত শব্দে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ বৌদ্ধযুগের প্রাধান্যব্যঞ্জক। মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধমহারথী এই প্রদেশে ধর্ম্মালোক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। [তিব্বত দেখ]

ভোটমারি, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°১' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১৩' পূঃ। এখানে পাট, তামাকু, গুঁট ও চাউলাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

ভোটবর্ম্মদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। পঞ্জাবের অন্তর্গত চম্বা (চম্পকা) নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভোটাঙ্গ (পুং) ভোটস্যজাতিরঙ্গমস্য। দেশবিশেষ, ভোটান্ দেশ। ইহার পাঠান্তর ভোটান্ত। [ভুটান দেখ।]

ভোটীয় (ত্রি) ভোটদেশজাত।

ভোটীয় কোশী, নদীভেদ।

ভোটীয়া, তিব্বত ও ভূটানদেশবাসী।

[তিব্বত ও ভোট দেখ।]

ভোট্যা, সিন্ধুদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতির শাখাবিশেষ।

ভোডেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নগরপার্কার হইতে ২ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত, এখানে রাজা ভোজ পরমার নির্ম্মিত একটী দীর্ঘিকা ও শিবমন্দির এবং তৎসন্নিকটে একটী প্রাচীন মস্‌জিদও বিদ্যমান আছে।

ভোণগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। ভূপরিমাণ ৪৬৩ বর্গ মাইল। এখানে অরিন্দ ও ঈশান নদী এবং গঙ্গার একটী খাল প্রবাহিত।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও তহশীলের বিচার-সদর। অক্ষা০ ২৭°১৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯°১২´৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ, রাজা ভীমসেন এই নগর স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় মন্দির-সম্মুখস্থ ঝিলে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ-মুক্ত হন। মোগল-অধিকারে এখানে একটী দুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল।

ভোণিঙ্গদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি কলচুরিবংশীয় হৈহয়রাজ রামদেবের হস্তে নিহত হন।

ভোতা (দেশজ) ধারহীন, অতীক্ষ্ণ।

ভোপৎগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার শাহপুর তালুকের অন্তর্গত একটী দুর্গ।

ভোপা, ভৈরবোপাসক সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। ইঁহারা প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া সর্ব্বদা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সকলেই দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু রাখেন ও ললাটদেশে সিন্দূর ধারণ করেন। কেহ কেহ কোমরে বড় বড় ঘুঙ্গুর বাঁধিয়া বা কেহ কেহ পায়ে লোহার শিকল দিয়া নৃত্য ও ভৈরবের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া বেড়ান।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইঁহারা অবস্থিতি করেন। কখন কখন কলিকাতায় আসিয়াও দেখা দেন। ইঁহাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদাসীন দুই সম্প্রদায়ই আছে।

ভোপা, সিন্ধুপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। মাতাদেবীর পৌরোহিত্য করে বলিয়া তাহারা এই নামে খ্যাত। কোথাও ইহারা রেবারী নামে প্রসিদ্ধ।

ইহারা সাধারণতঃ গো, মেষ, মহিষ ও উষ্ট্রাদি পালন করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ পশমসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকে। মারবাড় হইতে তাহারা এদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মুখাকৃতি দেখিলে ইহাদিগকে পারস্যদেশীয় বলিয়া অনুমান হয়। ইহারা দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ; মুখ সুগঠিত ও নাসা তিলপুষ্পের ন্যায়। কখন কখন ইহারা উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে।

ভোপাল, ভূপালরাজ্য। [ভূপাল দেখ।]

ভোভো (অব্য০) সম্বোধন। (হলায়ুধ)

"ভোভো ভুজঙ্গ! তরুপল্লবলোলজিহ্ব!" (মহানাটক১।১৪)

ভোমরা (দেশজ) ভ্রমর।

ভোমরাগুড়ি, আসাম প্রদেশের দরঙ্গ জেলায় অন্তর্গত একটী রক্ষিত বনবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৮৬৭ বর্গ মাইল।

ভোমা (দেশজ) ভ্রূলোম। চক্ষুর পাতার লোমকেও ভোমা কহে।

ভোমীরা (স্ত্রী) প্রবাল।

ভোমর্ষি, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক ঋষি। (সহ্য০ ৩৪।১৮)

ভোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা রাজকীয় এজেন্সীর অধীনস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪৯১ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই পর্ব্বতময়। এখানকার সামন্তগণ প্রাচীন সাতারা-রাজের অধীন ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইংরাজরাজসরকার হইতে ইঁহারা দত্তকগ্রহণের অধিকার লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। এখানকার সর্দ্দারগণ জায়গীরদার ও পন্তসচিব উপাধিতে ভূষিত। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ভোরের সামন্তরাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইঁহার সৈন্যসংখ্যা প্রায় ৫॥০ শত।

২ দাক্ষিণাত্যের উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা০ ১৮°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°৫৩´২০´´ পূঃ। এখানে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত আছে।

ভোর (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ভোরঘাট, বোম্বাই প্রদেশের পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত একটী গিরিসঙ্কট। বোম্বাই ও পুণানগরের মধ্যস্থলে প্রায় ২০ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৮°৪৬´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°২৩´৩০´´ পূঃ। এই গিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত রেল-পথ বিস্তার শিল্পবিদ্যার (Engineering) অদ্ভুত নিদর্শন। এরূপ ২০২৭ ফিট্ উচ্চ সুবিস্তৃত পথে টানেল, সেতু ও খিলান দ্বারা বর্ত্ম নির্ম্মাণ ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৫ বৎসর পরে উহার কার্য্য সমাধা হয়। মহারাষ্ট্র অধিকারে ইহা দাক্ষিণাত্যের দ্বাররূপে গণ্য ছিল।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্‌লি বোম্বাই হইতে দাক্ষিণাত্যবক্ষে অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গমনাগমনের সুবিধার্থ ভোরঘাটপথ পুণানগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও সুগম করিয়া যান। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার জন ম্যাকম্ বাহাদুর ইহা যানবাহনের উপযোগী করেন। উক্ত মহাত্মা স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন যে, 'এই প্রশস্ত পথবিস্তারে কোঙ্কণ ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের একটী দেউল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেনাপরিচালনের ও

বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। এমন কি, দাক্ষিণাত্য-বাসী কোন ব্যক্তিকেই আর দ্রব্যাদির অভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না।'

ভোরায় (দেশজ) গুল্মভেদ। Rhizophora mangle.

ভোর্পী, দাক্ষিণাত্যবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া অত্যন্ত ব্যায়ামক্রীড়া ও কৌতুক প্রদর্শনাদি দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক জীবিকা অর্জ্জন করে। ইহারা অনেকাংশে স্থানীয় কুর্ণবীদিগের মত। নিরন্তর ব্যায়াম-শিক্ষার দ্বারা তাহাদের শরীরশ্রেণীসমূহ সুবলিত হইয়াছে। সাধারণতই তাহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। মদ্য ও গোশূকরাদি নিষিদ্ধ মাংসভোজনে তাহাদের কোন আপত্তি দেখা যায় না।

ইহারা যে সাধারণতঃ ব্যায়ামকুশল তাহা নহে, অনেকে ইতস্ততঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ বা দ্বারে দ্বারে গীত গাহিয়া বা নাট্য-রহস্যাদি প্রদর্শন করিয়া সাধারণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেইরূপে লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন অর্থবান্ ব্যক্তি গোমেষাদিও পুষে। বালকেরা যুবা বা প্রৌঢ়গণের সহিত গোচারণে যায়। রমণীগণ বনস্থলী হইতে রন্ধনোপযোগী কাষ্ঠ ও ঘুঁটে প্রভৃতি আহরণ করে।

ইহারা আর্য্যমতে ধর্ম্মকর্ম্মাদি সমাহিত করিয়া থাকে। পর্ব্বদিনে তাহারা স্নানান্তে পুষ্পচন্দনাদি লইয়া স্থানীয় বাহ-রোবা, মানাই, জোখাই ও খান্‌হোবা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির পূজা করে এবং তৎপরে আহারাদি করিয়া থাকে। স্থানীয় অপর দেবদেবীসমূহের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করে। জাতীয় ও সামাজিক বিভ্রাট্ পঞ্চায়েৎসভা কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভোলা (দেশজ) ১ ভুলিয়া যাওয়া। ২ মৎস্যবিশেষ।

ভোলানাথ, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পাদ্মদূতকাব্য, বৈষ্ণবামৃত ও সন্দর্ভামৃততোষিণী নামে মুগ্ধবোধটীকা প্রণয়ন করেন।

ভোলানাথ (পুং) শিব, মহাদেব।

"ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ভোলানাথঃ কৃপানিধিঃ।
সংহৃত্য তাং মহাজ্বালাং সগণোঽন্তরগান্মুনে ॥"
(শিবপুরাণ উত্তরখ° ২৫অ°)

ভোলি (পুং) উষ্ট্র। (ত্রিকা°)

ভোস্ (অব্য°) ভা ডোসি, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ সম্বোধন। ২ প্রশ্নবিধান। (শব্দরত্না°)

ভোস্‌ভোস্ (দেশজ) মহিষাদির অস্ফুট শব্দ।

ভোস, সাতারা জেলার তাসগাঁও তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। তাসগাঁও নগরের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪৬´ পূঃ। এই গ্রাম-পার্শ্বস্থ শৈলে মহাদেবের গুহামন্দির অবস্থিত রহিয়াছে। এই মন্দিরে উঠিবার জন্য পটবর্দ্ধন্ সামন্তগণের ব্যয়ে নির্ম্মিত একটী পথ আছে।

এখানকার ৬১১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে কৌশল্যাপুরাধিপ রাজা শৃঙ্গণের নাম পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের বিশ্বাস, উক্ত রাজা শৃঙ্গণ সম্ভবতঃ দেবগিরির যাদব-রাজ সিজ্ঘন হইবেন এবং তাঁহার দ্বারাই কুণ্ডল ও মালকে-শ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, কৌণ্ডল্যপুরে হিঙ্গনদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের প্রীতির জন্য অনেক যাগযজ্ঞ করেন। কেহ কেহ এই শৈবপ্রধান হিঙ্গনদেবকেই শৃঙ্গণ-রাজ বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন এখানে কণাড়ীভাষায় উৎকীর্ণ আরও কএকখানি আধুনিক শিলালিপি পাওয়া যায়। শিব-মূর্ত্তি ব্যতীত এই গুহামন্দিরে অষ্টভুজা ভবানী, নন্দী ও বীরভদ্রমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র গুহামন্দিরটী ৫৮ ফিট্ লম্বা ও ৩৭ ফিট্ প্রশস্ত। ইহার কারুকার্য্য নিতান্ত মন্দ নহে। প্রতি শ্রাবণ-সোমবারে এখানে বহুলোক-সমাগম হয়।

এই মন্দিরের পার্শ্বস্থ উচ্চ চূড়ে ইংরাজ গবর্মেণ্টের ত্রিকোণমিতি-জরিপের জন্য একটী আড্ডাগৃহ স্থাপিত আছে।

ভোস্কার, সম্বোধন জন্য বিনীত বাক্যপ্রণালী। (দিব্যা° ৪৮।৫।৭)

ভোহর, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। কেহ কেহ ইহাঁকে ভোহর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভৌগিক, ভোগকের গোত্রাপত্য।*

ভৌজকট (ত্রি) ভোজকট দেশসম্বন্ধীয়।

ভৌজি (পুং) ভোজদেশে ভবঃ ইঞ্। ভোজদেশভব।

ভৌজীয় (ত্রি) ভৌজে ভোজদেশে ভবঃ, গহাদিত্বাৎ ছ। ভোজদেশভব।

ভৌত (পুং) ভূতানি প্রাণিনোঽধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ অণ্। বলিকর্ম্ম। ইহা পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত।

"হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।"(আহ্নিকতত্ত্ব)

১ ভোজনের পূর্ব্বে প্রাণিগণের উদ্দেশে যে বলি দেওয়া হয়, তাহাকে ভৌত কহে। ২ দেবল। (শব্দমালা) ভূত-ভিক্ষাদি-ত্যোঽণ্। ৩ ভূতসঙ্ঘ। ভূত-ভক্ষোন্মিত্যাণ্, (ত্রি) ৪ ভূতসম্বন্ধী।

ভৌতিক (ক্লী) ভূতানাং বিকারঃ,ইতি ঠক্। ১মুক্তা। (রাজনি) (ত্রি) ২ ভূতসম্বন্ধী। ৩ দৃষ্টিবিশেষ।

"অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥"
(সাংখ্যকা০ ৫৩)

ভৌতিক সৃষ্টি।—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার দেবযোনি; পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর এই পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্‌ যোনি আর মনুষ্যযোনি; এক প্রকার সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক সৃষ্টি। চৈতন্যের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে ভৌতিক সৃষ্টির ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ লোক অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরান্ত তির্য্যক্‌ শরীর। রজোবহুল মধ্যলোক, দেবলোক সত্ত্ববহুল, তমোবহুল অধোলোক অর্থাৎ মানবযোনি। ঊর্দ্ধতম ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ভৌতিক সৃষ্টি।

যতদিন না লিঙ্গদেহের নিবৃত্তি হয়, ততদিন যে কোন শরীর উৎপন্ন হউক, সকল শরীরেই লিঙ্গশায়ী চেতন জরা-মরণাদি জনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়। দুঃখ বস্তুতঃ প্রাকৃতিক, কিন্তু প্রাকৃতিক লিঙ্গের সহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় আত্মা সেই প্রাকৃতিক লিঙ্গস্থ দুঃখ আপনাতে অধ্যাস করেন। অতএব ভৌতিক সৃষ্টিই দুঃখের কারণ। (সাংখ্যদর্শন)

৪ ভূতসম্বন্ধিগুণবিশেষ। দর্শনশাস্ত্রে এই ভৌতিকগুণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃত্তিকা এই পাঁচটী ভূত। বিশেষ বিশেষ গুণ দেখিয়া বস্তুর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস এবং পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ।

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্পনিক ভাব আছে, তাহাও গুণ নামে অভিহিত হয়। যথা সংখ্যা, পরত্ব ও অপরত্ব প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহারমূলক ও উপাধি-পক্ষ-পাতী। যাহা পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বস্তু থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র উৎপন্ন, একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের দ্রবত্ব।

যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যেমন জলের কাঠিন্য ও বায়ুর শৈত্য।

চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং যাহা শ্বেত, পীত, লোহিত ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত হয়, তাহা রূপ শব্দের অভিধেয়। এইরূপ আবার কোথায়ও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ্‌ নামে অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ সাদারঙ্‌, কালরঙ্‌ ইত্যাদি। বর্ণ বহুবিধ হইলেও মূলবর্ণ তিনটীর অতি-রিক্ত নহে। শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণ। এই তিন বর্ণের নামান্তর অমিশ্রবর্ণ। এতদ্ভিন্ন যাহা মিশ্রণে জন্মে, তাহা মিশ্রবর্ণ বলিয়া খ্যাত। মূলবর্ণ তিনটীর ন্যূন নহে, অতিরিক্তও নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণগুণটী ভৌতিক। আকাশ ও বায়ু-ভূতের কোন বর্ণ নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই আছে, সেই কারণে মূলবর্ণ তিন। কোন্‌ ভূত হইতে কোন্‌ বর্ণ হয়, তাহার সিদ্ধান্ত এইরূপ আছে। পৃথিবী হইতে কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও অগ্নি হইতে লোহিত।

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তত্তেজসঃ যচ্ছুক্লং তদপাং
যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" (ছান্দোগ্য উপ০)

এই তিন বর্ণে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গুরুত্ব।—গুরুত্ব গুণটী ক্ষিতি ও জল উভয়বর্ত্তী। অন্য কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেইজন্যই পৃথিবীর অভি-মুখে পার্থিব ও জলময় বস্তুর গতি হইয়া থাকে। সে গতির নাম পতন ও স্যন্দন। তেজে ও বায়ুভূতে আদৌ গুরুত্ব নাই, অধিকন্তু এই দুয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্বই আছে। সেই জন্যই তাহাদের ও তজ্জাত পদার্থের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে গতি হইয়া থাকে। এ গতির নাম উৎপতন। কখন কখন অজ্ঞাত তেজোময় বস্তুকে যে পৃথিবীর অভিমুখে আসিতে দেখা, তাহা গুরুত্বপ্রেরিত নহে, বেগ-প্রেরিত। অধঃসংযোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার জন্য উপরিস্থ বস্তুর যে গতি হয়, তাহারই নাম পতন। পতনের প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে, যথা গুরুত্ব ও বেগ। উল্কা ও বজ্রাগ্নি প্রভৃতি যে পৃথিবীতে আইসে, তাহার কারণ বেগ, গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণটী অতীন্দ্রিয়, কিন্তু বল্লভাচার্য্যের মতে স্পর্শের অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও গুরুত্বানুভব হইতে পারে।

ক্ষিতি, জল ও তেজ এই ভূতত্রয়ে দ্রবত্ব অবস্থিত। দ্রবত্ব দ্বিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এবং অন্য দুইটীতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন। স্যন্দন অর্থাৎ চুঁইয়ে পড়া দ্রবত্ব গুণেরই কার্য্যান্তর। শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য যে জলসংযোগে পিণ্ডাকৃতি হয়, তাহা স্নেহসংযুক্ত দ্রবত্বের প্রভাব।

(ন্যায় ও সাংখ্যদ০) [পঞ্চভূত ও মহাভূত শব্দ দেখ।] (পুং) ৫ মহাদেব। (ত্রিকা০) ৬ উপদ্রব। ৭ আধ প্রভৃতি। ৮ চক্ষুরাদি। ৯ শরীরাদি। ১০ যোদ্ধবিশেষ। 'ভূতেষু

মহদাদিদ্বিক্ষ্যন্তেষু আত্মবুদ্ধ্যা উপাসকাঃ ভৌতিকাঃ বৌদ্ধবিশেষাঃ "ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রস্ত্বাভিমানিকাঃ।"

(পাতঞ্জলভাষ্যটীকায় বাচস্পতিমিশ্র)

ভৌতিককাণ্ড (ক্লী) ভূতসম্বন্ধিনী ক্রিয়া। যে ব্যাপার সমূহ ভূতযোনির আবেশসাধ্য বলিয়া সাধারণে উক্ত হইয়াছে।

[ভৌতিকবিদ্যা দেখ]

ভৌতিকতত্ত্ব (ক্লী) ভূত-জগতের আলোচনাবিষয়ক বিদ্যাবিশেষ। [ভৌতিকবিদ্যা দেখ।]

ভৌতিকবিদ্যা,—ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্য, পিশাচ, পিশাচী, ডাকিনী, যোগিনী ও নায়িকা প্রভৃতির পরিচয়, অমানুষিক ব্যাপার বা ভৌতিককাণ্ড যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহাই ভৌতিকবিদ্যা। আমাদের শাস্ত্রমতে যে সকল নিশাচর দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াও হিংসাপরায়ণ, তাহাদিগকে ভূত বলে। যে বিদ্যা দ্বারা ভূতের সংজ্ঞা ও স্বভাবাদি জানা যায়, তাহাকে ভূতবিদ্যা কহে*।

পৃথিবীর সকল সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যেই ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ভূতাদি ঝাড়াইবার নানা প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই ভূতাদির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন, এখন আবার বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিণের অনেক বৈজ্ঞানিক ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। থিওসফীর বিস্তার ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুদিগের বিশ্বাস।

ভারতবর্ষে কেবল অসভ্য ও অনার্য্য জাতি বলিয়া নহে, সুসভ্য আর্য্য হিন্দুগণও বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। অথর্ব্ববেদে যাতুধান, দুর্ম্মতি প্রভৃতি অপদেবতার স্তব আছে। অপদেবতার আবেশে মানব নানারূপে পীড়িত হইত, এ বিশ্বাসও তখন ছিল। কিন্তু ঋক্, যজু ও সামসংহিতায় এরূপ অপদেবতার ভয়ের কোন উল্লেখ নাই। মরণের ভয়ের সঙ্গে অথর্ব্ববেদের সময় আর্য্যদিগের হৃদয়ে অপদেবতার ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু অপদেবতার উৎপত্তিকথা বৈদিক গ্রন্থে নাই। পৌরাণিক সময়ে ভূতপ্রেতাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বালকদিগের শান্তির জন্য মাতৃগণের সহিত ভূতগণের পূজা-বিধান আছে—

"বিক্ষিপেজ্জুহুয়াচ্চৈবানলং মিত্রঞ্চ কীর্ত্তয়েৎ।
ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানাঞ্চ শান্তয়ে॥" (মার্ক°৫১।৫৩)

ভাগবতে লিখিত আছে—দুর্য্যোগের সময় মহাদেবের অনুচর ও ভূতগণ বিচরণ করিয়া থাকে।*

"এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।
চরন্তি যস্যাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি চ॥" (ভাগ°৬।১৪।২৯)

কিন্তু ঐ সকল ভূতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, বহুপুরাণেই এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন কথা নাই। তবে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও গরুড়পুরাণ হইতে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—মরণের পর দাহাদি শেষ হইলে আতিবাহিক দেহ হয়। ইহা কেবল মানবদিগেরই হইয়া থাকে, অপর কোন প্রাণীর হয় না। তৎপরে তাহার উদ্দেশে পিণ্ড দিলে প্রেত ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। প্রেতপিণ্ড না দিলে কিন্তু তাহার মুক্তি নাই, সে আকাশে শীত, বাত ও তাপে ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সপিণ্ডীকরণের পর সে অন্য ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সে নিজ কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যায়*।

গরুড়পুরাণে প্রেত সম্বন্ধে সবিস্তার লিখিত আছে। যথা,—

'মৃতের চিতাকার্য্য শেষ হইলেই প্রেতত্ব জন্মে। কেহ বলেন, চিতায় দিবার সময় হইতেই প্রেতত্ব ঘটে। আবার কোন কোন শাস্ত্রবিদ্ বলেন, যখনই প্রেতের নাম করিয়া পিণ্ড দেওয়া যায়, তখনই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। প্রাণ বহির্গত হইলেই প্রথম পিণ্ড, শ্মশানে যাইবার সময় অর্দ্ধপথে দ্বিতীয় পিণ্ড ও চিতারোহণকালে তৃতীয় পিণ্ড দিলে শবের আর কোন দোষ থাকে না। প্রথম দিবসে যেরূপ পিণ্ড দিবে, সেইরূপ দশ দিনেও দিতে হইবে। প্রথম দিনের পিণ্ডে মূর্দ্ধা, দ্বিতীয় দিনের পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় দিনের পিণ্ডে হৃদয়, চতুর্থ দিনের পিণ্ডে হস্ত, পঞ্চম দিনের পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠদিনের পিণ্ডে কটি, সপ্তমদিনের পিণ্ডে গুহ্য, অষ্টম দিনের পিণ্ডে উরুদ্বয়, নবম দিনের পিণ্ডে জানু ও চরণদ্বয়, এবং দশম দিবসে প্রেত বায়ুদেহ ও অতিশয় ক্ষুধাতুর হয়। এই দিবস আমিষ পিণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। একাদশ ও দ্বাদশ দিবসে প্রেত খাইয়া থাকে, ঐ দিন দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র ও আর যাহা কিছু দেওয়া যায়, সে সকলই প্রেতশব্দ উল্লেখে দিতে হইবে। এই পিণ্ড জন্য দেহ পাইলে যমদূতেরা প্রেতকে

---

* "হিংসাবিহারা যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ।
ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্তৃভিঃ॥
গ্রহসংজ্ঞানিভূতানি যস্মাদ্বেত্ত্যনয়া ভিষক্।
বিদ্যায়া ভূতবিদ্যাত্বমত এব নিরুচ্যতে॥"

* প্রেত শব্দ-৫২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহাপথে লইয়া যায়। এইরূপে যমদূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রেত 'অসিপত্র' বন দিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া যমলোকে যায় ও অষ্টাদশ দিনে যমের পূর্ব্ব পুরে আসিলে ত্রিপক্ষ পর্য্যন্ত পুত্রপ্রদত্ত অন্নযুক্ত জল পান করে। পরে ভয়ঙ্কর বন্য-শ্বাপদ-সঙ্কুল সুরেন্দ্র নগরে আসিয়া কাঁদিতে থাকে, এখানে দুই মাস তাহারা যমদূত কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতে থাকে। তৃতীয় মাসে গন্ধর্ব্বনগরে আসিয়া পুত্রাদির প্রদত্ত পিণ্ড আহার করে। চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুরে নীত হয়। এখানে প্রেতের মাথায় ও পৃষ্ঠের উপর বড় বড় পাথর পড়িতে থাকে। এ সময়ে তাহারা পুত্রাদি-প্রদত্ত শ্রাদ্ধে কতকটা তৃপ্তি লাভ করে। তৎপরে পঞ্চম মাসে ক্রূরপুরে ও ষষ্ঠমাসে চিত্রনগরে আনীত হয়। এই সময় প্রেতেরা পুনঃ পুনঃ ক্ষুধাতুর ও শোকাতুর হয়, ষাণ্মাসিক-প্রদত্ত পিণ্ডে কতকটা তৃপ্তি লাভ করে। ইহার পর শতযোজন বিস্তীর্ণ পূয়-শোণিত-পূর্ণ উত্তপ্ত বৈতরণীতে আনীত হয়। এখানে পরিক্লিষ্ট যমদূত কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রতিদিন ২৪৭ যোজন চলিতে থাকে। অষ্টম মাসে পিণ্ড খাইয়া অতি দুঃখপ্রদ পুরে ও নবম মাসে নানাক্রান্তপুরে নীত হয়। এখানে নবম মাসিক পিণ্ড পাইয়া নানাক্রন্দপুর ও তপ্তপুরে আসে। পরে দশমমাসে সুতপ্ত নগর, একাদশ মাসে রুদ্রস্থান ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে শীতপুরে নীত হয় ও সকল স্থানে যথাক্রমে মাসিক পিণ্ড ভোজন করে। তৎপরে বিচারার্থ যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত সমীপে আনীত হয়। বিচারের পর তাহার স্বর্গ বা নরক ঘটিয়া থাকে।' (গরুড়পু॰ উত্তর খ॰ প্রেতকল্প)

প্রেত হইবার কারণ।

কোন্ মানব প্রেতত্ব লাভ করে, এ সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে (উত্তরখণ্ডে ১২ অঃ) লিখিত আছে—

'যাহারা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত, যাহারা পুষ্করিণী, কূপ, দীর্ঘিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, সুবৃক্ষ, ভোজনশালা, ও পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিক্রয় করে, যাহারা লোভবশে গোচারণ স্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, ও গহ্বর কর্ষণ করে, চণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ হইতে, বিদ্যুৎপাতে, দংশক জন্তু হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল পাপকর্ম্মার মৃত্যু হয়; উদ্বন্ধনে, আত্মহত্যায়, বিষ ও শস্ত্রাদির আঘাতে, বিসূচিকারোগে, অগ্নিদাহে, মহা-রোগে ও পাপরোগে, দস্যুগণের হস্তে, অসংস্কারাবস্থায়, ও বিহিত আচারবর্জ্জিত হইয়া যাহাদের মৃত্যু হয়, যাহাদের বৃষোৎসর্গাদি ক্রিয়া ও মাসিক পিণ্ডাদি লুপ্ত হইয়াছে, শূদ্রগণ যে দ্বিজের অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও ঘৃতাদি আহরণ করে; পর্ব্বতাদি হইতে পতনে, রজস্বলাদি দোষে, ভূমিতে মরণ না হইলে অথবা শূন্যে মৃত্যু ঘটিলে, বিষ্ণুনামস্মরণে পরাঙ্মুখ, সূতকাদি সম্পর্ক-বিশিষ্ট, দুষ্ট শল্যাদিতে মৃত ও অন্যান্য অপ-মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলে তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ভূত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে*। এ ছাড়া যে ব্রহ্মস্ব, দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য চুরি করে, যে শুল্ক লইয়া কন্যা প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, পুত্রবধূ ও কন্যাকে পরিত্যাগ করে, ন্যাসাপহারী, মিত্রদ্রোহী, পরদারগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গোহত্যা-কারী, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী, কুলমার্গ-পরিত্যাগকারী, সর্ব্বদা মিথ্যাবাদী, সুবর্ণ ও ভূমিহরণকারী এই সকল ব্যক্তিও মরিলে প্রেতত্ব পাইয়া থাকে।† গারুড়ে পরে আবার লিখিত আছে, যাহারা তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্যা নারীতে গমন করে, তাহারা মহাপ্রেত হয়।‡

---

* "যে কেচিৎ পাপকর্ম্মাণঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশানুগাঃ।
জায়ন্তে তে মৃতাঃ প্রেতাঃ শৃণুষ্ব বঃ বদাম্যহং॥
বাপীকূপতড়াগানি হ্যারামঞ্চ সুরালয়ং।
প্রপাং সদ্যঃ সুবৃক্ষাংশ্চ তথা ভোজনশালিকাম্॥
পিতৃপৈতামহং ধর্ম্মং বিক্রীণাতি স পাপকৃৎ।
মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবং॥
গোচরং গ্রামসীমা চ তড়াগারামগহ্বরং।
কর্ষয়ন্তি চ যে লোভাৎ প্রেতাস্তে সম্ভবন্তি হি॥
চণ্ডালাদুদকাৎ সর্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাত্তথা।
দংষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাম্॥
উদ্বন্ধনমৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ বিসূচ্যগ্নিহতাশ্চ যে॥
মহারোগৈর্মৃতা যে চ পাপরোগৈশ্চ দস্যুভিঃ।
অসংস্কৃতপ্রমৃতাশ্চ বিহিতাচারবর্জ্জিতাঃ॥
বৃষোৎসর্গাদিসংস্কারৈর্লুপ্তৈঃ পিণ্ডৈশ্চ মাসিকৈঃ।
যস্যানয়তি শূদ্রোঽগ্নিং তৃণং কাষ্ঠং হবীংষি চ॥
পতনং পর্ব্বতাদিভ্যো ভিত্তিপাতেন যে মৃতাঃ।
রজস্বলাদিদোষৈশ্চ ন ভূমৌ ম্রিয়তে যদি॥
অন্তরীক্ষে মৃতা যে চ বিষ্ণুস্মরণবর্জ্জিতাঃ।
সূতকাদিষু সম্পর্কা দুষ্টশল্যামৃতাস্তথা॥
এবমাদিভিরন্যৈশ্চ কুমৃত্যোর্ব্বশগাশ্চ যে।
তে সর্ব্বে প্রেতযোনিস্থা বিচরন্তি মহীতলীম্॥"
(গারুড়ে উত্তরখণ্ড ১২ অঃ)

† "ব্রহ্মস্বং দেবদ্রব্যঞ্চ গুরুদ্রব্যং হরেত্তু যঃ।
কন্যাং দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
মাতরং ভগিনীং ভার্য্যাং স্নুষাং দুহিতরং তথা।
অদৃষ্টদোষান্ ত্যজতি স প্রেতো জায়তে নরঃ।
ন্যাসাপহর্ত্তা মিত্রধ্রুক্ পরদাররতঃ সদা।
বিশ্বাসঘাতী কূটশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ।
ভ্রাতৃধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
কুলমার্গং পরিত্যজ্য হ্যনৃতেষু সদা রতঃ।
হর্ত্তা হেমশ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥" (গরুড়)

‡ "তাপসীঞ্চ স্বগোত্রাঞ্চ অগম্যাঞ্চ ভজন্তি যে।
ভবন্তি তে মহাপ্রেতা অমৃতানি হরন্তি যে॥" (গরুড় ১০।৩৫)

গারুড়ে উত্তরখণ্ডে (৩০ অধ্যায়) প্রেতের আবার একটু বিশেষত্ব লিখিত আছে,—

'যে সকল ব্রাহ্মণ খাইতে না পাইয়া শুকাইয়া মরে, যাহারা হিংস্র জন্তু কর্তৃক অপঘাতে মরে, গলায় ফাঁস দিয়া, হঠাৎ গুরুতর আঘাতে, ব্যাঘ্র, অগ্নি ও বিষাদি দ্বারা অথবা বিসূচিকা রোগে মরে, যে আত্মহত্যা করে, পতনে, উদ্বন্ধনে, অথবা জলে যাহারা মরে, ম্লেচ্ছের হস্তে, উপবাসে, মহারোগে অথবা স্ত্রীর পাপে বা চণ্ডাল, জল, সর্প, রজস্বলা, অশুচি, শূদ্র ও রজকাদি স্পর্শে যাহারা মরে, তাহারা নরক ভোগের পর প্রেত বা ভূত হইয়া থাকে।'*

প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি প্রয়োজন। যদি কোন ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়।†

আবার যাহাদের সন্তান সন্ততি নাই, তাহারা শতবর্ষ ঘোরতর নরকভোগের পর যমদূত হইয়া থাকে।‡

পাদ্মোত্তর খণ্ডেও লিখিত আছে—সপ্তবিংশতি যুগ দারুণ নরকযন্ত্রণা ভোগের পর পিশাচ হইয়া থাকে।

[প্রেত শব্দ ৫২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পিশাচদিগের রূপ অতি বিকট অথচ করাল, দীনভাবাপন্ন ও ভীতিপ্রদ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ, কেশ সকল ঊর্দ্ধমুখী, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, লক্‌ লক্‌ জিহ্বা, ওষ্ঠ লম্বা, দীর্ঘ জঙ্ঘা, দেহ অতিশয় শিরাল, হস্ত দীর্ঘ, মুখ শুষ্ক ও আকৃতি যমদূতের ন্যায়।

গরুড়পুরাণের মতে, প্রেত নিজ কর্ম্মানুসারে বায়ুরূপ দেহযুক্ত ও অতি ক্ষুধাতুর হইয়া থাকে।§ আবার অন্য স্থলে লিখিত আছে, ভূতগণ দিগ্‌বাসী।

"পিশাচা রাক্ষসা যক্ষা যে চান্তে দিশিবাসিনঃ।"

(প্রেতকল্প ৫।৩৫)

একজন প্রেত নিজের স্বরূপ এইরূপ বলিতেছে—

"হতবাক্যা বয়ং সর্ব্বে নষ্টসংজ্ঞা বিচেতসঃ॥
ন জানীমো দিশং তাত বিদিশং চাতিদুঃখিতাঃ।
গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মূঢ়াঃ পিশাচাঃ কর্ম্মজা বয়ং॥
ন মাতা ন পিতাস্মাকং প্রেতত্বং কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম সহসা তবৈ দুঃখোদ্বেগসমাকুলম্॥"(প্রেতক: ১২অ°)

আমরা সকলেই হতবাক্য, নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন। আমরা দিগ্‌বিদিক্‌ কিছুই জানি না, তাই অতিদুঃখে কালযাপন করিতেছি। আমরা মূঢ়, কর্ম্মদোষে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, কোথায় যাইতেছি, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের পিতা নাই, মাতা নাই, নিজ নিজ কর্ম্মদোষে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া নানা দুঃখ ও উদ্বেগ ভোগ করিতেছি।

গারুড়ে আরও লিখিত আছে—

"কলৌ প্রেতত্বমাপ্নোতি তার্ক্ষ্যাশুদ্ধক্রিয়াপরঃ।
কৃতাদৌ দ্বাপরং যাবন্নপ্রেতো নৈব পীড়নম্॥" (১০।১৭)

কলিকালেই অশুদ্ধ-ক্রিয়াশীল মানবগণ প্রেতত্ব লাভ করে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রেতত্ব ছিল না, পীড়নও ছিল না।

প্রেতের বিচরণ-স্থান।

যে কেহ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কোন্‌ স্থানে বাস করে? প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া আবার কিরূপে পাপ ভোগ করে? প্রেতগণ চতুরশীতি লক্ষ নরক ভোগ করে ও তথায় সহস্র সহস্র কিঙ্কর দিবারাত্র প্রেতগণকে রক্ষা করিতেছে, এরূপ স্থলে তাহারা নরক হইতে কিরূপে বাহির হইয়া লোক মধ্যে বিচরণ করে? ইহার উত্তরে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

'যাহারা পরস্ব অপহরণে অভিলাষী, পত্নী ও পুত্রগণের অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল অশরীর পাপিষ্ঠ প্রেত ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। বন্দিগ্রহ ছাড়া পশু যেমন ঘুরিয়া মরে, প্রেতও সেইরূপ সহোদরাদিকে বধ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহারা পিতৃমার্গ উচ্ছেদক ও পিতৃদায়রোধক। তস্কর যেমন পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করে, ইহারাও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা সুযোগ মতে আবার নিজগৃহে আসিয়া মলমূত্রত্যাগের স্থানে অবস্থান করে। সেখানে থাকিয়া রোগী ও শোকার্ত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার অবস্কর স্থানে থাকিয়া কাহাকে একাহ (একদিন অন্তর একদিন) জ্বররূপে পীড়া দেয়। ভূতজাতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া উচ্ছিষ্ট পানীয় সেবন ও পুত্রাদির ছল খুঁজিতে থাকে*। প্রেতগণ

---

* "তেন পাপেন নরকাদ্মুক্তঃ প্রেতত্বভাগিনঃ।" (গরুড়পু° ৩০।৯)

† "কর্ত্তব্যাশ্চ যথোক্তাঃ ক্রিয়াঃ প্রেতকৃত্যকে।
যদা ন ক্রিয়তে সর্ব্বং পিশাচত্বং স গচ্ছতি॥" (গরুড় উত্তর ১৫।১৯)

‡ "ঘোরাত্ম নরকে ঘোরে শতাব্দবৎসরাণি বৈ।
সন্ততিনৈ ব বিদ্যেত মৃতকং তে প্রযান্তি হি॥" (ঐ ৮।৩৩)

§ "বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্ম্মজং দেহমাস্থিতঃ।" (ঐ ৯।১)

* "পরস্বহরণার্থী যে পত্নপুত্রান্বেষণতৎপরাঃ॥ ৪
তত্রৈব সর্ব্বপাপিষ্ঠা আত্মজান্বেষণে রতাঃ।
বিচরন্ত্যশরীরাস্তে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা ভৃশং॥ ৫
বন্দিগ্রহবিনির্ম্মুক্তা যথা নশ্যন্তি জন্তবঃ।
তথা নশ্যন্তি তে প্রেতা বধং কৃত্বা সহোদরে॥ ৬
পিতৃমার্গাণি নশ্যন্তি তন্মার্গোচ্ছেদকাস্তথা।
পিতৃভাগান্ত মুষ্ণন্তি পথিকান্ তস্করা ইব॥ ৭

নিজ কুলকেই বেশী পীড়িত করে। ছিদ্র পাইলে অপরকেও পীড়ন করে। জীবৎকালে যে যত দ্বেষ করিয়া থাকে, প্রেত তাহারই তত অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। (শব্দকল্প° প্রেতকল্প)

প্রেতদোষ বা প্রেতসম্ভব হইলে কিরূপ লক্ষণ দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"বহূনামেকজাতীনামেকঃ সৌখ্যং সমশ্নুতে।
একো দুষ্কৃতকর্ম্মা চ হ্যেকঃ সন্ততিবর্জ্জিতঃ ॥১৮
একঃ সংপীড্যতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসমন্বিতঃ।
একস্য পুত্রনাশঃ স্যাৎ পুত্রো ন লভ্যতে সদা ॥১৯
বিরোধো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং প্রেতদোষোঽস্তি তত্র বৈ।
সন্ততির্নৈব দৃশ্যেত সমুৎপন্না বিনশ্যতি।
পশুদ্রব্যবিনাশশ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২০
প্রকৃতিশ্চ বিবর্ত্তেত বিদ্বেষঃ সহ বন্ধুভিঃ।
অকস্মাদ্ব্যসনপ্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২১
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভস্তথৈব চ।
দম্ভশ্চ কলহো নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২২
মাতাপিত্রোশ্চ হন্তা চ দেবব্রাহ্মণদূষকঃ।
হত্যাদোষমবাপ্নোতি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৩
নিত্যকর্ম্মবিমুক্তশ্চ জপহোমবিবর্জ্জিতঃ।
পরদ্রব্যাপহর্ত্তা চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৪
তীর্থং গত্বা পরাসক্তঃ স্বকৃত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ।
ধর্ম্মকার্য্যে ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৫
সুভিক্ষে কৃষিনাশঃ স্যাৎ ব্যবহারো বিনশ্যতি।
লোকে কলহকারী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৬
মার্গে তু গচ্ছতশ্চৈব পীড়য়েদাথ মণ্ডলী।
তত্র সংপীড্যতে প্রেতৈরিতি সত্যং বচো মম ॥২৭
হীনজাতিষু সম্বন্ধো হীনকর্ম্ম করোতি চ।
অধর্ম্মে রমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৮
ব্যসনৈর্দ্রব্যনাশঃ স্যাদ্ধৃতকার্য্যঞ্চ নশ্যতি।
চৌরাগ্নিরাজভির্হানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৯
মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনূপীড়নঞ্চ যৎ।
জায়া সংপীড্যতে যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩০
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু ধর্ম্মকার্য্যেষু চৈব হি।
অভাবো জায়তে যেষাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩১
দেবতীর্থদ্বিজাতীনাং ভাবশুদ্ধ্যা ন বর্ত্ততে।
প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা দূষয়েৎ প্রেতভাবতঃ ॥৩২
স্ত্রীণাং গর্ভবিনাশঃ স্যাৎ পুষ্পং দৃশ্যতে তথা।
বালানাং মরণং যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা। ৩৩
পুষ্পং প্রদৃশ্যতে যত্র ফলং নৈব প্রদৃশ্যতে।
বিরোধো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪
ভাবশুদ্ধ্যা ন কুরুতে শ্রাদ্ধং সাম্বৎসরাদিকম্।
স্বয়মেব ন কুর্ব্বীত সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৫
কলহো ঘাতকাশ্চৈব পুত্রাঃ শত্রুরিবাত্মজাঃ।
ন প্রীতির্ন চ সৌখ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৬
গৃহে দন্তকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংযুতঃ।
পরদ্রোহমতিশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭
পিত্রোর্ব্বাক্যং ন কুরুতে স্বপত্নীং ন চ সেবতে।
পরদারাপকর্ষী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৮
বিকর্ম্মণা ভবেৎ প্রেতো বিধিহীনক্রিয়স্তথা।
তৎকালে দুষ্টসংসর্গাৎ কুযোৎসর্গাদৃতে তথা ॥ ৩৯
দুষ্টমৃত্যুবশাচ্চাপি জলদগ্ধমৃতস্তথা।
প্রেতত্বং জায়তে তার্ক্ষ্য পীড্যতে যেন বান্ধবঃ ॥৪০
দাহক্রিয়াদিলোপশ্চ ষষ্ঠ্যাদিস্মৃতিলোপতঃ।
প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য বাহ্যচেষ্টাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥" ৪১

প্রেত হইতে কাহারও সুখ, কাহারও বা দুঃখ ঘটে, কাহারও পুত্র হয়, আবার কাহারও পুত্র মরে। কাহারও অদৃষ্টে আদৌ পুত্র লাভ ঘটে না। বন্ধুর সহিত বিরোধ, সন্তান হইয়া বাঁচিয়া না থাকা, পশুনাশ ও দ্রব্যনাশজনিত কষ্ট, প্রকৃতির বিপর্য্যয়, অকস্মাৎ বিপৎপাত, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, দম্ভ, নিত্য কলহ, মাতাপিতার হিংসা, দেবনিন্দা, সদ্ব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন, হত্যাদোষ, নিত্যকর্ম্ম ও জপহোমপরিত্যাগ, পরদ্রব্যাপহরণ, তীর্থে গিয়া পরের প্রতি আসক্তি, নিত্যক্রিয়া-পরিত্যাগ, ধর্ম্মকর্ম্মে অনিচ্ছা, সুসময়ে কৃষিনাশ, সদ্ব্যবহার-বিলোপ, লোকে কলহকারী, পথে চলিবার সময় বায়ুমণ্ডলী হইতে পীড়া, হীনজাতির সহিত বন্ধুতা, হীনকর্ম্মে অনুরাগ, অধর্ম্মে রতি, ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কার্য্যারম্ভে তাহার হানি, চোর, রাজা ও অগ্নি দ্বারা অনিষ্ট ঘটনা, মহারোগের উৎপত্তি, নিজ দেহ ও ভার্য্যার পীড়ন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ধর্ম্মকর্ম্মে মানসিক অরতি, সর্ব্বদা অভাব; দেবতা, তীর্থ ও দ্বিজাতিগণকে ভাবশুদ্ধিতে না দেখা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবব্রাহ্মণের দোষকীর্ত্তন, স্ত্রীগণের গর্ভপাত, ঋতু না হওয়া, বালকদিগের মৃত্যু, ভার্য্যার সঙ্গে বিরোধ, শুদ্ধভাবে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ না করা, কলহ, ঘাতক, আত্মজ পুত্রগণের সহিত শত্রুবৎ ব্যব-

কবেন পুনরাগত্য পুত্রোৎসর্গং দিশন্তি তে।
তত্র স্থিত্বা নিরীক্ষন্তে রোমলোমাদিকা জনাঃ। ৮
অল্পকালেন পীড়ন্তে দেবাত্মজাদিনেন তু।
চিরস্থিতি নরা প্রেতায়ুর্নিদ্রোদিবিসর্জ্জিতাঃ।" (প্রেতকল্প ১০ অ°)

হার, প্রীতি ও সুখের অভাব, সর্ব্বদা গৃহে কলহ, ভোজনকালে ক্রোধ, পরদ্রোহ, পিতার কথা না শুনা, নিজ পত্নীর সহিত সহবাস না করা ও পরদারসেবা, এই সকল প্রেত হইতে ঘটিয়া থাকে। বিধিহীন ক্রিয়া, জীবৎকালে দুষ্ট সংসর্গ, মরণান্তে সকল বৃষোৎসর্গাভাব, অপঘাত মৃত্যু, মৃতের দাহক্রিয়াদি লোপ এই সকল প্রেতত্বের কারণ।

প্রেতাবেশ।

গরুড় পুরাণে (১১ অঃ) প্রেতাবেশের লক্ষণাদিও এইরূপ লিখিত আছে—

"যদ্ যৎ কুর্ব্বন্তি তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥
তেষাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথম্।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতাস্তে বৈ প্রবিশেয়ুঃ স্ববেশ্মনি ॥৯
প্রবিষ্টা বায়ুরূপেণ শয়ানান্ স্ববংশজান্।
তত্র লিঙ্গানি যচ্ছন্তি নির্দ্দিশন্তি খগেশ্বর ॥৬
স্বপুত্রস্বকলত্রাণি স্ববন্ধূন্ তে প্রয়ান্তি বৈ।
গজো হয়ো বৃষো ভূত্বা দৃশ্যন্তে বিকৃতাননাঃ ॥৭
শয়নং বিপরীতং বা আত্মানঞ্চ বিপর্য্যয়ং।
উত্থিতঃ পশ্যতি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড্যতে ভৃশম্ ॥৮
নিগড়ৈর্ব্বধ্যতে যস্তু বধ্যতে বহুধা যদি।
অন্নঞ্চ যাচতে স্বপ্নে ক্ষুধ্যতে পাপমাত্মনা ॥
ভুঞ্জমানস্তু যঃ স্বপ্নে গৃহীত্বান্নং পলায়তে।
আত্মনস্তু পরস্যাপি তৃষার্ত্তস্তু জলং পিবেৎ ॥
বৃষভারোহণং স্বপ্নে বৃষভৈঃ সহ গচ্ছতি।
উৎপত্য গগনং যাতি তীর্থে যাতি ক্ষুধাতুরঃ ॥
স্বকলত্রং স্ববন্ধূংশ্চ স্বসুতং স্বপতিং বিভুং।
বিদ্যমানং মৃতং পশ্যেৎ প্রেতদোষেণ নিশ্চিতম্ ॥
যস্তপো যাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষুত্তৃষাভ্যাং পরিপ্লুতঃ।
তীর্থে যাতি দদেৎ পিণ্ডান্ প্রেতদোষৈর্ন সংশয়ঃ ॥
নির্গচ্ছতো গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশূন্।
পিতৃভ্রাতৃকলত্রাণি প্রেতদোষৈঃ স পশ্যতি ॥"

প্রেতগণ পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া যে যে কর্ম্ম করে, তাহার স্বরূপ ও চিহ্নাদি যথাযথ বলিতেছি। তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া বায়ুরূপে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করে ও শয়ান নিজবংশীয়দিগকে চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হস্তী, অশ্ব, বৃষ অথবা বিকৃত মুখ ধারণ করিয়া নিজ পুত্র, ভার্য্যা ও বন্ধুগণের নিকট যায়। যে হঠাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিপরীতভাবে শয়ন অথবা আত্মার বিপর্য্যয় দেখে, সেই ব্যক্তি প্রেত কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়। যদি কেহ আপনাকে নিগড়ে বদ্ধ অথবা বহুপ্রকারে বদ্ধ মনে করে, স্বপ্নে অন্ন চায় ও আপনাআপনি পাপ করে, স্বপ্নে আপনার বা ভোজন-পর অপর ব্যক্তির অন্ন লইয়া যে পলায় ও তৃষার্ত্তের জল পান করে, স্বপ্নে বৃষভারোহণ অথবা বৃষের সঙ্গে যে গমন করে, লম্ফ দিয়া যে আকাশে উঠিতে যায়, ক্ষুধাতুর হইয়া তীর্থে যায়, যে নিজভার্য্যা, বন্ধু, পুত্র, পতি ও প্রভুকে বিদ্যমান থাকিতে মৃত দর্শন করে, তাহাকে প্রেত দোষ বা প্রেতাবেশ ঘটিয়াছে বুঝিবে। স্বপ্নে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল প্রার্থনা করিলে সেও প্রেতদোষে দূষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, এরূপস্থলে তীর্থে গিয়া পিণ্ড দান করা কর্ত্তব্য। প্রেতাবিষ্ট ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে তাহার পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা সকলেই রাত্রিকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

আমাদের বৈদ্যকশাস্ত্রে ভূতের ও ভূতাবেশের লক্ষণ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল—

"গুহ্যানাগতবিজ্ঞানমনবস্থা সহিষ্ণুতা।
ক্রিয়া বাঽমানুষী যস্মিন্ স গ্রহঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥
অসঙ্খ্যেয়া গ্রহগণা গ্রহাধিপতয়স্তু যে।
ব্যজ্যন্তে বিবিধাকারা ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধা ॥"

যে সকল প্রাণী গুহ্য ও অনাগতবিজ্ঞান অর্থাৎ কোন রূপেই যাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যাহাদের অবস্থানের কোন নিরূপিত স্থান নাই ও যাহাদের কার্য্য সকল অমানুষেয়, তাহাদিগকে গ্রহ বা ভূত বলে। গ্রহগণ ও গ্রহাধিপতি সকল অসংখ্য এবং তাহাদের আকার নানা প্রকার। ঐ সকল গ্রহ আবার অষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

"দেবাস্তথা শত্রুগণাশ্চ তেষাং গন্ধর্ব্বযক্ষাঃ পিতরো ভুজঙ্গাঃ।
রক্ষাংসি যা চাপি পিশাচজাতিরেষোঽষ্টধা দেবগণগ্রহাখ্যঃ ॥"

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃগ্রহ (প্রেত), ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও পিশাচজাতি মনুষ্যের প্রতি এই অষ্ট প্রকার ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেবগ্রহ।

উক্ত আটপ্রকার ভূতাধিষ্ঠিত ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ হইয়া থাকে। যাহার প্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি সন্তুষ্ট, শুদ্ধমতি, গন্ধমাল্যপ্রিয়, তন্দ্রাহীন, অসম্বদ্ধ সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা, ও ব্রহ্মতেজা হইয়া থাকে।

যাহার প্রতি দানবগ্রহের আবেশ হইবে, সেই ব্যক্তির শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি দ্বিজ, গুরু ও দেবতার দোষ বর্ণনা করে, সে কুটিলনয়ন, নির্ভয়, বিমার্গ-দৃষ্টি, অন্নপানাদিতে অসন্তুষ্ট ও দুষ্টাত্মা হয়।

গন্ধর্ব্ব-গ্রহপীড়িত ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্ত, পুলিন ও উপবন-সেবী, আচারনিরত এবং গীত ও গন্ধমাল্যপ্রিয় হয়। কখন

নৃত্য করে, কখন বা হাসে ও কোন সময়ে মনোরম অন্ন লব্ধ করে।

যক্ষ-গ্রহাভিভূত ব্যক্তির চক্ষু তাম্রবর্ণ হয়। এই ব্যক্তি সূক্ষ্ম রক্তবর্ণবস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ভাল বাসে এবং গাম্ভীর্য্যশীল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয়, এবং অল্প বাক্য বলে ও কাহাকে কি দিব ? এইরূপ বাক্য বলিয়া থাকে।

"প্রেতেভ্যো বিসৃজতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্
শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ।
মাংসেপ্সুস্তিলগুড়পায়সাভিকাম-
স্তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ॥"

যাহার প্রতি প্রেতাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া কুশাস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিণ্ড ও জল প্রদান করে, এবং প্রশান্ত চিত্ত, মাংসলিপ্সু ও তিল, গুড় ও পায়সাভিলাষী হয়।

যে ব্যক্তি ভুজঙ্গগ্রহ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হয়, সে কদাচিৎ সর্পের স্থায় ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠের প্রান্তদ্বয় লেহন করিয়া থাকে এবং নিদ্রালু ও গুড়, দুগ্ধ, মধু ও পায়সলিপ্সু হয়। রাক্ষস গ্রহাভিভূত ব্যক্তি মাংস, রক্ত, বিবিধ মদ্য-বিকার-লিপ্সু, নির্লজ্জ, অতি নিষ্ঠুর, অতিবীর, ক্রোধশীল, বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়া থাকে।

"উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষশ্চিরপ্রলাপী
দুর্গন্ধো ভৃশমশুচিস্তথাতিলোলঃ।
বহ্বাশী বিজনহিমাম্বুরাত্রিসেবী
ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥"

পিশাচ-গ্রহাধিষ্ঠিত ব্যক্তি ঊর্দ্ধহস্ত, কৃশ ও কঠোর হয়, বহুপ্রলাপী, দুর্গন্ধযুক্ত, অশুচি, অতিচঞ্চল ও বহ্বাহারী হয় এবং নির্জ্জন স্থান, হিম, জল ও রাত্রিসেবী এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া ভ্রমণ ও রোদন করিয়া থাকে।

"দেবগ্রহঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ॥" ইত্যাদি।

পূর্ণিমাতিথিতে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে অসুর, অষ্টমীতে গন্ধর্ব্ব, প্রতিপদে যক্ষ, কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমীতিথিতে ভুজঙ্গ, রাত্রিতে রাক্ষস ও চতুর্দ্দশীতে পিশাচ মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। যেরূপ দর্পণাদি স্বচ্ছপদার্থে ছায়া, প্রাণিশরীরে শীতোষ্ণতা, সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকিরণ, এবং দেহে প্রাণ প্রবেশ করে, তদ্রূপ গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

"তপাংসি তীব্রাণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্ম্মো নিয়মশ্চ সত্যম্।
গুণাস্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যা ব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ যথা প্রভাবম্॥"

তীব্র তপস্যা, দান, ব্রত, ধর্ম্মনিয়ম, সত্যবাদিতা ও অষ্টবিধগুণ তাহাদের নিত্যধর্ম্ম। কোন কোন গ্রহের এই সকল গুণ আছে, আবার কাহারও বা গুণের অল্পতা আছে। ইহা গ্রহদিগের প্রভাব অনুসারে জানিতে হইবে।

"তেষাং গ্রহাণাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রাযুতপদ্মসংখ্যাঃ।
অসৃগ্ বসামাংসভুজাঃ সুভীমা নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশন্তি॥"

পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহার কোটী, কাহার সহস্র, কাহারও বা দশ সহস্র পরিচারক আছে, ঐ সকল পরিচারকগণ রক্ত, মাংস ও বসা ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি ভয়ঙ্কর ও ইহারা রাত্রিচর। এই ভয়ঙ্করাকৃতি পরিচারকগণই কখন কখন মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে যাহারা দেবগণ-সংসৃষ্ট, তাহারা দেবতার সংসর্গে দেবতুল্য হইয়াছে। অতএব ঐ সকল গ্রহ দেব নামে খ্যাত। দেবতার স্থায় ইহাদিগকে পূজা ও প্রণাম করা আবশ্যক। দেবতার নিকট যেরূপ বরপ্রার্থনা করা যায়, ঐ গ্রহগণের নিকটও তদ্রূপ বরপ্রার্থনা করিতে হয়। গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেরূপ শীলাচারসম্পন্ন, গ্রহও তদ্রূপ শীল ও আচারযুক্ত।

গ্রহরোগচিকিৎসায় জন্য নিয়মপূর্ব্বক জপ ও হোম করা আবশ্যক এবং রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য ও সর্ব্ব প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য তদুদ্দেশে বলি দিতে হইবে। ইহা ভূতোৎপাতশান্তির সামান্য বিধান। বস্ত্র, মদ্য, মাংস, ক্ষীর, রুধির প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য যে যে গ্রহের অভিলষিত, সেই সেই গ্রহকে তত্তদ্ দ্রব্য বলি দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। গ্রহগণ যে সকল দিনে মানবগণকে হিংসা করিয়া থাকে, ভূতোৎপাত-নিবৃত্তির জন্য সেই সকল দিনে গ্রহগণের পূজা করা আবশ্যক। দেবালয়ে অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম ও দেবগ্রহের বলি দিবে। কুশা, তণ্ডুল, পিষ্টক, ঘৃত, ছত্র ও পায়স এই সকল দ্রব্য চত্বরাদি স্থানে দানবকে অর্পণ করিবে।

চতুষ্পথে বা ভয়ঙ্কর বনমধ্যে রাক্ষসগ্রহের বলি, এবং শূন্যগৃহে পিশাচগ্রহের বলি দিতে হয়।

ভূতশাস্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা বলি দেওয়া আবশ্যক। কেবল বলি দ্বারা ভূতোৎপাত নিবৃত্তি হয় না, তজ্জন্য ঔষধপ্রয়োগও আবশ্যক।

ঔষধ যথা—ছাগল, ভল্লুক, শজারু ও পেচক ইহাদিগের চর্ম্ম ও রোম এবং হিঙ্গু ও ছাগলের মূত্র এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূম প্রদান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয়। গজপিপ্পলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল, ও ভল্লুকের পিত্তে

ভাবনা দিবে। এই ঔষধ নস্য, অঙ্গমর্দ্দন ও স্নানে হিতকর, অর্থাৎ অচিরে ইহাতে ভূতাধিষ্ঠান নিরাকৃত হয়।

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুকুর, শৃগাল, গৃধিনী, কাক ও শূকর এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল ভূতকৃত রোগে বিশেষ হিতকর। শিরীষবীজ, লশুন, শুঁঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও কেউটী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুকাইয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত রোগ শান্তি হয়। ডহরকরঞ্জের মূল, ত্রিকটু, সোণামূল, বিষমূল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির কাজল চক্ষুতে দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

যে যে ভূত অন্যান্য বিবিধ ঔষধাদি সেবনে নিবৃত্ত হয় না, তাহারও নস্যাঞ্জনে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সৈন্ধব, ত্রিকটু, হিঙ্গু, হরীতকী ও বচ এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমূত্র ও মৎস্যপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। চক্ষুতে এই বর্ত্তির কাজল দিলে তৎক্ষণাৎ ভূত ছাড়িয়া যায়।

পুরাতন ঘৃত, লশুন, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শ্বেতদূর্ব্বা, অজলোমী, শেফালিকা, শিবজটা, শাল্মলী বৃক্ষ, নকুল, কাণবিষাণিকা, শূকশিম্বী, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকন্দমূল, ত্রিকটু, নতাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন, অর্জ্জুনবৃক্ষ, নৈপালী, হরিতাল, শ্বেতসর্ষপ এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বিড়াল, চিত্রব্যাঘ্র, অশ্ব, গো, কুকুর, মেষ, গোসাপ, উষ্ট্র, বেজী ও শজারু, ইহাদিগের বিষ্ঠা, চর্ম্ম, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত, পিত্ত ও নখ এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল ও ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান, অঞ্জন ও নস্যে প্রয়োগ করিলে ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল দ্বারা অঞ্জন করিতে হইলে, ঔষধ সকল পেষণ করিয়া গুটিকা করিতে হইবে। এই গুটিকা ঘসিয়া অঞ্জন দিতে হয়। পান ও সেবন করিতে হইলে কাথ করিয়া পান ও সেবন করিবে। উদ্বর্ত্তন করিতে হইলে ঔষধ সকল চূর্ণ করিয়া কিংবা পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে। তৈল ও ঘৃত সেবনে অল্পকালে রোগ প্রতীকার হয়। ভূতোৎপাত শান্তিতে কোনরূপ অযৌক্তিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। দেবগ্রহে এই শান্তি করা আবশ্যক। পিশাচ প্রতিক্রিয়া ভিন্ন কদাচ প্রতিকূল আচরণ করিবে না। ভূতাধিষ্ঠানের প্রতিকূল প্রক্রিয়া করিলে রোগী ও বৈদ্য উভয়েরই মৃত্যুপর্য্যন্ত বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব বৈদ্য সাবধান হইয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। (বৈদ্যক)

পূর্ব্বে যে সকল ভূতোৎপাতের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, তাহা প্রাপ্তবয়স্কের জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন বালকদিগেরও আক্রমণকারী কতকগুলি গ্রহ আছে।

সুশ্রুতাদি বৈদ্যক গ্রন্থে ঐরূপ নয়টী বালগ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহাদের নাম স্কন্দ, স্কন্দাপস্মার, শকুনি, রেবতী, পূতনা, অন্ধপূতনা, শীতপূতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ। এতদ্ভিন্ন অনেক বৈদ্যকগ্রন্থে ভূতরূপিণী নন্দা, সুনন্দা, মুখমণ্ডিকা, কটপূতনা, শকুনিকা, শুষ্করেবতী, অর্য্যকা, ভূসূতিকা, নিঋ‌‌তা, পিলিপিচ্ছিকা ও কামুকা এই একাদশ মাতৃকার উপদ্রবের কথাও লিখিত আছে।

ধাত্রী ও মাতার পূর্ব্বকৃত অপকার, মঙ্গলাচারশূন্যতা এবং শৌচহীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। বালকের প্রতি ভূতাবেশ হইলে তাহারা কখন ভীত বা তর্জ্জিত হয়, কখন বা হাসে, বা কাঁদে। পূজার জন্য ভূতগণ বালকদিগের প্রতিহিংসা করিয়া থাকে। ভূতদিগকে বলি দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, তখন বালকেরও ভূত-বিকার দূরীভূত হয়।

[বিশেষ বিবরণ নবগ্রহ ও বালগ্রহ শব্দে দ্রষ্টব্য]

পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত ভূতগণ।

পূর্ব্বোক্ত ভূত, প্রেত ও পিশাচ ব্যতীত পুরাণ ও বিশেষতঃ তন্ত্রে নানাপ্রকার অপদেবতার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভৈরব ও ভৈরবীগণই প্রধান। অগ্নিপুরাণে (৩২২ অঃ) শাকিনী, ক্ষেত্রপাল ও বেতালের কথা আছে। স্কন্দপুরাণে দক্ষখণ্ডে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশের জন্য ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতির উৎপত্তিকথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণসমূহে ঐ সকল বিভিন্ন অপদেবতার বিশেষ কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। তান্ত্রিকতার প্রভাবে ভূতের বিশ্বাস আরও গাঢ়তর এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য অসংখ্য ভূতমূর্ত্তি কল্পিত হইতে থাকে। পুরাণে গণপতি বা গণেশই ভূতগণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত। স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে গণপতি মন্দিরের দ্বাররক্ষকরূপে অভিহিত। (১১অঃ) কিন্তু তন্ত্রে ভৈরবীগণই ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবগণের ন্যায় ইহাদেরও পূজাবিধান বিহিত হইয়াছে। ক্রমে তান্ত্রিকগণ নিম্নশ্রেণীর ভূতপূজারও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেইজন্য বামাচারীদিগকে বটুকভৈরবের সঙ্গে ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী ও যাকিনী এবং অন্যান্য ভূতগণের পূজাও দৃষ্ট হয়।

দুর্গোৎসবের সময় ঐ সকল ভূতদেবীগণ দুর্গাদেবীর সহচরী-রূপেও পূজা পাইয়া থাকে।

শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি মূর্ত্তি কিরূপ তাহা তন্ত্রে অস্পষ্ট, তবে তাহাদের মূর্ত্তি যে, অতিভীষণা, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভৈরবতন্ত্রে ছিন্নমস্তার বামপার্শ্বস্থ ডাকিনী ও দক্ষিণে অবস্থিতা বর্ণিনীর রূপ এই প্রকার বর্ণিত আছে—

"বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্।
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলন্তেজোময়ীমিব।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥
সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্।
ডাকিনীং বামপার্শ্বে তু কল্পসূর্য্যানলোপমাম্॥
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপঙ্‌ক্তিবলাকিনীম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
মহাভীমাং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্।
লেলিহানলজ্জিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্॥
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্।"

বর্ণিনীর রূপ—ঘোর লাল, অথচ সুন্দর, এলো চুল, উলঙ্গ, বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, গলায় সাপের পৈতা, মুখখানি তেজে ভরা, যেন জ্বলিতেছে, হাটু গাড়িয়া বসা ভাব, নানা গহনায় ও হাড়ের মালায় ঢাকা, বয়স বারর বেশী নহে।

ডাকিনীর রূপ বড় ভয়ানক, যেন প্রলয়কালের সূর্য্য-তেজের মত, মাথার জটায় যেন বিদ্যুৎ, তিনটী চোখ, দাঁতের পাটি যেন সাদা হাঁসের রঙ, কিন্তু দাঁতাল মুখ কি ভয়ানক! অতি প্রচণ্ড ও বিকট মুখ, পয়োধর দুটী সরু অথচ উন্নত, এলো চুল, উলঙ্গ, লক্ লক্ জিহ্বা, মুণ্ডমালায় ভূষিত, বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হস্ত-স্থিত মড়ার মুখ দিয়া ছিন্নমস্তার গলা হইতে উচ্ছলিত রক্ত-ধারা পান করিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, ভূতাবেশ হইলে এমন বুঝিবে না যে, ভূতগণ মানবের দেহ আশ্রয় করিয়াছে, কারণ ভূতগণ মনুষ্যের সহিত বাস করে না, অথবা কখন মনুষ্য-শরীরে প্রবেশ করে না, যাহারা না জানিয়া এরূপ কথা বলিয়া থাকে, তাহারা ভূতবিদ্যা অবগত নহে।* এদেশীয় অনেকেরই বিশ্বাস যে, ভূতের দৃষ্টি হইলে বা ভূতের বায়ু লাগিলে ভূতা-বেশ হইয়া থাকে।

মুক্তির উপায়।

ভূতে পাইলে নানামন্ত্র বা প্রক্রিয়া দ্বারা ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থাও নানাতন্ত্রে বর্ণিত দেখা যায়। কি প্রকার ভূতা-বেশ হইয়াছে, তাহা রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। যথা—অগ্নিপুরাণে—"যক্ষাংশো ভূষণপ্রিয়ঃ॥
গন্ধর্ব্বাংশোহতিগীতাদিভীমাংশো রাক্ষসাংশকঃ।
দৈত্যাংশঃ স্যাদ্যুদ্ধকার্য্যো মানী বিদ্যাধরাংশকঃ॥
পিশাচাংশো মলাক্রান্তো মন্ত্রং দত্তাগ্নিরৌষধং চ।"

ভূতাবেশে যক্ষাংশ থাকিলে অলঙ্কারপ্রিয়, গন্ধর্ব্বাংশ থাকিলে অতি গীতবাদ্যাদি-প্রিয়, রাক্ষসাংশ থাকিলে ভয়ানক স্বভাব, দৈত্যাংশ থাকিলে যুদ্ধকার্য্যে অনুরাগ, বিদ্যাধরের অংশ থাকিলে অতিশয় অভিমানী এবং পিশাচাংশ থাকিলে মলাক্রান্ত থাকিতে চায়। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করিবে।

গরুড়পুরাণে প্রেতমুক্তির উপায় এইরূপ লিখিত আছে, দুইটী সুবর্ণ আনিয়া তদ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, তাহা সকল প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত, দুইখানি পীতবস্ত্র আচ্ছা-দিত ও অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া নারায়ণের দেবমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে সেই মূর্ত্তি বিবিধ জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া অধিবাস এবং পূর্ব্বে শ্রীধর, দক্ষিণে মধু-সূদন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। পরে সেই দেবমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে দেবতাদিগের এবং ঘৃত, দধি ও ক্ষীর দ্বারা বিশ্ব-দেবগণের তর্পণ করিবে। তৎপরে স্নান করিয়া বিনীতভাবে সমাহিতচিত্তে জপমগ্ন হইয়া নারায়ণাগ্রে বিধিবৎ ঔর্দ্ধ-দেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। বিনীত ও ক্রোধ-লোভ-বর্জ্জিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া বৃষোৎসর্গ কর্ত্তব্য। তৎপরে ১৩টী ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাদুকা, অঙ্গুরী, রত্ন, পাত্র, আসন ও ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। প্রেতমঙ্গলের জন্য অন্ন, জলপূর্ণ কলসী ও শয্যা খট প্রভৃতিও প্রদান করিতে হয়। শেষে নিজে 'নারায়ণ' এই নাম দ্বারা সংপুটিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবে।

বিধিপূর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিলে হাতে হাতে শুভ ফল হইয়া থাকে।

উড্ডীশ, ডামর, শাবর প্রভৃতি নানাগ্রন্থে ভূত ঝাড়াইবার মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, ঔষধ, তৈল, বর্ত্তি, অঞ্জন, নস্য প্রভৃতি নানা উপায় বর্ণিত আছে। অতি সংক্ষেপে দুই একটী প্রক্রিয়া লিখিত হইল—

* "ন তেঽমনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি ন বা মনুষ্যান্ ক্বচিদাবিশন্তি।
যে ত্বাবিশন্তীতি বদন্তি মোহাত্তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্যাঃ।"

বন্ধনমন্ত্র—ভূত ঝাড়াইবার অগ্রে অনেক স্থলেই বন্ধনের আবশ্যক। ডামরে এইরূপ বন্ধনের মন্ত্র আছে—

"ওঁ অহঙ্গে ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর স্বাহা। ওঁ দশাঙ্গুলি ডীঙ্গলি বিরুস্তহারি ভৈরুন্ত ভৈরবী বিপ্রারাণী রোণাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ, বাণবন্ধ, কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈধবন্ধ গ্রহবন্ধ প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ কঙ্কালবন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ আকাশবন্ধ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদিশাবন্ধ বেআচ বেআচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর অবতর দশাবিপ্রারাণী দশাঙ্গুলী শতাস্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি ফট্ স্বাহা।"

উক্ত মন্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে রেখা টানিয়া গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে থাকিলে আর কোন প্রকার ভূতের উৎপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

"হূঁ হূঁ অমিনিয়া মঞ্জিবন্ধ নিমিনাথপতে নমানিকং স্বাহা।" এই মন্ত্র দ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। ডাকিনীর মুণ্ড বন্ধন করিতে হইলে 'ওঁ মরালং সরালং করে ওঁ স্বাহা।' এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

দমন মন্ত্র—'ওঁ হ্রাঁ কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র স্মরণ করিলে ডাকিনী রাক্ষস দমন হয়।

'ওঁ নমো ভগবতে মহানীলোৎপল মল জাম্বুবৎ বালি সুগ্রীবাঙ্গদ-হনুমন্তসহিতায় বজ্রহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্ব্বদোষাদ্ আকর্ষয় আকর্ষয় ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে শাকিনীদমন হয়।

'ওঁ অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোরমুখি চামুণ্ডে ঊর্দ্ধকেশি হ্রাং ক্ষাং ফট্ হূঁ স্বাহা' এই মন্ত্রেও সর্ব্বভূতডাকিন্যাদি দমন হয়। ভূত-প্রেত-ডাকিনী-দমনের জন্য 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় চণ্ডেশ্বরায় হূঁ হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ষপ প্রহারেরও বিধান আছে।

ঝাড়নমন্ত্র।—"তেলিনীর তেল, পসার চৌরাশী সহস্র ডাকিনীর তেল। এ তেলের ভার মুই তেল পড়িয়া দেম। অমুকার অঙ্গে অমুকারে ভার। আড়দলশূলে যক্ষা যক্ষিণী দৈত্য দৈত্যানী ভূতা ভূতী প্রেতা প্রেতী দানবা দানবী নিশাচোরা শুচীমুখা গাভূরডলনম্ বারভইয়া লাড়ি ভোগাহ চামী পিশাচী অমুকার অঙ্গে ঘা, কালজটার মাথা খা, 'হ্রীং ফট্ স্বাহা' সিদ্ধি গুরুর চরণ রাঢ়ের কালিকা চণ্ডীর আজ্ঞা"—এই মন্ত্রে সর্ষপ তৈল পড়িয়া গা ঝাড়াইয়া দিলে ভূত ছাড়ে। এইরূপ আরও অনেক মন্ত্র আছে।

জলপড়া।—'ওঁ আং ক্রীঁ হূঁ মার হস্ত পাং হ্রীং কারে সমস্ত দোষান্ হর হর বিপর বিপর হং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে জল পড়িয়া ভূতগ্রস্তকে খাওয়াইবে ও তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিবে, সে সময়ে কাঁচা নিমপাতার ধুঁয়া দিবে। এরূপ করিলে দৈত্যদানবাদি ছাড়িয়া পলায়।

ভূতশান্তির ঔষধ।—১ শ্বেত-অপরাজিতার মূল চালুনির জল দিয়া পিষিয়া তাহার নস্য প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া যায়। ২ মরিচের সহিত বকফুল একত্র করিয়া তাহার নস্য। ৩ সাপের খোলস, হিং, নিমপাতা, যব ও সাদা সরিষা এক সঙ্গে পিষিয়া তাহার প্রলেপ। ৪ গোরোচনা, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন। ৫ বচ, ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতকণ্টকারী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু ও নিম্ব গোমূত্রে পেষণ করিয়া নস্যগ্রহণ, শরীরে লেপন, স্নান ও তদ্দ্বারা গাত্রমার্জ্জন। ইত্যাদি নানা দ্রব্যগুণেও ভূতশান্তি হয় বা ভূত ছাড়িয়া যায়।

আলকুশী-মূলের ঘ্রাণ লইলে বা গায়ে মাখিলেও ডাইন ছাড়ে।

যন্ত্র।—ভূত বা ডাকিনীর ভয়নিবারণের জন্য নানাপ্রকার যন্ত্র প্রচলিত আছে। অনেক ওঝার কাছে যন্ত্রের চিত্র দেখা যায়। এখানে একটী যন্ত্র উল্লেখ করিলাম :—

দুইটী বৃত্ত আঁকিয়া তাহাতে চারিটী মায়াবীজ লিখিবে, তাহার বহির্ভাগে দুইটী চতুষ্কোণ আঁকিয়া ধারণ করিলে আর ডাকিন্যাদির ভয় থাকে না, এমন কি, ইহাতে মৃতবৎসারও পুত্র হইয়া থাকে।*

কবচ।—ভূত-প্রেতাদির ভয় দূর করিবার জন্য নানাপ্রকার কবচ প্রচলিত আছে; ভূর্জ্জপত্রে কবচ লিখিতে হয়। কবচের মধ্যে নৃসিংহ-কবচই প্রধান। অনেকেরই বিশ্বাস, উপযুক্ত লোক দ্বারা বিশুদ্ধভাবে এই কবচ প্রস্তুত হইলে ও তাহা ধারণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, রাক্ষস কেহই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া যায়। এমন কি কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা, জন্মবন্ধ্যা প্রভৃতিরও এই কবচধারণে বহুপুত্র হইয়া থাকে। ভূর্জ্জপত্রে শ্লোকাদি লিখিয়া এই নৃসিংহকবচ ধারণের পূর্ব্বে পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন এবং পূজা করিয়া লইতে হয়। যথা—

---

* "বৃত্তযুগ্মং লিখেত্তত্র মায়াবীজচতুষ্টয়ম্।
চতুষ্কোণদ্বয়ং বাহ্যে লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি ॥
নাশয়েৎ ক্ষণমাত্রেণ ডাকিন্যাদিবিনাশনম্।
মৃতবৎসা যদি ভবেন্নারী দুঃখপরায়ণা।
ধারয়েৎ পরমং যন্ত্রং জীববৎসা ভবেত্তো ভবেৎ ॥"

নারদ উবাচ।

অথ নৃসিংহকবচং। ওঁ নমো নৃসিংহায় ॥
ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতেঃ।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো।
যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্র শ্রেষ্ঠ তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥
যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ।
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তশ্চ ক্রোধভৈরবঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাপি কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দোঽস্য গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ।
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় জ্বালামালিনে পাতু মস্তকং
দীপ্তদংষ্ট্রায় তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাং।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ সর্ব্বজ্বরবিনাশায়
দহ দহ পচ পচ দ্বয়ং।
রক্ষ রক্ষ বর্ম্ম চাস্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মম।
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্‌গুহ্যং মম ॥
ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারো নাম পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌং ক্ষ্রৌঞ্চ হুং ফট্।
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং।
বাসুদেবায় পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীঁ উরুদ্বয়ম্।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্।
ক্ষ্রৌং নৃসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু।
ইতি তে কবচং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধকোত্তমঃ।
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্।
যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
ভূতপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্।
যস্মিন্ গৃহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।"

এতদ্ভিন্ন ভূতশান্তিকর ও ভূতভয়হর নানা প্রকার স্তোত্রাদিও বর্ণিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বটুকভৈরবস্তোত্র ও বিপরীত-প্রত্যঙ্গিরাস্তোত্র প্রধান। ভূতপিশাচাদির শান্তির জন্য বনদুর্গা, দ্বাদশ দানব (বার ভাই) ও রণযক্ষিণীর পূজার ব্যবস্থাও দেখা যায়।

বনদুর্গার পূজা।

পবিত্রস্থানে একটা বেদী করিয়া তাহার চারিদিকে কদলীবৃক্ষ স্থাপন করিবে। গুঁড়ি দিয়া অষ্টপদ্মযুক্ত মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে সিন্দুরমণ্ডিত ঘট স্থাপন করিবে। প্রথমে শুদ্ধাসনে বসিয়া কুশহস্তে আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে—

'সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥"

তৎপরে ফল, ফুল ও জলপূর্ণ তাম্রপাত্র লইয়া 'বিষ্ণুরোম-ত্যোতাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বনদুর্গাপ্রীতিকামঃ কৃষ্ণকুমারাদিসহিত-বনদুর্গাদেবী-পূজনমহং করিষ্যে॥' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্বশাখোক্ত সূক্তপাঠ করিবে। পরে আসনশুদ্ধি করিয়া

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া ॥"

এই মন্ত্রে ভূতাপসরণ করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক 'হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাসাদি করিতে হয়। তৎপরে 'খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং' ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির ধ্যান ও বাহ্যপূজা করিয়া "একদন্তং' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এবং শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল,মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীকে নামের আদিতে 'ওঁ' ও নামের শেষে 'নমঃ' যোগ করিয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা ও নমস্কার করিবে। ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস, অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া গুরু-পঙ্‌ক্তি নমস্কারপূর্ব্বক কূর্ম্মমুদ্রাক্রমে পুষ্প লইয়া এইরূপ ধ্যান করিবে।

"ওঁ দেবীং দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণমহালোচনাম্
দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিবিলসন্মৌলীং কপালস্রজাম্।
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণান্ ধনুর্ব্বিভ্রতীম্॥"

ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে ফুল দিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষ অর্ঘ্যদান, পীঠপূজা, পুনঃ অঙ্গন্যাস ও করাঙ্গন্যাসাদি করিয়া আবার ধ্যান করিবে ও ঘটে পুষ্প দিয়া দেবীর আবাহন করিবে। মন্ত্র—

'ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা' এই মন্ত্রে আসন, 'ওঁ হ্রীঁ বনদুর্গায়ৈ নমঃ' ইত্যাদিক্রমে ষোড়শোপচারে যথাসম্ভব পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর 'ওঁ ক্ষং ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষুং ক্ষূং ক্ষেং ক্ষৈং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ' এই মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে স্নানাদি করিয়া যথাবিধি দ্বাদশ দানবের ও তাঁহাদের ভগিনী রণযক্ষিণীর পূজা করিবে।

দ্বাদশ দানব যথা—কৃষ্ণকুমার, পুষ্পকুমার, রূপকুমার, হরিপাগল, মধুভাজর, রূপমালী, গাভূরডলন, মোচরাসিংহ, নিশাচোর, সূচীমুখ, মহামল্লিক ও বালিভদ্র।

কৃষ্ণকুমারের ধ্যান—

"ওঁ কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়ং খড়্গখট্বাঙ্গধারিণং।
শ্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যানুলেপনম্।
ঘোরাক্ষং সুন্দরবপুং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশকম্।
বন্দে কৃষ্ণকুমারঞ্চ ভয়দং পীতবাসসম্॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রোং ক্রঃ কৃষ্ণকুমারায় নমঃ।'

পুষ্পকুমারের ধ্যান—

"ওঁ পুষ্পহস্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরম্।
পুষ্পমালাধরং কান্তং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
রক্তাশ্ববাহনং ক্রূরং রক্তাক্ষং রক্তবাসসম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং বন্দে পুষ্পকুমারকম্॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ পুষ্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা। ওঁ পুষ্পকুমারায় নমঃ"

রূপকুমারের ধ্যান—

"ওঁ বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং দ্বিভুজং শূলহস্তকম্।
সুন্দরাৎ সুন্দরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণং॥
রক্তনেত্রং রক্তবস্ত্রং রক্তমাল্যানুলেপনম্।
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্ধীমান্ দৈত্যং রূপকুমারকম্॥"

পূজামন্ত্র—'রূপকুমারায় নমঃ।'

হরিপাগলের ধ্যান—

"ওঁ উন্মত্তবেশং করপঙ্কজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং সপাশম্।
আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ স্খলিতং সুকান্তং বন্দেমহান্তং হরিপাগলাখ্যং॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ হ্রীং হুঁ হরিপাগলায় নমঃ।'

মধুভাজরের ধ্যান—

"ওঁ রক্তান্তনেত্রং পিঙ্গলখঞ্জাবং সদা জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্ত্রম্।
আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ স্খলিতাগ্রপাদং ধ্যায়েৎ সুদৈত্যং মধুভাজরাখ্যম্॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ মাং মাং মীং মীং মৌং মঃ মধুভাজরায় নমঃ।

রূপমালীর ধ্যান—

"রূপমালাধরং শ্বেতং [illegible] চতুর্ভুজম্।
শূলবজ্রশরাংশ্চাপং ধারিণং সুমনোহরম্॥
কৃষ্ণাশ্ববাহনং কান্তং কুমারং রূপধারিণম্।
দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্বাঙ্গধারিণম্॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ রাং হুঁ ফট্ রূপমালিনে নমঃ।'

গাভূরডলনের ধ্যান—

"ওঁ দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকায়ং পাশখট্বাঙ্গধারিণম্।
কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কৃশোদরম্॥
রক্তবস্ত্রধরং ক্রূরং রক্তগন্ধানুলেপনম্।
গাভূরডলনং বন্দে সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ গাভূরডলনায় নমঃ।'

মোচরাসিংহের ধ্যান—

"ওঁ রক্তাব্জনেত্রো ভয়দো জনানাং শূলং সপাশং করপঙ্কজেন।
রক্তাভহস্তঃ পিঙ্গলবর্ত্তাবঃ সদা করালভীমমুখো বিভাতি॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ মাং মোচরাসিংহায় নমঃ।

নিশাচোরের ধ্যান—

"ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচোরং ভয়ানকম্।
শক্তিহস্তং দীর্ঘজঙ্ঘং বিকটাঙ্গং দিগম্বরম্।
করালবদনং ভীমং শুষ্কদেহং কৃশোদরম্।
ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুক্তং ঘণ্টাঘর্ঘরবাদিনং॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ নাং নীং নিশাচোরায় নমঃ।

সূচীমুখের ধ্যান—

"দীর্ঘাক্তনেত্রঃ পিঙ্গলখঞ্জাবঃ সদা কৃশাঙ্গো ভয়দো জনানাম্।
হস্তদ্বয়ে বিষ্ণুঃ প্রয়াসী খট্বাঙ্গহস্তো বিমুখো বভাসে॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ সাং হুং সূচীমুখায় নমঃ।'

মহামল্লিকের ধ্যান—

"ওঁ বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্ত্রো। রক্তৈঃ সমাস্তৈর্ভয়দো জনানাম্।
করালদংষ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কবচমালী কুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ।
শ্রীমন্মহামল্লিক এব ভাতি গোধামুখারী বিভুজো জটৌঘঃ।
খট্বাঙ্গধারী বৃকপালধারী শার্দ্দূলচর্ম্মাবৃতসর্ব্বগাত্রঃ॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ মাং মহামল্লিকায় নমঃ।'

বালিকত্রের ধ্যান—

"ওঁ কৃষ্ণাঙ্গবপুঃ কটিকাঙ্গবধিঃ সক্রোধনেত্রঃ কপিলাক্তকেশঃ।
খট্বাঙ্গহস্তঃ খরপৃষ্ঠগামী স বালিকত্রঃ পশুসিংহকায়ঃ॥"

রণযক্ষিণীর ধ্যান—

"ওঁ দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেত্রা শুষ্ককুচযুগলা ঘোরদংষ্ট্রা করালা।
রক্তাক্ষী কৃষ্ণবর্ণা রুধিরচসকহস্তা মুণ্ডমালাবৃতাঙ্গী।
ঘণ্টাখট্বাঙ্গপাশং করযুগবিধৃতা দ্বীপচর্মাপিনদ্ধা।
নিত্যং মাংসাভিভক্ষা চলচ্চুরণগতা যক্ষিণী দীর্ঘবক্ত্রা॥"

পূজামন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং রণযক্ষিণ্যৈ নমঃ।

পঞ্চোপচারে পূজা, যথাশক্তি প্রাণায়াম, বলিদান, হোম ও দক্ষিণা দিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

পূর্ব্বে এদেশে অনেকেই ভূতঝাড়ান, চণ্ডনামান প্রভৃতি ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, অনেকেই গুহ্য তন্ত্র মন্ত্র জানিত ও তাহার প্রত্যক্ষ ফলও দেখাইতে পারিত। এখন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ও উপযুক্ত গুরুর অভাবে ক্রমে এই গুহ্যবিদ্যা বিলুপ্ত পায়। আমরা বাল্যকালে যেরূপ গুণী ও ভূতের ওঝা দেখিয়াছি, এখন সেরূপ লোক অতি বিরল।

তিব্বতে ভূতবিদ্যা।

তিব্বত ও চীনবাসীরা ভূত-প্রেতকে যথেষ্ট ভয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে ৩৬ প্রকার ভূত-প্রেতের উল্লেখ আছে, যথা—১ চেপ্‌টাদেহী, ২ সূচীমুখ, ৩ বমনভুক্, ৪ মলভুক্, ৫ কুহেলিপায়ী, ৬ অনগ্রাহী, ৭ অদৃশ্যদেহী, ৮ নিষ্ঠীবনভোজী, ৯ কেশভুক্, ১০ শোণিতপায়ী, ১১ মত্তগ্রাহী, ১২ মাংসপ্রিয়, ১৩ ধূপভোজী, ১৪ জ্বরকারী, ১৫ ছিদ্রান্বেষী, ১৬সুযোগমত পরহিংসাকারী, ১৭ প্রেতগ্রহর্ত্তা, ১৮ অগ্নিদীপক, ১৯ ছেলেধরা (বালগ্রহ), ২০ সাগরবাসী, ২১ নরকদ্রোহী, ২২ যমদূত (যমরাজের দণ্ডধারী), ২৩ ক্ষুৎপিপাসী, ২৪ বালভুক্, ২৫ প্রাণভুক্, ২৬ রক্ষঃ, ২৭ ধূমপায়ী, ২৮ জলাবাসী, ২৯ বায়ুভুক্, ৩০ ভস্মভোজী, ৩১ বিষভুক্, ৩২ মরুবাসী, ৩৩ স্ফুলিঙ্গভোজী, ৩৪ বৃক্ষাবাস, ৩৫ মার্গবাসী ও ৩৬ দেহনাশী।

হিন্দুদিগের মত তিব্বতীয়েরাও মৃত্যুর পর মানবের প্রেতত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে, যমলোক বা নরকের উপর এবং রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সিতবনের নিম্নে প্রেতলোক অবস্থিত। ইহলোকে যাহারা অর্থগৃধ্নু, কৃপণ, পরশ্রীকাতর, অতিথিদ্বেষী ও ঔদরিক হয়, তাহারাই মৃত্যুর পর প্রেত হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান যেমন প্রেতের প্রীতিজনক ও প্রেতত্বমুক্তির উপায় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যেও এইরূপ বিশ্বাস আছে। মহালয়ার দিন যেমন হিন্দুগণ পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ ও পিণ্ডদান করিয়া থাকেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও ঐ দিন যাজক কর্তৃক প্রেতোদ্দেশে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, ঐ দিন উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় প্রদান করিলে প্রেত অচিরাৎ প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

প্রেতরাণী হারিতী।

হিন্দুতন্ত্রে যেমন ভূতশান্তির জন্য রণযক্ষিণীর পূজা বিধান আছে, বৌদ্ধদিগের রত্নকূটসূত্রে হারিতীনামে এক যক্ষিণীরও পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। এই যক্ষিণী ক্ষুধাতুর প্রেতদিগের রাণী। ইহার উত্তপ্ত বদনমণ্ডল ও পঞ্চশত সন্তান। হারিতী সন্তানদিগকে জীবং শিশু ধরিয়া খাওয়াইত। একদিন বুদ্ধমহামুদ্গলপুত্র হারিতীর গৃহে গেলেন। নিজ কমণ্ডলু মধ্যে তাহার পিঙ্গল নামক ছোট ছেলেটিকে লুকাইয়া ফেলিলেন। প্রিয়শিশুকে দেখিতে না পাইয়া হারিতী ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। অবশেষে সে সর্ব্বজ্ঞ মহামুদ্গলপুত্রের নিকট গিয়া শিশুর জন্য কাঁদিতে লাগিল। সেই বুদ্ধ কহিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, তুমি নিজ পাঁচশত পুত্রের সঙ্গে দুই তিন বর্ষের মানব-শিশুকে অনায়াসেই ভক্ষণ করিতেছ! তাহাতে তোমার মনে কোন কষ্ট হয় না, আর তোমার এতগুলি ছেলের মধ্যে একটীমাত্র পাইতেছ না বলিয়া তোমার এত কষ্ট! হারিতী তখন প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি আমার এই প্রিয়তম শিশুকে ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আর কোন মানুষের ছেলেকে গ্রাস করিব না। বুদ্ধ পিঙ্গলকে বাহির করিয়া দিলেন, ও নির্দেশ করিলেন যে, ভবিষ্যতে বৌদ্ধ-যতিমাত্রেই আহারের সময় তোমার উদ্দেশে এক এক গ্রাস অন্ন রাখিয়া দিবে।

নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ-মন্দিরদ্বারে হারিতীমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ইহার পূজা দিলে আর ভূতপ্রেতের আশঙ্কা থাকে না।

ডাকিনী ও মাতৃকা।

তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে নানা নাথ (গোঁ-পো), নানাপ্রকার ডাকিনী (খৃক্রো-মা) ও মাতৃকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক এক ডাকিনী এক এক নাথ বা ডাকের স্ত্রী, নাথ ও মহাকালীর সেনানী। ডাকিনীদিগের মধ্যে সিংহগ্রীবা ডাকিনীই প্রধানা। লাস্যা (গেগ্‌-মো মা), মালা (প্রেং-বা-মা), গীতা (লুমা), নৃত্যা (গর্‌মা), পুষ্পা (মে-তোগ্‌-মা), ধূপা (দুগ্‌-পোস্‌-মা), দীপা (মেল্‌-সল্‌-মা) ও গন্ধা (ত্রি-চা-মা) এই অষ্ট মাতৃকা। এতদ্ভিন্ন হয়গ্রীব (তম্‌দিন্) ও মহাকাল অনেকটা ভূতপতি বলিয়াও পূজিত হইয়া থাকে। ভূতগণের

মধ্যে প্রেত (য়ি-দ্বগ্),কুষ্মাণ্ড (গ্রুল্-বুম্), পিশাচ (সা-জা), ভূত (ব্যুং-পো), পূতনা (শ্রুল্-পো), কটপূতনা (লুস্-শ্রুল্-পো), উন্মাদ (ম্যো-ব্রেদ্), স্কন্দ (কেম্-ব্রেদ্), অপস্মার (এজেদ্-বেদ্), যক্ষ (গ্নিব্-গ্শেন), রক্ষঃ (স্রিন্ পো), রেবতী (নম্-গ্রু-হি- দোন্), শকুনী (ব্য-হি-দোন্), ব্রহ্মরাক্ষস (ব্রম্-জেহি-স্রিন্-পো) প্রভৃতি নানা অপদেবতার উৎপাতের কথাও তাঁহারা বিশ্বাস করেন।

সিদ্ধ।

এদেশে যেমন ভূতের ওঝা দেখা যায়, তিব্বতেও সেই রূপ 'গ্রুব্ চেন্' বা সিদ্ধ আছে। এদেশে ওঝারা তেমন সম্মানিত নয় বটে, কিন্তু তিব্বতে সিদ্ধের মহাসম্মান। প্রত্যেক লামারই এক এক জন সিদ্ধ সহচর আছেন। ভূত-পিশাচসিদ্ধ ও ভূতগণের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধপ্রযুক্ত অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিয়া সকলেই ইহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সিদ্ধমূর্ত্তি অনেকটা দিগম্বর ও লম্বিতকেশজাল। এ পর্য্যন্ত তিব্বতে যত সিদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে পদ্মসম্ভবই প্রধান। ইনিই লামামতের প্রবর্ত্তক। পদ্মসম্ভব ব্যতীত শাবরী (সা-প-রি-পা), রাহুলভদ্র বা শরভ (সরে হ-পা), মৎস্যোদর (লু-ই-পা), ললিতবজ্র, কৃষ্ণাচার্য্য বা কালাচারী (নগ্-পো-স্তোদ্-পা), তিলোপা ও নারো-ই প্রধান। তিলোপা ও নারো বেশীদিনের সিদ্ধ নহেন। এই সকল সিদ্ধ ভূত খাড়াইতে, ভূত নামাইতে ও অলৌকিক কাণ্ড করিতে সমর্থ ছিলেন।

ভৌতিক নৃত্য ও চড়ক।

তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (Devil dance) কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। প্রধানতঃ এই উৎসব বৎসরের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হওয়া থাকে। হিমিস্, লদাক, সিকিম, ভোটান প্রভৃতি সকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। এই উৎসব কোথায় লো-সি-ন্তু-রিং আবার কোথাও চোড় বা চোড়্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়্গ উৎসব বর্ষ-শেষে তিন চারিদিন থাকিতে আরম্ভ হয়। আরম্ভের পূর্ব্বে বহু দূরস্থিত গ্রাম হইতে জন সাধারণ দলে দলে আসিয়া উৎসব স্থানে সম্মিলিত হয়। কোন বৃহৎ মঠের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উৎসবমণ্ডপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এ উৎসবের উদ্দেশ্য এই যে, লামারা জন সাধারণকে দেখাইয়া থাকেন যে, তাঁহারা ভূত, পিশাচাদির কত নৈসর্গিক উপদ্রব হইতে সাধারণকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে তাঁহারা দেবী, নাথ, ধর্ম্মরাজ, হয়গ্রীব, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, জিমমিত্র, ডাকিনীরাজ প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে রঙ্গস্থলে অভিনয় করিয়া থাকেন। এদেশে রামলীলার সময় যেমন মুখোস পরা বিকট মূর্ত্তি দেখা যায়, লামারাও সেইরূপ মুখোস পরিয়া বা নানা রঙ্গে সাজিয়া দর্শক-বৃন্দের ভয়ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই চোড় বা চোড়্গ উৎসবই বাঙ্গালায় চড়ক নামে সর্ব্বজনবিদিত। আজ কাল নিম্নশ্রেণীর ডোম প্রভৃতি জাতিই ধর্ম্মের গাজন বা শিবের গাজন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা নিম্নশ্রেণীর হইলেও চড়কের কয়দিন উপবীত ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে ও হিন্দু সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এই চড়ক উৎসবের ব্যাপার হিন্দুশাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধকাণ্ড। বৌদ্ধপ্রাধান্তকালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এদেশীয় শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন। তৎকালে বৌদ্ধ রাজা হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা প্রজা সাধারণে মহোৎসাহে এই উৎসব দেখিতেন। শ্রমণেরা নানাসাজে সাজিয়া তিব্বতীয় লামা-গণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা-সমারোহে ধর্ম্মরাজ ও মহাকালের পূজা হইত। তিব্বতে এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও অন্যান্য ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণস্মৃতি-মাত্র জাগরূক। চড়কের পূর্ব্ব দিনে এদেশে যেমন বাণফোড়া হইয়া থাকে, অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় কোমরে ধুণাচীর দোলা বাঁধিয়া ধূপ পোড়ান হয়, তিব্বতে লামাদিগের মধ্যেও এ সকল প্রক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। এখানে যেমন চড়কের সন্ন্যাসীরা ভূতনাথ বা ভূতাদি সাজিয়া নানাস্থানে নাচিয়া বেড়ায়, তিব্বতে কিন্তু সেরূপ হইবার যো নাই। কেবল নির্দ্দিষ্ট উৎসবক্ষেত্রেই সেই চড়কপূজা বা ভূতের নাচ অভিনীত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রাজা হইতে অতি দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক উৎসব দর্শন করেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, এই উৎসবের ভীষণ তাণ্ডবে ভূতগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। চড়কের সময় অনেকেই সন্ন্যাসিগণের প্রচণ্ড তাণ্ডব দর্শন করিয়াছেন, তিব্বতীয়েরা তাহা 'মরাভূতের নাচ' বলিয়া গণ্য করেন।*

ভূত-শান্তি।

হিন্দুদিগের মত তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি সকল দেশের বৌদ্ধসমাজে ভূতশান্তি বা ভূতের ভয়-নিবারণার্থ নানাবিধ যন্ত্র, কবচ, ধারণী ও তাহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

* Waddell's Buddhism in Tibet (p. 528.) গ্রন্থে ঐরূপ ভূতের নাচের ছবি দ্রষ্টব্য।

হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন ভূতপ্রেতের ভয়-নিবারণার্থ নির্জ্জন-প্রান্তরে বা বন-প্রদেশে গিয়া পূজাদি শান্তির ব্যবস্থা আছে, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মধ্যেও তদনুরূপ ভৌতিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই সকল অনুষ্ঠানে তাহারাও হিন্দুদিগের মত 'ওঁম্ নমো তথাগত অভিষিক্ত সময় শ্রীহূম্ নমঃ চন্দ্রবজ্রক্রোধ অমৃত হুম্ ফট্' এইরূপ নানাতান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

• মুসলমানদিগের বিশ্বাস।

সকল স্থানের মুসলমানেরাই জিন বা ভূতের বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আবু-হুরায়রী-রচিত সুরাই-বোখারি নামক পুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর যেমন ক্ষিতি ও অপ্ হইতে আদমের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ জিনেরা 'মরিজ' অর্থাৎ তেজ ও বায়ু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। জিনেরা জাহান্নমে বাস করে। ইচ্ছামত যে কোনরূপ ধারণ করিয়া তাহারা মানবের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে। কোন কোন পীরের মতে জিনদিগের দেহ আছে। কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া তাহারা জিন বা অন্তর্যামী নামে খ্যাত। যেমন আদম ও হবা মানব জাতির আদি পিতামাতা, সেইরূপ 'জান' ও 'মরিজা' জিনদিগের আদি জনক-জননী। প্রকৃতি, আকার ও ভাষায় মনুষ্য হইতে জিনগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য্য করে, তাহারা 'জিন' এবং যাহারা নিত্য অসৎকার্য্য করে, তাহারা 'সয়তান' নামে আখ্যাত। জিনেরা কখন মানবের মন্দ করিতে চায় না। তবে ওঝা বা সিদ্ধগণের মন্ত্রপ্রভাবে তাহারা মানবের অনিষ্ট করিতে বাধ্য হয়। ইহারা অস্থিভুক্ ও বায়ুভুক্। জিনদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের অতিপ্রিয়, তাহারা 'হুরা' নামে প্রসিদ্ধ। জানের পুত্র সুমাস্, তৎপুত্র তার্ণুস্, তৎপুত্র হলিয়াহুস্। এই হলিয়াহুসের পুত্র মানবদ্বেষী মহাক্রুর সয়তান।

তফ্‌সির্-ই-বৈজাবি নামক কোরাণের টীকায় ও তবারিখ্‌ই-রৌজৎ উস্ সফা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সয়তান জিনের পুত্র হইলেও ঈশ্বর দয়া করিয়া জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাইল প্রভৃতি দেবদূতের ন্যায় তাহাকে আজাজিল অর্থাৎ পতিত দেবদূত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আদমের সমক্ষে মাথা হেঁট না করায় ও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় সয়তান 'ইব্‌লিস্' অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, সয়তানের চারি জন খলিফা বা সহকারী আছে। ১ম আলিকার পুত্র মলিকা, ২য় জমুসের পুত্র হামুস, ৩য় বল্লাবতের পুত্র মরদুৎ, ও ৪র্থ বাসিফের পুত্র যুমুক। সয়তানের পত্নীর নাম আব্বা। তাহার পুত্র ৯টী যথা—১ জলবায়মুন, ২ বাসির, ৩ আবান, ৪ হফ্‌কাম, ৫ ময়া, ৬ লাকিস্, ৭ মস্‌বুত, ৮ দাসিম, ৯ দলহান।

১ জলবায়মুন্—নিজ অনুচর সহ বাজারে থাকে, তথায় যত কিছু মন্দ কার্য্য, তাহা দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ২ বাসির্ (ওয়াসির্)—যত কিছু দুশ্চিন্তা ও দুঃখ ইহা দ্বারা পরিচালিত হয়। ৩ আবান রাজগণের পার্ষদ। ৪ হফ্‌কান—মদ্যপায়ীদিগের উৎসাহদাতা। ৫ ময়া—নৃত্যগীতের পরিচালক। ৬ লাকিস্—অগ্নিপূজকদিগের অধিপতি। ৭ মস্‌বুত—বার্ত্তাবহদিগের কর্ত্তা, নিজ অনুচর দ্বারা পরকুৎসা ও মানিকর মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া থাকে। ৮ দাসিম্—গৃহপতি, কাহারও মতে দস্তার-খান বা ভোজন-স্থানের অধিপতি; কেহ বহু দূর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের নাম মুখে না আনে অথবা ভোজনকালে 'বিসমিল্লা' উচ্চারণ করিতে না পারে, দাসিমের কেবল তাহাই চেষ্টা। ৯ দল্‌হান—নমাজ বা ভোজনাগারে থাকে, সাধু কার্য্যে নানা বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করে।

উক্ত নয় জনেই মানবের ঘোর শত্রু। ইহারা মানবদিগকে পাপ কর্ম্মে লিপ্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে।

জিনদিগের অধিপতি মল্লিক গৎসান, কাফপর্ব্বতে তাঁহার বাস। এই শৈলের পশ্চিমে তাঁহার ৩ লক্ষ পরিজন অবস্থান করিতেছে। পশ্চিমাংশে তাঁহার জামাতা আবদুল রহমন ৩৩০০০ অনুচর সহ রাজত্ব করিয়া থাকেন।

জিনদিগের অধিপতিগণের উপাধির পার্থক্য আছে, মুসলমান হইলে উপাধি 'হুস্' যেমন তায়হুস্, হলিয়াহুস্; অগ্নিপূজক হইলে ছুস্, যেমন সিদ্রুস্, য়িহুদী হইলে নাস্, যেমন জর্ন্নাস্ এবং হিন্দু হইলে 'তস্' যেমন নকৃতস্। হিন্দু হইলেও নকৃতস্ শিস্ নামক প্যাগম্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমান জিন বা ভূতদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি ইজাম্ আছে, তাহাদের নাম আবু-কর্দ্দা, মন্সুর, দরবাগ, কলিস্ ও আবুমালিক।

তফ্‌সীর-ই-কবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, জিন চারি প্রকার। ১ কল্‌কিউ (নভঃস্থলবাসী), ২ কুনবিউ (উত্তরকেন্দ্রবাসী), ৩ বল্কিউ (মর্ত্ত্যবাসী) ও ৪ কর্দ্দ্গীউ (স্বর্গবাসী)।

আবার তফ্‌সীর ই-নিজাবিউ নামক গ্রন্থে ১২ দল জিনের উল্লেখ আছে, এতন্মধ্যে ছয় দল রুম (তুরুক সাম্রাজ্য), ফিরঙ্গ (য়ুরোপ), যুনান (গ্রীস), রুম, বাবেল ও সজস্তান দেশে এবং বাকি ছয় দল মগ (কালমকুদিগের দেশ),

মাগগ (শাকদ্বীপ), মৌবা (নিউবিয়া), জঙ্গুবর (জাঞ্জি-বর) হিন্দ (হিন্দুস্থান) ও সিন্ধ (সিন্ধু) প্রদেশে বাস করে। এই সকল জিনদিগের আকৃতি ৯এর ১০ ভাগ বায়বীয় ও ১এর ১০ ভাগ মাংসবিশিষ্ট।

মুসলমানেরাও ভূতশান্তির জন্য অথবা ভূত ছাড়াইবার জন্য নানাপ্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, মাদুলী, পলিতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যন্ত্র ও চক্রাদি সাধারণতঃ নানারঙ্গে, গোময়ে ও কয়লায় অঙ্কিত হইয়া থাকে, ভূতা-বিষ্টকে তাহার মধ্যস্থলে বসাইয়া মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। সেই যন্ত্র বা চক্রের চারি পার্শ্বে ফল, ফুল, পাণ, সুপারি, তাড়ি ও নানাপ্রকার মদ্য রাখিতে হয়। কেহ বা সেই চক্রের সম্মুখে একটী মহিষ কাটিয়া তাহার চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়া সম্মুখে মহিষমুণ্ড রাখে ও তদুপরে বাতিদান রাখিয়া অভিমন্ত্রিত পলিতা জালিয়া দেয়। মহিষের স্থলে কেহ বা মুরগী উৎসর্গ করে, কেহ বা তৎপরিবর্ত্তে রোগীর হস্তে দিয়া দুই একটী টাকাও সেই স্থানে রাখে। তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে আরবী মন্ত্র পাঠ করে ও নানাপ্রকার অঙ্গচালনা করিতে থাকে।

মন্ত্রটী এই—"আজমন্তো আলেকুম, ফথমু ফথমু, হস্কিবারকা, হস্কিবারকা আলমীন আলমীন, সকিকা সকিকা, আকাইসন আকাইসন্, বল্লিসন্ বল্লিসন্, তলিসন্ তলিসন্, সুরদন সুরদন, কহলন্ কহলন, মহলন্ মহলন্, সখিবন্ সখিবন্, সদিদন সদিদন্, নবিঅন্ নবিঅন্, বাহকে খাতিমাই সুলে-মান বিন্ দাউদ (আলী হিম্ মুস্ সলাম্) ওআয়ক্ক মিন্ আনার বিল মহারায়কায় বল্ মগরায়বায় বো মিন্ আনেবিল্, ই মল্লে বল্ ই-সম্-রো।"

অবশেষে রোজা রোগীকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার কোন প্রকার অঙ্গমর্দ্দ বা নেশা হইয়াছে কি না, মাথায় ভার বোধ, অথবা মনে কোন প্রকার আতঙ্ক হইতেছে কি না? অথবা পশ্চাৎ হইতে কেহ যেন তাহার মাথা নাড়িতেছে এরূপ বোধ হইতেছে কি না? রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার ভূতাবেশ হই-য়াছে কি না রোজা ঠিক করিয়া ফেলে। মানুষের শরীরে ভূতাবেশ করিবার জন্য অথবা ভূত তাড়াইবার জন্য আরব্য, পারস্য ও হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত নানাপ্রকার মন্ত্র আছে। মুসলমান ওঝাদিগের নিকট সেই সকল মন্ত্র শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন সয়তান মানব দেহ-আশ্রয় করিলে ভূতা-বিষ্টকে দুই চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত অচল করিয়া ফেলে, সে সময়ে কোন কথাই বলে না, কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। এই ভূতকে ধরিবার জন্য ওঝা কোরাণ হইতে "ইন্না আল্লাহ্ ইআ আয়াহুশৈস্ অন্ ইউকুল্লা লহু কুন্-ফুই আয়কুণা ক সুতান লজী বে এউদেহিন্ মল্লকুতো কুল্ল শৈন্ ব ইলহে তুর্জাউন্" এই সুরাটি ওবার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

কখন কখন মুসলমান ওঝারা ভূতাবিষ্টের কাণে 'ইআ সম্বিও তস্বাতা বিস্ সম্বে বস্ সম্বে কি সম্বে সমুকা ইআ সম্বিও' এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ফুক্ দেয়।

যখন ভূত ভাল করিয়া চাপিয়া বসে, তখন ভূতাবিষ্ট প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে। কখন বড় পলিতা লইয়া আলো জালায়, আবার কখন সেই পলিতার জলন্ত অংশ মুখের ভিতর পুরিয়া নিবাইয়া ফেলে, কেহ বা মুরগীর ঘাড় কামড়াইয়া টাটকা রক্ত পান করে। যখন আবলতাবল বকিতে থাকে, ওঝা প্রথমে সেই ভূতের নাম চিহ্ন, ধাম, বদ্ধ কি মুক্ত, এখন সে যাইতে চায়, আর ভূতাবিষ্টের দেহে কি করিতে ইচ্ছা করে, এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করে। ভূত যদি যথাযথ উত্তর দেয় ত ভালই, উত্তর না দিলে ওঝা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়িতে থাকে ও মারিতে থাকে, তাহাতে ভূত অবশেষে সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। ভূতের পরিচয় পাইলে ওঝা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, কি লইয়া প্রস্থান করিবে, অথবা কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। ভূতও প্রধানতঃ একসের বা আধসের জোয়ারী, খই, মুড়কি, দধি, ভাত, মৎস্য বা মাংসের ঝোল, ডিম, মহিষ, ভাড়ী, শরাব, শিরণি, নানা-প্রকার ফল ফুল, ময়দার প্রস্তুত বাতি বা নরনারী মূর্ত্তি, অথবা অপর কোন দ্রব্য চাহিয়া বসে। ওঝা ভাঙ্গা সরায়, কুলায় অথবা চুবড়ীতে ভূতের অভিপ্রেত দ্রব্য সাজাইয়া ভূতা-বিষ্টের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সম্মুখে ও পশ্চাতে তিনবার ঘুরাইয়া রাখে। পরে সেই সকল দ্রব্য কোন বৃক্ষতলে বা নদীতীরে রক্ষা করে অথবা ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিয়া দেয়।

ভূত ছাড়িবার অগ্রে ওঝা জিজ্ঞাসা করে যে, কোন স্থানে রোগীকে ফেলিয়া যাইবে ও কি লইয়া যাইবে। ভূত স্থান ও দ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু ওঝার তাহাতে মনঃ-পূত না হইলে ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'এখান হ'তে ছাড়িয়া যা, মুখে ছেঁড়া জুতা ও মাথায় শিল লইয়া যা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময় ভূতাবিষ্ট কখন বা প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, তদ্দৃষ্টে উপস্থিত সকলে ভয়ে সরিয়া যায়। কখন বা ৪।৫ মণ পাথর (যাহা ৪।৫ ব্যক্তি সহজে তুলিতে পারে না) অনায়াসে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পলায়। ওঝা তাহার মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়, পড়িবার সময় ছাড়িয়া দেয়। পড়িবার

কালে ভূতাবিষ্ট প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। এ সময় ওঝা "আওজু উল্ কুর্সি" ইত্যাদি কোরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করে ও একটা লোহার চিমটা বা কাঠের গোঁজ মাটিতে ঠুকিতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে ভূতাবিষ্ট ভূতলশায়ী হয়, তৎক্ষণাৎ ওঝা তাহার দুই এক গাছি চুল ছিঁড়িয়া লইয়া তাহা একটী বোতলে পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখে। সকলে মনে করে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি ভূত চিরদিন বন্দী থাকে। পরে সেই বোতলটী মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে, অথবা পোড়াইয়া ফেলে। এরূপ হইলে আর ভূত আসিতে পারে না।

ভূত ছাড়িয়া গেলে পর ভূতাবিষ্ট সংজ্ঞা লাভ করে। তখন রোগীর চোকে মুখে জল দিয়া ওঝা 'আত্‌মথ্ আতমথ্ তম্মাথ তম্মাথ, তম্‌সিহিং কল্ কম্মসে কানহু অস্থাল-লাতিন্, সফরিন্ ওটিক্ ওটীক' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ও পরে 'লাহোবল্ বো লাকুব্-বতা ইল্লা বিল্লা হিল্ আলি উল্ আজিম্' এই মন্ত্রে জল পড়িয়া সেই জল পীড়িতকে পান করিতে দেয়।

তৎপরে তাহাকে ঘরে আনিয়া তাহার হাতে পায়ে জল দিয়া ধুইয়া দেওয়া হয় ও ওঝা ভয়-নিবারণের জন্য কণ্ঠে বা বাহুতে মন্ত্রযুক্ত তাবিচ বা কবচ বাঁধিয়া দেয়।

এইরূপ নানাপ্রকার প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না*।

মুসলমানেরা ভূতশান্তির জন্য যেরূপ চক্র বা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার এক একটী চিত্র প্রদর্শিত হইল :—

ভৌতিক চক্র।
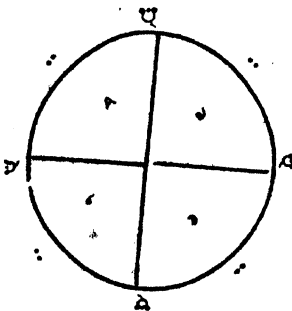
ভূতনাশক চতুষ্কোণ যন্ত্র।

অপর একটী চক্র।

[ভূতাবিষ্ট শব্দে চক্র দেখ।]

পাশ্চাত্ত্যমত।
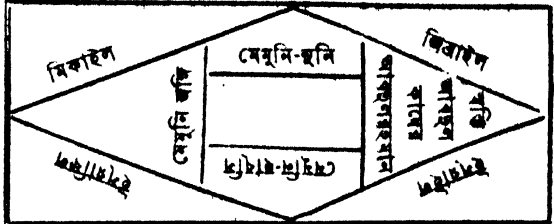
পূর্ব্বকালে গ্রীক ও রোমকগণ জগতের অপর স্থানের লোকের ন্যায় সকলেই জিন ও সয়তান বিশ্বাস করিতেন। জিন বা দেবগ্রহেরা লোকের মঙ্গলের চেষ্টা পায়, সয়তান বা অপদেবগণ নিয়তই মানবের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, এরূপ সকলেরই বিশ্বাস ছিল।

দুগ্রহগণ মুসলমান-শাস্ত্রে 'জিন', গ্রীক, রোমক ও য়িহুদী-দিগের নিকট 'এঞ্জেল্' বা দেবদূত বলিয়া গণ্য। য়িহুদীদিগের 'তালমুদ' নামক প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যহই এঞ্জেলের সৃষ্টি হইতেছে, তাহারা সৃষ্টিমাত্রই ভগবানের নাম গান করিয়া লীলা শেষ করে। আবার কোন কোন এঞ্জেল বড়-জীব, ও বিরাট্ কায়, শত বর্ষ চলিয়া যতটা স্থান অতিক্রম করা যায়, এক একটী এঞ্জেলের আকার তত বড়। কেহ বা অগ্নি, কেহ জল, কেহ বা বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বেরেসিথ রব্বা নামক য়িহুদীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান্ সৃষ্টির প্রথম দিনেই এঞ্জেলের সৃষ্টি করেন, মতান্তরে যে দিনে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে; মানব সৃষ্টিকার্য্যে কেহ ভগবানকে পরামর্শ দিয়াছিল, আবার কেহ কেহ নিষেধ

* তজ্‌কীরুই কবীর, জবাহিরুই খম্‌সা, ময়াই-বোখারি প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

করিয়াছিল। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবানের বদন-নিঃসৃত প্রতিশব্দে এক একটী এঞ্জেল আবির্ভূত হইয়াছিল। (Psalm XXXIII, 6.)

রাব্বিদিগের গ্রন্থে ৭০টী এঞ্জেলের উল্লেখ আছে। বাবেলনির্ম্মাণকালে এই ৭০ জন ৭০টী জাতির অধিদেবতারূপে গণ্য হইয়াছিল। এই ৭০টীর মধ্যে কতকগুলি জ্যোতিষ্মান্ দেবদূত, আবার কতকগুলি গাঢ় অন্ধকারের পিশাচ। জগতের সমস্ত পদার্থ, এমন কি তৃণ-গুল্মের পর্য্যন্ত এক একটী এঞ্জেল 'মাসাল' অর্থাৎ অধিদেবরূপে বা ক্ষেত্রপালরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল অধিদেবগণের মধ্যে ভগবান্ ইস্রাহেলকে সর্ব্বপ্রধান করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আকৃতরিএল্, মেতাত্রোণ ও সোদালকোন নামা তিন জন এঞ্জেলের নাম পাওয়া যায়। ইহারা ইস্রাহেল-ধর্ম্মীদিগের স্তবগুলি লইয়া মালা প্রস্তুত করিত। ইহাদের মধ্যে মেতাত্রোণই এঞ্জেলদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত। হিব্রুজাতি বাবেলে বন্দী হইবার পূর্ব্বে এঞ্জেলের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহারা এই বাবিলন হইতে এঞ্জেলের নাম শুনিয়াছিলেন। রাফাএল্, মিকাএল্, জব্রিএল্ ও উরিএল্ এই কয়জন এঞ্জেলের নাম তাঁহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাইবেলের নববিধানে কেবল মিকাএল্ ও জব্রিএলের কথা বিবৃত হইয়াছে।

য়ুরোপীয়েরা এখন 'এঞ্জেল' বলিলে ঈশ্বর-দূত মনে করেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা এরূপ মনে করিতেন না; গ্রীকগণ তাহাদিগকে ভূত বা দানব এবং রোমকেরা জিন বা অপদেবতা বলিয়া মনে করিতেন।

বাইবেলে লিখিত আছে,—এঞ্জেলগণ সকলেই প্রথম অবস্থায় নিষ্পাপ ও পবিত্রচেতা ছিলেন। তখন তাঁহারা ভগবানের নিকট স্বর্গধামে বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পাপভাগী হইলেন। পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বধাম-চ্যুত অর্থাৎ স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ স্বভাব চিরকালের জন্ত চলিয়া গেল, ভয়ানক ভাব ধারণ করিল, দুরপনেয় পাপরাশি মধ্যে তাহারা বাস করিতে লাগিল। তাহারা পাপকে পুণ্য ও পুণ্যকে পাপ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসা, পাপেচ্ছা ও দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ নিয়তই তাহাদের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে। এই জন্তই বাইবেলে তাহারা "evil angel" বা "unclean spirit" বলিয়া গণ্য। তাহাদের অধিপতিই সয়তান। মানবদেহের উপর তাহারা শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে। যখন তাহারা কাহারও উপর শক্তি বিস্তার করে, তখনই সেই ব্যক্তিকে ভূতাবিষ্ট বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, 'সয়তান' বা ভূতের কার্য্য ধ্বংস করিবার জন্ত যীশু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

য়িহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ তালমুদে বর্ণিত হইয়াছে—'এই ভূতদিগের উৎপাতেই কোন মানব তিষ্ঠিতে পারে না। মানবের সংখ্যা হইতে তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। যেমন কোন বাগানের চারিদিকে ঘন ঘন বেড়া দেওয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ আমাদের চারিদিকে খাড়া রহিয়াছে। যদি কেহ ভূতের উপস্থিতি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কতকগুলি পরিষ্কৃত ভস্ম চালুনী দ্বারা ছাকিয়া আপনার বিছানার চারিপাশে ছড়াইয়া রাখ, প্রভাতে কুক্কুটের পদবৎ চিহ্ন দেখিয়া ভূতের উপস্থিতি বুঝিতে পারিবে। যদি কেহ চর্ম্ম চক্ষে ভূত দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে কৃষ্ণবিড়াল তাহার মাতার গর্ভে প্রথম জন্মিয়াছে, সেই বিড়ালের জরায়ু লইয়া তাহা অগ্নিতে দাহ করিবে, পরে তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার অল্পমাত্রা নেত্রদ্বয়ে লাগাইয়া দাও, তখন অনায়াসে ভূত দেখিতে পাইবে।

ভূত ঝাড়ান।

পূর্ব্বকালে য়ুরোপীয় সকল জাতিই ভূতাবেশ বিশ্বাস করিত ও উপযুক্ত লোক দ্বারা ভূত ঝাড়াইত। রোমক ও গ্রীক সমাজ-ভুক্ত খৃষ্টীয় যাজকদিগের মধ্যে ঝাড়ান-প্রথা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে কোন দেবোপাসককে খৃষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় বিসপ তাহাকে ঝাড়াইয়া লইতেন। ঝাড়াইবার সময় দীক্ষাগ্রহণকারী বলিত যে, আমি এই সঙ্গে দেবদূত, ভূত ও সয়তান প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিলাম। বাইবেল হইতে জানা যায় যে, যীশুখৃষ্ট ভূত ঝাড়াইতে পারিতেন। এমন কি খৃষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে, যীশুখৃষ্টের নাম করিলে ভূত সকল দূরে পলাইয়া যায়। খৃষ্টান-যাজক কর্ত্তৃক ভূত ঝাড়াইবার প্রথা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইলেও খৃঃ ৩য় শতাব্দেই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। ঝাড়াইবার পূর্ব্বে ও পরে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। যথা—উপবাস, স্তোত্রপাঠ, জানু পাতিয়া প্রণাম, শিরে হস্তদান, পাদুকা ও বস্ত্রমোচন, পশ্চিমমুখীকরণ, সয়তান ও তাহার কার্য্যবর্জ্জন, ত্রিতয়ের (Trinity) নাম করিয়া দীক্ষিতের মস্তকে ২।৩ বার ফুৎকার বা নিশ্বাস প্রদান। খৃষ্টজন্মের প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দ পর্য্যন্ত কেবল প্রধান যাজক ও পুরোহিতেরাই, ঝাড়াইতেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর পরে এই কার্য্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারিগণের উপর বিন্যস্ত হইয়াছিল। রোমক-খৃষ্টান-সমাজের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি মধ্যে (Rituale Romanum) আর

ত্রিশ পৃষ্ঠা ভূত ঝাড়াইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উন্মত্ততা হইতে ভূতাবেশের লক্ষণ কতই প্রভেদ, এ সম্বন্ধে উক্ত পদ্ধতি গ্রন্থে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

'যাহাদিগকে ভূতে পায়, তাহারা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট ভাষা অনর্গল প্রয়োগ করিতে থাকে, কিংবা যাহা তাহারা বকে, সমস্তই বুঝিতে পারে। যে ছরবগাহ গুহ্যবিবর অপরে জানে না, তাহারা সে রহস্যও প্রকাশ করিতে পারে; তাহাদের ক্ষমতার অতীত শক্তি ও বয়োবৃদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ। যখন অধিকাংশ উক্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তখন ভূতাবেশের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।' এদেশে যেমন ওঝা, তিব্বতাদি স্থানের বৌদ্ধগণের সিদ্ধ ও মুসলমানদিগের মধ্যে 'সিয়ানা' আখ্যাত ব্যক্তি বিশেষ যেমন ভূত ঝাড়াইয়া থাকে, রোমক-সমাজভুক্ত খৃষ্টানদিগের মধ্যে Exorcist বা ঝাড়ানিয়াগণ সেইরূপ ঝাড়াইয়া থাকেন।

ঝাড়ানিয়া লক্ষণ দেখিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে, ভূতাবেশ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রথমে একটী ক্রুশ লইয়া ভূতাবিষ্টের হস্তে বা সে দেখিতে পায়, এমন স্থানে রাখিয়া দেন। নিকটে যদি কোন খৃষ্টান সাধুর দেহাবশেষ বা প্রসাদিত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা লইয়া পীড়িতের বক্ষে ও মস্তকে মাখাইয়া দেওয়া হয়। যদি সে বেশী বকিতে থাকে, তাহা হইলে ঝাড়ানিয়া তাহাকে নীরব হইতে ও কেবল তাঁহার প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আদেশ করেন। প্রথমে ভূতের সংখ্যা, নাম ধাম, তাহাদের আগমন কাল,আগমন কারণ ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি সে বলে, আমি অমুক সাধু বা দেবদূত আসিয়াছি। ঝাড়ানিয়া সে কথায় কখন বিশ্বাস করিবেন না। ঝাড়াইবার সময় পীড়িতকে গীর্জ্জার ভিতর এক কোণে লইয়া যাওয়া হয়। ঝাড়ানিয়া ক্রুশ লইয়া পীড়িতকে দেখান ও তাহাকে জানুপাতিয়া বসিতে বাধ্য করেন, তৎপরে তাহার মাথায় পবিত্র বারি ছিটাইয়া দেন। অনন্তর তিনি প্রার্থনামন্ত্র, স্তোত্রগান ও স্তব পাঠ করিতে থাকেন। পরে ভূতের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার পর ভূতছাড়ান মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। উহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

"I exorcise thee, unclean spirit, in the name of Jesus Christ, tremble, O Satan thou enemy of the faith, thou foe of mankind, who has brought death into the world; who hast deprived men of life, and hast rebelled against Justice; thou seducer of mankind, thou root of all evil, thou source of avarice, discord and envy."

যদি এই সকল কথাতেও ভূত ছাড়িতে না চায়, এরূপস্থলে ঝাড়ানিয়া অতি কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যে কথায় ভূতগণ কাঁপিবে, এরূপ শব্দ সকল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ও কুশাঘাত করিতে থাকেন। এইরূপে কখন কখন ঝাড়ানিয়া ৩।৪ ঘণ্টা ভূতের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেন ও চীৎকার করিতে থাকেন। অবশেষে ভূত ছাড়িয়া যায়।

হিন্দুদিগের ওঝারা যেমন জলপড়া, ভূত-প্রবেশ-নিবারণার্থ গৃহবন্ধন, দেহবন্ধনাদি করিয়া থাকেন, রোমক-সমাজের ঝাড়ানিয়াকেও সেইরূপ বন্ধনাদি করিতে দেখা যায়। তাঁহারা ঝাড়াইবার সময় অনেক স্থলেই পেটার নষ্টার (Pater Noster), আবে মরিয়া (Ave Maria) প্রভৃতি নাম করিয়া থাকেন।

গ্রীকসমাজস্থ-খৃষ্টানেরা ভিন্ন প্রকারে ভূত ঝাড়াইয়া থাকেন। কাহারও ভূতাবেশ হইলে তাহাকে শৃঙ্খল দ্বারা খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। গীর্জার পোষাকে সাজিয়া কয়েকজন যাজক তাহার নিকট উপস্থিত হন ও প্রায় ছয় ঘণ্টা বাইবেলের চারি অংশের (Gospels) কোন কোন অংশ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠ করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা উপবাসী থাকিতে হয়। দ্বিতীয় দিনেও উপবাসী থাকিয়া পূর্ব্ববৎ পাঠ করিতে থাকেন। তৃতীয় দিনে পাঠকার্য্য সমাপ্ত হয়। পাঠকালে ভূতাবিষ্ট ভগবানের নিন্দা, মানবজাতির উপর আক্রোশ, অভিসম্পাত, নানা প্রতিজ্ঞা, বিকটরব ও গালাগালি করিতে থাকে, কিন্তু যাজকেরা তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাঁহারা এক মনেই উক্ত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠকার্য্য অতি সাবধানে, সুনিয়মে ও বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয়। এক জনের পাঠ যেমন শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন; একটী বর্ণ ও মাত্রাও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত যাজকের পাঠ শেষ হইল আর একজন শুদ্ধাচারী গুণী যাজক আসিয়া বাসিল (St Basil) নামক এক সিদ্ধের ঝাড়ান মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মন্ত্রপাঠ শুনিয়া ভূত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। তখন সেই গুণী অতি কঠোরভাবে সেই ভূতকে গালি দিতে থাকেন। সেই উত্তেজনায় ভূত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। ছাড়িবার সময় ভূত বহু কষ্ট দেখায় ও ছাড়িয়া গেলে ভূতাবিষ্ট মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইয়া থাকে।

এখনও রোমক ও গ্রীকসমাজে ঝাড়ানিয়া বা ওঝা দৃষ্ট হয়। এমন কি, উচ্চতম রোমক ধর্ম্মাচার্য্যগণের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারে ব্যক্তিবিশেষ দীক্ষিত হইয়া থাকেন এবং স্ব স্ব ধর্ম্মসমাজের একজন কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হন।

উপসংহার।

উপরে সভ্য-সমাজের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ হইল। কিন্তু সভ্যসমাজ অপেক্ষা বন্য ও অসভ্যদিগের মধ্যেই ভূতের

ভয় কিছু বেশী। ভূতের ভয় হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাহারা নানা ব্যাপার করিয়া থাকে। এদেশে ভূতচতুর্দ্দশীর দিন ভূতভয়নিবারণ ও ভূত তাড়াইবার জন্য অপামার্গশাখাঘূর্ণন চতুর্দ্দশ শাক ভক্ষণ, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ বা অগ্নিস্পর্শ প্রভৃতি যেরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার দৃষ্ট হয়, দক্ষিণগিনির অসভ্য লোকেরাও সেইরূপ একদিন এক এক গ্রামের সমস্ত লোকে একত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে আগুন জ্বালাইয়া মহাকোলাহল করিয়া ভূত তাড়াইয়া থাকে।

[কোল, ভীল প্রভৃতি শব্দে অসভ্যজাতির বিবাসাদি দ্রষ্টব্য]

ভৌতী (স্ত্রী) ভূতানাং ভূতযোনীনামিয়মিতি ভূত-অণ্, ঙীপ্, তস্যাং ভূতানামধিকারিত্ববিজ্ঞানমস্যাস্তথাত্বং। রাত্রি। (হেম)

ভৌত্য (পুং) ভূতেরপত্যং পুমান্, ভূতি-অপত্যার্থে ষ্যঞ্। ভূতিমুনিপুত্র, চতুর্দ্দশ মনু।

ভূতিমুনির ঔরসে ভৌত্য নামে মনু পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। এই মন্বন্তরে চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির ও ধারাবৃক এই পঞ্চ দেবগণ আবির্ভূত হইবেন, শুচি এই মন্বন্তরে ইন্দ্রত্ব পদ পাইবেন, তিনি অন্যান্য ইন্দ্রের ন্যায় সমুদয় গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহু, শুচি, মুক্ত, মাধবশক্র ও অজিত এই সাতজন সপ্তর্ষি; গুরু, গভীর, ব্রধ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, শ্রীমানী, প্রবীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বী ও সুবল, ইঁহারা তাঁহার পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০০ অ°) [মনু দেখ]

ভৌম (পুং) ভূমেরপত্যং ভূমি-শিবাদিত্বাৎ অণ্। ১ মঙ্গলগ্রহ। (বৃহৎস° ৫।৬০) ২ নরকরাজ। তস্যেদমিত্যণ্। (ত্রি) ৩ ভূমিভব।

"ভৌমেন প্রাবিশদ্ ভূমিং পর্ব্বতেনাভবদ্ গিরিঃ।
অন্তর্দ্ধানেন চান্যেন পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ॥" (ভারত ১।১৬৯।২০)

৪ অম্বর। ৫ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনি°) ৬ আসনভেদ।
'ভৌমং বীরাসনং চৈব যোগসাধনকারণম্'। (বৃহন্নারদীয়পু°)

ভৌমিক (পুং) ১ভূম্যধিকারী। ২রাবণার্জ্জুনীয় কাব্যপ্রণেতা। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ততিলকে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভৌমচার (ত্রি) জ্যোতিষোক্ত মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারবিশেষ। মানবপ্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা মঙ্গলের প্রকোপ বশতই হইয়া থাকে।

"যেষে তু ভৌমো রক্তসং প্রচণ্ডং শূরং নরং সাহসকর্ম্মশীলম্।
তেজস্বিনং সাত্ত্বিকমপ্রমত্তং দুর্দ্ধর্ষণং দানপরং প্রসূতে॥"
(মীনরাজজাতক)

ভৌমজল (ক্লী) ভূমি-অণ্, ভৌমং জলং। ভূমিসম্বন্ধি সলিল।

"ভৌমমম্ভো নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ।
জাঙ্গলং পরমানূপং ততঃ সাধারণং ক্রমাৎ॥" (ভাবপ্রকা°)

ভৌমজল তিন প্রকার—জাঙ্গল, আনূপ ও সাধারণ। যে দেশ অল্পজল ও অল্পবৃক্ষ-সমন্বিত এবং রক্তপিত্তের প্রকোপজনক, তাহাকে জাঙ্গলদেশ এবং সেখানকার জলকে জাঙ্গল-জল বলা যায়। যে দেশ জলবহুল ও বহুবৃক্ষযুক্ত এবং যে স্থলে প্রায়ই বাতশ্লেষ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আনূপ দেশ ও সেখানকার জলকে আনূপ-জল এবং যেখানে আনূপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের লক্ষণই লক্ষিত হয়, তাহা সাধারণদেশ এবং তথাকার জল সাধারণ-জল পদবাচ্য।

জাঙ্গলজল—রূক্ষ, লবণরস, লঘু, পিত্তঘ্ন, অগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক, হিতকর এবং বহু বিকারের উৎপাদক। আনূপজল অভিষ্যন্দী, মধুররস, স্নিগ্ধ, গাঢ়, গুরু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক, হৃদয়গ্রাহী, এবং বহুবিকারজনক। সাধারণ জল—মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, শীতল, লঘু, তৃপ্তিকারক, রুচিকর, এবং পিপাসা, দাহ ও ত্রিদোষনাশক। (ভাবপ্র°)

ভৌমদেবলিপি (পুং) লিপিবিশেষ। (লালতবিস্তর)

ভৌমন (পুং) আদিসর্গে ভবতীতি ভূ কর্ত্তরি মন্, ভূমা ব্রহ্মা, তস্যাপত্যং অণ্, মনন্তত্বাৎ ন টের্লোপঃ। বিশ্বকর্ম্মা।

"সসর্জ্জ যং সুতপসা ভৌমনো ভুবনপ্রভুঃ।
প্রজাপতিরনির্দ্দেশ্যং যস্য রূপং রবেরিব॥" (ভারত ১।২২৩।১২)

ভৌমপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক রাজা।

ভৌমব্রত, (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

ভৌমরত্ন (ক্লী:) ভূমৌ জাতং, ভূমি-অণ্, তাদৃশং রত্নং। প্রবাল। (রাজনি°)

ভৌমিক (ত্রি) ভূমিমধিকরোতি যঃ ভূমি-ঠন্। ১ ভূম্যধিকারী। ভূঁয়া। [বার ভূঁয়া দেখ।] ২ ভূমিস্থিত।

"স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।
ভৌমিকৈস্তে সমাজ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ॥" (মনু ৫।১৪২)

৩ ভূমিসম্বন্ধীয়।

ভৌমী (স্ত্রী) ভূম্যাং জাতা ভূমি-অণ্, স্ত্রীয়াং ঙীষ্। সীতা।

ভৌমেন্দ্রপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক নরপতি।

ভৌর (পুং) ভূরির গোত্রাপত্য।

ভৌরিক (পুং) ভূরিসুবর্ণমধিক[illegible]তীতি ঠক্। কনকাধ্যক্ষ।

ভৌরিকি (পুং স্ত্রী) ভূরিকস্য ঋষেরপত্যমিঞ্। ভূরিক ঋষির গোত্রাপত্য।

ভৌরিক্যাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণ, যথা—ভৌরিকি, ভৌলিকি, চৌপয়ত, চৈটয়ত, কাণের, বাণিজক, বালিকাজ্য, সৈকয়ত, বৈকয়ত। (পাণিনি)

ভৌলিকি (পুং স্ত্রী) ভৌরিকি বাহুলকাৎ রস্য ল। ভৌরিকি শব্দার্থ।

ভৌলিঙ্গ (পুং স্ত্রী) ভূলিঙ্গস্য ধণজ্ঞেষতাপত্যং অণ্। ভূলিঙ্গধপাপত্য। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ রাজপুতানার আরাবল্লি পর্ব্বত ও মরুভূমি-মধ্যবর্ত্তী স্থানভেদ।

ভৌবন (ত্রি) ভুবন সম্বন্ধীয়।

ভৌবনায়ন (পুং) ভুবনের গোত্রাপত্য।

ভৌবাদিক (পুং) ভ্বাদৌ গণে পঠিতঃ ঠক্। ভ্বাদিগণে পঠিত ধাতু।

ভৌবায়ন (ত্রি) ভুবনাখ্য অগ্নির অপত্য। "অয়ং পুরো ভুবঃ, তস্য প্রাণো ভৌবায়নঃ" (শুক্লযজুঃ ১৩৫৪) 'ভৌবায়নঃ ভুবস্য অগ্নেরপত্যং ভুব-সত্তাদিত্বাৎ ফক্।' (বেদদীপ)

ভ্যস, ভয়। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্যসতে। লোট্ ভ্যসতাং। লুঙ্ অভ্যসিষ্ট।

ভ্যসতে, (অব্য॰) উত্তর দিক্। (নিঘণ্ট্)

ভ্রাশ, ভাস, দীপ্তি। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রাশতে। লিট্ ভ্রেশে, বভ্রাশে। ঋদিৎ লুঙ্ পরস্মৈপদী অবভ্রাশৎ। (দুর্গাদাস)

ভ্রাশ, দীপ্তি। দিবাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রাশ্যতে। (দুর্গাদাস)

ভ্লাস, দীপ্তি। ভ্বাদি॰ পক্ষে দিবাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্লাসতে। দিবাদিপক্ষে ভ্লাস্যতে। (দুর্গাদাস)

ভ্রংশ (ভ্রন্শ), ১ অধঃপতন। ২স্খলন। ৩ পলায়ন। দিবাদি॰ পক্ষে ভ্বাদি॰ পরস্মৈ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রশ্যতি। লিট্ বভ্রংশ, বভ্রংশতুঃ। লুট্ ভ্রংশিতা। লৃট্ ভ্রংশিষ্যতি। লুঙ্ অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্ বিভ্রংশিষতি। যঙ্ বাভ্রশ্যতে। যঙ্ লুক্ বাভ্রংষ্টি। ণিচ্ ভ্রংশয়তি। লুঙ্ অবভ্রংশৎ। ভ্বাদিপক্ষে আত্মনেপদী। লট্ ভ্রংশতে।

ভ্রংশ (পুং) ভ্রন্শ-ভাবে ঘঞ্। ১ অধঃপতন।
"উদ্বেজনাদধর্ম্মস্ত তস্মাদ্ ভ্রংশো মহীপতেঃ।"(কামন্দক॰ ১।৩৭)
২ নাশ।

ভ্রংশকলা (অব্য॰) হিংসা। (গণরত্নটীকা)

ভ্রংশথু (পুং) ভ্রংশ-অথুচ্। ভ্রংশ, অধঃপতন।

ভ্রংশন (ত্রি) অধঃপতন।

ভ্রংশিন্ (ত্রি) ভ্রংশ-ইনি। ভ্রংশযুক্ত, নাশবিশিষ্ট। প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক ভ্রংশ ধাতুর উত্তর ইন্ হইয়া থাকে। যথা—
"দষ্টৈরদ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা।" (শকুন্তলা)

ভ্রকুংশ (পুং) ভ্রুবা কুংসো ভাষণং যস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকপুরুষ। (অমরটীকা ভরত)

ভ্রকুংস (পুং) ভ্রুবা কুংসো ভাষণং শোভা যস্য বাসঃ, "ভ্রকুংসাদীনামকারো ভবতীতি বক্তব্যং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উকারাভাবং। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকপুরুষ। পর্য্যায়—ভ্রূকুংস, ভ্রুকুংস, ভূকুংস, ভ্রুকুংশ।

ভ্রকুটি (স্ত্রী) ভ্রুবোঃ কুটিঃ কৌটিল্যং "ভ্রুকুংসাদীনামকারো ভবতীতি বক্তব্যং" ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা উকারাভাবং। ক্রোধাদি-দ্বারা ভ্রূর কৌটিল্য, ভ্রূভঙ্গ। ইহার রূপান্তর—ভ্রূকুটি, ভ্রুকুটি, ভ্রূকুটী, ভৃকুটি, ভ্রকুটী, ভৃকুটী। (অমর ও ভরত)

ভ্রন, শব্দ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ ভ্রণতি। লুঙ্ অভ্রণীৎ, অভ্রাণীৎ।

ভ্রভঙ্গ (পুং) ভ্রুবো ভঙ্গঃ, ভ্রকুংসাদিবৎ উকারাভাবং। ভ্রূভঙ্গ।

ভ্রম্, ১ চলন। ২ অনবস্থান। ৩ ভ্রমণ। ভ্বাদি॰ পক্ষে দিবাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রমতি, ভ্রম্যতি, ভ্রাম্যতি। লিট্ বভ্রাম, বভ্রমতুঃ, ভ্রেমতুঃ। লুট্ ভ্রমিতা। লৃট্ ভ্রমিষ্যতি। লুঙ্ অভ্রমীৎ, অভ্রমিষ্টাং, অভ্রমিষুঃ। দিবাদিপক্ষে লুঙ্ অভ্রমৎ, অভ্রমতাং অভ্রমন্। সন্ বিভ্রমিষতে। যঙ্ বম্ভ্রম্যতে। যঙ্ লুক্ বম্ভ্রন্তি। ণিচ্ ভ্রময়তি। লুঙ্ অবিভ্রমৎ।

ভ্রম (পুং) ভ্রম্-অনবস্থানে ইতি ভ্রম-ভাবে ঘঞ্। ১ মিথ্যাজ্ঞান। পর্য্যায়—ভ্রান্তি, মিথ্যামতি। (অমর)

ন্যায়মতে অপ্রমার নাম ভ্রম। এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান হওয়ার নামই ভ্রম। যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা ভ্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া এবং রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা।

দর্শনশাস্ত্রসমূহে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং অবান্তরপ্রভেদও নির্ণীত আছে। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা, কিন্তু তাহার ফল সত্য, যথা,—রজ্জুসর্প দেখিলে ভয় ও কম্প দুইই জন্মে। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকার প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবিত হইয়া থাকে। যদিও ভ্রমমাত্রেই অসদ্বস্তু-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে, অর্থাৎ তাহা দ্বারা জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে, তাহা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে দুই, তৎপরে সম্বাদী, বিসম্বাদী, আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য এই চারি ভেদ বা চারি শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে।

সোপাধিক-ভ্রম।—যদি দুই বা ততোধিক বস্তু পরস্পর সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধানবশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে মিথ্যা বা সত্যভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইয়াছে,

তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে উপহিত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গে এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম জানিতে হইবে। যথা,—

স্ফটিক স্বভাবস্বচ্ছ এবং শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কথন কোন রঞ্জক পদার্থের সন্নিধানবশে পীত বা লোহিত আকারে পরিদৃষ্ট বা প্রতীত হয়। এই "স্ফটিক রক্তবর্ণ"-প্রতীতি সোপাধিক ভ্রম বলিয়া গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জকবস্তু) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, 'রক্তবর্ণ স্ফটিক' এই জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিক শ্রেণীভুক্ত।

নিরুপাধিক-ভ্রম।—যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্য প্রকার সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যেমন নীল আকাশ, বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নীলিমভ্রম নিরুপাধিক শ্রেণীভুক্ত।

সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম।—ভ্রমপ্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্টলাভে বঞ্চিত হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। কিন্তু কথন কথন কাক-তালীয়ের ন্যায় ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যে স্থলে ভ্রমজ্ঞানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্বাদী। যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, সে স্থলে তাহা বিসম্বাদী। বিসম্বাদি-ভ্রমই প্রায় হইয়া থাকে। সম্বাদী ভ্রম অল্প অর্থাৎ কথন কথন হয়।

মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দূর হইতে বাষ্পে ধূম ভ্রম জন্মিয়াছে। অনন্তর সেই ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিয়া অগ্নি-আহরণার্থ উপস্থিত হইল। পরে দৈবাৎ তথায় অগ্নি প্রাপ্ত হইল, এরূপ স্থলে ঐ ভ্রান্ত ব্যক্তির ধূম-ভ্রম সম্বাদী হইয়াছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে তাহার ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা দুই ব্যক্তি দূর হইতে দুই প্রভায় অর্থাৎ মণিপ্রভায় ও দীপ-প্রভায় মণিভ্রান্ত হইয়া মণি লইতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে যে ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণি লাভ করিয়া সম্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের নিদর্শন হইল।

"দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি॥
ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাঽবশ্যং লভ্যতে চ মণির্মণেঃ॥"

আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য-ভ্রম।—যত্নপূর্ব্বক এক প্রকার বস্তুতে অন্য প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য ভ্রম, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য ভ্রম যদি কোন উপাধি অব-লম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা ঔপাধিক আহার্য্য হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রপ্রান্ত চাপিয়া দেখিলে চন্দ্র দুই বা ততোধিক দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম অক্ষরকে বা বৃহত্তম পর্ব্বতকে কাচ-বিশেষসংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম আকারে অবলোকন করা, এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

কি ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান, কি যৌক্তিক জ্ঞান ও কি ঔপদেশিক জ্ঞান সমুদায় জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত ভ্রম লুক্কায়িত আছে। যতদিন না এই ভ্রম নিরাকৃত হয়, ততদিন মোক্ষের আশা সুদূরপরাহত।

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।—ভ্রমোৎ-পত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার; তন্মধ্যে দোষ নানা প্রকার, নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। নিমিত্তগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক, সেই ইন্দ্রিয় দোষ-দুষ্ট হওয়া। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জনক চক্ষুঃ, সেই চক্ষু যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তাহা হইলে অতি শ্বেত বস্তুও হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি দোষ কালদোষ এবং অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য প্রভৃতি দেশগত দোষ।

সম্প্রয়োগ।—সম্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এইস্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ-স্ফূর্ত্তি না হওন অর্থাৎ কোন এক সামান্যাংশমাত্রের প্রকাশ মাত্র।

সংস্কার।—সংস্কার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তুর স্মরণ বুঝিতে হইবে। কোন মতে সংস্কারের পরিবর্ত্তে সাদৃশ্যই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সেই মতের অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর কোন এক অংশে সাদৃশ্য না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। রজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব কোন সাদৃশ্যবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে, সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি ঐ রৌপ্য বলিয়া ধাবিত হইল। অন্যান্য ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্য দৌড়িয়াছে, তাহা রৌপ্য নহে, শুক্তিখণ্ড। এই যে রজত-জ্ঞান, ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য-কারণভাব বুঝিতে হইবে। যৎকালে পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে ঐ রজত ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, তখন সেই সমুদিত জ্ঞান একেবারে হয় নাই। প্রথমে পুরোবর্ত্তি-পদার্থে চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর

'এ' ইত্যাকার জ্ঞান, পরে তাহাতে 'রজত' এই জ্ঞান হইয়াছিল। তাহাতে 'এ' ইত্যাকার জ্ঞান, এবং তদ্বোধক বাক্য ও তৎসংলগ্নভাবে 'রজত' ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য এক অভিন্ন সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুঃ যখন শুক্তি খণ্ডে প্রসর্পিত হইয়াছিল, তখন সে দৃষ্টপদার্থের সর্ব্বাংশ গ্রহণ করে নাই, চাকচিক্যরূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দোষবশতঃ সম্প্রয়োগ হওয়ায়, অর্থাৎ চক্ষু শুক্তির সর্ব্বাংশ গ্রহণ না করায় এবং চাকচিক্যমাত্র বিশেষণ গ্রহণ করায় অন্য এক পূর্ব্বদৃষ্ট চাকচিক্যবান্ বস্তু অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজত স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছিল। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথক্‌রূপে দণ্ডায়মান না হইয়া 'এ' ইত্যাকার সম্মুগ্ধ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া 'এ রজত' ইত্যাকারে এক জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। স্মরণাত্মক রজতজ্ঞান ঐ ইত্যাকার সম্মুগ্ধজ্ঞানের (প্রথমোৎপন্ন অবিবেচিত জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে) সহিত মিলিত হইবার কারণ এই যে, জ্ঞানমাত্রই অগ্রে বস্তুর বিশেষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। শুক্তি রজত স্থলেও জ্ঞান চাকচিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্য এক কল্পিত বিশেষ্যে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এক বস্তুর বিশেষণ অন্য বস্তুতে কল্পিত বা পর্য্যবসিত হইলেই তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হয়। শুক্তি-অধিকরণে শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়া রজতজ্ঞান হইয়াছে। সেই কারণে তাহা মিথ্যা। আহার্য্য ভ্রম ব্যতিরেকে সমুদায় ভ্রমের প্রণালী এইরূপ। ঐ প্রণালী-অনুসারে সর্ব্বত্র একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল আলম্বন পদার্থের সর্ব্বাংশস্ফুরণ বা স্বরূপসাক্ষাৎকার। যতক্ষণ না আলম্বনতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়, অর্থাৎ যে বস্তুতে ভ্রম, সেই বস্তুর সর্ব্বাংশ প্রকাশ না পায়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বাধ বা বিলয় হয় না। সাংখ্যদর্শনে এইরূপ ভ্রম অন্যথাখ্যাতি নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় এবং দোষস্থানীয়। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তুর সর্ব্বাংশ বা কিয়দংশ তাহার অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে দোষ সেই বস্তুতে তৎসদৃশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় বা অধিকৃত হওয়াতে, অজ্ঞান তাহাতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে ঐরূপ স্বভাব এমত নহে, অন্যবস্তুও দোষদুষ্ট হইলে বিপরীত সৃষ্টিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেত্রবীজ বেত্রাঙ্কুর উৎপত্তি না করিয়া কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি করে। দোষ যে কি করিতে পারে ও না পারে, তাহা কে বলিতে পারে? দোষ হইতেই শত শত নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞানমাত্রই সত্য অর্থাৎ সদ্বস্তু বিষয়ক। জগতে মিথ্যাজ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রবাদমাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান এবং রজতজ্ঞানই হইয়াছিল। দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনায় সেই জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য না হইলেও তাহা ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিত প্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্যা বস্তু-অবগাহী মিথ্যা-জ্ঞানাত্মক ভ্রম নাই। যাহা হউক, ভ্রমের প্রণালীবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই এক মত দেখা যায়।

নির্দ্দিষ্ট লক্ষণান্বিত ভ্রমের অনেকগুলি অবান্তর প্রভেদ আছে। সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। যথা,—সাদি-অধ্যাস ও অনাদি-অধ্যাস। তদুভয়ের অবান্তর-প্রভেদ তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। সারূপ্য প্রাপ্তে যে অধ্যাস, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যাহা সম্বন্ধমাত্রের অধ্যাস, তাহা সংসর্গাধ্যাস। লৌহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরস্পর সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। সে স্থলে লৌহে যে অগ্নির অধ্যাস, যে অধ্যাসের বলে লোকে লৌহে পুড়িয়াছি বলে, সেই অধ্যাস তাদাত্ম্যাধ্যাস নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে জীব যে 'আমি গেলাম, আমি মরিলাম' বলিয়া অভিভূত হয়, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। আমার পুত্র, আমার কলত্র ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব না থাকিলেও আত্মসম্বন্ধ অধ্যাস করা হয়, সুতরাং তাহা সংসর্গাধ্যাসের মহিমা। জগতে যত প্রকার অধ্যাসপ্রভেদ আছে, সমস্তই বাহ্যপদার্থের ন্যায় অধ্যাত্মপদার্থে বিদ্যমান। কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া বলি,—'আমি' হইতেছি 'আমি' কাণা, 'আমি' খোঁড়া, ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাণত্বাদি ধর্ম্ম আমাতে নাই। কখন বা দৃশ্য শরীরে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি' হইতেছি, যথা আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি। যাহা আমি, তাহা স্থূলও নহে, কৃশও নহে। স্থূলত্ব কৃশত্ব দেহের ধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম নহে। আমি কি প্রকার, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে 'আমি' ব্যবহার আজীবন এক রূপেই চলিত, কিন্তু তাহা চলে না, তাহা প্রতিক্ষণে অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত হয়।

এই সকল অধ্যাস কখন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কখন বা সম্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে, বাহ্যজগতে ও আত্মরাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্বিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না। কখন কখন বাহ্য অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কাহারও আধ্যাত্মিক অধ্যাস-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি? কপিল প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উত্তরে বলেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই ভ্রমনিবৃত্তির উপায়। যে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয়, তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্ত হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষ দর্শন। বিশেষ দর্শন একস্থলে একরূপ নহে, অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্নপ্রকার। কোথায় বা বারংবার দর্শন, কোথায়ও বা উপযুক্ত পরীক্ষাপ্রয়োগ,—যাহা দ্বারা দোষ উপার্জিত হয়—সম্প্রয়োগ তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের অভিধেয়। সেই সেই পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে দোষাদি বিদূরিত হয়, অনন্তর সত্যজ্ঞান আসিয়া থাকে। দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না? এ অংশ অপরীক্ষার্হ অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে সেই যথার্থজ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বুদ্ধি সত্যপক্ষপাতী—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ' তাহার টান সত্যের দিকে। বুদ্ধির তাদৃশ স্বভাব আছে বলিয়াই ভ্রম নিবৃত্তির পর 'জ্ঞাত হইলাম' 'জানা হইয়াছে' এইরূপ চিত্তস্ফূর্ত্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও কতকগুলি নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—অপরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাদ্ভ্রম, বা ঐন্দ্রিয়ক ভ্রম। ভ্রম যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিতভ্রমে বস্তু-সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্যক। দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ ও শত শত যুক্তি পাইলেও দিগ্‌ভ্রান্তি হইতে নির্ম্মুক্ত হয় না। ঔপদেশিক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তি দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহা সাক্ষাৎকার ও যুক্ত্যন্তর ব্যতীত মাত্র উপদেশ দ্বারা অপগত হইবার নহে। সাংখ্যাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষজাতীয় সাক্ষাৎকারঘটিত পরীক্ষা সর্ব্বজাতীয় ভ্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাত্মিক ভ্রম অনেক আছে, সে সকল ভ্রম বিদূরিত করিবার জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাত্মক বিশেষ দর্শনের উপদেশ আছে। অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম বিদূরিত করিতে হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ এই তিনশ্রেণীর পরীক্ষার প্রয়োগ আবশ্যক। একটী দ্বারা অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রবণ ও মনন এই দুইটী উপদেশজাতীয়। নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষশ্রেণীভুক্ত। যেমন অন্তরস্থিত সুখাদি নিজ মনের অনুভবনীয়, সেইরূপ আত্মাও সাধনসংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন তপোযোনান্তি নির্ম্মল হইলে তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিম্ব পড়ে, অর্থাৎ তখনই আপনার অনধ্যস্তরূপ দর্শন হয়, তৎপূর্ব্বে হয় না।

সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের (ভ্রমের) অধিকার অধিক বিস্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে, সত্য কখন কখন। প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকল্পিত যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে, মানুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা, ভ্রমবিজ্ঞান নিতান্ত দুরবগাহ। বাজীকরের বাজী, ঐন্দ্রজালিকের কুহক প্রভৃতি সমস্তই ভ্রান্তির মূলসূত্র-প্রসূত।

যতপ্রকার কৃত্রিম, অকৃত্রিম ও ভ্রান্তি থাকুক, সেই সকলের মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসংস্কার এই তিন আছেই আছে।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥"

(সাংখ্যকা০ ৭)

এই সকলও ভ্রমের কারণ। যথা—অতিদূর, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য, মনের অস্থিরতা, সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অভিভব ও সমানাভিহার। এই সকল প্রতিবন্ধক ছাড়াইতে পারিলে ভ্রম হইবে না, পক্ষী অতিদূরে উঠিলে দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাসামূল অতি সামীপ্য বশতঃ দেখা যায় না। চক্ষুগোলকের বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে। বিমনা উন্মনা হইলেও দৃষ্ট-দৃশ্যের জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। সজাতীয় বস্তুসমূহ একত্র হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, দুগ্ধ মধ্যে দধি আছে, ঘৃতও আছে, কিন্তু যতক্ষণ না মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষবিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়াই ইহা ভ্রমের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(সাংখ্যদর্শন)

জ্ঞানপরিচ্ছেদে ইহার লক্ষণ 'অতস্মিন্ তদ্গ্রহঃ', [প্রমা ও জ্ঞান দেখ] অতদ্বস্তুতে সেই বস্তুগ্রহণের নাম ভ্রম।

(ত্রি) ২. ভ্রমণশীল।

"অথভ্রমন্ত উর্মিয়া বিভাতি" (ঋক্ ৬।৬।৪) 'ভ্রমঃ ভ্রমণশীলঃ' (সায়ণ) ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"মূর্চ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়া রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ।
চক্রবদ্ ভ্রমতো গাত্রং ভূমৌ পততি সর্ব্বদা ॥
ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো রজঃপিত্তানিলাত্মকঃ ॥"

(মাধবনিদান)

পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মূর্চ্ছা এবং পিত্ত, বায়ু ও রজোগুণের আধিক্যে ভ্রম রোগ হয়। ইহাতে গাত্র চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে এবং মানব সর্ব্বদা ভূমিতে পড়িয়া যায়।

ইহার চিকিৎসা—ভ্রমনিবারণের জন্য দুরালভার কাথ কিংবা হরীতকীর কাথ ঘৃতসহযোগে পান করিবে। আমলকীর রসের সহিত ঘৃত পান করিলেও ভ্রম প্রশমিত হয়। শুঁঠ, পিপুল, শতমূলী ও হরীতকী প্রত্যেকে ১ পল এবং গুড় ৬ পল, ইহা দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ভ্রম নষ্ট হয়। দুরালভার কাথের সহিত ঘৃত ও মারিত তাম্র একত্র করিয়া পান করিলে ভ্রমরোগ আশু নিবারিত হয়। (ভাবপ্র° মূর্চ্ছাধিকার)

৩ মূর্চ্ছা। ৪ কুন্দযন্ত্র, কুঁদ। (ত্রিকা°) ৫ জলনির্গমস্থান, নর্দ্দামা। ৬ কুম্ভকারের চক্র।

ভ্রমণ (ক্লী) ভ্রম-ভাবে ল্যুট্। ১ গমনবিশেষ, পর্য্যটন।

"ভ্রমণং রেচনং স্তম্ভনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।" (ছায়াপরি° ৭)

২ পুনঃ পুনঃ গমন।

"সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ॥"

(দেবীভাগ° ১।১৪।৪৭)

ভ্রমত্যস্মিন্ অনেনেতি বা, ভ্রম-ল্যুট্। ৩ মণ্ডল।

"কালেনাল্পেন ভ্রমণং ভুঙ্‌ক্তেঽল্পভ্রমণাশ্রিতঃ।
গ্রহঃ কালেন মহতা মণ্ডলে মহতি ভ্রমন্ ॥"
'অল্পভ্রমণং স্বল্পপরিধিমণ্ডলমানং' (টীকা)

হস্তী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি দ্বারা ভ্রমণগুণ—বায়ুকোপন, অঙ্গস্থৈর্য্যকর, বল ও অগ্নিবিবর্দ্ধন। (রাজবল্লভ)

ভ্রমণী (স্ত্রী) ভ্রাম্যত্যনয়েতি ভ্রম-করণে ল্যুট্, ঙীপ্। ১ কারণ্ডিকা, ক্রীড়ার্থ পর্য্যটন। ২ তৎসাধন ক্রীড়া। (মেদিনী) ৩ জলৌকা। (বৈদ্যকনি°)

ভ্রমণীয় (ত্রি) ভ্রম-অনীয়র্। ভ্রমার্হ।

ভ্রমৎকুটী (স্ত্রী) ভ্রমন্তী চলন্তী কুটী ক্ষুদ্রগৃহমিব। ছত্রাদিচ্ছত্র, পর্য্যায়—কাবারী, জলকুটী। (ত্রিকা°)

ভ্রমত্ব (ক্লী) ভ্রমস্য ভাবঃ ত্ব। ভ্রমের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভ্রমর (পুং) ভ্রমতি প্রতিকুসুমং (অতিকমীত্যাদিনা। উণ্ ৩।১৩২) ইতি অর্, বা ভ্রামান্ সন্ রৌতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কীটবিশেষ। পর্য্যায়—মধুব্রত, মধুকর, মধুলিহ্, মধুপ, অলি, দ্বিরেফ, পুষ্পলিহ্, ভৃঙ্গ, ষট্‌পদ, অলী, কলালাপ, শিলীমুখ, পুষ্পন্ধয় মধুকৃৎ, দ্বিপ, ভসর, চঞ্চরীক, ভৃঙ্গাভী, মধুলোলুপ, ইন্দিন্দির, মধুমারক, মধুপর, লম্ব, পুষ্পকীট, মধুসূদন, ভৃঙ্গরাজ, মধুলেহিন্, রেণুবাস। (শব্দরত্না°)

স্বনাম-প্রসিদ্ধ কীটবিশেষ। ইহা দেখিতে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণতা ও মধুলোলুপতা দেখিয়া সুরসিক প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের সহিত বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা রসাস্বাদী সুপ্রেমিককেও 'কাল ভ্রমরা' শব্দে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কাব্য-জগতে তাই ভ্রমরের এত অধিক সমাদর।

যে ভ্রমর বা ভৃঙ্গের রূপ ও গুণগুণে কবিগণ মোহিত হইয়াছিলেন তাহাই কি আমাদের দৃষ্টিপথারূঢ় নীলকৃষ্ণ ভোম্‌রা পোকা অথবা তাহা মক্ষিকাজাতীয় অন্য কোন প্রকার কীট হইতে পারে ?

সচরাচর আমরা দুই প্রকার ভোম্‌রাজাতীয় কীট দেখিতে পাই। উহার—১ নীলকৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কীট। উহারা ষট্‌পদী, কিন্তু মক্ষিকাদির ন্যায় সূক্ষ্ম ডানা বিরাজিত থাকিলেও তদুপরি একখানি মসৃণ কঠিন আবরণ দৃষ্ট হয়। এক পুষ্পের মধু আহরণের পর অন্য পুষ্পে যাইবার কালে ইহারা প্রথমে ঐ কঠিন আবরণ উন্মোচন করে, পরে ডানা বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়। ইহাদের ভোঁ ভোঁ স্বর বিশেষ আমোদপ্রদ নহে, কিন্তু দংশন বা হুলবিদ্ধকরণের জ্বালা সর্ব্বতোভাবে বৃশ্চিক-দংশনসদৃশ। দষ্টস্থানে পেঁয়াজের রস দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মক্ষিকার ন্যায় ইহাদিগকে চক্র নির্ম্মাণ করিতে দেখা যায় না। ইহারা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে বটে, কিন্তু মধুচক্র নির্ম্মাণ করে না। সাধারণতঃ আম্রবৃক্ষের কাটল্ বা ছিদ্র মধ্যে ও গৃহস্থের গৃহস্থিত শুষ্ক বংশখণ্ডে ইহাদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন সুপক্ব আম্রফলের মধ্যেও এই জাতীয় ক্ষুদ্রাকার ভোম্‌রা পোকা জন্মিতে দেখা যায়। তাহারা আম্রের আঁটিতে এরূপভাবে থাকে যে,বাহির হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু খোসা ছাড়াইলে ঐ কীটটী বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। ২ ভৃঙ্গরাজ বা ভীমরুল। ইহারা মক্ষিকাজাতীয় বোল্‌তার ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও পুচ্ছদেশে পীতবর্ণের গোল দাগ দেখা যায়। হুলাগ্রভাগ ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের দংশনবিষ দাহজনক। একত্র ২০ বা ২৫টী ভীমরুল কামড়াইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহারা মধুচক্র

নির্ম্মাণ দ্বারা পুত্রোৎপাদন করে। ঐ ডিম্বে মৎস্যাদি ধরা যায়। পূর্ব্বোক্ত ভ্রমরগুলির ন্যায় ইহাদের পক্ষাবরক নাই। এই জীবকুলগুলি কবিকথিত ভ্রমর নহে। উপরে যে ভোম্‌রা পোকার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কবিগণের বর্ণনায় ও উপমায় সামগ্রী। বৃন্দাবনচারী বনমালী শ্যাম—ভ্রমরকৃষ্ণ এবং নায়িকা উপভোগে পুষ্পের সহিত গোপিকার তুল্যতা থাকায়, প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের এতাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছেন।

২ কামুক। (মেদিনী)

ভ্রমর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত দেশভেদ।

ভ্রমরক (পুং) ভ্রমর ইবেতি ভ্রমর, (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্। ১ ললাটলম্বিত চূর্ণ কুন্তল। (অমর) স্বার্থে কন্। ২ ভৃঙ্গ। ৩ বালমূষিক। (মেদিনী) ৪ অণুভ্রম। (বিশ্ব) ৫ বেধনযন্ত্র বিশেষ, চলিত ভুরমীন।

ভ্রমরকরণ্ডক (পুং) ক্ষুদ্র কৌটা বিশেষ। চোরেরা ইহার মধ্যে ভ্রমরকীট পুরিয়া রাখে, চুরি করিবার সময় এই কীট ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে গৃহস্থিত দীপ নির্ব্বাণ হয়।

ভ্রমরকীট (পুং) ভ্রমর ইব কীটঃ। কীটবিশেষ, চলিত কুমরে পোকা।

"জীবন্মুক্তিস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দধর্ম্মত্বাদ্ ভজেদ্ ভ্রমরকীটবৎ॥" (আত্মবোধ)

ভ্রমরকুণ্ড (ক্লী) কামরূপে নীলপর্ব্বতস্থ পুণ্যতোয়া সরিদ্ভেদ।

"তত্র স্নাত্বা মুনিবরং কামাখ্যাং সমপূজয়ৎ।
দেব্যাং সর্ব্বেষ্টদাং নত্বা শিষ্যসঙ্ঘৈরুপাসিতঃ॥
ততো ক্লপেশ্বরং দেবং দুর্ব্বাসাঃ সন্ননাম হ।
ততঃ স চ যযাবুন-কোটিলিঙ্গং মহামুনিঃ॥
তানি নত্বা স তু করমুক্তেশ্বরমপূজয়ৎ।
দুর্ব্বাসাস্তাপসশ্রেষ্ঠঃ শিষ্যসঙ্ঘৈরুপাসিতঃ॥
ততঃ সফলনাম্নো তু গিরৌ তিষ্ঠন্তমাদরাৎ।
যশোমাধবমানম্য ভ্রমরসাগরমাযযৌ॥" (রসিকরমণ ১১।২-৭)

ভ্রমরচ্ছল্লী (স্ত্রী) ভ্রমরান্ ছলয়তীতি ছলি-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। লতাবিশেষ। পর্য্যায়—ভৃঙ্গাহ্বা, ভ্রমরা, ভৃঙ্গমূলিকা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনি°)

ভ্রমরদেব, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভ্রমরপদক (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে। "ভ্রমরপদকমিদমভিহিতম্" (বৃত্তরত্না°)

ভ্রমরপ্রিয় (পুং) ভ্রমরস্য প্রিয়ঃ। ধারাকদম্ব। (রত্নমালা)

ভ্রমরমারী (স্ত্রী) ভ্রমরান্ মারয়তি গন্ধোৎকর্ষেণ ব্যাকুলয়তীতি মৃ-ণিচ্-অণ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মালবদেশপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—ভ্রমরারি, ভৃঙ্গারি, ভৃঙ্গমারী, মাংসপুষ্পিকা, কুষ্ঠারি, ভ্রমরী, বষ্টিলতা। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত্তশ্লেষ্ম ও অগ্নিনাশক, শোথ, কণ্ডূতি, কুষ্ঠ, ব্রণদোষ ও ত্রিদোষনাশক। (রাজনি°)

ভ্রমরবর, উৎকলাধিপ রাজা কপিলেন্দ্রদেবের বিরুদ। [কপিলেন্দ্রদেব দেখ।]

ভ্রমরবিলাসিতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"ভোগো নৌগো ভ্রমরবিলসিতা" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ও ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

ভ্রমরহস্ত, নাটকোক্ত চতুর্দ্দশ প্রকার অসংযুত হস্তবিন্যাসের অন্তর্গত বিন্যাসভেদ। (হস্তরত্নাবলী)

ভ্রমরাম্বক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের কাণাড়া-উপকূলবর্ত্তী একটী হিন্দুতীর্থ। এখানে দেবী দুর্গামূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। ভ্রমরাম্বক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দেবীতীর্থের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রমরশাল্মলী, একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। রাজা উদয়মানদেব এখানে রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজা উদয়মান মগধরাজ আদিসিংহের সমসাময়িক ছিলেন।

ভ্রমরা (স্ত্রী) ভ্রমর-অজাদিত্বাৎ টাপ্। ভ্রমরচ্ছল্লী। (রাজনি°)

ভ্রমরাতিথি (পুং) ভ্রমরঃ অতিথিরভ্যাগতো যস্য। চম্পকবৃক্ষ।

ভ্রমরানন্দ (পুং) মধুবাহুল্যাৎ ভ্রমরাণাং আনন্দো যস্মাৎ সঃ। ১ বকুল। ২ অতিমুক্তক। ৩ রক্তাম্লান। (রাজনি°)

ভ্রমরালক (পুং) ভ্রমর ইব অলতি ভূষয়তীতি অল-ণ্বুল্। ললাটস্থিত চূর্ণকুন্তল। পর্য্যায়—ভ্রমরক, কুরুল। (হেম)

ভ্রমরাবলী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

ভ্রমরী (ত্রি) ভ্রমর-ঙীপ্। ১ জতুকা। ২ পুত্রদাত্রী। ৩ ষট্‌পদী।

ভ্রমরেষ্ট (পুং) ভ্রমরাণামিষ্টঃ। শ্যোণাকভেদ। (রাজনি°)

ভ্রমরেষ্টা (স্ত্রী) ভ্রমরাণামিষ্টা। ১ ভার্গী। ২ ভূমিজম্বু।

ভ্রমরোৎসবা (স্ত্রী) ভ্রমরাণাং উৎসবঃ প্রমোদো যস্যাঃ। মাধবী। (রাজনি°)

ভ্রমাসক্ত (পুং) ভ্রমে ভ্রমণে আসক্তঃ যুক্তঃ। ১ শস্ত্রমার্জ্জক, অস্ত্রপরিষ্কারক। (ত্রি) ২ ভ্রমান্বিত।

ভ্রমি (স্ত্রী) ভ্রম- বাহুলকাৎ ই। ভ্রমণ। পর্য্যায়—ভ্রম, ভ্রমী। (ভরত) ২ মণ্ডলাকারগতি।

"অচীকরচ্চারুহয়েন যা ভ্রমী-
র্নিজাতপত্রস্য তলস্থলে নলঃ।" (নৈষধচরিত ১।৭৩)

৩ মণ্ডলাকার সৈন্যরচনা।

"বীরান্ সহস্রশো দৃষ্ট্বা ভ্রমিভিঃ পর্য্যবস্থিতান্।

নবো নবেম সঙ্খ্যার শয়ান্ রোষপ্রপূরিতঃ॥
ভ্রমিবাত্তাসহস্রেণ দ্বিতীয়াবৃত্তসংখ্যয়া।
তৃতীয়াবৃত্তযুগ্মেন তুরীয়াযুতপঙ্‌ক্তিঃ॥"
(পদ্মপু॰ পাতালখ॰ ৬১ অ॰)

৪ ঘূর্ণজল, আবর্ত্ত। ৫ কুলালচক্র।

ভ্রমিন্ (ত্রি) ভ্রমো বিদ্যতেঽস্যেতি ইনি। ভ্রমবিশিষ্ট।

ভ্রশ, অধঃপতন। দিবাদি, পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রশ্যতি। লিট্ বভ্রংশ, বভ্রংশতুঃ। লুট্ ভ্রশিতা। লৃট্ ভ্রংশিষ্যতি। লুঙ্ অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্ বিভ্রংশিষতি। যঙ্ বাভ্রশ্যতে, বাভ্রংষ্টি। ণিচ্ ভ্রংশয়তি। লুঙ্ অবভ্রংশৎ।

ভ্রশিমন্ (পুং) ভৃশস্য ভাবঃ, অতিশয়ে বা ইমনিচ্, ঋতো রঃ। ১ ভৃশত্ব। ২ অতিশয় ভৃশ।

ভ্রশিষ্ঠ (ত্রি) ভৃশস্য অতিশয়ঃ অতিশয়ে ইষ্ঠন্। অতিশয় ভৃশ।

ভ্রষ্ট (ত্রি) ভ্রশ-কর্ত্তরি ক্ত। চ্যুত, অধঃপতিত।

"অর্থাদ্‌ভ্রষ্টস্তীর্থযাত্রান্তু গচ্ছেৎ
সত্যাদ্‌ভ্রষ্টো রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ॥
যোগভ্রষ্টঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছেৎ।
রাজ্যাদ্‌ভ্রষ্টো মৃগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ॥"
(গারুড় নীতিসার ১০৯ অ॰)

২ গলিত। ৩ অধার্ম্মিক। ৪ দোষযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ভ্রষ্টা, পতিতা, ব্যভিচারিণী।

ভ্রস্জ, (ভ্রজ্জ), পাক। তুদাদি, উভয়পদী, সক॰ সেট্। লট্ ভৃজ্জতি-তে। লিট্ বভ্রজ, বভ্রর্জ্জিথ, বভ্রষ্ঠ। বভ্রজ্জে। লুট্ ভ্রষ্টা, ভর্ষ্টা। লৃট্ ভ্রক্ষ্যতি-তে। ভর্ক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভ্রাক্ষীৎ, অভার্ক্ষীৎ। অভ্রাষ্টাং, অর্ভাষ্টাং। অভ্রাক্ষুঃ, অভার্ক্ষুঃ। অভ্রষ্ট, অভর্ষ্টঃ। সন্ বিভ্রক্ষতি-তে। বিভর্ক্ষতি-তে। বিভ্রজ্জিষতি তে। যঙ্ বরীভৃজ্জ্যতে। যঙ্‌লুক্ বাভ্রষ্টি, বাভর্ষ্টি। ণিচ্ ভ্রজ্জয়তি। লুঙ্ অবভ্রজ্জৎ, অবভর্জ্জৎ।

ভ্রাজ দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে॰ অক॰ সেট্। লট্ ভ্রাজতে, লিট্ বভ্রাজে, ভ্রেজে। লুট্ ভ্রাজিতা। লৃট্ ভ্রাজিষ্যতে। লুঙ্ অভ্রাজিষ্ট, অভ্রাজিষাতাং, অভ্রাজিষত। সন্ বিভ্রাজিষতে। যঙ্ বাভ্রাজ্যতে। যঙ্‌লুক্ বাভ্রাষ্টি। ণিচ্ ভ্রাজয়তি। লুঙ্ অবিভ্রাজৎ, অবভ্রাজৎ।

ভ্রাজ (ক্লী) সামভেদ। এই সাম বর্ষসাধ্য গবানয়নসত্রে বিষুবনামক প্রধানদিনে দিবাভাগে গান করিতে হয়।

"ভ্রাজাভ্রাজে পবমানমুখে ভবতো মুখত এবাস্ত তাভ্যাং তমোঽপঘ্নন্তি" (তাণ্ড্যব্রা॰ ৪।৬।১৪)

ভ্রাজক (ক্লী) ভ্রাজ (ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ইতি ণ্বুল্। পিত্তভেদ। যে পিত্ত ত্বকে সংস্থিত, তাহাতে ভ্রাজক নামে অগ্নি অবস্থিত, এইজন্য ঐ পিত্তের নাম ভ্রাজক পিত্ত। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, তাহা ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা পরিপাক হয় এবং দেহের ছায়া প্রকাশ হইয়া থাকে। (সুশ্রুতসূত্রস্থা॰ ২১অ॰) [পিত্ত দেখ] ২ দীপ্তিশীল।

ভ্রাজথু (পুং) ভ্রস্জ অথুচ্। ১ দীপ্তি। ২ সৌন্দর্য্য। (ভট্টি ৭।৭৫)

ভ্রাজদৃষ্টি (ত্রি) ১ শাণিতাস্ত্র। ২ মরুদস্ত্রের। (ঋক্ ১।৩১।১)

ভ্রাজন (ক্লী) দীপন। (বাজস॰ ১।১২।১৪)

ভ্রাজস্ (ক্লী) তেজঃ, দীপ্তি। (শুক্লযজু॰ ৩৫।৩)

ভ্রাজস্বৎ (ত্রি) ভ্রাজস্-মতুপ্ মস্য বঃ। দীপ্তিযুক্ত।

ভ্রাজিন্ (ত্রি) ভ্রাজ-অস্ত্যর্থে ইনি। দীপ্তিযুক্ত, শোভাযুক্ত।

"কুবলয়দলভ্রাজিকর্ণে" (মেঘদূত ৪৫)

ভ্রাজির (পুং) তৌত্তামমন্বন্তরের দেবভেদ। (মার্ক॰পু॰ ১০০ অ॰)

ভ্রাজিষ্ণু (ত্রি) ভ্রাজ্-ইষ্ণুচ্। অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিযুক্ত।

"ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্॥" (ভাগবত ২।৯।১২)

(পুং) ২ বিষ্ণু। "ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ।"
(ভারত ১৩।১৪৯।২৯)

ভ্রাজিষ্ণুতা (স্ত্রী) ভ্রাজিষ্ণোর্ভাবঃ তল্-টাপ্। ভ্রাজিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম, দীপ্তিশীলত্ব।

ভ্রাতুষ্পুত্র (পুং) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ ষষ্ঠ্যাঃ অলুক্। ভ্রাতার পুত্র। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভ্রাতার কন্যা।

ভ্রাতৃ (পুং) ভ্রাজতে ইতি ভ্রাজ (নপ্তৃ নেষ্টৃ ত্বষ্টৃ হোতৃ ইতি। উণ্ ২।৯৬) ইতি তৃণ্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভাই। পর্য্যায়— সহোদর, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য, সগর্ভ, সহজ, সোদর, সহোদর।

• জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, পিতার মৃত্যুর পর তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের প্রতিপালক হইয়া থাকেন।

"জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃতুল্যো মৃতে পিতরি শৌনক।
সর্ব্বেষাং স পিতা হি স্যাৎ সর্ব্বেষামনুপালকঃ॥
কনিষ্ঠেষু সর্ব্বেষু সমত্বেনানুবর্ত্ততে।
সমোপভোগজীবেষু তথৈব তনয়েষ্বথ॥" (গরুড়পু॰ ১১৪অ॰)

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী মাতৃতুল্যা, মাতার ন্যায় তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পত্নী হরণ করিলে মাতৃহরণ তুল্য পাতক এবং শত শত ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়।

"ভ্রাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ প্রকৃতিখ॰ ৫৩ অ॰)

পিতার মৃত্যুর পর ভাই ভাই ভিন্ন হইলে তাহাদের ধর্ম্ম-বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"ভ্রাতৃণাং জীবতোঃ পিত্রোঃ সহবাসো বিধীয়তে।
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্ম্মস্তেষাং বিবর্দ্ধতে॥
ভ্রাতৃণাং যস্তু নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদত্ত্বোপজীবনম্॥" (ব্যাস)

পিতৃসম্পত্তি যে কয় ভাই থাকিবে, তাহারা সকলে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে।

ভ্রাতৃক (ত্রি) ভ্রাতুরাগত ইতি ভ্রাতৃ (ঋতঠঞ্। পা ৪।৩।৭৮) ইতি ঠঞ্। ভ্রাতা হইতে আগত ধনাদি। ২ ভ্রাতৃযোগ্য।

ভ্রাতৃজ (পুং) ভ্রাতুঃ সহোদরাৎ জায়তে ইতি জন-(পঞ্চম্যামজাতৌ। পা ৩।২।৯৮) ইতি ড। ভ্রাতার অপত্য। পর্য্যায়—ভ্রাতৃব্য, ভ্রাতৃপুত্র। (শব্দরত্না০) স্ত্রিয়াং টাপ্। ভ্রাতৃজা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইয়ের কন্যা।

ভ্রাতৃজায়া (স্ত্রী) ভ্রাতুর্জায়া ৬তৎ। ভ্রাতৃভার্য্যা, পর্য্যায়—প্রজাবতী। (অমর)

"অব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াং" (মেঘদূত ১০)

ভ্রাতৃত্ব (ক্লী) ভ্রাতুর্ভাবঃ ত্ব। ভ্রাতার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (স্ত্রী) ভ্রাতৃমঙ্গলার্থা ভ্রাতৃভোজনার্থা বা দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। যমদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। এই দিনে যম ও চিত্রগুপ্তের পূজা করিতে হয়। দিনমানকে ৮ ভাগ করিয়া তাহার পঞ্চমভাগে অর্থাৎ ১২টার পর ১৷৷০ টার মধ্যে এই পূজা করিতে হয়। তিথি যদি উভয় দিনে পঞ্চমযামব্যাপিনী হয়; তাহা হইলে যুগ্মাদরবশতঃ পরদিনে এই কার্য্য হইবে।

"যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ।
অর্ঘ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বয়ৈঃ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

যমদ্বিতীয়ার দিন যম, চিত্রগুপ্ত ও যমদূতদিগকে পূজা করিয়া যমকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে যমুনা যমকে নিজগৃহে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন, এই জন্ত ইহার নাম যমদ্বিতীয়া। এই দিন নিজগৃহে ভোজন করিতে নাই। যত্নপূর্ব্বক ভগিনীর হস্তে ভোজন এবং ভগিনীকে নানাপ্রকার দানসামগ্রী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য অশেষ মঙ্গলজনক।

নিজের ভগিনী না থাকিলে পিস্‌তুত, মাস্‌তুত প্রভৃতি ভগিনীর হস্তে ভোজন করা বিধেয়।*

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—যে নারী এই তিথিতে তাম্বূলাদি দ্বারা ভ্রাতাকে পূজা করেন, তাঁহার আর বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যদি কেহ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতার আয়ুঃক্ষয় হয়।

"যা তু ভোজয়তে নারী ভ্রাতরং যুগ্মকে তিথৌ।
অর্চ্চয়েচ্চাপি তাম্বূলৈর্ন সা বৈধব্যমাপ্নুয়াৎ॥
ভ্রাতুরায়ুঃক্ষয়ো রাজন্! ন ভবেত্তত্র কর্হিচিৎ॥"

(নির্ণয়সিন্ধুধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

কৃত্যতত্ত্বে ইহার পূজার বিধান এইরূপ লিখিত আছে। যমদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নিম্নোক্তরূপে স্বস্তিবচন ও সঙ্কল্প করিতে হইবে। সঙ্কল্প যথা—"ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ অমুকদেবশর্ম্মা যমতর্পণকামঃ যমাদিপূজনমহং করিষ্যে।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শালগ্রাম শিলা বা ঘটাদিতে পূজার বিধানানুসারে পূজা করিবে। পরে এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র—"এহ্যেহি মার্ত্তণ্ডজ পাশহস্ত যমান্তকালোকধরামরেশ।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃতদেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমস্তে॥"

ইদমর্ঘ্যং যমায় নমঃ। পূজার পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে।

"ধর্ম্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ সার্দ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তু তে॥"

পরে চিত্রগুপ্ত ও যম-দূতদিগকে পূজা করিয়া যমুনাকে পূজা করিতে হইবে।

"যমস্বসর্নমস্তেঽস্তু যমুনে লোকপূজিতে।
বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্রি নমোঽস্তু তে॥"

এই মন্ত্রে যমুনাকে প্রণাম করিতে হয়। পরে দক্ষিণা-অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

---

* "কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ।
অতো যমদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
অস্যাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততো নরৈঃ।
স্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যো বিধানতঃ।
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রান্নপূজাসৎকারভোজনৈঃ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ।
প্রতিপন্না মাতাভগিনী ইতি হেবাদ্রিঃ।
পিতৃব্যভগিনীহস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠির।
মাতুলস্য সুতাহস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথা নৃপ।
পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ কন্যে তৃতীয়ায়াং তয়োঃ করাৎ।
চতুর্থ্যাং সহজায়াশ্চ ভগিন্যা হস্ততঃ পরম্॥" (নির্ণয়সিন্ধু ২ পরি০)

এই দিন ভগিনী ভ্রাতার ভোজনকালে অন্নাদি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

জ্যেষ্ঠা হইলে 'তবানুজাতাহং' স্থলে 'তবাগ্রজাতাহং' মন্ত্র বলিবে।

কোন কোন দেশ-প্রচলিত প্রথা, ভগিনী প্রতিপদের দিন ভ্রাতৃকপালে ফোটা এবং দ্বিতীয়ার দিন ভ্রাতাকে ভোজন করান্। প্রতিপদে এই ফোটার বিষয় কোন শাস্ত্রেই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার এই ফোটা দিবার নানাপ্রকার ছড়া আছে।

ভ্রাতা আসনে উপবিষ্ট হইলে ভগিনী বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা চন্দন লইয়া 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দোরে পড়্‌লো কাঁটা, আমি দিই ভাইকে ফোঁটা যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা।' এই কথা বলিয়া ৩ বার ফোঁটা দিতে হয়।

"প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা, দ্বিতীয়াতে নিতে,
যমের দোরে যেও না রে ভাই, নিমের অধিক তিতে,
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাড়া,
প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা না যেও রে ভাই যমপাড়া"

কোথাও কোথাও এই কথা বলিয়া ফোঁটা দিয়া থাকে।

ভ্রাতৃপত্নী (স্ত্রী) ভ্রাতা পতির্যস্যা ইতি ভ্রাতুঃ পত্নীতি বা 'ঋন্নেভ্যো ঙীপ্, ইতি ঙীপ্, ততঃ 'নিত্যং সপত্ন্যাদিষু' ইতি নান্তাদেশঃ। ভ্রাতৃজায়া। (শব্দরত্না°)

ভ্রাতৃপুত্র (পুং স্ত্রী) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ। ভ্রাতৃজ, চলিত ভাইপো।

ভ্রাতৃভাব (পুং) ভ্রাতুর্ভাবঃ। জাত-বালকের লগ্নাবধি তৃতীয়ভাব। ইহাকে ভ্রাতৃস্থান কহে। জ্যোতিষ মতে ভ্রাতার শুভাশুভের বিষয় এই ভাবে চিন্তা করিতে হয়। এই ভাব শুভ থাকিলে ভ্রাতৃভাব শুভ এবং অশুভ হইলে এই ভাব অশুভ জানিতে হইবে।

এই বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ভ্রাতৃস্থানং পঞ্চমঞ্চ নবমৈকাদশ সপ্তমম্।
তত্তদীশদশায়াঞ্চ ভ্রাতৃলাভো ভবেন্নৃণাম্ ॥
ভ্রাতৃস্থানেশতদ্দর্শিতদ্ভাবসহচারিণাম্।
মধ্যে বলসমে তস্য দশা সোদরবৃদ্ধিদা ॥" (পারিজাত)

লগ্নাবধি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ স্থান সাধারণতঃ ভ্রাতৃস্থান। ঐ সকল স্থানাধিপতি গ্রহের দশাভোগকালে জাতকের ভ্রাতার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে ভ্রাতৃস্থানপতি, ভ্রাতৃস্থানদর্শী ও ভ্রাতৃভাবস্থিত গ্রহের মধ্যে যিনি বলবান্ হন, তাঁহারই দশাভোগকালে ভ্রাতার জন্ম হয়।

বহুভ্রাতৃ-সুখযোগ—যদি বৃহস্পতি ও তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক ভ্রাতা দ্বারা বিশেষ সুখী হয়। শুভগ্রহযুক্ত তৃতীয়াধিপতি যদি লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমস্থিত হন, অথবা শুভক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভ-নবাংশগত হন, তাহা হইলে জাতকের অনেক ভ্রাতা হয়। তৃতীয়পতি বা ভ্রাতৃকারক গ্রহ শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইলে অথবা ভ্রাতৃভাবরাশি পূর্ণ বলী হইলে অনেক ভ্রাতা হয়। সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে শুক্র, ও নবমে রবি থাকিলে সহোদর অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। কিন্তু ভ্রাতৃস্থানে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে সহোদর দীর্ঘায়ুঃ হয়। তৃতীয়স্থানে পাপগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে ভ্রাতার হানি হয়।

"ষষ্ঠে চ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে রাহুসম্ভবঃ।
অষ্টমে চ যদা সৌরির্ভ্রাতা তস্য ন জীবতি ॥
বিলগ্নস্থো যদা জীবো ধনে সৌরির্যদা ভবেৎ।
রাহুশ্চ সহজস্থানে ভ্রাতা তস্য ন জীবতি ॥" (পারিজাত)

ষষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রাহু ও অষ্টমে শনি থাকিলে ভ্রাতা জীবিত থাকে না। লগ্নে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে রাহু থাকিলে তাহার ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে। ভ্রাতৃভাব হইতে কেন্দ্র ও ত্রিকোণস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃনাশ, শুভগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃবৃদ্ধি এবং শুভাশুভ গ্রহ থাকিলে শুভাশুভ মিশ্র ফল হয়।

পাপদৃষ্ট রবি তৃতীয়স্থ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং পাপদৃষ্ট শনি তৃতীয়ে থাকিলে অব্যবহিত পরজ ভ্রাতার ও পাপদৃষ্ট মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত সমস্ত ভ্রাতার বিনাশ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, তাহা এই :—রবি তৃতীয়ে থাকিলে পূর্বজাত ভ্রাতার, শনি তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত ভ্রাতার এবং মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পূর্বজ ও পরজ উভয় ভ্রাতারই বিনাশ হইয়া থাকে। ইহাতে পাপদৃষ্ট ও শুভদৃষ্টের কোন বিশেষত্ব নাই। তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ নীচস্থ বা নীচ-নবাংশস্থ, পাপক্ষেত্রস্থ, পাপযুক্ত, অথবা ক্রূর ষষ্ঠাংশগত হইলে এবং তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ পাপ মধ্যগত হইলেও ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে।

ভ্রাতৃহীন যোগ—তৃতীয়পতিযুক্ত চন্দ্র যদি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হন, তাহা হইলে তাহার আর ভ্রাতা হয় না। তৃতীয়পতি ও চতুর্থপতি চতুর্থস্থিত হইলে জাতকের ভ্রাতৃজননে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থপতি মঙ্গলযুক্ত হইলে উক্ত ফল হয় না। তৃতীয়স্থিত শনি ভ্রাতৃনাশক এবং তৃতীয়স্থ রাহু ভ্রাতৃবৃদ্ধিকারক।

জ্যেষ্ঠানুজ-ভ্রাতৃসংখ্যা-নিরূপণ—জাতকের লগ্ন হইতে একা-

দশ ও দ্বাদশস্থানস্থিত গ্রহসংখ্যা দ্বারা অগ্রজ ভ্রাতার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থ গ্রহসংখ্যা দ্বারা অনুজভ্রাতার সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, ভ্রাতৃস্থান-দর্শী এবং ভ্রাতৃস্থানযুক্ত গ্রহ; ইহার মধ্যে যে গ্রহ বলবান্, সেই গ্রহসংখ্যা দ্বারা ভ্রাতৃসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার গ্রহ যদি নীচস্থশত্রুগৃহ-গত অথবা পাপাক্রান্ত বা অস্তগতাদি দোষজনিত মূঢ়-ভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে জাত ভ্রাতার নাশ হয়। আর সকলেই বলশালী হইলে ভ্রাতৃগণ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে, উক্ত চারি প্রকার গ্রহের মধ্যে যদি অর্দ্ধেক বলবান্ এবং অর্দ্ধেক বলহীন হয়, তাহা হইলে যতগুলি ভ্রাতা হইবে, তাহার অর্দ্ধেক জীবিত থাকিবে। এইরূপ বলাবল দ্বারা কয়টী ভ্রাতা জীবিত থাকিবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার গ্রহ স্ত্রীগ্রহ হইয়া দুঃস্থানগত হইলে স্বল্প অনুজকারক হইয়া থাকে। তৃতীয়পতি যে নবাংশে থাকেন, সেই নবাংশ-পতি গ্রহের সংখ্যা দ্বারাও ভ্রাতৃসংখ্যা নিরূপণ করা যাইতে পারে। সূক্ষ্মরূপে দেখিতে হইলে তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, ভ্রাতৃস্থানদর্শী ও ভ্রাতৃস্থানস্থিত এই চতুর্গ্রহের স্ফুট গণনা করিয়া স্ফুট-রাশ্যাদি যোগ করিতে হইবে, তাহার নবাংশ-সংখ্যা দ্বারা ভ্রাতৃসংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন গ্রহের নীচ-রাশ্যংশ বা শত্রু নবাংশ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফল পূর্ণ হয় না। আর যদি উচ্চ-রাশ্যংশ হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের দ্বিগুণ ফল হয়। এই চতুর্গ্রহের স্বীয় স্বীয় দশা ও অন্তর্দ্দশা ভোগকালে তাহাদিগের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা অনুসারে ভ্রাতৃগণের শুভাশুভ কল্পনা করিতে হইবে।

মতান্তরে ভ্রাতৃসংখ্যা-নিরূপণ।—মঙ্গলের অষ্টবর্গচক্রে মঙ্গলাস্থিত রাশির তৃতীয়স্থানে যত সংখ্যক ফলরেখা হইবে, তত সংখ্যক ভ্রাতার জন্ম হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গলের তৃতীয়-স্থান মঙ্গলের নীচগৃহ বা শত্রুগৃহ হইলে উক্ত ফল হইবে না। ভ্রাতাদি সংখ্যানিরূপণের বিবিধ স্থল উপস্থিত হইলে বলবান্ গ্রহ হইলেই ফল কল্পনা করিতে হইবে।

ভ্রাতৃভাবপতি ও ভ্রাতৃকারক উভয়ের মধ্যে যে বলী হইবে, সেই গ্রহ হইতেই ভ্রাতৃসংখ্যা নিরূপণ করা আবশ্যক।

ভ্রাতৃ-ভগিনী-জন্মনিরূপণ।—যদি তৃতীয়পতি ওজোরাশি-গত অর্থাৎ পুংগ্রহের ক্ষেত্রগত, পুংগ্রহ-দৃষ্ট বা পুংগ্রহযুক্ত হন, তাহা হইলে ভ্রাতা এবং তৃতীয়পতি যুগ্মরাশিগত অথবা চন্দ্র বা শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভগিনী হয়।

সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ ভ্রাতৃযোগ।—কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থ তৃতীয়-পতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে চিরসুখী ও দীর্ঘায়ুঃ ভ্রাতা হয়। এই ভ্রাতার সহিত বিচ্ছেদ হয় না।

মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রাতৃনাশযোগ—শনি তৃতীয়ে থাকিলে মাতৃগর্ভের দুইটী ভ্রাতার নাশ হয়, এবং জাতকের অপর ভ্রাতার দ্রব্যহানি হইয়া থাকে। একাদশে মঙ্গল, সপ্তমে শনি ও নবমে রাহু থাকিলে দুই বা তিন ভ্রাতা নষ্ট হয়।

বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ তৃতীয়ে থাকিলে তিনটী ভ্রাতা হয়, উক্ত গ্রহ পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে দুইটী ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্ন বা মঙ্গল হইতে তৃতীয়ে শনি ও নবমে বুধ থাকিলে অথবা মঙ্গল হইতে তৃতীয়স্থ রাহু শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে তিনটী ভগিনী নাশ হয় এবং জাতকের বাহু ও কুক্ষিদেশে বহুতর চিহ্ন হইয়া থাকে। বুধ তৃতীয়স্থ, চন্দ্র তৃতীয়পতিযুক্ত এবং ভ্রাতৃকারক গ্রহ শনিযুক্ত হইলে এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও এক কনিষ্ঠ সহোদর এবং তৃতীয় ভ্রাতার নাশ হইয়া থাকে। তৃতীয় পতি নীচস্থ ও ভ্রাতৃকারক রাহুযুক্ত হইলে তিনটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী হয় না। কেন্দ্রস্থ তৃতীয়পতির নবম বা পঞ্চম স্থানস্থিত ভ্রাতৃকারক গ্রহ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া উচ্চস্থ হইলে ১২টী সহোদর হয়, উক্ত ১২টী মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ ভ্রাতার এবং এই যোগে জাত বালকের মৃত্যু হইয়া থাকে। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা দীর্ঘজীবী হয়। এই দ্বাদশ সহোদরের ষষ্ঠ যমজ হয়। বৃহস্পতি বা চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল, ব্যয়পতির সহিত যুক্ত হইয়া তৃতীয়স্থ হইলে ৭টী সহোদর হয়। উহার মধ্যে দুইটীর মৃত্যু হয়। কিন্তু শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মৃত্যু হয় না। লগ্নপতি ও তৃতীয় পতির পরস্পর মিত্রতা বা শত্রুতা থাকিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত শত্রুতা ও মিত্রতা হইয়া থাকে। যে যে ভাবপতির সহিত লগ্নপতির শত্রুতা বা মিত্রতা থাকে, সেই সেই ভাবেই স্বজনাদির শত্রুতা বা মিত্রতা হয়।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদযোগ।—বলহীন লগ্নপতি ও তৃতীয়পতি অথবা ভ্রাতৃকারক গ্রহ পরস্পর শত্রু হইয়া তৃতীয় বা দুঃস্থানগত হইলে তত্তদ্গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতার সহিত কলহ, বিচ্ছেদ ও তজ্জন্য অর্থক্ষয় বা ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে। উক্ত গ্রহগণ যে যে ঘটনার সূচক হয়েন, সেই সেই ঘটনা লইয়া ভ্রাতার সহিত বিবাদ হইয়া থাকে।

ভ্রাতার মৃত্যু-সময় নিরূপণ।—লগ্নপতির স্ফুটরাশ্যাদি হইতে সহজপতির স্ফুটরাশ্যাদি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাশ্যংশাদি হইতে যে নক্ষত্র বুঝা যায়, সেই নক্ষত্রে শনি

আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্নপতির স্ফুট হইতে দশমপতি ও মঙ্গলের স্ফুট বাদ দিয়া যাহা হইবে, সেই রাশ্যংশে অথবা লগ্নস্ফুট, সহজস্ফুট, দশমস্ফুট ও মঙ্গলস্ফুট যোগ দিলে যাহা হইবে, সেই স্ফুটাংশে শনি আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু হয়। এই চারিটী স্ফুটাংশ নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রঘটিত যে গ্রহের দশা নিরূপিত হইবে, সেই গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশায় ভ্রাতার সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গলের স্ফুট হইতে রাহুস্ফুট বাদ দিয়া এবং রাহুস্ফুট হইতে মঙ্গলের স্ফুট বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাশ্যংশ হইতে পঞ্চম ও নবমপতির তত সংখ্যক অংশে বৃহস্পতি আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয়পতি রবিযুক্ত হইলে জাতক ধীর হয়। চন্দ্রযুক্ত হইলে মানসিক ধৈর্য্যশালী, মঙ্গলযুক্ত হইলে দুষ্ট, জড় ও ক্রোধী, বুধযুক্ত হইলে সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, বৃহস্পতি যুক্ত হইলে ধীরগুণযুক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, শুক্রযুক্ত হইলে কামাতুর এবং কামপ্রসঙ্গাধীন কলহপ্রবীণ, শনিযুক্ত হইলে জড়, রাহুযুক্ত হইলে ভীত এবং কেতুযুক্ত হইলে শরীরের নানাপ্রকার পীড়াদায়ক হয়।

বলবান্ তৃতীয়পতি শুভ ষড়্‌বর্গস্থিত হইলে জাতক সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। আর তৃতীয়পতি নীচস্থ, বিনষ্ট, শত্রুক্ষেত্রগত বা পাপযুক্ত হইলে অসাত্ত্বিক হয়। ভ্রাতৃভাবে রবি প্রভৃতি করিয়া নবগ্রহ থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে। রবি ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক প্রবল প্রতাপান্বিত, বিক্রমশালী, সোদর হইতে সন্তপ্ত, তীর্থভ্রমণশীল ও বিবাদে শত্রুবিজয়ী এবং রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। মতান্তরে রবি তৃতীয়ে থাকিলে সোদরনাশ এবং অন্য গ্রহ-কৃত রিষ্টনাশ, ধনবান্, স্ত্রীসুখান্বিত, গুণ ও ধৈর্য্যযুক্ত, প্রিয়জন-হিতকারী ও সহিষ্ণু হইয়া থাকে। পূর্ণচন্দ্র তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক স্বীয় বিক্রমে ধনোপার্জ্জন ও উত্তমা পত্নী লাভ করে এবং সেই ব্যক্তি দয়াশীল, অনেক দাস-দাসীযুক্ত এবং সহোদর দ্বারা বিশেষ সুখী হইয়া থাকে।

পাপ-ক্ষেত্রগত তৃতীয়ভাবস্থ ক্ষীণচন্দ্র ভগিনীনাশক এবং শুভক্ষেত্রগত তৃতীয়স্থ পূর্ণচন্দ্র সুরূপা ভগিনীপ্রদ হইয়া থাকেন। জাতকাভরণের মতে চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে জাতক হিংস্র, গর্ব্বিত, কৃপণ, অল্পবুদ্ধি, বন্ধুজনের আশ্রিত, দয়াবিহীন ও রোগবর্জ্জিত হয়।

মঙ্গল তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনবান্, ভ্রাতৃদুঃখী এবং তপশ্চরণে বিফল-মনোরথ হয়। উচ্চস্থ মঙ্গল তৃতীয়ভাবগত হইলে জাতক কৃষিজাত ধন দ্বারা সৌভাগ্যশালী ও বিলাসী হয় এবং নীচস্থ বা শত্রুগৃহী হইলে ধনসুখবিহীন ও কুৎসিত গৃহে অবস্থান করে।

বুধ তৃতীয়ভাবে থাকিলে বণিক্‌দিগের সহিত মিত্রতা ও জাতক বণিক্‌বৃত্তিশীল হয় এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে অতি অবাধ্য ব্যক্তিকেও বাধ্য করিতে সমর্থ ও বিনীত হয়, সেই ব্যক্তি বহু ভ্রাতৃযুক্ত ও ভ্রাতৃগণের আশ্রয় এবং যৌবনে বিষয়সুখভোগে অতি আসক্ত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনে রত হইয়া থাকে। পাপযুক্ত ও অস্তগত বুধ তৃতীয়স্থ হইলে ভগিনীহানি হয়। আর শুভযুক্ত, শুভদৃষ্ট ও উদিত থাকিলে ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক অতিশয় লঘু, পরাক্রমবিহীন ও দুর্ব্বল হয়। কিন্তু ঐ জাতক ভ্রাতৃসুখে সুখী, কৃতঘ্ন এবং মিত্র দ্বারা উপকৃত হইলেও মিত্রগণের কখন উপকার ও হিতাভিলাষ করে না। তাহার ভাগ্যোদয় হইলেও তাদৃশ অর্থলাভ হয় না। এই জাতক সৌজন্যবিহীন, কৃপণ, স্ত্রীপুত্র-সুখ-রহিত, অগ্নিমান্দ্য-রোগযুক্ত, ধনবান্ হইলেও নিধনভাবাপন্ন, এবং বহু কুটুম্বযুক্ত হয়।

শুক্র তৃতীয়ভাবে থাকিলে স্ত্রীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত, এবং তাহার বন্ধুনাশ হয়। তাহার স্ত্রী অল্পপ্রসূতা হয়, এজন্য তাহার পুত্রলালসা পূর্ণ হয় না। এই জাতক ভীতচিত্ত, ধন থাকিলেও ব্যয়ে কুণ্ঠিত, কৃশাঙ্গ, কামাতুর, সাধুজনদ্বেষী, ক্রূর, সুন্দরী ভগিনীযুক্ত এবং কুচেষ্ট হয়।

শনি তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতকের চিত্ত শীতল হয় না, অর্থাৎ জাতক সর্ব্বদাই মানসিক সন্তাপ ভোগ করে। এই ব্যক্তি বিশেষ উদ্যোগী হয়, ইহার ভাগ্যোদয় কখনও নির্ব্বিঘ্নে হয় না। এই জাতক ভবিষ্যদ্‌বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী, অতি দুর্মুখ, রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিত, বাহনযুক্ত, গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বহুপরাক্রমী, বহুপ্রতিপালক, ভ্রাতৃদুঃখতপ্ত, বাহুরোগী, বিদেশবাসী, নীচসংসর্গযুক্ত, এবং ধর্ম্মসাধনে বিরত হয়।

রাহু তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতক বাহুবলশালী ও মল্লবিদ্যাবিশারদ হয়, তাহার ভ্রাতৃনাশ বা বিকৃতাঙ্গ ভ্রাতা হইয়া থাকে। এই জাতক ধনবান্, বীরভাবাপন্ন, স্ত্রী পুত্র ও মিত্রাদি সুখে সুখী এবং তাহার অন্য গ্রহরিষ্ট নষ্ট হয়। এই রাহুতুঙ্গী হইলে হস্তী, অশ্ব ও বহু ভৃত্য হইয়া থাকে।

কেতু তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতকের শত্রু নাশ হয়, এবং তাহার বিবাদ, ধন, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও তেজঃ এই সকল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার বন্ধুবর্গের নাশ ও পীড়া হয়, এবং সর্ব্বদা ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তায় আকুল হইতে হয়। এই জাতক হস্তরোগযুক্ত, সুন্দরী স্ত্রীসম্ভোগী, মান-

সিক দুঃখে দুঃখিত এবং বন্ধুজনিত বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

যদি তৃতীয় গৃহ পাপগৃহ হয়, এবং তাহাতে পাপগ্রহগণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে সহোদর জন্মে না, যদি জন্মে, তাহা হইলে জীবিত থাকে না। ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ তৃতীয়গৃহ যদি শুভগৃহ হয় এবং তাহাতে শুভগ্রহগণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে অনেক সহোদর হয়। যদি ভ্রাতৃস্থান শুভগ্রহের আলয় হয়, এবং তাহাতে সমস্ত শুভগ্রহ অবস্থান করেন, অথবা শুভকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সোদরবর্গের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু মিশ্র হইলে অর্থাৎ পাপগ্রহ ও শুভগ্রহের স্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলে শুভাশুভ ফল জানিতে হইবে।

তৃতীয়গৃহের যতগুলি নবাংশ চন্দ্র ও মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হয়, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ঐ চন্দ্র মঙ্গলের শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে ফল কল্পনা করিতে হইবে। যদি শনি তদ্গৃহস্থানে থাকিয়া মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে সমুদয় সহোদর বিনষ্ট হয়। যদি ঐ তদ্গৃহ-স্থানস্থিত শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সহোদরগণের মঙ্গল হইয়া থাকে। ঐ তদ্গৃহস্থ শনি মঙ্গল বা বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সকল সহোদর নাশ হয়।

যদি তৃতীয় গৃহ চন্দ্রের ক্ষেত্র হয় এবং তাহাতে যদি মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সকল সহোদরই রুগ্ন হইয়া থাকে। যদি রবি স্বগৃহে থাকেন, এবং ঐ গৃহ যদি ধর্ম্মস্থান হয়, তাহা হইলে সহোদরের জীবন সংশয় হয়। কিন্তু এক ভ্রাতা দীর্ঘজীবী ও রাজতুল্য হয়। যদি তৃতীয়ভাবে চন্দ্র থাকেন, এবং ঐ চন্দ্র যদি কোন পাপগ্রহের তৃতীয় না হয় ও কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হন, তাহা হইলে তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তৃতীয়স্থানে রবি থাকিলে অগ্রজ ভ্রাতা, শনি থাকিলে অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু হইয়া থাকে এবং মঙ্গল থাকিলে অগ্রজ ও অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু নিশ্চিত।

জ্যোতিষী পণ্ডিতগণ এইরূপে ভ্রাতৃস্থানে সহোদর,কিঙ্কর, অনুজীবী ও পরাক্রমের বিচার করিয়া থাকেন।

(জাতকাভরণ, কল্পতরু, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি)

ভ্রাতৃমৎ (ত্রি) ভ্রাতা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ভ্রাতৃযুক্ত।

ভ্রাতৃবল (ত্রি) ভ্রাতা অস্যাস্ত বলম্। ভ্রাতৃযুক্ত। (স্ত্রী) ভ্রাতার বল।

ভ্রাতৃবধূ (স্ত্রী) ভ্রাতুঃ বধূঃ। ভ্রাতৃজায়া।

ভ্রাতৃভগিনী (স্ত্রী) ভ্রাতা চ ভগিনী চ, ইতি ইতরেতরদ্বন্দ্ব-সমাসঃ। ভ্রাতা ও ভগিনী। এই শব্দ বিবক্ষ্যান্ত।

ভ্রাতৃব্য (পুং) ভ্রাতুরপত্যমিতি (ভ্রাতুর্ব্যচ্চ। পা ৪।১।১৪৪) ব্যৎ। ভ্রাতৃপুত্র। চলিত ভাইপো।

"জয়রাজানুজং রাজা যশোরাজং নিবেশিতম্।
তস্মিতেনাবচকন্দ ভ্রাতৃব্যং রাজকাবিধঃ ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ৮।২৮৪২)

ভ্রাতৃ-(ব্যন্ সপত্নে। পা ৪।১।১৪৫) ইতি ব্যন্। ২ শত্রু।

"ভ্রাতৃব্যমেতং স্বমদভ্রবীর্য্যমুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।"

(ভাগবত ৫।১১।১৭)

'তস্মাৎ ভ্রাতৃব্যং শত্রুম্' (স্বামী)

ভ্রাতৃশ্বশুর (পুং) পত্যুর্জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্বশুর ইব পূজ্যত্বাৎ। ১ পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত ভাশুর। পর্য্যায়—শ্বশুরক। ২ ভ্রাতুঃ শ্বশুরঃ। ভ্রাতৃপত্নীর পিতা। চলিত তালুই মহাশয়।

ভ্রাত্র (স্ত্রী) ভ্রাতুরিদং, শিবাদিত্বাদণ্। ভ্রাতৃসম্বন্ধী।

ভ্রাত্রীয় (পুং) ভ্রাতুরপত্যং পুমানিতি ভ্রাতৃ (ভ্রাতুর্ব্যচ্চ। পা ৪।১।১৪৪) ইত্যত্র চকারাচ্ছশ্চ ইতি কাশিকোক্তেঃ ছ। ১ ভ্রাতৃপুত্র। (ত্রি) ২ ভ্রাতৃসম্বন্ধী।

ভ্রান্ত (ত্রি) ভ্রম-কর্ত্তরি ক্ত (অনুনাসিকস্যেতি। পা° ৬।৪।১৫) ইতি দীর্ঘঃ। ভ্রান্তিবিশিষ্ট, ভ্রমযুক্ত। "অতীন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানা-মধিষ্ঠানে।" (সাংখ্যসূ° ২।২৩) ২ ভ্রমণযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ ভ্রমণ। ৪ ঘূর্ণায়মান। (পুং) ৫ মত্তহস্তী। ৬ রাজ-ধুস্তূর। (রাজনি°)

ভ্রান্তি (স্ত্রী) ভ্রম-ক্তিন্, (অনুনাসিকস্য ক্বিঝলোঃ ক্ঙিতি। পা ৬।৪।১৫) ইতি দীর্ঘঃ। ১ভ্রম।

"যুক্তিহীনপ্রকাশত্বাৎ ভ্রান্তের্নহতি লক্ষণম্।
যদি তাল্লক্ষণং কিঞ্চিদ্ ভ্রান্তিরেব ন সিধ্যতি ॥"

গর্ভাবস্থায় ছয় মাসের কালে ভ্রান্তি জন্মে।

"ষাণ্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি স্পষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ ভ্রমণ। ৩ অনবস্থিতি। (বিশ্ব)

ভ্রান্তিমৎ (ত্রি) ভ্রান্তিরস্ত্যস্য মতুপ্, মস্য ব। ১ ভ্রমজ্ঞানযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"সাম্যাদতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ভ্রান্তিমান্ প্রতিভোত্থিতা।"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৮১)

সাম্যবিষয়ে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হইলে এই অলঙ্কার হয়,- কিন্তু এই জ্ঞান প্রতিভাবলে উত্থিত হওয়া চাই। সাদৃশ্যবশতঃ প্রকৃত বিষয়ে কবি-কল্পনাকৃত অন্য বস্তু ভ্রমের উদাহরণ—

"মুগ্ধা দুগ্ধধিয়া গবাং বিদধতে কুম্ভানধো বল্লবাঃ
কর্ণে কৈরবশঙ্কয়া কুবলয়ং কুর্ব্বন্তি কান্তা অপি।

কর্কন্ধুফলমুক্তিনোতি শবরী মুক্তাফলাকাঙ্ক্ষয়া
সান্দ্রা চন্দ্রমসো ন কস্য কুরুতে চিত্তভ্রমং চন্দ্রিকা ॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ভ্রান্তি যে স্থলে স্বয়ম্ দ্বারা উত্থাপিত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে না। 'শুক্তিতে রজত ভ্রম' স্থলে এই অলঙ্কার হইবে না। এবং ভ্রম যে স্থলে সাদৃশ্যমূল হয়, তথাও এই অলঙ্কারের বিষয় নহে। ইহার উদাহরণ—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ভ্রান্তিহর (পুং) ভ্রান্তিং হরতীতি হৃ-কর্ত্তরি পচাদ্যচ্। ১ মন্ত্রী, মন্ত্রণা দ্বারা ভ্রান্তি নিরাকৃত হয়, এই জন্য মন্ত্রীকে ভ্রান্তিহর কহে। (শব্দমা°) (ত্রি) ভ্রমনাশক।

ভ্রাম (ত্রি) ভ্রম-কর্ত্তরি জ্বলাদিত্বাৎ ণ। ১ ভ্রমযুক্ত। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত অনেক রাজা। (সহ্যা° ৩২।৩৫)

ভ্রামক (পুং) ভ্রাময়তি ভ্রমং জনয়তীতি ভ্রম-ণিচ্, (ধূলকৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ইতি ধূল্। ১ শৃগাল। ২ ধূর্ত্ত। ৩ সূর্য্যাবর্ত্ত। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) (ত্রি) ৫ ভ্রমজনক। ৬ কান্তলোহ বিশেষ। (রাজনি°)

ভ্রামর (ক্লী) ভ্রমরৈঃ কৃতং সম্ভূতমিতি ভ্রমর (ক্ষুদ্রাভ্রমরবটরপাদপাদঞ্। পা ৪।৩।১১৯) ইতি অঞ্। মধু, ভ্রমরজ মধু।

"কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্পদেভ্যোঽলিভিশ্চিতম্।
নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যত্তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্ ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ—রক্তপিত্তনাশক, মূত্রজাড্যকর, গুরু, স্বাদুপাক, অভিষ্যন্দী। (ভাবপ্র°) [মধু দেখ]

২ নৃত্য বিশেষ। পর্য্যায়—রাস, মণ্ডলনৃত্য, হল্লীশ। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ ভ্রমরসম্বন্ধী।

"তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥" (চণ্ডী)

(পুং) ভ্রাময়তি লৌহমিতি ভ্রামি (অর্ত্তি-কমি-ভ্রমি দেবীতি। উণ্ ৩।১৩২) ইতি অর। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) ৫ অপস্মার রোগ।

ভ্রামরিন্ (ত্রি) ভ্রামরং ভ্রমরস্যেব ঘূর্ণনবত্ত্বাৎ রূপমস্ত, ইনি। অপস্মার-রোগযুক্ত।

"ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শিত্র্যথো পিশুনস্তথা।" (মনু ৩।১৬১)
'ভ্রামরী অপস্মারী' (মেধাতিথি)

ভ্রামরী (স্ত্রী) ভ্রমরস্যায়ং ভ্রামরো ভ্রমরবদ্ বর্ণঃ,সোঽস্ত্যস্যা ইতি, অর্শ আদ্যচ, ঙীপ্। পার্ব্বতী। ভগবতী বলিয়া ছিলেন,—অরুণাক্ষ নামে মহাসুর জগতের বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, আমি জগতের শান্তির জন্য ষট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐ মহাসুরকে বিনাশ করিব। এই জন্য আমার নাম ভ্রামরী হইবে।

"যদারুণাক্ষস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।৪৭-৪৯)

২ পুত্রদাত্রী লতা। (রাজনি°)

ভ্রাশ, ১ দীপ্তি, শোভা। দিবাদি° পক্ষে ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাশ্যতে। ভ্বাদি পক্ষে ভ্রাশতে। লিট্ বভ্রাশে, ভ্রেশে। লিট্ ভ্রাশিতা। লৃট্ ভ্রাশিষ্যতে। লুঙ্ অভ্রাশিষ্ট, অভ্রাশিষাতাং; অভ্রাশিষত। সন্ বিভ্রাশিষতে। যঙ্ বা ভ্রাশ্যতে। যঙ্লুক্ বাভ্রাষ্টি। ণিচ্ ভ্রাশয়তি, লুঙ্ অবভ্রাশৎ।

ভ্রাশ্য (ক্লী) আয়ুধ। (ঋক্ ১০।১১৬।৫)

ভ্রাষ্ট্র (ক্লী) ভ্রস্জ-ষ্ট্রন্। ১ আকাশ। (পুং) ভ্রুজ্যতেঽস্মিন্নিতি ভ্রস্জ (ভ্রস্জিগমিনমিহনিবিশ্যশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৫৯) ইতি ষ্ট্রন্। ২ পাত্রবিশেষ, যাহাতে কলায় ও ছোলা প্রভৃতি ভাজা হয়, চলিত ভাজ্না খোলা। পর্য্যায় অম্বরীষ। (অমর)

"রৌদ্রে চক্ষুষি তজ্জিতস্তুমমুভ্রাষ্ট্রক যশ্চিক্ষিপে।"

(নৈষধচ° ৩।১২৮)

'অম্বুভ্রাষ্ট্রং ভর্জ্জনপাত্রসদৃশেন' (টীকা)

ভ্রাষ্ট্রকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যা°)

ভ্রাষ্ট্রজ (ত্রি) ভাজ্না খোলায় উৎপন্ন বা যাহা ভাজা হইয়াছে।

ভ্রাষ্ট্রব্রতিন্ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যা°)

ভ্রাষ্ট্রেয় (পুং) বংশ বা জাতিভেদ।

ভ্রাস্ দীপ্তি, শোভা। দিবাদি° পক্ষে ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভ্রাস্যতে। ভ্বাদিপক্ষে ভ্রাসতে। লুঙ্ অভ্রাসিষ্ট। ণিচ্ লুঙ্ অবভ্রাসৎ।

ভ্রুকুংস (পুং) ভ্রুবঃ কুংসয়তি এয়চ্ প্রত্যয়ঃ, হ্রস্বশ্চ বা। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষ।

ভ্রুকুটী (স্ত্রী) ভ্রুবং কুটিকৌটিল্যমিতি ষষ্ঠীসমাসঃ, 'অক্রকুম্ সাদীনা' মিতি বা হ্রস্বঃ। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূকৌটিল্য, ভ্রূভঙ্গ।

"বভৌ চ ভ্রুকুটিং বক্ত্রে ক্রোধস্য পরিলক্ষণম্।" (ভারত ৭।৭৬২)

ভ্রুকুটিমুখ (স্ত্রী) ভ্রূভঙ্গিযুক্ত মুখ। (পুং) ২ সর্পভেদ।

ভ্রুড়্, ১ সংবরণ। ২সঙ্ঘাত। তুদাদি° পরস্মৈ° সেট্, সংবরণার্থে সক°। সঙ্ঘাতার্থে অক°। লট্ ভ্রুড়তি। লিট্ বুভ্রোড়। অভ্রুড়ীৎ।

ভ্রুভঙ্গ (পুং) ভ্রুবো ভঙ্গঃ হ্রস্বশ্চ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকৌটিল্য।

ভ্রূ (স্ত্রী) ভ্রাম্যতি নেত্রোপরি ইতি ভ্রম (ভ্রমেশ্চ ডূঃ। উণ্

৭।৩৮) ইতি ডূ। চক্ষুদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগ, চক্ষুঃদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও ললাটের নিম্নস্থিত রোমরাজি। পর্য্যায়—চিল্লিকা। ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—ভ্রূ বিশাল ও উন্নত হইলে সুখী এবং বিষম হইলে দরিদ্র হয়।

"বিশালোন্নতা সুখিনি দরিদ্রা বিষমভ্রুবঃ।
ধনী দীর্ঘা সংসক্ত ভ্রুর্বালেন্দুন্নতসভ্রুবঃ॥" (গরুড়পু০ ৬৬অ০)

তন্ত্রমতে ভ্রূমধ্যে ষট্‌চক্রের অন্তর্গত আজ্ঞানামক চক্র আছে। ইহা হ, ক্ষ বর্ণদ্বয়যুক্ত দ্বিদল পদ্মাকার, ইহার মধ্যে মন অবস্থিত আছে।

"আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধি মকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং
হস্তাভ্যাং বৈকলাভ্যাং প্রবিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং সুশুভ্রম্।
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষট্‌কং দধানা
বিদ্যাং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা॥"
ইত্যাদি। (তত্ত্বচিন্তামণি ও প্রকাশ)

ভ্রূকুংস (পুং) ভ্রূ-কুংস-অচ্। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষ।

ভ্রূকুটি (স্ত্রী) ভ্রুবঃ কুটিঃ কৌটিল্যং। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রূর কৌটিল্য, বক্রতা, ভ্রূভঙ্গী।

ভ্রূক্ষেপ (পুং) ভ্রূবক্ষেপঃ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূচালন, সঙ্কেত-জ্ঞাপনার্থ ভ্রূর বক্রভাবে চালনা।

"ভ্রূক্ষেপমাত্রানুমিতপ্রবেশাং" (কুমার ৩।৬০)
২ ভ্রূবিলাস।

ভ্রূজাহ (ক্লী) ভ্রূমূল।

ভ্রূণ, ১ আশা। ২ বিশঙ্কা। চুরাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ ভ্রূণয়তে। লিট্ ভ্রূণয়াঞ্চক্রে। লুঙ্ অবুভ্রূণত।

ভ্রূণ (পুং) ভ্রূণ্যতে আশস্যতে ইতি ভ্রূণ-ঘঞ্। ১ বালক। ২ স্ত্রীগর্ভ। এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ।
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্॥"
(ভাগবত ৯।৩।৩১)

যতদিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন ঐ গর্ভ ভ্রূণ নামে অভিহিত হয়।

ভ্রূণঘ্ন (ত্রি) ভ্রূণং হন্তি ভ্রূণ-হন্-ক। ভ্রূণহত্যাকারী।

ভ্রূণহতি (স্ত্রী) হন্-ক্তিন্ হতিঃ হননং, ভ্রূণস্য হতিঃ। ভ্রূণহত্যা।

ভ্রূণহত্যা (স্ত্রী) হননং হত্যা, হন-ভাবে ক্যপ্; ভ্রূণস্য হত্যা ৬তৎ। গর্ভস্থ বালক-হনন।

"ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতঞ্চরেৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

ভ্রূণহন্ (ত্রী) ভ্রূণং হন্তীতি ভ্রূণ-হন্ (ব্রহ্মভ্রূণবৃত্রেষু। পা ৩।২।৮৭) ইতি ক্বিপ্। গর্ভস্থ-বালকহন্তা, ভ্রূণহত্যাকারক। ভ্রূণহত্যা করিলে মহাপাতক হয়। এই মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, ভ্রূণ যদি পুরুষ বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত্ত এবং স্ত্রী বলিয়া জানিলে স্ত্রীবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। যদি ভ্রূণের পুংত্ব বা স্ত্রীত্ব জানা না যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। ভ্রূণ ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের হইবে, প্রায়শ্চিত্তও তদ্বর্ণানুরূপই করিতে হইবে। ভ্রূণহত্যা জ্ঞানকৃত হইলে, পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানতঃ হইলে তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণগর্ভবধে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত, ক্ষত্রিয়-গর্ভবধে ত্রৈবার্ষিক ব্রত, বৈশ্যগর্ভবধে সার্দ্ধবার্ষিক ব্রত ও শূদ্রগর্ভবধে নবমাসিকব্রত করিলে সকল পাপ বিমুক্ত হয়। অজ্ঞানতঃ ইহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত।* [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

ভ্রূভঙ্গ (পুং) ভ্রুবো ভঙ্গঃ। ভ্রূকৌটিল্য। ক্রোধাদি-জ্ঞাপনের জন্য ভ্রূর তির্য্যক্ চালন।

"ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহত হরয়ো ভিন্নশক্রেভকুম্ভা
যুষ্মদ্দেহেষু লজ্জাং দধতি পরমমী সায়কা নিষ্পতন্তঃ।
সৌমিত্রে তিষ্ঠ পাত্রং ত্বমপি ন হি রুষাং নন্বহং মেঘনাদঃ
কিঞ্চিদ্ ভ্রূভঙ্গলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি॥"
(কাব্যপ্র০)

ভ্রূভেদ (পুং) ভ্রুবো ভেদঃ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূবিকার।

ভ্রূভেদিন্ (ত্রি) ভ্রূভেদঃ অস্ত্যাস্তীতি ইনি। ভ্রূভেদযুক্ত, ভ্রূভঙ্গযুক্ত।

"ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৌ ললিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ।"
(কুমারস০ ৬।৪৫)

ভ্রূবিকার (পুং) ভ্রুবো বিকারঃ। ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকৌটিল্য।

ভ্রূবিক্ষেপ (পুং) ভ্রুবো বিক্ষেপঃ। ভ্রূভঙ্গ।

ভ্রূবিচেষ্টিত (ক্লী) ভ্রুবো বিচেষ্টিতং। ভ্রূক্ষেপ।

ভ্রূবিলাস (পুং) ভ্রুবো বিলাসঃ। ভ্রূর বিলাস, ভ্রূভঙ্গ।

"ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ" (মেঘদূত পূঃ)

ভ্রাজ, ভাস, দীপ্তি। ভ্বাদি০ আত্মনে সক০ সেট্।

---

* ভ্রূণঘ্নস্য প্রায়শ্চিত্তং—তত্র পুংত্বেন জ্ঞাতে পুংবধপ্রায়শ্চিত্তং, স্ত্রীত্বেন জ্ঞাতে স্ত্রীবধপ্রায়শ্চিত্তং, অবিজ্ঞাতে তু পুংবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ মনুঃ:—

"হত্বা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতঞ্চরেৎ।
* * * *
গত্বা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ী নিসূদনঃ॥"

ব্রতপর্য্যোপাদানাৎ জ্ঞানস্য ইদং, অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধং, তেন জ্ঞানকৃতে ব্রাহ্মণ-গর্ভবধে দ্বাদশবার্ষিকং, ক্ষত্রিয়গর্ভবধে ত্রৈবার্ষিকং, বৈশ্যগর্ভবধে সার্দ্ধবার্ষিকং, শূদ্রগর্ভবধে নবমাসিকং" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

লট্ ভ্রজতে। লিট্ বিভ্রেজে। লুট্ ভ্রেজিতা। লুঙ্ অভ্রেজিষ্ট। ণিচ্ ভ্রেজয়তি। লুঙ্ অবিভ্রেজৎ।

ভ্রেষ, ১ গমন। ২ ভয়। ভ্বাদি° উভয়° অক° সেট্। লট্ ভ্রেষতি-তে। লোট্ ভ্রেষতু-তাং। লুঙ্ অবিভ্রেষৎ-ত। ভ্লেষ ধাতুরও এইরূপ রূপ হইবে।

ভ্রৌণঘ্ন (ত্রি) ভ্রূণহত্যাকারী সম্বন্ধীয়।

ভ্রৌণহত্য (ক্লী) ভ্রূণহত্যা।

ভ্রৌবেয় (ত্রি) ভ্রূব ইদম্, 'ভ্রুবো বুক্ চ' ইতি ঢঞ্ বুক্‌চ। ভ্রূসম্বন্ধী।

ভ্লক্ষ, ভক্ষণ। ভ্বাদি° উভ° সক° সেট্। লট্ ভ্লক্ষতি-তে, লুঙ্ অভ্লক্ষীৎ-ত। দুর্গসিংহের মতে ইহা ভ্লক্ষ ধাতু।

ভ্লাশ, দীপ্তি। ভ্বাদি° পক্ষে দিবাদি° অক° সেট্। দিবাদি-পক্ষে ভ্লাশ্যতে, ভ্বাদিপক্ষে ভ্লাশতে। লুঙ্ অভ্লাশিষ্ট। বোপদেবের মতে ইহা ভ্লাশ ধাতু। [ভ্লাশ দেখ]

ম

ম মকার। ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশতি বর্ণ। ইহার উচ্চারণ স্থান ওষ্ঠ ও নাসিকা। "উপূপধ্মানীয়ানামোষ্ঠৌ" (পাণিনি) জিহ্বাগ্র দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, অতএব এই বর্ণ স্পর্শ বর্ণ ও অনুনাসিক। বাহ্যপ্রযত্ন-সংবার, নাদঘোষ ও অল্পপ্রাণ। ইহার স্বরূপ—

"মকারং শৃণু চার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা ॥" (কামধেনুতন্ত্র)

এই বর্ণ সাক্ষাৎ পরমকুণ্ডলী স্বরূপ, তরুণ সূর্য্যসদৃশ ও চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়।

বঙ্গীয়াক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী—

"ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুণ্ডলী।
পুনশ্চাধোগতা সৈব তত ঊর্দ্ধগতা পুনঃ ॥
ব্রহ্মা শম্ভুশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশস্তাসু তিষ্ঠতি ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ঊর্দ্ধাধঃক্রমে একটী রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুণ্ডলী করিতে হইবে, পুনরায় উহা অধোগত করিয়া আবার ঊর্দ্ধদিকে দিলে এই অক্ষর হয়। এই কুণ্ডলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবস্থিত আছেন।

এই বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান—

"কৃষ্ণাং দশভুজাং ভীমাং পীতলোহিতলোচনাম্।
কৃষ্ণাম্বরধরাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা মকারন্ত তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ ॥" (বর্ণোদ্ধারত০)

এইরূপে ধ্যান করিয়া দশবার জপ, পরে প্রণাম করা উচিত। প্রণামমন্ত্র—

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
আত্মাদিতত্ত্বসংযুক্তং হৃদিস্থং প্রণমাম্যহম্ ॥" (বর্ণোদ্ধারত০)

ইহার বাচক শব্দ—কালী, ক্লেশিত, কাল, মহাকাল, মহান্তক, বৈকুণ্ঠা, বসুধা, চন্দ্রী, রবি, পুরুষরাজক, কালভদ্র, জয়া, মেধা, বিশ্বধা, দীপ্তসংজ্ঞক, জঠর, ভ্রমা, মান, লক্ষ্মী, মাতা, উগ্রবন্ধনা, বিষ, শিব, মহাবীর, শশিপ্রভা, জনেশ্বর, প্রমত্ত, প্রিয়ঙ্গু, রুদ্র, সর্ব্বাঙ্গ, বহ্নিমণ্ডল, মাতঙ্গমালিনী, বিন্দু, প্রবণা, ভরথ, বিষয়।

"মঃ কালী ক্লেশিতঃ কালো মহাকালো মহান্তকঃ।
বৈকুণ্ঠা বসুধা চন্দ্রী রবিঃ পুরুষরাজকঃ ॥
কালভদ্রো জয়া মেধা বিশ্বধা দীপ্তসংজ্ঞকঃ।
জঠরশ্চ ভ্রমা মানং লক্ষ্মীর্মাতোগ্রবন্ধনী ॥
বিষং শিবো মহাবীরঃ শশিপ্রভা জনেশ্বরঃ।
প্রমত্তঃ প্রিয়ঙ্গু রুদ্রঃ সর্ব্বাঙ্গো বহ্নিমণ্ডলম্।
মাতঙ্গমালিনী বিন্দুঃ প্রবণা ভরথো বিষং ॥"(বর্ণাভিধানতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ জঠরে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে দুঃখ হয়।

"সুখভয়মরণং ক্লেশদুঃখং পবর্গঃ" (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

ম (পুং) মাতি নির্ম্মাতি জগদিতি মা-ক। ১ শিব। ২ চন্দ্রমা। ৩ ব্রহ্মা। (একাক্ষরকোষ) ৪ যম। ৫ সময়। ৬ বিষ। ৭ মধুসূদন। (মেদিনী)

মই (দেশজ) বাঁশের সিঁড়ি।

মই দেওন (দেশজ) হলকর্ষণের পর মই দিয়া ক্ষেত্র সমতল-করণ।

মইল (দেশজ) ময়লা, মল।

মউ (দেশজ, মধু শব্দের অপভ্রংশ) মধু।

মউআ, স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Bassia latifolia)। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যভারত, উত্তর-কুমায়ুন, কাঙ্‌রা ও অযোধ্যা-প্রদেশ, পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতমালায়, দক্ষিণ-পূর্ব্বভারতে ও আবা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্যের পার্ব্বতীয় বনবিভাগে এই বৃক্ষ প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় ভিন্নশ্রেণীর মহুয়া বৃক্ষ (B. longifolia) জন্মিয়া থাকে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ বৃক্ষপত্রের বিভিন্নতা হেতু এইরূপ নামস্বতন্ত্র্য নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তর-ভারতের বৃক্ষগুলির পত্র অপেক্ষাকৃত জম্বুপত্রের ন্যায় গোলাকার, কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় বৃক্ষের পত্রগুলি আম্রপত্রের ন্যায় দুইদিকে ছুঁচাল।

বিভিন্নস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ননামে পরিচিত। উঃ পঃ ও অযোধ্যা—মউআ, মহুআ, মহুলা, মউল, জাঙ্গলী, মোহা, জঙ্গলীমোহুআ, মোবা ; বাঙ্গালা—মউল, মহুল, বনমহুয়া, মউয়া ; উড়িষ্যা—মোহা ; কোল—মথুকুম্ ; ভূমিজ—মোহল ; সাঁওতাল—মাটকোম ; ভীল—মহুয়া ; গোঁড়—ইরূপ, ইরিপ,

েহ্‌ ; কুকু—নোহ ; বৈগাস—মাহ ; মধ্যপ্রদেশ—মহোবা ; বোম্বাই—মোহা, মোবা, মহুয়া ; দাক্ষিণাত্য—জাঙ্গলী, মোহা, মোহ ; গুজরাতী—মহুড়, মহুরা ; মরাঠী—মউদ, রাণাচ, মোহা চা ঝাড়, রাণাচ ইপ্পেচা ঝাড়, মোহো, মোরা, মাহা ; তামিল—ইলুপি, এলুপ, কাটইল্লিপি, কাট্টি ইলুপৈ, কাট্টু ইলুপ্পৈ, কাট্টু ইড়ুপৈ ; তেলগু—ইপ্পি, ইপ্পা, যেপ্প, অদবিইপ্পি চেট্টু ; কণাড়ি—হোপ্‌নে, হিপ্পে, কাড়ুইপ্পে-গিড়ু ; মলয়ালম্‌—পুনম্‌, কাট্টিরপ্পবোনম্‌ ; সংস্কৃত—মধুক, আভাবী, মধুকবৃক্ষ ; পারস্ত—দরখ্‌তে গুল্‌চোকাণে সহাই ; ব্রহ্ম—কালসন্‌।

জলহীন পার্ব্বত্যপ্রান্তরে এই বৃক্ষ অধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। তদ্দেশবাসী পার্ব্বতীয়গণ চাসবাস না করিলেও মহুয়া-বৃক্ষরক্ষায় বিশেষ যত্নশীল। চৈত্র ও বৈশাখে বৃক্ষগুলি ধবলপুষ্পে পূর্ণ হয় ; তৎপরে ক্রমে ফলবতী হইয়া থাকে। ফলগুলি পুষ্প-পতনের ৩ মাস পরে পাকিয়া উঠে। তখন কমলালেবুর মত লালাভ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। ফল পাকিলে সাধারণে আগ্রহের সহিত তাহা রক্ষা করে। প্রত্যেক ফলে ১টী হইতে ৪টী পর্য্যন্ত বীজ হয়। ইহার ফুল, ফল, বীজ ও কাষ্ঠ তদ্দেশবাসী সাধারণের বিশেষ উপকারে আইসে।

ফল ধরিবার সময় বৃক্ষত্বক্‌ ছেদন করিয়া দিলে তাহা হইতে একপ্রকার আটাবৎ শ্বেতদুগ্ধ নির্গত হয়। ঐ আটা শুকাইলে গঁদের ন্যায় হয়, কিন্তু কোন কাজে আইসে না। কোন রঙ্গের কৃষ্ণতা গাঢ় করিতে হইলে ইহার ছালের কস দেওয়া হয়, কখন কখন চর্ম্মাদি পরিষ্কার করিবার সময় পত্রের সহিত ছালও দিতে দেখা গিয়াছে।

বীজের শাঁস হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা গোঁড়দিগের নিকট 'ডোলি' ও সংস্কৃতে 'মধুকসার' নামে খ্যাত। উহা ঘৃতে ভেজাল দেওয়া যায়। ঐ তৈল শীতকালে উত্তম থাকে, গ্রীষ্মকালে তৈলভাগ ও সারাংশ আলাদা হইয়া যায় এবং একটু দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই তৈল হইতে উৎকৃষ্ট সাবান ও বর্ত্তিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহার ভেষজগুণ।—ফুলসিদ্ধ জল কাসরোগে বিশেষ উপকারী। ইহা উষ্ণবীর্য্য, ধারক, বলকারক, স্নিগ্ধকারক, আর্দ্রকারক, পুষ্টিকারক ও উত্তেজক। ইহার গাঢ় তৈল দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারিত হয়, গাত্রক্ষতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার খোল বমনকারক ও বিরেচক।

ইহার পুষ্পে এক প্রকার দুগ্ধবৎ মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা ঝাল ও একপ্রকার গন্ধযুক্ত, বহুদিনের পুরাতন হইলে উক্ত গন্ধের হ্রাস হয়। সদ্যঃপ্রস্তুত মদ্য উত্তেজক ও পাকস্থলীর পীড়াদায়ক। সুশ্রুত মতে, উহা উষ্ণ, বীর্য্যধারক, বলকর ও অগ্নিমান্দ্য-দোষহারক। বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহা 'রম' নামক মদ্যাপেক্ষা অধিক উপকারী।

পত্র জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া গাত্রমর্দ্দন করিলে খোস পাঁচড়া নিবারিত হয়। কচি ছালের কাথ ধারক ও বলকর। কখন কখন ঐ ছাল বাটিয়া গাঁট বেদনায় প্রলেপ দিলে বাত-বেদনার উপশম হয়। ছালের রস ও কাঁচা ফলের দুগ্ধ গাত্র-ব্রণনাশক। ইহার খোল পোড়াইলে তাহার গন্ধ ও ধূমে গৃহস্থিত কীট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর সকল পলায়ন করে। পুষ্করিণীতে খোল ফেলিয়া দিলে জল দূষিত হইয়া মৎস্যাদি বিনষ্ট হয়। ইহার তৈল হাতে মাখিলে হস্তস্থিত খোস ও চুলকানি ভাল হয়। অর্দ্ধসের খাঁটি দুগ্ধে ১ ছটাক মহুয়া ফুল সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ধাতু ও দেহদৌর্ব্বল্য বিদূরিত হয়। কোষ-প্রদাহে শুষ্ক পুষ্পের পুলটিস্‌ দিলে অণ্ডকোষস্থ শিরার স্ফীতি ও বেদনার উপশম ঘটে। ইহার পুষ্পের গন্ধ ইন্দুর গন্ধের ন্যায় এরূপ তীব্র যে, মলমূত্রাদি ত্যাগকালেও সেই গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর লোকে পুষ্প সিদ্ধ করিয়া খায়। অধিক খাইলে বমন হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন স্থলে এই বমন হইতে শিরোবেদনা ও উন্মাদলক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

ফল ও ফুল নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতির খাদ্য। ফুল দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া খায়। এতদ্ভিন্ন ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। শৃগাল, ভল্লুক, শূকর, হরিণ ও গবাদি মহুয়া ফুল খাইতে ভালবাসে। যখন মহুয়া বৃক্ষ কুসুমিত হয়, তখন তদ্দেশবাসী নিম্নশ্রেণীর ব্যাক্তগণ বৃক্ষতলস্থ আগাছাগুলি পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। পতিত পুষ্পগুলি সঞ্চয় করিয়া বিক্রয় করে। মদ্য-ব্যবসায়িগণ উহা সংগ্রহ করিয়া চোলাই করে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের নগরে অনেক ইতালীবাসী মহুয়া হইতে গন্ধহীন মদ্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার অধিক কাট্‌তি দেখিয়া ও কলিকাতাস্থ রম্‌-মদ্যসমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গবর্মেণ্টের রাজস্ব বোর্ডে দরখাস্ত করেন। উক্ত আবেদনে গন্ধহীন মহুয়া মদ্যের উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত হওয়ায় ঐ কারবার উঠিয়া যায়। এই মহুয়া ফুল দুই বৎসর রাখিয়া দিলেও খারাপ হয় না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে নিকৃষ্ট মদ্যের জন্য মহুয়াফুল রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার কাঠের সার সিন্দুরের ন্যায় লালাভ। এক ঘন হাত চতুষ্ক পাকা কাঠ ৩০ হইতে ৩৪ সের ওজনের হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে যে মধুক বৃক্ষ (B. longifolia)

জন্মে, তাহাও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মোহা, মোহুআ; বাঙ্গালা—মহুয়া, দক্ষিণভারত—মোহা, সংস্কৃত—মধুক; পারস্য—দরখ্‌তে গুল্‌চাকাল; বোম্বাই—মউয়া, মোহি; কচ্ছা—মহুড়া; মহারাষ্ট্র—মোহাচা ঝাড়, ইপ্পিচাঝাড়, গুর্জর—মহুড়া, মোবাহ্‌ ঝাড়; তামিল—ইল্লুপি, এলুপ, ইল্লুপ্পৈ হড়ুপৈ; তেলগু—ইপ্পি, যেপ্প, ইপ্পে-চেট্টু, পিন্নইপ্প; কণাড়ি -হিপ্পে, ইপ্পিগিড়; মলয়—এল্লুপী, ইড়িপ্প, সিংহল—মী, ব্রহ্ম—কুনজায়্‌ কান্‌সো।

এই বৃক্ষের নির্য্যাস এল্লোপা নামে খ্যাত। ইহার তৈল সাবান ও বর্ত্তিকানির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। গোঁড়েরা উহাতে প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকে। অপরাপর বিষয়ে ইহা পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষের সমগুণপ্রদ।

মউআলু, স্বনামপ্রসিদ্ধ কন্দ বা আলুবিশেষ (Dioscorea Aculeata)। মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এই কন্দের বিশেষ চাস হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন গ্রামের লোকদিগের জন্য স্থানে স্থানে সামান্য উৎপন্ন হয়।

ইহা দেখিতে অনেকাংশে শাঁকালুর মত সাদা, কিন্তু ভিতরের শাঁসাংশ তদ্রূপ কোমল ও মধুর নহে। ইহা সিদ্ধ করিয়া খাইতে মিষ্ট লাগে। ইহার একএকটী কন্দ ১ সের হইতে ১।০ পোয়া পর্য্যন্ত বড় হয়।

স্থানবিশেষে ইহার নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দি—মান-আলু, বাঙ্গালা—মৌ-আলু, মউআলু; বোম্বাই—কাস্ত, কান্টেকাঙ্গী, বোটং; দাক্ষিণাত্য—ছোট পিণ্ডালু, তামিল-কাত্ত কেলাঙ্গু, মিরুবুল্লি কেলাঙ্গু, তেলগু—কাট কেলেঙ্গ, কুন্দরবজ্জ, কণাড়ি—গোনসু; সিংহল—কহু-কুকুললু; মলয়—পুড়ে-কেলেঙ্গু; ইংরাজী Goa potato, সাঁওতাল—বীরসঙ্গি; সংস্কৃত—মধ্বালু।

ছোলা, কলাই প্রভৃতি বস্তুর সহিত সিদ্ধ করা মউআলু খাইতে ভাল লাগে। ইহা সারক, স্নিগ্ধ, বলকর, বীর্য্যকর, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং স্তন্যদুগ্ধ-বৃদ্ধিকর।

মউচাক (দেশজ) মধুচক্র।

মউচুষ (দেশজ) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। (Certhia Zeylanica and C. cruentata)

মউড় (দেশজ) মুকুট শব্দজ, মুকুট, টুপী।

"মাথায় মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে।
কভু নাহি বসি আমি প্রভুর সকাশে॥" (কবিকঙ্কণ)

মউমাছি (দেশজ) মধুমক্ষিকা।

মউরলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। কেহ কেহ এই শব্দ মধুর-কণ্টকের অপভ্রংশ বলিয়া থাকেন। (Cyprinus Morala)

মউরি, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (Peucedanum graveolens) গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সর্ব্বত্রই এই ক্ষুপ জন্মিতে দেখা যায়। শীতঋতুতে শাক সবজীর মত ইহার চাস হয়; মউরিবীজ রন্ধন-কার্য্যে, পাণের মসলায় ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

স্থানবিশেষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। হিন্দি—সোবা, সোয়া, সুতোপ্‌সা; বাঙ্গালা—হুল্‌ফা, সোবা, শুল্‌পা, শল্‌ফা; উঃ পঃ প্রদেশ—সোবা, সাব; কুমায়ুন—সোয়, কাশ্মীর—সোই; পঞ্জাব—সোয়; বোম্বাই—বলন্তসেপ্‌; গুজ-রাতী—সবা, গুয়া; তামিল—শতকুপ্পী; আরব—স্থাবৎ; ইংরাজী Dill বা Sowa); সংস্কৃত—মিশ্রেয়া, শতপুষ্পা।

[মধুরিকা দেখ।]

বহু পূর্ব্বকাল হইতে, কি ভারতে কি প্রাচীন গ্রীসে এই মধুরিকা-ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে এবং পেলেডিয়াস্ ও দিওসিক্রিদাস্ প্রভৃতির গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। মউরির তৈল, আরক বা ভিজান জল বিশেষ উপকারী। তৈলমর্দ্দনে বায়ু শান্ত এবং অম্লজনিত শূলবেদনাদির উপশম হয়। অনেক সময় ইহার আরক সেবনে উপকার পাওয়া গিয়াছে। বিসূচিকা বা মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ইহার ভিজান জল উপকারক। তৈলে মৌরী পত্র সিক্ত করিয়া ফোটকের উপর পুলটিস্ দিলে পূয টানিয়া আনে। হাকিমী মতে ইহার গুণ—বিরেচক, বায়ু-নাশক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক ও স্নিগ্ধকারক।

মউল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, মধুদ্রুম। (Bassia longifolia) চলিত মউআ গাছ।

মওয়া (দেশজ) মন্থন, মথিতকরণ।

মংহ, বৃদ্ধি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মংহতে। লোট্ মংহতাং। লুঙ্ অমংহিষ্ট। [মহ দেখ।]

মংহনেষ্ঠ (ত্রি) ভাগপ্রদানে বর্ত্তমান।

"ক্রাণা যদস্য পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ" (ঋক্ ১০।৬১।১)
'মংহনেষ্ঠাঃ ভাগপ্রদানে বর্ত্তমানাঃ' (সায়ণ)

মংহয়ু (ত্রি) দানেচ্ছু। "ন মংহয়ুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি" (ঋক্ ৯।২০।৭) 'মংহয়ুঃ সংহতির্দানকর্ম্মা, দানেচ্ছুঃ' (সায়ণ)

মংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত। "শতক্রতুং মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দুভিঃ" (ঋক্ ১।৩০।১) "মংহিষ্ঠঃ মহিবৃদ্ধৌ অতিশয়েন মংহিতা, মংহিষ্ঠঃ তুশ্ছন্দসি (পা° ৫।৩।৫৯) ইতি তৃজন্তাদি-ষ্ঠন্ প্রত্যয়ঃ।' (সায়ণ)

মক, ১ ভূষণ। ২ গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্, ইদিৎ। লট্ মঙ্কতে। লিট্ মমঙ্কে। লুঙ্ অমঙ্কিষ্ট।

মক (পুং স্ত্রী) ম ইব কায়তি, কৈ-ক। শিবাদি তুল্য।

মকক (পুং) জীবভেদ। (অথর্ব্ব)

মকর (পুং) কৃণাতীতি ক হিংসায়াং ক-অচ্, ততঃ মনুষ্যাণাং করঃ হিংসকঃ, বা মুখং কিরতীতি মুখ-কৃ-ক, উভয়ত্রাপি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। (অমরটীকায় রঘুনাথচক্রবর্ত্তী) জলজন্তু বিশেষ। ভাবপ্রকাশমতে, ইহা পাদিগণের অন্তর্গত জলজন্তু।

"কুম্ভীরকূর্ম্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ।
ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদিনঃ স্মৃতাঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড দ্বিতীয় ভাগ)

মৎস্যের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ। ইহার গুণ—দীপন, বাত-নাশন, রুচিপ্রদ, শুক্রকর, গ্রাহী, উষ্ণ ও বিকারঘ্ন, মূত্ররোগ, অশ্মরী, গুল্ম ও অতীসার-রোগনাশক। (হারীত ১ স্থান ১১অ) গঙ্গার ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, মকর গঙ্গার বাহন। কামদেবের ধ্বজচিহ্নও মকর। সমুদ্রাধিপতি বরুণের বাহন।

২ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত দশম রাশি। পর্য্যায়—আকোকের। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃগাস্ত মকর। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষপাদত্রয়, সমুদয় শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠার পূর্ব্বপাদদ্বয় এই নয় পাদে মকর রাশি হয়। এই রাশি পৃষ্ঠোদয়, ভূমিরাশি, অর্দ্ধশব্দকর, দক্ষিণদিকের স্বামী, পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষ, ভূমিচারী, শীতলস্বভাব, অল্প সন্তান, অল্প স্ত্রী-সঙ্গ, বাতপ্রকৃতি, বৈশ্যবর্ণ এবং অঙ্গ সকল শিথিল।

মকর রাশিতে জন্ম হইলে পরদারাভিলাষী, লব্ধধনভোগী, রাজতুল্য প্রতাপশালী, মন্ত্রবাদে অতিশয় পটু, কুদেহবিশিষ্ট, অতিশয় বুদ্ধিমান্, বন্ধুবর্গের ভোক্তা ও বীরস্বভাব হয়। (কোষ্ঠীপ্র०) ৩ লগ্নভেদ, মকরলগ্ন। মকরলগ্নে জন্ম হইলে সমুদয় কর্ম্মে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্য্যশীল, প্রণত, উপকারী এবং আপন ইচ্ছানুসারে বিহারকর্ত্তা, অতিশয় মুখর, দাতা, অহঙ্কারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয় এবং তাহার দন্ত, ওষ্ঠ ও মুখ অতিশয় পুষ্ট থাকে। ঐ মকরলগ্নকে ষড়্বর্গ অর্থাৎ হোরা, দ্রেক্কাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশে বিভাগ করিয়া ফল নিরূপণ করা আবশ্যক। লগ্নমানকে অর্দ্ধভাগে ভাগ করিলে হোরা, তিন ভাগ করিলে দ্রেক্কাণ, সাতভাগ করিলে সপ্তাংশ, নয় ভাগ করিলে নবাংশ, দ্বাদশভাগ করিলে দ্বাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে ত্রিংশাংশ নিরূপিত হয়।

মকরের প্রথম হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে শ্যামবর্ণ, হরিণের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, খ্যাতাপন্ন, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমূর্ত্তি, শঠ, ধনী, মিষ্টভোজী, উচ্চ নাসিকাযুক্ত ও উত্তম বেশকর হইয়া থাকে।

মকরের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে রক্তচক্ষুঃ, অলস, গুরুভারযুক্ত, দীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, শ্যামবর্ণ, রোমাবৃতশরীর, সাহসী এবং রৌদ্র কর্ম্মকারী হয়।

মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে আজানুলম্বিতবাহু, শ্যামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, কমনীয়, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও মধ্যম-মেধাযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে শ্যামবর্ণ, শঠ, মিতভাষী, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী হইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে দীর্ঘ-ললাট, পাপাত্মা, কৃশ, সর্ব্বাকৃতি এবং বিদেশবাসী হইয়া থাকে।

মকররাশির নবাংশফল।—মকরের প্রথম্ নবাংশে জন্ম হইলে দুর্ব্বলদন্ত, শ্যামবর্ণ, মিথ্যাবাদী, গায়ক, সর্ব্বদা হাস্য-যুক্ত, বল ও ধনবান্ এবং কৃশশরীর হয়। দ্বিতীয় নবাংশে শ্যামবর্ণ, বক্র-নখবিশিষ্ট, গীতপ্রিয়, বলবান্, বহুদারসম্পন্ন, বহুভাষী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। তৃতীয় নবাংশে গীতবাদ্যানুরক্ত, গৌরবর্ণ, চক্ষু ও নখ রক্তবর্ণ, সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট, অনেক মিত্রযুক্ত, অভিমানী ও ইষ্ট-কর্ম্মকারী হয়। চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিস্তীর্ণ কেশ এবং বিরলদন্ত হয়। পঞ্চম নবাংশে ক্রোধী, সুন্দর নাসিকাযুক্ত, উত্তম ভোক্তা, সুন্দর স্কন্ধ, শ্যামবর্ণ, উরু ও ভুজ বর্ত্তুল এবং স্থিরায়ত্ত হয়। ষষ্ঠনবাংশে জন্ম হইলে সুবেশ-ধারী, ইচ্ছানুরতি, বক্তা ও প্রশস্তললাট, সপ্তম নবাংশে শ্যাম-বর্ণ, অলসপ্রকৃতি, সুবক্তা, কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট ও সুশীল; অষ্টম নবাংশে গম্ভীরদৃষ্টি, কুৎসিতপ্রকৃতি, বৃহৎশরীর ও সুশীল এবং নবম নবাংশে জন্ম হইলে বিপুলচক্ষু ও হৃদয়-সম্পন্ন, মেধাবী, গীতবাদ্যরত ও সাধুপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ প্রভৃতির অধিপতি অনুসারে ফল লাভ হয়। মকররাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ সকল থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া থাকে।

মকররাশিতে রবি থাকিলে,—লুব্ধ, কুস্ত্রীতে আসক্ত, কুকর্ম্মকারী, ভীরু, চঞ্চলপ্রকৃতি, ভ্রমণপ্রিয়, সকল সম্পত্তি-বিনাশকর এবং বহুভোগী হইয়া থাকে। মকররাশিস্থিত রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মায়াপটু, চপলমতি এবং স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা সকল সম্পত্তি ও সুখ-নাশকারী হয়, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে ব্যাধি, অরিগ্রস্ত ও বিকল হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শূর, ষণ্ডপ্রকৃতি, পরস্বাপহারী ও কুৎসিত দেহ, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শোভনকর্ম্মা, মতিমান্, সকলের আশ্রয়, বিপুল-কীর্ত্তি-সম্পন্ন ও মনস্বী হইয়া থাকে। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শঙ্খ, প্রবাল ও মণি দ্বারা জীবনধারী এবং স্বেচ্ছার ধনে ধনী ও সুখী হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শত্রু-নাশকারী ও রাজ-সম্মানিত হয়।

মকর রাশিস্থিত চন্দ্রফল।—মকর রাশিতে চন্দ্র থাকিলে নীতিজ্ঞ, শীতভীরু, উন্নতদেহ, বিখ্যাত, অল্প রোষপরায়ণ, মদনভয়যুক্ত, নির্গুণ, নির্লজ্জ, গুর্ব্বঙ্গনারত, সংকবি ও অতিশয় লুব্ধ হইয়া থাকে। মকর রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দুঃখী, অটনশীল, নিঃস্ব, পরকর্ম্মকর, মলিন ও কুৎসিত বিষয়ের অধিপতি এবং অল্পমতিযুক্ত হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—অতিশয় বিত্তবসম্পন্ন, সুন্দর-পত্নীযুক্ত, সৌভাগ্যবান্, ধন ও বাহনযুক্ত হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে—মূর্খ, প্রবাসশীল, স্ত্রীরহিত, অকিঞ্চন, উগ্র স্বভাব ও সুখরহিত, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, অত্যুত্তম বীর্য্যসম্পন্ন, নৃপগুণযুক্ত, চারুদেহ, অনেক পত্নী ও অনেক পুত্র এবং বহুমিত্রযুক্ত হইবে। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম যুবতী, ধন, বাহন, ভূষণ ও মানযুক্ত এবং জুগুপ্সাপরায়ণ হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে আলস্যযুক্ত, মলিন দেহবিশিষ্ট, ধনহীন, কামার্ত্ত, পারদারিক ও অসত্যপরায়ণ হইবে।

মকররাশিস্থিত মঙ্গলের ফল।—মকররাশিতে মঙ্গল থাকিলে—পুণ্যবান্, ধনাহরণকর্ত্তা, সুখভোগান্বিত, পুষ্টদেহ, শ্রেষ্ঠতম, বিখ্যাত, সেনানায়ক বা নৃপতি, উত্তম পত্নীযুক্ত লোকের চিত্তবেত্তা, আত্মবন্ধু কর্ত্তৃক নিত্যসেবিত, সর্ব্বদা স্বতন্ত্র, বিশেষরূপে রক্ষক, সুশীল ও অনেক উপচাররত হয়। মকররাশিই মঙ্গলের উচ্চস্থান, দ্বাদশ রাশির মধ্যে মঙ্গল মকরে যেরূপ বলী আর কোন রাশিতে তদ্রূপ বলী নহেন।

মকররাশিস্থিত বুধের ফল।—মকররাশিতে বুধ থাকিলে নীচ, মূর্খ, ষণ্ডপ্রকৃতি, পরকর্ম্মকর, কলাদি গুণহীন, নানাদুঃখযুক্ত, শীঘ্রবিহারী, অতিশয় শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত, এবং নিদ্রাহীন হয়।

মকররাশিস্থিত বৃহস্পতির ফল।—মকর রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অল্প বলবান্, বহু শ্রম ও ক্লেশসহিষ্ণু, নীচাচার-পরায়ণ, মূর্খ, নিঃস্ব, শত্রুর ভৃত্য, মাঙ্গল্য, দয়া, শৌচ ও ধর্ম্মহীন, দুর্ব্বলদেহ, ভীরুস্বভাব, প্রবাসশীল ও বিষাদী হইবে। মকররাশি বৃহস্পতির নীচস্থান, বৃহস্পতি মকরে অতিশয় দুর্ব্বল।

মকররাশিস্থিত শুক্রের ফল।—মকররাশিতে শুক্র থাকিলে ব্যায়াম দ্বারা পরিশ্রান্ত, দুর্ব্বলদেহ, সাধারণাঙ্গনাসক্ত, কাসরোগী, ধনলুব্ধ, অনৃত ও বঞ্চনানিপুণ, ক্লীব, মূর্খ এবং ক্লেশসহনশীল হয়।

মকররাশিস্থিত শনিফল।—মকর রাশিতে শনি থাকিলে পরযোষিৎ ও পরক্ষেত্রের প্রভুতাযুক্ত, শিল্পবেত্তা, প্রধান পুরকুলের সংকৃত, বিখ্যাতমানভূষণে রত, প্রবাসশীল, সরলতাবিহীন, দাতা ও শৌর্য্যসম্পন্ন হয়। (কোষ্ঠীপ্র০)

গ্রহগণ মকররাশিতে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত রূপ হইয়া থাকে। তবে ঐ রাশিতে অন্যান্য গ্রহ থাকিলে ফলের ব্যতিক্রম হয়। যে গ্রহের যেরূপ দৃষ্টি থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া ভাগহারের দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হইবে।

মকরকুণ্ডল (ক্লী) কুণ্ডলং মকর ইব ইত্যুপমিতসমাসঃ। মকরাকৃতি কর্ণভূষণ।

"বনমালানিবীতাঙ্গো লসচ্ছ্রীবৎসকৌস্তুভঃ।

মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ॥" (ভাগবত ৬।৪।৩৭)

মকরকেতন (পুং) মকরেণ চিহ্নিতং কেতনং ধ্বজো যস্য। কন্দর্প, কামদেব।

মকরধ্বজ (পুং) মকরেণ চিহ্নিতো ধ্বজো যস্য। কামদেব।

"শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র নিঃশঙ্কমূষে মকরধ্বজেন।"

(মাঘ ৩।৬১)

২ রসৌষধ বিশেষ, রসসিন্দূর। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া বটাঙ্কুরের কাথে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে, পরে উহা বোতলে পুরিয়া বস্ত্র-মৃত্তিকার লেপ দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে বসাইয়া চারি প্রহরকাল জ্বাল দিলে রসসিন্দূর প্রস্তুত হয়। অনুপানবিশেষে সেবন করিলে ইহা দ্বারা বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ—পারদ, গন্ধক, মিশাদল, তুঁতে ও স্ফটিক প্রত্যেকে সমভাগে কাগচী নেবুর রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া বোতলের মধ্যে পূরিয়া পাষাণগুটিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থল লেপন করিতে হইবে। পরে মৃত্তিকা ও বস্ত্রে বোতলে লেপ দিয়া সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্রে রাখিয়া হাঁড়ির গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ করিয়া অগ্নির মৃদু, মধ্য ও খর সন্তাপে চারি প্রহর কাল পাক করিতে হইবে। পরে উহা নামাইয়া, শীতল হইলে বোতলের গলদেশলগ্ন স্ফটিকান্ত গন্ধক পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা সকল কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।

সাধারণতঃ রসসিন্দূর মকরধ্বজ নামে খ্যাত, কিন্তু মকরধ্বজ রসসিন্দূর দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। [রসসিন্দূর দেখ।]

মকরধ্বজ প্রস্তুতপ্রণালী।—স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, জৈত্রী, জায়ফল, রৌপ্য, কাংস্য, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেকে এক তোলা এবং স্বর্ণসিন্দূর চারিভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র খলে মাড়িতে হইবে, উত্তমরূপে মাড়া হইলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল রোগ আরোগ্য হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। সর্ব্বলোকের হিতের জন্য স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধ বলিয়াছেন।

অন্যবিধ—স্বর্ণ ৮ তোলা, পারদ ১ সের, গন্ধক ২ সের, রক্তকার্পাস কুসুমের রস ও ঘৃতকুমারীর রসে ক্রমশঃ মর্দ্দন করিয়া বোতলে পূরিতে হইবে, পরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও তিন দিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া পল্লবরাগরঞ্জিত পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা ৮ তোলা, কর্পূর, জাতিফল, মরিচ, ও লবঙ্গ, প্রত্যেকে ৩২ তোলা, কস্তূরী অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে খল করিয়া ১০ রতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ নামে খ্যাত। অনুপান পাণের রস, ইন্দ্রযব, লবঙ্গ, বা কার্পাসফুলের রস। এই ঔষধ মদোন্মত্তা শত প্রমদাগণের গর্ব্বনিবারক, জরামরণ ও বলিপলিত-নাশক, বয়ঃস্থাপক, সর্ব্বরোগ-নিবারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মৃত্যুঞ্জয়কারক।

(রসেন্দ্রসারস০ বাজীকরণাধি০)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে মকরধ্বজ রস, এবং স্বল্প-চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ও বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ নামক ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুত-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

মকরধ্বজ রসপ্রস্তুত প্রণালী।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিবে। বোতলের ঊর্দ্ধসংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, ও জায়ফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মৃগনাভি ও মাষা এই সকল একত্র সুন্দররূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। অনুমান—পাণের রস। পথ্য—সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ ও গব্যঘৃত প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি, বলি-পলিতাদি-নিবারণ, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়। ইহা কামিনীগণের দর্পনাশের মহৌষধ। (ভৈষজ্যরত্না০ বাজীকরণাধি০)

স্বল্প-চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ-প্রস্তুতপ্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, মৃগনাভি ৵০ আনা, রসসিন্দূর ৪৷০ তোলা, এই সকল একত্র, মাড়িয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান মাখন ও মিছরি, অথবা পাণের রস। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ পীড়ার শান্তি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ-প্রস্তুতপ্রণালী।—শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৩ পল মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া সমস্তল বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া বোতলের মুখে এক খণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে ঐ বোতল ঊর্দ্ধমুখে বসাইবে। বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকা পূর্ণ থাকিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সকল ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ পল, কর্পূর ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ ও মৃগনাভি প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সকল একত্র মাড়িয়া ৫ রতি বটী করিতে হইবে। এই ঔষধ পাণের সহিত সেবনীয়। পথ্য—ঘৃত, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা মদোন্মত্তা প্রমদাগণের গর্ব্বনিবারক ও তাহাদের প্রিয়তালাভের অমোঘ ঔষধ। এই ঔষধ-সেবনে সকল রোগ নিরাকৃত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না০ ধ্বজভঙ্গাধি০)

মকরন্দ (পুং) মকরমপি অন্দতি বধ্নাতি ধারয়তীতি বা অদি-বন্ধনে অণ্, ততঃ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। পুষ্পরস।

"প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চক্রু-
র্মৌলি স্রকচ্যুত মকরন্দরেণুগৌরম্।" (রঘু ৪।৮৮)

২ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। (ক্লী) কিঞ্জল্ক। (রাজনি০)

মকরন্দ, জনৈক প্রাচীন কবি। ২ গণকতরঙ্গিণীপ্রণেতা জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৩৬০ শকে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

মকরন্দকণ (পুং) পুষ্পরসকণিকা।

"দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণা।
বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ।" (গণেশপ্রণাম)

মকরন্দবতী (স্ত্রী) মকরন্দস্তৎসমূহোঽস্ত্যা অস্তীতি মকরন্দ-মতুপ্, মস্য ব ঙীপ্। ১ পাটলাপুষ্প। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ মধুবিশিষ্ট।

মকরন্দশর্ম্মন্ (পুং) জনৈক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

মকরন্দিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"রসৈঃ ষড়্ভির্লৈকৈ র্মমন সজজা গুরুম্ করন্দিকা।"

(বৃত্তরত্নাকরটীকা)

মকরবল্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় দেবালয়ে বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মকরবিভূষণকেতন (পুং) মকরকেতন, কামদেব।

মকরব্যূহ (পুং) মকরঃ মকরাকারঃ ব্যূহঃ। মকরাকার সৈন্যবিন্যাস। (মহাভারত)

মকররী (আরবী) যাহা স্থায়িরূপে বন্দোবস্ত আছে, যে জমার খাজনার হার, কম বেশী করা যাইতে পারে না, তাহাকে মকররী জমা কহে।

মকরসংক্রান্তি (স্ত্রী) মকরে রাশৌ সংক্রান্তিঃ ৬তৎ। মকররাশিতে রবির সংক্রমণ। ২ তদুপলক্ষিত পুণ্য দিন। মকরসংক্রান্তি বিশেষ পুণ্য দিন, এই দিন স্নানদানাদি অশেষপুণ্যজনক এবং পাতকনাশক। মকর-সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মাঘমাস গঙ্গাস্নান করা বিধেয়।

ইহা হিন্দুর একটী মহা পর্ব্বদিন। এই দিন সূর্য্যদেব মকর রাশিতে সংক্রামিত হন। হিন্দুপঞ্জিকার গণনানুসারে ২৯শে পৌষ অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা শেষ দিন হইতে রবি মকররাশিতে পদার্পণ করেন, ঐ দিন হইতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণের গণনানুসারে ৯ই বা ১০ই পৌষ হইতেই উত্তরায়ণ গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিকই ঐ দিন হইতে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে উন্নত গতি লাভ করেন। ১০ই পৌষ হইতে সূর্য্যদেব যে উত্তরায়ণ গতি লাভ করেন, তাহা আমরা মকরসংক্রান্তি দিনে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। সেই জন্যই প্রাচীন কবিগণ "মকরে প্রখরো রবিঃ' পদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণায়নকালে কোন শুভকর্ম্মই করিতে নাই। উহা হিন্দুশাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। মাঘে মকরসংক্রান্তির পর উত্তরায়ণ হইলে সকল শুভকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে পিতামহ ভীষ্ম পরাজিত হইয়া মৃত্যুকামনায় শরশয্যোপরি শায়িত রহিলেন। তৎকালে দক্ষিণায়ন ছিল। তিনি সেই সময়ে অধোগামী হইতে স্বীকৃত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মকরসংক্রান্তির পর উত্তরায়ণ হইলে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে মকরসংক্রান্তি মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত। ঐ দিন স্বর্গের দ্বার খোলা হয়। ঐ দিন তীর্থক্ষেত্রে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ শুভ ফলপ্রদ। অনেক হিন্দু ঐ সময় গঙ্গাসাগরসঙ্গমতীর্থে উপনীত হইয়া স্নান ও দানাদি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐ দিনে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে হিন্দুরমণীগণ আপন সন্তানকে ভাসাইয়া দিত। ভারতের ইংরাজশাসনকর্ত্তা মাকুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি উক্ত প্রথা রহিত করিয়া যান। [ভারতবর্ষ দেখ।]

ঐ দিন তিলতৈল মাখিয়া স্নান করাই শাস্ত্রীয় বিধি। স্নানান্তে ভোজ্য উৎসর্গ ও শ্রাদ্ধাদি করা কর্ত্তব্য। পরিশেষে ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা দান। এতদ্ভিন্ন ঐ দিনে হিন্দুরমণীগণ 'সোদোব্রত' করিয়া থাকে। ঐ ব্রতে নারায়ণপূজা এবং নৌকা-চালনই উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা কি মর্ম্মে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে জানা যায় নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঐ দিন সন্তানসন্ততিগণ দক্ষিণায়নের হাত এড়াইয়া উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলে ইহা স্থির করিয়া বঙ্গরমণীগণ স্ব স্ব পুত্রের মঙ্গলকামনায় এই হিতব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

মকরসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত সোদো ব্রত,—একখানি কলার পেটো নির্ম্মিত নৌকা উত্তমরূপে ফুল দিয়া সাজায়। ঐ নৌকা মধ্যে জোড়া কলা, জোড়া কুল, জোড়া শীম, কলাইশুটী ও ঘৃতবর্ত্তি প্রদীপ প্রভৃতি দেয়। পরে নারায়ণের পূজাদি করিয়া সন্ধ্যাকালে বালকগণ মহানন্দে ঐ ক্ষুদ্র পোতখানিতে প্রদীপ জ্বালাইয়া নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে ভাসাইয়া দেয়। পোত ভাসাইবার সময় তাহারা 'সোদো ভাসে মায় পুত হাসে।' এই কথা উচ্চ রবে বলিতে বলিতে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়।

ঐ দিন 'পিঠা পার্ব্বণ' অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির দিন প্রত্যেক গৃহে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হয় এবং ইচ্ছামত জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে পাঠশালের বালকেরা গঙ্গার বন্দনা গাইয়া গঙ্গাস্নানে আসিয়া মহানন্দে নৃত্যগীত করিয়া থাকে। উক্ত উৎসব কলিকাতা সহরে 'বন্দমাতা' নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ শিশুবোধকারকৃত 'বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি' ছন্দোযুক্ত গঙ্গার বন্দনা হইতে মকরসংক্রান্তির এই উৎসবের নাম বন্দমাতা হইয়াছে।

মকরসপ্তমী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি। সূর্য্যদেব মাঘমাসে মকররাশিতে উদিত হন, এইজন্ত মকরসপ্তমী বলিলে মাঘমাসের সপ্তমী বুঝায়। এই দিন গঙ্গাস্নান অশেষ পাতকনাশক।

স্নান অরুণোদয়কালে করা আবশ্যক। এই সপ্তমী তিথি যদি উভয় দিনে অরুণোদয়কাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিনে সপ্তমীকৃত্য অর্থাৎ স্নান-দানাদি হইবে।

এই দিন অরুণোদয়কালে যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সপ্ত বদরপত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মস্তকে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে গঙ্গায় স্নান করিবে।

মন্ত্র—"যদ্ যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥"

মকরসপ্তমীতে স্নান করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ, ও রোগশোক বিদূরিত হয়। স্নানের পর সপ্তবদর ফল ও সপ্ত অর্কপত্র দ্বারা শ্রীসূর্য্যের অর্ঘ্য দিতে হয়। অর্ঘ্যমন্ত্র—

"ওঁ জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥"

পরে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।

সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোহনস্তায় বেধসে॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

মকরাকর (পুং) মকরাণামাকরঃ ৬তৎ। সমুদ্র। (হেম)

"মকরাকরমুল্লঙ্ঘ্য প্রাপ তত্তীরবর্ত্তি সঃ।"(কথাসরিৎ০৪৩।১৩৭)

২ কণ্টককরঞ্জ। (শব্দচ০)

মকরাকার (পুং) মকরস্যেবাকারো যস্য। বড়গ্রহ, চলিত কাঁটাকরঞ্জ। (শব্দচ০) ২ মকর-মৎস্যাকৃতি।

মকরাক্ষ (পুং) রাবণের ভ্রাতৃপুত্র, খরের পুত্র, কুম্ভ ও নিকুম্ভ হত হইলে রাবণের আদেশে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করে। রামচন্দ্রের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে, মকরাক্ষ স্বীয় রথাদিতে অনেক বৃষভ যোজন করিয়া ও নিজ পার্শ্বে গোবৎস লইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল, কিন্তু মূলে ইহার কিছুই উল্লেখ নাই। (রামা০)

মকরাঙ্ক (পুং) মকরস্তদাকারোঽঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। ১ কামদেব। মকরাংঙ্কেঽস্য। ২ সমুদ্র। (অজয়পাল) ৩ মনুভেদ।

মকরানন (পুং) শিবানুচরভেদ।

মকরায়ণ (ত্রি) মকর সম্বন্ধীয়।

মকরালয় (পুং) আলীয়তে ঽস্মিন্নিতি আলয়ঃ, মকরাণামালয়ঃ। সমুদ্র। (ত্রিকা০)

"ততস্তে বারণং ক্রুদ্ধং শরজালেন পাণ্ডবঃ।

নিবারয়ামাস তদা বেলেব মকরালয়ম্॥" (ভারত ১৪।৭৬।১২)

মকরাসন (স্ত্রী) রুদ্রযামলোক্ত পূজার আসনভেদ।

"মকরাসনমাখ্যেয়ং বায়ুনাং স্তম্ভকারণম্।

পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধা হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠবন্ধনম্॥" (রুদ্রযামল)

পৃষ্ঠদেশে পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং হস্ত দ্বারা পৃষ্ঠবন্ধন করিলে এই আসন হয়, এই আসন বায়ুস্তম্ভকারণ।

মকরাবাস (পুং) মকরস্য আবাসঃ। সমুদ্র।

মকরাশ্ব (পুং) বরুণ। ইনি মকরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন বলিয়া ইহার নাম মকরাশ্ব।

মকরিন্ (পুং) মকরোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ সমুদ্র। ২ সন্নিপাতজ্বর বিশেষ।

মকরিকা (স্ত্রী) মকরাকার-পত্রাবলী।

মকরীপত্র (স্ত্রী) লক্ষ্মীর মুখাঙ্কিত চিত্রবিশেষ।

মকরীপ্রস্থ (পুং) মকর্য্যা উপলক্ষিতঃ প্রস্থঃ। মকরীসম্বন্ধীয় প্রস্থ, সানু।

মকরীলেখা (স্ত্রী) চিত্রভেদ।

মকবন্, পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

মকষ্ট (পুং) ঋষিভেদ।

মকান্ (আরবী) বাড়ী, বাসস্থান।

মকাম্ (আরবী) বাসস্থান।

মকামী (আরবী) মকাম সম্বন্ধীয়।

মকার (পুং) ম-স্বরূপে কার। মস্বরূপবর্ণ। মকারাদিবর্ণঃ আদ্যক্ষরে ঽস্যাস্য অচ্। ২ মদ্য, মৎস্য, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রারূপ মকারাদিবর্ণযুক্ত তন্ত্রোক্ত পদার্থপঞ্চক।

মকুট (স্ত্রী) মঙ্ক্যতে ঽনেনেতি মকি ভূষণে বাহুলকাৎ উট্, আগমশাস্ত্রস্যানিত্যত্বাৎ ন নুম্। মুকুট, শিরোভূষণ। (দ্বিরূপকোষ)

মকুতি (স্ত্রী) মকি উতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শূদ্রশাসন।

মকুন্দপুর, বিহারনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে এখনও পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রবাদ, রাজা মকুন্দ বা মুচুকুন্দ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপত্নী রাণী রূপমতী-কৃত 'রূপসাগর' নামক দীর্ঘিকা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহার চতুষ্পার্শ্বে সোপানাবলী এবং তীরভূমে কয়েটা শৈব ও বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত দেখা যায়। এখনও অষ্টভুজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিবমূর্ত্তি, গণেশ, পার্ব্বতী, অষ্টশক্তি, নবগ্রহ, গরুড়াসন বিষ্ণু এবং কল্কী অবতার নারায়ণমূর্ত্তি প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার ভাস্কর-শিল্পের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ উহার গঠনকার্য্য খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন।

এতদ্ভিন্ন এখানে একটী দুর্গবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। উহার ভিত্তি, পরিখা ও প্রাকারাদি তাদৃশ সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য নহে। উহার অনেকাংশ বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত। শুনা যায়, স্থানীয় শেষ হিন্দুনরপতির দেওয়ান ঐ দুর্গবাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মকুর (পুং) মঙ্ক্যতে ইতি মকি-(মকুর দর্দুরৌ। উণ্ ১।৪১) ইতি উরচ্। ১ কুলালদণ্ড, কুম্ভকারের দণ্ড। ২ আদর্শ, দর্পণ। ৩ মুকুল, কুড়ি। ৪ বকুল বৃক্ষ। (হেম)

মকুল (পুং ক্লী) মঙ্ক্যতে ভূষ্যতি বৃক্ষং মকি-বাহুলকাদুলচ্। ১ বকুল। ২ মুকুল। (শব্দরত্না০)

মকুলক (পুং) দন্তীবৃক্ষ। (অমরটীকা)

মকুষ্টক (পুং) মকি-কুষাদ্যং-উ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুমকুঃ। মকুং ভূষাং স্তকতি প্রতিহন্তীতিষ্টক-পচাদ্যচ্। বনজাত মুদ্গ। (Phaseolus aconitifolius) হিন্দী মোঠ, চলিত মুগানি, পর্য্যায়—মকুষ্ট, বনমুদ্গ, কৃমীলক, অমৃত, অরণ্যমুদ্গ, বল্লীমুদ্গ। ইহার গুণ—কষায়, মধুর, রক্তপিত্ত, জ্বর ও দাহনাশক। পথ্য, রুচিকর ও সর্ব্বদোষ-প্রকোপক। (রাজনি০)

ভাবপ্রকাশ মতে—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহক, কফ-পিত্তনাশক, লঘু, বমননাশক, পাকে মধুর, কৃমিবর্দ্ধক ও জ্বরনাশক।

মকুষ্ঠ (পুং) মকতে মকাতে ইতি বা বাহুলকাৎ উ, মকুঃ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক স্ব, মকুশ্চাসৌ স্থশ্চেতি, (পূর্ব্বপদাদিতি। পা ৮।৩।১০৬) ইতি ষত্বং। ১ ব্রীহিভেদ। (মেদিনী) ২ বনমুদ্গ। (ত্রি) ৩ মন্থর, মৃদুগামী।

মকুষ্ঠক (পুং) মকুষ্ঠ-স্বার্থে কন্। বনমুদ্গ।

মকুলক (পুং) মকি মণ্ডনে পিচ্ছাদিত্বাদুলচ্, বাহুলকাদনুষঙ্গলোপঃ, স্বার্থে কন্। ১ মুকুলক। ২ দন্তীবৃক্ষ।

মকেরুক (পুং) কৃমিরোগ। পুরীষজ কৃমিবিশেষ। (চরক বিমানস্থা০ ৭ অ০)

মক্ক, গতি। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ মক্কতে। লোট্ মক্কতাং। লিট্ মমক্কে। লুঙ্ অমক্কিষ্ট।

মক্কল্ল (পুং) মক্কং গমনং আত্যন্তিকগতিং মরণং লাতি আদত্তে যোজয়তীতি লা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ লকারাগমে সাধুঃ। শূলরোগবিশেষ।

"সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মক্কল্লসংজ্ঞিতম্।
যবক্ষারং পিবেত্তত্র মস্তুনোষ্ণোদকেন বা॥" (চক্রপাণি দত্ত)

বাতজ শূলরোগ, স্ত্রীদিগের গর্ভমোচনান্তে বাতশোণিত জন্য শূলবেদনা, চলিত ইহাকে হেঁতালব্যথা কহে।

ইহার লক্ষণ—প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হইতে থাকে, বায়ু ঐ রক্তস্রাব বদ্ধ করিয়া হৃদয়, শির বা বস্তিদেশে মক্কল্ল নামক শূলরোগ উৎপাদন করে।

"বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং স্রুতম্।
সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মক্কল্লসংজ্ঞিতম্॥" (মাধবনি০)

মক্কা (দেশজ) জনার বৃক্ষ। [জনার দেখ।]

মক্কা, মুসলমানগণের পবিত্র ও প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র। আরবরাজ্যের হেজাজ্‌বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী। অক্ষা০ ২১°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৪°২০´ পূঃ। এই নগরে ইস্‌লামধর্ম্মবীর মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের অভ্যুত্থানের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই নগরের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

লোহিত-সাগরের তীরভূমি হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে পার্ব্বতীয় উপত্যকা-ভূমে মুসলমানতীর্থ মক্কা নগর অবস্থিত। নগরের মূলভাগ উপত্যকার সমতলবক্ষে স্থাপিত হইলেও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে অনেক গৃহাদি সুশোভিত দেখা যায়। নগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতপ্রাচীর ২ হইতে ৫ শত ফিট্ উচ্চ, ইহাতে একটীও বৃক্ষ-লতাদি দৃষ্টিগোচর হয় না।

তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার জন্য এখানকার রাস্তাগুলি সাধারণতঃ প্রশস্ত। দুই ধারের গৃহগুলি ত্রিতল ও প্রস্তরনির্ম্মিত। উহার নির্ম্মাণকার্য্য অনেকটা পাশ্চাত্য ধরণের। রাস্তাগুলি প্রশস্ত হইলেও প্রস্তরাদি দ্বারা বাঁধান নহে। গ্রীষ্ম কালের গাত্রদাহী বায়ু-কর্ত্তৃক পরিচালিত বালুকারাশি যেরূপ সাধারণের কষ্টকর, বর্ষার বারিসিক্ত কর্দ্দমরাশি ও সেইরূপ বিরক্তি বা গমন-ক্লেশকর। হজের সময় নগরভাগ পণ্যবীথিকায় পরিশোভিত হইয়া যেরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, এরূপ শোভাময়ী জনতা মক্কায় আর অন্য সময়ে ঘটে না।

এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। কূপাদির জল সর্ব্বত্রই লবণাক্ত। একমাত্র মক্কার সুবৃহৎ মস্‌জিদসমীপস্থিত জেম্‌জিম্ বা জমজমা নামক পবিত্র কূপের জল বিস্বাদ হইলেও সাধারণের নিকট সমাদরণীয় ও পানীয়। এতদ্ভিন্ন জন সাধারণের পানার্থ বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য কএকটী চৌবাচ্ছা ও আরফৎ পর্ব্বত হইতে একটী জলনালী মক্কা পর্য্যন্ত আনয়ন করা হইয়াছে। ঐ আরফৎশৈল মক্কা সহর হইতে ৬ বা ৭ ঘণ্টার পথ হইবে।

নগরের দুই স্থানে মাত্র এই জলনালী ভূমির উপর প্রকাশিত আছে। অপর সকল স্থানেই উহা মলমধ্যে প্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে দুএকটী ফোয়ারা বা শাখাপ্রনালী ইতস্ততঃ বিস্তৃত থাকিয়া জল সরবরাহ করিতেছে। প্রত্যেক ফোয়ারা বা জলনালীর নিকটে নগরাধ্যক্ষের এক এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রত্যেক ক্রীতদাস বা ভিস্তির নিকট হইতে জলগ্রহণের জন্য প্রতি 'মসকে' কিছু কিছু শুল্ক আদায় করিয়া থাকে। সহরের প্রধান প্রধান ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর গৃহস্থ সাধারণের গৃহে ভাড়াটীয়া রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ আছে, গৃহগুলি ত্রিতল বা চৌতল; নির্ম্মাণপারিপাট্য মনোহর। উহাতে তাহাদের বাসোপযোগী ঘর ছাড়া যাত্রীদিগের থাকিবার জন্য আরও অনেকগুলি বাসগৃহ ও রন্ধনশালা সজ্জিত থাকে। যাত্রীদের নিকট হইতে যে ভাড়া আদায় হয়, তাহাতেই প্রায় তাহাদের বাৎসরিক জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় ভার সমাহিত হয়। সাধারণ অট্টালিকার মধ্যে ৫টী নগরাধ্যক্ষের, ২টী মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় ও প্রধান মস্‌জিদ্ বিদ্যমান আছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সমগ্র নগরভাগ পর্ব্বত-মধ্যগত উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত। প্রতীচ্য-দেশবাসী প্রাচীনতম গ্রীকগণ মহম্মদ-জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে এস্থানের বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট ইহা মকরেবা নামে খ্যাত ছিল।

নগরের সন্নিকটে কোনরূপ শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং তদ্দেশবাসিগণ অন্যস্থানজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাপন প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। শত্রু হইতে নগররক্ষার জন্য পর্ব্বতগাত্রে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

একণে নগরের অধিকাংশ বাটী পরিত্যক্ত হওয়ায় জনসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষ হেসাম এই মহানগরীর নানাপ্রকারে কল্যাণ সাধন করেন। তিনি সিরীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর বাণিজ্যার্থ নানা দ্রব্য মক্কায় আনয়ন করিতেন।

মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ খলিফা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক নানাদিগ্‌দেশ জয় করিয়া ইস্‌লামধর্ম্মের প্রচার ও মক্কার প্রাধান্তস্থাপন করেন। মহম্মদের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ওমার, মিসররাজ্যের আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরস্থ পুস্তকালয়ে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক বিধর্ম্মীর বিদ্বেষিতা দেখাইয়া আপনার নাম চিরকলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন।

খলিফাবংশের অধঃপতনের পর, মক্কারাজধানী তুরুষ্ক সুলতানের করতল-গত হয়। তদবধি তাহা ঐ বংশের অধীন রহিয়াছে। মক্কার মধ্যে কাবা বা পরমেশ্বরের আলয় নামক সাজ্জামন্দির-সমন্বিত বিখ্যাত। কেহ কেহ ইহ কে বেইতুল্লা-প্রাসাদ বা এল্ হারেম নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই কাবা চারিকোণবিশিষ্ট। ইহার চারিপার্শ্বে স্তম্ভরাজি-বিরাজিত। পূর্ব্বধারে চারি থাক এবং অপর তিনদিকে তিন থাক করিয়া স্তম্ভ আছে। ঐ থামগুলি পরস্পর খিলান দ্বারা গ্রথিত এবং প্রত্যেক চারিটী স্তম্ভের উপর এক একটা গম্বুজ নির্ম্মিত দেখা যায়। ভ্রমণকারিগণের বর্ণনানুসারে জানা গিয়াছে যে, ৪৫০ হইতে ৫০০টী স্তম্ভ ও প্রায় ১৫২টী গুম্বজ বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরি উক্ত কাবা চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি হইতে নিম্নে অবস্থিত। ইহাতে প্রবেশের জন্য ৭টী দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারের অভ্যন্তরভাগে নিম্নে অবতরণযোগ্য সোপানশ্রেণী বিলম্বিত রহিয়াছে। ঐ সোপান হইতে ক্রমশঃ মসজিদের প্রাঙ্গণ-ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ কাবাপীঠে উপস্থিত হওয়া যায়। ধর্ম্মমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে কাবাপীঠ বিরাজিত। উহা মক্কার ধূসরবর্ণের প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। পরিমাণ ৪৪ ফিট্ লম্ব, ৩৫ ফিট্ প্রস্থ ও প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ। দুইটী স্তম্ভর উপরে রক্ষিত একটী সমতল ছাদ দ্বারা ইহা আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যন্তরে প্রায় শতাধিক ঝাড় ঝুলান আছে।

কাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরবাসিদিগের মধ্যে দুইটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আব্রাহাম্ (ইব্রাহিম) জগদীশ্বরের আদেশ অনুসারে ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহাই তাঁহার উপাসনামন্দির ছিল। মতান্তরে প্রকাশ এবং সাধারণ মুসলমান-সম্প্রদায় বিশ্বাস এই যে, জগৎ সৃষ্টি হইবার দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে স্বর্গপুরে ইহা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে আদি মানব আদম কর্তৃক উহা জগতীতলে আনীত ও বর্ত্তমান স্থলে স্থাপিত হয়। এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্ম তাহারা নিম্নলিখিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া থাকে।

'জগতের আদিপুরুষ আদম ও হবা ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করায় স্বর্গচ্যুত হন। তদনন্তর আদম সিংহলদ্বীপের কোন পর্ব্বতে এবং হবা আরবদেশে অধঃপাতিত হইলেন। বহুদূর ব্যবধানে থাকিয়া আদম চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, বিরহবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া হবার সম্মিলন কামনায় তিনি ঈশ্বরের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আদমকে স্বকৃত অপরাধের জন্ম সাতিশয় অনুতাপ করিতে দেখিয়া ভগবান্ তৎসমীপে দেবদূত জেব্রিয়লকে (জিব্রাইল্) যাইতে আদেশ করেন। দুই শত বৎসর পরে জেব্রিয়লের সাহায্যে আরাফৎ পর্ব্বতে আদমের সহিত হবার মিলন হয়। তদনন্তর আদম দয়ানিধান জগদীশ্বরের নিকট একটী ভজনা-মন্দির প্রার্থনা করেন। আদমের প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া তিনি স্বর্গীয় দূতগণকে ধরাধামে এক মেঘ-মন্দির অবতীর্ণ করিতে নিয়োগ করিলেন। তদনুসারে ঐ মন্দির আরবে স্থাপিত হইল। আদম প্রতিদিন ঐ মন্দির সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ মন্দির পুনরায় স্বর্গে উঠিয়া যায়। অনন্তর আদমের পুত্র সেথ যে স্থানে ঐ মেঘের মন্দির ছিল, তথায় প্রস্তর ও কর্দম দ্বারা অপর একটী মন্দির প্রস্তুত করান। মহাপ্রলয়কালে উহাও ভাসিয়া যায়।

বহুকাল পরে, আব্রাহামের (ইব্রাহিম) পত্নী হেগার ও পুত্র ইস্‌মাইল্ স্বীয় প্রভু কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইলে আরবের মরুদেশে পরিভ্রমণকালে পথশ্রান্তি বশতঃ তৃষ্ণায় মুমূর্ষু প্রায় হইলে জনৈক দেবদূত তাঁহাদিগকে মেঘমন্দির সমীপস্থ 'জমজমা' কূপ দেখাইয়া দেন। তাঁহারা এই স্থানে থাকিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে 'আমলিকৎ' বংশীয় দুইজন ব্যক্তি তাহাদের পলাতক উষ্ট্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ জমজমা কূপের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হন। পথ-পর্য্যটনে তাঁহারা অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলেন, কূপের জলপানে পরিতৃপ্ত হইবার পর তাঁহারা ইস্‌মাইল ও তাঁহার মাতা হেগারের সহিত পরিচিত হন। ইস্‌মাইল ও তাঁহার মাতাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয় মক্কা মহানগরী স্থাপিত করেন। কিছুকাল এখানে থাকিবার পর ইস্‌মাইল ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া কাবা নির্ম্মাণ করিলেন। ইস্‌মাইল ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্যে স্বীয় পিতা ইব্রাহিমের বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম যে প্রস্তরের উপর

দাঁড়াইয়া কাবার প্রাচীর গ্রথিত করিতেন, তাহা অদ্যাপি কাবা-মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানগণ এখনও ঐ প্রস্তরের উপর ইব্রাহিমের পদচিহ্ন দেখিতে পান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইব্রাহিম অথবা তৎপুত্র ইস্‌মাইলের চিহ্নিত প্রস্তরখণ্ড কাবার ন্যায় সম্মানার্হ নহে।

অপরে বলেন যে, ইব্রাহিম ও ইস্‌মাইল কাবা নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জেব্রিয়েল নামা স্বর্গীয় দূত তাঁহাদিগকে একখণ্ড প্রস্তর প্রদান করেন। ঐ প্রস্তর সম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে;—যখন আদম স্বর্গপুরে ছিলেন, তখন তাঁহার রক্ষকরূপে এক দেবদূত নিযুক্ত ছিল। ক্রমশঃ সে পাপানুষ্ঠানে রত হইলে, আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম-নির্ব্বাহের ত্রুটিহেতু ঈশ্বরাদেশে পাষাণ হইয়া যায়। ইস্‌মাইল ও ইব্রাহিম আদরপূর্ব্বক ঐ প্রস্তরকে কাবার মধ্যে সংস্থাপিত করেন। উহা পতিতাবস্থাতে শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট মণি ছিল, ক্রমে পাপপূর্ণ মনুষ্যের স্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ ও অস্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

কাবার চারিদিক্ রৌপ্যমণ্ডিত। তন্মধ্যে একটী গৃহের অভ্যন্তরে দুইটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভদ্বয়ের উপরে স্তরে স্তরে সুবর্ণদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। কাবার অনতিদূরে ৩২টী স্তম্ভের একটী চাঁদনী আছে। ঐ সকল স্তম্ভের প্রত্যেকটীতে ৭টী করিয়া সুবর্ণদীপ পরিশোভিত। দীপসমূহ রাত্রিকালে প্রজ্বলিত হইলে দেবমন্দির অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। কাবা-মন্দিরের অধোভাগ ও ছাদদেশ ব্যতীত অপর সমুদায় অংশই প্রতি বৎসর কৃষ্ণবর্ণ সুচিক্কণ (কিংখাপাদি) উত্তমবস্ত্রে আবৃত থাকে। হজের উৎসব সময়ে এই বস্ত্র তুরস্কাধিপতি সুলতানের ব্যয়ে মিসর-রাজধানী কায়রো নগরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। উৎসবারম্ভের পূর্ব্বে ঐ বস্ত্র আনাইয়া মন্দিরটী আবৃত করা হয়। এতদ্ভিন্ন গৃহের স্তম্ভগুলি ও প্রাচীর সমুদায় সাটিন বস্ত্রে মণ্ডিত আছে। তুরস্কের রাজসিংহাসনে যুবরাজ অধিরূঢ় হইলে ঐ সাটিন পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় নূতন সাটিন লাগান হয়।

তীর্থগামীর বাঞ্ছনীয় এরূপ দেবপ্রাসাদ-দর্শনে স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার সুবিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছিত কাবামন্দির স্বতই মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। সেই অদ্বিতীয় দেবাবাসে দেবতার অধিষ্ঠান নিশ্চয় জানিয়া ভক্ত যাত্রীর প্রাণে ঐশ-প্রেমের অপূর্ব্ব তুফান ছুটিতে থাকে। তাহাতে যখন মৃদুমন্দ সমীরণ কম্পনে সেই কৃষ্ণাচ্ছাদন ঈষৎ আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মনে ঈশ্বরাস্তিত্বের কোন সন্দেহই স্থান পায় না। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, কাবামন্দিরের পরিরক্ষক দেবদূতগণের অবস্থিতিহেতু সর্ব্বদাই এইরূপ বস্ত্রান্দোলিত হইতেছে। প্রায় ৭০ হাজার দেবদূত এই পবিত্র মন্দিরের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত। শেষ বিচারদিনের তুরিধ্বনি হইলে তাহারা ঐ ধর্ম্মপীঠ স্বর্গে লইয়া যাইবে।

মক্কাতীর্থে আগমনকারীকে প্রথমে মস্তকমুণ্ডন এবং তৎপরে উদর পূরিয়া জম্‌জম্ কূপের জলপানান্তর কাবা প্রদক্ষিণ ও কাবার সংলগ্ন কৃষ্ণপ্রস্তর চুম্বন করিতে হয়। ইহার অন্যথা হইলে পাপ-মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই।

মহম্মদের পূর্ব্বে মক্কাযাত্রিগণকে নগ্নাবস্থায় কাবামন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। মহম্মদ এই কুপ্রথা নিবারণ করিয়া যান। এক্ষণে মক্কাযাত্রীরা মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত হইয়া পরিধেয়বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভদ্রতারক্ষার উপযুক্ত বস্ত্রটীর কটিতে সংলগ্ন করিয়া তথায় গমন করেন। এইরূপ অবস্থায় বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ্ সস্ত্রীক পদব্রজে বোগদাদ নগর হইতে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। পাছে পথ হাঁটিতে কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত সমস্ত পথে গালিচা প্রসারিত হইয়াছিল।

অল্ সফি, অল্ হানিফা, মালিক প্রভৃতি মুসলমান-গ্রন্থকারদিগের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সামর্থ্যবান্ প্রত্যেক মুসলমানেরই এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সমুপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থবান্ বা শক্তিমান্ মুসলমানমাত্রেই এখানে আসিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। লোডোভিকো বার্টেমা (খৃঃ ১৫০৩), জোসেফ্ পিট্ (খৃঃ ১৬৭৮ অঃ), জন্‌লুই বুর্খার্ড (খৃঃ ১৮১৪), লেপ্টেনান্ট রিচার্ড বার্টন্ (খৃঃ ১৮৫৩), হাকিম অনুবাদক হার্ম্মান্ বিকমেন ও টি, এফ্ কীন্ (১৮৭৭-৭৮) প্রভৃতি খৃষ্টান্ মহাত্মগণ অনুসন্ধিৎসা-পরবশ হইয়া আরবে উপনীত হন। তাঁহাদের বর্ণনায় প্রকাশ যে, সময় সময় ৫০ হাজার হইতে লক্ষাধিক লোকও মক্কাতীর্থে সমাগত হইয়া থাকে।

জনশ্রুতি আছে, মক্কাতীর্থে মুসলমানগণ বৈদেশিককে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহার কাবা দেখিবার ইচ্ছা আছে, তিনি ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারেন না। একথা বস্তুতঃই সত্য। স্বয়ং বিকমেন সাহেবকেই কায়রো নগরে মুসলমান হইয়া মক্কায় আসিতে হইয়াছিল। আরবী ভাষানভিজ্ঞ যুবক নাবিক কীন্ প্রথমে আবদুল মহম্মদ নাম গ্রহণপূর্ব্বক মক্কাপ্রবেশে চেষ্টা পান। এরূপ নাম মুসলমানের গ্রহণীয় নহে, তাহা তিনি জানিতেন না, মুসলমান এ নাম শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার নিগ্রহ করিত, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তিনি কোন ব্যক্তি-বন্ধুর পরামর্শে মহম্মদ আমীন্ নাম গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি পান।

মক্কার মন্দিরমধ্যস্থ একটী সুচারু বেদীর উপর একখানি প্রাচীন কোরাণ গ্রন্থ স্থাপিত আছে, উহা সাধারণের নিকট পরম পবিত্র বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন ছাদ হইতেও ৭ খানি প্রসিদ্ধ আরবীকাব্য ঝুলান রহিয়াছে, ঐ পবিত্র কাব্যসমষ্টির নাম 'মুআলাকৎ।'

দেবাবাসের সম্মুখভাগে অপর একটী ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহার নিম্নদেশে জম্‌জম্ নামক কূপ। এই দুইটী এক সুচারু অট্টালিকাপংক্তিতে পরিবৃত এবং তাহার কোণ-চতুষ্টয়ে চারিটী অত্যুচ্চ স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। তাহার কিয়দ্দূর অন্তরে অপর এক গৃহ-পংক্তি বপ্রের ন্যায় সমস্ত স্থান পরিবেষ্টিত করিয়াছে। ঐ সমস্ত স্থান পরম পবিত্র ও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত; মুসলমান মাত্রেই ইহাকে মর্ত্ত্যধামের প্রতিরূপ স্বর্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মত-দ্বৈধহেতু এক সময়ে কাবার কৃষ্ণ-প্রস্তর ধ্বংসকরণার্থ দেবদ্বেষী মিশররাজ মক্কায় সেনা প্রেরণ করেন, কিন্তু দৈববলে ঐ প্রস্তর তাঁহার প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়। তদবধি ইহার চতুর্দ্দিকে ধাতব-প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে, উহা মৃত্তিকা হইতে ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চ।

প্রতি বৎসর হজের সময় এখানে মহা উৎসব সম্পন্ন হয়। ঐ সময় ভারত, পারস্য, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশোৎপন্ন নানা দ্রব্য আনীত হইয়া এখানে একটী মেলা সংঘটিত হইয়া থাকে। মেলার সময় বহুলোকসমাগম ও পরিষ্কৃত জলের সঙ্কীর্ণতা হেতু তীর্থযাত্রিগণ অশেষবিধ কষ্টভোগ করে। নগরাধ্যক্ষ সরিফ এ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করেন না। খ্যাতনামা খলিফা হারুণ-অল্-রসিদের পত্নী জোবেইদা সাধারণের জলকষ্ট দেখিয়া আরাফৎ পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বোক্ত জলপ্রণালী আনাইয়া তীর্থযাত্রীদিগের ক্লেশাপনোদন করেন।

উৎসবদিনে ধর্ম্ম-প্রচারক উষ্ট্রে চড়িয়া কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্ত-য়িতা মহম্মদ তাঁহার জীবনের শেষ তীর্থযাত্রায় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উষ্ট্রে আরোহণপূর্ব্বক কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শেষ কার্য্য চিরন্তন প্রথারূপে আজও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে পর্ব্বতে ইব্রাহিম 'আরাফা' (সত্যালোক) লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আরাফৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত জম্‌জম্ বা পবিত্র কূপপ্রান্তরমধ্যস্থ একটী প্রস্রবণ বলিয়া মনে হয়। তৃষ্ণায় বহির্গতপ্রাণ ইস্‌মাইলের পিপাসা-নিবারণার্থ নির্ব্বাসিতা মাতা এখানে প্রস্রবণ দেখিতে পান। সেই প্রান্তর মধ্যে জলপ্রাপ্তি হেতু তথায় লোকের বসতি হইতে থাকে, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে মক্কানগরের উৎপত্তি হইয়াছিল। উহার জলে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া পরে উহাকে প্রস্তরপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হয়। জেমজিম কূপ ব্যতীত মক্কায় ৩ বা ৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোথাও জলাশয় দৃষ্ট হয় না।

মক্কার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ আরবদেশীয় মুসলমান। এতদ্ভিন্ন অপর দেশীয় মুসলমানেরও তথায় বসতি দেখা যায়। যে সকল যাত্রী মসজিদ্-উন্-নবাবী বা জিয়ারাৎ পরিদর্শনে আগমন করেন, তাঁহারা জের এবং মক্কাযাত্রিগণ হাজি নামে কথিত হন। এখানকার মধ্যে কাবা, জিয়ারাৎ ও মস্‌জিদ উল্ হারেমই প্রধান। মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রন্থে মক্কা-নগরীর ২৯টী নাম দৃষ্ট হয়। যথা—ওম্-এল কোরা বলাদ্-এল্-আমীন প্রভৃতি।

ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে যে, মক্কায় মক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান* আছেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের পূর্ব্বে এখানে যখন অগ্নিপূজকগণের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য বা তীর্থযাত্রা উদ্দেশে মক্কায় আসিতেন। হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণ প্রবল হইলে মক্কায় হিন্দুর গমনাগমন রহিত হইয়া যায়। কিংবদন্তী এইরূপ, ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাদের পবিত্র মক্কেশ্বর মূর্ত্তি কাবা মন্দিরে লুক্কায়িত রাখে। কাবা মন্দিরস্থ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরই মক্কেশ্বরের রূপান্তর বলিয়া অনু-মিত হয়।

লোকমুখে শুনা যায়, শিবরাত্রিতে যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল তাঁহার মস্তকে ঢালিতে পারেন, তাহা হইলে শিবপ্রসাদে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। ঐ দিন মন্দির হইতে 'বম্ বম্' শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক বাসন্তিক সমীরণে আন্দোলিত কাবার আচ্ছাদন বস্ত্রের শব্দ নিশীথ নিভৃতে ঐরূপ অভুতপূর্ব্ব বলিয়াই বোধ হয়।

মক্কুল (ক্লী) মক-উলচ্। শিলাজতু। (শব্দর°)

মক্কোল (ক্লী) মক বাহুলকাৎ ওল। খটিকা। (ত্রিকা°)

মক্‌বুল মালিক, দিল্লীশ্বর মহম্মদ ইবন তোগলকের জনৈক সহকারী সেনাপতি। মালিক কবীরের মৃত্যুর পর, ইনি

* হিন্দুপ্রাধান্ত সময়ে ঔপনিবেশিক বণিক্‌গণ বা অপর হিন্দু কর্ত্তৃক যে মক্কায় শিবমূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। যখন ম্লেচ্ছপ্রধান তুরস্ক রাজ্যে হিন্দু মন্দিরাদি রহিয়াছে, তখন আরবে থাকারই বা অসম্ভাবনা কি? সম্ভবতঃ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই মুসলমানগণ সেই মক্কেশ্বর মূর্ত্তি কাবামধ্যে লুকাইয়া রাখিবেক এবং ঐ তীর্থে পাছে হিন্দু আসে, সেই জাত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বৈদেশিকদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে দেন না। ভবিষ্যপুরাণে মক্কেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে।

১৩৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া দিল্লীশাসন করেন। পরে উজীর পদে সমাসীন হইয়া ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মকরাই, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলায় অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২১৫ বর্গ মাইল। পূর্ব্বে কালীভীৎ ও চার্ব্বা বিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকায় রাজ্য-সীমাও বিস্তৃত ছিল। পরে পেশবা ও সিন্দেয়াজ ইহার অধিকাংশ দখল করিয়া লন। এখানকার সর্দ্দারগণ গোঁড়-জাতীয়। তাঁহারা ইংরাজকে কোন কর না দিলেও সম্পূর্ণ-রূপে ইংরাজের আজ্ঞাধীন, কিন্তু দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজকীয় কার্য্যাবলী তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত আছে। এখানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজপদাধিকারের ব্যবস্থা আছে। গম, ছোলা, চাউল, গঁদ, মহুয়া, চিরোঞ্জী ও আর্চার এখানকার প্রধান পণ্যদ্রব্য।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১´৩০´´ পূঃ। এখানে একটী গিরিদুর্গ মধ্যে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত।

মক্ষ, ১ রোষ। ২ সংঘাত। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ মক্ষতি। লোট্ মক্ষতু। লিট্ মমক্ষ। লুঙ্ অমক্ষীৎ।

মক্ষ (পুং) মক্ষ-ঘঞ্। ১ স্বদোষাচ্ছাদন। (হারাবলী) ২ ক্রোধ। ৩ সমূহ।

মক্ষবীর্য্য (পুং) মক্ষং নিবিড়ং বীর্য্যমস্য। প্রিয়ালবৃক্ষ।

মক্ষিকা (স্ত্রী) মশতি শব্দায়তে ইতি মশ-(হনিমশিভ্যাং সিকন্। উণ্ ৪।৫৩) কীটবিশেষ। চলিত মাছি, পর্য্যায়—মক্ষীকা, ভম্ভ, মাচিকা, গন্ধলোলুপা, পতঙ্গিকা, পত্তিকা, অমৃতোৎপন্না, বমনীয়া, পলঙ্কষা, নীলা, বর্বণা। (অমর)

ডানাযুক্ত কীট জাতিই মক্ষিকা নামে উক্ত হইয়া থাকে। কীটতত্ত্ববিদ্গণ এই শ্রেণীতে পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, মাছি প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মাছি (Diptera) শ্রেণীতে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। ১ সাধারণ মাছি (House-fly), ২ নীলবর্ণ আত্রমক্ষিকা (Blue Bottle-fly), বৃহদাকার [illegible] মাছি, বঁদি মাছি, কানামাছি এবং লবপদ মক্ষিকা (Crane-fly) প্রভৃতি এক শ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। বোল্তা (Wasp), ভীমরুল ও বৃহৎকায় মক্ষিকা (Dragon-fly) পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মক্ষিকা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। [পতঙ্গ, কীট শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

"ত্রিফলার্জ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকম্।
লাক্ষাসর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গুলুঃ।
এতৈর্ধূ মৈর্মক্ষিকাণাং মশকানাং বিনাশনম্॥"(গরুড়পু° ১৮১অ°)

ত্রিফলা, অর্জ্জুনপুষ্প, ভল্লাতক, শিরীষক, লাক্ষা, সর্জ্জরস, বিড়ঙ্গ ও গুগ্গুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ধূপের ধোঁয়া দিলে মক্ষিকা ও মশক বিনষ্ট হয়।

সুশ্রুতমতে মক্ষিকা ছয় প্রকার,—কাস্তারিকা, কৃষ্ণা, পিঙ্গলিকা, মধূলিকা, কাষায়ী ও স্থালিকা। ইহাদিগের দংশনে দাহ ও শোক জন্মে। কেবল স্থালিকা ও কাষায়ীর দংশনে দাহ ও শোকবিশিষ্ট পীড়কা জন্মে। (সুশ্রুত কল্প° ৮অ°)

মক্ষিকামল (ক্লী) মক্ষিকাণাং মধুমক্ষিকাণাং মলম্। সিক্থ, চলিত মোম। (রাজনি°)

মক্ষিকাসন (ক্লী) মক্ষিকাণামাসনম্। মধু-মক্ষিকার আসন, মধুচক্র, সিক্থাধার, মৌচাক্। (রাজনি°)

মক্ষীকা (স্ত্রী) মক্ষিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। মক্ষিকা।

মক্ষু (ক্লী) মক্ষ-উন্। ১ শীঘ্র (নিঘণ্টু)। (ত্রি) ২ শীঘ্রগতিযুক্ত। (ঋক্ ৮।২৬৬)

মক্সূদাবাদ, বাঙ্গালার মুসলমান-রাজধানী, মুর্শিদাবাদের নামান্তর। [মুর্শিদাবাদ দেখ।]

মক্সূদনগড়, মধ্যভারতের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। গোয়ালিয়রের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৮১ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দার রঘুনাথসিংহ খিচিবংশীয় রাজপুত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরাজের পর্য্যবেক্ষণা-ধীনে আইসে।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম। পার্ব্বতী নদী-তীরে অবস্থিত।

মখ, সর্পণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মখতি। লোট্ মখতু। লিট্ মমাখ, মেখতুঃ। লুঙ্ অমখীৎ।

মখ, সর্পণ। মখি মখধাতু, ইদিৎ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লোট্ মঙ্খতি। লুঙ্ অমঙ্খীৎ।

মখ (পুং) মখন্তি গচ্ছন্তি দেবা অত্রেতি মখ-সর্পণে (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ বা পুংসীতি' ঘ। যাগ, ক্রতু।

"কৃত্বা তত্র মখং পূর্ণং করিষ্যামি তথাপি বৈ।"
(দেবীভাগবত ১।১৮।২৩)

মখক্রিয়া (স্ত্রী) মখস্য ক্রিয়া। যজ্ঞবিষয়ক কার্য্য।

মখঘ্ন (ত্রি) মখং হন্তি হন-টক্। যজ্ঞনাশক।

মখত্রাতৃ (পুং) ত্রায়তে রক্ষতীতি কর্ত্তরি তৃচ্, মখস্য ত্রাতা, বিশ্বামিত্রমখরক্ষণাত্তথাত্বং। রামচন্দ্র।

"রাবণারির্মখত্রাতা সীতায়াঃ পতিরিত্যপি।" (পদ্মপু°)

(ত্রি) ২ যজ্ঞরক্ষক।

মখদ্বিষ্ (পুং) মখার দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। ১ রাক্ষস। ২ যজ্ঞদ্বেষিমাত্র।

মখদ্বেষিন্ (পুং) যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস।

মখনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°৫৪´ এবং দ্রাঘি° ৮০°১´ ২০´´ উঃ। কাণপুর হইতে ফতেগড় যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে কাদের নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। হোলি-পর্ব্বোৎসবে এখানে একটী মেলা হয়। তাহাতে বহুশত অশ্বগবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে এবং অনেক তীর্থযাত্রীরও সমাগম হয়।

মখময় (ত্রি) মখ-স্বরূপে ময়ট্। যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

"ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্ত নস্তঃ।" (ভাগবত ২।৭।১১)

মখম (দেশজ) মাখম।

মখবৎ (ত্রি) মখ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। যজ্ঞযুক্ত, যজ্ঞকারী।

মখবহ্নি (পুং) মখস্ত বহ্নিঃ মখারাধ্যো বহ্নিরিতি যাবৎ। যজ্ঞাগ্নি। (জটাধর)

মখমশিম (দেশজ) শিম্বভেদ, মাখমশিম।

মখস্বামিন্, ব্রাহ্মণসূত্রভাষ্যপ্রণেতা। রুদ্রস্কন্দ ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মখাদিম্ (আরবী) স্বামী, প্রভু।

মখান্না (দেশজ) ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষ। (Annesleia spinosa or Euyalis ferox)

মখাংশভাজ্ (ত্রি) মখাংশং ভজতে ভজ-ণ্বি। যজ্ঞাংশ-ভোজী, যাঁহারা যজ্ঞের অংশ প্রাপ্ত হন।

"মখাংশভাজাং প্রথমো মনীষিভি-
স্ত্বমেব দেবেন্দ্র সদা নিগদ্য মে। (রঘু ৩।৪৪)

মখাগ্নি (পুং) মখসংস্কৃতঃ অগ্নিঃ। যজ্ঞাগ্নি, যজ্ঞে হোমাদির জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হয়। পর্য্যায়—মখানল, মহাবীর।

মখান্ন (ক্লী) মখে মখকালে ভোজ্যমন্নং। ধান্যবীজভেদ, চলিত মাখানা, পর্য্যায়—পদ্মবীজাভ। পানীয় ফল। ইহা জলে জন্মে, এবং পদ্মবীজের সদৃশ।

"মখান্নং পদ্মবীজস্ত গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।" (ভাবপ্র°)
২ যজ্ঞীয় অন্ন।

মখালয় (পুং) যজ্ঞশালা।

মখাসুহৃদ্ (পুং) মখস্ত দক্ষযজ্ঞস্ত অসুহৃৎ শত্রুনাশক ইত্যর্থঃ। শিব। মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম মখাসুহৃৎ। (হেম)

মখি, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। উণাও নগর হইতে ৪৷৷° ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। উভয় নগরে গতিবিধির জন্য পাকা রাস্তা আছে। প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মখিনামক জনৈক লোধসর্দ্দার কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামানুসারে এই স্থান অদ্যাপি মখিনগর নামে কথিত হয়। চারি শতাব্দ পূর্ব্বে মৈনপুরীপতি রাজা ঈশ্বরসিংহ লোধদিগকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন, তদবধি এই স্থান তদ্বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে।

মখ্দুম্ আবদুল রহমন্, জনৈক মুসলমান সাধু। সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলায় ইঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

মখ্দুম্ ফজলশাহ কোরেশী, একজন মুসলমান সাধু, ইনি পীর ফজলশাহ নামে পরিচিত। সিন্ধুপ্রদেশস্থ ইঁহার সমাধি মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তিনি হিঃ ১২৬৬ জেল্‌হজ্জে দেহত্যাগ করেন।

মখ্দুম্‌নুহ, একটী মুসলমান তীর্থ। সিন্ধুপ্রদেশের হালনগরে অবস্থিত। পীর মহম্মদ জমন্ ১২০৫ হিঃ মখ্দুম নুহের মন্দির স্থাপন করেন। মখ্দুম মীর মহম্মদের স্মরণার্থ এখানে ১২১০ হিঃ পুনরায় একটী সমাধিমন্দির ও ১২২২ হিঃ একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়।

মখ্দুম্ জহানিয়া, জনৈক মুসলমান সাধু। কনোজ নগরে তাঁহার স্মরণার্থ একটী সমাধিমন্দির ও মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত আছে। মস্‌জিদ্ গাত্রে ৮৮১ হিঃ উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ জলাল মখ্দুম্ জহানিয়া উক্ত সময়ের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ মস্‌জিদের অধিকাংশ স্থান হিন্দুমন্দিরের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দুমূর্ত্তি ও ১১৯৩ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মখ্‌মল্ (আরবী) ঊর্ণানির্ম্মিত বস্ত্রবিশেষ।

মগ, সর্পণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ ইদিৎ। লট্ মঙ্গতি। লুঙ্ অমঙ্গীৎ।

মগ, শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণভেদ। [ভোজক ব্রাহ্মণ ও মগী দেখ।]

মগ, (মঘ) আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। [illegible]বিদ্‌গণ ইহাদিগকে ইন্দো-চীন সংমিশ্রিত বলিয়া [illegible] করেন। ইহাদিগের মধ্যে মারমগ্রি, ভূঁইয়ামগ, বরুয়ামগ, রাজবংশী মগ, মার্ম্মা বা ম্যাম্-মা মগ, রোয়াজ মগ ও থোক্‌থা বা ভুমিয়া মগ নামে কএকটী শ্রেণী বিভাগ আছে।

বর্ত্তমানে ঐ ৭টী শ্রেণী তিনটী স্বতন্ত্র থাকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যথা—১ ভুমিয়া, ২ মার্ম্মা,ম্যাম্মা, রোয়াজ বা ভুমিয়াজ এবং ৩ মারমগ্রি বা রাজবংশী, বরুয়া ও ভূঁইয়ামগ। মগ-

জাতির স্থানবিশেষে বসবাস হেতু এই পার্থক্য ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসিরূপে গণ্য ছিল। ক্রমে ভূমিয়া ও রোয়াঙ্গগণ চট্টগ্রামের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কতকাংশে উন্নত হইয়াছে।

ইহাদের প্রাকৃতিক গঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মুখাকৃতি দেখিলেই ইহাদের চীন সংস্রব, অথবা খর্ব্বাকৃতি, চওড়া ও চেপ্টামুখ, উচ্চ ও বিস্তৃত গণ্ডাস্থি, নাসাফলকাস্থিবিহীন খেঁদা নাক এবং বক্রপত্রযুক্ত ক্ষুদ্রাকার চক্ষু দেখিয়া মোঙ্গলীয় সংস্রব মনে সমুদিত হয়; বাস্তবিক পক্ষে কোন্ জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি; তাহা নিশ্চয়রূপে বলা সুকঠিন। সাধারণতঃ পর্ব্বতবাসিগণের যেরূপ আকৃতি দেখা যায়; ইহাদের আকৃতি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং ব্রহ্মের সান্নিধ্য-হেতু জল-বায়ুর প্রভাবে ইহাদের এরূপ আকৃতিবৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মারমগরি বা রাজবংশী মগদিগের উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্ববঙ্গ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী অথবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সহিত ব্রহ্মগণের বিবাহাদি হইতে এইরূপ একটী সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন,মগধের কোন রাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই সময়ে মাগধীয়গণের এখানে প্রতিপত্তি হয়। তদবধি এখানকার অধিবাসিগণ 'মগ' নামে খ্যাত হইয়াছে।

আরাকানের রাজবংশ নিঃসন্দেহে এ বেহার-রাজবংশ সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু কালে তথায় যে হিন্দু সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মে বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রচারকল্পে এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যের জন্য বঙ্গ ও বেহারবাসী নানা সাম্প্রদায়িক লোক তথায় যাইয়া বসতি করেন। আসাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে যেরূপ এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বসবাস হইয়াছিল, তদ্রূপ এই আরাকান বিভাগেও ইহাদের প্রসার বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল লোকের মধ্যে সামর্থ-হীন কেহ কেহ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি করিয়া এইরূপ একটী স্বতন্ত্র থাকের জনয়িতা হইয়া থাকিবে।

মগদিগের পূর্ব্বোক্ত তিনটী থাকের মধ্যে ২৪টী স্বতন্ত্র বংশ বা গোত্র প্রচলিত আছে। ঐ বংশবিভাগ সাধারণ নদ্যাদির নাম হইতে পরিকল্পিত। ইহারা স্ববংশ মধ্যে কখনও বিবাহাদি করে না এবং যেখানে পিণ্ডে না বাধে এরূপ স্থলে পিতৃস্বসা, কন্যা বা মাতুলকন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে।

মারমগরিগণ বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সামাজিকতায় অপর সাধারণ অপেক্ষা একটু উন্নত বলিয়া ইহারা উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিবার জন্য একটু বিলম্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মার্দ্দা ও খোঙ্গচাগণ বর্ষীয়ানের বিবাহই পছন্দ করে, ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বেও সন্তান স্থাপনের জন্য সহবাসবিধিও প্রচলিত আছে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহ প্রথা অন্যান্য জাতি হইতে একটু স্বতন্ত্র।

১৭ বা ১৮ বর্ষের বালকই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র। পিতা পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ করে, পাত্রী স্থির হইলে পিতা স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য কন্যালয়ে গমন করে। কিন্তু কন্যাকর্ত্তার গৃহে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তাকে ডাকিয়া হাত জোড় করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক 'ওগোৎসা' অর্থাৎ আপনার কূলে নৌকা লাগিয়াছে, আপনি তাহা বাঁধিবেন না ছাড়িয়া দিবেন, এই বাক্যে অভিবাদন করিবার পর অনুকূল উত্তর পাইলে গৃহে প্রবেশ করে; নতুবা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিয়াই 'এই গৃহের খোঁটাগুলি বেশ পোক্ত ত' এই প্রশ্ন করে। তদুত্তরে 'শক্ত' শব্দ কথিত হইলে বিবাহের আমূল প্রস্তাব বিবৃত করা হয়।

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে, সেই ব্যক্তি বরকর্ত্তার নিকট আসিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনন্তর বিবাহের শুভাশুভ ফল নির্ণয়ের জন্য এক দিন কন্যাকর্ত্তা ও বরকর্ত্তা একত্র হইয়া নির্জ্জনে একটী কুক্কুট হত্যা করে এবং তাহার জিহ্বা কাটিয়া বিবাহের ভাল মন্দ ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। পাত্র পাত্রী বা অপর বালক বালিকা সকলে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে না। অতঃপর বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার গৃহে সেই রাত্রিতে শুইয়া থাকে। রাত্রিকালে বরকর্ত্তা যেরূপ স্বপ্ন দেখিবে, তাহাতেই নব দম্পতির ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ জানা যাইবে। এই স্বপ্নের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য সাধারণে উদগ্রীব হইয়া থাকে। যদি সমস্তই মঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে বরকর্ত্তার প্রত্যাগমন কালে ঐ কন্যা ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসে। পক্ষান্তরে শ্বশুরও যথারীতি আশীর্ব্বাদের পর কন্যাকে জামা ও অঙ্গুরী উপঢৌকন দিয়া আইসে।

ইহার পর দৈবজ্ঞ ডাকিয়া ইহারা বিবাহের শুভদিন ও লগ্ন স্থির করিয়া লয় এবং পাত্র-পাত্রী উভয়ের নক্ষত্র-মিষ্টি আছে কি না, তাহাও জানিয়া থাকে। এখন হইতে ইহারা উভয় পক্ষেই বিবাহের জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজনে ব্যাপৃত হয়। শূকর, মদ্য, চাউল এবং নানাপ্রকার খাদ্য ও মসলা প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিবাহভোজের নিমিত্ত আহৃত

হইয়া থাকে। বিবাহের কএকদিন থাকিতে উভয় পক্ষেই আত্মীয়-কুটুম্বের গৃহে নিমন্ত্রণপত্র পাঠায় এবং সেই সঙ্গে একটী করিয়া মুরগী বিলি করে। কোথাও কোথাও মুরগীর পরিবর্ত্তে পয়সা দিবার ব্যবস্থা আছে।

বিবাহরাত্রে বর ও বরযাত্রিগণ (স্ত্রী-পুরুষে একত্র) নানাবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া বাদ্যসহকারে কন্যাগৃহে উপনীত হয়। কন্যার গ্রামে আসিবার পথে কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ একত্র হইয়া বাঁশ দিয়া বরপক্ষীয়গণের গতি রোধ করে এবং বরকে সৌভ্রাত্র রক্ষার জন্য একপাত্র মদ খাইতে দেয়। ঐ মদ বর মুখে ঠেকাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ দলে পুষ্ট হইলে পথে রহস্য করিয়া ৪ বা ৫ বার পথ আটকাইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বে বর ও বরযাত্রিগণ কন্যাগৃহের সমীপস্থ একটী বাঁশের ঘেরা মণ্ডপ মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করে। এ স্থান পুষ্প-লতিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত থাকে। ঐরূপ আর একটী চাঁদনীর মধ্যে ভোজের আয়োজন হয়। গ্রামবাসিগণ বর দেখিতে সেই স্থানে সমুপস্থিত হয় এবং নানারহস্য ও কৌতুক করে। কন্যাগৃহেও ঐরূপ নির্ম্মিত একটী চাঁদনীর মধ্যে সযত্নে পরিবৃত হইয়া পাত্রী বসিয়া থাকে। এ সময়ে গ্রামস্থ বালকগণ আসিয়া উভয় পক্ষের উপরই দৌরাত্ম্য করে। দিবাভাগ এইরূপ আমোদ প্রমোদ ও উপদ্রবে কাটিয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর কোন রহস্য বা গোলযোগ থাকে না।

সন্ধ্যা সমাগত হইলে বরকে কন্যা গৃহে লইয়া যায়। তখন কন্যাগৃহে মহা আনন্দ ধ্বনি ও বাদ্য বাজনা হয়। তৎপরে বর ও কন্যাকে বিবাহ স্থানে আনিয়া 'ব' সূতায় ঘেরা হয়। তৎপরে রুজি (পুরোহিত) আসিয়া বিবাহের মন্ত্র পড়ে এবং বর ও কন্যার মুখে ৭ গ্রাস ভাত দেয়। ইহার পর বরের দক্ষিণহস্তে কন্যার বাম হস্ত রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করে। এই সময় বর কন্যার হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানগৃহে সমুপস্থিত গুরুজনদিগকে প্রণামপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট হয়। যথানিয়মে গ্রন্থিবন্ধন সমাধা হইলে উপস্থিত কুটুম্বমণ্ডলী বর ও কন্যাকে সাধ্য মত যৌতুক দান করে। অতঃপর নৃত্য-গীতাদি আমোদ ও পান-ভোজনাদি সমাহিত হয়।

মগদিগের কন্যাপণ দিবার প্রথা আছে। খোজচা ও মার্ম্মাগণ ৩০, এবং ধনবান্ রাম্রসরিদিগের মধ্যে ৬০, টাকা পর্য্যন্ত পণ দিয়া থাকে। কোন ভূঁইয়াদল রাজবংশীয় কন্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে ৮০, টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়। বরহস্তে কন্যার হস্ত রাখিয়া সম্প্রদান এবং সিন্দূরদানই তাহাদের বিবাহবন্ধনের মূল-মন্ত্র। মার্ম্মাগণ খোজচাদিগের প্রথামত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের মধ্যে সিন্দূরদান প্রথা নাই। বিবাহের পর ৭ দিন ৭ বার করিয়া বর ও কন্যাকে একপাত্রে ভোজন করিতে হয়, উভয়ের উচ্ছিষ্ট একটী হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া রাখে; কিন্তু একত্র শয়ান থাকিতে পারে না। উক্ত ৭ দিনের মধ্যে বরকে নদী পার হইতে নাই। ৮ম দিনে সেই হাঁড়ি খুলিয়া পোকা দেখিয়া বিবাহের শুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়া থাকে।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অবস্থানুরূপ ইহারা দুই বা ততোধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু প্রথমা পত্নীই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্রী হয়। বিধবাগণ ইচ্ছামত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে পারে। এই বিবাহে কোন ক্রিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক করে না। ব্যভিচার দোষ দেখিলে অথবা নিরন্তর কলহপ্রিয় হইলে জাতীয় পঞ্চায়ত সভা কর্ত্তৃক তাহাদের বিবাহবন্ধন ছেদ হইতে পারে। পরে একখানি সম্মতিপত্র লিখিয়া তাহা স্থানীয় মেজিষ্ট্রেটের নিকট দেওয়া হয়। পরিত্যক্তা বিধবার ন্যায় পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ।

মগেরা দাক্ষিণাত্য মতের (Southern school) বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা তিব্বতীয় বৌদ্ধগণকে প্রকৃত ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করে না। খোজচা প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে এখনও উপদেবতাদির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়। তাহারা গো, মেষ, মহিষ, শূকর প্রভৃতি পর্ব্বত ও নদ্যাদির পূজায় বলি দেয় এবং চাউল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি নৈবেদ্যাদি উপকরণ উৎসর্গ করিয়া থাকে। রাম্রসরিগণ অনেকাংশে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদিগের অনুকরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহাদের অধিকাংশ উপাসনা-প্রণালীই তান্ত্রিকমতে আচরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহারা শিব ও দুর্গাপূজায় বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহারা বৌদ্ধ রুজি বা রাওলিগণকে জাতীয় পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনাস্থা প্রদর্শন করে না। বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিননির্ণয় এবং হিন্দু-দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে ইহারা ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করে। খোজচাদিগের মধ্যে একমাত্র বয়োবৃদ্ধা রমণীগণই ব্রতক্রিয়াদি সমাপন করে। সেই কার্য্যে বৃদ্ধাগণ পুরোহিত বলিয়া গণ্য। সেই সকল বৃদ্ধা দেবীমা নামে খ্যাত।

মগেরা শব দাহ করে। যখন কোন ব্যক্তি মরিয়া যায়,

তখন তাহার আত্মীয় স্বজন একত্র সমবেত হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাদ্যোদ্যম করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সকলে কাঁদিতে থাকে। কিন্তু পুরুষগণ শবদেহের শেষ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করে। কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইলে তাহারা বাঁশের মাচা প্রস্তুত করিয়া শবদেহ শ্মশানে লইয়া যায়। সাধারণের পক্ষে এই নিয়ম। ধনী ব্যক্তি ও রমণীগণকে চারি চাকার গাড়ী চড়াইয়া দাহস্থানে লইয়া যাওয়া হয়। মৃত্যু হইতে দাহ পর্য্যন্ত প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল লাগে। প্রথমে গৈরিক-বসনধারী পুরোহিত-সম্প্রদায় পাখাহস্তে শিষ্যদলে পরিবৃত হইয়া গমন করে। তৎপশ্চাৎ মৃতের নিকট দুই দুই জন আত্মীয় কাপড় ও খাদ্যাদি লইয়া আইসে। পরে শব লইয়া তাহার কুটুম্বসকল এবং সর্ব্বপশ্চাৎ গ্রামস্থ রমণীমণ্ডলী সুরঞ্জিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তথায় আগমন করে। অতঃপর সকল ক্রিয়া হিন্দু-মতে সমাহিত হয়। স্নানের পর সকলে মৃতের গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং পান-ভোজনাদি সমাধা করে। বাটীর কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাহারা গৃহে উঠিবার বাহিরের সিঁড়ি কাটিয়া ফেলে এবং পশ্চাদ্দিকের দেউল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হয়।

পুরোহিত কিংবা কোন ধনি-ব্যক্তি মরিলে তাহার মৃতদেহ তাহারা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। পরে তাহার অবস্থানুরূপ অন্ত্যেষ্টির আয়োজন হইলে সেই রক্ষিত শবদেহের দাহ-ব্যবস্থা হয়। প্রায় ১লা বৈশাখ তারিখেই ঐরূপ রক্ষিত দেহগুলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ শবদেহ রক্ষার জন্য তাহারা একটী বাঁশের পাগোদা (মঠ) নির্ম্মাণ করে এবং নানাবর্ণের কাগজ ও নিশান দিয়া উহা সাজায়। সময় সময় ঐ পাগোদা মধ্যে শবানয়নের পূর্ব্বে তাহারা বাঁশের কামান প্রস্তুত করিয়া ছুড়িয়া থাকে। এই সময় কখন কখন স্ত্রীপুরুষ, কখন কখন অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ ও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে আমোদজনক 'রজ্জু যুদ্ধ' (tug of war) করে। সাতদিনের পর পুরোহিত আসিয়া মৃতের গৃহে প্রেতোদ্দেশে ভজনা করিয়া থাকে। আট দিনে তাহারা প্রেতোদ্দেশে পিণ্ডদানের ন্যায় খাদ্যাদি দান করে এবং প্রতি বৎসর এই দিনে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

অনেকাংশে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী হইলেও তাহাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। প্রকৃত হিন্দু কখনই তাহাদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করে না। তাহারা গো, শূকর, কুক্কুট, সর্ব্ব প্রকার মৎস্য, সর্প, মেটোইন্দুর, মেচো-কুমীর, গোসাপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই মদ্যপান করে। খোজজগণ ঝুমপ্রথায় কৃষিক্ষেত্রাদি কর্ষণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই প্রায় হস্তে একখানি করিয়া 'দা' রাখে।

শিক্ষিত বরুয়া মগগণ বলে যে, তাহারাই প্রকৃত রাজবংশী; যেহেতু তাহারা মগধের কোন হিন্দুরাজবংশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মগধ-রাজবংশ এক সময়ে মুসলমানের আক্রমণে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হইয়াছে। অপর একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, তাহারা চট্টগ্রামের প্রতিভাবান্ বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর।

আরাকান্‌বাসী বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে মহেরামগ্রি নামে অভিহিত করে এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দেখে। পর্ব্বতবাসী বৌদ্ধ-মগদিগের নিকট ইহারা ভূমিয়া-মগ নামে পরিচিত।

বরুয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী উপাধি দেখা যায়। সকলেই বরুয়া পদবী ধারণ করে। কেবল মাত্র কাহা যারা যে যে বংশের পূর্ব্ব পুরুষ চৌধুরী বা মুৎসুদ্দী আখ্যা লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এখনও ঐ সকল উপাধি বর্ত্তমান আছে।

বরুয়াগণ একটী সঙ্করজাতি বলিয়া অনুমিত হয়। যে হেতু তাহাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী ও পর্ত্তুগীজ রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে। তাহারা দুর্গা ও কালীমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দিত। অনেকে এখন দেবী-মূর্ত্তি সমক্ষে বলিদানপ্রথা রহিত করিলেও নিম্নলিখিত দেবদেবী-পূজায় তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়।

১ শনিগ্রহের পূজা। ২ অশ্বিনীকুমারের পূজা বা কাত্যায়নীব্রত। কার্ত্তিকমাসের ১ম দিনে এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে পুত্র লাভ হয়। ৩ আলাকুমারী বা বিসূচিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৪ দুর্গাপূজা। ৫ লক্ষ্মীপূজা। ৬ বারওয়ারী কালীপূজা। (কোন মড়কের সময় এই পূজানুষ্ঠান হইয়া থাকে।) ৭ সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পূজা। ৮ ঈশ্বরাণী ব্রত বা সূর্য্যপূজা। ৯ সরস্বতীপূজা।

শনিপূজায় গ্রহবিপ্রগণ তাহাদের যাজকতা করে। রাওলি বা ঠাকুর উপাধিধারী পুরোহিতগণ এ কার্য্যে যোগ দেয় না, যে হেতু উহা বৌদ্ধধর্ম্মে নিষিদ্ধ। আলাকুমারী ও কালীপূজায় তাহারা কোন মূর্ত্তি গঠন করে না, কিন্তু দেবীর উদ্দেশে ছাগ-বলি দিয়া থাকে। কখন কখন হিন্দুমন্দিরে আসিয়া তাহারা কালীমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগ বলি দেয়। অপর সকল দেবদেবীর পূজোপলক্ষে তাহারা ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা করে।

এতদ্ভিন্ন তাহারা মগদেশ্বরীর পূজারও ছাগ বলি দিয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামে মগদেশ্বরীর পূজার জন্ত একটী 'সেবাখোলা' (আমাদের পঞ্চানন্দতলার ভায়)* আছে। এক্ষণে শিক্ষালব্ধ বড়ুয়াগণ পৌত্তলিকতা বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার-কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা হরিসঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে খোল করতাল বাজাইয়া বুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের বৌদ্ধ পুরোহিত রাওলীগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকে। উঁহারা মস্তক মুণ্ডন ও হরিদ্রা-রঞ্জিত বাস পরিধান করে।

উঁহাদের শাস্ত্রচীর ৯০ খণ্ডে গ্রথিত। প্রত্যহ বেলা ১২ টার পূর্ব্বে তাহারা পাণ ও তাম্রকূট ব্যতীত কিছুই সেবন করে না। প্রতিবৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তাহারা শয্যা পরিষ্কার না করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

বড়ুয়াগণ দীক্ষাগ্রহণকালে সপ্তাহ কাল 'শমনের' (শ্রামণের) হইয়া থাকে। কখন কখন তাহারা বর্ষাধিক কালও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে গুরুগৃহে অতিবাহিত করে। পরে হরিদ্রারঞ্জিত বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সময়ে তাহারা বৌদ্ধিক নামে বিশেষিত হইয়া থাকে। রাওলীগণ গৃহে না থাকিয়া প্রায়ই 'কিয়াং' নামক ভজনালয়ে কালযাপন করে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসি-গণের ব্যয়ে রক্ষিত এইরূপ এক একটী কিয়াং আছে।

রাওলী-পুরোহিতগণের মধ্যে চারিটী বিভিন্ন শ্রেণী আছে, ১ মহাথেরো (মহাস্থবির), ২ কামেথেরো (কামস্থবির), ৩ পঞ্চন (উপসম্পদ) ৪ মইয়াজ বা শমনের (শ্রামণের) শিক্ষার্থ শমনের নিকট হইতে শাস্ত্রীয় অনুশীলন ও জ্ঞানোন্নতি দ্বারা লোকে ক্রমশঃ মহাথেরো পদে উন্নত হইতে পারে।

বড়ুয়াগণের কএকটী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে মাঘীপূর্ণিমা ও বিষুব সংক্রান্তি দিনে মহা মেলা হয়। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ ঐ মন্দিরে বাতি জ্বালিয়া দেয় এবং পয়সা প্রণামী দিয়া দেবতার অভিবাদন করিয়া থাকে। নিম্নে থানা, গ্রাম, দেবমূর্ত্তি ও উৎসবদিন লিখিত হইল:—

থানা	গ্রাম	দেবতা	পর্ব্বদিন
পটিয়া	বোয়ালিয়া	বুড়াগোসাই	মাঘীপূর্ণিমা।
ঐ	চক্রশালা	ফরাচিন্	চৈত্রসংক্রান্তি।
ঐ	উনাইনপুর	বুদ্ধপদ	ফাল্গুনীপূর্ণিমা।
রাওজান	পাহাড়তলী	মহামুনি, শাক্যমুনি ও চাইলামুনি	চৈত্রসংক্রান্তি।
পটিয়া	অহল্যা	সত্যসিংহ	বৈশাখীপূর্ণিমা।
রাওজান	দাংমা	চুলমণি	মাঘীপূর্ণিমা।

পাহাড়তলীর তিনটী মন্দিরেই শাক্যবুদ্ধের বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিত্রয়ের ১টী মাণিকচেরীর সামন্ত মানরাজের এবং অপর দুইটী বড়ুয়া-কুলোদ্ভব কালীচরণ মুৎসুদ্দী ও মোহন সিংহ সুবাদারের বিনির্ম্মিত। সাধারণের বিশ্বাস, চক্রশালায় বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, এইজন্ত অনেক ফরা-চিন তীর্থে বুদ্ধপদ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। কেহ কেহ চন্দ্রনাথ শৈলেও সীতাকুণ্ডস্থ বুদ্ধপদদর্শনে আসিয়া থাকে। অপর তীর্থগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গঠিত।

মাঘীপূর্ণিমা ও বিষুবসংক্রান্তি তাহাদের বিশেষ পুণ্যাহ। ঐ দিনে বড়ুয়াগণ দীক্ষা গ্রহণ করে। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা দিনে তাহারা সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাদিগের কর্ণবেধ করে, কিন্তু বালকদিগের কর্ণবেধ অপর সময়েও হইতে পারে।

বড়ুয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত রূপ, তবে ইহাতে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

তাহাদের মধ্যে কন্তাকে বরগৃহে আনিয়া বিবাহ দিবার রীতি আছে। বিবাহের সময় পুরোহিত পঞ্চশীল ও মঙ্গল-সূত্র পাঠ করিলে বর ও কন্তাকে তাহা আবৃত্তি করিতে হয়। সম্প্রদানকালে রমণীগণ অহরহঃ হুলুধ্বনি করিয়া থাকে। পুত্রবতী বিধবারা বিবাহ করে না, কিন্তু অপরে বিবাহ করিতে পারে।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করা এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক বর্ষ মৃত শিশুদেহ পুতিয়া ফেলাই বিধি। ধনী-দিগকে যে গাড়িতে উঠাইয়া শ্মশানে লইয়া যায়, তাহাকে হাসাহাসি রথ বলে। উক্ত শকটের দুই মুখে হংসপ্রতি-কৃতি আছে।

ঐ রথ টানিবার পূর্ব্বে দুইদিকে দড়ি দিয়া বাঁধা হয় এবং সমবেত গ্রামবাসিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই দিক্ হইতে ঐ রথ টানিতে থাকে। উহার এক দল যমদূত এবং অপরে বিষ্ণুদূত নামে খ্যাত। উভয় পক্ষে টানাটানির পর বিষ্ণু-দূতগণের জয় লাভ হয় এবং শবদেহকে উত্তরদিকে লইয়া গিয়া চিতার উপর স্থাপিত করে। মুখাগ্নিকালেও মঙ্গলসূত্র ও পঞ্চশীলমন্ত্র পাঠ করা হয়। সাধারণ ব্যক্তিদিগকে এক স্থানেই দাহ করা হয়, কিন্তু ধনী ও পুরোহিতদিগের দাহের পর সেই স্থানে একটী জাদী বা ক্ষুদ্রাবিমন্দির নির্ম্মিত হয়; সুতরাং অপর ধনি-ব্যক্তিকে অন্যস্থানে দাহ করা ভিন্ন গতি

* অর্থাৎ তন্মধ্যে পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান।

নাই। মৃত্যুর ৭ দিন পরে শ্রাদ্ধ ও পরে পিণ্ডদান এবং ১৫শ দিনে জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। প্রথম বৎসর তাহারা প্রতিমাসে মাসিক শ্রাদ্ধ করে। পরে বৎসরান্তে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

ধনি-ব্যক্তিগণের চিতার উপর সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়। উহাকে জাদী বলে। মন্দির মধ্যে তাহারা কোন শুভ দিনে প্রেতাত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি রাখিয়া রাখিয়া আইসে। গর্ভিণীর মৃত্যু বিশেষ অমঙ্গলজনক। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ গর্ভিণী ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার মুক্তির জন্য তাহারা অবশ্যই বুদ্ধগয়ায় পিণ্ড দেয়।

গর্ভিণীকে দাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার গর্ভ বিদারণ করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিয়া লয় এবং ভ্রূণটীকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া পরে গর্ভিণীর দাহকার্য্য সমাধা করে।

ভূতযোনিতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোন অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটিলে সেই আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস। ওঝাগণ মন্ত্র দ্বারা ভূতাবেশ প্রতিষেধ করিয়া থাকেন।

বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহারা জ্বালা কুমারী ও শীতলা দেবীর পূজা করে। কখন কখন বুদ্ধসংকীর্ত্তন ও রক্ষাকালীর পূজা করিয়া থাকে। পশ্বাদির মড়ক উপস্থিত হইলে সত্যনারায়ণপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহারা সাধারণতঃ কৃষি, পুলিশপ্রহরী, শুষ্ক মৎস্যবিক্রয় ও রন্ধন কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। কেহ কেহ শিক্ষালাভ করিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেছে। বৃদ্ধাস্ত্রীগণ ও কোন কোন পুরুষ এলোপাথিক ও দেশীয় ঔষধপ্রয়োগে চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার করিয়াছে।

নরনারীগণ সাধারণতঃ হিন্দুর মত ধুতি বা সাড়ী পরিধান করে। কখন কখন রমণীগণকে থামিনামক বস্ত্র ও ওড়না ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রমণীগণ অলঙ্কারপ্রিয়। দেশীয় বাহু ও নাথং নামক রৌপ্যালঙ্কার ব্যতীত তাহারা হিন্দুর পছন্দ মত অড়োয়া অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করিতে ভালবাসে। এক্ষণে তাহারা বাঙ্গালীর নাম গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে দুএকটা আরাকানী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

মগজ (পারসী) মস্তিষ্ক, মজ্জা।

মগজী (পারসী) কিনারা, ধার।

মগধ (পুং) মগি-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, মগং দীর্ঘং দধাতি ধা-ক, বা কণ্ড্বাদি মগধ-অচ্। প্রাচীন জনপদভেদ। মহাভারতে লিখিত আছে, এই দেশের লোক সকল অতিশয় ইঙ্গিতজ্ঞ।

"ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ।
অর্দ্ধোক্তাঃ কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বাঃ কৃৎস্নানুশাসনাঃ॥"

(ভারত ৮।৪৫।৩৮)

বর্ত্তমান বেহার প্রদেশ পূর্ব্বকালে মগধনামে খ্যাত ছিল। ঋগ্বেদে এই স্থান কীকট নামে উক্ত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে মগধ নাম দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনুর সময়ে এই স্থানে তীর্থযাত্রা ব্যতীত আগমন নিষিদ্ধ ছিল।*

ইহার সর্ব্ব প্রাচীন নগরীর নাম গিরিব্রজ, কুশাত্মজ বসু এই নগরটী স্থাপন করেন। এই স্থান গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। [গিরিব্রজ দেখ] গিরিব্রজে রাজা জরাসন্ধ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

জরাসন্ধের পর তদ্বংশীয় বার্হদ্রথগণ বহুকাল এখানে রাজত্ব করেন, তৎপরে শুনকবংশ ১২৮ বর্ষ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ইহার পর এখানে ৩৬০ বর্ষ শৈশুনাগবংশ রাজত্ব করেন। এই বংশীয় বিম্বিসার-রাজের রাজত্বকালে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে মগধপতি বিম্বিসার মুগ্ধ হন, তৎপুত্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের সময় গিরিব্রজের পার্শ্ববর্ত্তী রাজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল। [রাজগৃহ দেখ।] নন্দবংশের সময় পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। [পাটলিপুত্র দেখ।]

পুরাণমতে, নন্দবংশ ১০০ বর্ষ, তৎপরে মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বর্ষ, তৎপরে শুঙ্গবংশ ১১০ বর্ষ, তৎপরে কণ্ববংশ ৪৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যে সময়ে মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, সে সময় এই মগধ "প্রাচ্য" (Prasii) রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল এবং ইহার সমৃদ্ধি শুনিয়া তাঁহার মগধজয়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেনানীবর্গের অভিমত না হওয়ায় তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [আলেকসন্দার ও প্রিয়দর্শী দেখ।]

---

* "মগধঃ অন্নদেশঃ কীকটদেশঃ—
"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।

ইত্যুক্ত্বা গয়াদীনামেব পুণ্যত্বং, অন্যেষামপুণ্যত্বং, প্রত্যুত পাপজনকত্বং, 'অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ। তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি' ইত্যাদিনা দেবলোক্তেঃ, তীর্থযাত্রাব্যতিরেকেণৈতান্ গত্বা তত্রৈব চিরমুষিত্বা পুনরাগমনং প্রায়শ্চিত্তং, অন্যত্তৌ পুনরুপনয়নং অতিচিরবাসে তু—পুনরুপনয়নং কৃত্বা চান্দ্রায়ণং কর্ত্তব্যম্।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

গুপ্তসম্রাট্‌গণও মগধে রাজত্ব করিতেন, পুষ্পপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। হূণপতি তোরমাণ ও পরে মালবপতি যশোধর্ম্মার অভ্যুদয়ে গুপ্তপ্রভাব খর্ব্ব হইয়াছিল। কান্যকুব্জে হর্ষবর্দ্ধন সম্রাট্ হইলে, মাধবগুপ্ত তাঁহার মিত্ররূপে মগধে রাজত্ব করিতে থাকেন। হর্ষদেবের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পর মগধরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়, পশ্চিমাংশে মৌখরি ও পূর্ব্বাংশে গুপ্তরাজগণ সামান্ত নৃপতিরূপেই রাজত্ব করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়ে আদিশূরের অভ্যুদয়ে মগধ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি বহুকাল নিজে শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারই সময়ে পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপাল প্রজাপুঞ্জের সাহায্যে মগধ অধিকার করেন। এই সময় হইতে মগধ 'বিহার' নামে খ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্য্যন্ত পালবংশীয় রাজগণ বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশীয় শেষ নৃপতি গোবিন্দ পালের পর গৌড়াধিপ বল্লালসেন কিছু দিন মগধ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময় মগধ বা বিহার মুসলমানদিগের করকবলিত হয়। মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মগধের স্থানে স্থানে মানবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সভায় প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাৎকালিক শিলালিপি হইতে জানা যায়। [বিহার দেখ।]

মগধে হিন্দুগণের একটী প্রধান তীর্থ গয়া অবস্থিত। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল।

বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় ক্রমে মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। যদিও নন্দরাজগণ ও তৎপরবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু ও জৈনধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ম্মরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। আবার অশোকের পৌত্র দশরথের সময় এখানে জৈন আজীবকগণের সম্মান দৃষ্ট হয়। গুপ্তসম্রাট্‌গণের সময় এখানে বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হইতে থাকে এবং সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে এখানে সৌরধর্ম্মও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পালরাজগণের সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের সময়েই মগধের অন্তর্গত নালন্দা বিহারে বৌদ্ধভিক্ষুগণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা আসিয়াও এখানে সেই বৌদ্ধপ্রভাব দর্শন করেন এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে এখান হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলুপ্ত হয়।

মগধে গয়া, পুনঃপুনা নদী, চ্যবনের আশ্রম ও রাজগৃহ বন এই কয়টাই প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥"

(বায়ুপুরাণীয় গয়ামা০)

মগধ মুসলমানাধিকারে আসিলে ইহার সর্ব্বপ্রাচীন স্থান রাজগৃহেও মুসলমানেরা আস্তানা করেন, এবং এ অঞ্চল মুসলমান-তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এখনও অনেক ধার্ম্মিক মুসলমান রাজগৃহে মকদুম দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

[রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডনামক পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে,—'মগধের উত্তর সীমা গণ্ডকী নদী যথায় পতিতপাবন হরিহর বিরাজমান, দক্ষিণে বিহারের পার্শ্বস্থিত শিবনদী, পশ্চিমে ভোজদেশের নিকটবর্ত্তী চায়ল গ্রাম এবং পূর্ব্বসীমায় গঙ্গার দক্ষিণাংশে অবস্থিত সূর্য্যপুর। কলিকালে এখানকার লোকেরা আচারহীন হইবে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া এই মগধে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা আয়ুর্ব্বেদপরায়ণ ও সর্ব্ব সাধারণের নিকট সম্মানিত। জীবিকানির্ব্বাহের জন্ত এখন ইহারা নানাদেশে গিয়া পড়িয়াছেন। ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাষ্টমীতে সূর্য্যব্রত করিয়া থাকেন, এ স্থানে মগধে বহুসংখ্যক কৃত্তমি জাতির বাস। ইহারা কাষ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানে চম্পকাদি সমীধান্ত যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

'কলিকালে কিছুকাল যবনপ্রভাব হইবে। তৎপরে সমুদ্রগামী অগ্নিবর্ণ জাতি আসিয়া মগধ অধিকার করিবে। তাহাদের যত্নে গঙ্গাতীরে অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে।

'মগধে প্রায় তিন হাজার গ্রাম, তন্মধ্যে সাতাশটী মুখ্য। ইহার মধ্যে পূর্ব্বভাগে পাঁচটী, পশ্চিমে সাতটী, দক্ষিণে আটটী ও উত্তরে সাতটী অবস্থিত। তন্মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণতীরে নীলকণ্ঠ-বিরাজিত বৈকুণ্ঠ, কুৎকার, গণ্ডকী পার্শ্বে সরস, গঙ্গার নিকট জাকর, কাসার, বিজয়পুর, সেরপুর, নবীনাবাদ, তরলা, বিকুলা, সাহাজ, কুলারি, লৌহবজ্জন, চিরার, গুপ্তয়া শূদ্রিয়া, নরহম, রামপুর, হাজিপুর, তণ্ড, গন্ধার ও নালন্দ। মগধের রাজধানীর নাম পাটলিপুত্র।'

বাস্তবিক এখনও পাটলিপুত্র বা পাটনা বেহারের সর্ব্বপ্রধান সহর বলিয়া পরিগণিত। [পাটলিপুত্র ও পাটনা দেখ]

২ মগধ-দেশবাসী লোক। (স্ত্রী) ৩ পিপ্পলীমূল। (বৈদ্যকনি॰)

মগধজা (স্ত্রী) পিপ্পলী, পিপুলগাছ। (বৈদ্যকনি॰)

মগধা (স্ত্রী) মগধস্তন্নামা দেশ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি 'অর্শ-আদিভ্যোঽচ্' স্ত্রিয়াং টাপ্। পিপ্পলী। (রত্নমালা)

মগধীয় (ত্রি) মগধে ভবঃ গহাদিত্বাৎ ছ। মগধ দেশোদ্ভব।

মগধেশ্বর (পুং) মগধস্য তন্নামদেশস্য ঈশ্বরঃ। ১ জরাসন্ধ-রাজ। (হেম) ২ মগধদেশের অধিপতি মাত্র।

"প্রাক্ সন্নিকর্ষং মগধেশ্বরস্য নীত্বা কুমারীমবদৎ সুনন্দা।"
(রঘু ৬।২০)

মগধোদ্ভবা (স্ত্রী) মগধে উদ্ভবো যস্যাঃ। ১ পিপ্পলী। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ মগধদেশজাত।

মগধ্য, পরিবেষ্টন। এই ধাতু কণ্ড্বাদি, পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মগধ্যতি। লুঙ্ অমগধীৎ।

মগন্দ (পুং) মগং পাপং দদাতি দা-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্চ। কুশীদী। (নিরুক্ত ৬।২২)

মগদি, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩২০ বর্গ মাইল। এই স্থানের দক্ষিণপূর্বভাগে অর্কবতী নদী প্রবাহিত। স্থানীয় সাবন-দুর্গ ও ভৈরবদুর্গ নামক গিরিশিখরদ্বয় বহু প্রাচীনকাল হইতেই দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। চোলরাজবংশ, বিজয়-নগররাজগণ এবং গৌড় সর্দ্দারেরা সময়ে সময়ে এই সম্পত্তির আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২ উক্ত তালুকের সদর এবং একটী গণ্ডগ্রামরূপে পরি-গণ্য। অক্ষা॰ ১২°৫৭´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭°১৬´১০´´ পূঃ। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক চোলরাজ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বঙ্গলুরের গৌড় সর্দ্দার ইম্মড়িকেম্পে গৌড় এই নগর অধিকারপূর্ব্বক এখানে স্বীয় বাসোপযোগী একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের হিন্দুনরপতি গৌড়-সর্দ্দারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীরঙ্গ-পত্তনে লইয়া যান এবং তথায় স্বীয় শাসনসীমা বিস্তার করেন। নগরের উত্তরদিকস্থ গণ্ডশৈলের ঢালু দেশে একটী দুর্গ আছে। কিম্পে গৌড়ের প্রতিষ্ঠিত সোমেশ্বর মন্দির অদ্যাপি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

মগণ (পুং) ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত সর্ব্বগুরুক বর্ণত্রয়, 'মস্ত্রিগুরুঃ' ছন্দের লক্ষণে 'ম' এই অক্ষর থাকিলে তিনটী বর্ণ গুরু জানিতে হইবে।

মগর, নেপালের বৌদ্ধসম্প্রদায় বা জাতিভেদ। ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে বটে, কিন্তু এখনও অনেকে তিব্বতীয় ভাষা ব্যবহার করে ও তিব্বতীয় আদব কায়দার এবং লামাদিগের উপদেশেও যথেষ্ট বিশ্বাস রাখে। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতিতে তাতার-ভাব বিজড়িত। তবে নেপালে অপর সকল জাতির সহিত ইহারা স্থানীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। তিব্বতীয় ভাষা ব্যবহার করিলেও সকলেই ভারতীয় অক্ষরেই লেখাপড়া করে, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য স্বীকার করে ও গোমাংস কেহই স্পর্শ করে না। ইহারা প্রথমে সিকিমে বাস করিত, তথা হইতে লেপ্চা জাতি কর্তৃক মেচি ও কুশীনদীর পশ্চিমাংশে এবং তথা হইতে আবার লিম্বুজাতি কর্তৃক পশ্চিমদিকে অরুণ ও দুধকুশীর পরপারে বিতাড়িত হইয়াছে। এখন কালীনদীর উত্তরকূলে মগর জাতির বাস। অনেকেই নেপালরাজের সৈন্যভুক্ত ও সকলেই রাজভক্ত। ইহাদের মধ্যে ১২টী থাক্ আছে, নিজ থাক মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলিত নাই।

মগরতলাও (মকরতীর্থ) করাচী জেলার উষ্ণপ্রস্রবণযুক্ত একটী বৃহৎ সরোবর। মুসলমানদিগের কাছে 'মগরপীর' বা 'পীর মঙ্গ' নামে খ্যাত। করাচীর প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫০ গজ ও প্রস্থে প্রায় ৮০ গজ হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে দ্বিশতাধিক বৃহৎকায় কুম্ভীরের বাস। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, মহিষ ভিন্ন অপর সকল জীবই ঐ সকল কুম্ভীরের খাদ্য। সরোবরের তীরে একটী জীবহত্যা করিলে, ভূমিতে তাহার রক্তপাত হইবামাত্র দলে দলে কুম্ভীরেরা আসিয়া তাহা লইবার চেষ্টা করে এবং পরস্পরে ভীষণ যুদ্ধ করিতে থাকে। মাংসাহার শেষ হইলে সকলেই জলমধ্যে অন্তর্হিত হয়।

সরোবরের তীরে পীরমঙ্গের মসজিদ্ আছে। সিন্ধু-প্রদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেই এই পীরকে ভক্তি করেন এবং অনেকে পীরদর্শনে আসিয়া থাকেন। অনেকেরই বিশ্বাস, এখানে শবের গোর দিলে মহাপুণ্য হয়, তাই প্রতিবর্ষে শত শত লোক এখানে গোর দিতে আসে। গোরস্থানে বহুবিধ সমাধি দৃষ্ট হয়।

মগরা, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী একটী নগর। ত্রিবেণী তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২২°৫৯´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৮°২৫´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলপথের ষ্টেসন আছে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্য এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। রেল ষ্টেসন অতিক্রম করিলে রাজা চন্দ্রকেতুর জাঙ্গাল নামক বিস্তৃত মৃত্তিকার আলি দৃষ্টিগোচর হয়। উহা একণে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, রাজা চন্দ্রকেতু স্বীয় কন্যার বিবাহ কালে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। এখানকার

বালুকা গৃহনির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী, উহা 'মগরার বালি' নামে খ্যাত।

মগরাহাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবার যাইবার ই, বি, এস্, আর রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে উক্ত রেল কোম্পানীর একটী ষ্টেসন আছে। এই স্থান পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গণ্য।

মগল (পুং) গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মগানন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের সিরমুর রাজ্যে শিবালিক পর্ব্বতের একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা° ৩০°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৯´ পূঃ। এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়া মার্কণ্ড উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের গোর্খা যুদ্ধের সময় এই গিরিসঙ্কটের পার্শ্ববর্ত্তী নাহন নামক স্থানে ইংরাজ-সেনাদল ছাউনা করিয়াছিল।

মগী, আদ্য; শক, বাহ্লিক, পারস্ত, চারিন্স প্রভৃতি জাতির আদি পুরোহিতগণ 'মগ' বা 'মগী' নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহারা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথ্বী, অগ্নি, জল ও বায়ুর পূজা করিতেন। হিরো-দোতাস্ ইঁহাদিগকে পর্ব্বতোপরি জুপিটার বা ইন্দ্রের উপাসনা করিতেও দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, অসুর (Assyrians) দিগের নিকট হইতে তাঁহারা বীণাপাণি (Venus) ও বরুণের (Urania) উপাসনা করিতে শিখিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো বর্ণনা করিয়াছেন যে, পারসিক পুরোহিতগণ পূজার্থ কোন দেবপ্রতিমা বা বেদী নির্ম্মাণ করিতেন না, তাঁহারা জুপিটাররূপে দেৌ ও 'মিথ্র' নামে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ কার্ত্তিকের পূজাও করিত। মিথ্র (বৈদিক মিত্র) দেবই এই সম্প্রদায়ের কুলদেবতা। জরথুস্ত্র বা জোরো-অষ্টার এই মিত্রপূজার অধিকাংশ রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্নি পূজা প্রচার করেন, তাহাতে আদি মিত্রপূজকদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু জরথুস্ত্রের জয় হইয়াছিল, অল্প লোকই আদি মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও শেষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

যখন বাবিলনের সিংহাসনে মিদীয়বংশ অধিষ্ঠিত, সে সময়ে প্রায় ২২৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কাল্দীয়ায় অগ্নিপূজক মগী-দিগের মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জরথুস্ত্র মতেরই সংস্কার বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতে পঞ্চভূতের উপাসনাই প্রধান এবং অগ্নিদেবই উপাসনার মূল।

এ দেশে যেমন যাজনক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতির অধিকার নাই, অগ্নিপূজক মগীদিগের অধিকারও সেইরূপ ছিল। কোন ভক্ত বা উপাসকই এই মগপুরোহিতের সাহায্য ভিন্ন কোন দৈবকর্ম্ম করিতে পারিত না। বলি, হোম, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠানই একমাত্র পুরোহিতই সম্পন্ন করিতেন, রাজা হইতে প্রজাসাধারণে সকলেই দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত ও দর্শকরূপে তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে পাইত মাত্র। পারস্তপতি দরায়ুস্ এই অগ্নিপূজকগণের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্ত্তক্ষত্রের (Artaxerxes Longomanus) সময়ে তাঁহারা অধিপতিগণকে তাঁহাদের মতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রলিন্সন্ অধ্যাপক ওয়েষ্টারগার্ড মগীধর্ম্মের উৎপত্তি জরথুস্ত্র মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন।

[পারস্ত ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

মগু (পুং) শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। [মগ দেখ।]

মগুন্দী (স্ত্রী) মগুন্দী নামক পিশাচী বিশেষ। (অথর্ব ২।১৪।২)

মগোরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ ঠাকুর হিম্মৎসিংহ রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ইঁহারা ইদরের রাজাকে বার্ষিক ৯০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মগ্ন (ত্রি) মস্জ-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠা তকারস্ত নত্বং (স্কোঃসংযোগাদ্যোরন্তে চ। পা ৮।২।২৯) ইতি সলোপঃ, চোঃ কুত্বং। মগ্ন, জলান্তঃপ্রবিষ্ট, জলে ডোবা।

"কেন স্বষ্টং কথং জাতং মগ্নাবাচ্যাং জলে স্থিতে।"

(দেবীভাগ° ৮৬।৪৫)

মঘ, ১ কৈতব। ২ দ্যূতক্রীড়াদি। এই অর্থে অক°। ৩ গতি। ৪ নিন্দা। ৫ আরম্ভ। সক° ভ্বাদি° আত্মনে° সেট্ ইদিৎ। লট্ মঙ্ঘতে। লোট্ মঙ্ঘতাং। লুঙ্ অমঙ্ঘিষ্ট।

মঘ, ভূষণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। ইদিৎ। লট্ মঙ্ঘতি। লোট্ মঙ্ঘতু। লিট্ মমঙ্ঘ। লুঙ্ অমঙ্ঘীৎ।

মঘ (পুং) মাক্ষচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ দ্বীপবিশেষ। (মেদিনী) ২ দেশবিশেষ, মঘনামক ম্লেচ্ছদিগের স্থান। (স্ত্রী) ৩ পুষ্পবিশেষ। ৪ ধন। "ইন্দ্রো মঘানি দয়তে" (ঋক্ ৭।২১।৭) 'মঘানি মংহনীয়ানি ধনানি' (সায়ণ) ৫ মগব্রাহ্মণ।

[শাকদ্বীপ ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

মঘর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আমী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°১১´ পূঃ। এই স্থানে অনেক প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে, কপিলবাস্তু মহা-নগরীর ধ্বংস হইলে পর, বৌদ্ধযতিগণ এই নগরে আসিয়া অবস্থান করে।

আমী নদীর দক্ষিণকূলে নগরের পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ হিন্দু

ও মুসলমান-পূজিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক কবীরের* সমাধিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বিজলি খান্ এই রোজা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরে পুনরায় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে নবাব ফিদাইখান্ কর্ত্তৃক উহা সংস্কৃত হয়। ইহার কিছু দক্ষিণে কবীরের উদ্দেশে স্থাপিত একটী হিন্দুতীর্থ ও মসজিদ্ আছে। হিন্দুগণ ঐ কবীরতীর্থে গমন করিয়া থাকেন।

নগরের মধ্যভাগে ১৭শ শতাব্দের মুসলমান-শাসনকর্ত্তা কাজী খলীল্-উর্-রহমানের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার ঠিক পশ্চিম দিকে একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা মঘর-রাজবংশের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। এতদ্ভিন্ন এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে এবং তথা হইতে কবীর রোজার সমীপ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে অনেকগুলি ইষ্টকস্তূপ বিস্তৃত আছে।

মঘরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে শীর্ষার তাল নামক দীর্ঘিকার পূর্ব্ব কূলে মহাস্থান ডিহ্ নামক বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ঐ ধ্বংসরাশির উপর শীর্ষারাও গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের ৪ শত ফিট্ পূর্ব্বে, একটা ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ দেখা যায়। লোকমুখে শুনা যায়, বুদ্ধদেব ঐ স্থানে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। সেই মহাস্মৃতিরক্ষার জন্য পরে তথায় একটা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত স্তূপের ৩ শত ফিট্ উত্তরপূর্ব্বে ৫০ ফিট্ পরিধিযুক্ত আর একটা বৃহৎ স্তূপ বিদ্যমান আছে। যেখানে বুদ্ধদেব ছন্দকের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তথায় সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক যে স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাই সেই মহাস্তূপরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ধ্বংস স্তূপের ৩৭০ ফিট উত্তরে আরও একটী ইষ্টকস্তূপ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে শাক্যবুদ্ধ রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তথায় যে স্তূপ নির্ম্মিত হয়, তাহাই বর্ত্তমান স্তূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই স্তূপের ৫৫০ ফিট্ দক্ষিণপূর্ব্বে পৈঠান ডিহি নামক বিস্তীর্ণ স্তূপ বিরাজিত আছে। আলোচনা দ্বারা উহা কএকটাকে বৌদ্ধবিহার বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মঘর-নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে কোপ নামক গ্রামে কোপেশ্বর শিবমন্দির ও কএকটী ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

মঘবৎ (পুং) মঘবৎ (মঘবা বহুলং। পা ৬।৪।১২৮) ইতি পক্ষে তৃ আদেশঃ, ধ্ব ইৎ। ইন্দ্র।

"একো বৈ রক্ষিতা চৈব ত্রিদিবং মঘবানিব।"(ভারত ৩।৪৫।১০)

২ ময়ূর পুত্রভেদ।

* হিন্দুদিগের নিকট কবীরদাস ও মুসলমানদিগের নিকট কবীরশাহ নামে খ্যাত।

"মরীচিমাংশ্চ ইবাগম্ভিশ্চব ইন্দ্রাগর্ত্তাশরাতথা।" (মৎস্যপু° ৬।১৮)

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মঘবতী ইন্দ্রাণী।

মঘবন্ (পুং) মহতে পূজ্যতে ইতি মহ-পূজায়াং "শ্বন্নুক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) নিপাতনাৎ হস্য ঘ, অনুগাগমশ্চ। ইন্দ্র।

"দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।

সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্ ॥" (রঘু ১।২৬)

২ জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্ত্তীর অন্তর্গত চক্রবর্ত্তিবিশেষ। (হেম) ৩ সপ্তম দ্বাপরের ব্যাস।

"মঘবা সপ্তমে প্রোক্তে বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।"(দেবীভাগ° ১।৩।২৮)

মঘবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মঘোনী' এইরূপ পদ হয়।

মঘা (স্ত্রী) মহত্ত্ব, হস্য ঘত্বং। ১ ঔষধিবিশেষ। (ধরণি) ২ অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত দশম নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ। এই নক্ষত্র অধোমুখগণ।

"মূলাশ্লেষা কৃত্তিকা চ বিশাখা ভরণী তথা।

মঘা পূর্ব্বাত্রয়ঞ্চৈব অধোমুখগণঃ স্মৃতঃ ॥" (জাতকাভরণ)

মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবারিগণ হয়। শতপদ চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইলে প্রথমাদি পাদে ম, মি, মু, মে, এই চারিটী অক্ষর আদিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমপাদে ম, দ্বিতীয় পাদে মি, তৃতীয়পাদে মু এবং চতুর্থ পাদে মে এইরূপ আদ্যক্ষর হইবে।

মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে সিংহরাশি হয়। এই নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড গণ্ড, এই গণ্ডে যদি কেহ জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

"সর্ব্বেষাং গণ্ডজাতানাং পরিত্যাগো বিধীয়তে।" (কোষ্ঠীপ্র°)

মঘানক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বিবাদশীল, সিংহবিক্রম, সুন্দর লোচনসম্পন্ন, প্রতাপশীল, অন্নসম্ভোগযুক্ত, বনিতাবিরোধী, অল্পধন ও বিদ্যাসম্পন্ন এবং রাজসেবক হইয়া থাকে।

মঘানক্ষত্র ইন্দুরজাতীয়। ইহার আকৃতি লাঙ্গল সদৃশ, এবং পঞ্চতারকাযুক্ত।

"লাঙ্গলাকৃতিনি পঞ্চতারকে চারুকোণ পিতৃভে শিরোগতে।

নীলনীরদবিনিন্দিলোচনে বৃশ্চিকাবিগলিতং কলাশতম্ ॥"

(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

অষ্টোত্তরী মতে—মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশা জানিতে হইবে। এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বৎসর ৮ মাস। প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতিপদে ১৬ পল হয়।

বিংশোত্তরী-মতে মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে কেতুর দশায় জন্ম হয়। এই দশায় ভোগকাল ৭ বৎসর।

মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিতে নাই, এই নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি এই নক্ষত্রে ব্যাধি হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

"মঘাভরণীহস্তেষু মূলে বা জায়িতোঽপি বৈ।
মৃত্যুমাপ্নোত্যসৌ সোঽপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"
(হারীত-সংহি৽ ৪ অ৽)

এই শব্দ বহুবচনান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্যাং মঘাস্বিন্দোঃ করে রবিঃ।
যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুণ্যৈরবাপ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

মঘাত্রয়োদশী (স্ত্রী) মঘা দশম-নক্ষত্রং তদ্যুক্তা ত্রয়োদশী মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা৽। মঘানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। এই ত্রয়োদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ অবশ্য-কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধ মধু ও পায়স দ্বারা করিতে হয়।

"প্রোষ্ঠপদ্যামতীতায়াং মঘাযুক্তাং ত্রয়োদশীং।
প্রাপ্য শ্রাদ্ধং হি কর্ত্তব্যং মধুনা পায়সেন চ॥
যৎ কিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাত্তু ত্রয়োদশীম্।
তদপ্যক্ষয়মেব স্যাদ্বর্ষাসু চ মঘাসু চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মধু পায়স দ্বারা করিতে অসমর্থ হইলে মধুযুক্ত যে কোন বিহিত দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।

এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ইহাতে শূদ্রেরও অধিকার আছে।

"মঘাযুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী।
তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুনা পায়সেন চ॥—
অত্র যৎ শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন বা অক্ষয়ং ভবেৎ, অতএব বহ্নবচনে যৎ কিঞ্চিন্মধুনা মিশ্রমিত্যনেন মধুমাত্রযুক্তত্ব-যুক্তং, অতোঽত্র স্বতন্ত্র্যাৎ শূদ্রস্যাধিকারঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

মধু ও পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয় হয়। পুত্রবান্ ব্যক্তি এই ত্রয়োদশীতে যে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহাতে তিনি পিণ্ডদান করিবেন না, পিণ্ড না দিয়া শ্রাদ্ধের নিয়ম অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবেন।

"তৌজসীং তিথিমাসাদ্য যাবচ্চন্দ্রার্কসঙ্গমম্।
তত্রাপি মহতী পূজা কর্ত্তব্যা পিতৃদৈবতে।
তস্যে পিণ্ডপ্রদানন্তু জ্যেষ্ঠপুত্রী বিবর্জ্জয়েৎ॥"
পিতৃদৈবতে তস্যে মঘায়াং—
"পিণ্ডনির্বাপরহিতং যত্তু শ্রাদ্ধং বিধীয়তে।
স্বধাবাচনলোপোঽত্র বিকিরস্তু ন লুপ্যতে।
অক্ষয্যং দক্ষিণা স্বস্তি সৌমনস্যং যথাস্থিতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

মঘাভব (পুং) মঘায়াং ভবঃ। ১ শুক্রগ্রহ। (হেম) (ত্রি) ২ মঘানক্ষত্রে জাতমাত্র।

মঘাভূ (পুং) মঘায়াং মঘাসমীপস্থ-পূর্ব্বফল্গুন্যাং ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। শুক্রাচার্য্য। (ত্রিকা৽)

মঘিয়া ডোম, বাঙ্গালাবাসী নিকৃষ্টশ্রেণীর জাতিবিশেষ।
[ডোম দেখ।]

মঘিয়ানা, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বিচার-সদর। অক্ষা৽ ৩১°১৬´৪৽´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭২°২৽´৫৫´´ পূঃ। পার্শ্ববর্ত্তী ঝঙ্গ নগরে গমনাগমনের জন্য একটী পাকা রাস্তা আছে। উভয় নগরই এক মিউনিসি-পালিটীর অধীন।

এই নগরের প্রায় ১॥৽ ক্রোশ দূরে চন্দ্রভাগা নদী প্রবা-হিত। গ্রীষ্ম ঋতুতে ঐ নদীর খরোয়া শাখা জলে পূর্ণ হইয়া নগরপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নদী-তীরবর্ত্তী ঘাট ও বৃক্ষ সকল তীরভূমির শোভা বৃদ্ধি করে।

চন্দ্রভাগা নদীর বালুকাময় উপত্যকা দেশ পরিত্যাগ করিয়া একটী অধিত্যকাভূমির প্রান্তদেশে মঘিয়ানা নগর স্থাপিত। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঝঙ্গ নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এক্ষণে কান্দাহার প্রভৃতি আফগান নগরের যাবতীয় কাজ এই নগরে সমাহিত হইয়া থাকে। সাবান, অশ্বসজ্জা, এবং প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় কুলুপকার চাব্‌সের অনুকরণে নির্ম্মিত কুলুপ ও পিত্তলের বাসনের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

মঘেরা, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা৽ ২৭°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭৭°৩৭´৫২´´ পূঃ। এখানে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত হাট আছে।

মঘী (স্ত্রী) মঘা তদাখ্যনক্ষত্রং উৎপত্তিকারণতয়াস্ত্যস্যা ইতি মঘা-অর্শ-আদিত্বাদচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ধান্যভেদ-আউসধান্য। (মেদিনী)

মঘোনী (স্ত্রী) মঘোনঃ পত্নীতি মঘবন্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্, বকারস্য চ সম্প্রসারণম্। ইন্দ্রাণী।

মঙ্কলক (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ যক্ষভেদ। (ভারত ৩প৽ ৮৩অ৽)

মঙ্কসর, (মঙ্‌কসর) সিলেবিস্ দ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। য়ুরোপীয়গণের নিকট ইহারা মাকাসর (Macassar) নামে খ্যাত। উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপভাগে ইহাদের বাস। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ করে, তখন তাহারা এই জাতিকে লিখিত ও কথিত ভাষায় উন্নত দেখিয়াছিল। তৎকালে ইহাদের ভাষানুযায়ী বর্ণ-

মালাও প্রচলিত ছিল। ইহারা বুগী জাতিকে পরাভূত করিয়া দ্বীপপুঞ্জবাসা সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দ্বীপবাসীর মধ্যে ইহারাই প্রথমে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। পর্ত্তুগীজদিগের আগমনসময়েও ইহারা ইস্‌লাম-ধর্ম্মসেবী ছিল, কিন্তু উহার ৮০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যব ও মলয়বাসী-মিসনারীগণের সাহায্যে ইহারা খৃষ্টান্‌ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ওলন্দাজদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইবার পর ইহারা ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইয়া ওলন্দাজগণের বশ্যতা স্বীকার করে।

মঙ্কসর জাতির বাসভূমি কখন কখন মঙ্কসরদ্বীপ নামে উক্ত হয়। যেখানে ওলন্দাজগণ রটার্ডাম নগর ও দুর্গ স্থাপন করে, তাহাও মঙ্কসর নামে অভিহিত। অক্ষা° ৫°৭´৪৫´´ দঃ এবং ১১৯°২১´৩১´´ পূঃ।

মঙ্কসর নগর একটী প্রসিদ্ধ বন্দররূপে গণ্য। ওলন্দাজ নাবিকগণের শুভাগমন হইতেই এখানকার বাণিজ্যপ্রসার বৃদ্ধি হয়। স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া, চীন ও সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার প্রভূত বাণিজ্য আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ গবর্মেণ্ট শুল্কগ্রহণ রহিত করায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে।

মঙ্কি (পুং) মকি-ইন্। ধনেচ্ছু বণিক্‌ভেদ। (ভা°শান্তি১৭৭অঃ)

মঙ্কিল (পুং) দাবাগ্নি।

মঙ্কু (পুং) মকি-উন্। সঙ্কলদ্‌গতিক, চলদ্‌গতিবিশিষ্ট।

"স সোমাতিপূতো মঙ্কুরিব চচার" (শত°ব্রা° ৫।৫।৪।১১)

মঙ্কুর (পুং) মঙ্কতি ভূষয়ত্যতি মকি-বাহুলকাদুরচ্। মুকুর, দর্পণ। (অমরটীকা ভরত)

মঙ্কন (স্ত্রী) মস্ক-ল্যুট্। অস্থাত্রাণ। (হারাবলী)

মঙ্ক্ষু (অব্য°) মখি-উন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ খস্য ক্ষত্বং। ১ ভৃশার্থ। ২ শৈঘ্র্য।

"বদ্ধস্থিনঃ কটকটাহতটান্মিমঙ্ক্ষো-
মঙ্ক্ষূদপাতি পরিতঃ পটলৈরলানাং।" (মাঘ ৫।৩৭)

মঙ্ক্ষু্‌ণ্ (ত্রি) মজ্জতি স্নাতি ইতি মস্জ-কৃচ্। (মস্জিনশোর্ঝলি। পা ৭।১।৬০) ইতি নুম্। স্নানকর্ত্তা।

মঙ্খ, (বা মঙ্খক) জনৈক বিখ্যাত কবি। বিশ্বাবর্ত্তের পুত্র ও মন্মথের পৌত্র। ইনি অলঙ্কারসর্ব্বস্ব, মঙ্খকোশ ও শ্রীকণ্ঠচরিত্র নামক গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন।

মঙ্গ, পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। ইহারা কিরাতজাতির অন্তর্ভুক্ত। [কিরাত দেখ]

মঙ্গ (পুং) মঙ্গতি সর্পতীতি মগি-অচ্। নৌকাশিরোভাগ, চলিত নৌকার গলুই।

মঙ্গমপেট্ট, দাক্ষিণাত্যের নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। গোদাবরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫´ পূঃ। এই নগরের চারিদিকে বেলে পাথরের স্তম্ভ বিরাজিত আছে। অনেকে ঐ স্তম্ভশ্রেণী দেখিতে এখানে আগমন করেন। তদ্ভিন্ন একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কেল্লা ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে।

মঙ্গরাজ, নিঘণ্টু প্রণেতা।

মঙ্গরুল, বেরার রাজ্যের বাসিম জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৬৩৪ বর্গ মাইল।

মঙ্গরুল, বেরার রাজ্যের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে হিন্দুর বসবাসই অধিক।

মঙ্গরুলপীর, বেরাররাজ্যের বাসিমজেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং মঙ্গরুল তালুকের সদর। অক্ষা° ২০°১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭° ২৪´ ২০´´ পূঃ। এখানে বদর উদ্দীন্ সাহেব ও সুনাম সাহেব নামক মুসলমান-পীরদ্বয়ের সমাধিমন্দির বিদ্যমান থাকায় এই স্থান অন্য মঙ্গরুল নগর হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পীর আখ্যা লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও অনেকগুলি দরগা ও মসজিদ্ আছে।

মঙ্গরোতা, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা-গাজি খাঁ জেলার সানগড় তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। সানগড় গিরিসঙ্কটের মুখে প্রবাহিত সানগড় স্রোতস্বিনীর তীরে অবস্থিত। এখানে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা-রক্ষার জন্য একটী দুর্গ আছে।

মঙ্গরোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সোরাষ্ট্র প্রান্ত বা কাঠিয়াবাড় বিভাগের জুনাগড় সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর। অক্ষা° ২১° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ১৪´ ৩০´´ পূঃ।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই নগরের বাণিজ্য খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। ভৌগোলিক টলেমী Monoglossum শব্দে এই বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানকার মস্‌জিদ্ কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মস্‌জিদ্‌গাত্রে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে ইহার নির্ম্মাণকাল ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দ জানা যায়।

এই নগর জনৈক মুসলমান সর্দ্দারের সম্পত্তি। ঐ সর্দ্দার সাধারণে মঙ্গরোলের শেখ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ১১৫০০ টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে হস্তিদন্ত ও চন্দনকাষ্ঠের কারুকার্য্যযুক্ত বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইস্থানে স্থানীয় লোক দ্বারা নির্ম্মিত একটী ৭০ ফিট্ উচ্চ আলোক-বাটিকা আছে। উহা বন্দর হইতে প্রায় ৪ শত গজ পশ্চাতে অবস্থিত। প্রায় ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষ হইতে উহার আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মঙ্গরোল, রাজপুতনায় কোটারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ ১৫´´ পূঃ। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে কোটারাজ মহারাও কিশোর সিংহের সহিত রাজমন্ত্রী জালিম্ সিংহের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ জালিম্ সিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে রাজভ্রাতা পৃথ্বীসিংহ এবং ইংরাজপক্ষে কএকজন সেনানী আহত হন। এই নগরই তাহাদের রণরঙ্গের অভিনয়-ভূমি ছিল। ইংরাজ-সেনানীগণের স্মরণার্থ এখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

মঙ্গল, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ইংরাজের রাজকীয় পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। অক্ষা° ৩১° ১৮´ হইতে ৩১° ২২´ উঃ দ্রাঘি° ৭৬° ৫৬´ হইতে ৭৭° ১´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। এই রাজ্য পূর্ব্বে কহলুর সর্দ্দারের অধীন ছিল। পরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য হয়। এখানকার রাণা জিৎসিংহ অত্রিবংশীয় রাজপুত। এই বংশ প্রথমে মারবাড় প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করে। ইহারা ইংরাজরাজকে বার্ষিক ৭০৲ টাকা কর দিয়া থাকে।

মঙ্গল, চিতোরাধিপ খুমানের পুত্র। বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অধিক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে হয় নাই, এই অন্যায়াচরণে বিরক্ত হইয়া সামন্তগণ একযোগে তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। নিরুপায় মঙ্গল দেশবহিষ্কৃত হইয়া উত্তরমরু প্রদেশে গমন ও তথায় একটী রাজ্য স্থাপন করে। তাহার বংশধরগণ 'মাঙ্গলীয়-গিহ্লোট্' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মঙ্গল, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি সাধারণে সাধু বিল্বমঙ্গল নামে পরিচিত। [বিল্বমঙ্গল দেখ]

মঙ্গল (ক্লী) মঙ্গতি হিতার্থং সর্পতি মঙ্গতি দুরদৃষ্টমনেনাস্মাদ্বেতি মগি (মঙ্গেরলচ্। উণ্ ৫।৭০) ১ অভিপ্রেতার্থসিদ্ধি, অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধির নাম মঙ্গল। (ত্রি) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট

"মঙ্গলৈরভিষিক্তশ্চ তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব।" (রামা° ২।২৩।২০)

পর্য্যায়—ভাবুক, ভব্য, কল্যাণ, ভবিক, শুভ, ক্ষেম, প্রশস্ত, ভদ্র, শ্বঃশ্রেয়স, শিব, অরিষ্ট, কুশল, হিত, ভদ্র, শস্ত। (শব্দরত্না°)

"মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।
কল্যাণং মঙ্গলং ক্ষেমং শাতং শস্ত শিবং শুভম্ ॥" (বৈদ্যকর°)

২ সর্ব্বার্থরক্ষণ। (মেদিনী)

মঙ্গলের লক্ষণ—

"প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জ্জনম্।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥" (একাদশীত°)

প্রতিদিন প্রশস্তকর্ম্মের আচরণ এবং অপ্রশস্তের পরিত্যাগই মঙ্গলপদবাচ্য।

মঙ্গলজনক দ্রব্য—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ, বেশ্যা, শুক্লধান্য, দর্পণ, দধি, ঘৃত, মধু, লাজ (খই), পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, শর্করা, বৃষ, গজেন্দ্র, তুরগ, জলদগ্নি, সুবর্ণ, পর্ণ, বিবিধ পরিপক্ক ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তমমণি, মুক্তা, পুষ্পমালা, সদ্যোমাংস ও চন্দন এই সকল দর্শন মঙ্গলজনক।

বামে শৃগাল, নকুল, শব এবং দক্ষিণে রাজহংস, ময়ূর, খঞ্জন, শুক, পিক, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, চমরী, শ্বেত চামর, সবৎসা ধেনু ও পতাকা, নানাপ্রকার বাদ্য, মঙ্গলধ্বনি, হরিসঙ্কীর্ত্তন, ঘণ্টা ও শঙ্খ শব্দ এই সকল মঙ্গলজনক। এই সকল বস্তু দর্শন করিয়া বা এই সকল দ্রব্যের নাম স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়।*

আরও লিখিত আছে যে, বামে শব, শিবা, পূর্ণকুম্ভ, নকুল, পতিপুত্রবতী দিব্যাভরণভূষিতা সাধ্বী স্ত্রী, শুক্লপুষ্প, মাল্য, ধান্য, খঞ্জন, দক্ষিণদিকে জলদায়, বিপ্র, বৃষভ, গজ, সবৎসা ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেশ্যা, পুষ্পমাল্য, পতাকা, দধি, পায়স, মণি, সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মাণিক্য, সদ্যোমাংস, চন্দন, মধু, ঘৃত, কৃষ্ণসার, ফল, লাজ, সিদ্ধান্ন, দর্পণ, শুক্লোৎপল, পদ্মবন, শঙ্খচিল, কোরক, মার্জ্জার, পর্ব্বত, মেঘ, ময়ূর, শুক, সারস, শঙ্খ, কোকিল ও বাদ্যধ্বনি এই সকল শুনিয়া বা দেখিয়া যাত্রা করিলে সকল দিকে মঙ্গল হয়।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৭০ অ°)

* "পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বেশ্যাং শুক্লধান্যঞ্চ দর্পণম্।
দধ্যাজ্যং মধু লাজঞ্চ পুষ্পং দূর্ব্বাক্ষতং শিবম্ ॥
বৃষং গজেন্দ্রং তুরগং জলদগ্নিং সুবর্ণকম্।
পর্ণঞ্চ পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ ॥
প্রতিপুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমম্।
মুক্তাং প্রসূনমালাঞ্চ সদ্যোমাংসঞ্চ চন্দনম্ ॥
দদর্শৈতানি বস্তূনি মঙ্গলানি পুরো মুনে।
শৃগালং নকুলং চাথং শবং বামে শুভাবহম্ ॥
রাজহংসং ময়ূরঞ্চ খঞ্জনঞ্চ শুকং পিকম্ ॥
পারাবতং শঙ্খচিলং চক্রবাকঞ্চ মঙ্গলম্ ॥
কৃষ্ণসারঞ্চ সুরভীং চমরীং শ্বেতচামরম্।
ধেনুং বৎসপ্রযুক্তাঞ্চ পতাকাং দক্ষিণে শুভাম্ ॥
নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ শুশ্রাব মঙ্গলধ্বনিম্।
হরিশব্দং সঙ্গীতং ঘণ্টাশঙ্খধ্বনিস্তথা।
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ যাত্রায় হর্ষেণ ভাত মঙ্গলম্ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ° ১৬ অ°)

"লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥
এতানি সততং পশ্যেন্নমস্যেদর্চ্চয়েত্ততঃ।
প্রদক্ষিণন্তু কুর্ব্বীত তথা চায়ুর্ন্ন হীয়তে ॥"

(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র ৪৩ পটল)

ব্রাহ্মণ, গাভী, অগ্নি, হিরণ্য, ঘৃত, আদিত্য জল, ও রাজা এই ৮টী বস্তু জগতে মঙ্গলজনক, এই সকল দ্রব্যের পূজা, অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার মঙ্গল হয়।

বর্ণভেদে মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

"ব্রাহ্মণান্ কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্।
বৈশ্যং ক্ষেমং সমাগম্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ॥"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ১১ অ°)

ব্রাহ্মণের মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে কুশল, ক্ষত্রিয় ও বন্ধুর অনাময়, বৈশ্যের ক্ষেম এবং শূদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(পুং) ৩ গ্রহবিশেষ, মঙ্গলগ্রহ, পর্য্যায়—অঙ্গারক, ভৌম, কুজ, বক্র, মহীসুত, বর্দ্ধার্চ্চি, লোহিতাঙ্গ, খেঃসুখ, ঋণান্তক, আর, ক্রূরদৃক্, আবনেয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহার রক্ত গৌরমিশ্রিত বর্ণ ও দক্ষিণ দিক্। এই গ্রহ পুরুষ, ক্ষত্রিয়জাতি, সামবেদী, তমোগুণ, তিক্তরস, মেষরাশি, প্রবাল ও অবন্তিদেশের অধিপতি, মেষবাহন, চতুরঙ্গুলপ্রমাণ, আরক্ত মাল্যবসন, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, চতুর্ভুজ, শক্তি, বর, অভয় ও গদাধারী এবং সূর্য্যাভিমুখ। ইহার অধিষ্ঠাতৃ দেব কার্ত্তিকেয় ও প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী। এই গ্রহ পিত্তপ্রকৃতি, যুবা, ক্রূর, বনচারী, মধ্যাহ্নকালে প্রবল, গৈরিকাদি ধাতুর স্বামী, ভূমিচারী, কিঞ্চিদ্ অঙ্গহীন, কটুরসপ্রিয়, তাম্রবর্ণ এবং রক্তদ্রব্যের স্বামী। (গ্রহযাগতত্ত্ব ও লঘুজাত°)

এই গ্রহের উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—একদা সর্ব্বংসহা বসুমতী ভগবান্ বিষ্ণুর আলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া কামমোহিতা হন। তৎপরে তিনি একটী যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর শয্যাতলে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার অভিলাষ জানিতে পারিয়া তাহাতে নানাবিধ শৃঙ্গার করেন। ইহাতে পৃথিবী মূর্চ্ছিতা হন। বিষ্ণু এই অবস্থায় পৃথিবীতে বীর্য্যাধান করিয়া গমন করেন। এমন সময়ে উর্ব্বশী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উর্ব্বশী পৃথিবীকে তদবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিয়া মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করে। পৃথিবী তখন তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলেন, এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বীর্য্য ধারণ করিতে নিতান্ত অশক্তা হইয়া প্রবালের আকারে ঐ বীর্য্য পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রবালবর্ণ একটী পুত্র হইল। ঐ পুত্র তেজে সূর্য্য-সদৃশ। ঐ পুত্রই কালে মঙ্গল নামে খ্যাত হয়।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৯ অ°)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয়। এই স্বেদবিন্দু হইতে একটী লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবী ঐ পুত্রকে স্নেহপূর্ব্বক লালন পালন করেন। পরে ঐ পুত্র ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়া গ্রহত্ব লাভ করে।

(পদ্মপু° স্বর্গখ° ১১অ°)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য ক্রোধান্বিত মহাদেবের ললাট-ফলক হইতে পৃথিবীতে স্বেদবিন্দু পতিত হয়। ঐ স্বেদবিন্দু হইতে অনেকবক্ত্র ও অনেক নয়নযুক্ত ভয়ঙ্করাকৃতি এক পুরুষ উৎপন্ন হয়। ঐ পুরুষ বীরভদ্র নামে খ্যাতি লাভ করে। বীরভদ্র কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে পর, মহাদেব তাহাকে বলেন, তুমি অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছ, আর লোকদাহের আবশ্যক নাই, তোমার নাম অঙ্গারক হইল এবং তুমি গ্রহদিগের মধ্যে প্রথম হইবে। যে ব্যক্তি চতুর্থীর দিন তোমার পূজা করিবে, তাহাদিগের রূপ, ঐশ্বর্য্য ও আরোগ্য লাভ হইবে।

(মৎস্যপু° অঙ্গারকব্রত ৬৮ অ°)

কাশীখণ্ডে মঙ্গলের উৎপত্তি বিবরণ অন্য প্রকার লিখিত আছে,—পুরাকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে কাতর হইয়া মহাদেব উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যাকালে একদিন তাঁহার ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়। তাহাতে সহসা এক লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধরণী ধাত্রীরূপে ঐ পুত্রটীকে পালন করেন। এই হেতু তিনি 'মহীসুত' খ্যাতি প্রাপ্ত হন। পরে সেই ভূমিসুত বারাণসীক্ষেত্রে অঙ্গার-কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। সেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ কম্বলাশ্বতর নামক নাগদ্বয়ের উত্তর ভাগে অবস্থিত।

যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহার শরীর হইতে জ্বলদঙ্গারবৎ তেজ নির্গত হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত সেই মহাত্মা ভূমিসুত উগ্র তপস্যায় লিপ্ত ছিলেন। তপস্যাকালে তাঁহার শরীর হইতে অঙ্গারতুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয়া তিনি অঙ্গারক নামে খ্যাত হন। মহাদেব তাঁহার তপঃপ্রভাবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহৎ গ্রহপদ প্রদান করেন, ইহাই মঙ্গল-লোক।

মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাজলে স্নান করিয়া ভক্তিভরে অঙ্গারকেশ্বরকে প্রণাম করিলে গ্রহভয় বিদূরিত হয়। ঐ দিন গ্রহণতুল্য যোগ এবং গণেশের জন্ম দিন বলিয়া উহা পুণ্যজনক পর্ব্বদিনরূপে গণ্য। এই দিনে গণনাথের পূজা করিলে বিঘ্ননাশ হয়। বারাণসীবাসী অঙ্গারকেশ্বর-ভক্তগণ দেহান্তে অঙ্গারকলোকে গমন করেন।

(কাশীখণ্ড ১৭।৪-২১)

বামনপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে মহাদেব যখন অন্ধকাসুরকে বধ করেন, তখন তাঁহার আনন হইতে স্বেদবিন্দু পতিত হয়, এই স্বেদবিন্দু হইতে অঙ্গারপুঞ্জাভ এক বালক উৎপন্ন হয়, ঐ বালক উৎপন্ন হইবামাত্র অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অন্ধকাসুরের রুধির পান করে। পরে মহাদেব তাহাকে গ্রহদিগের উপর আধিপত্য ও জগতের শুভাশুভের ভার অর্পণ করেন। ইহার নাম মঙ্গল হয়। (বামনপুরাণ ৬৭ অ০)

নবগ্রহস্তোত্রে ইহার স্তব এইরূপ লিখিত আছে,—

"ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।

কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥"(নবগ্রহস্তোত্র)

মঙ্গলগ্রহের অবস্থান অনুসারে মানবের ঋণ ও ঋণশোধ হইয়া থাকে। মঙ্গলই একমাত্র ঋণহর্ত্তা। মানব ঋণগ্রস্ত হইলে ভক্তিপূর্ব্বক মঙ্গলের এই স্তব পাঠ করিলে অচিরে ঋণ-মুক্ত হইয়া থাকে। স্তব যথা—

"মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ ঋণহর্ত্তা ধনপ্রদঃ।
স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মাবিরোধকঃ॥
লোহিতো লোহিতাক্ষশ্চ সামগানাং কৃপাকরঃ।
ধরাত্মজঃ কুজো ভৌমো ভূমিজো ভূমিনন্দনঃ॥
অঙ্গারকো যমশ্চৈব সর্ব্বরোগাপহারকঃ।
বৃষ্টিকর্ত্তা চ হর্ত্তা চ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥
এতানি কুজনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
ঋণং ন জায়তে তস্য ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্॥
রক্তপুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চ ধূপদীপাদিভিস্তথা।
মঙ্গলং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলেঽহনি সর্ব্বদা॥
ঋণরেখাঃ প্রকর্ত্তব্যা অঙ্গারেণ সদা বুধৈঃ।
প্রোঞ্ছয়েদ্বামপাদেন ঋণং তস্য বিনশ্যতি॥
মঙ্গলায় নমস্তুভ্যং নমস্তে ঋণহারিণে।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমোনমঃ॥
ঋণার্থে যৎপ্রণয়োঽহমঋণং কুরু মে দিবো।
এতৎ কৃত্বা ন সন্দেহো ঋণং হত্বা ধনী ভবেৎ॥"(স্কন্দপুরাণ)

তদ্ভাদি দ্বাদশ ভাবে মঙ্গলগ্রহ থাকিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে।

জন্মলগ্নে মঙ্গল থাকিলে কুষ্ঠ ও কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত হইবে এবং তাহার গুহ্যদেশে ভগন্দর বা অর্শ অথবা অন্য কোন রোগ থাকিবে। তাহার নাভি উচ্চ এবং মধ্যভাগের কোন কোন অংশ বিকল হইবে। এই ব্যক্তি সর্ব্বদা লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে।

মতান্তরে—মঙ্গল লগ্নস্থ হইলে জাতসন্তান বাল্যাবস্থায় উদররোগী ও দশনরোগী, কৃশাঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ, খল ও সর্ব্বদা শ্লেষযুক্ত হইবে। তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকিবে। সে নীচ লোকের সেবা এবং নিয়ত মলিন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিবে ও সর্ব্ব সুখে বঞ্চিত হইবে।

ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে কৃষিজীবী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, প্রবাসবাসী, অল্পধনশালী, সাধুকার্য্যে নিরত, ও দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া থাকে। মতান্তরে—জন্মকালে যদি মঙ্গল ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধাতুদ্রব্যবিষয়ে বিবাদপরায়ণ, প্রবাসী, অল্পধনবিশিষ্ট, ক্ষীণচিত্ত, দ্যূতকর, সহিষ্ণু, কৃষিকার্য্যকরণে সমর্থ, ক্রয়-বিক্রয়শীল, লুব্ধচিত্ত ও সর্ব্বদা অল্প সুখভোগী হইবে।

মঙ্গল সহোদরস্থানে থাকিলে তাহার ভ্রাতার বিনাশ হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গল যদি উচ্চ গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী ও রাজা হয়। ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারাই তাহার প্রভূত ধনাগম হইয়া থাকে। ঐ মঙ্গল নীচ গৃহস্থিত হইলে ধন ও সুখ নষ্ট হয়।

মঙ্গল বন্ধুস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি বন্ধুহীন, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী হয় এবং বিদেশে কর্দ্দমময় স্থানে অথবা পঙ্কিলময় গৃহে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে।

মতান্তরে—জাতবালকের জন্মকালে মঙ্গল বন্ধুস্থানে থাকিলে মন্দবুদ্ধি, অতি দীন, কুটিলমতি, কৃশশরীর, শ্লেষযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চলচিত্ত, নীচসেবাপরায়ণ, মলিন, ছিন্নবস্ত্রধারী, সকল প্রকার সুখহীন এবং সর্ব্বদা পাপকার্য্যে নিরত থাকিবে। জন্মকালে মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সে ব্যক্তি পুত্রহীন, ধনহীন ও দুঃখভাগী হইবে। ঐ পুত্রস্থান যদি মঙ্গলের নিজ-গৃহ বা তুঙ্গস্থান হয়, তাহা হইলে নিশ্চিত এক পুত্র জীবিত থাকে।

জন্মকালে মঙ্গল শত্রু-গৃহ বা স্বীয় নীচরাশিস্থিত হইয়া শত্রু স্থানে থাকিলে জাত বালকের মৃত্যু হয়। যদি কোন রাজপুত্রের এই সময় জন্ম হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার রাজ্য নষ্ট হয়। নীচ বা শত্রু রাশিগত না হইয়া কেবল ষষ্ঠস্থ হইলে জাতককে রাজতুল্য করিয়া থাকে। ইহা উচ্চ, মিত্র ও স্বীয় রাশি সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

যদি পত্নীস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর ঐ সপ্তম রাশি যদি মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শত্রুগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। আর ঐ স্থান যদি মঙ্গলের মিত্র-গ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পত্নী অতিশয় চপলা ও কুরূপা হইয়া থাকে। বাভট মুনির মতে সপ্তম স্থান যদি মঙ্গলের নীচগৃহ হয় এবং তাহাতে মঙ্গল থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় পত্নীর নাশ ঘটিয়া থাকে। ঐ স্থান যদি আপনার গৃহ বা মিত্রগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পত্নী জীবিতা থাকে।

জাতবালকের জন্মকালে অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র, অগ্নি, রাজবিচারে অথবা ক্ষয়কাস.কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ, গ্রহণী, এই সকল রোগের যে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

মঙ্গল ভাগ্যস্থানে থাকিলে মানব রোগী, বহুধন-জনপূর্ণ, কুৎসিত-বেশ ও শিল্পবিদ্যায় অনুরক্ত হইবে। তাহার শরীর, নয়ন ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ হইবে।

মঙ্গল কর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য অস্ত্রজ্ঞ, সাহসিক, ভূম্যুপজীবী, কর্ম্মরহিত ও শত্রুধনে অধিকারী হয়। মতান্তরে জাতবালকের জন্মকালে দশম স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব নাস্তিক, কোষহীন, শত্রুদিগের ভয়জনক, কামিনীগণের মনোহারী, ভূমিজীবী, ক্রোধপরতন্ত্র, দেব, গুরু ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

একাদশ স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব পরের হিতকারী, রাজার ন্যায় গৃহমেধী, পণ্ডিত ও সম্পূর্ণ ধনসম্পন্ন হয়। কিন্তু এ মঙ্গল উচ্চ স্থান-স্থিত হইলে মানব সাতিশয় সৌভাগ্য-সম্পন্ন, ধৈর্য্যশালী, বাহুবল-সম্পন্ন, পুণ্যকর্ম্মা ও অতিশয় লোভী হয়।

মঙ্গল ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত হয়, এবং তাহার ভার্য্যা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। মতান্তরে— মঙ্গল দ্বাদশ স্থানে থাকিলে মানব পরধন-হরণে সর্ব্বদা লোলুপ, ক্রূরগমনকারী, সর্ব্বদা হাস্যযুক্ত, প্রচণ্ডস্বভাব ও পরললনা-বিহারী হয়, কিন্তু এই ব্যক্তি কখন সুখী হয় না।

মকর রাশি মঙ্গলের উচ্চ স্থান, কর্কটরাশি নীচ স্থান। মঙ্গল মকরে থাকিলে ৬০ কলা বলে বলীয়ান্ হয়, কর্কটে এক কলা বলও থাকে না। রবি,চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের মিত্র এবং বুধ ও শনি শত্রু। এই শত্রুতা ও মিত্রতা স্বাভাবিক। ইহা ভিন্ন গ্রহগণের অবস্থানানুসারে তাৎকালিক শত্রুতা ও মিত্রতা হইয়া থাকে। দশাকালের সময় এই শত্রুতা ও মিত্রতা সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। গ্রহগণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের বিষয় বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। মঙ্গল গ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের বিবর এইরূপ ;—

শয়নভাবে মঙ্গল থাকিলে লম্পট, কৃপণ, দুঃখী, অতিশয় ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যদি শয়ন-ভাবস্থ মঙ্গল পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে প্রথম সন্তান বিনষ্ট এবং সপ্তমস্থানে থাকিলে প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয়। ঐ মঙ্গল যদি শত্রু-ক্ষেত্রগত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে হস্তপদাদি ছেদন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মঙ্গল যদি শনি ও রাহুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার মস্তকচ্ছেদন হইয়া থাকে। শয়নভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে নানাবিধ রোগযুক্ত এবং শেষে কুষ্ঠ বা বিচর্চ্চিকাদি রোগে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে।

মঙ্গল উপবেশনভাবে থাকিলে মানব নরাধম, ধনবান্, ক্রূরকর্ম্মকারী, নিষ্ঠুর, জাতিবর্জ্জিত, পাপ-পরায়ণ, মহারোগী, দরিদ্র ও অবশ হইবে। যদি উপবেশনভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে থাকে, তাহা হইলে এই সকল ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে। এই উপবেশনভাবে নবম ও দশম স্থানে থাকিলে সমুদয় সম্পত্তি, এবং পুত্র ও স্ত্রী নাশ হইয়া থাকে। তবে যদি অনেক শুভ-গ্রহ ও মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে তাহা-দিগের বলাবল অনুসারে ইহার বিপরীতও হইয়া থাকে।

নেত্রপাণিভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে চক্ষুহীন, স্ত্রী, পুত্র ও ধনরহিত এবং দরিদ্র হয়। এই ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্ন ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে সকল সুখ এবং পুত্র, স্ত্রী ও ধন-লাভ হইয়া থাকে ; পরন্তু অঙ্গসন্ধিতে বেদনা এবং ব্যাঘ্র, সর্প, অগ্নি ও জলে সর্ব্বদা ভয় হয়। দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থানে থাকিলে কৃষিজীবী, ধনহীন ও পত্নীর নাশ হয়।

প্রকাশনভাবে মঙ্গল থাকিলে ধনবান্, ক্ষণিক সুখযুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদিচিহ্ন এবং নিশ্চয় উচ্চস্থান হইতে পতন হইয়া থাকে। ঐ ভাবস্থ মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সকল পুত্র নাশ, এবং সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রীনাশ ও পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া যে কোন স্থানে থাকিলে জাতিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল গমনেচ্ছা ভাবে থাকিলে প্রবাসশীল, গুহ্যরোগযুক্ত, ধনহীন ও কুকর্ম্মকারী হয়। মঙ্গল গমনভাবে থাকিলে প্রবাসী, নিরন্তর দুঃখী, শরীর দদ্রু কুষ্ঠ বা বিচর্চ্চিকা রোগযুক্ত, শিশ্নশূল, অতিশয় ক্রোধী, অঙ্গসন্ধিতে বেদনাযুক্ত,কিপ্রকারী, ধৈর্য্যশালী, স্ত্রৈণ, বহুভাষী, নেত্রহীন, শিরোরোগী, দন্তশূল-বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ বধিরতাযুক্ত হইয়া থাকে।

সভায় ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে এই সকল ফল হইবে। কিন্তু অন্য ভাবস্থিত হইলে এ সকল ঘটিবে না, বরং নানাবিধ ধনে ধনবান্, মহামান্য ও রাজপূজ্য হইবে। কিন্তু নিরন্তর তাহার

দেহ অলঙ্কৃত থাকিবে, এবং সে দাতা, ভোক্তা, ও বহুধনের ঈশ্বর হইবে।

মঙ্গল সভাস্থিত ভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, বহু ধনযুক্ত, গুণবান্, অত্যন্ত দাতা এবং শিরোরোগী হইয়া থাকে। এই মঙ্গল নবপঞ্চম গত হইলে ধর্ম্মকর্ম্মহীন, এবং তাহার পদে পদে ধর্ম্ম বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। পঞ্চম ও দ্বাদশে থাকিলে পুত্র সকল বিনষ্ট হয়।

মঙ্গল আগমনভাবে থাকিলে কর্ণরোগ, পিত্তশূল এবং নীচপ্রকৃতি ও ধনবান্ হয়। কিন্তু আগমন ভাবস্থিত মঙ্গল দশম স্থানে থাকিলে নানাধনে ধনবান্, মহামানী, ভার্য্যাদ্বয়শালী ও বহুপুত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গল ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, অতিশয় ক্রোধী, নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্ হয়। অষ্টম স্থানস্থ মঙ্গল যদি ভোজনভাবে বা শয়নভাবে থাকেন, তাহা হইলে পশু কর্ত্তৃক আহত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল নৃত্য-লিপ্সাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে ধনবান্, দাতা,ভোক্তা ও সর্ব্বদা সুখী হইয়া থাকে। নৃত্যলিপ্সাভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে, দ্বিতীয়ে, দশমে বা সপ্তমগৃহে থাকিলে সর্ব্বসুখদাতা হন। নবম বা অষ্টম স্থানস্থ হইলে নানাবিধ দুঃখ এবং জাতসন্তানের পদে পদে ধর্ম্মহানি ও অপমৃত্যু হইয়া থাকে।

মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে সন্তান পণ্ডিত, নানাপ্রকার ধনযুক্ত, দুইটী পত্নী, এবং অনেক কন্যা সন্ততি হইয়া থাকে। পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে উক্ত ফল হয় না। যদি উক্ত স্থানত্রয়ের মধ্যে কোন এক স্থানে থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল ফলের বিপরীত ঘটনা হয়। বিশেষতঃ অঙ্গবৈকল্য, নানাবিধ রোগ, পুত্র ও পত্নীনাশ হইয়া থাকে।

মঙ্গল নিদ্রাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে মূর্খ, ধনহীন, অতিশয় ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম ও একাদশ স্থানে থাকিলে এই সকল ফল হইয়া থাকে এবং নিদ্রাভাবস্থিত মঙ্গল যদি সপ্তম বা পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে বহু সন্তান ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। নিদ্রাভাবস্থিত মঙ্গল যদি রাহুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে প্রথম পুত্রের নাশ, নানাবিধ দুঃখ, এবং অনেক পত্নী হয়। এই ব্যক্তি দাতা, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও পাদমূলে কিঞ্চিৎ রোগযুক্ত হইয়া থাকে। (সঙ্কেতকৌমুদী)

এইরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের ফল নিরূপণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন লজ্জিতাদি ষড়্ভাব, এবং দীপ্তাদি দশ ভাব দেখাও আবশ্যক। গ্রহদিগের এই ভাবফলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত বিধেয়। অষ্টোত্তরীর মতে মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশা হয়। এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ২ বৎসর, ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ১৬ দিন এবং প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হইবে।

এই দশায় বন্ধুর সহিত কলহ, অগ্নিদাহ ও শারীরিক পীড়া প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। জন্মকালে মঙ্গল অশুভ থাকিলে এই সকল ফল ঘটে। মঙ্গল শুভ থাকিলে ভূমি লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার শুভ হয়।

মঙ্গলের অন্তর্দ্দশা ম, ম ০।৭।৩।২০ দণ্ড ; ম, বু, ১।৩।৩।২০ দণ্ড; ম, শ ০।৮।২৬।৪০ দণ্ড; ম, বৃ, ১।৪।২৬।৪০ দণ্ড; ম, রা ০।১০ ২০ দিন ; ম, শু ১।৬।২০ দিন ; ম, র, ০।৫।১০ দিন। এই সকল অন্তর্দ্দশায় আবার প্রত্যন্তর্দ্দশা, অতি প্রত্যন্তর ও অনুপ্রত্যন্তর প্রভৃতি দশা আছে। সাধারণতঃ ফলবিচারের সময় দশা, অন্তর্দ্দশা ও প্রত্যন্তর্দ্দশা এই তিনটী দেখিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

বিংশোত্তরী মতে মৃগশিরা, চিত্রা, ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের দশা হয়। এই দশাভোগের কাল ৭ বৎসর। অন্তর্দ্দশা বিভাগ ম, ম, ০।৪।২৭ দিন; ম, রা, ১।০।১৮ দিন; ম, বৃ ০।১১। ৬ দিন; ম, বু ০।১১।২৭ দিন; ম, কে ০।৪।২৭ দিন; ম, শু ১।২।০ দিন; ম, র ০।৪।৬ দিন; ম, চ ০।৭।০ দিন।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই দুইটী দশা সাধারণতঃ প্রচলিত, এই জন্য এই দুইটীর বিষয় লিখিত হইল।

[বিশেষ বিবরণ দশা শব্দ দেখ]

মঙ্গল ৪৫ দিনে একটী রাশি ভ্রমণ করিয়া থাকে। মঙ্গলের বক্র গতি ৭৬ দিন। মঙ্গল দেড়মাস করিয়া এক এক রাশি ভোগ করেন, এইরূপে সমস্ত রাশি ভোগ হইয়া থাকে। এই মঙ্গলের রাশি হইতে রাশ্যন্তরে ভ্রমণের নাম গোচর। শুভাশুভ দেখিতে হইলে গোচরের শুভাশুভও দেখা আবশ্যক। জ্যোতিষে গোচরফল এইরূপ লিখিত আছে,—মঙ্গল জন্মরাশিস্থ হইলে শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধনক্ষয়, তৃতীয়ে কার্য্যসিদ্ধি, চতুর্থে ভূমিলাভ, পঞ্চমে শত্রুবৃদ্ধি, ষষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত বা রক্তমোক্ষণ, নবমে কার্য্যহানি, দশমে সুখ্যাতি, একাদশে সর্ব্বপ্রকার সুখ এবং দ্বাদশে ক্লেশ হইয়া থাকে।

এই মঙ্গল সঙ্কারকালে যে রাশির চন্দ্রশুদ্ধি থাকে, তাহার অশুভ হইলেও বিশেষ অশুভ হয় না এবং যাহাদের সঙ্কারকালে গোচরে বিরুদ্ধ ও চন্দ্রশুদ্ধি নাই, তাহাদের

বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। এইজন্ম শান্তি করা আবশ্যক। গ্রহদিগের পূজা, বস্ত্র ও কবচ প্রভৃতি ধারণ করিলে শুভ হয়।

"গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহাঃ রিষ্টসূচকাঃ।
পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥"
(সংস্কৃত্যমুক্তা॰)

মঙ্গলগ্রহ অশুভ হইলে এই সকল দ্রব্য দান করা আবশ্যক, দানদ্রব্য যথা—

প্রবাল, গোধূম, মসূর, কলাই, অরুণবর্ণ বৃষ, অভাবে ৫ কাহণ কড়ি, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীপুষ্প ও তাম্র এই সকল দান করিবে। এই দানীয় দ্রব্য সকল গ্রহাচার্য্যকে দিতে হইবে, নচেৎ দান নিষ্ফল। (জ্যোতিঃসারস॰)

উপরে পুরাণাদি হইতে মঙ্গলের জন্ম ও গ্রহরূপে অবস্থানাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহই যেরূপ শুভাশুভদাতা এই মঙ্গলগ্রহ (Mars) হইতেও আমরা সেইরূপ কতকগুলি শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিয়া থাকি, হিন্দু-জ্যোতিষ্শাস্ত্রে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। যুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্গণ ভৌমগ্রহের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা ও তাহার উপাদানভূত পদার্থসমূহের তত্ত্বাবিষ্কার দ্বারা যে আলোক প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জ্যোতির্ব্বিদ্-সমাজের মহদুপকার সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর এরূপ নিকটে অবস্থিত থাকিয়া মঙ্গলগ্রহ কিরূপ ভাবে স্বীয় কক্ষাপথে বিচরণ করিয়া থাকে,—পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ১ কল্পনা করিয়া তাঁহারা ভৌমগ্রহের গতি, অবস্থিতি ও দূরত্ব প্রভৃতি যাহা অবগত হইয়াছেন, তাহার নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

মঙ্গলগ্রহের মধ্যকর্ণ (Mean distance from the Sun) = ১.৫২৩৬৯১, মান্দ্যকর্ণ = ১.৩৮১৬০২৫, দীর্ঘকর্ণ = ১.৬৬৫৭৭৯৫; উৎকেন্দ্রত্ব (Eccentricity) = .৯৩২৫২৮, নাক্ষত্রিক পরিভ্রমণ-দিন ৬৮৬.৯৭৯৪৫৬১, ক্রান্তিবৃত্তের পূর্ণাবর্ত্তন দিন (Synodical Revolution in days) = ৭৭৯.৮৩৬। ভৌমগ্রহের বার্ষিক নীচোচ্চের যেট = ৩৩৩.৬′৩৮.৪″, উহার বার্ষিক বিবর্ত্তন = +১৫.৪৬″। ক্ষেপপাতের দ্রাঘিমাংশ ৪৮°১৬′১৮″, উহার বার্ষিক বিবর্ত্তন (Annual Variation) = −২৫.২২″, কক্ষাবৃত্তের বক্রতা = ১°৫১′৫.৭″, উহার বার্ষিক বিবর্ত্তন = .০১। দৈনিক মধ্যগতি (Mean daily motion) = ৩১′২৬.৭″, সংকোচন = $\frac{১}{৫০}$, দৈনিক আবর্ত্তন = ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ ২২ সেঃ। ব্যাস = ৪০৭০ মাইল, জড়মান = .১৩২৪, ঘনত্ব = .৯৭২, মাধ্যাকর্ষণ = .৪৯। আকর্ষণ জন্ম ১ সেকণ্ডে আনুমানিক পতনশক্তি = ৭.৯। নীচোচ্চের আলোকপাত = .৫২৪, মন্দোচ্চের আলোকপাত .৩৬৭।

উপরি উক্ত পরিমাণ নির্দ্দেশ হইতে জানা যায় যে, ভৌমগ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট এবং চন্দ্রের প্রায় দুই গুণ বড়। স্বীয় কক্ষপথে মেরুদণ্ডের উপর দৈনিক প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ ২২ সেঃ লাগে, সুতরাং ইহার দিবারাত্র আমাদের অপেক্ষা ৪১ মিঃ ১৮ সেঃ অধিক সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। তদনুসারে ৬৮৬.৯৭৯ দিবসে মঙ্গলের বার্ষিক গতি নিষ্পন্ন হয়।

পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলেরও বিষুবরেখা কক্ষাবৃত্তে ২৮°৪২′ অপবলম্বিত (Oblique to the plain of its axis)। ঐ অপবলন বা চক্রবিন্যাস জন্য মঙ্গলেও ভূপৃষ্ঠের মত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন মঙ্গল আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী হন, অথবা ষড়্‌ভান্তরে (পরস্পর সপ্তম রাশিপ) গমন করে; তখন ঐ ব্যবধান আমাদিগের হইতে সূর্য্য-ব্যবধানের অর্দ্ধেক বলিয়া অনুমিত হয় এবং তৎকালে দূরবীক্ষণ সাহায্যে গ্রহোপরিভাগ পরিষ্কৃতরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মঙ্গল ও পৃথিবী মধ্যস্থিত আকাশভাগ অত্যন্ত অল্প। সুতরাং গগনমণ্ডলস্থিত চন্দ্র ব্যতীত অপর সকল গ্রহনক্ষত্র অপেক্ষা আমরা মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থাদি অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। সর্ জন হর্শেল ও মান্দ্রাজবাসী কাপ্তেন জেকব প্রভৃতি জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের দ্বারা মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগস্থ যে মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা উহার মহাদেশ, মহাসমুদ্র, খাল নদী প্রভৃতি সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়; এমন কি, আমাদের চিরতুষারাবৃত উত্তর ও দক্ষিণমেরুর ন্যায় উহারও মেরুদ্বয়ে উজ্জ্বল বিন্দু দেখা যায়।

জেকব সাহেবের উদ্ধৃত দুইখানি চিত্রপটই মঙ্গলগ্রহের উত্তরদিকের প্রকৃত চিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উহার কৃষ্ণ অংশ সমুদ্র বলিয়া বিবেচিত। দ্বিতীয় চিত্রে ভূমধ্যসাগরের ন্যায় উন্নত জলভাগও দৃষ্ট হয়।

আকর্ষণাদি প্রাকৃতিক তত্ত্বসমূহের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। উক্ত গোলদ্বয়ের পরস্পরের পার্থক্য এতই কম যে, তাহা গণনার মধ্যে আনিবার প্রয়োজন হয় নাই।

মনুষ্যচক্ষে মঙ্গলগ্রহ ঘোলাটে লাল নক্ষত্রের ন্যায় দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ গোল পিণ্ড পৃথিবীর ন্যায় ধনধান্যপূর্ণ একটী মহীমণ্ডল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহাতেও মনুষ্যাদি লোকের বাস আছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ উহার অন্তর্গত সরল খাতসমূহ দেখিয়া অনুমান করেন যে, তথায় স্বভাব-

বক্র নক্ষত্রাদির সংখ্যা অতিশয় কম, তল্লোকবাসিগণের সুবিধার্থ তথায় সরল রেখায় জলপ্রণালীসমূহ কর্ত্তিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা অনেকানেক অলৌকিক ঘটনায় আবিষ্কার করিতেছেন। সৌরজগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মঙ্গলগ্রহ বক্রগতি প্রাপ্ত করিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন ইহাতে ভূতত্ত্বের সামঞ্জস্যদ্যোতক অনেক ঘটনাবলীও উপলব্ধি করা গিয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মঙ্গললোকবাসীদিগের ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন।

মঙ্গলকোট, বাঙ্গালায় বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৩°৩১´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৩৮´৩০´´ পূঃ। এই গ্রামের প্রসিদ্ধির বিষয় বৃহন্নীল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

মঙ্গলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলায় গণ্টুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। বেজবাড়া হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮°৩৬´ পূঃ। এখানে নরসিংহস্বামীর (বিষ্ণুমূর্ত্তি) পর্ব্বত-গাত্র-খোদিত দুইটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা দক্ষিণ ভারতের একটী তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। মন্দিরগাত্রে কএকখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায়। নিম্ন মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। দ্বিতীয়টী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহার সম্মুখস্থ গোপুরের কারুকার্য্য অতীব মনোহর। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় এখানে একটী সুবৃহৎ চৌবাচ্ছা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মঙ্গলগিরিমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিষয় লিখিত আছে।

মঙ্গলচণ্ডিকা (স্ত্রী) মঙ্গলা মঙ্গলদায়িকা চাসৌ চণ্ডিকা চেতি, বা সৃষ্টৌ মঙ্গলা, প্রলয়ে চণ্ডিকা অথবা মঙ্গলে চণ্ডিকা দক্ষা। মঙ্গলচণ্ডী, দুর্গা।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—ললিতকান্তা দেবীই মঙ্গলচণ্ডী, এই দেবী দ্বিভুজা, ইঁহার এক হস্তে বর ও অন্য হস্তে অভয়, ইঁহার বর্ণ গৌর, ইনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা এবং রক্ত কুণ্ডলে মণ্ডিতা, সর্ব্বদা হাস্যমুখী, রক্ত কৌষেয়-বস্ত্র-পরিধানা এবং নবযৌবনসম্পন্না। অষ্টমী ও নবমী তিথিতে এবং মঙ্গলবারে মঙ্গল কামনায় পট, প্রতিমা বা ঘট স্থাপনা করিয়া ইঁহার পূজা করিতে হয়। এই নিয়মে পূজা করিলে লাভ হইয়া থাকে। শনি ও মঙ্গলবারে যদি কৃষ্ণাষ্টমী বা অভাবে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে এই দিন অতিশয় পুণ্যতম; এই দিনে মঙ্গলচণ্ডী পূজা বিশেষ কল্যাণজনক। মঙ্গলবারে শুক্লা চতুর্থী হইলে তাহা অঙ্গারা তিথি হয়। এই দিন পূজা করিলে অক্ষয় ফল হইয়া থাকে।*

ইঁহার নামনিরুক্তি যথা—

"সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভাগবত)

এই দেবী সৃষ্টিকালে মঙ্গলরূপিণী এবং সংহারকালে কোপিনী হন বলিয়া ইঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই দেবীর পূজাদির বিষয় লিখিত আছে। ইনিই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী। ত্রিপুর-বধের জন্য মহাদেব প্রথমে ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন, ক্রমে এই দেবীর পূজা প্রচার হয়। সর্ব্বদাই মঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য ইঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডী।

"দক্ষায়াং বর্ত্ততে চণ্ডী কল্যাণেষু চ মঙ্গলম্।
মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা॥
পূজ্যায়াং বর্ত্ততে চণ্ডী মঙ্গলেঽপি মহীসুতঃ।
মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪১ অ°)

পূজামন্ত্র—

'ওঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ, ক্লীঁ, সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে হুং হুং ফট্, স্বাহা' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

নিম্নোক্ত ধ্যানে মঙ্গলচণ্ডীপূজা করিতে হয়। যথা,—

"দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
সর্ব্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপললোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম্।
সংসারসাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে॥"

---

* "সৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরাভয়করা সা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্রা শুভাননা॥
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা।
উমা আপিতর [illegible] পূর্ব্ববৎ [illegible]।
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজা কার্য্যা বিভূতয়ে।
পটেষু প্রতিমায়াং বা ঘটে মঙ্গলচণ্ডিকাম্॥
যঃ পূজয়েদ্ভৌমদিনে তস্য [illegible] ভবেৎ।
[illegible] সাধকঃ সোঽপি কামসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
শনিভৌমবারেণ যদ্যষ্টম্যাং [illegible] চ।
কৃষ্ণাষ্টমীচতুর্দ্দশ্যৌ পুণ্যাৎ পুণ্যতমে স্মৃতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

ধ্যানান্তে পূজার বিধানানুসারে পূজা করিয়া নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করিতে হয়। এই পূজায় ছাগাদি বলি ও নানাবিধ উপচার দেওয়া আবশ্যক। স্তব যথা—

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে।
হারিকে বিপদাং রাশিং হর্ষমঙ্গলদায়িকে ॥
হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলচণ্ডিকে।
শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে ॥
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে ॥
পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদৈবতে।
পূজ্যে মঙ্গলভূপস্য মনুবংশস্য সন্ততম্ ॥
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি ॥
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে ॥
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ ॥
দেব্যাশ্চ মঙ্গলং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
তন্মঙ্গলং ভবেৎ শশ্বন্ন ভবেত্তদমঙ্গলম্ ॥

এই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রথমে শিব তৎপরে মঙ্গলগ্রহ, তদনন্তর মনুবংশীয় মঙ্গলরাজা এবং তৎপরে দেববালাগণ করিয়াছিলেন। পরে উহা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হয়। মঙ্গল লাভ করিতে হইলে এই ব্রত সর্ব্বোত্তম। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে মঙ্গলচণ্ডিকোপাখ্যানে ৪১ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না।

৪ প্রশস্ত। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২০) ৫ বারভেদ, মঙ্গলবার।

মঙ্গলচ্ছায় (পুং) মঙ্গলা প্রশস্তা ছায়া যস্য। বটবৃক্ষ।

মঙ্গলতূর্য্য (ক্লী) মঙ্গলার্থং তূর্য্যং। মঙ্গলকার্য্যের জন্য তূর্য্যধ্বনি।

মঙ্গলদেবতা (স্ত্রী) দেবতাভেদ, মঙ্গলময় দেবতা।

মঙ্গলদৈ, আসাম-প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৩২০ বর্গ মাইল। মঙ্গলদৈ, কালী গ্রাম ও ছাতগাড়ি থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান গ্রাম এবং উক্ত উপবিভাগের সদর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯২°২´ পূঃ। সম্প্রতি ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাদিতে সুশোভিত হইয়া এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই গ্রামের ৪॥ ক্রোশ দূরে মাঝামাঝি ঘাটে ষ্টীমার লাগে। ঐ স্থান হইতে এখানকার মনুষ্যের বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গলধ্বনি (পুং) মঙ্গল শব্দ। মঙ্গলজনক শব্দ। বিবাহকালীন হুলু বা উলু উলু শব্দ।

মঙ্গলনীরাজন (ক্লী) মঙ্গলং মঙ্গলকরং মঙ্গলায় বা নীরাজনং। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকর্ত্তব্য ভগবদারাত্রিক। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নারায়ণের যে আরতি করা হয়, তাহাকে মঙ্গল-আরতি বা মঙ্গল-নীরাজন কহে। এই আরতি অতি শুভকর ও পাপনাশক।

"পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
প্রত্যোর্নীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্ ॥"(হরিভক্তিবিলাস০)

মঙ্গলপত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক পত্র, কবচাদি।

মঙ্গলপাঁড়ে, জনৈক সিপাহী সৈনিক। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ কালে ইনি ইংরাজের ৩৪ সংখ্যক দেশীয় পদাতিদলে প্রাইভেটের কার্য্য করিতেন। যখন টোটা-কাটার জনশ্রুতি চারি দিকে রাষ্ট্র হয়, তখন এই উদ্ধত সিপাহী বারাকপুরে থাকিয়া হঠাৎ ইংরাজসেনানী বাফ্‌কে (Lieutenant Bough) ও একজন সার্জ্জন মেজরকে গুলির আঘাতে হত্যা করেন। পরে স্বজাতি সিপাহীদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনানিবাসের মধ্যে থাকিয়া ও জাতীয়তা রক্ষার জন্য মঙ্গলপাঁড়ে প্রাণের মমতা উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। ইংরাজের সামরিক বিচারে মঙ্গলের ফাঁসি হয় এবং বিদ্রোহিতার জন্য সেই সেনাদলের সকলকেই তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

মঙ্গলপাঠক (পুং) পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্, মঙ্গলস্য পাঠকঃ। বন্দী, স্তুতিপাঠক।

"আঃ পাপ ! দুরাত্মন্। বৃথা মঙ্গলপাঠক।" (বেণীসংহার ১অ°)

মঙ্গলপাত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণপাত্র, চলিত—মঙ্গল ডালা, মঙ্গলভাণ্ড, মঙ্গল-ঘট।

মঙ্গলপুর (ক্লী) নগরভেদ।

মঙ্গলপুষ্প (ক্লী) মঙ্গলকার্য্যে ব্যবহৃত পুষ্প। পুষ্পমালা।

মঙ্গলপ্রতিসর (পুং) মঙ্গলসূত্র। যাহা দ্বারা কবচ বাঁধা হয়।

মঙ্গলপ্রদ (ত্রি) মঙ্গলং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। ১ মঙ্গলদাতা, যিনি মঙ্গল প্রদান করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ হরিদ্রা। ৩ শমীবৃক্ষ।

মঙ্গলপ্রস্থ (পুং) ভারতবর্ষীয় একটী পর্ব্বত। "ভারতেঽপ্যস্মিন্ বর্ষে সরিচ্ছৈলাঃ সন্তি বহবঃ, মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকঃ" (ভাগবত ৫।১৯।১৬)

মঙ্গলবচস্ (ক্লী) মঙ্গলজনক বাক্য, মাঙ্গলিক বাক্য।

মঙ্গলবৎ (ত্রি) মঙ্গলমস্ত্যস্ত মতুপ্, মস্ত ব। মঙ্গলযুক্ত, মঙ্গলবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

মঙ্গলবাদ (পুং) আশীর্ব্বাদ।

মঙ্গলবাদিন্ (ত্রি) মঙ্গলং বদতি বদ-ণিনি। ১ যিনি মঙ্গল বিষয় বলেন। ২ মঙ্গলবাদযুক্ত।

মঙ্গলবাদ্য (ক্লী) মঙ্গলার্থং বাদ্যং। মঙ্গলের জন্ত যে বাদ্য, মঙ্গলসূচক বাদ্য। (শঙ্খ ঘণ্টাদি)

মঙ্গলবার (পুং) মঙ্গলস্ত মঙ্গলগ্রহস্ত বারঃ। রবি প্রভৃতি সপ্তবারের তৃতীয় বার। মঙ্গলগ্রহের নির্দ্দিষ্ট দিন বলিয়া মঙ্গলবার নাম হইয়াছে। এই বার অশুভবার। এই বারে কোন শুভ কর্ম্ম করিতে নাই। এই বারে জন্ম হইলে উগ্র, প্রতাপশালী, রাজমন্ত্রী, যুদ্ধপ্রিয়, কুরভাষী, ক্রুদ্ধ, সত্বগুণবিশিষ্ট এবং বীরদিগের নেতা হইয়া থাকে।

"উগ্রঃ প্রতাপী ক্ষিতিপালমন্ত্রী রণপ্রিয়ো বক্রবচাঃ সরোষঃ।
সত্বান্বিতঃ শূরগণপ্রণেতা কুজস্ত বারে প্রভবো মনুষ্যঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

মঙ্গলবৃষভ (পুং) লক্ষণাক্রান্ত বৃষ। যে বৃষ ঘরে থাকিলে মানবের উন্নতি হয়।

মঙ্গলরাজ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজবংশীয় অনেক হিন্দুরাজা।

মঙ্গলশব্দ (পুং) মঙ্গলজনক শব্দ, মঙ্গলধ্বনি।

মঙ্গলশংসন (ক্লী) শুভসংসূচন।

মঙ্গলশংসিন্ (ত্রি) শুভবাদী, শুভসূচক।

মঙ্গলসিংহ, উঃ পঃ প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ফয়জাবাদ নগর হইতে ৪॥০ ক্রোশ পশ্চিমে ঘর্ঘরা নদীর বামকূলে অবস্থিত। নগরভাগে কোন প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন না থাকিলেও পার্শ্ববর্তী সিরহিয়া, পর্ণানন্দপতি, উর্দ্দবা, কৃষ্ণরাশেরপাল, সগেরা, নদিয়াবান, ইধোনা, চাঁদপুর, কাসিপুর, গৌড়া ও তোলাপতি উফ-জৈৎপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও বহুসংখ্যক ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। ঐ স্তূপসমূহ ভররাজগণের প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে।

ঘোরহরা গ্রামের বহির্ভাগে অযোধ্যার নবাব আসফ-উদ্দৌলার নির্ম্মিত একটী সুন্দর দ্বারপথ এবং একটী প্রাচীন শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন হাজিপুর গ্রামে পীর খাজা হসনের মসজিদ, সোণাহা গ্রামে সৈয়দ সালর মসাউদের সমাধিমন্দির, রৌণাহি গ্রামে আউলিয়া সাহিদ ও মকন সাহেব নামক সাধুদ্বয়ের সমাধিস্তম্ভ ও মসজিদ, পীরনগর গ্রামে একটি মসজিদ, কোট-সরাবান গ্রামে পাঁচ-জুমা মসজিদ ও পঞ্জ-ই-সহিদান, মুমতাজ নগরে ১০২৫ হিঃ মুমতাজখান-নির্ম্মিত কদম-মসজিদ, তাজপুরে নবাব খাঁর মকবারা ও তদ্ দুর্গ এবং জাফরগঞ্জ ও দৌলি-অবরঙ্গ নামক গ্রামের ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গাদি উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গলসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (ত্রিকা॰)

মঙ্গলসূত্র (ক্লী) ১ মঙ্গলময় সূত্র। পূর্ব্বিমার রাখিবন্ধনী অথবা দেবতার প্রসাদী সর্ব্বরোগহর সূতানির্ম্মিত তাগা বিশেষ। ২ মাঙ্গলিক সূত্রাদি।

মঙ্গলস্নান (ক্লী) মঙ্গলার্থং স্নানং। ১ মঙ্গলার্থ স্নান, মঙ্গলের জন্ত স্নান। ২ মঙ্গলজনক স্নান, সংক্রান্তিতে সর্ব্বৌষধি প্রভৃতি দ্বারা যে স্নান করা যায়, তাহাকে মঙ্গল স্নান কহে।

মঙ্গলা (স্ত্রী) মঙ্গলমস্ত্যা অস্তীতি মঙ্গল অর্শ-আদ্যচ্, টাপ্। ১ পার্ব্বতী। ২ শুক্লদূর্ব্বা। ৩ পতিব্রতা স্ত্রী। (শব্দর॰) ৪ করঞ্জভেদ। (শব্দচ॰) ৫ কৃতার্থিস্বাতুবিশেষ। (হেম) ৬ হরিদ্রা। ৭ নীলদূর্ব্বা। (রাজনি॰)

মঙ্গলা, গুজরাত প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। (প্রভাসখণ্ড)

মঙ্গলাগুরু (ক্লী) মঙ্গলক তৎ অগুরু চেতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ। অগুরুচতুষ্টয়ের অন্তর্গত অগুরুবিশেষ।

"মঙ্গল্যা মল্লিকাগন্ধা মঙ্গলাগুরুবাচকাঃ।
মঙ্গল্যাগুরুশিংশিপা গন্ধাঢ্যা যোগবাহিকাঃ॥" (রাজনি॰)

মঙ্গলাচরণ (ক্লী) মঙ্গলস্ত আচরণং। মঙ্গলজনক কার্য্যের আচরণ। শুভকার্য্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা আবশ্যক। প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার অমঙ্গল দূর হয় এবং অচিরে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই মত গ্রন্থারম্ভে সকল কবিই যেবোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে—

"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাৎ শ্রুতিতশ্চেতি।"
(সাংখ্যদ॰ ৫।১)

শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি এই তিন দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের কোন আবশ্যক নাই, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা হইলেও ঐ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয় নাই, এবং অনেক গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা না হইলে তাহা নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অতএব মঙ্গলাচরণের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ইহার উত্তরে বলেন যে, গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি মঙ্গলাচরণই যে একমাত্র কারণ, তাহা নহে, তবে এই মাত্র নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, মঙ্গলাচরণের ফলে অনিষ্ট ধ্বংস হইয়া শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু বলবৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে প্রত্যহ, তাই বলিয়া

মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা নাই, ইহা কিছুতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। অতএব মঙ্গলাচরণ অবশ্যবিধেয়।

সাংখ্যদর্শনে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত, কারণ শ্রুতিতে মঙ্গলাচরণের উপদেশ আছে, সাধুগণ করিয়া থাকেন এবং ফলও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং মঙ্গলাচরণ করা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় নাই।

মঙ্গলাচার (পুং) মঙ্গলার্থং আচারঃ। মঙ্গলের জন্ত যাহা আচরণ করা যায়, মঙ্গলাচরণ।

"মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ॥" (মনু ৪।১৪৫)

'অভিলষিত-আয়ুর্নাদিসিদ্ধির্মঙ্গলং, তদর্থমাচারো মঙ্গলাচারঃ গোরোচনা-তিলক-শুক্ল-কলাদিস্পর্শঃ' মেধাতিথি)

মঙ্গলাতোদ্য (ক্লী) মঙ্গলতূর্য্য, মঙ্গলবাদ্য।

মঙ্গলাদেশবৃত্ত (পুং) যাহারা মঙ্গলাদির উপদেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, জ্যোতিষিকাদি, ইহারা নিন্দিত।

'উৎকোচকাশ্চৌপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবাস্তথা।
মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিকৈঃ সহ॥" (মনু ৯।২৫৮)

'মঙ্গলাদেশবৃত্তা যাত্রাপদেশিকা জ্যোতিষিকাদয়ঃ অথবা এতাং দেবতাং অর্চয়েনাহং শ্রীপরাসি দুর্গাং মার্কণ্ডেকেতি তথাচ্যানাং ধনমুপজীবন্তি অথবা মঙ্গলং তবাস্ত ইতি বাদিনঃ আদেশবৃত্তাঃ' (মেধাতিথি)

মঙ্গলাপত্র, মরুভূমির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জনপদ। বক্কীপের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে রাজা বিনায়ক রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী)

মঙ্গলায়ন (ত্রি) মঙ্গলং অয়নং গতির্যস্য। মঙ্গলগতিযুক্ত।

"অহো আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলায়নাঃ।"
(ভাগ০ ৪।২২।৭)

'মঙ্গলায়নাঃ মঙ্গলময়নং যেষাং' (স্বামী)

(ক্লী) ২ মঙ্গলগতি।

মঙ্গলারম্ভ (পুং) মঙ্গলস্ত আরম্ভঃ ৬তৎ। মঙ্গলজনক কার্য্যের আরম্ভ। গণেশের নামান্তর।

মঙ্গলার্জ্জুন, জনৈক প্রাচীন কবি।

মঙ্গলালম্ভন (ক্লী) মঙ্গলজনক দ্রব্য বিশেষের স্পর্শ।

মঙ্গলালয় (পুং) মঙ্গলস্ত আলয়ঃ। ১ মঙ্গলাবাস। ২ নারায়ণ।

মঙ্গলাবট (ক্লী) তীর্থভেদ। (কপিলসংহিতা)

মঙ্গলাব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। উমাব্রত। (কাশীখণ্ড) (পুং) ২ শিব।

মঙ্গলাষ্টক, বিবাহকালে মঙ্গলপাঠীকে যেরূপ মঙ্গে বন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণ যে আটটী মঙ্গলময় শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন।

মঙ্গলাহ্নিক (ত্রি) মঙ্গলের জন্ত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠেয় কার্য্য।

মঙ্গলীয় (ত্রি) মঙ্গল-ছ। মঙ্গলজনকীয়।

মঙ্গলীশ, চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি মঙ্গলরাজ বা মঙ্গলীশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। [চালুক্যবংশ দেখ।]

মঙ্গলূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। অক্ষা০ ১২° ৫১´ ৩০˝ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪° ৫২´ ৩৬˝ পূঃ।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এই নগর পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা তিনবার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বেদনূর-রাজগণ এখানে দুর্গাদি স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বেদনূর-রাজধানী হায়দার আলীর নিকট পরাভূত হন। তদবধি মঙ্গলূর নগর হায়দারের নৌসেনাবিভাগের আড্ডারূপে মনোনীত হয়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্ত এই স্থান অধিকার করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজের সহিত টিপু-সৈন্তের যুদ্ধ হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান পুনরায় ইহা দখল করিয়া লন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজের অধিকারে আইসে। তদবধি এই স্থান ইংরাজশাসনে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কোড়গবিদ্রোহের সময় গৌড় জাতি এই নগর জ্বালাইয়া ধ্বংসে পরিণত করে।

এই নগর শোভাময় বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে সমধিক উন্নত। মলবার উপকূলের প্রসিদ্ধ নারিকেল-নিকুঞ্জ মধ্যে এই নগর নেত্রাবতী ও গুর্পূর-প্রবাহিত-নদী মোহানায় অবস্থিত। এই বন্দরে বা নগরে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু আরবদেশীয় বগালা নামক পোতগুলি সহজেই পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতে পারে। নদী মুখে তিন পোয়া পথ দূরে একটী আলোকবাটিকা আছে। উহা কেবল বন্দর নির্দ্দেশের জন্ত রক্ষিত হইয়াছে। নেত্রাবতী বক্ষে বহিয়া বড় বড় নৌকা অনায়াসে পাণি-মঙ্গলূর পর্য্যন্ত গমনাগমন করে।

এখানে মঙ্গলা দেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। ঐ দেবীর নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে গণেশ ও হনুমানের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। স্কন্দপুরাণে উক্ত মন্দিরত্রয়েরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে। মঙ্গলূরের ১॥০ ক্রোশ উত্তরে গুর্পূর-নদীতীরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে। উহা 'সুলতানের কেল্লা' নামে প্রসিদ্ধ। টিপুসুলতান ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

এখানে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্ত বিভিন্ন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জ্জা ও বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় সেনানিবাসে সাত শত দেশীয় পদাতিক সৈন্ত রক্ষিত হইয়া থাকে।

২ দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৭২০ মাইল।

মঙ্গলেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে সকলপাপ ক্ষয় হয়। (শিবপুরাণ রেবামাহাত্ম্য)

মঙ্গলোর, উঃ পঃ প্রদেশের শাহরানপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৪৭´ ১১″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৪´ ৩৮″ পূঃ। প্রবাদ, রাজা মঙ্গল সেন নামক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনৈক রাজপুত সামন্ত এই নগর স্থাপন করেন। ৬৮৩ হিজিরায় সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ বল্বনের নির্ম্মিত শাহ বিলায়তের মস্‌জিদ্ এখানকার সর্ব্বপ্রাচীন কীর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলরাজের নির্ম্মিত একটী ভগ্ন দুর্গেরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

মঙ্গল্য (ক্লী) মঙ্গলায় সাধু, মঙ্গল-যৎ। ১ শিবকর, মঙ্গলজনক।

"মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং বরেণ্যমনঘং শুচিম্।
নমস্কৃত্য হৃষীকেশং চরাচরগুরুং হরিম্॥" (ভারত ১।১।২৪)

২ রুচির। (হেম) ৩ সাধু। (ধরণি) (পুং) ৪ ত্রায়মাণা। ৫ অশ্বত্থ। ৬ বিল্ব। ৭ মসূরক। (মেদিনী) ৮ জীবক। ৯ নারিকেল। ১০ কপিত্থ। ১১ রীঠাকরঞ্জ। (রাজনি°) ১২ জীব নামক শাক।

"জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যনামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

(ক্লী) ১৩ দধি। ১৪ চন্দন। ১৫ মঙ্গলাগুরু। ১৬ স্বর্ণ। ১৭ সিন্দূর। (রাজনি°)

মঙ্গল্যক (পুং) মঙ্গল্য-সংজ্ঞায়াং কন্, যদ্বা মঙ্গলস্য মঙ্গলগ্রহস্য প্রিয় ইতি যৎ, ততঃ স্বার্থে কন্। মসূরকলায়।

'মঙ্গল্যকো মসূরঃ স্যান্মঙ্গল্যা চ মসূরিকা।' (ভাবপ্রকাশ)

মঙ্গল্যকুসুমা (স্ত্রী) মঙ্গল্যানি কুসুমানি যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

মঙ্গল্যদত্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজত° ৮।১৫৩০)

মঙ্গল্যনামধেয়া (স্ত্রী) মঙ্গলং মঙ্গলজনকং নামধেয়ং যস্যাঃ। জীবন্তী। (জটাধর)

মঙ্গল্যবস্তু (ক্লী) মঙ্গল্যং বস্তু। দর্পণাদি মঙ্গলজনক পদার্থ।

মঙ্গল্যা (স্ত্রী) মঙ্গলায় সাধুরিতি যৎ টাপ্। ১ মল্লিকা গন্ধযুক্তাগুরু। ২ শমী। ৩ অধঃপুষ্পী। ৪ সিতা। ৫ রুদ্রবচা। ৬ রোচনা। (মেদিনী) ৭ প্রিয়ঙ্গু। ৮ শঙ্খপুষ্পী। (হেম) ৯ মাষপর্ণী। ১০ জীবন্তী। ১১ ঋদ্ধি। ১২ বচা। ১৩ হরিদ্রা। ১৪ চোরা। (রাজনি°) ১৫ দূর্ব্বা। (রত্নমালা) ১৬ দুর্গা।

"শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যা দেবী দদতে হরে।
ভক্তানামার্ত্তিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা॥" (দেবীপু° ৪৫ অ°)

মঙ্গাই, নদীভেদ।

মঙ্গাপুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার চন্দ্রগিরি তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। কল্যাণ বেঙ্কটেশ্বরস্বামীর প্রাচীন মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। মন্দিরের গোপুর নানাশিল্পে পরিপূর্ণ।

মঙ্গিনী (স্ত্রী) মঙ্গো নৌশিরস্তদস্ত্যা অস্তীতি ইনি ঙীপ্ চ। নৌকা। (হেম)

মঙ্গুখাম্, জনৈক মোগল-সর্দ্দার। ইনি দিল্লীশ্বর সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বসময়ে সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণপূর্ব্বক উচ্চ দুর্গ অধিকার করেন।

মঙ্গুণ্ডী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে সিদ্ধেশ্বর ও কল্মেশ্বরের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দুইটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে। উহাদের প্রত্যেকের গাত্রে এক এক খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মঙ্গুষ (পুং) নৃপভেদ। তস্যাপত্যং কুর্ব্বাদিত্বাৎ ণ্য। মাঙ্গুষ্য, মঙ্গুষের অপত্য।

মঙ্গোড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গ সুরক্ষিত নগর। পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৬´ পূঃ। এখানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর ইংরাজসৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-সৈন্য পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করে।

মজ্জণ (ক্লী) মঙ্ক্তানেনেতি মস্জ-ল্যুট্। জলাবগাহ।

মঙ্ক্ষু (অব্য) মজ্জতীতি মস্জ বাহুলবচনাৎ ক্সুঃ (পা° ৭।১।৬০) ১ দ্রুত।

"যদভিনঃ কটকটাহতটাদ্রিজোম্মঙ্ক্ষু কুরপাতি পরিতঃ পটলৈ-রলীনাম্।" (মাঘ ৫।৩৭) ২ তৃশার্থ, অত্যর্থ।

মঙ্ক্ষুণ (ক্লী) মজ্জণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জলাবগাহ।

মচ, ১ ধারণ। ২ উচ্ছ্রায়। ৩ উচ্চীভাব। ৪ অর্চ্চা। ভ্বাদি° আত্ম° সেট্। লট্ মচতে। লোট্ মচতাং। লিট্ মমচে। লুঙ্ মচিষ্ট। লুঙ্ অমচিষ্ট।

মচ, ১ দম্ভ। ২ শাঠ্য। ৩ কথন। ৪ কল্কন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মচতে। লোট্ মচতাং। লিট্ মেচে। লুট্ মচিতা। লুঙ্ অমচিষ্ট।

মচকচাতকী (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। পাটোলী বৃক্ষ।

মচক্রুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থভেদ।

মচর্চ্চিকা (স্ত্রী) মং শম্ভুং চর্চ্চয়তীতি চর্চ্চ-ণ্বুল্, টাপ্, অত ইত্বং। প্রশস্ত। প্রশস্তো ব্রাহ্মণঃ—ব্রাহ্মণমচর্চ্চিকা।

মচবরম্, (মণ্ডবরম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। গোদা°

বর্ত্তীর 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত। এখানে বাণিজ্যাদির বিশেষ কোন সমৃদ্ধি দেখা যায় না।

মচান (দেশজ) মঞ্চ শব্দের অপভ্রংশ, মাঁচা।

মচারি, (মাচাড়ি) রাজপুতনায় আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪২´ পূঃ। এখানে সম্রাট্ শেরশাহের খ্যাতনামা উজীর হিমুর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের সেনাদল বহু কষ্টের পর এই স্থানে অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে আলবার-রাজবংশধর রাও কল্যাণসিংহের পুত্র রাও আনন্দ সিংহ শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নগরেই তাঁহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আলবার দুর্গ ইংরাজহস্তে সমর্পিত হইবার পর, এই স্থান ক্রমশঃ শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

মচার্দা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের হলাসা পর্ব্বতপ্রান্তস্থিত একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঘেল-বিদ্রোহিসর্দ্দার মাণিকের সহিত ইংরাজ-সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে কাপ্তেন হেবার্ট ও লা-টুচের মৃত্যু ঘটে। উক্ত সেনানায়কের কবরের উপর স্মৃতি-স্তম্ভ রক্ষিত আছে। উহার ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ রাজকোট-গির্জ্জায় এই যুদ্ধ-সম্বলিত একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে।

মচোদা, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ১০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৩৮´ পূঃ। এখানকার সর্দ্দার-উপাধিধারী জমিদারগণ গোঁড়বংশীয়। পূর্ব্বে তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ছিল, কিন্তু এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

মচাবারা, পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং সিমরালা তহশীলের সদর। শতদ্রুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ ৩০´´ পূঃ। মহাভারতে এই প্রাচীন নগর-সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখানে দুইটী প্রাচীন মসজিদ্ ও কএকটী হিন্দুতীর্থ এবং শিখদিগের পরম পবিত্র একটী 'গুরুবাড়া' বিদ্যমান আছে।

মচ্কা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া কুঞ্চিতকরণ।

মচ্কান (দেশজ) কুঞ্চন, বক্রীকরণ।

মচ্মচ্ (দেশজ) অস্ফুট শব্দভেদ।

মছকন্দরায়, জনৈক হিন্দু সাধু, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার ছিন-মুড়গুণ্ড গ্রামে তাঁহার জন্মালয় বিদ্যমান।

মছলন্দ, (দেশজ) রাজাসন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি বিছানার উপর যে বহুমূল্য আসনে উপবেশন করেন। মস্নদ্ শব্দের অপভ্রংশ।

মছলন্দপুর, (মসলন্দপুর), বাঙ্গালার ২৪ পরগনার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এখানে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের জাতদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত হাট আছে। বি, সি, রেলপথের ষ্টেসন অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই স্থান দিয়া বসীরহাট গমনাগমনের সুবিধা আছে।

মছলীগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। করুণানাথ মহাদেবের মন্দিরের জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। এখানে প্রতিবৎসর শিবরাত্রি উপলক্ষে একটী মেলা হয়।

মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভারতোপকূল-বর্ত্তী একটী প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৬° ৯´ ৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১১´ ৩৮´´ পূঃ। এই নগরের পুরাতন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির খ্যাতি সুদূর য়ুরোপখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক-ভৌগোলিকগণ এই বন্দরকে Masolia শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে অনুমান করেন যে, এই বন্দরে পূর্ব্বে সমুদ্রজ মৎস্যের (মছলী) বিস্তৃত কারবার ছিল, সেই হেতু এই স্থান মছলীপত্তন বা মৎস্যনগর আখ্যা লাভ করে।

করমণ্ডল-উপকূলে এই নগররক্ষার জন্য যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার ১।০ ক্রোশ অদূরে সমুদ্রতীরে মছলীবন্দর নামে দেশীয় লোকের বসতিপূর্ণ একটী পল্লী (পেট) আছে। ঐ স্থানের নাম হইতে সমগ্র স্থান 'বন্দর' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ হইতে সেনাদল স্থানান্তরিত করায় দুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জ্জা আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকের উচ্চ ভূমির উপর য়ুরোপীয়গণের বাসবাটী দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে এখনও একটী ফরাসীদিগের কুঠী আছে। অপর সকল স্থান বর্ষার সময় জলমগ্ন হইয়া যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ঝটিকার পর, এখানকার নানাস্থান ভগ্ন হইয়া শোভাহীন হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। কোকনদ ও (কাকনাড়া) বেজবাড়া হইতে নৌকাযোগে স্থানীয় বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের প্রভাব অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছে।

এখানে হিন্দুশাসন-প্রাধান্যের কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে সিংহলস্থ আরবীয় বণিকগণ

দাক্ষিণাত্য আক্রমণ-কালে এই স্থানের বাণিজ্যোপযোগিতা দর্শন করিয়া এখানে একটী বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করিয়া যান। ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটকরাজ দাক্ষিণাত্যের বাহ্মনী-রাজগণের সহিত যুদ্ধকালে মুসলমান-সৈন্যের সাহায্য লাভ করায় তাহাদিগের উপাসনার জন্য এখানে একটী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণের অনুমতি দেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীরাজ ২য় মহম্মদ মছলীপত্তনের অধিকার লাভ করেন। পরে উড়িষ্যা-রাজবংশের অভ্যুত্থানে বাহ্মনীরাজবংশ হীনবল হইয়া পড়ে এবং এই বন্দর তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে গজপতিবংশের প্রভাব ক্ষীণ হইলে গোলকোণ্ডাপতি সুলতান কুতব শাহ এই স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দ কাল ইহা গোলকোণ্ডা-রাজকরে ন্যস্ত থাকে। তদবধি এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধি দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। গোলকোণ্ডারাজবংশের রাজত্বকালে ইংরাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকগণ এখানে প্রবেশ লাভ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার কল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে করমণ্ডলকূলস্থ মছলীপত্তনই ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ বলা যায়। পুলিকটে বাণিজ্যকুঠী-স্থাপনে ব্যর্থমনোরথ হইলে, ইংরাজগণ 'গ্লোব' পোতাধ্যক্ষ কাপ্তেন হিপোনের সাহায্যে এখানে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এজেন্সী স্থাপন করেন। ইহাই ইংরাজ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির '৭ম ভারতযাত্রা' নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-বণিকগণ ওলন্দাজ-বণিক্ কর্ত্তৃক স্পাইস্ আইলণ্ড ও পুলিকট হইতে বিতাড়িত হইলে মছলীপত্তনে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাহারা এস্থান হইতে বিতাড়িত হয়। ইহার চারি বৎসর পরে গোলকোণ্ডা-রাজের ফর্ম্মাণ বলে তাঁহারা পুনরায় এই বন্দরে প্রবেশ করেন। তাহা ইংরাজ ইতিহাসে 'গোল্‌ডন্ ফর্ম্মাণ' নামে উক্ত হইয়াছে।

ওলন্দাজের পর, ইংরাজবণিকগণ এস্থানে বাণিজ্যকার্য্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বণিক্‌সম্প্রদায় বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে গোলকোণ্ডা-রাজের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজের বাণিজ্য-রহিত করণের আদেশ হয় এবং ওলন্দাজগণ নগরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহাদের এ মনোরথ সুসিদ্ধ হয় নাই। উহার তিন বর্ষ পরে, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সেনানী জুলফিকার খাঁ দাক্ষিণাত্যবিজয়ে আসিয়া এখানকার কুঠী লুণ্ঠন করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মোগল-সম্রাটের ফর্ম্মাণ অনুসারে মছলীপত্তনের পুণ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর কর্ণাটক-যুদ্ধ পর্য্যন্ত এখানে আর কোন বাদবিসম্বাদ সমুত্থিত হয় নাই।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে নিজাম এই নগর ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ ফরাসীদিগকে অর্পণ করেন। ১৭৫৩ হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে এই বন্দরের অধিকারচ্যুত করা হয়। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজসেনানী ফর্ড বলপূর্ব্বক এই দুর্গ অধিকার করেন এবং ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সমুদায় উত্তর-সরকার ইংরাজকরে সমর্পিত হইয়াছিল।

ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের উৎকৃষ্টতায় মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ বণিকগণ লাভের আশায় প্রথমে এখানে আসিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই স্থানীয় ছিটের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। উহার উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া সুদূর য়ুরোপ, পারস্য, আফ্রিকা, ব্রহ্ম ও ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জবাসী জনগণের নয়ন মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা আদর ও আগ্রহের সহিত সেই ছিট্ গ্রহণ করিতে লাগিল। এখনও এখানকার তন্তুবায়সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত প্রসিদ্ধ 'মাটাপোলম্' বস্ত্র এবং তোয়ালে, টেবিল ক্লথ্ প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়।

এই নগর তেলগুরাজ্যে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম প্রভাবে এখানে শিক্ষা বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং অনেকে ইংরাজ-আশ্রয়ে লালিত পালিত হইতেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকা ও বন্যায়* এই নগর সম্পূর্ণরূপ ধ্বংসে পরিণত হয়, তদবধি এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধিরও হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজে রেলপথ বিস্তার হওয়ায় এবং সেকেন্দ্রাবাদ হইতে রেঙ্গুন-সহরে সেনা-গমনাগমন রহিত হওয়ায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মছলীবন্দর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী নগর। [মছলীপত্তন দেখ।]

মছলীসহর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। গোমতী নদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ঘিস্‌বা, মুঙ্গরা, বাদশাহপুর ও গরবারা পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তন্নামক তহসীলের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৫° ৪১´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ২৭´ ১৬´´ পূঃ। এই নগরের প্রাচীন নাম ঘিস্‌বা। প্রবাদ, ঘিসু নামক জনৈক

* এই ঝটিকায় মছলীপত্তনের সমগ্র গৃহাদি উড়িয়া যায় এবং অসংখ্য ব্যক্তি জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। মছলীপত্তনের এই দুর্দৈবের আখ্যান মিঃ গর্ডন মেকেঞ্জী কিস্নাম্যানুয়েলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ভর-সর্দার এখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে এই নগর স্থাপন করিয়া যান। নগরভাগ জলাভূমিতে আচ্ছন্ন। বর্ষার বন্যায় সমগ্র স্থান জলপ্লাবিত হইয়া মৎস্যে পূর্ণ হইয়া যায় বলিয়া 'মছলী সহর' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। রাজপুতগণ ভর জাতিকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করে এবং তাহারাও পরে মুসলমান কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়।

মচ্ছ (পুং) মাদ্যতি সলিলেনেতি মদ-ক্বিপ্, তথা সন্ শেতে ইতি শী-ড। মৎস্য। (শব্দরত্না৹)

মচ্ছেন্দ্র (মৎস্যেন্দ্র), নেপালস্থিত বৌদ্ধ ও হিন্দুপূজিত দেবতাবিশেষ। [নেপাল ও মৎস্যেন্দ্রনাথ দেখ।]

মচ্ছেন্দ্রগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এখানে মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। কালে গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত এই দেবতার পূজামানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এই দেবমন্দিরের সেবাইত রহিয়াছেন। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

প্রতিনিধিবংশ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে বাপু গোখ্‌লে দুর্গ জয় করিয়া পেশবাপক্ষে শাসন করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর উহা ইংরাজের অধিকারে আইসে।

মচ্ছেন্দ্রযাত্রা, নেপালরাজ্যে মচ্ছেন্দ্রনাথ দেবের পূজোপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবভেদ। [নেপাল দেখ]

মছ্‌রেতা, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার মিস্রিখ তহশীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। রাজা টোডরমল্ল এই স্থানকে একটী স্বতন্ত্র পরগণারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। তৎকালে কেশরীসিংহ নামে জনৈক অহবলরাজ এখানকার অধীশ্বর ছিলেন। এই সামন্তরাজ বিনা দোষে স্বীয় কায়স্থকুলোদ্ভব দেওয়ানকে হত্যা করায়, সম্রাট্ অকবর শাহ দেওয়ান-তনয়দ্বয়কে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই সম্পত্তি প্রদান করেন। তাহাদের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি কএকটী ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত হয়। এক্ষণে ৯৯টী গ্রাম রাজপুত, ১০টী কায়স্থ, ২টী ব্রাহ্মণ, ৬।০টী বৈরাগী এবং ৭।০টী মুসলমান জমিদারের অধিকারে রহিয়াছে।

২ উক্ত তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর, গোমতী নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা৹ ২৭° ২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৮০° ৪১´ পূঃ। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও হরিদ্বারতীর্থ নামে পুণ্যসলিলা এক দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে।

মজকুর (আরবী) পূর্ব্বকথিত, পূর্ব্ববর্ণিত।

মজকুরী (আরবী) রাজস্ব সম্বন্ধে, যে জমা অন্ত জমিদারের অধিকারে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তে থাকে এবং যাহার রাজস্ব জমিদারের বা স্থানবিশেষে গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীর যোগে আদায় হয়।

মজকুরীতালুক, মুসলমান নবাবদিগের অধিকারকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা বা ভূসম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বিশেষ। এই সকল মজকুরী বা মৎকয়েজা তালুকের মধ্যে ভিয়োল, মণ্ডলঘাট, চুণাখালি, আসদনগর (মুর্শিদাবাদ), জাহাঙ্গীরপুর, কাগমারী, শিলবাড়ী, তাহিরপুর, চাঁদলাই, সন্তোষ, পাতসইকা, মহম্মদ আমিনপুর, পুখুরিয়া প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ভিন্ন ২৮ জন হজুরী তালুকদার (যাহারা খাল্‌সা সেরেস্তায় স্বয়ং রাজকর দাখিল করিতেন), অন্ত ক্ষুদ্র মহাল ও রাজমহল প্রভৃতি সায়রাৎ ইহারই অন্তর্ভুক্ত। এই মজকুরী তালুকের অন্ততঃ ৮৵ ভাগ হিন্দু তালুকদার ছিলেন।

মজ্‌গুল (দেশজ) বিভোর।

মজ্রূপ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এক্ষণে মজঃফরপুর নামে খ্যাত।

মজঃফর হুসেন, 'জাম্-ই-জহান্-নামা' নামক গ্রন্থপ্রণেতা জনৈক মুসলমান পণ্ডিত। ইনি হাকিম গোলামমহম্মদের পুত্র এবং হাকিম মহম্মদ কাসিমের পৌত্র। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বিদ্যাবত্তার জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোলাম মহম্মদ সম্রাট্ ফরুখসিয়রের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় প্রভূত সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়া যান।

ইনি মৃঞ্জুকী ওরফে মহাবৎ খাঁ নামেও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গাবাদ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই ইঁহার প্রতিভা বিকাশিত হইতে থাকে। সপ্তম বর্ষে ইনি কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া পারস্ত-ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ক্রমে পিতার নিয়োগানুসারে পঞ্চদশ বর্ষে ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে কৃতকার্য্য হইয়া ৩০ বৎসরের মধ্যে তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে ইনি পদার্থবিদ্যা, বেদতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র জ্যোতিষ, ফলিত-জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইনি এরূপ সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে, ইঁহার শিক্ষাদাতাও সময় সময় চমৎকৃত হইতেন। কালে ইনি দিল্লীশ্বরের চিকিৎসকপদে অধিষ্ঠিত হন। অবকাশমতে বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে ইনি উসুলুৎ তিব্ব, সিরাজুল হজ্ব, মিনহাজুল হজ্ব প্রভৃতি কএকখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতঃপর ইনি পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণের

জীবনী ও তৎসবলিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ এবং প্রাচীন কবিগণের জীবনী ও তাঁহাদের রচিত কাব্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। এই মহাগ্রন্থ ১৭৭৮-৭ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। উহা ৫ ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে—রীতি-নীতিকথনপ্রণালী, সরস উত্তরদান, জ্ঞানগর্ভ রসপূর্ণ বাক্যাবলী-প্রয়োগ প্রভৃতি; ২য় ভাগে—উম্মিদ্, আব্বাস, তাহিরীয়, সফরী, সমানী, গজনবী, ঘোরী, সলজুকী, আতাবক, চঙ্গাইজি, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি মুসলমান-রাজবংশের ইতিহাস; ৩য় ভাগে—বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং সম্রাট্ অকবর শাহের সমকাল হইতে ১১৮৯ হিঃ পর্য্যন্ত ভারতীয় কবিগণের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ ভাগে—স্বর্গ ও পৃথ্বীচারী দেবদূতগণের বিবরণ, পঞ্চভূততত্ত্ব, ব্রহ্মাণ্ডবিবরণ, নদ, নদী, প্রস্রবণ ও পশুপক্ষিগণের বৃত্তান্ত এবং ৫ম ভাগে—লিপিপ্রকরণ, অবাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন ও রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় আইন প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

মজ্নু, প্রসিদ্ধ লয়লা-মজনু নামক পারসীকাব্যের নায়ক। ইঁহার প্রকৃত নাম কায়েস। সামন্তরাজ-কন্যা লয়লীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তিনি একরূপ উন্মাদই হইয়াছিলেন। লয়লীর পিতা কন্যাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন এই সংবাদে হতাশ্বাস হইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন। এইজন্য তাঁহার 'মজ্নুন্' (উন্মাদ) আখ্যা হয়। উম্মর রাজবংশের খলিফা হাসমের রাজ্যকালে ৭২১ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। তাহার ভালবাসা বা প্রেম জগতে প্রকৃতপ্রণয়ের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

মজ্নু খাঁ, সম্রাট্ অকবর শাহের জনৈক সেনানী। ইনি ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে কালঞ্জর-দুর্গ অধিকার করেন।

মজ্নু শাহ্, জনৈক প্রসিদ্ধ দস্যুসর্দার। ইনি প্রসিদ্ধ ভবানী পাঠকের সহকারী ছিলেন।

মজ্বুদ্ (আরবী) শক্ত, কঠিন, দৃঢ়।

মজ্বুতী (আরবী) দৃঢ়তা।

মজ্মুন্ (আরবী) পত্রাদিতে লিখিত সংবাদ।

মজ্লিস্ (আরবী) সভা।

মজ্লিসি (আরবী) মজ্লিসের কার্য্য। মজ্লিস্ সম্বন্ধীয়।

মজন (দেশজ) মজ্জনশব্দজ, মগ্ন হওন, আসক্ত হওন।

মজা (পারসী) ১ বিদ্রূপ, ঠাট্টা, তামাসা। ২ সুখ। ৩ স্বাদ। ৪ গলিত।

মজাক (আরবী) আস্বাদ।

মজাড্ডা (আরবী) নৃত্যগীতাদির উপভোগেচ্ছু।

মজাদার (পারসী) ১ আস্বাদযুক্ত। ২ আমোদজনক।

মজাদারী (পারসী) মজাদারের ভাব।

মজান (দেশজ) ১ নষ্ট করণ, হরণ। ২ পক্ব বা পাকা ফল।

মজিথিয়া, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ৩১° ৫′ ৩″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ১′ পূঃ। অমৃতসর নগর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উভয় নগরে গমনাগমনের সুবিধার্থ রাস্তা আছে। মধু জাট নামক জনৈক জাট-সর্দার কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বংশধর মজিথিয়া-সর্দারগণ পরবর্ত্তীকালে মহারাজ রণজিৎ সিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। উভয় নগরেই সর্দারগণের বাসভবন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মজিদ্ খান্, দাক্ষিণাত্যের শাবনূর দুর্গের জনৈক পাঠান শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পিতা আবদুল গফুর খানের মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। রাজ্যাভিষেককালে তিনি দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন মোগল-শাসনকর্ত্তা নিজামের অনুমতি গ্রহণ না করায় মোগলের শত্রু হইয়া পড়েন। পরে মোগলসৈন্য শাবনূর দুর্গ আক্রমণ করিলে তিনি ভয়ভীত হইয়া নিজামের শরণাপন্ন হন। ১৭২০-৩০ খৃষ্টাব্দের কোলাপুর-সাতারা যুদ্ধে তিনি কোলাপুররাজের পক্ষাবলম্বন করায় কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ বেলগামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ প্রাপ্ত হন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে নিজাম তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সহকারী শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়া বেলগাম-দুর্গের আধিপত্য প্রদান করেন। তৎপরে তিনি হুবলী, কাণাড়া ও বেদনূর প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

এইরূপ জয়োল্লাসে গর্ব্বিত হইয়া তিনি ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিস্থানের মহারাষ্ট্র-কর রহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

ইহাতে পেশবা বাজীরাও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে যে সন্ধি হয়, তাহাতে মজিদ্ খাঁকে প্রায় ৩৬টী জেলা ছাড়িয়া দিতে হয়। কেবল মাত্র বাঙ্কাপুর, তোরগল ও আজমনগর দুর্গ এবং হুব্লি, হাঙ্গল প্রভৃতি ১২টী জেলা তাঁহার অধিকারে থাকে।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্-মুল্কের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদ সিংহাসন লইয়া তৎপুত্র নাসিরজঙ্গ ও পৌত্র মুজঃফর জঙ্গের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে মুজঃফরের পক্ষে ফরাসীসৈন্য এবং নাসিরের পক্ষে ইংরাজ ও মজিদ্-পরিচালিত সৈন্য যোগ দান করে, কিন্তু নাসিরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি যোগদান পরিত্যাগ করেন।

মজিদ্ খাঁ বুদ্ধিমান্, সাহসী ও বীরযোদ্ধা ছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইত না, দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ,

ফরাসী ও মহারাষ্ট্রবিপ্লবের সময় তিনি অদম্য সাহসের সহিত রাজকার্য্য চালনা করিয়া গিয়াছেন। আজিও দাক্ষিণাত্যে লোকমুখে তাঁহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নব-হুব্লি নগর স্থাপন করেন।

মজুদ্ (আরবী) জমা, বর্ত্তমান।

মজুম্ (আরবী) দলবদ্ধ।

মজুমদার (আরবী) বাদসাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় হিসাবপত্র রাখিত, তাহারা মজুমদার নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের বংশপরম্পরা ক্রমে সকলই ঐ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।

মজুর্ (আরবী) সামান্য শ্রমজীবী, মুটে।

মজুরী (পারসী) মজুরের কার্য্য।

মজুরীদার (পারসী) দৈনিক বেতনভোগী শ্রমজীবী।

মজ্জকৃৎ (ক্লী) মজ্জানং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। অস্থি।

মজ্জন্ (পুং) মজ্জতি অস্থিষিতি (মস্জ শ্বন্ উক্ষন্ পূষন্ প্লীহন্ ক্লেদন্ স্নেহন্ মূর্দ্ধন্ মজ্জন্নিত্যাদি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ নিপাত্যতে চ। ১ বৃক্ষাদির উত্তম সারভাগ, চলিত সার।

"যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমভিনির্দ্দিশেৎ ॥" (রাজব০)

২ অস্থিমধ্যস্থিত স্নেহবিশেষ। পর্য্যায়—শুক্রকর, অস্থি-স্নেহ, অস্থিসম্ভব, অস্থিসার, তেজস্, বীজ, অস্থিজ, জীবন, দেহসার। (রাজনি০) ইহার লক্ষণ,—

"অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো দ্রবো ঘনঃ।
যঃ স্নেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে ॥" (ভাবপ্র০)

অস্থি স্বীয় অগ্নি দ্বারা পাক হইয়া তাহার দ্রব ঘন যে সার তাহাই মজ্জা নামে অভিহিত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, বৃহদ্ অস্থির অভ্যন্তরস্থিত মেদকেই মজ্জা বলে। স্থূল অস্থির অভ্যন্তর-গত হইলেও তাহাকে মজ্জা কহে। সকল প্রাণীর উদরে সূক্ষ্ম-অস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে।

"স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ।" (ভাবপ্র০)

ইহার গুণ—বল, শুক্র, রস, শ্লেষ্ম, মেদ ও মজ্জা-বর্দ্ধক। আমরা যে দ্রব্য ভোজন করি, সেই দ্রব্যের সারাংশ পরিণত হইয়া রসরূপে উৎপন্ন হয় এবং অসারাংশ মল ও মূত্ররূপে নির্গত হয়। পরে ঐ রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে মাংস, মাংস হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে মজ্জার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মজ্জন (ক্লী) মস্জ ল্যুট্। ১ স্নান।

"জাহ্নবীমজ্জনপ্রীতিং ন জানন্তি মরুস্থিতাঃ।" (রাজতরঙ্গিণী)

২ মজ্জা। (শব্দচন্দ্রিকা)

মজ্জয়িতৃ (ত্রি) মস্জ-ণিচ্, তৃচ্। মজ্জনকারী।

মজ্জন (পুং) কদাহুচর মাতৃভেদ।

মজ্জস্ (ক্লী) মজ্জা।

মজ্জসমুদ্ভব (ক্লী) মজ্জা সমুদ্ভব উৎপত্তিস্থানং যস্য। শুক্র, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। (হেম)

মজ্জা (স্ত্রী) মজ্জতীতি মস্জ-অচ্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। অস্থিসার। ইহার গুণ—বাতনাশক, বল, পিত্ত ও কফপ্রদ, মাংসের তুল্যরূপ গন্ধযুক্ত, বৃংহণ, বলকর। (রাজব০)

মজ্জাজ (পুং) মজ্জায়া জায়তে ইতি জন-ড। তূষিজ গুগ্গুলু।

মজ্জান (দেশজ) ডোবান।

মজ্জামেহ (পুং) প্রমেহভেদ; মজ্জাগত প্রমেহ। (মাধবনি০)

মজ্জারজস্ (পুং) গুগ্গুলু। (বৈদ্যকনি০)

মজ্জারস (পুং) মজ্জয়া রসঃ। শুক্র। (রাজনি০) ২ সপ্তলা, মনসা বিশেষ। (বৈদ্যকনি০)

মজ্জাবহস্রোত (পুং) মজ্জা ধাতুবাহক নাড়ী, ইহার অস্থি ও সক্থি। (চরকবিমানস্থা০ ৫ অ০)

মজ্জাসার (ক্লী) মজ্জায়াং সারো যস্য। জাতীফল। (রাজনি০)

মজ্জিকা (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মণাকন্দ। ২ বকস্ত্রী। (বৈদ্যকনি০)

মজ্জুক (ত্রি) ১ মজ্জনশীল। ২ মণ্ডূক।

মজ্জু খাঁ, অনৈক বিদ্রোহি-দলপতি। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি আপনাকে মোরাদাবাদের নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বহস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ইংরাজ মাত্রের ধনলুণ্ঠন ও নিধন আদেশ করিয়া প্রজা সাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২৫শে এপ্রিল জেনারল জোনস্ সদলে মোরাদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রসহ ধৃত এবং নিহত হন।

মজ্জুষা (স্ত্রী) মজ্জন্তি দ্রব্যাণ্যত্র, মস্জ উষন্ টাপ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। মঞ্জুষা। (অমরটীকা রায়মু০)

মজ্মন্ (ক্লী) মস্জ মনিন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বল।

মজ্রো (পারসী) দৈনিক বেতন দ্বারা সঙ্গীত-কুশলী বাইজীগণের নৃত্যগীতাদি কার্য্য।

মঝগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মিশ্রিখ হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ধনুর্দ্ধারী নাথের মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। উহাকে অনেকে তিব্বতীয় বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া কল্পনা করে।

মঝগাওন্ (মঝগাঁও) উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার মাউ তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। রাজাপুর নামেও খ্যাত,

যমুনা নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এখানে হিন্দি রামায়ণ-প্রণেতা সাধক কবি তুলসী দাসের বাসভবন ছিল। সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু মন্দির এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকলের মধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

[রাজাপুর দেখ।]

মঝবার, উঃপঃ প্রদেশবাসী আদিম জাতি বিশেষ। মীর্জাপুরের দক্ষিণস্থ পার্ব্বতীয় স্থানে ইহাদের অধিক বাস দেখা যায়। পর্ব্বতোপরিস্থ বন-দহনপূর্ব্বক 'দহিয়া' প্রথায় কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন ইহাদের প্রধান কার্য্য।

জাতিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে পার্ব্বতীয় গোঁড় জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, ইহাদিগের মুখ চেপ্টা, কপালাস্থি নীচু, নাক থাঁদা, নাসাচ্ছিদ্র বড়, ঠোঁট পুরু ও দীর্ঘ, হনুদ্বয় নিগ্রো জাতির অনুরূপ এবং গাত্রবর্ণ তদনুরূপ কৃষ্ণ। ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ-থাকে, কেহ কেহ লজ্জা নিবারণের জন্য কৌপীনের মত সামান্য বস্ত্রখণ্ড আচ্ছাদন করে মাত্র। যাহারা নগরসান্নিধ্যে বসবাস হেতু সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিম্নশ্রেণীর লোকের মত অঙ্গাচ্ছাদন করিতে শিখিয়াছে।

মীর্জাপুরী মঝবার বা মাঁঝিদিগের মধ্যে পোইয়া, তেক্মা, মরাই, বইকা ও ওল্কু নামে ৫টী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। ১ম থাকে—মর্কাম, পোইয়া, কুশ্রো, নেতি ও শীর্ষো; ২য় থাকে—মর্পচি, নেতাম, পোসাম, করিয়াম্, সিন্দরাজ, কোরাম, ওইমা, দদাইচি, কোরাইচি, উলঙ্গবর্ত্তী ও কারগোতি; ৩য় থাকে—কোইয়াম সরোতিয়া, পন্দক, কারপে, কুসেন্দা, পুরকেলার, মসবাস, অরমোর, অরপত্তি ও কারপত্তি; ৪র্থ থাকে—বোইকা, কোরাম অরমু, পাবলে, চীচাম, বলরিয়া, ওতে, উয়রে ও সলাম এবং ৫ম থাকে—ওল্কু, পোয়তে, কোরচো, কামরো, মুমের, জৈঠা ও শাহজাদ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী আছে। ঐ শ্রেণী বা বংশের কতকগুলির সহিত মধ্য-ভারতবাসী গোঁড়জাতির সৌসাদৃশ্য আছে।

কিংবদন্তী আছে, ইহারা জব্বলপুরের পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতমালা এবং নর্ম্মদা ও শোণ নদীর উৎপত্তি ভূমি হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা পশ্চিম-বিন্ধ্য ও কৈমুর গিরিমালার পাঁচটী গিরিদুর্গকে আপনাদের আদিম বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এবং বলে যে, ঐ পঞ্চ থাকের আদিপুরুষগণ পঞ্চ ভাই ছিল ও বিভিন্ন গিরি-দুর্গে রাজত্ব করিত। এইরূপ মরাই মণ্ডলগড়, মর্পচি-মণ্ডলপুরের অন্তর্গত সারণগড়, নেতাম সোণাগড়, সরোতা গাচাগড়, কোরচো ফুলঝরগড়, উয়রে মকনগরগড়, ওইমা মরুরাগড়, পোয়ত্ত মারগড়, পোইয়া পাটনগড়, করিরাম খৈরাগড়, পোসাম উজ্জয়িনীগড়, তেকাম লাঞ্জিগড় এবং অরমু চাঁদগড় হইতে আগমন করে। পূর্ব্বোক্ত দুর্গগুলির অবস্থান নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়; কিন্তু কোরামদিগের বাসভূমি বিলারোগড়, মার্কামের দন্তগড়, কুশরোর মোহরগড়, অরমোরের চিনবিলগড় এবং অরপত্তিগণের সৈদাগড় প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করা সুকঠিন।

প্রায় ১০ পুরুষ হইল, ইহারা আদিবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মীর্জাপুরের ছুধি ও সিংরৌলি পরগণায় এবং সরগুজা সামন্তরাজ্যে আসিয়া বাস করিয়াছে। সময় সময় ইহারা পূর্ব্বতন বাসভূমির সারণগড় ও মরুরাগড় তীর্থে গমন করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র যখন জনক-রাজভবনে হরধনু ভঙ্গ করেন, তখন সেই ধনু চারিখণ্ডে বিভক্ত হয়। উহার একখণ্ড নর্ম্মদাতীরে পতিত হইয়াছিল। ঐ স্থান ইহাদের একটী পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য। এখনও সময়ে সময়ে ইহারা এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে।

ইহারা স্ব স্ব থাক বা কুড়ি মধ্যে বিবাহাদি করে না, কিন্তু মামেরা, চাচেরা, ফুফেরা ও মৌসেরা প্রভৃতি বিবাহে নিষেধ নাই। অনেকের মধ্যে গোঁড়-প্রথামত ভ্রাতুষ্পুত্রকন্যার বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। সরোতাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে পোইয়াগণ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করে না।

দূরদেশবাসী হইলেও সমধর্ম্মাচারী মাঝিগণ পরস্পরের মধ্যে পুত্র-কন্যার আদান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে স্বতন্ত্র একটী স্থানে বসিয়া আহার করিতে হয়। তৎপরে বিবাহ সিদ্ধ হইলে কন্যা স্বামি-গৃহে গমন করে। সাধারণতঃ ইহাদিগের মধ্যে একটী মাত্র বিবাহ করিতে দেখা যায়; কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যাদি দোষযুক্ত হইলে পত্ন্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী অথবা ধনশালী মাঝিদিগের মধ্যে বহুপত্নীক হওয়া গৌরবজনক।

স্বামী স্বীয় পত্নীগণ লইয়া একত্র থাকিতে বাধ্য। ঐ স্ত্রীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়া ও গৃহকর্ত্রীরূপে বিবেচিত, এমন কি, জাতীয় সভায়ও তাহার সম্মান বেশী। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বাধীনতা কিছু অধিক। তাহারা গোচারণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং গ্রামের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বজাতিবর্গের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া লয়। এইরূপে যৌবনাবিভাবিনী হইয়া যদি তাহারা কাহারও সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয় সভা হইতে তাহাদের বিশেষ একরূপ সাজা

দেওয়া হয় না। কন্যার এই নিন্দনীয় আসক্তির জন্য তাহার পিতাকে অথবা সময়বিশেষে তাহার উপপতিকে জাতিবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য একটী ভোজ দিতে হয়। তৎপরে প্রণয়ি-যুগলের বিবাহকার্য্য যথানিয়মে সম্পাদিত হয় এবং তাহারা জাতীয় সোপানে পূর্ব্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু যদি ঐ যুবতী কন্যা ভিন্নজাতীয় পুরুষে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে উপপতি-সহবাসে থাকিয়া আপন জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু বালক ও বালিকার যথাক্রমে ১৬ ও ১২ বর্ষেই বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। গোঁড় জাতি হইতে ইহাদের বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার স্ব স্ব পুত্র-কন্যার বিবাহে অভিমত হইলে, পাতারি নামক জাতীয়পুরোহিত বিবাহকর্ত্তা হইয়া উভয় পক্ষে গমনাগমন করে। বিবাহ পাকা করিবার জন্য সাধারণতঃ পূর্ণিমা রজনীতেই কথাবার্ত্তা স্থির হয়। পাতারি মনোমত কন্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, বরের বন্ধুগণ কন্যার রূপ-গুণ পরীক্ষার জন্য তাহার পিত্রালয়ে গমন করে। বিবাহের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি সমাধা হইলে বরের বন্ধুগণ কন্যার বাড়ীতে 'পুরি' ভক্ষণ করে। তৎপরে স্বজাতিবর্গ-সমক্ষে বর ও কন্যাকর্ত্তা একত্র হইয়া পরস্পরের হস্তে হস্ত রাখিয়া মদ্যপূর্ণ 'দোনা' বিনিময় ও পরস্পরে অভিবাদন করে। তদনন্তর উপস্থিত স্বজাতিবর্গকে মদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি খাওয়াইয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়।

বিবাহকালে কন্যার মাতুলপত্নীকে বস্ত্রাদি উপঢৌকন দেয় এবং বরের মাতুল স্বীয় ভাগিনেয়কে যৌতুকস্বরূপ অর্থ দান করে। বিবাহ শেষ হইলে বরকর্ত্তা স্বীয় শ্যালককে গোবৎস কিংবা মহিষ উপহার দেয়। উহাকে ইহারা মাতুল 'বিদাই' বলে।

ইহাদিগের মধ্যে কন্যাপণ দিবারও প্রথা আছে। বর-কর্ত্তাকে কন্যার জন্য ৩/ চাউল, কন্যা ও কন্যার মাতার জন্য দুইখানি সাড়ী, একহাঁড়ি পুরি ও পাঁচ টাকা নগদ দিতে হয়। নিমন্ত্রিত বর ও কন্যাযাত্রীদিগের ভোজ এবং ঐ টাকায় হাঁড়ি প্রভৃতি রন্ধনোপকরণ ক্রয় করা হইবে বলিয়া এই কন্যাপণ গৃহীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ টাকা কন্যাকর্ত্তা স্বীয় কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে।

বর বধূ আনিতে যাইবার পূর্ব্বে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে, রঞ্জিত বস্ত্র-পরিধান এইরূপ শুভকার্য্যে নিষেধ। যাত্রার পূর্ব্বে মাতা পুত্রকে বরণ করিয়া থাকে। উহা 'পরছন' নামে খ্যাত। তৎপরে মাতা স্বীয় পুত্রকে কোলে শোয়াইয়া স্তন-দুগ্ধ পান করায়। তদন্তে অশ্বারোহণে অথবা বাঁশ ও কাগজে নির্ম্মিত যাহাজে চড়িয়া বর স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া কন্যালয়ে গমন করে। পাল্কী প্রভৃতি অপর কোন যানারোহণে গমন করিলে জাতিচ্যুতি ঘটে। কন্যালয়ের সমীপে উপস্থিত হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে বসিবার নির্দ্দিষ্ট আটচালামধ্যে লইয়া যায়। এখান হইতে বরের পিতা স্বীয় পুত্রবধূর জন্য একছড়া হাঁসুলী ও একখানি বাজু পাঠাইয়া দেয়। বিবাহকালে ঐ অলঙ্কার কন্যাকে পরিধান করিতে হয়।

গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত মাঁড়ো বা মণ্ডপের নীচে বিবাহ দেওয়া হয়। পাতারি পুরোহিত বিবাহে যাজকতা করিয়া থাকে; কিন্তু ভূত প্রেতাদির জন্য বিবাহমণ্ডপের প্রথম খোঁটা বৈগা-দিগকে পুতিতে হয়। এই বৈগাগণ তাহাদের ন্যায় অনার্য্য জাতি। ভূতাবেশ শান্তির জন্য ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত মঝবারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভ-লগ্নেও বিবাহ দিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কোন কার্য্যেই পৌরোহিত্য করে না।

গাটবন্ধনের পর, সাধারণতঃ কন্যাদান এবং তৎপরে বর ও কন্যাকে একাসনে বসাইয়া পান ভোজন করান হয়। বরের পিতা কন্যাপক্ষীয় কর্ত্রীগণকে বস্ত্রাদি উপ-ঢৌকন দিলে তাহারা আসিয়া নবদম্পতির পদযুগল ধৌত করিয়া তাহাদের কপালে সূর্য্যনারায়ণের (পিটুলি ও দধি) ফোঁটা দেয়। ইহার পর, বর স্বহস্তে কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দান করে। এই সময় কন্যার মাতুল ভাগ্নীজামাইকে একটী বৎসতরী যৌতুক দিয়া থাকে।

সিন্দুরদানের পর, সমস্ত বিবাহ ব্যাপার চুকিয়া গেলে, বর ও কন্যাকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। উহাকে কোহাবর বা বাসর ঘর বলে। ঐ গৃহে কেবল মাত্র বর ও কন্যা থাকে, অপর কেহ যাইতে পারে না। কন্যার ভ্রাতা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। নবদম্পতি-দর্শনাভিলাষী বর বা কন্যাযাত্রিগণ যৌতুক দিলেই প্রবেশ করিতে পায়।

বিবাহ রাত্রে বরযাত্রীদিগকে ভোজ দেওয়া হয় না। বিবাহরজনী প্রভাত হইলে পাতারি পুরোহিত চাউল, জল ও আম্রপত্রপূর্ণ একটী লোটা লইয়া বরকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং ভোজে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। বরকর্ত্তা ঐ পাত্রটী স্পর্শ করিয়া নিমন্ত্রণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে পাতারি সেই পাত্র লইয়া অন্যান্য বর-পক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বগণের নিকট এবং স্বজাতি বর্গ সমক্ষে উপনীত হইয়া নিমন্ত্রণ জানায়। এই সময়ে নিমন্ত্রণ

জামাইবার জন্ত অনেক চামার বা বাদিয়া পুরোহিতের পশ্চাদ্ভাগে ঢাক বাজাইয়া গমন করে। ভোজনে উপবিষ্ট হইয়া বরযাত্রী মাত্রেই খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করে না। পরে কন্যাকর্ত্তা আসিয়া তাহাদের মর্য্যাদা স্বরূপ কিছু ধরিয়া দিলে তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন ব্যাপারে লিপ্ত হয়।

পর দিবস বর কন্যাসহ স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে বরের মাতা ও অন্যান্য রমণীগণ বধূমাতাকে বরণ করিয়া গৃহে আনয়ন করে। এই সময়ে আগত রমণীগণ আনন্দ-গীত করিতে থাকে। তৎপরে বর ও কন্যাকে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ প্রোথিত দণ্ডের চতুর্দ্দিকে পাঁচ বার প্রদক্ষিণ করান হয়। তদনন্তর কোহাবর বা বিশ্রামগৃহ মধ্যে বর ও কন্যাকে জল খাইতে দিয়া বরের মাতা ও নিমন্ত্রিত কুটুম্ব রমণীগণ নিকটস্থ সরোবর-তীর হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া আনে, উহাকে 'মাটমঙ্গল' বলে।

ঐ মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া তদুপরে দুইটী জলপূর্ণ কলস বসাইয়া রাখে। তৎপরে রমণীগণ বরকে তথায় আনিয়া কপালে পাঁচ বার তৈল হরিদ্রা ছোয়াইবার পর স্নান করায়। এই সময় পর্য্যন্ত বর ও কন্যাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হয়। এক্ষণে সেই শ্বেতবাস ত্যাগ করিয়া তাহারা রঞ্জিত বাস পরিধান করে। নূতন বস্ত্রেও নবদম্পতির গাঁইট বন্ধন করা হয়।

তৎপরে দুএকটি সামান্য প্রক্রিয়ার পর দুল্‌হা দেবের পূজা করা হয়। এই দুল্‌হাদেবই বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া গণ্য।

দ্বিরাগমনের পর ইহাদের 'পাকস্পর্শ' হয়। ঐ নব-বিবাহিতা কুলবধূ স্বহস্তে পাক করিয়া স্বজাতিবর্গকে ভোজন করাইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন দরিদ্রের পক্ষে 'ঘীপা' বিবাহ ও বিধবার পক্ষে 'সাগাই' বিবাহ প্রচলিত আছে। ঘীপা বিবাহপ্রথা কত-কাংশে অস্মদ্দেশীয় 'ঘরজামাই' প্রথার অনুরূপ, কিন্তু এই বিবাহে জামাতাকে কএকবর্ষ স্বীয় ভাবী শ্বশুরালয়ে কার্য্য করিতে হয়।

সাগাই বিবাহে দেবরকে বিবাহ করাই সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু যদি দেবর ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই রমণী অপরকে বিবাহ করিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছেদের কোন নিয়ম নাই। স্বামী উন্মাদ, ক্লীব বা নিরুদ্দেশ হইলে রমণী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলেও দেবরকে বিবাহ করাই নিয়ম। সাগাই বিবাহ কালে বিধবা রমণীর পূর্ব্ব বিবাহ-প্রসূত কন্যাগণ নূতন স্বামীকে ফেরত দিতে হয়। ঔরস-জাত পুত্রগণ পিতৃধনের অধিকারী হইয়া থাকে। যতদিন পিতা জীবিত থাকে, ততদিন কেহই সম্পত্তি ভাগ করিতে পারে না। পিতার মৃত্যুর পর ইহারা স্ব স্ব প্রাপ্য অংশ ভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে বাস করে। বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত ও রক্ষিতা রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অবৈধ জাত সন্তানগণ স্বশ্রেণীমধ্যে একত্র আহার করিতে পায় না।

জাতপুত্রা কোন বিধবা রমণী যদি স্বজাতি মধ্যে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রগণ পিতৃবন্ধুগণের সহিত একত্র বাস করিতে পারে ও পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হয়; কিন্তু যদি ঐ রমণী স্ববংশ-বহির্ভূত অপর কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব-স্বামিধনে কোন অধিকার থাকে না; বরং সেই পুত্রগণ তাহাদের পূর্ব্ব পিতার ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থলে ঐ পুত্রগণকে উভয় পিতারই ধনে অধিকারী হইতে দেখা যায়। বিধবা রমণীগণ স্বামীর সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু খোরপোষের দাবী করিতে পারে।

বিধবার উভয় স্বামিজাত সন্তানই সমান। তাহাদের মধ্যেও বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। পিতার ধনে একমাত্র পুত্রগণই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির সমান ভাগের দশাংশ ভাগ অধিক প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অভাবে পরিবার-মধ্যস্থ ভ্রাতা বা ভ্রাতৃ-পুত্রগণ ও জ্যেষ্ঠ বা খুল্লতাতের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা সকলেই মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীগণকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। সচ্চরিত্রা বিধবাগণ আজীবন খোরপোষ পায়। তাহার চরিত্র কলুষিত হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কন্যাগণ বিবাহ পর্য্যন্ত পিতৃধনের অংশভাগিনী হইয়া থাকে। তাহাদের তৎকাল পর্য্যন্ত জীবনযাত্রা ও বিবাহ-ব্যয় পিতৃসম্পত্তি হইতে নির্ব্বাহ করিতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর জাতপুত্র পিতৃসম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে না। তবে যদি পিতা মৃত্যুকালে স্বীয় পত্নী-গর্ভের কথা উল্লেখ করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সম্পত্তি-লাভের আশা থাকে। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ধনাধিকার নাই।

পুত্রহীন ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু দৌহিত্র জীবিত থাকিতে কাহারও দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা নাই। এই দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিয়ম আছে, তন্মধ্যে এই কএকটী প্রধান—

১। প্রথম দত্তক জীবিত থাকিতে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ করিবে না।

২। অবিবাহিত, অন্ধ, খঞ্জ, অপত্নীক ও সন্ন্যাসী দত্তক লইতে পারিবে না।

৩। পুত্রহীন বিধবা রমণীর দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। সে তাহার সম্পত্তি কোন্ নিকটাত্মীয়কে দিতে বাধ্য। কিন্তু উত্তরাধিকারীদিগের সম্মতিক্রমে বিধবা রমণী দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।

৪। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিবার নিয়ম নাই। অবিবাহিত পুত্র মাত্রকেই দত্তক দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কন্যাকে নহে। দত্তক লইতে হইলে ভ্রাতৃসম্পর্কীয় কোন নিকটাত্মীয়ের পুত্রকে লওয়া চাই। গৃহীতা ও দত্তক উভয়ই এক কুড়ি বা থাকভুক্ত হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের পর, পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই পিতৃসম্পত্তির সমানাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বীণাবিবাহে যে বালককে ঘর জামাতার ন্যায় রাখা হয়, তাহাও একরূপ দত্তকের তুল্য। প্রায় তিন বৎসর কাল সে ভাবী শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া পুত্রের ন্যায় সকল কার্য্যই করে। উক্ত সময়ের পর, কন্যার পিতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহের সমস্ত খরচ কন্যাকর্ত্তাকেই বহন করিতে হয়। বিবাহের পর ঐ বালক দ্বারা শ্বশুর আর কাজ করাইতে পারে না এবং তাহারও আর শ্বশুরের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না।

প্রসূতির গর্ভাবস্থায় কোন সংস্কার নাই। পূর্ব্বমুখী হইয়া রমণীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়। চামাইন্ দাই আসিয়া জাত বালকের নাভিচ্ছেদ করে এবং ফুল প্রভৃতি লইয়া বাহিরে কোন মাঠে পুতিয়া রাখে। ৬ষ্ঠ দিনে ছঠি (ষষ্ঠী) পূজা হয়, ঐ দিন প্রসূতি ও জাত বালক স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়।

বারহি অর্থাৎ দ্বাদশ দিনে বালকের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। ঐ দিন জ্ঞাতিবর্গও ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। তৎপরে স্বজাতি সকলে মদ্যপান ও ভোজন করে। বালকের পিসী বা জ্যেঠা ভগিনীকেই আতুড়ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ফাঁকা মাঠে লইয়া যায়। তৎপরে মৃতের মুখে পিণ্ড দিয়া তাহারা দাহ করে, কেহ বা পুতিয়া ফেলে। দাহের পর, তাহারা মৃতাস্থি লইয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে। তৃতীয় দিনে গৃহস্থ পুরুষ মস্তক মুণ্ডন করে এবং চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। দশ দিবে পাতারি ব্রাহ্মণ আসিয়া মৃতের ব্যবহার্য্য অন্ন ও পাত্রাদি লইয়া যায়। উহা হিন্দু মহাব্রাহ্মণগণের দানগ্রহণের তুল্য। তাহাদের পাতারি পুরোহিতগণ ঐ সকল দ্রব্য মৃতের ব্যবহারার্থ প্রেতলোকে প্রেরণ করিয়া থাকে। ১০ম দিনে অশৌচান্ত হইলে জ্ঞাতিবর্গ একত্র হইয়া মস্তক, শ্মশ্রু ও গোঁফ কামাইয়া ফেলে। তৎপরে পুনরায় একটী আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ হয়।

শবদাহান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহারা সেই শ্মশানের পথে খাদ্যাদি ছড়াইয়া যায়। বিশ্বাস এই যে, প্রেতাত্মা সেই পথে পুনরায় বিচরণ করিয়া থাকে। পুত্রাদি জন্মিলে পাতারি আসিয়া বলে যে, এই পুত্ররূপে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অমুক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা সেই মৃত ব্যক্তির নামানুসারে জাত পুত্রের নামকরণ করে। যখন কোন গোবৎস জন্মের পর মাতৃস্তন পান করে না, তখন তাহারা ওঝা ডাকাইয়া প্রতিকারের চেষ্টা পায়। ওঝা আসিয়া বলে যে, 'এই গোবৎসরূপে তোমার পিতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।' সেই কথা শুনিয়া তাহারা সেই বাছুরের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করে, কখনও তাহাকে, লাঙ্গলে জুড়িয়া কৃষিকর্ষণে লইয়া যায় না।

মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ ইহারা কখনও স্মৃতিস্তম্ভ রাখে না। কেবল মাত্র পুত্র বা কন্যার বিবাহ সময়ে ইহারা পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তির জন্ত মুরগী ও মদ্য প্রদান করে। মৃতের ১০ম দিনে পাতারি আসিয়া প্রেতের উদ্দেশে হোম ও খাদ্য দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে অনেক উন্নত মাঝি হিন্দু-আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছে।

ইহাদের 'পাতারিগণ' অনেকাংশে গোঁড় জাতির 'প্রধানের' সমতুল্য। তাহারা একযোগে ব্রাহ্মণ ও মহাব্রাহ্মণের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ইহারা মহাদেব, বুড়া দেও, লিঙ্গো ও দিহ নামক দেব এবং দেবী ও দেবহারিণী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করে। এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের মধ্যে ভূত, নাগ ও মুসলমান ফকির প্রভৃতির পূজা দেখা যায়। সরগুজা সামন্ত রাজ্যের বাঙ্কা ও মার্চা পর্ব্বতে দুইটী গুহা আছে। মার্চা-পর্ব্বতগুহা মহাদানী দেবের আশ্রয় স্থান এবং বাঙ্কা পর্ব্বতে দানা জাতীয় এক পিশাচী আছে। উহারা রোগাদির অধিষ্ঠাতা। ইহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য একমাত্র বৈগারাই পর্ব্বততটে অগ্রসর হয়, অপর সাধারণে পর্ব্বততলে যাইতেই ভয় পায়। বৈগাগণ প্রাণের ভয়ে পর্ব্বতে পা দেয় না, তাহারা পর্ব্বতের নিম্নদেশে থাকিয়াই ছাগ বলি ও হোমাদি করে।

'করম্' নৃত্যই ইহাদের মধ্যে পরম পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষ সকলে স্ব স্ব গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র হইয়া একটী করম বৃক্ষের

তাদের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। একদিকে পুরুষে মাদল বাজায় ও অপর দিকে রমণীগণ উচ্চ তানে গান করিতে থাকে। পুরুষেরাও গানে যোগ দিয়া নৃত্য করে। এই করম-নৃত্যের সময় সকলে মদ্যপান করিয়া থাকে।

ধনী মাঝিগণ বারাণসী, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, অমরকণ্টক প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রায় গমন করে। কাশীতে গঙ্গাস্নান এবং শোণ নদে স্নান ইহাদের বিশেষ পুণ্যজনক। গ্রহণাদিতে স্নান ও পৌষ-সংক্রান্তির খিচুড়ী পার্ব্বণ ইহাদের মহামোদের পর্ব্ব। গো ব্রাহ্মণ ও গঙ্গা জলে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে, ইহারা তরবার, ব্রাহ্মণের পদযুগল, গোপুচ্ছ, অথবা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়াই শপথ করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে অগ্নির উপর হাঁটিয়া অথবা জল মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহারা আপনার দিব্যের সার্থকতা দেখাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অশিক্ষিত অসভ্য জাতির ন্যায় ডাইনে পাওয়া, ভূতাবেশ, স্বপ্ন ফল এবং কৃষি কার্য্যাদিতে দৈব বা ভৌতিক শক্তির সঞ্চার বিষয়ে ইহাদের বিলক্ষণ আস্থা আছে। কএটী অমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইহারা এরূপ জড়ীভূত হইয়াছে যে, কোন একটী ক্ষুদ্র কার্য্যেও উপদেবতাদির শান্তি ব্যতীত ইহাদিগের নিষ্কৃতি নাই।

স্ত্রীলোকগণ বস্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। উল্কি ধারণ না করিলে তাহাদের অঙ্গশোভাই হয় না। বিশ্বাস,—উল্কিধারী ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে পরমেশ্বর স্বর্গে স্থান দেন না অনেকে গলায় শীতলা দেবীর মূর্ত্তি-অঙ্কিত পদক ধারণ করিয়া থাকে।

মঝাবন, বারাণসী বিভাগের বস্তী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। মোক্ষবন নামে খ্যাত। এখানে বৌদ্ধ প্রাধান্য সময়ে বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঝেরা, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর নগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে মুসলমানদিগের কএকটী প্রাচীন কবর বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে, (১) সৈয়দ মহম্মদ খাঁ কর্ত্তৃক ৯৭২ হিজিরায় নির্ম্মিত সৈয়দ সাইফি খাঁ ও তাহার মাতার সমাধিমন্দির। এই কবরবাটিকা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। প্রথম সৈয়দ মহম্মদ আপনার কবরের জন্য এই বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় প্রিয় পুত্র সৈয়দ সাইফি খাঁ ও প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হওয়ায় তাহাদিগকে এই সমাধিমন্দিরে স্থান দেওয়া হয়। (২) সৈয়দ মহম্মদ খাঁর যেতমর্ম্মর নির্ম্মিত কবরমন্দির। উহা ৯৮২ হিজরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। (৩) মারাণ সৈয়দ হুসেনের ১০০০ হিঃ নির্ম্মিত সমাধিমন্দির। (৪) সৈয়দ উমরের পুত্রের সমাধিমন্দির ও (৫) অষ্টকোণী প্রস্তরস্তূপ উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত স্তূপটী সৈয়দ মহম্মদ খাঁর পিতার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

মঝৌরা, উঃ পঃ প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অকবরপুর তহশীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। এখানে বৈজপুর গ্রামের নিকট মধা ও বিশী নামক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী দ্বয়ের সঙ্গম হইয়াছে। ঐ স্থান মহাপুণ্যজনক। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে সঙ্গমে স্নানার্থ বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সঙ্গমের পর নদীদ্বয় তোঁস্ নামে প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে।

মঝৌলি-সালিমপুর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহশীলের অন্তর্গত দুইটী গণ্ডগ্রাম; ছোট গণ্ডকের উভয় তীরে অবস্থিত। দুইটী গ্রাম একত্র করিলে একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যায়। এই গ্রামদ্বয়ের মধ্যে মঝৌলিতে একমাত্র হিন্দু এবং সালিমপুরে মুসলমানগণ বাস করে। গণ্ডকতীরবর্ত্তী মঝৌলী গ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে মঝৌলী রাজগণের প্রাসাদ অবস্থিত। এই সমৃদ্ধ বংশ বহুকালের শাসন-বিশৃঙ্খলায় অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে ইংরাজরাজের অনুগ্রহে সালিমপুরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ ব্যতীত মঝৌলিতে চারিটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে কুণ্ডিলপুর গ্রামে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

মঞ্চ (পুং) মঞ্চতি উচ্চীভবতীতি মচি-অচ্। ১ খট্টা। ২ কর্ণবংশ, চলিত মাচা। ৩ উচ্চ মণ্ডপবিশেষ।

"দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনম্।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (স্মৃতি)

মঞ্চক (পুং) মঞ্চ-স্বার্থে কন্। ১ খট্টা।

"বাদিধানী তু কুম্ভ মার্জ্জনী মঞ্চকস্তথা।
অহৃত মংশভিন্দেতি বুদ্ধিজ্ঞমেব নৌ॥" (কথাসরিৎসা° ২৭।২১)

২ ইন্দ্রকোষ। ৩ উচ্চমণ্ডপ। (ত্রিকা°)

মঞ্চকপত্রী (স্ত্রী) স্বর্ণজীবন্তা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বিষঘ্ন, কফ, বাত, জ্বর, কাস ও কৃমিনাশক।

মঞ্চ কাশ্রয় (পুং) মঞ্চকঃ খট্টাদিরাশ্রয়ো, যস্য। মৎকুণ, চলিত ছারপোকা। (রাজনি°)

মঞ্চকাসুর (পুং) অসুরভেদ।

মঞ্চন আচার্য্য, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র-প্রয়োগ-দীপিকা প্রণেতা।

মঞ্চমণ্ডপ (পুং) মঞ্চো মণ্ডপ ইব। শস্যরক্ষার্থ কুটীর। চলিত টঙ্, পর্য্যায়—কুড্রঙ্গ। (হারাবলী) কৃষকেরা শস্য-রক্ষার জন্ত মাঠের মাঝে উচ্চ করিয়া মাচার মত প্রস্তুত করে, উহাকে মঞ্চমণ্ডপ কহে। উহারা এই মঞ্চের উপর বাস করিয়া শস্য রক্ষা করিয়া থাকে।

মঞ্চল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আদোনি হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার রামলিঙ্গস্বামী ও মন্ত্রাল বেঙ্কয় মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাঘবেন্দ্রাচার্য্যের মন্দির-গাত্রে একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত মন্দিরদ্বয়ের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রায় ২৫০ শত বর্ষের প্রাচীন একটী সন্ন্যাসীর সমাধি সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। বহু তীর্থযাত্রী এই ক্ষেত্র দর্শনে আগমন করিয়া থাকে।

মঞ্চড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর করাচী জেলার শেহবান্ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী হ্রদ। অক্ষা° ২৬°২২´ হইতে ২৬°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°৩৭´ হইতে ৬৭°৪৭´ পূঃ। আরল ও নারা নদীদ্বয় ইহার মধ্যে নিপতিত হওয়ায় উহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ষার সময় ইহা দৈর্ঘে ২০ মাইল ও প্রস্থে ১০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বর্ষা কমিয়া আসিলে উহার চারি পার্শ্বের জল সরিয়া আইসে, তখন উহার চতুঃপার্শ্বের জলের ব্যাস ১০ মাইল হয়। পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থানে জল কমিয়া যায়, তাহার উপর গম প্রভৃতি শস্যের চাস হইয়া থাকে।

এই হ্রদের পার্শ্বদেশ অল্প অল্প নাবাল। কিন্তু তাহার মধ্যস্থলের গভীরতা অধিক। উহাতে নানাপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য জন্মে। ঐ মৎস্য কাঁঠা মারিয়া ধরিতে হয়। জলাভ্যন্তরে নানাপ্রকার আগাছা থাকায় জাল ফেলিবার উপায় নাই। শীত-কালে প্রস্ফুটিত-পদ্ম শোভিত হ্রদের শোভা অতীব মনোরম।

মঞ্জদিকরা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩৫´ পূঃ। এখানে স্থানীয় জাতদ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

মঞ্জর (স্ত্রী) মঞ্জতি দীপ্যতে ইতি মন্জ-অর। ১ মুক্তা। ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ বল্লী। (শব্দরত্না°)

মঞ্জরাবাদ, মহিসুর রাজ্যের হসন জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গ মাইল। শকলেশপুরে ইহার বিচার সদর অবস্থিত।

পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার বনবিভাগ লইয়া এই সম্পত্তি গঠিত। ইহার প্রাচীন নাম বলম্। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে বিজয়নগর-রাজগণ এই নগর জনপূর্ণ করেন। তাঁহারা পাটেল সর্দারদিগের হস্তে এই স্থানের শাসনভার অর্পণ করিয়া-ছিলেন। ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে অনেক পাজিদার রাজবংশের হস্তে এই স্থান সমর্পিত হয়। ১৭শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহারা এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকারের পর ঐ বংশের শেষ রাজা বেঙ্কটাদ্রি নায়ক স্বীয় রাজসীমা রক্ষা করিতে চেষ্টা পান। উহার দুই বর্ষ পরে তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন। এই তালুক ৪ নাদে ও ২৮ মন্দেশে বিভক্ত। প্রত্যেক নাদে এক এক জন পাটেল ও মন্দেশে এক এক জন সর্দ্দার অবস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ সাধা-রণতঃ বীরচেতা, সকলেই বন্দুক ও তরবার ব্যবহার করে। মঞ্জরাবাদ পর্ব্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর।

মঞ্জরি (স্ত্রী) বল্লরি। বল্লতে বৃণোতি তরুং বল্লরিঃ বর্ণান্ বল-ড, বৃত্তৌ নারীতি অরি, মন্জু মনোজ্ঞতাং রাতীতি মঞ্জরিঃ পূর্ব্বেণ ড়িঃ, মনীষাদিত্বাদ্ধকারস্ত অকারঃ। অভিনবোদ্গতা, সুকুমারা পল্লবাঙ্কুররূপা বল্লরি।

'মঞ্জরির্মঞ্জরী মঞ্জির্বল্লরং ত্রিষু বল্লরী।

বল্লরং ত্রিষু বল্লিশ্চ বল্লরিঃ পত্রনালিকা॥' (হেমচন্দ্র)

বল্লরি ও মঞ্জরিতে প্রভেদ এই,—লতামাত্রই বল্লরি আর অভিনবনির্গতা, আরতা, সুকুমারা সকুসুমা বা অকুসুমা লতাই মঞ্জরী। যথা—চূতমঞ্জরি; কদলীমঞ্জরি।

মঞ্জরিকা (স্ত্রী) মঞ্জরী।

মঞ্জরিত (ত্রি) মঞ্জর-তারকাদিত্বাদিতচ্। ১ অঙ্কুরিত। ২ মুকুলিত।

মঞ্জরী (স্ত্রী) মঞ্জরি-কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। ১ মুক্তা। ২ তিলবৃক্ষ। ৩ লতা। (শব্দরত্না°)

"নির্গতো মঞ্জরীকুঞ্জাদপক্কং পুরতস্ততঃ।

কক্ষে নীলনিচোলিস্তৌ স কেচিচ্ছাকলোচনঃ॥"

(রাজতরঙ্গিণী ১।২০৭)

৪ মঞ্জরি। (ভরত) ৫ তুলসী। (রাজনি°) ৬ ছন্দো-ভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৬টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"সজসা জলৌগিতি শরগ্রহৈর্মঞ্জরী।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

মঞ্জরীক (পুং) ১ গন্ধতুলসী। ২ মুক্তা। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ তুলসী। ৫ বেতসলতা। ৬ অশোকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মঞ্জরীনম্র (পুং) মঞ্জর্য্যাং নম্রঃ বস্রাদ্যপি নম্রঃ। বেতসবৃক্ষ।

মঞ্জা (স্ত্রী) মঞ্জি-পচাদ্যচ্, টাপ্। ১ ছাগী। ২ মঞ্জরী।

মঞ্জি (পুং) মঞ্জি-ইন্। মঞ্জরী। (ত্রিকা°)

মঞ্জিকা (স্ত্রী) মঞ্জতীতি মঞ্জ-ণ্বুল্, টাপ্, অত ইত্ব। বেশ্যা।

মঞ্জিফলা (স্ত্রী) মঞ্জির্মঞ্জরী ফলেহস্যাঃ। কদলী। (ত্রিকা°)

মঞ্জিল, খাতক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পথ।

মঞ্জিরা, বেরার প্রদেশের ইলিচপুর জেলায় মেলঘাট বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইহার সম্মুখবিস্তৃত পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমে পর্ব্বতকর্ত্তিত গুহামন্দির ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামাদি দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে স্তম্ভাদি অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সন্নিকটবর্ত্তী অধিত্যকা দেশে একটী প্রস্রবণ আছে।

মঞ্জিষ্ঠা (স্ত্রী) অতিশয়েনেয়ং মঞ্জিমতী, মঞ্জিমতী ইষ্ঠ-মতুপ্। স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ লতাবিশেষ (Rubia cordifola, R. Manjishtha)। উত্তর-পশ্চিম হিমালয় হইতে ভারতের পূর্ব্বসীমান্ত এবং দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে এই লতা জন্মে। হিমালয়ের ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে এবং যবদ্বীপ, জাপান ও আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই লতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিকড়ে নানা ভেষজ গুণ আছে। বৎসরের সকল সময়েই ইহার শিকড় পাওয়া যায়। কার্পাস বস্ত্রে রং দিবার জন্য ইহার শিকড়ের বহুল ব্যবহার আছে।

স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—মজীট্, মজীঠ, মঞ্জীঠ ; বাঙ্গালা—মঞ্জিষ্ঠ, মঞ্জীঠ, মঞ্জীট ; আসাম—মজঠি, মজেঠি ; নাগা—এনছ, চেনছ ; খসিয়া—রমহৈ, মণিপুর—মোয়ুম ; ভূটিয়া—লোথ ; লেপ্চা—বোম্ ; ভোট—বৎসোদ ; উড়িয়া—মঞ্জিষ্ঠা ; কুমায়ুন—মজেঠি, মঞ্জীট ; কাশ্মীর—দণ্ড, কহর ঘাস ; পঞ্জাব—কুকরফলী, তিউর, মঞ্জিট, খুরী, শেনী, রুণা, মীটু, মজীট, মুজৎ, রুখদ ; দাক্ষিণাত্য—মঞ্জীট ; বোম্বাই—মঞ্জীট, মদর ; মরাঠী—মঞ্জেঠ, তামিল—মঞ্জিট্টি, শেবেল্লী ; তেলগু—তাম্রবল্লী, মঞ্জিষ্টিগে, মঞ্জিষ্ট, তীগে, চিম্বলি ; কণাড়ি—মঞ্জুষ্ট ; মলয়—মনচেট্টি ; শিঙ্গাপুর—মঞ্জিষ্ঠ, বেলমদত্ত ; পারস্য—রুণাস।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, কালমেষী, কালা, জিঙ্গি, ভণ্ডিরী, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, হরিণী, রক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রা, রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, বিজয়া, মণ্ডূকা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কালভাণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্ডীরলতিকা, রাগাঙ্গী, বস্ত্রভূষণা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার শিকড়ে ও ডাঁটার বস্ত্রাদি কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রের রং হয়। প্রথমে শিকড় ও ডাঁটা উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই চূর্ণ জলে দিয়া অগ্নির তাপে উত্তমরূপে ফোটাইবে। জলে লাল রঙ হইলে উহাকে স্থায়ী করিবার জন্য তাহাতে ফট্‌কিরি নিক্ষেপ করিবে।

হাকিমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ও বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার গুণাবলী লিখিত আছে। পক্ষাঘাত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রজঃকৃচ্ছ্র ও ক্ষত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধুর শিকড় ও আমানি একত্র মর্দ্দন করিয়া অস্থি ভগ্ন জন্য স্ফীত স্থানে প্রলেপ দিলে ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ভিজান জল বা কাথ জরায়ুস্রাব, মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহার গুণ—মধুর, কষায়, উষ্ণ, গুরু, ব্রণ, মেহ, জ্বর, শ্লেষ্ম, বিষ ও নেত্র-রোগনাশক। এই মঞ্জিষ্ঠা চারি জাতীয় যথা,—চোল, যোজনী, কৌস্তী ও সিংহলী। (রাজনি°) কুষ্ঠ, স্বরভঙ্গ, ও শোথনাশক এবং বর্ণাধিকারক। (রাজব°)

মঞ্জিষ্ঠামেহ (পুং) পিত্তজ প্রমেহভেদ। এই মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠার জলের ন্যায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

মঞ্জিষ্ঠাদ্যঘৃত (ক্লী) শারীর-ব্রণাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন ও মূর্ব্বা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত পাক করিলে এই ঘৃত প্রস্তুত হয়। যে কোন প্রকার অগ্নি দগ্ধ হইলে এই ঘৃতের প্রলেপ দিলে উহা অচিরে প্রশমিত হয়।

"মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্ব্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধনামেতদ্রোপণমিষ্যতে ॥" (রসর°)

মঞ্জিষ্ঠাদ্যতৈল (ক্লী) তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—তৈল ৪ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, মুগমাষুল মিলিত ১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, এই তৈল লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° সদ্যোব্রণা°)

২ ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—তিলতৈল অর্দ্ধশরাব, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মধুকপুষ্প, লাক্ষা, মাতুলঙ্গমূল, যষ্টিমধু ২ তোলা ও ছাগীদুগ্ধ ১ শরাব। তৈলপাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল লেপন করিলে নীলিকা ও পীড়কা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (রসক°)

মঞ্জিষ্ঠারাগ (পুং) মঞ্জিষ্ঠেব রাগঃ। সাহিত্যদর্পণোক্ত পূর্ব্বরাগ ভেদ। নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা এই তিন প্রকার পূর্ব্বরাগ। ইহার মধ্যে যে অনুরাগ নষ্ট হয় না এবং অত্যন্ত শোভিত হয়, তাহাকে মঞ্জিষ্ঠা রাগ কহে।

"নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা।
মঞ্জিষ্ঠারাগমাহুস্তং যন্নাপৈত্যতিশোভতে ॥" (সাহিত্যদ°৩।২১৭)

মঞ্জী (স্ত্রী) মঞ্জয়তি দীপ্যতে ইতি মঞ্জি ইন্। কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। মঞ্জরী। (ত্রিকা০)

মঞ্জীর (পুং ক্লী) মঞ্জতি মধুরং শব্দায়তে ইতি মনজ-ধ্বনৌ বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ নূপুর। (অমর)

"মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।" (গীতগো০ ৫।১১)

(পুং) ২ মন্থানদণ্ড-রজ্জুবন্ধনার্থ স্তম্ভ, পর্য্যায়— বিকস্ত, কুটর। (হেম) ৩ জনৈক প্রাচীন কবি। ৪ পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

মঞ্জীর (পুং) ১ পায়ের অলঙ্কারভেদ। ২ মন্থান দণ্ডের আশ্রয়ীভূত স্তম্ভবিশেষ। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর। ইহার ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১০ ও ১২ অক্ষর গুরু; তদ্ভিন্ন লঘু।

মঞ্জীরক (পুং) মঞ্জীর ইব কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। নূপুর-ধ্বনিতুল্য ধ্বনিযুক্ত।

মঞ্জীরা (স্ত্রী) নদীভেদ।

মঞ্জু (ত্রি) মঞ্জতীতি মঞ্জ-ধ্বনৌ সৌত্রধাতুঃ (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি কু। মনোজ্ঞ, মনোহর।

"ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম" (পদাঙ্কদূত ১ অঃ)

মঞ্জুকুল (পুং) জনৈক বৌদ্ধযতি।

মঞ্জুকেশিন্ (পুং) মঞ্জবো মনোহরাঃ কেশাঃ সন্ত্যস্য, ইনি। শ্রীকৃষ্ণ। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ সুন্দরকেশবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্, মঞ্জুকেশিনী।

মঞ্জুগমন (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং গমনং যস্য। সুন্দরগামী, উত্তম গমনযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। মঞ্জুগমনা, হংসী।

মঞ্জুগর্ত্ত (পুং) নেপাল রাজ্য। [নেপাল দেখ।]

মঞ্জুগীতি (স্ত্রী) সুমধুর গীত, মনোজ্ঞ গান। ২৯+৩০ পদ-যুক্ত ছন্দোভেদ।

মঞ্জুঘোষ (পুং) মঞ্জু মনোহরো ঘোষঃ শব্দঃ যস্য। ১ পূর্ব্ব-জিনভেদ। (ত্রিকা০) ২ তান্ত্রিকদিগের উপাস্য দেবতা বিশেষ।

"জাড্যোদ্ঘতিমিরধ্বংসী সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীমঞ্জুঘোষো জয়তাং সাধকানাং সুখাবহঃ॥" (তন্ত্রসার)

মঞ্জুঘোষের পূজা করিলে জড়তা সকল বিদূরিত হয় এবং ভবসমুদ্র হইতে পার হওয়া যায়। তন্ত্রসারে পূজায় বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ইহার ধ্যান—

"শশধরমিব শুভ্রং খড়্গপুস্তাঙ্কপাণিং
সুরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচূড়ং কুমারম্।
পৃথুতরবরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং
কুমতিদহনদক্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি॥" (তন্ত্রসার)

স্ত্রিয়াং টাপ্। অপ্সরাবিশেষ।

মঞ্জুঘোষ, জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকল্পে চীনদেশে গমন করেন। প্রবাদ, এই মহাত্মা চীনরাজ্য হইতে নেপালে চীনদেশবাসী বৌদ্ধ লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইনিই নেপালের উপত্যকা-গহ্বর ভেদ করিয়া সঞ্চিত জল-রাশি নিষ্কাশন দ্বারা সেই দেশ বাসোপযোগী করিয়াছিলেন। নেপালে জ্যোতীরূপ আদি বুদ্ধমন্দির স্থাপন ও ধর্ম্মাকরকে নেপাল রাজসিংহাসনে স্থাপন ইঁহারই কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নেপালে ইনি মহাযান মতাবলম্বীদিগের দ্বারা বিশেষ সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্মসূচী গ্রন্থের প্রারম্ভে 'ওঁ নমো মঞ্জুনাথায়। জগদ্গুরুং মঞ্জুঘোষং নত্বা বাক্কায়চেতসা।' ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। [নেপাল দেখ]

মঞ্জুদেব, চীনদেশস্থ মঞ্জুশ্রী পর্ব্বতের* জনৈক রাজা। স্বয়ম্ভূ পুরাণে লিখিত আছে,—তিনি স্বীয় বরদা ও মোক্ষদা নাম্নী পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বয়ম্ভূক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন। মঞ্জুদেব নেপালের হ্রদ হাজর কুম্ভীরে পূর্ণ দেখিয়া স্বীয় অস্ত্র দ্বারা উপত্যকা ভূমি ভেদ করিয়া দেন। যথাক্রমে কপোতল, গন্ধবতী, মৃগস্থলী, গোকর্ণ, বরাহ ও স্রোতবতী প্রভৃতি উপত্যকার দক্ষিণ দেশ উৎখাত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি পদ্মগিরির উপরিস্থ হ্রদ কাটিয়া দেন, উহাই পরম পবিত্র উপচ্ছন্দ পীঠ-নামে খ্যাত, এখানে খগাননা দেবীর মন্দির অবস্থিত।

মঞ্জুদেব (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুশ্রী। (ত্রিকা০)

মঞ্জুনন্দী, জনৈক প্রাচীন কবি। জীবনাগের পুত্র।

মঞ্জুনাথ, নেপালপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। ইনি মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুশ্রী নামেও বিঘোষিত হইয়া থাকেন।

মঞ্জুনাশী (স্ত্রী) সুন্দরী রমণী। যাহার রূপে অপর রমণীর রূপ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়। ২ শচী ও দুর্গার নামান্তর।

মঞ্জুনেত্র (ত্রি) সুন্দর চক্ষুর্বিশিষ্ট। (পুং) সুন্দর নেত্র।

মঞ্জুপত্তন্ (ক্লী) মঞ্জুশ্রী প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

মঞ্জুপাঠক (পুং) মঞ্জু মনোহরং পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্। ১ শুক পক্ষী। (রাজনি০) (ত্রি) ২ সুন্দর পাঠকর্ত্তা।

মঞ্জুপ্রাণ (পুং) মঞ্জবঃ প্রাণাঃ যস্য, সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ মহাপ্রাণ-ত্বাদস্য তথাত্বং। ব্রহ্মা। (জটাধর)

---

* এই পর্ব্বতের প্রাচীন নাম পঞ্চশীর্ষ শৈল। উহার এক একটী শৃঙ্গ যথাক্রমে হীরক, ইন্দ্রনীল, মরকত, মাণিক ও বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত। অনেকে এই পর্ব্বত আসামের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

মঞ্জুভট্ট, অমরকোষ-টীকাপ্রণেতা।

মঞ্জুভদ্র (পুং) মঞ্জু মনোহরং ভদ্রং মঙ্গলং যস্য। জিনবিশেষ, পর্য্যায়—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান্, স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিরাট্, নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শার্দ্দূল-বাহন, ধিয়াম্পতি, পূর্ব্বজিন, খড়্গী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিকা॰)

মঞ্জুভাষিন্ (ত্রি) মঞ্জু ভাষতে ভাষ-ণিনি। সুন্দরভাষী, যিনি উত্তমরূপ বলেন। (স্ত্রিয়াং ঙীষ্) মঞ্জুভাষিণী। ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সজসা জগৌ ভবতি মঞ্জুভাষিণী" (বৃত্তরত্না॰)

এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মঞ্জুল (ক্লী) মঞ্জু মঞ্জুত্বমস্ত্যস্যেতি (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। ১ জলাকুল। ২ নিকুঞ্জ। (মেদিনী) ৩ শবল। (বিশ্ব) (পুং) ৪ জলরঙ্কপক্ষী। (ত্রি) ৫ সুন্দর, মনোহর।

"মঞ্জুলং যৌবনোদ্ভেদং প্রাপ শ্রীরিব মাধবে।"

(কালিকাপুরাণ ৪৮ অ॰)

স্ত্রিয়াং টাপ্, মঞ্জুলা। ৬ নদীভেদ।

"চিত্রোপলাং চিত্ররথাং মঞ্জুলাং বাহিনীং তথা।"(ভা॰ ৬।৯।৩৪)

মঞ্জুবজ্র, বৌদ্ধ দেবতাভেদ।

মঞ্জুবাদিন্ (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং বদতি বদ-ণিনি। মনোহর বাক্যযুক্ত, মঞ্জুভাষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

মঞ্জুশ্রী (পুং) মঞ্জুমনোহরা শ্রীঃ শোভা যস্য। মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা॰)

মঞ্জুশ্রী, ১ স্বয়ম্ভূ-পুরাণবর্ণিত চীনদেশান্তর্গত একটী পর্ব্বত। ২ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জুঘোষ। তিনি ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকল্পে চীনরাজ্য পর্য্যন্ত গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নেপাল-উপত্যকায় বসবাস করিয়াছিলেন।

[নেপাল, মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুদেব শব্দ দেখ।]

আর্য্যগণ্ডব্যূহ, পরমার্থনামসঙ্গীত, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক সুগতাবদান, স্বয়ম্ভূ স্তব প্রভৃতি গ্রন্থে মঞ্জুশ্রীর মাহাত্ম্য, স্তব ও পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, শিষ্যমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জুশ্রী আসাম প্রদেশান্তর্গত সপ্তশীর্ষ পর্ব্বত হইতে নেপাল রাজ্যে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাযান মতাবলম্বিগণ যে মঞ্জুশ্রীর পূজা করিয়া থাকে, তাহা কি এই, অথবা তন্ত্রগ্রন্থে মঞ্জুঘোষ বা মঞ্জুশ্রীর যে পূজাবিধির উল্লেখ আছে, তাহাই কি বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে গৃহীত?

মঞ্জুশ্রী কীর্ত্তি ভোটদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ লামা।

মঞ্জুশ্রীপ্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধদিগের ধারণী বিশেষ।

মঞ্জুহাসিন্ (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং হসতি হস-ণিনি। মধুর হাস্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মঞ্জুহাসিনী—ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—"জভৌ সজৌ গো ভবতি মঞ্জুহাসিনী" (বৃত্তরত্না॰ টীকা॰) এই ছন্দের ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মঞ্জুষা (স্ত্রী) মঞ্জুষা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মঞ্জূষা, পোটিকা, চলিত পেটরা।

'মঞ্জুষাপি চ মঞ্জূষা পোটা চ পোটিকেত্যপি।'

(শব্দরত্নাবলী)

মঞ্জুসৌরভ (ক্লী) ছন্দোভেদ।

মঞ্জুস্বর (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুশ্রী।

মঞ্জূষা (স্ত্রী) মজ্জতি দ্রব্যমস্মিন্ (মস্জেঃ সুম্চ। উণ্ ৪।৭৭) ইতি মস্জ ঊষন্, সুম্চ সচ অচোঽন্ত্যাৎ পরঃ, ততো জশ্ত্বশ্চুত্বে মধ্যমস্য লোপাৎ সাধুঃ। পিটক, পোটিকা, পেটরা।

"মঞ্জূষায়াং সুতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ।"

(দেবীভাগ॰ ২।৬।৩৩)

২ পাষাণ। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি॰)

মঞ্জেরী, (মুঞ্জরী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সার মলবার জেলার এরণাড় উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ১১°৬´ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৬°৯´৫০´ পূঃ। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মাপিল্লাগণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাহারা বিশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা উদ্ধত হইয়া সেনানীসহ ইংরাজের দেশীয় সেনাদলকে নিহত করে। পরে বহু য়ুরোপীয় সৈন্যের সাহায্যে তাহাদের বিদ্রোহিতা দমন করা হইয়াছিল। এখানে প্রাচীনতত্ত্বের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কএটী গুহামন্দির ও মুক্রকুর মন্দিরের গাত্রস্থ ১৬৫১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি উল্লেখ যোগ্য।

মঞ্জনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। যমুনাতীরে অবস্থিত।

মঞ্জনপুরপট্টী, আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ২৫°৩১´১২″ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮১°২৫´১২″ পূঃ। এখানে বেণিয়া ও মুসলমানের বাস অধিক। সোমবার ও শুক্রবার হাট বসে। ঐ হাটে নানা স্থানের জাতদ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

মট, সাদ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মটতি। লোট্ মটতু। লুঙ্ অমটীৎ, অমাটীৎ।

মটচী (স্ত্রী) মটনং মটঃ, মট—অবসাদে ভাবে অপ্, মটঃ চীয়তে প্রাচুর্য্যেণ একত্রিয়তে মট-চি, বাহুলকাৎ ডি, মটচি,

ত্তত: কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্‌। সর্ব্বেষামবসাদকত্বাদস্যাস্তথাত্বং। ১ রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ২ পাষাণবৃষ্টি।

"মটচীহতেষু কুরুষাটীক্যা সহ" (ছান্দোগ্য উপ০ ১।১০।১)

মটর (দেশজ) কলায়ভেদ, দাইল ভেদ। ভোয়া মটর ও পায়রা ভেদে ইহা দুই প্রকার। এই মটরই কাচা অবস্থায় কলায় শুঁটি নামে অভিহিত হয়। পরিণত অবস্থায় শুষ্ক হইলে ইহাকে মটর বলে। কলাই শুটীর মটর শ্বেতবর্ণের হয় এবং পায়রা মটরগুলি উহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও সবুজবর্ণের হইয়া থাকে।'

মটরমালা (দেশজ) অলঙ্কার ভেদ। এই অলঙ্কার গলদেশে ব্যবহৃত হয়, (Necklace)।

মটরাশাড়া (দেশজ) পট্টবস্ত্রভেদ, এক প্রকার রেশমজাত বস্ত্র।

মটস্ফটি (পুং) মটং অবসাদং স্ফটতি নিরাকরোতি স্ফট-ই। দর্পারম্ভ। (জটাধর)

মটী (দেশজ) ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রভেদ।

মট্‌কা (দেশজ) গৃহাদির শিরোভাগ। চলিত ঘরের মট্‌কা। ২ আসামের পট্টবস্ত্র ভেদ। ইহা এক প্রকার রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র, রেশম হইতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সূত্র দ্বারা গরদ এঁড়ি প্রভৃতি বস্ত্র এবং খারাপ রেশম ও তুলা নির্ম্মিত সূতা দ্বারা প্রস্তুত নিকৃষ্ট বস্ত্র মট্‌কা নামে খ্যাত।

মটকান (দেশজ) ১ ভাঙ্গিয়া ফেলন, মুচড়িয়া ফেলন, যেমন ঘাড় মটকান। ২ আঙ্গুল মুচড়াইয়া মট্‌মট্‌ শব্দকরণ।

মটুক (দেশজ) মুকুট, কিরীট।

মটুকাধারী, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ। রামাৎ, নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী বিষ্ণূপাসকগণ বিশেষ বিশেষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। যাহারা মটুকা অর্থাৎ বৃহৎ হণ্ডা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা মটুকাধারী নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানী সংযোগী অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা মটুকা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা করে। কখন কোন ব্যক্তি একাকী কখন বা বহুব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া ঐ মটুকা পূর্ণ করিয়া দেয়। একস্থানে থাকিয়া তাহাদের ভিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহাদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করা বিধি নহে।

মট্টক (ক্লী) মঠতি বসত্যত্রেতি মঠ-অপ্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ টাগমে সাধুঃ। গৃহের শিরোভাগ, চলিত মট্‌কা।

মট্টী, সহ্যাদ্রিপর্ব্বতস্থিত একটী গ্রাম। (সহ্য ২।১৫।১১)

মঠ, ১ বাস। ২ মর্দ্দন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ বাসার্থে অক০ মর্দ্দনার্থে সক০ সেট্‌। লট্‌ মঠতি। লোট্‌ মঠতু। লুঙ্‌ অমঠীৎ, অমাঠীৎ।

মঠ, অধ্যাস। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্‌, ইদিৎ। লট্‌ মণ্ঠতে। লোট্‌ মণ্ঠতাং। লিট্‌ মমণ্ঠে। লুঙ্‌ অমণ্ঠিষ্ট।

মঠ (পুং) মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাদয়োঽত্র মঠ-অল্‌। ছাত্রাদি নিলয়, যে স্থলে ছাত্রাদি অধ্যয়ন জন্য অবস্থান করে। পরিব্রাজক ও ক্ষপণকাদির অবস্থান স্থানও মঠ নামে অভিহিত। ২ দেবগৃহ। যিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, অন্তকালে তাঁহার স্বর্গ হয়। শুভদিনে মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। অকালে বা নিষিদ্ধ দিনে প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। যে দিন মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দিন প্রথমে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সঙ্কল্প এইরূপ :—

"ওঁ অদ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্‌গৃহকাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণুসমসংখ্যবর্ষসহস্রাবচ্ছিন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামো বা মঠপ্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রতিষ্ঠার নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠা করিবে। এই প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব স্মৃতির মঠপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

মঠ, ধর্ম্মাচারী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিগণের আবাসস্থান। সংসারলিপ্সা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব সাধারণতঃ যেস্থানে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহাকে মঠ (Monastery) এবং মঠাবাসকে ব্রহ্মচর্য্য (Monastic life) বলা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মঠগুলি বিহার বা সঙ্ঘারাম নামে অভিহিত। সাধারণতঃ মঠে ছাত্র বা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিগণের বাসযোগ্য কএকখানি ঘর, তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের ইষ্টদেবমন্দির, তন্মতপ্রবর্ত্তকের সমাধি বা তন্মতাবলম্বী কোন আচার্য্যের গদি এবং ধর্ম্মশালা ও অভ্যাগত পথিক বা সন্ন্যাসিগণের বাসযোগ্য কএকখানি ঘর থাকে। অতিথিগণ এই মঠের দ্বারে আহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের ব্যয়ভার বহনের জন্য তত্তৎ ধর্ম্মাবলম্বী কোন সাধুজনের ভূমিদান থাকে, এতদ্ভিন্ন ভক্তমণ্ডলীর নিত্য প্রদত্ত উপহার দ্রব্য এবং মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যেই এক একপ্রকার মঠের সকল খরচ সঙ্কুলান হয়। মঠের অধ্যক্ষকে মোহান্ত বলে।

হিন্দুদিগের বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ আছে। শ্রীক্ষেত্রে ঐরূপ আটটী বিভিন্ন মঠ স্থাপিত আছে। বৌদ্ধদিগের ও খৃষ্টানগণের মধ্যে ঐরূপ মঠের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ভারতের গোস্বামী মঠ এবং ব্রহ্মরাজ্যের কেয়াঙ্‌-মঠগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব ও বৌদ্ধমঠের নিদর্শন বলা যায়।

প্রথমে ইজিপ্তবাসী খৃষ্টানদিগের মধ্যে মঠাবাস কল্পিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাত্মা এন্থনি ও পল লোহিতসাগর-কূলে কোণ্ঠীয় মঠের স্থাপন করেন। তদনন্তর য়ুরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই মঠ স্থাপিত হইয়াছে। মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণকে বিবাহ দ্বারা সংসারে লিপ্ত হইতে নাই। কোন কোন সম্প্রদায় মধ্যে সেরূপ নিয়মের নিষেধ নাই।

২ গন্ত্রীরথ। (হারাবলী) ৩ পকখাদ্যবস্তু বিশেষ। ইহার পাকপ্রণালী—

"সমিতা মর্দ্দয়েদম্ভজলেনাপি চ সম্নয়েৎ।
তস্যাস্তু বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্॥
এলালবঙ্গকর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ॥
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধ মঠ ইত্যভিধীয়তে।" (ভাবপ্র০)

গোধূমচূর্ণ উত্তমরূপে জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকাকার প্রস্তুত করিতে হইবে। উহাকে এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পূরাদি মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ক্ষেপণ করিবে, পরে উহা তুলিয়া লইলে মঠ প্রস্তুত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে গজা বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, বলকর, সুমধুর, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং রুচিকর। (ভাবপ্রকাশ)

মঠ (দেশজ) চিনি দ্বারা মঠাকার প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্যবিশেষ।

মঠগ্রাম, সহ্যাদ্রি-সান্নিধ্যে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। (সহ্যা০ ২।১।২৮)

মঠপতি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা স্বভাবতই অপরিষ্কার। বাসভবনে ইহাদের আদৌ যত্ন নাই। নিরন্তর এরূপ অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করিয়াও ইহারা আপনাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে নাই। সকলেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়গঠন। কৃষিকার্য্য ও গো-মহিষাদি পালন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা লিঙ্গায়ত এবং কেহই মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না।

বাসভবনের চতুষ্পার্শ্ব কদর্য্য হইলেও ইহারা আপনাপন অঙ্গসৌষ্টব করিতে জানে। অপর নিকৃষ্ট জাতির ন্যায় তাহারা কখন গাত্র বা বস্ত্র মলিন রাখে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয়। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মপটু, সবল ও বিনয়ী। লিঙ্গায়তগণের পরিচর্য্যা তাহাদের জীবনের একটী প্রধান কর্ম্ম।

লিঙ্গায়তগণের বিবাহে ইহারা নিমন্ত্রিতদিগের আদর অভ্যর্থনা করে এবং বিবাহের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম আদেশ মতে সমাধা করিয়া থাকে। লিঙ্গায়তের মৃত্যুতে ইহারা শবের অঙ্গধৌত করিয়া মুখে বিভূতি মাখাইয়া দেয়। পরে কবর স্থানে যাইয়া পুনরায় শবের মুখ ধোয়াইয়া কবরের মধ্যে পুরিয়া দেয়। তৎপরে গর্ত্ত বোজান হইলে ইহারা পুরোহিতের পদ ধুইয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া আইসে।

বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকল হিন্দু পর্ব্বই পালন করিয়া থাকে। তোতড়স্বামী ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরু।

মঠবার, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গ মাইল। এই স্থান সকল পর্ব্বত ও জঙ্গলে পূর্ণ এবং ভীলসা ও ভীল জাতির বাসস্থান। এখানকার ঠাকুর রণজিৎ সিংহ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

মঠর (পুং) মন্যতে মন্যতেঽববুধ্যতে মন-(বচিমনিভ্যাং চিচ্চ। উণ্ ৫।৩০) ইতি অরশ্চিৎ ঠশ্চান্তাদেশঃ। মুনিবিশেষ। ২ শৌণ্ড। (উজ্জ্বল)

মঠাধিপতি (পুং) মঠস্য অধিপতিঃ। মঠের অধ্যক্ষ।

মঠায়তন (ক্লী) মঠ। সঙ্ঘারাম।

মড়, মোদ। চুরাদি০ উভয়০ অক০ সেট্, ইদিৎ। লট্ মণ্ডয়তি-তে। লোট্ মণ্ডয়তু-তাং। লুঙ্ অমমণ্ডৎ-ত।

মড়, ভূষণ। চুরাদি০ উভয়০ পক্ষে ভ্বাদি০ পরস্মৈ সক০ সেট্. মণ্ডয়তি-তে। ভ্বাদি পক্ষে মণ্ডতি। লুঙ্ অমণ্ডীৎ।

মড়ক (পুং) মণ্ডয়তি ভূষয়তি ক্ষেত্রমিতি মড়ি (কুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২।৩২) ইতি কুন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। শস্যভেদ, চলিত মাড়ুয়াধান। (জটাধর)

মড়ক (দেশজ) মহামারী, যে সময় বহুতর লোকের মৃত্যু হইতে থাকে।

মড়কশিরা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে মড়কশিরা তালুকের সদর কাছারি আছে। প্রবাদ, রত্নগিরি সন্নিহিত রায়গ্নরাজ নামা জনৈক সামন্ত ১৫২০ খৃঃ অব্দে বন কাটাইয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক একটী আঞ্জনেয়ের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করে এবং মুরারি রাও একটী দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নগরের শোভা সম্পাদন করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ নগর আক্রমণপূর্ব্বক এই স্থান অধিকার করে, কিন্তু দুই বৎসর মধ্যে মরাঠাগণ পুনরায় তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা পুনরায় টিপু সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়। শেষোক্ত বর্ষে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর ইহা ইংরাজাধিকৃত হয়। এখানকার চোলরাজ-মন্দিরগাত্রে ৩ খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মড়ল, (দেশজ) গ্রামের প্রধান লোক, মণ্ডল। পল্লীগ্রামে যে সকল লোক সমাজ বা অন্যান্য লোকের উপর কর্তৃত্ব করে, তাহারা মড়ল নামে খ্যাত হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই আখ্যা প্রচলিত। যথা—মড়ল, মাতব্বর।

মড়বারবিলাক্কম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শ্রীবিল্লিপুত্তূর তালুক সদরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানকার সুবৃহৎ ও সুপ্রাচীন শিবমন্দির সমধিক বিখ্যাত। গোপুরের কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি আছে। স্থলপুরাণে এই দেবতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মড়া (দেশজ) মৃত, শব।

মড়াকামড়ি (দেশজ) মৃত্যুকালীন কামড়া লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পুনর্লাঞ্ছনা।

মড়াঞ্চিয়া (দেশজ) মৃতবৎসা, যাহার সন্তান হইয়াই মরে।

মড়্‌কচা (দেশজ) গৃহচ্ছাদের উচ্চাংশ।

মড়্‌কা (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণ, মড়মড়ে।

মড় (পুং) মড় ইতি রৌতি মড্ডু রৌতেড্ডু মনীষাদিত্বাৎ রেফস্য ডত্বং, মজ্জস্তি শব্দা অত্রেতি মজ্জেনিপাতো বা। বাদ্যবিশেষ, বিপুল ডমরু বাদ্য। স্বার্থে ক, মড়ক।

মড়্‌মড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ ভেদ, যথা মড়্‌মড়্ শব্দ।

মঢ়রীপুত্র শকসেন, দাক্ষিণাত্যের জনৈক নরপতি।
[শক ও সাতবাহন রাজবংশ দেখ।]

মঢ়া, উঃ পঃ প্রদেশের দেরাদুন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। যমুনাতীরবর্ত্তী কাল্‌সি নগর হইতে ১২॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি ও ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশেষ আদরের জিনিস। এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষা মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই মন্দিরের উপকরণগুলি কোন সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে গৃহীত। উহার গাত্রস্থিত একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, জালন্ধররাজ চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ঈশ্বরা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। রাজকুমারী ঈশ্বরা সিংহপুররাজ ভাস্করের কন্যা ও কপিলবর্দ্ধন-রাজকন্যা জয়াবলীর গর্ভজাতা। ঐ শিলাফলকে সিংহপুর-রাজবংশের একাদশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। [সিংহপুর দেখ।]

মঢ়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে হিন্দু-মুসলমান-পূজিত শাহ রমজান, মহিসবার বা কানহোবার দর্গা প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা একটী পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। নানাস্থান হইতে হিন্দু ও মুসলমানগণ এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে।

এই দর্গা ও তৎসংলগ্ন কএকটী সমাধিমন্দির ব্যতীত পর্ব্বতোপরি কএকজন হিন্দু রাজা ও সামন্তের বাসভবন দৃষ্ট হয়। দর্গাভ্যন্তরস্থ রমজানের কবর একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা। এস্থান হইতে পর্ব্বতকক্ষে খানিক নিম্নে আসিলে রামজানের সাধনগৃহ। ১৭৩০ খৃঃ অব্দে পিলাজী গাইকবাড় কর্তৃক নির্ম্মিত বর্ত্তমান ইনামদার ও মুজাবরের পূর্ব্বপুরুষের সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। উক্ত সমাধিমন্দির গাত্রে পিলাজী গাইকবাড় ও মহামাত্য চিম্নাজি সামন্তের নামযুক্ত একখানি শিলালিপি আছে। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে শিবাজীর পৌত্র শাহুরাজনির্ম্মিত (১৭৩১ খৃঃ) বার দোয়ারী। প্রবাদ, মাতা যেশুবাই সহ যখন তিনি মোগলশিবিরে বন্দী হন, তখন তাঁহার মাতা পুত্রের নিরাপদ প্রত্যাগমন কামনা করিয়া বারদোয়ারী স্থাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন। শাহুর প্রাসাদের নিকটে ও দর্গা-প্রবেশের সম্মুখে নগরখানা অবস্থিত। উহার ছাদ হইতে প্রাচীন পৈঠান নগর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। বাসিমের বিখ্যাত জমিদার কানুহজি নাএক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই নগর খানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র-সর্দার মোরে দর্গার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ও দুইটা প্রবেশদ্বার এবং আহ্মদনগরের বিখ্যাত খোজা বণিক খাজা সরিফা অপর একটী গেট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিজাপুররাজ ইহার চারি পার্শ্বের মেজে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। কোলাবার ভাউ সাহিব অঙ্গ্রিয়া এখানে একটী রৌপ্য ও পিত্তলের ঘোটক প্রদান করেন।

* হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, রামজানের পূর্ব্বনাম কানহোবা (কানাই ?) ছিল। তিনি ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে পৈঠাননগরে উপনীত হন। এখানে সাদৎআলী নামা জনৈক মুসলমান কর্তৃক তিনি ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দীক্ষার পর তাঁহার শাহ রমজান নামকরণ হয়। একদিন তিনি 'মহিসবার' মৎস্যোপরি আরোহণ করিয়া গোদাবরী পার হইয়াছিলেন। তদবধি মুসলমান-সমাজে তাঁহার পীর শাহ রমজান মহিসবার নাম হয়, কিন্তু হিন্দুগণের নিকট কাণহোবা বলিয়াই পরিচিত।

প্রতিবৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার উদ্দেশে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সমাধিক্ষেত্রের সন্নিকটে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করিয়া অনেক ভক্ত পর্ব্বত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। পীরের কৃপায় তাহাদের শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই।

মণিকণ্ঠ, জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণ। ইনি কারকখণ্ডন, কারকখণ্ডনমণ্ডন, কারকবিচার ও জ্ঞানরত্ন নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মণিকর্ণ (পুং) কামরূপস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। ভস্মকূটের ঈশানদিকে মণিকূট নামে এক মহাগিরি আছে, এই পর্ব্বতে স্বয়ং মহাদেব মণিকর্ণ নামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন।

"ভস্মকূটস্য চেশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ।
মণিকর্ণো নাম হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ॥
স সদ্যোজাতরূপস্তু মণিকর্ণ ইতীরিতঃ।
সদ্যোজাতস্য মন্ত্রেণ পূজিতব্যঃ সদা শিবঃ॥"

(কালিকাপু০ ৮১ অ০)

মণিকর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণে ভবা ইতি কর্ণ (কর্ণললাটাৎ কন্ অলঙ্কারে। পা ৪।৩।৬৫) ইতি কন্, টাপ্, অকারস্য ইত্বং, মণিময়ী কর্ণিকা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ, "সা বিদ্যতে যত্রেতি বা, বিষ্ণোস্তপস্তাপ্রচয়দর্শনাৎ বিস্মিতত্ত্বা শিবস্য মণিময়কুণ্ডলপতনাদস্যাস্তথাত্বং।" কাশীস্থিত তীর্থবিশেষ। ইহার উৎপত্তি বিবরণ কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

"যদাশ্চর্য্যস্য তপসো মহোপচয়দর্শনাৎ।
যদ্যমান্দোলিতো মৌলির্মহিশ্রবণভূষণঃ॥
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা।
মণিভিঃ খচিতা রম্যা ততোঽস্তু মণিকর্ণিকা॥"

(কাশীখণ্ড ২৬ অ০)

মহাদেব বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন "হে বিষ্ণো! তোমার তপস্যার আতিশয্য দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মে, তজ্জন্য আমি মস্তক আন্দোলন করি, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমূহখচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হয়, এই কারণে ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। হে বিষ্ণো! তুমি স্বীয় চক্র দ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী হইয়াছে, কিন্তু অদ্য মদীয় মণিকর্ণিকা পতিত হওয়াতে ইহা অদ্য হইতে মণিকর্ণিকা নামে বিখ্যাত হইবে।"

মণিকর্ণিকায় স্নান করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। সকল তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, একমাত্র মণিকর্ণিকায় একবার মাত্র মজ্জনস্নান করিলে সেই পুণ্য সম্যক্‌প্রকারে লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, গোময় ও কুশাদি এবং যথাশাস্ত্রোক্ত বারুণমন্ত্র, দূর্ব্বা ও অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে এই মণিকর্ণিকায় স্নান করে, সর্ব্বতীর্থ-স্নান এবং সর্ব্বপ্রকার দান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। যদি কেহ অশ্রদ্ধায়ও যথাবিধানে মণিকর্ণিকায় স্নান করে, তাহা হইলে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মণিকর্ণিকায় শ্রদ্ধাসহকারে যথোক্তবিধানে স্নান করিয়া তিল, কুশ ও যব প্রভৃতি দ্বারা দেব ও পিতৃতর্পণ করিলে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত মণিকর্ণিকায় স্নান ও তর্পণ করিয়া অভীষ্ট মন্ত্রজপ করিলে সকল মন্ত্রজপের ফল লাভ হয়। মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে সকল যজ্ঞাদির ফল হয়। (কাশীখ০ ২৬ অ০)

[বিশেষ বিবরণ কাশীশব্দে দেখ।]

২ মণিময় কর্ণভূষণ।

মণিকর্ণীশ্বর (পুং) মণিকর্ণ্যা মণিকর্ণ্যাং বা ঈশ্বরঃ। কাশীস্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—কাশীযাত্রিগণ মৎস্যোদরীতে স্নানাদি করিয়া প্রথমে ওঁকারেশ্বরকে দর্শন করিবে। তৎপরে ত্রিবিষ্টপ, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর এবং মণিকর্ণীশ্বরকে দর্শন করিবে। তৎপরে অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করা বিধেয়। এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে দর্শনাদি করাই উচিত, ইচ্ছানুসারে পর পর নিয়মভঙ্গ করিয়া দর্শনাদি করিলে ফলের হানি হইবে।*

মণিকর্ণেশ্বর (পুং) মণিকর্ণস্তদাখ্য ঈশ্বরঃ। কামরূপস্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ।

"সর্ব্বতীর্থজলে স্নাত্বা স্পৃষ্ট্বা চক্রং সবাসসং।
মণিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুক্তিস্তস্যাচলং গতে॥"

(কালিকাপুরাণ ৮১ অ০)

মণিকাচ (পুং) কাচবিশেষ।

মণিকানন (ক্লী) মণীনাং কাননমিব বহুমণিধারণাদস্য তথাত্বং। ১ কণ্ঠ। (শব্দরত্না০) ২ রত্নবন।

মণিকার (পুং) মণিং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ মণিনির্ম্মিত অলঙ্কারাদিকর্ত্তা, চলিত জহরি। পর্য্যায়—বৈকটিক। (হেম) ২ জ্ঞায়চিন্তামণিকর্ত্তা।

মণিকুট্টিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভা০ শল্যপ০ ৪৭অ০)

* "ওঁকারং প্রথমং পশ্যেৎ মৎস্যোদর্য্যাং কৃতোদকঃ।
ত্রিবিষ্টপং মহাদেবং ততো বৈ কৃত্তিবাসসম্॥
রত্নেশাখ্যং চন্দ্রেশং কেদারঞ্চ ততো ব্রজেৎ।
ধর্ম্মেশ্বরং বীরেশং গচ্ছেৎ কামেশ্বরং ততঃ॥
বিশ্বকর্ম্মেশ্বরাখ্যং মণিকর্ণীশ্বরং ততঃ।
অবিমুক্তেশ্বরং দৃষ্ট্বা ততো বিশ্বেশমর্চ্চয়েৎ॥
এষা যাত্রা প্রযত্নেন কর্ত্তব্যা ক্ষেত্রবাসিভিঃ॥" (কাশীখ০ ১০০অ০)

মণিকুণ্ড, প্রাচীন তীর্থভেদ। (নৃসিংহপুরাণ)

মণিকুসুম (পুং) জিনভেদ।

মণিকূট (পুং) মণয়ঃ মণিময়ানি কূটানি শিখরাণি যস্য। কামরূপস্থিত একটী পর্ব্বত। ভস্মকূটের ঈশানদিকে মণিকূট নামে একটী মহাগিরি আছে, মণিকূট ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে লৌহিত্য নদী প্রবাহিত। এই মণিকূট পর্ব্বতে স্বয়ং বিষ্ণু হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং মহাদেবও মণিকর্ণ নামে লিঙ্গরূপে বিদ্যমান আছেন।

"ভস্মকূটস্য চৈশান্যাং মণিকূটো মহাগিরিঃ।
মণিকর্ণো নাম্নাঃ হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ॥"

(কালিকাপু॰ ৮১ অ॰)

"মণিকূটস্যাথ গিরের্গন্ধমাদনকস্য চ।
মধ্যে প্রবত্তি লৌহিত্যো ব্রহ্মপুত্রঃ সমাশ্রিতঃ॥
"মণিকূটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
স চ ব্যামপ্রমাণেন বিস্তারেণৈব সংস্থিতঃ॥"

(কালিকাপু॰ ৮০ অ॰)

মণিকৃৎ (পুং) মণিং মণিনির্ম্মিতমলঙ্কারং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। মণিকার, জহরি।

মণিকেতু (পুং) কেতুভেদ। (বৃহৎস॰ ১১।৪৪)

মণিখনি (পুং) মণীনাং খনিঃ। মণির আকর, যে স্থলে মণির উৎপত্তি হয়।

মণিগুণনিকর (পুং) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৫টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"বসু-হয়যতিরিহমণিগণনিকরঃ" (বৃত্তরত্না॰) এই ছন্দের প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন সমস্ত লঘু। চই, ছয়, আট ও সাত অক্ষরে ইহার যতি।

মণিগ্রাম, বিন্ধ্যগিরিপার্শ্ববর্ত্তী পর্ণাশা নদীতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম।

মণিগ্রীব (পুং) মণয়ো গ্রীবায়াং কন্ধরায়াং যস্য। কুবেরপুত্র। (শব্দরত্না॰) (ত্রি) ৩ রত্নকন্ধর।

"হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তন্নো বিশ্বে" (ঋক্ ১।১২২।১৪)

'মণিগ্রীবং রত্নাদ্যুপেতকণ্ঠং' (সায়ণ)

মণিচূড় (পুং) ১ জনৈক বিদ্যাধর। ২ সাকেতনগরীর জনৈক অধিপতি।

মণিচূড়াবদানে লিখিত আছে,—সাকেত রাজ ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র জন্মে। ঐ বালকের শিরোদেশে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন একটী মুকুট দেখিয়া রাজা পুত্রের নাম মণিচূড় বা রত্নচূড় রাখিলেন। রাজা মণিচূড় পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় ন্যায়পরতা ও প্রজাবৎসলতায় পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয়ের কোন গুহামধ্যে ভব্যভূতি নামে এক সাধুত্তম বাস করিতেন। একদা তিনি বিচরণকালে, পদ্মদলোপরি স্থাপিতা এক অসাধারণ-রূপলাবণ্যবতী কুমারী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে আপন বাসগুহায় আনয়ন করেন। যোগিবর সেই কন্যার পদ্মাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। ঐ কন্যা মুনির আশ্রমে থাকিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে মণিচূড়-রাজকরে সমর্পণ করেন, পদ্মাবতীর গর্ভে রাজার পদ্মোত্তর নামে এক পুত্র হয়।

পুত্রসহ সুখে রাজ্য শাসন করিতে করিতে রাজা একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞকালে তিনি রাজকোষ মুক্ত করিয়াছিলেন। রাজার দানশীলতা পরীক্ষার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসরূপে রাজসমীপে উপনীত হইয়া নররক্তপানের পিপাসা জানাইলেন। প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে পুণ্যানুষ্ঠানকালে নরহত্যারূপ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে, ভাবিয়া রাজা স্বীয় গ্রীবাদেশ কর্ত্তন করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন, তুমি আমার গ্রীবানিঃসৃত রক্ত পান কর। তৎপরে ঐ রাক্ষস পুনরায় রক্তপানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে রাজা স্বীয় দেহ তাহাকে সমর্পণ করিলেন। রাজার এতাদৃশ দানে পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি তোমার আচরণে চমৎকৃত হইয়াছি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সসাগরা ধরণীশ্বর হও। এক্ষণে তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে তাহা আমাকে বল, আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছি। তচ্ছ্রবণে রাজা বুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। যে হেতু, তাহা মনুষ্যের মুক্তিসাধক হইতে পারে। বরলাভে সার্থকজীবন হইয়া মহারাজ মণিচূড় স্বীয় ধনরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। এমন কি, তিনি এই সময়ে স্বীয় পত্নীপুত্রও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজার দানে প্রলুব্ধ হইয়া দুষ্প্রসহনামা জনৈক রাজা তাঁহার মস্তকের মণি প্রার্থনা করিয়া পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। রাজা সহাস্যবদনে স্বীয় মস্তক হইতে সেই মণি উৎপাটিত করিয়া দিলেন। কিন্তু দৈবপ্রসাদে তাঁহার মস্তকে পুনরায় মণি উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, পূর্ব্ব জন্মে তিনি মণিচূড় ছিলেন। এই মণি প্রাপ্তির কারণ—

এই মণিচূড় রাজা অরুণের পুত্র ছিলেন। রাজা অরুণ শিখি বুদ্ধের সমাধির উপর হীরক-খচিত স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তৎপুত্র ঐ স্তূপের শিরোদেশে স্বীয় মুকুট ও মণি-

মণ্ডিত একটী স্বর্ণচ্ছত্র প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্ত তিনি পরজন্মে মণিচূড় হইয়াছিলেন।

মণিচ্ছিদ্রা (স্ত্রী) মণেরিব ছিদ্রমস্যাঃ। ১ মেধানামক ঔষধ। ২ ঋষভাখ্য ঔষধ। (মেদিনী)

"যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ।
শল্যপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা ॥"

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ৽)

মণিজলা (স্ত্রী) মণিপ্রচুরং জলমস্যাঃ। নদীভেদ।

(ভারত উদ্যোগপ৽ ১১ অ৽)

মণিত (ক্লী) মণ্‌ ভাবে ক্ত। মৈথুনকালীন বাক্য।
"স্তনিতমণিতাদিসুরতে" (সাহিত্যদ৽) পর্য্যায়—রতকূজিত।

"সীৎকৃতানি মণিতং করুণোক্তিঃ
স্নিগ্ধমুক্তমলমর্থবচাংসি।" (শিশুপালবধ ১০।৭৫)

মণিতারক (পুং) মণেরিব দীপ্তিমতী তারকা যস্য। সারসপক্ষী। (রাজনি৽) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌।

মণিত্থ (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌। বরাহমিহির ও কেশবার্ক ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাজকমণিত্থ, তাজিকগ্রন্থ ও সারাবলী নামক কয়খানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইঁহার গ্রীক নাম Manetho.

মণিদত্ত (পুং) জনৈক বণক্‌পতি।

মণিদর্পণ (ত্রি) মণিবিমণ্ডিত দর্পণ।

"কিমন্তদ্‌ ভূভুজাবাসনিবাসিন্তা জয়প্রিয়ঃ।
চত্বারোঽস্থুষোঽভুবন্বিলাসমণিদর্পণাঃ ॥" (রাজত৽৪।৫৯৪)

মণিদোষ (পুং) রত্নাদির অভিজাত দোষ। পরীক্ষকগণ রত্ন-পরীক্ষাদ্বারা ঐ দোষ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

মণিদ্বীপ (পুং ক্লী) মণিপ্রচুরো দ্বীপঃ। ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে পদ্মরাগাদি মণিময় অন্তরীপ। এই দ্বীপ ত্রিপুরসুন্দরীর বাসস্থান।

"সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিসরে
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতি ন চ চিদানন্দলহরীম্‌ ॥" (আনন্দলহরী)

মণিধনু (পুং) ১ মণিখচিত ধনু। ২ রাজপুত্রভেদ।

মণিধনুস্‌ (ক্লী) রামধনু।

মণিনন্দ, সিদ্ধান্তচন্দ্রিকটিপ্পনি নামক ব্যাকরণ প্রণেতা।

মণিনন্দপণ্ডিত, ব্যবহারমহোদয় নামক জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা।

মণিনাগ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ৽ ৩৫ অ৽)

মণিপদ্ম (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মণিপর্ব্বত (পুং) মণীনাং পর্ব্বতঃ। গিরিবিশেষ।

"ততোঽভ্যরাদ্গিরিশ্রেষ্ঠমন্তিতো মণিপর্ব্বতম্‌।
তত্র পুণ্যা বভূর্বাতা হরুবংশ্চারলাঃ প্রভাঃ ॥"

(হরিবং৽ নরকবধাধ্যায়)

মণিপালিন্‌ (ত্রি) মণিং পালয়তি পালি-ইনি। ১ মণিপালক। তস্য ধর্ম্মং মহিষ্যাদিত্বাদণ্‌। মাণিপাল তাহার ধর্ম্ম। মণিপালকের ধর্ম্ম। তস্যাপত্যং রেবত্যাদিত্বাৎ ঠক্‌। মাণিপালিক তদপত্য।

মণিপুচ্ছী (স্ত্রী) মণিরিব পুচ্ছং যস্যাঃ ঙীষ্‌। মণিতুল্য পুচ্ছযুতা স্ত্রী।

মণিপুষ্পক (পুং) সহদেবের শঙ্খ।

"অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥" (গীতা ১।১৬)

মণিপুর (ক্লী) ষট্‌চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয় চক্র।

"তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্‌।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ।
মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে ॥
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্‌।
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকনকারণম্‌ ॥"

(নির্ব্বাণতন্ত্র ৬ পটল)

এই পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত; ইহা মেঘ ও বিদ্যুতের ন্যায় আভাযুক্ত, মহাপ্রভাবিত, ও তেজোময়। মণির ন্যায় এই পদ্ম ভিন্ন বলিয়া ইহার নাম মণিপুর। এই পদ্মে দশটী দল, এবং দশটী দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত অক্ষর সকল আছে, এই পদ্ম শিব কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে।

এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে সুদুর্লভ মহাপদ্ম অবস্থিত।

"এতৎ পদ্মস্যোর্দ্ধদেশে মহাপদ্মং সুদুর্লভম্‌।
দশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ঘোররূপকম্‌ ॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র ৬ প৽)

এই পদ্মে দেবতীর্থ, ও পঙ্ককুণ্ড সরোবর আছে। মুক্তিকামী ব্যক্তি এই তীর্থে স্নান করিয়া থাকেন।

"মণিপূরে দেবতীর্থং পঙ্ককুণ্ডং সরোবরম্‌।
তত্র শ্রীকামনাতীর্থং স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি ॥" (রুদ্রযামল)

মণীনাং পুরোঽত্র। ২ স্বনামখ্যাত পুরভেদ।
"চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রষ্টুং মণিপুরপুরং যযৌ।" (ভারত ১।১১৮।২৩)

[কলিঙ্গ দেখ।]

মণিপুর, (পুর) উত্তরপূর্ব্ব ভারতসীমায় অবস্থিত একটী দেশীয় রাজ্য। এখন নামে দেশীয় রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে ইংরাজ-শাসনাধীন। অক্ষা৽ ২৪°৩৫´ হইতে ২৫°৪৮´৩০´´ উঃ দ্রাঘি৽ ৯৩° হইতে ৯৪° ৪০´ পূঃ।

মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড় ও নাগজাতির নিবাস পার্ব্বত্য বনবিভাগ, পশ্চিমে কাছাড় জেলা, পূর্ব্বে উত্তরব্রহ্ম এবং দক্ষিণে লুসাই, কুকি ও সুতি নামক বন্য জাতির নিবাসভূমি।

যে দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ আসাম, কাছাড়, ব্রহ্ম ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেই পার্ব্বত্য ভূভাগের হৃদয়ে উপত্যকার উপর মণিপুর রাজ্য। সমস্ত রাজ্যের আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে প্রকৃত উপত্যকার অংশ প্রায় ৬৫০ বর্গ মাইল।

মণিপুরে গিরিমালা সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণমুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উত্তরাংশের উচ্চতাই অধিক, এমন কি মণিপুরের উপত্যকা হইতে চারিদিনের পথ গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০০ ফিট্ উচ্চ গিরিমালা দৃষ্ট হয়। গিরিমালা প্রায় সর্ব্বত্র অসমতল ও কোণাকার শৃঙ্গযুক্ত হইলেও উপত্যকার কাছে অনেকটা সমতল ও চৌরস বলিয়া বোধ হয়।

উপত্যকার কোলে লোগতাক্ হ্রদ সম্মুখে ও দক্ষিণভাগে প্রসারিত। এই হ্রদের দক্ষিণে পাহাড়ের ধার পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অকর্ষিত ও তৃণজঙ্গলে পূর্ণ। উত্তর ও পূর্ব্বাংশে কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়, তাহার উত্তরাংশে পাহাড়ের কোণে মণিপুর-রাজধানী অবস্থিত। এখানে বহুলোকের বাস ও নানা বৃক্ষসমাকীর্ণ। উত্তর ও পশ্চিম হইতে কতকগুলি নদী আসিয়া লোগ্‌তাক হ্রদে পড়িয়াছে। তন্মধ্যে একটী নদী মণিপুরের রাজধানীর ভিতর গিয়াছে।

মণিপুরের দিকে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহা বালুপাথর ও স্লেটেরই প্রকার ভেদ। কুবো উপত্যকার দিকে হরণস্তুেও ও লোহপ্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়। মণিপুরের উত্তরাংশে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহা খুব শক্ত ও নিরেট, তন্মধ্যে দানাদার (Granite) পাথরও দৃষ্ট হয়। মণিপুরের উত্তর পূর্ব্বে কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ভাল নহে। থোবাল ও লঙ্গতেলের নিকটস্থ পাহাড়ে ছোট ছোট স্রোতস্বতীর গর্ভে লোহা পাওয়া যায়। রাজধানী হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে উপত্যকার উপর লবণকূপ আছে, সেই লবণেই মণিপুরীদিগের অভাব দূর হয়।

মণিপুর রাজ্যের মধ্যে লোগ্‌তাক হ্রদই প্রধান জলাশয়, ইহার আকার অতি বৃহৎ হইলেও বর্ষে বর্ষে ইহার আয়তন কমিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে পূর্ব্বকালে মণিপুর এক বৃহৎ হ্রদাকারে পরিণত ছিল, ক্রমে সেই জলরাশি কমিয়া আসিয়া বর্ত্তমান লোগ্‌তাক হ্রদে পরিণত হইয়াছে। জলরাশির অপর অংশ উপত্যকার নানাস্থানে এখনও বিকীর্ণ রহিয়াছে।

এখানকার উপত্যকায় তেমন বেশী নদী নাই। মণিপুর ও কাছাড়ের পাহাড়ের মধ্যে যে কএকটী নদী আছে, তন্মধ্যে জিরি, মুকুর, বরাক, একঙ্গ, লেঙ্গ্‌বা ও লেইমিতাক প্রধান। জিরি নদীই ইংরাজরাজাসীমা হইতে মণিপুরকে পৃথক্ রাখিয়াছে। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ। বরাক্ নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে মুকুর, একঙ্গ ও তিপাই নদী আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার সকল নদীই হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সকল নদীতেই প্রচুর মৎস্য জন্মে, তন্মধ্যে মহাসের মৎস্যই প্রধান, ও অতি সুস্বাদু বলিয়া আদৃত।

মণিপুর পাহাড়ে নাগেশ্বর, জারুল, তুন, দেবদারু ও সুন্দরী বৃক্ষ জন্মে, এই বৃক্ষের কাষ্ঠ অনেকের ব্যবহারে লাগে। উত্তরাংশে যথেষ্ট বাঁশ ঝাড় দেখা যায়।

এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকায় নানা জাতীয় শস্য ও তরিতরকারী জন্মিয়া থাকে। ধান্যই এখানকার প্রধান শস্য ও মণিপুরীদিগের প্রধান খাদ্য।

উপত্যকায় বন্য পশু বড় দেখা যায় না, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে বহু সংখ্যক দলবদ্ধ হস্তী, ব্যাঘ্র, চিতাবাঘ, বনবিড়াল ও ভল্লুক দৃষ্ট হয়। এখানে নানাজাতীয় হরিণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এখানকার শাম্বর হরিণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে পাহাড়েই কেবল গণ্ডার, বন্য মহিষ ও বন্য গো দেখা যায়। মণিপুরের টাটুঘোড়া প্রসিদ্ধ। বন্যশূকর, খরগোস, উলূক ও লাঙ্গুর নামে এক শ্রেণীর বানর নানা স্থানে বিচরণ করে। সাধারণ পক্ষিসমূহের অভাব নাই, পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে এক প্রকার বৃহৎ কাল বাজপক্ষী দৃষ্ট হয়।

মণিপুরে তেমন বিষধর সর্প নাই, তবে দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গলে বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া আছে। অন্যান্য স্থানেও নানা জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্প রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা বিশেষ অনিষ্টকর নহে। তবে তজলেই নামে একপ্রকার সর্প আছে, তাহার উপর মণিপুরীদিগের যথেষ্ট ভয়। বাঁশঝাড়ে এই সাপের বাস। কেহ অনিষ্ট করিলে অতি উচ্চ হইতে লাফাইয়া সেই ব্যক্তির গলা জড়াইয়া ধরে। ইহার দংশনে অনেক সময়ে প্রাণসংশয় ঘটে।

ইতিহাস।—বঙ্গে কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, মহাভারতে যে মণিপুরের উল্লেখ আছে, যেখানে অর্জ্জুনের সহিত তৎপুত্র বভ্রুবাহনের সংগ্রাম হইয়াছিল, এই সেই মণিপুর। কিন্তু এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। বাস্তবিক

মহাভারতীয় মণিপুরের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম্ সাহেব মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রতনপুরের উত্তরে অবস্থিত মণিপুরকেই চেদিরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ও মহাভারতীয় মণিপুর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।* আবার কেহ কেহ মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী মাইলাপুরকে প্রাচীন মণিপুর বলিয়া মনে করেন। ডাক্তার অপার্ট দাক্ষিণাত্যের মন্দ্রাজ হইতে ৭½ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত বর্ত্তমান মণলুর গ্রামকে মহাভারতীয় মণিপুর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। † আবার অযোধ্যা প্রদেশে সীতাপুর জেলায় প্রবাদ আছে যে, সীতাপুরের ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে মনুআ নামে এক বৃহৎ গ্রাম আছে, ইহাই প্রাচীন মণিপুর, এখানে অর্জ্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হইয়াছিল। ‡

উপরোক্ত কোন মণিপুর মহাভারতের প্রবর ছিল না, আধুনিক অলীক প্রবাদে নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাভারত হইতে জানা যায় যে, মণিপুর কলিঙ্গাধিপ চিত্রাঙ্গদার পিতার রাজধানী এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

(ভারত ১।২১৬ অ০)

কিন্তু উপরে যে সকল মণিপুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনটীই কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কোন কালে গণ্য ছিল না। আমরা কলিঙ্গ শব্দে প্রমাণ করিয়াছি যে বর্ত্তমান গঞ্জাম্ জেলায় চিকাকোলের নিকট যে মনকুর বন্দর আছে, তাহাই কলিঙ্গরাজধানী মহাভারতীয় মণিপুর।

[কলিঙ্গ দেখ।]

বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্য কিছুদিন পূর্ব্বে মণিপুর নামে খ্যাত ছিল না। ব্রহ্মদিগের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, এই স্থান পূর্ব্বে কাশী বা কাথি নামে খ্যাত ছিল, এখনও ব্রহ্মবাসিগণ কসেস বা কথে নামেই এই স্থানের উল্লেখ করিয়া থাকে। পামহেবা নামে এক নাগারাজ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার রাজা হন এবং হিন্দুধর্ম্মগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় রাজধানীর মণিপুর নাম রক্ষা করেন।

বাস্তবিক মণিপুর ও মণিপুরীদিগের প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। মণিপুরীদিগের চেহারা দেখিলেই ইহাদিগকে মোঙ্গলীয় বলিয়া মনে হয়, সেই সঙ্গে যে আর্য্যরক্ত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পোঙ্গের সানরাজের সামন্তরূপে প্রথমে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পোঙ্গাধিপ কোম্বা এখানকার মণিপুরী সর্দ্দারকে আপন প্রিয় সামন্তরূপে প্রথম রাজটীকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইতিহাসে এই ভূভাগের কোন কথা নাই। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নাগাসর্দ্দার পামহেবা এখানকার রাজা হইলেন। তাঁহার হিন্দুধর্ম্মগ্রহণের সঙ্গে তাঁহার নাম হইল গরীব নবাজ। তাঁহার প্রজাগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া সকলে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সেই পর্য্যন্ত মণিপুরিগণ বর্ণধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের কঠোর অনুশাসনসমূহ মানিয়া চলিতেছে।

গরীব নবাজ কএকবার ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ব্রহ্মসৈন্য মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। মণিপুরপতি জয়সিংহ বৃটীশ গবর্মেন্টের সাহায্য গ্রহণ করেন, তদুপলক্ষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মণিপুরপতির সহিত ইংরাজরাজের এক সন্ধি স্থাপিত হয়। মণিপুরের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ বাধিলে ব্রহ্মসৈন্য কাছাড়, আসাম ও মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। সে সময়ে মণিপুরপতি গম্ভীরসিংহ বৃটীশ গবর্মেন্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবার বৃটীশ গবর্মেন্ট মণিপুরপতির সাহায্যার্থ একদল সিপাহী ও কএকজন গোলন্দাজ সৈন্য কাছাড়ে পাঠাইয়া দেন এবং ইংরাজ-সেনানায়কের অধীনে শিক্ষিত মণিপুরী সেনাদল গঠিত হইল। ব্রহ্মসৈন্য মণিপুর হইতে বিতাড়িত এবং সেই সঙ্গে কুবো উপত্যকা হইতে নিংথি নদীতীর পর্য্যন্ত মণিপুররাজ্যের পূর্ব্বসীমাভুক্ত হইল। এখানে সানজাতি আসিয়া বাস করিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেন্টের সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময় মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মণিপুর শান্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।

গম্ভীর সিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তির বয়ঃক্রম একবর্ষ মাত্র, তাঁহার খুল্লতাত (গরীব নবাজের প্রপৌত্র) নরসিংহ রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেন্ট ব্রহ্মরাজকে কুবো উপত্যকা ছাড়িয়া দিলেন, তৎপরিবর্ত্তে মণিপুররাজকে বার্ষিক ৬৩৭০৲ টাকা দিতে সম্মত হন। এই সময়ে মণিপুর রাজ্যের নূতন সীমা অবধারিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেন্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের পরস্পর সংবাদ জ্ঞাপনার্থ একজন পলিটিকাল এজেন্ট নিযুক্ত

* Cunningham's Archaeological Survey Reports. Vol XVII. p. 70.

† Madras Journal for 1879, p. 311.

‡ A. Fuhrer's Monumental Antiquitiese Inscriptions in the N. W. P. and Oudh, p. 289.

হন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নরসিংহের প্রাণসংহারের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায়। রাজমাতা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া পুত্রকে লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসেন। এখন নরসিংহই প্রকৃত রাজা হইলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ (তাঁহার মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত তিনি রাজা ছিলেন।

নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মণিপুরপতি বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু তিন মাস না যাইতে যাইতে প্রকৃত উত্তরাধিকারী চন্দ্রকীর্ত্তি সসৈন্যে মণিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেবেন্দ্র সিংহ কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। এখন চন্দ্রকীর্ত্তিই রাজা হইলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকেও মণিপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, বৈমাত্রেয়গণের গৃহবিবাদে তিনি সদাই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু বহু ষড়যন্ত্র ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও কেহই চন্দ্রকীর্ত্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নাগাযুদ্ধকালে চন্দ্রকীর্ত্তি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। নাগারা যখন ইংরাজের, কোহিমা দুর্গ আক্রমণ করে, সে সময়ে চন্দ্রকীর্ত্তি সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট সেজন্য তাঁহাকে কে, সি, এস, আই উপাধি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ও চন্দ্রকীর্ত্তির সৈন্যগণ ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পত্নীর গর্ভে ৯ পুত্র জন্মে, এক পক্ষে শূরচন্দ্র প্রভৃতি ৫ জন, অপর পক্ষে কুলচন্দ্র, টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ৪ জন। শূরচন্দ্রই প্রথমে পৈতৃক সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বৈমাত্রেয়গণের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া ইংরাজের আশ্রয়ে কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। শূরচন্দ্রের নির্ব্বাসন ঘটিলে কুলচন্দ্র নামে রাজা ও টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে টীকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। কুলচন্দ্রকেও বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এদিকে শূরচন্দ্র কলিকাতায় বড়লাটের নিকট রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির আশায় দরখাস্ত করিলেন। বড়লাট তাঁহাকে কোন আশা দিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু আসামের চিফ্ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিয়া একদল গোর্খা সৈন্য লইয়া মণিপুর যাত্রা করিলেন।

কুইণ্টন পলিটিকাল এজেণ্টের প্রাসাদে এক দরবার আহ্বান করিলেন। বড়লাট সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, মণিপুরে সে কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। পাছে নিজে বন্দী হন, সেই ভয়ে কুলচন্দ্র ইংরাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন না। কুইণ্টন্ টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য কুলচন্দ্রকে জানাইলেন। এ সময়ে টীকেন্দ্রজিতের যথেষ্ট প্রভাব, তাঁহাকে কুলচন্দ্র যথেষ্ট ভয় করিয়া চলিতেন, কাজেই তিনি চিফ্ কমিসনারের আদেশ পালন করিতে পারিলেন না।

কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেল স্কীন্ গোর্খা সৈন্য লইয়া রাজবাটী আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই মণিপুরী সৈন্য প্রস্তুত ছিল। বহু সংখ্যক মণিপুরীর নিকট অল্প সংখ্যক ইংরাজসৈন্য সহজেই পরাস্ত হইল। পলিটিকাল এজেণ্টেরও প্রাসাদ লুণ্ঠিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ বন্দী হইলেন।

শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরাজবিপত্তির সংবাদ আসিল। তিনদিক্ হইতে বৃটীশ সৈন্য প্রবল বেগে মণিপুরে গিয়া পড়িল। সে ভীমবেগ মণিপুরিগণ সহ্য করিতে পারিল না। কুলচন্দ্র ও টীকেন্দ্রজিৎ বন্দী হইলেন। ইংরাজের বিচারে টীকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হইয়া গেল। ইংরাজরাজ মণিপুর রাজবংশীয় এক বালককে সিংহাসনে বসাইলেন, তিনিই এখন নামে মাত্র রাজা। আর ভূতপূর্ব্ব রাজমহিলাগণ এখন পথের ভিখারিণী।

পথ ঘাট।—কাছাড় হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত পথ আছে। ১৮৪২ সালে ব্রহ্মসমর শেষ করিবার পর, ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভবিষ্যৎ সেনাচালনার ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য, এই পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত পথটী ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকে; পরে মণিপুর-রাজের হাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পথটী সম্প্রতি সংস্কৃত হইয়াছে; এই পথেই যাওয়া আসা চলিতেছে। সৈন্যচালনার পক্ষে এই পথই প্রশস্ত। মণিপুর হইতে ইহারই উত্তরদিক্ দিয়া আর একটী পথ কাছাড় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এ পথে কিন্তু চলাফিরা কম। নিজ মণিপুররাজ্যের উপত্যকার উপর দিয়া আরও অনেক পথ গিয়াছে; তাহাতেই অন্তর্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পথ কাঁচা। উপত্যকার চারিদিকে নদী; পুল সেতু অনেক স্থলেই প্রস্তুত করিতে হয়। সেই জন্যই পথ প্রস্তুত করিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা। নদীগুলি কিন্তু সবই সংকীর্ণ। নাগা-প্রদেশে কোহিমা নামক স্থানে ইংরাজের যে ছাউনী আছে, তাহার ১৮ মাইল ঘুরে দিয়া, মণিপুরের দিকে আর একটী পথ গিয়াছে। ব্রহ্মের দিকে তামুর পথ;—এ পথ দুর্গম এবং উঁচুনীচু।

ব্যবসায় বাণিজ্য।— মণিপুরের বহির্ব্বাণিজ্য অধিক নহে। জলপথ না থাকিলে ত আর দেশের জিনিস বিদেশে চালাইবার সুবিধা হয় না। বহির্ব্বাণিজ্য সুচারুরূপে চলিতে পারে, এমন স্থলপথও নাই; এখনও ত মণিপুর পর্য্যন্ত রেল হয় নাই। কিন্তু সে পক্ষে ক্রমেই সুযোগ হইয়া আসিতেছে; আর বড় অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইবে না। অন্তর্ব্বাণিজ্য যেমন চলা উচিত, সেইরূপই আছে। স্থানে স্থানে হাট আছে; হাটের উপযুক্ত ঘাট বাটও না আছে এমন নহে। মণিপুরে নাকি স্ত্রী-স্বাধীনতাটা খুবই আছে। তাই হাটে বাটে রমণীদিগকেই দেখিতে পাওয়া যায়। হাটে মাছ-তরকারী কাপড় চোপড় মিষ্টান্নাদি বেচা কিনা হইয়া থাকে। চাউল ঘরে ঘরেই মজুত থাকে; সকলেরই চাষ আবাদ আছে।

কেনা-বেচা—বিনিময়ে এবং মুদ্রাযোগে চলিয়া থাকে। মণিপুরের টাকশালে একপ্রকার ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার ছয়টীয় আমাদের এক পয়সা। ভারতের ও ব্রহ্মের সকল প্রকার রৌপ্যমুদ্রাই মণিপুরে চলিয়া থাকে।

কাছাড় হইতে নানা দ্রব্য মণিপুরে গিয়া থাকে। তাহার মধ্যে সুপারি, ক্যালিকো কাপড়, বনাত, পিত্তলের বাসন, তামাক, গন্ধমসলা, যন্ত্র তন্ত্র, পশমী কাপড় এইগুলিই প্রধান। বিলাতী দ্রব্যও কাছাড় দিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মণিপুর হইতে অন্যত্র যায় টাটুঘোড়া, মণিপুরী কাপড়, রেশম, বেত, মম, চা-বীজ, হস্তিদন্ত,এবং বংশীবটের নির্য্যাসরূপ রবার। মণিপুর হইতে নাগাপ্রদেশের দিকে যায় টাটু, লৌহ, মদ্য, লবণ, কাপড়; আর সে অঞ্চল হইতে মণিপুরে আসে পিত্তলের বাসন ও কএক প্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরমণি, মম, সর্ষপাদি তৈল শস্য, তুলা এবং বস্ত্র। চারিদিগের পার্ব্বত্য-জাতিও দ্রব্যজাত মণিপুরে লইয়া আইসে।

জাতি ও ধর্ম্ম।—মণিপুর এখন হিন্দুর রাজ্য। হিন্দুর ভিতর জাতিভেদ আছে। শুনিতে পাই, মণিপুরী হিন্দুরা ৮ জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরই সংখ্যা এবং সম্মান অধিক। এখানকার নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্যদিগের পার্ব্বত্যধর্ম্ম, কিন্তু তাহারাও অনেকাংশে হিন্দু, সকলেই দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। কুকি প্রভৃতিও হিন্দুধর্ম্মেরই অনুসরণ করে। মণিপুরের ভদ্রসম্প্রদায়ে এখন হিন্দুধর্ম্মের বৈষ্ণব-শাখাই প্রচলিত; রাজবংশ বৈষ্ণব। নবদ্বীপের গোস্বামী ঠাকুরেরা গিয়া মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সজীব করিয়াছেন।

আচার ব্যবহার।—সম্ভ্রান্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার হিন্দুবৎ বিশুদ্ধ। নীচ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ততটা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। মণিপুরে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত নীচসম্প্রদায়েই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা ও শিক্ষা।—নবদ্বীপের গোস্বামী মহাশয়েরা যে অবধি মন্ত্রগুরু হইয়াছেন, সেই অবধি বঙ্গভাষার ও বঙ্গাক্ষরের আদর হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষিত মণিপুরীদিগের শ্রদ্ধা আছে; শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগ্রন্থের খুবই আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্ব্বত্যজাতির ভাষা স্বতন্ত্র। নাগাসম্প্রদায়ের নাগাভাষা, কুকিসম্প্রদায়ের কুকিভাষা; কিন্তু দুই ভাষায়ই অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। রাজধানীতে একটী ইংরাজিধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেবই উহার প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু মণিপুরে এখনও বিলাতী বিদ্যার আদর বা আধিপত্য হয় নাই।

রাজস্ব।—মণিপুর রাজ্যের রাজস্ব বড় অধিক নহে। ধান চাউলেই অনেকে রাজস্ব দিয়া থাকে; কিন্তু আজ কাল মুদ্রারও চলন হইয়াছে। ভারতের ও ব্রহ্মের রৌপ্যমুদ্রাও মণিপুরে চলিয়া থাকে। মণিপুর রাজ্যে শস্যাদিতে কত টাকার রাজস্ব আদায় হয়, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু দেখা যায়, মুদ্রায় আদায় হয় বৎসর ৬০ হাজার টাকার অধিক নহে। খরচ পত্রও অধিক নহে। রাজকর্ম্মচারীরা সরকারী জমি জরাত ভোগ দখল করিয়া থাকেন।

আদালত।—মণিপুরে দুইটী বড় আদালত আছে; একটী সাধারণ, অপরটী সামরিক। সাধারণ বিচারালয়ে সাধারণ প্রজার মামলা মোকদ্দমা হইয়া থাকে। ইহার নাম চিরাপ। চিরাপ বা সাধারণ বিচারালয়ে ১৩ জন প্রবীণ বিচারপতি থাকেন; সকলেই রাজার নিয়োজিত।

সামরিক বিচারালয়ে ৮ জন প্রবীণ বিচারপতি অধিবেশন করিয়া থাকেন, সকলেই উচ্চপদস্থ সেনানী। এ আদালতে শুদ্ধ সৈনিকদিগেরই বিচার হইয়া থাকে।

শুদ্ধ নারীজাতির জন্য একটী স্বতন্ত্র আদালত আছে, ইহার নাম পাজা। পত্নীপীড়ক পতিদিগকে এই আদালতে যাইতে হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোকদিগকেও এই আদালতের বিচারাধীন হইতে হয়। স্ত্রীলোকের অন্যান্য বিচারও এখানে হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুতর মামলায় সাধারণ আদালতে অর্থাৎ ঐ চিরাপে আপীল হইয়া থাকে।

গো-মেষাদি লইয়া বিবাদ বিসংবাদ হইলে, বা অন্যরূপ সামান্য বিবাদ ঘটিলে, একেবারে বড় আদালতে যাওয়া সহজ বা সুবিধাজনক নহে; সুতরাং অনেকগুলি ছোট আদালতও

রাখিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া মণিপুরে পঞ্চায়ত প্রণালীরও আদর আছে। পঞ্চায়তেও অনেক মোকদ্দমার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু পঞ্চায়তগুলি শুদ্ধ বিবাদ মিটাইয়াই নিশ্চিন্ত নহে। পল্লীমধ্যে কাহারও দুঃখের দশা হইলে, রোগ ব্যাধি হইলে, পঞ্চায়তকে সাহায্য করিতে হয়; অসমর্থ অসম্পন্ন লোকের মৃত্যু হইলে, দাহসংকারাদিরও আয়োজন করিয়া দিতে হয়।

বিচারপ্রথা ও পঞ্চায়তপ্রণালী অতীব প্রশংসনীয়। দৈন্য দুঃখ মণিপুরে বড়ই কম। বিলাসে সামর্থ্য নাই থাকুক, অন্নাভাবে প্রায় কাহাকেও মরিতে হয় না; ততদূর কষ্ট পাইতেও হয় না। রাজধানীতে একটী কারাগার আছে— তাহাতে শতাবধি বন্দী থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র কারাগারও অনেক সময় খালি পড়িয়া থাকে। মণিপুরের বিচারে কারাদণ্ড অপেক্ষা বেত্রদণ্ডেরই পসার অধিক।

সৈন্য-সামন্ত।—মণিপুর ক্ষুদ্ররাজ্য; নিজ মণিপুর উপত্যকায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজারের অধিক লোক নাই। পাহাড়ী বন্য প্রভৃতি লইয়া দুই লক্ষ ২১ হাজার। মণিপুর চারিদিকেই পর্ব্বতপ্রাচারে বেষ্টিত; পথ ঘাট অধিক নাই। নাগা কুকি প্রভৃতির অভিযান হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য অধিক সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। বৃটীশ-চমুর গতিরোধ করিতে পারে, এমন সেনা মণিপুরে কিছুতেই প্রস্তুত হইতে পারে না। আর, ইংরাজই বা অধিক সৈন্য রাখিতে দিবেন কেন? সুতরাং মণিপুরে আছে ৫।৬ হাজার পদাতি সৈন্য, ৫০০ আন্দাজ গোলন্দাজ বা কামানী সৈন্য, আর ৫০০ আন্দাজ তুরুকসওয়ার সৈন্য। হণ্টর বলেন, ইহা ছাড়া ৭০০ আন্দাজ কুকিপল্টন আছে।

কিন্তু মণিপুরীরা বীর, সাহসী এবং যুদ্ধপটু। ভাল না পারুক একরূপ যুদ্ধ করিতে অনেকেই পারে। বন্দুক বারুদেরও উহারা রহস্য জানে। ইংরাজের কাছেও মণিপুররাজ মধ্যে মধ্যে বন্দুক ও দুই একটা কামান উপহার পাইয়াছিলেন। তথাপি মণিপুরে অস্ত্রবল অতি দুর্ব্বল; যোদ্ধৃবলও প্রবল নহে।

মণিপ্রদীপ (পুং) মণিময়ঃ প্রদীপঃ। মণিময় দীপ।

"যত্র স্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্নসংযুতাঃ॥"
(ভাগবত ৪।৯।৬২)

মণিপ্রভা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

মণিবন্ধ (পুং) মণির্বধ্যতে যত্র, অধিকরণে ঘঞ্। প্রকোষ্ঠ ও পাণির সন্ধিস্থান, চলিত কব্জা, পর্য্যায়—মণি, করগ্রন্থি, করগ্রন্থিক। (শব্দরত্না°)

"মণিবন্ধৈস্ত্রিগূঢ়ৈশ্চ সুশ্লিষ্টৈস্তসন্ধিভিঃ।
নৃপো হীনৈঃ করচ্ছেদৈঃ সশব্দৈর্নবর্জ্জিতাঃ॥" (গরুড় ৬৫অ°)

২ সৈন্ধব লবণাকার পর্ব্বতভেদ।

মণিবন্ধন (ক্লী) করগ্রন্থি।

"সা পদা শকলীকৃতা বিশীর্ণমণিবন্ধনা॥" (মহাভারত)

মণিবীজ (পুং) মণিরিব দর্শনীয়ং বীজং যস্য। দাড়িম্ববৃক্ষ।

মণিবেগম, বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের প্রধানা মহিষী। সিরাজ উদ্দৌলার বিবাহকালে মহা ধূমধাম হইয়াছিল, সেই সময়ে বহু নর্ত্তকী পশ্চিম হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে মণিবেগম ও বব্বু বেগম এই দুইজন রূপে গুণে প্রধান ছিল, মীরজাফর এই দুই জনকেই আপনার অন্তঃপুরে রাখিয়াছিলেন। ক্রমে মণিবেগম বুদ্ধিমত্তা ও প্রণয়গুণে মীরজাফরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইলে এই মণিবেগমই তাঁহার প্রধানা বেগম হইয়াছিল।

এই মণিবেগমের গর্ভে মীরজাফরের কএকটী পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে নজম্ উদ্দৌলা ও সইফ্ উদ্দৌলা কিছু দিনের জন্য নবাবী পদ ভোগ করিয়াছিলেন।

নজম্ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় সহোদর মসনদে বসিলেন, তাঁহার মাতা মণিবেগমের হস্তেই কর্তৃত্ব পড়িল। নবাব মীরজাফরের গুপ্ত অর্থভাণ্ডার তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল। সে জন্য তাঁহার প্রতাপও বৃদ্ধি হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বসন্তরোগে সইফ্ উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে বব্বু বেগমের গর্ভজাত (মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র) দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক মোবারক্ উদ্দৌলা নবাব হইলেন। তাঁহার বিমাতা মণিবেগম অভিভাবিকা নিযুক্ত হইল। এই সময়ে নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস 'রাজা গৌড়পৎ' উপাধি সহ নবাবের দেওয়ান হইলেন। তৎপরে নন্দকুমারের ফাঁসি এবং মণিবেগম ও রাজা গুরুদাসকে স্ব স্ব পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল। একে একে ইংরাজ কোম্পানী নবাবগণের সকল অধিকার গ্রাস করিলেন। মণিবেগমও ইংরাজ কোম্পানীর নিকট নানা রূপে লাঞ্ছিত হইয়া অবশেষে ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

মণিভদ্র (পুং) মণিষু ভদ্রঃ, যদ্বা মণিভির্ভদ্রমস্য, মণি-মুক্তাদি ধনাধিক্যাদস্য তথাত্বং। জিনদিগের মধ্যে পূর্ণযক্ষবিশেষ. পর্য্যায়—ভদ্রল, পূর্ণযক্ষ, যক্ষেন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ প্রধান যক্ষভেদ।

"ভবন্তে ত্বাং মানুষীং মর্ত্ত্যাং ন পশ্যামি [illegible]।
তথা নো যক্ষরাড়ত্র মণিভদ্রঃ প্রসীদতু॥" (ভারত [illegible])

১ একজন প্রাচীন কবি। ভাবিভাবনা গ্রন্থে ইহাঁর কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মণিতক্ষক (পুং) ১জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব) ২নাগভেদ।

মণিস্তব (পুং) ধ্যামা বৃক্ষভেদ।

মণিভিত্তি (স্ত্রী) ১ রত্নাদির উপর নির্ম্মিত ভিত্তি। ২ অনন্ত-নাগের আলয়।

মণিভূ (স্ত্রী) মণীনাং ভূঃ, ভূমিঃ আকরঃ। ১ মণিভূমি। খনি। ২ রত্নাদির অধিকারী।

মণিভূমি (স্ত্রী) মণীনাং ভূমিঃ আকরঃ মণিময়ী ভূমিরিতি বা। রত্নের খনি, পর্য্যায়—ভূমিন। (শব্দরত্না০) ২ হিমালয়স্থ একটী পুণ্যক্ষেত্র। স্কন্দপুরাণের হিমবৎখণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। (হিমবৎ ৮।১০৭)

মণিভূমিকা (স্ত্রী) কৃত্রিম পুত্রিকা।

মণিমঙ্গল, মান্দ্রাজ প্রদেশে চেঙ্গলপট জেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম ও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে গোপুরযুক্ত একটী সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির আছে। তাহার আকৃতি অনেকটা মহাবলিপুরের সহদেব-রথের মত। ইহার অনুকরণে বৌদ্ধ চৈত্যগুহা প্রস্তুত হইয়াছে।

মণিমঞ্জরী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"ইমাটৈশ্চঃ স্যাৎ যত নর লঘগাঃ কীর্ত্তিতা মণিমঞ্জরী" (বৃত্তরত্না০)

এই ছন্দের ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মণিমণ্ডন, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা, গোপতির পুত্র। (মহাদ্রি ৩অ১৭)

মণিমণ্ডপ (পুং) মণিময়ঃ মণ্ডপঃ। রত্নময় গৃহ।

"মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং নমামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥"

(রুদ্রযামল বগলাস্তোত্র)

মণিমৎ (ত্রি) মণিরস্ত্যস্যেতি মতুপ্। ১ মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত। (পুং) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ২।৯ অ০) ৩ রাক্ষসবিশেষ, এই রাক্ষস কুবেরের সখা।

"সখা বৈশ্রবণস্যাসীন্মণিমান্ নাম রাক্ষসঃ।" (ভারত ৩।১৬০।৫৭)

৪ পশ্চিমস্থিত দেশভেদ। (বৃহৎস০ ১৪।২০) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৫ পুরভেদ।

"ইল্বলো নাম দৈত্যেন্দ্র আসীৎ কৌরবনন্দন।
মণিমত্যাং পুরী পুরা বাতাপিস্তস্য চানুজঃ॥" (ভারত ৩।৯৬।৪)

মণিমধ্য (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"ভাম্মণিমধ্যং চেদ্ভসগাঃ" (ছন্দোম০)

এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মণিমন্থ (ক্লী) মণিরিব মথ্যতে ইতি মণি-মন্থ-কর্ম্মণি, ঘঞ্। সৈন্ধব লবণ। (রাজনি০) মণয়ঃ মথ্যন্তে উপলান্‌বিদার্য্য গৃহ্যন্তে অত্রাস্মাদেতি মন্থ-অধিকরণাদৌ ঘঞ্। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"মণিমন্থেহথ শৈলে বৈ পুরা সম্পূজিতো ময়া।"

(ভারত ১৩।১৮।৩০)

মণিময় (ত্রি) মণি স্বরূপে ময়ট্। মণিস্বরূপ।

মণিমহেশ (পুং) তীর্থক্ষেত্রভেদ। (রসিকরমণ)

মণিমাজরা, পঞ্জাব প্রদেশের অম্বালা জেলাস্থ একটী নগর। অম্বালা সহর হইতে ২৩ মাইল উত্তরে পর্ব্বতের পাদদেশের নিকট অবস্থিত। অক্ষা০ ৩০°৪২´৪৮´´ উঃ ও দ্রাঘি০ ৭৬° ৫৩´৪৮´´ পূঃ।

শিখ অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই নগরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মোগল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে গরীব দাস নামে একজন শিখসর্দ্দার ৮৪ খানি গ্রাম অধিকার করিয়া মণিমাজরায় প্রধান আড্ডা করেন। তাঁহার পিতা মুসলমানের অধীনে এই ৮৪ গ্রামের তহশীলদার ছিলেন। গরীবদাস পরে পিঞ্জোরদুর্গ অধিকার করিয়া আপনার অধিকার-সীমা বৃদ্ধি করেন। পাতিয়ালার রাজা অল্পদিন পরেই ঐ দুর্গ কাড়িয়া লয়েন। গরীবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল সিংহ ১৮০৯ ও পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করায় রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের শেষ রাজা ভগবান্‌দাস বার্ষিক প্রায় ত্রিশহাজার টাকার জায়গীর ভোগ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি বৃটীশ গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন।

মণিমাজরার নিকট মনসাদেবীর একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই দেবীর মন্দিরে প্রতি বর্ষে একটী মেলা হয়, তাহাতে এখানকার রাজার যথেষ্ট লাভ হইত। এখানে বাঁশের জিনিস, কাঁচ, পর্ব্বতজাত আদা ও অন্য মসলার ব্যবসা হয়।

মণিমালা (স্ত্রী) মণি-নির্ম্মিতা মালা শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। ১ হার। ২ দন্তক্ষত বিশেষ। (মেদিনী০) মণিনির্ম্মিতা মালা যস্যাঃ। ৩ লক্ষ্মী। (শব্দর০) ৪ দীপ্তি। (শব্দমালা) ৫ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"ভ্যো ভো মণিমালাচ্ছিন্নাগুহবক্ত্রৈঃ" (ছন্দোম॰)

এই ছন্দের ৩, ৪, ৭, ৯, ১০ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মণিয়া (দেশজ) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ।(Fringilla Amaudava) ইহারা দেখিতে চড়ুই পক্ষীর ন্যায় ক্ষুদ্রাকার কিন্তু গাত্রবর্ণে নানা রঙ দেখা যায়। কাহারও গাত্র সম্পূর্ণ লাল, কোন কোনটী লাল বিন্দুযুক্ত। কাহারও ঠোঁট কাল, কাহারও বা লাল হইয়া থাকে। ইহারা মৃদুমধুর সুস্বরে কলরব করিয়া থাকে। অনেক গৃহী ব্যক্তি ইহাদের শোভা ও সুমধুর ধ্বনি শুনিবার জন্য একটী বৃহদাকার খাঁচায় অনেকগুলি মণিয়া পাখী পুষিয়া রাখে।

মণিমিশ্র, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইনি ন্যায়রত্ন রচনা করেন। ২ বৃত্তদর্পণ প্রণেতা।

মণিমুক্তা (স্ত্রী) নদীভেদ।

মণিমেখল (ত্রি) রত্নহারবিমণ্ডিত।

মণিমেঘ, (পুং) পর্বতভেদ। ভারতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত জনপদভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৮ অঃ)

মণিয়ার, উঃ পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলাস্থ একটী নগর। ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণকূলে, বাঁসদি হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৫° ৫৯´ ১২´´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৮৪° ১৩´ ৩৮´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে জমিদারগণের সুবৃহৎ বাটী ছিল, এখন সে সমস্ত বিধ্বস্ত। সেই ধ্বংসাবশেষ স্তূপের উপর বর্ত্তমান গৃহবাটিকা-গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। জেলার মধ্যে এই স্থানেই শস্য-বিক্রয়ের প্রধান হাট আছে। চিনি ও কাপড়ের সামান্য ব্যবসা চলে।

মণিয়ারী, মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। লোমি পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ৭০ মাইল আসিয়া শিওনাথে পতিত হইয়াছে।

মণিরঙ্গ, কাশ্মীর রাজ্যস্থ একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা॰ ৩১° ৫৬´ উঃ, দ্রাঘি॰ ৭৮° ২৪´ পূঃ। কুনাবর হইতে চিরতুষারাবৃত দারজ নদীর উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত এই গিরিসঙ্কট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ হইবে। বর্ষ মধ্যে চারিমাস কাল এই পথ দিয়া যাতায়াত চলে।

মণিমেঘ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মণিরত (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

মণিরত্ন (স্ত্রী) জহরতাদি।

মণিরত্নময় (ত্রি) নানা রত্নযুক্ত।

মণিরত্নবৎ (ত্রি) মণিরত্নসদৃশ।

মণিরথ (পুং) ১ মণিময় রথ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ।

মণিরাগ (স্ত্রী) মণেরিব রাগঃ বর্ণোঽস্যাস্ত। হিঙ্গুল। (পুং) মণেঃ রাগঃ। ২ মণির বর্ণ।

মণিরাজ (পুং) মণীনাং রাজা, রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্ ইতি টচ্। মণীন্দ্র, শ্রেষ্ঠমণি, উত্তমরত্ন।

মণিরাম, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। ১ গুণরত্ন-মালা নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার। ২ ভক্তিলহরীপ্রণেতা। ৩ বৃত্তরত্নাবলীরচয়িতা। ৪ শ্লোকসংগ্রহকার। ৫ নীলকণ্ঠের পুত্র, ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ঋতুসংহারচন্দ্রিকা রচনা করেন। ৬ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার, রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়রামের পৌত্র। ইনি কাব্যযথার্থসার ও ভামিনীবিলাসটীকা প্রণয়ন করেন।

মণিরাম দীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত, গঙ্গারামের পুত্র ও শিবদত্ত শর্ম্মার পৌত্র। ইনি রাজা অনূপসিংহের আদেশে অনূপবিলাস বা ধর্ম্মাম্বুধি নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, অনূপ-ব্যবহারসাগর নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র, এবং আচাররত্ন, সময়-রত্ন ও কৃতিবৎসর নামে কএকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

মণিরামপুর, হুগলী জেলাস্থ একটী নগর, এখানে কএকঘর বর্দ্ধিষ্ণু লোক এবং অনেক মৎস্যজীবির বাস। বারাকপুরের নিকট অবস্থিত। এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

মণিরোহিনী, নেপালের স্বয়ম্ভুক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ।

মণিলিঙ্গেশ্বর, স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে অষ্ট বীতরাগ লোকের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধনার্থ অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে এই মণিলিঙ্গেশ্বর একটী।

মণিল (ত্রি) মণি-সিধ্মাদিত্বাদস্ত্যর্থে লচ্। মণিযুক্ত।

মণিব (পুং) মণি-অস্ত্যর্থে ব। ১ নাগভেদ। (পাণিনি)।

মণিবণিক, মণিকার বা লাহারী—নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানবাসী জাতিবিশেষ। পূর্ব্বে এই জাতি অনেক স্থানে 'মণিবণিক' বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন ইহারা জহরতের কার্য্য করিত। কালক্রমে ইহারা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করে। এই জাতি সকলেই হিন্দু। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা নবশাখদিগের মত। নবশাখের সহিত ইহাদের জল প্রচলন ও হুকা ব্যবহার স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। নবদ্বীপের জনৈক রাজা ইহাদিগকে উৎকল হইতে আনয়ন করেন। এই জাতি "লাহারি" বলিয়াও অভিহিত হইত। চলিত ভাষায় লাক্ষাকে 'লাহা' বলে। ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান 'লাহা' হেতু 'শাঁখারি', 'কাঁসারি' শব্দের ন্যায় 'লাহারি' ব্যবহৃত হইত। এখনও অনেক পশ্চিমাঞ্চলবাসী ইহাদিগকে 'লাহার' বলিয়া

সম্বোধন করেন। এই 'লাহার' কিম্বা 'লাহারি'র অপভ্রংশে একণে 'চুরি' ব্যবহৃত হইতেছে। বেহারের জোলাদের একটী শাখা চুরি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখন এই জাতি প্রধানতঃ লাক্ষাব্যবসায়ী। লাক্ষা হইতে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বাহির হয়, লাক্ষারস ও জতু; সাধারণতঃ লোকে 'লা' ও 'জৌ' বলিয়া থাকে। লাক্ষারস গাঢ় লোহিতবর্ণ। দ্রব্যবিশেষ মিশ্রণে প্রস্তুত তুলাখণ্ড, লাক্ষারসে সিক্ত করিলে আল্তা প্রস্তুত হয়। প্রক্রিয়া বিশেষে জতুই গালারূপ ধারণ করে এবং ইহাতেই স্ত্রীলোকদিগের হস্তাভরণ (চুড়ি) নির্ম্মিত হয়। আল্তা, গালা ও চুড়ি এই তিন পদার্থ লইয়া এই জাতির ব্যবসায় চলে। সর্ব্বপ্রথমে আল্তা ও গালার ব্যবসা হইতেই এই জাতির উপজীবিকা নির্ব্বাহ হইত। কালক্রমে কয়েকটী কারণে ইহার অবনতি হওয়ায় গালা হইতে চুড়ি, নানাবিধ ফল, খেল্না, জীব জন্তু প্রভৃতি নির্ম্মাণ একণে উপজীব্য ব্যবসায় হইয়াছে।

এই ব্যবসায় অতি সামান্য মূলধনসাপেক্ষ এবং সহজসাধ্য। মূলধনের তুলনায় ইহা অধিক লাভজনক দেখিয়া ক্রমে ক্রমে অপরাপর কয়েক জাতি এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে। এখনও বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় এই শ্রেণীভুক্ত কোন কোন জাতি এই ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমান জাতি যথাসাধ্য মূলধন লইয়া এই জাতির নিকট হইতে চুড়ি ক্রয় করিয়া থাকে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অনেক স্থলেই এই বিক্রেতাদিগকেই 'চুড়ি' উপাধি দিতেন। ইহারাই অনেক দিন পর্য্যন্ত এই চুড়ি বিক্রয়সংশ্রবে চুড়িনির্ম্মাণপ্রণালী কথঞ্চিৎ শিক্ষা করে। ইহারাই বোধ হয় বেহারের জোলাদের একটী শাখা ও 'চুড়ি' বলিয়া গণ্য।

মণিবণিকেরা দোল দুর্গোৎসবাদি হিন্দু পর্ব্বাদি যথারীতি করিয়া থাকে। মধ্যশ্রেণীযাজক ব্রাহ্মণগণ এই জাতির পৌরোহিত্য করেন।

শান্তিপুর, বাগনাপাড়া প্রভৃতি গ্রামের গোস্বামিগণই এই জাতির দীক্ষাগুরু। উপসমাজ ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও উপাধি দৃষ্ট হয়।

গোত্র যথা—ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, ভৃগু, অলম্বুষ ইত্যাদি।

উপাধি যথা—সেন, দাস, হালদার, দত্ত, চন্দ্র, দে, কুঁই ও প্রামাণিক।

এই জাতি প্রধানতঃ বৈষ্ণব ও শাক্ত এই দুই সম্প্রদায়াবলম্বী। উভয় সম্প্রদায়ই পূজা, আহ্নিক, বালাসেবা প্রভৃতি বৈষ্ণবাচরিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

মণিবাল (পুং) মণিরিব শুভ্রত্বাৎ বালঃ কেশোঽস্য। অশ্বিদৈবত্য পশুভেদ। (শুক্ল যজু৹ ২৪।৩)

মণিবাহন (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১।৬৩ অ৹)

মণিশৃঙ্গ (পুং) মণিময়ঃ শৃঙ্গঃ। মণিময় শৃঙ্গ।

মণিশৈল (পুং) মন্দরাচলের পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বতভেদ।

(মার্কণ্ডেয়পু৹ ৫০ অ৹)

মণিশ্যাম (পুং) ইন্দ্রনীলমণি।

মণিসর (পুং) মণিভিঃ স্রিয়তে গম্যতে গ্রথ্যতে ইতি ভাবঃ, সৃ-কর্ম্মণি অপ্। মুক্তাহার, মণিখচিত হার।

"ঘটয়তি সঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে॥"

(গীতগোবিন্দ ৭ স৹)

মণিসূত্র (ক্লী) মুক্তামালা।

মণিসোপান (ক্লী) মণিময় সোপান, রত্নসোপান।

মণিস্কন্ধ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭ অ৹)

মণিস্তম্ভ (পুং) মণিময়ঃ স্তম্ভঃ। মণিময় স্তম্ভ, মণিনির্ম্মিত স্তম্ভ।

"সর্ব্বকামদুঘং দিব্যং সর্ব্বরত্নসমন্বিতম্।
সর্ব্বর্ত্ত্যুপচয়োদর্কং মণিস্তম্ভৈরুপস্কৃতম্॥" (ভাগ৹ ৭।২৩।১২)

মণিস্রজ্ (স্ত্রী) মণিমালা।

মণিহর্ম্ম্য (ক্লী) মণিময় হর্ম্ম্য, মণিনির্ম্মিত গৃহ।

মণিহার, উঃ পঃ প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। টিন্ প্রভৃতি পাত্রে কাচ বসাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা মণিকার অর্থাৎ হীরকাদি মূল্যবান্ প্রস্তর বসাইয়া যাহারা অলঙ্কার প্রস্তুত করে, তাহাদের অনুকরণজীবী বলিয়াই এরূপ নামানুকরণ করিয়াছে। চুড়ীহার হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুড়ী প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। মুসলমান ও হিন্দু ভেদে এই জাতি দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলমানগণ সকলেই সুন্নী, গাজিমিঞা ও পাঁচপীর ইহাদের প্রধান উপাস্য। জ্যেষ্ঠমাসের প্রথম রবিবার ও সবিবরাতের দিন ইহারা ঐ পীরদ্বয়ের পূজায় নানা উৎসব করিয়া থাকে। মুসলমানগণ ১৩০টী থাকে বিভক্ত।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মণিহারগণ হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্। ইহাদের মধ্যে অযোধ্যাবাসী, অজরাখা, বাইসবার, বক্সরবার, বড়গুজর, চৌহান, হাড়িয়া, জগরহার, জুরিয়া, খাটবাস, লোধেরি, মণিহার, মথুরিয়া, রামানন্দী, রেবগা, সাগর, সনাবর, শীসগড় ও তত্ত্বর নামে ১৯টি থাক প্রচলিত আছে।

মণিহারী, বাঙ্গালার পূর্ণিয়াজেলার অন্তর্গত একখানি গণ্ডগ্রাম।

মণিহারী, পণ্যদ্রব্যবিক্রেতাভেদ। ইহারা কেবল মাত্র রমণী ও বালকগণের মনোহরণযোগ্য বাঁশী, কাচের খেলানা, চুড়ী, ঘুন্‌সী, চুলের ফিতা, সিন্দুরকৌটা, আরসী প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে 'মণীর দোকান' বা ইংরাজী Stationary Shopএ যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, পূর্ব্বে লোকে সেই সকল দ্রব্য ফিরি করিয়া দেশ দেশান্তরে যাইয়া বিক্রয় করিত। এরূপ কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনকারী সম্প্রদায় বিশেষই মণিহারী নামে খ্যাত।

মণী (স্ত্রী) মণি-কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। মণি।
(ভরত দ্বিরূপকোষ)

মণীচক (ক্লী) মণীং চকতে প্রতিহন্তি দীপ্ত্যা ইতি চক-অচ্। ১ চন্দ্রবর্ণরূপ, চন্দ্রকান্তমণি, পর্য্যায়—ইন্দুকান্ত। (ত্রিকা০)
২ শাকদ্বীপের বর্ষবিশেষ।

"শ্যামপর্ব্বতবর্ষস্ত মণীচকমিতি স্মৃতম্॥" (মৎস্যপু০ ১২১।২৩)

(পুং) ৩ পক্ষিবিশেষ; মৎস্য-রঙ্গ পক্ষী।

"কল্পাণী মৎস্যরঙ্গঃ স্যাৎ জলমদ্গুর্মণীচকঃ।" (হারাবলী)

মণীব (অব্য০) মণিশব্দেন সহ ইব শব্দস্য ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসঃ। মণিতুল্য।

"মণীবোষ্ট্রস্যেতি তু ইবার্থে বশব্দো বা শব্দো বা বোধ্যঃ"
(সিদ্ধান্তকৌমুদী)

মণীবক (ক্লী) মণীব সংজ্ঞায়াং কন্, বা মণীব কায়তি কৈ-ক। পুষ্প। (হারাবলী)

মণীবতী (স্ত্রী) মণি-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ মণেরিকারস্য দীর্ঘঃ ততো ঙীষ্। ২ মণিযুক্ত নদীভেদ।

মণীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (হেম)

মণ্টপী (স্ত্রী) মণ্টঃ উন্মাদং পাতি রক্ষতীতি মণ্ট-পাক-জাতৌ সংজ্ঞায়াং বা ঙীষ্। ক্ষুদ্রোপোদকী। (রাজনি০)

মর্ণ্টি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মণ্ঠ (পুং) মণ্ঠতে ইতি মঠি অচ্। বটকবিশেষ, বটকাকার পিষ্টকভেদ। ইহার পাকপ্রণালী—

"সমিতাং মর্দ্দয়েদাজ্যৈর্জলেনাপি চ মর্দ্দয়েৎ।
অস্যাস্তু বটকং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্॥
এলালবঙ্গকর্পূরমরিচাদৈরলঙ্কৃতে।
মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তং সমুদ্ধরেৎ।
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ঠ ইত্যাভিধীয়তে॥" (রাজনি০)

প্রথমতঃ সমিতা অর্থাৎ ময়দাকে ঘৃত দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক পরে অল্প জল দিয়া পুনর্ম্মর্দ্দন করিয়া বটক প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে উহা বিনা জলে ঘৃত দ্বারা পাক করিবে। অনন্তর এলাচি, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুবাসীকৃত চিনির রসে ফেলিয়া তুলিয়া লইতে হইবে। এই প্রকারে প্রস্তুত করিলে ইহাকে মণ্ঠ কহে। ইহার গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, রুচিজনক এবং প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারক। ময়দা, চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা এই মণ্ঠের ন্যায় উপকারক। এই খাদ্য দ্রব্য মণ্ডনামেও অভিহিত হয়।

মণ্ড (পুং ক্লী) মণ্ডতে ভায়তেঽনেন অন্নাদিকমিতি মন-(ক্রমন্তাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ইতি ড। ১ অন্ন ও দধি প্রভৃতির অগ্ররস, চলিত—মাঁড় বা মাড়।

"নীবারোদনমণ্ডমুষ্ণমধুরং সদ্যঃপ্রসূতা প্রিয়া।
পীতাদভ্যধিকং তপোবনমৃগঃ পর্য্যাপ্তমাচামতি॥"
(উত্তররামচরিত ৪।১)

২ সার। ৩ পিচ্ছ। (মেদিনী) (পুং) মণ্ডয়তি কেত্রং ভূষয়তি মডি-অচ্। ৪ এরণ্ড বৃক্ষ। ৫ শাকভেদ। (মেদিনী) ৬ মস্তু। ৭ ভূষা। (হেম) মণ্ডতি বর্ষাগমে হৃষ্যতীতি মাড়-অচ্। ৮ দর্দুর। ৯ তণ্ডুলাদি-স্রব রস। ইহার লক্ষণ—

"তণ্ডুলানাং সুসিদ্ধানাং চতুর্দ্দশগুণে জলে।
রসঃ সিক্থৈর্বিরহিতো মণ্ড ইত্যাভিধীয়তে॥" (ভাবপ্র০)

চতুর্দ্দশ গুণ জলে তণ্ডুল সুসিদ্ধ করিতে হইবে, পরে উহা উত্তমরূপে সুসিদ্ধ হইলে ঐ অন্ন ছাকিয়া লইলে দ্রব যে অন্নরস, তাহাই মণ্ড নামে অভিহিত হয়। মণ্ড অতিশয় লঘুপাক। এই মণ্ডে শুঁঠ ও সৈন্ধব দিয়া সেবন করিতে হয়। ইহার গুণ—গ্রাহী, লঘু, শীতল, দীপন, ধাতুসাম্যকৃৎ, অগ্নিনাশক, বলকর, পিত্ত, শ্লেষ্ম ও শ্রমনাশক।

"মণ্ডঃ গ্রাহী লঘুঃ শীতো দীপনো ধাতুসাম্যকৃৎ।
শ্রমতর্পণো বল্যঃ পিত্তশ্লেষ্মশ্রমাপহঃ॥" (ভাবপ্র০)

রাজবল্লভমতে মণ্ড গুণ—ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, বস্তিশোধক, প্রাণপ্রদ, শোণিতবর্দ্ধক, জ্বর, কফ, পিত্ত ও বায়ুনাশক।

মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা লঘু। ইহার গুণ—অগ্নিজনক, দাহ, তৃষ্ণা ও অত্যাতীসারনাশক, অশেষ দোষ এবং আমপাচক।

ভৃষ্টযবের মণ্ডগুণ—হৃদ্য, পিত্তশ্লেষ্ম ও বায়ুনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, শূল ও আনাহরোগে বিশেষ উপকারক। অগ্নিবর্দ্ধক ও পরিপাচক। (রাজব০)

হারীতসংহিতায় মণ্ডবর্গে মণ্ড-গুণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

ধান্য-মণ্ডগুণ—পিত্ত ও শ্রমনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, রক্তশোধক, গ্রাহী, দীপন এবং অশ্মরীরোগনাশক। যুক্ত (যুক্তকালে

যাবনাল বা জনার) মণ্ডগুণ—শ্লেষ্ম ও বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, মূত্রবর্দ্ধক ও গ্রাহক। রক্তশালি-মণ্ডগুণ—মধুর, গ্রাহী, শীতল, প্রমেহ ও অশ্মরীরোগনাশক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। শ্বেততণ্ডুল-মণ্ডগুণ—মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মকর, শোষনাশক, অশ্মরী ও মেহরোগে বিশেষ উপকারক ও বায়ুবর্দ্ধক। যব-মণ্ডগুণ—কষায়, গ্রাহী ও বিপাকী। গোধূম-মণ্ডগুণ—কষায়, গ্রাহক ও পাচক, মধুর ও পিত্তনাশক। কোদ্রব-মণ্ডগুণ—গ্লানি ও মূর্চ্ছাকর এবং লঘু। ক্ষুদ্রধান্যমণ্ডগুণ—বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, দীপন, গুল্ম ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগজনক, গ্লানি, মূর্চ্ছাকর ও লঘু।

(হারীত ১ম স্থান ৯০ অধ্যায় মণ্ডবর্গ।)

জ্বরাদি রোগে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে প্রথমে মণ্ড দেওয়া আবশ্যক। সকল প্রকার মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ডই বিশেষ উপকারী। কেবল শূলরোগে যবের মণ্ডই প্রশস্ত।

মণ্ডক (পুং) মণ্ডেন কৃতঃ ইতি মণ্ড সংজ্ঞায়াং কন্। পিষ্টকবিশেষ, চলিত মাঁড়া। প্রস্তুতপ্রণালী—

"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তচালনয়া তস্যা লোপ্ত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ॥
অধোমুখঘটস্যোপরিবিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যঃ সিদ্ধো মণ্ডক উচ্যতে॥
দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ।
অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা॥"

(ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতগোধূম কুটিয়া শুকাইতে হইবে, পরে প্রোক্ষণ করিয়া যন্ত্রে পেষণানন্তর চালিয়া লইবে। ইহার নাম সমিতা অর্থাৎ ময়দা। এই ময়দা জল দ্বারা তরল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে এবং হস্ত চালনা দ্বারা তাহার লোপ্ত্রী অর্থাৎ লেচী সম্যক্ রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে উহা একটী অধোমুখ ঘটের উপরি বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে এই মণ্ডক প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডক দুগ্ধ, ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষুবিকারের সহিত অথবা সতক্র সুসিদ্ধ মাংস ও বটকের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহার গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, মধুর, বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

২ মাধবীলতা। (ভাবপ্র°) ৩ গীতাঙ্গ বিশেষ। ইহা আবার ৬ প্রকার যথা—জয়প্রিয়, কল্যাণ, কমল, সুন্দর, মঙ্গল ও বল্লভ।

"জয়প্রিয়ঃ কল্যাণশ্চ কমলঃ সুন্দরস্তথা।
মঙ্গলো বল্লভশ্চেতি মণ্ডকাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
জয়প্রিয়ো হংসতালে লঘুমধ্যো যদা গুরুঃ।
উনবিংশত্যক্ষরৈর্যুক্তো রসে বীরে স বর্ত্ততে॥"

(সঙ্গীত দামোদর)

মণ্ডন (ক্লী) মণ্ড্যতেঽনেনেতি মড়ি ভূষে করণে ল্যুট্। ভূষণ, অলঙ্করণ।

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" (শকুন্তলা ১ অ°)

(পুং) ২ অলঙ্কারক, অলঙ্করিষ্ণু। ৩ প্রসিদ্ধ মীমাংসকভেদ, মণ্ডন মিশ্র।

"শিষ্যপ্রশিষ্যৈরুপগীয়মানমবেহি তন্মণ্ডনমিশ্রধাম।"

(শঙ্করবিজয়)

মণ্ডনকবি, উপসর্গমণ্ডন, কবিকল্পদ্রুমস্কন্ধ, সারস্বতমণ্ডন প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থকার।

মণ্ডনগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরিজেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। বাণকোট সমুদ্রখাড়ি হইতে ৬ ক্রোশ দেশাভ্যন্তরে মণ্ডনগড় গিরির উপর অবস্থিত। এই গিরিদুর্গ ভিন্ন মণ্ডনগড় পর্ব্বতে পাকোট ও জাম্ব নামক আরও দুইটী দুর্গ আছে। শুনা যায়, ঐ দুর্গত্রয়ের মধ্যে মণ্ডনগড় মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী কর্ত্তৃক, পাকোট হাব্সি কর্ত্তৃক এবং জাম্ব আঙ্গ্রিয়া কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের গঠনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উহাদিগকে তদপেক্ষা আরও প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়।

মণ্ডনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইনি বহু শিষ্য লইয়া গৃহস্থ ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য ইঁহাকে জয় করিবার জন্য ইঁহার গৃহ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহ সম্মুখে মণ্ডনমিশ্রের কএকজন দাসী অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্করাচার্য্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণ্ডনমিশ্রের বাড়ী কোথায় বলিতে পার"? তাহারা উত্তর করিল, 'জীবেশ্বরের ঐক্য ও ভেদাভেদ, শব্দান্তসৎপ্রত্যয়ধাতুপদ, মন্বাদি বিপ্রোচিত কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, মন্বাদি রাজবিধান, জৈনোক্তি, কাপালিক, ভৈরব, শৈব, গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদীর উক্তি, আকর্ষণ উচ্চাটনাদি সিদ্ধ মন্ত্র যাহার দ্বারদেশস্থ কুলায়স্থিত শুকপাখাও স্পষ্ট বলিতে পারে, তাহাই মণ্ডনমিশ্রের বাড়ী।' শঙ্করাচার্য্য সন্ধান পাইলেন, দেখিলেন মণ্ডনের গৃহদ্বার কপাট-বদ্ধ। তিনি প্রাণায়াম প্রভাবে শূন্যমার্গ দিয়া মণ্ডনের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধ [illegible] ও বিশ্বেদেবগণের [illegible] করিয়া [illegible]

বাক্যে দর্ভাক্তপ্রোক্ষণ করিতেছেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের পাদদ্বয় মণ্ডলস্থ দেখিলেন। পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মণ্ডন অনেক কটু কথা বলিলেন। এক ব্যাস তাঁহার ভবনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিয়া দিলেন, 'এ ব্যক্তি সামান্য নহেন, পাদ্য দিয়া পূজা কর।' মণ্ডন তদনুসারে পাদ্য দিলেন। 'তোমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক করিতে আসিয়াছি', এই বলিয়া শঙ্কর নিজ অভিপ্রায় জানাইলেন। যথাবিধি পিতৃকর্ম্মসমাপন ও ভোজনান্তে মণ্ডন শাস্ত্রালাপ করিতে শঙ্করের সম্মুখীন হইলেন। কথা হইল যে, যদি তর্কে মণ্ডন পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হইবেন, আর শঙ্কর যদি হারেন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম ছাড়িয়া গৃহী হইবেন। মণ্ডনমিশ্রের পত্নী সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপা সরসবাণী মধ্যস্থা হইলেন। ঘোরতর তর্ক চলিল। অবশেষে সরসবাণী পতিকে জানাইলেন, "নাথ! আপনারই পরাজয় হইয়াছে, এখন আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করুন।" তখন মণ্ডনমিশ্র শঙ্করের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার উপদেশে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে চলিলেন। (শঙ্করবিজয় ৫৬) সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণ্ডনমিশ্র বিশ্বরূপ ও সুরেশ্বরাচার্য্য নামে খ্যাত হইলেন।

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ইনি আপস্তম্বীয় মণ্ডনকারিকা, ভাবনাবিবেক ও কালীমোক্ষনির্ণয় রচনা করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্ত্তিক, নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বার্ত্তিক, ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যবার্ত্তিক, মানসোল্লাস বা দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক, লঘুবার্ত্তিক, বার্ত্তিকসার ও বার্ত্তিকসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দার্শনিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মণ্ডনমিশ্র সাহিত্যরসপোষিন্, একজন বিখ্যাত শাব্দিক। ইনি নানার্থশব্দানুশাসন নামে সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন।

মণ্ডনসূত্রধার, একজন প্রসিদ্ধ বাস্তুশাস্ত্রবিৎ। ইঁহার পিতার নাম শ্রীক্ষেত্র। ইনি মেবারপতি রাণাকুম্ভের আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহারই উৎসাহে ইনি রাজবল্লভমণ্ডন নামে একখানি বৃহৎ সংস্কৃত বাস্তুশাস্ত্র, এতদ্ভিন্ন দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণ, প্রাসাদমণ্ডন ও রূপমণ্ডন নামে বাস্তুশাস্ত্রসম্বন্ধীয় কএকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মণ্ডপ (পুং ক্লী) মড়ি-ভাবে ঘঞ্, মণ্ড, মণ্ডং পাতি পা-ক। জনবিশ্রামস্থান, পর্য্যায়—জনাশ্রয়। (অমর)

"সন্যাতীরে তত্র ভূমিং বাপয়িত্বা বিলোতকৈঃ।
মূর্চ্ছিত মণ্ডপাঃ যত্নাঃ শতশতং মনোহরম্॥" (দেবীভা° ২।১৭।৫০)

দেবাদি-বস্ত বেশ্ম। যথা—চণ্ডীমণ্ডপ, দুর্গামণ্ডপ ইত্যাদি। মণ্ডপ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহ। দেবতার উদ্দেশে যে গৃহ হয়, তাহা দেবগৃহ বা দেবমণ্ডপ নামে খ্যাত।

(মাড়োয়া), মঠ, সঙ্ঘারাম, পূজার দালান বা মন্দিরাদির সম্মুখে উচ্চ বেদীর ন্যায় যে চতুষ্কোণ ভূমিভাগ, তাহাই মণ্ডপ নামে খ্যাত। সাধারণতঃ ঐ সকল স্থান ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। স্তম্ভরাজিই উহার প্রধান আশ্রয়। কোন কোন দেবমন্দিরের মণ্ডপের কার্য্য এরূপই শিল্পচাতুর্য্যময় যে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

মণ্ডপে একমাত্র পবিত্র বস্তুই রক্ষণীয়। হিন্দু দেবমন্দিরাদির সম্মুখস্থ মণ্ডপে সাধুগণ বসিয়া পূজাহোমাদি সম্পাদন করেন এবং কখন কখন দেবোপভোগ্য দ্রব্যাদি তথায় রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ মঠ বা বিহার-সংলগ্ন মণ্ডপে কেবলমাত্র যতিদিগের পাঠযোগ্য পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত থাকে। শ্রমণ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মণ্ডপে বসিয়া সর্ব্বসমক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে এই মণ্ডপ প্রায় প্যাগোডার আকারে নির্ম্মিত হয়। উহার ছাদের উপরিতলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর থাকে। প্রত্যেক তলের ঘর গুলি ক্রমশঃই নিম্নতলের গৃহাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হয়। এই জন্য চূড়াদেশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উচ্চচূড় প্যাগোডা মন্দিরে পরিণত হয়। এই মণ্ডপগৃহের প্রথম তলের মধ্যভাগে যে উচ্চ স্থান থাকে, তাহাই প্রকৃত মণ্ডপ বা বেদী। ঐ বেদীর উপর বসিয়া পুরোহিত শাস্ত্রালাপ করিতে থাকেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে নিম্নে মাদুর বিছাইয়া উপবেশনপূর্ব্বক ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করেন। সিংহলদেশে পূর্ণিমা রজনীতে মণ্ডপে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ একটী উৎসব মধ্যে গণ্য।

শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত মণ্ডপে আরও একটী নূতন ধরণের ক্রীড়া হইয়া থাকে। সিংহলে কখন কখন নারিকেল-পত্র ও লতাপাতা দিয়া একটী গোলক ধাঁধার ন্যায় নিকুঞ্জ প্রস্তুত হয়। প্রবেশপথ হইতে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে আসিতে হইলে অনেক জটিলপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কখন কখন বা সেই পথের স্থানে স্থানে দাগ কাটিয়া অপদেবতাগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সর্ব্বশেষ ঘরে বুদ্ধের বাসভবন বা অবস্থান-মণ্ডপ নিরূপিত হয়, বৌদ্ধগণ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই বুদ্ধমণ্ডপে আসিতে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করে এবং নানাচ্ছলে এক একটী অপগ্রহের অধিকারসীমা অতিক্রম করিয়া সে ধীরে ধীরে বুদ্ধমণ্ডপে অগ্রসর

হয়। মণ্ডপের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াই সে সুদ্ধা বা দশা প্রাপ্ত হয়। এই ন্যায়ের উদ্দেশ্য যে, বুদ্ধকে লাভ করিতে হইলে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ও কষ্ট স্বীকার আবশ্যক।

অপরাজিতাপৃচ্ছা নামক বাস্তুশাস্ত্রের পঞ্চবিংশসূত্রে মণ্ডপের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রাসাদ নির্ম্মাণ বিষয়ে যে প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণতঃ মণ্ডপও তদনুসারেই নির্ম্মাণ করা বিধেয়। যদি ইহা অপেক্ষাও বড় করিতে হয়, তবে প্রাসাদপ্রমাণের এক পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিগুণ পর্য্যন্ত অধিক করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় করা নিষিদ্ধ।*

বাসুদেবপ্রমুখ পণ্ডিতগণ মণ্ডপের পাঁচ সাত প্রকার প্রমাণসূত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য বাস্তু-বেদিগণের মতে মণ্ডপ প্রাসাদের তুল্য পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা এক পাদ অধিক করাই সঙ্গত। ইহার উচ্ছ্রয় পাঁচ হাতের অধিক যথাসম্ভব করিতে হইবে। স্থানান্তরে নয় হাত, দশ হাত, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ হস্ত পর্য্যন্ত ইহার উচ্ছ্রয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সমান দেশে চতুরস্র সূত্র ফেলিয়া বিহিত ভাগ অনুসারে স্তম্ভাদি রোপণ করিতে হইবে। স্তম্ভ-রোপণান্তে অন্যান্য উপাদান দ্বারা সুন্দরভাবে মণ্ডপ নির্ম্মাণ সম্পন্ন করিয়া অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধ পরিমিত স্থান একটী চন্দ্রাতপ দ্বারা শোভিত করিয়া রাখিবে। ইহার অলিন্দ ও প্রত্যালিন্দগুলিও চন্দ্রাতপে শোভিত করা বিধি। মণ্ডপের মট্‌কা পাঁচটী হইবে। মটকায় এক একটী ঘণ্টা লম্বিত করিয়া দিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহা মট্‌কা হইতে উচ্চে বা নীচে দেওয়া নিষিদ্ধ। প্রাসাদের ন্যায় মণ্ডপও স্বীয় স্বীয় বাস-ভবনের সম্মুখে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠভাবে নির্ম্মাণ করা বিধেয়।

এতদ্ভিন্ন অপরাজিতাপৃচ্ছার ষড়্‌বিংশ সূত্রে ভগবান্‌ উশনা কর্ত্তৃক বর্দ্ধমান, স্বস্তিক, গরুড়, সুরনন্দক, সর্ব্বতোভদ্র, কৈলাস, ইন্দ্রনীল ও রত্নোদ্ভব নামক অষ্টবিধ মণ্ডপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।† বাহুল্য ভয়ে তাহার ভেদাদি বিবৃত হইল না।

মণ্ডং পিবতি পা-ক। (ত্রি) ৩ মণ্ডপায়ী, যিনি মণ্ডপান করেন।

মণ্ডপক্ষেত্র (ক্লী) পবিত্র স্থান।

মণ্ডপপুর, মাণ্ডুর প্রাচীন নাম। [মাণ্ডু দেখ।]

মণ্ডপা (স্ত্রী) মণ্ডপ-টাপ্‌। নিষ্পাপী, চলিত সীম। (রাজনি॰) ইহার 'মণ্ডপী' পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

মণ্ডপারোহ (পুং) সুথালি। (রাজনি॰)

মণ্ডপী (দেশজ) যে সকল লোক পূজার সময় দুর্গামণ্ডপে কাজ করে, তাহাদিগকে 'মণ্ডপী' কহে। (স্ত্রী) ২ ক্ষুদ্র পত্রোপোদকী, ক্ষুদ্রপত্র পুঁইশাক। (রাজনি॰)

মণ্ডপূল (ক্লী) আজানু পর্য্যন্ত বুটজুতা।

মণ্ডময় (ত্রি) মণ্ড-স্বরূপে ময়ট্‌। মণ্ডস্বরূপ।

মণ্ডয়ন্ত (পুং) মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মড়ি-(তৃভূবহিবসি-ভাসিসাধিগড়িমণ্ডিজিনন্দিভ্যশ্চ। উণ্‌ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্‌, ঝ চ কিৎ। ১ অন্ন। ২ বধূসজ্জ। ৩ নট। ৪ অলঙ্কার। (উজ্জ্বল)

মণ্ডয়ন্তী (স্ত্রী) মণ্ডয়তীতি মড়ি-ঝচ্‌, স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌। যোষিৎ।

মণ্ডর (ত্রি) মড়ি-অরন্‌। ভূষণ।

মণ্ডরী (স্ত্রী) মণ্ডয়তি ভূষয়তি মড়ি-অরন্‌, স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। ঘুঘুরী। (হারাবলী)

মণ্ডল (ক্লী) মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মড়ি (কলবৃপশ্চ। উণ্‌ ১।১০৬) ইতি-কল। ১ চন্দ্র ও সূর্য্যের বহির্বেষ্টন। উহাকে চন্দ্র বা সূর্য্যমণ্ডল কহে।

"বাতেন মণ্ডলীভূতা সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ।
মালাভা ব্যোম্নি তদ্বস্তে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ (সাহলাঙ্ক)

২ চন্দ্র-সূর্য্যের উৎপাতজ রশ্মিমণ্ডল, পর্য্যায়—পরিবেশ, পরিধি, উপসূর্য্যক। (অমর) ৩ চক্রবাল। ৪ মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ। ৫ কোঠরোগ, পিটকের ন্যায় মণ্ডলযুক্ত চর্ম্মরোগ, চলিত গায় চাকা চাক দাগ হওয়া। (রাজনি॰) ৬ দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

"উপেতঃ কোষদণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থশ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥" (কামন্দকী ৮।১।১)

৭ উত্তরদিকে বিংশতি যোজন পরিমিত দেশভেদ। কোনমতে বা উত্তরদিকে ৪০ যোজন পরিমিত দেশ। ৮ গোল। ৯ চক্র। (ত্রিকা॰) ১০ সন্ধ্যাভ। (হেম) ১১ মধ্যাভ। (শব্দমালা) ১২ ধন্বীদিগের স্থানপঞ্চকের অন্তর্গত স্থিতিবিশেষ।

"মণ্ডলাকারপাদাভ্যাং মণ্ডলং স্থানমীরিতম্‌।" (শব্দরত্না॰)

১৩ ব্যূহবিশেষ।

"তির্য্যগ্‌বৃত্তিস্তু দণ্ডঃ স্যাদ্ভোগোঽন্বাবৃত্তিরেব চ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোবৃত্তিঃ পৃথগ্‌বৃত্তিরসংহতঃ॥" (কামন্দক নীতিসার)

---

* "অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাস্তু লক্ষণং।
প্রাসাদস্য প্রমাণেন মণ্ডপং কারয়েদ্‌ বুধঃ॥
সমং সপাদমর্দ্ধং পাদোনদ্বিগুণমেব চ।
দ্বিগুণং যাবৎ কর্ত্তব্যম্ উর্দ্ধং ন কারয়েৎ॥"
(অপরাজিতাপৃচ্ছা ৩১৫ শ্লোক)

† "বর্দ্ধমানস্বস্তিকাখ্যৌ গরুড়ঃ সুরনন্দকঃ।
সর্ব্বতোভদ্র কৈলাসেন্দ্রনীলরত্নোদ্ভবঃ॥"
(অপরাজিতাপৃ॰ ২৬ সূ)

১৪ ব্যঞ্জনখাখ্য গন্ধদ্রব্য, চলিত বাবনখী। ভোজনকালে ভোজনপাত্রের নিয়ে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ভোজন করিতে হয়। যদি কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে রাক্ষসাদি তাহার অন্ন নষ্ট করিয়া দেয়।

"যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ অসুরা রাক্ষসাস্তথা।
হরন্তি কেবলমন্নস্ত মণ্ডলস্ত বিবর্জনাৎ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ব্রহ্মা চৈব পিতামহঃ।
মণ্ডলান্যুপজীবন্তি তস্মাৎ কুর্ব্বন্তি মণ্ডলম্॥"

(অগ্নিপুরাণ আহ্নিকতপোনামাধ্যায়)

এই মণ্ডল ব্রাহ্মণ চতুষ্কোণে, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণে, বৈশ্য দ্বিকোণে এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকারে করিবেন।

[বিশেষ বিবরণ ভোজনশব্দে দেখ।]

কৃত্রিম মণ্ডলের বিধান দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—চারি হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া শত হস্ত পর্য্যন্ত মণ্ডল হইবে, ইহার অধিক আর হইবে না। এই মণ্ডল ১২ প্রকার, যথা—বিমল, বিজয়, রুদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বর্দ্ধমান, দৈব, লতাক্ষ, কামদায়ক, রুচক ও স্বস্তিকাখ্য। এই সকল মণ্ডল পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা করিতে হয়। শুক্ল হইতে হরিত পর্য্যন্ত সমস্ত গুঁড়িগুলিই সুশোভন করা কর্ত্তব্য। শালি, ষষ্টিক, কুসুম্ভ, হরিদ্রা এবং হরিৎপত্র দ্বারা এই সকল চূর্ণ হইবে।

মণ্ডলস্থান সম, গোময়োপলিপ্ত, চন্দন, অগুরু, কর্পূর-চূর্ণ এবং ধূপ দ্বারা অধিবাসিত করিতে হইবে। মণ্ডলভূভাগ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে সমান হইবে। সূত্র-পাতে স্বস্তিক ও মৎস্যাদি রেখা হইবে, মধ্যে অষ্টদল পদ্ম থাকিবে। দ্বার সকল সমসূত্র হইবে, পদ্মকর্ণিকা ও কেশর থাকিবে। অবশিষ্ট ভাগে স্বস্তিক চিহ্ন এবং কহ্লার দ্বারা উজ্জ্বল হইবে। দক্ষিণহস্তের নামক জলজ পুষ্পবিশেষের চিত্র থাকিবে। দক্ষিণহস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিযোগে ইচ্ছামত পঞ্চ-বর্ণচূর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে। চূর্ণবিন্যাস সময়ে অঙ্গুলি অধোমুখ করিবে। ইহাতে রেখা সকল সমান ও অবিচ্ছিন্ন হইবে। অঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব অপেক্ষা রেখা স্থূল করিতে নাই। পরস্পর মিলিত, বিষম, অধিক স্থূল, বিচ্ছিন্ন, কৃষরাবৃত (অর্থাৎ খিচুড়ী পাকান, একের গায় আর একটী দেওয়া), প্রান্তবিসপী বা হ্রস্ব মণ্ডল কদাচ করিবে না।

সংলগ্নরেখমণ্ডলে কলহ, বক্ররেখমণ্ডলে যুদ্ধ, অতি স্থূলরেখমণ্ডলে ব্যাধি, মিশ্রিত রেখায় পীড়া, বিন্দুযুক্ত রেখা হইলে শত্রুভীতি, কৃশরেখায় অর্থহানি, বিচ্ছিন্নরেখায় মৃত্যু ও নানাবিধ অশুভ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মণ্ডলের বিষয় সম্যক্ অবগত না হইয়া মণ্ডল প্রস্তুত করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সকল রকম দোষ হইয়া থাকে। চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার মণ্ডল করিবে। মণ্ডলের প্রমাণ অনুসারে দ্বার ও পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। হস্তন্যূন ও চতুর্হস্তের অধিক পদ্ম করিতে নাই। মণ্ডল পূর্ব্বদ্বারী হইলে প্রতাপ, আয়ুর্বৃদ্ধি, শ্রী ও ধর্ম্মাদি শুভ হয়। উত্তরদ্বারী মণ্ডলও শুভকর। স্বয়ং মহাদেবই প্রথমে এই মণ্ডল প্রস্তুত করেন। এই মণ্ডলে সকল দেবতা অবস্থিত। এই জন্য মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ঘটস্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়। মণ্ডলে পূজা করিলে সকল দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রথম মণ্ডলে বিদ্বেষরযুক্ত শিব ও দ্বিতীয় মণ্ডলে গণেশ-যুক্ত শিবাদির পূজা করিতে হয়।*

দেবীপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য-ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। তন্ত্রসার ও অন্যান্য তন্ত্রে সর্ব্বতো-ভদ্রমণ্ডল প্রভৃতি করিয়া অনেক মণ্ডলের উল্লেখ আছে, (তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।) পূজাদি দৈবকার্য্যেই মণ্ডল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আরব, মিসর প্রভৃতি দেশেও দৈবজ্ঞেরা শুভাশুভজ্ঞানলাভার্থ এইরূপ মণ্ডল প্রস্তুত করিত। মুসলমানেরা বলিয়া থাকে, যে ওসমান এই মণ্ডল-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। লেন সাহেব এই বিদ্যা য়ুরোপে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপযুক্ত গুণীর অভাবে য়ুরোপীয়দিগের নিকট আদৃত হয় নাই।

(ত্রি) ১৫ বিম্ব। (অমরটীকা ভরত) (পুং) মণ্ড শাতি গৃহ্লাতীতি লা-ক। ১৬ কুক্কুর। (মেদিনী) ১৭ সর্পবিশেষ। (বিশ্ব) ১৮ দেহের অষ্ট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত সন্ধিবিশেষ।

(সুশ্রুত শারীরস্থা° ৫ অ°)

(গুজরাটী) ১৯ রেশমের উপর জরীর কাজ করা বস্ত্রভেদ, গুজরাটীরা পাগড়ী করিয়া ব্যবহার করেন। ২০ বাঙ্গালায় গ্রামের প্রধানকে (Headman) মণ্ডল বলে। দাক্ষিণাত্যে যেমন পাটেল ও পশ্চিমে মকদ্দমাদিগের যেরূপ অধিকার,

---

* "চতুর্হস্তং সমারভ্য যাবচ্ছতকরং ভবেৎ।
মণ্ডলং তত্র কর্ত্তব্যমত ঊর্দ্ধং ন কারয়েৎ॥
বিমলং বিজয়ং রুদ্রং বিমানং শুভদং শিবম্।
বর্দ্ধমানক দৈবঞ্চ লতাক্ষং কামদায়কম্॥
রুচকং স্বস্তিকাখ্যঞ্চ দ্বিষড়্‌ ইতি মণ্ডলাঃ॥
সিতাদিহরিতান্তাশ্চ রজাঃ কার্য্যাঃ সুশোভনাঃ।
শালিষষ্টিককৌসুম্ভরজনীহরিৎপত্রজাঃ॥
যদিচ্ছিন্নসমানাশ্চ তথা অভিন্নাঃ।
[illegible] তু পাতয়েৎ॥" ইত্যাদি।

(দেবীপু° পুষ্পাদিবেক নাম ৬৫ অ°)

বাঙ্গালার মণ্ডলদিগেরও এক সময় সেইরূপ অধিকার ছিল। তাঁহার অধীনে অনেকগুলি কর্মচারী থাকিত, তন্মধ্যে পাটোয়ার বা তহসীলদার ও চৌকিদার প্রধান। ২১ পূর্ণিয়া জেলার সদ্ব্রাহ্মণগণের এই উপাধি দৃষ্ট হয়।

মণ্ডলক (ক্লী) মণ্ডল-স্বার্থে কন্। ১ বিম্ব। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ দর্পণ। (মেদিনী) ৪ মণ্ডলাকার ব্যূহ। (জটাধর) (পুং) ৫ কুকুর। মণ্ডল শব্দার্থ।

মণ্ডলকরাজন্ (পুং) মণ্ডলাধীশ্বর।

মণ্ডলকার্ম্মুক (ত্রি) মণ্ডলাকার ধনুঃশালী।

মণ্ডলঘাট, হাওড়ার দক্ষিণাংশবর্ত্তী একটা প্রধান পরগণা। রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর মধ্যে অবস্থিত। আকবরখানের জমাতুমারীতে এই স্থান সরকার মাদারণের অন্তর্গত এবং পদ্মনাথ নামে এক জমিদারের অধিকারভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডলচিহ্ন (ক্লী) মণ্ডলাকার চিহ্ন।

মণ্ডলনৃত্য (ক্লী) মণ্ডলেন মণ্ডলাকারেণ প্রবর্ত্তিত-নৃত্যমিতি মিত্যসমাসঃ। মণ্ডলাকার নৃত্য, চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া নৃত্য, পর্য্যায়—হল্লীষ। (শব্দমালা)

মণ্ডলপত্রিকা (স্ত্রী) মণ্ডলং মণ্ডলাকারং পত্রং যস্যাঃ কন্ টাপ্, অত ইত্বং। রক্ত পুনর্নবা। (রাজনি॰)

মণ্ডলপুচ্ছক (পুং) কীটভেদ। সুশ্রুতে লিখিত আছে,—এই কীট প্রাণনাশক। ইহার দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় বিষবেগ দৃষ্ট হয় এবং সান্নিপাতিক জন্য তীব্র বেদনা হইয়া থাকে। ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে যেরূপ হয়, দষ্ট স্থান সেইরূপ হইয়া থাকে এবং তাহাতে রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও অরুণবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। জ্বর, অঙ্গমর্দ্দ, রোমাঞ্চ, বেদনা, বমন, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, সর্ব্বদা হাই তোলা, কম্প ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। এই কীট দংশন করিলে যথাবিধানে প্রতীকার করা আবশ্যক। (সুশ্রুত কীটকল্প ৮অ॰)

মণ্ডলপুর, উঃপঃ প্রদেশের সহারণপুরজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, ইহারই পার্শ্বে 'সুঘ' নামক প্রাচীন গ্রামের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এই উভয় গ্রাম লইয়া প্রাচীন স্রুঘ নগরী। ফিরোজশাহ তোগলকের সময় ইহার প্রাচীন কীর্ত্তি ও সমৃদ্ধি এককালে বিলুপ্ত হয়।

মণ্ডলপুরন্দর, একজন বিখ্যাত জৈন সাধু। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণরায়ের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি অমরকোষের আদর্শে 'সৌদামিনীনিঘণ্ট' নামে পদ্যে একখানি জৈনীয় অভিধান প্রকাশ করেন।

মণ্ডলবাট, উদ্যান, বাগান। (বিদ্যাবধান)

মণ্ডলা, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। চিফ্ কমিসনরের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। অক্ষা॰ ২২° ১৪´ হইতে ২৩° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮০° হইতে ৮১° ৪৮´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৭১৯ বর্গ মাইল। মণ্ডলানগরে ইহার বিচার-সদর।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইলেও এই স্থানের বিজন বনপ্রদেশ সাধারণের ভীতিপ্রদ। বনমালা-সমাচ্ছন্ন অধিত্যকা ভূমি ও নির্ঝরিণী-পরিপ্লাবিত উপত্যকা-সমূহে দুর্দ্ধর্ষ গোঁড় জাতির বাস ও সেই সঙ্গে ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি ভয়াবহ হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ থাকায় এই স্থানের ভীষণতা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই নির্জ্জন প্রান্তরে প্রবাসী পথিক পার্ব্বতীয় সুঁড়ী-পথে পরিভ্রমণকালে কেবলমাত্র জনশূন্য ও বনপূর্ণ অধিত্যকা ভূমিই নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও অদূরবর্ত্তী উপত্যকা নির্ঝরিণী-প্রবাহে শোভাময়ী দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে সুদূরবিস্তৃত দীর্ঘ তৃণবিরাজিত প্রান্তর প্রদেশে বায়ুভরে আন্দোলিত তৃণবল্লী দূর হইতে হরিদ্বর্ণের ঊর্ম্মিমালাশোভী সমুদ্রবৎ দেখা যায়। উহার মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড বনসমূহ সাগরবক্ষে ভাসমান পোতসদৃশ অনুমিত হয়।

কোথাও নদীর সৈকতভূমে শ্যামল শস্যমণ্ডিত উর্ব্বর-ক্ষেত্রসমূহ বিরাজমান, তাহার মধ্যস্থলে উপবনসমূহ জনসাধারণের বাসভূমির পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণভাগের পার্ব্বত্য প্রদেশে স্ফটিকাকার, দানাদার গ্রেনাইট ও চূণাপাথরে পূর্ণ। নদীবিধৌত অববাহিকাতটে সেই প্রস্তরসমূহের বিভিন্ন পাল দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে কার্পাসোৎপাদক কৃষ্ণ-মৃত্তিকাপূর্ণ ভূভাগ ও সাহার নামক বালুকাময় মরুদেশ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে।

নর্ম্মদা নদী রেবা ও মণ্ডলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পরে পশ্চিমাভিমুখে মণ্ডলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে মেকলপর্ব্বত-নিঃসৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নর্ম্মদার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। উহার মধ্যে অনেকগুলি অবিরাম জলধারা ঢালিয়া নর্ম্মদার স্রোতোবেগ অবিশ্রান্ত গতিতে চালাইতেছে। ঐ পর্ব্বতের আরও পশ্চিমে বঞ্জার, হালোন প্রভৃতি অসংখ্য জলধারা নদীবক্ষে নিপতিত হইয়াছে।

নদীগুলির পার্ব্বতীয় খাত গভীর হওয়ায় উহার জলে স্থানীয় চাষবাসের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না। একমাত্র মণ্ডলা নগরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের নর্ম্মদা হইতে ভইসাঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'হয়বেলী' ভূমিই সমধিক উর্ব্বরা। এখানে নর্ম্মদার বঞ্জর শাখা ও বেলগঙ্গার খানবর শাখা প্রবাহিত। এই

নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী গণ্ডশৈলের অধিত্যকাদেশে কএকখানি সমৃদ্ধিশালী গোঁড় গ্রাম দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনমালা আছে। নগরের পশ্চিমাংশেই বনরাজি-সমাচ্ছন্ন দুরারোহ পর্ব্বত। উহা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাসভূমি হওয়ার অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ উপত্যকা ভূমি। বর্ষাগমে উহার নিম্নদেশে জলরাশি সঞ্চিত হইয়া যখন পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া নর্ম্মদা বক্ষে পতিত হয়, তখন, সেই প্রপাতগুলির দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত মেকল পর্ব্বতের চৌরিয়া দাদরশৃঙ্গ ৩৪০০ ফিট্ উচ্চ। শৃঙ্গদেশের সম্মুখভাগে ৬ মাইল প্রশস্ত একটী অধিত্যকা ভূমি। এই স্থানের জলবায়ু অতি পরিষ্কার। ঐরূপ দুরারোহ স্থানে অবস্থিত না হইলে, সহজেই এই স্থান স্বাস্থ্যাবাসে পরিণত হইতে পারিত। স্থানীয় সকল পর্ব্বতশৃঙ্গই মহাদেব কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

রামনগর-মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক হইতে এই স্থানের প্রাচীন রাজবংশের এইরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যায়। যাদব রায় নামা জনৈক রাজপুত স্বপ্ন দেখিয়া সর্ব্বী পাঠক নামা জনৈক সাধুচেতা ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের আদেশে যাদবরায় গোঁড়রাজ নাগদেবের আশ্রয়ে আসিয়া কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। রাজা যুবক যাদব রায়ের মনোহর রূপ ও বীরবপু দর্শন করিয়া তাহাকে সেনা-বিভাগীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। ক্রমে স্বীয় অসাধারণ বীর্য্য-বলে তিনি রাজা নাগদেবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন। কোন কারণে যুবক যাদবের প্রতি প্রীত হইয়া রাজা তাঁহাকে স্বীয় কন্যা প্রদান করেন। ক্রমে রাজসংসারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। রাজা নাগদেব মৃত্যুকালে স্বীয় জামাতা যাদবরায়কেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

নাগদেবের মৃত্যুর পর, যাদবরায় রাজসিংহাসন অধিকার-পূর্ব্বক সেই বিজ্ঞ বিপ্রবরকে স্বীয় মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিলেন। মন্ত্রীর তীক্ষবুদ্ধি ও তাঁহার তেজস্বিতায় মণ্ডলা রাজ্য মহাসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে একমাত্র যাদবরায় হইতেই মণ্ডলায় গোঁড়রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। উক্ত যাদবরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ এখানে ৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ মহারাষ্ট্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিল এবং অপর পুত্রের বংশধরেরা এতকাল তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব ও রাজকার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিত। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংশের দশম রাজা গোপাল শা কর্তৃক মণ্ডলা রাজ্য (গোঁড়বন) গোণ্ডবানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গোপাল শার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য গর্হামণ্ডলা বা গড়-মণ্ডল নামে খ্যাত হয়।

গোপাল শার অধস্তন ৩৮ পুরুষে রাজা সংগ্রাম শা জন্ম-গ্রহণ করেন। এই খ্যাতনামা পুরুষ গড়মণ্ডল রাজ্যকে তৎকালে বিশেষ শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ৫২টি গড় বা প্রদেশ অধিকার করেন। বর্ত্তমান মণ্ডলা, জব্বলপুর, দামো, সাগর, নরসিংহপুর, সিওনী, হোসঙ্গাবাদ ও সমগ্র ভূপাল রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর সাহের প্রতিনিধি আসফ খাঁ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কাড়া-মাণিকপুরে থাকিয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে গোণ্ডবানা রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময়ে দরিদ্রজননী দলপৎশার বিধবা পত্নী রাণী দুর্গাবতী নাবালকের হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। মোগলের আক্রমণে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তিনি বীরসাজে সজ্জিতা হইলেন। গোণ্ডবানা সেনাদল সকলেই বীর-রমণী দুর্গাবতীর অধিনায়-কতা স্বীকার করিল। ধীরে ধীরে রমণী-বাহিনী মোগলের সম্মুখীন হইল। জব্বলপুর জেলার সিঙ্গোড়ের নিকট গোঁড় সৈন্য পরাভূত হয়, রাণী নিরুপায় দেখিয়া গড় অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানেও মোগলের আক্রমণে স্থির হইতে না পারিয়া তিনি মণ্ডলায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মণ্ডলার দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া নগরে মোগলসৈন্য প্রবেশ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় রাণী স্বয়ং সেনাদল লইয়া গিরিপথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে রাণী দুর্গাবতী প্রকৃত মোগলবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিলেন। আসফ খাঁ পরাজয়েও ভগ্নমনোরথ হন নাই। পর দিবস তিনি কামানবাহী সেনাদল লইয়া রাণী দুর্গাবতীকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে রাণী আহত হন, কিন্তু তাঁহার বীরত্ববহ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, তিনি আঘাত উপেক্ষা করিয়া হিন্দুর গৌরব রক্ষার্থ পুনরায় প্রচণ্ড বিক্রমে রণক্ষেত্রে অব-তীর্ণা হইলেন। এই সময় সহসা তাঁহার সেনাদলের পশ্চাদ্ভাগস্থিত নদীখাত জলপূর্ণ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ঐ খাত শুষ্কপ্রায় ছিল। গোঁড়সেনা মোগল যুদ্ধে অসমর্থ হইলে এই নদী দিয়া পলায়ন করিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে রণাঙ্গনে মাতিয়াছিল; কিন্তু তাহারা নদীবক্ষ স্ফীত হইতে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। প্রাণের আশঙ্কায় সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সম্মুখে মোগলসেনা মুষলধারে গোলাবর্ষণ করিতেছে, পশ্চাতে কলকল নাদে নদীজল বর্দ্ধিত হইয়া

সেনা ভাগ আক্রমণ করিয়াছে। এরূপ উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া গোঁড় সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাণী দুর্গাবতী কিছুতেই সেনাদলকে বশে আনিতে পারিলেন না, এদিকে মোগলবাহিনী বীরদর্পবিক্ষেপে ছত্রভঙ্গ সেনাদলের উপর আসিয়া পড়িল দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন এবং পাছে মোগল-হস্তে বন্দী ও লাঞ্ছিত হইতে হয় ভাবিয়া তিনি মুহূর্ত মধ্যে স্বীয় হস্তিচালকের কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া লইলেন ও নিমেষ মধ্যে তাহা স্বীয় কোমলবক্ষে বসাইলেন। তাঁহার এই বীরোচিত মৃত্যু ইতিহাসে অমর অক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এইরূপে তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনকে বীরত্ব মুকুটে শোভিত করিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধজয়ে মোগল সেনানী আসফ খাঁ বহুল ধনরত্ন এবং সহস্রাধিক হস্তী লাভ করেন, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, রাজা চন্দ্র শার অভিষেকের জন্য সম্রাট্ অকবর শাহের আজ্ঞা-পত্র আনিতে হয়; তজ্জন্য সেনাধী স্বরূপ ১০টী প্রদেশ নজর দিতে হয়। উহাই কালে ভূপাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

রাজা চন্দ্রশার রাজত্ব কাল হইতে গড়ামণ্ডলার শাসকগণ দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার দুই পুরুষ পরে বুন্দেল-আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং রাজবংশধরগণের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয়া পরস্পরের বিবাদ ও ভিন্নদেশীয় রাজার সাহায্য গ্রহণহেতু ক্রমশঃই গোণ্ডবানা রাজ্য ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শার সিংহাসনারোহণ কালে রাজ্যহ্রাস হইয়া মোটে ২৯টী মাত্র প্রদেশ অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এই সময় হইতে মণ্ডলার কৃষিকার্য্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়। রাজা হৃদয় শার রাজত্বকালে বহু সংখ্যক লোধী আসিয়া এখানে বসবাস করে এবং তাহাদেরই যত্নে অনেক স্থান জঙ্গল শস্যক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হয়।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পেশবা গোণ্ডবানা আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মহারাজ শা পরাজিত ও নিহত হইলে, পেশবা তাঁহার বালক-পুত্র শিবরাজ শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন, কথা রহিল, শিবরাজ মহারাষ্ট্র-সরকারে প্রতিবৎসর ৪ লক্ষ টাকা হিসাবে চৌথ আদায় দিবেন। এই যুদ্ধে জব্বলপুরের পূর্ব্ব-বর্ত্তী সমগ্র স্থান ধ্বংসে পরিণত হয়; মণ্ডলা সেই ক্ষতি হইতে আজিও উদ্ধারলাভ করে নাই। অতঃপর নাগপুর-রাজ ও পেশবা গোণ্ডবানারাজ্যের অন্তকাল আপ্যায়ন আরম্ভ করিয়া লন। বহুবার্য্য হ্রাস হওয়ায় ক্রমশঃই গোঁড়-রাজ শাসকের মহারাষ্ট্রশক্তির করতলগত হইয়া পড়েন। সাগর-সর্দার পেশবার প্রতিনিধিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। অবশেষে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সেই পুরাতন রাজবংশের শেষ রাজা মহারাষ্ট্রকোপে রাজ্যচ্যুত হন এবং তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ-সমূহ সাগররাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

প্রায় ১৮ বর্ষকাল সাগরের শাসকগণ এস্থানে শাসনবিস্তার করেন। তন্মধ্যে একমাত্র সর্দার বাসুদেব পণ্ডিতই মণ্ডলায় স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ অর্থ ও কায়িক পরিশ্রম বিনিময়ে মণ্ডলার অনেক নষ্ট কীর্ত্তি উদ্ধার করেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিচ্ছেদে ও পেণ্ডারি-দস্যুদলের বিপ্লবে উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এইস্থান নাগপুরের ভোঁসলে বংশের অধি-কৃত হয়। পেণ্ডারি-দস্যুদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য নাগপুররাজগণ মণ্ডলা নগর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করেন। পেণ্ডারিগণ স্বচ্ছন্দমনে মণ্ডলার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিয়াছিল, কিন্তু কখনও মণ্ডলায় প্রবেশ করিতে পায় নাই।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ মহারাষ্ট্রযুদ্ধের অবসানে মণ্ডলা ইংরাজ-করে সমর্পিত হয়, কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরস্থ মরাঠাসৈন্য ইংরাজকরে আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে ইংরাজ-সেনানী মার্শেল (General Marshall) উক্ত বর্ষের ২৪শে মার্চ্চ বলপূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করেন। পরবৎসর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক বিসূচিকায় এখানকার বহুসংখ্যক লোক মরিয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রামগড়, শাহপুর ও সোহাগপুরের সর্দারগণ ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হয়। বিদ্রোহ দমনের পর রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে রামগড় ও শাহপুর রাজ্য ইংরাজের খাস তহশীলভুক্ত হয় এবং সোহাগপুর রেবারাজকে প্রদত্ত হইয়াছিল। পর বৎসর পুনরায় বিদ্রোহের সূচনা হয়, কিন্তু অচিরে তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। তদবধি ইংরাজাধি-কারে আর এখানে কোন বিভ্রাট্ উপস্থিত হয় নাই।

এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই গোঁড় ও কোলজাতীয়। ইহাদের মধ্যে অনেক উন্নত ব্যক্তি দেখা যায়। ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও চুড়বিক্রয় ইহাদের প্রধান কার্য্য। এখানে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্থানীয় লোক উত্তমরূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে না। অধিবাসিগণের পরিধানো-পযোগী এক প্রকার মোটা কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। অতদ্ভিন্ন লোহার বিভাগের খনিজ লৌহ হইতে ইহারা ব্যবহারোপযোগী ছুরিকাদি প্রস্তুত করে।

[গোঁড় ও কোল প্রভৃতি শব্দ দেখ]

২। উক্ত জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ২০৩৪ বর্গ মাইল।

৩। জেলার [illegible] নগর [illegible]

হইতে ১৭৭০ ফিট্ উচ্চে নর্ম্মদানদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২২°৩৫´৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°২৪´ পূঃ। নগরের প্রায় সকল দিকে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত। নদী-সৈকতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া গড়মণ্ডলের ৫৭ম রাজা নরেন্দ্র শা এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। তাঁহারই যত্নে নদীতীরে একটী দুর্গ ও অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বাজীরাও জব্বলপুর পথে আসিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি দুর্গের জব্বলপুরদ্বার 'ফতে দরজা' নামে অভিহিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রগণ দুর্গের অরক্ষিত পার্শ্ব সমুদায় দৃঢ় প্রাচীর, পরিখা, বুরুজ ও দ্বার পথাদি দ্বারা শোভিত করিয়া একপ্রকার দুর্ভেদ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী মার্শেল গোলা বর্ষণ দ্বারা দুর্গ অধিকার করেন। এখানে নদীতীরে ১৬৮০ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত ৩৭টী দেবমন্দির দেখা যায়। মন্দিরগাত্রস্থ শিলা-ফলকগুলি তত্তৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকাল জ্ঞাপন করিতেছে।

মণ্ডলাগ্র (পুং) মণ্ডলং গোলাকারং অগ্রং যস্ত। সুশ্রুতোক্ত বিংশতি প্রকার শস্ত্রের মধ্যে একপ্রকার শস্ত্র। এই অস্ত্র দ্বারা ছেদকার্য্য সমাধা হয়। (সুশ্রুতসূত্রস্থা০ ৮ অ০)

মণ্ডলাদৈ, মধ্যপ্রদেশের শিওনী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। শিওনী নগর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট্।

মণ্ডলাধিপ (পুং) মণ্ডলস্য অধিপঃ। মণ্ডলেশ্বর, নৃপভেদ। চারি যোজন পর্য্যন্ত ভূমিভাগ যাঁহার আছে, তিনি রাজা, ইহার শতগুণ অধিক ভূমি সম্পত্তি থাকিলে তিনি মণ্ডলাধিপ হন।

> "চতুর্যোজনপর্য্যন্তো হ্যধিকারো নৃপস্য চ।
> যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ॥"
>
> (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃ০ ৮৬ অ০)

মণ্ডলানা, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার গোহানা তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। গোহানা নগর হইতে ছয় মাইল দূরে পাণিপথ যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

মণ্ডলায়িত (ত্রি) মণ্ডলবদাচরিতং মণ্ডল-ক্যঙ্, ক্ত। মণ্ডলার আকারযুক্ত। বর্ত্তুল। (শব্দরত্না০)

মণ্ডলাধীশ (পুং) মণ্ডলস্য অধীশঃ। মণ্ডলেশ্বর, পর্য্যায়—মণ্ডলাধিপ। (হেম)

মণ্ডলিক, গির্ণর বা জুনাগড়ের চূড়াসমা রাজবংশীয়গণ রাও-মণ্ডলিক নামেই পরিচিত। এই মণ্ডলিক বংশ খুব প্রাচীন। এই বংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিম্বদন্তী আছে—

প্রাচীনকালে সৌরাষ্ট্রের রাজবংশ বনস্থলীতে বাস করিতেন। এই স্থান হইতে বর্ত্তমান জুনাগড় পাঁচ ক্রোশ ব্যবধান। পূর্ব্বে এই বিস্তীর্ণ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদা এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠান্বেষণে গমন করিয়া ঐ বনমধ্যে এক যোগীকে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পায়। ঐ স্থানে একটী প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিয়া সেই কাঠুরিয়া যোগিবরকে তৎপ্রতিষ্ঠাতার ও সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করে। যোগী উত্তরে জুনা নাম নির্দ্দেশ করিলে প্রত্যাবৃত্ত কাঠুরিয়া সৌরাষ্ট্ররাজকে যথাযথ নিবেদন করিল। রাজা তদ্বার্ত্তা শ্রবণে বনজঙ্গল কাটাইবার আদেশ দিলেন। বনভূমি পরিষ্কৃত হইলে দুর্গ বাহির হইয়া পড়িল। দুর্গের প্রতিষ্ঠাতার নাম না পাওয়ায় ঋষির কথানুসারে তিনি সেই দুর্গের জুনাগড় নাম রাখিয়া জীর্ণসংস্কারে তৎপর হন। পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে একজন মণ্ডলিক নামধারী ছিলেন। তদনুসারে তৎপরবর্ত্তী রাজগণ 'রাওমণ্ডলিক' উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন।*

রাজবংশাবলীতে প্রকাশ, মণ্ডলিক রাজগণ ১৯শ শতাব্দ কাল এখানে বংশানুক্রমে রাজ্য শাসন করিতেছেন। এ কথায় প্রকৃত তত্ত্ব ইতিহাস-সন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রের নিকট অপ্রকট রহিয়াছে। শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে এই রাজবংশের এইরূপ একটী ইতিবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে;—

রায় চূড়াচাঁদের পৌত্র রায় গ্রাহরিপুর প্রপৌত্র রায় নবঘন হইতে জুনাগড়ে চূড়াসমাবংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। রাজা গ্রাহ্ পত্তনরাজের সহিত যুদ্ধে ৮৭৩ সম্বতে নিহত হন। তৎপুত্র নবঘন অহীর আত্মীয় কর্ত্তৃক পালিত পোষিত হন। ইনি সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া সুম্রারাজ হামীরকে পরাজিত করেন। তৎপুত্র রাজা খঙ্গার বনথলীর অহীর সর্দ্দারকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৯৩১ খৃষ্টাব্দে অনহিলবাড়রাজ কর্ত্তৃক কামরাজ যুদ্ধে নিহত হন। তৎপুত্র মূলরাজ অনহিলবাড়ে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মূলরাজতনয় ২য় নবঘন রাজ্য

* জুনাগড় খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও এখানকার রাজবংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নাই। মণ্ডলিক-রাজগণ পরবর্ত্তিকালে স্বাধীন হইলেও তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে কোন রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে সামন্তরাজরূপে রাজ্যশাসন করিতেন। অনেকে মণ্ডলাধিপ-অর্থ হইতে 'মণ্ডলিক' বংশোপাধি কল্পনা করিয়া থাকেন। তারিখ-ই-ফেরিস্তা প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে এই রাজবংশের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত আছে, তবে মধ্যে মধ্যে কখন কখন এইস্থানে মুসলমান রাজগণ শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন।

শাসন করিলে পর, তৎপুত্র মণ্ডলিক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি গুজরাত-পতি ভীমদেবের সহকারী হইয়া ১০৮০ সংবতে গজনিপতি মাহ্মুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মণ্ডলিকের পর পুত্র-পরম্পরায় হামীরদেব, বিজয়পাল ও ৩য় নবঘন রাজত্ব করেন। রাজা ৩য় নবঘন উমেতারাজকে স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন।

তৎপরে রাজা ২য় খঙ্গার রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ইনি অনহিলবাড়পতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজের যুদ্ধে নিহত হন। অতঃপর ২য় মণ্ডলিক ১১ বৎসর, আলনসিংহ ১৪, গণেশ ৫, ৪র্থ নবঘন ৯, ৩য় খঙ্গার ৪৭, ৩য় মণ্ডলিক ২২ ও ৫ম নবঘন রাজত্ব করিয়াছিলেন। নবঘনের পর রাজা মহীপাল দেব ৩৪ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। ইনি সোমনাথপত্তনে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ খঙ্গার রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোমনাথ-মন্দির-সংস্কার ও দিউ-অধিকার তাঁহার জীবনের প্রধান ঘটনা। ইঁহারই রাজ্যকালে মুসলমান সেনানী শামস্ খাঁ জুনাগড় অধিকার করেন। কএক বৎসর মুসলমান-আধিপত্যের পর ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জুনাগড় মণ্ডলিক-রাজবংশের করতলগত হয়। উক্ত বর্ষে ৪র্থ খঙ্গারের পুত্র জয়সিংহ দেব রাজসিংহাসন অধিকার করেন। তৎপরে যথাক্রমে মোক্তলসিংহ (১৩৪৪ খৃঃ), মোগলদেব (১৩৫৯ খৃঃ), মহীপালদেব (১৩৭১ খৃঃ) ৪র্থ মণ্ডলিক (১৩৭৬ খৃঃ) ও ২য় জয়সিংহদেব (১৩৯৩ খৃঃ) রাজ্যাধিকার করেন। ইনি ১৪১১ খৃষ্টাব্দে গুজরপতি মুজফর খাঁ কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

১৪১২ খৃষ্টাব্দে ৫ম খঙ্গার সিংহাসনে উপবেশন করেন। আজম শাহের সহিত ইঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে রাও ৫ম মণ্ডলিক জুনাগড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ বিগাড়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পান।

আহ্মদাবাদ-রাজগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া চূড়াসমা রাজগণ অত্যল্পকাল জায়গীরদার স্বাধীনরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।...সেই রাজকুমারগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১৪৭২ খৃঃ ৫ম মণ্ডলিক রাজা ভূপৎ প্রথম জায়গীরদার মনোনীত হন। তৎপুত্র ৬ষ্ঠ খঙ্গার ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ও খঙ্গার পুত্র ৬ষ্ঠ নবঘন ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করেন। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীসিংহ জায়গীরদার হন। এই সময়ে সম্রাট্ অকবর শাহ গুজরাত আক্রমণ করেন। অতঃপর ১৫৮৫-১৬৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭ম খঙ্গার জায়গীরদারী ভোগ করিয়াছিলেন।

মণ্ডলিত (ত্রি) মণ্ডলান্বিত, কৃতমণ্ডল, ঘুরাণ।

মণ্ডলিন্ (পুং) মণ্ডলং কুণ্ডলং কুণ্ডলাকারেণ শরীরবেষ্টনমস্যাস্তীতি মণ্ডল-ইনি। সর্পভেদ। সুশ্রুতে লিখিত আছে, সর্প ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে মণ্ডলী দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত। যে সকল সর্প বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে চিত্রিত, স্থূল ও মন্দগামী এবং দীপ্তসূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী সর্প কহে। এই জাতীয় সর্প যথা—

আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল, চিত্রমণ্ডল, পৃষত, রোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রুকষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক ও এণীপদ।

সকল প্রকার সর্পবিষের সপ্তপ্রকার বেগ। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতু দূষিত করে। রসধাতু সকল দূষিত হইলে রক্তধাতু দূষিত হয়, এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হইতে থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলে। ক্রমান্বয়ে ৭টী ধাতু দূষিত করা প্রযুক্ত বিষের ৭ প্রকার বেগ অভিহিত হইয়াছে।

মণ্ডলীর বিষের প্রথমবেগে শোণিত দূষিত হইয়া অতিশয় পীতল হয়। সর্ব্বশরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ হয়। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয়, অত্যন্ত দাহ ও দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হয়, এবং তৎপ্রযুক্ত দৃষ্টিস্থির, তৃষ্ণা, দষ্টস্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব ঘটে। চতুর্থবেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বর জন্মায়। পঞ্চমবেগে সর্ব্বশরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠবেগ মজ্জা মধ্যে প্রবেশ ও গ্রহণী অত্যন্ত দূষিত করে, তদ্দ্বারা শরীরের গৌরব, অতিসার ও হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা এই সকল উপদ্রব হয়। সপ্তমবেগে শুক্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যান বায়ুকে অতিশয় কুপিত করে, এবং লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্মদ্বার হইতে কফস্রাব এবং কটী ও পৃষ্ঠভঙ্গ হয়, সকল ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, লালা ও স্বেদ অত্যন্ত নিঃসরণ হয়, এবং শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৪ অ০)

[বিশেষ বিবরণ সর্প শব্দে দেখ]

২ বিড়াল। (ত্রিকা০) ৩ জাহক, চলিত খটাশ বা খাটাশ। ৪ বটবৃক্ষ। ৫ গোনাস সর্প। (রাজনি০)

মণ্ডলী (স্ত্রী) মণ্ডলমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ-আদিত্বাদচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দূর্ব্বা। (হারাবলী) ২ গুড়ূচী। (ভাবপ্র০)

মণ্ডলেশ (পুং) মণ্ডলস্য ঈশঃ। মণ্ডলেশ্বর, পর্য্যায়—এক-জন্মা, জন্মাপহ। (ত্রিকা০)

মণ্ডলেশ্বর (পুং) মণ্ডলস্ত ঈশ্বরঃ। ভূমির একদেশাধিপ। (বিশ্ব)

মণ্ডলেশ্বর, মধ্যভারতের-ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নর্ম্মদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২২° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫° ৪২´ পূঃ। মাউ হইতে আশীরগড় আসিতে হইলে এই স্থান হইয়া যাইতে হয়। নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫০ ফিট্ উচ্চ। এখানে নর্ম্মদার ব্যাস প্রায় ৫ শত গজ। বসন্তকাল ব্যতীত অপর কোন সময়ে এস্থান দিয়া নৌকাযোগে পারাপার হওয়া যায় না। নগরের চারিদিকে মৃত্তিকা-প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে। উহার মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র কেল্লা। এক সময়ে ঐ দুর্গে ইংরাজের একটী ক্ষুদ্র সেনানিবাস ছিল। ইন্দোরের ইংরাজ রেসিডেন্টের রাজকীয় সহকারী (Political Assistant) এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজাধিকৃত নিমার প্রদেশ ও ইংরাজকরে সমর্পিত হোল-কর-রাজের কতকগুলি প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ হোলকররাজের দাক্ষিণাত্য বিভাগের কএকটী ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বর ছাড়িয়া দেন। এক্ষণে এই নগর হইতে হোলকরের অধিকৃত নিমার প্রদেশ শাসিত হইয়া থাকে। উক্ত দুর্গ কারাগারে রূপান্তরিত হইয়াছে। কর্ণেল কিটিঙ্গ এই নগরের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া যান।

মণ্ডহারক (পুং) মণ্ডং হরতি আহরতি গৃহ্লাতীতি হৃ-(ণ্বুল্-তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) সুরাসম্পাদনার্থং মণ্ডগ্রহণাদস্য তথাত্বং। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

মণ্ডা (স্ত্রী) মণ্ডঃ কারণত্বেনাস্তি অস্যা ইতি অর্শ-আদিভ্যো-ঽচ্। ১ সুরা। (হারাবলী) মণ্ডয়তীতি মণ্ডি-অচ্-টাপ্। ২ আমলকী। (মেদিনী)

মণ্ডী (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, সন্দেশ। ক্ষুদ্রাকারে সন্দেশ প্রস্তুত করিলে তাহাকে মুণ্ডী এবং বড় সন্দেশ মণ্ডা নামে অভিহিত।

মণ্ডিক (পুং) ভারতের পূর্ব্বাংশবর্ত্তী জনপদভেদ।

(মহাভারত বন০ ২৫৩ অঃ)

মণ্ডিত (ত্রি) মণ্ডি-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভূষিত।

"মণিময়-মকরমনোহরকুণ্ডল-মণ্ডিতগণ্ডমুদারম্"

(গীতগোবিন্দ ২।৭)

(পুং) বোধিসত্ত্বাধিপ বিশেষ। (হেম)

মণ্ডী, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। জালন্ধ-রের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। অক্ষা০ ৩১° ২৩´ ৫৫´´ হইতে ৩২° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৪০´ হইতে ৭৭° ২২´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে। এখানকার সামন্ত ইংরাজরাজকে লক্ষ টাকা কর দিয়া থাকেন।

এই রাজ্য পর্ব্বতের অধিত্যকাভূমে অবস্থিত। ইহার দুই পার্শ্বেই উচ্চ গিরিশ্রেণী। উহার গোঘরকা-ধার নামক শৃঙ্গ ৭০০০ ফিট্ এবং সিকেন্দরকা-ধার ৬৩৫০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু অপর সর্ব্বত্রই উহা ৫ হাজার ফিটের অধিক হইবে না। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা, বনবিভাগে শিকারোপযোগী নানা জন্তু ও পক্ষী আছে। অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ।

এখানকার সামন্তগণ বঙ্গের সেনরাজবংশীয়, এক্ষণে কিন্তু চন্দ্রবংশীয় রাজপুত বলিয়াই পরিচয় দেন। সুকেত-রাজ্যের কোন রাজবংশধর মণ্ডীতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। তদবধি তাঁহারা মণ্ডিয়াল নামে পরিচিত হন। রাজা সেন উপাধিতে মণ্ডিত এবং তাঁহার স্বসম্পর্কীয় অপরাপর রাজ-পুরুষেরা সিংহ উপাধিতে বিভূষিত হইয়া থাকেন।

রাজা বাহুসেন নামা জনৈক সুকেত রাজভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠের সহিত কলহ করিয়া ভ্রাতৃরাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক ১২শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে আপন অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য বহির্গত হন। তিনি প্রথমে কুলুরাজ্যে ও পরে মঙ্গলৌরে যাইয়া অবস্থিত হন। এখানে তাঁহার একাদশ পুরুষ স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া-ছিলেন। উক্ত বংশীয় রাজা বাণো* সকোরাধিপতিকে নিহত করিয়া সকোর-সিংহাসন অধিকার করেন। তথা হইতে বাণো বিপাশা-তীরবর্ত্তী ভীন্ নগরে স্বীয় প্রাসাদ ও রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। এই ভীন নগর বর্ত্তমান মণ্ডীনগরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অবশেষে বাহুসেনের ১৯শ পুরুষ অধস্তন রাজা অজবর সেন ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মণ্ডীনগর স্থাপন করেন। ইহা হইতেই মণ্ডীতে প্রকৃত সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সুকেত ও মণ্ডীবংশের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগে ১০ম শিখগুরু গোবিন্দ-সিংহ মণ্ডী পরিদর্শনে আগমন করেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শিখ ইতিহাসে অলৌকিক বলিয়া লিপিবদ্ধ আছে। প্রবাদ, গুরুগোবিন্দ সিংহ কুলুরাজ কর্ত্তৃক লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হন। তিনি স্বীয় যোগবলে সেই লৌহপিঞ্জর মণ্ডীতে উড়াইয়া আনেন। রাজা ঈশ্বরী সিংহের রাজ্যকালে (১৭৭৯-১৮২৬) মণ্ডীরাজ্য যথাক্রমে কটোচরাজ, গোর্খা ও লাহোর-

* প্রবাদ আছে, বাণ বৃক্ষের তলে জন্মহেতু এই রাজা সাধারণে বাণো নামে পরিচিত হন। তাঁহার মাতা যখন পূর্ণগর্ভা, তখন পার্শ্ববর্ত্তী কোন রাজার অত্যাচারে রাণীমাতাকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে হয়। পথি মধ্যে বাণের জন্ম হইয়াছিল।

পতি রণজিৎ সিংহের অধীন থাকে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মণ্ডীরাজ লাহোর-দরবারে কর দিয়াছিলেন। তৎপরে সেনানী ভেন্‌চুরা মহারাজ রণজিৎসিংহের জন্য মণ্ডী অধিকার করেন। এই যুদ্ধে কমলাগড় দুর্গ-জয়কালে শিখসৈন্যকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া লাহোররাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু লাহোর-রাজের অর্থলোভী দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া, তিনি ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। সোত্রাওন যুদ্ধের পর তিনি প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধির পর এই রাজ্য ইংরাজ-গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরাজরাজ পুনরায় এই রাজ্য বর্ত্তমান রাজার পিতাকে সমর্পণ করেন। কথা থাকে, রাজা নিজব্যয়ে স্বরাজ্য মধ্যে পথ বিস্তার করিবেন এবং বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানীর কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানরাজ বিজয় (বিজয়?) সেন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার ৭০০ পদাতি ও ২৫টী অশ্বারোহী সেনা আছে। ইংরাজ-রাজের নিকট হইতে ইনি ১১টী মানতোপ পাইয়া থাকেন।

এখানে স্থানে স্থানে লৌহ ও লবণ এবং ঝরণা হইতে স্বর্ণ-চূর্ণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উপত্যকাভূমে ধান্য, ইক্ষু, ভুনার, তামাক প্রভৃতি জন্মে। এখানকার আব্‌হাওয়া অতিশয় শীতল।

২ উক্ত সামন্তরাজের প্রধান নগর, বিতস্তা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩১°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ৫৮´ পূঃ। এখানে নদীর স্রোত অতি খরতর। নদীর উপর 'এস্প্রেস্' নামক সেতু আছে। দিবাভাগে পর্ব্বতগাত্রস্থ তুষার-রাশি গলিয়া পড়ে। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত নদীর জল গলিত বরফজলে স্ফীত হইতে থাকে। প্রাতঃকালের শীতে বরফ পুনরায় জমিয়া আসিলে নদীর জল প্রায় একতৃতীয়াংশ কমিয়া আইসে।

মণ্ডীয়াওন্, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এই স্থানে পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ নবাবের সেনানিবাস ছিল। অযোধ্যার ৬ষ্ঠ নবাব সাদৎ আলি খাঁ ইহা নির্ম্মাণ করান। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানে কোম্পানি-সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র দুএকটী প্রবেশদ্বার ও কতকগুলি ধর্ম্মমন্দিরের ভগ্ন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। এখন উহার চতুর্দ্দিকে আকাশি ক্ষেত্রসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এখন এই নগরের আর সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধি নাই। উহা এক্ষণে একটা গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। এমন, এখানে পূর্ব্বে বিস্তৃত জঙ্গল ছিল, ঐ বনে মণ্ডন নামক জনৈক ঋষি ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল।

প্রথমে ভরজাতি এখানে আসিয়া বসবাস করে। পরে সৈয়দ সালারের সেনানী মালিক আদম তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। তদবধি এখানে শেখদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। শেখগণ এখানে প্রায় ১৫০ বৎসর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। তৎপরে তৌলির রক্কেলা-চৌহান-বংশীয় রাজা রাজসিংহ শেখবংশকে উচ্ছেদ করিয়া এই স্থানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বসবাসের জন্য আপন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-কর্ম্মচারি-বর্গকে ব্রহ্মোত্তর ও মহাত্রাণ দান করেন। এখনও শেখদিগের স্মৃতিস্বরূপ এখানে প্রতিবৎসর সৈয়দ সালারের উদ্দেশে একটী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মণ্ডীলক, গোধূমচূর্ণ হইতে প্রস্তুত পিষ্টকভেদ। (দিব্যাবদান)

মণ্ডু (পুং) ঋষিভেদ।

মণ্ডূক (পুং) মণ্ডয়তি ভূষয়তি জলাশয়মিতি মণ্ডি-(শলি-মণ্ডিভ্যামূকণ্। উণ্ ৪।৪২) ইতি ঊকণ্। ভেক, ব্যাঙ্। [ভেক দেখ] ২ শোণক। ৩ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু০ ৭।৫০) ৪ অতিশয় তেজস্বী। (শব্দরত্না০) (স্ত্রী) ৫ বন্ধবিশেষ। (বিশ্ব) অশ্বজাতি ভেদ।

"তত্র তিত্তিরিকল্মাষান্ মণ্ডূকাখ্যান্ হয়োত্তমান্।"

(ভারত ২।২৮।৬)

মণ্ডূকপর্ণ (পুং) মণ্ডূকাকৃতি-পর্ণমস্য। যদ্বা মণ্ডূক ইব উত্তা-নোন্নতং পর্ণমস্য। শোণাক বৃক্ষ। (ভাবপ্র০) ২ শোণক।

মণ্ডূকপর্ণী (স্ত্রী) মণ্ডূকপর্ণ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ ব্রাহ্মী। (মেদিনী) ৩ আদিত্যভক্তা। (রাজনি০) ৪ ওষধি বিশেষ, চলিত থুলকুড়ী। পর্য্যায়—ভেকী, মণ্ডূকী, মৃগপর্ণী, মণ্ডূকপর্ণিকা। ইহার গুণ—লঘু, আহপাক, শীতল। (রাজনি০) ৫ মহৌষধি। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৬ অ০)

মণ্ডূকমাতৃ (স্ত্রী) মণ্ডূকস্য মাতেব, মণ্ডূক-পোষকত্বাদস্যা-স্তথাত্বং। ১ ব্রাহ্মী। (রাজনি০) ২ ভেকমাতা।

মণ্ডূকসরস (স্ত্রী) মণ্ডূকপ্রচুরং সরঃ জাতৌ অচ্ সমাসান্তঃ। সরোবরভেদ। (অমর)

মণ্ডূকা (স্ত্রী) মণ্ডূক-স্ত্রিয়াং টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

"মণ্ডূকা চ [illegible] ভেকপর্ণী চ মঞ্জিষ্ঠা।" (শব্দমালা)

মণ্ডূকানুক, [illegible] একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। ([illegible])

মণ্ডূকী (স্ত্রী) মণ্ডূক-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ আদিত্যভক্তা। ৩ ব্রাহ্মী। ৪ ঔষধিবিশেষ, চলিত থুলকুড়ী। ৫ [illegible]।

মণ্ডূকেশ, [illegible] নির্ম্মিত [illegible]।

এই লিঙ্গ দর্শন করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

(শিবপু০ জ্ঞানসং ৩৮ অঃ)

মণ্ডুর (পুং ক্লী) মণ্ডি-উরচ্। লৌহমল। পর্য্যায়—শিঙ্ঘাণ, সিঙ্ঘান, সিংহাণ। (অমর ও ভরত)

মণ্ডূর ঔষধে ব্যবহৃত হয়, যে সকল মণ্ডূর ঔষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা শোধন করিয়া লইতে হয়। অশোধিত মণ্ডূর অশেষ দোষের আকর। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"ধ্মায়মানস্য লৌহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
লৌহসিংহানিকা কিট্টি সিংহাণঞ্চ নিগদ্যতে।
যল্লোহং যদ্‌গুণং প্রোক্তং তৎ কিট্টমপি তদ্‌গুণম্॥" (ভাবপ্র০)

গলিত লোহের মলের নাম মণ্ডূর, পর্য্যায়—লৌহ, সিংহাণিকা, কিট্ট ও সিংহাণ। লৌহের গুণ যেরূপ, লৌহমল মণ্ডূরের গুণও তাদৃশ।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার শোধনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—লৌহ যে প্রকার গুণবিশিষ্ট, লৌহমল মণ্ডূরও তাদৃশ গুণবিশিষ্ট। মণ্ডূর এক শত বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে উত্তম, ৮০ বৎসরের উপর মধ্যম, ৬০ বৎসরের উপর অধম। এই তিন প্রকার মণ্ডূর ঔষধের জন্য ব্যবহার হইতে পারে। ইহার ন্যূন সময়ের মণ্ডূর বিষসদৃশ। এই মণ্ডূর বহেড়ার কাষ্ঠে পোড়াইয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়। পরে ইহা চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠ ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। মণ্ডূর হইতে মুণ্ডলৌহ দশগুণ, মুণ্ড হইতে তীক্ষ্ণলৌহ দশগুণ, মুণ্ড হইতে কান্তলৌহ লক্ষগুণ ফলপ্রদ। (রসেন্দ্রসারস০) [বিশেষ বিবরণ লৌহশব্দে দেখ।]

মণ্ডূরবজ্রবটক (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, ও মুতা প্রত্যেকে ২৪ তোলা, সমুদায়ের দ্বিগুণ মণ্ডূর মিশ্রিত করিয়া অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে দুই তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান ঘোল। ইহা সেবনে পাণ্ডু, মন্দাগ্নি, অরুচি, অর্শ, গ্রহণীদোষ, ঊরুস্তম্ভ, কৃমি, প্লীহা, আনাহ ও গলরোগ নিবারিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ পাণ্ডুরোগাধিকার)

মণ্ডোদ (পুং) মহাভ্রিখণ্ড-বর্ণিত সপ্তসাগরের মধ্যে একটী।

"মণ্ডোদশ্চ প্রথমতস্ততঃ স্বাদূদকোত্তরম্।" (মহা০ ২।৩৫)

মণ্ডোদক (ক্লী) মণ্ড ইব উদকমস্য, মণ্ডমিশ্রিতমুদকমত্রেতি বা। ১ চিত্ররাগ। ২ বিচিত্রবর্ণ। ৩ আবর্জ্জন, চর্চ্চিত আলিম্পনা। (মেদিনী)

"তস্য পিষ্টস্য ভাগান্ত্রীন্ কিণ্বভাগাবিমিশ্রিতান্।
মণ্ডোদকার্থে কারক দত্তাৎ তৎ সর্ব্বমেককাঃ॥"

(সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৪ অধ্যায়)

মৎ (অব্য০) অমদমহং মদ্ভবতীতি, অমদ্ভবাৎ চ্বি প্রত্যয়ে কৃতে তদ্ধিতে অমদ্ শব্দস্য মদাদেশঃ। ছিলাম না যে আমি, সেই আমি, পূর্ব্বে যে আমিত্ব ছিল না, পরে সেই আমিত্বভাব।

মত্ত (ক্লী) মদ্‌-ভাবে ক্ত। ১ মদ্য, পর্য্যায়—হৃদ্য, অভিপ্রায়, আকূত, ভাব, আশয়। (হেম) মদ্‌-কর্ম্মণি ক্ত। ২ মত্ত, অভিপ্রেত, জ্ঞাত।

"কিমস্যাহি মোক্তব্যমেতত্তোরুক্কাং মধ্যনদীয়ে তব মে মতাসু।"

(মনু ৯।৫৭)

৩ পূজিত। (হেম) ৪ বুদ্ধিমিত। ৫জ্ঞান। ৬পূজা (ত্রি) ৭সমীকৃত।

মত্তক (ত্রি) মতঃ সমীকৃতম্ তৎসমীপ ইত্যর্থে চতুরর্থ্যামিত্যাৎ ক। ১ তৎসমীপাদি, অর্থাৎ যে স্থলে ভূমি সমীকৃত করা হইয়াছে, তৎসমীপ স্থানাদি। মত-স্বার্থে কন্। ২ মর্ত্তলভাব।

মতক, আসাম প্রদেশের লখিমপুর জেলায় একটী জনপদ। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ ও বামকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বসীমায় সিংপো পাহাড় ও দক্ষিণে বুড়ি-দিহিঙ্গ নদী। আহম রাজাদিগের সময় এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন এখানে আহম জাতিরই মতক বা মোয়ামারিয়া নামে এক শ্রেণী প্রধানতঃ বাস করিত এবং সকলেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আহমরাজগণ তাহাদিগকে দুর্গাপূজায় দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করায় অনেকবার তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। রাজা গৌরীনাথের সময় তাহারা প্রায় আসাম পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল, অবশেষে বৃটিশ সৈন্যসাহায্যে গৌরীনাথ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ মতকগণ শেষে স্বাধীনতা অবলম্বন করিল এবং আপনাদের মধ্য হইতে একজন সর্দারকে প্রধান স্বীকার করিয়া 'বড় সেনাপতি' উপাধি দিয়াছিল। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য আসাম হইতে বিতাড়িত হইলে, বৃটিশ গবর্মেণ্ট মতক-সর্দারকে একজন সামন্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত বৃটিশ গবর্মেণ্ট কোন চুক্তি করিলেন না, বরং সমস্ত মতক-জনপদ লখিমপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত বৃটিশ শাসনাধীন হইল। এখন আর মতকরাজ্য নাই, কএকটী মৌজা মাত্র পূর্ব্বপরিচয় বজায় রাখিয়াছে। মতকেরাও আসামের অন্য অধিবাসীর সহে মিশিয়া গিয়াছে। আসামপ্রদেশে এখনও যে সকল মতক বাস করিতেছে, তাহারা মরাণ নামে পরিচিত। ডিব্রুগড়ের নিকট মোয়ামারিয়া নামে খ্যাত।

মতঙ্গ (পুং) মাদ্যতি মাদ্যত্যনেন বেতি মদ্ অঙ্গচ্, দস্য তঃ। ১ মেঘ। (উজ্জল) ২ মুনিভেদ।

"মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতঙ্গজত্বম্।"(রঘু ৫।৫৩)

৩ দানবভেদ। (হরিব° ২৪।২ অ°) ৪ রাজর্ষিভেদ।

(ভারত ১।৭১ অ°)

ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জাত চণ্ডালভেদ। অনু-শাসন পর্ব্বে এই মতঙ্গের উপাখ্যান এইরূপ লিখিত আছে,— কোন সময় যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে? তপস্যা, সৎকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েক-টীর মধ্যে কোনটী ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্বলাভের উপযোগী? তাহা আপনি সবিস্তার কীর্ত্তন করুন।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জীব বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ব্বক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া থাকে। তোমায় এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, ইহাতে তোমার সকল সংশয় দূর হইবে।

পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতঙ্গ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ঔরসজাত বিবেচনা করিয়া উঁহার জাতকর্ম্মাদি সকল সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করেন। একদা ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে কহিলেন, আমি একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, তুমি যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল আনয়ন কর। মতঙ্গ ব্রাহ্মণের আদেশে বেগগামী গর্দ্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, রথযোজিত গর্দ্দভশিশু সেই দিকে গমন না করিয়া স্বীয় জননীর অভি-মুখেই গমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মতঙ্গ রোষাবিষ্ট হইয়া বারংবার উহার নাসিকায় কশাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন পুত্রবৎসলা গর্দ্দভী পুত্রের নাসায় অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে বলিলেন, বৎস! তুমি দুঃখিত হইও না। এক্ষণে এক চণ্ডাল তোমাকে সঞ্চালিত করিতেছে, ব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ নিষ্ঠুরস্বভাব হয় না। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের আহার্য্যদাতা ও শাসনকর্ত্তা। এই নির্দ্দয়জন যেমন ঔরসে জন্মিয়াছে, তদনু-রূপ কার্য্য করিতেছে।

গর্দ্দভীর এই কর্কশবাক্য শুনিয়া মতঙ্গ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দূষিত হইয়াছেন, আমি যে নিমিত্ত চণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তখন গর্দ্দভী কহিল, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই জন্য তোমার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং তুমি চণ্ডাল হইয়াছ।

মতঙ্গ গর্দ্দভীর মুখে এই কথা শুনিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন এবং ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। ইঁহার তপস্যায় দেবগণও ভীত হইলেন। ইন্দ্র বারংবার আসিয়া তাঁহাকে বর দিবার জন্য প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্য কোন বরই লইতে স্বীকার করিলেন না। এইরূপে বহু দিবস অতীত হইল। পুনরায় একদিন ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ্য নিতান্ত দুর্ল্লভ। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, কিছুতেই ব্রাহ্মণ্য-লাভ করিতে পারিবে না। জীব তির্য্যক্ যোনি হইতে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুক্কশ বা চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হয়, সহস্রবৎসর সেই নিকৃষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া শূদ্রত্ব লাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে বৈশ্যত্ব, তৎপরে এক লক্ষ অশীতি সহস্র বৎসর পরে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বলাভের পর একশত অশীতি লক্ষ বৎসর অতীত হইলে পতিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত ষোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র-জীবি-ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করে, তৎপরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ্য ভিন্ন অন্য যে বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতেছি। ব্রাহ্মণ্য তোমার পক্ষে দুর্ল্লভ।

মতঙ্গ ব্রাহ্মণত্বলাভে হতাশ হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কাম-রূপী বিহঙ্গম হই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদয় বর্ণই যেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি যেন অক্ষয় হয়। ইহাতে ইন্দ্র বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে এবং তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত হইয়া ত্রিলোকের পূজিত হইবে। পরে মতঙ্গ প্রাণত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন।

(ভারত অনুশাসনপ° ২৭-৩০ অ°)

মতঙ্গজ (পুং) মতঙ্গঃ মেঘ ইব জায়তে তদাখ্য-মুনের্ব্বাতো বা জন-ড। হস্তী।

"গ্রীষ্মে প্রভূতাযুবনেন বারাং নির্ব্বাসনার্থং করিণাং বধ্যা চ। বনেচরেভ্যো গ্রীষ্মকালে প্রভাবাৎ ভবতি ভুক্তান মতঙ্গজানামু"

(কাদম্বরী নাভিনায় ৩৭০)

মতঙ্গতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মতঙ্গদেশ, কামরূপের বহ্নিকোণে অবস্থিত জনপদভেদ। (যোগিনীতন্ত্র ৪০।২, দিগ্বিজয়প্রকাশ ৭১)

মতঙ্গবাপী (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত অনুশা° ৩০ অ°)

মতঙ্গাশ্রম, গয়া জেলাস্থ ফল্গুনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত পুণ্যস্থান। (মহাভা° ২।৩১।২) ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানেই দণ্ডকারণ্য।

মতন (আরবী) অনুরূপ, সদৃশ।

মতন, (মর্ত্তন্ বা মার্ত্তণ্ড) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন ভগ্ন দেবালয়। অক্ষা° ৩৩° ৪২′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ২১′ পূঃ। রাজতরঙ্গিণীতে (৩।৪৬২) ইহা রামপুরস্বামী নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই নিকট এক সময় একটী জনাকীর্ণ বৃহৎ নগর ছিল। এই মন্দিরটী মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্যের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহামের মতে খৃষ্টীয় ৩৭০ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হয়, কিন্তু গঠনপ্রণালী দেখিলে তদপেক্ষা° অতিপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস, কাশ্মীরের মধ্যে এখন যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি বর্ত্তমান, তন্মধ্যে এইটীই সর্ব্বপ্রাচীন। কেবল প্রাচীন বলিয়া নহে, এমন শিল্পনৈপুণ্যও আর কাশ্মীরে নাই। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য এত চমৎকার যে, কোন কোন য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী এই স্থান দর্শন করিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা আর জগতে কোথাও নাই।

দেশীয়গণের বিশ্বাস যে, এই মন্দিরটি পাণ্ডুবংশের কীর্ত্তি। মন্দিরটী বেশ উচ্চ, ইহার দুই পার্শ্ব মুখশালী ও চারি পার্শ্ব চতুরস্র স্তম্ভে মণ্ডিত। সমস্ত মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ২২০ ও প্রস্থে ১৪২ ফিট্ হইবে। বর্ত্তমান ভগ্ন মন্দির মধ্যে কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত সুবৃহৎ দেবমূর্ত্তিসমূহ ও বিচিত্র শিল্পখচিত স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত। মন্দিরের পার্শ্বেই একটী প্রসিদ্ধ প্রস্রবণ আছে।

মতবাল (দেশজ) মাতোয়াল, মাতাল।

মতর্জ্জিম্ (আরবী) ১ অনুবাদক। ২ দোভাষী।

মতল্লিকা (স্ত্রী) মতং মতিমলতি ভূষয়তি খুল্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। প্রশস্ত। (অমর) কাহারও কাহারও মতে এই শব্দ অব্যুৎপন্ন। (সিদ্ধান্তকৌ°) ২ ছন্দোভেদ।

মতা (আরবী) ফলসম্ভোগ।

মতান্তর (স্ত্রী) বিভিন্ন মত, অন্যমত, একজন এক প্রকার বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক দিয়া অন্যরূপ বলা।

মতানুজ্ঞা (স্ত্রী) ন্যায়দর্শনোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। ন্যায়দর্শনে যে ষোড়শপদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে, নিগ্রহ স্থান তাহার মধ্যে একটী। এই নিগ্রহ স্থান আবার ২২ প্রকার। যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী কোনরূপ দোষখ্যাপন করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে।

"স্বপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষদোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা।"

(গৌতমসূ°)

যে স্থলে স্বপক্ষের দোষ বিচার দ্বারা স্থির করা যায় না এবং পরপক্ষের দোষের প্রসঙ্গ থাকে, তাহাকে মতানুজ্ঞা কহে।

মতাবলম্বন (স্ত্রী) একজনের মতগ্রহণ।

মতাবলম্বিন্ (ত্রি) যিনি কোন একটী মত অবলম্বন করেন। যথা—বৌদ্ধ-মতাবলম্বী।

মতাবেক (আরবী) উপযুক্ত, অনুরূপ, সদৃশ।

মতামত (দেশজ) মত ও অমত, কোন বিষয়ে অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়া।

মতারি, সিন্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদ জেলার হালা উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। হায়দরাবাদের ১৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৩৫′ ৩০″ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° ২৮′ ৩০″ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এখানে তপ্পাদারের সদর কাছারী, ধর্ম্মশালা, গবমেণ্ট স্কুল ও থানা আছে। নানাবিধ শস্য, তৈলকর বীজ, তুলা, চিনি ও কাটাকাপড়ের ব্যবসা চলে। প্রবাদ, ১৩২১ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শতবর্ষের প্রাচীন একটী সুন্দর জমা মস্‌জিদ্ ও তথায় দুইজন মুসলমান সাধুর কবর আছে। প্রতিবর্ষে আশ্বিন মাসে মস্‌জিদের সম্মুখে মেলা হয়, তাহাতে বহু মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে।

মতালক্ (আরবী) ১ সম্বন্ধীয়, সংযুক্ত। ২ কিছুকালের জন্য স্থগিত।

মতালেব্ (আরবী) ১ প্রার্থনা। ২ অনুরোধ। ৩ দাবী।

মতি (স্ত্রী) মন্যতেঽনয়েতি ইতি মন-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি।

"মতিশ্চ দ্বিবিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্ব্বথা।"(ভাগ° ১।১৭।১৯)

শুভ ও অশুভ ভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। [বুদ্ধি দেখ।]

২ ইচ্ছা। ৩ স্মৃতি। (মেদিনী) ৪ অর্চ্চা। ৫ মেধাবী। ৬ শাকভেদ। (অজয়পাল)

গরুড়পুরাণে মতিকর ঔষধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—পাঠা, ২ প্রকার জীরক, কুষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, অজমোদক, বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রসে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ঐ চূর্ণ ঘৃত ও মধুযোগে সেবন করিলে মতি বা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। *

* "পাঠা দ্বে জীরকে কুষ্ঠমশ্বগন্ধাজমোদকম্।
বচা ত্রিকটুকঞ্চৈব লবণং চূর্ণমুত্তমম্।

মতিকর্ম্মন্ (স্ত্রী) ১ বুদ্ধিকার্য্য। ২ মানসিক কার্য্য।

মতিগতি (স্ত্রী) ১ মনোভাব। ২ চিন্তার ভাব।

মতিগর্ভ (ত্রি) ১ বুদ্ধিমান্। ২ বিচক্ষণ।

মতিচিত্র (পুং) অশ্বঘোষের নামান্তর।

মতিচ্ছন্ন (ত্রি) ভ্রষ্টবুদ্ধি, কুমতি।

মতিদর্শন (স্ত্রী) অপরের বুদ্ধি বা মনোভাব জানিবার ক্ষমতা।

মতিদা (স্ত্রী) মতিং দদাতীতি দা-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ জ্যোতিষ্মতী লতা। ২ শিমুড়ীক্ষুপ। (রাজনি॰) (ত্রি) ৩ মতিদাতা, বুদ্ধিদাতা।

মতিধ্বজ (পুং) শাক্যপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র।

মতিনার (পুং) নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ)

মতিনিশ্চয় (পুং) বুদ্ধির নিশ্চয়তা, মতিস্থিরতা।

মতিপুর, (ম-তি-পু-লো) চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং-বর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ। অনেক পুরাবিদের মতে, রোহিলখণ্ডে বিজনোরের নিকট যে মড়াবর নগর আছে, তাহাই প্রাচীন মতিপুর-রাজধানী। সম্ভবতঃ মেগস্থিনিস্ এখানকার অধিবাসিবৃন্দকে 'মথই' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন,—এখানকার রাজা শূদ্র জাতীয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাঁহার আস্থা নাই। তাঁহার সময়ে এখানে ২০টী সঙ্ঘারাম ছিল ও তাহাতে ৮০০ জন শ্রমণ থাকিতেন, তাঁহারা সর্ব্বাস্তিবাদী। এতদ্ভিন্ন নানা দেবতার ৫০টী মন্দির ছিল।

মতিপুর-রাজধানীর প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে একটী ক্ষুদ্র সঙ্ঘারাম ছিল, তথায় থাকিয়া আচার্য্য গুণপ্রভ তত্ত্ব-বিভঙ্গশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

মতিপূর্ব্ব (অব্য॰) বুদ্ধিপূর্ব্বক, বিবেচনার সহিত।

মতিভেদ (পুং) মতের্ভেদঃ। বুদ্ধির ভিন্নতা।

মতিভ্রংশ (পুং) ১ বুদ্ধিনাশ। ২ উন্মাদরোগ।

মতিভ্রম (পুং) মতের্ব্বুদ্ধের্ভ্রমঃ। বুদ্ধিভ্রংশ, পর্য্যায়—ভ্রম, মিথ্যামতি, ভ্রান্তি। (শব্দরত্না॰) অজ্ঞানই একমাত্র মতি-ভ্রমের কারণ।

মতিভ্রান্তি (স্ত্রী) মতের্ব্বুদ্ধের্ভ্রান্তিঃ। বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ।

মতিমৎ (ত্রি) মতির্বিদ্যতেঽস্য মতুপ্। ১ বুদ্ধিমান্, সুধী। ২ শিব। (ভারত ১৩। ১৭। ১১৩)

মতিরত্নমুনি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত, জয়াঙ্কিকের শিষ্য ও মতিসাগরের প্রশিষ্য। ইনি জুজনগরে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে কুমারসম্ভবের একখানি অবচূরি প্রণয়ন করেন।

ভ্রান্তীরসৈর্ভাবিতক সর্পিমধুসমন্বিতম্।
সপ্তাহং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ মতৈশ্বর্য্যং মতিং পরাম্॥"
(গরুড়পু॰ ১৯৮ অ॰)

মতিরাজ, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মতিল (পুং) রাজভেদ।

মতিবর্দ্ধন (পুং) একজন বিখ্যাত টীকাকার, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে জীবিত ছিলেন।

মতিবিদ্ (ত্রি) মতিবিদ্-ক্বিপ্। মতিমান্, মেধাবী, বুদ্ধিমান্।

মতিবিভ্রম (পুং) মতের্বিভ্রমোঽত্র। ১ উন্মাদরোগ। ২ বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ।

মতিশালিন্ (ত্রি) মত্যা শালতে শিনি। মেধাবী, বুদ্ধিশালী, বুদ্ধিমান্।

মতিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরয়মেষামতিশয়েন মতিমান্ বেতি মতিমৎ-ইষ্ঠন্, মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্।

মতিয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন মতিমান্ মতি-ঈয়সুন্, মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্।

মতীশ্বর (পুং) বিশ্বকর্ম্মার নামান্তর।

মতুথ (ত্রি) ১ মন্ত্রগায়ক। (ঋক্ ৯।৭১।৫) ২ মেধাবী। (নিঘণ্টু)

মতৌন্ধ, উঃ পঃ প্রদেশে বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে ইংরাজী স্কুল, থানা, ডাকঘর ও বাজার আছে। প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে এখানে হাট হয়। হাটে তামাক, লবণ, নানাবিধ শস্য, তুলা ও চর্ম্মের ব্যবসা চলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, এখানে রাজা ছত্রসালের সঙ্গে জনৈক জৈন-গুরুর যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানকার জমিদার মুরলী বাবু কএকজন ইংরাজকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ভূমিলাভ করিয়াছেন।

মৎক (পুং) মাদ্যতীতি মদ-ক্বিপ্, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ মৎকুণ, চলিত ছারপোকা, উকুন। মম অয়ং অস্মৎশব্দাদি-দমর্থে কন্, মদাদেশশ্চ। (ত্রি) ২ মৎসম্বন্ধী।

"নৈতন্মতং মৎকমিত্ত ব্রুবাণঃ সহস্রশোঽসৌ শপথানশপ্যৎ।"
(ভট্টি ৩।৩২)

মৎকুণ (পুং) মাদ্যতীতি মদ-ক্বিপ্, কুণতি ইতি কুণ-ক, ততঃ মশ্চাসৌ কুণশ্চেতি। কীটবিশেষ, চলিত ছারপোকা। পর্য্যায়—রক্তপায়ী, রক্তাক্ত, রক্তাশ্রয়, উদ্দংশ। (রাজনি॰)

"মৎকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ সিন্ধুনাথশয়নে নিষেদুষঃ।
গচ্ছতঃস্ম মধুকৈটভৌ বিভোর্যস্য নৈদ্রসুখবিঘ্নতাং ক্ষণম্॥"
(শিশুপালবধ ১৪।৬৮)

২ নির্ব্বিষাণ হস্তী। ৩ নিঃশ্মশ্রু পুরুষ, চলিত মাকুন্দ, যে সকল পুরুষ মানুষের দাড়ী গোঁপ উঠে না। ৪ নারিকেল। (মেদিনী) ৫ জঙ্ঘমাত্র। (হেম)

মৎকুণা (স্ত্রী) অজাত-লোম ভগ। (শব্দরত্না॰)

মৎকুণারি (পুং) মৎকুণস্য অরিঃ, মৎকুণনাশকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ ইন্দ্রাশন, চলিত সিদ্ধি। (শব্দমালা) ২ শণবৃক্ষ।

মৎকুণিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। ইহার পাঠান্তর 'মৎকুলিকা' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

(ভারত শল্যপ০ ১৭ অ০)

মৎকৃত (ত্রি) ময়া কৃতং ৩তৎপু০, অস্মৎশব্দস্য মদাদেশঃ। আমা কর্ত্তৃক কৃত, অনুষ্ঠিত।

মত্ত (পুং) মাদ্যতীতি মদ-কর্ত্তরি ক্ত। ক্ষরন্ মত্তহস্তী, যে হস্তীর মদক্ষরণ হইতেছে, চলিত মাতোয়ারা হাতী। পর্য্যায়—প্রভিন্ন,গর্জ্জিত, মতঙ্গ, ক্ষরন্মদ। (শব্দরত্না০) ২ ধুস্তূর। ৩ কোকিল। ৪ মহিষ। (রাজনি০) (ত্রি) ৫ মত্ততাবিশিষ্ট, সুরাপানে বিকলান্তঃকরণ, চলিত মোদো-মাতাল। পর্য্যায়—শৌণ্ড, উৎকট, ক্ষীব, মদোদ্ধত। (জটাধর)

"তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্।"

(দেবীভাগ০ ২।৮।৪) ৬ হৃষ্ট, আনন্দিত।

মত্তকাল (পুং) লাটদেশের একজন অধিপতি।

মত্তকাশি(সি)নী (স্ত্রী) মত্ত ইব ক্ষীব ইব কসতি গচ্ছতি মত্তকাসিনী কস-গতৌ গ্রহাদিত্বাৎ ণিনি-ঙীপ্। উত্তমা স্ত্রী। এই শব্দের সকার তালব্য ও দন্ত্য উভয়ই হইবে।

মত্তকীশ (পুং) মত্তঃ সন্ কীশো বানর ইব। হস্তী। (শব্দমালা)

মত্তগামিনী (স্ত্রী) মত্ত ইব গচ্ছতি গম-ণিনি-ঙীপ্। উত্তমা স্ত্রী। (ত্রি) ২ উন্মত্তের ন্যায় গমনশীল।

মত্তনাগ (পুং) মত্তঃ নাগঃ কর্ম্মধা০। মদোন্মত্ত হস্তী।

মত্তময়ূর (পুং) মত্তো ময়ূরো যস্মাৎ। ১ মেঘ, মেঘদর্শনে ময়ূর সকল উন্মত্ত হয়। ২ উন্মত্ত ময়ূর। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"বেদৈরন্ধ্রৈর্ম্তৌ যসগা মত্তময়ূরম্" (বৃত্তরত্না০)

এই ছন্দের ৬,৭,১০,১১ অক্ষর লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু, এই ছন্দের ৪ এবং ৯ অক্ষরে যতি।

মত্তময়ূরক (পুং) যোদ্ধৃজাতিভেদ।

মত্তময়ূরনাথ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য, ইঁহার প্রকৃত নাম পুরন্দর। আমর্দ্দকতীর্থনাথের শিষ্য। বর্ত্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত রণোদ ও তাহার নিকটবর্ত্তী মত্তময়ূর নামক এক প্রাচীন স্থানে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে অবন্তিবর্ম্মা নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। রণোদ ও বিল্হরি নামক স্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অবন্তিবর্ম্মা আচার্য্য পুরন্দরের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া উপেন্দ্রপুর হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পুরন্দর মত্তময়ূর ও রণিপদ্র (বর্ত্তমান রণোদ) নামক স্থানে দুইটী শৈবমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। মত্তময়ূরে তিনি মঠাধিপতি ও প্রধান শৈবাচার্য্য ছিলেন বলিয়া 'মত্তময়ূরনাথ' নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মত্তমাতঙ্গলীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ।

মত্তর (পুং) অস্মৎশব্দাৎ তরপ্ প্রত্যয়ঃ, মদাদেশশ্চ। আমা হইতে বা আপনা হইতে অধিক।

মত্তবারণ (স্ত্রী) মত্তং বারয়তীতি বৃ-ণিচ্-ল্যুট্। প্রাসাদ-বীথির বরণ্ড, চলিত—কোটার বারাণ্ডা।

"দিব্যধরাধরতুরিব রাজতি মত্তবারণোপেতা" (কুট্টনীমত ০).

২ অপাশ্রয়। ৩ প্রাঙ্গণাবরণ। (হেম) ৪ প্রাসাদবীথির কুণ্ডবৃক্ষবৃতি। ৫ পূগচূর্ণ। (শব্দমালা) (পুং) বার্য্যতে সংযম্যতে শৃঙ্খলাদিভিঃ ইতি বারণ, বৃ-ণিচ্, কর্ম্মণি ল্যুট্, মত্তশ্চাসৌ বারণশ্চেতি। ৬ প্রভিন্নকটকুঞ্জর, মত্তহস্তী। (হেম)

মত্তবিলাসিনী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকে।

মত্তা (স্ত্রী) মাদ্যতি মাদয়তীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাম্মদধাতোঃ ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মদিরা। (রাজনি০) ২ পঙ্‌ক্তি ছন্দের অন্তর্গত ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১০টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"জ্ঞেয়া মত্তা ম ভ স গ সৃষ্টা" (ছন্দোম০) এই ছন্দের ৫,৬,৭,৮,৯ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

মত্তাক্রীড়া (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"মত্তাক্রীড়া মৌ ত্নৌ নৌ নল্ গিতি ভবতি বসুশরদশযতি-যুতা"

(বৃত্তরত্না০)

এই ছন্দের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দের ৮, ৫, ও দশ অক্ষরে যতি।

মত্তালম্ব (পুং) আলম্ব্যতে অপাবিত্যালম্বঃ, আলম্ব-কর্ম্মণি ঘঞ্, মত্তস্যালম্বঃ আশ্রয়ঃ। প্রাঙ্গণাবরণ, পর্য্যায়—অপাশ্রয়, প্রগ্রীব, মত্তবারণ। (হেম)

মত্তেভগমনা (স্ত্রী) মত্তেভস্য গমনমিব গমনং যস্যাঃ। স্ত্রী-বিশেষ, মত্তগজগামিনী। (হেম)

মত্তেভবিক্রীড়িত (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সভরা ন্মৌ যগলা ত্রয়োদশ যতি মত্তেভবিক্রীড়িতম্।"(বৃত্তর০)

এই ছন্দের ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭, ১৮ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু এবং ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি।

মৎ-বন্-লিন্, (মত্তোন্‌লিন্)—একজন চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চীন-মহাকোষের সম্পাদক। এই মহাগ্রন্থে 'বন্-হিন্-থুং-কও' অর্থাৎ 'প্রাচীন ইতিহাসের গভীর আলোচনা' নামক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে।

মত্য (স্ত্রী) মতং জ্ঞানং তত্র করণমিতি মত (মতজনহলাৎ করণজল্পকর্ষেষু। পা ৪। ৪। ৯৭) ইতি যৎ। কৃষ্ট ক্ষেত্রের সমীকরণাদি সাধনফলক।

"ভ্রাতৃব্যাবাংজ্ঞবীত যথা সপ্তাস্তিতেন মত্যেন।
মত্তীকয়োত্যেবং পাপ্‌মানং ভ্রাতৃব্যং প্রকৃন্ততি॥"

(তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ২।১।২)

'মত্যং নাম কৃষ্টক্ষেত্রস্য সমীকরণাদিসাধনফলকং' (সায়ণ) ২ দারাদির মুষ্টি, পর্য্যায়—বণ্ট, চলিত বাঁট।

মৎলব (আরবী) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি।

মৎলবী (আরবী) মৎলবযুক্ত।

মৎলববাজ (আরবী) যে পরামর্শ করিতে পটু।

মত্র, গুপ্তোক্তি, গুপ্তভাষণ। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। পট্ মন্ত্রয়তে। লুঙ্ অমমত্র।

মৎস (পুং) মাদ্যতীতি মদ্-বাহুলকাৎ সন্। মৎস্য।

মৎসগণ্ড (পুং) মৎসানাং গণ্ডোহত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ব্যঞ্জন বিশেষ, চলিত মৎস্যঘণ্ট, পর্য্যায়—প্রলগ্রহ। (শব্দচ°)

মৎসর (পুং) মত্ততে ইতি মদ্ (কৃ ধূমাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩। ৭৩) ইতি সরন্, স চ কিৎ, যদ্বা মদা সরতীতি। অন্য শুভ-দ্বেষ, অপরের ভাল দেখিলে তাহাতে হিংসা করা।

"শীর্ষাস্মাকমায়ান বিতীয়মপি তৎফলম্।
নিসর্গসিদ্ধো নারীণাং সপত্নীষু হি মৎসরঃ॥"(কথাস°সা°৪২।৭৫)

২ ক্রোধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ অসহপরসম্পত্তি, যাহাদের পরের সম্পত্তি সহ্য হয় না, মাৎসর্য্যযুক্ত।

"ন মৎসরা নাস্তি ক্রুষ্টা নাস্তি লুব্ধা ন কামুকাঃ।"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১।২৭)

৪ কৃপণ। ৫ আত্মধিক্কারবিশেষ।

"নিন্দন্তি মাং সদা লোকা ধিগস্তু মম জীবনম্।
ইত্যাত্মনি ভবেদ্ যস্তু ধিক্কারঃ স চ মৎসরঃ॥"

(পাদ্মে ক্রিয়াযোগসার ১৭ অ°)

সকল লোকেই সর্ব্বদা আমার নিন্দা করে, অতএব আমার জীবনে ধিক্, এই প্রকার আপনাতে যে ধিক্কার, তাহাকে মৎসর কহে।

মৎসরবৎ (ত্রি) মৎসর-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। মৎসরযুক্ত, মৎসরী।

মৎসরিন্ (ত্রি) মৎসরো হস্তশুভদ্বেষোহস্ত্যস্যেতি মৎসর-ইনি। অন্য শুভদ্বেষ্টা, পর্য্যায়—কর্ণেজপ, দুর্জ্জন, পিশুন, সূচক, নীচ, দ্বিজিহ্ব, খল। (হেম) যে সকল ব্যক্তি মৎসর-পরায়ণ, তাহারা নরকভোগের পর কীটযোনি লাভ করে।

"পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।"

(মনু ১২।৬১)

মৎসহ, রাজমহলের ৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম দিয়া মানসিংহ রাজমহলে প্রবেশ করেন।

মৎস্য (পুং স্ত্রী) মাদ্যতি লোকা অনেনেতি মদ (ঋতন্যঞ্জি-প্রীতি। উণ্ ৪।২) ইতি স্যন্। স্বনামখ্যাত জলজন্তু, চলিত মাছ। পর্য্যায়—পৃথুরোমা, ঝষ, মীন, বৈসারিণ, অণ্ডজ, বিসার, শকলী, শকলী, ঝস, আত্মাশী, সংবর, মূক, জলেশয়, কণ্টকী, শম্বা, মচ্ছ, অনিমিষ, শৃঙ্গী। ইহার গুণ—বৃংহণ, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, মধুর, কফ-পিত্তকর, দীপ্তাগ্নির পক্ষে হিতকর, বাতরোগনাশক। বৃহৎ-মৎস্য—গুরু, শুক্রল, মলবর্দ্ধক। ক্ষুদ্রমৎস্য—লঘু, গ্রাহী, গ্রহণী-রোগে হিতকর। কৃষ্ণমৎস্য লঘু, স্নিগ্ধ, বাতঘ্ন ও অগ্নিদীপন। পাণ্ডর মৎস্য—দোষজনক; স্নিগ্ধ, গুরু ও মলভেদক। কথিতমৎস্য অর্থাৎ পূতিমৎস্য—দোষবর্দ্ধক। শুষ্কমৎস্য—বিষ্টম্ভী, দুর্জ্জর লবণভাবিত মৎস্য অর্থাৎ যে মাছে নুন মাখাইয়া রাখা হয়, তাহার গুণ—কফপিত্তকর, সারক। সামুদ্রমৎস্য—লঘু, বৃষ্য, মধুর ও স্বল্পমলকারক। (রাজনি°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে,—মৎস্য দুই প্রকার, নাদেয় ও সামুদ্র অর্থাৎ নদীজাত ও সমুদ্রজাত। রোহিত, পাঠীন, পাটলা, রাজীব, বর্ম্মি (বাণিমাছ), গোমৎস্য, কৃষ্ণমৎস্য, বাগুজার, মুরল, সহস্রদংষ্ট্র প্রভৃতি মৎস্য নদীজাত। এই সকল মৎস্য মধুর, গুরুপাক ও বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তকর, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং অল্পভেজকর।

সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্য সকল স্নিগ্ধকর এবং মধুর-রসবিশিষ্ট। মহাহ্রদজাত মৎস্য সকল বলকর। স্বল্পজলজাত মৎস্য বলকর নহে।

তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ, পাকমৎস্য, নিরালক, নন্দিবার-লক, মকর, গর্গরক, চন্দ্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি সামুদ্র মৎস্য। ইহারা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর, অল্প পিত্তবৃদ্ধি-কর, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, তেজস্কর ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। সামুদ্রিক মৎস্যগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্য উহারা বিশেষ বলকর।

চুণ্টী (ক্ষুদ্রজলাশয়) ও কূপজাত মৎস্য বায়ুনাশক বলিয়া সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। বাপীজাত

মৎস্য স্নিগ্ধ, লঘুপাক ও স্বাদু বলিয়া চুণ্টী ও কূপজাত মৎস্য অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। নদীজ মৎস্য মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্যের শিরোদেশ অতিশয় লঘু। যে সকল মৎস্য মৃত্তিকায় অদূরে চরিয়া বেড়ায় এবং উৎসের জলপান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের অগ্রাংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। সরোবরজাত মৎস্যের অধোভাগ সমস্তই গুরুপাক এবং উরোদেশ-সঞ্চালনপূর্ব্বক ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ লঘু জানিতে হইবে।

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক (শুট্‌কিমাছ), পচা, পীড়িত, বিষাক্ত, সর্প দ্বারা হত, বিষলিপ্ত, অস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ, কৃশ, বাল এবং স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী মৎস্য সকল অভক্ষ্য। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৫ অ০)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, হেমন্তকালে কূপজ মৎস্য, শিশিরকালে সরোবরজাত মৎস্য, বসন্ত কালে নাদেয় মৎস্য, গ্রীষ্মকালে চুণ্টীজাত মৎস্য, বর্ষাকালে তড়াগজ মৎস্য এবং শরৎকালে নৈর্ঝর মৎস্য বিশেষ উপকারক। কিন্তু বর্ষাকালে নাদেয় মৎস্য ভক্ষণ করা উচিত নহে।

কূপজ মৎস্য—শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠ এবং কফবর্দ্ধক। সরোবর-জাত মৎস্য—মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্ত-নাশক। নাদেয় মৎস্য—শরীরের অপচয়কারক, গুরু এবং বায়ুনাশক, রক্তপিত্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং মলের অল্পতাকারক। চুণ্টীজাত মৎস্য—পিত্তকারক, স্নিগ্ধ, মধুররস, লঘু এবং শীতবীর্য্য। তড়াগজ মৎস্য—গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, বল ও মূত্রজনক। নির্ঝরজাত মৎস্য—তড়াগজ মৎস্যের ন্যায় গুণকারক, অধিক বল, পরমায়ু, বুদ্ধি ও দৃষ্টিজনক।

ক্ষুদ্রমৎস্য—মধুররস, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকারক এবং বলজনক। এই মৎস্য সকল প্রকারে হিতকর। অতি ক্ষুদ্র মৎস্য—পুংস্ত্বনাশক, রুচিজনক, এবং কাস ও বায়ু-নাশক। মৎস্যডিম্ব—অত্যন্ত শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, কফ, মেদ, মল, বল ও গ্লানিজনক এবং প্রমেহনাশক। শুট্‌কী মাছ—দুষ্পাচ্য, মলবর্দ্ধক এবং বলকর নহে। দগ্ধ মৎস্য অর্থাৎ পোড়া মাছ—শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, পুষ্টিকর এবং বলবর্দ্ধক। (ভাবপ্র০)

মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মদ্গুর (মাগুর) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "কফপিত্তকরা মৎস্যা রোহিতং মদ্গুরং বিনা।" (স্মৃতি) রোহিত ও মদ্গুর ভিন্ন সকল মৎস্যই কফ ও পিত্তবর্দ্ধক।

[বিভিন্ন জাতীয় বহু প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল মৎস্যের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

নরসিংহপুরাণে মৎস্যের উৎপত্তি-কারণ এইরূপ লিখিত আছে,—মিত্র ও বরুণ এই দুই দেবতা একদা যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় সখীদিগের সহিত উর্ব্বশী এক সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিল। মিত্রাবরুণ সখী-দিগের সহিত এই বারাঙ্গনাকে দেখিয়া নিতান্ত মোহিত হন। ক্রমে ইহাদিগের সুন্দর গীত, হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা অতি-শয় পীড়িত হইলে এই দুই দেবতার রেতঃক্ষরণ হয়। এই রেতঃ কমল, স্থল ও জল এই তিন স্থানে পতিত হয়। কমলে যে রেতঃ পতিত হয়, তাহা হইতে বশিষ্ঠ, স্থলে অগস্ত্য এবং জলে যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহাতে মৎস্যের উৎপত্তি হইল *।

মনুতে মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু৫।১৫)

মৎস্যভোজনকারী সকল মাংসভোজক তুল্য, অতএব

---

* "তত্র মিত্রাবরুণৌ ভ্রাতরৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
তত্র দেশং গতৌ দেবৌ বিচরন্তৌ যদৃচ্ছয়া॥
তাভ্যাং তত্র তদা দৃষ্টা উর্ব্বশী তু বরাপ্সরাঃ।
গায়ন্তী সহিতান্যাভিঃ সখীভিঃ সা বরাননা॥
গায়ন্তী চ হসন্তী চ বিবস্ত্রা নির্জ্জনে বনে।
গৌরীকমলগর্ভাভা স্নিগ্ধকৃষ্ণশিরোরুহা॥
পদ্মপত্রবিশালাক্ষী রক্তোষ্ঠী মৃদুভাষিণী।
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলৈর্দন্তৈরবিরলৈঃ সমৈঃ॥
সুভ্রূঃ সুনাসা সুমুখী সুললাটা মনস্বিনী।
সিংহবৎসূক্ষ্মমধ্যাঙ্গী পীনোন্নতঘনস্তনী॥
মধুরালাপচতুরা সুমধ্যা চারুহাসিনী॥
রক্তোৎপলকরা তন্বী প্রপদী বিনয়ান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রনিভা বালা মত্তদ্বিরদগামিনী।
দৃষ্ট্বা তস্যাস্তদ্রূপং তৌ দেবৌ বিস্ময়ং গতৌ॥
বস্ত্রা হাস্যেন লাস্যেন স্মিতেন ললিতেন চ।
সুক্ষ্মা বায়ুনা চৈব শীতাম্বীলসুগন্ধিনা।
মত্তভ্রমরগীতেন পুংস্কোকিলরুতেন চ।
সুস্বরেণ হি গীতেন উর্ব্বশ্যা মধুরেণ চ॥
ঈক্ষিতৌ চ কটাক্ষেণ কামতুল্যাবুভাবপি।
ত্রিধা পতিতং রেতঃ কমলেঽথ স্থলে জলে॥
কমলেঽথ বশিষ্ঠস্তু জাতো হি মুনিসত্তমঃ।
স্থলে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতে॥"

(নরসিংহপুরাণ ৬ অ০)

মৎস্যভোজন পরিত্যাগ করিবে। এই মনুতেই আবার বিহিত হইয়াছে, দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম রোহিত ও পাঠীনাদি মৎস্য দ্বারা করা যাইবে। অর্থাৎ দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে দেবতা ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ নহে।

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥" (মনু ৫।১৬)

এই শ্লোকের ভাষ্যকার মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের মত এইরূপ যে, কেবল দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে রোহিত ও পাঠীন মৎস্য ভোজন করিবে। দৈব ও পৈত্র ভিন্ন অন্য সময়ে এই দুই মৎস্য ভোজন করিবে না, কিন্তু অন্য সময়ে দৈনন্দিন ভোজনে রাজীব সিংহতুণ্ডাদি মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের এই মত সঙ্গত নহে। কারণ, কেবল রোহিত ও পাঠীন মৎস্য হব্যকব্যে প্রয়োগ করিবে, অন্য সময়ে ভোজন করিবে না, ইহার কোন প্রমাণ নাই।' অন্য মুনিগণ পাঠীন, রোহিত ও রাজীব প্রভৃতি মৎস্য তুল্যরূপই বলিয়াছেন, সুতরাং হব্য কব্য ভিন্ন অন্য সময়েও তাঁহাদের মতে এই সকল মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ নহে।*

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ নহে। ইহা বলিয়া সকল মৎস্যই যে ভোজনীয়, তাহা নহে। মন্বাদির মতে—পাঠীন, রোহিত, রাজীব, সিংহতুণ্ড ও সশল্ক অর্থাৎ যে সকল মৎস্যের শল্ক আছে, সেই সকল মৎস্যই ভোজ্য। বর্জ্জনীয় মৎস্য যথা—

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাংসভেদানিবোধ মে।
নাদেয়ং তিক্তকমঠং পত্রশৃঙ্গিণমেব চ ॥
গোমীনং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথা।
বামীনং চলকর্ণঞ্চ সচক্রং চেলমেব চ ॥
ভূবিলঞ্চানিরুদ্ধঞ্চ গাঙ্গেয়ানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥"
(মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র)

নাদেয় মৎস্য, তিক্ত কমঠ, পত্রশৃঙ্গীন, গোমীন, চক্রশকুল, বড়াল, রাঘব, বামীন, চলকর্ণ, সচক্র, চেল, ভূবিল, অনিরুদ্ধ এবং গাঙ্গেয় অর্থাৎ গঙ্গায় যে সকল মাছ উৎপন্ন হয়, এই সকল মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ।

রবিবারে মৎস্য ভোজন করিতে নাই, যদি করে, তাহা হইলে সপ্তজন্ম কুষ্ঠী ও দরিদ্র হয়। তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে, রবিবারে মৎস্যভোজনে ৭ জন্ম অপুত্রক হয়। এই সকল নিষেধবাক্য। ইহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, রবিবারে মৎস্যভোজন প্রত্যবায়জনক, অতএব সকলেরই ঐ দিন মৎস্য পরিত্যাগ করা উচিত। কার্ত্তিকমাসেও মৎস্যভোজন করিতে নাই, বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচদিন বকপঞ্চক অর্থাৎ এই পাঁচ দিন বকেও মৎস্য ভোজন করে না, অতএব ঐ পাঁচ দিন মৎস্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসেও যদি কেহ মৎস্য ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও এই পাঁচ দিন মৎস্যবর্জ্জন করা আবশ্যক।

মাঘ ও বৈশাখ মাসে হবিষ্য ও ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্মচারীর মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ, সুতরাং মাঘ ও বৈশাখ এই দুই মাসেও মৎস্যভোজন করিবে না। জন্মদিনেও মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ। জন্মদিন শব্দের অর্থ জন্ম তিথি।* কার্ত্তিকমাসে যে মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে,

---

* "মেধাতিথিগোবিন্দরাজৌ তু পাঠীনরোহিতৌ দৈবপৈত্র্যাদিকর্ম্মণি নিযুক্তাবেবাদনীয়ৌ মন্যতাং। রাজীবসিংহতুণ্ডসশল্কমৎস্যাস্তু হব্যকব্যাভ্যামন্যত্রাপি ভক্ষণীয়া ইত্যাচখ্যতুঃ। তদসমীচীনম্। পাঠীনরোহিতৌ, শ্রাদ্ধে নিযুক্তৌ শ্রাদ্ধভোক্ত্রৈব ভক্ষণীয়ৌ ন তু শ্রাদ্ধকর্ত্তাপি রাজীবাদয়ো হব্যকব্যাভ্যামন্যত্রাপি ভক্ষ্যাঃ, ইত্যত্রাপ্রমাণত্বাৎ। মুন্যন্তরৈশ্চ রোহিতপাঠীনরাজীবাদীনাং তুল্যত্বেনাভিধানাৎ। তথাচ শঙ্খঃ—

রাজীবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাশ্চ তথৈব চ।
পাঠীনরোহিতৌ চাপি ভক্ষ্যা মৎস্যেষু কীর্ত্তিতাঃ ॥

যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ যাবিৎ গোধাঃ কচ্ছপশল্যকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষ্বপি তু সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ ॥
তথা পাঠীনরাজীবসশল্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥

হারীতঃ—

সশল্কান্ মৎস্যান্ ভারোপপন্নান্ ভক্ষয়েৎ।

এবঞ্চ—

ভোক্তৈ বাদ্যৌ ন কর্ত্তাপি শ্রাদ্ধে পাঠীনরোহিতৌ।
রাজীবাদ্যাস্তথা নৈতি ব্যাখ্যা ন মুনিসম্মতা ॥"
(মনুটীকায় কুল্লূক ৫।১৬)

* রবিবারে মৎস্যভক্ষণনিষেধঃ—

"আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে চ রবের্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চোপজায়তে ॥" (ভবিষ্যপু॰)
"মাষমামিষমাংসঞ্চ মসূরং নিম্বপত্রকম্।
ভক্ষয়েৎ যো রবের্বারে সপ্তজন্মস্বপুত্রকঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

কার্ত্তিকে মৎস্যভক্ষণনিষেধঃ—

"ন মাৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।
চণ্ডালো জায়তে রাজন্ কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ (নারদীয় পুরাণ)
"তত্র একাদশ্যাদিষু তিথিপঞ্চকে বকপঞ্চকং
বকোঽপি তত্র নাশ্নীয়াৎ মৎস্যমেব কদাচন।"
একাদশ্যাদিষু তথা তাসু পঞ্চসু রাত্রিষু।
দিবে দিবে চ মাতঙ্গ্যাং শীতলায় জলীষু চ ॥
বর্জ্জিতব্যা তথা হিংসা মাংসভোজনমেব চ ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

তাহা সৌর ও চান্দ্র উভয় কার্ত্তিকই বুঝিতে হইবে। কারণ একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্র কার্ত্তিক। এই পাঁচদিন বিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া সৌর ও চান্দ্র উভয়ই বুঝিতে হইবে।

যাহারা শৈব তাহাদেরও মৎস্য ভোজন করিতে নাই। মহাদেব মৎস্য ও মাংসরত ব্যক্তি হইতে দূরে অবস্থান করেন।

"ক মৎস্যং ক শিবে ভক্তিঃ ক মাংসং ক শিবার্চ্চনম্।
মৎস্যমাংসরতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ॥" (কাশীখণ্ড)

বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে যাহারা অবস্থিত, তাহারা মৎস্য ভক্ষণ করিলে পতিত হয়।

"বিন্ধ্যস্য পশ্চিমে ভাগে মৎস্যভুক্ পতিতো নরঃ।" (স্মৃতি)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে মৎস্যভোজনের প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন দিন উপবাস করিবে, ইহাতে তাহার পাপের শান্তি হইবে। কিন্তু অজ্ঞানপূর্ব্বক ভোজনে উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক দিবারাত্র ও এক দিবা মাত্র উপবাস করিতে হইবে।

"কামতো মৎস্যভক্ষণপ্রায়শ্চিত্তং—
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।
অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধং॥" (প্রায়শ্চিত্তবি॰)

এই মৎস্যভক্ষণের যে, প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহা নিষিদ্ধ মৎস্যভোজন-সম্বন্ধে জানিতে হইবে। কারণ মন্বাদিতে মৎস্যভোজনের ব্যবস্থা আছে, যেহেতু শাস্ত্র-ব্যবস্থাপিত বিষয়ের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান হইলে শাস্ত্রে বিরোধ হয়, অতএব ঐ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ মৎস্যবিষয়ে বুঝিতে হইবে।

মৎস্যাদি যে কোন দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, তাহা অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। কারণ অনিবেদিত কোন বস্তুই ভোজন করিতে নাই।

"অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ যদ্ভবেৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রেতোদ্দেশে যে সকল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মৎস্য দেওয়া কর্ত্তব্য। আদ্য শ্রাদ্ধ ও মাসিক শ্রাদ্ধকে প্রেতশ্রাদ্ধ কহে, সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে প্রেতত্ব বিমুক্ত হয় না, এই জন্য এই কাল পর্য্যন্ত যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ। ইহা আমিষ দ্বারা কর্ত্তব্য। সপিণ্ডীকরণের পর আর আমিষ দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না।

"প্রেতশ্রাদ্ধে মৎস্যদানবিধিঃ—
"সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্ধস্য যোড়শম্।
পক্বান্নেনৈব কর্ত্তব্যং সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

বিধবার মৃত্যু হইলেও প্রেতশ্রাদ্ধে আমিষ দেওয়া বিধেয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, আমিষের পরিবর্ত্তে কাচকলা পোড়াইয়া দেওয়াই উচিত। ইহার বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না, লোকাচার মাত্র।

[মৎস্যতত্ত্ব শব্দে মৎস্যজাতির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বিরাটদেশ। দেশ বিশেষে এই শব্দ বহুবচনান্ত। [বিরাট দেখ।] এই মৎস্য রাজপুতানার অর্ন্তভুক্ত। দিনাজপুরে একটী জঙ্গল আছে, তাহা অনেকে মৎস্য দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু এই স্থান প্রাচীন বিরাটরাজ্য মৎস্য নহে।

৩ নারায়ণ। (হেম) ৪ দ্বাদশ রাশি, মীনরাশি।

"মৎস্যৌ ঘটী নৃমিথুনং সগদং সবীণম্" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৫ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বিশেষ। এই পুরাণ মহাপুরাণ, ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া এই পুরাণের উপদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম মৎস্য পুরাণ হইয়াছে।

"পুণ্যং পবিত্রমায়ুষ্যমিদানীং শৃণুত দ্বিজাঃ।
মাৎস্যং পুরাণমখিলং যজ্জগাদ গদাধরঃ॥" (মৎস্যপু॰ ১ অ॰)

[বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ]

৬ ভগবান্ বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে প্রথম অবতার। ভগবান্ বিষ্ণু প্রথমে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন। শতপথব্রাহ্মণে ইহার আদি প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। [মনু দেখ।]

মহাভারতে লিখিত আছে,—

পুরাকালে বিবস্বানের পুত্র প্রজাপতিতুল্য মনু নামে এক মহর্ষি অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি তপস্যাদি দ্বারা পিতৃ-পিতামহকে বিশেষরূপে অতিক্রম করেন। এই নরপতি বিশালা বদরীতে এক পদে স্থিত ও ঊর্দ্ধবাহু ও অধো-মস্তক হইয়া অনিমেষনেত্রে অযুতবর্ষ কাল ঘোর তপস্যা করেন। পরে তিনি একদা চিরিণী নদীতীরে জটাধারী হইয়া আর্দ্র বস্ত্রে তপস্যায় রত আছেন, সেই সময়ে একটী মৎস্য তথায় আসিয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! আমি ক্ষুদ্র মৎস্য, প্রবল মৎস্য হইতে ভীত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিগের ভয় হইতে রক্ষা করুন। বিশেষতঃ মীনজাতির চিরকাল এই রীতি আছে যে, বলবান্ মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যকে সর্ব্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য আমি অতিশয় ভীত

এই শ্লোকে কেবল মাংসেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মাংস শব্দে মৎস্য ও মাংস উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ এই পাঁচ দিন হিংসামাত্রই বর্জ্জনীয়।

অশ্বতিথৌ মৎস্যভক্ষণনিষেধঃ—

"আমিষং কলহং হিংসাং বর্ষবৃদ্ধৌ বিবর্জ্জয়েৎ।"

যাবজ্জন্মতিথিরন্যত্রাপ্যষ্টম্যাদিবিধানাৎ মৎস্যভক্ষণং নিত্যাং নিষিদ্ধং।"(কৃত্যতত্ত্ব)

হইয়াছি, আপনি আমাকে এই ভয় হইতে উদ্ধার করুন। আপনি এই উপকার করিলে আমিও ইহার প্রত্যুপকার করিব। বৈবস্বত মনু মৎস্যের এই কথা শুনিয়া চন্দ্রাংশুপ্রভ মৎস্যকে উদক হইতে তীরে আনিয়া এক অলিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন। এই মীন মনুর যত্নে সংকৃত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মনুও তাহার প্রতি যথেষ্ট পুত্রবাৎসল্য দেখাইতে লাগিলেন। পরে এই মৎস্য দীর্ঘকালে এমন সুমহান্ হইয়া উঠিল যে সেই অলিঞ্জরে তাহার দেহের সমাবেশ হইল না। তখন সেই মৎস্য মনুকে দেখিয়া পুনর্ব্বার কহিল, ভগবান্! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্ত কোন অন্য উত্তমস্থান নিরূপণ করুন। তখন ভগবান্ মনু ঐ মৎস্যকে সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক বৃহৎ বাপীতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সেই মৎস্য বহু বর্ষ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই বাপীর দীর্ঘতা দুই যোজন ও বিস্তার এক যোজন। কিন্তু পরে মৎস্য এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইল যে, তাহাতেও তাহার শরীর-সঞ্চালনে সুবিধা হইল না। অনন্তর মৎস্য একদা মনুকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, পিতঃ! আপনি আমাকে গঙ্গায় লইয়া চলুন। আমি তথায় বাস করিব, এই স্থানেও আমার দেহের স্থান হইতেছে না। আপনি আমার জন্য অনেক করিয়াছেন, আপনার স্নেহেই আমি এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়াছি। এখন আপনার যাহা সুবিবেচিত হয়, তাহাই করুন। মনু মৎস্যের এই কথা শুনিয়া তাহাকে সেই স্থান হইতে লইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সেই মৎস্য তথায় কিছুকাল থাকিয়া বর্দ্ধিত হইল এবং পুনরায় মনুকে দেখিয়া কহিল, প্রভো! আমার বৃহৎকায় হেতু গঙ্গাতেও শরীর চালনা করিতে পারিতেছি না, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে লইয়া চলুন। পরে মনু স্বয়ং তাহাকে গঙ্গাসলিল হইতে তুলিয়া সমুদ্রে আনয়নপূর্ব্বক তথায় নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকাণ্ড বৃহৎ মৎস্য বহিয়া লইয়া যাইতে মনুর কোন কষ্ট হয় নাই, কারণ ইহার ভার অভিলাষানুরূপই হইয়াছিল এবং তাহার স্পর্শ ও গন্ধ সুখকর।

মৎস্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঈষদ্ হাস্য করিয়া মনুকে কহিল, ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষরূপে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন, অতএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে আপনার যাহা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। প্রলয়ের কাল নিকটবর্ত্তী, অচিরেই এই পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ প্রলয়সলিলে নিমগ্ন হইবে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই ভীষণ কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনার যাহা বিশেষ হিতকর, তাহা আপনাকে জানাইতেছি, আপনি একখানি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন, সেই নৌকায় আপনি সপ্তর্ষির সহিত আরোহণ করিবেন। পূর্ব্বে দ্বিজগণ যে সকল বীজের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া ঐ নৌকায় তুলিয়া লইয়া বিভাগক্রমে রক্ষা করিবেন। পরে আপনি নৌকায় থাকিয়া আমার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন। আমি তখন শৃঙ্গযুক্ত হইয়া আসিব। আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আমাকে জানিতে পারিবেন। আমি যেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন। কারণ আপনি আমা ব্যতীত তাদৃশ অর্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। আপনি আমার কথায় কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। বৈবস্বত মনু তাহাই করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে মনু ও মৎস্য পরস্পর অনুজ্ঞাত হইয়া যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

তদনন্তর মনু মৎস্য যেরূপ কহিয়াছিল, তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার বীজ লইয়া এক বৃহৎ নৌকায় সমুদ্রে ভাসমান হইলেন। পরে তিনি মৎস্যকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন সেই মৎস্য তাহার চিন্তা অবগত হইয়া শৃঙ্গিরূপে তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইল। মনু সেই জলার্ণবে তদুক্ত রূপানুযায়ী শৃঙ্গিরূপে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্ছ্রিত দেখিয়া তাহার মস্তকাস্থিত শৃঙ্গে নৌকার পাশ বন্ধন করিলেন। নৌকা তরঙ্গভরে আন্দোলিত হইতে লাগিল। পাশসংযত মৎস্য সেই নৌকাস্থিত মনু প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ তরণীকে লবণজল মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই তরণী তাদৃশ ভবার্ণব মধ্যে প্রচণ্ড সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া মত্ত চপলা স্ত্রীর ন্যায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। তৎকালে ভূমি বা দিক্‌বিদিক্ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক সকলই জলময় হইয়াছিল। জগৎ এইরূপে জলাকীর্ণ হইলে কেবলমাত্র মৎস্য, মনু ও সপ্তঋষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। এইরূপে সেই মৎস্য নিরলস হইয়া বহু বৎসরকাল তাদৃশ জলসমূহ মধ্যে আকর্ষণ করিল। পরিশেষে হিমালয় গিরির যে শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিল। অনন্তর সেই মীন ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক ঋষিদিগকে কহিল, আপনারা এই হিমালয়শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন ঋষিগণ মৎস্য-বাক্যশ্রবণে সত্বর হইয়া সেই হিমালয়শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিলেন। অদ্যাপিও হিমালয়ের সেই শৃঙ্গ নৌবন্ধন নামে খ্যাত আছে।

তখন মৎস্য সেই সমবেত ঋষিদিগকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, আমিই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমা ব্যতীত এইরূপ অন্য কেহ আর কোন নাই। আমি মৎস্যরূপ হইয়া এই মহাভয় হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। এখন মনু সুরাসুর মানুষ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার প্রজা কি জড়, কি চেতন সমস্তই সৃষ্টি করিবেন। ইহাঁর তীব্র তপোবলে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না। মৎস্য এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অদর্শন হইলেন।

পরে বৈবস্বত মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করিয়া, তৎপ্রতিভাবলে সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হন।

(ভারত বনপর্ব্ব ১৮৭ অ০)

মৎস্যপুরাণে এই অবতারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পূর্ব্বকালে মনুনামে এক রাজা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কঠোর তপস্যা করেন। অযুত শতবর্ষ গত হইলে ব্রহ্মা এক দিন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে বলিলেন। ইহাতে তিনি এইরূপ বরপ্রার্থনা করেন যে, যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন আমিই একমাত্র চরাচর জগতের রক্ষণবিষয়ে যানস্বরূপ হইব, আপনি কৃপা করিয়া আমায় এই বর দিন। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

একদা মনু আশ্রমে পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী মৎস্য তাঁহার হাতের উপর লাফাইয়া পড়িল, মনু দয়া-পরবশ হইয়া এই মৎস্যটীকে একটা জলপাত্রে রক্ষা করিলেন। ক্রমে ক্রমে মৎস্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মনুও তাহাকে পূর্ব্বোক্তক্রমে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্য সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া মনুকে কহিলেন, প্রলয়াবসানে তুমি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিবে এবং তুমি প্রজাপতি নামে খ্যাত হইবে। আমিই ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমায় রক্ষা করিলাম। (মৎস্যপু০ ১ অ০)

ভাগবতে লিখিত আছে, শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু গো, বিপ্র, দেবতা, সাধু, ধর্ম্ম এবং অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন। তিনি বায়ুর ন্যায় যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভূতে ভ্রমণ করেন, কিন্তু স্বয়ং তিনি নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট হন না, কারণ তিনি গুণাতীত আছেন। রাজন্! কল্পের শেষে ব্রহ্মা নিদ্রা যান, তখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। সেই প্রলয়কালে ভূরাদি যাবতীয় লোক সমুদ্রজলে মগ্ন হয়। কালবশে বিধাতা নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিলে পর, বেদ সকল তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটে পতিত হয়। হয়গ্রীব সেই সকল বেদ হরণ করিয়া-ছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া সেই বেদ উদ্ধারের জন্য মৎস্যরূপ ধারণ করিলেন।

ঐ সময় সত্যব্রত নামে কোন এক নারায়ণপরায়ণ মহর্ষি জলে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এই সত্য-ব্রতই এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত হইয়া বিষ্ণু কর্ত্তৃক মনুর পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

সত্যব্রত একদিন কৃতমালা নদীতে জলতর্পণ করিতেছেন। সেই সময় তাঁহার অঞ্জলিতে একটি শফরী উত্থিত হইল। রাজা সত্যব্রত হস্তস্থিত শফরীকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন সেই শফরী রাজাকে দীনবাক্যে কহিল, হে দীনবৎসল! আমি দুর্ব্বল, আমাদিগের সংহারক মকর-কুম্ভীরাদি হইতে আমি ভয় পাইয়াছি বলিয়া আপনার আশ্রয় লইয়াছিলাম। আপনি আমাকে এই নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন কেন? সত্যব্রতের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য নারায়ণ মৎস্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত তাহা জানিতেন না। শফরীকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি মনোযোগী হইলেন। দয়ালু রাজা মৎস্যের অতি কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কমণ্ডলুর জলে রক্ষা করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন।

শফরী এক রাত্রিতেই সেই কমণ্ডলু মধ্যে বৃদ্ধি পাইল এবং আপন শরীরের পর্য্যাপ্ত স্থান না পাইয়া রাজাকে কহিল, আমি এই কমণ্ডলু মধ্যে যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, এরূপ বোধ হইতেছে না, অতএব আমার নিমিত্ত এক অত্যন্ত বিস্তৃত স্থান নির্দ্দেশ করুন, যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি। তখন রাজা তাহাকে সেই কমণ্ডলু হইতে বাহির করিয়া মণিকজলে নিক্ষেপ করিলেন। সে তাহাতে মুহূর্ত্ত-মাত্রেই তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং কহিল, রাজন্! এই মণিকজলাশয় এরূপ পর্য্যাপ্ত নহে যে, আমি ইহাতেও সুখে বাস করিতে পারি। অতএব আমাকে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন বিস্তৃত স্থান দান করুন। কারণ আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

সেই মহীপতি সত্যব্রত মণিক হইতে মৎস্যকে গ্রহণ করিয়া সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী আপন দেহ দ্বারা সেই সরোবর ব্যাপিয়া মহা মৎস্যাকারে বর্দ্ধিত হইল এবং কহিল, রাজন্! আমি সলিলবাসী, কিন্তু এই সরোবর-সলিল আমার সুখসমৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারিতেছে না, আপনি আমাকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন, অতএব আপনি আমাকে এরূপ কোন এক হ্রদে নিক্ষেপ করুন, যাহার অন্ত শেষ হয় না। শফরী এই কথা কহিলে পর সত্যব্রত তাহাকে লইয়া এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু সে এক এক করিয়া সমুদ্রই ব্যাপ্ত করিল। রাজা অবশেষে সেই মৎস্যকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত লইয়া গেলেন। নৃপতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, শফরী কহিল, রাজন্! অধিক বলশালী মৎস্য সকল আমাকে ভক্ষণ করিবে, অতএব এই সাগরজলে আমাকে নিক্ষেপ করিবেন না।

বৃহৎকায় মধুরভাষী মৎস্য এইরূপ অনুনয়বাক্য বলিলে সত্যব্রত তাহাকে কহিলেন, মৎস্যরূপে আমাদিগকে মোহিত করিতেছেন, আপনি কে? আমরা এইরূপ বীর্য্যশালী জলচর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। আপনি একদিনে শতযোজন বিস্তৃত সরোবর ব্যাপ্ত করিলেন, আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি। ভূতগণের মঙ্গলের জন্য এই জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার, বিভো! আপনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা, আর মাদৃশ বিপন্নপ্রস্ত ভক্তজনের মুখ্য আত্মা ও আশ্রয়। আপনি লীলাচ্ছলে যে যে অবতার রূপ ধারণ করেন, সে সমুদায়ই প্রাণিগণের সমৃদ্ধির কারণ। আপনি যে উদ্দেশে এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। রাজা সত্যব্রত ইত্যাদিরূপে বিবিধ স্তুতি করিলে পর মৎস্যরূপী বিষ্ণু তাঁহাকে কহিলেন, হে অরিন্দম! অদ্য হইতে ৭ দিবস মধ্যে ত্রৈলোক্য প্রলয়-জলধিজলে নিমগ্ন হইবে। ত্রৈলোক্য যখন প্রলয়জলে মগ্ন হইতে থাকিবে, আমি সেই সময়ে এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব। ঐ নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি যাবতীয় ওষধি, ক্ষুদ্র ও বৃহদ্বীজ এবং সমুদায় প্রাণী লইয়া সপ্তর্ষিগণের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক ঋষিদিগের ব্রহ্মতেজোবলে আলোকহীন একমাত্র সাগরে সুস্থিরচিত্তে ভ্রমণ করিবে। যখন প্রচণ্ড বায়ু নৌকাকে আন্দোলিত করিবে, তখন আমি স্বয়ং উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্প দ্বারা ঐ নৌকা আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিবে। আমি ঋষিদিগের এবং তোমার সহিত নৌকা আকর্ষণ করিয়া যতকাল ব্রহ্মার নিশাবসান হয়, ততদিন সমুদ্রে বিচরণ করিব এবং ঐ সময় তোমাকে পরব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিব। মৎস্যরূপী বিষ্ণু রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিষ্ণু যতদিন আজ্ঞা করিয়া গেলেন, রাজা ততদিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সত্যব্রত অবলোকন করিলেন,—সমুদ্রধারাবর্ষী বর্দ্ধিত মহামেঘ কর্ত্তৃক বেলা আক্রমিত হইয়া সর্ব্বদিকে পৃথিবী প্লাবিত হইল। ভগবন্ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সত্যব্রত সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক সুবৃহৎ নৌকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা যাবতীয় বৃক্ষাদি ও প্রাণিগণ লইয়া ঋষিদিগের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। মুনিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, এই সময় একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা কর, তিনিই মঙ্গলবিধান করিবেন।

অনন্তর রাজা যখন ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন মহাসাগর মধ্যে এক শৃঙ্গধারী অযুত যোজন বিস্তৃত স্বর্ণময় মৎস্য আবির্ভূত হইল। নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে সর্পরজ্জু দ্বারা নৌকা বন্ধন করিয়া মধুসূদনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা কহিলেন, অবিদ্যা দ্বারা যাহাদিগের আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতরাং অবিদ্যামূল সংসারশ্রমে যাহারা ক্লিষ্ট হইতেছে, তাহারা এই সংসারে যাঁহার অনুগ্রহে আবার নিজ নিজ কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া যাহার সেবা দ্বারা সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আপনি সেই মুক্তিপ্রদ পরম গুরু হইয়া আমাদিগের হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করুন। যেরূপ রৌপ্য অগ্নিসংস্পর্শে নির্ম্মল হয়, এবং স্বকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইরূপ পুরুষ যাঁহার সেবা করিয়া আমার মলস্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ এবং স্বরূপ উপার্জ্জন করে, সেই ঈশ্বর আপনি আমার গুরু হউন। এইরূপ বিবিধ স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি জ্ঞানলাভের জন্য আপনার শরণাগত হইলাম, ভগবন্! পরমার্থপ্রকাশক বাক্য দ্বারা হৃদয়সম্ভূত গ্রন্থিরূপ অহঙ্কারাদি ছেদন করুন।

রাজা এই কথা বলিলে ভগবান্ সাগর-সলিলে মৎস্যরূপে বিহার করিতে করিতে রাজর্ষি সত্যব্রতকে তত্ত্বোপদেশ ও সাংখ্যযোগক্রিয়াসমন্বিত দিব্য পুরাণ এবং আত্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন।

নৃপতি ঋষিদিগের সহিত নৌকাতে উপবেশন করিয়া ভগবানের মুখে সংশয়হীন আত্মতত্ত্ব এবং সনাতন বেদ শ্রবণ করিলেন।

অনন্তর প্রলয়ের অবসান হইলে বিষ্ণু হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত হন।

ইঁহার পূজাদির বিষয় মেরুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

এই অবতার সত্যযুগে। ইঁহার রূপ—নাভির অধোদেশ রোহিতমৎস্যের তুল্য এবং আকণ্ঠ মনুষ্যাকার, বর্ণ ঘনশ্যাম, চতুর্ব্বাহু। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। মস্তক মুকুটযুক্ত, কর্ণযুগলে কুণ্ডলবিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গে পরমচিহ্ন ও সুন্দর লোচনযুক্ত।

"নাভ্যধোরোহিতসম আকণ্ঠঞ্চ নরাকৃতিঃ।
ঘনশ্যামশ্চতুর্ব্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥
শৃঙ্গিমৎস্যনিভো মূর্দ্ধা লক্ষ্মীবক্ষোবিরাজিতঃ।
পদ্মচিহ্নিতসর্ব্বাঙ্গঃ সুন্দরশ্চারুলোচনঃ॥"
(মেরুতন্ত্র ২৭ প্র°)

মৎস্যরূপী বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, 'ওঁ নমো ভগবতে মং মৎস্যায়' এই মন্ত্রে মৎস্যদেবের পূজাদি করিতে হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক, মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসে ইঁহার পূজা করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।*

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে মৎস্যাবতার মূর্ত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—মৎস্যমূর্ত্তি ছত্রিশ আঙ্গুল দীর্ঘ ও ঊর্দ্ধে তদুপযুক্ত বিস্তৃত। ইহার পুচ্ছদেশের মান দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংস। ইহা কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্ম্মাণ করিতে হয়। মূর্ত্তিটী বিবৃতানন রোহিতাকৃতি হইবে। এইরূপ বিধি অনুসারে নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে ইহার আপাদ-মস্তক নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়া যদি কোন মানব একটা মৎস্যও যথাবিধি স্থাপন করে, তবে তাহার সর্ব্বমঙ্গললাভ ও সর্ব্ব বিপদ্ বিদূরিত হয়।*

যদি কেহ সুবর্ণের মৎস্য প্রস্তুত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। মৎস্যপুরাণে ইহার দানবিধি লিখিত আছে।

৬ শিলাভেদ। ব্রহ্মপুরাণের মতে যে শিলা তিনটী বিন্দুযুক্ত কাঞ্চনবর্ণ ও দীর্ঘাকার, তাহাই মৎস্যাখ্য শিলা। এই শিলার অর্চ্চনায় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (১) স্থানান্তরে কাঞ্চনবর্ণ স্থানে কাংস্যবর্ণেরও উল্লেখ আছে। (২)

পদ্মপুরাণের মতে, মৎস্যাদি তিনটী শিলাই ভাস্বর্ণ, বিচক্র, ও মুখচিহ্নিত। এই শিলাত্রয়ের অর্চ্চনে সর্ব্বকামনা পূর্ণ হয়। এই পুরাণে মৎস্যমূর্ত্তি শিলা কাচবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (৩)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—যে শিলা দীর্ঘ, বাম ও চক্রচিহ্নিত, যাহার একটী চক্র পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতি ও বামে রেখা দেখা যায়, তাহাই মৎস্যমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি শুভপ্রদ। (৪)

পুরাণসংগ্রহের মতে—তিনটী বিন্দু ও শঙ্খ-চক্র-পদ্ম চিহ্নিত দীর্ঘাকার দক্ষিণাস্য শিলাচক্রই মৎস্যচক্র। (৫) মৎস্যসূক্তে দেখিতে পাই,—মৎস্যাকৃতি দীর্ঘাকার এবং মস্তকে চিত্রযুক্ত চক্রই মৎস্যচক্র বা মৎস্যমূর্ত্তি শিলা। (৬)

তন্ত্রমতে মৎস্য পঞ্চ মকারের তৃতীয় মকার বলিয়া উল্লিখিত।

"প্রথমন্তু ভবেন্মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্।
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যান্মুদ্রা চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং মৈথুনং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে মাকরাঃ স্মৃতাঃ॥"(প্রাণতোষিণী)

কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডের সপ্তদশ পটলে মৎস্যশব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—মায়া, মল প্রভৃতির প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্টবিধ দুঃখের বিনাশন হয় বলিয়া ইহার নাম মৎস্য। (১)

মৎস্যক (পুং) মৎস্য স্বার্থে কন্। ক্ষুদ্র মৎস্য।

মৎস্যকরণ্ডিকা (স্ত্রী) মৎস্যানাং করণ্ডিকেব। মৎস্যরক্ষণ-পাত্র, চলিত খালুই, মাছেরখারা। পর্য্যায় মৎস্যধানী, কুবেণী। (জটাধর)

মৎস্যগন্ধা (স্ত্রী) মৎস্যস্যেব গন্ধো যস্যাঃ, ছাগলাদিত্বা-দিত্যাভাবঃ। ১ লাঙ্গলী বৃক্ষ, জলপিপ্পলী। (রাজনি°)

২ ব্যাসমাতা। মহাভারতে লিখিত আছে—

* "এক এবাভবন্মৎস্যাবতারঃ কল্প আদিমে।
তস্য মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥
তারো নমো ভগবতে মং মৎস্যায় রমাং বদেৎ।
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রোঽয়ং মুনিব্রহ্মা সমীরিতঃ॥
গায়ত্রীচ্ছন্দ উদিতং দেবতা মীনবিগ্রহঃ।
ভগবান্ সর্ব্বহীনাখ্যো বীজং শ্রীশক্তিকীলকম্॥
জপেৎ দ্বাদশ সাহস্রাং ত্রিমধ্বাক্তৈস্তিলৈর্হুনেৎ।
প্রত্যহং তজ্জপাংশেন বৈশাখে কার্ত্তিকে তথা॥
মাঘে চ মার্গশীর্ষে চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আরভ্য তাত্রবহ্নমষ্ট বা ষোড়শাহকম্॥" ইত্যাদি।
(মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ)

* অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মৎস্যাদীনাঞ্চ লক্ষণম্।
ষট্ ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং ঊর্দ্ধে ন তু বিস্তৃতম্।
দৈর্ঘ্যাষ্টমাংশসংযুক্ত-পুচ্ছং মৎস্যং কারয়েৎ॥" (ইত্যাদি হয়শীর্ষ)

(১) "দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা।
মৎস্যাখ্যা সা শিলা প্রোক্তা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা॥" (ব্রহ্মপু°)

(২) "মৎস্যরূপস্তু দেবেশং দীর্ঘাকারন্তু যদ্ভবেৎ।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাংস্যবর্ণং মনোহরম্॥" (ব্রহ্মপুরাণ)

(৩) "ত্রয়ো মৎস্যাদয়ঃ ভাস্বা বিচক্রাঃ মুখসংযুতাঃ।
তেষাং সমর্চনাদেব সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যরূপস্য দেবস্য দীর্ঘাকারং সুপূজিতম্।
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কাচবর্ণং মনোহরম্॥" (পদ্মপু°)

(৪) "দীর্ঘবামযুতা রেখা বামমধ্যে তু চক্রযুক্।
চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতিঃ।
বামে প্রদৃশ্যতে রেখা মৎস্যমূর্ত্তিঃ শুভপ্রদা॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

(৫) "বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং চক্রঞ্চ শঙ্খলাঞ্ছিতম্।
দীর্ঘাং দক্ষিণমাস্যঞ্চ মৎস্যচক্রং সমাপনম্॥" (পুরাণসং)

(৬) "মৎস্যাকৃতির্ভবেন্মৎস্যমূর্ত্তিঃ চিত্রং শীর্ষকং॥" (মৎস্যসূক্ত)

(১) মায়ামলাদিশমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিচ্ছেদান্মৎস্যেতি পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (কুলার্ণব)

উপরিচর নামে ধর্ম্মনিষ্ঠ এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার আর একটী নাম বসু। তিনি কঠোর তপোহনুষ্ঠান করেন। ইহাতে ইন্দ্র ভীত হইয়া এই নৃপতিকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্তি করান। তাঁহাকে নানাবিধ উপহার, আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তীমালা প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। এই বসু নৃপতির ৫টী পুত্র হয়। এই পুত্র সকল স্ব স্ব নামে দেশ ও রাজধানী স্থাপন করেন।

মহামতি বসুরাজ যখন ইন্দ্রপ্রদত্ত স্ফটিকময় বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, তখন অপ্সরোগণ আসিয়া তাঁহার সেবা করিত। তিনি এই রথে আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, এইজন্য উপরিচর নামে খ্যাত হন। তাঁহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল, কোলাহল নামে এক সচেতন পর্ব্বত কামোপহত হইয়া তাঁহাকে রোধ করিল। বসু নৃপতি সেই কোলাহল পর্ব্বতকে পদাঘাত করিলেন, তাঁহার পদপ্রহারে যে বিবর হইল, তাহা দ্বারা শুক্তিমতীনদী নির্গত হইল। কোলাহল পর্ব্বতের সঙ্গমে সেই নদীতে এক পুত্র ও কন্যা জন্মিল। নদী রাজকর্ত্তৃক উপকৃতা হইয়া তাঁহাকে সেই পুত্র ও কন্যা প্রদান করিলেন। রাজা বসু সেই নদীপুত্রকে সেনাপতি এবং গিরিকা নাম্নী গিরিকন্যাকে মহিষী করিলেন।

একদা গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া গর্ভধারণের জন্য রাজার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন বসুর পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৃগয়ার জন্য আদেশ করিলেন। রাজা বসু পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম না করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। কিন্তু তিনি মদনাবিষ্টচিত্ত হওয়ায় অসামান্য-রূপযৌবনসম্পন্না গিরিকা তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণপথে আসিতে লাগিল। একে বসন্তকাল, তাহাতে কাননে নানাবিধ পুষ্প বিকশিত এবং কোকিলের কূজন ইহাতে তিনি অতিশয় মন্মথ-বশবর্ত্তী হইয়া এক অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানে তাঁহার রেতঃস্খলিত হইল। রাজা ঐ স্খলিত রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিরূপে আমার এই রেতঃ ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়। পরে বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, আমার এই রেতঃ অব্যর্থ, কোন প্রকারে এই রেতঃ মহিষীর নিকট প্রেরণ করা আবশ্যক, কারণ তাহার গর্ভ-ধারণের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। পরে রাজা মন্ত্রদ্বারা সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্ত্তী শীঘ্রগামী এক শ্যেন-পক্ষীকে কহিলেন, সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থ এই শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও। অদ্য আমার পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর। বেগবান্ শ্যেন সেই শুক্র লইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া বেগে গমন করিল। গমনকালে ঐ শ্যেনকে আর একটী শ্যেনপক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তুণ্ডে আমিষ বোধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অনন্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্যেনমুখস্থিত শুক্র যমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিকা নামে বিখ্যাতা এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্যরূপা হইয়া ঐ যমুনাজলে অবস্থিতি করিত। বসু নৃপতির বীর্য্য শ্যেনমুখ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তথায় পতিত হইবামাত্র ঐ মৎস্যরূপিণী অদ্রিকা তাহা গ্রহণ করিল। তাহার পর দশম মাসে একদিন মৎস্যজীবীরা সেই মৎস্যকে ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটী পুত্র ও একটী কন্যা পাইয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ! মৎস্যের শরীর মধ্যে এই দুই মনুষ্য জন্মিয়াছে। তখন উপরিচর রাজা উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। ঐ মৎস্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে রাজা হইয়াছিলেন।

অপ্সরা ক্ষণকাল মধ্যেই শাপবিমুক্তা হইল। কারণ, পূর্ব্বে যখন অদ্রিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া মীনযোনিতে পতিত হয়, তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন, দুইটী মানব প্রসব করিলেই তোমার শাপ মোচন হইবে।

এদিকে রাজা বসু মৎস্যগন্ধবতী মৎস্যগর্ভজাত কন্যাকে ধীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্যা তোমার দুহিতা হইবে। এই কন্যা ধীবরগৃহে পালিত হইয়াছিল, এবং ইহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ছিল, এই জন্য ইহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল।

এই কন্যা মৎস্যঘাতীর গৃহে পালিতা হইয়া নৌবহনাদি কর্ম্ম করিত। একদা মৎস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় তীর্থযাত্রায় বহির্গত পরাশর ঋষি নদী পার হইবার জন্য তাহার নৌকায় আরোহণ করিলেন। পরে পরাশর ইহার অলোকসামান্য রূপ দেখিবামাত্র কাম-মোহিত হইলেন ও তাহাকে কহিলেন, কল্যাণি! আমার মনোরথ পূর্ণ কর। ইহাতে কন্যা কহিল, ভগবান্! দেখুন নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম হইতে পারে। মৎস্যগন্ধা এইরূপ আপত্তি করাতে ভগবান্ পরাশর কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করিলেন। তখন সমুদয় দেশে অন্ধকার হইল।

অনন্তর মহর্ষি কর্ত্তৃক সৃষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া মৎস্যগন্ধা বিস্মিতা ও লজ্জাভিভূতা হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ-বশবর্ত্তিনী কন্যা, আমার বিবাহ হয় নাই, আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। কন্যাভাব দূষিত হইলে কি প্রকারে আমি গৃহে যাইব এবং তথায় আমার বাস করা কঠিন হইবে, অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা হয়, তাহা আমার প্রতি আদেশ করুন। মৎস্য-গন্ধা এইরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহ-যোগে তোমার কন্যাভাব দূষিত হইবে না, হে ভীরু! তোমার যাহা অভিলাষ হয়, তাহা বরপ্রার্থনা কর, আমার প্রসন্নতা কখন নিষ্ফল হয় না। এই কথা শুনিয়া মৎস্যগন্ধা প্রথমে স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ প্রার্থনা করিলে, মুনি তথাস্তু বলিয়া সেই অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। অনন্তর মৎস্যগন্ধা ঋষিপ্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত-বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া অদ্ভুতকর্ম্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিল। তদবধি মৎস্যগন্ধার গন্ধবতী এই নাম হইল, মানবগণ এক যোজন দূর হইতেও তাহার গাত্রগন্ধ গ্রহণ করিত, এই নিমিত্ত তাহার যোজনগন্ধা এই নামও প্রথিত হইয়াছিল। পরে গন্ধবতী সত্যবতী নামে খ্যাত হন।

মৎস্যগন্ধা এইরূপ উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পরাশরের মনোরথ পূরণ করিয়া সদ্যোগর্ভ ধারণ ও প্রসব করিল। তাহাতে বীর্য্যবান্ পরাশরনন্দন ব্যাস যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র মাতার অনুমতি লইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং মাতাকে বলিয়া গেলেন যে, যখন কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব।

ব্যাস এইরূপে পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই বালক দ্বীপে প্রসূত হওয়ায় ইঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছিল।

[ইঁহার বিশেষ বিবরণ বেদব্যাসশব্দে দেখ।]

ভীষ্ম পিতার প্রিয়কার্য্য-করণেচ্ছায় তাঁহার সহিত মৎস্য-গন্ধার বিবাহ দেন। পরে শান্তনুর ঔরসে তাঁহার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। (ভারত আদি-পর্ব্ব ৬৩ অধ্যায়) [শান্তনু ও ভীষ্ম দেখ।]

২ হবুষা। ৩ মৎস্যাক্ষী। ৪ কাকলী বৃক্ষ। (ভাবপ্র০)

মৎস্যঘণ্ট (পুং) মৎস্যানাং ঘণ্টঃ বিমিশ্রণং যত্র। স্বনাম-খ্যাত মৎস্যব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত মাছের ঘণ্ট।

মৎস্যাঘাত (পুং) মৎস্যস্য ঘাতঃ হননং। মৎস্যহনন, মাছধরা।

মৎস্যঘাতিন্ (ত্রি) মৎস্যং হন্তুং শীলমস্য হন-ণিনি। মৎস্য-জীবী, জেলে, যাহারা মাছ ধরিয়া থাকে।

মৎস্যজাল (স্ত্রী) মৎস্যধারণার্থং জালং, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। আনায়, মাছধরা জাল। (হেম)

মৎস্যজীবিন্ (ত্রি) মৎস্যেন মৎস্যবিক্রয়াদিনা জীবতি জীব-ণিনি। নিষাদজাতি, চলিত জেলে।

"মৎস্যঘাতো নিষাদানাং" (মনু ১০।৪৮)

মনুর মতে, নিষাদজাতি মৎস্যধারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মৎস্যণ্ডিকা (স্ত্রী) মদং মধুররসং স্যন্দতে ইতি স্যন্দ-ণ্বুল-টাপ্। অত ইত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শর্করাবিশেষ, চলিত মিছরী।

"নলীকা কালিতগুড়খণ্ড-মৎস্যণ্ডিকা সিতাঃ।
নির্ম্মলা লঘবো জ্ঞেয়াঃ শীতবীর্য্যা যথোত্তরম্।
যথা যথৈষাং বৈমল্যং ভবেচ্ছৈত্যং তথা তথা॥" (রাজব০)

মৎস্যণ্ডী (স্ত্রী) খণ্ডবিকার, চলিত মিছরি।

"ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং যৎ স্যন্দতে যস্মাৎ তৎ মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥"
(ভাবপ্র০ পূর্ব্বখ০)

ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ঈষদ্ দ্রবসম্পন্ন গাঢ়তর পক্ব ইক্ষুরস কোন পাত্রে রাখিয়া অল্পে অল্পে মলভাগ ক্ষণকাল ক্ষরণ দ্বারা নিষ্কাশিত করিলে যে ইক্ষুবিকার প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৎস্যণ্ডী কহে। ইহার গুণ—ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র০)

মৎস্যতত্ত্ব, জলজপ্রাণিবিশেষ মৎস্যনামে খ্যাত, যদ্দ্বারা এই প্রাণীর তত্ত্ব জানা যায়, তাহাকে মৎস্যতত্ত্ব বলে। পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের মতে, মৎস্য Pisces শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চলিত কথায় ইহাকে মাছ বা মছলি বলে। মৎস্যই জগতের আদিজীব বলিয়া গণ্য। পুরাণে প্রকাশ, স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ মীনরূপে ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মীনরূপে ভগবান্ সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মীনকে জগতের আদিজীব বলিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না; যে হেতু ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় মৎস্য একমাত্র জীব বিদ্যমান ছিল। বিজ্ঞান-বিদ্গণ ইহাকেই মৎস্যযুগ (Age of Fishes) বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং ভগবানের প্রথমাবতারকে মীন-নামে উল্লেখ করা কোন মতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আরও বিশেষ কথা এই যে, সেই সময়ে যে সকল মৎস্যজাতীয়

জাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা নিঃসন্দেহে জলজ অবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেই বিরাটদেহ ও বিশাল আয়তন মৎস্যরূপ এখনও ভূগর্ভনিহিত অস্থিপঞ্জর হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

পৃথিবী শব্দে 'ইকৃথিওসেরস' 'প্লিওসেরস' প্রভৃতি যে সকল বৃহদাকার মৎস্যজাতীয় জাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা বর্তমান যুগের বৃহদাকার তিমি মৎস্যের (Sperm whale বা Physeter Macrocephalus) অপেক্ষা অনেকাংশে বড় ছিল। [পৃথিবী শব্দ দেখ।]

এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে মৎস্যজাতির অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। পৃথিবীর নানাস্থানে অর্থাৎ লবণময় সমুদ্র এবং সুমিষ্ট জলপূর্ণ নদী, হ্রদ, তড়াগ বা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির বহুতর মৎস্যের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতে যে সকল মৎস্যের প্রাচুর্য্য আছে, সাইবেরিয়া বা আমেরিকায় সেই জাতীয় মৎস্যের একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। আমেরিকায় যাহা আছে, য়ুরোপের স্থানবিশেষে তাহার আদৌ চিহ্নমাত্র নাই। মৎস্যজাতির এতাদৃশ স্থানবিক্ষেপ (migration) সম্ভবতঃ জলসংযোগবশে অথবা মৎস্যপ্রিয় লোকদিগের দ্বারাই ঘটিয়া থাকিবে। মৎস্যের এরূপ স্বভাব আছে যে, তাহারা গ্রীষ্মকালে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে ভাল বাসে। আবার Seal, Salmon প্রভৃতি মৎস্য শীতপ্রধান দেশেই জন্মে। উহারা হিমমণ্ডলজাত জীব বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মৎস্যবর্গের বাসের জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন মৎস্য তড়াগে, কোন মৎস্য হ্রদে, কেহ বা নদীতে অপর কেহ সমুদ্রে জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণ-আমেরিকার নদীবিশেষে এরূপ এক প্রকার বাইন মৎস্য উৎপন্ন হয় যে, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র ঘোটক পর্য্যন্ত সমুদায় পশুই কম্পিতকলেবরে প্রাণত্যাগ করে। ঐ স্থান ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোথায় ঐরূপ মাছ জন্মে না। ভূমধ্যসাগরে চারি প্রকার মৎস্য আছে। উহাদিগকে স্পর্শ করিলেই শরীর কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির কোন সম্ভাবনা নাই। হাঙ্গর গ্রীষ্মমণ্ডলে বাস করে, সম বা হিমমণ্ডলে তাহার আদৌ প্রচার নাই; কিন্তু সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্য ঋতুভেদে স্থান পরিবর্ত্তন করে। ইলিশ (Hilsa) বা স্যাড় (Shad) ও তপসী (Mango Fish) মৎস্য ভারতসমুদ্রে বাস করিয়া থাকে। কেবল অণ্ড-প্রসবকালেই তাহারা নির্ম্মল সুমিষ্টজলিলা নদী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অভিমত স্থানে ডিম্ব প্রসব করিয়াই তাহারা পুরাতন বাসভূমি সমুদ্রপথে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উক্ত মৎস্যদ্বয় যখন সমুদ্র ছাড়িয়া নদীর মিষ্ট জলে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাহারা খাদ্যের উপযুক্ত ও সুস্বাদু হয়। অন্যথা সমুদ্রের লবণজলে তাহাদের মাংসের কোনরূপ বিশেষ স্বাদ থাকে না। ঐরূপ হিমসমুদ্রবাসী হেরিং-মৎস্য প্রতি বৎসর এক একবারে দলবদ্ধ হইয়া সমমণ্ডলের সমুদ্রে অণ্ড প্রসব করিতে আইসে। পরে প্রসবকার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় নিজস্থানে ফিরিয়া যায়। অপরাপর অনেক মৎস্য এইরূপ সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে। এই শ্রেণীর মৎস্যগুলি মৎস্যতত্ত্ববিদ্গণের নিকট Migratory Fish নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন একদেশস্থায়ী বা Non-Migratory নামে আর এক শ্রেণীর মৎস্য দৃষ্ট হয়। উহারা একমাত্র প্রসবকালেই সুবিধাজনক স্থানান্বেষণ-ক্রমে স্বল্পমাত্র দূর স্থানে গমন করে। সাধারণতঃ পার্ব্বতীয় মৎস্যগণের মধ্যে এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। উহারা ডিম্বপ্রসব-কালে অপেক্ষাকৃত গভীর জল হইতে স্বল্প জলময় স্থানে উঠিতে থাকে। অবশেষে তাহারা উপযুক্ত স্থানে ডিম ছাড়িয়া পুনরায় গভীর জলের দিকে অবতরণ করে। এই সময় মৎস্যজীবিগণ সেই খর-স্রোতের অভিমুখে জাল পাতিয়া রাখে। মৎস্যগণ নিম্নাভিমুখী প্রপাত-পথিতে আসিয়া সেই জালে আবদ্ধ হয়। ডিম্বপ্রসবের পর, সেই মৎস্য খাইতে ভাল লাগে না। উহার মাংস বিস্বাদ হইয়া যায় এবং সমগ্র মৎস্যটিকে অতি কৃশ দেখায়।

মৎস্যজাতির বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য ও আলোচনা করিয়া মৎস্যবিৎ পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল। তাঁহারা এই জাতীয় জীবকে জীবজন্তুর অন্তর্গত অস্থ্যাধার দেহ (Vertibrata) জীবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে মৎস্যগণ (Pisces) অণ্ডজ বলিয়া গণ্য।

মৎস্যগণের মধ্যে আবার ১০টী বিশিষ্ট বিভাগ দৃষ্ট হয়। যথা—১ নির্হৃদয়ক (Leptocardia) অর্থাৎ যাহাদের হৃদয় নাই, তাহারা শোণিত ও শিরাসমূহের সঙ্কোচনে পরিচালিত হয়। এই শ্রেণীতে একমাত্র আম্ফিয়কস্ লান্সিওলেটস্ জাতি দৃষ্ট হয়। ২ চক্রমুখী (Cyceostomata) অর্থাৎ যাহাদের মুখ চক্রের ন্যায় গওলাকার। ল্যাম্প্রিজাতীয় মৎস্য এই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। ৩ কোষমুখী (Physostomata) অর্থাৎ যাহাদের শরীরস্থিত বায়ুকোষ মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই জাতীয় মৎস্যদিগের ডানায় অস্থিশলাকা থাকে না, অথবা পৃষ্ঠের ডানার অগ্রভাগে একটীমাত্র অস্থি-

শলাকা থাকে; অপর শলাকা সকল বাইনজাতীয় মৎস্যের ন্যায় উপাস্থিনির্ম্মিত। ৪ নিঃশলাক (Anacanthena) অর্থাৎ যাহাদের ডানায় শলাকামাত্র থাকে না এবং বায়ুকোষও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে না, অপর কণ্ঠস্থ অস্থি পৃথক্ থাকে। যেমন পায়রা চাঁদা। ৫ সংকুণ্ঠকণ্ঠাস্থিক (Pharyngognatha) অর্থাৎ যাহাদের কণ্ঠের অস্থি সকল একত্র সংলগ্ন হইয়া এক খণ্ড হয়। এতাদৃশ লক্ষণ ও তুল্যলক্ষণযুক্ত মৎস্যজাতিই এই গণমধ্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। ৬ কণ্টকপক্ষক (Acanthoptera) অর্থাৎ যাহাদের পৃষ্ঠডানার পুরোভাগে এক বা ততোধিক অস্থিশলাকা থাকে। ইহাদের কণ্ঠস্থ অস্থি সকল পৃথক্ পৃথক্, কখনও একত্র সংকুণ্ঠ হয় না এবং উপরের মাড়ি সকল সঞ্চালিত হইতে পারে। এই শ্রেণীবদ্ধ মৎস্য সকলেরই বায়ুকোষ নাই। কাহারও কাহারও মধ্যে বায়ুকোষ দৃষ্ট হয়, যেমন—কৈ মাছ, খরসুলা মাছ ইত্যাদি। ৭ গুচ্ছিত-কর্ণকূপক (Lophobranchiata) অর্থাৎ যাহাদের কর্ণকূপের (কাণকুয়া) শলাকা সকল গুচ্ছে গুচ্ছে বিকৃত হয়। ইহাদের কর্ণকূপাবরণ বৃহৎ, কিন্তু উহা এরূপভাবে চর্ম্মে আবৃত থাকে যে, তন্মধ্য দিয়া জলনির্গমনের জন্য একটী মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন হিপোকাম্পস্ মৎস্য। ৮ অচলোর্দ্ধমাড়িক (Plectognatha) অর্থাৎ যাহাদের উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে, তাহা কোন মতে নড়ে না। এই শ্রেণীর মৎস্যের মস্তক অস্থিমণ্ডিত, কিন্তু শরীরের অধিকাংশ স্থানেই উপাস্থি (ছোট কাঁটা) আছে। বালিষ্টিস্ মৎস্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ৯ উপাস্থিবহুল (Selachia) অর্থাৎ যাহাদের দেহের অধিকাংশই উপাস্থিময়, দেহ অতি সূক্ষ্ম শল্কে বা কেবল চর্ম্মে আবৃত থাকে। যেমন হাঙ্গর বা তৎসদৃশ অন্য প্রকার মৎস্য। ১০ চিক্কণশল্কী (Ganoidae) অর্থাৎ যাহাদের শল্ক চিক্কণ ও অস্থিময়, যথা ষ্টার্জিয়ান্ মৎস্য।

এতদ্ভিন্ন মৎস্যনামে আখ্যাত ভিন্ন জীববর্গের অন্তর্গত কতকগুলি জলজ জীব মৎস্যজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চিংড়ী মৎস্যই প্রধান। ইহারা গ্রন্থ্যাধারদেহ কর্কটীবর্গের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে সপদচক্ষু (Podopthalmata) অর্থাৎ দীর্ঘমূলোপরি স্থাপিত চক্ষুবিশিষ্ট চিংড়ি মৎস্যই আমাদের সেবনীয়; কিন্তু সর্ব্বাংশে অবয়ববিশিষ্ট অচলচক্ষু (Edriopthalmata) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষুগোলোকের গতি নাই, (এই শ্রেণীতে কাপ্রেলা ফাস্মা Caprella phasma, জাতি অন্তর্ভুক্ত) তাহা সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে।

সমুদ্রজ কটলফিস্ (Cuttle fish) নামধারী মৎস্যজাতি কোমলাধারদেহ (Molluscae) জীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা শিরঃপদী (Cephalopada) অর্থাৎ মস্তকসংলগ্নপদ এবং এককোষী (Teuthidae)। এই সকল জীবের দেহ এককোষ্ঠবিশিষ্ট চূর্ণময় আধারে পরিপূর্ণ। ইহারা জলমধ্যে থাকিয়া মেঘের ন্যায় ধূম উদ্গীরণ করে এবং তন্মধ্যে আপনা আপনিই লুক্কায়িত হয়। প্রশান্তমহাসাগরে এই জাতীয় মৎস্যের বাস। ইহারা সময় সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত উচ্চে লাফাইয়া উঠে যে, কখন কখন জাহাজের ডেকের উপর পড়িয়া যায়। ইহাদের গাত্র হইতে *Sepia* নামক একপ্রকার রঙ্ নির্গত হয়, উহা চিত্রকর্ম্মে (Water-colour paintings) ব্যবহৃত হয়।

অংশুশিরালদেহ (Radiata) জীববর্গের মধ্যে কণ্টকদেহী (Echinodermata অর্থাৎ যাহাদের দেহোপরি কণ্টক থাকে) ষ্টার ফিস্ (Star fish) মৎস্যজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছে। এই তারকমৎস্যশ্রেণীর Uraster violaceus দেখিতে বেগুনী রঙের। এতদ্ভিন্ন এই শ্রেণীতে Goniaster equestris, Astropecten spinulosus ও Astrophyton verrucosum প্রভৃতি কএক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটী জাতি পঞ্চপলযুক্ত তারকাকৃতি এবং শেষোক্তটী পঞ্চপল হইলেও নানা শুঁয়াযুক্ত। ইহাদের গাত্রের উপরিদেশ কাঁটার ন্যায় উচ্চ শুঁয়াযুক্ত, কিন্তু নিম্নভাগে বৃশ্চিকাদির ন্যায় শুঁয়া-বিলম্বিত। ঐ শুঁয়া বা ছটা (Rays) একবার কর্ত্তিত হইলেও পুনরায় গজাইয়া থাকে। কখন কখন কর্ত্তিত একটী পল পুনরায় বাড়িয়া এরূপ লম্বমান ও ছটাযুক্ত হয় যে, তাহাকে একটী ধূমকেতুর মতন দেখায়; যেহেতু উহার একটী পল লম্বমান পুচ্ছাকারে পরিণত ও অপর চারিটী পল সমভাবে থাকে। ডিম্ব হইতেই ইহাদের ছানা জন্মে। জাতিভেদে লাল বা হরিদ্রা-ডিম্ব দেখা যায়। গর্ভিণী স্বীয় দেহাভ্যন্তরে একটী গর্ত্তের মধ্যে ডিম্ব ধারণ করে। যে স্থানে ডিম্ব থাকে, দেহের সেই স্থান গোলাকারে স্ফীত হইয়া উঠে। একাদশ দিন মাত্র গর্ভভার সহ্য করিয়া গর্ভিণী অণ্ডসমষ্টি প্রসব করে। অণ্ড ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের আকৃতি বিভিন্ন থাকে; পরে ক্রমশঃ পিতামাতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মাংস বিষাক্ত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মৎস্য অস্থ্যাধারদেহ জীবশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অস্থি সকলের মধ্যে মৎস্যের মেরুদণ্ডই প্রধান। এই মেরুদণ্ড বহুখণ্ড ক্ষুদ্রাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মনুষ্যের মেরুদণ্ডের ন্যায় ইহাও Spinal chord

দ্বারা এরূপ দৃঢ়সংবদ্ধ যে, মৎস্যগণ তদ্দ্বারা অনায়াসে দেহ বক্র করিতে পারে, অথচ ঐ ক্রিয়া দ্বারা দেহাবয়বের কোন হানি হয় না। ঐ দণ্ডের মধ্যে ও পৃষ্ঠে মজ্জাবিশেষের অবস্থানহেতু জীবদেহে চেতনাশক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। দণ্ডের একাগ্রে করোটী সংস্থাপিত,তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের আধার। ঐ মস্তিষ্ক মনুষ্যদেহে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং মৎস্যাদি জীবে স্বল্প হয়। মস্তিষ্কের পরিমাণানুসারে জীবদেহে জ্ঞানেরও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। মেরুদণ্ডের অপরাংশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া লাঙ্গুলরূপে পরিণত হয়। মনুষ্যদেহেও ঐ সূক্ষ্মাগ্র আছে, কিন্তু তাহা দেহমধ্যেই আবৃত। কোন কোন জলজ জীবের লাঙ্গুল বা পুচ্ছই একমাত্র গতির উপায়, এই পুচ্ছ না থাকিলে তাহারা কোন ক্রমেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। তিমি নামক সমুদ্রজ মৎস্যই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অন্যান্য মৎস্যের সন্তরণ-কুশলতার জন্য পুচ্ছ ব্যতীত ডানা আছে, কিন্তু এই স্থূলদেহী তিমি মৎস্যের গতির নিমিত্ত পুচ্ছ ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।

অস্থ্যাধার-জীবদেহের সাধারণতঃ মধ্যভাগে অস্থি, তদুপরি মাংস, তদুপরি ত্বক্ এবং তদুপরি কেশ, লোম, শল্ক বা পক্ষাবরণ থাকে। মৎস্যজাতির শল্কই প্রধান আবরণ, কিন্তু কোন কোন মৎস্যে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মৎস্যের মুখে দন্ত ও দাড়ি আছে। কোন কোন নিকৃষ্ট মৎস্যের দাড়ি নাই, কিন্তু দন্ত আছে।

মৎস্যেরা জলচর, তাহারা জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া অনায়াসে ফুসফুস্ দ্বারা শ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সুতরাং বিধাতা তাহাদিগকে ফুসফুসের পরিবর্ত্তে অপর একটী যন্ত্র দিয়াছেন। উহার নাম কর্ণকূপী (কাণকুয়া)। ঐ যন্ত্র দ্বারা তাহারা অনায়াসে সমুদ্রগর্ভেও আপনাদিগের শ্বাসকার্য্য সম্পন্ন করে। এই কারণে তাহারা বায়ুপূর্ণ জল মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া কর্ণকূপীর মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের শ্বাসগ্রহণকার্য্য সুসিদ্ধ হয়। বায়ুর অক্সিজন (oxygen) গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যের জীবনধারণের উপায় নাই। কোন জাতীয় মৎস্য বায়ুমিশ্রিত জলের অক্সিজন গ্রহণ করে। কোন জাতি বা জলের উপরিভাগে উঠিয়া 'খাই' মারে। তাহাতে তাহাদের শরীর মধ্যে যে অক্সিজন প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে প্রাণধারণ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মৎস্য জলের উপর পৃষ্ঠ ভাসাইয়াই অক্সিজন গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের পৃষ্ঠ, শল্ক ও ত্বক্ জগৎস্রষ্টা কর্ত্তৃক এরূপভাবে গঠিত যে, তদ্দ্বারাই তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতপক্ষে মৎস্যজাতিকে জলগ্রাহক (water-breathers) বলা যায়; কিন্তু ঐ জলে ওতপ্রোতভাবে অক্সিজন বিমিশ্রিত রহিয়াছে। তাহারা জল গ্রহণ করিয়া জল হইতে অক্সিজনমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, অবশিষ্ট জল কাণকুয়ার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। এরূপ না হইলে Cyprininæ ও Siluridae শ্রেণীর মৎস্যগুলি, যাহারা কখনও গভীর জল ছাড়িয়া উপরিভাগে উঠে না; কখনই তাহারা প্রাণধারণ করিতে পারিত না। ঐ শ্রেণীর একএকটী মৎস্যকে কাচনির্ম্মিত গোলপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। মৎস্যস্থাপনানন্তর পাত্রস্থ জলের উপরিতলের কিছু নিম্নে একখানি সূক্ষ্ম পটহ (diaphram) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলেও নিম্নস্থ মৎস্য বায়ুস্পৃষ্ট জলতলের অক্সিজন ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্তু যদি তাহাদের কাণকুয়া (gills) কোনরূপ সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় রজ্জু দ্বারা সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসবদ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এতন্নিবন্ধন শীতাপগমে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া নিম্নস্থ পাঁকস্পর্শে ঘোলা হইয়া উঠিলে, ঐ জলসেবন জন্য রোহিত, কালবোস প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর মৎস্যের কাণকুয়া মৃত্তিকারুদ্ধ হইয়া যায় এবং মরিতে আরম্ভ করে। স্বল্পজলা পুষ্করিণীতেও জাল ফেলিবার পর ঘোলা জলে অনেক মাছ মরিতে দেখা গিয়াছে।

আরও অনেক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা জলসেবনকালে বায়ু গ্রহণ করিলেও পঙ্কিল সলিলে আদৌ তাহাদের জীবনের হানি হয় না। কৈ, মাগুর, শৃঙ্গী, শোল, লেঠা, পাঁকাল, বাইন প্রভৃতি মৎস্য অনায়াসে কর্দ্দমের মধ্যে থাকিতে পারে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, পুষ্করিণীর সমুদায় জল রৌদ্রে শুকাইয়া পাঁকের উপরিতল চটা পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ চটার নিম্নস্থ ঘোলা পাঁকে গর্ত্ত করিয়া শৃঙ্গী, মদ্গুর প্রভৃতি মৎস্য আপনার মুখনিঃসৃত লাল মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে। ইহারা অক্সিজন গ্রহণ না করিয়া অনেক দিন জীবিত থাকিতে পারে। জল হইতে অক্সিজন গ্রহণ তাহাদের আবশ্যক হয় না, তাহারা আবশ্যকমত শূন্য হইতে বায়ু গ্রহণ করে। উহাকে চলিত কথায় 'খাই' বলে। যদি মদ্গুরাদি মৎস্য ঐরূপ খাই মারিয়া বায়ুগ্রহণ করিতে না পায়, তাহা হইলে কার্ব্বণমিশ্রণে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হইয়া যায়। কৈ (Anabus Scandens), চুনাখোলসে (Trichogaster) ও সাল, শোল, চেঙ (Ophiocephali) প্রভৃতি মৎস্যের শ্বাসক্রিয়ার জন্য কাণকুয়ার উপরিভাগে একটী বায়ুকোষ থাকে। একটী কাচপাত্রে বা ক্ষুদ্র চৌবাচ্চা মধ্যে টেংরা (Macrones) ও মদ্গুর বা চেঙ

মৎস্য রাখিয়া এই শ্বাসক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেখা যায় যে, টেজরা-মাছ সর্ব্বদাই তাহার কাণকুয়া নাড়িয়া জলগর্ভস্থ বায়ু গ্রহণ করিতেছে এবং শেষোক্ত মৎস্যগণ স্বেচ্ছা-বশে নিশ্চেষ্ট পড়িয়া আছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে উপরি-ভাগে উঠিয়া বুদ্‌বুদাকারে স্বীয় শরীরস্থ বাষ্প বিকীর্ণ করিয়া পুনরায় শূন্যদেশ হইতে নূতন অক্সিজন বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নে অবতীর্ণ হয়*।

কৈ মাছের কথা আমাদের দেশের সকলে জ্ঞাত আছেন। এই জাতীয় মৎস্য জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে। আতপতাপ না পাইলে এবং পিপীলিকা ও পক্ষী প্রভৃতি হিংস্র জীব কর্ত্তৃক দষ্ট বা ধৃত না হইলে তাহারা অনায়াসে বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। শুনা যায়, বর্ষাকালে যখন পল্লীগ্রামসমূহের জলাভূমি জলপূর্ণ হইয়া ভাসিয়া উঠে, তখন ডুলা বা পুষ্করিণীর মধ্যস্থ কৈ মৎস্যসকল জলের কিনারায় আসিয়া ভ্রমিতে থাকে। পরে যে স্থান দিয়া নিকটবর্ত্তী ময়দান-সমূহের জল লহর কাটিয়া পুষ্করিণী-অভিমুখে প্লাবিত হইতেছে, সেই স্থান দিয়াই তাহারা উচ্চ ভূমিতে উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপে জলনিষিক্ত স্থান দিয়া গমন করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী গৃহস্থের প্রাঙ্গণ ও গৃহসংলগ্ন উদ্যানের নানা স্থানে বিছাইয়া পড়ে। এমন কি, কখন কখন তাহাদিগকে নারিকেল বৃক্ষেও উঠিতে দেখা গিয়াছে †। উহারা কাণকুয়া দিয়া মাটী প্রভৃতি ভূমিভাগ আঁচড়াইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে পারে।

সাধারণতঃ মিঠা জলে যে সকল মৎস্য জন্মে, তাহাই আহারের উপযোগী। বঙ্গীয় নদী, তড়াগ বা পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে সকল মৎস্য পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ বঙ্গবাসী হিন্দু, মুসলমান ও আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশবাসীর আহার্য্য। ব্রহ্মবাসিগণ তদ্দেশজাত মৎস্য আহার করে। স্থানভেদে তথাকার মৎস্যাদির ও আকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সিংহল, দক্ষিণ-ভারত ও সিন্ধুপ্রদেশের স্থানে স্থানে লোকে মৎস্য ধরিয়া খায়। ঐ সকল মৎস্য প্রধানতঃ রোহিত, মদ্গুর বা শোলজাতীয় হইয়া থাকে। মৎস্যের মধ্যে মদ্গুর বা শিঙ্গী মাছই উৎকৃষ্ট ও বলকারক। রোগীকে পুষ্টির জন্য ইহার কাথ সেবন করান হইয়া থাকে। এই মৎস্যের দীর্ঘজীবিত্ব সপ্রমাণ জন্য কোন স্থানের মেছুনীয়া উহার পুচ্ছভাগ কাটিয়া ক্রেতাকে দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে শৃঙ্গী মৎস্যের পুচ্ছদেশ হইতে একে একে ছয়খানি চাকা কাটিয়া লইয়া ঐ মৎস্য পুনরায় জলে ছাড়াইলেও জীবিত থাকে।

সমুদ্রের লবণজলেও কতকগুলি মৎস্য পাওয়া যায়, যাহা সাধারণের আহার্য্য। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রবক্ষে আরও অনেক প্রকার মৎস্য জন্মে, যাহাদের বিষয় আলোচনা করিলে মনে কৌতূহল সমুপস্থিত হয়; তন্মধ্যে সংক্ষেপতঃ শৃঙ্গধারী ম্যাদোস্ (Scorpæna uesogallica), ত্রিকোণমুখী টাপা (Ostracion triquetar), হাতুড়ীমুখী হাঙ্গর (Zygæna tudes), গণ্ডারমুখী মৎস্য (Monocentris Japanicus), সিয়োস্তম্ভ-যুক্ত শ্মশ্রুরকধারী লাল মৎস্য (Mullus barbatus), খড়্গশির বুল মৎস্য (The Marine Bull-head বা Cottus bubalis), সামুদ্রিক বাঘাচারা (Amphacanthus ,doliatus) এবং উড্ডীয়মান মৎস্যজাতিই উল্লেখযোগ্য।

সমুদ্রগর্ভে যে উড্ডীয়মান মৎস্য আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ মৎস্য সকল জলমধ্যে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন বলবান্ জলজ জীব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া শূন্যমার্গে পক্ষ্যাদির ন্যায় বিচরণ করিতে থাকে। যতক্ষণ তাহাদের ডানা ভিজা থাকে, ততক্ষণই তাহারা শূন্যমার্গে থাকিতে সমর্থ হয়। রৌদ্র ও বায়ুর সাহায্যে ডানাস্থিত জল শুকাইয়া গেলে ডানায় আর সেরূপ কমনীয়তা থাকে না; সুতরাং তাহারা পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

এই উড্ডীয়মান মৎস্যজাতিকে ইংরাজীতে Sea-horse (Hippocampus) বলে, ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী বিভিন্ন থাক দৃষ্ট হয়। *Trigla gurnardus*—ইহাদের মুখ-বিবর ব্যাঙের মত, ওষ্ঠপ্রান্তের দুই পার্শ্বে এটি করিয়া শুঁয়া আছে, উহা অনেক সময় তাহাদের গমনের সহায়তা করে। স্কন্ধদেশের উভয়পার্শ্বেই খড়্গের মতন উচ্চ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কএকটী অস্থি আছে, ইহাদের pectoral ও ventral ডানা দুইটীই উড্ডীয়ন-করণের সহায়ক।

Trigla lucerna—ইহাদের মুখমধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। রাত্রিকালে তাহারা মুখব্যাদন করিবামাত্র সেই আলোকদৃষ্টে জলজ কীটাদি অভিমুখে আসিলে তাহারা ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। রাত্রিকালে জল পরিত্যাগ করিয়া তাহারা শূন্যে বিচরণ করিলে দূর হইতে সেই মুখালোক উল্কার (Shooting stars) ন্যায় অনুমান হয়।

Pegasus volans—বা রাগপমুখী উড্ডীয়মান মৎস্য। ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রীকপুরাণোক্ত রাগণ

---

* Vide Proc. Zoological Society of London, May 14th, 1868, p. 274.

† See Hart's World of the sea, p. 229.

(Dragon) নামক জীবের অনুরূপ। তবে পদচতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তে ইহাদের পুচ্ছ ও ডানা আছে। ড্রাগণের বিকট চিত্র উদ্ধামুখের বিপরীতে ইহাদের ছুঁচালমুখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহারা Flying-horse নামে পরিচিত।

এতদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে আরও কএক প্রকার অদ্ভুতদেহ মৎস্যজাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের দেহগঠন ও কার্য্যাদি সাধারণ মৎস্যজাতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহারা সকলেই হিংস্র জন্তুর ন্যায় আপনার শিকার ধরিয়া আহার করে। হাঙ্গরাদির ন্যায় ইহারা সমুদ্রজ হিংস্র প্রাণিমধ্যে গণ্য। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটার নাম উদ্ধৃত হইল:—

১। মধ্য-আমেরিকাজাত 'হমর' (Doras costata) মৎস্য। ইহারা দেশীয় কৈ মাছের মত। জলাভাব হইলে উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মিতেও ইহারাঅধিক কাল বাঁচে। কখন কখন জলান্বেষণে ইহারা আঁইস্ ও ডানা যোগে মৃত্তিকায় হাটিয়া যায় এবং নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল না পাইলে ইহারা ভিজা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুড়িয়া বাস করে।

২। রেমোরা বা Sucking fish—ইহারা অনেকাংশে হাঙ্গরের মত। ইহাদের মাথার খুলির উপর একখানি থালার ন্যায় চেপ্টা চক্র আছে। ঐ চক্রের মধ্যে একটী মেরুদণ্ড ও কএকটী পঞ্জরবৎ অস্থি দেখা যায়। ঐ চক্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা কোন জাহাজ বা বৃহৎ মৎস্যের তলদেশে আট্‌কাইতে পারে। যখন তাহারা শিকারে বহির্গত হয়, তখন তাহারা ঐরূপে নিজদেহ পরশরীরে সংলগ্ন করিয়া নিরাপদে গমন করে। প্রাচীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই রেমোরা-মৎস্য পূর্ব্বে স্বীয় মস্তকে জাহাজ আটকাইয়া রাখিত। প্লিনির বৃত্তান্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 'একটিয়মের যুদ্ধে আণ্টনির অর্ণবপোত রেমোরা কর্ত্তৃক রুদ্ধগতি' হওয়ায় অগাষ্টাসের জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন, সমুদ্রগর্ভস্থ অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকলের মধ্যে এই মৎস্যই প্রধানতম। যদি তাহারা কোন মতে একটি জাহাজ আটকাইয়া রাখে, তাহা হইলে বাত্যা বা ঝড়ে তাহার কিছুই করিতে পারে না।

৩। রে (Ray) মৎস্য—ইহারা শৈবাল বা আগাছার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং শিকার নিকটে পাইলে তাহাকে লাফাইয়া ধরে ও গলাধঃকরণ করে।

৪। এপিবুলাস্ (Epibulus)—ইহারাও লুক্কায়িত থাকিয়া শীকার অন্বেষণ করে। কোন একটি ক্ষুদ্র মৎস্যছানা কাছে আসিলেই ইহারা নিজ ওষ্ঠপ্রান্ত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলে।

৫। এঙ্গলার (Angler)—ইহাদের ওষ্ঠাগ্র হইতে কয়েকগাছি শুঁয়া বিলম্বিত আছে। ঐ শুঁয়ার অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র মাংসপিণ্ড থাকে। জলমধ্যে ঐ শুঁয়াগুলি ঝুলাইয়া রাখিলে, ঠিক ছিপের সংলগ্ন সূতা ও মাংসপিণ্ডগুলি বড়শির টোপ বলিয়া অনুমান হয়। শিকারকালে ইহারা দেহযষ্টি লুকাইয়া রাখিয়া শুঁয়াগুলি ঝুলাইয়া দেয়। অবোধ মৎস্য টোপের লোভে উহার নিকটবর্ত্তী হইলে ধৃত হইয়া থাকে।

৬। স্কর্পিণা (Scorpæna)—ইহারা বড়ই ক্রূর। এমন কি, আপনার অপেক্ষা ২০ গুণ বড় বড় মৎস্যকেও চিরিয়া ফেলে।

৭। চেলমন (Chelmons)—ইহারা পোকা-মাকড় খাইয়া জীবন ধারণ করে। জলোপরিস্থ পত্র বা ডালপালার উপর প্রজাপতি বা পতঙ্গ প্রভৃতি বসিয়া থাকিলে ইহারা স্বচ্ছন্দে আপনাপন নলাকার সূক্ষ্ম নাসা বাড়াইয়া দিয়া সেই পতঙ্গকে টানিয়া আনে।

৮। আর্চার মৎস্য (Archer-fish)—ইহারাও ঐরূপই শিকার আহরণ করে। যবদ্বীপের নিকট সাধারণতঃ এই জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও কতকগুলি মৎস্য আছে, তাহারা স্বভাবতঃই নিরীহ। জগদীশ্বর তাহাদের রক্ষার জন্য গাত্রে কাঁটা, খড়্গ প্রভৃতি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোন কোন মৎস্যের এমন কি, গাত্রের সমগ্র আঁইসেই কাঁটা দৃষ্ট হয়। কাহারও বা ডানার কাঁটার অগ্রভাগ এরূপ ধারাল, যে অসাবধানবশতঃ তাহাদিগকে হস্ত দিয়া ধরিলে হস্ত কণ্টকবিদ্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি একরূপ সজারুর ন্যায় দেখা যায়। খড়্গী মৎস্য (Swordfish), করাতধারী মৎস্য (Saw-fish বা Pristis antiquorum), সার্জ্জন (Acanthurus chirurgus), ডাক্তার (Acanthurus cæruleus) ও Spiny Globe fish প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা স্বীয় দেহবিলম্বিত করাত বা খড়্গাকার পদার্থ দ্বারা জাহাজ, তিমিমৎস্য প্রভৃতির তলদেশ বিদারণ করিতে সমর্থ হয়।

সমুদ্রজ মৎস্যের মধ্যে হেরিং (Herring বা clupea harengus), সার্ডিন্ (Sardine বা clupea Sardina), এঙ্কভি (Anchovy বা clupea encrasicholus), সামন (salmon) ও তুনি (Scomber thynnus) মৎস্যই য়ুরোপবাসী জনসাধারণের আহার্য্য মধ্যে গণ্য। ফরাসীরাজ ১৩শ লুই মার্সাএল বন্দর পরিদর্শনকালে তুনির মাংসসেবনে

অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কড্ (Cod বা Morrhua vulgaris) নামে সমুদ্রজ আর একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়। ইহার যকৃৎ নিষ্পেষণ করিলে একপ্রকার তৈল-পদার্থ বাহির হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই তৈল বিশেষ উপকারী ও পুষ্টিপ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, শ্বাস, কাস ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে Cod-liver oil বিশেষ ফলদায়ক। কড্‌মৎস্যের যকৃৎ নিষ্পেষণে প্রথম যে তৈল নির্গত হয় তাহাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পেষণের তৈল অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ, উহা প্রায় আলোক জ্বালাইতে ব্যবহার হয়। য়ুরোপে কড্ মৎস্য ও হেরিং মৎস্য ধরিবার জন্য বিস্তৃত কারবার আছে। নিউফাউণ্ডলণ্ডবাসিগণ কড্ মৎস্য ধরিয়া প্রথমে উদর চিরিয়া ফেলে, পরে যকৃৎ বাহির করিয়া অপর একটী পাত্রে রাখিয়া দেয়। তৎপরে মৎস্যের মেরুদণ্ড কাটিয়া দুই পার্শ্বের মাংস বাঁশের মাচায় স্থাপনপূর্ব্বক শুকাইয়া লয়। মেরুদণ্ডসংশ্লিষ্ট মাছ লবণজারিত করা হয় এবং পার্শ্বদ্বয় 'শুঁটকি' করিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। হেরিং মৎস্যও ঐরূপে জাহাজে তুলিবার পর চিরিয়া ফেলা হয়। উহার পিত্তাদি নিকৃষ্ট অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট মাছ লবণযোগে ঢাকিয়া রাখে। কখন কখন ঐ মৎস্য ধূমে সিক্ত করিয়া (Smoked) রাখা হয়। হেরিং মৎস্য সিদ্ধ করিয়া যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পরিষ্কার-করণান্তর বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয় এবং তৈল নিষ্কাসনের পর কটাহে যে অবশিষ্ট মাংসপিণ্ড (taugrum) থাকে, তাহা ভূমিতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ভিন্ন বৃহদাকার মৎস্যের মধ্যে ডল্‌ফিন্ (Dolphin) সাধারণের আদরণীয়। ইংলণ্ডরাজ ৩য়, ৫ম ও ৭ম হেন্‌রী এবং রাণী এলিজাবেথ ইহার মাংস আস্বাদনে অতিশয় প্রীতি বোধ করিতেন। উত্তর মহাসাগরে নরহোয়াল (Norwhal বা Monodon monoceros) নামে তিমিমৎস্যের ন্যায় একপ্রকার মৎস্য আছে। উহাদের উপরের ওষ্ঠে গণ্ডারের ন্যায় দুইটী খড়্গ দেখা যায়। মাছগুলি সাধারণতঃ ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। পূর্ব্বে হস্তিদন্ততুল্য শ্বেতবর্ণের এই দন্ত unicorn নামক অদ্ভুত জীবের কপালে সাজাইয়া দিত।

হিমমণ্ডলের বরফাবৃত সমুদ্রজলে সীল (Seal বা Phoca vitulina) নামে এক প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনেকাংশে চতুষ্পদ পশুর মত। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি জলজ জীব ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। অধিকক্ষণ জলে বাস ও স্বল্পকালমাত্র বায়ু সেবনে অতিবাহিত করে বলিয়া ইহারা মৎস্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের চারিটী ডানা, গাত্র কঠিন এবং লোমবহুল-চর্ম্মে আবৃত। সাধারণে ইহার মাংস খায় এবং চর্ম্মে গাত্রবস্ত্র ও জুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সীলচর্ম্মে একটী জামা প্রস্তুত করিতে হইলে সহস্রাধিক টাকা লাগে, কারণ জামার উপযোগী সীলমৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না। ধীবরগণ এই সীলজাতিকে সামুদ্রিক ব্যাঘ্র বা গো-বৎস (Sea-wolf বা Sea-calf) নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে 'বাঁশপাতা' নামে একপ্রকার মাছ আছে। ইহাদের ছানা শৈশবাবস্থায় সোজা হইয়া সন্তরণ করে। কিন্তু যতই বয়স হয়, ততই তাহারা কাত হইয়া সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাই তাহাদের স্বাভাবিক নিয়ম।

মৎস্যগণ সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র কীট, মৎস্য, পাতি, শৈবাল, ঝাঁঝি, গেঁড়ী ও কাঁকড়া প্রভৃতি খাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গর্ভিণীর ডিম্বপ্রসবকালে তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ করে এবং যেমন দুএকটী ডিম্ব গুহ্যস্থানভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে পড়ে, তৎক্ষণাৎ পুং-মৎস্যগণ তাহা গলাধঃকরণ করে। এই কারণে স্বভাবতঃ স্ত্রী-মৎস্যগণ ডিম্বপ্রসবকালে স্থানান্তরিত হইয়া নদী বা তড়াগাদির এরূপ পার্শ্বদেশে স্থান বাছিয়া লয় যে, তথায় সেরূপ স্বল্প কদর্য্য জলে ডিম্বগ্রাসের জন্য অপেক্ষাকৃত বৃহদ্দেহী পুং-মৎস্যজাতির আগমন সম্ভবে না। এখানে ডিম্ব রাখিয়াই প্রসূতি স্থানান্তরে গমন করে। স্বভাবের ক্রোড়ে থাকিয়া ডিম্বগুলি রৌদ্র ও বায়ুর তাপে ক্রমে জাতীয় আকার প্রাপ্ত হয়। ঐ ডিম্বের ছানাগুলি রক্ষার জন্য আমাদের দেশের জেলেরা এবং চীনদেশবাসী মৎস্যব্যবসায়িগণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশের জেলেদের মত চীনবাসিগণ নদীতীর হইতে ডিম্ব আনিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করে। পরে তাহা ফুটিবার উপযুক্ত হইলে ভারে ভারে বিক্রয় করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় জেলেদের ন্যায় চীনদেশের জেলেদিগের মধ্যেও মৎস্যডিম্ব বিক্রয়ের প্রভূত ব্যবসা আছে। জালিকগণ নদীর কিনারা বা জলের উপরিভাগ হইতে সদ্যঃপ্রসূত আটাবৎ ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া নদীপার্শ্ববর্ত্তী কোন কাটা খাত মধ্যে ফেলিয়া রাখে। অপর মৎস্য কর্ত্তৃক ডিম্ব ভক্ষিত হইবার ভয়ে তাহারা খাতের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পক্ষিজাতিরই ভয়ে উপরে ঝাঁঝি, কলাপাত প্রভৃতি বিছাইয়া রাখে। চীনবাসীদিগের ডিম্ব রক্ষণ বা পালনপ্রথা স্বতন্ত্র। তাহারা হংস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষিডিম্ব ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যস্থ লালা ও কুসুম বাহির করিয়া ফেলে। পরে তন্মধ্যে সদ্যঃপ্রসূত আটাবৎ মৎস্যডিম্ব পুরিয়া ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহা হংস বা মুরগীর বাসায়

ডা দিবার জন্য রাখিয়া আইসে। এইরূপে অণ্ডমধ্যস্থ ডিম্ব-গুলি কিছুদিন উত্তপ্ত হইলে তাহারা সেই অণ্ড আনিয়া সূর্য্যো-ত্তাপিত পাত্রজলে ভাঙ্গিয়া দেয়। এই পাত্রে থাকিয়া মৎস্য-ডিম্বগুলি ফাটিয়া ছানা বাহির হয়। যতদিন না ঐ ছানা পুষ্করিণীতে ছাড়িবার উপযুক্ত হয়, ততদিন তাহারা ঐ পাত্রমধ্যেই থাকে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ডাঃ ফ্রান্সিস্ ডে মৎস্যের পোনা রক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় জল মধ্যে কএক ফোঁটা তরল পার্ম্মাঙ্গানেট অব্ লাইম্ (Weak solution of Permauganate of lime) নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে জল মিষ্ট ও অক্সিজন বর্দ্ধিত হইয়া পোনার বৃদ্ধিপক্ষে বিশেষ সুহায় হয়।

বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরসংলগ্ন অনেক পুষ্করিণী বা কৃত্রিম চৌবাচ্চায় পোষা মাছ থাকে। ঐ মৎস্যসমূহ এরূপ পোষমানে যে, মনুষ্য বা হরিণশাবক তড়াগাদির নিকট-বর্ত্তী হইলে তাহারা ভয় পায় না। অনেকে জলে মুড়ি ছড়াইয়া মৎস্যগণের কৌতুক দেখিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বহুলোকে আপনাপন গৃহ মধ্যে লোহিতমৎস্য, সোণালি মৎস্য, নীল-বর্ণের বুল-মৎস্য প্রভৃতি চৌবাচ্চা বা মৃত্তিকার গামলা মধ্যে পুষিয়া রাখে। ঐরূপ স্বল্প জলমধ্যে থাকিয়াও তাহারা ডিম পাড়ে। ঐ ডিমগুলি উঠাইয়া স্বতন্ত্র পাত্র মধ্যে কলাপাতা বা ঝাঁঝি মধ্যে রাখা হয়। কলাপাতা বা ঝাঁঝিতে ঐ ডিম্ব আট্‌কাইয়া থাকে। পরে সময় মত তাহা ফাটিয়া ছানা বাহির হয়, এই সকল পালিত মৎস্যের মধ্যে ত্রিপুচ্ছ (Three tail), চতুষ্পুচ্ছ (Four tail) প্রভৃতি মৎস্যজাতি দেখা যায়।

হিন্দুর নিকট মৎস্য একটী পবিত্র জীব। স্বয়ং ভগবান্ মৎস্যরূপে স্বীয় অবতার রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। মৎস্যা-বতারে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া মনুরূপী মনুষ্যকে মহাপ্রলয়কালে রক্ষা করিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস, ভগবান্ তৎকালে শৃঙ্গিমৎস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু শৃঙ্গিমৎস্য ভক্ষণ করেন না। জন্মতিথি-পূজার সময় জালাতে শোল বা ল্যাঠা মাছ পুষ্করিণীতে ছাড়ি-বার বিধি আছে। শ্রাদ্ধাদি প্রেতকর্ম্মেও মৎস্যোৎসর্গের ব্যবস্থা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার শক্তিপূজায় মৎস্যভোগের বিধান রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দেবো-দ্দেশে অথবা ব্রাহ্মণকে মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণীদান প্রকল্পিত হইয়াছে। কোটা রাজ্যে কানাই (শ্রীকৃষ্ণ) উদ্দেশে প্রদত্ত এইরূপ কএকটী পুষ্করিণীর কথা মহাত্মা টডের উপাখ্যানে লিখিত আছে। প্রায় সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মে মাঙ্গলিক-নিদর্শন-স্বরূপ মৎস্য ও দধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকালে মৎস্যদর্শন শুভফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনেকে মৎস্যবৃষ্টির কথা অবগত আছেন। সময় সময় বৃষ্টিপতনকালে এইরূপে মৎস্যপাত হইয়া গিয়াছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতসাম্রাজ্ঞীর ১৪শ সংখ্যক সেনাদলের কুচের সময় মৎস্যবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মোরাদা-বাদে ভীষণ ঝটিকার সময় মৎস্যবৃষ্টি হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার নকুলহাটী কুঠীতে সামান্য বৃষ্টি-পতন সঙ্গে মৃত-মৎস্য পতিত হইয়াছিল। প্রথমে আকাশপথে পক্ষিঝাঁকের ন্যায় মৎস্যগুলি দৃষ্ট হয়। পরে তাহা ক্রমশঃই পৃথ্বী অভিমুখে পতিত হইতে থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ও ১৭ই মে, ফতেপুর জেলায় যমুনার ১৷৹ ক্রোশ দূরে মৎস্যপাত হয়। ঐ সময় ১৷৷৹ সের ওজনের একএকটী মৎস্য ভূমিতে পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, আলাহাবাদ নগরে এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা সহরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে সুন্দরবনমধ্যে মৎস্যবৃষ্টি হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে জুলাই কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত রাজকোট নগরে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট পুণা সহরের সেনানিবাসে মৎস্যপাত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ২৫ বা ৩০ বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরবর্ত্তী বরাহনগর অঞ্চলে ও সিংহলদ্বীপের কলম্বো দুর্গের সন্নিকট স্থানে মৎস্যবৃষ্টি হইয়াছিল *।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালাপ্রদেশেই মৎস্যের আদর অধিক। এখানকার কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই মৎস্য আহার করিয়া থাকে। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বঙ্গবাসী কোন কোন ধর্ম্মপ্রাণ বৈষ্ণব মৎস্য মাংস গ্রহণ করেন না এবং নিম্নশ্রেণী ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবা-মাত্রেই নিরামিষাশী; এমন কি, মৎস্যস্পৃষ্ট দ্রব্যভক্ষণেও তাঁহারা পাপজ্ঞান করেন। কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর, পুষ্কর প্রভৃতি দেবতীর্থেও মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখনও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী হিন্দুগণ আদৌ মৎস্য গ্রহণ করেন না। দক্ষিণ-ভারতের হিন্দুবিশেষের মধ্যে মৎস্যভক্ষণপ্রথা রহিত হই-য়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্রই খৃষ্টানভাবাপন্ন হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মৎস্যভোজন অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে।

বঙ্গদেশে প্রধানতঃ যে সকল মৎস্য পাওয়া যায় এবং যাহা অধিবাসিমাত্রেই আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

* Sir J. E. Tennant's Skptches, p. 942-4.

মৎস্য	বৈজ্ঞানিক নাম	মন্তব্য
আংগ্রা	Cyprinus augra	রোহিতজাতীয়,দেখিতে হেরিং মৎস্যের ন্যায়।
আড়ি	Pimelodus arius	বৃহৎ ও তৈলাক্ত।
বাগ-আড়ি	P. bagarius	উচ্চশ্রেণীর নিন্দিত।
ইলিস্ বা ইল্‌সা	Clupanodon ilisha	মুখরোচক ও মিষ্ট, ভেদক ও রোগকর।
ইল্ (হিজ্‌লা)	Ophisurus hijala	শুশুকা, কাকন, ছুধিয়া।
কাকলি	Esox cancila	ক্ষুদ্র ও মিষ্ট।
কৈ	Anabas scandens Coius cobojius	বা সুমিষ্ট।
কালবসু	Cyprinus calbasu	কৃষ্ণবর্ণ ও সুমিষ্ট,
কাত্‌লা	Cyprinus catla	মিষ্ট, অতি বড় হয়।
কুর্চ্চা	Cyprinus cursa	কুর্চ্চিবাটা।
কাঞ্চনপুটি	„ sonchonius	
কানিপুটি	„ canius	পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ লাল।
কেশিয়া চাঁদা		
কুচিয়া বা কুঁচে	Unibranchapertura cuchia	ইল্ মৎস্যের ন্যায় মিষ্ট, সর্পবৎ ও রক্তামাশয়ঘ্ন।
খলিসা	Trichopodus colisa	কৈজাতীয় সুমিষ্ট ক্ষুদ্র মৎস্য।
„ (বেঞ্জী)	„ begius	„
„ (সাদা)	„ sota	„
„ (চুনা)	„ chuna	„
„ (লাল)	„ lalius	„
খোরসুলা	Mugil corsula	ঢাকায় খোলা,গোয়াল-পাড়ায় ইংলি ও মুলি।
খয়রা	Clupanodon motina	
„ (গাঙ)	„ manmina	
খোক্‌সা	Cyprinus cocsa	
গাঙ্গের গোংটী	Macrognanthus pancalus	সুমিষ্ট ও 'ইল্' মৎস্যের ন্যায় আস্বাদযুক্ত।
গজাল	Ophiocephalus marulius	শোলজাতীয়, কলিকাতায় শাল নামে প্রসিদ্ধ।
গরুই	Ophiocephalus lata	কলিকাতায় লাটানামে খ্যাত।
গলছরি	Ladrus baclius	কলিকাতায় ভ্যাদা, নেদোব।
গেলি পুঁটি	Cyprinus gelius	

মৎস্য	বৈজ্ঞানিক নাম	মন্তব্য
গুলে		
গাংদাড়া		
গল্‌দা চিংড়ী		
গোদিয়ারী		
ঘুগিনি	Cyprinus gugania	
ঘোলা চাঁদা	„ cotis	চাঁদাজাতীয়।
চেঙ্	Ophiocephalus gachua	নিকৃষ্ট লোকের খাদ্য।
চাঁদা, নামচাঁদা, পায়রাচাঁদা, রাজাচাঁদা,বকুল-চাঁদা, ফুলচাঁদা, বগুড়াচাঁদা,কাঁট-চাঁদা প্রভৃতি।	Centropome	খাইতে সুস্বাদু ও বিশেষ তৈলাক্ত।
চিতল (বড়)	Mystus chitala	মিষ্ট, রুই অপেক্ষা বড়, মৃত জন্তু আহার করে বলিয়া নিন্দিত।
চেলা	Cyprinus bacaila	ক্ষুদ্রমৎস্য।
„ (ঘোড়া,ফুল ও নারিয়ালি)		
চেঙ্‌ড়ামারা	Pimelodus Changramara	ঐ
চাকুন্দা	Clupanodon chakunda	ঐ
চেদ্‌ড়া	Cyprinus chedra	খোক্‌সি বা পেয়ালির অনুরূপ, স্বতন্ত্র জাতি।
চিংড়ী		
চাঁদকুড়ো,		
চেচো		
ছেপ্‌খা	Cyprinus devario	বাঁশপাতার মত।
ছোলাপুটি	C. Chola	
জাওয়ালি	Cyprinus joalius	ক্ষুদ্রমৎস্য।
জয়া	C. Jaya	
টেঁপা	Tetrodon fluviatilis	পেটফোলা মাছ, ভোজনে নিষিদ্ধ।
টেংরা	Pimelodus carcio	তৈলাক্ত ও মিষ্ট।
„ (কাবাসি)	P. cavasius	ক্ষুদ্রমৎস্য।
„ (কোর্কি)	P. kurki	ঐ
„ (রাম)	P. rama	ঐ

মৎস্য	বৈজ্ঞানিক নাম	মন্তব্য
চৈংয়া (বিষ)		
" (বাতাসি)		
" (কেউয়া)		
" (পাথরি)		
" (বাঘরা)		
চাকা চান্দা	C. chanda ranga	
ডেংরো	Cyprinus dero	৪ বা ৫ ইঞ্চি লম্বা হয়।
ডানিকোণা	C. daniconius	বড় ডান্‌কোণা।
ঢেমনি	C. gugani	গোয়ালপাড়ার ঘুঘনি।
ঢঙ্গিলা	Cyprinus dongila	
তিত্‌পুঁটি	Cyprinus titius	ক্ষুদ্রপুটী, পুচ্ছে কাল বিন্দু।
তোর	Cyprinus tor	রোহিতজাতীয় ক্ষুদ্র।
তেরিপুটি	Cyprinus teris	
তেলচিটা ..		
তেলচোখা বা ভাঙ্গই		
দরকী	Cyprinus chagunio	কাটা নামে প্রসিদ্ধ।
ধানবুনে চিংড়ী		
ভাদোন্		গোয়ালপাড়ার ড্যাদা।
নাশিন্, নয়না		
পাচোক	Esox panchax	সুস্বাদু, মিষ্ট।
পুঁটি	Cyprinus puntio	মিষ্ট পুঁটি।
পেয়ালি	Cyprinus barila	ক্ষুদ্রমৎস্য।
পাব্‌দা	Silurins Pabda	মিষ্ট।
" (কাণি)	" Cania	ঐ
" (ভাবুলিয়া)		
পাঙ্গা	Cobitis pangia	ক্ষুদ্র মৎস্য।
পাঙ্গাস্	Pimelodus Pangasias	
পাতাসি		
পাথরি		
ফলুই	Mystus kapirat	মিষ্ট কিন্তু কণ্টকপূর্ণ।
ফেঁসা	Clupea Phasa	খাল ফেসা।
ফুৎনিপুটি	Cyprinus Phutnia	
ফোকুছা		ফুলিয়া ফোক্‌লা ও বড় ফোক্‌লা নামে খ্যাত।
বালিয়া বা বেলে	Gobius giuris	সুমিষ্ট ও লঘুপাক।
বাচা	Pimelodus Vacha	রোহিতমৎস্যের ন্যায়, মিষ্ট।
বাটা (থড়কি)	Cyprinus bata	মিষ্ট, স্থানবিশেষে খ্যাংড়া।
বাটা (ভাঙ্গন)	Cyprinus elanga	ঐ
" (সিলোন্দিয়া)	C. Silondia	
বুকরালি	Cyprinus moror	
বরিলা	C. barila	স্থানবিশেষে চেদ্‌রি, পেয়ালি বা থক্‌লি-নামে খ্যাত।
বাগ্‌দা চিংড়ী		
বোয়াল	Silurus boalis	বৃহদাকার মৎস্য, খাইতে নিষিদ্ধ।
ভাম	Macrognathus Armatus	আস্বাদ ইল্‌মৎস্যের ন্যায়।
ভেদা, ভ্যাদা	Coius nandus	মিষ্ট, স্বাদস মাছ।
ভোলা	Cyprinus bola	
" (বালি)	C. borelio	
ভেটকি		
ভাঙ্গন	Cyprinus elanga	মিষ্ট।
মাগুর বা মদ্‌গুর	Macropteronotus magur	বলকারক ও মিষ্ট।
মৃগেল	Cyprinus mrigala	রোহিতমৎস্যের ন্যায়, তত বড় হয় না, কিন্তু ক্ষুদ্র-কণ্টকযুক্ত, পূর্ব্ববঙ্গের লোকে ইহা খাইতে ঘৃণা করে।
মহাশাল	C. putitora	গোয়ালপাড়া-পুত্তিতোর।
মৌরলা বা মৌরুল	C. morala	ক্ষুদ্রমৎস্য মৌয়া ও মোলানামে খ্যাত।
রোহিত বা রুই	Cyprinus rohit	সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য।
রামচাঁদা	C. rasbora	রসবড়া নামে পরিচিত।
রাজ ভাম		
রায়া বা শাঁকচি	Raia sancur	
রিঠা	Pimelodus rita	বৃহৎ ও সুস্বাদু।
লস্নীয়া		বাটা জাতীয় মৎস্য।
বাঁশপাতা	Pimelodus anguis	বাঁশপাতার ন্যায় পাতলা, খাইতে মিষ্ট, নিকৃষ্ট শ্রেণীর আহার্য্য।
বোকাভাঙ্গন	Cyprinus baga	খড়কেবাটার মত।
বোয়ালি বা বোয়াল	Silurius boalis	মিষ্ট ও তৈলাক্ত অথচ ক্ষুদ্রাকার।

মৎস্য	বৈজ্ঞানিক নাম	মন্তব্য
শৃঙ্গী বা সিঙ্গি	Silurius Singis	বলকারক কিন্তু খাইতে নিষিদ্ধ।
শিলোন	Pimelodus siloudia	বৃহদাকার কুৎসিত মৎস্য
সরলপুঁটি	Cyprinus sarana	বৃহদাকার পুঁটি।
সাদাবালিতোড়	C. sada	দন্তহীন বালিতোড়া।
সহিয়া	C. dyurica	কেশিয়া ডেংরা।
হাঁবি	C. houlius	ক্ষুদ্র মৎস্য।

[illegible] যে সকল মৎস্যের নাম লিখিত হইল, তাহাই সাধারণের নিকট পরিচিত। ঐ নাম গুলি স্থানভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মৎস্য গুলিরও কতক পরিমাণে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নদী ও পুষ্করিণীর জলে আরও অসংখ্য প্রকার মৎস্য জন্মিতে দেখা যায়, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। উপসংহারে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাছের মধ্যে রোহিত বা 'রুই' শ্রেষ্ঠ। তাই লোকে কথায় বলে 'মাছের মধ্যে রুই শাকের মধ্যে পুঁই'। কিন্তু 'চড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং পাব্‌দা মাছের ছুটো ঠ্যাং' কথাটী কতদূর সত্য তাহা সাধারণের বিবেচ্য। নদীকূলে টিক্‌টিকির মত ঠ্যাঙওলা ক্ষুদ্র মৎস্যাকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে মৎস্যধৃতকরণ ও বিক্রয়প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। যাহারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহারা ধীবর, জেলে ও জালিক-সংজ্ঞায় অভিহিত। সুসভ্য য়ুরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ইহারা Fisherman বলিয়া পরিচিত। ইহারা যে নৌকা বা পোতে আরোহণ করিয়া নদী বা সমুদ্রবক্ষ হইতে মৎস্য আহরণ করে, তাহা সাধারণতঃ জেলেডিঙ্গি বা Fishing boat নামে খ্যাত। সময় সময় নদী বা তড়াগাদিতে তাহারা নৌকা ব্যতিরেকে জাল (Net), কোণাকার পোলো বা ঘুনি (trap) দ্বারা মৎস্য ধরিয়া থাকে। ঐ সকল মৎস্য সাধারণের উপভোগের জন্য বাজারে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। এই মৎস্যবিক্রয় লইয়া জগতে এক মহাবিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে। শুধু মৎস্যসেবনেচ্ছু মানবের উদরপূর্ত্তির জন্য নহে, ইহাতে জাগতিক বিশেষ মঙ্গলও সাধিত হইয়া থাকে। মৎস্য প্রধানতঃ পিত্তকর হইলেও মদ্গুরাদির বলকারিত্ব দৃষ্ট হয়। কড্ নামক মৎস্যের পিত্ততৈলে স্নায়বিক [illegible]র্ব্বল্য, কাস ও শরীরদৌর্ব্বল্য নিবারিত হয়। [illegible]মৎস্যের মস্তিষ্ক ও চর্ব্বিজাত তৈল নানা কার্য্যে [illegible]। ইহার দন্ত ও হনুদ্বয় হস্তিদন্তের অনুরূপ। মস্তিষ্কের নির্য্যাসরূপ স্পার্ম্মাসেটী (Spermaceti) হইতে বর্ত্তিকা (candles) ও এম্বারগ্রীস্ (ambergris) হইতে রমণীপ্রিয় একপ্রকার মনোহর গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সীলমৎস্যের তৈল প্রদীপালোকে ব্যবহৃত হয়, কখন কখন উহা কড্ মৎস্যের পিত্ততৈলের পরিবর্ত্তেও বিক্রীত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান-দেশবাসী এস্কুইমো (Esquimaux) জাতি এই মৎস্য হইতে খাদ্য, তৈল, বেশভূষা ও বাসোপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন হাঙ্গরের ও সে-মৎস্যের ডানা প্রভৃতি বাজারে বিক্রীত হয়।

সাধারণতঃ প্রায় তিনপ্রকার মাছ বাজারে বিক্রয় হয়। ১ জীবিত মৎস্য যথা কৈ, মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি জাওলা মাছ এবং সদ্যোধৃত ও মৃত মৎস্য যেমন—রুই, কাত্‌লা, পারশে ইত্যাদি। ২ নোনা মাছ—মাছ কাটিয়া লবণ মধ্যে রাখিয়া পরে বাজারে আনীত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে নোনা ইলিস বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার আছে। নুন দিয়া রাখিলে মাছ বা তাহার ডিম্বাদি আদৌ নষ্ট হয় না। ৩ শুঁটকীমাছ, সদ্যোধৃতমৎস্য বিক্রয়াভাবে পচিয়া নষ্ট হইবার ভয়ে, মৎস্যজীবিগণ প্রথমেই মৎস্যের পেট চিরিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে। পরে গৃহে আসিয়া তাহাকে দুই বা চারি খণ্ডে 'ফালা' কাটিয়া উত্তমরূপে জলে ধৌত করে। একবার ধৌত করিয়া উহার গাত্র পরিষ্কার না হইলে পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে ধুইতে হয়। ধোয়া শেষ হইলে কর্ত্তিত মৎস্যখণ্ডকে রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। নিয়মমত শুকান হইলে, যখন আর পচিবার ভয় থাকে না, তখন তাহারা ঐ শুঁটকী মৎস্য আনিয়া ব্যাপারীদিগকে বিক্রয় করে। বৎসরে প্রভূত পরিমাণ শুঁটকী মৎস্য ভারত হইতে ব্রহ্ম ও আরবদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। য়ুরোপীয়গণ, বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ শুঁটকী মাছ খাইতে ভাল বাসে। ভেট্‌কী, খয়রা, চিংড়ী প্রভৃতি সকলপ্রকার মৎস্যই প্রায় শুঁটকী করা হয়।

মাছ ধরিবার জন্য, জেলেরা নানা প্রকার জাল ব্যবহার করে। তন্মধ্যে টানা, ঘূর্ণী বা খেপলা প্রধান। এতদ্ভিন্ন পাতি, খাটপাতি, পাশ, লক্ষজাল, চাটুনি, চাবি জাল, কোট প্রভৃতি কতকগুলি জাল আছে। চীনবাসীরাও আমাদের ন্যায় সকল রকম জাল ব্যবহার করে। এক এক খানি জাল নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত টানা দেওয়া থাকে। মধুমতী, মহানন্দা, তিস্তা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে সময় সময় ঐরূপ টানা বাঁধিয়া মাছ ধরা হয়। সমুদ্রকূলে দুই খানি বড় নৌকায় কাছি বাঁধিয়া জাল ধরে, ঐরূপ এক একখানি

জাল তিন মাইলেরও অধিক বড় হইয়া থাকে। ইংরাজ, জর্ম্মাণ প্রভৃতি য়ুরোপীয় জালিকগণ উত্তরসাগরে (North Sea) দুইখানি জাহাজের মধ্যে জাল বাঁধিয়া হেরিং মৎস্য ধরিবার জন্য যে জাল ব্যবহার করে, তাহাও এক একখানি এদেশীয় লক্ষজাল অপেক্ষা বড়। চাবিজালে শোল, লাঠা, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার সুবিধা আছে। কেটিজালেও এখন গঙ্গানদীতে চুনা মাছ ধরা হয়, উহা দুইটী বাঁশের সাহায্যে ত্রিকোণাকারে নৌকার সহিত বাধা থাকে। চীন ও ফর্ম্মোজা দ্বীপে অপর এক স্বতন্ত্র প্রথায় মাছ ধরা হয়। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকা নঙ্গর করিয়া একখানি জাল জলে ডুবাইয়া দেয়। পরে আপনাদের রক্ষিত কএকটী সোলার বাণ্ডিল দূর হইতে স্রোতোমুখে ভাসাইয়া আনে। ঐ সোলার বাণ্ডিল হইতে কতকগুলি সূতার বঁড়শী সংলগ্ন করিয়া তাহাতে মাছ লাগাইয়া দেয়। নদীস্রোতে এই মাছগুলি যেমন নিবৃত্তির অধীন থাকিয়া গা ভাসাইয়া যায়, সেইরূপ অপরাপর মৎস্যগুলিও তদ্দর্শনে প্রতারিত হইয়া স্রোতোমুখে যাইয়া জালে আটকায়। কখন কখন বাঁশ দিয়া নদীর জল আঘাত করিয়া মাছকে তাড়াইয়া লয়। বর্ত্তমান সময়ে মাছ ধরিবার জন্য নানারূপ বঁড়শীর সৃষ্টি হইয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত মৎস্য হইতে দেশের আর একটী বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে। উহাতে জমির উত্তম সার হয় এবং ধরা শস্যশালিনী হইয়া থাকে। চিংড়ী মাছের খোলা ও মৃত্তিকা একত্র কোন স্থানে পুতিয়া পচাইয়া লইলে উত্তম সার হয়। পুষ্পবৃক্ষ ও কোন ফলবান্ বৃক্ষ সার দিয়া তেজাল করিতে হইলে ঐ সার বৃক্ষতলে দিতে হয়। ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি গরম মসলার চাষে মৎস্যের সার আবশ্যক। চীনবাসিগণ ফুলবাগানে মাছের সার দিয়া বৃক্ষগুলিকে সতেজ করে। নোনা মাছের হাঁড়ীর রস নারিকেলচাষে বিশেষ উপকারী।

অতল সমুদ্রগর্ভ হইতে হিমালয়ের উচ্চ বক্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে মৎস্য জন্মে। তিব্বত দেশের ১৪ হাজার ফিট্ উচ্চে স্থাপিত হ্রদাদিতেও মৎস্যের অভাব নাই। এই সুদূরবিস্তৃত মৎস্যজাতি নানা স্থানে নানা রূপে কথিত;— সংস্কৃত—মৎস্য, মীন; বাঙ্গালা—মাছ; হিন্দি—মচ্ছি, মছলী; তেলগু—চপু, তামিল—মীন, ইংরাজী—Fish, দিনেমার ও সুইস্—Fisk, জর্ম্মাণ—Fisch, ফরাসী—Poisson, ওলন্দাজ—Visschen, গ্রীক—Ichthus, হিব্রু—Dag, ইতালী—Pesce, ল্যাটিন—Pisces, পোলিশ—Rybi, পর্ত্তুগীজ—Piexes, রুসিয়া—Rub, স্পেন—Pescados, আরব—সমকৎ, পারস্য—মহি, ব্রহ্ম—অন্-গা, মলয়—ইকন্ ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ ভাগ সম্পূর্ণ।